



♦ আল ফাতিহা ♦

১ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। ১ ❁

১. আপনি যদি কোনও ইমারতের প্রশংসা করেন, তবে প্রকৃতপক্ষে সে প্রশংসা হয় ইমারতটির নির্মাতার। সুতরাং এই সৃষ্টিজগতের যে-কোনও বস্তুর প্রশংসা করা হলে পরিণামে সে প্রশংসা হয় আল্লাহ তাআলার, যেহেতু সে বস্তু তাঁরই সৃষ্টি। জগতসমূহের প্রতিপালক বলে সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে। মানব জগত, জড় জগত ও উদ্ভিদ জগত থেকে শুরু করে নভোমণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডল ও ফিরিশতা জগত পর্যন্ত সব কিছুর সৃজন ও প্রতিপালন আল্লাহ তাআলারই কাজ। এসব জগতের মধ্যে যা কিছু প্রশংসাখোগ্য আছে, আল্লাহ তাআলার সৃজন ও রবুবিয়াতের মহিমার কারণেই তা প্রশংসার ঘোষ্যতা লাভ করেছে।

২ যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালুঁ ২ ❁

২. আরবী নিয়ম অনুসারে "رَحْمٌ"-এর অর্থ সেই সত্তা, যার রহমত ও দয়া অত্যন্ত প্রশংসন্ত (Extensive) অর্থাৎ যার রহমত দ্বারা সকলেই উপকৃত হয়। আর "رَحِيمٌ"-এর অর্থ সেই সত্তা, যার রহমত খুব বেশি (Intensive) অর্থাৎ যার প্রতি তা হয়, পরিপূর্ণরূপে হয়। দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার রহমত সকলেই ভোগ করো। মুমিন ও কাফির নির্বিশেষে সকলেই তা দ্বারা উপকৃত হয়। সকলেই রিয়ক পায় এবং দুনিয়ার নি'আমতসমূহ দ্বারা সকলেই লাভবান হয়।
আখিরাতে যদিও কাফিরদের প্রতি রহমত হবে না, কিন্তু যাদের প্রতি (অর্থাৎ মুমিনদের প্রতি) হবে, পরিপূর্ণরূপে হবে। ফলে সেখানে নি'আমতের সাথে কোনও রকমের দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। মুম্বুজ-ও-মিংজ-এর মধ্যে এই যে পার্থক্য, এটা প্রকাশ করার জন্যই رَحْمٌ-এর তরজমা করা হয়েছে সকলের প্রতি দয়াবান' আর مِنْ-এর তরজমা করা হয়েছে 'পরম দয়ালু'।

৩ যিনি কর্মফল-দিবসের মালিক। ৩ ❁

৩. কর্মফল দিবস বলতে সেই দিনকে বোঝানো হয়েছে, যে দিন সমস্ত বান্দাকে পার্থিব জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হবে। এমনিতে তো কর্মফল দিবসের আগেও সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলাই। তবে তিনি দুনিয়ায় মানুষকেও বহু কিছুর মালিকানা দান করেছেন। যদিও তাদের সে মালিকানা অসম্পূর্ণ ও সাময়িক, তারপরও আপাতদৃষ্টিতে তাকে মালিকানাই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কিয়ামত দিবসে যখন শান্তি ও পুরুষার দানের সময় এসে যাবে, তখন এই অসম্পূর্ণ ও সাময়িক মালিকানাও খতম হয়ে যাবে। সে দিন বাহ্যিক মালিকানাও আল্লাহ তাআলা অন্য কারণও থাকবে না। এ কারণেই এ স্থলে আল্লাহ তাআলাকে বিশেষভাবে কর্মফল দিবসের মালিক বলা হয়েছে।

৪ [হে আল্লাহ] আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। ৪ ❁

৪. এর দ্বারা বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করার নিয়ম শেখানো হয়েছে। সেই সঙ্গে এটাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ কোনও রকমের ইবাদত-উপসন্ধির উপযুক্ত নয়। আরও জানানো হচ্ছে, প্রতিটি কাজে প্রকৃত সাহায্য আল্লাহ তাআলার কাছেই চাওয়া উচিত। কেননা যথার্থভাবে কার্য-নির্বাহকারী তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। দুনিয়ার বিভিন্ন কাজে যে অনেক সময় মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়, তা এই বিশ্বাসে চাওয়া হয় না যে, সে কর্মবিধায়ক। বরং এক বাহ্যিক 'কারণ' মনে করেই চাওয়া হয়। [এটা নাজায়েষ নয়। তবে বাহ্যিক আসবাব-উপকরণের উর্ধ্বে কোনও বিষয়ে গায়রঞ্জাহর সাহায্য চাওয়া কিছুতেই জায়ে নয়। তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত, যেমন সন্তান, জীবিকা ও শিফা ইত্যাদি চাওয়া। -অনুবাদক]

৫ আমাদের সরল পথে পরিচালিত কর। ৫ ❁

৬ সেই সকল লোকের পথে, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। ৬ ❁

৫. কাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হয়েছে, সে সম্পর্কে সূরা নিসায় ইরশাদ হয়েছে, কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবীগণ, সিদ্ধীকগণ, শহীদগণ ও সালিহীন (সৎকর্মপরায়ণগণ)-এর সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আর তারা কত উত্তম সঙ্গী সূরা নিসা (৪ : ৬৯)। -অনুবাদক

৭ ওই সকল লোকের পথে নয়, যাদের প্রতি গঘব নায়িল হয়েছে এবং তাদের পথেও নয়, যারা পথহারা। ৭ ❁

৬. অর্থাৎ যারা সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আমাদেরকে তাদের পথে চালিও না। মৌলিকভাবে একপ লোক দুই শ্রেণীর। (ক) যারা সত্য জানার পরও হঠকারিতা ও বিদ্বেষবশত তা গ্রহণ করে না। مُهْلِكٌ عَلَىٰ مُّهْلِكٍ বলে তাদের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এরা হল ইয়াহুদী জাতি। উপর্যুক্তির বিদ্বেষ ও হঠকারিতার কারণে তাদের প্রতি আল্লাহর গঘব নায়িল হয়েছে।

(খ) যারা অজ্ঞতাবশত বিপথগামী হয়, যেমন ফিস্টন সম্পদায়। **اللّٰهُ**-এর দ্বারা তাদেরই প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তারা এমনই অজ্ঞ যে, বিভিন্ন লোকের লেখা হ্যারত ঈসা 'আলাইহিস সালামের জীবনী গ্রন্থসমূহকে 'আসমানী কিতাব ইঞ্জিল' নামে অভিহিত করছে, ইয়াহুদীরা জনেক ব্যক্তিকে শুলে চড়িয়ে ঈসা বলে প্রচার করে দিয়েছে আর সে কথাই তারা বিশ্বাস করছে, সর্বোপরি হ্যারত ঈসা (আ.)-এর প্রচারিত তাওহীদি দ্বীনের পরিবর্তে ইয়াহুদী সেন্ট পৌল যে মনগড়া পৌত্রিক ধর্ম প্রচার করেছে, তারা ফিস্টধর্ম বিশ্বাসে তারই অনুসরণ করেছে এবং এভাবে চরমভাবে পথহারা হয়ে গেছে। -অনুবাদক



♦ আল বাকারা ♦

1 আলিফ-লাম-মীম ✽

1. বিভিন্ন সুরার শুরুতে এ রকমের হরফ এভাবেই পৃথক-পৃথকরূপে নাযিল হয়েছিল। এগুলোকে আল-হুরফুল মুকাব্বাতাত (বিছিন্ন হ্যারফসমূহ) বলে। এগুলোর অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, তা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারও জানা নেই। এটা আল্লাহ তাআলার কিতাবের এক নিগৃত রহস্য। এ নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের কোনও প্রয়োজন নেই। কেননা এর অর্থ বোঝার উপর আকীদা ও আমলের কোনও মাসআলা নির্ভরশীল নয়।

2 এটি এমন কিতাব, যার মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই। ☺ এটা হিদায়াত এমন ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য ☺

2. অর্থাৎ এ কিতাবের প্রতিটি কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। মানব-রচিত কোনও গ্রন্থকে শত ভাগ সন্দেহমুক্ত বলে বিশ্বাস করা যায় না। কেননা মানুষ যত বড় জ্ঞানী হোক তার জ্ঞানের একটা সীমা আছে। তাছাড়া তার রচনার ভিত্তি হয় তার ব্যক্তিগত ধারণা-ভাবনার উপর। কিন্তু এ কুরআন যেহেতু আল্লাহ তাআলার কিতাব, যার জ্ঞান সীমাবিহীন এবং শত ভাগ সন্দেহাতীত, তাই এতে কোনও রকম সংশয়-সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি কারও মনে সন্দেহ দেখা দেয়, তবে তা তার বুঝের কমতির কারণেই দেখা দেবে, না হয় এ কিতাবের কোনও বিষয় সন্দেহপূর্ণ নয় আদৌ।

3. যদিও কুরআন মাজীদ মুমিন-কাফির নির্বিশেষে সকলকেই সঠিক পথ দেখায় এবং এ হিসেবে কুরআনের হিদায়াত সকলের জন্যই অবারিত, কিন্তু ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় কুরআনী হিদায়াত দ্বারা উপকার কেবল তারাই লাভ করতে পারে, যারা এর প্রতি বিশ্বাস রেখে এর সমস্ত বিধি-বিধান ও শিক্ষাবলীর অনুসরণ করে। এ কারণেই বলা হয়েছে, 'এটা হিদায়াত এমন ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য, যারা অদৃষ্ট জিনিসসমূহে ঈমান আনে...'।

ভীতি অবলম্বনের অর্থ হল অন্তরে সর্বদা এই চেতনা জাগ্রত রাখা যে, একদিন আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাকে আমার সমস্ত কর্মের জবাবদিহী করতে হবে। কাজেই আমার এমন কোনও কাজ করা উচিত হবে না, যা তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। এই ভয় ও চেতনারই নাম তাকওয়া।

অদৃশ্য ও নাদেখা জিনিসসমূহের জন্য কুরআন মাজীদ 'গায়ব' শব্দ ব্যবহার করেছে। এর দ্বারা এমন সব বিষয় বোঝানো উদ্দেশ্য, যা চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না; এবং নাক দ্বারা শুন্কেও উপলব্ধি করা যায় না; বরং তা কেবলই আল্লাহ তাআলার ওহীর মাধ্যমে জানা সম্ভব। অর্থাৎ হ্যাত কুরআন মাজীদের ভেতরে তার উল্লেখ থাকবে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী মারফত জেনে আমাদেরকে তা অবহিত করবেন। যেমন আল্লাহ তাআলার গুণবলী, জান্মাত ও জাহানামের অবস্থাদি, ফিরিশতা প্রভৃতি।

এ স্থলে আল্লাহ তাআলার নেকে বান্দাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহের প্রতি মনে-প্রাণে রেখে সেই সকল জিনিসকে সত্য বলে স্বীকার করে, যা তারা দেখেন।

এ দুনিয়া মূলত পরীক্ষার স্থান। সেই অদৃশ্য বিষয়াবলী যদি চোখে দেখা যেত, তারপর কেউ তাতে বিশ্বাস করত, তবে তা কোনও পরীক্ষা হত না। আল্লাহ তাআলা সেসব জিনিসকে মানুষের দৃষ্টিগোলী রেখেছেন, কিন্তু বাস্তবে যে তার অস্তিত্ব আছে, তার সম্পর্কে অসংখ্য দলীল-প্রমাণ সামগ্রে রেখে দিয়েছেন। যে-কেউ ইন্সাফের সাথে তাতে চিন্তা করবে, সে গায়বী বিষয়াবলীর প্রতি সহজেই ঈমান আনতে পারবে, ফলে পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হবে। কুরআন মাজীদও সেসব প্রমাণ পেশ করেছে, যা ইনশাআল্লাহ একের পর এক আসতে থাকবে। প্রয়োজন কেবল কুরআন মাজীদকে সত্য-সন্ধানের প্রেরণায় নিপৰেক্ষ দৃষ্টিতে পড়া এবং অন্তরে এই চিন্তা রাখা যে, এটা হেলাফেলা করার মত কোনও বিষয় নয়। এটা মানুষের স্থায়ী জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার বিষয়। কাজেই অন্তরে এই ভয় জাগ্রত রাখা চাই যে, পাছে আমার কুপ্রবৃত্তি ও মনের খেলাল-খুশী কুরআন মাজীদের দলীল-প্রমাণ যথাযথভাবে বোঝা পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমাকে কুরআন প্রদত্ত হিদায়াত ও পথ-নির্দেশকে সত্য-সন্ধানের প্রেরণা নিয়ে পড়তে হবে এবং আগে থেকে অন্তরে যেসব চিন্তা-চেতনা শিকড় গেড়ে আছে তা থেকে অন্তরকে মুক্ত করে পড়তে হবে, যাতে সত্যিকারের হিদায়াত আমি লাভ করতে পারি। 'কুরআন যে ভীতি-অবলম্বনকারীদের জন্য হিদায়াত' তার এক অর্থ এটাও।

3 যারা অদৃশ্য জিনিসসমূহে ঈমান রাখে ☺ এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে। ✽

4. যে সকল লোক কুরআন মাজীদের হিদায়াত ও পথ-নির্দেশ দ্বারা উপৰ্যুক্ত হয়, এ স্থলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ গুণবলী উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম গুণ তো এই যে, তারা গায়ব তথা অদৃশ্য বিষয়াবলীর উপর ঈমান রাখে, যার ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া হয়েছে। ঈমান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। এর সারমর্ম হল- আল্লাহ তাআলা যা-কিছু কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে ইরশাদ করেছেন সে সবের প্রতি তার ঈমান ও বিশ্বাস রাখে। দ্বিতীয় জিনিস বলা হয়েছে তারা সালাত কায়েম করে। কায়িক ইবাদতের মধ্যে এটা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় বিষয় হল নিজের অর্থ-সম্পদ থেকে আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করা।

যাকাত-সদকা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এটা আর্থিক ইবাদত।

৪ এবং যারা ঈমান রাখে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও এবং তারা আখিরাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে। ৬ ❁

৫. আর্থাতঃ তারা বিশ্বাস রাখে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং তাঁর পূর্ববর্তী আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালাম- হযরত মূসা (আ.) হযরত ঈসা (আ.) প্রমুখের প্রতি যা নাফিল করা হয়েছে, তাও সত্য ছিল, যদিও পরবর্তীকালের লোকেরা তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেনি, বরং তাতে নানা রকম রদ-বদল ও বিকৃতি সাধন করেছে। এ আয়াতে সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওহী নাফিলের ক্রমধারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়ে গেছে। তাঁর পর এমন কোনও ব্যক্তির জন্ম হবে না, যার প্রতি ওহী নাফিল হবে কিংবা যাকে নবী বানানো হবে। কেননা আলাইহু তাআলা এ স্থলে কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাফিল কৃত ওহী এবং তাঁর পূর্ববর্তী আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামের প্রতি অবতীর্ণ ওহীর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর পরের কোনও ওহীর কথা উল্লেখ করেননি। যদি তাঁর পরেও নতুন নবী আসার সন্তাবন থাকত, যার ওহীর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যিক, তবে এ স্থলে তার কথাও উল্লেখ করা হত, যেমন পূর্ববর্তী নবীগণের থেকে প্রতিশ্রূতি নেওয়া হয়েছিল যে, আপনাদের পর যে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমন হবে, আপনাদের কিন্তু তাঁর প্রতিও ঈমান আনতে হবে (আল-ইমরান ৩ : ৮১ আয়াত)।

৬. 'আখিরাত' বলতে সেই জীবনকে বোঝানো হয়েছে, যা মৃত্যুর পর আসবে, যা স্থায়ী হবে, যখন প্রত্যেক বান্দাকে তার দুনিয়ার জীবনে কৃত যাবতীয় কর্মের হিসাব দিতে হবে এবং তার ভিত্তিতেই সে জানাতে যাবে না জাহানামে, তার ফায়সালা হবে। প্রথমে যে সকল অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, আখিরাত যদিও তার অন্তর্ভুক্ত, তথাপি পরিশেষে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পৃথকভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এর কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের বিশ্বাসই মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কর্মজীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রতিটি কর্মের হিসাব দিতে হবে, সে কখনও আগ্রহের সাথে কোনও গুনাহের কাজে প্রস্তুত হতে পারে না।

৫ এরাই এমন লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সঠিক পথের উপর আছে এবং এরাই এমন লোক, যারা সফলতা লাভকারী। ❁

৬ নিশ্চয়ই যে সকল লোক কুফর অবলম্বন করেছে, তাদেরকে আপনি ভয় দেখান বা নাই দেখান উভয়টাই তাদের পক্ষে সমান। তারা ঈমান আনবে না। ❁

৭. একদল কাফের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিল যে, যত স্পষ্ট দলীল ও উজ্জ্বল নির্দর্শনই তাদের সামনে উপস্থিত করা হোক, তারা কখনোই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে ঈমান আনবে না। এখানে সেই কাফেরদের কথাই বলা হচ্ছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রাখি।) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এরা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা কুফরের উপর গোঁ ধরে বসে আছে। সেই ভাব ব্যক্ত করার লক্ষ্যেই তরজমায় 'কুফর অবলম্বন করেছে' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৮. জ্যেষ্ঠা-এর অর্থ করা হয়েছে 'ভয় দেখানো'। কুরআন মাজীদে আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দাওয়াতকে প্রায়শ 'ভীতি প্রদর্শন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা নবীগণ মানুষকে কুফর ও দুর্কর্মের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখাতেন। সুতরাং আয়াতের মর্ম দাঁড়ায় এই যে, আপনি তাদেরকে দাওয়াত দেন বা নাই দেন, তাদের সামনে দলীল-প্রমাণ ও নির্দর্শনাবলী পেশ করুন বা নাই করুন, তারা যেহেতু কোনও কথাই মানবে না বলে স্থির করে নিয়েছে, তাই তারা ঈমান আনবে না।

৭ আল্লাহ তাদের অন্তরে ও তাদের কানে মোহর করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের উপর পর্দা পড়ে আছে এবং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। ❁

৯. এ আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, জিদ ও হঠকারিতা অত্যন্ত বিপজ্জনক জিনিস। কোনও ব্যক্তি যদি ভুলে, অসাবধানতায় বা এ রকম কোনও কারণে কোনও গলত কাজ করে, তবে তার সংশোধনের আশা থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি কোনও ভুল কাজে জিদ ধরে এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, কোনও অবস্থাতেই সে তা ছাড়বে না ও সঠিকটা গ্রহণ করবে না, তবে তার সে জিদের পরিণতিতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে তার অন্তরে মোহর করে দেওয়া হয়। ফলে তার সত্য কবুলের যোগ্যতাই খতম হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করুন। এই ধারণা করার কোনও সুযোগ নেই যে, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং যখন তার অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন তখন তো সে মাঝুর ও অপারগ। কেননা এ মোহর করাটা স্বয়ং তার জিদেরই পরিণতি এবং সত্য না মানার যে সিদ্ধান্ত সে করে নিয়েছে তারই ফল।

৮ কিছু লোক এমন আছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছি, অথচ (প্রকৃতপক্ষে) তারা মুমিন নয়। ১০ ❁

১০. সূরার শুরুতে পাঁচটি আয়াতে মুমিনদের গুণাবলী ও তাদের শুভ পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারপর দুই আয়াতে যারা প্রকাশ্য কাফের তাদের সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এবার এখান থেকে তৃতীয় একটি শ্রেণীর অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে, যাদেরকে 'মুনাফিক' বলা হয়। এরা প্রকাশ্যে তো নিজেদেরকে 'মুসলিম' বলে দাবী করত, কিন্তু আন্তরিকভাবে তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। ২০ নং আয়াত পর্যন্ত দীর্ঘ তেরাটি আয়াতের আলোচনা কেবল তাদেরই সম্পর্কে।

9

তারা আল্লাহকে এবং যারা (বাস্তিক) ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দেয় এবং (সত্য কথা এই যে,) তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না। কিন্তু (এ বিষয়ের) কোনও উপলব্ধি তাদের নেই। ১১ ❁

11. অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তারা আল্লাহ ও মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিতে চায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে। কেননা এ ধোঁকার পরিণাম তাদের নিজেদের পক্ষেই অশুভ হবে। তারা মনে করছে, নিজেদেরকে মুসলিমরপে পরিচয় দিয়ে তারা কুফরের পার্থিব পরিণতি থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে, অথচ আর্থিকভাবে তাদের যে আয়াব হবে তা দুনিয়ার আয়াব অপেক্ষা কঠিনতর।

10

তাদের অন্তরে আছে রোগ। আল্লাহ তাদের রোগ আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। ১২ আর তাদের জন্য যত্নগাময় শান্তি প্রস্তুত রয়েছে, যেহেতু তারা মিথ্যা বলত। ❁

12. পূর্বে ৭নং আয়াতে যা বলা হয়েছিল, এটাও সে রকমেই কথা। অর্থাৎ প্রথম দিকে এ পথপ্রস্তাবকে তারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নিয়েছিল এবং তাতে স্থিরসংকল্প হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল তাদের অন্তরের একটা ব্যাধি। অতঃপর তাদের জেদের পরিণামে আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি করে দেন। ফলে বাস্তিকভাবে তাদের ঈমান আনার তাওফীক হবে না।

11

যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, ১৩ তারা বলে, আমরা তো শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। ১৪ ❁

13. অর্থাৎ কুফর করো না, আল্লাহর পথে বাধা দিও না এবং তাঁর অবাধ্যতা করো না। বস্তুত আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপাচার করাই প্রকৃত ফাসাদ। (-অনুবাদক)

14. তারা তাদের অন্যায়-অনাচারকেই শান্তিপূর্ণ কাজ মনে করত, যেহেতু শয়তান তাদের কুকর্মকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে তুলেছিল। তা ছাড়া কেউ যখন মন্দ কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন এক পর্যায়ে তার চিন্তা-চেতনা বিকৃত হয়ে যায়, যাকে আল্লাহ তাআলা ‘অন্তরে মোহর করে দেওয়া’ শব্দে ব্যক্ত করেছেন। ফলে তখন সেই মন্দ কাজই তার দৃষ্টিতে ভালো কাজরাপে প্রতিভাত হয়। এ কারণেই মুনাফিকগণ ফাসাদকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী বলে দাবি করছে। (-অনুবাদক)

12

মনে রেখ, এরাই ফাসাদকারী, কিন্তু এর উপলব্ধি তাদের নেই। ❁

13

যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরাও সেই রকম ঈমান আন, যেমন অন্য লোকে ঈমান এনেছে। তখন তারা বলে, আমরাও কি সেই রকম ঈমান আনব, যে রকম ঈমান এনেছে নির্বেধ লোকেরা? জেনে রেখ, এরাই নির্বেধ, কিন্তু তারা তা জানে না। ❁

14

যারা ঈমান এনেছে, তাদের সাথে যখন এরা মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি আর যখন নিজেদের শয়তানদের ১৫ সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদেরই সঙ্গে আছি। আমরা তো কেবল তামাশা করছিলাম। ❁

15. ‘নিজেদের শয়তান’ দ্বারা সেই সকল নেতৃবর্গকে বোঝানো হয়েছে, যারা মুনাফিকদের ঘড়যন্ত্র ও চক্রান্তে তাদের প্রধান ও পথপ্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা রাখত। শয়তান শব্দের ধাতুগত অর্থ সত্য ও উন্নত পথ পরিহারকারী। মুনাফিকদের নেতৃবর্গ যেহেতু আন্তরিকভাবে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল তাই আয়াতে তাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে। -অনুবাদক)

15

আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা (-এর আচরণ) করেন এবং তাদেরকে তিল দেন, যাতে তারা তাদের অবাধ্যতায় ঘূরপাক খেতে থাকে। ১৬ ❁

16. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের রশি তিল করে দিয়েছেন, যদরূপ দুনিয়ায় তারা তাদের ফেরেববাজীর তাঁক্ষণিক শান্তির সমুদ্ধীন হচ্ছে না। এ কারণে তারা মনে করছে তাদের কৌশল সফল হয়েছে। ফলে নিজেদের গোমরাহীতে তারা দিন-দিন পাকাপোক্ত হচ্ছে। আসলে তাদেরকে এভাবে পাকাপোক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। পাকড়াও তাদেরকে একবারেই করা হবে এবং সেটা আর্থিকভাবে তাআলার এ আচরণ যেহেতু তাদের তামাশারই পরিণাম, তাই বিশ্বাসিতে ‘আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন’ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

16

এরাই তারা, যারা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী ক্রয় করেছে। ফলে তাদের ব্যবসায়ে লাভ হয়নি এবং তারা সঠিক পথও পায়নি। ❁

17

তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালালো, ১৭ তারপর যখন সেই আগুন তার আশপাশ আলোকিত করে তুলল, তখন আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে এ অবস্থায় ছেড়ে দিলেন যে, তারা কিছুই দেখতে পায় না। ❁

17. এখান থেকে মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে। ইসলামের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সামনে আসা সত্ত্বেও মুনাফিকগণ নিফাক ও কপটতার গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল। আয়াতে ইসলামের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আগুনের

আলোতে যেমন আশপাশের সবকিছু পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, তেমনি ইসলামের দলীল-প্রমাণ দ্বারা তাদের সামনে সত্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তথাপি তারা জিদ ও একগঁথে করে যেতে থাকে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে সে আলো কেড়ে নেন, যদরূপ তারা দেখার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

১৮ তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। *

১৯ অথবা (ওই মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত এ রকম) ১৮ যেমন আকাশ থেকে বর্ষ্যমান বৃষ্টি, যার মধ্যে আছে অন্ধকার, বজ্র ও বিজলী। তারা বজ্রঝনির কারণে মৃত্যুভয়ে নিজেদের কানে আঙ্গুল দেয় এবং আল্লাহ তাআলা কাফিরদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন। ১৯ *

18. প্রথম দৃষ্টান্তটি ছিল সেই সকল মুনাফিকের, যারা ইসলামের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সামনে আসা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বুঝে শুনেই কুফর ও নিফাকের পথ অবলম্বন করেছিল। এবার মুনাফিকদের আরেক শ্রেণীর দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে। এরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে দোল্যমানতার শিকার ছিল। যখন ইসলামের সত্ত্বত সম্পর্কিত দলীল-প্রমাণ সামনে আসত তখন তাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হত এবং তখন তারা ইসলামের দিকে আগসর হত। কিন্তু যখন ইসলামী আহকামের দায়িত্ব-কর্তব্য ও হালাল-হারামের বিষয়সমূহ সামনে আসত, তখন নিজেদের বক্তৃত্বাধীন কারণে তারা থেমে যেত। এখনে ইসলামকে এক বর্ষ্যমান বৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। আর কুফর ও শিরকের অনিষ্ট ও মন্দহের যে বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, তাকে অন্ধকারের সাথে এবং কুফর ও শিরকের কারণে যে শাস্তির ধরণ দেওয়া হচ্ছে, তাকে বজ্রের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। তাছাড়া কুরআন মাজীদে সত্ত্বের যে দলীল-প্রমাণ এবং সত্ত্বের অনুসরীদের জন্য জাহাতের নিয়ামতরাজির যে সুসংবাদ শোনানো হচ্ছে তাকে বিজলীর আলোর সাথে উপমিত করা হচ্ছে। যখন এ আলো তাদের সামনে উদ্ভূতি হয়ে ওঠে, তখন তারা হাঁটা শুরু করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যখন কু-প্রবৃত্তির অন্ধকার তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

19. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ যখন কুফর ও পাপচারের শাস্তি সম্পর্কে সতর্কবাণী শোনায়, তখন তারা কান বন্ধ করে ফেলে এবং মনে করে তারা শাস্তি থেকে বেঁচে গেল। অথবা আল্লাহ তাআলা সমস্ত কাফিরকে বেঁচে করে আছেন। তারা তাঁর থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।

২০ মনে হয় যেন বিজলী তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেবে। যখনই বিজলী তাদের সামনে আলো দান করে তারা তাতে (সেই আলোতে) চলতে শুরু করে, আবার যখন তা তাদের উপর অন্ধকার বিস্তার করে, তারা দাঁড়িয়ে যায়। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। *

২১ হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে, যাতে তোমরা মুন্তাকী হয়ে যাও। *

২২ (সেই প্রতিপালকের), যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা বানিয়েছেন এবং আকাশকে ছাদ। আর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। তারপর তার মাধ্যমে তোমাদের জীবিকারাপে ফল-ফলাদি উদগত করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোনও শরীক স্থির করো না- যখন তোমরা (এসব বিষয়) জান। ২০ *

20. ইসলামের সর্বাপেক্ষা বুনিয়াদী আকীদা হল তাওহীদ। এ আয়াতে তারই দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং সংক্ষিপ্তরূপে তার প্রমাণও উপস্থিত করা হয়েছে। আরবগণ স্বীকার করত, নিখিল বিশ্বের অস্তিত্ব দান করা, আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করা, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করা এবং তা দ্বারা ফল ও ফসল উৎপন্ন করা- এসব আল্লাহ তাআলারই কাজ। এতদসত্ত্বেও তাদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তাআলা বহু কাজের দায়-দায়িত্ব দেব-দেবীর উপর ন্যস্ত করেছেন। সেমতে দেব-দেবীগণ নিজ-নিজ কাজে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। কাজেই দেব-দেবীগণ তাদের সাহায্য করবে এই আশায় তারা তাদের পূজা-অর্চনা করত। আল্লাহ তাআলা বলছেন, যখন সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আমাই এবং বিশ্ব জগতের পরিচালনায় যখন আমার কারও থেকে কোনও রকমের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন নেই, তখন ইবাদত-উপাসনা তো কেবল আমারই করা উচিত। এটাই তো বিবেক-বুদ্ধির দাবি। এ দাবি উপেক্ষা করে আন্য কারণে উপাসনা করা কত বড়ই না অবিচার!

২৩ তোমরা যদি এই (কুরআন) সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহে থাক, যা আমি আমার বান্দা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি নাখিল করেছি, তবে তোমরা এর মত কোনও একটা সুরা বানিয়ে আন। আর সত্যবাদী হলে তোমরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের সাহায্যকারীদের ডেকে নাও। *

২৪ তারপরও যদি তোমরা এ কাজ করতে না পার আর এটা তো নিশ্চিত যে, তোমরা তা কখনও করতে পারবে না, তবে ভয় কর সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ২১ *

21. পূর্বের ২১ ও ২২ নং আয়াতে তাওহীদের বর্ণনা ছিল। ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আকীদা হল রিসালাত। এবার ২৩ নং আয়াত হতে তার বর্ণনা এ প্রসঙ্গে আরবের সেই সকল লোকের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, যারা কুরআনের প্রতি ঈমান না এনে বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অপবাদ দিত যে, তিনি একজন কবি এবং তিনি নিজেই এ কুরআন রচনা করেছেন। তাদেরকে বলা হচ্ছে, এ কুরআনের মত কোনও বাণী যদি মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয়, তবে তোমরা যারা অনেক বড় কবি-সাহিত্যিক, সকলে মিলেও কুরআনের যে-কোনও একটা সুরার মত একটা সুরা তৈরি করে আন। সাথে সাথে কুরআন এই দাবীও করেছে যে, তোমরা সকলে মিলেও একপ সুরা তৈরি করতে পারবে না। আর বাস্তবতা এটাই যে, নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যে আরবদের অনেক গর্ব ছিল, এই চ্যালেঞ্জের পর তারা সকলেই পরাজয় মানতে বাধ্য হয়। তাদের একজনও এ চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পারেনি। বড় বড় কবি-সাহিত্যিক এই ঐশ্বী বাণীর

সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে পড়ে। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত ও কুরআন মাজীদের সত্যতা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

25

যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য এমন সব বাগান (প্রস্তুত) রয়েছে, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে। ১১ যখনই তাদেরকে তা থেকে রিষক হিসেবে কোনও ফল দেওয়া হবে, তারা বলবে, এটা তো সেটাই, যা আমাদেরকে আগেও দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে এমন রিষকই দেওয়া হবে, যা দেখতে একই রকমের হবে। ১২ তাদের জন্য সেখানে থাকবে পুতুঃপুরিত্ব স্তু এবং তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে। *

22. এটা ইসলামের তৃতীয় আকীদা অর্থাৎ আধিরাতের প্রতি ঈমানের বর্ণনা। এতে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন অবশ্যস্থাবী। তখন প্রত্যেককে নিজ কর্মের হিসাব দিতে হবে। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সৎকর্ম করবে সে জান্নাতের অধিকারী হবে। সেখানে কী নিয়মামত লাভ হবে, তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র এ আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

23. এর এক অর্থ হতে পারে যে, জান্নাতেই তাদেরকে একটু পর পর এমন ফল খেতে দেওয়া হবে, যা দেখতে ছবহ একই রকমের হবে, কিন্তু স্বাদে প্রতিটি ফল হবে নতুন ও আলাদা। দ্বিতীয় এই অর্থেরও অবকাশ আছে যে, জান্নাতের ফল দেখতে দুনিয়ার ফল-সদৃশই হবে। তাই জান্নাতবাসী তা দেখে বলবে, এটা তো সেই ফলই যা পূর্বে দুনিয়ার জীবনে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু জান্নাতে তার স্বাদ ও বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার ফল থেকে অনেক বেশি হবে, যার মধ্যে তুলনা চলে না।

26

নিচয়ই আল্লাহ (কোনও বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য) কোনও রকমের উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না, তা মশা (এর মত তচ্ছ জিনিস) হোক বা তারও উপরে (অধিকতর তুচ্ছ) হোক। ১৩ তবে যারা মুমিন তারা জানে, এ উদাহরণ সত্য, যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত। কিন্তু যারা কাফির তারা বলে, এই (তুচ্ছ) উদাহরণ দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কী? (এভাবে) আল্লাহ এ উদাহরণ দ্বারা বহু মানুষকে গোমরাহীতে লিপ্ত করেন এবং বহুজনকে হিদায়ত দান করেন। আর তিনি গোমরাহ করেন কেবল তাদেরকেই, যারা নাফরমান। ১৪ *

24. কোনও কোনও কাফির কুরআন মাজীদের উপর প্রশ্ন তুলেছিল, এতে মশা, মাছি, মাকড়সা ইত্যাদি দ্বারা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কেন? এটা যদি সত্যিই আল্লাহর কালাম হত, তবে এতে এমন তুচ্ছ জিনিসের উল্লেখ থাকত না। বলাবাহল্য, এটা এক অবাস্তুর প্রশ্ন। কেননা উদাহরণ সর্বদা বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখেই দেওয়া হয়। কোনও ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জিনিসের উদাহরণ দিতে হলে এমন কোনও জিনিস দ্বারাই দিতে হবে যা ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতায় তার অনুরূপ। এ রকম করা হলে তা বক্তব্যের ক্রটি নয়; বরং তার বৈদ্যুত ও অলংকারপূর্ণতারই দলীল হয়। অবশ্য এটা তো কেবল তাদেরই বুরো আসার কথা, যারা সত্যের সন্ধানী এবং সত্যের প্রতি বিশ্বাসী। যারা কুফরকেই ধরে রাখবে বলে কসম করে নিয়েছে, তারা তো সর্বদা সব রকম কথাতেই দোষ খুঁজবে। এ কারণেই তারা এ জাতীয় অবাস্তুর কথাবার্তা বলে থাকে।

25. অর্থাৎ কুরআন মাজীদের যে সকল আয়াত সত্যের সন্ধানীকে হিদায়ত দান করে, সেগুলোই এমন সব লোকের জন্য অতিরিক্ত গোমরাহীর 'কারণ' হয়ে যায়, যারা জিদ ও হঠকারিতাবশত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে, কখনও সত্য কথা মানবে না। কেননা তারা প্রত্যেক নতুন আয়াতকে অঙ্গীকার করে এবং প্রত্যেক আয়াতের অঙ্গীকৃতিই একটি স্বতন্ত্র গোমরাহী।

27

সেই সকল লোক, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিকে পরিপক্ষ করার পরও ভেঙ্গে ফেলে ১৫ এবং আল্লাহ যেই সম্পর্ককে ঘৃত রাখতে আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে। ১৬ বস্তুত এমন সব লোকই অতি ক্ষতিগ্রস্ত। *

26. অধিকাংশ মুফাসিসিরের মতে এ প্রতিশ্রুতি দ্বারা 'আলাস্ত'-এর প্রতিশ্রুতি বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ 'আমি কি তোমাদের রবব নই'- যা সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে (৭ : ১৭২)। সেখানেই এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করার বহু আগে সমস্ত রূহকে একত্র করেন। তারপর তাদেরকে জিজেস করেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন সকলেই আল্লাহ তাআলার প্রতিপালকের কথা স্মৃতি করে নিয়ে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা তাঁর আনুগত্য করবে। এ আয়াতে যে প্রতিশ্রুতিকে পরিপক্ষ করার কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ এই যে, প্রতি যুগে আল্লাহ তাআলার রাসূলগণ আসতে থাকেন এবং তারা মানুষকে সেই আদি প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলাই যে সকলের স্তুতি ও মালিক তার অনুকূলে দলীল-প্রমাণ প্রদর্শন করতে থাকেন। ফলে সে প্রতিশ্রুতি আরও দৃঢ় ও পরিপক্ষ হয়ে ওঠে।

এই প্রতিশ্রুতির আরও একটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তা এই যে, এর দ্বারা সেই কর্মগত ও নীরব প্রতিশ্রুতি (Licit Covenant) বোঝানো হয়েছে, যা প্রতিটি মানুষ তার জন্ম মাত্রাই নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে করে থাকে। এর উদাহরণ- যে ব্যক্তি যেই দেশে জন্মগ্রহণ করে, সে সেই দেশের সকল আইন মেনে চলবে। সে মুখে কিছু না বললেও কোনও দেশে তার জন্মগ্রহণ করাটাই এ প্রতিশ্রুতির স্থলাভিষিক্ত। এভাবেই যে ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, সে আপনা আপনিই তার প্রতিপালকের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে যায় যে, সে তার হিদায়ত অনুসূরে জীবন যাপন করবে। এ প্রতিশ্রুতির জন্য মুখে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। খুব সম্ভব এ কারণেই এর পরপরই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি করেই বা আল্লাহ তাআলার সাথে কুফরী কর্মপন্থ অবলম্বন কর, তাথে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এই এতটুকু বিষয়ই তোমাদের পক্ষ হতে একটা প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখে এবং এর ফলে তাঁর নিয়মামতের স্মৃতি করার প্রদান এবং তাঁর প্রদত্ত পথ অবলম্বন তোমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। অন্যথায় এটা কেমন বুদ্ধিমত্তা ও কেমন বিচার-বিবেচনার কাজ যে, সৃষ্টি তো করলেন আল্লাহ তাআলা আর আনুগত্য করা হবে অন্য কারও?

এই নীরব অঙ্গীকারকে 'পাকাপোক্ত' করার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তোমাদেরকে অবিরত এই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন। নবীগণ তোমাদের সামনে এমন মজবুত দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন, যা দ্বারা এ প্রতিশ্রুতি আরও পাকাপোক্ত হয়ে গেছে যে, সকল ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করাই মানুষের কর্তব্য।

27. এর দ্বারা আত্মীয়-ব্রজনের অধিকার খর্ব করাকে বোঝানো হয়েছে। এখানে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের তিনটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। (এক) তারা আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত প্রতিশ্রূতি ভঙ্গ করে। (দুই) তারা আত্মীয়বর্ণের অধিকার পদপিষ্ঠ করে এবং (তিনি) তারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে। এর মধ্যে প্রথমটির সম্পর্ক হকুম্বাহ (আল্লাহর হক)-এর সাথে। আর্থিত তারা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে 'আবিস্তা-বিশ্বাস' যে রকম রাখা উচিত সে রকম রাখে না এবং তাঁর যে ইবাদত-বন্দেগী তাদের উপর ফরয ছিল তা সম্পাদন করে না। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির সম্পর্ক হকুম্বাহ ইবাদত থাম মানুষের অধিকারের সাথে। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার জন্য যে হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা যথাযথভাবে আদায় করার মাধ্যমেই একটি সুষ্ঠু ও শান্তি পূর্ণ সমাজ গড়ে উঠতে পারে। যদি সে সম্পর্ক ছিম করে এবং পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই ও স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের অধিকার পদদলিত করতে শুরু করে, তবে যেই পারিবারিক ব্যবস্থার উপর একটি সুষ্ঠু সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়, তা ধৰ্বস হতে বাধ্য। এর অবশ্যঙ্গাবী পরিণতি হল ভূ-পৃষ্ঠে ব্যাপক ফিতনা-ফাসাদের বিস্তার। এ কারণেই কুরআন মাজীদের অন্য এক আয়তে আত্মীয়তা ছিম করা ও পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করাকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ۱۱ (مَنْ تَعْصِمْ إِنْ تَوْلِيْمُ أَنْ تَسْبِيْدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطِيْعُوا أَزْجَامَهُ)

শুরু মুহাম্মদ (৪৭ : ২২)

28. তোমরা আল্লাহর সাথে কুফরী কর্মপন্থা কিভাবে অবলম্বন কর, অথচ তোমরা ছিলে নিষ্পাগ, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর তিনি (পুনরায়) তোমাদেরকে জীবিত করবেন, তারপর তোমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। *

29. তিনিই সেই সন্তা, যিনি পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ১৮ তারপর তিনি আকাশের প্রতি লক্ষ্য করেন এবং তাকে সাত আকাশরাপে সুষ্ঠুভাবে নির্মাণ করেন। আর তিনি প্রত্যেক জিনিসের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। *

28. এখানে এ বিশয়ের প্রতি মানুষের দ্রষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, সে জগতের যা-কিছু দ্বারা উপকার লাভ করে তা সবই আল্লাহ তাআলা দান। এর প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এতদসত্ত্বেও তাঁর সাথে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন করা কত বড়ই না অকৃতজ্ঞতা! এ আয়ত থেকে ফুকাহায়ে কিরাম মূলনীতি আহরণ করেছেন যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু মৌলিকভাবে হালাল। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও বস্তুর হারাম হওয়ার পক্ষে কোনও দলীল না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে হালাল মনে করা হবে।

30. এবং (সেই সময়ের বৃত্তান্ত শোন), যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে এক খলীফা ১৯ বানাতে চাই। তারা বলতে লাগলেন, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে সেখানে অশান্তি বিস্তার করবে ও খুন-খারাবী করবে, অথচ আমরা আপনার তাসবীহ, হামদ ও পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত ৩০ আছি? আল্লাহ বললেন, আমি এমন সব বিষয় জানি, যা তোমরা জান না। *

29. একুশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তাআলার ইবাদত অবশ্য কর্তব্য হওয়ার পক্ষে দলীল দেওয়া হয়েছিল। সে দলীল ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সাদামাটা, অথচ বড় শক্তিশালী। বলা হয়েছিল, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। আটাশ নং আয়তে এরই ভিত্তিতে কাফিরদের কুফরের কারণে বিশ্বের প্রকাশ করা হয়েছে। এবার মানব সৃষ্টির পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করত সে দলীলকে অধিকতর পরিপূর্ণ করা হচ্ছে। আয়তে খলীফা দ্বারা মানুষকে বোঝানো হয়েছে। তাকে খলীফা বলার অর্থ- সে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার হক্কুম-আহকাম নিজেও পালন করবে এবং নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী অন্যদের দ্বারাও তা পালন করানোর চেষ্টা করবে।

30. ফিরিশতাদের এ পশ্চ মূলত আপন্তি জানানোর উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং তারা এ কারণে তাজব প্রকাশ করেছিলেন যে, যে মাথলুক পুরো সাথে পাপ করারও যোগ্যতাসম্পন্ন হবে, যার পরিণামে পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তারেরও সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে সৃষ্টি করার রহস্য কী? মুফাসিসিরগণ লিখেছেন, পৃথিবীতে মানুষের আগে জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারা পরম্পর বাগড়া-বিবাদ করে একে অন্যকে খতম করে দিয়েছিল। ফিরিশতাগণ চিন্তা করলেন, হয়ত মানুষের পরিপতিতও সে রকমই হবে। (অথবা আল্লাহই তাদেরকে মানব চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন কিংবা লাওহে মাহফুজে তারা একুপ লিখিত পেয়েছিলেন। এমনও হতে পারে যে, তারা চিন্তা করেছিলেন খলিফার প্রয়োজন তো তখনই হয়, যখন অশান্তি ও খুন-খারাবীর কাজ হয়। -(-অনুবাদক)

31. এবং (আল্লাহ) আদমকে সমস্ত নাম ৩১ শিক্ষা দিলেন। তারপর তাদেরকে ফিরিশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং (তাদেরকে) বললেন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাকে এসব জিনিসের নাম জানাও। *

31. 'নামসমূহ' দ্বারা সৃষ্টিজগতের যাবতীয় বস্তুর নাম, তাদের বৈশিষ্ট্যবলী এবং মানুষ যে ক্ষুধা, পিপাসা, সুস্থৰ্তা, অসুস্থৰ্তা ইত্যাদি অবস্থাসমূহের সম্মুখীন হয়, তার জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। হযরত আদম আল-ইহিস সালামকে এসব বিষয় শিক্ষা দানের সময় ফিরিশতাগণ উপস্থিতি থাকলেও তাদের স্বত্বাবের ভেতর যেহেতু এসব জিনিসের বুঝ-সমর্থ ছিল না, তাই তাদের থেকে যখন এর পরীক্ষা নেওয়া হল, তারা উত্তর দিতে সক্ষম হলেন না। এভাবে আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদের দ্বারা কার্যত স্বীকার করিয়ে নিলেন যে, এই নতুন সৃষ্টির দ্বারা তিনি যে কাজ নিতে চান, তা তারা আঞ্চাম দিতে সক্ষম নন। (কেননা খলিফতের কাজ আঞ্চাম দেওয়ার জন্য খলিফার ভেতর তার মনিব ও অধিকর্তার গুণ থাকা জরুরি। ফিরিশতাগণ ইবাদতের ক্ষেত্রে অনেক উচ্চস্তরের হলেও মনিবের গুণ অর্থাৎ ইলম ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা অনেক পিছনে। সেই তুলনায় মানুষকে যেহেতু অনেক এগিয়ে রেখেছেন তাই তাকেই খলিফা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এর দ্বারা ইলমের ফর্মালতও বোঝা গেল। -(-অনুবাদক)

32. তারা বললেন, আপনার সন্তাই পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যতটুকু জ্ঞান দিয়েছেন, তার বাইরে আমরা কিছুই জানি না। ৩২ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মালিক তো কেবল আপনিই। *

32. আয়তের শব্দাবলী দ্বারা বাহ্যত বোা যায়, এসব নাম কেবল হযরত আদম আলাইহিস সালামকেই শেখানো হয়েছিল, এ শিক্ষায় ফিরিশতাগণ শরীক ছিলেন না। এ অবস্থায় তাদেরকে নাম সম্পর্কে জিজেস করা হয়েছিল এ কথার জন্ম দেওয়ার জন্য যে, আদমকে সৃষ্টি করার দ্বারা যা উদ্দেশ্য তোমাদের মধ্যে তার যোগ্যতাই নেই। তবে এই অবকাশও আছে যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে শিক্ষা দান করার সময় ফিরিশতাগণও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এসব বোার বা স্মরণ রাখার মত যোগ্যতা যেহেতু তাদের ছিল না তাই পরীক্ষাকালে তারা উন্নত দিতে পারেননি। এ অবস্থায় তারা যা বলেছেন তার সারমর্ম এই যে, আপনি আমাদেরকে যে জ্ঞান দান করতে চান এবং যার যোগ্যতা আপনি আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের পক্ষে কেবল তার জ্ঞান অর্জন করাই সম্ভব।

33. আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি তাদেরকে এসব জিনিসের নাম বলে দাও। সুতৰাং যখন তিনি তাদেরকে সে সবের নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ (ফিরিশতাদেরকে) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, আমি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রহস্য জানি এবং তোমরা যা-কিছু প্রকাশ কর এবং যা কিছু গোপন কর সেসব সম্পর্কে আমার জ্ঞান আছে? ♦

34. এবং (সেই সময়ের আলোচনা শেন), যখন আমি ফিরিশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, ৩৩ ফলে তারা সকলে সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস ছাড়া। সে অবীকার করল ৩৪ ও দর্পিত আচরণ করল এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ♦

33. ফিরিশতাদের সামনে হযরত আদম আলাইহিস সালামের উচ্চ মর্যাদাকে কাজের মাধ্যমে তুলে ধরা এবং সেই সঙ্গে তাদের পরীক্ষা নেওয়ার লক্ষ্যে তাদেরকে আদেশ করা হল, আদমকে সিজদা কর। এ সিজদা ইবাদতের নয়, বরং সম্মান প্রদর্শনের জন্য ছিল। সম্মান প্রদর্শনমূলক সিজদা পূর্ববর্তী কোনও কোনও শরীয়তে জারোয় ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারণও সম্মানার্থে সিজদা করাকেও কঠোরভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়, যাতে শিরকের আভাস-মাত্র সৃষ্টি হতে না পারে। এ সিজদা করানোর দ্বারা যেন ফিরিশতাদেরকে পরোক্ষ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল যে, সৃষ্টিগতের যে সকল বিষয় তাদের এখতিয়ারাধীন করা হয়েছে তা যেন মানুষের জন্য নিয়োজিত করে, যাতে তারা তার সঠিক ব্যবহার করে, না বেঠিক, তা পরীক্ষা করা যায়।

34. সিজদার হুকুম সরাসরি ঘটিও ফিরিশতাদেরকে করা হয়েছিল, কিন্তু প্রাণবিশিষ্ট সকল সৃষ্টিই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজেই ইবলীসের জন্য এটা পালন করা অপরিহার্য ছিল, যদিও সে ছিল জিন জাতির এক সদস্য। কিন্তু সে অহমিকা বশে আল্লাহ তাআলাকে বলতে লাগল, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দ্বারা আর আদমকে মাটি দ্বারা। তাই আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ হয়েও আমি তাকে সিজদা করব কেন? (সূরা আরাফ ৭ : ২২)

এ ঘটনা দ্বারা দুটি শিক্ষা লাভ হয়। একটি এই যে, নিজেকে অন্যদের থেকে বড় মনে করা ও বড়স্ব ফলানো অতি বড় গুনাহ। দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে স্পষ্ট কোনও নির্দেশ এসে গেলে বাস্তুর কাজ হল, মন-প্রাণ দিয়ে সে হুকুম পালন করে যাওয়া, সে হুকুমের উপকার ও তাৎপর্য বুঝে আসুক বা নাই আসুক।

35. আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জানাতে থাক এবং এর যেখান থেকে ইচ্ছা প্রাণ ভবে খাও। কিন্তু ওই গাছের কাছেও যেও না। ৩৫ অন্যথায় তোমরা জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। ♦

35. সেটি কোনু গাছ ছিল? কুরআন মাজীদে এটা স্পষ্ট করা হয়নি। আর এটা জানারও বিশেষ কোনও প্রয়োজন নেই। কেবল এতটুকু জেনে নেওয়াই যথেষ্ট যে, জানাতের বৃক্ষরাজির মধ্যে এমন একটা গাছ ছিল, যার ফল খেতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তার স্ত্রীকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। কোনও কোনও বর্ণনায় বলা হয়েছে, সেটি ছিল গম গাছ। আবার কোনও বর্ণনায় আঙ্গুর গাছও বলা হয়েছে। কিন্তু এসব বর্ণনার মধ্যে এমন একটিও নেই, যার ফল আস্থা রাখা যেতে পারে।

36. অতঃপর (এই হল যে,) শয়তান তাদেরকে সেখান থেকে টলিয়ে দিল এবং তাঁরা যার (যে সুখের) ভেতর ছিল তা থেকে তাঁদেরকে বের করে ছাড়ল। ৩৬ আমি (আদম, তার স্ত্রী ও ইবলিসকে) বললাম, এখন তোমরা সকলে এখান থেকে বের হয়ে যাও। তোমরা একে অন্যের শক্ত হবে। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে (স্থিরীকৃত) আছে একটা কাল পর্যন্ত অবস্থান ও কিঞ্চিৎ ভোগ। ৩৭ ♦

36. অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে প্রোচনা দিয়ে সেই গাছের ফল খেতে প্রস্তুত করে ফেলল। সে বাহানা এই দেখাল যে, এমনিতে এই গাছটি বড়ই উপকারী। কেননা এর ফল খেলে অনন্ত জীবন লাভ হয়। কিন্তু প্রথম দিকে এটা বরদাশত করার মত শারীরিক শক্তি যেহেতু আপনাদের ছিল না, তাই আপনাদেরকে খেতে নিষেধ করা হয়েছিল। এখন তো আপনারা জানাতী পরিবেশে অভ্যন্ত হয়ে গেছেন। আপনাদের শক্তিও পরিপক্ষ হয়ে উঠেছে। কাজেই এখন আর সে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর নেই। বিষয়টা আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন-সূরা আরাফ (৭ : ১৯-২৩) ও সূরা তোয়াহ (২০ : ১২০)।

37. অর্থাৎ এ ঘটনার পরিণামে হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রীকে জানাত থেকে এবং শয়তানকে আসমান থেকে পৃথিবীতে নেমে আসার হুকুম দেওয়া হল এবং সেই সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হল যে, যত দিন পৃথিবী থাকবে, মানুষ ও শয়তানের মধ্যে শক্তিতা চলতে থাকবে। আর পৃথিবীতে তাদের এ অবস্থান নির্দিষ্ট একটা কাল পর্যন্ত থাকবে। পার্থিব কিছু ফায়দা ভোগ করার পর সকলকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার নিকট ফিরে যেতে হবে।

37. অতঃপর আদম স্ত্রীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে (তওবার) কিছু শব্দ শিখে নিল (যা দ্বারা সে তওবা করল) ফলে আল্লাহ তার তওবা করুন করলেন। ৩৮ নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ♦

38. হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, তখন ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন না, আল্লাহ তাআলার কাছে কি শব্দে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তাই তাঁর মুখ দিয়ে কিছুই বের হচ্ছিল না। আল্লাহ তাআলা তো অন্তর্যামী এবং

তিনি পরম দয়ালু ও দাতাও বটে। তিনি হ্যারত আদম আলাইহিস সালামের মনের এ অবস্থার কারণে নিজেই তাঁকে তওবার ভাষা শিখিয়ে দিলেন, যা সূরা আরাফে (৭ : ২৩) বর্ণিত আছে এবং তা এরূপ-

لَتُؤْتِنَا لَنْجَانَ مَنْ فَعَلَ فَإِنْ تَأْمِنْ لَنْجَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ।

‘তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের সন্তান প্রতি জুলম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা ধ্বংস হবে যাব।’ এভাবে পৃথিবীতে পাঠ্ঠানোর আগেই মানুষকে আল্লাহ তাআলা শিখিয়ে দিলেন যে, সে যদি কখনও শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে কিংবা ইন্দ্রিয় পরবর্শতার কারণে কোনও গুনাহ করে ফেলে তবে তার কর্তব্য তৎক্ষণাত তওবা করে ফেলা। তওবার জন্য যদিও বিশেষ কোনও শব্দ ও ভাষা ব্যবহার অপরিহার্য নয়, বরং নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ও পরবর্তীতে অনুরূপ না করার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ পায়- এমন যে-কোনও বাক্য দ্বারাই তওবা হতে পারে, কিন্তু উপরে বর্ণিত বাক্য যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ তাআলার শেখানো, তাই এর দ্বারা তওবা করলে তা কুরু হওয়ার বেশি আশা করা যাব।

এ স্থলে কয়েকটা কথা বিশেষভাবে বুঝে নেওয়া চাহিএ-

ক. যেমনটা পূর্বে ৩০-ং আয়াত দ্বারা পরিসফুট হয়েছে, আল্লাহ তাআলা হ্যারত আদম আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে নিজ খলীফা বানিয়ে পাঠ্ঠানোর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সৃষ্টি করার পর তাকে প্রথমেই পৃথিবীতে না পাঠিয়ে তার আগে জান্মাতে থাকতে দিলেন। তারপর এতক্ষেত্রে দৃশ্যত এই যে, হ্যারত আদম আলাইহিস সালাম যাতে জান্মাতের নি-আমতসমূহ চাক্ষুষ দেখে নিজের আসল ঠিকানা সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নিতে পারেন এবং পৃথিবীতে পৌঁছার পর এ ঠিকানা অর্জনে কি রকমের প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে এবং কোন পন্থায় তা থেকে মুক্তি লাভ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। যেহেতু ফিরিশতাগণের বিপরীতে মানুষের স্বভাবের ভেতরই ভাল ও মন্দ উভয়ের যোগ্যতা রাখা হয়েছে, তাই এ বৈশিষ্ট্যের কারণে পৃথিবীতে আসার আগেই এ রকমের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করা তার জন্য জরুরী ছিল।

খ. নবী যেহেতু মাসুম ও নিষ্পাপ নন, ফলে তাঁর দ্বারা কোনও গুনাহের কাজ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়, তাই হ্যারত আদম আলাইহিস সালামের এ ভুল মূলত ইঞ্জিতহাদী ভুল ছিল (Bonafold_old_ide Mistake) অর্থাৎ চিন্তাগত ভুল। তিনি শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে আল্লাহ তাআলার নির্দেশকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর সীমাবদ্ধ মনে করেছিলেন। অন্যথায় তাঁর পক্ষ হতে সরাসরি আল্লাহ তাআলার নাফরমানী হওয়ার কল্পনাও করা যাব না। তথাপি একজন নবীর পক্ষে এ জাতীয় ভুলও যেহেতু শোভনীয় ছিল না, তাই কোনও কোনও আয়াতে এটাকে গুনাহ বা সীমালংঘন শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং এজন্য তওবা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে আলোচ্য আয়াতে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তার তওবা কুরু করে নিয়েছেন।

গ. এর দ্বারা মানুষের পাপ সংক্রান্ত প্রিস্টোয় বিশ্বাস খণ্ডন হয়ে গেছে। প্রিস্টানদের কথা হল, হ্যারত আদম আলাইহিস সালামের এ ভুল মূলত ইঞ্জিতহাদী ভুল ছিল (Bonafold_old_ide Mistake) অর্থাৎ চিন্তাগত ভুল। তিনি শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে আল্লাহ তাআলার নির্দেশকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর সীমাবদ্ধ মনে করেছিলেন। অন্যথায় তাঁর পক্ষ হতে সরাসরি আল্লাহ তাআলার নাফরমানী হওয়ার কল্পনাও করা যাব না। তথাপি একজন নবীর পক্ষে এ জাতীয় ভুলও যেহেতু শোভনীয় ছিল না, তাই কোনও কোনও আয়াতে এটাকে গুনাহ বা সীমালংঘন শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং এজন্য তওবা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে আলোচ্য আয়াতে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তার তওবা কুরু করে নিয়েছেন।

গ. এর দ্বারা মানুষের পাপ সংক্রান্ত প্রিস্টোয় বিশ্বাস খণ্ডন হয়ে গেছে। প্রিস্টানদের কথা হল, হ্যারত আদম আলাইহিস সালামের এ ভুল মূলত ইঞ্জিতহাদী ভুল ছিল (Bonafold_old_ide Mistake) অর্থাৎ চিন্তাগত ভুল। তিনি শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে আল্লাহ তাআলার নির্দেশকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর সীমাবদ্ধ মনে করেছিলেন। অন্যথায় তাঁর পক্ষ হতে সরাসরি আল্লাহ তাআলার নাফরমানী হওয়ার কল্পনাও করা যাব না। তথাপি একজন নবীর পক্ষে এ জাতীয় ভুলও যেহেতু শোভনীয় ছিল না, তাই কোনও কোনও আয়াতে এটাকে গুনাহ বা সীমালংঘন শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং এজন্য তওবা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে আলোচ্য আয়াতে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তার তওবা কুরু করে নিয়েছেন।

38

আমি বললাম, এবার তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। অতঃপর আমার নিকট থেকে তোমাদের নিকট যদি কোনও হিদায়াত পৌঁছে, তবে যারা আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দৃঃঘিতও হবে না। ৩৯ *

39. অর্থাৎ এই যে জান্মাত থেকে বের হওয়ার দুঃখ নিয়ে তোমাদেরকে পৃথিবীতে যেতে হচ্ছে, সেই জান্মাতে যাতে আবার ফিরে আসতে পার এ লক্ষ্যে হে মানুষ! নবীগণের মাধ্যমে তোমাদেরকে হিদায়াত ও পথ-নির্দেশ দেওয়া হবে। তাদের নির্দেশিত পথে যারা চলবে তাদের কোনও দুঃখ ক্ষেত্রে ভায় থাকবে না। তারা সোজা জান্মাতে প্রবেশ করবে। এবারের প্রবেশ হবে স্থায়ী। তাদের আর জান্মাত থেকে বের হওয়ার কোনও দুঃখ ভোগ করতে হবে না। -(অনুবাদক)

39

আর যারা কুফরীতে লিপ্ত হবে এবং আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে, তারা জাহানামবাসী। তারা সেখানে সর্বদা থাকবে। *

40

হে বনী ইসরাইল! তোমরা আমার সেই নি-আমত স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম এবং তোমরা আমার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তাহলে আমিও তোমাদের সাথে আমার কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর তোমরা (অন্য কাউকে নয়; বরং) কেবল আমাকেই ভয় কর। ৪০ *

40. হ্যারত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আরেক নাম ইসরাইল। তাঁর বংশধরদেরকে বনী ইসরাইল বলা হয়, সমস্ত ইয়াকুবী এবং আধিকাংশ প্রিস্টান এ বংশের সাথেই সম্পৃক্ষ ছিল। মদিনা মুনাওয়ারায় বিপুল সংখ্যক ইয়াকুবী বসবাস করত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় পৌঁছে ইয়াকুবীদেরকে যে কেবল ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন তাই নয়; বরং তাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি ও সম্পাদন করেছিলেন। এই মাদানী সুরায় আলোচ্য আয়াত থেকে আয়াত নং ১৪৩ পর্যন্ত একাধারে তাদেরই সম্পর্কে আলোচনা। এতে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বিভিন্ন রকম উপদেশ দেওয়ার সাথে সাথে তাদের উপর্যুক্তি সম্পর্কেও সর্তক কর হয়েছে। প্রথমে তাদেরকে স্মরণ করানো হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কর করেছিলেন, যার দাবী ছিল তারা আল্লাহ তাআলার শুকর আদায় করবে এবং তাওয়াত গ্রহণ করে তাদের থেকে যে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল তা পূরণ করবে। তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল যে, তারা যথাথ্যভাবে তাওয়াতের অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ-প্রেরিত প্রত্যেক নবীর প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু তারা তাওয়াতের অনুসরণ তো করলই না, উল্লেখ তার মনগড়া ব্যাখ্যা করল এবং তার বিধানবলীতে নানা রকম রদবদল করল। তাদের এ কর্মপূর্বক একটা কারণ এ-ও ছিল যে, তাদের আশঙ্কা ছিল সত্য করুল করলে তাদের সধার্মীয়রা তাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়বে। তাই এ দুই আয়াতের শেষে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মাখলুককে ভয় না করে তাদের উচিত কেবল আল্লাহ তাআলাকেই ভয় করা এবং অন্তরে তাঁর ছাড়া অন্য কারণ ভয়কে স্থান না দেওয়া।

41

আর আমি যে বাণী নাখিল করেছি তাতে ঈমান আন, যখন তা তোমাদের কাছে যে কিতাব (তাওয়াত) আছে, তার সমর্থকও বটে। আর তোমরাই এর প্রথম অবস্থাকারকারী হয়ে না। আর আমার আয়াতসমূহকে তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করো না। আর

তোমাদের অন্তরে (অন্য কারও নয়) কেবল আমারই ভয়কে স্থিত কর। ৪১ *

41. বনী ইসরাইলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাওরাত ও ইনজীলের যে দাওয়াত ছিল কুরআন মাজীদ সেই দাওয়াত নিয়েই এসেছে এবং তারা যে আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে কুরআন মাজীদ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্থ তো করেই না; বরং দু'ভাবে তার সমর্থন করে থাকে। এক তো এভাবে যে, কুরআন মাজীদ স্থীকার করে, এসব কিতাব আগ্লাহ তাআলারই নামিল করা (পরবর্তীকালের লোকে যে নানাভাবে তাতে রদবদল করেছে, সেটা আলাদা কথা)। কুরআন মাজীদ সে রদবদলের প্রকৃতিও স্পষ্ট করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত তাতে শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, কুরআন মাজীদ তার সত্যতা প্রমাণ করেছে। এর তো দাবী ছিল বনী ইসরাইল আরব পৌত্রলিকদের আগেই তাঁর প্রতি ঝৈমান আনবে। কিন্তু হল তার বিপরীত। আরব পৌত্রলিকগণ যেমন দ্রুতগতিতে ইসলাম গ্রহণ করছে, ইয়াহুদীরা ইসলামের প্রতি তেমন গতিসম্পন্ন হচ্ছে না। এভাবে যেন তারা কুরআন মাজীদকে অস্থীকার করার ব্যাপারেই অগ্রগামী থাকছে। এ কারণেই বলা হয়েছে, তোমরাই এর প্রথম অস্থীকারকারী হয়ো না। কতক ইয়াহুদীর নীতি ছিল আম-সাধারণের থেকে উৎকোচ নিয়ে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাওরাতের ব্যাখ্যা করা, কখনও তাওরাতের বিধান গোপন করা। তাদের এই দুর্নীতির প্রতি ইশারা করে বলা হয়েছে, ‘আমার আয়তসমূহকে তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করো না, সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং সত্য গোপন করো না।’

42. এবং সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং সত্যকে গোপনও করো না, যখন (প্রকৃত অবস্থা) তোমরা ভালোভাবে জান। ৪২ *

43. এবং তোমরা সালাত কাষেম কর, যাকাত আদায় কর ও রুকু'কারীদের সাথে রুকু' কর। ৪৩ *

42. বিশেষভাবে রুকু'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, ইয়াহুদীদের সালাতে রুকু' ছিল না।

44. তোমরা কি অন্য লোকদেরকে পুণ্যের আদেশ কর আর নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াতও কর। তোমরা কি এতটুকুও বোঝ না? ৪৪ *

43. কতক ইয়াহুদী পশ্চিম মানুষকে বলত, ইসলাম সত্য ধর্ম, কিন্তু নিজেরা তা গ্রহণ করত না। তাদেরকে তিরক্ষার করে বলা হয়েছে, এটা কেমন কথা যে, অন্যকে ভালো কাজের আদেশ করছ অথচ নিজেদের বেলায় তা ভুলে থাকছ? যে ব্যক্তি সত্য-সঠিক কথা জানে তার তো তা প্রচার করার সাথে সাথে নিজেরও অনুসরণ করা কর্তব্য। নিজে অনুসরণ না করে কেবল প্রচার দ্বারা মুক্তি পাওয়া যাবে না। বরং তা আরও মসিবতের কারণ হবে। এ আয়তের শিক্ষা হল, নসীহতকারীকে অবশ্যই নিজ নসীহত অনুযায়ী আমল করতে হবে। ফাসেক ব্যক্তি কাউকে নসীহত করতে পারবে না সেকথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়।

45. এবং সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর। সালাতকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়, কিন্তু তাদের পক্ষে (কঠিন) নয়, যারা খুশু' (অর্থাৎ ধ্যান ও বিনয়)-এর সাথে পড়ে। *

46. যারা এ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে এবং তাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। *

47. হে বনী ইসরাইল! আমার সেই নিয়ামত স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছিলাম এবং এটাও (স্মরণ কর) যে, আমি তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। *

48. এবং সেই দিনকে ভয় কর, যে দিন কোনও ব্যক্তি কারও কোনও কাজে আসবে না, কারও পক্ষ হতে কোনও সুপারিশ গৃহীত হবে না, কারও থেকে কোনও রকম মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের কোনও রকম সাহায্যও করা হবে না। *

49. এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর), যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আউনের লোকজন থেকে মুক্তি দেই, যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিচ্ছিল। তোমাদের পুত্রদেরকে ঘবাহ করে ফেলছিল এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখছিল। ৪৫ আর এই যাবতীয় পরিস্থিতিতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের জন্য ছিল মহা পরীক্ষা। *

44. ফির'আউন ছিল মিসরের রাজা (আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী তার নাম মিনিফতাহ, শাসনকাল খু. পৃ. ১২৩৫ থেকে ১২২৪। ইনি দ্বিতীয় রেয়েমসীস [খু.পৃ. ১২৯০-১২৩৫]-এর পুত্র ও স্থলভিত্তিক]। মিসরে বিপুল সংখ্যক ইয়াহুদী বাস করত এবং তার ফির'আউনের দাসরাপে জীবন ধাপন করত। একবার এক জ্যেতিত্বী ফির'আউনের সামনে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করল যে, এ বছর বনী ইসরাইলে একটি শিশুর জন্ম হবে, সকলকে হত্যা করা হোক, তবে মেয়ে শিশুকে নয়। কেননা বড় হলে তাদের থেকে সেবা নেওয়া যাবে। এভাবে বহু নবজাতককে হত্যা করা হয়। এ ভবিষ্যদ্বাণী শুনে সে ফরমান জারি করল, বনী ইসরাইলে যত শিশুর জন্ম হবে, সকলকে হত্যা করা হোক, তবে মেয়ে শিশুকে নয়। কেননা বড় হলে তাদের থেকে সেবা নেওয়া যাবে। এভাবে বহু নবজাতককে হত্যা করা হয়। হ্যরত মুসা আলাইহিস সালামও এ বছরই জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু আগ্লাহ তাআলা তাকে রক্ষা করেন। বিস্তারিত ঘটনা সূরা তোয়াহ ও সূরা কাসাস-এ স্বয়ং কুরআন মাজীদই বর্ণনা করেছে।

50. এবং (স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে বিদীর্ণ করেছিলাম এবং এভাবে তোমাদের সকলকে রক্ষা করেছিলাম এবং ফির'আউনের লোকজনকে (সাগরে) নিমজ্জিত করেছিলাম। ৪৫ আর তোমরা এসব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলে। *

45. এ ঘটনাও উপরিউক্ত সূরা দুটিতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

51 এবং (সেই সময়টিও স্মরণ কর), যখন আমি মৃসাকে চালিশ রাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। অতঃপর তোমরা তার প্রস্থানের পরে (নিজেদের সত্তার উপর) জুলুম করতঃ বাছুরকে মাবৃদ বানালে। ৪৬ ♦

46. আল্লাহ তাআলা হযরত মৃসা আলাইহিস সালামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তুর পাহাড়ে গিয়ে চালিশ দিন ইতিকাফ করলে তাকে তাওরাত দান করা হবে। সেমতে তিনি তুর পাহাড়ে চলে গেলেন। তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে যাদুকর সামীরী একটি বাছুর তৈরি করল এবং সোটিকে উপাস্য সাব্যস্ত করে বনী ইসরাইলকে তার পূজায় লিপ্ত হতে প্রোচারিত করল। এভাবে তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ল। হযরত মৃসা আলাইহিস সালাম যখন এ খবর পেলেন, তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ফিরে আসলেন এবং বনী ইসরাইলকে তওবা করতে উৎসাহিত করলেন। তওবার একটা অংশ ছিল এই যে, তাদের মধ্যে যারা এ শিরকের কদর্যতায় জড়িত হয়নি তারা তাতে জড়িতদেরকে হত্যা করবে। সেমতে তাদের বিপুল সংখ্যক লোককে হত্যা করা হল এবং এভাবে তাদের তওবা করুল হল। ইনশাআল্লাহ সূরা আরাফ ও সূরা তোয়াহায় এসব ঘটনা বিস্তারিতভাবে আসবে।

52 অতঃপর এসব কিছুর পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ♦

53 এবং (স্মরণ কর) যখন আমি মৃসাকে দিলাম কিতাব এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকরণের মাপকাঠি, যাতে তোমরা সঠিক পথে চলে আস। ♦

54 এবং যখন মৃসা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছ। সুতরাং এখন নিজ সৃষ্টিকর্তার কাছে তওবা কর এবং নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা কর। ৪৭ এটাই তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তোমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। এভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের তওবা করুল করলেন। নিশ্চয় তিনিই অতি বড় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ♦

47. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা বাছুর পূজা করেনি তারা পূজাকারীদেরকে হত্যা কর। কারও মতে বনী ইসরাইলের কিছুসংখ্যক বাছুরের পূজা করেছিল, কিছুসংখ্যক পূজা করেনি বটে, কিন্তু পূজার্মানদেরকে বারণও করেনি, আর কিছুসংখ্যক পূজা তো করেইনি এবং যারা পূজা করেছিল তাদেরকে বাধাও দিয়েছিল। এদের মধ্যে দ্বিতীয় দলকে হকুম করা হয় যাতে তারা প্রথম দলকে হত্যা করে, যাতে নিহত হওয়ার দ্বারা প্রথম দলের এবং তাদেরকে হত্যা করার দ্বারা দ্বিতীয় দলের তওবা হয়ে যায়। দ্বিতীয় দলের এ ব্যাপারে তওবার দরকার ছিল না। -(- অনুবাদক)

55 আর যখন তোমরা বলেছিলে, হে মৃসা! আমরা কিছুতেই তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আল্লাহকে নিজেদের চোখে প্রকাশ্যে দেখতে পাব। এর পরিণামে বজ্র এসে তোমাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করল যে, তোমরা কেবল তাকিয়েই থাকলে। ♦

56 অতঃপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের মৃত্যুর পর নতুন জীবন দান করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। ৪৮ ♦

48. হযরত মৃসা আলাইহিস সালাম যখন তুর পাহাড় হতে তাওরাত নিয়ে ফিরলেন, তখন বনী ইসরাইল তাকে বলল, আল্লাহ তাআলা যে সত্তিই আমাদেরকে এ কিতাব অনুসরণ করতে বলেছেন তা আমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি? প্রথমে তাদের উপর প্রমাণ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা সরাসরি তাদেরকে সম্ভাষণ করে তাওরাত অনুসরণ করার হকুম দিলেন। কিন্তু তারা বলতে লাগল, যতক্ষণ আল্লাহকে আমরা নিজ চোখে না দেখব, ততক্ষণ বিশ্বাস করব না। এই ধৃষ্টাপূর্ণ আচরণের কারণে তাদের উপর বজ্রপাত হল। ফলে এক বর্ণনা অনুযায়ী তারা মারা গেল এবং অন্য বর্ণনা অনুযায়ী তারা অচেতন হয়ে পড়ল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পুনরায় জীবিত করেন। বিস্তারিত সূরা আরাফে আসবে ইনশাআল্লাহ।

57 এবং আমি তোমাদেরকে মেঘের ছায়া দিলাম এবং তোমাদের প্রতি মান্ন ও সালওয়া অবর্তীর্ণ করলাম (ও বললাম), যে পবিত্র রিষক আমি তোমাদেরকে দান করলাম, তা (আগ্রহভরে) খাও। ৪৯ আর তারা (এসব নাফরমানী করে) আমার কিছু ক্ষমতি করেনি; বরং তারা নিজেদের সত্তার উপরই জুলুম করতে থাকে। ♦

49. সূরা আলে-ইমরানে আসবে যে, বনী ইসরাইল জিহাদের একটি আদেশ আমান্য করেছিল, যার শাস্তিব্রহ্মণ তাদেরকে সিনাই মরুভূমিতে আটকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের এই শাস্তিকলীন সময়েও আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি নানা রকম নিয়ামত বর্ষণ করেছিলেন। এ স্থলে তা বিবৃত হচ্ছে। মরুভূমিতে যেহেতু তাদের মাথার উপর কোনও ছাদ ছিল না, প্রচণ্ড খরতাপে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছিল, তা থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের উপর একখণ্ড মেঘ নিয়েজিত করে দেন, যা তাদেরকে নিরবচ্ছিন্ন ছায়া দিয়ে যাচ্ছিল। এ মরুভূমিতে কোনও খাদ্যদ্রব্যও ছিল না। আল্লাহ তাআলা গায়ব থেকে তাদের জন্য মান্ন ও সালওয়ারাপে উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। কোনও বর্ণনা অনুযায়ী 'মান্ন' হল তুরান্জ (প্রাকৃতিক চিনি বিশেষ, যা শিশিরের মত পড়ে তুণাদির উপর জমাট দেওয়ে যায়)। সেই এলাকায় এটা প্রচুর পরিমাণে নাইল করা হত। আর 'সালওয়া' হল বটের (তিতির জাতীয় পাখি)। বনী ইসরাইল যেসব জায়গায় অবস্থান করত, তার আশেপাশে এ পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ত এবং কেউ ধরতে চাইলে তারা মোটেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করত না। বনী ইসরাইল এসব নিয়ামতের চরম অসম্মান করল এবং এভাবে তারা নিজ সত্তার উপরই জুলুম করল।

58

এবং (সেই কথাও স্মরণ কর) যখন আমি বলেছিলাম, ওই জনপদে প্রবেশ কর এবং তার যেখান থেকে ইচ্ছা প্রাণ ভরে খাও। আর (জনপদের) প্রবেশদ্বার দিয়ে নতশিরে প্রবেশ করবে আর বলতে থাকবে, (হে আল্লাহ!) আমরা আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। (এভাবে) আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করব এবং পুণ্যবানদেরকে আরও বেশি (সওয়াব) দেব। ♡

59

কিন্তু যারা জুলুম করেছিল তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তাকে বদলে ফেলল অন্য কথায়। ৫০ ফলে তারা যে নাফরমানী করে আসছিল তার শাস্তিস্বরূপ আমি এ জালিমদের উপর আসমান থেকে শাস্তি অবর্তীর্ণ করলাম। ♡

50. সিনাই মরুভূমিতে যখন দীর্ঘদিন কেটে গেল এবং মাঝু ও সালওয়া খেতে খেতে বিতৰণ ধরে গেল, তখন বনী ইসরাইল দাবী জানাল, আমরা একই রকম খাবার খেয়ে থাকতে পারব না। আমরা ভূমিতে উৎপন্ন তরি-তরকারি খেতে চাই। সামনে ৬১ং আয়াতে তাদের এ দাবীর কথা বর্ণিত হয়েছে। বলবাহ্যে, তাদের এ চাহিদাও পূর্ণ করা হল। যোষগা করে দেওয়া হল, এবার তোমাদেরকে মরুভূমির ছমছাড়া অবস্থা হতে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। সামনে একটি জনপদ আছে, সেখানে চলে যাও। তবে জনপদটির প্রবেশদ্বার দিয়ে নিজেদের কৃত গুনাহের জন্য লজ্জা প্রকাশার্থে মাথা নত করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে প্রবেশ কর। সেখানে নিজেদের চাহিদা মত যে-কোনও হালাল খাদ্য খেতে পারবে। কিন্তু সে জালিমরা আবারও টেড়া মানসিকতার প্রমাণ দিল। শহরে প্রবেশকালে মাথা নত করবে কি, উল্টো বুক টান করে প্রবেশ করল এবং ক্ষমা প্রার্থনার জন্য যে ভাষ্য তাদেরকে শেখানো হয়েছিল তাকে তামাশায় পরিণত করে তার কাছাকাছি এমন স্লোগান দিতে দিতে প্রবেশ করল যার উদ্দেশ্য মশকারা ছাড়া কিছুই ছিল না। ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাদেরকে তো শেখানো হয়েছিল- হ্যাঁ (হে আল্লাহ! আমাদের পাপ মোচন কর), কিন্তু তারা এর পরিবর্তে স্লোগান দিচ্ছিল হ্যাঁ 'গম চাই, গম'।

60

এবং (সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর) যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল। তখন আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। সুতরাং তা থেকে বারটি প্রস্তুবণ উৎসাহিত হল। ৫১ প্রত্যেক গোত্র নিজ পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল। (আমি বললাম) আল্লাহ প্রদত্ত রিয়ক খাও ও পান করো এবং পৃথিবীতে অশাস্তি বিস্তার করো না। ♡

51. এ ঘটনাও সেই সময়ের, যখন বনী ইসরাইল 'তীহ' (সিনাই) মরুভূমিতে আটকে পড়েছিল। সেখানে পানির কোনও ব্যবস্থা ছিল না। আল্লাহ তাআলা একটি অলৌকিক ঘটনা হিসেবে পাথর থেকে বারটি ঘর্নারা প্রবাহিত করে দেন। হযরত ইয়াকুব (ইসরাইল) আলাইহিস সালামের বার পুত্র ছিল। প্রত্যেক পুত্রের সন্তানগণ একটি বৃত্তি পোত্রের রূপ নেয়। এভাবে বনী ইসরাইল বার গোত্রে বিভক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক গোত্রের জন্য আলাদা প্রস্তুবণ চালু করেছিলেন, যাতে কোনও কলহ সৃষ্টি হতে না পারে।

61

এবং (সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর) যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই খাবারে সবর করতে পারব না। সুতরাং স্থির প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমিজাত দ্বয় হতে কিছু উৎপন্ন করেন অর্থাৎ জমির তরকারি, কাঁকড়, গম, ডাল, ও পিঁয়াজ। মূসা বলল, যে খাবার উৎকৃষ্ট ছিল, তোমরা কি তাকে এমন জিনিস দ্বারা পরিবর্তন করতে চাচ্ছ, যা নিকৃষ্ট? (ঠিক আছে), কোনও নগরে গিয়ে অবতরণ কর। (সেখানে) তোমরা যা চেয়েছ সেসব জিনিস পেয়ে যাবে। ৫২ আর তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর লাঞ্ছনা ও অসহায়ত্বের ছাপ মেরে দেওয়া হল এবং তারা আল্লাহর গঘব নিয়ে ফিরল। তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তা এ কারণে যে, তারা নাফরমানী করেছিল এবং তারা অত্যধিক সীমালংঘন করত। ♡

52. পূর্বে ৪৫ং টীকায় যা লেখা হয়েছে, এটাই সে ঘটনা।

62

(সার কথা,) মুসলিম হোক বা ইয়াহুদী, খ্রিস্টান হোক বা সাবী, যে-কেউ আল্লাহ ও আর্থিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তারা আল্লাহর নিকট নিজ প্রতিদানের উপযুক্ত হবে এবং তাদের কোনও ভয় থাকবে না আর তারা কোনও দুঃখেও ভুগবে না। ৫৩ ♡

53. বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহরাজি ও তাদের অবাধ্যতা সম্পর্কিত আলোচনার মাঝখনে এ আয়াতে তাদের একটা মিথ্যা ধারণা রদ করা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, কেবল তাদের বংশই আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও প্রিয় বাল্দা। তাদের খান্দানের বাইরে অন্য কোনও মানুষ আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত নয়। (আজও ইয়াহুদীরা এরূপ বিশ্বাসই পোষণ করে থাকে। এ কারণেই ইয়াহুদী ধর্ম মূলত একটি বংশভিত্তিক ধর্ম। এ বংশের বাইরে কোনও লোক যদি এ ধর্ম গ্রহণ করতে চায়, তবে প্রথমত তার সে সুযোগই নেই, আর যদি গ্রহণ করেও নেয়, তবে ইয়াহুদী বংশীয় কোনও ব্যক্তি যেসব অধিকার ভোগ করে থাকে, সে তা ভোগ করতে পারে না।) এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, 'সত্য' কোনও বংশের একচেটীয়া ব্যাপার নয়। মূল বিষয় হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম। যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও আর্থিরাতের উপর ঈমান আনয়ন ও সৎকর্মের মৌলিক শর্তবর্তী পূরণ করবে, সে-ই আল্লাহ তাআলার নিকট পূরক্ষারের হকদার হবে, তাতে পূর্বে সে যে ধর্ম ও বংশের সাথেই সম্পৃক্ত থাকুক। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ছাড়া কিছু সংখ্যক নষ্টগ্র পুজক লোকও আরবে বাস করত। তাদেরকে 'সাবী' বলা হত। তাই এ আয়াতে তাদেরও নাম নেওয়া হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন বলতে তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন্যানকেও বোঝাব। সুতরাং মুক্তি লাভের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনাও জরুরী। পূর্বে ৪০-৪১ নং আয়াতে এ কারণেই সমস্ত বনী ইসরাইলকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আরও দ্রুতান্ব মাজীদ ৫ : ৬৫-৬৮; ৭ : ১৫৫-১৫৭।

63

এবং (সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের থেকে (তাওরাতের অনুসরণ সম্পর্কে) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তুর পাহাড়কে তোমাদের উপর উত্তোলন করে ধরেছিলাম (আর বলেছিলাম যে), আমি তোমাদেরকে যা (যে কিতাব) দিয়েছি, তা শক্ত করে ধর ৫৪ এবং তাতে যা (লেখা) আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। ♡

54. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাওরাত নিয়ে আসলে বনী ইসরাইল লক্ষ্য করে দেখল তার কোনও কোনও বিধান বেশ কঠিন। তাই

তারা তা থেকে বাঁচার অজুহাত খুঁজতে শুরু করল। প্রথমে তারা বলল, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আমাদের বলে দিন যে, তাওরাত মানা আমাদের জন্য অপরিহার্য। তাদের এ দাবী যদিও অযৌক্তিক ছিল, তথাপি প্রমাণ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে এটা মেনে নেওয়া হল। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে সন্তুর জন লোককে বাছাই করে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে তৃতীয় পাঠানে হল (যেমন সূরা আরাফের ৭: ১৫৫) নং আয়তে বর্ণিত হয়েছে।) আল্লাহ তাআলা সরাসরি তাদেরকে তাওরাত মেনে চলার হুকুম দিলেন। অতঃপর তারা যখন ফিরে আসল, তখন নিজ সম্পদায়ের সামনে আল্লাহ তাআলার সে হুকুমের কথা তো ঝীকার করল, কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে একটা কথা ঘোগ করে দিল। তারা বলল, আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, তোমাদের পক্ষে যতটুকু সন্তুষ্ট ততটুকু মেনে চলবে; যা পারবে না আমি তা ক্ষমা করে দেব। সুতরাং তাওরাতের যে নির্দেশই তাদের দৃষ্টিতে কিছুটা কঠিন মনে হত, তারা বাহানা তৈরি করে বলত, এটাও সেই ছাড় দেওয়া নির্দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তৃতীয় পাঠাকে তাদের মাথার উপর তুলে ধরে বললেন, তাওরাতের সমুদয় বিধান মেনে নাও। তাদের যখন আশংকা হল, পাহাড়টিকে তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হতে পারে, তখন তারা তাওরাত মানার ও সে অনুযায়ী আমল করার প্রতিশ্রুতি দিল। এ আয়তে সে ঘটনার প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

তৃতীয় পাহাড়কে তাদের মাথার উপর তুলে ধরাটা প্রকৃত ও ব্যাচ্যার্থেও সম্ভব। অর্থাৎ পাহাড়টিকে তার স্থান থেকে উৎপাদিত করে তাদের মাথার উপরে ঝুলিয়ে ধরা হয়েছিল। হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) বছ তাবিট হতে এরপ বর্ণনা করেছেন। বলাবাহ্য, আল্লাহ তাআলার অঙ্গীম ক্ষমতা হিসেবে এটা কিছু কঠিন কাজ নয়। আবার এমনও হতে পারে যে, এমন কোনও পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল, যদরূপ তাদের মনে হয়েছিল পাহাড়টি বুঝি তাদের উপর পতিত হবে, যেমন হয়ত তখন প্রচণ্ড ভূমিকম্প দেখা দিয়েছিল। ফলে তাদের ধারণা হয়েছিল পাহাড়টি উৎপাদিত হয়ে তাদের উপর পড়বে। সুতরাং এ ঘটনা সম্পর্কে সুরা আরাফে বার্ণিত হয়েছে,

وَإِذْ نَتَقَبَّلُ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَهُ ظَلَّةً وَطَنَّوْا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ

আরাফ (৭: ১৭১)। এতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার এক অর্থ সজোরে নাড়ানো (দেখুন আল-কামূস ও মুফরাদাতুল কুরআন)। সুতোঁঁ
আয়াতিটির এরূপ অর্থও করা যেতে পারে যে, 'যখন আমি পাহাড়কে তাদের উপর সজোরে এমনভাবে নাড়াতে থাকি যে, তাদের মনে হচ্ছিল
সেটি তাদের উপর পতিত হবে।

প্রকাশ থাকে যে, কাউকে চাপ সৃষ্টি করে ঈমান আনতে বাধ্য করা যায় না বটে, কিন্তু কেউ যদি ঈমান আনার পর নাফরমানী করে, তবে সেজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া এবং হুমকি-ধর্মকি দিয়ে ছর্কুম মানতে প্রস্তুত করা মোটেই অসঙ্গত নয়। বর্ণী ইসরাইল ঘেহেতু আগেই ঈমান এনেছিল, তাই আল্লাহর আয়াবের ভয় দেখিয়ে তাদেরকে আনুগত্য করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

৬৪ এসব কিছুর পর তোমরা পুনরায় (সঠিক পথ থেকে) ফিরে গেলে। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হত, তবে তোমরা অবশ্যই মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে। ❁

৬৫ এবং তোমরা নিজেদের সেই সকল লোককে ভাল করেই জান, যারা শনিবার বিষয়ে সীমালংঘন করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা ধিকৃত বানরে পরিণত হও। **৬৬** *

৫৫. আরবী ও হিন্দু ভাষায় শনিবারকে 'সাবত' বলে। ইয়াহুদীদের জন্য 'সাবত'কে পরিচ্ছ ও মর্যাদা পূর্ণ দিন সাব্যস্ত করা হচ্ছেছিল। এ দিন তাদের জন্য আয়-রোজগার মূলক তৎপরতা নির্বাচন ছিল। এছালে যে ইয়াহুদীদের কথা বলা হচ্ছে তারা (খুব সম্ভব হয়ের দাউদ আলাইহিস সালামের আমলে) কোনও সাগর উপকূলে বাস করত ও মৎস্য শিকার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের জন্য শনিবার দিন মাছ ধরা নিষেধ ছিল। কিন্তু প্রথম দিকে তারা কিছুটা ছল-চাতুরির আশ্রয় নিয়ে এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে চাইল এবং পরের দিকে তারা প্রকাশেই মাছ ধরা শুরু করে দিল। কিছু সংখ্যক নেককার লোক তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে তারা নিবৃত্ত হল না। পরিশেষে তাদের উপর আঘাত আসল এবং তাদের আকৃতি বিকৃত করে বানার বানিয়ে দেওয়া হল। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সূরা আরাফে আসছে। (৭ : ১৬৩-১৬৬)

৬৬ অতঃপর আমি এ ঘটনাকে সেই কালের ও তার পরবর্তী কালের লোকদের জন্য দৃষ্টিকোণ এবং ঘটনার ভয় করে তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণের মাধ্যমে বানিয়ে দেই। *

৬৭ এবং (সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর), যখন মুসা নিজ সম্পদায়কে বলেছিল, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী ঘবাহ করতে আদেশ করছেন। তারা বলল, আপনি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? [৫৬](#) মুসা বলল, আমি আল্লাহর কাছে (এমন) অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে পানাহ চাই (যারা ঠাট্টাস্বরূপ মিথ্যা কথা বলে) **✿**

৫৬. সামনে ৭২নং আয়তে আসছে যে, এ ভুক্তি দেওয়া হয়েছিল এক নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে। তাই বনী ইসরাঈল এটাকে ঠাণ্ডা মনে করেছিল। তাদের বুঝে আসছিল না, গান্ধী ঘটাহের দ্বারা হত্যাকারীকে জানা যাবে কিভাবে।

68 তারা বলল, আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য আবেদন করুন, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দেন, সে গাভীটি কেমন হবে। সে বলল, আল্লাহ বলছেন, সোচি অতি বয়স্ক হবে না এবং অতি বাচ্চাও নয়- (বরং) উভয়ের মাঝামাঝি হবে। সুতরাং তোমাদেরকে যে আদেশ করা হয়েছে তা এখন পালন কর। ♦

৬৯ তারা বলল, আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আবেদন করুন, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দেন, তার রং কী হবে? মসা বলল, আঘাত বলছেন, তা এমন গাঢ় হলুদ বর্ণের হবে, যা দর্শকদের মুক্ত করে দেয়। *

৭০ তারা (আবার) বলল, আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আবেদন করুন, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে দেন, সে গভীটি কেমন হবে? গভীটি তো আমাদেরকে সন্দেহে ফেলে দিয়েছে। আল্লাহ চাইলে আমরা অবশ্যই সেটির দিশা পেয়ে যাব। *

71

মূসা বলল, আল্লাহ বলছেন, সোটি এমন গাভী, যা জমি কর্ষণে ব্যবহৃত নয় এবং যা ক্ষেতে পানিও দেয় না। সম্পূর্ণ সুস্থ, যাতে কোনও দাগ নেই। তারা বলল, হ্যাঁ এবার আপনি যথাযথ দিশা নিয়ে এসেছেন। অতঃপর তারা সোটি যবাহ করল, যদিও মনে হচ্ছিল না তারা তা করতে পারবে। ৫৬ ❁

57. অর্থাৎ প্রথমে যখন তাদেরকে গাভী যবাহ করার হকুম দেওয়া হয়েছিল, তখন বিশেষ কোনও গাভীর কথা বলা হয়নি। কাজেই তখন যে-কোনও একটা গাভী যবাহ করলাই হকুম পালন হয়ে যেত, কিন্তু তারা অহেতুক খেঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দিল। পরিণামে আল্লাহ তাআলাও নিতা-নতুন শর্ত আরোপ করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত সেসব শর্ত মোতাবেক গাভী খুঁজে পাওয়াই কঠিন হয়ে গেল। এক পর্যায়ে উপলব্ধি করা যাচ্ছিল তারা বুঝি এমন গাভী তালাশ করে যবাহ করতে সক্ষমই হবে না। এ ঘটনার ভেতর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, অহেতুক অপ্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পেছনে পড়া ঠিক নয়। যে বিষয় যতটুকু সাদামাটা হয়, তাকে সেৱাপ সাদামাটাভাবেই আমল করা উচিত।

72

এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, তারপর তোমরা তার ব্যাপারে একে অন্যের উপর দোষ চাপাচ্ছিলে। আর তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ সে রহস্য প্রকাশ করবার ছিলেন। ৫৮ ❁

73

অতঃপর আমি বললাম, তাকে (নিহতকে) তার (গাভীর) একটা অংশ দ্বারা আঘাত কর। ৫৮ এভাবেই আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে নিজ (কুদরতের) নির্দর্শনাবলী দেখান, যাতে তোমরা বুঝতে পার। ৫৯ ❁

58. ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে প্রকাশ যে, বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি মীরাছের লোভে তার ভাইকে হত্যা করল এবং তার লাশ সড়কের উপর ফেলে রাখল। তারপর ঘাতক নিজেই হয়রত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে মোকদ্দমা দায়ের করল এবং ঘাতককে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়ার দাবী জানাল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হয়রত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তাদেরকে একটি গাভী যবাহ করতে বললেন, যেমন আয়তে বিবৃত হয়েছে। গাভীটি যবাহ করা হলে তিনি বললেন, এর একটা অঙ্গ দ্বারা লাশকে আঘাত কর। তাহলে সে জীবিত হয়ে তার খুনীর নাম বলে দেবে। সুতরাং তাই হল এবং এভাবে খুনীর মুখোশ খুলে গেল ও তাকে গ্রেফতার করা হল। তাকে খুঁজে বের করার এই যে পশ্চাৎ অবলম্বন করা হল, এর একটা ফায়দা তো এই যে, এর ফলে খুনীর ছল-চাতুরি করার পথ বন্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলা যে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন, তার একটি বাস্তব নমুনা দেখিয়ে সেই সকল লোকের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল, যারা মৃতুর পর পুনর্জীবনকে অসম্ভব মনে করছিল। সম্ভবত এ ঘটনার পর থেকেই বনী ইসরাইলের মধ্যে এই রীতি চালু হয়েছে যে, যদি কেউ নিহত হয় এবং তার হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া না যায়, তবে একটি গাভী যবাহ করে তার রক্তে হাত ধোয়া হয় এবং কসম করা হয় যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি। বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণে (১২:১-৮) এর উল্লেখ রয়েছে।

74

এসব কিছুর পর তোমাদের অন্তর আবার শক্ত হয়ে গেল, এমনকি তা হয়ে গেল পাথরের মত; বরং তার চেয়েও বেশি শক্ত। (কেননা) পাথরের মধ্যে কিছু তো এমনও আছে, যা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, তার মধ্যে কিছু এমন আছে যা ফেঁটে যায় এবং তা থেকে পানি নির্গত হয়, আবার তার মধ্যে এমন (পাথর)-ও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে। ৫৯ আর (এর বিপরীতে) তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত নন। ৬০ ❁

59. অর্থাৎ কখনও পাথর থেকে ঝর্ণাধারা বের হয়ে আসে, যেমন বনী ইসরাইল নিজেদের চোখেই দেখতে পেয়েছিল, কিভাবে পাথরের এক চাঁই থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়েছিল (দেখুন ২ : ৬০)। অনেক সময় অত বেশি পানি বের না হলেও পাথর বিদীর্ঘ হয়ে অল্প-বিস্তর পানি নিঃসৃত হয়। আবার কিছু পাথর আল্লাহর ভয়ে কেঁপে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের দিল এমনই শক্ত যে, একদম গলে না। একটা কাল তো এমন ছিল যখন নিষ্পাণ পাথর কিভাবে ভয় পেতে পারে তা কিছু লোকের বুরো আসত না, কিন্তু কুরআন মাজীদ কয়েক জায়গায় এ বাস্তবতা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আমরা আপাদুষ্টিতে যেসব জিনিসকে নিষ্পাণও অনুভূতিহীন মনে করি, তার মধ্যেও কিছু না কিছু অনুভূতি আছে। দেখুন সুরা বনী ইসরাইল (১৭ : ৪৮) ও সুরা আহসাব (৩৩ : ২৭)। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যখন বলছেন, কিছু পাথর আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হয়, তখন তাতে আশচর্যের কিছু নেই। বর্তমানে তো বিজ্ঞান ক্রমশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে যে, জড় পদার্থের ভেতরেও বর্ধন ও অনুভূতির কিছু না কিছু যোগ্যতা রয়েছে।

75

(হে মুসলিমগণ!) এখনও কি তোমরা এই আশা কর যে, তোমাদের কথায় তারা ঈমান আনবে? অথচ তাদের মধ্যে একটি দল এমন ছিল, যারা আল্লাহর কালাম শুনত। অতঃপর তা ভালোভাবে বোঝার পরও জেনে-শুনে তাতে বিকৃতি ঘটাত। ৬০ ❁

76

যখন এরা তাদের (সেই মুসলিমদের) সাথে মিলিত হয়, যারা আগেই ঈমান এনেছে, তখন (মুখে) বলে দেয়, আমরা (-ও) ঈমান এনেছি। আবার এরা যখন নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয়, তখন (পরম্পরে একে অন্যকে) বলে, তোমরা কি তাদেরকে (মুসলিমদেরকে) সেই সব কথা বলে দিচ্ছ, যা আল্লাহ তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন? তবে তো তারা (মুসলিমগণ) তোমাদের প্রতিপালকের কাছে গিয়ে সেগুলোকে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণরাপে পেশ করবে! ৬০ তোমাদের কি এতটুকু বুদ্ধি নেই? ৬১ ❁

60. তাওরাতে শেষ নবী সম্পর্কে যে সব ভবিষ্যতবাণীর উল্লেখ ছিল তার প্রত্যেকটা নবী আলাইহি ওয়াসালামের সাথে ছবহ মিল যেত। মুসলিমদের সামনে নিজেকে মুসলিমরাপে পরিচয় দিত- এমন কোনও কোনও মুনাফিক ইয়াহুদী সে সব ভবিষ্যতবাণী মুসলিমদেরকে শোনাত। এ কারণে অন্যান্য ইয়াহুদীরা তাদেরকে নিভৃতে তিরক্ষার করত। বলত, মুসলিমগণ এসব ভবিষ্যতবাণী জেনে ফেললে কিয়ামতের দিন এগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। আর তখন আমাদের কাছে কোনও জবাব থাকবে না। বলাবাহ্য, এটা ছিল তাদের চরম নির্বুদ্ধিতা। কেননা মুসলিমদের থেকে এসব ভবিষ্যতবাণী গোপন করতে পারলেও আল্লাহ তাআলার থেকে তো তা গোপন করা সম্ভব ছিল না।

77

এসব লোক কি (যারা এ রকম কথা বলে,) জানে না যে, তারা যে সব কথা গোপন করে ও যা প্রকাশ করে সবই আল্লাহ জানেন? ৬২ ❁

78

তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে নিরক্ষর, যারা কিতাব (তাওরাত)-এর কোনও জ্ঞান তো রাখে না, তবে কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা পুষ্ট রেখেছে। তারা কেবল অমূলক ধারণাই করে। ❁

79

সুতরাং ধ্বংস সেই সকল লোকের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে, তারপর (মানুষকে) বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাতে তার মাধ্যমে কিঞ্চিত আয়-রোজগার করতে পারে। ৬১ সুতরাং তাদের হাত যা রচনা করেছে সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস এবং তারা যা উপার্জন করেছে, সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস। ❁

61. কুরআন মাজীদ এ স্থলে আলোচনার ক্রমবিন্যাস করেছে এভাবে যে, প্রথমে ইয়াহুদীদের সেইসব উলামার অবস্থা তুলে ধরেছে, যারা জেনেশুনে তাওরাতের মধ্যে রদবদল করত। তারপর সেইসব অজ্ঞ-নিরক্ষর ইয়াহুদী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা তাওরাতের কোনও জ্ঞান রাখত না; বরং উপরিউক্ত আলেমগং তাদেরকে মিথ্যা আশা মধ্যে ভুলিয়ে রেখেছিল। তারা তাদেরকে বলে রেখেছিল যে, সমস্ত ইয়াহুদী আল্লাহর প্রিয়পাত্র। সর্ববস্ত্রায়ই তারা জানাতে যাবে। এ শ্রেণীর লোকের জ্ঞান বলতে কেবল এসব মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষাই ছিল। তাদের এসব ধারণার ভিত্তি যেহেতু ছিল তাদের আলেমদের দীর্ঘ অপব্যাখ্যা, তাই ৭৯ নং আয়াতে বিশেষভাবে সেই অপব্যাখ্যাকারী ধর্মবেত্তাদের ধ্বংস ও সর্বনাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

80

ইয়াহুদীরা বলে, আগুন কখনই আমাদেরকে গণ-গুণতি কয়েক দিনের বেশি স্পর্শ করবে না। আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহর পক্ষ হতে কোনও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ, ফলে আল্লাহ তাঁর সে প্রতিশ্রুতির বিপরীত কাজ করবেন না, না কি তোমরা আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করছ, যে সম্পর্কে তোমাদের কোনও খবর নেই? ❁

81

(আগুন তোমাদেরকে কেন স্পর্শ করবে না,) অবশ্যই (করবে), যেসব লোক পাপ কামায় এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন করে ফেলে, ৬২ তারাই জাহানামবাসী। তারা সর্বদা সেখানে থাকবে। ❁

62. পাপের দ্বারা তাদের বেষ্টিত হওয়ার অর্থ এই যে, তারা এমন কোনও গুনাহে লিপ্ত হবে, যার পর আধিরাতে কোনও সৎকর্ম কাজে আসবে না। এরপ গুনাহ হল কুফর ও শিরক।

82

যেসব লোক ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা জানাতবাসী। তারা সর্বদা সেখানে থাকবে। ❁

83

এবং (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি বনী ইসরাইলের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং আজীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথেও। আর মানুষের সাথে ভালো কথা বলবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। (কিন্তু) পরে তোমাদের মধ্য হতে অল্প কিছু লোক ছাড়া বাকি সকলে (সেই প্রতিশ্রুতি থেকে) বিরুদ্ধভাবাপন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। ❁

84

এবং (স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা একে অন্যের রক্ত বহাবে না এবং আপন লোকদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিক্ষার করবে না। অতঃপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা নিজেরা তার সাক্ষী। ❁

85

অতঃপর (আজ) তোমরাই সেই লোক, যারা আপন লোকদেরকে হত্যা করছ এবং নিজেদেরই মধ্য হতে কিছু লোককে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছ এবং পাপ ও সীমালংঘনে লিপ্ত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে (তাদের শক্রদের) সাহায্য করছ। তারা যদি (শক্রদের হাতে) কয়েদী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে তোমরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে নাও। অথচ তাদেরকে (ঘর-বাড়ি হতে) বের করাই তোমাদের জন্য হারাম ছিল। ৬৩ তবে কি তোমরা কিতাবের (অর্থাৎ তাওরাতের) কিছু অংশে ঈমান রাখ এবং কিছু অংশ অস্বীকার কর? তাহলে বল, তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, পার্থিব ভূমিনে তাদের জন্য থাকবে লাঙ্গনা আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠিনতর আয়াবের দিকে? তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন। ❁

63. এর প্রেক্ষাপট এই যে, মদিনা মুনাওয়ারায় ইয়াহুদীদের দুটি গোত্র বাস করত। একটি বনু কুরায়জা, অপরটি বনু নায়ির। অপর দিকে পৌত্রলিঙ্কদেরও দুটি গোত্র ছিল। একটি বনু আউস, অপরটি বনু খায়রাজ। আউস গোত্র ছিল বনু কুরায়জার মিত্র এবং খায়রাজ গোত্রের সহযোগিতা করত। এর ফলে ইয়াহুদী গোত্র দুটি একে অন্যের প্রতিপক্ষ হয়ে যেত এবং যুদ্ধে যেমন আউস ও খায়রাজের লোক মারা পড়ত তেমনি বনু কুরায়জা ও বনু নায়িরের লোকও কতল হত, এমনকি অনেক সময় তারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করতেও বাধ্য হত। এভাবে বনু কুরায়জা ও বনু নায়ির গোত্রদ্বয় যদিও ইয়াহুদী ছিল, কিন্তু তারা একে অন্যের শক্র করে মূলত একে অন্যের হত্যা ও বাস্তুচূড়ির কাজেই অংশীদার হত। অবশ্য তারা এটা করত যে, শক্র হাতে কোনও ইয়াহুদী বন্দী হলে তারা সকলে মিলে তার মুক্তিপণ আদায় করত ও তাকে ছাড়িয়ে আনত। তারা এর কারণ বর্ণনা করত যে, তাওরাত আমাদেরকে হৃকুম দিয়েছে, কোনও ইয়াহুদী শক্র হাতে বন্দী হলে আমরা যেন তার মুক্তিপণ ব্যবস্থা করি। কুরআন মাজীদ বলছে, যে তাওরাত এই হৃকুম দিয়েছে, সেই তাওরাত তে এই হৃকুমও দিয়েছিল যে, তোমরা একে অন্যকে হত্যা করবে না এবং একে অন্যকে ঘর-বাড়ি থেকে উৎখাত করবে না। এসব আদেশ অমান্য করলে আর কেবল মুক্তিপণ দেওয়ার আদেশকে মান্য করলে! এই তো তোমাদের তাওরাত অনুসরণের নমুনা!

86

এরাই তারা, যারা আধিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের শাস্তি কিছুমাত্র লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না। ♦

87

নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে পাঠিয়েছি, আর মারযামের পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী দিয়েছি এবং কুহুল কুদসের মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী করেছি। [৬৪](#) অতঃপর এটা কেমন আচরণ যে, যখনই কোনও রাসূল তোমাদের কাছে এমন কোন বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যা তোমাদের মনের চাহিদা সম্মত নয়, তখনই তোমরা দস্ত দেখিয়েছ? অতএব কতক (নবী)-কে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ এবং কতককে হত্যা করছ? ♦

64. 'রুহুল কুদস'-এর শার্দিক অর্থ 'পরিত্র আত্মা'। কুরআন মাজীদে হ্যারত জিবরাইল আলাইহিস সালামের জন্য এ উপাধি ব্যবহৃত হয়েছে (সূরা নাহল ১৬: ১০২)। হ্যারত ঈসা আলাইহিস সালামকে তিনি এভাবে সাহায্য করতেন যে, শক্তদের থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি তাঁর সাথে সাথে থাকতেন।

88

আর এসব লোক বলে, আমাদের অন্তর আচ্ছাদনের ভেতর। [৬৫](#) কখনও নয়; বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। এ কারণে তারা অল্লাই ঈমান আনে। [৬৬](#) ♦

65. তাদের এ বাক্যের এক ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে যে, এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল অহমিকা প্রকাশ। তারা বলতে চাইত, তাদের অন্তরের উপর এক ধরনের নিরোধ-আবরণ আছে, যদরুণ কোনও গলত কথা তাদের অন্তরে পৌঁছাতে পারে না। আবার এমন ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, এর দ্বারা তারা মুসলিমদেরকে নিজেদের থেকে নিরাশ করতে চাইত। এ উদ্দেশ্যে তারা ঠাণ্ডা করে বলত, তোমরা মনে করে নাও আমাদের অন্তরে গিলাফ লাগানো আছে। কাজেই তোমরা আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ফিকির করো না।

66. অর্থাৎ কিতাবের কিছু বিশ্বাস করে এবং কিছু বিশ্বাস করে না। এর আরেক অর্থ হতে পারে- তাদের অল্লসংখ্যকই ঈমান আনে। - অনুবাদক

89

যখন তাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে এমন কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) আসল, যা তাদের কাছে (পূর্ব থেকে) যা আছে, তার (অর্থাৎ তাওরাতের) সমর্থন করে (তখন তাদের আচরণ লক্ষ্য করে দেখ), যদিও পূর্বে এরা কাফিরদের (অর্থাৎ পৌত্রলিকদের) বিরুদ্ধে (এ কিতাবের মাধ্যমে) আল্লাহর কাছে বিজয় প্রার্থনা করত, [৬৭](#) কিন্তু যখন সেই জিনিস আসল, যাকে তারা চিনতে পেরেছিল, তখন তাকে অঙ্গীকার করে বসল। সুতরাং এমন কাফিরদের প্রতি আল্লাহর লান্ত। ♦

67. পৌত্রলিকদের সাথে ইয়াহুদীদের যখন কোনও যুদ্ধ হত বা বিতর্ক দেখা দিত, তখন তারা দুআ করত, হে আল্লাহ! আপনি তাওরাতে যে শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন, তাকে শীঘ্ৰ পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা তার সাথে মিলে পৌত্রলিকদের উপর জয়ী হতে পারি। কিন্তু যখন সেই নবী (মুহাম্মাদ মুস্তফা সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শুভাগমন হল, তখন তারা এই ঈর্ষার কবলে পড়ল যে, তাকে বনী ইসরাইলের মধ্যে না পাঠিয়ে বনী ইসরাইলে কেন পাঠানো হল? তারা জানত শেষ নবীর যে সকল আলামত তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে, সবই মহানবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। এতদসম্মতে তারা তাঁকে মানতে অঙ্গীকার করল।

90

কতই না নিকৃষ্ট সে মূল্য, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করেছে। তা এই যে, তারা আল্লাহর নায়িলকৃত কিতাবকে কেবল এই অন্তর্জ্ঞালার কারণে অঙ্গীকার করছে যে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহের কোনও অংশ (অর্থাৎ ওহী) নিজ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা কেন নায়িল করবেন? সুতরাং তারা (তাদের এ অন্তর্দ্বারের কারণে) গঘবের উপর গঘব নিয়ে ফিরল। [৬৮](#) বস্তুত কাফিরগণ লাঙ্ঘনাকর শাস্তিরই উপযুক্ত। ♦

68. অর্থাৎ এক গঘবের উপযুক্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর কারণে। আর তাদের উপর দ্বিতীয় গঘব পতিত হল তাদের হিংসা-বিদ্বেষের কারণে।

91

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যে কালাম নায়িল করেছেন তার প্রতি ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরা তো (কেবল) সেই কালামের উপরই ঈমান রাখব, যা আমাদের প্রতি নায়িল করা হয়েছে (অর্থাৎ তাওরাত)। আর এছাড়া (অন্যান্য যত আসমানী কিতাব আছে, সে) সব কিছুকে তারা অঙ্গীকার করে। অথচ তাও সত্য এবং তা তাদের কাছে যে কিতাব আছে, তার সমর্থনও করে। (হে নবী) তুমি তাদের বলে দাও, তোমরা যদি বাস্তবিকই (তাওরাতের উপর) ঈমান রাখতে তবে পূর্বে আল্লাহর নবীগণকে হত্যা করছিলে কেন? ♦

92

আর স্বয়ং মুসা উজ্জ্বল নির্দেশনাবলীসহ তোমাদের কাছে এসেছিল। অতঃপর তোমরা তার পশ্চাতে এই অবিচারে লিপ্ত হলে যে, তোমরা বাচ্চুরকে মাবুদ বানিয়ে নিলে। ♦

93

এবং (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তোমাদের উপর তৃতৃ (পাহাড়)কে উত্তোলন করলাম (এবং বললাম) আমি তোমাদেরকে যা-কিছু দিয়েছি তা শক্ত করে ধৰ। এবং (যা-কিছু বলা হয়, তা) শোন। [৬৯](#) তারা (মুখে) বলল, শুনলাম এবং (অন্তরে বলল), অমান্য করলাম। (প্রকৃতপক্ষে) তাদের কুফরের অশুভ পরিপামে তাদের অন্তরে বাচ্চুর জেঁকে বসেছিল। আপনি (তাদেরকে) বলে দিন, তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক, তবে তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে যে বিষয়ের নির্দেশ

দেয় তা কতই না মন্দ! ❁

69. এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে এ সূরারই ৬৩নং আয়াতের টীকায় বর্ণিত হয়েছে। আর বাচ্চুরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ৫৩নং আয়াতের টীকায়।

94 আপনি (তাদেরকে) বলে দিন, আল্লাহর নিকট আখিরাতের নিবাস যদি অপরাপর মানুষ ব্যতীত কেবল তোমাদেরই জন্য নির্দিষ্ট হয় (যেমন তোমরা বলছ), তবে তোমরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে দেখাও- যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ❁

95 কিন্তু (আমি বলে দিচ্ছি), তারা তাদের যে কৃতকর্ম সামনে পাঠিয়েছে, সে কারণে কখনও একাপ আকাঙ্ক্ষা করবে না। ৭০ আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সাবিশেষ অবহিত। ❁

70. এটাও ছিল কুরআন মাজীদের পক্ষ হতে একটি চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নেওয়া তাদের জন্য কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। তারা অবলীলায় অন্ততপক্ষে মুখে মুখে হলেও প্রকাশ্যে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে দেখাতে পারত, কিন্তু তারা সে ধৃষ্টতা দেখায়নি। কেননা তারা জানত, এ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। কাজেই এরপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে তা তৎক্ষণাত্মে তাদেরকে কবরে পৌঁছে দেবে।

96 (বরং) নিশ্চয়ই তুমি বেঁচে থাকার প্রতি তাদেরকে অন্যান্য মানুষ অপেক্ষা বেশি লোভাতুর পাবে- এমনকি মুশারিকদের চেয়েও বেশি। তাদের একেক জন কামনা করে যদি এক হাজার বছর আয়ু লাভ করত, অথচ দীর্ঘায়ু লাভ তাকে আয়াব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর তারা যা-কিছুই করছে আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখছেন। ❁

97 (হে নবী) বলে দিন, কোনও ব্যক্তি যদি জিবরাইস্টেলের শক্ত হয়, ৭১ তবে (হোক না!) সে তো আল্লাহর অনুমতিক্রমেই এ কালাম তোমার অন্তরে অবর্তীণ করেছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থন করে এবং যা ঈমানদারদের জন্য সাক্ষাৎ হিদায়ত ও সুসংবাদ। ❁

71. কোনও কোনও ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে বলেছিল, আপনার কাছে যিনি ওই নিয়ে আসেন সেই জিবরাইস্টেলকে আমরা আমাদের শক্ত মনে করি। কেননা তিনি আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন বিধান নিয়ে আসতেন। আপনার কাছে যদি অন্য কোনও ফিরিশতা ওই নিয়ে আসত তবে আমরা বিবেচনা করতে পারতাম। তাদের এ কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাখিল হয়। জবাবের সারামৰ্ম এই যে, হ্যারত জিবরাইস্টেল আলাইহিস সালাম তো কেবল বার্তাবাহক। তিনি যা কিছু আনেন তা আল্লাহ তাআলার হৃকুমেই আনেন। সুতরাং তার প্রতি শক্রতা পোষণের যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ নেই এবং তার কারণে আল্লাহ তাআলার কালামকে প্রত্যাখ্যান করারও কোনও অর্থ নেই। (বরং তিনি যেহেতু আল্লাহর বার্তাবাহক, তাই তার প্রতি শক্রতা পোষণ করলে তা আল্লাহরই প্রতি শক্রতা পোষণের নামান্তর হবে।)

98 যদি কোনও ব্যক্তি আল্লাহর, তাঁর ফিরিশতাদের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরাইল ও মিকাইলের শক্ত হয়, তবে (সে শুনে রাখুক) আল্লাহ কফিরদের শক্ত। ❁

99 নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি এমন সব আয়াত নাখিল করেছি, যা সত্যকে পরিস্ফুটকারী, আর সেগুলোকে অস্বীকার করে কেবল অবধ্যরাই। ❁

100 (তা এটা কেমন আচরণ যে,) যখনই তারা কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সর্বদা তাদের একটি দল তা ভেঙ্গে ছুড়ে ফেলেছে; বরং তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না। ❁

101 আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে এক রাসূল আসল, যে তাদের নিকট যা আছে (অর্থাৎ তাওরাত) তার সমর্থন করছিল, তখন কিতাবীদের মধ্য হতে একটি দল আল্লাহর কিতাব (তাওরাত ও ইনজীল)কে এভাবে পেছনে নিষ্কেপ করল, যেন তারা কিছু জানতই না (অর্থাৎ তাতে শেষ নবী সম্পর্কে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল তা যেন জানতই না)। ❁

102 আর তারা (বনী ইসরাইল) সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর শাসনামলে শয়তানগণ যা-কিছু (মন্ত্র) পড়ত তার পেছনে পড়ে গেল। সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) কোন কুফর করেনি। অবশ্য শয়তানগণ মানুষকে যাদু শিক্ষা দিয়ে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল। ৭২ তাছাড়া (বনী ইসরাইল) বাবিল শহরে হারুত ও মারুত নামক ফিরিশতাদ্বয়ের প্রতি যা নাখিল হয়েছিল ৭৩ তার পেছনে পড়ে গেল। এ ফিরিশতাদ্বয় কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও তালীম দিত না, যতক্ষণ না বলে দিত, আমরা কেবলই পরীক্ষাস্বরূপ (প্রেরিত হয়েছি)। সুতরাং তোমরা (যাদুর পেছনে পড়ে) কুফরী অবলম্বন করো না। তথাপি তারা তাদের থেকে এমন জিনিস শিক্ষা করত, যা দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত, (তবে প্রকাশ থাকে যে,) তারা তার মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কারও কোন ক্ষতি সাধন করতে পারত না। ৭৪ (কিন্তু) তারা এমন জিনিস শিখত, যা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল এবং উপকারী ছিল না। আর তারা এটাও ভালো করে জানত যে, যে ব্যক্তি তার খরিদ্দার হবে আখিরাতে তার কোনও হিস্যা থাকবে না। বস্তুত তারা যার বিনিময়ে নিজেদেরকে বিক্রি করেছে তা অতি মন্দ। যদি তাদের (এ বিষয়ের প্রকৃত) জ্ঞান থাকত! ৭৫ ❁

72. এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের আরেকটি দুর্কর্মের প্রতি ইশারা করেছেন। তা এই যে, যাদু-টোনার পেছনে পড়া শরীআতে সম্পূর্ণ অবৈধ ছিল। বিশেষত যাদুর মন্ত্রসমূহে যদি শিরকী কথাবার্তা থাকে, তবে সে যাদু কুফরের নামান্তর। হ্যারত সুলায়মান আলাইহিস

সালামের আমলে কিছু শয়তান, যাদের মধ্যে জিন ও মানুষ উভয়ই থাকতে পারে, কতক ইয়াহুদীকে ফুসলানি দিল যে, হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের রাজস্বের (খৃষ্টপূর্ব ১৯০-১৩০) সকল রহস্য যাদুর মধ্যে নিহিত। তোমরা যদি যাদু শিক্ষা কর, তবে তোমাদেরও বিশ্বয়ক ক্ষমতা অর্জিত হবে। সুতরাং তারা যাদুর তালীম নিতে ও তা কাজে লাগাতে শুরু করে দিল। অথচ যাদু শেখা যে কেবল ভাবেধ ছিল তাই নয়, বরং তার কোনও পদ্ধতি ছিল কুফরী পর্যায়ের। ইয়াহুদীরা দ্বিতীয় মহাপাপ করেছিল এই যে, তারা খোদ হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামকেই একজন যাদুকর সাব্যস্ত করেছিল এবং তাঁর সম্পর্কে প্রচার করেছিল, তিনি শেষ জীবনে মৃত্যুজ্ঞ শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এসব অপবাদমূলক কাহিনী তারা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রহসমূহেও জুড়ে দিয়েছিল, যা বাইবেলে আজও পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। বাইবেলে এখনও পর্যন্ত তাঁর মুরতাদ হওয়ার বিবরণ বিদ্যমান (দ্ব. ১-বাদশানামা ১১:১-২)। নাউফুবিল্লাহি মিন যালিক। কুরআন মাজীদের এ আয়াতে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের প্রতি আরোপিত এ ন্যাক্তারজনক অপবাদকে খণ্ডন করা হয়েছে। এর দ্বারা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়, কুরআন মাজীদ সম্পর্কে যারা অপবাদ দিত যে, এটা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কিতাব থেকে আহরিত', তাদের সে অপবাদ কর্তৃ মিথ্যা! এ স্থলে কুরআন মাজীদ দ্ব্যর্থীন ভাষায় ইয়াহুদী ও নাসারাদের কিতাবসমূহকে রদ করছে। সত্য কথা হচ্ছে নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন কোনও মাধ্যম ছিল না, যা দ্বারা তিনি নিজে ইয়াহুদীদের কিতাবে কী নেখা আছে তা জেনে নেবেন। এটা জানার জন্য তাঁর কাছে কেবল ওহীরই সূত্র ছিল। সুতরাং এ আয়াত তাঁর ওহীপ্রাপ্ত নবী হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। এর দ্বারা তিনি ইয়াহুদীদের কিতাবে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের প্রতি কি ধরনের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে সে কথা জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং অতি দৃঢ়তার সাথে তা খণ্ডনও করেছেন।

73. বাবিল (ব্যবিলন) ছিল ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ নগর। খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ সালে এটা তৎকালীন প্রথিবীর একটি অতি উত্তম নগর ছিল। এক কালে সেখানে যাদুবিদ্যার খুব চর্চা হত। ইয়াহুদীরাও এ নাজায়েয় কাজে অতি ন্যাক্তারজনকভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আমিয়া কিরাম ও বুয়ুর্গানে দীন তাদেরকে যাদু চৰ্চায় লিপ্ত হতে নিষেধ করলে তারা তাতে কর্ণপাত করত না। এর চেয়েও খ্রিস্টানক কথা হল, তারা যাদুকরদের ভোজবাজিকে মুজিয়া মনে করে তাদেরকে নিজেদের ধর্মগুরু বানিয়ে নিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা হারাত ও মারাত নামক দু'জন ফিরিশতাকে মানব আকৃতিতে পৃথিবীতে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল তারা মানুষকে যাদু কী জিনিস তা বুঝিয়ে দেবেন এবং মুজিয়ার সাথে যে তার কোনও সম্পর্ক নেই তা পরিষ্কার করে দিবেন। মুজিয়া তো সরাসরি আল্লাহ তাআলার কাজ। বাহ্যিক কোনও কারণ দ্বারা তা সংষ্টি হয় না। পক্ষান্তরে যাদু দ্বারা যেসব ভোজবাজি দেখানো হয়, তা ইহ-জাগতিক আসবাব-উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। এ বিষয়টা স্পষ্ট করার জন্য ফিরিশতাদ্বয়কে যাদুর বিভিন্ন পদ্ধতিও বর্ণনা করতে হত, যাতে দেখিয়ে দেওয়া সন্তুষ্ট হয় তা কিভাবে 'কার্য-কারণ' সূত্রের সাথে সম্পৃক্ত। তবে তারা যখন সেসব পদ্ধতির ব্যাখ্যা করতেন, তখন মানুষকে সাধান করে দিতেন যে, অরণ বেখ তোমরা যাদুর এসব পদ্ধতিকে কাজে লাগাবে বলে কিন্তু এসব তোমাদের সামনে বর্ণনা করছি না; বরং এই উদ্দেশ্যে বর্ণনা করছি, যাতে যাদু ও মুজিয়ার পার্থক্য তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তোমরা যাদু থেকে বেঁচে থাকতে পার। দেখ, এ হিসেবে তোমাদের কাছে আমাদের উপস্থিতি কিন্তু তোমাদের জন্য একটা পরীক্ষা। লক্ষ্য করা হবে, আমাদের কথা উপলক্ষ্য করার পর তোমরা যাদু থেকে দূরে থাক, না যাদুর পদ্ধতি শিখে নিয়ে তা কাজে লাগাতে শুরু কর।

যাদু ও মুজিয়ার মধ্যে পার্থক্যকরণের এ কাজ নবীদের পরিবর্তে ফিরিশতাদের দ্বারা যে নেওয়া হল, দৃশ্যত তা এ কারণে যে, যাদুর ফর্মুলা শিক্ষা দেওয়া নবীদের জন্য শোভন ছিল না, তাতে তার উদ্দেশ্য যত মহতই হোক। ফিরিশতাদের উপর যেহেতু শরয়ী কোনও বিধি-বিধান বর্তায় না, তাই তাদের দ্বারা এ রকম প্রাকৃতিক রহস্য-সম্পর্কিত কাজ-কর্ম নেওয়ার অবকাশ আছে। যা হোক, অবাধ্য লোকেরা ফিরিশতাদের কথায় কোনও কর্ণপাত তো করলই না, উল্লেটা তাদের বাতলানো ফর্মুলাসমূহকে যাদু করার কাজে ব্যবহার করল এবং তাও এমন সব ঘণ্ট কাজে যা এমনভিত্তে হারাম ছিল, যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তালাকের পর্যায় পর্যন্ত পোছে দেওয়া।

74. এ স্থলে একটি অস্তবর্তী কথা হিসেবে একটি মূলনীতি বিশ্বয়ক ক্রটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তা এই যে, যাদুতে বিশ্বসীগণ মনে করত যাদু স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তির অধিকারী। আল্লাহর হুকুম ছাড়া আপনা-আপনাই তা থেকে কাঞ্চিত ফল প্রকাশ পায়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করুন বা না-ই করুন যাদু তার কাজ করবেই। এটা মূলত এক কুফরী আকীদা ছিল। তাই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য কারণের মত যাদুও একটা কারণ মাত্র। পৃথিবীর কোনও কারণই তার 'কার্য' বা ফল ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ করতে পারে না, যতক্ষণ না তার সাথে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা সংপ্লিষ্ট হয়। জগতের কোনও জিনিসের মধ্যেই সন্তানগতভাবে উপকার বা ক্ষতিসাধনের শক্তি নেই। সুতরাং কোনও জালিম যদি কারও প্রতি জুলুম করতে চায়, তবে সে আল্লাহ তাআলার শক্তি ও ইচ্ছা ছাড়া কিছুই করতে পারবে না। তবে এ জগত যেহেতু পরীক্ষার স্থান, তাই এখানে আল্লাহ তাআলার রীতি হল, কেউ যখন আল্লাহ তাআলার কোনও নাফরমানীর কাজ করতে চায় বা কারও প্রতি জুলুম করতে চায়, তখন আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি-বহসের অনুকূল মনে করলে নিজ ইচ্ছায় সে কাজ করিয়ে দেন। এ হিসেবেই জালিম গুনাহগার এবং মজলুম সওয়াবপ্রাপ্ত হয়। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা যদি তাকে সে কাজের ক্ষমতাই না দেন, তবে পরীক্ষা হবে কি করে? সুতরাং দুনিয়ায় যত গুনাহের কাজ হয়, তা আল্লাহ তাআলারই শক্তি ও ইচ্ছায় হয়, যদিও তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে না। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও তাঁর সন্তুষ্টির মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, ইচ্ছা তো ভাল-মন্দ সব কাজের সাথেই সম্পৃক্ত হয়, কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টি সম্পৃক্ত হয় কেবল বৈধ ও সওয়াবের কাজের সাথে।

75. এ আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছিল যে, তারা জানে যারা শিরকী যাদুর খরিদার হবে আখিরাতে তাদের কোনও হিস্য থাকবে না। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে 'তারা যদি জানত'। বোৰা যাচ্ছে বিষয়টা তারা জানত না। আপাতদ্বিষ্টে উভয় বঙ্গবের মধ্যে বিরোধ লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ নেই। কেননা এ বর্ণনারীতি দ্বারা মূলত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যে ইলম ও জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করা হয় না, তা ইলম ও জ্ঞান নামে অভিহিত হওয়ারই যোগ্য নয়, বরং সে জ্ঞান অঙ্গতর শামিল। সুতরাং তারা একথা জানে তো বটে, কিন্তু তাদের কাজ যখন এর বিপরীত, তখন এ জানার মূল্য কী? যদি তারা প্রকৃত জ্ঞান রাখত, তবে সে অনুযায়ী কাজও করত।

103 এবং (এর বিপরীতে) তারা যদি ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্তব্য সওয়াব নিঃসন্দেহে অনেক উৎকৃষ্ট। যদি তাদের (এ সত্য সম্পর্কে প্রকৃত) জ্ঞান থাকত! *

104 হে ঈমানদারগণ! (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে) 'রাইনা' বলো না; বরং 'উনজুরুন' বলো ৭৬ এবং শ্রবণ করো। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। *

76. মদ্রিনায় বসবাসকারী ইয়াহুদীদের একটি দল ছিল অতিশয় দুষ্ট। তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করত,

তখন তাকে লক্ষ্য করে বলত 'রাইন' (Raj)। আরবীতে এর অর্থ 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন'। এ হিসেবে শব্দটিতে কোনও দোষ নেই এবং এর মধ্যে বেআদবীরও কিছু নেই। কিন্তু ইয়াহুদীদের ধর্মীয় ভাষা হিঙ্গতে এরই কাছাকাছি একটি শব্দ অভিশপ ও গালি অর্থে ব্যবহাত হত। তাছাড়া এ শব্দটিকেই যদি "G" এর দীর্ঘ উচ্চারণে পড়া হয়, তবে জিংজি হয়ে যায়, যার অর্থ 'আমাদের রাখাল'।

মোটকথা ইয়াহুদীদের আসল উদ্দেশ্য ছিল শব্দটিকে মন্দ অর্থে ব্যবহার করা। কিন্তু আরবীতে যেহেতু বাহ্যিকভাবে শব্দটিতে কোনও দোষ ছিল না, তাই কতিপয় সুলিমান শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করে দেয়। এতে ইয়াহুদীরা বড় খুশি হত এবং ভেতরে ভেতরে মুসলিমদের নিয়ে মজা করত। তাই এ আয়াতে মুসলিমদেরকে তাদের এ দুর্দশ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তাদেরকে এ শব্দ ব্যবহার করতে নির্বেশ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এ শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যে, যে শব্দের ভেতর কোনও মন্দ অর্থের অবকাশ থাকে বা যা দ্বারা ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে, সে রকম শব্দ ব্যবহার করা সমীচীন নয়। পরবর্তী আয়াতে এ সকল হঠকারিতাপূর্ণ আচরণের আসল কারণও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর তা এই যে, নবুওয়াতের মহা নিয়ামত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেন দান করা হল সেজন্য তারা ঈর্ষাব্দিত ছিল। সেই ঈর্ষাব্দির কারণেই তারা এসব করে থাকে।

105 কাফির ব্যক্তিবর্গ, তা কিভাবীদের অন্তর্ভুক্ত হোক বা মুশারিকদের, পছন্দ করে না, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি কোনও কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ যাকে চান সীয় রহমতের দ্বারা বিশিষ্ট করে নেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক। *

106 আমি যখনই কোনও আয়াত মানসুখ (রহিত) করি বা তা ভুলিয়ে দেই, তখন তার চেয়ে উত্তম বা সে রকম (আয়াত) আনয়ন ৭৭ করি। তোমরা কি জান না, আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন? *

77. এটা আল্লাহ তাআলার শাশ্বত রীতি যে, তিনি প্রত্যেক যুগে সেই যুগের পরিস্থিতি অনুসারে শাখাগত বিধানাবলীতে রদ-বদল করে থাকেন। যদিও তাওয়াহীদ, রিসালাত, আধিকারিত ইত্যাদি দীনের মৌলিক আকীদাসমূহ সকল যুগে একই রকম থেকেছে, কিন্তু বাস্তব আমল ও কর্মগত যে সকল বিধান হ্যরত মুসা আলাইহিস সালামকে দেওয়া হয়েছিল, হ্যরত উসা আলাইহিস সালামের সময়ে তার কতকক্ষে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। হ্যরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের আমলে তার মধ্যে আরও বেশি রদ-বদল করা হয়েছে। এমনিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথমে যখন নবুওয়াত দান করা হয়, তখন তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রমের সামনে অনেকগুলো ধাপ ছিল, যা অতিক্রম করা ছাড়া সামনে আগ্রস হওয়া সম্ভব ছিল না। সেই সঙ্গে মুসলিমদের সম্মুখেও নানা রকমের সক্ষট বিদ্যমান ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা বিধি-বিধান দানের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক পদ্ধা অবলম্বন করেন। কখনও কোনও ক্ষেত্রে একটি বিধান দিয়েছেন। পরে আবার সেখানে অন্য বিধান এসে গেছে যেমন কিবলার বিধানের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সামনে ১১৫নং আয়াতে এর কিছুটা বিবরণ আসবে। শাখাগত বিধানাবলীতে এ জাতীয় তৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনকে পরিভাষায় 'নাসখ' বলা হয় (যে বিধানকে পরিবর্তন করা হয় তাকে 'নাসখ' বলা হয়)।

কাফিরগণ, বিশেষত ইয়াহুদীরা প্রশ্ন তুলেছিল যে, সকল বিধানই যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তখন তার মধ্যে এসব রদ-বদল কেন? এ আয়াত তাদের সে প্রশ্নের উত্তরে নাফিল হয়েছে। উত্তরের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সীয় হিকমত ও প্রজ্ঞ অনুযায়ী এসব রদ-বদল করে থাকেন। আর যে বিধানই মানসুখ বা রহিত করা হয় তদস্থলে এমন বিধান দেওয়া হয়, যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির পক্ষে বেশি উপযোগী ও অধিকতর ভালো। অন্ততপক্ষে তা পূর্ববর্তী বিধানের সমান ভালো তো আবশ্যই হয়।

107 তুমি কি জান না আল্লাহ তাআলা এমন সন্তা যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনও অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই? *

108 তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেই রকমের প্রশ্ন করতে চাও, যেমন প্রশ্ন পূর্বে মৃসাকে করা হয়েছিল? ৭৮ যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করে, নিশ্চয়ই সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। *

78. যে সকল ইয়াহুদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের প্রতি ঈমান আনার পরিবর্তে তাকে নানা রকম প্রশ্ন দ্বারা উত্ত্যক্ত করতে সচেষ্ট ছিল; তাদের সাথে সাথে মুসলিমদেরকেও এ আয়াতে সবকে দেওয়া হচ্ছে যে, ইয়াহুদীরা হ্যরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান আনা সন্ত্রেও তাকে নানা রকম অবাস্তুর প্রশ্ন করত ও অযৌক্তিক দাবী-দাওয়া পেশ করত। তোমরা এরাপ করো না।

109 (হে মুসলিমগণ!) কিভাবীদের অনেকেই তাদের কাছে সত্য পরিস্ফুট হওয়ার পরও তাদের অন্তরের ঈর্ষাবশত কামনা করে, যদি তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে দিতে পারত। সুতোং তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, যাবৎ না আল্লাহর নিজ ফায়সালা পাঠিয়ে দেন। ৭৯ নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। *

79. অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ইয়াহুদীদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ কর। পরিশেষে ই. ৪৬ সালে (খ. ৬২৫) তাদের মদীনার আশপাশ থেকে উৎখাত করার আদেশ দেওয়া হয়। -অনুবাদক

110 এবং সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং (স্মরণ রেখ), তোমরা যে-কোনও সৎকর্ম নিজেদের কল্যাণার্থে সম্মুখে প্রেরণ করবে, আল্লাহর কাছে তা পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যে-কোনও কাজ কর আল্লাহ তা দেখেছেন। *

111 এবং তারা (ইয়াহুদী ও নাসারাগণ) বলে, জান্নাতে ইয়াহুদী ও নাসারাগণ ছাড়া অন্য কেউ কখনও প্রবেশ করবে না। ৮০ এসব তাদের আকাঙ্ক্ষা মাত্র। আপনি তাদেরকে বলে দিন তোমরা যদি (তোমাদের এ দাবীতে) সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর। *

80. অর্থাৎ ইয়াহুদীরা বলে, কেবল ইয়াহুদীরাই জানাতে যাবে আর খ্রিস্টানরা বলে, কেবল খ্রিস্টানরাই জানাতে যাবে।

112 কেন নয়? (নিয়ম তো এই যে,) যে ব্যক্তি নিজ চেহারা আল্লাহর সামনে নত করবে এবং সে সৎকর্মশীলও হবে, সে নিজ প্রতিপালকের কাছে তার প্রতিদান পাবে। আর এরপ লোকদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। *

113 ইয়াহুদীরা বলে, খ্রিস্টানদের (ধর্মের) কোনও ভিত্তি নেই এবং খ্রিস্টানরা বলে, ইয়াহুদীদের (ধর্মের) কোনও ভিত্তি নেই। অথচ এরা সকলে (আসমানী) কিতাব পড়ে। অনুরূপ (সেই মুশরিকগণ) যাদের কোনও (আসমানী) জ্ঞান নেই, তারাও এদের (কিতাবীদের) মত কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। সুতরাং তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে আল্লাহই কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফায়সালা করবেন। *

114 সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে আছে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে আল্লাহর নাম নিতে বাধা প্রদান করে এবং তাকে বিরান করার চেষ্টা করে? এরপ লোকের তো ভীত-বিহুল না হয়ে তাতে প্রবেশ করাই সঙ্গত নয়। ৮১ তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছন এবং তাদের জন্য আধিকারতে রয়েছে মহা শাস্তি। *

81. পূর্বে ইয়াহুদী, নাসারা ও আরব মুশরিক- এ তিনি সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ তিনি সম্প্রদায় কোনও না কোনও কালে এবং কোনও না কোনও রাপে আল্লাহ তাআলার ইবাদতখানাসমূহের র্যাদ্বান নষ্ট করেছে। উদাহরণত খ্রিস্টান সম্প্রদায় বাদশাহ তায়তুসের (Titus খৃ. ৩৯-৮') আমলে বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণ করে তাতে ব্যাপক ধ্বংসাত্ত্ব চালিয়েছে। বাদশাহ আবৰাহা, যে কিনা নিজেকে একজন খ্রিস্টান বলে দাবী করত, বাইতুল্লাহর উপর হামলা চালিয়ে তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়েছে। মক্কার মুশরিকগণ মুসলিমদেরকে মসজিদুল হারামে সালাত আদায়ে বাধা প্রদান করত। আর ইয়াহুদীরা বাইতুল্লাহর পাবিত্রতা অঙ্গীকার করে কাষত মানুষকে তার অভিভূত্তি হওয়া থেকে নিরুত্ত করেছিল। কুরআন মাজীদ বলছে, এক দিকে তো এসব সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটির দাবী হচ্ছে, কেবল তারাই জানাতে প্রবেশের হকদার, অন্যদিকে তাদের অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহর ইবাদতে বাধা প্রদান কিংবা ইবাদতখানাসমূহকে ধ্বংস করার তৎপরতায় লিপ্ত। এ আয়াতের পরবর্তী বাক্যটি তাঁর পর্যবেক্ষণ। তার বাহ্যিক অর্থ তো এই যে, তাদের তো উচিত ছিল আল্লাহর ঘরে অত্যন্ত বিনীত ও ভীত অবস্থায় প্রবেশ করা; দর্পিতভাবে তাকে বিরান করা বা মানুষকে তার ভেতর ইবাদত করতে বাধা দেওয়া কিছুতেই সমীচিন ছিল না। এতদসঙ্গে এর ভেতর এই সূক্ষ্ম ইশারাও থাকতে পারে যে, অচিরেই সে দিন আসবে, যখন এই অহংকারী লোকেরা, যারা মানুষকে আল্লাহর ঘরে প্রবেশে বাধা দিচ্ছে, সত্যপক্ষীদের সামনে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হবে। এমনকি সত্যপক্ষীদের যেসব স্থানে প্রবেশে বাধা দেয়, সে সকল স্থানে তাদের নিজেদেরই ভীত-সন্ত্রাস অবস্থায় প্রবেশ করতে হবে। সুতরাং মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসী কাফিরদের এ রকম পরিস্থিতিতেই সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

115 পূর্ব ও পশ্চিম সব আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাবে সেটা আল্লাহরই দিক। ৮২ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ। *

82. উপরে যে তিনটি সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে কিবলা নিয়েও বিরোধ ছিল। কিতাবীগণ বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা মনে করত আর মুশরিকগণ বাইতুল্লাহকে। মুসলিমগণও বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে সালাত আদায় করত আর এটা ইয়াহুদীদের অপচল্দ ছিল। মুসলিমদেরকে একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানানোর হৃকুম দেওয়া হলে ইয়াহুদীরা এই বলে সন্তোষ প্রকাশ করল যে, দেখ মুসলিমগণ আমাদের কথা মানতে বাধ্য হয়ে গেছে। তারপর আবার বাইতুল্লাহকে ছড়ান্তরূপে কিবলা বানিয়ে দেওয়া হল। দ্বিতীয় পারার শুরুতে ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। এ আয়াত দৃশ্যত সেই সময় নায়িল হয়েছিল যখন মুসলিমগণ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করত। জানানো উদ্দেশ্য, কোনও দিকই সন্তাগতভাবে কোনও রকম মর্যাদা ও পবিত্রতার ধারক নয়। পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর সুষ্ঠি এবং তাঁরই হৃকুম বরদার, আল্লাহ তাআলা কোনও এক দিকে সীমাবদ্ধ নন। তিনি সর্বত্র উপস্থিত। সুতরাং তিনি যে দিকেই মুখ করার হৃকুম দেন, বান্দার কাজ সে হৃকুম তামিল করা। এ কারণেই কোনও লোক যদি এমন স্থানে থাকে, যেখানে কিবলা ঠিক কোন দিকে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না, সে ব্যক্তি নিজ অনুমানের ভিত্তিতে যে দিককে কিবলা মনে করে সালাত আদায় করবে তার সালাত সহীহ হয়ে যাবে। এমনকি পরে যদি জানা যায় সে যে দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছে কিবলা সে দিকে ছিল না, তবু তার সালাত পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নেই। কেননা সে ব্যক্তি নিজ সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার হৃকুম তামিল করেছে। বস্তুত কোনও স্থান বা কোনও দিক যে মর্যাদাসম্পন্ন হয়, তা আল্লাহ তাআলার হৃকুমের কারণেই হয়। সুতরাং কিবলা নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যদি নিজ হৃকুম পরিবর্তন করে থাকেন, তবে তাতে কোনও সম্প্রদায়ের হার-জিতের কোনও প্রশ্ন নেই। এ রদ-বদল মূলত এ বিষয়টা স্পষ্ট করার জন্যই করা হচ্ছে যে, কোনও দিকই সন্তাগতভাবে পবিত্র ও কাঞ্চিত নয়। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার হৃকুম পালন। ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলা যদি পুনরায় বাইতুল্লাহর দিকে ফেরার হৃকুম দেন, তবে তা বিশ্বের বা আপন্তির কোনও কারণ হওয়া উচিত নয়।

116 তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, (অথচ) তাঁর সন্তা (এ জাতীয় জিনিস থেকে) পবিত্র; বরং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর অনুগত। *

117 তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের অস্তিত্বদাতা। তিনি যখন কোনও বিষয়ের ফায়সালা করেন তখন কেবল এতটুকু বলেন যে, 'হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যাও।' ৮৩ *

83. খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে। ইয়াহুদীদের একটি দলও হযরত উয়ায়ের আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলত। অন্য দিকে মক্কার মুশরিকগণ ফিরিশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত। এ আয়াত তাদের সকলের ধারণা খণ্ডন করেছে। বোঝানো হচ্ছে যে, সন্তানের প্রয়োজন তো কেবল তার, যে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষণি। আল্লাহ তাআলার এমন কোনও মুখাপেক্ষিতা নেই। কেননা তিনি নিখিল বিষয়ের স্ট্রট ও মালিক। কোনও কাজে তাঁর কারণও সাহায্য গ্রহণের দরকার হয় না। এ অবস্থায় তিনি

সন্তানের মুখাপেক্ষী হবেন কেন? এ দলীলকেই ঘৃণিবিদ্যার ঢঙে এভাবে পেশ করা যায় যে, প্রত্যেক সন্তান তার পিতার অংশ হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক 'সমগ্র' তার অংশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা যেহেতু সব রকমের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তাই তাঁর সন্তা আবিভাজ্য (বাসীত), যার কোনও অংশের প্রযোজন নেই। সুতরাং তাঁর প্রতি সন্তান আরোপ করা তাকে মুখাপেক্ষী সাব্যস্ত করারই নামান্তর।

118 যেসব লোক জ্ঞান রাখে না, তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে (সরাসরি) কথা বলেন না কেন? কিংবা আমাদের কাছে কোনও নির্দর্শন আসে না কেন? এমনিভাবে তাদের পূর্বে যেসব লোক গত হয়েছে, তারাও তাদের কথার মত কথা বলত। তাদের সকলের অন্তর পরম্পর সদৃশ। প্রকৃতপক্ষে যে সব লোক বিশ্বাস করতে চায়, তাদের জন্য পূর্বেই আমি নির্দর্শনাবলী স্পষ্ট করে দিয়েছি।

119 (হে নবী!) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সত্যসহ এভাবে প্রেরণ করেছি যে, তুমি (জাহানাতের) সুসংবাদ দেবে এবং (জাহানাম সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শন করবে। যেসব লোক (স্বেচ্ছায়) জাহানাম (এর পথ) বেছে নিয়েছে, তাদের সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

120 ইয়াহুদী ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশী হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। বলে দাও, প্রকৃত হিদায়াত তো আল্লাহরই হিদায়াত। তোমার কাছে (ওইর মাধ্যমে) যে জ্ঞান এসেছে, তার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার কোনও অভিভাবক থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না। ৮৪

84. রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কাফিরদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী চলবেন- এটা যদিও সম্পূর্ণ অকল্পনীয় বিষয় ছিল, তথাপি এস্থলে সেই অসম্ভব বিষয়কেই সম্ভব থেকে নিয়ে কথা বলা হয়েছে। আর এর উদ্দেশ্য এই মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া যে, আল্লাহ তাআলার নিকট কোনও ব্যক্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা তার ব্যক্তিসম্ভাবন কারণে নয়। ব্যক্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা হয় আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের কারণে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কেবল এ কারণে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার সর্বাপেক্ষা অনুগত বান্দা।

121 যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা যখন তা তিলাওয়াত করে, যেভাবে তিলাওয়াত করা উচিত তখন তারাই তার প্রতি (প্রকৃত) ঈমান রাখে। ৮৫ আর যারা তা অবীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত লোক।

85. বনী ইসরাইলের মধ্যে যদিও বেশির ভাগ লোক অবাধ্য ও অহংকারী ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক মুখ্লিস ও নিষ্ঠাবান লোকও ছিল। তারা তাওরাত ও ইনজিল কেবল পড়েই শেষ করত না; বরং তার দাবী অনুযায়ী কাজ করত। তারা প্রতিটি সত্য কথা গ্রহণ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং যখন তাদের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত পৌঁছল, তখন তারা কোনরূপ হঠকারিতা ছাড়া অকুণ্ঠিতভাবে তা গ্রহণ করে নিল। এ আয়াতে সেই সকল লোকের প্রশংসা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সবক দেওয়া হয়েছে যে, কোনও আসমানী কিতাব তিলাওয়াতের দাবী হচ্ছে তার সমস্ত হকুম মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়ে তা তামিল করা। প্রকৃতপক্ষে তাওরাতের প্রতি বিশ্বাসী লোক তারাই, যারা তার বিধানাবলী পালনে ব্রতী থাকে এবং সে অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনে।

122 হে বনী ইসরাইল! তোমরা আমার সেই নিয়ামত স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম এবং এ বিষয়টি (-ও স্মরণ কর) যে, আমি জগতসমূহের মধ্যে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

123 এবং সেই দিনকে ভয় কর, যে-দিন কেউ কারও কোনও কাজে আসবে না, কারও থেকে কোনওরূপ মুক্তিপণ গ়্রহীত হবে না, কোনও সুপারিশ কারও উপকার করবে না এবং তারা কোনও সাহায্যও লাভ করবে না। ৮৬

86. বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ তাআলার নানা রকম নিয়ামত ও তার বিপরীতে তাদের নিরবচ্ছিন্ন অবাধ্যতার যে বিবরণ পূর্ব থেকে চলে আসছে, ৪৭ ও ৪৮ নং আয়াতে তার সূচনা করা হয়েছিল এবং আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর কাছাকাছি শব্দ দ্বারা। তারপর সবগুলো ঘটনা বিস্তারিতভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর হিতোপদেশমূলক ভাষায় আবার সে কথাই উল্লেখ করা হচ্ছে। বোঝানো হচ্ছে যে, এসব বিষয় স্মরণ করানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদের কল্যাণ কামনা। সুতরাং এসব ঘটনা দ্বারা তোমাদের উচিত এর লক্ষ্যবস্তুতে উপনীত হওয়া। তথা এর থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়া।

124 এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর), যখন ইবরাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কয়েকটি বিষয় দ্বারা পরীক্ষা করলেন এবং সে তা সব পূরণ করল। আল্লাহ (তাকে) বললেন, আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের ইমাম বানাতে চাই। ইবরাহীম বলল, আমার সন্তানদের মধ্য হতে? আল্লাহ বললেন, আমার (এ) প্রতিশ্রুতি জালিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়। ৮৭

87. এখান থেকে হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কিছু বৃত্তান্ত ও ঘটনা শুরু হচ্ছে। পেছনের আয়াতসমূহের সাথে দু'ভাবে এর গভীর সম্পর্ক আছে। একটি এভাবে যে, ইয়াহুদী, ধ্রিস্টান ও আরব পৌত্রলিঙ্গ- পূর্বোক্ত এ তিনও সম্প্রদায় হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নিজেদের ইমাম ও নেতা মনে করত। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায় দাবী করত, তিনি তাদেরই ধর্মের সমর্থক ছিলেন। সুতরাং হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রকৃত অবস্থা পরিষ্কার করে দেওয়া জরুরী ছিল। কুরআন মাজীদ এ স্থলে জানাচ্ছে, এ তিনি সম্প্রদায়ের কোনওটির প্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের সাথে তাঁর কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। তার সমগ্র জীবন ব্যয় হয়েছে তাওরাতের প্রচারকার্যে। এ পথে তাকে অনেক বড়-বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাতে তিনি শতভাগ উন্নীর্ণ হন।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দুই পুত্র ছিল- হ্যারত ইসহাক আলাইহিস সালাম ও হ্যারত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। হ্যারত ইসহাক আলাইহিস সালামেরই পুত্র ছিলেন হ্যারত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, যার অপর নাম ইসরাইল। নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের আগে নরওয়াতের সিলভিলা তাঁরই আগলাদ তথা বনী ইসরাইলের মধ্যে চলে আসছিল। এ কারণে তারা মনে করত, দুর্নিয়ার নেতৃত্ব দানের অধিকার কেবল তাদের জন্যই সংরক্ষিত। অন্য কোনও বংশে এমন কোনও নবীর আগমন সম্ভবই নয়, যার অনুসরণ করা তাদের জন্য অপরিহার্য হবে। কুরআন মাজীদ এস্তলে তাদের সে প্রাণ ধারণা খণ্ডন করেছে। কুরআন মাজীদ স্পষ্ট করে দিয়েছে, দীনী নেতৃত্ব কোনও বংশের মৌরসী অধিকার নয়। খোদ হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেই একথা দ্ব্যথাহীন ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহর তাআলা তাঁকে বিভিন্ন পদ্ধতি পরীক্ষা করেন এবং একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ের ত্যাগ স্থীকার করে আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হৃকুম পালনের জন্য সদা প্রস্তুত; তাওহীদী আকীদায় বিশ্বাসের দরুণ তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তিনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। স্ত্রী ও নবজাতক পুত্রকে মক্কার মরু উপত্যকায় রেখে আসার হৃকুম দেওয়া হলে সে হৃকুমও পালন করেন। এভাবে তিনি অকৃষ্ণ চিঠ্ঠে একের পর এক ত্যাগ স্থীকার করতে থাকেন। পরিশেষে আল্লাহর তাআলা তাঁকে সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে বসানোর ঘোষণা দেন। এ সময় তিনি নিজ সম্মতিন্দের ব্যাপারে জিজেস করলে আল্লাহর তাআলা পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তাদের মধ্যে যারা জানিম তথা আল্লাহর অবাধ্যতায় নিপুণ হয়ে নিজ সত্ত্বার প্রতি অবিচারকারী হবে, তারা এ মর্যাদার হকদার হবে না। বনী ইসরাইলকে যুগের পর যুগ নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তাতে প্রমাণিত হয়েছে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবতার দীনী নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত নয়। তাই শেষ নবীকে হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অপর পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে পাঠানো হয়েছে। হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন যে, তাঁকে যেন মক্কাবাসীদের মধ্যে পঠানো হয়। দীনী নেতৃত্ব যেহেতু স্থানান্তরিত হয়েছে, তাই কিবলাকেও পরিবর্তন করে বাইতুল্লাহ শরীফকে স্থির করে দেওয়া হয়েছে, যা হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হ্যারত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম নির্মাণ করেছিলেন। এই ঘোষসূত্রে সামনে কাবা ঘর নির্মাণের ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। এখান থেকে ১৫২ নং আয়ত পর্যন্ত যে আলোচনা-ধারা আসছে তাকে এই প্রেক্ষাপটেই বুবাতে হবে।

125 এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন আমি বাইতুল্লাহকে পরিগত করি মানুষের বারবার ফিরে আসার জায়গা এবং পরিপূর্ণ নিরাপত্তার স্থানে। ৮৮ তোমরা 'মাকামে ইবরাহীম' কে সালাতের স্থান বানিয়ে নাও। ৮৯ এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে হৃকুম করি, তোমরা আমার ঘরকে সেই সকল লোকের জন্য পবিত্র কর, যারা (খ্রিস্টন) তাওয়াফ করবে, ইতিকাফ করবে এবং রুকু' ও সিজদা আদায় করবে। ♦

৪৪. মাকামে ইবরাহীম সেই পাথের নাম, যার উপর দাঁড়িয়ে হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। সে পাথরটি আজও সংরক্ষিত আছে। যে-কোনও ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করবে তাকে হৃকুম দেওয়া হয়েছে যে, সাত পাক সমাপ্ত হওয়ার পর সে মাকামে ইবরাহীমের সামনে দাঁড়িয়ে বাইতুল্লাহ শরীফের অভিমুখী হবে এবং দু'রাকাআত সালাত আদায় করবে। তাওয়াফের এ দু'রাকাআত এ জায়গায় আদায় করাই উত্তম।

৪৫. আল্লাহর তাআলা বাইতুল্লাহর এমন মর্যাদা দিয়েছেন যে, কেবল মসজিদুল হারামই নয়; বরং তার চতুর্পার্শ্বস্থ হারামের বিস্তীর্ণ এলাকায় নরহত্যা, তীব্র প্রতিরক্ষামূলক প্রয়োজন ব্যতীত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কোনও পশু শিকার জায়ে নয়। এমনকি কোনও গাছ-বৃক্ষ উপড়ানো কিংবা কোনও প্রাণীকে আটকে রাখার অনুমতি নেই। এভাবে এটা কেবল মানুষেরই নয়, বরং জীব-জন্ম ও উদ্ভিদের জন্যও নিরাপত্তাস্থল।

126 এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এটাকে এক নিরাপদ নগর বানিয়ে দাও এবং এর বাসিন্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আর্থিরাতে দুমান আনবে তাদেরকে বিভিন্ন রকম ফলের রিষক দান কর। আল্লাহ বললেন, এবং যে ব্যক্তি কুফর অবলম্বন করবে তাকেও আমি কিছু কালের জন্য জীবন ভোগের সুযোগ দেব, (কিন্তু) তারপর তাকে হিঁচড়ে নিয়ে যাব জাহানামের শাস্তির দিকে এবং তা নিকৃষ্টতম ঠিকানা। ♦

127 এবং (সেই সময়ের কথা চিন্তা কর) যখন ইবরাহীম বাইতুল্লাহর ভিত উঁচু করছিল ৯০ এবং ইসমাঈলও (তার সাথে শরীক ছিল এবং তারা বলছিল) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ হতে (এ সেবা) কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি এবং কেবল আপনিই সব কিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন। ♦

৯০. বাইতুল্লাহকে কাবা ঘরও বলা হয়। হ্যারত আদম আলাইহিস সালামের সময়ই এ ঘর নির্মিত হয় এবং তখন থেকেই মানুষ আল্লাহর ঘর হিসাবে এর মর্যাদা দিয়ে আসছে। এক সময় ঘরখানি কালের আবর্তনে বিলীন হয়ে যায়। হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আমলে তার চিহ্নমুক্ত অবশিষ্ট ছিল না। তাই তাঁকে নতুন করে প্রাচীন ভিত্তের উপর সেটি নির্মাণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আল্লাহর তাআলা তাঁকে ওই মারফত সে ভিত জানিয়ে দিয়েছিলেন। এ কারণেই কুরআন মাজীদ বলছে, 'তিনি বাইতুল্লাহর ভিত উঁচু করছিলেন; একথা বলছে না যে, বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছিলেন।'

128 হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আপনার একান্ত অনুগত বানিয়ে নিন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্যেও এমন উন্মত্ত সৃষ্টি করুন, যারা আপনার একান্ত অনুগত হবে এবং আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দিন এবং আমাদের তওবা কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি এবং কেবল আপনিই ক্ষমাপ্রবণ (এবং) অতিশয় দয়ার মালিক। ♦

129 হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূলও প্রেরণ করুন, যে তাদেরই মধ্য হতে হবে এবং যে তাদের সামনে আপনার আয়তসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পরিশুল্ক করবে। ৯১ নিশ্চয়ই আপনার এবং কেবল আপনারই সত্তা এমন, যাঁর ক্ষমতা পরিপূর্ণ, প্রজ্ঞাও পরিপূর্ণ। ♦

৯১. হাদয় থেকে উৎসারিত এ দু'আর যে কি তাছির হতে পারে তা তরজমা দ্বারা অন্য কোনও ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তরজমা দ্বারা

কেবল তার মর্মটিকুই আদায় করা যায়। এছলে তাঁর সে দু'আ বর্ণনা করার বহুবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে। এক উদ্দেশ্য এ বিষয়টা দেখানো যে, আমির্যা আলাইহি মুস সালাম তাঁদের মহত্বের কোনও কাজের কারণেও অহমিকা দেখান না; বরং আল্লাহ তাআলার সামনে আরও বেশি বিনয় ও নমনীয়তা প্রকাশ করেন। তাঁরা নিজেদের কৃতিহ্র প্রচারে লিপ্ত হন না; বরং কার্য সম্পাদনে যে ভুল-ক্রটি ঘটার অবকাশ থাকে, তজ্জন্য তওবা ও ইস্তিগফারে লিপ্ত হন। দ্বিতীয়ত তাঁদের প্রতিটি কাজ হয় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। তাই তাঁরা তাঁদের কাজের জন্য মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর ফিকির না করে বরং আল্লাহ তাআলার কাছে কবুলিয়াতের দু'আ করেন। তৃতীয়ত এটা প্রকাশ করাও উদ্দেশ্য যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের বিষয়টা হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে স্বয়ং হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালামই এ প্রস্তাবনা রেখেছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেন হ্যারত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে পাঠানো হয়; হ্যারত ইসরাইল আলাইহিস সালামের বংশে তথা বনী ইসরাইলের মধ্যে নয়। এ দু'আয় হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘবানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহও ব্যক্ত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের কয়েকটি স্থানে সে সকল উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে। তার ব্যাখ্যা ইনশাল্লাহ এ সূরার ১৫১ নং আয়াতে আসবে।

130 যে ব্যক্তি নিজেকে নির্বোধ সাব্যস্ত করেছে, সে ছাড়া আর কে ইবরাহীমের পথ পরিহার করে? বাস্তবতা তো এই যে, আমি দুনিয়ায় তাকে (নিজের জন্য) বেছে নিয়েছি, আর আখিরাতে সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ♦

131 যখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে বললেন, 'আনুগত্যে নতশির হও', ^{৯২} তখন সে (সঙ্গে সঙ্গে) বলল, আমি রাবুন আলামীনের (প্রতিটি হৃকুমের) সামনে মাথা নত করলাম। ♦

92. কুরআন মাজীদ এছলে 'আনুগত্যে নতশির হওয়া'-এর জন্য 'ইসলাম'-এর শাব্দিক অর্থ মাথা নত করা এবং কারও পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। আমাদের দীনের নামও ইসলাম। এ নাম এজন্যই রাখা হয়েছে যে, এর দাবী হল- মানুষ তার প্রতিটি কথা ও কাজে আল্লাহ তাআলারই অনুগত হয়ে থাকবে। হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেহেতু শুরু থেকেই মুমিন ছিলেন, তাই এছলে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য তাঁকে ঈমান আনার আদেশ দেওয়া ছিল না। আর এ কারণেই 'ইসলাম' প্রহণ করা তরজমা করা হয়নি। অবশ্য প্রবর্তী আয়াতে সন্তানদের উদ্দেশ্যে হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যে অসিয়ত উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে 'ইসলাম'-এর ভেতর উভয় মর্মই দাখিল; সত্য দীনের প্রতি ঈমান আনাও এবং তারপর আল্লাহ তাআলার হৃকুমের প্রতি আনুগত্যও। তাই সেখানে 'মুসলিম' শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে।

132 ইবরাহীম তাঁর সন্তানদেরকে এ কথারই অসিয়ত করল এবং ইয়াকুবও (তাঁর সন্তানদেরকে) যে, হে আমার পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দীন মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমাদের মৃত্যু যেন এ অবস্থায়ই আসে যখন তোমরা মুসলিম থাকবে। ♦

133 তোমরা নিজেরা কি সেই সময় উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যুক্ষণ এসে গিয়েছিল, ^{৯৩} যখন সে তার পুত্রদের বলেছিল, আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা সকলে বলেছিল, আমরা সেই এক আল্লাহরই ইবাদত করব, যিনি আপনার মাবুদ এবং আপনার বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকেরও মাবুদ। আমরা কেবল তাঁরই অনুগত। ♦

93. কৃতক ইয়াহুদী বলত, হ্যারত ইয়াকুব (ইসরাইল) আলাইহিস সালাম নিজ মৃত্যুকালে পুত্রদেরকে অসিয়ত করেছিলেন যে, তারা যেন ইয়াহুদী ধর্মে অবিচল থাকে। এ আয়াত তাঁরই জবাব।
এ আয়াতকে সূরা আলে ইমরানের ৬৫ নং আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বিষয়টা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে যায়।

134 তারা ছিল একটি উষ্মত, যা গত হয়েছে। তারা যা-কিছু অর্জন করেছে তা তাদেরই এবং তোমরা যা-কিছু অর্জন করেছ তা তোমাদেরই। তোমাদেরকে জিজেস করা হবে না যে, তারা কি কাজ করত। ♦

135 এবং তারা (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা মুসলিমদেরকে) বলে, তোমরা ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান হয়ে যাও, তবে সঠিক পথ পেয়ে যাবে। বলে দাও, বরং (আমরা তো) ইবরাহীমের দীন (মেনে চলব), যিনি যথাযথ সরল পথের উপর ছিলেন। তিনি সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যারা (আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে) শরীক করত। ♦

136 (হে মুসলিমগণ!) বলে দাও যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সেই বাণীর প্রতিও, যা আমাদের উপর নায়িল করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের সন্তানদের প্রতি নায়িল করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা মৃসা ও ঈসাকে দেওয়া হয়েছিল এবং তার প্রতিও, যা অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এই নবীগণের মধ্যে কোনও পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই (এক আল্লাহরই) অনুগত। ^{৯৪} ♦

94. অর্থাৎ আমরা সকল রাসূল ও সমস্ত কিতাবে বিশ্বাস রাখি এবং সকলকেই সত্য ও আপন-আপনকালে অনুসরণীয় মনে করি। আমরা আল্লাহর বাধ্যগত, তিনি যখন যে নবী পাঠান এবং তার মাধ্যমে যে বিধান দেন তাকে শিরোধাৰ্ম মনে করি। কিন্তু কিতবীগণ তাদের নিজ-নিজ ধর্ম ছাড়া অন্যসব ধর্মকে ও অন্য সকল নবীকে প্রত্যাখ্যান করে এবং রাহিত হওয়া সত্ত্বেও নিজ ধর্মকেই আঁকড়ে ধরে রাখে। অথচ তাদের আপন আপন নবী ও কিতাবের শিক্ষা অনুযায়ী উচিত ছিল- শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর তাঁর প্রতিও ঈমান আনা এবং পুরানো শরীতাত ছেড়ে দিয়ে তাঁর আনীত শরীয়াতেরই অনুসরণ করা, যেহেতু তিনিই সর্বশেষ ও সার্বজনীন নবী, তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াতের সিলসিলা সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাঁর পর নতুন কোনও নবী এবং নতুন কোনও কিতাব ও শরীতাত আসার সন্তানদের নেই। সুতরাং এখন ইহুদী-খুস্টান, আরব-অন্যান্য নবীগণের সমস্ত মানুষের জন্য ফরয তাঁর প্রতি ঈমান এনে

137 অতঃপর তারাও যদি সে রকম ঈমান আনে যেমন তোমরা ঈমান এনেছ, তবে তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে। আর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা মূলত শক্রতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং শীঘ্রই আল্লাহ তোমার সাহায্যার্থে তাদের দেখে নেবেন এবং তিনি সকল কথা শোনেন ও সবকিছু জানেন। ❁

138 (হে মুসলিমগণ! বলে দাও, আমাদের উপর তো আল্লাহ নিজ রং আরোপ করেছেন। কে আছে, যে আল্লাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রং আরোপ করতে পারে? আর আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি। ৯৫ ❁

95. এতে খিস্টনদের 'বাপটাইজ' (ত্রিকাবন্দী) প্রথার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। বাপটাইজ করানোকে 'ইসতিবাগ' (রং মাখানো)-ও বলা হয়। কোনও ব্যক্তিকে খিস্টধর্মে দীক্ষা দেওয়ার সময় রঙিন পানিতে গোসল করানো হয়। তাদের ধারণা, এতে তার সন্তান খিস্ট ধর্মের রং লেগে যায়। এভাবে নবজাতক শিশুকেও বাপটাইজ করানো হয়। কেননা তাদের বিশ্বাস মতে প্রতিটি শিশু মায়ের পেট থেকে পাপী হয়েই জন্ম নেয়। বাপটাইজ না করানো পর্যন্ত সে গুনাহগরই থেকে যায় এবং সে ইয়াসু মাসীহের কাফফারা (প্রায়শিচ্ছা)-এর হকদার হয় না। কুরআন মাজীদ ইরশাদ করছে- মাথামু-হীন এই ধারণার কোনও ভিত্তি নেই। কোনও রঙে যদি রঙিন হতেই হয়, তবে আল্লাহ তাআলার রং তথা খাঁটি তাওহীদকে অবলম্বন কর। এর চেয়ে উত্তম কোনও রং নেই।

139 বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সাথে বিতর্ক করছ? অথচ তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক তবে (এটা অন্য কথা যে), আমাদের কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য, আর আমরা তো (আমাদের ইবাদতকে) তাঁরই জন্য খালেস করে নিয়েছি। ৯৬ ❁

96. অর্থাৎ তোমরা কি এই দিবিতে আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সাথে বিবাদ করছ যে, তোমরা তাঁর সন্তান ও প্রিয়পত্র, কাজেই তাঁর নবী কেবল তোমাদের মধ্যেই পাঠানোর কথা অন্যদের মধ্যে নয়, তার রহমত লাভের উপযুক্ত কেবল তোমরাই অন্য কেউ নয় এবং জানাতেও যাবে কেবল তোমরা অন্য কেউ নয়? প্রকৃত পক্ষে এটা তোমাদের অবাস্তর দাবি ও অযৌক্তিক তর্ক। কেননা তিনি আমাদেরও রব, তোমাদেরও রব। তাঁর বান্দা হিসেবে আমরা সকলেই সমান। বান্দা হিসেবে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, যে কারণে এসব মর্যাদা কেবল তোমরাই লাভ করবে। বরং এ বিষয়টা কেবলই তাঁর এখতিয়ারাধীন। তিনি যে কাউকেই বিশেষ কোন সম্মান দিতে পারেন। হ্যাঁ তাঁর নীতি হল বান্দার কর্ম অনুযায়ী সম্মান ও মর্যাদা দান করা। সুতরাং তোমাদেরকে মর্যাদা দান করা না করার ব্যাপারে যেমন তোমাদের কর্ম বিবেচ্য হবে, তেমনি আমাদের ক্ষেত্রেও একই রকম বিবেচনা করা হবে। প্রত্যেকে আপন-আপন কর্মের ফল ভোগ করবে। তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর তোমরা কেমন আমল করছ। তওঁহীদের বিষয়টাই দেখ, নবীগণ আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করার শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও তোমরা উভয় সম্পদায় শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছ, কিন্তু আমাদেরকে দেখ, আলহামদুল্লাহ আমরা আমাদের আকীদা-বিশ্বাসেও সবপ্রকার শিরককে পরিহার করে চলছি এবং আমাদের সমস্ত আমলও খালেস আল্লাহরই জন্য করছি। আমরা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করছি না। এতদসত্ত্বেও এটা কেমন কথা যে, তাঁর রহমত লাভের অধিকার তোমাদেরই জন্য সংরক্ষিত। আর আমরা তা থেকে বঞ্চিত থাকব? -অনুবাদক

140 তোমরা কি বল, ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের বংশধরগণ ইয়াহুদী বা নাসারা ছিল? (হে মুসলিমগণ! তাদেরকে) বলে দাও, তোমরাই কি বেশি জান, না আল্লাহ? আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে তার নিকট আল্লাহ হতে যে সাক্ষ পোঁচ্চে তা গোপন করে? ৯৭ তোমরা যা-কিছু কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন। ❁

97. অর্থাৎ এই বাস্তবতা মূলত তারাও জানে যে, এ সকল নবী খালেস তাওহীদের শিক্ষা দিতেন এবং তাদের ভিত্তিহীন আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে এ পুণ্যাত্মাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। খোদ তাদের কিতাবেই এ সত্য সুম্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাতে শেষনবী সম্পর্কিত সুসংবাদও লেখা রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদের নিকট আগত সাক্ষের মর্যাদা রাখে, কিন্তু এ জালিমগণ তা গোপন করে রেখেছে।

141 (যাই হোক) তারা ছিল একটি উশ্মত, যা বিগত হয়েছে। তারা যা-কিছু অর্জন করেছে তা তাদের, আর যা-কিছু তোমরা অর্জন করেছ তা তোমাদের। তারা কী কাজ করত তা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না। ❁

142 অচিরেই নির্বোধ লোকেরা বলবে, সেটা কী জিনিস, যা এদেরকে (মুসলিমদেরকে) তাদের সেই কিবলা থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিতে উদ্বৃদ্ধ করল, যার অভিমুখী তারা এ যাবৎ ছিল? আপনি বলে দিন, পূর্ব ও পশ্চিম সব আল্লাহরই। তিনি যাকে চান সরল পথের হিদায়াত দান করেন। ৯৮ ❁

98. এখান থেকে কিবলা পরিবর্তন ও তা থেকে সৃষ্টি মাসাইল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুরু হচ্ছে। ঘটনার প্রেক্ষাপট এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকারারমায় থাকাকালে বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। মদীনা মুনাওয়ারায় আসার পর তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করতে আদেশ দেওয়া হয়। তিনি প্রায় সতের মাস সে আদেশ পালন করতে থাকেন। অতঃপর পুনরায় বাইতুল্লাহকেই কিবলা বানিয়ে দেওয়া হয়। সামনে ১৪৪ নং আয়াতে কিবলা পরিবর্তনের এ আদেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়ত ভবিষ্যত্বাধীন করছে যে, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ এ পরিবর্তনের কারণে হইচাই শুরু করে দেবে। অথচ যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান রাখে এ সত্যের জন্য তাদের কোনও দলীল-প্রমাণের দরকার পড়ে না যে, বিশেষ কোনও দিককে কিবলা হিসেব করার অর্থ আল্লাহ সেই দিকে অবস্থান করছেন- এমন নয়। তিনি তো সকল দিকে ও সর্বত্রই আছেন। পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ সকল দিক তাঁরই সৃষ্টি। তবে সামগ্রিক কল্যাণ বিবেচনায় বিশেষ একটা দিক হিসেব করে দেওয়া সমীচীন ছিল, যে দিকে ফিরে সমস্ত মুমিন আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে। তাই আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজ হিকমত অনুযায়ী একটা দিক ঠিক করে দেন। আর তার অর্থ এ নয় যে, সেই বিশেষ দিককাটি সন্তাগতভাবে পবিত্র ও কাঞ্চিত। কোনও কিবলা বা দিকের যদি কোনও মর্যাদা লাভ হয়ে থাকে, তবে কেবল আল্লাহ তাআলার হৃকুমের কারণেই তা লাভ হয়েছে। সুতরাং তিনি স্বীয় প্রজ্ঞা অনুযায়ী যখন চান ও যে দিককে চান কিবলা হিসেব করতে পারেন। একজন মুমিনের জন্য সরল পথ এটাই যে, সে এই সত্য উপলব্ধি করত আল্লাহর প্রতিটি আদেশ শিরোধৰ্য করে নেবে। আয়াতের শেষে যে সরল পথের হিদায়াত দানের কথা বলা হয়েছে

তা দ্বারা এই সত্ত্যের উপলব্ধিকেই বোঝানো হয়েছে।

143

(হে মুসলিমগণ!) এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা অন্যান্য লোক সম্পর্কে সাক্ষী হও এবং রাসূল হন তোমাদের পক্ষে সাক্ষী। ৯৯ পূর্বে তুমি যে কিবলার অনুসারী ছিলে, আমি তা অন্য কোনও কারণে নয়; বরং কেবল এ কারণেই স্থির করেছিলাম যে, আমি দেখতে চাই- কে রাসূলের আদেশ মানে আর কে তার পিছন দিকে ফিরে যায়, ১০০ সন্দেহ নেই এ বিষয়টা বড় কঠিন, তবে আল্লাহ হাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন, তাদের পক্ষে (মোটেই কঠিন) না। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমান নিষ্কল করে দেবেন। ১০১ বস্তু আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু। ♦

৯৭. অর্থাৎ এই আখেরী যামানায় যেমন অন্যান্য সকল দিকের পরিবর্তে কেবল কাবার দিককে কিবলা হওয়ার মর্যাদা দান করেছি এবং তোমাদেরকে তা মনে-প্রাণে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছি, তদ্ধপ আমি অন্যান্য উম্মতের বিপরীতে তোমাদেরকে সর্বাপেক্ষা মধ্যপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ উম্মত বানিয়েছি (তাফসীরে কাবীর)। সুতরাং এ উম্মতকে এমন বাস্তবসম্মত বিধানবালী দেওয়া হয়েছে, যা কিয়ামতের দিন এ মানবতার সঠিক দিক-নির্দেশ করতে সক্ষম। এ আয়তে মধ্যপন্থী উম্মতের এ বিশেষস্বত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এ উম্মতকে অন্যান্য নবী-রাসূলের সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হবে। বুখারী শরীফের এক হাসীসে এর ব্যাখ্যা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা তাদের কাছে নবী-রাসূল পৌছার বিষয়টিকে সরাসরি অঙ্গীকার করবে, তখন উম্মতে মুহাম্মাদী নবীগণের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে, তাঁরা নিজ উম্মতের কাছে আল্লাহ তাআলার বার্তা পৌছে দিয়ে রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করেছেন। যদিও আমরা তখন সেখানে উপস্থিতি ছিলাম না। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী দ্বারা অবগত হয়ে এ বিষয়টা আমাদেরকে জিনিয়ে দিয়েছিলেন, আর তাঁর কথার উপর আমাদের চাক্ষুষ দেখা অপেক্ষাও দৃঢ়। অপর দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের এ সাক্ষ্যকে তসদীক করবেন। কোনও কোনও মুফাসির উম্মতে মুহাম্মাদীর সাক্ষী হওয়ার বিষয়টাকে এভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ স্থলে সাক্ষ্য (শাহাদাত) দ্বারা সত্ত্বের প্রচার বোঝানো উদ্দেশ্য। এ উম্মত সমগ্র মানবতার কাছে সত্ত্বের বার্তা সেভাবেই পৌছে দেবে, যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে পৌঁছিয়েছিলেন। আপন-আপন স্থানে উভয় ব্যাখ্যাই সঠিক এবং উভয়ের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্বও নেই। (মধ্যপন্থী হওয়ার অর্থ এমন সরল পথের অনুসারী, যাতে কোনও রকম বক্রতা নেই। অর্থাৎ যার বিধানবালী সব রকম প্রাণিকতা থেকে মুক্ত এবং নরম ও চরমের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত-অনুবাদক)।

100. অর্থাৎ আগে কিছু কালের জন্য যে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য-কে কিবলার প্রকৃত রহস্য অনুধাবন করত আল্লাহ তাআলার হৃকুম তামিল করে আর কে বিশেষ কোন কিবলাকে চির দিনের জন্য পবিত্র গণ্য করে ও আল্লাহর পরিবর্তে তারই পূজা শুরু করে দেয়, এটা পরীক্ষা করা। বস্তু ইবাদত বায়তুল্লাহর নয়; বরং আল্লাহ তাআলারই করতে হবে। অন্যথায় মৃত্তি পূজার সাথে এর পর্যাপ্ত কী থাকে? মৃত্ত কিবলা পরিবর্তন দ্বারা এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ তাআলা এটাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, যারা শত-শত বছর ধরে বাইতুল্লাহকে কিবলা মেনে আসছিল হঠাত করে তাদের পক্ষে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফেরানো সহজ বিষয় ছিল না। কেননা যেসব আকীদা-বিশ্বাস শত-শত বছর মনের উপর কর্তৃত করেছে হঠাত করে তা পালেট ফেলা কঠিন বৈকি! কিন্তু যাকে আল্লাহ তাআলা এই বুঝ দিয়েছেন যে, সন্তাগতভাবে কোনও জিনিসেরই কোনও মর্যাদা ও পবিত্রতা নেই, প্রকৃত মর্যাদা আল্লাহ তাআলার হৃকুমের, তাদের পক্ষে কিবলার দিকে মুখ ফেরানোতে এতটুকু কষ্ট হয়নি। কেননা তারা চিন্তা করছিল, আমরা আগেও আল্লাহর বাল্দা ও তাঁর হৃকুমবরদার ছিলাম আর আজও তার হৃকুমই পালন করাই। (পিছনে ফিরে যাওয়ার অর্থ রাসূলের আদেশ অমান্য করে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া। আর তাঁর আদেশ মান হল সম্মুখপানে তথ্য ঈমানের দিকে অগ্রসরতা - অনুবাদক)।

101. হাসান বসরী (রহ.) বাক্যটির ব্যাখ্যা করেন যে, নতুন কিবলাকে গ্রহণ করে নেওয়া যদিও কঠিন কাজ ছিল, কিন্তু যেসব লোক নিজেদের ঈমানী শক্তি প্রদর্শন করত: বিনা বাক্যে তা মেনে নিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদের সে ঈমানী উদ্দীপনাকে বৃথা যেতে দেবেন না; বরং তারা তার মহা প্রতিদান লাভ করবে (তাফসীরে কাবীর)। তাছাড়া এ বাক্যটি একটি প্রশ্নের উত্তরও বটে। কোনও কোনও সাহাবীর মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, বাইতুল মুকাদ্দাস কিবলা থাকাকালে যে সকল মুসলিমের ইস্তিকাল হয়ে গিয়েছিল, তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে যে সব সালাত আদায় করেছিল, কিবলা পরিবর্তনের কারণে তাদের সে সালাতসমূহ নিষ্ফল ও পণ্ডশ্রমে পর্যবেক্ষিত হয়ে যাওনি তো? এ আয়ত তার জবাব দিয়েছে যে, না, তারা যেহেতু নিজেদের ঈমানী জয়বায় আল্লাহ তাআলার নির্দেশ তামিল করতে গিয়েই তা করেছিল, তাই সে সব সালাত বৃথা ঘাবে না।

144

(হে নবী!) আমি তোমার চেহারাকে বারবার আকাশের দিকে উঠতে দেখছি। সুতরাং যে কিবলাকে তুমি পছন্দ কর আমি শীঘ্ৰই সে দিকে তোমাকে ফিরিয়ে দেব। ১০২ সুতরাং এবার মসজিদুল হারামের দিকে নিজের চেহারা ফেরাও। এবং (ভবিষ্যতে) তোমরা যেখানেই থাক (সালাত আদায়কালে) নিজের চেহারা সে দিকেই ফেরাবে। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তারা জানে এটাই সত্তা, যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। ১০৩ আর তারা যা-কিছু করছে আল্লাহ সে সম্বন্ধে উদাসীন নন। ♦

102. অর্থাৎ কিতাবীগণ ভালো করেই জানে কিবলা পরিবর্তনের যে হৃকুম দেওয়া হয়েছে তা বিলকুল সত্য। তার এক কারণ তো এই যে, তারা হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে মানত এবং তিনিই যে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে মক্কা মুকাররমায় পবিত্র কাবা নির্মাণ করেছিলেন এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত ছিল; বরং কোনও কোনও ঐতিহাসিক লিখেছেন (হ্যারত ইসহাক আলাইহিস সালামসহ) হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সকল সন্তানের কিবলাই ছিল পবিত্র কাবা (এ বিষয়ে আরও জানার জন্য দেখুন মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী রচিত 'ঘৰীব কৌণ হ্যায়', পৃষ্ঠা ৩৫-৩৮)

103. বাইতুল মুকাদ্দাসকে যখন কিবলা বানানো হয়, তখন সেটা যে একটা সাময়িক হৃকুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকম অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাছাড়া বাইতুল্লাহ যেহেতু বাইতুল মুকাদ্দাস অপেক্ষা বেশি প্রাচীন এবং তার সাথে হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্মৃতি জড়িত তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনেরও আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন বাইতুল্লাহকেই কিবলা বানানো হয়। তাই কিবলা পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় তিনি কখনও কখনও আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকতেন। এ আয়তে তাঁর মনের সেই অবস্থাই বর্ণনা করা হয়েছে।

145 যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তুমি যদি তাদের কাছে সব রকমের নির্দর্শনও নিয়ে আস, তবুও তারা তোমার কিবলা অনুসরণ করবে না। তুমিও তাদের কিবলা অনুসরণ করার নও, আর তাদের পরম্পরারেও একে অন্যের কিবলা অনুসরণ করার নয়। [১০৪](#) তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খৃষ্ণির অনুসরণ কর, তবে তখন অবশ্যই জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।

❖

104. ইয়াহুদীরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে নিজেদের কিবলা মানত আর খ্রিস্টানগণ বাইতুল লাহম (বেথেলহেম)-কে, যেখানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

146 যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (এতটা ভালোভাবে) চেনে যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদেরকে। [১০৫](#) নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে কিছু লোক জেনে-শুনে সত্য গোপন করে।

105. এর এক অর্থ হতে পারে- তারা কাবার কিবলা হওয়ার বিষয়টাকে ভালোভাবেই জানত, যেমন উপরে বলা হয়েছে। আবার এই অর্থও হতে পারে যে, পূর্বের নবীগণের কিতাবসমূহে যে রাসূলের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যে সেই রাসূল এটা তারা ভালো করেই জানত, কিন্তু জিদ ও হঠকারিতার কারণে তা স্বীকার করে না।

147 আর সত্য সেটাই, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। সুতরাং কিছুতেই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

148 প্রত্যেক সম্পদায়েরই একটি কিবলা আছে, যে দিকে তারা মুখ করে। সুতরাং তোমরা সৎকর্মে একে অন্যের অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা কর। তোমরা যেখানেই থাক, আল্লাহ তোমাদের সকলকে (নিজের নিকট) নিয়ে আসবেন। [১০৬](#) নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

106. যারা কিবলা পরিবর্তনের কারণে আপন্তি করছিল, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ চড়ান্ত করার পর মুসলিমদেরকে হিদায়াত দেওয়া হচ্ছে যে, প্রতিটি ধর্মের লোক নিজেদের জন্য আলাদা কিবলা ছির করে রেখেছে। কাজেই ইহকালে তাদের সকলকে বিশেষ একটি কিবলার অনুসারী বানানো তোমাদের পক্ষে সন্তুষ্ট হবে না। সুতরাং তাদের সাথে কিবলা সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে বরং তোমাদের উচিত নিজেদের কাজে লেগে পড়া। নিজেদের সে কাজ হল আমলনামায় যত বেশি সন্তুষ্ট পুণ্য সংক্রয় কর। তোমরা এ কাজে একে অন্যের উপরে থাকার চেষ্টা কর। শেষ পরিণাম তো হবে এই যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত ধর্মাবলম্বীদেরকে নিজের কাছে ডেকে নেবেন এবং তখন তাদের সকলের হজ্জত খৃত্ম হয়ে যাবে। সেখানে সকলেরই কিবলা একটিই হয়ে যাবে। কেননা তখন সকলে আল্লাহ তাআলার সামনে তাঁরই অভিমুখী হয়ে দাঁড়ানো থাকবে।

149 আর তুমি যেখান থেকেই (সফরের জন্য) বের হও না কেন, (সালাতের সময়) নিজের মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও। নিশ্চয়ই এটাই সত্য, যা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে। [১০৭](#) আর তোমরা যা-কিছু কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ অনবহিত নন।

107. আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরানোর নির্দেশকে তিনবার পুনরুত্ত করেছেন। এর দ্বারা এক তো নির্দেশের গুরুত্ব ও তাকীদ বোঝানো উদ্দেশ্য; দ্বিতীয়ত এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, কিবলামুখো হওয়ার হৃকুম কেবল বাইতুল্লাহ শরীফের সামনে থাকাকালীন অবস্থায়ই প্রযোজ্য নয়; বরং যখন মক্কা মুকাররমার বাইরে থাকবে তখনও একই হৃকুম এবং কখনও দূরে কোথাও চলে গেলে তখনও এটা সমান পালনীয়। এ স্থলে আল্লাহ তাআলা (দিক) শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, কাবামুখী হওয়ার জন্য কাবার একদম সোজাসুজি হওয়া জরুরী নয়, বরং দিকটা কাবার হলেই যথেষ্ট; তাতেই হৃকুম পালন হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে মানুষের দায়িত্ব এতটুকুই যে, সে তার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাধ্যম ব্যবহার করে দিক নির্ণয় করবে। এতটুকু করলেই তার সালাত জায়েয় হয়ে যাবে।

150 এবং তুমি যেখান থেকেই বের হও না কেন, মসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফেরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের মুখ সে দিকেই রেখ, যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষের কোনও প্রমাণ পেশের সুযোগ না থাকে; [১০৮](#) অবশ্য তাদের মধ্যে যারা জুলুম করতে অভ্যন্ত (তারা কখনও ক্ষান্ত হবে না) তাদের কোনও ভয় করো না; বরং আমাকে ভয় কর। আর যাতে তোমাদের প্রতি আমি নিজ অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করে দেই এবং যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর।

108. এর অর্থ হল- যতদিন বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলা ছিল ইয়াহুদীরা হজ্জত করত যে, আমাদের দীন সত্য বলেই তো ওর আমাদের কিবলা অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে। অন্য দিকে মক্কার মুশারিকরা বলত, মুসলিমগণ নিজেদেরকে তো হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসারী বলে দাবী করে, অর্থ তারা ইবরাহীমী কিবলা পরিত্যাগ করতঃ তাঁর থেকে গুরুতরভাবে বিমুখ হয়ে গিয়েছে। এখন কিবলা পরিবর্তনের যে উদ্দেশ্য ছিল তা যখন অর্জিত হয়ে গেছে এবং এর পর মুসলিমগণ স্থায়ীভাবে কাবাকে কিবলা গণ্য করে তারই অনুসরণ করতে থাকবে, তখন আর প্রতিপক্ষের কোনও রকম হজ্জতের সুযোগ থাকল না। অবশ্য যে সকল তর্কপ্রবণ লোক সব কিছুতেই আপন্তি তুলবে বলে কসম করে নিয়েছে, তাদের মুখ তো কেউ বন্ধ করতে পারবে না। তা তারা আপন্তি করতে থাকুক। তাদেরকে মুসলিমদের কোনও ভয় করার প্রয়োজন নেই। মুসলিমগণ তো ভয় করবে কেবল আল্লাহ তাআলাকে, অন্য কাউকে নয়।

151 (এ অনুগ্রহ ঠিক সেই রকমই) যেমন আমি তোমাদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য হতে, যে তোমাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পরিশুল্ক করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের তালীম [১০৯](#) দেয় এবং তোমাদেরকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না।

109. কাবা নির্মাণকালে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দুটি দু'আ করেছিলেন। এক আমার বংশধরদের মধ্যে এমন একটি উম্মত সৃষ্টি করুন, যারা আপনার পরিপূর্ণ আনুগত্য করবে। দুই তাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করুন (দেখুন আয়াত ১২৮-১২৯)। আল্লাহ তাআলা প্রথম দু'আটি এভাবে করুন যে, উম্মতে মুহাম্মদিকে একটি মধ্যপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ উম্মতরূপে সৃষ্টি করেছেন (দেখুন আয়াত ১৪৩)। এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ করুল করে তোমাদের প্রতি এই অনুগ্রহ করেছি যে, তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি এবং স্থায়ীভাবে তোমাদেরকে মানবতার পথ-প্রদর্শনের দায়িত্ব দিয়েছি, যার একটি উল্লেখযোগ্য আলামত হল কাবাকে স্থায়ীভাবে তোমাদের কিবলা বানিয়ে দেওয়া, তেমনিভাবে আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় দু'আও করুল করেছি, সেমতে নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছি, যিনি সেই সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার জন্য চেয়েছিলেন। তার মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য হল আয়াত তিলাওয়াতের দায়িত্ব পালন। এর দ্বারা জানা গেল, কুরআন মাজীদের আয়াত তেলাওয়াত করাও একটি স্বতন্ত্র পুণ্যের কাজ ও কাম্য বস্তু, তা অর্থ না বুঝেই তিলাওয়াত করা হোক না কেন! কেননা কুরআন মাজীদের অর্থ শিক্ষা দানের বিষয়টি সামনে একটি প্রথম দায়িত্বরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল কুরআন মাজীদের শিক্ষা দান করার দায়িত্ব পালন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম কর্তৃক শিক্ষাদান ব্যতিরেকে কুরআন মাজীদ যথাযথভাবে বোঝা সম্ভব নয়। কেবল তরজমা পড়ার দ্বারা কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবন করা যেতে পারে না। আরববাসী তো আরবী ভাষা ভালোভাবেই জানত। তাদেরকে তরজমা শেখানোর জন্য কোনও শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল না। তথাপি যখন তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের কাছ থেকে কুরআনের তালীম নিতে হয়েছে, তখন অন্যদের জন্য তে কুরআন বোঝার জন্য নবী ধরার তালীম গ্রহণ আরও বেশি প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের তৃতীয় দায়িত্ব বলা হয়েছে 'হিকমত'-এর শিক্ষা দান। এর দ্বারা জানা গেল যে, প্রকৃত হিকমত ও জ্ঞান সেটাই, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। এর দ্বারা কেবল তাঁর হাদীসসমূহের 'হজ্জত' (প্রামাণিক মর্যাদাসম্পন্ন) হওয়াই বুঝে আসছে না; বরং আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর কোনও নির্দেশ যদি কারও নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী যুক্তিসম্মত মনে না হয়, তবে সেক্ষেত্রে তার বুদ্ধি-বিবেচনাকে মাপকাঠি মনে করা হবে না; বরং মাপকাঠি ধরা হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের নির্দেশকেই।

তাঁর চতুর্থ দায়িত্ব বলা হয়েছে এই যে, তিনি মানুষকে পরিশুদ্ধ করবেন। এর দ্বারা তাঁর বাস্তব প্রশিক্ষণদানকে বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে তিনি সাহাবায়ে কিরামের আখলাক-চিরি ও অভ্যন্তরীণ গুণবলীকে পক্ষিল ভাবাবেগ ও অনুচিত চাহিদা থেকে মুক্ত করত: তাদেরকে উন্নত বৈশিষ্ট্যবলীতে বিমৃত্তি করে তোলেন।

এর দ্বারা জানা গেল, মানুষের আত্মিক সংশোধনের জন্য কুরআন-সুন্নাহর কেবল পুঁথিগত বিদ্যাই যথেষ্ট নয়; বরং সে বিদ্যাকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করার বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ জরুরী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে নিজ সাহচর্যে রেখে তাঁদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণ দান করেছেন, তারপর সাহাবীগণ তাবিস্তেরকে এবং তাবিস্তের প্রতি এভাবেই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এভাবে প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার এ ধারা শত-শত বছর ধরে চলে আসছে। অভ্যন্তরীণ আখলাক চিরিতের এ প্রশিক্ষণ যে তত্ত্বের আলোকে দেওয়া হয় তাকে 'ইলমুল ইহসান' ও মূলত এ জ্ঞানেরই নাম ছিল, যদিও এক শ্রেণীর অযোগ্যের হাতে পড়ে এ মহান বিদ্যায় অনেকে সময় প্রাপ্ত ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রণ ঘটেছে, কিন্তু তার মূল এই তায়কিয়া (পরিশুদ্ধকরণ)-ই, যার কথা কুরআন মাজীদের এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত তাসাওউফের প্রকৃত তৎপর্য উপলব্ধি করার মত লোক সব যুগেই বর্তমান ছিল, যারা সে অনুযায়ী আমল করে নিজেদের জীবনকে উৎকর্ষমণ্ডিত করেছেন এবং যথারীতি তা করে যাচ্ছেন।

152 সুত্রাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব আর আমার শুকর আদায় কর, আমার অকৃতজ্ঞতা করো না। ♦

153 হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর। ১১০ নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন। ♦

110. এ সূরার ৪০নং আয়াত থেকে বনী ইসরাইল সম্পর্কে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল তা খতম হয়ে গেছে। শেষে মুসলিমদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেনে নির্বার্থক বাক বিত্তগুলি লিপ্ত না হয়; বরং তার পরিবর্তে নিজেদের দীন অনুযায়ী যত সন্তু বেশি আমল করতে যত্নবান থাকে। সে হিসেবেই এখন ইসলামের বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা শুরু হচ্ছে। আলোচনার সূচনা করা হয়েছে সবরের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ দ্বারা। কেননা এটা সেই সময়ের কথা, যখন মুসলিমগণকে নিজেদের দীনের অনুসরণ ও তার প্রচারকার্যে শক্তিদের পক্ষ হতে নানা রকম বাধা-শত বিপত্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। শক্তির বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল। তাতে বহুবিধ কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছিল। অনেকে সময় আজ্ঞায়-স্বজন ও বন্ধু-বন্ধুবকে শাহাদতও বরণ করতে হয়েছে কিংবা আগামীতে তা বরণ করার সন্তান রয়েছে। তাই মুসলিমগণকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, সত্য দীনের পথে এ জাতীয় পরীক্ষা তো আসবেই। একজন মুমিনের কাজ হল আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থেকে সবর ও ধৈর্য প্রদর্শন করে যাওয়া।

প্রকাশ থাকে যে, দুঃখ-কষ্টে কাঁদা সবরের পরিপন্থী নয়। কেননা ব্যথা পেলে চোখের পানি ফেলা মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। তাই শরীয়ত এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। যে কান্না অনিচ্ছাকৃত আসে তাও সবরকারী নয়। সবরের অর্থ হল, দুঃখ-বেদনা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি কোনও অভিযোগ না তোলা; বরং আল্লাহ তাআলার ফায়সালার প্রতি বুদ্ধিগতভাবে সন্তুষ্ট থাকা। এর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় অপারেশন দ্বারা। ডাক্তার অপারেশন করলে মানুষের কষ্ট হয়। অনেকে সময় সে কষ্টে অনিচ্ছাকৃতভাবে চিংকারণ করে ওঠে, কিন্তু ডাক্তার কেন অপারেশন করছে এজন্য তার প্রতি তার কোনও অভিযোগ থাকে না। কেননা তার বিশ্বাস আছে, সে যা কিছু করছে তার প্রতি সহানুভূতি ও তার কল্যাণার্থে করছে।

154 আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা (তাদের জীবিত থাকার বিষয়টা) উপলব্ধি করতে পার না। ♦

155 আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনও) কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনও) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনও) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শোনাও তাদেরকে, যারা (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়। ♦

156 যারা তাদের কোনও মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, 'আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ১১১
♦

111. এ বাক্যের ভেতর প্রথমত এই সত্ত্বের স্থীকারোক্তি রয়েছে যে, আমরা সকলেই যেহেতু আল্লাহর মালিকানাধীন তাই আমাদের ব্যাপারে তাঁর যে-কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আছে। আবার আমরা যেহেতু তাঁরই, আর কেউ নিজের জিনিসের অমঙ্গল চায় না তাই আমাদের সম্পর্কে তাঁর যে-কোনও ফায়সালা আমাদের কল্যাণেই হবে; হতে পারে তৎক্ষণিকভাবে সে কল্যাণ আমাদের বুরে আসছে না। দ্বিতীয়ত এর মধ্যে এই সত্ত্বেরও প্রকাশ রয়েছে যে, একদিন আমাকেও আল্লাহ তাআলার কাছে সেই জায়গায় যেতে হবে যেখানে আমার আত্মীয় বা প্রিয়জন চলে গেছে। কাজেই এ বিচেদ সাময়িক, স্থায়ী নয়। আর আমি যখন তাঁর কাছে ফিরে যাব তখন এই আঘাত বা কষ্টের কারণে ইনশাআল্লাহ সওয়াবও লাভ করব। অন্তরে যদি এ বিশ্বাস থাকে, তবে এটাই হয় সবর, তাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ুক না কেন!

157 এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করণ ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হিদায়াতের উপর। *

158 নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তিই বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে বা উমরা করবে তার জন্য এ দুটোর প্রদর্শন করাতে কোনও গুনাহ নেই। ১১২ কোনও ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনও কল্যাণকর কাজ করলে আল্লাহ অবশ্যই গুণগ্রাহী (এবং) সর্বজ্ঞ। *

112. সাফা ও মারওয়া মঙ্গা মুকাররমার দুটি পাহাড়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্ত্রী হাজেরা রায়িয়াল্লাহ আনহাকে কোনের শিশুপুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামসহ মঙ্গা ছেড়ে গেলে হাজেরা (রায়ি) পানির সংক্ষেপে এ দুই পাহাড়ে ছেটাছুটি করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা হজ্জ ও উমরাহ আদায়ে এ দুই পাহাড়ে সার্ট (ছেটাছুটি) করাকে ওয়াজিব করেছেন। সার্ট করা ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও এখানে যে 'কোন গুনাহ নেই' শব্দ যবহার করা হয়েছে তার কারণ, জাহলী যুগে এ পাহাড় দুটিতে দুটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। মুশরিকরা সেদুটিকে সম্মান করত এবং মনে করত, সার্টের উদ্দেশ্য তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। মঙ্গা বিজয়ের পর যদিও মূর্তি দুটিকে অপসারণ করা হয়েছিল, তথাপি সাহাবীদের মধ্যে কারও কারও সন্দেহ হয়েছিল, এ দুই পাহাড়ে দৌড়ানো যেহেতু সে যুগেরই আলামত তাই এটা করলে গুনাহ হতে পারে। আয়তে তাদের সেই সন্দেহ দূর করা হয়েছে।

159 নিশ্চয়ই যারা আমার নায়িলকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী ও হিদায়াতকে গোপন করে, যদিও আমি কিতাবে তা মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি, ১১৩ তাদের প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ করেন এবং অন্যান্য লানতকারীগণও লানত বর্ষণ করো। *

113. এর দ্বারা সেই ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে পূর্বেকার কিতাবসমূহে প্রদত্ত সুসংবাদসমূহ গোপন করত।

160 তবে যারা তাওবা করেছে, নিজেদেরকে সংশোধন করেছে এবং (গোপন করা বিষয়গুলো) সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছে, আমি তাদের তাওবা কবুল করে থাকি। বস্তুত আমি অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। *

161 নিশ্চয়ই যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং কাফির অবস্থায়ই মারা গেছে, তাদের প্রতি আল্লাহর, ফিরিশতাদের এবং সমস্ত মানুষের লানত। *

162 তারা সে লানতের মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে। তাদের থেকে শান্তি লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। *

163 তোমাদের মাঝে একই মাঝে, তিনি ছাড়া অন্য কোনও মাঝে নেই। তিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু। *

164 নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনে, রাত দিনের একটানা আবর্তনে, সেই সব নৌযানে যা মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে বয়ে চলে, সেই পানিতে যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন এবং তার মাধ্যমে ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সংস্কারিত করেছেন ও তাতে সর্বপ্রকার জীব-জন্ম ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং সেই মেঘমালাতে যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আজ্ঞাবহ হয়ে সেবায় নিয়োজিত আছে, বহু নিদর্শন আছে সেই সব লোকের জন্য যারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। ১১৪ *

114. আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ব-জগতের এমন সব অভিভাবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা আমাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যৌক্তিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, সেগুলো আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও একত্বের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ বহন করে। প্রতিদিন দেখতে দেখতে আমাদের চোখ যেহেতু তাতে অভ্যন্ত হয়ে গেছে তাই তাতে আমাদের কাছে বিশ্বাসকর কিছু অনুভূত হয় না। নচেৎ তার একেকটি বস্তু এমন বিশ্বাসকর বিশ্ব-ব্যবস্থার অংশ, যার সৃজন আল্লাহ তাআলার অপার কুদরত ছাড়া মহা বিশ্বের আর কোনও শক্তির পক্ষে সন্তু নয়। আসমান-যমীনের সৃষ্টিরাজি নিরবর্ধি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, চন্দ্র-সূর্য যেভাবে এক বাঁধাধরা সময়সূচি অনুযায়ী দিবা-রাত্রি পরিপ্রমণরত আছে, অফুরন্ত পানির ভাগ্নার সাগর যেভাবে নৌযানের মাধ্যমে স্লেভাগের বিভিন্ন অংশকে পরম্পর জুড়ে রাখছে এবং তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্থান থেকে স্থানান্তরে পোঁচে দিচ্ছে এবং মেঘ ও বায়ু যেভাবে মানুষের জীবন-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেয়, তাতে এসব বস্তু সম্পর্কে কেবল আকাট মুখ্যই এটা ভাবতে পারে যে, এগুলো কোনও স্থান ছাড়া আপনা-আপনিই অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর মুশরিকগণও স্থীকার করত, এ বিশ্বজগত আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তবে সেই সাথে তারা এ বিশ্বসও রাখত যে, এসব কাজে কয়েকজন দেব-দেবী তাঁর সাহায্যকারী রয়েছে। কুরআন মাজীদ বলছে, যেই সন্তার শক্তি এত বিশাল যে, তিনি অন্যের কোনও অংশীদারিত্ব ছাড়াই এ বিশ্বকর মহাজগত সৃষ্টি করেছেন, ছেট ছেট কাজে তাঁর কোনও শরীক বা সহযোগীর দরকার হবে কেন? সুতরাং

যে ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগাবে, সে জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই আল্লাহ তাআলার একত্রের সাক্ষ-প্রমাণ দেখতে পাবে।

১৬৫ এবং (এতদসত্ত্বেও) মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে (তাঁর প্রভৃত্বে) অংশীদার সাব্যস্ত করে, যাদেরকে তারা ভালোবাসে আল্লাহর ভালোবাসার মত। তবে যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসে। হায়! এ জালিমগণ (দুনিয়ায়) যখন কোনও শাস্তি প্রত্যক্ষ করে, তখনই যদি বুঝত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই এবং (আধিরাতে) আল্লাহর আযাব হবে সুকঠিন! ❁

১৬৬ (সেই সময়টি হবে এমন) যখন অনুসৃতগণ তাদের অনুসরণকারীদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেবে এবং তারা সকলে আযাব দেখতে পাবে এবং তাদের পারস্পরিক সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। ❁

১৬৭ আর যারা (তাদের অর্থাত্ নেতৃবর্গের) অনুসরণ করত তারা বলবে, হায়! একবার যদি আমাদের (দুনিয়ায়) ফিরে যাওয়ার সুযোগ হত, তবে আমরাও তাদের (অর্থাত্ নেতৃবর্গের) সঙ্গে এভাবেই সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করতাম, যেমন তারা আমাদের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছে। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে দেখাবেন যে, তাদের কার্যাবলী (আজ) তাদের জন্য সম্পূর্ণ মনন্তাপে পরিণত হয়েছে। ১১৫ আর তারা কোনও অবস্থায়ই জাহানাম থেকে বের হতে পারবে না। ❁

115. অর্থাত্ মুশরিকগণ যখন দেখবে, আল্লাহর আযাব সামনে উপস্থিত আর এই কঠিন সময়ে তাদের নেতৃবর্গ ও তাদের উপাস্যগণ তাদেরকে পরিত্যক্ত করেছে, তখন যেমন দুনিয়ায় তাদের অনুসরণ ও উপাসনা করার কারণে আক্ষেপ হবে, তেমনি আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় আমলকেই তাদের জন্য আক্ষেপের বিষয়ে পরিণত করবেন। কেননা, হজ্জ, উমরা, দান-খয়রাত ইত্যাদি ভালো কাজসমূহ করে থাকলে শিরকের কারণে তো তার সবই প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে, অন্যদিকে শিরকসহ আরও যত গুনাহের কাজ করেছে তার জন্য শাস্তি পেতে হবে। এভাবে ভালো-মন্দ সব কাজই তাদের আক্ষেপের কারণ হয়ে যাবে। -অনুবাদক, তাফসীরে উচ্চান্তী অবলম্বনে

১৬৮ হে মানুষ! পৃথিবীতে যা-কিছু হালাল, উৎকৃষ্ট বস্তু আছে তা খাও ১১৬ এবং শয়তানের পদচিহ্ন ধরে চলো না। নিশ্চিত জান, সে তোমাদের এক প্রকাশ্য শক্তি। ❁

116. আরব পৌত্রলিঙ্কদের একটি গোমরাহী ছিল এই যে, তারা কোনোরূপ আসমানী শিক্ষা ছাড়াই মনগড়ভাবে বিভিন্ন বস্তুকে হালাল-হারাম সাব্যস্ত করে রেখেছিল। যেমন মৃত বস্তু খাওয়া তাদের নিকট জায়েছে ছিল। আবার বহু হালাল জীবকে তারা নিজেদের পক্ষে হারাম করে রেখেছিল। ইনশাআল্লাহ সুরা আনআমে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। তাদের সেই গোমরাহীর খণ্ডনে এ আয়ত নাখিল হয়েছে।

১৬৯ সে তো তোমাদেরকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলতেই আদেশ করে, যা তোমরা জান না। ১১৭ ❁

117. অর্থাত্ আদেশ করে যে, শরাই বিধিবিধান ও মাসলা-মাসায়েল নিজেদের পক্ষ থেকে তৈরি করে নাও, এমনকি আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও কুরআন-সুন্নাহের বিপরীতে মনগড় মতামত প্রকাশ-প্রচার কর ও সেই অনুযায়ী চল (তাফসীরে উচ্চান্তী অবলম্বনে)। -(-অনুবাদক)

১৭০ যখন তাদেরকে (কাফিরদেরকে) বলা হয়, আল্লাহ যে বাণী নাখিল করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, না, আমরা তো কেবল সে সকল বিষয়েরই অনুসরণ করব, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। আচ্ছা! যখন তাদের বাপ-দাদা (দীনের) কিছুমাত্র বুরা-সময় রাখত না, আর তারা কোনও (ঐশ্বী) হিদায়তও লাভ করেনি, তখনও কি (তাদের অনুসরণ করা উচিত)? ১১৮ ❁

118. বোঝা যাচ্ছে, পূর্বপূরুষগণ যদি আসমানী হিদায়তপ্রাপ্ত হয় এবং সে সম্পর্কে ভালো জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে, তবে সেই হিদায়তের অধিকারী হওয়ার লক্ষ্যে তাদের অনুসরণ দূর্বলীয় নয়। সুতরাং এ আয়ত মাঝেহাবের ইমামগণের অনুসরণকে নির্বিদ্ধ করছে না। -(-অনুবাদক)

১৭১ যারা কুফর অবলম্বন করেছে, (সত্ত্বের দাওয়াতের ব্যাপারে) তাদের দৃষ্টান্ত ঠিক এ রকম, যেমন কোনও ব্যক্তি এমন কিছুকে (পশ্চকে) ডাকে, যা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না। তারা বধির, মৃক, অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই বোঝে না। ১১৯ ❁

119. অর্থাত্ তারা সত্য শোনে না, সত্য বলে না এবং সত্যের পথ দেখে না। কাজেই শ্রবণশক্তি, বাকশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা পশ্চের মত। পশ্চের মতই তারা ভালো-মন্দে পার্থক্য করতে পারে না। এ অবস্থায় তাদেরকে যে ব্যক্তি ঈমানের দিকে ডাকে, তার ডাক হবে পশ্চেকে ডাকার মত, যে কেবল শব্দই শোনে, কিন্তু তার মর্ম বোঝে না। -(-অনুবাদক)

১৭২ হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে জীবিকারণে যে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দিয়েছি, তা থেকে (যা ইচ্ছা) খাও এবং আল্লাহর শুকর আদায় কর- যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাক। ❁

১৭৩ তিনি তো তোমাদের জন্য কেবল মৃত জন্ম, রক্ত ও শুকরের গোশত হারাম করেছেন এবং সেই জন্মও, যার প্রতি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়। ১২০ হ্যাঁ, কোনও ব্যক্তি যদি চরম অনন্যেপায় অবস্থায় থাকে (ফলে এসব বস্তু হতে কিছু খেয়ে

নেয়) আর তার উদ্দেশ্য মজা ভোগ করা না হয় এবং সে (প্রয়োজনের) সীমা অতিক্রমও না করে, তবে তার কোনও গুনাহ নেই। নিচয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ♦

120. এ আয়াতে সমস্ত হারাম জিনিসের তালিকা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য কেবল একথা জানানো যে, তোমরা যে সব জন্মকে হারাম মনে করে বসে আছ, আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে হারাম করেননি। তোমরা অথবা আল্লাহ তাআলার উপর তার নিষিদ্ধতাকে চাপিয়ে দিয়েছ। অপর দিকে এমন কিছু বন্ধুও রয়েছে, যেগুলোকে তোমরা হারাম মনে কর না, অথবা আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে হারাম করেছেন। হারাম সেগুলো নয়, যেগুলোকে তোমরা হারাম মনে করছ; বরং হারাম সেইগুলো যেগুলোকে তোমরা হালাল মনে করে বসে আছ।

174 প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর নায়িলকৃত কিতাবকে গোপন করে এবং তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই ভরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য আছে মর্মন্ত্বদ শাস্তি। ♦

175 এরাই তারা, যারা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী এবং মাগফিরাতের পরিবর্তে আঘাব ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং (ভেবে দেখ) জাহানামের আগুন সহ্য করার জন্য তারা কতই না ধৈর্যশীল! ♦

176 তা এ কারণে যে, আল্লাহ সত্যসম্বলিত কিতাব নায়িল করেছেন, আর যারা কিতাবের ব্যাপারে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে তারা জেদাজেদিতে বহু দূর চলে গেছে। ১#২১%# ♦

121. অর্থাৎ তারা যে হিদায়াতের বদলে গোমরাহী এবং মাগফিরাতের বদলে আঘাব ক্রয় করেছে তার প্রমাণ, অথবা আঘাবাতে যে তাদেরকে উপরে বর্ণিত শাস্তিসমূহ ভোগ করতে হবে তার কারণ এই যে, তারা সত্যসম্বলিত এ কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এতে নানা রকম মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং শক্রতায় বহুদূর চলে গেছে বা সত্য পথ থেকে বহুদূরে চলে গেছে। -অনুবাদক (তাফসীরে উচ্চমানী অবলম্বনে)।

177 পুণ্য তো কেবল এটাই নয় যে, তোমরা নিজেদের চেহারা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে; ১২২ বরং পুণ্য হল (সেই ব্যক্তির কার্যাবলী), যে ঈমান রাখে আল্লাহর, শেষ দিনের ও ফিরিশতাদের প্রতি এবং (আল্লাহর) কিতাব ও নবীগণের প্রতি। আর আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ সম্পদ দান করে আল্লীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির ও সওয়ালকারীদেরকে এবং দাসমুক্তিতে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং যারা কোনও প্রতিক্রিয়া দিলে তা পূরণে যত্নবান থাকে এবং সক্ষতে, কঢ়ে ও যুদ্ধকালে ধৈর্যধারণ করে। এরাই তারা, যারা সাচ্চা (নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত) এবং এরাই মুত্তাকী। ♦

122. একথা বলা হচ্ছে সেই কিতাবীদেরকে লক্ষ্য করে, যারা কিবলা নিয়ে এমনভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু করে দিয়েছিল যেন দীনের ভেতর এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোনও বিষয় নেই। মুসলিমদেরকে বলা হচ্ছে, কিবলার বিষয়টাকে যতটুকু স্পষ্ট করার দরকার ছিল তা করা হয়েছে। এবার তোমাদের উচিত, দীনের অন্যান্য জরুরী বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া। আর কিতাবীদেরকেও বলে দেওয়া চাই যে, কিবলার বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনায় লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা দরকারী বিষয় হল, নিজ ঈমানকে দুর্বল করে নেওয়া এবং নিজের ভেতর সেই সকল গুণ আনয়ন করা যা ঈমানের দাবী। কুরআন মাজীদ এ প্রসঙ্গে সৎকর্মের বিভিন্ন শাখার বিবরণ দিয়েছে এবং ইসলামী আইনের নানা দিক তুলে ধরেছে। সামনে এক-এক করে তা আসছে।

178 হে মুমিনগণ! যাদেরকে (ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে) হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কিসাস (-এর বিধান) ফরয করা হয়েছে- স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, গোলামের বদলে গোলাম, নারীর বদলে নারী (-কেই হত্যা করা হবে)। ১২৩ অতঃ পর হত্যাকারীকে যদি তার ভাই (নিহতের অলি)-এর পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা করা হয়, ১২৪ তবে ন্যায়নুগভাবে (রক্তপণ) দাবী করার অধিকার (অলির) আছে। আর উত্তমরূপে তা আদায় করা (হত্যাকারীর) কর্তব্য। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক লঘুকরণ এবং একটি রহমত। এরপরও কেউ সীমালংঘন করলে সে যন্ত্রণাময় শাস্তির উপযুক্ত। ১২৫ ♦

123. কিসাস অর্থ সম-পরিমাণ বদলা নেওয়া। এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে, কোনও ব্যক্তিকে যদি ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় এবং হত্যাকারীর অপরাধ প্রমাণিত হয়, তাবে নিহতের ওয়ারিশের এ অধিকার থাকে যে, সে হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণের দাবী তুলবে। জাহিলী যুগেও কিসাস গ্রহণ করা হত, কিন্তু তাতে ইনসাফ রক্ষা করা হত না। তারা মানুষের মধ্যে নিজেদের ধ্যান-ধারণ অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করে রেখেছিল, আর সে হিসেবে নিস্তরের কোনও লোক উচ্চস্তরের কাউকে হত্যা করলে ওয়ারিশগণ হত্যাকারীর পরিবর্তে তার গোত্রের এমন কাউকে হত্যা করতে চাইতে যে মর্যাদায় নিহতের সমান। যদি কোনও গোলাম স্বাধীন কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করত, তবে গোলামের পরিবর্তে একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করার দাবী জনাত। এমনিভাবে হত্যাকারী নারী এবং নিহত পুরুষ হলে বলা হত, সেই নারীর পরিবর্তে একজন পুরুষকে হত্যা করা হবে। পক্ষান্তরে হত্যাকারী যদি নিহত ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চস্তরের লোক হত, যেমন হত্যাকারী পুরুষ এবং নিহত নারী, তবে হত্যাকারীর গোত্র বলত, আমাদের কোনও নারীকে হত্যা কর; পুরুষ হত্যাকারীর থেকে কিসাস নেওয়া যাবে না। আলোচ্য আয়ত জাহিলী যুগের এই অন্যায় প্রথার বিলোপ সাধন করেছে এবং ঘোষণ করে দিয়েছে, প্রাণ সকলেরই সমান। সর্বাবস্থায় হত্যাকারীর থেকেই কিসাস নেওয়া হবে, তাতে সে পুরুষ হোক বা নারী এবং স্বাধীন ব্যক্তি হোক বা গোলাম।

124. বনী ইসরাইলের বিধানে কিসাস তো ছিল, কিন্তু দিয়াত বা রক্তপণের কোনও ধারণা ছিল না। আলোচ্য আয়াত নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে অধিকার দিয়েছে যে, তারা চাইলে নিহতের কিসাস ক্ষমা করে রক্তপণ হিসেবে কিছু অর্থ গ্রহণ করতে পারে। এক্রপ অবস্থায় তাদের কর্তব্য, সে অর্থের পরিমাণকে ন্যায়সঙ্গত সীমার মধ্যে রাখা। আর হত্যাকারীর উচিত, উত্তম পন্থায় তা আদায় করে দেওয়া।

125. অর্থাৎ ওয়ারিশগণ যদি রক্তপণ নিয়ে কিসাস ক্ষমা করে দিয়ে থাকে, তবে এখন আর হত্যাকারীকে হত্যা করতে চাওয়া তাদের জন্য

জায়ে হবে না। করলে তা সীমালংঘন হয়ে যাবে এবং সেজন্য তারা দুনিয়া ও আধিরাতে শাস্তির উপযুক্ত হবে।

179 এবং হে বুদ্ধিমানেরা! কিসাসের ভেতর তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন (রক্ষার ব্যবস্থা)। আশা করা যায় তোমরা (এর বিরুদ্ধাচরণ) পরিহার করবে। ❁

180 তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অর্থ-সম্পদ রেখে যায়, তবে যখন তার মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হবে, তখন নিজ পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে ন্যায়সঙ্গতভাবে ওসিয়ত করবে। ^{১২৬} এটা মুন্তাকীদের অবশ্য কর্তব্য। ❁

126. মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদে যখন ওয়ারিশদের অংশ নির্দিষ্ট ছিল না, সেই সময় এ আয়াত নায়িল হয়। তখন মায়িতের পুত্রই সমুদ্য সম্পদ লাভ করত। এ আয়াতে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার মৃত্যুকালে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে ওসিয়ত করে যেতে হবে এবং স্পষ্ট করে দিতে হবে, তার সম্পদে কে কতটুকু অংশ পাবে। পরবর্তীতে সূরা নিসায় (৪ : ১১-৪১) ওয়ারিশগণের তালিকা ও তাদের প্রাপ্য অংশ স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারপর আর এ আয়াতে যে ওসিয়তের কথা বলা হয়েছে তা ফরয থাকেনি। অবশ্য কারও যদি কোনও রকমের দেনা থাকে, তবে এখনও সে সম্পর্কে ওসিয়ত করে যাওয়া ফরয। তাছাড়া যে সকল লোক শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ওয়ারিশ হয় না, তাদের অনুকূলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের ভেতর ওসিয়ত করা এখনও জায়ে আছে।

181 যে ব্যক্তি সে ওসিয়ত শোনার পর তাতে কোনও রদ-বদল করবে, তার গুনাহ তাদের উপরই বর্তাবে যারা তাতে রদ-বদল করবে। ^{১২৭} নিশ্চয়ই আল্লাহ (সবকিছু) শোনেন ও জানেন। ❁

127. অর্থাৎ যে সকল লোক মূর্মূরু ব্যক্তির মুখ থেকে কোনও ওসিয়ত শুনেছে, তাদের পক্ষে সে ওসিয়তে কোনও রকমের কম-বেশি করা কিছুতেই জায়ে নয়। তার পরিবর্তে তাদের কর্তব্য, ওসিয়তকারী যা বলেছে ঠিক সেই অনুযায়ী কাজ করা।

182 হাঁ কারও যদি আশংকা হয়, ওসিয়তকারী অন্যায় পক্ষপাতিত্ব বা গুনাহের কাজ করবে আর সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় তবে তার কোনও গুনাহ হবে না। ^{১২৮} নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ❁

128. অর্থাৎ কোনও ওসিয়তকারী যদি বেইনসাফী করতে চায় আর কেউ তাকে বুঝিয়ে-সমবিধে মরার আগে সেই ওসিয়ত সংশোধন করে দিতে প্রস্তুত করে, তা জায়ে হবে।

183 হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি রোগ ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। ❁

184 গণ-গুনতি কয়েক দিন (রোগ রাখতে হবে)। তারপরও যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে, তবে অন্য সময়ে সে সমান সংখ্যা পূরণ করবে। যারা এর শক্তি রাখে, তারা একজন মিসকীনকে খাবার খাইয়ে (রোগার) ফিদয় আদায় করতে পারবে। ^{১২৯} এছাড়া কেউ যদি স্বতঃসন্তুতভাবে কোন পুণ্যের কাজ করে, তবে তার পক্ষে তা শ্রেষ্ঠ। আর তোমাদের যদি সমস্য থাকে, তবে রোগ রাখাই তোমাদের জন্য বেশি ভালো। ❁

129. প্রথম দিকে যখন রোগ ফরয করা হয়, তখন এই সুবিধাও দেওয়া হয়েছিল যে, কোনও ব্যক্তি রোগ না রেখে তার পরিবর্তে ফিদয় দিতে পারবে। পরবর্তীতে ১৮৫ নং আয়াত নায়িল হয়, যা সামনে আসছে। সে আয়াত এ সুবিধা প্রত্যহার করে নেয় এবং চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয় যে, যে ব্যক্তিই রম্যান্মাস পাবে তাকে অবশাই রোগ রাখতে হবে। অবশ্য যারা আতি বৃদ্ধ, রোগ রাখার শক্তি নেই এবং ভবিষ্যতে রোগ রাখার মত শক্তি ফিরে আসারও কোনও আশা নেই, তাদের জন্য এ সুবিধা এখনও বাকি রাখা হয়েছে।

185 রম্যান মাস- যে মাসে কুরআন নায়িল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য (আদ্যোপান্ত) হিদায়াত এবং এমন সুম্পষ্ট নির্দর্শনাবলী সম্প্লিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন এ সময় অবশ্যই রোগ রাখে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে, তবে অন্য দিনে সে সমান সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের পক্ষে যা সহজ সেটাই চান, তোমাদের জন্য জটিলতা চান না, এবং (তিনি চান) যাতে তোমরা রোগার সংখ্যা পূরণ করে নাও এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন, সেজন্য আল্লাহর তাকবীর পাঠ কর ^{১৩০} এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ❁

130. রম্যান শেষ হওয়া মাত্র টেন্ডুল ফিতরের নামাযে যে তাকবীর বলা হয়, তার প্রতি এ আয়াতে এক সূক্ষ্ম ইশারা পাওয়া যায়।

186 (হে নবী!) আমার বান্দাগণ যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন (আপনি তাদেরকে বলুন যে,) আমি এত নিকটবর্তী যে, কেউ যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি। ^{১৩১} সুতরাং তারাও আমার কথা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করুক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে এসে যায়। ❁

131. রমাঘান সম্পর্কিত আলোচনার মাঝখানে এ আয়ত আনার উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকবে যে, উপরে রমাঘানের সংখ্যা পূরণ করার কথা বলা হয়েছিল। তার দ্বারা কারও ধারণা জন্মাতে পারত যে, রমাঘান চলে যাওয়ার পর হয়ত আল্লাহ তাআলার সাথে সেই নেকট্য বাকি থাকবে না, যা রমাঘানে ছিল। এ আয়ত সে ধারণা রাদ করে দিয়েছে এবং পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রতি মুহূর্তে নিজ বান্দার কাছে থাকেন এবং তিনি তার ডাক শোনেন।

187 রোার রাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস। তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাক। আল্লাহ জানতেন, তোমরা নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপূরবশ হয়েছেন এবং তোমাদের ক্রটি ক্ষমা করেছেন। ১৩২ সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা-কিছু লিখে রেখেছেন তা সন্ধান কর। ১৩৩ আর যতক্ষণ না ভোবের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে পৃথক হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত রোঝা পূর্ণ কর। আর তাদের সাথে (স্ত্রীদের সাথে) সহবাস করো না, যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত থাক। এসব আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা। সুতরাং তোমরা এগুলোর নিকটে যেও না। এভাবে আল্লাহ মানুষের সামনে স্বীয় নির্দশনাবলী স্পষ্টকরণে বর্ণনা করেন, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে। *

132. অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর ব্যাখ্যা এই করেছেন যে, স্ত্রীর সাথে সহবাসকালে সেই সন্তান লাভের নিয়ত থাকা চাই, যা আল্লাহ তাআলা তাকদীরে লিখে রেখেছেন। কোনও কোনও মুফাসির এই ব্যাখ্যাও করেছেন যে, সহবাসকালে কেবল সেই আনন্দই কামনা করা চাই যা আল্লাহ তাআলা জায়েয় করেছেন। যে-কোন নাজায়ে পছন্দ তথা বিকৃত ও স্বভাব-বিরুদ্ধ পছন্দ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য।

133. প্রথম দিকে বিধান ছিল, কোনও রোয়াদার ইফতার করার পর সামান্য একটু ঘুমালেও তার জন্য রাতের বেলাও খাবার খাওয়া জায়েয় হত না এবং স্ত্রী সহবাসও নয়। কারও কারও দ্বারা এ বিধান লংঘন হয়ে যায়। তারা রাতের বেলা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করে ফেলেন। এ আয়ত তাদের সেই ছুকুম লংঘনের প্রতি ইশারা করছে। সেই সঙ্গে যাদের দ্বারা এ ক্রটি ঘটে গিয়েছিল তাদেরকে ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতের জন্য সে বিধানের কার্যকারিতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে।

188 তোমরা পরম্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না এবং বিচারকের কাছে সে সম্পর্কে এই উদ্দেশ্যে মামলা ঝুঁজু করো না যে, মানুষের সম্পদ থেকে কোনও অংশ জেনে শুনে পাপের পথে গ্রাস করবে। *

189 লোকে আপনার কাছে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি তাদেরকে বলে দিন, এটা মানুষের (বিভিন্ন কাজ-কর্মের) এবং হজের সময় নির্ধারণ করার জন্য। আর এটা কোনও পুণ্য নয় যে, তোমরা ঘরে তার পেছন দিক থেকে প্রবেশ করবে। ১৩৪ বরং কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে সেটাই পুণ্য। তোমরা ঘরে তার দরজা দিয়েই প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পার। *

134. আরবের কিছু লোকের নিয়ম ছিল, হজের ইহরাম বাঁধার পর কোনও প্রয়োজনে বাড়ি ফিরে আসতে হলে তারা বাড়ির সাধারণ দরজা দিয়ে প্রবেশ করাকে জায়েয় মনে করত না। এক্ষেত্রে তারা বাড়ির পেছন দিক থেকে প্রবেশ করত। এ কারণে যদি পেছন দিকের দেয়াল ভাঙ্গার প্রয়োজন হত, তাতেও দ্বিধাবোধ করত না। এ আয়ত তাদের সে কুসংস্কারকে ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করছে।

190 যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তবে সীমালংঘন করো না। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না। ১৩৫ *

135. এ আয়ত সেই সময় নায়িল হয়, যখন মক্কার মুশরিকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণকে হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে উমরা আদায়ে বাধা দিয়েছিল এবং চুক্তি হয়েছিল যে, পরবর্তী বছর এসে তাঁরা উমরা করবেন। পরবর্তী বছর উমরার ইচ্ছা করা হলে কতিপয় সাহাবীর মনে আশঙ্কা দেখা দেয়, মক্কার মুশরিকগণ চুক্তি ভঙ্গ করে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দেবে না তো? তেমন কিছু ঘটলে মুসলিমগণ সংকটে পড়ে যাবে। কেননা হারামের সীমান্য এবং বিশেষত ঘৃ-কাদা মাসে তারা কিভাবে যুদ্ধ করবে? কেননা এ মাসে তো যুদ্ধ-বিগ্রহ জায়েয় নয়। এ আয়ত নির্দেশনা দিল যে, নিজেদের পক্ষ থেকে তো যুদ্ধ শুরু করবে না। তবে কাফিরগণ যদি চুক্তি ভঙ্গ করতঃ নিজেরাই যুদ্ধ শুরু করে দেয়, তবে সেক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য যুদ্ধ জায়েয়। তারা যদি হারামের সীমানা ও পবিত্র মাসের পবিত্রতাকে উপেক্ষা করে হামলা চালিয়ে বসে, তবে মুসলিমদের জন্যও তাদের সে সীমালংঘনের বদলা নেওয়া জায়েয় হয়ে যাবে।

191 তোমরা তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে সেই স্থান থেকে বের করে দাও, যেখানে থেকে তারা তোমাদের বের করেছিল। বস্তুত ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ! ১৩৬ আর তোমরা মসজিদুল হারামের নিকট তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা সেখানে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে, হাঁ তারা যদি (সেখানে) যুদ্ধ শুরু করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে পার। এরূপ কাফিরদের শাস্তি সেটাই। *

136. কুরআন মাজীদে 'ফিতনা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে একটি অর্থ হল জুলুম ও অত্যচার। এখানে সম্ভবত সে অর্থ বোঝান্তি উদ্দেশ্য। মক্কার মুশরিকগণ মুসলিমদেরকে তাদের দীন থেকে ফেরানোর জন্য চরম অন্যায় ও ন্যাক্কারজনক কঠোরতা অবলম্বন করেছিল। সুতরাং এস্তে দৃশ্যত এটাই বোঝানো হচ্ছে যে, হত্যা করা মূলত যদিও কোনও ভালো কাজ নয় কিন্তু ফিতনা তার চেয়ে আরও মন্দ কাজ। যেখানে হত্যা ছাড়া ফিতনার দুয়ার বন্ধ করা সম্ভব হয় না, সেখানে তা করা ছাড়া উপায় কি?

192 অতঃপর তারা যদি নিরস্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ♦

193 তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর হয়ে যায়। ১৩৭ অতঃপর তারা যদি ক্ষান্ত হয়, তবে জালিমরা ছাড় অন্য কারণ প্রতি কোনও কঠোরতা নয়। ♦

137. এছে এ বিষয়টি বুঝে রাখা উচিত যে, শরীয়তে জিহাদের উদ্দেশ্য কাটকে ইসলাম গ্রহণে বাধা করা নয়। এ কারণেই সাধারণ অবস্থায় কেউ যদি কুফরেই অবিচল থাকতে চায়, তবে সে জিহ্যার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-কানুনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তা থাকতে পারে। জায়িরাতুল আরবের বিষয়টি আলাদা। কেননা এটা এমন দেশ, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সরাসরি পাঠানো হয়েছে এবং যেখানকার লোকে তার মুজিয়াসমূহ চাক্ষুষ দেখেছে ও তাঁর শিক্ষা সরাসরি শুনেছে। এরপ লোক দ্বিমান না আনলে পূর্বেকার নবীগণের আমলে তো ব্যাপক আয়াবের মাধ্যমে তাদেরকে ধৰ্ষণ করে দেওয়া হত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে যেহেতু সে রকম আয়া স্থগিত রাখা হয়েছে, তাই আদেশ করা হয়েছে, জায়িরাতুল আরবে কোনও কাফির নাগরিক হিসেবে বাস করতে পারবে না। এখানে তার জন্য তিনটি উপায়ই আছে হয় ইসলাম গ্রহণ করবে, নয়ত জায়িরাতুল আরব ত্যাগ করে চলে যাবে অথবা যুদ্ধে কঠল হয়ে যাবে।

194 পবিত্র মাসের বদলা পবিত্র মাস, আর পবিত্রতার ক্ষেত্রেও বদলার বিধান প্রযোজ্য। ১৩৮ সুতরাং কেউ যদি তোমাদের প্রতি জুলুম করে, তবে তোমরাও তার জুলুমের বদলা নিতে পার সেই পরিমাণে, যেমন জুলুম সে তোমাদের প্রতি করেছে। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং জেনে রেখ, আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে থাকেন, যারা (নিজেদের অন্তরে তাঁর) ভয় রাখে। ♦

138. অর্থাৎ কেউ যদি পবিত্র মাসের মর্যাদা পদদলিত করে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হয়, তবে তোমরা তার থেকে প্রতিশোধ নিতে পার।

195 আর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় কর এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিশ্চেপ করো না। ১৩৯ এবং সৎকর্ম অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। ♦

139. ইশারা করা হচ্ছে যে, তোমরা যদি জিহাদে অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য কর এবং সে কারণে জিহাদের লক্ষ্য অর্জিত না হয়, তবে সেটা হবে নিজ পায়ে কুঠারাঘাত করার নামান্তর। কেননা তার পরিণামে শক্র শক্তি সঞ্চয় করে তোমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

196 এবং আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর। হাঁ তোমাদেরকে যদি বাধা দেওয়া হয়, তবে যে কুরবানী সম্ভব হয় (তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন কর)। ১৪০ আর নিজেদের মাথা ততক্ষণ পর্যন্ত কামিও না, যতক্ষণ না কুরবানী নিজ জায়গায় পৌঁছে যায়। হাঁ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে বা তার মাথায় ক্লেশ দেখা দেয়, তবে সে রোয়া বা সাদাকা কিংবা কুরবানীর ফিদয়া দেবে। ১৪১ তারপর যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে উমরার সুবিধাও ভোগ করবে, সে (আল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করবে) যে কুরবানী সহজলভ্য হয়। আর কারণ যদি সে সামর্থ্য না থাকে, তবে সে হজ্জের দিনে তিনটি রোয়া রাখবে এবং সাতটি (রোয়া রাখবে) সেই সময়, যখন তোমরা (বাড়িতে) প্রত্যাবর্তন করবে। এভাবে মোট দশটি রোয়া হবে। ১৪২ এ বিধান সেই সব লোকের জন্য, যাদের পরিবারবর্গ মসজিদুল হারামের নিকটে বাস করে না। ১৪৩ আর আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং জেনে রেখ, আল্লাহর আয়াব সুকঠিন। ♦

140. অর্থাৎ কেউ যখন হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধে ফেলবে, তখন হজ্জ বা উমরার কাজ সমাপ্ত না করা পর্যন্ত ইহরাম খোলা জায়ে হবে না। তবে কেউ যদি নিরুপায় হয়ে যায়, ফলে ইহরাম বাঁধার পর মক্কায় পৌঁছা সম্ভব না হয়, তার কথা ভিন্ন। খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরপ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সাহারীগণকে নিয়ে তিনি উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু যখন ছদ্যবিয়াহ পৌঁছান, তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁকে সেখানে আটকে দেয়। ফলে তিনি আর সামনে অগ্রসর হতে পারেননি। তখনই এই আয়াত নাথিল হয়। আয়াতে এরপ পরিস্থিতিতে এই সামাধান দেওয়া হয়েছে যে, এরপ অবস্থায় কুরবানী করে ইহরাম খোলা যেতে পারে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে এ কুরবানী হারামের সীমানার মধ্যে হতে হবে, যেমন পরবর্তী বাকে বলা হয়েছে, ‘নিজেদের মাথা ততক্ষণ পর্যন্ত কামিও না, যতক্ষণ না কুরবানী নিজ জায়গায় পৌঁছে যায়। অতঃপর যেই হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধেছিল তার কাষা করাও জরুরী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরের বছর এ উমরার কাষা করেছিলেন।

141. ইহরাম অবস্থায় মাথা কামানো জায়েয় হয় না। তবে অসুস্থতা বা কোনও কষ্ট-ক্লেশের কারণে যদি কারণ মাথা কামানো দরকার হয়ে পড়ে, তবে তাকে ফিদয়া দিতে হবে, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের আলোকে তার ব্যাখ্যা এই যে, হয়ত সে তিনটি রোয়া রাখবে অথবা ছয়জন মিসকীনকে সদাকায়ে ফিতরের সমান সদকা দেবে অথবা একটা ছাগল কুরবানী করবে।

142. উপরে যে কুরবানীর ছক্ষু বর্ণিত হয়েছে তা সেই অবস্থায়, যখন কেউ শক্র কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। এবার বলা হচ্ছে, কুরবানী সাধারণ নিরাপত্তার অবস্থায়ও ওয়াজিব হতে পারে। যেমন কেউ যদি হজ্জের সাথে উমরাও যোগ করে, অর্থাৎ কিরান বা তামাত্তুর ইহরাম বাঁধার পর যে কুরবানী করার সামর্থ্য না রাখে, তবে কুরবানীর বদলে সে দশটি রোয়া রাখবে। তিনটি রোয়া আরাফার দিন (৯ই যুলহিজ্জা) পর্যন্ত শেষ হতে হবে, আর সাতটি রোয়া হজ্জের কাজ শেষ হওয়ার পর।

143. অর্থাৎ তামাত্তুর বা কিরানের মাধ্যমে হজ্জ ও উমরাকে একত্র করা কেবল তাদের জন্যই জায়েয়, যারা বাইর থেকে হজ্জ করতে আসবে। যারা হরমের সীমানার মধ্যে বাস করে কিংবা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী যারা মীকাতের ভেতর বাস করে, তারা কেবল ইফরাদই করতে পারে তামাত্তুর বা কিরান নয়।

197

হজেজের নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস আছে। যে ব্যক্তি সেসব মাসে (ইহুরাম বেঁধে) নিজের উপর হজ অবধারিত করে নেয়, সে হজেজের সময়ে কোন অশ্লীল কথা বলবে না, কোন গুনাহ করবে না এবং ঝগড়াও নয়। তোমরা যা-কিছু সৎকর্ম করবে আল্লাহ তা জানেন। আর (হজেজের সফরে) পথ খরচা সাথে নিয়ে নিয়ো। বন্তত তাকওয়াই উৎকৃষ্ট অবলম্বন। ১৪৪ আর হে বুদ্ধিমন্ত্রে! তোমরা আমাকে ভয় করে চলো। *

144. কোনও কোনও লোক হজেজের রওয়ানা হওয়ার সময় সাথে পথ খরচা রাখত না। তারা বলত, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে হজ করব। কিন্তু পথে যখন খাওয়ার দরকার পড়ত, তখন অনেক সময় মানুষের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়ে যেত। এ আয়াত বলছে, তাওয়াক্কুলের অর্থ এ নয় যে, মানুষ হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে; বরং উপায় অবলম্বন করাই শরীয়তের শিক্ষা। আর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাথেয় হল তাকওয়া অর্থাৎ এমন পাথেয় যার মাধ্যমে মানুষ অন্যের সামনে হাত পাতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

198

তোমরা (হজেজের সময়ে ব্যবসা বা মজুর খাটোর মাধ্যমে) সীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করলে তাতে তোমাদের কোনও গুনাহ নেই। ১৪৫ অতঃপর তোমরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হবে, তখন মশআরুল হারামের নিকট (যা মুয়দালিফায় অবস্থিত) আল্লাহর যিকির করো। আর তার যিকির তোমরা সেভাবেই করবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন, ১৪৬ আর এর আগে তোমরা বিলকুল অজ্ঞ ছিলে। *

145. হজেজের সময় আরাফাত থেকে এসে মুয়দালিফায় রাত কাটাতে হয় এবং সূর্যোদয়ের আগে ভোরে সেখানে উকূফ (অবস্থান) করতে হয়। তখন আল্লাহ তাআলার যিকির করা হয় ও তাঁর কাছে দু'আ করা হয়। জাহিলী যুগেও আরবগণ আল্লাহর যিকির করত, কিন্তু তার সাথে নিজেদের দেব-দেবীদের যিকিরও যুক্ত করত। এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, মুমিনের যিকির কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই হওয়া চাই, যেমন আল্লাহ তাআলা নির্দেশ ও হিদায়াত করেছেন।

146. কেউ কেউ হজেজের সফরে কোনও রকমের ব্যবসা করাকে নাজায়েয় মনে করত। তাদের সে ভুল ধারণা খণ্ডনকরার জন্য এ আয়াত নাখিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সফরে জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে-কোনও রকমের কাজ করা জায়েয় যদি তা দ্বারা হজেজের জরুরী কাজ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

199

তাছাড়া (একথাও স্মরণ রেখ যে,) তোমরা সেই স্থান থেকেই রওয়ানা হবে, যেখান থেকে অন্যান্য লোক রওয়ানা হয়। ১৪৭ আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

147. জাহিলী যুগে আরবগণ নিয়ম তৈরি করেছিল যে, ৯ই যুলহিজ্জা সমস্ত মানুষ তো আরাফাতে উকূফ করত, কিন্তু কুরাইশ ও হ্রম্স নামে অভিহিত হারামের আশপাশের কিছু গোত্র আরাফাতে না গিয়ে মুয়দালিফায় অবস্থান করত। তারা বলত, আমরা হারামের বাসিন্দা। আরাফাত যেহেতু হারামের সীমানার বাইরে, তাই আমরা সেখানে যাব না। ফলে অন্যান্য লোককে তো ৯ই যুলহিজ্জার দিন আরাফাতে কাটানোর পর রাতে মুয়দালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হত, কিন্তু কুরাইশ ও তার অনুসূরী গোত্রসমূহ আগে থেকেই মুয়দালিফায় থাকত এবং তাদের আরাফায় আসতে হত না, এ আয়াত তাদের সে রীতি বাতিল করে দিয়েছে এবং কুরাইশের লোকদেরকেও হকুম দিয়েছে, তারা যেন অন্যদের মত আরাফাতে উকূফ করে এবং তাদের সাথেই রওয়ানা হয়ে মুয়দালিফায় আসে।

200

তোমরা যখন হজেজের কার্যাবলী শেষ করবে, তখন আল্লাহকে সেইভাবে স্মরণ করবে, যেভাবে নিজেদের বাপ-দাদাকে স্মরণ করে থাক; বরং তার চেয়েও বেশি স্মরণ করবে। ১৪৮ কিছু লোক তো এমন আছে, যারা (দু'আয় কেবল) বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর, আর আর্থিরাতে তাদের কোনও অংশ নেই। *

148. জাহিলী যুগের আরও একটা রেওয়াজ ছিল হজেজের মৌলিক কার্যাবলী শেষ করার পর যখন তারা মিনায় একত্র হত, তখন কিছু লোক সম্পূর্ণ একটা দিন নিজেদের বাপ-দাদার প্রশংসনা ও গৌরবগাঁথা বর্ণনা করে কাটিয়ে দিত। এ আয়াতে তাদের সেই রসমের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। আবার কিছু লোক দু'আ তো করত, কিন্তু তারা যেহেতু আর্থিরাতে বিশ্বাস করত না তাই তাদের দু'আ কেবল দুনিয়ার কল্যাণ প্রার্থনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। পরবর্তী বাক্যে জানানো হয়েছে যে, একজন মুমিনের কর্তব্য, দুনিয়া ও আর্থিরাতে উভয় স্থানের মঙ্গল কামনা করা।

201

আবার তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান কর দুনিয়ায়ও কল্যাণ এবং আর্থিরাতেও কল্যাণ এবং আমাদেরকে জাহানামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। ১৪৯ *

149. অর্থাৎ যারা সমবাদার মুমিন, তারা দুনিয়া ও আর্থিরাতে উভয় জাহানের কল্যাণ প্রার্থনা করে। কল্যাণ প্রার্থনার এ বাক্যটি অতি পূর্ণাঙ্গ। দুনিয়ার কল্যাণ হচ্ছে সুস্থান্ত্র, শাস্তি ও নিরাপত্তা, স্বত্ত্বান্তর পূর্ণ রিষক ইত্যাদি, আর আর্থিরাতের কল্যাণ হল কবরের শাস্তি, সহজ হিসাব, জাহানাম থেকে মুক্তি, জান্মাত লাভ ইত্যাদি। এ সংক্ষিপ্ত দু'আর মধ্যে সবই এসে গেছে। -অনুবাদক

202

এরা এমন লোক, যারা তাদের অর্জিত কর্মের অংশ (সওয়াব রূপে) লাভ করবে। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। *

203

এবং তোমরা আল্লাহকে গনা-গুণতি কয়েক দিন (যখন তোমরা মিনায় অবস্থানরত থাক) স্মরণ করতে থাক। অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দু'দিনেই চলে যাবে, তার কোনও গুনাহ নেই এবং যে ব্যক্তি (এক দিন) পরে যাবে তারও কোনও গুনাহ নেই। ১৫০ এটা তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করে। তোমরা সকলে আল্লাহভিত্তি অবলম্বন কর এবং বিশ্বাস রাখ যে, তোমাদের সকলকে তাঁরই কাছে নিয়ে একত্র করা হবে। *

150. মিনায় তিনি দিন কাটানো সুন্মত এবং এসময়ে জামারাতে পাথর নিষ্কেপ ওয়াজিব। তবে ১২ তারিখের পর মিনা থেকে চলে আসা জায়েয়। ১৩ তারিখ পর্যন্ত থাকা জরুরী নয়। কেউ থাকতে চাইলে ১৩ তারিখে পাথর নিষ্কেপ করে চলে আসতে পারে।

204 এবং মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে ঘার কথা তোমাকে মুন্দ করে, আর তার অন্তরে যা আছে, সে ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষীও বানায়, অথচ সে (তোমার) শক্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কট্টর। ♦

205 সে যখন উঠে চলে যায়, তখন ঘমীনে তার দৌড়-ঝাপ হয় এই উদ্দেশ্যে যে, সে তাতে অশান্তি ছড়াবে এবং ফসল ও (জীব-জন্ম) বৃশ নিপাত করবে, অথচ আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টি পছন্দ করেন না। ১৫১ ♦

151. কোনও কোনও রিওয়ায়াতে আছে, আখনাস ইবনে শারীক নামক এক ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারায় এসেছিল এবং সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বড় মনোমুন্দকর কথাবার্তা বলল এবং আল্লাহকে সাক্ষী রেখে নিজের ঈমান আনার কথা প্রকাশ করল, কিন্তু যখন ফিরে গেল তখন পথে সে মুসলিমদের ফসলে অগ্রিসংযোগ করল এবং তাদের গবাদি পঞ্চ ঘৰাহ করে ফেলল। তার প্রতি লক্ষ্য করেই এ আয়ত নাযিল হয়েছিল, যদিও এটা সব রকমের মুনাফিকের জন্যই প্রযোজ্য।

206 যখন তাকে বলা হয় আল্লাহকে ভয় কর, তখন আত্মাভিমান তাকে আরও বেশি গুনাহে প্ররোচিত করে। সুতোং এমন ব্যক্তির জন্য জাহানামই যথেষ্ট হবে এবং তা অতি মন্দ বিছানা। ♦

207 এবং (অপর দিকে) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজ প্রাণকে বিক্রি করে দেয়। ১৫২ আল্লাহ (এরাপ) বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। ♦

152. এর দ্বারা সেই সকল সাহাবীর কথা বলা হয়েছে, যারা ইসলামের জন্য নিজেদের প্রাণ বিকিয়ে দিয়েছিলেন। মুফাসিসিরগণ এ রকম কয়েকজন সাহাবীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

208 হে মুমিনগণ! ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। ১৫৩ নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্ত। ♦

153. যে সকল ইয়াহুদী ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের কতিপয় চেয়েছিল ইয়াহুদী ধর্মের কিছু কাজ আগের মতই পালন করবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়ত নাযিল হয়। নির্দেশ দেওয়া হয় যে, দেহমনে, চিন্তা-চেতনায় এবং বিশ্বাস ও কর্মে সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। কুরআন-সুন্নাহয় তোমাদেরকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। কাজেই কেবল তারই অনুসরণ কর। এর বাইরে অন্য কোনও ধর্ম ও মতবাদ থেকে কিছু গ্রহণ করা বা মনগড়া রীতি-নীতি, বিদ্যাত, কুসংস্কার ইত্যাদি অনুসরণ করার মানসিক দুর্বলতা সম্পূর্ণ বেড়ে ফেল। -অনুবাদক

209 তোমাদের কাছে যে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী এসেছে তারপরও যদি তোমরা (সঠিক পথ থেকে) স্থলিত হও, তবে মনে রেখ, আল্লাহ মহা ক্ষমতাবান (৩) প্রজ্ঞাময়। ১৫৪ ♦

154. বিশেষভাবে এ দুটো গুণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, যেহেতু আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা পরিপূর্ণ, তাই তিনি যে-কোনও সময়ে তোমাদের দুর্ভৰ্মের শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু যেহেতু তার ভান-প্রভাও পরিপূর্ণ, তাই তিনি স্বীয় প্রজ্ঞা অনুযায়ী স্থির করে রাখেন, কাকে কখন এবং কতটুকু শাস্তি দিতে হবে। সুতোং এ কাফিরদেরকে তৎক্ষণাকভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না বলে তারা যে স্থায়ীভাবে শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে, এরাপ মনে করা চরম নির্বুদ্ধিতা।

210 তারা (কাফিরগণ ঈমান আনার জন্য) কি এছাড়া আর কোনও জিনিসের অপেক্ষা করছে যে, আল্লাহ স্বয়ং মেঘের চাঁদোয়ায় তাদের সামনে এসে উপস্থিত হবেন এবং ফিরিশতাগণও (তাঁর সাথে থাকবে), আর সকল বিষয়ে মীমাংসা করে দেওয়া হবে? ১৫৫ অথচ সকল বিষয় শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ♦

155. বিভিন্ন কাফির বিশেষত মদীনার ইয়াহুদীগণ এ ধরনের দাবী-দাওয়া পেশ করত যে, আল্লাহ তাআলা নিজে আমাদের দৃষ্টির সামনে এসে আমাদেরকে সরাসরি কেন ঈমান আনার হৃকুম দিচ্ছেন না? এ আয়ত তার জবাব দিচ্ছে। জবাবের সারমর্ম এই যে, দুনিয়া মূলত পরীক্ষার জায়গা। এখানে পরীক্ষা নেওয়া হয় যে, মানুষ নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা কাজে লাগিয়ে এবং বিশ্ব জগতে ছড়িয়ে থাকা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীর আলোকে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও রাসূলগণের রিসালাতের প্রতি ঈমান আনে কি না। এ কারণেই এ পরীক্ষায় প্রকৃত মূল গায়বে ঈমানের। আল্লাহ তাআলাকে যদি সরাসরি দেখা যায়, তবে পরীক্ষা হল কোথায়? আল্লাহ তাআলার নীতি হচ্ছে গায়বের জিনিসমূহ যদি মানুষ চাকুৰ দেখে ফেলে, তখন আর তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। এ কারণেই গায়বী জিনিসমূহ প্রত্যক্ষ করানো হয় না। তবে যখন এ জগতকে খতম করে শাস্তি ও পুরক্ষার দানের সময় এসে যাবে, তখন কোনও কোনও গায়বী জিনিস চাকুৰ দেখানো হবে। আয়তে 'মীমাংসা করে দেওয়া' এর দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে।

211 বনী ইসরাইলকে জিজ্ঞেস কর, তাদেরকে আমি কত সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। যে ব্যক্তি তার নিকট আল্লাহর নিয়ামত এসে যাওয়ার পর তা পরিবর্তন করে ফেলে, (তার মনে রাখা উচিত যে,) আল্লাহর শাস্তি বড় কঠিন। ১৫৬ ♦

156. আল্লাহর 'নি'আমত বলতে তাঁর নির্দশনাবলী বোঝানো হয়েছে। বস্তুত তা আল্লাহ তা'আলার অতি বড় নি'আমত, যেহেতু তা গোমরাহী থেকে মুক্তি ও হিদায়াতের কারণ। বনী ইসরাইল তা পরিবর্তন করেছিল এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তো তা প্রকাশ করেছিলেন তাদের হিদায়াতের কারণ হিসেবে, কিন্তু তারা তাকে নিজেদের পথপ্রষ্টতার 'কারণ' বাবিলে ফেলে। অথবা এর অর্থ, তাদের কিতাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দীনের সত্যতা সম্পর্কে যেসব আয়াত ছিল, তা তারা পরিবর্তন ও বিকৃত করে ফেলেছিল। তাহাড়া নি'আমতের পরিবর্তন বলতে নি'আমতের অকৃতজ্ঞতাকেও বোঝায়। ইয়াহুদীরা পদে-পদেই আল্লাহপ্রদত্ত নি'আমতের অকৃতজ্ঞতা করত, যেমনটা এ সূরার বিভিন্ন স্থানে বিবৃত হয়েছে, সামনেও বিভিন্ন সূরায় আসবে। (কাশশাফ) -অনুবাদক

212 যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য পার্থিব জীবনকে অত্যন্ত চিন্তাকর্ষক করে তোলা হয়েছে। তারা মুমিনদেরকে উপহাস করে, অথচ যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তারা কিয়ামতের দিন তাদের চেয়ে কত উপরে থাকবে। আল্লাহ যাকে চান অপরিমিত রিয়ক দান করেন। ১৫৭ *

157. এ বাক্যটি মূলত কাফিরদের একটা মিথ্যা দাবীর জবাব। তারা বলত, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু আমাদেরকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দিচ্ছেন তাই এটা প্রমাণ করে, তিনি আমাদের বিশ্বস ও কর্মের উপর অসন্তুষ্ট নন। জবাব দেওয়া হয়েছে এই যে, দুনিয়ায় অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য কারণ সত্যপন্থী হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। পার্থিব রিয়কের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে আলাদা নিয়ম-নীতি স্থিরীকৃত রয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা যাকে চান অপরিমিত অর্থ-সম্পদ দিয়ে দেন, তাতে হোক না সে ঘোরতর কাফির।

213 (শুরুতে) সমস্ত মানুষ একই দীনের অনুসারী ছিল। তারপর (যখন তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল তখন) আল্লাহ নবী পাঠালেন, (সত্যপন্থীদের জন্য) সুসংবাদদাতা ও (মিথ্যাপন্থীদের জন্য) ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে। আর তাদের সাথে সত্যসম্বলিত কিতাব নাখিল করলেন, যাতে তা মানুষের মধ্যে সেই সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেয়, যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ ছিল। আর (পরিতাপের বিষয় হল) অন্য কেউ নয়; বরং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারাই তাদের কাছে সমুজ্জ্বল নির্দশনাবলী আসার পরও কেবল পারস্পরিক রেষারেষির কারণে তাতেই (সেই কিতাবেই) মতভেদ সৃষ্টি করল। অতঃপর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, সে বিষয়ে নিজ ইচ্ছায় সঠিক পথে পৌঁছে দেন। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে সরল-সঠিক পথে পৌঁছে দেন। *

214 (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কি মনে করেছ, তোমরা জানাতে (এমনিতেই) প্রবেশ করবে, অথচ এখনও পর্যন্ত তোমাদের উপর সেই রকম অবস্থা আসেনি, যেমনটা এসেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট এবং তাদেরকে করা হয়েছিল প্রকল্পিত, এমনকি রাসূল এবং তাঁর ঈমানদার সঙ্গীগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? মনে রেখ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই। *

215 লোকে আপনাকে জিজেস করে, (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য) তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, তোমরা যে সম্পদই ব্যয় কর তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজ্ঞ, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য হওয়া চাই। আর তোমরা কল্যাণকর যে কাজই কর না কেন, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। *

216 তোমাদের প্রতি (শক্র সাথে) যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, আর তোমাদের কাছে তা অপ্রিয়। এটা তো খুবই সন্তুষ্ট যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক। আর এটাও সন্তুষ্ট যে, তোমরা একটা জিনিসকে পছন্দ কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মন্দ। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। ১৫৮ *

158. কি চমৎকার নির্দেশনা! চিন্তা-চেতনায় এ শিক্ষা জাগরুক রাখলে জীবন বড় শান্তিময় হতে পারে। অনেক সময়ই মানুষ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করে ও তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, কিন্তু কোন কারণে যদি তা ব্যর্থ হয়, মন খারাপ করে ও হতাশ হয়ে বসে পড়ে। আবার অনেক সময় কোন একটা বিষয় তার কাছে অগ্রীকৃতির মনে হয় এবং তা থেকে বাঁচার জন্য সবরকম চেষ্টা করে, কিন্তু বাস্তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিষয়টির সম্মুখীন তাকে হতেই হয়। তখনও সে ভেঙ্গে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তোমার প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণ কিসে তা তুমি জান না, আল্লাহ তা'আলা জানেন। তুমি যা কামনা করছ বাস্তবে তা তোমার জন্য দুঃখজনকও হতে পারে, আর যা অপচন্দ করছ তা হতে পারে প্রভৃত সম্মুখীন। কাজেই এর ফরসালা আল্লাহ তা'আলা রই উপর ছেড়ে দাও। সর্বান্তকরণে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চল এবং অন্যান্য যা ঘটে তাতে খুশি থাক। অনেক সময়ই বাস্তব কল্যাণ তোমার দৃষ্টিং আড়ালে থাকে বলে তুমি বুঝতে পার না। তা না-ই বোঝ, হাসিল হওয়াটাই বড় কথা। অন্ততপক্ষে এই সাস্তনা তো লাভ করতেই পার যে, তোমার কাঞ্চিত জিনিস না পাওয়া আর অনাকাঞ্চিত বিষয় দেখা দেওয়ার ফলে তুমি যে সবর করবে, আখিরাতে সে জন্য মহাপুরুষার আছেই। সুতরাং জিহাদসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ মূলমূল মাথায় রেখ। (-অনুবাদক)

217 লোকে আপনাকে মর্যাদাপূর্ণ মাস সম্পর্কে জিজেস করে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? ১৫৯ আপনি বলে দিন, তাতে যুদ্ধ করা মহাপাপ, কিন্তু (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা, তার বিরুদ্ধে কুরুরী পন্থ অবলম্বন করা, মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়া এবং তার বাসিন্দাদেরকে তা থেকে বের করে দেওয়া আল্লাহর নিকট আরও বড় পাপ। আর ফিতনা তো হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর। তারা (কাফিরগণ) ক্রমাগত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে, এমনকি পারলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফেরাতে চেষ্টা করবে। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ নিজ দীন পরিত্যাগ করে, তারপর কাফির অবস্থায় মারা যায়, তবে এরপ লোকের কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে বৃথা যাবে। তারাই জাহানামী। তারা সেখানেই সর্বদা থাকবে। *

159. সূরা তাওবায় (৯ : ৩৬) চারটি মাসকে 'আশহুরে হুরুম' তথা মর্যাদাপূর্ণ মাস বলা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাখ্যা করে বলেন, এ চার মাস হচ্ছে রাজব, যু-কান্দা, মুল-হিজ্জা ও মুহাররম। এসব মাসে যুদ্ধ করা নিষেধ। অবশ্য কোনও শক্ত যদি এ সময়

হামলা করে বসে, তবে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ আছে। একবার এক সফরে একদল মুশারিকের সঙ্গে কতিপয় সাহাবীর সংঘর্ষ লেগে যায়। তাতে আমর ইবনুল হাস্তামী নামক এক মুশারিক মুসলিমদের হাতে নিহত হয়। এ ঘটনাটি ঘটেছিল ২৯ জুমাদাল উখরার সন্ধ্যাকালে। কিন্তু সেই ব্যক্তি নিহত হওয়ার পর পরই রজবের চাঁদ উঠে যায়। কিন্তু এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুশারিকগণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে সম্মত্যাকালে।

কিন্তু সেই ব্যক্তি নিহত হওয়ার পর পরই রজবের চাঁদ উঠে যায়। আয়তে যে, মুসলিমগণ মর্যাদাপূর্ণ মাসেরও কোনও পরওয়া করে না। তাদের সে প্রোপাগান্ডার পরিপ্রেক্ষিতেই অলোচ্য আয়ত আয়ত নাযিল হয়। আয়তে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম এই যে, এক তো আমর ইবনুল হাস্তামী নিহত হয়েছে একটি ভুল বৌআবুবির ভিত্তিতে। জেনেশ্বনে মর্যাদাপূর্ণ মাসে তাকে হত্যা করা হয়নি, অথচ যারা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমালোচনার বড় বইয়ে দিয়েছে তারা তো এর চেয়ে আরও কত কঠিন অপরাধ করে বসে আছে। তারা মানুষকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয় শুধু তাই নয়; বরং যারা সত্ত্বিকার অর্থে মসজিদুল হারামে ইবাদত করার উপযুক্ত, তাদের প্রতি জুনুম-নির্যাতন করে তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, ফলে তারা সেখান থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। তদুপরি তারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কুফরের নীতি অবলম্বন করেছে।

218 (অপর দিকে) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমতের আশাবাদী। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

219 (অপর দিকে) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমতের আশাবাদী। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এ দুটোর মধ্যে মহা পাপও রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও আছে। আর এ দুটোর পাপ তার উপকার অপেক্ষা গুরুতর। ১৬০ লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে) তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, যা (তোমাদের প্রয়োজনের) অতিরিক্ত। ১৬১ আল্লাহ এভাবেই তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার।

160. কোনও কোনও সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা দান-সদকার সওয়াব শুনে নিজেদের সমুদয় পুঁজি সদকা করে দেন। এমনকি নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি। ফলে ঘরের লোকজন অভুক্ত দিন কাটায়। এ আয়ত জানিয়ে দিয়েছে যে, দান-খরাত সেটাই সঠিক, যা নিজের ও পরিবারবর্গের জরুরত পূর্ণ করার পর করা হবে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে গুরুত্বের সাথে ইরশাদ করেন যে, দান-সদকা এ পরিমাণ হওয়া চাই, যাতে ঘরের লোকজন অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে পড়ে।

161. আরববাসী শত-শত বছর থেকে মদপানে অভ্যস্ত ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তার নিষিদ্ধকরণে পর্যায়ক্রমিক পদ্ধা আবলম্বন করেছেন। প্রথমে সূরা নাহলে (১৬ : ৬৭) সুর্ম্মভাবে ইশারা করেছেন যে, নেশাকর শরাব ভালো জিনিস নয়। তারপর সূরা বাকারার এ আয়তে কিছুটা পরিকারভাবে বলে দিয়েছেন যে, মদপানের ফলে মানুষের দ্বারা এমন বহু কার্যকলাপ ঘটে যায়, যা কঠিন গুনাহ, যদিও তার মধ্যে কিছু উপকারিতাও আছে। তবে এর ভেতর বিভিন্ন রকমের গুনাহের সম্ভাবনা অনেকে বেশি। তারপর সূরা নিসায় (৪ : ৪৩) আদেশ দেওয়া হয়েছে, তোমরা নেশার অবস্থায় সালাত আদায় করো না। সবশেষে সূরা মারিদায় (৫ : ৯০-৯১) মদকে আপবিত্র ও শয়তানী কর্ম সাব্যস্ত করত পরিপূর্ণরূপে তা পরিহার করার জন্য দ্ব্যথিত নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

220 দুনিয়া সম্পর্কেও এবং আধিরাত সম্পর্কেও। এবং লোকে আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন যে, তাদের কল্যাণ কামনা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে মিলেমিশে থাক, তবে (কোনও অসুবিধা নেই। কেননা) তারা তো তোমাদের ভাই-ই বটে। আর আল্লাহ ভালো করে জানেন, কে অনর্থ সৃষ্টিকারী আর কে সমাধানকারী। আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে সংকটে ফেলতে পারতেন। ১৬২ নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়।

162. কুরআন মাজীদ যখন ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করার ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী শোনাল (সূরা নিসা ৪ : ২, ১০) তখন যে সকল সাহাবীর তত্ত্ববধানে ইয়াতীম ছিল তারা তাদের ব্যাপারে অত্যধিক সতর্কতা আবলম্বন শুরু করে দিলেন। এমনকি তাঁরা ইয়াতীমদের খাবার পৃথক রাখা করতেন এবং আলাদাভাবেই তাদেরকে খাওয়াতেন। ফলে তাদের কিছু খাবার বেঁচে থাকলে তা নষ্ট হয়ে যেত। এতে যেমন কষ্ট বেশি হত তেমনি ক্ষতিও হত। এ আয়ত স্পষ্ট করে দিল যে, মূল উদ্দেশ্য হল ইয়াতীমদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা। অভিভাবকদেরকে জালিলতায় ফেলা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং একেত্রে তাদের খাবার রাখা করাতে এবং একেত্রে খাওয়ানোতে কোনও অসুবিধা নেই। শর্ত হল, তাদের সম্পদ থেকে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে তাদের খাওয়ার খরচ উসূল করতে হবে। যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু কম-বেশি হয়েও যায়, তা ক্ষমারোগ্য। হাঁ জেনে-শুনে তাদের ক্ষতি করা যাবে না। কে ইনসাফ ও কল্যাণকামিতার পরিচয় দিয়ে আর কার নিয়ত খারাপ, আল্লাহ তাআলা তা ভালো করেই জানেন।

221 মুশারিক নারীগণ যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে ততক্ষণ তাদেরকে বিবাহ করো না। নিশ্চয়ই একজন মুমিন দাসী যে-কোনও মুশারিক নারী অপেক্ষা শ্রেয়, যদিও সেই মুশারিক নারী তোমাদের মুক্ত করে। আর নিজেদের নারীদের বিবাহ মুশারিক পুরুষদের সাথে সম্পন্ন করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিশ্চয়ই একজন মুমিন গোলাম যে-কোন মুশারিক পুরুষ অপেক্ষা শ্রেয় যদিও সেই মুশারিক পুরুষ তোমাদের মুক্ত করে। তারা সকলে তো জাহানামের দিকে ডাকে, যখন আল্লাহ নিজ হৃকুমে জাহান ও মাগফিরাতের দিকে ডাকেন এবং তিনি স্বীয় বিধানাবলী মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

লোকে আপনার কাছে হায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, তা অশুচি। সুতরাং হায়ের সময় স্ত্রীদের থেকে পৃথক থেক এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পবিত্র না হয়, ততক্ষণ তাদের কাছে যেয়ো না (অর্থাৎ সহবাস করো না)। হাঁ যখন তারা পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তাদের কাছে সেই পছ্যায় যাবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সকল লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁর দিকে বেশি বেশি রঞ্জু করে এবং ভালোবাসেন তাদেরকে, যারা বেশি বেশি পাক-পবিত্র থাকে।

223

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। সুতরাং নিজেদের শস্যক্ষেত্রে যেখান থেকে ইচ্ছা যাও ১৬৩ এবং নিজের জন্য (উৎকৃষ্ট কর্ম) সম্মুখে প্রেরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো আর জেনে রেখ, তোমরা অবশ্যই তাঁর সঙ্গে মিলিত হবে এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ শোনাও। ♦

163. এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এক তাৎপর্যপূর্ণ রূপকের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর আনন্দধন মুহূর্ত সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমত স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর এই মিলন কেবল সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত নয়; বরং একে মানব প্রজন্মের উৎকৃষ্ট সাধনের মাধ্যম মনে করা উচিত। একজন কৃষক যেমন নিজ শস্যক্ষেত্রে বীজ বিপণ করে এবং তাতে তার উদ্দেশ্য থাকে ফসল ফলানো, তেমনিভাবে এ কাজও মূলত মানব-প্রজন্মকে স্বার্যী করার একটি মাধ্যম। দ্বিতীয়ত জানানো হয়েছে যে, এটাই যথন মিলনের আসল উদ্দেশ্য তখন তা নারী দেহের সেই অংশেই হওয়া উচিত, যা এর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। পেছনের যে অংশকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, স্বভাব-প্রকৃতির বিপরীত তাকে বিকৃত ঘোনাচারের জন্য ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম। তৃতীয় বিষয় এই জানানো হয়েছে যে, নারীদেহের সামনের যে অংশকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ব্যবহার করার জন্য পদ্ধতি যে-কোনওটাই অবলম্বন করা যেতে পারে। ইয়াহুদীদের ধারণা ছিল, সে অঙ্গকে ব্যবহার করার জন্য কেবল একটা পদ্ধতিই জায়েয় অর্থাৎ সম্মুখ দিক থেকে ব্যবহার করা। মিলন যদি সামনের অঙ্গেই হয়, কিন্তু তা করা হয় পেছন দিক থেকে, তবে তাদের মতে তা জায়েয় ছিল না। তাদের ধারণা ছিল, তাতে ট্যারা চোখের সন্তান জন্ম নেয়। এ আয়াত তাদের সে ভুল ধারণা খণ্ডন করেছে।

224

এবং তোমরা নিজেদের শপথসমূহে আল্লাহ (-এর নাম) কে পুণ্য ও তাকওয়ার কাজসমূহ থেকে এবং মানুষের মধ্যে আপোস রফা করানো থেকে বিরত থাকার উপলক্ষ বানিও না। ১৬৪ আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন। ♦

164. অনেক সময় মানুষ সাময়িক উত্তেজনাবশে কসম খেয়ে বসে যে, আমি অমুক কাজ করব না, অথচ সেটি পুণ্যের কাজ। যেমন একবার হযরত মিসতাহ (রায়ি)-এর দ্বারা একটি ভুল কাজ হয়ে গিয়েছিল। ফলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রায়ি) কসম করেছিলেন যে, তিনি আর কখনও তাকে আর্থিক সাহায্য করবেন না। এমনিভাবে রূহল মাআনীতে একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রায়ি) নিজ ভগিনীতি সম্পর্কে কসম করেছিলেন, তার সঙ্গে কখনও কথা বলবেন না এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে তার আপোসরফা করিয়ে দেবেন না। আলোচ্য আয়াত এ জাতীয় কসম করতে নিষেধ করছে। কেননা এতে আল্লাহ তাআলার নাম ভুল ক্ষেত্রে ব্যবহাত হয়। সহীহ হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেউ এ রকম অনুচিত কসম করলে তার উচিত কসম ভেঙ্গে ফেলা ও তার কাফফারা দেওয়া।

225

তোমাদের লাগব কসমের কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে ধরবেন না। ১৬৫ কিন্তু যে কসম তোমরা তোমাদের মনের ইচ্ছাক্রমে করেছ সেজন্য তিনি তোমাদেরকে ধরবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ♦

165. 'লাগব কসম' দু' প্রকার। এক তে সেই কসম যা কসমের ইচ্ছায় করা হয় না; বরং যা কথার একটা মুদ্দারাপে মুখে এসে পড়ে, বিশেষত আরবদের মধ্যে এর বহুল প্রচলন ছিল। তারা কথায় কথায় ﷺ (আল্লাহর কসম) বল দিত। দ্বিতীয় প্রকারের লাগব হল সেই কসম, যা মানুষ অনেক সময় পেছনের কোনও ঘটনা সম্পর্কে করে থাকে, আর তার ধারণা অনুযায়ী তা সত্য, মিথ্যা বলার কোনও ইচ্ছা তার থাকে না, কিন্তু পরে ধরা পড়ে যে, কসম করে সে যে কথা বলেছিল তা আসলে সঠিক ছিল না। এ উভয় প্রকারের কসমকেই লাগব বলা হয়। এ আয়াত জানাচ্ছে যে, এ জাতীয় কসমে কোনও গুনাহ নেই। অবশ্য মানুষের উচিত, কসম করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং এ জাতীয় কসমও এড়িয়ে চলা।

226

যারা নিজেদের সাথে ঈলা করে (অর্থাৎ তাদের কাছে না যাওয়ার কসম করে) তাদের জন্য রয়েছে চার মাসের অবকাশ। ১৬৬ সুতরাং যদি তারা (এর মধ্যে কসম ভেঙ্গে) ফিরে আসে, তবে নিশ্চরই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ♦

166. আরবদের মধ্যে এই অন্যায় প্রথা চালু ছিল যে, কসম করে বলত সে তার স্ত্রীর কাছে থাবে না। ফলে স্ত্রী অনিদিষ্ট কালের জন্য ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে থাকত; সে স্ত্রী হিসেবে তার ন্যায্য অধিকারও পেত না, আবার অন্যত্র বিবাহও করতে পারত না। এরপ কসমকে ঈলা বলে। এ আয়াতে আইন করে দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঈলা করবে, সে চার মাসের ভেতর কসম ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করবে এবং স্ত্রীর সঙ্গে যথক্রিতি দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল করবে। যদি তা না করে তবে তাদের বিবাহ-বিচেদ ঘটবে। পরের আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'যদি তারা তালাকেরই সংকল্প করে নেয়' তার অর্থ এটাই যে, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভঙ্গ না করে এবং এভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ করে ফেলে, তবে বিবাহ আপনা আপনিই খতম হয়ে থাবে।

227

আর তারা যদি তালাকেরই সংকল্প করে নেয়, তবে আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন। ♦

228

যে নারীদের তালাক দেওয়া হয়েছে, তারা তিনি বার হায়েয় আসা পর্যন্ত নিজেদেরকে প্রতীক্ষায় রাখবে। ১৬৭ আর তারা যদি আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে, তবে আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে যা-কিছু (ক্রগ বা হায়ম) সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ হবে না। তাদের স্বামীগণ যদি পরিস্থিতি ভালো করতে চায়, তবে এ মেয়াদের মধ্যে তাদেরকে (নিজেদের স্ত্রীত্বে) ওয়াপস গ্রহণের অধিকার তাদের রয়েছে। আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের প্রতি (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে। অবশ্য তাদের উপর পুরুষদের এক স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। ১৬৮ আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। ♦

167. জাহিলী যুগে নারীর কোনও অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এ আয়াত জানাচ্ছে যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই একের উপর অন্যের অধিকার রয়েছে। অবশ্য এটা অনস্থীকার্য যে, জীবন চলার পথে আল্লাহ তাআলা স্বামীকে কর্তা ও তত্ত্ববিদ্যক বানিয়ে দিয়েছেন, যেমন সূরা নিসায় (৪ : ৩৪) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এ হিসেবে তার এক পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

168. এর দ্বারা তালাকপ্রাপ্তি নারীদের ইদতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তালাকের পর তাদেরকে তিন বার মাসিক পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ইদত পালন করতে হবে। এরপর তারা অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। সুরা আহসাবে (৩৩ : ৪৯) স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, ইদত পালন করা ওয়াজিব হয় কেবল তখনই, যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নির্জনবাস হয়ে থাকে। যদি তার আগেই তালাক হয়ে যায় তবে ইদত ওয়াজিব হয় না। সুরা তালাকে (৬৫ : ৪) আরও বলা হয়েছে যে, যে নারীর হায় স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা এখনও পর্যন্ত শুরুই হয়নি, তাদের ইদত তিন মাস। যদি সে গৰ্ভবতী হয়, তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দ্বারা তার ইদত পূর্ণ হয়ে যাবে।

229 তালাক (বেশির বেশি) দু'বার হওয়া চাই। অতঃপর (স্বামীর জন্য দুটি পথই খোলা আছে) : হয়ত নীতিসম্মতভাবে (স্ত্রীকে) রেখে দেবে (অর্থাৎ তালাক প্রত্যাহার করে নেবে), অথবা উৎকৃষ্ট পস্ত্রায় তাকে ছেড়ে দেবে (অর্থাৎ প্রত্যাহার না করে বরং ইদত শেষ করতে দেবে)। আর (হে স্বামীগণ!) তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীগণকে) যা-কিছু দিয়েছ, (তালাকের বদলে) তা ফেরত নেওয়া তোমাদের পক্ষে হালাল নয়। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা বোধ করে যে, তারা (বিবাহ বহাল রাখা অবস্থায়) আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা কায়েম রাখতে সক্ষম হবে না, তবে ভিন্ন কথা। ১৬৯ সুতরাং তোমরা যদি আশংকা কর, তারা আল্লাহর সীমা প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারবে না, তবে তাদের জন্য এতে কোনও গুনাহ নেই যে, স্ত্রী মুক্তিপুণ দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবে। এটা আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা। সুতরাং তোমরা এসব লংঘন করো না। যারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে তারা বড়ই জালিম। ♦

169. আয়াতে এক নির্দেশ তো এই দেওয়া হয়েছে যে, তালাক যদি দিতেই হয় তবে সর্বোচ্চ দুই তালাক দেওয়া উচিত। কেননা এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক বহাল রাখার সুযোগ থাকে, যেহেতু তখন ইদত চলাকালে তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়ার অধিকার স্বামীর থাকে এবং ইদতের পর উভয়ে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নতুন মোহরান্য নতুনভাবে বিবাহ সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু তিন তালাক দিয়ে ফেললে এ উভয় পথ বন্ধ হয়ে যায়, যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সম্পর্ক বহাল করার কোনও পথই খোলা থাকে না। দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই যে, স্বামী তালাক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিক বা সম্পর্কচেদের, উভয় অবস্থায়ই ব্যাপারটা সুন্দরভাবে সদাচরণের সাথে সম্পন্ন করা চাই। সাধারণ অবস্থায় স্বামীর পক্ষে এটা হালাল নয় যে, সে তালাকের বদলে মোহরানা ফেরত দেওয়ার বা মাফ করে দেওয়ার দাবী জানাবে। হাঁ স্ত্রীর পক্ষ থেকেই যদি তালাক চাওয়া হয় এবং সেটা স্বামীর পক্ষ হতে কোনও জুলুমের কারণে না হয়, বরং অন্য কোনও কারণে হয়, যেমন স্ত্রী স্বামীকে পছন্দ করতে পারে না, আর এ কারণে উভয়ের আশঙ্কা হয় তারা স্বচ্ছভাবে বৈবাহিক দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করতে পারবে না, তবে এ অবস্থায় এটা জায়েয় রাখা হয়েছে যে, স্ত্রী আর্থিক বিনিয়ন হিসেবে পূর্ণ মোহরানা বা তার অংশবিশেষ স্বামীকে ওয়াপস করবে কিংবা এখনও পর্যন্ত তা আদায় না হয়ে থাকলে তা মাফ করে দেবে (পরিভাষায় এটাকে 'খুলা' বলে)।

230 অতঃপর সে (স্বামী) যদি (দ্বিতীয়) তালাক দিয়ে দেয় তবে সে (তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী) তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য কোনও স্বামীকে বিবাহ করবে। অতঃপর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তাদের জন্য এতে কোনও গুনাহ নেই যে, তারা (নতুন বিবাহের মাধ্যমে) পুনরায় একে অন্যের কাছে ফিরে আসবে শর্ত হল, তাদের প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, (এবার) তারা আল্লাহর সীমা কায়েম রাখতে পারবে। এসব আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা, যা তিনি জ্ঞানবান লোকদের জন্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করছেন। ♦

231 যখন তোমরা নারীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, তারপর তারা তাদের ইদতের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন হয় তাদেরকে ন্যায়সংগ্রহভাবে (নিজ স্ত্রীতে) রেখে দেবে, নয়ত তাদেরকে ন্যায়সংগ্রহভাবে ছেড়ে দেবে। তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার লক্ষ্যে এজন আটকে রেখ না যে, তাদের প্রতি জুলুম করতে পারবে। ১৭০ যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে স্বয়ং নিজ সন্তান প্রতিই জুলুম করবে। তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে তামাশারূপে গ্রহণ করো না। ১৭১ আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাদেরকে উপদেশ দানের লক্ষ্যে তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও হিকমত নাফিল করেছেন তা স্মরণ রেখ। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং জেনে রেখ, আল্লাহ সর্ববিশ্বে অবগত। ♦

170. অর্থাৎ আয়াতে প্রদত্ত বিধানবালী যথা বিবাহ, তালাক, ঝুলা, খুলা ইত্যাদি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও কল্যাণকর বিধান। কাজেই এগুলো নিয়ে ছল-চতুরি বা এগুলোকে অসদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করো না, যেমন তালাক দেওয়ার পর আবার স্ত্রীকে ফেরত গ্রহণ করলে তাকে নির্যাতন করার লক্ষ্য। কিংবা বিবাহ করার পর বললে, আমার বিবাহ করা উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল ফুর্তি করছিলাম অথবা তালাক দিয়ে বললে, ঠাট্টা করছিলাম। এরূপ করা আয়াতকে নিয়ে তামাশা করার নামান্তর। সুতরাং এরূপ পশ্চাৎ পরিহার করে আল্লাহর আয়াতসমূহকে খাঁটি মনে অনুসরণ কর। হাদিছে আছে, তিনটি জিনিস ঠাট্টাছলে করলেও তা সত্যিকার হয়ে যায় বিবাহ, তালাক ও রাজ'আত (তালাকের পর পুনঃগ্রহণ)। রহুল মাঝানী, তাফসীরে উচ্চমানী - অনুবাদক

171. জাহিলী যুগে একটা নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা এই ছিল যে, লোকে তাদের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিত, তারপর যখন ইদত শেষ হওয়ার উপক্রম করত তখন প্রত্যাহার করে নিত, যাতে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে পারে। তারপর তার হক আদায়ের প্রতি ক্রমশেপ না করে বরং কিছুদিনের ভেতর আবারও তালাক দিত এবং ইদত শেষ হওয়ার আগে-আগে প্রত্যাহার করে নিত। এভাবে সে বেচারী মাঝখানে ঝুলে থাকত না অন্য কোনও স্বামী গ্রহণ করতে পারত আর না বর্তমান স্বামীর কাছ থেকে নিজ অধিকার আদায় করতে পারত। আলোচ্য আয়াত তাদের সে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাকে হারাম ঘোষণা করছে।

232 তোমরা যখন নারীদেরকে তালাক দেবে, তারপর তারা ইদত পূর্ণ করবে, তখন (হে অভিভাবকেরা!!) তোমরা তাদেরকে এ কাজে বাধা দিয়ে না যে, তারা তাদের (প্রথম) স্বামীদেরকে (পুনরায়) বিবাহ করবে যদি তারা পরম্পরে ন্যায়সম্মতভাবে একে অন্যের প্রতি রাজি হয়ে যায়। ১৭২ এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে সেই সব লোককে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে জৈমান রাখে। এটাই তোমাদের পক্ষে বেশ শুন্দি ও পবিত্র পশ্চাৎ। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। ♦

172. অনেক সময় তালাকের পর ইদত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর শিক্ষা লাভ হত, ফলে তারা নতুনভাবে জীবন শুরু করার জন্য পরম্পরে পুনরায় বিবাহ সম্পন্ন করতে চাইত। যেহেতু তালাক তিনটি হত না, তাই শরীয়তে নতুন বিবাহ জায়েয়ও ছিল এবং স্ত্রীও তাতে

সম্মত থাকত, কিন্তু তার আঙ্গীয়-ব্রজন নিজেদের কাল্পনিক অহমিকার কারণে তাকে তার প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিত। এ আয়ত তাদের সে প্রান্ত রসমকে অবৈধ সাব্যস্ত করছে।

233

মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ পান করাবে। (এ সময়কাল) তাদের জন্য, যারা দুধ পান করানোর মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। সন্তান যে পিতার, তার কর্তব্য ন্যায়সম্মতভাবে মায়েদের খোরপোষের ভাব বহন করা। ১৭৩ (হাঁ) কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে ক্লেশ দেওয়া হয় না। মাকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং পিতাকেও তার সন্তানের কারণে নয়। ১৭৪ অনুরূপ দায়িত্ব ওয়ারিশের উপরও রয়েছে। ১৭৫ অতঃপর তারা (পিতা-মাতা) পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে (দু' বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই) যদি দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তাতেও তাদের কোনও গুনাহ নেই। তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদেরকে (কোন ধাত্রীর) দুধ পান করাতে চাও, তাতেও তোমাদের কোনও গুনাহ নেই। যদি তোমরা ধার্যকৃত পারিশ্রমিক (ধাত্রীমাতাকে) ন্যায়ভাবে আদায় কর এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাদের ঘাবতীয় কাজ ভালোভাবে দেখছেন। ♦

173. তালাক সংক্রান্ত বিধানাবলীর মাঝখানে শিশুর দুধ পান করানোর বিষয়টা উল্লেখ করা হয়েছে এ হিসেবে যে, অনেক সময় এটাও পিতা-মাতার মধ্যে কলহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এ স্থলে যে আহকাম বর্�্ণিত হয়েছে, তা তালাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সাধারণভাবে সর্বাবস্থায়ই প্রযোজ্য। এ স্থলে প্রথমে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, দুধ সর্বোচ্চ দু' বছর পর্যন্ত পান করানো যায়। অতঃপর মায়ের দুধ ছাড়ানো অবশ্য কর্তব্য। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, পিতা-মাতা শিশুর পক্ষে ভালো মনে করলে দুবছরের আগেও দুধ ছাড়াতে পারে। দু' বছর পূর্ণ করা যাওয়াজিব নয়। তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, দুন্ধদানকারীণি মায়ের খোরপোষ তার স্বামী তথ্য শিশুর পিতাকে বহন করতে হবে। বিবাহ কার্যে থাকলে তো বিবাহের কারণেই এটা বহন করা তার উপর যাওয়াজিব হয়। আর তালাক হয়ে গেলে ইদতের ভেতর দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়ারিশ। এক্ষেত্রেও তার খোরপোষ তালাকদাতা স্বামীকেই বহন করতে হবে। ইদতের পর খোরপোষ না পেলেও দুধ পান করানোর কারণে তালাকপ্রাপ্ত মা পারিশ্রমিক দাবী করতে পারবে।

174. অর্থাৎ যুক্তিসংজ্ঞত কোনও কারণে মা যদি দুধ পান না করায়, তবে তাকে বাধ্য করা যাবে না, অন্য দিকে শিশু যদি মা ছাড়া অন্য কারণ দুধ গ্রহণ না করে, তবে তাকে দুধ পান করাতে অঙ্গীকার করা মায়ের জন্য জায়েয় নয়। কেননা এ অবস্থায় দুধ পান করাতে অঙ্গীকার করা পিতাকে অহেতুক কষ্টে ফেলার নামান্তর।

175. অর্থাৎ কোনও শিশুর পিতা যদি জীবিত না থাকে, তবে দুধ পান করানো সংক্রান্ত ঘেসব দায়-দায়িত্ব পিতার উপর থাকে, তা ওয়ারিশদের উপর বর্তাবে। অর্থাৎ শিশুটি মারা গেলে যারা তার সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারে, তাদের উপরই এ দায়িত্ব বর্তায় যে, তারা এ শিশুর দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করবে এবং সে ব্যাপারে যা-কিছু খরচ হয়, তা বহন করবে।

234

তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় ও স্ত্রী রেখে যায়, তাদের সে স্ত্রীগণ নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় রাখবে। অতঃপর তারা যখন নিজ ইদত (-এর মেয়াদ)-এ পৌঁছে যাবে, তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে ন্যায়সম্মতভাবে যা-কিছু করবে (যেমন দ্বিতীয় বিবাহ), তাতে তোমাদের কোনও গুনাহ নেই। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। ♦

235

এবং (ইদতের ভেতর) তোমরা যদি নারীদেরকে ইশারা-ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব দাও অথবা (তাদেরকে বিবাহ করার ইচ্ছা) নিজ অন্তরে গোপন রাখ, তবে তাতে তোমাদের কোনও গুনাহ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অন্তরে তাদেরকে (বিবাহ করার) কল্পনা করবে। তবে তাদেরকে বিবাহ করার দ্বিপক্ষিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে না। হাঁ ন্যায়সম্মতভাবে কোন কথা বললে ১৭৬ সেটা ভিন্ন কথা। আর ইদতের নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহের আকদ পাকা করার ইচ্ছাও করো না। স্মরণ রেখ, তোমাদের অন্তরে যা-কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তাঁকে ভয় করে চলো এবং স্মরণ রেখ, আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ♦

176. যে নারী ইদত পালন করছে তাকে পরিষ্কার ভাষায় বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া কিংবা এ কথা পাকা করে নেওয়া যে, ইদতের পর তুমি কিন্তু আমাকেই বিবাহ করবে, সম্পূর্ণ নাজায়েয়। অবশ্য আয়তে এমন কোনও ইশারা-ইঙ্গিত করাকে জায়েয় রাখা হয়েছে, যা দ্বারা সে নারী বুঝতে পারে যে, ইদতের পর বিবাহের প্রস্তাব দেওয়াই এ ব্যক্তির উদ্দেশ্য। যেমন এতটুকু বলে দেওয়া যে, আমিও কোনও উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করছি।

236

এতেও তোমাদের কোন গুনাহ নেই যে, তোমরা স্ত্রীদেরকে এমন সময়ে তালাক দেবে যে, তখনও পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করনি এবং তাদের মোহরও ধার্য করনি। (এরূপ অবস্থায়) তোমরা তাদেরকে (কিছু) উপহার দিয়ো ১৭৭ সচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এবং অসচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী। উত্তম পস্থায় এ উপটোকন দিয়ো। এটা সৎকর্মশীলদের প্রতি এক অত্যাবশ্যকীয় করণীয়। ♦

177. বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রী যদি মোহর ধার্য না করে, তারপর উভয়ের মধ্যে নিভৃত সাক্ষাতের সুযোগ আসার আগেই তালাক হয়ে যায়, তবে এ অবস্থায় মোহর ধার্য করা স্বামীর উপর ওয়ারিশ নয় বটে, কিন্তু অন্তর্পক্ষে এক জোড়া কাপড় দেওয়া ওয়ারিশ। অতিরিক্ত কিছু উপটোকন দিলে আরও ভালো। (পরিভাষায় এ উপটোকনকে 'মুতআ' বলে।) বিবাহের সময় যদি মোহর ধার্য করা হয়ে থাকে, অতঃপর নিভৃত সাক্ষাতের আগেই তালাক হয়ে যায়, তবে অর্ধেক মোহর দেওয়া ওয়ারিশ হয়।

237

তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই যদি তালাক দাও এবং তোমরা (বিবাহকালে) তাদের জন্য মোহর ধার্য করে থাক, তবে যে পরিমাণ মোহর ধার্য করেছিলে তার অর্ধেক (দেওয়া ওয়ারিশ), অবশ্য স্ত্রীগণ যদি ছাড় দেয় (এবং অর্ধেক মোহরও দাবী না করে)

অথবা যার হাতে বিবাহের গ্রন্থি (অর্থাৎ স্বামী), সে যদি ছাড় দেয় (এবং পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়), তবে ভিন্ন কথা। যদি তোমরা ছাড় দাও, তবে সেটাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। আর পরম্পর ঔদার্ঘপূর্ণ আচরণ ভুলে যেয়ে না। তোমরা যা-কিছুই কর, আল্লাহর তা নিশ্চিত দেখছেন। ♦

238 তোমরা নামাযসমূহের প্রতি পুরোপুরি যত্নবান থেক এবং (বিশেষভাবে) মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি ১৭৮ এবং আল্লাহর সামনে আদবের সাথে অনুগত হয়ে দাঁড়িয়ো। ♦

178. ১৫৩ নং আয়াত থেকে ইসলামী আকায়েদ ও আহকামের যে বর্ণনা শুরু হয়েছিল (সে আয়াতের অধীনে আমাদের ঢাকা দেখুন), তা এবার শেষ হতে যাচ্ছে। ১৫৩ নং আয়াতে সে বর্ণনার সূচনা হয়েছিল সালাতের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ দ্বারা। এবার উপসংহারে পুনরায় সালাতের গুরুত্ব তুলে ধরা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, যুদ্ধের কঠিন অবস্থায়ও সন্তান্যতার সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত সালাতের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। 'মধ্যবর্তী নামায' দ্বারা আসরের নামায বোঝানো হচ্ছে। তার বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ, সাধারণত লোকে এ সময় নিজ কাজ-কর্ম গোছাতে ব্যস্ত থাকে। ফলে সালাত আদায়ে গাফলতি হওয়ার ঘটেষ্ট সন্তান থাকে।

239 তোমরা যদি (শক্রুর) ভয় কর, তবে দাঁড়িয়ে বা আরোহী অবস্থায় (নামায পড়ে নিয়ো)। ১৭৯ অতঃপর তোমরা যখন নিরাপদ অবস্থা লাভ কর, তখন আল্লাহর যিকির সেইভাবে কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যে সম্পর্কে তোমরা অনবগত ছিলে। ♦

179. যুদ্ধ অবস্থায় যখন যথারীতি সালাত আদায় করার সুযোগ হয় না, তখন দাঁড়িয়ে ইশারায় সালাত আদায়ের অনুমতি আছে। তবে চলন্ত অবস্থায় সালাত আদায় বৈধ নয়। যদি দাঁড়ানোর সুযোগ না হয়, তবে সালাত কায় করাও জায়েয়।

240 তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু হয়ে যায় এবং স্ত্রী রেখে যায়, তারা যেন (মৃত্যুকালে) স্ত্রীদের অনুকূলে ওসিয়ত করে যায় যে, তারা এক বছর পর্যন্ত (পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে খোরপোষ গ্রহণের) সুবিধা ভোগ করবে এবং তাদেরকে (স্বামীগৃহ থেকে) বের করা যাবে না। ১৮০ হাঁ, তারা নিজেরাই যদি বের হয়ে যায়, তবে নিজেদের ব্যাপারে তারা বিধিমত যা করবে, তাতে তোমাদের কোনও গুনাহ নেই। আল্লাহ মহাক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়। ♦

180. শেষ দিকে তালাক সম্পর্কিত যে মাসাইলের আলোচনা চলছিল, তার একটি পরিশেষ এ স্থলে উল্লেখ করা হচ্ছে। বিষয়টি তালাকপ্রাপ্ত্যা নারীদের অধিকার সম্পর্কিত। জাহিলী যুগে বিধবার ইদ্দত হত এক বছর। ইসলাম সে মেয়াদ কমিয়ে চার মাস দশ দিন করে দিয়েছে (দ্র. আয়াত ২ : ২৩৪)। এ আয়াত যখন নায়িল হয়, তখনও পর্যন্ত মীরাচ্ছের আহকাম নায়িল হয়নি। উপরে ১৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুপথ যাত্রীর কর্তব্য, তার সম্পদ থেকে কোন আত্মীয় কতটুকু পাবে সে সম্পর্কে ওসিয়ত করে যাওয়া। এ আয়াতে সে নীতি অনুসারেই বলা হচ্ছে যে, যদিও বিধবার ইদ্দত চার মাস দশ দিন, কিন্তু তার স্বামীর উচিত স্ত্রী সম্পর্কে এই ওসিয়ত করে যাওয়া যে, তাকে যেন এক বছর পর্যন্ত তার সম্পদ থেকে খোরপোষ দেওয়া হয় এবং তাকে যেন তার ঘরে থাকারও সুযোগ দেওয়া হয়। অবশ্য সে নিজেই যদি তার এ হক ছেড়ে দেয় এবং চার মাস দশ দিন পর স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে যায়, তবে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু চার মাস দশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে তার জন্য স্বামীগৃহ ত্যাগ করা জায়েয় নয়। পরবর্তী বাক্যে যে বলা হয়েছে, 'হাঁ সে নিজেই যদি বের হয়ে যায়, তবে নিজের ব্যাপারে সে বিধিমত যা-কিছুই করবে তাতে তোমাদের কোনও গুনাহ নেই': তাতে বিধিমত বলতে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, সে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর বের হতে পারবে, তার আগে নয়। তবে এ সমস্ত বিধান মীরাচ্ছের আহকাম নায়িল হওয়ার আগে ছিল। যখন সূরা নিসায় মীরাচ্ছের বিধান এসে গেছে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর অংশ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তখন এক বছরের খোরপোষ ও স্বামীগৃহে অবস্থানের হক রাহিত হয়ে গেছে।

241 তালাকপ্রাপ্তদেরকে বিধিমত ফায়দা দান মুত্রাকীদের উপর তাদের অধিকার। ১৮১ ♦

181. তালাকপ্রাপ্ত্যা নারীদেরকে 'ফায়দা দান'-এর যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এটা অতি ব্যাপক। ইদ্দতকালীন খোরপোষ যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি মোহরানা পরিশোধ করা না হয়ে থাকলে তাও এর মধ্যে পড়ে। তাছাড়া পূর্বে ২৩৬ নং আয়াতে যে উপটোকনের কথা বলা হয়েছে, তাও এর মধ্যে শামিল রয়েছে। বিবাহে যদি মোহরানা ধার্য করা না হয় এবং নিভৃত সাক্ষাতের আগেই তালাক হয়ে যায়, তখন উপটোকন দেওয়া ওয়াজিব, কিন্তু যখন মোহরানা ধার্য থাকে, তখন তা (উপটোকন) দেওয়া ওয়াজিব না হলেও মুস্তাহব বটে। কাজেই তাকে মোহরানার সাথে কিছু উপটোকনও দেওয়া চাই। এসব বিধান দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তালাক দেওয়া কিছু ভালো কাজ নয়। যখন অন্য কোনও উপায় বাকি না থাকে, কেবল তখনই তালাক দেওয়ার চিন্তা করা যায়। অতঃপর যখন তালাক দেওয়া হবে, তখন দাম্পত্য সম্পর্কের অবসানও ভদ্রোচিত, ঔদার্ঘ ও সম্মানজনকভাবে শান্ত-সংযত পরিবেশে ঘটানো উচিত, শক্রতামূলক পরিবেশে নয়।

242 এভাবেই আল্লাহ স্বীয় বিধানাবলী তোমাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। ♦

243 তুমি কি তাদের অবস্থা জান না, যারা মৃত্যু হতে বাঁচার জন্য নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল এবং তারা সংখ্যায় ছিল হাজার-হাজার? অতঃপর আল্লাহ তাদের বললেন, মরে যাও। তারপর তিনি তাদের জীবিত করলেন। ১৮২ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। ♦

182. এখান থেকে ২৬০ আয়াত পর্যন্ত দুটি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা। কিন্তু মুনাফিক ও ভাই প্রকৃতির লোক যেহেতু মৃত্যুকে বড় ভয় পেত তাই তারা যুদ্ধে যেতে গড়িমসি করত, যে কারণে একই সঙ্গে দ্বিতীয় বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। তার সারমর্ম এই যে, জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ তাআলারই হাতে। তিনি চাইলে যুদ্ধ ছাড়াও মৃত্যু দিতে পারেন এবং চাইলে ঘোরতর

লড়াইয়ের ভেতরও প্রাণ রক্ষা করতে পারেন। বরং তার এ ক্ষমতাও রয়েছে যে, মৃত্যুর পরও তিনি মানুষকে জীবিত করতে পারেন। তাঁর এ ক্ষমতার সাধারণ প্রকাশ তো আখিরাতেই ঘটবে, কিন্তু এ দুনিয়াতেও তিনি জগতকে এমন কিছু নমুনা দেখিয়ে দিয়েছেন, যাতে মৃত লোককে আবার জীবিত করে তোলা হয়েছে। তার একটি দৃষ্টিতে দেখানো হয়েছে এ আয়তে (২৪৩)। তাছাড়া ২৫৩নং আয়তে ইশারা করা হয়েছে যে, হয়রত দুসা আলাইহিস সালামের হাতে আল্লাহ তাআলা কঁয়েকজন মৃত লোককে জীবন দান করেছেন। এমনিভাবে ২৫৮নং আয়তে হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও নমরাদের কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে, যাতে দেখানো হয়েছে মৃত্যু ও জীবন দানের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। চতুর্থ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ২৫৯নং আয়তে। তাতে হয়রত উষায়র (আ.)-এর ঘটনা দেখানো হয়েছে। তারপরে ২৬০নং আয়তে পঞ্চম ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাতে হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে আরজ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা মৃতকে কিভাবে জীবিত করেন তা তিনি দেখতে চান।

বর্তমান আয়ত (নং ২৪৩)-এ যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, কুরআন মাজীদে তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, কোনও এক কালে একটি সম্পদায় মৃত্যু থেকে বাঁচার লক্ষ্যে নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল হাজার-হাজার। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঠিকই তাদের মৃত্যু ঘটনা। তারপর আবার তাদেরকে জীবিত করে দেখিয়ে দেন, মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনও ব্যক্তি যদি আল্লাহ তাআলার হৃকুম অমান্য করে কোনও কৌশলের আশ্রয় নেয়, তবে এর কোনও নিশ্চয়তা নেই যে, ঠিকই সে মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। যত বড় কৌশলই গ্রহণ করক, তারপরও আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত্যুর ঝাদ চাখাতে পারেন।

এসব লোক কারা ছিল? কোন কালের ছিল? সেটা কি ছিল যে কারণে তারা মৃত্যু ভয়ে পালাচ্ছিল? এসব বিষয়ে কুরআন মাজীদে কিছু বলা হয়নি। বলা হয়নি এ কারণে যে, কুরআন মাজীদ তো কোন ইতিহাসগ্রন্থ নয়। এতে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য কেবল কোন বিষয়ে সবক দেওয়া। তাই আকছার ঘটনার সেই অংশই বর্ণিত হয়, যার দ্বারা সেই সবক লাভ হয়। এ ঘটনার ঘটভুকু বর্ণিত হয়েছে তা দ্বারা উপরে বর্ণিত সবক লাভ হয়ে যায়। অবশ্য কুরআন মাজীদ যে ভঙ্গিতে ঘটনার প্রতি ইশারা করেছে তা দ্বারা অনুমান করা যায়, সে কালে এ ঘটনা মানুষের মধ্যে বিধ্যাত ও সুবিদিত ছিল। আয়তের শুরুতে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ‘তুমি কি তাদের অবস্থা জান না’? এটা নির্দেশ করে, ঘটনাটি তখন প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং হফেজ ইবনে জারার তাবারী (রহ.) এছলে হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবুবাস (রায়ি) ও কঁয়েকজন তাবিঃ থেকে কঁয়েকটি রিওয়াত উদ্ধৃত করেছেন, যা দ্বারা জানা যায়, এটা বনী ইসরাইলের ঘটনা। তারা সংখ্যায় হাজার-হাজার হওয়া সত্ত্বেও শক্র মুকাবিলা করতে সাহস পায়নি। উল্লেখ তারা প্রাণ ভয়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। অথবা তারা প্রেমে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে এলাকা ছেড়েছিল। তারা যে স্থানকে নিরাপদ ভূমি মনে করেছিল, সেখানে পৌঁছাম্বে আল্লাহ তাআলার হৃকুমে তাদের মৃত্যু এসে যায়।

অনেক পরে যখন তাদের আহিয়াজি জুরাজীর্ণ হয়ে যায় তখন হয়রত ইহকীল আলাইহিস সালাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদেশ করলেন, তিনি যেন সে আহিয়াজিকে লক্ষ্য করে ডাক দেন। তিনি ডাক দেওয়া মাত্র আহিয়াস প্রাণ সঞ্চার হয় এবং পূর্ণ মানব আকৃতিতে তারা জীবিত হয়ে ওঠে। হয়রত ইহকীল আলাইহিস সালামের এ ঘটনা বর্তমান বাইবেলেও বর্ণিত রয়েছে (দেখুন হিয়কীল ৩৭:১-১৫)। কাজেই অসম্ভব নয় যে, মদীনায় এ ঘটনা ইয়াহুদীদের মাধ্যমে প্রচার লাভ করেছিল।

ঘটনার উপরিউন্তৰ বিবরণ নির্ভরযোগ্য হোক বা না হোক, এতটুকু কথা তো কুরআন মাজীদের আয়ত দ্বারা সরাসরি ও সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, তাদেরকে সত্যিকারের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হয়েছিল। আমাদের এ যুগের কোনও কোনও গ্রন্থকার মৃত লোকের জীবিত হওয়াকে অযোক্তিক মনে করত এ আয়তের ব্যাখ্যা করেছেন যে, আয়তে মৃত্যু দ্বারা রাজনৈতিক ও চারিত্রিক মৃত্যু বোঝানো হয়েছে আর দ্বিতীয়বার জীবিত করার অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক বিজয়। কিন্তু এ জাতীয় ব্যাখ্যা এক তো কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট শব্দাবলীর সাথে খাপ খায় না, দ্বিতীয়ত এটা আরবী ভাষাশেলী ও কুরআনী বর্ণনাভঙ্গীর সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সোজা-সাপ্তা কথা এই যে, আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির উপর ঈমান থাকলে এ জাতীয় ঘটনায় বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। সুতরাং এ রকম দূর-দূরান্তের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন কি? বিশেষত এখন থেকে ২৬০নং আয়ত পর্যন্ত যে আলোচনা পরম্পরা চলছে, যার সারমর্ম পূর্বে বলা হয়েছে, সে আলোকে এছলে মৃত্যু ও জীবনের প্রকৃত অর্থই উদ্দিষ্ট হওয়া বেশি যুক্তিযুক্ত।

244 এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রাখ, আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন। *

245 কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঝণ দেবে, ফলে তিনি তার কল্যাণে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন? ১৮৩ আল্লাহই সংকট সৃষ্টি করেন এবং তিনিই স্বচ্ছলতা দান করেন, আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। *

183. আল্লাহ তাআলাকে ঝণ দেওয়ার অর্থ তাঁর পথে ঝণ দেবে, ফলে তিনি তার কল্যাণে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন? তেমনি জিহাদের ক্ষেত্রসমূহে ব্যয় করাও। একে ঝণ বলা হয়েছে রূপকার্য। কেননা এর বিনিময় দেওয়া হবে সওয়াবরূপে। ‘উত্তম পন্থা’-এর অর্থ ইখলাসের সাথে আল্লাহ তাআলাকে খুশী করার মানসে দান করা। মানুষকে দেখানো কিংবা পার্থিব প্রতিদান লাভ উদ্দেশ্য হবে না। যদি জিহাদের জন্য বা গরীবদের সাহায্য করার জন্য ঝণও দেওয়া হয়, তবে তাতে কোনরূপ সুদের দাবী না থাকা। কাফিরগণ তাদের সামরিক প্রয়োজনে সুদে ঝণ নিত। মুসলিমদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, প্রথমত তারা যেন ঝণ না দিয়ে বরং চাঁদা দেয়। অগত্যা যদি ঝণ দেয়, তবে মূল অর্থের বেশি দাবী না করে। কেননা যদিও দুনিয়ায় তারা সুদ পাবে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আখিরাতে তার যে সওয়াব দেবেন তা আসলের চেয়ে বহুগুণ বেশি হবে। এরূপ ব্যয় করলে অর্থ-সম্পদ করে যাওয়ার যে খতরা থাকে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, সংকট ও সচলতা আল্লাহরই হাতে। আল্লাহর দীনের জন্য যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ ব্যয় করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সংকটের সম্মুখীন করবেন না যদি সে তা আল্লাহর হৃকুম মোতাবেক ব্যয় করে থাকে।

246 তুমি কি মূসা পরবর্তী বনী ইসরাইলের সেই দলের ঘটনা জান না, যখন তারা তাদের এক নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দিন, যাতে (তার পতাকা তলে) আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। ১৮৪ নবী বললেন, তোমাদের দ্বারা এমন ঘটা অসম্ভব কি যে, যখন তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করব করা হবে, তখন আর তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বলল, আমাদের এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না, অথচ আমাদেরকে আমাদের ঘর-বাড়ি ও আমাদের সন্তান-সন্তির থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে? অতঃপর (এটাই ঘটল যে), যখন তাদের প্রতি যুদ্ধ ফরয করা হল, তাদের মধ্যকার অল্প কিছু লোক ছাড়া বাকি সকলে পেছনে ফিরে গেল। আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। *

184. এছলে নবী বলে হয়রত সামুয়েল আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে। তাকে হয়রত মূসা আলাইহিস সালামের আনুমানিক সাড়ে তিনশ বছর পর নবী করে পাঠানো হয়েছিল। সুরা মায়েদায় আছে (৫: ২৪), ফির‘আউনের কবল থেকে মুক্তি লাভের পর হয়রত মূসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাইলকে আমালিকা সম্পদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ডাক দিয়েছিলেন। কেননা আমালিকা সম্পদায় বনী ইসরাইলের দেশ ফিলিস্তিনকে দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু বনী ইসরাইল যুদ্ধ করতে সাফ অঙ্গীকার করল। তার শান্তিস্থানের তাদেরকে

সিনাই মরুভূমিতে আটকে দেওয়া হয়। হয়রত মুসা আলাইহিস সালাম সে মরুভূমিতেই ইস্তিকাল করেন। পরবর্তীকালে হয়রত ইউশা আলাইহিস সালামের নেতৃত্বে ফিলিস্তীনের একটি বড় এলাকায় তাদের বিজয় অর্জিত হয়। হয়রত ইউশা আলাইহিস সালাম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাদের তত্ত্বাবধান করতে থাকেন। তিনি তাদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার জন্য বিচারক মিশুন্ত করে দিতেন, কিন্তু তাদের কোনও বাদশাহ বা শাসনকর্তা ছিল না এবং এ অবস্থায়ই প্রায় তিনশ' বছর তাদের অতিবাহিত হয়ে যায়। এ সময় গোত্রপতি এবং হয়রত ইউশা আলাইহিস সালামের দেওয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী কারী বা বিচারকই তাদের নিয়ন্ত্রণ করত। তাই এ কালকে 'কারীদের যুগ' বলা হত। বাইবেলের 'কারীগণ' শীর্ষক অধ্যায়ে এ কালেরই ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। গোটা জাতির একক কোনও শাসক না থাকার কারণে আশপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তাদের উপর একের পর এক হামলা চলতে থাকত। সবচেয়ে ফিলিস্তীনের পৌত্রলিঙ্ক সম্প্রদায় আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পর্যন্ত করে ফেলে এবং তাদের বরকতপূর্ণ সিন্দুকও লুট করে নিয়ে যায়। এ সিন্দুকে হয়রত মুসা আলাইহিস সালাম ও হয়রত হারুন আলাইহিস সালামের বিভিন্ন স্থৃতি সংরক্ষিত ছিল। আরও ছিল তা ওরাতের কপি ও আসমানী খাদ্য 'মান' এর নমুনা। যুদ্ধকালে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে বনী ইসরাইল এ সিন্দুকটি তাদের সম্মুখভাগে রাখত। এ পরিস্থিতিতে সামুয়েল নামক তাদের এক বিচারপতিকে নবুওয়াত দান করা হয়। তার কালেও ফিলিস্তীনদের উপর যথারীতি জুলুম-নিপীড়ন চলতে থাকে। শেষে বনী ইসরাইল তাঁর কাছে আবেদন রাখল, তিনি যেন তাদের জন্য কাটকে বাদশাহ মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞান ও শরীরের দিক থেকে তাকে (তোমাদের অপেক্ষা) সমৃদ্ধি দান করেছেন। আল্লাহ তাঁর রাজস্ব যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।

247 তাদের নবী তাদেরকে বলল, আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে বাদশাহ করে পাঠিয়েছেন। তারা বলতে লাগল, তার কি করে আমাদের উপর বাদশাহী লাভ হতে পারে, যখন তার বিপরীতে আমরাই বাদশাহীর বেশ হকদার? তাছাড়া তার তো আর্থিক স্বচ্ছলতাও লাভ হয়নি। নবী বলল, আল্লাহ তাকে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞান ও শরীরের দিক থেকে তাকে (তোমাদের অপেক্ষা) সমৃদ্ধি দান করেছেন। আল্লাহ তাঁর রাজস্ব যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।

248 তাদেরকে তাদের নবী আরও বলল, তালুতের বাদশাহীর আলামত এই যে, তোমাদের কাছে সেই সিন্দুক (ফিরে) আসবে, যার ভেতর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রশাস্তির উপকরণ এবং মুসা ও হারুন যা-কিছু রেখে গেছে তার কিছু অবশেষ রয়েছে। ১৮৫ তোমরা মুমিন হয়ে থাকলে তার মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক বড় নির্দশন রয়েছে।

185. বনী ইসরাইল যখন তালুতকে বাদশাহ মানতে অঙ্গীকার করল এবং তাঁর বাদশাহীর সপক্ষে কোনও নির্দশন দাবী করল, তখন আল্লাহ তাআলা হয়রত সামুয়েল আলাইহিস সালামকে দিয়ে বলালেন, তালুত যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই মনোনীত তার একটি নির্দশন হল অসদোদী সম্প্রদায়ের লোকেরা যে বরকতপূর্ণ সিন্দুকটি লুট করে নিয়ে গিয়েছিল, তালুতের আমলে ফিরিশতাগণ সেটি তোমাদের কাছে বয়ে আনবে। ইসরাইলী রিওয়ায়ত মোতাবেক আল্লাহ তাআলা এক্ষেত্রে যা করেছিলেন তা এই যে, অসদোদীগণ সিন্দুকটি তাদের এক মন্দিরে নিয়ে রেখেছিল, কিন্তু এর পর থেকে তারা নানা রকম বিপদ-আক্রান্ত হতে থাকে। কখনও দেখত, তাদের প্রতিমা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। কখনও মহামারি দেখা দিত। কখনও ইঁদুরের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ত। পরিশেষে তাদের জ্যোতিষীগণ তাদেরকে পরামর্শ দিল যে, এসব বিপদের মূল কারণ ওই সিন্দুক। শীঘ্র ওটি সরিয়ে ফেল। সুতরাং তারা সিন্দুকটি একটি গরুর গাড়িতে তুলে দিয়ে গরুদেরকে শহরের বাইরের দিকে হাঁকিয়ে দিল। বাইবেলে এ কথার উল্লেখ নেই যে, ফিরিশতারা সিন্দুকটি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু কুরআন মাজীদে একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বাইবেলের এ বর্ণনাকে যদি সঠিক বলে ধরা হয় যে, তারা নিজেরাই সিন্দুকটি বের করে দিয়েছিল, তবে বলা যেতে পারে গরুর গাড়ি সেটি শহরের বাইরে নিয়ে ফেলেছিল, আর ফিরিশতাগণ সেটি সেখান থেকে তুলে নিয়ে বনী ইসরাইলের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। এমনও হতে পারে যে, গরুর গাড়িতে তোলার ঘটনাটাই সঠিক নয়; বরং ফিরিশতাগণ সেটি সরাসরিই তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

249 অতঃপর তালুত যখন সৈন্যদের সাথে রওয়ানা হল, তখন সে (সৈন্যদেরকে) বলল, আল্লাহ একটি নদীর দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। যে বাস্তি সে নদীর পানি পান করবে, সে আমার লোক নয়। আর যে তা আস্থাদন করবে না, সে আমার লোক। অবশ্য কেউ নিজ হাত দ্বারা এক আঁজলা ভরে নিলে কোনও দোষ নেই। ১৮৬ তারপর (এই ঘটন যে), তাদের অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া বাকি সকলে নদী থেকে (প্রচুর) পানি পান করল। সুতরাং যখন সে (তালুত) এবং তার সঙ্গের মুমিনগণ নদীর ওপারে পৌঁছল, তখন তারা (যারা তালুতের আদেশ মানেনি) বলতে লাগল, আজ জালুত ও তার সৈন্যদের সাথে লড়াই করার কোনও শক্তি আমাদের নেই। (কিন্তু) যাদের বিশ্বাস ছিল যে, তারা অবশ্যই আল্লাহর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে, তারা বলল, এমন কত ছেট দলই না রয়েছে, যারা আল্লাহর ছরুমে বড় দলের উপর জয়যুক্ত হয়েছে! আর আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন, যারা সবরের পরিচয় দেয়।

186. এটা ছিল জর্ডান নদী। সৈন্যদের মধ্যে কতজন এমন আছে, যারা অধিনায়কের আনুগত্যের খাতিরে এমনকি নিজেদের স্বভাবগত চাহিদাকেও বিসর্জন দিতে পারে, সম্ভবত সেটা দেখার জন্য এভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কেননা এ জাতীয় যুদ্ধে এরূপ পরিপক্ষ ও নিঃশর্ত আনুগত্যই দরকার। তা না হলে জয়লাভ করা সম্ভব হয় না।

250 তারা যখন জালুত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল, তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর সবরের গুণ ঢেলে দাও এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখ, আর কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান কর।

251 সুতরাং আল্লাহর ছরুমে তারা তাদেরকে (জালুতের বাহিনীকে) পরাভূত করল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। ১৮৭ এবং আল্লাহ তাকে রাজস্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তিনি যে জ্ঞান চাইলেন তাকে দান করলেন। আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কতকের মাধ্যমে কতককে প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল।

187. জালুত ছিল শক্র সৈন্যের মধ্যে এক বিশালাকায় পালোয়ান। বাইবেলে সামুয়েল (আলাইহিস সালাম)-এর নামে যে প্রথম অধ্যায় আছে, তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে কয়েক দিন পর্যন্ত বনী ইসরাইলকে লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ দিতে থাকে 'কে আছে তার সাথে লড়াই করতে পারে?' কিন্তু কারই তার সাথে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হওয়ার হিম্মত হল না। হয়রত দাউদ আলাইহিস সালাম তখন ছিলেন উঠতি নওজোয়ান। যুদ্ধে

তার তিনি ভাই শরীক ছিল। তিনি সবার ছেট হওয়ায় বৃদ্ধ পিতার সেবায় থেকে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ শুরুর পর যখন কয়েক দিন গত হয়ে গেল, তখন পিতা তাকে তার ভাইদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য রণক্ষেত্রে পাঠাল। তিনি ময়দানে গিয়ে দেখেন, জালুত অবিরাম চালেঞ্জ ছুঁড়ে যাচ্ছে এবং কেউ তার সাথে লড়াবার জন্য ময়দানে নামছে না। এ অবস্থা দেখে তার আত্মাভিমান জেগে উঠল। তিনি তালুতের কাছে অনুমতি চাইলেন যে, জালুতের সাথে লড়াবার জন্য তিনি ময়দানে যেতে চান। তাঁর বয়সের বল্লভ দেখে প্রথম দিকে তালুত ও অন্যান্যদের মনে দ্বিধা লাগছিল। শেষ পর্যন্ত তার পিড়াপীড়ির কারণে অনুমতি লাভ হল। তিনি জালুতের সামনে গিয়ে আল্লাহর নাম নিলেন এবং একটা পাথর তুলে তার কপাল বরাবর নিক্ষেপ করলেন। পাথরটি তার মাথার ভেতর রুকে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর দাউদ আলাইহিস সালাম তার কাছে গিয়ে তার তরবারি ঘৰাই তার শিরোদ করলেন (১ সাম্মুল, পরিচেদ ১৭)। এ পর্যন্ত বাইবেলে ও কুরআন মাজীদের বর্ণনায় কোনও দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু এরপর বাইবেলে বলা হয়েছে, তালুত (বা মাউল) হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের জনপ্রিয়তার কারণে ঈর্ষাণ্বিত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে বাইবেলে তার সম্পর্কে নানা রকম আবিশ্বাস কিছু-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। খুব সন্তুষ্ট, এসব বনী ইসরাইলের যে অংশ শুরু থেকেই তালুতের বিরোধী ছিল, তাদের অপ্রচার। কুরআন মাজীদ যে ভাষায় তালুতের প্রশংসন করেছে, তাতে হিংসা-বিদ্বেষের মত ব্যাধি তার মধ্যে থাকার কথা নয়। যা হোক, জালুত নিধনের কৃতিত্ব প্রদর্শন করার কারণে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এমন জনপ্রিয়তা লাভ করলেন যে, পরবর্তীতে তিনি বনী ইসরাইলের বাদশাহীও লাভ করেন। তদুপরি আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়াতের মর্যাদায়ও ভূষিত করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যার সন্তান একই সঙ্গে নবুওয়াত ও বাদশাহী উভয়ের সম্মিলন ঘটে।

252 এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি আপনার সামনে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি এবং নিশ্চয়ই আপনি যাদেরকে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে তাদের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৮ *

188. এ ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা এটাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের একটি নির্দশন সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ তাঁর মুবারক মুখ এসব আয়াতের উচ্চারণ তার রাসূল হওয়ারই প্রমাণ বহন করে। কেননা, এসব ঘটনা জানার জন্য ওই ছাড়া তাঁর অন্য কোনও মাধ্যম ছিল না। যথাযথভাবে শব্দটি ব্যবহার করে সন্তুষ্ট ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, কিতাবীগণ এসব ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে যে বাড়াবাঢ়ি করেছে ও মনগড়া কাহিনী প্রচার করে দিয়েছে, কুরআন মাজীদ তা হতে মুক্ত থেকে কেবল সঠিক বিষয়ই বর্ণনা করে থাকে।

253 এই যে রাসূলগণ, (যাদেরকে আমি মানুষের ইসলাহের জন্য পাঠিয়েছি) তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে, যার সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে তিনি বহু উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। ১৮৯ আর আমি মারয়ামের পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী দিয়েছি ও রহস্য-কুদসের মাধ্যমে তার সাহায্য করেছি। ১৯০ আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তাদের পরবর্তীকালের মানুষ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী এসে যাওয়ার পর আত্মকলহে লিপ্ত হত না। কিন্তু তারা মতবিরোধে লিপ্ত হল। তাদের মধ্যে কিছু তো এমন, যারা ঈমান এনেছে এবং কিছু এমন, যারা কুফর অবলম্বন করেছে। আল্লাহ চাইলে তারা আত্মকলহে লিপ্ত হত না। কিন্তু আল্লাহ স্টোই করেন যা তিনি চান। ১৯১ *

189. অর্থাৎ অল্ল-বিস্তর ফর্মালত তে বহু নবীরই একের উপর অন্যের অর্জিত রয়েছে, কিন্তু অন্যান্য নবীর উপর কোনও কোনও নবীর অনেক বেশি ফর্মালত রয়েছে। এর দ্বারা সূক্ষ্মভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

190. পূর্বে ৮৭ নং আয়তেও একথা আছে। এর ব্যাখ্যার জন্য সেই আয়তের টীকা দেখুন।

191. কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমস্ত মানুষকে জবরদস্তি মূলকভাবে ঈমান আনতে বাধ্য করার মত শক্তি আল্লাহর রয়েছে। আর তা করলে সকলের দীন একই হয়ে যেত এবং তখন কোনও মতভেদ থাকত না, কিন্তু তাতে এ দুনিয়া যে ব্যবস্থার অধীনে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যে উদ্দেশ্যে মানুষকে এখানে পাঠানো হয়েছে, তা সবই প- ও বিপর্যন্ত হয়ে যেত। এখানে মানুষকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তার পরীক্ষা নেওয়া যে, আল্লাহর প্রেরিত নবীদের থেকে হিদায়াতের পথ জানার পর কে স্বেচ্ছায় সেই হিদায়াতের উপর চলে এবং কে তা উপেক্ষা করে নিজের মনগড়া ধ্যান-ধারণাকে নিজের পথপ্রদর্শক বানায়। তাই আল্লাহ জবরদস্তি মূলকভাবে মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করেননি। সুতরাং সামনে ২৫৬ নং আয়তে স্পষ্টভাবেই একথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, দীনে কোনও জবরদস্তি নেই। সত্যের প্রমাণসমূহ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর যে ব্যক্তি সত্যকে গ্রহণ করবে সে তা নিজ কল্যাণের জন্যই করবে, আর যে ব্যক্তি তা উপেক্ষা করে শয়তানের শেখানো পথে চলবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে।

254 হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তা থেকে সেই দিন আসার আগেই (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর, যেদিন কোনও বেচাকেনা থাকবে না, কোনও বন্ধুত্ব (কাজে আসবে) না এবং কোনও সুপারিশও না। ১৯২ আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারাই জালিম। *

192. এর দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বোঝানো হয়েছে।

255 আল্লাহ তিনি, যিনি ছাড়া কোনও মাঝুদ নেই, যিনি চিরঙ্গীব, (সেমগ্র সৃষ্টির) নিয়ন্ত্রক, যাঁর কখনও তন্ত্রা পায় না এবং নিদ্রাও নয়, আকাশমণ্ডলে যা-কিছু আছে (তাও) এবং পৃথিবীতে যা-কিছু আছে (তাও) সব তাঁরই। কে আছে, যে তাঁর সমীক্ষে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে? তিনি সকল বান্দার পূর্ব-পশ্চাত সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তারা তাঁর জ্ঞানের কোনও বিষয় নিজ আয়ন্তে নিতে পারে না কেবল সেই বিষয় ছাড়া, যা তিনি নিজে ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর এ দু'টোর তত্ত্বাবধানে তাঁর বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না এবং তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও মহিমাময়। ১৯৩ *

193. এ আয়তকে আয়তুল কুরসী বলা হয়। এতে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ এবং তার মহিমাস্থিত কয়েকটি গুণের বর্ণনা আছে। এর দ্বারা মহাবিশ্বে তার নিরঙ্গুশ ক্ষমতা, একচ্ছত্র প্রভুত্ব ও সর্বব্যাপী জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা লাভ হয়। এর দাবি হল, মানুষ কেবল তাঁরই প্রতি চরম ও

নিঃশর্ত আনন্দগত প্রকাশ করবে এবং বিনাবাকে তার যাবতীয় বিধান শিরোধার্ঘ করবে আর বিশ্বাস রাখবে, তাঁর বিধানবলীর মধ্যেই মানুষের সত্যিকার ও সার্বিক কল্যাণ নিহিত। এ আয়াতটি অতি মর্যাদাপূর্ণ। হয়রত উবাই ইবনে কাব (রাখি.) বর্ণিত একটি হাদীছ দ্বারা জানা যায়, এটি কুরআন মাজীদের শ্রেষ্ঠতম আয়াত। বিভিন্ন হাদীছে আয়াতটির বহু ফর্মালত বর্ণিত হয়েছে। -অনুবাদক

256 দীনের বিষয়ে কোনও জবরদস্তি নেই। হিদায়াতের পথ গোমরাহী থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এর পর যে ব্যক্তি তাগুতকে ১৯৪ অঙ্গীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙ্গে যাওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন। ♦

194. 'তাগুত'-এর অভিধানিক অর্থ সীমালঙ্ঘনকারী। মুশরিকদের দেব-দেবী ও প্রতিমাকে এবং আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত ও বিপ্রান্তকারী সবকিছুকেই তাগুত বলে। -অনুবাদক

257 আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের অভিভাবক শয়তান, যারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা সকলে অগ্নিবাসী। তারা সর্বদা তাতেই থাকবে। ♦

258 তুমি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করেছ, যাকে আল্লাহ রাজস্ত দান করার কারণে সে নিজ প্রতিপালকের (অস্তিত্ব) সম্পর্কে ইবরাহীমের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়? যখন ইবরাহীম বলল, আমার প্রতিপালক তিনিই, যিনি জীবনও দান করেন এবং মৃত্যুও! তখন সে বলতে লাগল, অমিও জীবন দেই এবং মৃত্যু ১৯৫ ঘটাই। ইবরাহীম বলল, আচ্ছা! তা আল্লাহ তো সুর্যকে পূর্ব থেকে উদ্বিদিত করেন, তুমি তা পশ্চিম থেকে উদ্বিদিত কর তো! এ কথায় সে কাফির নিরুত্তর হয়ে গেল। আর আল্লাহ (এরপি) জালিমদেরকে হিদায়াত করেন না। ♦

195. বাবেলের বাদশাহ নমরদের কথা বলা হচ্ছে। সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করত। তার দাবী 'আমি জীবন ও মৃত্যু দান কারি'-এর অর্থ ছিল, আমি বাদশাহ হওয়ার কারণে যাকে ইচ্ছা করি তার প্রাণনাশ করতে পারি এবং যাকে ইচ্ছা করি মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করে দেই ও তাকে মৃত্যু দান করি। আর এভাবে আমি তার জীবন দান করি। বলবাহুল্য, তার এ জীবন মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। কেননা আলোচনা জীবন ও মৃত্যুর উপকরণ সম্পর্কে নয়, বরং তার সৃষ্টি সম্পর্কে হচ্ছিল। কিন্তু হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দেখলেন, সে মৃত্যু ও জীবনের সৃষ্টি কাকে বলে স্টেটাই ঝুঁটুতে পারছে না অথবা সে কুর্টার্কে লিপ্ত হয়েছে। অগত্যা তিনি এমন একটা কথা বললেন, যার কোনও উন্নত নমরদের কাছে ছিল না। কিন্তু লা জওয়াব হয়ে যে সত্য কুরুল করে নেবে তা নয়; বরং উল্টো সে হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে প্রথমে বন্দী করল, তারপর তাঁকে আগুনে নিষ্কেপ করার নির্দেশ দিল, যা সুরা আমিয়া (২১ : ৬৮-৭১), সূরা আনকাবুত (২৯ : ২৪) ও সুরা সাফাফাত (৩৭ : ৯৭)- এ বর্ণিত হয়েছে।

259 অথবা (তুমি) সেই রকম ব্যক্তি (-এর ঘটনা) সম্পর্কে (চিন্তা করেছ), যে একটি বসতির উপর দিয়ে এমন এক সময় গমন করছিল, যখন তা ছাদ উল্লেট (থুবড়ে) পড়ে রয়েছিল। ১৯৬ সে বলল, আল্লাহ এ বসতিকে এর মৃত্যুর পর কিভাবে জীবিত করবেন? অনন্তর আল্লাহ তাকে একশ বছরের জন্য মৃত্যু দান করলেন এবং তারপর তাকে জীবিত করলেন। (অতঃপর) জিজেস করলেন, তুমি কৃত কাল যাবৎ (এ অবস্থায়) থেকেছ? সে বলল, এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ! আল্লাহ বললেন, না, বরং তুমি (এভাবে) একশ বছর থেকেছ। এবার নিজ পানাহার সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য করে দেখ তা একটুও পচেনি। আবার (অন্যদিকে) নিজ গাধাটিকে দেখ, (পচে গলে তার কী অবস্থা হয়েছে)। (আমি এটা করেছি) এজন্য যে, আমি তোমাকে মানুষের জন্য (নিজ কুদরতের) একটি নির্দশন বানাতে চাই এবং (এবার নিজ গাধার) অস্থিসমূহ দেখ, আমি কিভাবে সেগুলোকে উপর্যুক্ত করি এবং তাতে গোশতের পোশাক পরাই। সুতরাং যখন সত্য তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে বলে উঠল, আমার বিশ্বাস আছে আল্লাহ সব বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন। ♦

196. ২৫৯ ও ২৬০নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা এমন দুটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে তিনি তাঁর দু'জন খাস বান্দাকে দুনিয়াতেই মৃতকে জীবিত করার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। প্রথম ঘটনায় একটি জনবসতির কথা বলা হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। তার সমস্ত বাসিন্দা মারা গিয়েছিল এবং ঘর-বাড়ি ছাদসহ মাটিতে মিশে গিয়েছিল। সেখান দিয়ে এক ব্যক্তি পথ চলছিল। বসতির বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে সে মনে মনে চিন্তা করল, আল্লাহ তাআলা এই গোটা বসতিকে কিভাবে জীবিত করবেন! বস্তু তার এ চিন্তাটি কোনও রকম সন্তুষ্ট হওয়া সূত ছিল না, বরং এটা ছিল তার বিশ্বয়ের প্রকাশ। আল্লাহ তাআলা তাকে যেভাবে নিজ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন, তা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই ব্যক্তি কে ছিলেন? এই জনবসতিটি কোথায় ছিল? কুরআন মাজীদ এ বিষয়ে কিছু বলেনি এবং এমন কোনও নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়তও নেই, যা দ্বারা নিশ্চিতভাবে এসব বিষয় নিরূপণ করা যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, এ জনপদটি ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস এবং এটা সেই সময়ের ঘটনা, যখন বুখত নাস্মার হামলা চালিয়ে গোটা জনপদটিকে ধ্বংস করে ফেলেছিল। আর এই ব্যক্তি ছিলেন হয়রত উয়ায়র আলাইহিস সালাম কিংবা হয়রত আরমিয়া আলাইহিস সালাম। কিন্তু এটাই যে সঠিক তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অবশ্য এটা অনুসন্ধান করারও কোনও প্রয়োজন নেই। এর অনুসন্ধানে পড়া ছাড়াও কুরআন মাজীদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। তবে এই ব্যক্তি যে একজন নবী ছিলেন তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই জানা যায়। কেননা প্রথমত এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তার সাথে কথোপকথন করেছেন। তাছাড়া এ জাতীয় ঘটনা নবীদের সাথেই ঘটে থাকে। সামনের ১৯৭নং টীকা দেখুন।

260 এবং (সেই সময়ের বিবরণ শোন) যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি মৃতকে কিভাবে জীবিত করবেন আমাকে তা দেখান। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করছ না? বলল, বিশ্বাস কেন করব না? কিন্তু (এ আগ্রহ প্রকাশ করেছি এজন্য যে), যাতে আমার অন্তর্প্রসাৰণ করার পথে আমি মানিয়ে নাও। তারপর (সেগুলোকে যবাহ করে) তার একেক অংশ একেক পাহাড়ে রেখে দাও। তারপর তাদেরকে ডাক দাও। সবগুলো তোমার কাছে ছুটে চলে আসবে। ১৯৮ আর জেনে রেখ, আল্লাহ তাআলা মহাক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়। ♦

197. এই প্রশ্নেগুরের দ্বারা আল্লাহ তাআলা এ কথা পরিষ্কার করে দিলেন যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ ফরমায়েশ কোনও সন্দেহের কারণে ছিল না। আল্লাহ তাআলার অসীম শক্তির উপর তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু চোখে দেখার বিষয়টিই অন্য কিছু হয়ে থাকে। তাতে যে কেবল আধিকতর প্রশান্তি লাভ হয় তাই নয়; তারপর মানুষ অন্যদেরকে বলতে পারে, আমি যা বলছি দলীল-প্রমাণ দ্বারা সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়া ছাড়াও তা নিজ চোখে দেখে বলছি।

198. অর্থৎ মৃতকে জীবিত করার বিষয়কে সর্বদাই মানুষকে প্রত্যক্ষ করানোর ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার আছে, কিন্তু তাঁর হিকমতের দ্বারা হল সর্বদা তা প্রত্যক্ষ না করানো। আসল কথা হচ্ছে এ দুনিয়া যেহেতু পরিক্ষাক্ষেত্র, তাই এখানে ঈমান বিল-গায়ব (না দেখে বিশ্বাস)-এরই মূল্য আছে। মানুষ চোখে না দেখে কেবল দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে এসব বিষয়কে বিশ্বাস করবে, এটাই তার কাছে আল্লাহর কাম্য। তবে নবীগণের ব্যাপার সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন। তাঁরা যেহেতু গায়বী বিষয়াবলীতে অটুট ও অনঙ্গ বিশ্বাস এনে এ কথার প্রমাণ দিয়ে থাকেন যে, তাদের ঈমান কোনও রকম সন্দেহের অবকাশ রাখে না এবং তা চাকুৰ দেখার উপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল নয়, তাই ঈমান বিল-গায়বের ব্যাপারে তাদের পরীক্ষা এ দুনিয়াতেই পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ তাআলার অপার হিকমতের অধীনে কখনও কখনও বিভিন্ন গায়বী রহস্য তাঁদেরকে চাকুৰ দেখিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তাঁদের জ্ঞান ও প্রশান্তির মান সাধারণ লোকদের অপেক্ষা উপরে থাকে এবং তাঁরা দৃপ্তি কঠগ ঘোষণা করতে পারেন, আমি যে বিষয়ের প্রতি ডাকছি তার সত্যতা নিজ চোখেও দেখে নিয়েছি। অলোকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলীকে স্বীকার করতে যারা দ্বিধাবোধ করে, সেই শ্রেণীর কিছু লোক এ আয়াতেরও টেনে-কষে এমন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছে, যাতে পার্থীদের বাস্তবিকই মরে জীবিত হওয়ার বিষয়টাকে স্বীকার করতে না হয়। কিন্তু কুরআন মাজীদের বর্ণনা-পরম্পরা, ব্যবহৃত শব্দাবলী ও বর্ণনা-ভঙ্গি তাদের সে সব ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে। যে ব্যক্তি আরবী ভাষার ব্যবহার শৈলী ও বাক-ভঙ্গি সম্পর্কে অবগত, তারা এসব আয়াতের যে মর্ম তরজমায় ব্যক্ত করা হয়েছে তাহাড়া অন্য কোনও মর্ম বের করার চেষ্টা করবে না।

261 যারা আল্লাহর পথে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এ রকম যেমন একটি শস্য দানা সাতটি শীষ উদগত করে (এবং) প্রতিটি শীষে একশ' দানা জন্মায়। ১৯৯ আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন (সওয়াবে) কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় (এবং) সর্বজ্ঞ। *

199. অর্থৎ আল্লাহর পথে খরচ করলে সাতশ' গুণ সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে আরও অনেক বেশি দেন। প্রকাশ থাকে যে, কুরআন মাজীদে আল্লাহর পথে ব্যয় করার কথা বারবার বলা হয়েছে। এর দ্বারা এমন যে-কোন অর্থব্যয়কে বেরানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যয় করা হয়। যাকাত, সদাকা ও দান-খয়রাত সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

262 যারা নিজ সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, আর ব্যয় করার পর খোঁটা দেয় না এবং কোনরূপ কষ্টও দেয় না, তারা নিজ প্রতিপালকের কাছে তাদের সওয়াব পাবে। তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ২০০ *

200. অর্থৎ সওয়াব কর হওয়ার কোনও ভয় থাকবে না এবং অপরিমিত সওয়াব প্রত্যক্ষ করার পর পার্থিব বিন্দুবৈভবের জন্য কোনও দুঃখও তারা বোধ করবে না। -অনুবাদক

263 উভয় কথা বলে দেওয়া ও ক্ষমা করা সেই সদাকা অপেক্ষা শ্রেয়, যার পর কোনও কষ্ট দেওয়া হয়। ২০১ আল্লাহ অতি বেনিয়ায, অতি সহনশীল। *

201. অর্থৎ কোনও সওয়ালকারী যদি কারও কাছে চায় এবং সে কোনও কারণে দিতে না পারে, তবে তার উচিত নয় ভাষায় তার কাছে ক্ষমা চাওয়া। আর সে যদি অনুচিত পীড়াপীড়ি করে, সেজন্য তাকে ক্ষমা করা। আর এই কর্মপন্থা সেই দান অপেক্ষা বহু শ্রেয়, যে দানের পর খোঁটা দেওয়া হয় কিংবা অপমান করে কষ্ট দেওয়া হয়।

264 হে মুমিনগণ! খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের সদাকাকে সেই ব্যক্তির মত নষ্ট করো না, যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত এ রকম যেমন এক মসৃণ পাথরের উপর মাটি জমে আছে, অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ে এবং তা (সেই মাটিকে ধুয়ে নিয়ে যায় এবং) সেটিকে (পুনরায়) মসৃণ পাথর বানিয়ে দেয়। ২০২ এরূপ লোক যা উপর্যুক্ত করে, তার কিছুমাত্র তারা হস্তগত করতে পারে না। আর আল্লাহ (এরূপ) কাফিরদেরকে হিদায়াতে উপনীত করেন না। *

202. বড় পাথরের উপর মাটি জমলে তার উপর কোনও জিনিস বপন করার আশা করা যেতে পারে, কিন্তু বৃষ্টি যদি মাটিকে ধুয়ে নিয়ে যায়, তবে মসৃণ পাথর কোনও চাষাবাদের উপযুক্ত থাকে না। এভাবে দান-খয়রাত দ্বারা আর্থিকভাবে সওয়াব পাওয়ার আশা থাকে, কিন্তু সে দান-খয়রাত যদি করা হয় মানুষকে দেখানোর ইচ্ছায় এবং তারপর খোঁটাও দেওয়া হয়, তবে তা দান-খয়রাতকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফলে সওয়াবের কোনও আশা থাকে না।

265 আর যারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং নিজেদের মধ্যে পরিপক্ষতা আনয়নের জন্য, ২০৩ তাদের দৃষ্টান্ত এ রকম যেমন কোনও টিলার উপর একটি বাগান রয়েছে, তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হল, ফলে তা দ্বিগুণ ফল জন্মাল। যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টিও (তার জন্য যথেষ্ট)। আর তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ তা অতি উত্তমরূপে দেখেন। *

203. অর্থ-সম্পদের মোহ মানুষের স্বভাবজাত। তাই তা ব্যয় করা আন্যসব ইবাদত অপেক্ষা বেশি কঠিন। এতে মনের উপর অত্যন্ত চাপ পড়ে। সে চাপকে উপেক্ষা করে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে থাকলে এক পর্যায়ে মন ঈমানী চেতনার সামনে বশ্যতা স্বীকার করে। ফলে ঈমান-আমলে দৃঢ়তা ও পরিপক্ষতা লাভ সহজ হয়ে ওঠে। -অনুবাদক

266

তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, তার খেজুর ও আঙুরের একটা বাগান থাকবে, যার পাদদেশ দিয়ে নদী-নালা প্রবাহিত থাকবে (এবং) তা থেকে আরও বিভিন্ন রকমের ফল তার অর্জিত হবে, অতঃপর সে বার্ধক্য-কবলিত হবে আর তার থাকবে দুর্বল সন্তান-সন্ততি, এ অবস্থায় অকস্মাত এক অগ্নিশঙ্কর ঝড় এসে সে বাগানে আঘাত হনবে, ফলে গোটা বাগান ভস্মিভূত হয়ে যাবে? [২০৪](#) এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় আয়াতসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর। *

204. দান-খয়রাত নষ্ট করার এটা দ্বিতীয় উদাহরণ। অগ্নিপূর্ণ ঝড় যেভাবে সুজু-শ্যামল বাগানকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে ফেলে, তেমনিভাবে মানুষকে দেখানোর জন্য দান করলে বা দান করার পর খোঁটা দিলে কিংবা অন্য কোনওভাবে গরীব মানুষকে কষ্ট দিলে তাতে দান-খয়রাতের বিশাল সওয়াব বরবাদ হয়ে যায়।

267

হে মুমিনগণ! তোমরা যা-কিছু উপার্জন করবে এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা-কিছু উৎপন্ন করেছি, তার উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহ থেকে একটি অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর। আর এরূপ মন্দ জিনিস (আল্লাহর নামে) দেওয়ার নিয়ত করো না যা (অন্য কেউ তোমাদেরকে দিলে ঘৃণার কারণে) তোমরা চক্ষু বন্ধ না করে তা গ্রহণ করবে না। মনে রেখ, আল্লাহ বেনিয়াব, সর্বপ্রকার প্রশংসা তাঁরই দিকে ফেরে। *

268

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে অশ্লীলতার আদেশ করে, আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় মাগফিরাত ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ অতি প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। *

269

তিনি যাকে চান জ্ঞানবত্তা দান করেন, আর যাকে জ্ঞানবত্তা দান করা হল, তার বিপুল পরিমাণে কল্যাণ লাভ হল। উপদেশ তো কেবল তাঁরই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধির অধিকারী। *

270

তোমরা যা-কিছু ব্যয় কর বা যে মানতই মান, আল্লাহ তা জানেন। আর জালিমগণ কোনও রকমের সাহায্যকারী পাবে না। *

271

তোমরা দান-সদকা যদি প্রকাশ্যে দাও, সেও ভালো, আর যদি তা গোপনে গরীবদেরকে দান কর তবে তা তোমাদের পক্ষে কষ্টই না শ্রেয়! এবং আল্লাহ তোমাদের মন্দকর্মসমূহের প্রায়শিক্তি করে দেবেন। বন্ধুত্ব আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। *

272

(হে নবী!) তাদেরকে (কাফিরদেরকে) সঠিক পথে আনয়ন করা আপনার দায়িত্ব নয়। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান সঠিক পথে আনয়ন করেন। [২০৫](#) তোমরা যে সম্পদই ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণার্থে হয়ে থাকে, আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যয় কর না। আর তোমরা যে সম্পদই ব্যয় করবে, তোমাদেরকে তা পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি বিন্দুমুক্ত জুলুম করা হবে না। *

205. কোনও কোনও আনসুরী সাহায্যী কিছু গরীব আত্মীয়-স্বজন ছিল, কিন্তু তারা কাফির ছিল বলে তারা তাদের সাহায্য করতেন না। তারা অপেক্ষায় ছিলেন, কবে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে আর তখন তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। কোনও কোনও বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তাদেরকে এরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়ত নাখিল হয় (কুহুল মাজানী)। এভাবে মুসলিমদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের ইসলাম গ্রহণের দায়-দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তায় না। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যদি ওই সকল গরীব কাফিরের পেছনেও অর্থ ব্যয় কর, তবুও তোমরা তার পুরোপুরি সওয়াব পাবে।

273

(আর্থিক সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে) উপযুক্ত সেই সকল গরীব, যারা নিজেদেরকে আল্লাহর পথে এভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে যে, (অর্থের সন্ধানে) তারা ভূমিতে চলাফেরা করতে পারে না। তারা যেহেতু (অতি সংঘীয় হওয়ার কারণে কারও কাছে) সওয়াল করে না, তাই অনবগত লোকে তাদেরকে বিত্বান মনে করে। তুমি তাদের চেহারার আলামত দ্বারা তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা) চিনতে পারবে। (কিন্তু) তারা মানুষের কাছে না-ছোড় হয়ে সওয়াল করে না। [২০৬](#) তোমরা যে সম্পদই ব্যয় কর, আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। *

206. হ্যবরত ইবনে আবুবাস (রায়ি) থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়ত 'আসহাবে সুফফা' সম্পর্কে নাখিল হয়েছে। 'আসহাবে সুফফা' বলা হয় সেই সকল সাহায্যীকে, যারা দীনী ইলম শেখার জন্য নিজেদের জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মসজিদে নববী সংলগ্ন চহ্বরে পড়ে থাকতেন। দীনী ইলম শেখায় নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা সংগ্রহের সুযোগ পেতেন না। তাই বলে যে তারা মানুষের কাছে হাত পাততেন তাও নয়। দারিদ্র্যের সকল কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিতেন। এ আয়ত জানাচ্ছে, অর্থ সাহায্য লাভের বেশি উপযুক্ত তাঁরই, যারা সমগ্র উম্মতের কল্যাণ সাধনের মহত্ব উদ্দেশ্যে কোথাও আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং নির্দারণ কষ্ট-ক্লেশ সত্ত্বেও কারও সামনে নিজ প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করে না। ২৬১ নং আয়ত থেকে ২৭৪ নং আয়ত পর্যন্ত দান-সদকার ফায়লত ও তার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। সামনে এর বিপরীত বিষয় তথ্য সুদ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। দান-সদকা মানুষের দানশীল চরিত্রের আলামত, আর সুদ হচ্ছে কৃপণতা ও বিষয়াসঙ্গির পরিচায়ক।

274

যারা নিজেদের সম্পদ দিনে ও রাতে ব্যয় করে প্রকাশ্যেও এবং গোপনেও, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে নিজেদের সওয়াব পাবে এবং তাদের কোনও ত্বর থাকবে না আর তারা কোনও দুঃখও পাবে না। *

275

যারা সুদ খায়, (কিয়ামতের দিন) তারা সেই ব্যক্তির মত উঠবে, শয়তান যাকে স্পর্শ দ্বারা পাগল বানিয়ে দিয়েছে। এটা এজন্য হবে যে, তারা বলেছিল, 'ব্যবসাও তো সুদেরই মত।' [১০৫](#) অথচ আল্লাহ বিক্রিকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশ-বাণী এসে গেছে, সে যদি (সুন্দী কারবার হতে) নিবৃত্ত হয়, তবে অভিতে যাকিছু হয়েছে তা তারই। [১০৬](#) আর তার (অভ্যন্তরীণ অবস্থার) ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় (সে কাজেই) করল, [১০৭](#) তো এরপ লোক জাহানামী হবে। তারা তাতেই সর্বদা থাকবে। *

207. কোন খণ্ডের উপর যে অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করা হয় তাকে 'রিবা' বা সুদ বলে। মুশরিকরা বলত, আমরা যেমন কোনও পণ্য বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করি এবং শরীয়ত তাকে হালাল করেছে, তেমনি খণ্ড দিয়ে যদি মুনাফা অর্জন করি তাতে অসুবিধা কী? তাদের সে প্রশ্নের জবাব তো ছিল এই যে, ব্যবসায়-পণ্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তা বিক্রি করে মুনাফা হাসিল করা। পক্ষান্তরে টাকা-পয়সা এ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়নি যে, তাকে ব্যবসায়-পণ্য বানিয়ে তা দ্বারা মুনাফা অর্জন করা হবে। টাকা-পয়সা হল বিনিয়মের মাধ্যম। প্রয়োজনীয় সামগ্ৰী যাতে এর মাধ্যমে বেচাকেনা করা যায় সে লক্ষ্যই এর সুষ্ঠি। মুদ্রার বিনিয়মে মুদ্রার লেনদেন করে তাকে মুনাফা অর্জনের মাধ্যম বানানো হলে তাতে নানা রকম অনিষ্ট ও অনর্থ জন্ম নেয়। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টে 'রিবা' সম্পর্কে আমি যে রায় লিখেছিলাম, তা দেখা যেতে পারে। 'সুদ পর তারিখী ফয়সালা' নামে তার উর্দ্দু তরজমাও প্রকাশ করা হয়েছে।) কিন্তু এস্থলে আল্লাহ তাআলা বিক্রি ও সুদের মধ্যকার পার্শ্বক্রয় বৰ্ণনার পরিবর্তে এক শাসকসুলভ জবাব দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যখন বিক্রিকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন, তখন আল্লাহ তাআলার কাছে এর তৎপৰ্য ও দর্শন জানতে চাওয়া এবং তা না জানা পর্যন্ত হুকুম তামিল না করার ভাব দেখানো একজন বান্দাৰ কাজ হতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার হল আল্লাহ তাআলার প্রতিতি হুকুমের ভেতর নিঃসন্দেহে কোনও না কোনও হিকমত নিহিত থাকে, কিন্তু সে হিকমত যে প্রত্যেকেই বুঝে আসবে এটা অবধারিত নয়। কাজেই আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান থাকলে প্রথমেই তাঁর হুকুম শিরোধার্য করে নেওয়া উচিত। তারপর কেউ যদি অতিরিক্ত প্রশাস্তি লাভের জন্য হিকমত ও রহস্য অনুধাবনের চেষ্টা করে, তাতে কোনও দোষ নেই। দোষ হচ্ছে সেই হিকমত উপলক্ষি করার উপর হুকুম পালনকে মূলতবী রাখা, যা কোনও মুমিনের কর্মপন্থা হতে পারে না।

208. অর্থাৎ সুদের নিষেধাজ্ঞা নাহিলের আগে যারা মানুষের কাছ থেকে সুদ নিয়েছে, তাদের পক্ষে পেছনের সেই কাজ ক্ষমাযোগ্য, যেহেতু তখনও পর্যন্ত সুদ হারাম হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়নি। কাজেই তখনকার সুন্নি পস্তুয় অর্জিত সম্পদ ফেরত দেওয়ার দরকার নেই। তবে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণাকালে যাদের কাছে সুদ প্রাপ্য ছিল, তাদের থেকে তা গ্রহণ করা জায়েয় হবে না। বরং তা ছেড়ে দিয়ে কেবল মূল পুঁজিটুকুই প্রহণ করতে হবে। যেমন সামনে ২৭৮ নং আয়াতে হুকুম দেওয়া হয়েছে।

209. অর্থাৎ সুদ হারাম হওয়ার বিষয়টিকে যারা মেনে নেয়নি; বরং এই আপত্তি তোলে যে, সুদ ও বেচাকেনার মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে নাকি? তারা কাফিৰ। কাজেই তারা অনন্তকাল জাহানামের শাস্তি ভোগ করবে। সুদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) রচিত 'মাআরিফুল কুরআন'-এর সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর এবং তার লেখা 'মাসআলায়ে সুন'। আরও দেখুন 'সুদ পরিষ্কার বিদ্রোহ': আর কতদিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ?

276

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-সদাকাকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ এমন প্রতিটি লোককে অপছন্দ করেন যে নাশোকৰ, পাপিষ্ঠ। *

277

(হাঁ) যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রঘেছে তাদের প্রতিদান। তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা কোনও দুঃখও পাবে না। *

278

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক, তবে সুদের যে অংশই (কারণ কাছে) অবশিষ্ট রয়ে গেছে, তা ছেড়ে দাও। *

279

তবুও যদি তোমরা (তা) না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর তোমরা যদি (সুদ থেকে) তাওবা কর, তবে তোমাদের মূল পুঁজি তোমাদের প্রাপ্য। তোমারও (কারণ প্রতি) জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। *

280

এবং কোনও (দেনোদার) ব্যক্তি যদি অসচল হয়, তবে সচলতা লাভ পর্যন্ত (তাকে) অবকাশ দিতে হবে। আর যদি সদাকাই করে দাও, তবে তোমাদের পক্ষে সেটা অধিকতর শ্ৰেণ্য যদি তোমরা উপলক্ষি কর। *

281

এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যখন তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে যা সে অর্জন করেছে, আর তাদের প্রতি কোনও জুলুম করা হবে না। *

282

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোনও খণ্ডের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও। তোমাদের মধ্যে কোনও লেখক যেন ন্যায়নিষ্ঠভাবে (তা) লিখে দেয়। যে ব্যক্তি লিখতে জানে, সে যেন লিখতে অঙ্গীকার না করে। আল্লাহ যখন তাকে এটা শিক্ষা দিয়েছেন, তখন তার লেখা উচিত। হক যার উপর সাব্যস্ত হচ্ছে, সে যেন (তা) লেখায়। আর সে যেন তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তাতে (সেই হকের মধ্যে) কিছু না কমায়। [১০৮](#) যার উপর হক সাব্যস্ত হচ্ছে, সে যদি নির্বেধ অথবা দুর্বল হয় অথবা (অন্য) কোনও কারণে লেখার বিষয়) লেখাতে সক্ষম না হয়, তবে তার অভিভাবক যেন ন্যায়ভাবে (তা) লেখায়। আর নিজেদের পুরুষদের

মধ্য হতে দু'জনকে সাক্ষী বানাবে। যদি দু'জন পুরুষ উপস্থিত না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সেই সকল সাক্ষীদের মধ্য হতে, যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর, যাতে স্ত্রীলোকদের মধ্য হতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্বরণ করিয়ে দিতে পারে। সাক্ষীদেরকে যখন (সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য) ডাকা হবে, তখন তারা যেন অঙ্গীকার না করে। যে কারবার মেয়াদের সাথে সম্পূর্ণ তা ছেট হোক বা বড়, লিখতে বিরক্ত হয়ে না। এ বিষয়টি আল্লাহর নিকট অধিকতর ইনসাফসম্মত এবং সাক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখার পক্ষে বেশি সহায়ক এবং তোমাদের মধ্যে যাতে (ভবিষ্যতে) সন্দেহ দেখা না দেয় তার (নিশ্চয়তা বিধানের) নিকটতর। হাঁ, তোমরা তোমাদের মধ্যে যে ব্যবসার নগদ লেনদেন কর, তবে তা না লেখালে তোমাদের কোনও অসুবিধা নেই। যখন বেচাকেনা করবে তখন সাক্ষী রাখবে। যে লেখবে তাকে কোনও কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং সাক্ষীকেও নয়। তোমরা যদি (তা) কর তবে তোমাদের পক্ষ হতে তা অবাধ্যতা হবে। তোমরা অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখ। আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দান করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

210. এটা কুরআন মাজীদের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ আয়াত। সুদ নিষিদ্ধ করার পর এ আয়াতে বাকী লেনদেনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কারবার যাতে সুষ্ঠুভাবে ও স্বচ্ছতার সাথে হয়, এটাই তার উদ্দেশ্য। কারও কাছে যদি কারও প্রাপ্য বা দেনা সাব্যস্ত হয়, তবে তার এমনভাবে তা লেখা বা লেখানো উচিত, যাতে কারবারের ধরন পরিষ্কার হয়ে যায়। সমস্ত কথা তাতে স্পষ্ট থাকা চাই এবং অন্যের হক মারার জন্য কোনও রকম কাটছাঁটের আশ্রয় না নেওয়া চাই।

283 তোমরা যদি সফরে থাক এবং তখন কোনও লেখক না পাও, তবে (আদায়ের নিশ্চয়তা স্বরূপ) বন্ধক গ্রহণ করা যাবে। অবশ্য তোমরা যদি একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তবে যার প্রতি বিশ্বাস রাখা হয়েছে, সে যেন নিজ আমানত (যথাযথভাবে) আদায় করে দেয় এবং আল্লাহকে ভয় করে যিনি তার প্রতিপালক। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করবে না। যে তা গোপন করবে তার অন্তর পাপী। ১১১ তোমরা যে-কাজই কর না কেন, আল্লাহ সে সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত।

211. বিশেষভাবে অন্তরকে পাপী বলার কারণ, সাক্ষ্য গোপন রাখার কাজটি মূলত অন্তরের দ্বারাই হয়। তাতে প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তেমন সংশ্লিষ্টতা থাকে না। সেই সঙ্গে এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, সাক্ষ্য গোপন করা একটি গুরুতর পাপ। এ মহাপাপ সে-ই করতে পারে, যার অন্তর পাপক্রিয়া হয়ে গেছে। সুতরাং এ পাপ পরিহার করার সাথে সাথে আত্মার সংশোধনের প্রতিও বিশেষ নজর দেওয়া চাই। (- অনুবাদক)

284 যা-কিছু আছে আকাশমণ্ডলে এবং যা-কিছু আছে পৃথিবীতে, সব আল্লাহরই। তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব নেবেন। ১১২ অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শান্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

212. সামনে ২৮৬ নং আয়াতের প্রথম বাক্যে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের অন্তরে তার ইচ্ছার বাইরে যেসব ভাবনা দেখা দেয়, তাতে তার কোনও গুনাহ নেই। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, মানুষ তার অন্তরে জেনে শুনে যে ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা পোষণ করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহের যে সংকল্প করে, তার হিসাব নেওয়া হবে।

285 রাসূল (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাতে ঈমান এনেছে, যা তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে নার্যিল করা হয়েছে এবং (তাঁর সাথে) মুমিনগণও। তাঁরা সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। (তারা বলে), আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনও পার্থক্য করি না (যে, কারও প্রতি ঈমান আনব এবং কারও প্রতি আনব না)। এবং তাঁরা বলে, আমরা (আল্লাহ ও রাসূলের বিধানসমূহ মনোযোগ সহকারে) শুনেছি এবং তা (খুশীমন্ত্রে) পালন করছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার মাগফিরাতের ভিখারী, আর আপনারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন।

286 আল্লাহ কারও উপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না। তার কল্যাণ হবে সে কাজেই যা সে স্বেচ্ছায় করে এবং তার ক্ষতিও হবে সে কাজেই, যা সে স্বেচ্ছায় করে। (হে মুসলিমগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে এই দু'আ কর যে,) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দ্বারা যদি কোনও ভুল-ক্রটি হয়ে যায় তবে সেজন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি সেই রকমের দায়িত্বভার অর্পণ করো না, যেমন তা অর্পণ করেছিলে আমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন ভার চাপিয়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের (ক্রটিসমূহ) মার্জনা কর, আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমই আমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী। সুতরাং কাফির সম্পদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। ১১৩

213. সূরা বাকারার শেষ আয়াত দুটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। এক হাদীছে আছে, এ আয়াত দুটি আরশের নিচের এক গুপ্তভাগের থেকে দেওয়া হয়েছে, যা অন্য কোনও নবীকে দেওয়া হয়নি (বুখারী, মুসলিম)। অপর এক হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি রাতে এ দুই আয়াত পড়ে তার জন্য এ দুটি যথেষ্ট। (বুখারী, মুসলিম) -অনুবাদক



♦ আ-লু ইমরান ♦

1 আলিফ-লাম-মীম ♦

2 আল্লাহ তিনিই, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যিনি চিরজীব, (সমগ্র জগতের) নিয়ন্ত্রক। ♦

3 তিনি তোমার প্রতি সত্যসম্মতি কিতাব নাযিল করেছেন, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থন করে এবং তিনিই তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছেন ♦

4 এর আগে, মানুষের জন্য সাক্ষাত হিদায়াতরূপে এবং তিনিই সত্য ও মিথ্যা যাচাইয়ের মানদণ্ড নাযিল করেছেন। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ অতি পরাক্রমশালী ও মন্দের প্রতিফলনদাতা। ♦

1. কুরআন মাজীদ এস্টেলে 'ফুরকান' শব্দ ব্যবহার করেছে। 'ফুরকান' বলা হয় এমন জিনিসকে, যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। কুরআন মাজীদেরও এক নাম ফুরকান। কেননা এটা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব। সুত্রাং কোনও কোনও মুফাসিসের মনে করেন এস্টেলে 'ফুরকান' দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে। অন্যদের মতে এর দ্বারা সেই সকল মুজিয়া বা নির্দশনাবলীকে বোঝানো উদ্দেশ্য, যা নবীগণের হাতে প্রকাশ করা হয়েছে এবং যা দ্বারা তাদের ন্যুওয়াতের সত্ত্বা প্রমাণ করা হয়েছে। তাছাড়া এর দ্বারা সেই সকল দলীল-প্রমাণও বোঝানো হতে পারে, যা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের প্রতি নির্দেশ করে।

5 নিশ্চিত জেনে রেখ, আল্লাহর কাছে কোন জিনিস গোপন থাকতে পারে না পৃথিবীতেও নয় এবং আকাশেও নয়। ♦

6 তিনিই সেই সত্তা, যিনি মায়ের পেটে ঘেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি দান করেন। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি পরম পরাক্রান্ত এবং সমুচ্চ প্রজ্ঞারও অধিকারী। ♦

2. মানুষ যদি তার সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক স্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ও চিন্তা করে যে, সে মাত্রগর্ভে কিভাবে প্রতিপালিত হয় এবং কিভাবে অপরাপর অগণ্য মানুষ থেকে তার আকৃতিকে এমন পৃথকভাবে তৈরি করা হয় যে, অন্য কারণ সাথে সে শেতভাগ মিলে যায় না, তবে এসব যে এক আল্লাহর কুরআত ও হিকমতের অধীনেই হচ্ছে, এটা মানতে তার এক মুহূর্ত দেরী হবে না। এ আয়াতে এই বাস্তবতাকে তুলে ধরার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব ও হিকমতের প্রতি ইশারা করা উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে এর দ্বারা আরও একটি দিক স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, একবার নাজরান থেকে খিস্টানদের একটি প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছিল এবং তারা তাঁর সঙ্গে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে কথা বলেছিল। সুরা আলে-ইমরানের কয়েকটি আয়াত সেই প্রেক্ষাপটেই নাযিল হয়েছে। প্রতিনিধিদলটির দাবী ছিল ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র। এর সপরে তাদের দলীল ছিল যে, তিনি পিতা ছাড়া জন্ম লাভ করেছিলেন। এ আয়াত তাদের সে দলীল খণ্ডন করেছে। ইশারা করা হচ্ছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই সৃজন ও আকৃতি দানের কাজ আল্লাহ তাআলাই করেন। যদিও তিনি এই নিয়ম চালু করে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক শিশু পিতার মাধ্যমে জন্ম লাভ করে, কিন্তু তিনি এ নিয়মের অধীন ও মুখাপেক্ষী নন। সুত্রাং যখন চান এবং যাকে চান, পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেন ও করতে পারেন। কাজেই পিতা ছাড়া কারণ জন্মগ্রহণ দ্বারা তার দুশ্শর বা দুশ্শর-পুত্র হওয়া প্রমাণ হয় না।

7 (হে রাসূল!) সে আল্লাহই এমন সত্তা, যিনি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু আয়াত মুহকাম, যার উপর কিতাবের মূল ভিত্তি এবং অপর কিছু আয়াত মুতশাবিহ। যদৈর অন্তরে বক্রতা আছে, তারা সেই মুতশাবিহ আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে থাকে, উদ্দেশ্য ফিতনা সৃষ্টি করা এবং সেসব আয়াতের তাৰীল খোঁজা, অর্থ সেসব আয়াতের যথার্থ মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যাদের জ্ঞান পরিপন্থ তারা বলে, আমরা এর (সেই মর্মের) প্রতি বিশ্বাস রাখি (যা আল্লাহ তাআলার জানা)। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান। ♦

3. এ আয়াতটি বুঝবার আগে একটা বাস্তবতা উপলক্ষ্য করে নেওয়া জরুরী। তা এই যে, এই জগতে এমন বহু বিষয় আছে যা মানুষের জগন-বুদ্ধির উর্ধ্বে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব তো এমন এক সত্য, যা প্রতিটি মানুষ নিজ জগন-বুদ্ধি দ্বারা উপলক্ষ্য করতে পারে, কিন্তু তাঁর সত্তা ও গুণবলী সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান মানুষের সীমিত বুদ্ধি দ্বারা আহরণ করা সম্ভব নয়। কেননা তা মানব বুদ্ধির বহু উর্ধ্বের বিষয়। কুরআন মাজীদ খেখানে আল্লাহ তাআলার সে সকল গুণের উল্লেখ করেছে, স্থানে তা দ্বারা তাঁর অপার শক্তি ও মহা প্রজ্ঞাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোনও লোক যদি সে সকল গুণের হাকীকত ও সন্তুস্থারের দার্শনিক অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়, তবে তার হয়রানী ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই আর্জিত হবে না। কেননা সে তার সীমিত জগন-বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহ তাআলার অস্তীম গুণবলীর রহস্য আয়ত্ত করতে চাচ্ছে, যা তার উপলক্ষ্যির বহু উর্ধ্বের। উদাহরণত কুরআন মাজীদ কয়েক জ্যায়গায় ইরশাদ করেছে আল্লাহ তাআলার একটি আরশ আছে এবং তিনি সেই আরশে 'মুস্তাবি' (সমাসীন) হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আরশ কেমন? আর তাতে তাঁর সমাসীন হওয়ার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এসব এমন প্রশ্ন, যার উত্তর মানুষের জগন-বুদ্ধির বাইরের জিনিস। তাছাড়া মানব জীবনের কোনও ব্যবহারিক মাসআলা এর উপর নির্ভরশীলও নয়। এ জাতীয় বিষয় যেসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তাকে 'মুতশাবিহ' আয়াত বলে, এমনিভাবে বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে পৃথক পৃথক হরফ নাযিল করা হয়েছে (যেমন এ সূরারই শুরুতে আছে 'আলিফ-লাম-মীম') যাকে 'আল-হৱফুল মুকাত্তাআত' বলা হয়, তাও 'মুতশাবিহাত'-এর অন্তর্ভুক্ত। মুতশাবিহাত সম্পর্কে কুরআন মাজীদ এ আয়াতে নির্দেশনা দিয়েছে যে, এর তত্ত্ব তালাশের পেছনে না পড়ে বরং মোটামুটিভাবে এর প্রতি দ্বিমান আনতে হবে, আর এর প্রকৃত মর্ম কী, তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। এর বিপরীতে কুরআন মাজীদের অন্যান্য যে আয়াতসমূহ আছে তার মর্ম সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে সে সকল আয়াতই মানুষের চলার পথ-নির্দেশ করে। এ রকম আয়াতকে 'মুহকাম' আয়াত বলে। একজন মুমিনের কর্তব্য বিশেষভাবে এ জাতীয় আয়াতে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখা।

মুতশাবিহাত সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গ শিখা দেওয়া তো এমনিতেই জরুরী ছিল, কিন্তু এ সূরায় বিষয়টিকে স্পষ্ট করার বিশেষ কারণ ছিল এই যে, নাজরানের যে খিস্টান প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়েছিল, যাদের কথা পূর্বের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে, তার হ্যারত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র। এ দাবীর সপরে বিভিন্ন দলীল প্রেরণ করেছিল, যার মধ্যে একটা এই ছিল

যে, খোদ কুরআন মাজীদ তাঁকে 'কালিমাতুল্লাহ' (আল্লাহর কালিমা) ও 'রহম মিনাল্লাহ' (আল্লাহর পক্ষ হতে আগত রহ) নামে অভিহিত করেছে। এর দ্বারা বোা যায়, তিনি আল্লাহর বিশেষ গুণ 'কালাম' ও আল্লাহর রহ ছিলেন। এ আয়াত তার জবাব দিয়েছে যে, কুরআন মাজীদই বিভিন্ন স্থানে দ্বার্থস্থীর ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ তাআলার কোন পুত্র-কন্যা থাকতে পারে না এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে 'আল্লাহ' বা 'আল্লাহর পুত্র' বলা শিরক ও কুফরের নামান্তর। এসব সুস্পষ্ট আয়াত ছেড়ে দিয়ে 'কালিমাতুল্লাহ' শব্দটিকে ধরে বসে থাকা এবং এর ভিত্তিতে এমন সব তাবিল ও ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া, যা কুরআন মাজীদের মুহকাম আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এটা অন্তরের বক্রতারই পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে 'কালিমাতুল্লাহ' বলার অর্থ কেবল এই যে, তিনি পিতার মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ তাআলার 'কুন' (হও) কালিমা শব্দ দ্বারা ডুম্লাভ করেছিলেন (যেমন কুরআন মাজীদের এ সূরার ৫৯নং আয়াতে বলা হয়েছে)। আর তাঁকে 'রহম মিনাল্লাহ'বলা হয়েছে একারণ যে, তাঁর রহ আল্লাহ তাআলা সরাসরি সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্য 'কুন' শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করার অবস্থাটা কেমন ছিল এটা মানব-বুদ্ধির উর্ধ্বের বিষয়। এমনিভাবে তাঁর রহ সরাসরি কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাও আমাদের বুদ্ধির অতীত। এসব বিষয় 'মৃতকাশবিহাত'-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এর তত্ত্ব-তালাশের পেছনে পড়া নিষেধ, (যেহেতু এসব জিনিস মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়)। অনুরূপ এর মনগড়া তাবিল করে এর থেকে 'আল্লাহর পুত্র' থাকার ধারণা উঙ্গাবন করাও টেড়ে মেজাজের পরিচায়ক।

- 8 একাপ লোক প্রার্থনা করে), হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে যখন হিদায়াত দান করেছ তারপর আর আমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি করো না এবং একান্তভাবে নিজের পক্ষ হতে আমাদেরকে রহমত দান কর। নিশ্চয়ই তুমিই মহাদাতা। *
- 9 হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি সমস্ত মানুষকে এমন এক দিন একত্র করবে, যে দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদার বিপরীত করেন না। *
- 10 নিশ্চয়ই যারা কুফর অবলম্বন করেছে, আল্লাহর বিপরীতে তাদের সম্পদও তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও নয়। আর তারাই জাহানামের ইন্ধন। *
- 11 (তাদের অবস্থা) ফির 'আউন' ও তার পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থার মত। তারা আমার আয়াতসমূহ অবীকার করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের পাপাচারের কারণে পাকড়াও করেছিলেন। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন। *
- 12 যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদেরকে বলে দাও, আচিরেই তোমরা পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে একত্র করে জাহানামে নিয়ে ঘাওয়া হবে, আর তা অতি মন্দ ঠিকানা। *
 4. এর দ্বারা দুনিয়ায় কাফিরদের পরাস্ত হওয়ারও ভবিষ্যদ্বাণী করা হতে পারে এবং আখিয়াতের পরাজয়ও বোানো হতে পারে। (কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, বদর যুদ্ধে জয়লাভ করার পর নবী সালাম ইয়াহুদীদেরকে বলেছিলেন, তোমরা সত্ত কবুল করে নাও, নচেৎ তোমদের পরিগতিও কুরায়শদের মত হবে। উন্নরে তারা বলেছিল, অনভিজ্ঞ কুরায়শদের সাথে যুদ্ধ জিতে ধোঁকায় পড়ো না। আমাদের সাথে লড়লে টের পাবে, যুদ্ধ কাকে বলে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাইল হয়। এ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে বেশি দিন লাগেন। মঙ্গা বিজয়ের আগেই মদ্দিনার সবগুলো ইয়াহুদী গোত্রকে চরমভাবে পর্যুদ্ধ ও বিতাড়িত করা হয়। সবশেষে মঙ্গা বিজয় হলে সারা আরবে ইসলামের বিজয়-ডঙ্কা বেজে যায়। -অনুবাদক
- 13 তোমাদের জন্য সেই দুই দলের (ঘটনার) মধ্যে নির্দর্শন বয়েছে, যারা একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। (তাদের মধ্যে) একটি দল আল্লাহর পথে লড়াই করছিল এবং দ্বিতীয়টি ছিল কাফির। তারা নিজেদেরকে খোলা চোখে তাদের চেয়ে দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এর ভেতর চক্ষুশ্বানদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। *
- 14 মানুষের জন্য ওই সকল বস্তুর আসক্তিকে মনোরম করা হয়েছে, যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা মোতাবেক অর্থাৎ নারী, সন্তান, রাশিকৃত সোনা-রুপা, চিহ্নিত অশ্বরাজি, চতুর্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামার। এসব ইহ-জীবনের ভোগ-সামগ্ৰী। (কিন্তু) স্থায়ী পরিণামের সৌন্দর্য কেবল আল্লাহরই কাছে। *
- 15 বল, আমি কি তোমাদেরকে এসব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিসের সংবাদ দেব? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে এমন বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে এবং (তাদের জন্য আছে) পরিত্ব স্ত্রী ও আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তুষ্টি। আল্লাহ সকল বান্দাকে ভালোভাবে দেখছেন। *
- 16 যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা (তোমার প্রতি) ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদের পাপরাশি ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে জাহানামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। *

- 17 তারা ধৈর্ঘ্যশীল, সত্যবাদী, ইবাদতগোষার, (আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে) অর্থ ব্যয়কারী এবং সাহরীর সময় ক্ষমা প্রার্থনাকারী। ♦
- 18 আল্লাহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও জ্ঞানীগণও যে, তিনি ছাড়া কোন মারুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্ব জগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর ক্ষমতা পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ। ♦
- 19 নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দীন কেবল ইসলামই। তাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর কেবল পারস্পরিক বিদ্বেষবশত ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। আর যে-কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে (তার স্মরণ রাখা উচিত যে,) আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ♦
6. 'ইসলাম' শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ। আল্লাহপ্রদত্ত ধর্মকে এ নামে অভিহিত করার কারণ, এ ধর্মের অনুসারী ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার হাতে সমর্পণ করে ও তাঁর যাবতীয় আদেশ শিরোধার্য করে। সে কারণেই এর অনুসারীকে মুসলিম অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী বলে। এমনিতে তো সকল আসমানী ধর্মই ইসলাম। কিন্তু প্রাচীন ধর্মগুলোকে যেহেতু তাদের অনুসারীগণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেনি, বরং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তা বিকৃত করে ফেলেছে, অবশ্যে শেষ নবীর আবির্ভাবের পর তার শরীআত দ্বারা সেগুলোর অনেক বিধান রাহিতও হয়ে গেছে, তাই সেগুলো আর ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত থাকেনি। এখন ইসলাম হল সর্বশেষ নবী হ্যায়ত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.) কর্তৃক আনীত ও প্রচারিত দীন ও শরীআত, যা এক পরিপূর্ণ, সার্বজনীন ও কিয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ী ধর্ম। - অনুবাদক
- 20 তারপরও যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে বলে দাও, আমি তো নিজের চেহারাকে আল্লাহর অভিমুখী করেছি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর কিতাবীদেরকে এবং (আরবের মুশরিক) নিরক্ষরদেরকে বলে দাও, তোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করলে? যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে হিদায়াত পেয়ে গেল, আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার দায়িত্ব কেবল বাত্তা পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ বান্দাদের সম্যক দেখছেন। ♦
- 21 যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ইনসাফের নির্দেশ দেয় তাদেরকেও হত্যা করে, তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তির 'সুসংবাদ' দাও। ♦
- 22 এরাই তারা, দুনিয়া ও আধিকারে যাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে, আর তাদের কোনও সাহায্যকারী লাভ হবে না। ♦
- 23 তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হয়, যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়। তথাপি তাদের একদল উপেক্ষার সাথে (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। ♦
- 24 তা এ কারণে যে, তারা বলে থাকে, আগুন কখনই আমাদেরকে দিন কর্তকের বেশি স্পর্শ করবে না। আর তারা যেসব মিথ্যা উত্তোলন করেছে, তাই তাদেরকে তাদের দীন সম্পর্কে ঝোঁকায় ফেলেছে। ♦
- 25 কিন্তু তখন (তাদের) কী অবস্থা হবে, যখন আমি তাদেরকে এমন এক দিন (-এর সম্মুখীন করা)-এর জন্য একত্র করব, যার আগমনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর প্রত্যেককে সে যা-কিছু অর্জন করেছে তা পুরোপুরি দেওয়া হবে এবং কারও প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। ♦
7. অর্থাৎ তারা কোন অন্ধকারে নিমজ্জিত আছে, সেদিন টের পাবে। সেদিন হাশরের মাঠে আগের-পরের সমস্ত মানুষ এমনকি নিজ নবীগণেরও সামনে লাঞ্ছিত হতে হবে। তাদেরকে তাদের প্রতিটি কাজের প্রতিফল দিয়ে দেওয়া হবে। সেদিন কাফফারার বিশ্বাসও কোন কাজ দেবে না এবং বংশ-গৌরের কিংবা অন্য কোন মনগতা আকীদা-বিশ্বাসও না। -অনুবাদক, তাফসীরে উচ্চারণ থেকে
- 26 বল, হে আল্লাহ! সার্বভৌম শক্তির মালিক! তুমি যাকে চাও ক্ষমতা দান কর, আর যার থেকে চাও ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত কর। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। ♦
8. খন্দকের যন্ত্রকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, রোম ও ইরান সাম্রাজ্য মুসলিমদের করতলগত হবে। কাফিরগণ এটা শুনে ঠাট্টা করতে লাগল যে, নিজেদের রক্ষা করার জন্য যাদের গর্ত (পরিষ্কা) খুড়তে হচ্ছে এবং না খেয়ে যারা দিন কাটাচ্ছে তারা কিনা দাবী করছে, রোম ও ইরান জয় করে ফেলবে। তখন এ আয়াত নায়িল হয়। এতে মুসলিমদেরকে এ দু'আ শিখান্দানের মাধ্যমে এক সৃষ্টি পন্থায় তাদের ঠাট্টার জবাব দেওয়া হয়েছে।
- 27 তুমই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করাও। তুমই নিষ্প্রাণ বস্তু হতে প্রাণবান বস্তু বের কর এবং প্রাণবান থেকে নিষ্প্রাণ বস্তু বের কর, আর যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয়ক দান কর। ♦

৭. শীতকালে দিন ছোট হয়। তখন গ্রীষ্মকালীন দিনের কিছু অংশ রাত হয়ে যায়। আবার গ্রীষ্মকালে দিন বড় হলে শীতকালীন রাতের কিছু অংশ দিনের মধ্যে চুকে যায়। আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে।

১০. উদাহরণত নিষ্প্রাণ ডিম থেকে প্রাণবান বাচ্চা বের হয় এবং প্রাণবান পাখীর ভেতর থেকে নিষ্প্রাণ ডিম বের হয়।

২৮ মুমিনগণ যেন মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে (নিজেদের) মিত্র না বানায়। যে একাপ করবে আল্লাহর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। তবে তাদের (জুলুম) থেকে বাঁচার জন্য যদি আত্মরক্ষামূলক কোনও পদ্ধা অবলম্বন কর, ১১ সেটা ভিন্ন কথা। আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ (শান্তি) সম্পর্কে সাবধান করছেন আর তাঁরই দিকে (সকলকে) ঝিরে যেতে হবে। ♦

১১. (বহুবচনে)-ولِيَّا-এর অর্থ করা হয়েছে 'মিত্র ও সাহায্যকারী'। ওলী বা মিত্র বানানোকে 'মুওয়ালাত'-ও বলা হয়। এর দ্বারা এমন বন্ধুত্ব ও আন্তরিক ভালোবাসাকে বোঝানো হয়, যার ফলে দুজন লোকের জীবনের লক্ষ্য ও লাভ-লোকসান অভিন্ন হয়ে যায়। মুসলিমদের এ জাতীয় সম্পর্ক কেবল মুসলিমদের সাথেই হতে পারে। অমুসলিমদের সাথে একাপ সম্পর্ক স্থাপন কঠিন পাপ।
এ আয়াতে কঠোরভাবে তা নিষেধ করা হয়েছে। এই একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সূরা নিসা (৪ : ১৩৯, ১৪১), সূরা তাওবা (৯ : ২৩), সূরা মুজাদালা (৫৮ : ২২) ও সূরা মুমতাহিনায় (৬০ : ১)। অবশ্য যে অমুসলিম যুদ্ধারত নয়, তার সাথে সদাচরণ, সৌজন্যমূলক ব্যবহার ও তার কল্যাণ কামনা করা কেবল জায়েষই নয়, বরং এটাই কাম্য। যেমন কুরআন মাজীদেই সূরা মুমতাহিনায় (৬০ : ৮) পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। গোটা জীবনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতি এটাই ছিল যে, একাপ লোকদের সাথে তিনি সর্বদা সদয় আচরণ করেছেন। এমনভাবে অমুসলিমদের সাথে এমন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতামূলক চুক্তি বা ব্যবসায়িক কারবারও করা যেতে পারে, যাকে অধৃন্য পরিভাষায় 'মেঢ়ী চুক্তি' বলে। শর্ত হচ্ছে এরপ চুক্তি ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থবিশেষ হতে পারবে না এবং তাতে শরীয়তের পরিপন্থী কোন কর্মপদ্ধাৎ অবলম্বন করা যাবে না। খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরে সাহবায়ে কিরাম এরাপ কারবার ও চুক্তি সম্পাদন করেছেন। কুরআন মাজীদ অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকে নিষেধ করে দেওয়ার পর যে ইরশাদ করেছে, 'তবে তাদের (জুলুম) থেকে বাঁচার জন্য আত্মরক্ষামূলক কোন পদ্ধা অবলম্বন করলে সেটা ভিন্ন কথা। এর অর্থ কাফিরদের জুলুম ও নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যদি এমন কোন পদ্ধা অবলম্বন করতে হয়, যা দ্বারা বাহ্যত মনে হয় তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা হয়েছে, তবে তা করার অবকাশ আছে।

২৯ (হে রাসূল! মানুষকে) বলে দাও, তোমাদের অন্তরে যা-কিছু আছে, তোমরা তা গোপন রাখ বা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন এবং তিনি জানেন যা-কিছু আকাশমণ্ডল ও ঘৰীনে আছে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ♦

৩০ (সেই দিনকে স্মরণ রেখ), যে দিন প্রত্যেকে যে যে ভালো কাজ করেছে তা সামনে উপস্থিত পাবে এবং যে মন্দ কাজ করেছে (তাও নিজের সামনে উপস্থিত দেখে) আকাঙ্ক্ষা করবে, তার ও সেই মন্দ কাজের মধ্যে যদি অনেক দূরের ব্যবধান থাকত! আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ (শান্তি) সম্পর্কে সাবধান করছেন। আর আল্লাহ নিজ বান্দাদের প্রতি অতি মমতাবান। ♦

৩১ (হে নবী! মানুষকে) বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১২ ♦

১২. ইবনে কাহীর (রহ.) বলেন, এ আয়াত প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে বলে দাবি করে, অর্থ সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা মত চলে না, সে ভালোবাসার মিথ্যক দাবিদার। তার দাবি সত্য হবে তখনই, যখন সে তার যাবতীয় কথা ও কাজে মুহাম্মাদী শরীআতের অনুসারী হবে (-অনুবাদক, তাফসীরে ইবনে কাহীর থেকে)। একই কথা তাদের জন্যও প্রযোজ্য, যারা নবীপ্রেমের দাবি করে, অর্থ তাঁর শরীআত ও সুন্নতের সাথে তাদের জীবনের কোন মিল পরিলক্ষিত হয় না। -অনুবাদক

৩২ বলে দাও, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। তারপরও যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না। ♦

৩৩ আল্লাহ আদম, নুহ, ইবরাহীমের বংশধরগণ ও ইমরানের বংশধরগণকে সমস্ত জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ♦

৩৪ এরা এমন বংশধর, যার সদস্যগণ (সৎকর্ম ও ইখলাসে) একে অন্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। ১৩ আর আল্লাহ (প্রত্যেকের কথা) শোনেন এবং (সবকিছু) জানেন। ♦

১৩. আয়াতের এ তরজমা করা হয়েছে কাতাদা (রায়ি)-এর তাফসীরের উপর ভিত্তি করে (দেখুন রহুল মাআনী, তয় খণ্ড, ১৭৬)। প্রকাশ থাকে যে, ইমরান যেমন হযরত মুসা আলাইহিস সালামের পিতার নাম ছিল, তেমনি হযরত মারয়াম আলাইহাস সালামেরও পিতার নাম। উভয় ইমরানের মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান। যামাখশারী বলেন, এক হাজার আটশ' বছর) এছলে ইমরান দ্বারা উভয়ের যে কোনও একজনকে বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু সামনে যেহেতু মারয়াম আলাইহাস সালামের ঘটনা আসছে, তাই এটাই বেশি পরিষ্কার যে, এছলে ইমরান বলতে হযরত মারয়াম আলাইহাস সালামের পিতাকে বোঝানোই উদ্দেশ্য।

৩৫ (সুতরাং দুআ শ্রবণ-সংক্রান্ত সেই ঘটনা স্মরণ কর) যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যে শিশু আছে, তাকে সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। ১৪ সুতরাং তুমি আমার পক্ষ হতে তা করুল কর।

নিশ্চয়ই তুমি (সকল কিছু) শোন ও (সকল বিষয়ে) জান। ❖

14. অর্থাৎ যে পার্থিব সকল কাজকর্ম হতে মুক্ত থেকে কেবল তোমার ইবাদত-বন্দেগী ও ইবাদতখানা (বায়তুল-মুকাদ্দাস)-এর সেবায় নিয়োজিত থাকবে। -অনুবাদক

36 অতঃপর যখন তার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল তখন সে (আক্ষেপ করে) বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি যে কন্যা সন্তান জন্ম দিলাম! ১৫ অথচ আল্লাহ ভালো করেই জানেন, তার কী জন্ম নিয়েছে। আর ‘ছেলে তো মেয়ের মত হয় না’। ১৬ আমি তার নাম রাখলাম মারয়াম এবং তাকে ও তার বংশধরগণকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজতের জন্য তোমার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম। ❖

15. তাঁর এ আক্ষেপের কারণ, তিনি যে কাজের জন্য মানত করেছিলেন, তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী কন্যা সন্তানকে সেজন্য গ্রহণ করা হত না। -অনুবাদক

16. ‘অথচ আল্লাহ জানেন’ থেকে ‘মেয়ের মত হয় না’ কথাটুকু হয়রত মারয়ামের মাঝের নয়। বরং আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা তাকে সান্তান দিচ্ছেন যে, কী পুণ্যবতী সন্তান সে জন্ম দিয়েছে তা সে জানে না। তা আল্লাহই জানেন। সে যে পুত্র সন্তান কামনা করেছিল, তা এই মেয়ের সমতুল্য কিছুতেই নয়। সে নিজেও এক অসাধারণ ভাগ্যবতী ও মহিমাময়ী নারী, সেই সঙ্গে তার সন্তান নিহিত আছে এক মহান নবীর অস্তিত্ব, যার জন্ম হবে কুদরতের এক অভূতপূর্ব নির্দর্শন।

37 সুতরাং তার প্রতিপালক তাকে (মারয়ামকে) উত্তমভাবে কবুল করলেন এবং তাকে উৎকৃষ্ট পন্থায় প্রতিপালন করলেন। আর যাকারিয়া তার তত্ত্বাবধায়ক হল। ১৭ যখনই যাকারিয়া তার কাছে তার ইবাদতখানায় যেত, তার কাছে কোন রিয়ক পেত। সে জিজেস করল, মারয়াম! তোমার কাছে এসব জিনিস কোথা থেকে আসে? সে বলল, এটা আল্লাহর নিকট থেকে। আল্লাহ যাকে চান অপরিমিত রিয়ক দান করেন। ❖

17. হয়রত ইমরান ছিলেন বায়তুল মুকাদ্দাসের ইমাম। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল হান্না। তাঁর কোন ছেলে-মেয়ে ছিল না। তাই তিনি মানত করেছিলেন, তাঁর কোন সন্তান হলে তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেড়েত করার জন্য উৎসর্গ করবেন। অতঃপর হয়রত মারয়ামের জন্ম হল, কিন্তু তাঁর জন্মের আগেই তাঁর পিতার ইস্তিকাল হয়ে যায়। হয়রত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন হান্নার ভাগ্নিপতি এবং মারয়ামের খালু। হয়রত মারয়ামের তত্ত্বাবধান করার অধিকার কে পাবে তার মীমাংসার্থে যখন লটারি করা হয়, তখন সে লটারিতে হয়রত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের নাম উঠল। এ সুরাতেই সামনে ৪৪নং আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

38 এ সময় যাকারিয়া স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দু'আ করল। বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট হতে কোন পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি দু'আ শ্রবণকারী। ১৮ ❖

18. আল্লাহ তাআলার কুদরতে হয়রত মারয়াম আলাইহিস সালামের নিকট অসময়ের ফল আসত। হয়রত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম যখন এটা দেখলেন তখন তাঁর খেয়াল হল যে, যেই আল্লাহ মারয়ামকে অসময়ে ফল দিয়ে থাকেন, তিনি আমাকে এ বৃদ্ধ বয়সে সন্তানও দান করতে পারেন। এ কথা খেয়াল হতেই তিনি আয়াতে বর্ণিত দু'আটি করলেন।

39 সুতরাং (একদা) যাকারিয়া যখন ইবাদতখানায় সালাত আদায় করছিলেন, তখন ফিরিশতাগণ তাঁকে ডাক দিয়ে বলল, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া (-এর জন্ম) সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন, (যিনি জন্মগ্রহণ করবেন) আল্লাহর এক কালিমার সমর্থকরণে, ১৯ যিনি হবেন মানুষের নেতা, জিতেন্দ্রিয়, ২০ এবং পুণ্যবানদের অস্তর্ভুক্ত একজন নবী। ❖

19. ‘আল্লাহর কালিমা’ দ্বারা হয়রত ঈসা আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে, যেমন এ সুব্রাহ্মণ্যে শুরুতে স্পষ্ট করা হয়েছে। তাঁকে আল্লাহর কালিমা বলা হয় এ কারণে যে, তিনি বিনা পিতায় কেবল আল্লাহ তাআলার ‘কুন’ (হও) কালিমা (শব্দ) দ্বারা সৃষ্টি। হয়রত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল তাঁর আগে। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম তাঁর আগমনের তাসদীক করেছিলেন।

20. আয়াতে হয়রত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের বিশেষ গুণ বলা হয়েছে যে, তিনি জিতেন্দ্রিয় হবেন; প্রবৃত্তির চাহিদাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে রাখবেন। যদিও এ বৈশিষ্ট্য আল্লায় নবীদের মধ্যেও পাওয়া যায়, তথাপি বিশেষভাবে তাঁকে এ গুণের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলার ইবাদতে অত্যধিক পরিমাণে মশগুল থাকার কারণে তাঁর বিবাহের প্রতি আগ্রহই সৃষ্টি হতে পারেন। সাধারণ অবস্থায় বিবাহ করা সুন্মত বটে এবং তার প্রতি উৎসাহও প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু হয়রত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের মত কেউ যদি নিজ ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত রাখতে সক্ষম হয়, তবে তার জন্য অবিবাহিত জীবন যাপন করা জায়ে এবং তা মাকরহও নয়।

40 যাকারিয়া বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র সন্তান জন্ম নেবে কিভাবে, যখন আমার বার্ধক্য এসে পড়েছে এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্য? ২১ আল্লাহ বললেন, এভাবেই। আল্লাহ যা চান করেন। ❖

21. যেহেতু হয়রত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম নিজেই সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন, তাই তাঁর এ জিজ্ঞাসা কোনও রকমের অবিশ্বাসের কারণে ছিল না; বরং এক অস্বাভাবিক নিয়মতের সংবাদ শুনে কৌতুহল প্রকাশ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এটাও কৃতজ্ঞতার এক ধরন। তাছাড়া তাঁর এ জিজ্ঞাসার মর্ম এটাও হতে পারে যে, আমার পুত্র সন্তান কি আমার এ বার্ধক্য অবস্থায়ই হবে, নাকি আমার যৌবন ফিরিয়ে

দেওয়া হবে? আল্লাহ তাআলা উত্তরে জানিয়ে দিলেন, এভাবেই। অর্থাৎ তোমার এ বৃক্ষ আবস্থায়ই পুত্র সন্তান জন্ম নেবে।

- 41 সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কোন নির্দশন স্থির করে দিন। আল্লাহ বললেন, তোমার নির্দশন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ব্যক্তিরেকে কোনও কথা বলতে পারবে না।^{২২} এবং তুমি স্বীয় প্রতিপালকের অধিক পরিমাণে যিকির করতে থাক, আর তার তাসবীহ পাঠ কর বিকাল বেলায় ও উষাকালে। ♦

22. হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমাকে এমন কোন আলামত বলে দিন, যা দ্বারা আমি গর্ভ ধারণের বিষয়টি বুবতে পারব, যাতে আমি শুকর আদায়ে মশগুল হতে পারি। আল্লাহ তাআলা আলামত বলে দিলেন যে, তোমার স্ত্রীর যখন গর্ভ সঞ্চার হবে তখন তোমার ভেতর এক অঙ্গাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হবে, যদরুণ তুমি আল্লাহ তাআলার যিকির ও তাসবীহ ছাড়া কোনও রকমের কথাবার্তা বলতে পারবে না। কোন কথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে তা কেবল ইশারাতেই বলতে হবে।

- 42 এবং (এবার সেই সময়কার বিবরণ শোন) যখন ফিরিশতাগণ বলেছিল, হে মারয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে বেছে নিয়েছেন, তোমাকে পবিত্রতা দান করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীর মধ্যে তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ♦

- 43 হে মারয়াম! তুমি নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে মশগুল থাক এবং সিজদা কর ও রুকুকরীদের সাথে রুকুও কর। ♦

- 44 (হে নবী!) এসব অদৃশ্যের সংবাদ, যা গুহীর মাধ্যমে তোমাকে দিচ্ছি। তখন তুমি তাদের কাছে ছিলে না, যখন কে মারয়ামের তত্ত্বাবধান করবে (এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য) তারা নিজ-নিজ কলম নিক্ষেপ করছিল।^{২৩} এবং তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলে না, যখন তারা (এ বিষয়ে) একে অন্যের সাথে বাদানুবাদ করছিল। ♦

23. পূর্বে ৩৭ নং আয়তে বলা হয়েছে যে, হযরত মারয়াম আলাইহাস সালামের পিতার মৃত্যুর পর তার লালন-পালনের ভার গ্রহণ সম্পর্কে বিবেচনা দেখা দিয়েছিল এবং তার মীমাংসা করা হয়েছিল লটারির মাধ্যমে। সে কালে লটারি করা হত কলমের মাধ্যমে। তাই এস্তে কলম নিক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (প্রত্যেকে নিজ-নিজ কলম, যা দ্বারা তাওরাত লেখা হত, পানিতে নিক্ষেপ করল। যার কলম স্নোতে ভেসে যাবে না, বরং উল্টোদিকে চলবে, সেই লটারি জিতেছে বলে ধরে নেওয়া হবে। দেখা গেল, সকলের কলম ভেসে গেছে, কিন্তু হযরত যাকারিয়া (আ.)-এরটি ন্য। এভাবে তিনি হযরত মারয়ামের তত্ত্বাবধান করার অধিকার লাভ করলেন। -অনুবাদক)

- 45 (সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর) যখন ফিরিশতাগণ বলেছিল, হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে নিজের এক কালিমার (জন্মগ্রহণের) সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হবে মাসীহ ঈসা ইবনে মারয়াম,^{২৪} যে দুনিয়া ও আখ্যরিত উভয় স্থানে মর্যাদাবান হবে এবং (আল্লাহর) নিকটতম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ♦

24. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে 'আল্লাহর কালিমা' বলার 'কারণ' পূর্বে ১৯ নং টীকায় বলা হয়েছে।

- 46 এবং সে দোলনায়ও মানুষের সাথে কথা বলবে^{২৫} এবং পূর্ণ বয়সেও, আর সে হবে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। ♦

25. হযরত মারয়াম আলাইহাস সালামের চারিত্রিক পবিত্রতা স্পষ্ট করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে অলোকিকভাবে সেই সময় কথা বলার শক্তি দান করেছিলেন, যখন তিনি ছিলেন দুধের শিশু। সুরা মারয়ামের (১৯ : ২৯-৩৩)নং আয়তে এটা বর্ণিত হয়েছে।

- 47 মারয়াম বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার কিভাবে পুত্র জন্ম নেবে, যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি? আল্লাহ বললেন, এভাবেই আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার জন্য কেবল বলেন, 'হয়ে যাও'। ফলে তা হয়ে যায়। ♦

- 48 এবং তিনি (আল্লাহ) তাঁকে (অর্থাৎ ঈসা ইবনে মারয়ামকে) কিতাব ও হিকমত এবং তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দান করবেন। ♦

- 49 এবং তাঁকে বনী ইসরাইলের নিকট রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন। (সে মানুষকে বলবে), আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে নির্দশন নিয়ে এসেছি, (আর সে নির্দশন এই) যে, আমি তোমাদের সামনে কাদা দ্বারা এক পাখির আকৃতি তৈরি করব, তারপর তাতে ফু দেব, ফলে তা আল্লাহর হৃকুমে পাখি হয়ে যাবে এবং আমি আল্লাহর হৃকুমে জন্মান্ব ও কৃষ্ণ রোগীকে নিরাময় করে দেব, মৃতদেরকে জীবিত করব আল্লাহর হৃকুমে এবং তোমরা নিজ গৃহে যা খাও কিংবা মণ্ডুদ কর, তা সব তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।^{২৬} তোমরা মুমিন হয়ে থাকলে এসব বিষয়ের মধ্যে তোমাদের জন্য (যথেষ্ট) নির্দশন রয়েছে। ♦

26. এগুলো ছিল মুজিয়া, যা আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর নবুওয়াতের নির্দশনব্রহ্মণ দান করেছিলেন এবং তিনি এগুলো করে দেখিয়েছিলেন। (এর প্রত্যেকটিতেই তিনি মাধ্যম মাত্র, প্রকৃত কর্তা আল্লাহ তাআলাই, যে কারণে তিনি প্রত্যেকটি কাজে بِذِنِ اللّٰهِ (আল্লাহর হৃকুম) কথাটি যোগ করে দিয়েছেন, যাতে কেউ তার প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপ করে শিরকে লিপ্ত না হয়ে পড়ে, যেমনটা সেন্ট

পৌলের অনুসারী বর্তমান খৃষ্টান সম্প্রদায় হয়ে পড়েছে। -অনুবাদক)

৫০ এবং আমার পূর্বে কিতাব এসেছে অর্থাৎ তাওরাত, আমি তার সমর্থনকারী এবং (আমাকে এজন্য পাঠানো হয়েছে) যাতে তোমাদের প্রতি যা হারাম করা হয়েছে, তন্মধ্যে কিছু জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করি ২৭ এবং আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নির্দশন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান। ♦

27. হযরত মুসা আলাইহিস সালামের শরীয়তে বনী ইসরাইলের প্রতি কিছু জিনিস, যেমন উটের গোশত, চর্বি, কোন কোন মাছ ও কয়েক প্রকার পাখি হারাম করা হয়েছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শরীয়তে সেগুলোকে হালাল করে দেওয়া হয়।

৫১ নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমারদেরও প্রতিপালক। এটাই সরল পথ (যে,) তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে। ♦

৫২ অতঃপর ঈসা যখন উপলক্ষ্মি করল তাদের কুফর, তখন সে (তার অনুসারীদেরকে) বলল, ‘কে কে আছে, যারা আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হবে?’ হাওয়ারীগণ ২৮ বলল, আমরা আল্লাহর (দীনের) সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা অনুগত। ২৯ ♦

28. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাহায্যদেরকে হাওয়ারী বলা হয়।

29. তিনি যখন বুঝে ফেললেন, ইয়াহুদীরা তাঁর দীন কবুল না করে কুফরীতেই আটল থাকবে এবং তাঁর সাথে শক্রতাই করে যাবে, তখন তাঁর জিজ্ঞাসার জবাবে হাওয়ারীগণ দীনের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারকার্যে তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। -অনুবাদক

৫৩ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যা-কিছু নায়িল করেছেন আমরা তাতে ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে সেই সকল লোকের মধ্যে লিখে নিন, যারা (সত্যের) সাক্ষ্যদাতা। ♦

৫৪ আর কাফিরগণ (ঈসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে) গুপ্ত কৌশল অবলম্বন করল ৩০ এবং আল্লাহও গুপ্ত কৌশল করলেন। বস্তু আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশলী। ♦

30. তারা এই বলে ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে রাজার কান ভারী করল যে, সে একজন ধর্মদ্রোহী, সে তাওরাত কিতাবকে বদলাতে চায়। এক সময় সে সবাইকে বেদীন বানিয়ে ছাড়বে। শেষে রাজা তাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিল। তাদের এ ষড়যন্ত্রের বিপরীতে আল্লাহ তাঁরালা যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, পরের আয়তে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। -অনুবাদক

৫৫ (তাঁর কৌশল সেই সময় প্রকাশ পেল) যখন আল্লাহ বলেছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে (সহি-সালামতে) ফেরত নিয়ে নেব, ৩১ তোমাকে নিজের কাছে তুলে নেব এবং যারা কুফরী অবলম্বন করেছে তাদের (উৎপীড়ন) থেকে তোমাকে মুক্ত করব, আর যারা তোমার অনুসরণ করেছে তাদেরকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সেই সকল লোকের উপর প্রবল রাখব, যারা (তোমাকে) অঙ্গীকার করেছে। ৩২ তারপর তোমাদের সকলকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করব, যা নিয়ে তোমরা বিবেচনা করতে। ♦

31. শক্রগণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলে চড়ানোর ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাঁরালা তাঁকে আসমানে তুলে নেন এবং যারা তাঁকে গ্রেফতার করতে এসেছিল তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে তাঁর সদৃশ বানিয়ে দেন। শক্রগণ হযরত ঈসা মানে করে তাকেই শূলে চড়ায়। আয়তের যে তরজমা করা হয়েছে তার ভিত্তি মতোযীক-তাঁর আভিধানিক অর্থের উপর। মুফাসিসিরদের একটি বড় দল এছলে এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। শব্দটির আরও একটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যা হযরত ইবনে আবুআস (রায়ি) থেকেও বর্ণিত আছে। তার জন্য দেখুন মাআরিফুল কুরআন ২য় খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা।

32. অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে যারা স্বীকার করে (তা সঠিকভাবে স্বীকার করুক, যেমন মুসলিম সম্প্রদায় অথবা ভ্রান্তভাবে স্বীকার করুক, যেমন খ্রিস্টান সম্প্রদায়), তাদেরকে আমি তার বিরুদ্ধাবাদীদের উপর সর্বদা প্রবল রাখব। সুতরাং ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় যে, সর্বদা এমনই হয়েছে। হাঁ সুন্দীর্ঘ শত-শত বছরের ইতিহাসে স্বল্পকালের জন্য যদি তাঁর বিরুদ্ধাবাদীদেরকে ক্ষেত্রবিশেষে প্রবল দেখা যায়, তবে এটা সে সাধারণ রীতির পরিপন্থী নয়।

৫৬ সুতরাং যারা কুফরী অবলম্বন করেছে তাদেরকে তো আমি দুনিয়া ও আধিবাতে কঠিন শাস্তি দেব এবং তাদের কোনও রকমের সাহায্যকারী লাভ হবে না। ♦

৫৭ আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে আল্লাহ তাদের পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন। আল্লাহ জালিমদেরকে ভালোবাসেন না। ♦

- 58 (হে নবী!) এসব এমন আয়াত ও সারগর্ভ উপদেশ, যা আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। *
- 59 আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মত। আল্লাহ তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেন, তারপর তাকে বলেন, ‘হয়ে যাও’। ফলে সে হয়ে যায়। ৩৩ *
33. খ্রিস্টানদের দাবি ছিল পিতা ছাড়া সন্তান হতে পারে না, কাজেই হযরত ঈসা (আ.)-এর যখন কোন মানব-পিতা নেই, তখন আল্লাহ তা'আলাই তার পিতা এবং তিনি আল্লাহর পুত্র। এ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.)-এর তো পিতা-মাতা কিছুই ছিল না। পিতা-মাতা উভয় ছাড়াই যদি মানুষ হতে পারে, তবে পিতা ছাড়া কেবল ‘মাতা’ দ্বারা হতে পারবে না কেন? পিতা ছাড়া হওয়াতে যদি হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলতে হয়, তবে আদমকে তো আরও বেশি করে আল্লাহর পুত্র বলা উচিত। কিন্তু তাকে তো কেউ তা বলছে না। বরং সকলে তাঁকে আল্লাহর বান্দাই বলছে। সুতরাং কেবল পিতাবিহীন হওয়ায় হযরত ঈসা (আ.)-কেও আল্লাহর পুত্র বলার প্রশ্ন আসে না। তিনিও আল্লাহ তা'আলার এক বান্দা মাত্র।
- 60 সত্য সেটাই, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। *
- 61 তোমার কাছে (হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে) যে প্রকৃত জ্ঞান এসেছে, তারপরও যারা এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়, (তাদেরকে) বলে দাও, এসো, আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে, আমরা আমাদের নারীদেরকে এবং তোমার তোমাদের নারীদেরকে, আর আমাদের নিজ লোকদেরকে এবং তোমাদের নিজ লোকদেরকে, তারপর আমরা সকলে মিলে (আল্লাহর সামনে) কারুতি-মিনতি করি এবং যারা মিথ্যাবাদী, তাদের প্রতি আল্লাহর লানত পাঠাই। ৩৪ *
34. এ কাজকে ‘মুবাহলা’ বলে। তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে কোনও এক পক্ষ যদি দলীল-প্রমাণ না মেনে হঠকারিতা প্রদর্শন করে, তবে সর্বশেষ পস্ত্র হচ্ছে তাকে মুবাহলার জন্য ডাকা। তাতে উভয় পক্ষ আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করবে যে, আমাদের মধ্যে যারাই মিথ্যা ও বিভ্রান্তির মধ্যে আছে তারাই যেন ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন এ সূরার শুরুতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাজরানের এক খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিল। তারা তাঁর সঙ্গে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলে কুরআন মাজীদের পক্ষ হতে তার সন্তোষজনক জবাব দেওয়া হয়, যেমন পূর্বের আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু এসব সুস্পষ্ট প্রমাণ হাতে পাওয়া সত্ত্বেও যখন তারা তাদের গোমরাহিতে অট্টল থাকল, তখন আলোচ্য আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছরুক দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন তাদেরকে মুবাহলার জন্য ডাকেন। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মুবাহলার জন্য ডাকলেন এবং নিজেও সেজন্য প্রস্তুত হয়ে আহলে বায়তকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন, কিন্তু খ্রিস্টান প্রতিনিধিরা মুবাহলা করতে সাহস করল না। তারা পশ্চাদপসরণ করল।
- 62 নিশ্চয়ই এটাই (ঘটনাবলীর) প্রকৃত বর্ণনা। আল্লাহ ছাড়া কোনও মাঝে নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। *
- 63 তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোভাবেই জানেন। *
- 64 (ইয়াহুদী ও নাসারাদের) বলে দাও যে, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথার দিকে এসে যাও, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই রকম। (আর তা এই যে,) আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না। তাঁর সঙ্গে কোনও কিছুকে শরীক করব না এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে ‘রব’ বানাব না। তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম। *
- 65 হে আহলে কিতাব! তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে কেন বিতর্ক করছ, অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তাঁর পরে নায়িল হয়েছে। তোমরা কি (এতটুকুও) বোব না? *
- 66 দেখ, তোমরাই তো তারা, যারা এমন বিষয়ে বিতর্ক করেছ, যে বিষয়ে কিছু না কিছু জ্ঞান তোমাদের ছিল। ৩৫ এবার এমন সব বিষয়ে কেন বিতর্ক করছ, যে সম্পর্কে তোমাদের মোটেই জ্ঞান নেই। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। *
35. ইয়াহুদীরা বলত, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইয়াহুদী ছিলেন এবং খ্রিস্টানগণ বলত, তিনি ছিলেন খ্রিস্টান। কুরআন মাজীদ প্রথমত বলছে, এ সম্প্রদায় দু'টোর অন্তিম হয়ে তাওরাত ও ইনজীল নায়িল হওয়ার পর, যার বহু আগেই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম গত হয়েছিলেন। কাজেই তাঁকে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান বলাটা চরম নির্বাচিত। অতঃপর কুরআন মাজীদ বলছে, তোমাদের যেসব দলীলের ভেতর কিছু না কিছু সত্যতা নিহিত ছিল তাই যখন তোমাদের দাবীসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এসব ভিত্তিহীন ও মূর্খতাসূলভ কথা কিভাবে তোমাদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে? উদাহরণত তোমরা জানতে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বিনা বাপে জন্ম নিয়েছেন, আর এর ভিত্তিতে তোমরা তাঁর ঈশ্বর হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করেছ ও বিতর্কে লিপ্ত হয়েছ, কিন্তু তোমরা তাতে সফল হওনি। কেননা বিনা পিতায় জন্ম নেওয়াটা কারও ঈশ্বর হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। হযরত আদম আলাইহিস সালাম তো পিতা ও মাতা নাউভয় ছাড়াই পয়দা হয়েছিলেন। অথচ তোমরাও তাকে ঈশ্বরের বা ঈশ্বরের পুত্র মনে কর না। এ অবস্থায় কেবল পিতা ছাড়া জন্ম নেওয়াটা কিভাবে ঈশ্বর হওয়ার প্রমাণ হতে পারে? তো তোমাদের যে প্রমাণের ভিত্তি সত্য ঘটনার উপর তাই যখন কেন কাজে আসেনি, তখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম খ্রিস্টান বা ইয়াহুদী ছিলেন এই নিরেট মূর্খতাসূলভ কথা তোমাদের জন্য কী সুফল বয়ে আনতে পারে?

- 67 ইবরাহীম ইয়াহুদীও ছিল না এবং খ্রিস্টানও নয়। বরং সে তো একনিষ্ঠ মুসলিম ছিল। সে কখনও শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। *
- 68 ইবরাহীমের সাথে ঘনিষ্ঠতর সর্বাপেক্ষা বেশি হকদার লোক তারা, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবী (অর্থাৎ শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সেই সকল লোক, যারা ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। *
- 69 (হে মুমিনগণ!) কিতাবীদের একটি দল তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চায়, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করছে না, যদিও তাদের সে উপলক্ষ্মী নেই। *
- 70 হে আহলে কিতাব! তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ কেন অঙ্গীকার করছ, যখন তোমরা নিজেরাই সাক্ষী (যে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে অবর্তীণ)? ৩৬ *
36. এস্থলে আয়াত দ্বারা তাওরাত ও ইনজীলের সেই সব আয়াত বোঝানো উদ্দেশ্য, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এক দিকে তো তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ তাওরাত ও ইনজীল আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবর্তীণ, অপর দিকে তাতে যার রাসূল হয়ে আসার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে অঙ্গীকার করছ, যা তাওরাত ও ইনজীলের আয়াতসমূহকে অঙ্গীকার করারই নামান্তর।
- 71 হে আহলে কিতাব! তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে কেন গোলাচ্ছ? এবং জেনে শুনে কেন সত্য গোপন করছ? *
- 72 আহলে কিতাবের একটি দল (একে অন্যকে) বলে, মুসলিমদের প্রতি যে কিতাব নাখিল হয়েছে, দিনের শুরু দিকে তো তাতে ঈমান আনবে আর দিনের শেষাংশে তা অঙ্গীকার করবে। হয়ত এভাবে মুসলিমগণ (-ও তাদের দীন থেকে) ফিরে যাবে। ৩৭ *
37. একদল ইয়াহুদী মুসলিমদেরকে ইসলাম হতে ফেরানোর লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক সকাল বেলা ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেবে। তারপর সন্ধ্যা বেলা এই বলে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে যে, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাছ থেকে দেখে নিয়েছি। আসলে তিনি সেই নবী নন, তাওরাতে যার সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল, এতে করে কিছু মুসলিম এই ভেবে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে যে, ইয়াহুদীরা তো তাওরাতের আলেম। তারা যখন ইসলামে দাখিল হওয়ার পরও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, তখন তাদের এ কথার অবশ্যই গুরুত্ব আছে।
- 73 আর যারা তোমাদের দীনের অনুসারী, তাদের ছাড়া অন্য কাউকে আন্তরিকভাবে মানবে না। আপনি (তাদের) বলে দিন, আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত। (তোমরা এসব করছ কেবল এই জিদের বশবর্তীতে যে), তোমাদেরকে যে জিনিস (নবুওয়াত ও আসমানী কিতাব) দেওয়া হয়েছিল, সে রকম জিনিস অন্য কেউ পাবে কেন? কিংবা তারা (মুসলিমগণ) তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে গেল কেন? আপনি বলে দিন, শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহরই হাতে। তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। *
- 74 তিনি নিজ রহমতের জন্য যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক। *
- 75 কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার কাছে তুমি সম্পদের একটা স্তুপও যদি আমানত রাখ, তবে সে তা তোমাকে ওয়াপস করবে। আবার তাদের মধ্যেই এমন লোকও আছে, যার কাছে একটি দীনারও আমানত রাখলে সে তোমাকে তা ফেরত দেবে না যদি না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাক। তাদের এ কর্মপন্থা এ কারণে যে, তারা বলে থাকে, উম্মীদের (অর্থাৎ অইয়াহুদী আরবদের) ব্যাপারে আমাদের থেকে কোন কৈফিয়ত নেওয়া হবে না। ৩৮ আর (এভাবে) জেনে শুনে তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যাচার করে। *
38. ইয়াহুদীরা বলত, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র। বাকি সমস্ত মানুষ আমাদের দাস ও সেবক। সেই সুবাদে তাদের অর্থ-সম্পদ আমাদের জন্য হালাল। যেভাবেই তা ভোগ করি না কেন, সেজন্য আমাদেরকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। -অনুবাদক
- 76 কেন কৈফিয়ত নেওয়া হবে না? (নিয়ম তো এই যে,) যে কেউ নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করে ও (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে, আল্লাহ এরূপ পরহেয়গারদেরকে ভালোবাসেন। *
- 77 (পক্ষান্তরে) যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও নিজেদের কসমের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, আখিরাতে তাদের কোনও অংশ নেই। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে (সদয় দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য থাকবে কেবল যন্ত্রণাময় শাস্তি। *

78 তাদেরই মধ্যে একদল লোক এমন আছে, যারা কিতাব (তাওরাত) পড়ার সময় নিজেদের জিহ্বাকে পেঁচায়, যাতে তোমরা (তাদের পেঁচিয়ে তৈরি করা) সে কথাকে কিতাবের অংশ মনে কর, অথচ তা কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে, এটা আল্লাহর নিকট থেকে অবর্তীণ, অথচ তা আল্লাহর নিকট থেকে অবর্তীণ নয় এবং (এভাবে) তারা জেনে শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্য আরোপ করে।

❖

79 কোনও মানুষের জন্য সঙ্গত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করবেন আর সে তা সত্ত্বেও মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও। ৩৯ এর পরিবর্তে (সে তো এটাই বলবে যে,) তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, তোমরা যে কিতাব শিক্ষা দাও ও যা-কিছু নিজেরা পড়, তার ফলশ্রুতিতে।

39. এর দ্বারা খ্রিস্টানদেরকে রদ করা হচ্ছে, যারা হ্যারত ঈসা আলাইহিস সালামকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র বলে এবং এভাবে যেন দাবী করে, হ্যারত ঈসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে তাঁর নিজেরই ইবাদত করার হৃকুম দিয়েছেন। একই অবস্থা সেই ইয়াহুদীদেরও, যারা হ্যারত উত্তাপ্য আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলত।

80 এবং ফিরিশতা ও নবীগণকে রবর সাব্যস্ত করার নির্দেশও সে তোমাদেরকে দিতে পারে না। তোমরা মুসলিম হয়ে যাওয়ার পরও কি সে তোমাদেরকে কুফরীর হৃকুম দেবে? ❖

81 এবং (তাদেরকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করাও) যখন আল্লাহ নবীগণ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, আমি যদি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করি, তারপর তোমাদের নিকট কোন রাসূল আগমন করে, যে তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে তার সমর্থন করে, তবে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তার সাহায্য করবে। আল্লাহ (সেই নবীদেরকে) বলেছিলেন, তোমরা কি একথা স্বীকার করছ এবং আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত এ দায়িত্ব প্রহণ করছ? তারা বলেছিল, আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ বললেন, তবে তোমরা (একে অন্যের স্বীকারোক্তি সম্পর্কে) সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকলাম। ৪০ ❖

40. অর্থাৎ প্রত্যেক নবী থেকেই প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে যে, তার জীবদ্ধায় শেষনবী হ্যারত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটলে যেন তাঁর প্রতি ঈমান আনে ও তাঁর সাহায্য করে। অন্যথায় যেন নিজ উম্মতকে ওসিয়ত করে যায়, যখন শেষনবীর আগমন হবে তখন যেন তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে। সুতরাং এ হিসেবেও দুনিয়ার সমস্ত জাতির কর্তব্য শেষনবীর প্রতি ঈমান আন। -অনুবাদক

82 এরপরও যারা (হিদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারাই নাফরমান। ❖

83 তবে কি তারা আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য কোনও দীনের সন্ধানে আছে? অথচ আসমান ও যমীনে যত মাখলুক আছে, তারা সকলে আল্লাহরই সামনে মাথা নত করে রেখেছে, (কতক তো) স্বেচ্ছায় এবং (কতক) বাধ্য হয়ে। ৪১ এবং তাঁরই দিকে তারা সকলে ফিরে যাবে। ❖

41. অর্থাৎ নিখিল বিশ্বে কেবল আল্লাহ তাআলার হৃকুমই চলে। ঈমানদারগণ আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হৃকুম খুশী মনে, সাগ্রহে মেনে চলে, আর যারা আল্লাহকে স্বীকার করে না, তারাও চাক বা না চাক সর্বাবস্থায় তাঁর সেই সব বিধান মেনে চলতে বাধ্য, যা তিনি জগত পরিচালনার জন্য জারী করেন। উদাহরণত তিনি যদি কাউকে অসুস্থ করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে সে তা পছন্দ করুক আর নাই করুক, তার উপর সে সিদ্ধান্ত কার্যকর হবেই। মুমিন হোক বা কাফির, কারণওই সে সিদ্ধান্তের সামনে মাথা নোয়ানো ছাড়া উপায় থাকে না।

84 বলে দাও, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের উপর যে কিতাব নায়িল করা হয়েছে তার প্রতি, ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও (তাঁদের) বংশধরের প্রতি যা (যে হিদায়াত) নায়িল করা হয়েছে তার প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা দেওয়া হয়েছে তার প্রতি। আমরা তাঁদের (উল্লিখিত নবীদের) মধ্যে কোনও পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই (এক আল্লাহরই) সম্মুখে নতশির। ❖

85 যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও দীন অবলম্বন করতে চাবে, তার থেকে সে দীন কবুল করা হবে না এবং আর্থিকভাবে সে মহা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ❖

86 আল্লাহ এমন লোকদের কিভাবে হিদায়াত দেবেন, যারা ঈমান আনার পর কুফর অবলম্বন করেছে, অথচ তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, রাসূল সত্য এবং তাদের কাছে উজ্জ্বল নির্দেশনাবলীও এসেছিল। ৪২ আল্লাহ এরূপ জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না। ❖

42. এর দ্বারা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। তারা তাদের কিতাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী পড়েছে এবং সে কারণে তারা জানে তিনি সত্য নবী, তারপরও কেবল বিদ্রোহী তারা কুফর অবলম্বন করেছে। -অনুবাদক

87 এরূপ লোকদের শাস্তি এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহর, ফিরিশতাদের ও সমস্ত মানুষের লানত। ❖

- 88 তারই মধ্যে (লানতের মধ্যে) তারা সর্বদা থাকবে। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। *
- 89 অবশ্য যারা এর পরও তাওবা করবে ও নিজেদেরকে সংশোধন করবে, (তাদের জন্য) আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। *
- 90 (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করেছে, তারপর কুফরীতে অগ্রগামী হতে থেকেছে, তাদের তাওবা কিছুতেই কবুল হবে না। ৪৩ এবং একপ লোকই বিপথগামী। ৪৪ *
43. অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কুফর হতে তাওবা করে ঈমান না আনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য গুনাহের ব্যাপারে তাদের তাওবা কবুল হবে না। (আ.)
44. এ আয়াত নাফিল হয়েছে ইয়াহুদীদের সম্পর্কে, যারা প্রথমে হযরত মুসা (আ.) ও তাওরাতের প্রতি ঈমান আনে, তারপর হযরত ঈসা (আ.) ও ইনজীলকে অবিশ্বাস করে কাফির হয়ে যায় এবং তারপর শেষবন্ধী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআন মাজীদকে অঙ্গীকার করে সেই কুফরীতে আরও অগ্রগামী হয়। তারা যতক্ষণ সেই কুফরীতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ তাদের তওবা কুবল হবে না। - অনুবাদক
- 91 যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও কাফির অবস্থায়ই মারা গেছে, তাদের কারও থেকে পৃথিবী ভর্তি সোনাও গৃহীত হবে না যদিও তারা নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে তা দিতে চায়। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্ত্ব শাস্তি এবং তাদের কোনও রকমের সাহায্যকারী লাভ হবে না। *
- 92 তোমরা কিছুতেই পুণ্যের নাগাল পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে (আল্লাহর জন্য) ব্যয় করবে। ৪৫ তোমরা যা-কিছুই ব্যয় কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। *
45. পূর্বে সূরা বাকারার (২ : ২৬৭) নং আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, দান-সদকায় কেবল খারাপ ও রদ্দী কিসিমের মাল দিও না। বরং আল্লাহর পথে উৎকৃষ্ট মাল ব্যয় করো। এবার এ আয়াতে আরও আগে বেড়ে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে উৎকৃষ্ট মাল ব্যয় করবে তাই নয়; বরং যে সব বস্তু তোমাদের বেশি প্রিয়, তা থেকেই আল্লাহর পথে ব্যয় করো, যাতে যথার্থভাবে তাঁর জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর জয়বা প্রকাশ পায়। এ আয়াত নাফিল হলে সাহাবীগণ তাদের সর্বাংক্ষণ প্রিয় বস্তু সদকা করতে শুরু করলেন। এ সম্পর্কিত বহু ঘটনা হাদিস ও তাফসীর গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন মাআরিফুল কুরআন, ২য় খণ্ড, ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা।
- 93 তাওরাত নাফিল হওয়ার আগে বনী ইসরাইলের জন্য (-ও) সমস্ত খাদ্যদ্রব্য হালাল ছিল (-যা মুসলিমদের জন্য হালাল), কেবল সেই বস্তু ছাড়া, যা ইসরাইল (অর্থাৎ ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) নিজের জন্য হারাম করেছিল। (হে নবী! ইয়াহুদীদেরকে) বলে দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ করো। ৪৬ *
46. ইয়াহুদীরা মুসলিমদের উপর আপত্তি তুলত যে, তোমরা নিজেদেরকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসূরী বলে দাবী কর, অথচ তোমরা উটের গোশত খাও? যা তাওরাতের দ্রষ্টিতে হারাম। এ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, উটের গোশত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দীনে হারাম ছিল না; বরং যে সকল জিনিস মুসলিমদের জন্য হালাল, তাওরাত নাফিল হওয়ার আগে তার সবই বনী ইসরাইলের জন্যও হালাল ছিল। অবশ্য একথা ঠিক যে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিজের জন্য উটের গোশত হযরত ইবরাহীম আর তার কারণ হযরত ইবনে আবুবাস (রায়ি)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এই ছিল যে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সায়্যাটিকা (ইরকুন নাসা) রোগে ভূগ়ছিলেন। তাই তিনি মানত করেছিলেন, এ রোগ থেকে মৃত্তি লাভ করলে আমি আমার প্রিয় খাদ্য ত্যাগ করব। উটের গোশত ছিল তার সবপেক্ষা প্রিয় খাবার। তাই আরোগ্য লাভের পর তিনি তা ছেড়ে দেন (কেবল মাআনী, মৃত্তাদরাক হাকিমের বরাতে, এর সনদ সহীহ)। পরবর্তীকালে বনী ইসরাইলের জন্যও উটের গোশত হারাম করা হয়েছিল কি না, সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদ স্পষ্ট ভাষায় কিছু বলেনি। তবে সূরা নিসায় (৪ : ১৬০) আল্লাহ তাত্ত্বালো জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি বনী ইসরাইলের প্রতি তাদের নাফরমানীর কারণে বহু উৎকৃষ্ট জিনিস হারাম করে দিয়েছিলেন। আর এ সূরারই ৫০ নং আয়াতে গত হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাইলকে বলেছিলেন, আমার পূর্বে যে কিতাব নাফিল হয়েছে, আমি তার সমর্থক। আর (আমাকে এজন্য পাঠানো হয়েছে) যাতে আমি তোমাদের প্রতি যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছিল, তন্মধ্যে কতক হালাল করে দেই। তাচাড়া এস্তলে তাওরাত নাফিল হওয়ার আগে কথাটি দ্বারাও বেবা যায় যে, সম্ভবত তাওরাত নাফিলের পর উটের গোশত তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল। অতঃপর তাদেরকে যে চ্যালেঞ্জ করা হল 'তোমরা সত্যবাদী হলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ করো', এর অর্থ তাওরাতের কোথাও একথার উল্লেখ নেই যে, উটের গোশত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকেই হারাম হিসেবে চলে এসেছে। বরং বিষয়টি এর বিপরীত। এটা কেবল বনী ইসরাইলের জন্যই হারাম করা হয়েছিল। এখনও বাইবেলের 'লেবীয়' পুস্তিকা, যা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান উভয় সম্পদায়ের মতে বাইবেলের অংশ, তাতে বনী ইসরাইলের প্রতি উটের গোশত খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তুমি বনী ইসরাইলকে বল, তোমরা এ পশু খেয়ো না, অর্থাৎ উট... এটা তোমাদের পক্ষে অপবিত্র (লেবীয় : ১১:১-৪)। সারকথা এই যে, উটের গোশত মৌলিকভাবে হালাল। কেবল হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জন্য তাঁর মানতের কারণে আর বনী ইসরাইলের জন্য তাদের নাফরমানীর কারণে হারাম করা হয়েছিল। এখন উম্মতে মুহাম্মদীকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আমলের মূল বিধান ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- 94 এসব বিষয় (স্পষ্ট হয়ে যাওয়া)-এর পরও যারা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারাই জালিম। *
- 95 আপনি বলুন, আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা ইবরাহীমের দীন অনুসরণ কর, যে ছিল সম্পূর্ণরূপে সঠিক পথের উপর।

যারা আল্লাহর শরীক স্থির করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। *

৯৬ বাস্তবতা এই যে, মানুষের (ইবাদতের) জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর তৈরি করা হয়, নিশ্চয়ই তা সোটি, যা মক্কায় অবস্থিত, যা বরকতময় এবং সমগ্র জগতের মানুষের জন্য হিদায়াতের উপায়। ৪৭ *

47. এটা ইয়াহুদীদের আরেকটি আপত্তির উন্নত। তাদের কথা ছিল, বনী ইসরাইলের সমস্ত নবী বায়তুল মুকাদ্দাসকে নিজেদের কিবলা মেনে আসছেন। মুসলিমগণ সেটি ছেড়ে মক্কার কাবাকে কেন কিবলা বানিয়ে নিয়েছে? আয়াত এর জবাব দিচ্ছে, কাবা তো অস্তিত্ব লাভ করেছে বায়তুল মুকাদ্দাসের বহু আগে। এটা হ্যারত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নির্দর্শন। সুতরাং এটাকে পুনরায় কিবলা ও পবিত্র ইবাদতখনা বানিয়ে নেওয়াটা কিছুতেই আপত্তির বিষয় হতে পারে না।

৯৭ তাতে আছে সুস্পষ্ট নির্দর্শনাবলী, মাকামে ইবরাহিম। যে তাতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, তাদের উপর আল্লাহর জন্য এ ঘরের হজ্জ করা ফরয। কেউ (এটা) অঙ্গীকার করলে আল্লাহ তো বিশ্ব জগতের সমস্ত মানুষ হতে বেনিয়ায। *

৯৮ বলে দাও, হে কিতাবীগণ! তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ কেন অঙ্গীকার করছ? তোমরা যা-কিছু করছ আল্লাহ তার সাক্ষী। *

৯৯ বলে দাও, হে কিতাবীগণ! মুমিনদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দিচ্ছ কেন তাতে বক্রতা সৃষ্টির চেষ্টা করে, অথচ তোমরা নিজেরাই (প্রকৃত অবস্থার) সাক্ষী? ৪৮ তোমরা যা-কিছু করছ, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন। *

48. এখান থেকে ১০৮ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহ একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নায়িল হয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারায় আউস ও খায়রাজ নামে দুটো গোত্র বাস করত। প্রাক-ইসলামী যুগে এ দুই গোত্রের মধ্যে প্রচণ্ড শত্রুতা ছিল। তাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। সেসব যুদ্ধ কখনও বছরের পর বছর স্থায়ি হত। গোত্র দুটি যখন ইসলাম গ্রহণ করল তখন ইসলামের বরকতে তাদের পারম্পরিক শক্তি থেকে হয়ে গেল এবং তারা পরম্পরারে পরম বন্ধু ও ভাই-ভাই হয়ে গেল। তাদের এ ঐক্য ইয়াহুদীদের পক্ষে চোখের কাটায় পরিণত হল। একবার উভয় গোত্রের লোক একটি মজলিসে বসা ছিল। শান্তাস ইবনে কায়স নামক এক ইয়াহুদী যখন তাদের সে সম্প্রতিপূর্ণ দৃশ্য দেখল, তখন তার গীরবদাহ শুরু হয়ে গেল। সে তাদের মধ্যে কলহ সৃষ্টির পাঁয়তারা করল এবং সেই লক্ষ্যে এই কোশল অবলম্বন করল যে, এক ব্যক্তিকে বলল, জাহিলী যুগে আউস ও খায়রাজের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী 'বুআচ'-এর যুদ্ধ চলাকালে উভয় পক্ষের কবিগণ পরম্পরার বিরুদ্ধে যেসব কবিতা পাঠ করত, তুমি ওই মজলিসে গিয়ে তা আবৃত্তি করতে শুরু করল। তা শোনামাত্র পুরানো ঘা তাজা হয়ে উঠল। প্রথম দিকে উভয় পক্ষে কথা কাটাকাটি চলল। ক্রমে তা বিবাদে রূপ নিল এবং নতুনভাবে আবার যুদ্ধের দিন-ক্ষণ স্থির হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। ইত্যবসরে বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে গেল। তিনি ভাষণ দুঃখ পেলেন। দ্রুত সেখানে চলে আসলেন এবং তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, এটা এক শয়তানী চল। পরিশেষে তাঁর বোবানো-সমবানোর ফলে সে ফিতনা থতম হয়ে গেল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা প্রথমে তো ইয়াহুদীদেরকে সম্মোধন করে বলছেন, প্রথমত তোমাদের নিজেদেরই তো ঈমান আনা উচিত। আর যদি নিজের সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হও, তবে অন্ততপক্ষে যে সকল লোক ঈমান এনেছে তাদের ঈমানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হতে তো ক্ষান্ত থাক। অতঃপর মুমিনদেরকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা ইয়াহুদীদের কথায় কর্পোর করো না। তাহলে তারা তোমাদেরকে ঈমানের আলো থেকে কুফরের অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। বরং তোমাদের সামনে আল্লাহর যে আয়াত পাঠ করা হয় তার অনুসরণ কর। আল্লাহর দীন ও তাঁর কিতাবকে আঁকড়ে ধর, মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের অনুশাসন মেনে চল ও তাকওয়া অবলম্বন করে চল এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ রেখে নিজেদের সম্প্রতির বক্ফন আটুট রাখ। সবশেষে আত্মকলহ থেকে বাঁচার জন্য এই ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে যে, নিজেদেরকে দীনের তাবলীগ ও প্রচার কর্তৃ নিয়োজিত রাখ। তাতে যেমন ইসলাম প্রচার লাভ করবে, সেই সঙ্গে নিজেদের মধ্যে সংহতিও গড়ে উঠবে।

১০০ হে মুমিনগণ! তোমরা যদি কিতাবীদের একটি দলের (অর্থাৎ ইয়াহুদীদের) কথা মেনে নাও, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে ছাড়বে। *

১০১ তোমরা কি করেই বা কুফর অবলম্বন করবে, যখন তোমাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হচ্ছে এবং তাঁর রাসূল তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন? আর (আল্লাহর নীতি এই যে,) যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয়কে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে, তাকে সরল পথ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়। *

১০২ হে মুমিনগণ! অন্তরে আল্লাহকে সেইভাবে ভয় কর, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। (সাবধান! অন্য কোনও অবস্থায় যেন) তোমাদের মৃত্যু (না আসে, বরং) এই অবস্থায়ই যেন আসে যে, তোমরা মুসলিম। *

১০৩ আল্লাহর রশিকে (অর্থাৎ তাঁর দীন ও কিতাবকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ এবং পরম্পরে বিভেদ করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ রাখ। একটা সময় ছিল, যখন তোমরা একে অন্যের শক্তি ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহকে জুড়ে দিলেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেল। তোমরা অগ্রিমু-রে প্রাপ্তে ছিল। আল্লাহ তোমাদেরকে (ইসলামের মাধ্যমে) সেখান থেকে মুক্তি দিলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য সীয় নির্দর্শনসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সঠিক পথে চলে আস। *

১০৪ তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে

বাধা দেবে। এরূপ লোকই সফলতা লাভকারী। ❁

105 এবং তোমরা সেই সকল লোকের (অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারার) মত হয়ে না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী আসার পরও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ও আপসে মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। এরূপ লোকদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি ❁

106 সেই দিন, যে দিন কতক মুখ (ঈমান ও আনুগত্যের আলোয়) উজ্জ্বল হবে এবং কতক মুখ (কুফল ও পাপের কালিমায়) কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হয়ে যাবে, (তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফল অবলম্বন করেছিলে? ৪৯ সুতরাং তোমরা শাস্তি আবাদন কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে। ❁

49. এটা যদি ইয়াহুদীদের সম্পর্কে হয়, তবে ঈমান দ্বারা তাওয়াতের প্রতি ঈমান আনা বোঝানো হয়েছে, আর মুনাফিকদের সম্পর্কে হলে ঈমান দ্বারা তাদের মৌখিক ঘোষণাকে বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে মুমিন বলে প্রকাশ করত। তৃতীয় সন্তানবন্ধ এ-ও রয়েছে যে, এর দ্বারা সেই সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা কোনও সময় ঈমান আনার পর আবার মুরতাদ হয়ে গেছে। পূর্বে যেহেতু মুসলিমদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, খবরদার ইসলাম থেকে সরে যেয়ো না, তাই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে, যারা ইসলাম প্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায় (অর্থাৎ ইসলাম থেকে সরে যায়) আর্থিরাতে তাদের পরিণাম কী হবে।

107 পক্ষান্তরে যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহর রহমতের ভেতর স্থান পাবে এবং তারা তাতেই সর্বদা থাকবে। ❁

108 এসব আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমাকে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি। আল্লাহ জগত্বাসীর প্রতি কোনও রকম জুলুম করতে চান না। ❁

109 আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে সকল বিষয় ফিরে যাবে। ❁

110 (হে মুসলিমগণ!) তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করে থাক ও অন্যান্য কাজে বাধা দিয়ে থাক এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। ৫০ কিতাবীগণ যদি ঈমান আন্ত, তবে তাদের পক্ষে তা করতই না ভালো হত। তাদের মধ্যে কতক তো ঈমানদার, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান। ❁

50. এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বলা হয়েছে দুটি : (ক) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা এবং (খ) আল্লাহর প্রতি ঈমান। প্রশ্ন হতে পারে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার তথ্য দাওয়াতের দায়িত্ব তো অন্যান্য উম্মতের উপরও ছিল, যেমন বিভিন্ন আয়ত ও হাদীছ দ্বারা জানা যায়। আর বলা বাহ্যিক, আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানও তাদের ছিল, তা সত্ত্বেও তাদের অপেক্ষা এ উম্মতকে শ্রেষ্ঠ বলার কারণ কী? এর জবাব আয়াতের বাচনভঙ্গির মধ্যেই প্রচলিত আচ্ছন্ন আছে। বলা হয়েছে, ‘তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করে থাক।’ এর মধ্যে ইশারা রয়েছে যে, অন্যান্য উম্মতের উপর এ দায়িত্ব থাকলেও তারা তা পালনে অবহেলা করত। অবহেলার কারণে কুরআন মাজীদের কোন কোন আয়াতে তাদেরকে তিরক্ষারণও করা হয়েছে। এবং সে অবহেলারই পরিণাম হল, তাদের ধর্ম কাল পরিক্রমায় বিকৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অপরপক্ষে এ উম্মতের কোনও না কোনও দল এ দায়িত্ব যথারীতি আদায় করে আসছে এবং হাদীছের ভবিষ্যত্বান্বয়ী অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বের একটা কারণ হল দাওয়াতের পূর্ণাঙ্গতা ও সার্বজনীনতা। অর্থাৎ এ দীন পরিপূর্ণ ও সার্বজনীন হওয়ায় এ উম্মতের দাওয়াতের মধ্যেও পরিপূর্ণতা ও সার্বজনীনতার গুণ বিদ্যমান, যা অন্য কোন উম্মতের দাওয়াতে ছিল না।

আর দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমানও যে অন্যান্য উম্মতের যথাযথ নয়, তাও এ আয়তে প্রস্তু। সুতরাং বলা হয়েছে, ‘কিতাবীগণ যদি ঈমান আন্ত’ অর্থাৎ তারা যদি শেষনবী ও কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান আন্ত। তা না আনার কারণে তাদের আপন-আপন নবী ও কিতাবের প্রতি ঈমান পূর্ণাঙ্গ থাকেন। ফলে তাদের ঈমান হয়ে গেছে খণ্ডিত ঈমান। পক্ষান্তরে দাওয়াতের মত এ উম্মতের ঈমানও পূর্ণাঙ্গ। তারা কিছুতে ঈমান আনে, কিছুতে আনে না, এমন নয়। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত যত কিতাব নাথিল হয়েছে ও যত নবী প্রেরিত হয়েছেন, এরা তার সকলের প্রতিই বিশ্বাস রাখে। তাই বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহর প্রতি (অর্থাৎ তার সমস্ত কিতাব ও সমস্ত নবীর প্রতি) ঈমান রাখ। সুতরাং ঈমানের পরিপূর্ণতা এবং সার্বজনীনতার সাথে দাওয়াতের ধারাবাহিকতা রক্ষার ভিত্তিতেই এ উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয়েছে। (-অনুবাদক)

111 তারা সামান্য কষ্ট দান (অর্থাৎ মৌখিক গালমন্দ করা) ছাড়া তোমাদের বিশেষ কোনও ক্ষতি কখনই করতে পারবে না। আর তারা যদি কখনও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে অবশ্যই তোমাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা কোনও সাহায্য লাভ করবে না। ❁

112 তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাক, তাদের উপর লাঞ্ছনার ছাপ মেরে দেওয়া হয়েছে, অবশ্য আল্লাহর তরফ থেকে যদি কোন উপায় সৃষ্টি হয়ে যায় কিংবা মানুষের পক্ষ হতে কোনও অবলম্বন বের হয়ে আসে, (যা তাদেরকে পোষকতা দান করবে) তবে ভিন্ন কথা। এবং তারা আল্লাহর ক্রেত্ব নিয়ে ফিরেছে, আর তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে অভাবগ্রস্ততা। এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্ত্বিকার করত এবং নবীগণকে অন্যান্যভাবে হত্যা করত। (তাছাড়া) এর কারণ এই যে, তারা অবাধ্যতা করত ও সীমালংঘনে লিপ্ত থাকত। ❁

113 (তবে) কিতাবীদের সকলে এক রকম নয়। কিতাবীদের মধ্যেই এমন লোকও আছে, যারা (সঠিক পথে) প্রতিষ্ঠিত, যারা রাতের বেলা আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং তারা (আল্লাহর উদ্দেশে) সিজদাবন্ত হয়। ৫১ ❁

51. এর দ্বারা সেই সব কিতাবীদেরকে বোঝানো উদ্দেশ্য, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল, যেমন ইয়াহুদীদের মধ্যে হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রায়ি)।

114 তারা আল্লাহ ও আখিরাত-দিবসে ঈমান রাখে, সৎকাজের আদেশ করে, অসৎকাজে নিষেধ করে এবং উত্তম কাজের দিকে ধাবিত হয়। আর এরাই সালিহীনের মধ্যে গণ্য। ♦

115 তারা যেসব ভালো কাজ করে, কিছুতেই তার অমর্যাদা করা হবে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ♦

116 (এর বিপরীতে) যারা কুফল অবলম্বন করেছে, আল্লাহর বিপরীতে তাদের অর্থ-সম্পদ তাদের কোনও কাজে আসবে না এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও নয় এবং তারা জাহানামবাসী। তাতেই তারা সর্বদা থাকবে। ♦

117 তারা এ দুনিয়ার জীবনে ঘা-কিছু ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত এ রকম, যেমন হিমশীতল বায়ু এমন একদল লোকের শস্য-ক্ষেতে আঘাত হানে ^{৫২} ও তা ধ্বংস করে দেয়, যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছে। ♦

52. কাফিরগণ দান-খয়রাত ইত্যাদি ঘা-কিছু করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিদান তাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। তাদের কুফরীর কারণে তারা আখিরাতে সেসব কাজের কোনও সওয়াব পাবে না। সুতরাং তাদের সেবামূলক কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত হল শস্যক্ষেত্র, আর তাদের কুফরী কাজের দৃষ্টান্ত হিমশীতল ঘাড়ো হাওয়া। সেই ঘাড়ো হাওয়া যেমন মনোরম শস্যক্ষেত্রকে তচ্ছন্দ করে দেয়, তেমনি তাদের কুফরও তাদের সেবামূলক কার্যক্রম ধ্বংস করে দেয়।

118 হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের বাইরের কোনও ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট কামনায় কোন রকম ক্রটি করে না। ^{৫৩} যাতে তোমরা কষ্ট পাও তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখ থেকেই আক্রেশ বের হয়ে গেছে। আর তাদের অন্তরে ঘা-কিছু (বিদ্বেষ) গোপন আছে, তা আরও গুরুতর। আমি আসল বৃত্তান্ত তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলাম যদি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাও! ^{৫৪} ♦

53. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের প্রকৃত অবস্থা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন এবং মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও কাফেরদের প্রতি শক্রতা সংক্রান্ত বিধানাবলীও স্পষ্ট করে দিলেন। কাজেই বুদ্ধিমানদের উচিত এরূপ দৃষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু না বানিয়ে বরং তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং বন্ধু হিসেবে কেবল মুমিনদেরকেই যথেষ্ট মনে করা। -অনুবাদক

54. মদ্দীনা মুনাওয়ারায় আউস ও খায়রাজ নামে যে দুটি গোত্র বাস করত, ইয়াহুদীদের সাথে তাদের দীর্ঘকাল থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চলে আসছিল। ইসলাম গ্রহণের পরও তারা তাদের সাথে সে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলত। কিন্তু ইয়াহুদীদের অবস্থা ছিল অন্য রকম। তারা প্রাকাশ্যে তো বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ করত এবং তাদের মধ্যে কিছু লোক নিজেদেরকে মুসলিম বলেও জাহির করত, কিন্তু তাদের অন্তর ছিল বিষে ভরা। তারা মুসলিমদের প্রতি চরম বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। কখনও এমনও হত যে, বন্ধুত্বের ভরসায় মুসলিমগণ সরল মনে তাদের কাছে নিজেদের কোনও গোপন কথা প্রকাশ করে দিত। আলোচ্য আয়ত তাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয় যে, তারা যেন ইয়াহুদীদেরকে বিলকুল বিশ্বাস না করে এবং তাদেরকে অন্তরঙ্গ বানানো হতে বিরত থাকে।

119 দেখ, তোমরা তো এমন যে, তোমরা তাদেরকে মহবত কর, কিন্তু তারা তোমাদেরকে মহবত করে না। আর তোমরা তো সমস্ত (আসমানী) কিতাবের উপর ঈমান রাখ, কিন্তু (তাদের অবস্থা এই যে,) তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা (কুরআনের উপর) ঈমান এনেছি, আর যখন নিভৃতে চলে যায় তখন তোমাদের প্রতি আক্রেশে নিজেদের আঙ্গুল কামড়ায়। (তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা নিজেদের আক্রেশে নিজেরা মর। আল্লাহ অন্তরের গুপ্ত বিষয়ও ভালো করে জানেন। ♦

120 তোমাদের যদি কোন কল্যাণ লাভ হয়, তাদের খারাপ লাগে, পক্ষান্তরে তোমাদের মন্দ কিছু ঘটলে তারা তাতে খুশী হয়। তোমরা সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তারা ঘা-কিছু করছে তা সবই আল্লাহর (জ্ঞান ও শক্তির) আওতাভুক্ত। ♦

121 (হে নবী! উহুদ যুদ্ধের সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন সকাল বেলা তুমি নিজ গহ থেকে বের হয়ে মুসলিমদেরকে যুদ্ধের ঘাঁটিসমূহে মোতায়েন করেছিলে। ^{৫৫} আর আল্লাহ তো সব কিছুই শোনেন ও জানেন। ♦

55. উহুদের যুদ্ধে মক্কার কাফিরদের থেকে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মদ্দীনায় আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে এসেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মুকাবিলা করার জন্য উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন। সেখানেই এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সামনের আয়তসমূহে এ যুদ্ধেরই বিভিন্ন ঘটনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

122 যখন তোমাদেরই মধ্যকার দুটি দল হিস্ত হারিয়ে ফেলার উপক্রম করেছিল। ^{৫৬} অথচ আল্লাহ তাদের অভিভাবক ও

সাহায্যকারী ছিলেন। মুমিনদের তো আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত। ❦

56. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুকাবিলার উদ্দেশ্যে যখন মদিনা মুনাওয়ারা থেকে বের হন, তখন তাঁর সঙ্গে সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার। কিন্তু মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাস্ত থেকে এই বলে তার তিনশ' লোককে নিয়ে ফেরত চলে যায় যে, আমাদের মত ছিল শহরের ভেতর থেকে শক্রদের প্রতিরোধ করা। কিন্তু আপনি আমাদের মতের বিরুদ্ধে শহরের বাইরে চলে এসেছেন। কাজেই আমরা এ যুদ্ধে শরীক হব না। এ পরিস্থিতিতে খাঁটি মুসলিমদের দুটি গোত্রও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। একটি গোত্র বনু হারিছা, অন্যটি বনু সালিম। তাদের অন্তরে এই ভাবনা সৃষ্টি হল যে, তিন হাজার সৈন্যের মুকাবিলায় সাতশ' লোক তো নিষ্ঠাপ্ত কর্ম। এরপ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করার চেয়ে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু পরক্ষণেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করেন। ফলে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এ আয়াতে সে দিকেই ইশ্বারা করা হয়েছে।

123 আল্লাহ বদর (যুদ্ধ)-এর ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, যখন তোমরা সম্পূর্ণ সহায়-সম্বলহীন ছিলে। [৫৭](#) সূতরাং তোমরা অন্তরে (কেবল) আল্লাহর ভয়কেই জায়গা দিয়ো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। ❦

57. বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট তিনশ' তেরজন। রণসামগ্ৰী বলতে ছিল সন্তুষ্টি উট, দুটি ঘোড়া এবং মাত্র আটখানা তরবারি।

124 (বদরের যুদ্ধকালে) যখন তুমি মুমিনদেরকে বলছিলে, তোমাদের জন্য কি ঘটেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার ফিরিশতা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন? ❦

125 নিশ্চয়ই, বরং তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তারা এই মুহূর্তে অকস্মাৎ তোমাদের কাছে এসে পড়ে, তবে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার ফিরিশতাকে তোমাদের সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দেবেন, যারা (তাদের বিশেষ চিহ্নে) চিহ্নিত থাকবে। [৫৮](#) ❦

58. এ সবই বদর যুদ্ধের কথা। সে যুদ্ধে শুরুতে তিন হাজার ফিরিশতা পাঠানোর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাহাবীগণ খবর পেলেন, মক্কার কাফিরদের সাহায্য করার লক্ষ্য রুঁই ইবনে জাবির তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। আগে থেকেই কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মুসলিমদের তিন গুণ। যখন এই খবর পাওয়া গেল, মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়ল। এহেন পরিস্থিতিতে ওয়াদা করা হল, যদি রুঁইয়ের বাহিনী হঠাৎ এসেই পড়ে তবে তিন হাজারের স্থলে পাঁচ হাজার ফিরিশতা পাঠানো হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুঁইয়ের বাহিনী আসেনি। তাই পাঁচ হাজার ফিরিশতা পাঠানোরও অবকাশ আসেনি।

126 আল্লাহ এ ব্যবস্থা কেবল এজন্যই করেছিলেন, যাতে তোমরা সুসংবাদ লাভ কর এবং এর দ্বারা তোমাদের অন্তরে স্বত্ত্ব লাভ হয়। অন্যথায় বিজয় তো (অন্য কারণ পক্ষ থেকে নয়), কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ হয়, যিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতারও মালিক এবং পরিপূর্ণ হিকমতেরও মালিক। ❦

127 (এবং আল্লাহ তাআলা বদরের যুদ্ধে এ সাহায্য করেছিলেন এজন্য), যাতে যে সকল লোক কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের একাংশকে খতম করে ফেলেন অথবা তাদেরকে এমন প্লানিময় পরাজয় দান করেন, যাতে তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। ❦

128 (হে নবী!) তোমার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন এখতিয়ার নেই যে, আল্লাহ তাদের তাওবা করুল করবেন, না তাদেরকে শাস্তি দেবেন, যেহেতু তারা জালিম। ❦

129 আকশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, আর যাকে চান শাস্তি দেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ❦

130 হে মুমিনগণ! তোমরা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার। [৫৯](#) ❦

59. 'আত-তাফসীরুল কাৰী' গ্রন্থে ইমাম রায়ী (রহ.) বলেন, উভ্রদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কার মুশারিকগণ সুদে খণ্ড নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। তাই কোনও কোনও মুসলিমের মনে এই চিন্তা এসেছিল যে, যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তারাও তো এ পন্থ অবলম্বন করতে পারে। এ আয়াত তাদেরকে সাবধান করছে যে, সুদে খণ্ড নেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। এস্থলে যে কয়েক গুণ বেশি সুদ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার মানে এ নয় যে, সুদের পরিমাণ অগ্নি হলে তা বেধ হয়ে যাবে। আসলে সেকালে যেহেতু সুদের পরিমাণ মূলের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি হত, তাই সে হিসেবেই আয়াতে কয়েক গুণের কথা বলা হয়েছে, নয়ত সূরা বাকারায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, মূল খণ্ডের উপর যতটুকুই বেশি হোক না কেন তাই সুদ এবং স্টেটাই হারাম (দেখুন সূরা বাকারা, আয়াত নং (২: ২৭৭-২৭৮)

131 এবং সেই আগুনকে ভয় কর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ❦

- 132 এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহমতের আচরণ করা হয়। ♦
- 133 এবং নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও সেই জোনাত লাভের জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও, যার প্রশংস্তা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতুল্য। তা সেই মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ♦
- 134 যারা সচল ও অসচল অবস্থায় (আল্লাহর জন্য অর্থ) ব্যয় করে এবং যারা নিজের ক্ষেত্রে হজম করতে ও মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যন্ত। আল্লাহ এরাপ পুণ্যবানদেরকে ভালোবাসেন। ♦
- 135 এবং তারা সেই সকল লোক, যারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা (অন্য কোনওভাবে) নিজেদের প্রতি জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলশ্রুতিতে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আর আল্লাহ ছাড়া আর কেইবা আছে, যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মে অবিচল থাকে না। ♦
- 136 এরাই সেই লোক, যাদের পুরুষার হচ্ছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত এবং সেই উদ্যানসমূহ, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যাতে তারা স্থায়ী জীবন লাভ করবে। তা কতই না উৎকৃষ্ট প্রতিদান, যা কর্ম সম্পাদনকারীগণ লাভ করবে। ♦
- 137 তোমাদের পূর্বে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে পরিদ্রমণ করে দেখে নাও, যারা (নবীগণকে) অবীকার করেছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে! ♦
- 138 এসব মানুষের জন্য সুস্পষ্ট ঘোষণা। আর মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ। ♦
- 139 (হে মুসলিমগণ!) তোমরা হীনবল হয়ে না এবং চিন্তিত হয়ে না। তোমরা প্রকৃত মুমিন হলে তোমরাই বিজয়ী হবে। ৬০ ♦
60. উহুদ যুদ্ধের ঘটনা সংক্ষেপে এ রকম প্রথম দিকে মুসলিমগণ হানাদার কাফিরদের উপর জয়লাভ করেছিল এবং কাফির বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুক্ত শুরু হওয়ার আগে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজ সৈন্যের একটি দলকে একটি টিলায় নিযুক্ত করেছিলেন। যাতে শক্ত বাহিনী পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে। যখন শক্তরা পলায়ন করতে শুরু করল এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে শূন্য হয়ে গেল, তখন সাহাবীগণ তাদের ফেলে যাওয়া মালামাল গনীমতরূপে কুড়াতে শুরু করলেন। তীরন্দাজ বাহিনী যখন দেখলেন শক্তরা পলায়ন করেছে তখন তারা মনে করলেন, এখন আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে এবং এখন আমাদেরও গনীমত কুড়ানোর কাজে লেগে যাওয়া উচিত। তাদের নেতা হ্যারত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রায়ি) এবং তাঁর আরও কিছু সঙ্গী ঘাঁটি ত্যাগ করার বিবরাধিতা করলেন এবং সকলকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদেশে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি আমাদেরকে সর্বাবস্থায় এ টিলায় অবস্থানরat থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে স্থলে অবস্থান করাকে অর্থহীন মনে করলেন এবং তারা ঘাঁটি ত্যাগ করলেন। শক্তরা দূর থেকে যখন দেখল, সে জয়গা খালি হয়ে গেছে এবং মুসলিমগণ গনীমতের মালামাল কুড়াতে বাস্ত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সে সুযোগকে কাজে লাগাল এবং ফিপ্রগতিতে সেই ঘাঁটিতে হামলা চালাল। হ্যারত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রায়ি) ও তাঁর সাথীগণ তাদের সাধ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করতে থাকলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সকলেই শহীদ হয়ে গেলেন। অতঃপর শক্তরূপ সেই টিলা থেকে নেমে আসল এবং যে সকল মুসলিম গনীমত কুড়াচিল তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাল। তাদের এ আক্রমণ এমনই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক ছিল যে, মুসলিমদের পক্ষে তা প্রতিহত করা সম্ভব হল না। মুহূর্তের মধ্যে রণ পরিস্থিতি পাল্টে গেল। ঠিক এই সময়ে কেউ গুজব রাটিয়ে দিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন। এ গুজবে বহু মুসলিমের মনেবল ভেঙ্গে পড়ল। তাদের মধ্যে কতক তো ময়দান ত্যাগ করলেন এবং কতক যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিন্তু যে সকল উৎসর্গিতপ্রাণ সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন, তাঁর চারপাশে অবিচল থেকে মুকাবিলা করতে থাকলেন। কাফিরদের আক্রমণ এতটাই তীব্র ছিল যে, এক পর্যায়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দাঁত শহীদ হয়ে গেল এবং মুবারক চেহারা রক্ত-রাঙ্গিত হয়ে গেল। একটু পরেই অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম বুবাতে পারলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহীদ হওয়ার খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব। তখন তাদের হ্যাঁ ফিরে আসল এবং অল্লাম্বনের মধ্যেই তাদের অধিকাংশ ময়দানে ফিরে আসলেন। অতঃপর কাফিরদেরকে আবারও পলায়ন করতে হল। কিন্তু মধ্যবর্তী এই সময়ের ভেতর সন্তুরজন সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ ঘটনায় সাবাহীবগণ ভীষণভাবে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। তাই কুরআন মাজীদের এ আয়াতসমূহ তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে, এটা কেবল কালের চড়াই-উত্তরাই। এতে হতাশ ও হতোদয়ম হওয়া উচিত নয়। সেই সঙ্গে আয়াতসমূহ এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে, সাময়িক এ পরাজয় ছিল তাদের কিছু ভুলেরই খেসারত। এর থেকে শিক্ষণ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- 140 তোমাদের যদি আঘাত লেগে থাকে, তবে তাদেরও অনুকূপ আঘাত (ইতঃপূর্বে) লেগেছিল। ৬১ এ তো দিন-পরিক্রমা, যা আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে বদলাতে থাকি। এর উদ্দেশ্য ছিল মুমিনদেরকে পরিক্ষা করা এবং তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে শহীদ করা। আর আল্লাহ জালিমদেরকে ভালোবাসেন না। ♦
61. এর দ্বারা বদর যুদ্ধের দিকে ইশারা করা হয়েছে, যাতে কাফিরদের পক্ষের সন্তুর জন নিহত এবং সন্তুর জন বন্দী হয়েছিল।
- 141 এবং (উদ্দেশ্য ছিল এই-ও যে,) আল্লাহ মুমিনদেরকে যাতে পরিশুল্ক করতে পারেন ও কাফিরদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন। ♦

- 142** নাকি তোমরা মনে কর, তোমরা (এমনিতেই) জানাতে পৌঁছে যাবে, অথচ আল্লাহ এখনও পর্যন্ত তোমাদের মধ্য হতে সেই সকল লোককে যাচাই করে দেখেননি, যারা জিহাদ করবে এবং তাদেরকেও যাচাই করে দেখেননি, যারা অবিচল থাকবে। ♦
- 143** তোমরা নিজেরাই তো মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার আগে (শাহাদাতের) মৃত্যু কামনা করেছিলে। ৬২ সুতরাং এবার তোমরা তা চাক্ষুষ দেখে নিলে। ♦
62. যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তারা বদর যুদ্ধের শহীদদের ফর্যালত শুনে আকাঞ্চন্দ্র প্রকাশ করত যে, তাদেরও যদি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ হত।
- 144** আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন রাসূল বৈ তো নন! তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। তাঁর যদি মৃত্যু হয়ে যায় কিংবা তাঁকে হত্যা করে ফেলা হয়, তবে কি তোমরা উল্টো দিকে ফিরে যাবে? যে-কেউ উল্টো দিকে ফিরে যাবে, সে কখনই আল্লাহর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ বান্দা, আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কার দান করবেন। ♦
- 145** কোনও ব্যক্তির এখতিয়ারে নয় যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া তার মৃত্যু আসবে, নির্দিষ্ট এক সময়ে তার আগমন লিখিত রয়েছে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতিদান চাইবে আমি তাকে তার অংশ দিয়ে দেব। আর যে ব্যক্তি আখিরাতের প্রতিদান চাইবে আমি তাকে তার অংশ দিয়ে দেব। ৬৩ আর যারা কৃতজ্ঞ, আমি শীঘ্ৰই তাদেরকে (তাদের) পুরস্কার প্রদান করব। ♦
63. এর দ্বারা গন্মিতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি কেবল গন্মিত লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, সে গন্মিত থেকে তো অংশ লাভ করবে, কিন্তু আখিরাতের সওয়াব তার অর্জিত হবে না। পক্ষান্তরে আসল নিয়ত যদি হয় আল্লাহর হুকুম পালন করা, তবে আখিরাতের সওয়াব তো সে পাবেই, বাড়তি ফায়দা হিসেবে সে গন্মিতের অংশও লাভ করবে (কৃত্তল মাআনী)।
- 146** এমন কৃত নবী রয়েছে, যাদের সঙ্গে মিলে বহু আল্লাহওয়ালা যুদ্ধ করেছে। এর ফলে আল্লাহর পথে তাদের যে কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছে, তাতে তারা হিম্মত হারায়নি, দুর্বল হয়ে পড়েনি এবং তারা নতি স্বীকারও করেনি। আল্লাহ অবিচল লোকদেরকে ভালোবাসেন। ♦
- 147** তাদের কথা এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহসমূহ এবং আমাদের দ্বারা আমাদের কার্যাবলীতে যে সীমালংঘন ঘটে গেছে তা ক্ষমা করে দিন। আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করুন। ♦
- 148** সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কারও দান করলেন এবং আখিরাতের উৎকৃষ্টতর পুরস্কারও। আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন। ♦
- 149** হে মুমিনগণ! যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তোমরা যদি তাদের কথা মান, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের পেছন দিকে (কুফরের দিকে) ফিরিয়ে দেবে। ফলে তোমরা উল্টো গিয়ে কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ♦
- 150** (তারা তোমাদের কল্যাণকামী নয়) বরং আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি শ্রেষ্ঠতম সাহায্যকারী। ♦
- 151** যারা কুফর অবলম্বন করেছে, আমি অচিরেই তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব। ৬৪ কেননা তারা এমন সব জিনিসকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ কোনও প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তাদের ঠিকানা জাহানাম। আর তা জালিমদের নিকৃষ্টতম ঠিকানা। ♦
64. সুতরাং উহুদের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে কুরায়শগণ ইচ্ছা করেছিল, তারা মদীনায় পুনরায় আক্রমণ করে মুসলিমদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেবে। কিন্তু তাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে এমন ভীতি সঞ্চার করেন যে, তারা কালবিলম্ব না করে মুক্তায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। -অনুবাদক
- 152** আল্লাহ তোমাদের সাথে নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন, যখন তাঁরই হুকুমে তোমরা শক্তদেরকে হত্যা করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করলে এবং নির্দেশ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করলে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পছন্দের বন্ধ ৬৫ দেখানোর পর তোমরা (নিজেদের আমীরের) কথা অমান্য করলে। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক তো এমন, যারা দুনিয়া কামনা করছিল, আর কিছু ছিল এমন, যারা চাচ্ছিল আখিরাত। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তাদের থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন, ৬৬ অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল। ♦
65. অর্থাৎ একক্ষণ তো তারা তোমাদের থেকে পালাচ্ছিল, আর এখন যুদ্ধ পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় তোমরা তাদের থেকে পালাচ্ছ। এর দ্বারা

উদ্দেশ্য তোমাদেরকে ঘাচাই করা, যাতে তোমাদের মধ্যে কে পরিপন্থ ঈমানের অধিকারী আর কার ঈমান কাঁচা তা পরিষ্কার হয়ে যায়। -
অনুবাদক

66. 'পছন্দের বস্তু' বলে গনীমতের মাল বোঝানো হয়েছে, যা দেখে অধিকাংশেই দলনেতার আদেশ অমান্য করলেন ও টিলার ঘাঁটি ছেড়ে
ময়দানে নেমে আসলেন।

153 (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন তোমরা উৎর্ধৰ্শাসে ছুটছিলে এবং কারও দিকে ঘুরে তাকাচ্ছিলে না, আর রাসূল তোমাদের
শিছন দিক থেকে তোমাদেরকে ডাকছিল। ফলে আল্লাহ (রাসূলকে) বেদনা (দেওয়া)-এর বদলে তোমাদেরকে (প্রারজ্যের) বেদনা
দিলেন, যাতে তোমরা ভবিষ্যতে বেশি দুঃখ না কর, না সেই জিনিসের কারণে যা তোমাদের হাতছাড়া হয়েছে এবং না অন্য কোনও
মসিবতের কারণে যা তোমাদের দেখা দিতে পারে। ^{৬৭} আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। *

67. অর্থাৎ এ জাতীয় ঘটনার কারণে তোমাদের ভেতর পরিপন্থতা আসবে। ফলে ভবিষ্যতে কোন ক্লেশ দেখা দিলে তজজন্য বেশি পেরেশানী
ও দুঃখ প্রকাশ না করে বরং ধৈর্য ও অবিচলতা প্রদর্শন করবে।

154 অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি দুঃখের পর প্রশান্তি অবর্তীর্ণ করলেন তপ্তুরূপে, যা তোমাদের মধ্যে কতক লোককে আচ্ছম
করেছিল। ^{৬৮} আর একটি দল এমন ছিল, যাদের চিন্তা ছিল কেবল নিজেদের জন নিয়ে। তারা আল্লাহ সম্পর্কে অন্যান্য ধারণা
করছিল, সম্পূর্ণ জাহিলী ধারণা। তারা বলছিল, আমাদের কোনও এখতিয়ার আছে নাকি? বলে দাও, সমস্ত এখতিয়ার কেবল
আল্লাহরই। তারা তাদের অন্তরে এমন সব কথা গোপন রাখে, যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না। ^{৬৯} তারা বলে, আমাদের যদি কিছু
এখতিয়ার থাকত, তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না। বলে দাও, তোমরা যদি নিজ-নিজ-গৃহেও থাকতে, তবুও কতল হওয়া যাদের
নিয়তিতে লেখা আছে, তারা নিজেরাই বের হয়ে নিজ-নিজ বধ্যভূমিতে পৌঁছে যেত। (এসব হয়েছিল) এ কারণে যে, তোমাদের
বক্ষদেশে যা-কিছু আছে আল্লাহ তা পরিশোধন করতে চান এবং যা-কিছু তোমাদের অন্তরে আছে, তা পরিশোধন করতে চান। ^{৭০}
আল্লাহ অন্তরের ভেদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। *

68. উহুদের যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত প্রারজ্যের কারণে সাহাবায়ে কেরাম চরম দুঃখ ও গ্লানিতে ভুগছিলেন। শক্র বাহিনীর প্রস্থানের পর আল্লাহ
তাআলা বহু সাহাবীদের তপ্তুরূপে করে দেন। যার ফলে তারা দুঃখ ভুলে যান।

69. এর দ্বারা মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। তারা যে বলছিল, 'আমাদের কোন এখতিয়ার আছে না কি?' এর বাহ্য অর্থ তো ছিল, আল্লাহর
নির্ধারিত নিয়তির সামনে কারও কোনও এখতিয়ার চলে না। আর এটা তো সঠিক কথাই, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য, যা কুরআন মাজীদ
সামনে পরিষ্কার করে দিয়েছে। তা এই যে, আমাদের কথা শোনা হলে এবং বাইরে এসে শক্র মুকাবিলা করার পরিবর্তে শহরের ভিতর থেকে
প্রতিরোধ করা হলে এতগুলো লোকের প্রাণহানি ঘটত না।

70. ইশারা করা হয়েছে যে, এ রকম মসিবতের দ্বারা ঈমান পরিপন্থ হয় এবং অভ্যন্তরীণ রোগ-ব্যাধি দূর হয়।

155 উভয় বাহিনীর পারম্পরিক সংঘর্ষের দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদেরকে তাদের
কিছু কৃতকর্মের কারণে পদস্থলনে লিপ্ত করেছিল। ^{৭১} নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি
ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু। *

71. অর্থাৎ যুদ্ধের আগে তাদের দ্বারা এমন কিছু ক্রটি-বিচুতি ঘটেছিল, যা দেখে শয়তান উৎসাহী হয় এবং তাদেরকে আরও কিছু ক্রটিতে
লিপ্ত করে দেয়।

156 হে মুমিনগণ! সেই সব লোকের মত হয়ে যেয়ো না, যারা কুফুর অবলম্বন করেছে এবং তাদের ভাইয়েরা যখন কোনও দেশে সফর
করে কিংবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, তখন তাদের সম্পর্কে তারা বলে, তারা আমাদের সঙ্গে থাকলে মারা যেত না এবং নিহতও হত
না। (তাদের এ কথার) পরিণাম তো (কেবল) এই যে, এরূপ কথাকে আল্লাহ তাদের অন্তরের আক্ষেপে পরিণত করেন। (নেচেঁ)
জীবন ও মৃত্যু তো আল্লাহরই দেন। আর তোমরা যে কর্মই কর, আল্লাহ তা দেখছেন। *

157 তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও বা মারা যাও, তবুও আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্তব্য মাগফিরাত ও রহমত সেইসব বস্তু হতে ঢের
শ্রেয়, যা তারা সংশয় করছে। *

158 তোমরা যদি মারা যাও বা নিহত হও, তবে তোমাদেরকে আল্লাহরই কাছে নিয়ে একত্র করা হবে। *

159 (হে নবী! এসব ঘটনার পর) আল্লাহর রহমতই ছিল, যদ্দরুণ তাদের প্রতি তুমি কোমল আচরণ করেছ। তুমি যদি কাঁচ প্রকৃতির ও
কঠোর হাদয় হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের জন্য

মাগফিরাতের দু'আ কর এবং (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করতে থাক। অতঃপর তুমি যখন (কোন বিষয়ে) মনস্থির করবে, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াকুলকারীদেরকে ভালোবাসেন। *

160 আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউ তোমাদেরকে পরামর্শ করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদেরকে অসহায় ছেড়ে দেন, তবে তিনি ছাড়া কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহরই উপর ভরসা করা। *

161 এটা কোনও নবীর পক্ষে সন্তুষ্ট নয় যে, গনীমতের সম্পদে খেয়ানত করবে। ৭২ যে-কেউ খেয়ানত করবে, সে কিয়ামতের দিন সেই মাল নিয়ে উঠবে, যা সে খেয়ানতের মাধ্যমে হস্তগত করেছিল। অতঃপর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেওয়া হবে এবং কারণ প্রতি জুলুম করা হবে না। *

72. এছলে এ কথা বলার কারণ সন্তুষ্ট এই যে, গনীমতের মালামাল সংগ্রহের জন্য এত তাড়াহুড়া করার দরকার ছিল না। কেননা যুদ্ধে যে সম্পদ অর্জিত হত, তা যে-ই কুড়াক না কেন, শেষ পর্যন্ত নবী সাল্লামাই আলাইহি ওয়া সাল্লামাই শরীরী বিধান অনুসারে তা বণ্টন করতেন। প্রত্যেকে তার অংশ ঘথাঘথভাবে পেয়ে যেত। কেননা কোনও নবী গনীমতের মালে খেয়ানত করতে পারেন না।

162 তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসরণ করে, সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে যে, আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে ফিরেছে আর যার ঠিকানা হচ্ছে জাহানাম; যা অতি নিরুৎস্থ ঠিকানা? *

163 আল্লাহর নিকট তারা বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট। তারা যা-কিছু করে আল্লাহ তা ভালোভাবেই দেখেন। *

164 প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি (অতি বড়) অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, আর নিশ্চয় এর আগে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ছিল। *

165 যখন তোমরা এমন এক মসিবতে আক্রান্ত হলে, যার দ্বিগুণ মসিবতে তোমরা (শক্রদেরকে) আক্রান্ত করেছ, ৭৩ তখন কি তোমরা বল যে, এ মসিবত কোথা হতে এসে গেল? বল, এটা তোমাদের নিজেদের থেকেই এসেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। *

73. বদরের যুদ্ধের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তাতে কুরাইশ-কাফিরদের সন্তুষ্ট জন লোক কতল হয়েছিল এবং সন্তুষ্ট জন বন্দী হয়েছিল। অপর দিকে উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে সন্তুষ্ট জন শহীদ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাদের কেউ বন্দী হননি। এ হিসেবে বদরে কাফিরদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল উহুদে মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতি অপেক্ষা দ্বিগুণ।

166 উভয় বাহিনীর পারম্পরিক সংঘর্ষের দিন তোমাদের যে বিপদ ঘটেছিল, তা আল্লাহর হুকুমেই (ঘটেছিল), যাতে তিনি মুমিনদেরকেও পরাখ করে দেখতে পারেন। *

167 এবং দেখতে পারেন মুনাফিকদেরকেও। আর তাদেরকে (মুনাফিকদেরকে) বলা হয়েছিল, এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর কিংবা প্রতিরোধ কর। তখন তারা বলেছিল, 'আমরা যদি দেখতাম (যুদ্ধের মত) যুদ্ধ হবে, তবে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম।' ৭৪ সে দিন (যখন তারা একথা বলেছিল) তারা ঈমান অপেক্ষা কুরারেই বেশি নিকটবর্তী ছিল। তারা তাদের মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। ৭৫ তারা যা-কিছু লুকায়, আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। *

74. অর্থাৎ মুখে তো বলত অসম যুদ্ধ না হলে আমরা অবশ্যই শরীর হতাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের বাহানা মাত্র। আসলে তাদের মনের কথা হল যে, সসম যুদ্ধ হলেও তারা অংশগ্রহণ করত না।

75. তারা বলতে চাচ্ছিল যে, এটা সমানে-সমানে যুদ্ধ হলে আমরা অবশ্যই এতে শরীর হতাম, কিন্তু এটাতো অসম যুদ্ধ। শক্রসংখ্যা তিন গুণেও বেশি। কাজেই এটা যুদ্ধ নয়, আত্মহত্যা। এতে আমরা শরীর হতে পারি না।

168 তারা সেই লোক, যারা নিজেদের (শহীদ) ভাইদের সম্পর্কে বসে বসে মন্তব্য করে যে, তারা যদি আমাদের কথা শুনত, তবে কতল হত না। বলে দাও, তোমরা সত্যবাদী হলে খোদ নিজেদের থেকেই মৃত্যুকে হটিয়ে দাও তো দেখি! *

169 এবং (হে নবী!) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনওই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে রিয়ক দেওয়া হয়। ৭৬ *

76. অর্থাৎ মৃত্যুর পর শহীদগণ বিশেষ এক ধরনের জীবন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, যা অন্যদের লাভ হয় না। তাদের কাছে জানাতের রিয়ক পৌঁছতে থাকে এবং তাদের আগ্রা সবুজ পাথির পিঞ্জরে ঢুকে জানাতের ভেতর ইচ্ছামত উড়ে বেড়াতে থাকে। এসব যেহেতু ভিন্ন এক

জগতের ব্যাপার, তাই এর দ্বন্দ্বপ বোঝা ইহজগতে বসে সন্তুষ্ট নয়। আমরা বিশ্বাস করি, কুরআন ও হাদীসে প্রদত্ত সকল সংবাদই সত্য। (-
অনুবাদক)

170 আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ঘা-কিছু দিয়েছেন, তারা তাতে প্রফুল্ল। আর তাদের পরে এখনও ঘারা (শাহাদতের মাধ্যমে) তাদের
সঙ্গে মিলিত হয়নি, তাদের ব্যাপারে এ কারণে তারা আনন্দ বোধ করে যে, তারা যখন তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হবে, তখন
তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ♦

171 তারা আল্লাহর নি'আমত ও অনুগ্রহের কারণে আনন্দ উদযাপন করে এবং এ কারণেও যে, আল্লাহ মুমিনদের কর্মফল নষ্ট করেন
না। ♦

172 ঘারা যখন হওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, এরূপ সৎকর্মশীল ও মুত্তাকীদের জন্য আছে মহা প্রতিদান। ♦

173 যাদেরকে লোকে বলেছিল, (মক্কার কাফির) লোকেরা তোমাদের (সাথে যুদ্ধ করার) জন্য (পুনরায়) সেনা সংগ্রহ করেছে, সুতরাং
তাদেরকে ভয় কর। তখন এটা (এই সংবাদ) তাদের ঈমানের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং তারা বলে ওঠে, আমাদের জন্য
আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। ৭৭ ♦

77. মক্কার কাফিরগণ উহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে ঘাওয়ার সময় রাস্তায় এই বলে প্রস্তাতে লাগল যে, যুদ্ধে জয়লাভ করা সত্ত্বেও আমরা
অহেতুক ফিরে আসলাম। আমরা আরেকটু অগ্রসর হলে তো সমস্ত মুসলিমকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারতাম। এই চিন্তা করে তারা
পুনরায় মদীনা মুনাওয়ারার দিকে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করল। অন্য দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট তাদের এই ইচ্ছা
সম্পর্কে অবিহিত হয়ে অথবা উহুদ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের ইচ্ছায় পর দিন ভোরে ঘোষণা করে দিলেন যে, আমরা শক্রের পশ্চাদ্বাবনের
উদ্দেশ্যে বের হব আর এতে আমাদের সঙ্গে কেবল তারাই যাবে, ঘারা উহুদের যুদ্ধে শরীর ছিল। সাহাবায়ে কেরাম যদিও উহুদের যুদ্ধে
ক্ষতি-বিক্ষত ও ক্লান্ত-শ্রান্ত ছিলেন, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ডাকে সাড়া দিতে তারা এক মুহূর্ত দেরি করলেন না। এ
আয়াতে তাদের সে আত্মোৎসর্গেরই প্রশংসা করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে 'হামরাউল
আসাদ' নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে বনু খুয়াআর এক বাণ্ডির সঙ্গে দেখা হয়। তার নাম ছিল মাবাদ। কাফির হওয়া সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তার সহানুভূতি ছিল। এ সময় মুসলিমদের উদ্যম ও সাহসিকতা তার নজর কাঢ়ে। অতঃপর সে আরও সামনে
অগ্রসর হলে আবু সুফিয়ানসহ অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের সঙ্গে তার সাক্ষাত হল। তখন সে তাদেরকে মুসলিম সৈন্যদের উদ্দীপনা ও
সাহসিকতার কথা জানাল এবং পরামর্শ দিল যে, তাদের উচিত মদীনায় গিয়ে হামলা করার পরিকল্পনা ত্যাগ করে মক্কায় ফিরে ঘাওয়া। এতে
কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হল। ফলে তারা ওয়াপস চলে গেল। কিন্তু ঘাওয়ার সময় তারা আবাদুল কায়স গোত্রের মদীনাগামী এক
কাফেলাকে বলে গেল যে, পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হলে যেন জানিয়ে দেয়, আবু সুফিয়ান এক
বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করেছে এবং সে মুসলিমদের নিপাত করার জন্য মদীনার দিকে এগিয়ে আসছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের
মনে ত্রাস সৃষ্টি করা। সেমতে এ কাফেলা হামরাউল আসাদে পৌঁছে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত পেল তখন
তাঁকে একথা বলল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তাতে ভয় তো পেলেনই না, উল্টো তাঁরা তাদের ঈমানদীপ্ত সেই কথা শুনিয়ে দিলেন, যা
প্রশংসার সাথে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

174 পরিণামে তারা আল্লাহর নি'আমত ও অনুগ্রহ নিয়ে এভাবে ফিরে আসল যে, বিন্দুমাত্র অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি এবং তারা
আল্লাহ যাতে খুশী হন তার অনুসৃত করেছে। বস্তুত আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক। ♦

175 প্রকৃতপক্ষে সে তো শয়তান, যে তার বন্ধুদের সম্পর্কে ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক, তবে তাদেরকে ভয় করো
না। বরং কেবল আমাকেই ভয় কর। ♦

176 এবং (হে নবী!) ঘারা কুফরীতে পরম্পর প্রতিযোগিতার সাথে অগ্রসর হচ্ছে, তারা যেন তোমাকে দুঃখে না ফেলে। নিশ্চিত জেন,
তারা আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান আর্থিরাতে তাদের কোন অংশ না রাখতে। তাদের জন্য মহা শাস্তি
(প্রস্তুত) রয়েছে। ♦

177 ঘারা ঈমানের বদলে কুফল খরিদ করেছে, তারা কখনওই আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য (প্রস্তুত) রয়েছে
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ♦

178 ঘারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি তাদের পক্ষে তা ভালো।
প্রকৃতপক্ষে আমি তাদেরকে অবকাশ দেই কেবল এ কারণে, যাতে তারা পাপাচারে আরও অগ্রগামী হয় এবং (পরিশেষে) তাদের
জন্য আছে লাঞ্ছনিক শাস্তি। ♦

179 আল্লাহ এরূপ করতে পারেন না যে, তোমরা (এখন) যে অবস্থায় আছে মুমিনদেরকে সে অবস্থায়ই রেখে দেবেন, যতক্ষণ না তিনি
পবিত্র হতে অপবিত্রকে পৃথক করে দেন এবং (অপর দিকে) তিনি এরূপও করতে পারেন না যে, তোমাদেরকে (সরাসরি) গায়বের
বিষয় জানিয়ে দেবেন। হাঁ, তিনি (যতটুকু জানানো দরকার মনে করেন, তার জন্য) নিজ নবীগণের মধ্য হতে যাকে চান বেছে

নেন। ৭৮ সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা বিশ্বাস রাখ ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে মহা প্রতিদানের উপর্যুক্ত হবে। ♦

78. ১৭৬ নং আয়াত থেকে ১৭৮ নং আয়াত পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরগণ আল্লাহ তাআলার অপ্রিয় হলে দুনিয়ার তারা আরাম-আয়েশের জীবন লাভ করে কেন? উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আখিরাতে যেহেতু তাদের কোনও অংশ নাই, তাই দুনিয়ায় তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে তারা আরও বেশি গুনাহ কামাই করে এবং তারা তাই করছে। একটা সময় আসবে, যখন তাদেরকে একত্র করে আয়াবে নিক্ষেপ করা হবে। ১৭৯ নং আয়াতে এর বিপরীতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিমগণ আল্লাহ তাআলার প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপর এত বিপদ কেন? তার এক উত্তর এ আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিমদের জন্য এটা পরীক্ষা। এ পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্য ঈমানের দাবীতে কে খাঁটি এবং কে ভেজাল এটা পরিক্ষার করে দেওয়া! আল্লাহ তাআলা এটা পরিক্ষার না করা পর্যন্ত মুসলিমদেরকে আপন অবস্থায় রেখে দিতে পারেন না। বস্তুত কে ঈমানে অট্টল থাকে আর কে টলে যায়, তার পরিচয় বিপদের সময়ই পাওয়া যায়। এর উপর প্রশ্ন হতে পারত যে, আল্লাহ মুসলিমদেরকে বিপদে ফেলা ছাড়াই কেন এ বিষয়টি জানিয়ে দেন না? এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা গায়বের বিষয় প্রত্যেকেকে জানান না। বরং ঘৃতচুক্তি জানাতে চান তা নিজ নবীকে জানিয়ে দেন। তাঁর হিকমতের দাবি হচ্ছে, মুসলিমগণ মুনাফিকদের দুর্কর্ম নিজেদের চোখে দেখে নিক ও তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিক। সে কারণেই এসব বিপদ-আপদ আসে। এর আরও তৎপর্য সামনে ১৮৫ ও ১৮৬ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

180 আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহে (সম্পদে) যারা কৃপণতা করে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে, এটা তাদের জন্য ভালো কিছু। বরং এটা তাদের পক্ষে অতি মন্দ। যে সম্পদের ভেতর তারা কৃপণতা করে, কিয়ামতের দিন তাকে তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে। ৭৯ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মীরাছ কেবল আল্লাহরই জন্য। তোমরা যা-কিছুই কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। ♦

79. যে কৃপণতাকে হারাম করা হয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা যে ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয়ের আদেশ করেছেন, সে ক্ষেত্রে ব্যয় না করা, যেমন যাকাত না দেওয়া। এরাপ কৃপণতার মাধ্যমে মানুষ যে সম্পদ সংঞ্চয় করবে, কিয়ামতের দিন তাকে বেড়ি বানিয়ে তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাখ্যা করেন যে, এরাপ সম্পদকে বিষাক্ত সাপ বানিয়ে তার গলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে। সে সাপ তার গলা কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ! আমি তোমার সঞ্চিত ধনভাণ্ডার।

181 আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলে, আল্লাহ গরীব এবং আমরা ধনী। ৮০ তারা যা বলে আমি তা (তাদের আমলনামায়) লিখে রাখি এবং তারা নবীগণকে অন্যান্যভাবে যে হত্যা করেছে সেটাও। অতঃপর আমি বলব, জুলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ কর। ♦

80. যাকাত ও অন্যান্য অর্থ-ব্যয় সংক্রান্ত বিধানাবলী নাষিল হলে ইয়াহুদীরা এ জাতীয় ধৃষ্টিমূলক উচ্চি করেছিল। বলাবাহ্ল্য এ রকম বিশ্বাস তো তাদেরও ছিল না যে, আল্লাহ তাআলা গরীব নাউরুবিল্লাহ। আসলে তারা এসব বলে যাকাতের বিধানকে উপহাস ও ব্যঙ্গ করত। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের এ বেদাদ কথার কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। বরং এ চরম বেয়াদবীর কারণে তিনি তাদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শুনিয়ে দিয়েছেন।

182 এসব তোমাদের নিজ হাতের সেই কৃতকর্মের ফল, যা তোমরা সম্মুখে প্রেরণ করেছিলে। নয়ত আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন। ♦

183 (এরা) সেই লোক, যারা বলে, আল্লাহ আমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, আমরা কোনও নবীর প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনব না, যতক্ষণ না সে আমাদের কাছে এমন কোন কুরবানী উপস্থিত করবে, যাকে আগুন গ্রাস করবে। ৮১ তুমি বল, আমার আগেও তোমাদের নিকট বহু নবী সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল এবং সেই জিনিস নিয়েও, যার কথা তোমরা (আমাকে) বলছ। তা সত্ত্বেও তোমরা তাদেরকে হত্যা করলে কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? ♦

81. পূর্ববর্তী নবীগণের সময়ে নিয়ম ছিল, কোনও ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে যখন কোনও পশু কুরবানী করত, তখন তাদের জন্য তা খাওয়া হালাল হত না; বরং তারা সে পশু যবাহ করে মাঠে বা টিলায় রেখে আসত। অতঃপর আল্লাহ তাআলা সে কুরবানী করুল করলে আসমান থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। তাকে 'দাহ্য কুরবানী' বলা হত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়তে সে নিয়ম রাখিত করে দেওয়া হয়েছে। এখন কুরবানীর গোশত হালাল। ইয়াহুদীরা বলেছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু এরাপ কুরবানী নিয়ে আসেননি, তাই আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনতে পারি না। আসলে এটা ছিল তাদের কালক্ষেপণের এক বাহানা। ঈমান আনার কোন উদ্দেশ্য তাদের আদৌ ছিল না। তাই তাদেরকে শরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অতীতে এসব নির্দেশন তো তোমাদের কাছে এসেছিল। তখনও তোমরা ঈমান আননি; বরং নবীগণকে হত্যা করেছিলে।

184 (হে নবী!) তথাপি যদি তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে (এটা নতুন কোন বিষয় নয়) তোমার আগেও এমন বহু নবীকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যারা সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলীও নিয়ে এসেছিল এবং লিখিত সহিফা ও এমন কিতাবও, যা ছিল (সত্যকে) আলোকিতকারী। ♦

185 প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমাদের সকলকে (তোমাদের কর্মের) পুরোপুরি প্রতিদান কিয়ামতের দিনই দেওয়া হবে। অতঃপর যাকেই জাহানাম থেকে দুরে সরিয়ে দেওয়া হবে ও জাহানাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম হবে। আর (জাহানাতের বিপরীতে) পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়। ♦

186 (হে মুসলিমগণ!) অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও জীবনের ব্যাপারে (আরও) পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা

'আহলে কিতাব' ও 'মুশরিক' উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে অনেক পীড়োদায়ক কথা শুনবে। তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে নিশ্চয়ই এটা অতি বড় হিম্মতের কাজ (যা তোমাদেরকে অবলম্বন করতেই হবে)। ❁

187 আর (সেই সময়ের কথা তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়) যখন আল্লাহ 'আহলে কিতাব' থেকে এই প্রতিশ্রূতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা এ কিতাবকে অবশ্যই মানুষের সামনে সুপ্রস্তুতভাবে বর্ণনা করবে এবং এটা গোপন করবে না। অতঃপর তারা এ প্রতিশ্রূতিকে তাদের পেছন দিকে ছুড়ে মারে এবং এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য আর্জন করবে। কতই না মন্দ সেই জিনিস, যা তারা ক্রয় করছে। ❁

188 তুমি কিছুতেই মনে করো না যে, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর বড় খুশী, আর যে কাজ করেনি তার জন্য প্রশংসার আশাবাদী, এরপ লোকদের সম্পর্কে কিছুতেই মনে করো না যে, তারা শাস্তি হতে আত্মরক্ষায় সফল হবে। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (প্রস্তুত) রয়েছে। ৮১ ❁

82. ইয়াহুদীয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাহুই ওয়া সাল্লাম সম্পর্কিত সুসংবাদসমূহ গোপন করত এবং এটাকে একটা সফল চাতুর্য মনে করে আহ্বানিত হত। আবার তারা গোমরাহীর উপর থাকা সঙ্গে কামনা করত, মানুষ যেন তাদেরকে হকপহী বলে প্রশংসা করে। একই চারিত্র ছিল মুনাফিকদেরও। এ কারণে আয়তে তাদেরকে কঠিন শাস্তির সতর্কবাণী শেনানো হয়েছে। এর ভেতর মুমিনদের জন্যও শিক্ষা রয়েছে যে, কোন মন্দ কাজ করে তার জন্য খুশি না হয়ে তাওবা-ইস্তিগফার করা উচিত এবং কোন ভালো কাজ না করে তার জন্য প্রশংসার আশাবাদী না হয়ে বরং সেই ভালো কাজে সচেষ্ট থাকা ও করার পর আল্লাহর শুকর আদায় করা উচিত। -অনুবাদক

189 আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহরই। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। ❁

190 নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনে ও রাত-দিনের পালাক্রমে আগমনে বহু নির্দর্শন আছে এই সকল বুদ্ধিমানদের জন্য ❁

191 যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং তা লক্ষ্য করে বলে ওঠে) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি (এমন ফজুল কাজ থেকে) পরিত্র। সুতরাং আপনি আমাদেরকে জাহানামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। ৮৩ ❁

83. অর্থাৎ বুদ্ধিমান তারাই, যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায় আন্তরে ও মুখে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান-যমীন তথা নির্থিল বিশ্বের সৃজন সম্পর্কে চিন্তা করত আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর অপার জ্ঞান-শক্তির পরিচয় লাভ করে এবং এর ফলশ্রুতিতে তার শাস্তি হতে নাজাত ও তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য দু আয় রত হয়। বোৱা গেল, সৃষ্টিমালা সম্পর্কিত সেই চিন্তা-গবেষণাই প্রসংশনীয় যা আল্লাহর পরিচয় লাভের অঙ্গিলা হয়। সেই চিন্তা-গবেষণা নয়, যা জড়বাদ দ্বারা আচছন্ন থাকে এবং যা প্রকৃতির সীমানা ভেদ করে তার স্ফুরণ পর্যন্ত পৌঁছায় না। -অনুবাদক

192 হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যাকেই জাহানামে দাখিল করবেন, তাকে নিশ্চিতভাবেই লাষ্টিত করলেন। আর জালিমগণ তো কোনও সাহায্যকারী পাবে না। ❁

193 হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক ঘোষককে ঈমানের দিকে ডাক দিতে শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। কাজেই হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন, আমাদের মন্দসমূহ আমাদের থেকে মিটিয়ে দিন এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের মধ্যে শামিল করে নিজের কাছে তুলে নিন। ❁

194 হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সেই সবকিছু দান করুন, যার প্রতিশ্রূতি আপনি নিজ রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়েছেন। আমাদেরকে কিয়ামতের দিন লাষ্টিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি কখনও প্রতিশ্রূতির বিপরীত করেন না। ❁

195 সুতরাং তাদের প্রতিপালক তাদের দু'আ করুল করলেন এবং (বললেন,) আমি তোমাদের মধ্যে কোন আমলকারীর কর্মফল নষ্ট করব না, তা সে পুরুষ হোক বা নারী। তোমরা পরম্পরে একই রকম। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং তাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, আমার পথে উৎপীড়ন করা হয়েছে এবং (দীনের জন্য) তারা যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের সকলের থেকে তাদের দোষ-ক্রটি মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে অবশ্যই এমন সব উদ্যানে দাখিল করব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। (এসব কিছু) আল্লাহর পক্ষ হতে পুরক্ষারস্তরূপ হবে। বস্তুত আল্লাহরই কাছে আছে উৎকৃষ্ট পুরক্ষার। ❁

196 যারা কুফল অবলম্বন করেছে, দেশে দেশে তাদের (সাচ্ছন্দ্যপূর্ণ) বিচরণ যেন তোমাকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে। ❁

197 (এটা) সামান্য ভোগ (যা তারা লুটছে), অতঃপর তাদের ঠিকানা জাহানাম, আর তা নিকৃষ্টতম বিছানা। ❁

198 কিন্তু যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে চলে, তাদের জন্য আছে এমন সব উদ্যান, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। আল্লাহর পক্ষ হতে আতিথেয়তাস্বরূপ তারা সর্বদা সেখানে থাকবে। আর আল্লাহর কাছে যা-কিছু আছে, পুণ্যবানদের জন্য তাই শ্রেষ্ঠ। *

199 নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যেও এমন লোক আছে, যারা আল্লাহর সম্মুখে বিনয় প্রদর্শনপূর্বক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং সেই কিতাবের প্রতিও, যা তোমাদের প্রতি নাখিল করা হয়েছে আর সেই কিতাবের প্রতিও যা তাদের প্রতি নাখিল করা হয়েছিল। আর আল্লাহর আয়াতসমূহকে তারা তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে না। এরাই তারা, যাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। *

200 হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মুকাবিলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। ১৪ আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *

84. কুরআনী পরিভাষায় 'সবর' শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক। এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আছে, যথা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচলতা প্রদর্শন করা, গুনাহ হতে বেঁচে থাকার জন্য মনের ইচ্ছা ও চাহিদাকে দমন করা এবং কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা। এ স্থলে এ তিনিও প্রকার সবরের হৃকুম করা হয়েছে। সীমান্ত রক্ষা বলতে যেমন ভৌগোলিক সীমানাকে বোঝায়, তেমনি চিন্তাধারাগত সীমানাও। উভয় প্রকার সীমান্তই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সকল বিধানের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে সুরা আলে-ইমরানের তরজমা ও ব্যাখ্যার কাজ আজ বুধবার ১৮ই রজে ১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ২৪ আগস্ট ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ সমাপ্ত হল। [অনুবাদ শেষ হল আজ রোববার ২৮ শাওয়াল ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ১৮ অক্টোবর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ] আল্লাহ তাআলা অবশিষ্টাংশও নিজ মরাজি মোতাবেক সহজে সমাপ্ত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।



♦ আন নিসা ♦

1 হে লোক সকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার অচিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে (নিজেদের হক) চেয়ে থাক। ১ এবং আল্লাহদের (অধিকার খর্ব করা)কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। ২ *

1. এ আয়াতে পর্যায়ক্রমে মৌলিক তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে: (ক) সৃষ্টিকর্তা হওয়ার কারণে এক আল্লাহকে ভয় করা ও কেবল তাঁরই ইবাদত-অনুগত্য করা; (খ) একই আদম-সন্তান হওয়ার কারণে সমস্ত মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা। কোনও অবস্থায়ই কারও কোন অধিকার হরণ না করা এবং (গ) অন্যান্য মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ-স্঵র্জনের সাথে ঘনিষ্ঠতা বেশি থাকায় তাদের অধিকারও ঘেরে অন্যদের তুলনায় বেশি, তাই তাদের অধিকারসমূহ আদায়ে অধিকতর যত্নবান থাকা। মৌলিকভাবে এ সুরায় এ তিনিও বিষয় সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। যার অনুসরণে মধ্যে রয়েছে পারিবারিক, সামাজিক তথা বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চয়তা। -অনুবাদক

2. দুনিয়ায় মানুষ যখন একে অন্যের কাছে নিজের প্রাপ্য অধিকার দাবী করে, তখন অধিকাংশ সময়ই বলে থাকে, 'আল্লাহর ওয়াক্তে তুমি আমাকে আমার পাওনা মিটিয়ে দাও।' আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলছেন যে, তোমরা যখন নিজেদের হক ও প্রাপ্য অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে অচিলা বানাও, তখন অন্যদের হক আদায়ের ব্যাপারেও আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর এবং মানুষের সর্বপ্রকার হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দাও।

2 ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও, আর তালো মালকে মন্দ মাল দ্বারা পরিবর্তন করো না। আর তাদের (ইয়াতীমদের) সম্পদকে নিজেদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে খেয়ো না। ৩ নিশ্চয়ই এটা মহাপাপ। *

3. কেউ মারা গেলে তার মীরাছে তার ইয়াতীম সন্তানদেরও অংশ থাকে। কিন্তু বয়স কম হওয়ার কারণে সে সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করা হয় না; তাদের যারা অভিভাবক থাকে, যেমন চাচা, ভাই প্রমুখ তারা ইয়াতীম শিশু সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তাদের অংশ আমানত হিসেবে নিজেদের হেফাজতে রাখে। এ আয়াতে সেই অভিভাবকদেরকে তিনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (ক) ইয়াতীম শিশু যখন সাবালক হয়ে যায়, তখন বিশ্বাস্তার সাথে তাদের সে আমানত তাদের বুঝিয়ে দাও। (খ) তোমরা একপ অবিশ্বাস্তার কাজ করো না যে, তারা তো তাদের পিতার মীরাছ হিসেবে ভালো ভালো জিনিস পেয়েছিল, আর তোমরা তা নিজেরা রেখে দিয়ে তার পরিবর্তে তাদেরকে মন্দ কিসিমের মাল দিয়ে দিলো। (গ) একপ করো না যে, তাদের মাল নিজেদের মালের সাথে মিশিয়ে তার কিছু অংশ জেনেশ্বনে বা অবহেলাভরে নিজেরা ব্যবহার করলো।

3 তোমরা যদি আশংকা বোধ কর যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফ রক্ষা করতে পারবে না, তবে (তাদেরকে বিবাহ না করে) অন্য নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের পছন্দ হয় বিবাহ কর ৪ দুই-দুইজন, তিন-তিনজন অথবা চার-চারজনকে। ৫ অবশ্য যদি আশংকা বোধ কর যে, তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, ৬ তবে এক স্ত্রীতে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীতে ক্ষমত থাক। ৭ এতে তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার সন্তাবনা বেশি। *

4. বুখারী শরীফের এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাযি)। এ বিধানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন যে, অনেক সময় কোনও ইয়াতীম মেয়ে তার চাচাত ভাইয়ের তত্ত্ববধানে থাকত। সে যেমন সুন্দরী হত, তেমনি পিতার রেখে ঘাওয়া সম্পদেরও একটা মোটা অংশ পেত। এ অবস্থায় তার চাচাত ভাই চাইত, সে বালেগা হলে নিজেই তাকে বিবাহ করবে, যাতে তার সম্পদ হাতছাড়া না হয়ে যায়। কিন্তু বিবাহে তার মত মেয়ের মোহরানা যে পরিমাণ হওয়া উচিত, সে পরিমাণ তাকে দিত না। আবার সেই মেয়ে যদি তেমন রূপসী না হত, তবে তার সম্পদের লোভে তাকে বিবাহ তো করত, কিন্তু তাকে মোহরানা তো কম দিতই, সেই সঙ্গে তার সাথে আচার-আচরণও প্রীতিকর করত না। এ আয়াত এ জাতীয় লোকদেরকে হ্রস্ব দিয়েছে যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি তোমাদের যদি এই ধরনের জুলুম ও অবিচার করার আশংকা থাকে, তবে তাদেরকে বিবাহ করো না; বরং অন্য যে সকল নারীকে আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তাদের মধ্য হতে কাউকে বিবাহ কর।

5. জাহিলী যুগে স্ত্রী গ্রহণের জন্য কোনও সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না। এক ব্যক্তি একই সময়ে দশ-বিশজন নারীকে নিজ বিবাহযীনে রাখতে পারত। আলোচ্য আয়াত এর সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করেছে চার পর্যন্ত এবং তাও এই শর্তসাপেক্ষে যে, সকল স্ত্রীর সাথে সমতাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। যদি পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা থাকে, তবে এক স্ত্রীতেই ক্ষান্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপ অবস্থায় একাধিক বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

6. হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, কারও যদি একাধিক স্ত্রী থাকে আর সে তাদের প্রতি সমতাপূর্ণ আচরণ না করে, তবে কিয়ামতের দিন সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় উপ্তি হবে। প্রকাশ থাকে যে, ইসলামে বহুবিবাহের বিধান সামাজিক চাহিদার সাথে খুবই সংগতিপূর্ণ। যে চাহিদার বাস্তবতাকে অঙ্গীকার করার কোনও উপায় নেই। অবস্থা বিশেষে ব্যক্তিচরিত্বের ফ্রেজাত, সামাজিক শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, পুরুষের পিতৃত্ব ও নারীর মাতৃত্ব-চাহিদা পূরণ ইত্যাদি বহুবিধি প্রয়োজনে পুরুষের বহুবিবাহ একটি নির্বিকল্প সাধু ব্যবস্থা। নারীর জন্য এ ব্যবস্থা দেওয়া হয়নি। কেননা বহুস্তুরীর স্ত্রী হওয়াটা নারীর পক্ষে মর্যাদাকর নয়। তা ছাড়া এটা তার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃ-পরিচয়কেও অনিশ্চিত করে দেয়। সুতরাং এ ব্যবস্থায় পুরুষের পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি; বরং নর-নারীর অবস্থানগত প্রভেদকে মূল্য দেওয়া হয়েছে। -অনুবাদক

7. অধিকারভুক্ত দাসী অর্থ ক্রীতদাসী বা যুদ্ধবন্দিনী। বর্তমানকালে এর প্রচলন নেই। -অনুবাদক

4. নারীদেরকে খুশী মনে তাদের মাহর আদায় কর। তারা নিজেরা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা সানন্দে, স্বচ্ছন্দভাবে ভোগ করতে পার। *

5. তোমরা অবুৱা (ইয়াতীম)দের কাছে নিজেদের সেই সম্পদ অর্পণ করো না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনের অবলম্বন বানিয়েছেন। তবে তাদেরকে তা হতে খাওয়াও ও পরাও, আর তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গতভাবে কথা বল। ✤ *

8. ইয়াতীমদের যারা অভিভাবকস্তু করে তাদের দায়িত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, এক দিকে তো ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদকে আমানত মনে করে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, অন্যদিকে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাদের সম্পদ যেন অসময়ে তাদের হাতে সোপন্দ করা না হয়। বরং যখন টাকা-পয়সা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি ও সঠিক খাতে তা ব্যয় করার মত যোগ্যতা তাদের মধ্যে এসে যাবে, তখনই যেন তাদের হাতে তা অর্পণ করা হয়। যতক্ষণ তারা অবুৱা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের হাতে তা ন্যস্ত করা যাবে না। তারা নিজেরাই যদি তাদের সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার দাবি জানায়, তবে তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে বোবানো উচিত। পরবর্তী আয়াতে এ মূলনির্তিত কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হচ্ছে, মাঝে মধ্যে ইয়াতীম শিশুদেরকে পরীক্ষা করা চাই যে, নিজেদের অর্থ-সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করার মত বুৱা-সম্বা তাদের হয়েছে কি না। আরও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কেবল বালেগ হওয়াই যথেষ্ট নয়। বালেগ হওয়ার পরও যদি তারা সমবাদার না হয়, তবে তাদের হাতে সম্পদ ন্যস্ত করা যাবে না; বরং যখন বুঝে আসবে যে, তাদের মধ্যে বুদ্ধি-শুদ্ধি এসে গেছে কেবল তখনই তা তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

6. ইয়াতীমদেরকে পরীক্ষা করতে থাক। যতক্ষণ না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছায়, অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বুৱা-সম্বা উপলক্ষ্য কর, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ কর। আর তা এই ভোবে অপচয়ের সাথে ও তাড়াছড়া করে খেয়ে ফেল না যে, পাছে তারা বড় হয়ে যায়। আর (ইয়াতীমদের অভিভাবকদের মধ্যে) যে নিজে সচ্ছল, সে তো নিজেকে (ইয়াতীমদের সম্পদ খাওয়া থেকে) সম্পূর্ণরূপে পবিত্র রাখবে, আর যে অভাবগ্রস্ত সে ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব (তা) খেতে পারবে। ✤ অতঃপর তোমরা তাদের সম্পদ যখন তাদের হাতে অর্পণ করবে, তখন তাদের সম্পর্কে সাক্ষী রাখবে। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। *

9. নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য ইয়াতীমের অভিভাবকদের বহু কাজ আঞ্চাম দিতে হয়। সে যদি সচ্ছল ব্যক্তি হয়, তবে সে সব কাজের জন্য ইয়াতীমের সম্পদ হতে তার কোনও রকম বিনিময় গ্রহণ জায়েয় নয়। এটা ঠিক এ রকমের, যেন একজন পিতা তার সন্তানদের দেখাশোনা করছে। অবশ্য সে যদি অসচ্ছল আর ইয়াতীম যথেষ্ট সম্পদের মালিক হয়, তবে ইয়াতীমের সম্পদ হতে নিজের প্রয়োজনীয় খরচ গ্রহণ করা তার পক্ষে জায়েয় হবে। তবে এ ব্যাপারে তাকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কেবল ততটুকুই সে গ্রহণ করবে, দেশের চল ও নিয়ম অনুযায়ী যতটুকু সে পেতে পাবে; তার বেশি নেওয়া কিছুতেই জায়েয় হবে না।

7. পুরুষদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায় আর নারীদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায়, চাই সে (পরিত্যক্ত) সম্পদ কম হোক বা বেশি। এ অংশ (আল্লাহর তরফ থেকে) নির্ধারিত। ✤ *

10. জাহিলী যুগে নারীদেরকে মীরাছের কোনও অংশ দেওয়া হত না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ জাতীয় কিছু ঘটনা পেশ করা হল, যেমন এক ব্যক্তি এক স্ত্রী ও নাবালেগ সন্তান রেখে মারা গেল। এ অবস্থায় তার ভাইয়েরা তার রেখে ঘাওয়া সমুদয় সম্পত্তি কঢ়া করে নিল। স্ত্রীকে তো বাস্তিত করা হল নারী হওয়ার কারণে। আর সন্তানগণ যেহেতু নাবালেগ ছিল তাই তাদেরকেও কিছু দেওয়া হল

না। এ প্রেক্ষাপটেই আলোচ্য আয়ত নাফিল হয়। এতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয় যে, নারীদেরকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করা ঘাবে না।
অতঃপর সামনে ১১নং আয়ত থেকে যে রুকু শুরু হয়েছে, তাতে সকল নর-নারী আত্মীয়বর্গের কে কি পরিমাণ পাবে তাও আল্লাহর তাআলা
স্থির করে দিয়েছেন।

৮ আর ঘখন (মীরাছ) বণ্টনের সময় (ওয়ারিশ নয় এমন) আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তাদেরকেও তা থেকে কিছু
দাও এবং তাদের সাথে সদালাপ কর। ১১ *

11. মীরাছ বণ্টনকালে এমন কিছু লোকও উপস্থিত থাকে, যারা শরীয়ত অনুযায়ী ওয়ারিশ হয় না। কুরআন মাজীদের নির্দেশনা হচ্ছে,
তাদেরকেও কিছু দেওয়া ভালো। অবশ্য এ ক্ষেত্রে দুটো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে (ক) একুপ লোকদেরকে দেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং
মুস্তাহব এবং (খ) তাদেরকে নাবালেগ ওয়ারিশদের অংশ থেকে দেওয়া জায়ে নয়। কেবল বালেগ ওয়ারিশগণ নিজেদের অংশ থেকে
দেবে।

৯ আর সেইসব লোক (ইয়াতীমদের সম্পদে অসাধুতা করতে) ভয় করুক, যারা নিজেদের পেছনে অসহায় সন্তান রেখে গেলে তাদের
ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকত। ১২ সুতোং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সরল-সঠিক কথা বলে। *

12. অর্থাৎ তোমাদের যেমন নিজ সন্তানদের ব্যাপারে চিন্তা থাকে যে, আমাদের মৃত্যুর পর তাদের অবস্থা কী হবে, তেমনি অন্যদের
সন্তানদের ব্যাপারেও চিন্তা কর এবং ইয়াতীমদের সম্পদে যে কোনও রকমের অসাধু পস্তা অবলম্বন করা হতে বিরত থাক।

১০ নিশ্চয়ই যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা নিজেদের পেটে কেবল আগুন ভরতি করে। তারা অচিরেই এক
ভুলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। *

১১ আল্লাহ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান। ১৩ যদি (কেবল) দুই
বা ততোধিক নারীই থাকে, তবে মৃত ব্যক্তি যা-কিছু রেখে গেছে, তারা তার দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। যদি কেবল একজন নারী থাকে,
তবে সে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার মধ্য হতে প্রত্যেকের প্রাপ্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ,
যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে। আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে এবং তার পিতা-মাতাই তার ওয়ারিশ হয়, তবে তার মাঝের
প্রাপ্য এক-তৃতীয়াংশ। অবশ্য তার যদি কয়েক ভাই থাকে, তবে তার মাঝের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ, (আর এ বণ্টন করা হবে) মৃত ব্যক্তি
যে ওসিয়ত করে গেছে তা কার্যকর করার কিংবা (তার যদি কোন) দেনা (থাকে, তা) পরিশোধ করার পর। ১৪ তোমরা আসলে জান
না, তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে উপকার সাধনের দিক থেকে তোমাদের নিকটতর। (এসব) আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ।
১৫ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *

13. ১১, ১২ নং আয়তে আত্মীয়দের মধ্যে কে কতটুকু মীরাছ পাবে তা বর্ণিত হয়েছে। যে সকল আত্মীয়ের অংশ এই দুই আয়তে উল্লেখ
করা হয়েছে তাদেরকে 'ঘাৰিল ফুরুয়' বলে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এসব অংশ প্রদানের পর যে সম্পদ
অবশিষ্ট থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী সেই আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করা হবে, যাদের অংশ এ আয়তসমূহে উল্লেখ করা
হয়নি। তাদেরকে 'আসাবা' বলে, যেমন পুত্র। আর কন্যা যদিও সরাসরি 'আসাবা' নয়, কিন্তু পুত্রদের সাথে মিলে সেও আসাবা'র অন্তর্ভুক্ত
হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাদের মধ্যে যে নিয়মে মীরাছ বণ্টন করা হবে, তা এ আয়তে বলে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ এক পুত্র পাবে দুই কন্যার
সমান। এই একই নিয়ম সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন মৃত ব্যক্তির কোনও সন্তান না থাকে এবং ভাই-বোন তার ওয়ারিশ হয়। তখন ভাইকে
বোনের দ্বিগুণ অংশ দেওয়া হবে।

14. এ আয়তগুলোতে এই নিয়মটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মীরাছ বণ্টন করা হবে মৃত ব্যক্তির দেনা পরিশোধ ও তার ওসিয়ত
কার্যকর করার পর। অর্থাৎ মায়িতের যদি দেনা থাকে, তবে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি দ্বারা সর্বপ্রথম সেই দেনা পরিশোধ করা হবে। তারপর
সে যদি কোনও ওসিয়ত করে থাকে, যেমন অমুক ব্যক্তিকে (যে তার ওয়ারিশ নয়) আমার সম্পত্তি থেকে এই পরিমাণ দিয়ো, তবে সম্পত্তির
এক-তৃতীয়াংশের ভেতর থেকে সেই ওসিয়ত পূরণ করা হবে। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

15. কেউ ভাবতে পারত 'অমুক ওয়ারিশকে আরও বেশি দেয়া হলে ভাল হত', কিংবা 'অমুককে আরও কম দেওয়া উচিত ছিল', তাই আল্লাহ
তাআলা এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, প্রকৃত মঙ্গল সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান তোমাদের নেই। আল্লাহ তাআলা যার যে অংশ স্থির করে
দিয়েছেন, সেটাই যথার্থ।

১২ তোমাদের স্ত্রীগণ যা-কিছু রেখে যায়, তার অর্ধাংশ তোমাদের যদি তাদের কোনও সন্তান (জীবিত) না থাকে। যদি তাদের কোনও
সন্তান থাকে, তবে তারা (যে) ওসিয়ত (করে যায় তা) কার্যকর করার এবং যে দেনা রেখে যায় তা পরিশোধ করার পর, তোমরা তার
রেখে যাওয়া সম্পদের এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমরা যা-কিছু ছেড়ে যাও, তার এক-চতুর্থাংশ তারা (স্ত্রীগণ) পাবে যদি
তোমাদের (জীবিত) কোন সন্তান না থাকে। যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তোমরা যে ওসিয়ত করে যাও তা কার্যকর করার
এবং (তোমাদের) দেনা পরিশোধ করার পর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবে। যার মীরাছ বণ্টন করা
হচ্ছে, সেই পুরুষ বা নারী যদি এমন হয় যে, না তার পিতা-মাতা জীবিত আছে, না সন্তান-সন্ততি আর তার এক ভাই বা এক বোন
জীবিত থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা যদি আরও বেশি সংখ্যক থাকে, তবে তারা সকলে এক-
চতুর্থাংশের মধ্যে অংশীদার হবে, (কিন্তু তা) যে ওসিয়ত করা হয়েছে তা কার্যকর করার বা দেনা পরিশোধ করার পর যদি (ওসিয়ত
বা দেনার স্বীকারোক্তি দ্বারা) সে কারও ক্ষতি না করে থাকে। ১৬ (এসব) আল্লাহর হুকুম। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, সহনশীল। *

16. এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, যদিও মীরাছ বণ্টন করার আগে দেনা পরিশোধ ও ওসিয়ত পূরণ করা জরুরী, কিন্তু মৃত ব্যক্তির এমন কোনও কাজ করা উচিত নয়, যার উদ্দেশ্য বৈধ ওয়ারিশদের ক্ষতি সাধন করা। যেমন কোনও ব্যক্তি তার ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করার বা তাদের অংশ হ্রাস করার লক্ষ্যে তার কোনও বস্তুর অনুকূলে ওসিয়ত করল কিংবা তার অনুকূলে মিথ্যা খবরের কথা সীকার করল, যাতে তার গোটা সম্পত্তি বা তার সিংহভাগ সেই ব্যক্তির দখলে চলে যায় আর ওয়ারিশগণ কিছুই না পায় অথবা পেলেও তার পরিমাণ খুব সামান্যই হয়। এটা সম্পূর্ণ অবৈধ। এজন্যই শরীয়ত এই মূলনীতি প্রদান করেছে যে, কোনও ওয়ারিশের পক্ষে ওসিয়ত করা যাবে না এবং যে ওয়ারিশ নয় তার পক্ষেও সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি ওসিয়ত করা যাবে না।

13 এসব আল্লাহর (স্থিরীকৃত) সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে। তার সর্বদা তাতে থাকবে। আর এটা মহা সাফল্য। ♦

14 পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর (স্থিরীকৃত) সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জাহানামে, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং তার জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। ♦

15 তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা অশ্লীল কাজ করবে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী রাখ। তারা যদি (তাদের অশ্লীল কাজ সম্পর্কে) সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদেরকে ঘরের ভেতর আবদ্ধ রাখ, যাবত না মৃত্যু তাদের তুলে নিয়ে যায় কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ সৃষ্টি করে দেন। ১৫ ♦

17. কোনও নারী ব্যভিচার করলে প্রথম দিকে তাকে যাবজ্জীবন গৃহবন্দী করে রাখার ছক্ষু দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইশারা করা হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে তাদের জন্য অন্য কোনও দ্বিধা দেওয়া হবে। 'কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ সৃষ্টি করে দেবেন' দ্বারা সে কথাই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং সূরা 'নূর'-এ নর-নারী উভয়ের জন্য ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে একশ' চাবুক। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা নূরের সে আয়াত নাযিল হলে ইরাশাদ করেন, এবার আল্লাহ তাআলা নারীদের জন্য পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, আর তা এই যে, অবিবাহিত নর বা নারীকে একশ' চাবুক মারা হবে এবং বিবাহিতকে রাজ্ম (পাথর মেরে হত্যা) করা হবে।

16 আর তোমাদের মধ্যে যে দুই পুরুষ অশ্লীল কর্ম করবে, তাদেরকেও শাস্তি দান কর। ১৮ অতঃপর তারা যদি তাওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে ফেলে, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। ♦

18. এর দ্বারা পুরুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ ঘৌনক্রিয়া তথা 'সমকাম'-এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন শাস্তির বিধান না দিয়ে কেবল এই আদেশ করা হয়েছে যে, একপ পুরুষদেরকে শাস্তি দেওয়া চাই। ফুকাহায়ে কিরাম এর বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। তবে তার মধ্যে বিশেষ কোনওটি অপরিহার্য নয়। সঠিক এই যে, এটা বিচারকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

17 আল্লাহ অবশ্যই সেই সব লোকের তাওবা কবুল করেন যারা অজ্ঞতাবশত কোনও গুনাহ করে ফেলে, তারপর জলদি তাওবা করে নেয়। সুতরাং আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, প্রজ্ঞাময়। ♦

18 তাওবা কবুল তাদের প্রাপ্য নয়, যারা অসৎকর্ম করতে থাকে, পরিশেষে তাদের কারও যথন মৃত্যুক্ষণ এসে পড়ে, তখন বলে, এখন আমি তাওবা করলাম। এবং তাদের জন্যও নয়, যারা কাফের অবস্থায়ই মারা যায়। একপ লোকদের জন্য তো আমি যদ্রুণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। ♦

19 হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য এটা হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের মালিক বনে বসবে। আর তাদেরকে এই উদ্দেশ্যে অবরুদ্ধ করে রেখ না যে, তোমরা তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছ তার কিয়দংশ আত্মসাঙ্ক করবে, অবশ্য তারা যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, তবে ভিন্ন কথা। ১৯ আর তাদের সাথে সন্তাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে অপচন্দ কর, তবে এর যথেষ্ট সন্তাবনা রয়েছে যে, তোমরা কোনও জিনিসকে অপচন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে প্রভৃত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। ♦

19. জাহিলী যুগে এই নিপীড়নমূলক প্রথা চালু ছিল যে, কোনও নারীর স্বামী মারা গেলে ওয়ারিশগণ সেই নারীকেও যীরাচের অংশ মনে করত এবং এই অর্থে তারা তার মালিক বনে যেত যে, তাদের অনুমতি ছাড়া সে যেমন অন্য কোনও স্বামী গ্রহণ করতে পারত না, তেমনি নিজ জীবন সম্পর্কে অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও অধিকার রাখত না। এ আয়াত সেই জুনুমের রেওয়াজকে খতম করে দিয়েছে। এমনিভাবে আরও একটা অন্যায় রীতি ছিল যে, কোনও স্বামী যখন স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করত, আবার তাকে যে মাহর দিয়েছে সেটাও হস্তগত করতে চাইত, তখন সে স্ত্রীকে নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকত, যেমন সে তাকে ঘরের ভেতর এভাবে অবরুদ্ধ করে রাখত যদ্রুণে সে তার বৈধ প্রয়োজন মেটানোর জন্যও বাইরে যেতে পারত না। এভাবে নির্যাতন করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে সে বেচারী বাধ্য হয়ে স্বামীর থেকে মুক্তি লাভের জন্য নিজেই বিবাহ বিচ্ছেদের প্রস্তুত দেয় আর বলে, তুমি যে মাহর দিয়েছ তা ফেরত নিয়ে যাও এবং তালাক দিয়ে আমাকে তোমার কবল থেকে মুক্তি দাও। আয়াতের দ্বিতীয় অংশে এই প্রথাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

20 আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করতে চাও এবং তাদের একজনকে অগাধ মাহর দিয়ে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিয়ে না। তোমরা কি অপবাদ দিয়ে এবং প্রকাশ্য গুনাহে লিপ্ত হয়ে তা (মাহর) ফেরত নেবে? ২০ ♦

20. উপরে ১৯নং আয়াতের বলা হয়েছিল যে, স্ত্রীদেরকে তাদের মুক্তি লাভের জন্য মাহর ওয়াপস করতে বাধ্য করা কেবল সেই অবস্থায়ই বৈধ,

যখন তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়ে পড়বে। এ আয়তে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যদি মাহর ফেরত দেওয়ার জন্য তাদেরকে চাপ দাও, তবে তোমাদের পক্ষ হতে এটা তাদের প্রতি অপবাদ আরোপের নামান্তর হবে। তোমরা যেন বলতে চাচ্ছ, তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতা করেছে, যেহেতু মাহর ওয়াপস করতে বাধ্য করা এ অবস্থা ছাড়া অন্য কোনও অবস্থায় বৈধ নয়।

21. আর কি করেই বা তোমরা তা ফেরত নিতে পার, যখন তোমরা একে অন্যের বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলে এবং তারা তোমাদের থেকে কঠিন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিল? *

22. যে নারীদেরকে তোমাদের বাপ-দাদা (কখনও) বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। তবে পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে। ^১ এটা অত্যন্ত অশ্লীল ও ঘৃণ্য কর্ম এবং নিকৃষ্ট আচরণ। *

21. জাহিলী যুগে সৎ মাকে বিবাহ করা দূর্ঘণীয় মনে করা হত না। এ আয়ত সে নির্জনজাকে নিষিদ্ধ করেছে। অবশ্য যারা ইসলামের আগে একপ বিবাহ করেছিল তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আগের গুনাহ মাফ। কেননা ইসলাম গ্রহণ দ্বারা পূর্বের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। শর্ত হল, এ আয়ত নায়িলের পর সে বিবাহের সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হবে।

23. তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতিজী, ভাপ্পি, তোমাদের সেই সকল মা, যারা তোমাদেরকে দুখ পান করিয়েছে, তোমাদের দুখ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের প্রতিপালনাধীন তোমাদের সৎ কন্যা, ^২ যারা তোমাদের এমন স্ত্রীদের গর্ভজাত, যাদের সাথে তোমরা নিভৃতে মিলিত হয়েছ। তোমরা যদি তাদের সাথে নিভৃত-মিলন না করে থাক (এবং তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও বা তাদের মৃত্যু হয়ে যায়), তবে (তাদের কন্যাদেরকে বিবাহ করাতে) তোমাদের কোন গুনাহ নেই। তোমাদের ওরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণও (তোমাদের জন্য হারাম) এবং এটাও (হারাম) যে, তোমরা দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করবে। তবে পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

22. সাধারণভাবে সৎকন্যা যেহেতু সৎপিতার লালন-পালনে থাকে, তাই এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। নয়ত যে সৎ কন্যা সৎ পিতার প্রতিপালনাধীন নয়, সেও হারাম।

24. সেই সকল নারীও (তোমাদের জন্য হারাম), যারা অন্য স্বামীদের বিবাহাধীন আছে। তবে যে দাসীরা তোমাদের মালিকানায় এসে গেছে, (তারা ব্যতিক্রম)। ^৩ এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহর বিধান। আর এ ছাড়া অন্য নারীদেরকে নিজেদের অর্থ-সম্পদ খরচের মাধ্যমে (অর্থাৎ মাহর দিয়ে নিজেদের বিবাহে আনার) কামনা করাকে বৈধ করা হয়েছে, এই শর্তে যে, তোমরা (বিবাহ দ্বারা) চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার ইচ্ছা করবে, কেবল কাম-চরিতার্থকারী হবে না। ^৪ সুতরাং তোমরা (বিবাহ সূত্রে) যে সকল নারী দ্বারা আনন্দ ভোগ করেছ, তাদেরকে ধার্যকৃত মাহর প্রদান কর। অবশ্য (মাহর) ধার্য করার পরও তোমরা পরস্পরে যেই (কম-বেশি করা) সম্পর্কে সম্মত হবে, তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজাময়। *

23. জিহাদের সময় যেসব নারীকে বন্দী করে ইসলামী রাষ্ট্রে নিয়ে আসা হত এবং তাদের স্বামীগণ অমুসলিম রাষ্ট্রে থেকে যেত, তাদের বিবাহ আপনা-আপনি খত্ম হয়ে যেত। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রে আসার পর যখন একপ নারীর এক হায়য়ের মেয়াদ পূর্ণ হত এবং প্রাক্তন স্বামী দ্বারা সে গর্ভবতী না থাকত, তখন মুসলিম রাষ্ট্রের যে-কেনও মুসলিমের সাথে তার বিবাহ জায়ে হত। মনে রাখতে হবে, এ বিধান কেবল এমন দাসীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে শরীয়তসম্ভবাবে দাসী সাব্যস্ত হয়েছে। বর্তমানে কোথাও একপ দাসীর অস্তিত্ব নেই।

24. বোঝানো উদ্দেশ্য, বিবাহ একটি দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের নাম, যার উদ্দেশ্য শুধু ইন্দ্রিয়-চাহিদা প্রবণ করা নয়; বরং এক সুদৃঢ় পারিবর্তিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, যে ব্যবস্থার অধীনে নর-নারী উভয়ে একে অন্যের অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে এবং এ সম্পর্ককে চারিত্রিক পবিত্রতার সংরক্ষণ ও মানব-প্রজন্মের ধারাবাহিকতা রক্ষণ মাধ্যম বানাবে। কেবল ইন্দ্রিয় সুখ হাসিলের জন্য একটা সাময়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া কিছুতেই জায়ে নয়। তা অর্থ-সম্পদের বিনিয়য়েই হোক না কেন!

25. তোমাদের মধ্যে যারা স্বাধীন মুসলিম নারীদের বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, তারা তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম দাসীদেরকে বিবাহ করতে পারে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তোমরা সকলে পরস্পর সমতুল্য। ^৫ সুতরাং সেই দাসীদেরকে তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ করবে এবং তাদেরকে ন্যায়ানুগ্রহভাবে তাদের মাহর প্রদান করবে এই শর্তে যে, (বিবাহের মাধ্যমে) তাদের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষণ করা হবে, তারা কেবল কাম-চরিতার্থকারী হবে না এবং গুণ্ঠ প্রণয়ী গ্রহণকারিণীও নয়। তারা যখন বিবাহের হেফাজতে এসে গেল, তখন যদি কোনও গুরুতর অশ্লীলতায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তাদের শাস্তি হবে স্বাধীনা (অবিবাহিত) নারীর জন্য ধার্যকৃত শাস্তির অর্ধেক। ^৬ এসব (অর্থাৎ দাসীদেরকে বিবাহ করার বিষয়টা) তোমাদের মধ্য হতে যারা (বিবাহ না করলে) গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকা বোধ করে, তাদের জন্য। আর তোমরা যদি সংযমী হয়ে থাক, তবে সেটাই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

25. যেহেতু স্বাধীন নারীদের মাহর সাধারণত দাসীদের তুলনায় বেশি হত, তাই এক দিকে তো আদেশ দেওয়া হয়েছে, স্বাধীন নারীদের বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকলে তবেই দাসীদের বিবাহ করবে, অন্যদিকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কখনও কোন দাসীকে বিবাহ করতে হলে কেবল দাসী হওয়ার কারণে তাকে হেয় জ্ঞান করা যাবে না। কেননা মর্যাদার আসল মাপকাটি হল তাকওয়া-প্রবহেয়গারী। কার ঈমানের অবস্থা কেমন সেটা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। বস্তুত আদম সন্তান হওয়ার বিচারে দুনিয়ার সকল মানুষই সমান।

26. স্বাধীন অবিবাহিতা নারী ব্যভিচার করলে তার শাস্তি একশ' চাবুক, যা সূরা নূরের প্রথম আয়তে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়তে দাসীদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে তার অর্ধেক, অর্থাৎ পঞ্চাশটি চাবুকের আঘাত।

26 আল্লাহ চান তোমাদের জন্য (বিধানসমূহ) স্পষ্ট করে দিতে, তোমাদের পূর্ববর্তী (নেককার) লোকদের রীতি-নীতির উপর তোমাদেরকে পরিচালিত করতে এবং তোমাদের তাওবা করুল করতে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, প্রজ্ঞাময়। ♡

27 আল্লাহ তো তোমাদের তাওবা করুল করতে চান, আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুগমন করে, তারা চায় তোমরা যেন (সঠিক পথ থেকে) বহু দূরে সরে যাও। ♡

28 আল্লাহ তোমাদের ভার লাঘব করতে চান। মানুষকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। ২৭ ♡

27. অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তির মুকাবিলা করার ক্ষেত্রে মানুষ সহজাতভাবেই দুর্বল। তাই আল্লাহ তাআলা এ চাহিদা জায়েয় পন্থায় পূরণ করতে বাধা দেননি; বরং তার জন্য বিবাহকে সহজ করে দিয়েছেন। (এবং তোমাদের প্রতি শরীআতের বিধানাবলীকে আসান করে দিয়েছেন)।

29 হে মুমিনগণ! তোমরা পরম্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে পারম্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে কোন ব্যবসায় করা হলে (তা জায়েয়)। এবং তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। ২৮ নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। ♡

28. এর সহজ-সরল অর্থ এই যে, যেভাবে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হারাম, নরহত্যা তদপেক্ষা কঠিন হারাম। অন্যকে হত্যা করাকে 'নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করা' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, অন্য কাউকে হত্যা করলে পরিশেষে তার দ্বারা নিজেকেই হত্যা করা হয়। কেননা তার বদলে হত্যাকারী নিজেই নিহত হতে পারে। যদি দুনিয়াতে তাকে হত্যা করা নাও হয়, তবে আধিকারে তার জন্য যে শাস্তির বাবস্থা রাখা হয়েছে, তা মৃত্যু অপেক্ষাও কঠিনতর। এভাবে এর দ্বারা আত্মহত্যার নিষিদ্ধতাও স্পষ্ট হয়ে গেল। অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার সাথে এ বাকের উল্লেখ দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইশারা হয়ে থাকবে যে, সমাজে অন্যায়ভাবে সম্পত্তি গ্রাস করার বিষয়টি যখন ব্যাপক আকারে ধারণ করে, তখন তার পরিণাম দাঁড়ায় সামাজিক আত্মহত্যা।

30 যে ব্যক্তি সীমালংঘন ও জুলুমের সাথে একৃপ করবে, আমি তাকে আগনে ঢোকাব, আর আল্লাহর পক্ষে এটা অতি সহজ। ♡

31 তোমাদেরকে যেই বড় বড় গুনাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা যদি তা পরিহার করে চল, তবে আমি নিজেই তোমাদের ছোট ছোট গুনাহ তোমাদের থেকে মিটিয়ে দেব ২৯ এবং তোমাদেরকে এক মর্যাদাপূর্ণ স্থানে দাখিল করব। ♡

29. অর্থাৎ মানুষ কবীরা গুনাহ (বড় বড় গুনাহ) হতে বিরত থাকলে আল্লাহ তাআলা তার ছোট ছোট গুনাহ এমনিতেই ক্ষমা করে দেন। কুরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায়, অযু, সালাত, সাওম, সদাকা প্রভৃতি সৎকর্ম দ্বারাও সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

32 যা দ্বারা আমি তোমাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, তার আকাঙ্ক্ষা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তাতে তার অংশ থাকবে এবং নারী যা অর্জন করে তাতে তার অংশ থাকবে। ৩০ আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। ♡

30. কতিপয় নারী আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিল, তারা যদি পুরুষ হত, তবে তারাও জিহাদ ইত্যাদিতে শরীক হয়ে অধিকতর সওয়াব অর্জনে সক্ষম হত। এ আয়ত মূলনীতি জানিয়ে দিয়েছে যে, যেসব বিষয়ে মানুষের কোন এখতিয়ার নেই। তাতে আল্লাহ তাআলা কারও উপর কাউকে এক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আবার অপরকে অন্য হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যেমন কেউ নর, কেউ নারী; কেউ শক্তিমান, কেউ দুর্বল; আবার কেউ অন্যের তুলনায় বেশি সুন্দর। এসব জিনিস যেহেতু মানুষের এখতিয়ারে নয়, তাই এর আকাঙ্ক্ষা করার দ্বারা অহেতুক দুঃখবোধ ছাড়া কোনও ফায়দা নেই (তাছাড়া এতে পরম্পরে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়)। সুতরাং এসব জিনিসে তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা চাই। হাঁ যেসব ভালো জিনিসে মানুষের এখতিয়ার আছে, তা অর্জনে সচেষ্ট থাকা অবশ্য কর্তব্য। তাতে আল্লাহ তাআলার রীতি হল, যে ব্যক্তি যেমন কাজ করবে, তার ক্ষেত্রে তেমনই ফল প্রকাশ পাবে। তাতে নর-নারীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

33 পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ যে সম্পদ রেখে যায়, তার প্রতিটিতে আমি কিছু ওয়ারিশ নির্ধারণ করেছি। আর যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ, তাদেরকে তাদের অংশ প্রদান কর। ৩১ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সাক্ষী। ♡

31. যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, মুসলিমদের মধ্যে তার যদি কোনও আত্মীয় না থাকে, তবে সে যে ব্যক্তির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কখনও কখনও তার সাথে পরম্পর ভাই-ভাই হওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এ অবস্থায় তারা একে অন্যের ওয়ারিশও হবে এবং তাদের কারও উপর কোনও ব্যাপারে অর্থদ- আরোপিত হলে তা আদায়ের ব্যাপারে অন্যজন সহযোগিতাও করবে। এই সম্পর্ককে 'মুওয়ালাত' বলে। এ আয়তে এই চুক্তির কথাই বলা হয়েছে। এ আয়তের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মত এটাই যে, নওমুসলিমের সাথে একৃপ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। তার যদি কোন মুসলিম আত্মীয় না থাকে, তবে চুক্তিবদ্ধ সেই ব্যক্তিই তার মীরাছ পাবে।

৩৪ পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। [৩২](#) সুতরাং সাধীর স্ত্রীগণ অনুগত হয়ে থাকে, (পুরুষের) অনুপস্থিতিতে আল্লাহ প্রদত্ত হিফাজতে (তার অধিকারসমূহ) সংরক্ষণ করে। [৩৩](#) আর যে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা কর, (প্রথমে) তাদেরকে বুঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদেরকে শয়ন শয়্যায় একা ছেড়ে দাও এবং (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদেরকে প্রহার করতে পার। [৩৪](#) অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত্য করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনও (ব্যবস্থা গ্রহণের) পথ খুঁজো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকলের উপর, সকলের বড়। *

32. পূর্বে আল্লাহ যা দ্বারা কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তার আকাঞ্চন্মায় পরম্পর হিংসা-বিদ্রোহে লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছিল। এ স্থলে বিশেষভাবে নারীর উপর পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্বদানের কথা উল্লেখ করে নারীদেরকে তা সন্তুষ্টিতে মেনে নিতে উৎসাহিত করা হয়েছে। পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে সাধারণভাবে জ্ঞান-বুদ্ধি, পরিচালনা-ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা ইত্যাদিতে তার অগ্রগামিতা। বলা বাহ্য, এসব কেবলই পার্থিব জিনিস, আর এর ভিত্তিতে যে শ্রেষ্ঠত্ব, তাও কেবল পার্থিব শ্রেষ্ঠত্ব। এই শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি পুরুষের উপর রয়েছে নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার। এ দুই কারণে পুরুষকে নারীর অভিভাবক বানানো হয়েছে। শরীরাতের অন্যান্য বিধানের সাথে এই অভিভাবকত্ব পুরুষের প্রতি শরীরাতের এক বিশেষ বিধান। এমনিভাবে তার সে অভিভাবকত্ব মেনে নেওয়াটা নারীর প্রতি অন্যান্য বিধানের সাথে এক বিশেষ বিধান। সুতরাং উভয়েই আপন-আপন ক্ষেত্রে শর্কর্ট বিধানের অধীন। শরীরাতের সমস্ত বিধান মেনে চলাকে এক কথায় তাকওয়া বলে। আর্থিরাতের শ্রেষ্ঠত্ব তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই বেশি মর্যাদাবান, যে বেশি মুত্তাকী (হজুরতা)। সুতরাং নর-নারী প্রত্যেকের কর্তব্য, আল্লাহ তাকে যে অবস্থানে রেখেছেন তাতে খুশী থেকে তাকওয়ায় অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করা। -অনুবাদক

33. অর্থাৎ নেককার নারীগণ আল্লাহর অনুগত্য করে এবং সেই আনুগত্যের অধীনে স্বামীর অনুগত থাকে। আর আল্লাহ তাআলা যেহেতু স্বামীর উপর তাদের মাহর ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অপর্ণ করে তাদের হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন, তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তারা নিজ সতীত্ব, দাম্পত্যের গোপনীয়তা ও স্বামীর অর্থ-সম্পদ হেফাজত করে। -অনুবাদক

34. অর্থাৎ কোন স্ত্রী স্বামীর শরীরাতসম্মত আনুগত্য করতে না চাইলে স্বামী পর্যায়ক্রমিক পদ্ধায় তার সংশোধনের চেষ্টা করবে। প্রথমে তাকে আল্লাহর ভয় দেখাবে এবং আনুগত্যের লাভ ও অবাধ্যতার ক্ষতি সম্পর্কে দরদের সাথে বোঝাবে। তাতে কাজ না হলে তার বিছানা আলাদা করে দেবে এবং তার সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দেবে এবং তাতেও কাজ না হলে খুব হালকা মারার অনুমতি আছে। সর্বাবস্থায়ই উদ্দেশ্য থাকবে তাকে সংশোধন করা। সুতরাং সংশোধনের জন্য যে পদ্ধা বেশি ফলপ্রসূ মনে হয় তাই অবলম্বন করা উচিত। সংশোধন হয়ে গেলে কোন ছলে তাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং তার উপর স্বামীত্বের অহংকার ফলানো যাবে না। স্বামী যত বড়ই হোক না কেন, সে আল্লাহর বান্দা বৈ তো নয়। আল্লাহ সকলের উপর। সকল গৌরব-গরিমা তাঁরই জন্য শোভনীয়। তিনি সর্বশক্তিমান এবং তিনি অসহায় ও মজলুমের আশ্রয়স্থল। স্ত্রীর প্রতি আচরণে স্বামীকে সর্বদা এ কথা মনে রাখতে হবে। -অনুবাদক

৩৫ তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ সৃষ্টির আশঙ্কা কর, তবে (তাদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য) পুরুষের পরিবার হতে একজন সালিস ও নারীর পরিবার হতে একজন সালিস পাঠিয়ে দেবে। তারা দুজন যদি মীমাংসা করতে চায়, তবে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে এক্য সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত এবং সর্ববিষয়ে অবহিত। *

৩৬ এবং আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর। আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, [৩৫](#) সঙ্গে বসা (বা দাঁড়ানো) ব্যক্তি, [৩৬](#) পথচারী এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও (সদ্ব্যবহার কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দর্পিত অহংকারীকে পচন্দ করেন না। *

35. কুরআন-সুন্নাহ প্রতিবেশীর হক আদায় ও তার প্রতি সদ্ব্যবহারের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ আয়াতে প্রতিবেশীদের তিনটি স্তর বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম স্তরকে الجاري في القربى (নিকট প্রতিবেশী), দ্বিতীয় স্তরকে الجاري في الجنب (দূর প্রতিবেশী) বলা হয়েছে। প্রথম স্তর দ্বারা সেই প্রতিবেশীকে বোঝানো হয়েছে, যার গৃহ নিজ গৃহ-সংলগ্ন থাকে। দ্বিতীয় স্তরের প্রতিবেশী তারা, যাদের ঘর অতটা মিলিত নয়। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, প্রথম স্তর হল সেই প্রতিবেশী, যে আত্মীয়ও বটে, আর দ্বিতীয় স্তর যারা কেবলই প্রতিবেশী। আবার কেউ বলেন, প্রথম স্তর হল মুসলিম প্রতিবেশী, আর দ্বিতীয় স্তর অমুসলিম প্রতিবেশী। কুরআন মাজীদের শব্দাবলীতে সবগুলোরই অবকাশ আছে। মোদাকথা প্রতিবেশী আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, মুসলিম হোক বা অমুসলিম এবং তার গৃহ সংলগ্ন হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায়ই তার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে হবে।

36. এটা প্রতিবেশীদের তৃতীয় স্তর, যাকে কুরআন মাজীদ الصاحب بالجنب শব্দে ব্যক্ত করেছে। এর দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে সাময়িকভাবে অল্প সময়ের জন্য সঙ্গী হয়ে যায়, যেমন সফরকালে যে ব্যক্তি পাশে থাকে বা কোনও মজলিসে বা কোনও লাইনে সঙ্গে থাকে। এরপ লোকও এক ধরনের প্রতিবেশী। কুরআন মাজীদ তাদের প্রতিও সদাচরণ করার উপর জোর দিয়েছে। বরং এ হুকুমের আরও বিস্তার ঘটিয়ে যে-কোনও পার্থক ও মুসাফিরের সাথে সদ্ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, তাতে সে নিজের সঙ্গী ও প্রতিবেশী হোক বা নাই হোক।

৩৭ যারা নিজেরা কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ হতে তাদের যা দান করেছেন তা গোপন করে। আমি (একাপ) অকৃতজ্ঞদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। *

৩৮ এবং যারা নিজেদের অর্থ-সম্পদ খরচ করে মানুষকে দেখানোর জন্য, না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং না আর্থিরাত দিবসের প্রতি। বস্তুত শয়তান কারও সঙ্গী হয়ে গেলে সঙ্গীরপে সে বড়ই নিকৃষ্ট। *

- 39** তাদের কী ক্ষতি হত, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনত এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছেন তা থেকে কিছু (সৎকাজে) ব্যয় করত? আল্লাহ তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। ❁
- 40** আল্লাহ (কারও প্রতি) অণু-পরিমাণও জুলুম করেন না। আর যদি কোন সৎকর্ম হয়, তাকে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করেন এবং নিজের পক্ষ হতে মহা পুরস্কার দান করেন। ❁
- 41** সুতরাং (তারা ভেবে দেখুক) সেই দিন (তাদের অবস্থা) কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং (হে নবী), আমি তোমাকে ওইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরাপে উপস্থিত করব? ৩৭ ❁
37. কিয়ামতের দিন নবী-রাসূলগণ নিজ-নিজ উম্মতের ভালো-মন্দ কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর নিজ উম্মত সম্পর্কে সাক্ষীরাপে পেশ করা হবে।
- 42** যারা কুফুর অবলম্বন করেছে এবং রাসূলের অবাধ্যতা করেছে, সে দিন তারা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে, যদি তাদেরকে মাটির (ভেতর ধসিয়ে তার) সাথে একাকার করে ফেলা হত! আর তারা আল্লাহ হতে কোনও কথাই গোপন করতে পারবে না। ❁
- 43** হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নেশাগ্রস্ত থাক, তখন সালাতের কাছেও যেয়ো না, যাবৎ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার। ৩৮ এবং জুন্নবী (সহবাসজনিত অপবিত্রতা) অবস্থায়ও, যতক্ষণ না গোসল করে নাও (সালাত জায়ে নয়)। তবে তোমরা মুসাফির হলে (এবং পানি না পেলে, তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করতে পার)। তোমরা যদি অসুস্থ হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আসে অথবা তোমরা নারীদের স্পর্শ করে থাক, অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নেবে এবং নিজেদের চেহারা ও হাত (সে মাটি দ্বারা) মাসেহ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল। ❁
38. এটা সেই সময়ের কথা, যখন মদ নিষিদ্ধ ছিল না, তবে এ আয়াতের মাধ্যমে ইশ্বরা করে দেওয়া হয়েছিল যে, এটা কোনও ভালো জিনিস নয়, যেহেতু এটা পান করা অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং কোনও সময়ে এটা সম্পূর্ণ হারামও করা হতে পারে।
- 44** যাদেরকে কিতাবের একটা অংশ (অর্থাৎ তাওরাতের জ্ঞান) দেওয়া হয়েছিল, তুমি কি দেখনি, তারা কিভাবে পথপ্রস্তা ক্রয় করছে? এবং তারা চায়, তোমরাও যেন পথপ্রস্তা হয়ে যাও। ❁
- 45** আল্লাহ তোমাদের শক্রদেরকে ভালো করেই জানেন। অভিভাবকরাপেও আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট। ❁
- 46** ইয়াহুদীদের মধ্যে (কিছু লোক এমন আছে), যারা (তাওরাতের) শব্দাবলীকে তার প্রকৃত স্থান থেকে সরিয়ে দেয় এবং নিজেদের জিহ্বা বাঁকিয়ে ও দীনকে নিন্দা করে বলে, 'সামি'না ওয়া আসায়ান' এবং 'ইসমা' গায়রা মুসমা'ইন' এবং 'রাইনা', অথবা তারা যদি বলত 'সামি'না ওয়া আতানা' এবং 'ইসমা' ওয়ানজুরনা' তবে সেটাই তাদের পক্ষে উত্তম ও সঠিক পদ্ধা হত। ৩৯ বস্তুত তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি লানত করেছেন। সুতরাং অল্ল সংখ্যক লোক ছাড়ি তারা ঈমান আনবে না। ❁
39. এ আয়াতে ইয়াহুদীদের দু'টি দুষ্কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি দুষ্কর্ম তো এই যে, তারা তাওরাতের শব্দাবলীকে তার প্রকৃত স্থান থেকে সরিয়ে তার মধ্যে শার্দিক বা অর্থগত বিকৃতি সাধন করত। অর্থাৎ কখনও তার শব্দকেই অন্য কোন শব্দ দ্বারা বদলে দিত এবং কখনও শব্দের উপর ভুল অর্থ আরোপ করে মনগত ব্যাখ্যা দান করত। তাদের দ্বিতীয় দুষ্কর্ম ছিল এই যে, তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসত তখন এমন অস্পষ্ট ও কপটাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করত, যার বাহ্যিক অর্থ দুষ্পীয় হত না, কিন্তু ভিতরে তারা এমন মন্দ অর্থ বোঝাতো, যা সেই ভাষার ভেতর প্রচলন থাকত। কুরআনমাজীদ এ আয়াতে তার তিনটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। (ক) তারা বলত (সামি'না ওয়া 'আসাইনা)-এর অর্থ 'আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং অবাধ্যতা করলাম'। তারা এর ব্যাখ্যা করত যে, আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং আপনার বিরোধীদের অবাধ্যতা করলাম। প্রকৃতপক্ষে তারা বোঝাতে চাইত, আমরা আপনার কথা শুনলাম ঠিক, কিন্তু তা মানলামই না। (খ) এমনিভাবে তারা বলত, (ইসমা' গায়রা মুসমা'ইন)-এর শার্দিক অর্থ হল 'আপনি আমাদের কথা শুনুন, আল্লাহ করুন, আপনাকে যেন কোন কথা শোনানো না হয়। বাহ্যত তারা যেন এর দ্বারা দু'আ করছে যে, আপনাকে যেন কোন অপ্রীতিকর কথা শুনতে না হয়। কিন্তু আসলে তারা বোঝাতে চাচ্ছিল, আল্লাহ করুন আপনাকে যেন প্রীতিকর কোন কথা শোনানো না হয়। (গ) তাদের তৃতীয় ব্যবহাত শব্দ ছিল আইনা (রাইনা), আরবীতে এর অর্থ 'আমাদের প্রতি লক্ষ রাখুন'। কিন্তু হিন্দু ভাষায় এটা ছিল একটি গালি এবং তারা সেটাই বোঝাতে চাইত।
- 47** হে কিতাবীগণ! তোমাদের কাছে যে কিতাব (পূর্ব থেকে) আছে তার সমর্থকরাপে (এবার) আমি যা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, তোমরা তাতে ঈমান আন, এর আগে যে, আমি কতক চেহারাকে মিটিয়ে দিয়ে সেগুলোকে পশ্চাদ্দেশ-স্বরূপ বানিয়ে দেব অথবা শনিবারওয়ালাদের উপর যেমন লানত করেছিলাম, তাদের উপর তেমন লানত করব। ৪০ আল্লাহর আদেশ সর্বদা কার্যকরী হয়েই থাকে। ❁
40. 'সাবত' অর্থ শনিবার। তাওরাতে ইয়াহুদীদেরকে ঐ দিন কামাই-রোজগার করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু একটি জনপদের লোক সে হৃকুম অমান্য করেছিল। ফলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং তাদের আকৃতি বিকৃত করে ফেলা হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন সুরা আরাফ (৭ : ১৬৩)।

48

নিশ্চয়ই আল্লাহ এ বিষয়কে ক্ষমা করেন না যে, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করা হবে। এর চেয়ে নিচের যে-কোন বিষয়ে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।^{৪১} যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে, সে এক গুরুতর পাপে লিপ্ত হল। *

41. অর্থাৎ শিরক অপেক্ষা ছোট গুহাহ করীরা পর্যায়ের হলেও তা আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। তিনি চাইলে তা তাওবা ছাড়াও কেবল নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু শিরকের অপরাধ কেবল তখনই ক্ষমা হতে পারে, যখন মুশরিক ব্যক্তি মৃত্যুর আগে খাঁটি মনে শিরক হতে তাওবা করবে এবং তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করবে।

49

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেরা নিজেদের শুন্দি বলে প্রকাশ করে, অথচ আল্লাহই যাকে চান শুন্দতা দান করেন এবং (এ দানে) তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হয় না।^{৪২} *

42. অর্থাৎ পবিত্রতা ও শুন্দতা আল্লাহ তাআলা কেবল তাকেই দান করেন, যে নিজের ইচ্ছাধীন কাজ-কর্ম দ্বারা তা অর্জন করতে চায়। পবিত্রতা ও বিশুন্দতা থেকে বঞ্চিত হয় কেবল এমন সব লোক, যারা নিজেদের এখতিয়ারাধীন কার্যাবলী দ্বারা নিজেদেরকে অযোগ্য করে তোলে। সুতরাং এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা যদি তাকে পবিত্রতা দান না করেন, তবে তিনি তাতে তাদের প্রতি কোন জুলুম করেন না। কেননা তারা নিজেরাই তো স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে শুন্দতার অনুপযুক্ত করে ফেলেছে। এ আয়াতের ইঙ্গিত ইয়াহুদীদের প্রতি। তারা দাবি করত, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র, আমরা তাঁর অনুগত ও মুত্তাকী এবং আমাদের কোন গুনাহ নেই।

50

দেখ, তারা আল্লাহর প্রতি কি রকমের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। প্রকাশ গুনাহের জন্য এটাই যথেষ্ট। *

51

যাদেরকে কিতাবের একটা অংশ (অর্থাৎ তাওরাতের কিছু জ্ঞান) দেওয়া হয়েছিল, তুমি কি দেখনি তারা (কিভাবে) প্রতিমা ও শয়তানের সমর্থন করছে এবং তারা কাফিরদের (অর্থাৎ মৃত্তিপূজকদের) সম্বন্ধে বলে, মুমিনদের অপেক্ষা তারাই বেশি সরল পথে আছে? ^{৪৩} *

43. মদ্দিনা মুনাওয়ারায় বসবাসকারী কিছু ইয়াহুদীদের কথা বলা হচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সকলের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন যে, তারা ও মুসলিমগণ পরম্পরার শাস্তি ও নিরাপত্তার সাথে বাস করবে। একে অন্যের বিরুদ্ধে কোন বহিঃশক্তির সহযোগিতা করবে না। কিন্তু তারা উপর্যুক্তি এ চুক্তি লংঘন করে এবং পর্দার আড়ালে মুসলিমদের ঘোর শক্ত, মক্কার কাফিরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকে। তাদের একজন বড় নেতা ছিল কাব ইবনে আশরাফ। উহুদ যুদ্ধের পর সে অপর এক ইয়াহুদী নেতা হৃয়াই ইবনে আখতাবকে নিয়ে মক্কা মুকাবরমায় গেল এবং কাফিরদের সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্যের আশ্বাস দিল। কাফিরদের তদনীন্তন নেতা আবু সুফিয়ান বলল, তোমরা যদি তোমাদের এ কথায় সত্যবাদী হও, তবে আমাদের দুটি প্রতিমার সামনে সিজদা কর। কাব ইবনে আশরাফ আবু সুফিয়ানের দাবী মত তাই করল। তারপর আবু সুফিয়ান কাবকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের ধর্ম ভালো না মুসলিমদের? এর জবাবে সে নির্লজ্জভাবে বলে দিল, মুসলিমদের চেয়ে তোমাদের ধর্ম অনেকের ভালো। অথচ সে জানত, মক্কার এ লোকগুলো প্রতিমাপূজারী। তারা কোনও আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে না। সুতরাং তাদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলার অর্থ মৃত্তিপূজাকেই সমর্থন করা, যা ইয়াহুদী ধর্মবিশ্বাসেরও পরিপন্থী। আয়াতে এ ঘটনার প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

52

এরাই তারা, যাদের প্রতি আল্লাহ লানত করেছেন। আল্লাহ যার প্রতি লানত করেন, তুমি তার কোন সাহায্যকারী পাবে না। *

53

তবে কি (বিশ্ব-জগতের) সার্বভৌমত্বে তাদের কোন অংশ আছে? যদি তাই হত, তবে তারা মানুষকে খেজুর-বীচির আবরণ পরিমাণও কিছু দিত না। ^{৪৪} *

44. মুসলিমদের প্রতি ইয়াহুদীদের ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণ কী? কুরআন মাজীদ এ সম্পর্কে বলছে যে, তাদের আশা ছিল পূর্বেকার বহু নবী-রাসূল যেমন বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে হয়েছেন, তেমনি সর্বশেষ নবীও তাদের খালানেই জন্ম নেবেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশে জন্ম নিলেন, তখন তারা ঈর্ষাত্তুর হয়ে পড়ল। অথচ নবুওয়াত, খিলাফত ও হৃকুমত আল্লাহ তাআলার এক অনুগ্রহ। তিনি যখন যাকে সমীচীন মনে করেন এ অনুগ্রহে ভূষিত করেন। কোনও লোক এতে আপত্তি করলে সে যেন দাবী করছে, বিশ্ব-জগতের রাজত্ব তার হাতে। নিজ পছন্দমত নবী মনোনীত করার এখতিয়ার তারই। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন, রাজত্ব যদি কখনও তাদের হাতে যেত, তবে তারা এতটা কার্য্য করত যে, কাউকে কণা পরিমাণও কিছু দিত না।

54

নাকি তারা এই কারণে মানুষের প্রতি ঈর্ষা করে যে, তিনি তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ দান করেন (কেন?)। আমি তো ইবরাহীমের বংশধরদিগকে কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে বিরাট রাজত্ব দিয়েছিলাম। ^{৪৫} *

45. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত অনুসারে যাকে সমীচীন মনে করেন নবুওয়াত, খিলাফত ও হৃকুমতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। সুতরাং তিনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নবুওয়াত ও হিকমত দান করেন এবং তার বংশধরদের মধ্যে এ ধারা জারি রাখেন। ফলে তাদের মধ্যে কেউ নবী হওয়ার সাথে রাষ্ট্রনায়কত্ব হন (যেমন হযরত দাউদ ও সুলায়মান আলাইহিমাস সালাম)। নবুওয়াত ও হিকমতের এ ধারা এ ব্যাবৎ তাঁর এক পুত্র (হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম)-এর বংশে হয়ে পড়ল। এখন যদি তাঁর অপর পুত্র (হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম)-এর বংশে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেই মর্যাদায় ভূষিত করা হয়, তাতে আপত্তি ও ঈর্ষার কী কারণ থাকতে পারে?

55

সুতরাং তাদের মধ্যে কতক তো তার প্রতি ঈর্ষান আনে এবং কতক তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (ওই কাফিরদের সাজা দেওয়ার জন্য) জ্বলন্ত আগুনরাপে জাহানামই যথেষ্ট। *

56 निश्चयहै यारा आमार आयातसमूह अस्वीकार करेछे, आमि तादेरके जाहानामे डोकाब। यथनै तादेर चामड़ा जूले सिद्ध हये याबे, तখन आमि तादेरके तार परिवर्ते अन्य चामड़ा दिये देब, याते तारा शास्त्रिर बाद प्रहण करते पारे। निश्चयहै आल्लाह महाक्षमताबान प्रज्ञामय। ♦

57 यारा ईमान एनेछे ओ संकर्म करेछे, आमि तादेरके एमन सब उद्याने दाखिल करव, यार तलदेशे नहर प्रवाहित थाकबे। ताते तारा सर्वदा थाकबे। ताते तादेर जन्य पुतःपवित्र त्री थाकबे। आर आमि तादेरके दाखिल करव निबिड़ छायाय। ४६ ♦

46. इशारा करा हच्छे ये, जानाते आलो थाकबे, किन्तु रोदेर ताप थाकबे ना।

58 (हे मुसलिमगण!) निश्चयहै आल्लाह तोमादेरके आदेश करछेन ये, तोमरा आमानतसमूह तार हकदारके आदाय करे देबे एवं यथन मानुषेरे मध्ये बिचार करबे, तखन इनसाफेरे साथे बिचार करबे। आल्लाह तोमादेरके ये बिषये उपदेश देन, ता कुठइ ना उৎकृष्ट। निश्चयहै आल्लाह सबकिछु शोनेन, सबकिछु देखेन। ♦

59 हे मुमिनगण! तोमरा आनुगत्य कर आल्लाहर, ताँर रासूलेरे एवं तोमादेर मध्ये यारा एक्तियारधारी तादेरও। ४७ अतःपर तोमादेर मध्ये यदि कोनও बिषये बिरोध देखा देय, तबे तोमरा आल्लाह ओ परकाले सत्तिकारेर बिश्वसी हये थाकले से विषयके आल्लाह ओ रासूलेरे उपर न्यून कर। एटाइ उৎकृष्टतर एवं एर परिणामও सर्वापेक्षा शुभ। ♦

47. 'एक्तियारधारी' द्वारा अधिकांश ताफसीरबिदेरे मते मुसलिम शासकके बोआनो हयेछे। याबतीय बैध बिषये तादेर छक्कुम मानाओ मुसलिमदेरे जन्य फरय। शासकेर आनुगत्य करा एই शते फरय ये, से एमन कोनও काजेर आदेश करवावे ना, या शरीयते अबैध। कुरआन माजीद ए बिषयटिके दुःभावे परिष्कार करेछे। एक तो एभावे ये, एक्तियारधारीदेरे आनुगत्य कराव छक्कुमके आल्लाह ओ ताँर रासूलेरे आनुगत्य कराव छक्कुम दानेरे परे उल्लेख करा हयेछे। एर द्वारा इशारा करा हयेछे ये, शासकदेरे आनुगत्य आल्लाह ओ ताँर रासूलेरे आनुगत्येरे अधीन। द्वितीयत परबत्ती बाक्ये आरओ सुन्पष्टभावे बला हयेछे, शासकदेरे देओया आदेश सठिक ओ पालनयोग्य कि ना से बिषये यदि मत्तेद देखा देय, तबे से बिषयटिके आल्लाह ओ रासूलेरे उपर न्यून कर। अर्थां कुरआन ओ सुन्नाहर कष्टि पाथरे ता याचाइ करे देख। यदि ता कुरआन-सुन्नाहर परिपन्थी हय, तबे तार आनुगत्य करा याबे ना। शासकदेरे जन्य अपरिहार्य हये याबे से आदेश प्रत्याहार करे नेओया। आर यदि ता कुरआन-सुन्नाहर सुन्पष्ट ओ वीकृत बिधानेरे परिपन्थी ना हय, तबे ता मान्य करा मुसलिम साधारणेरे जन्य फरय।

60 (हे नवी!) तुमि कि तादेरके देखनि, यारा दावी करे, तोमार प्रति ये कालाम नायिल करा हयेछे तारा तातेओ ईमान एनेछे एवं तोमार पूर्वे या नायिल करा हयेछिल तातेओ, (किन्तु) तादेर अबस्ता एই ये, तारा तागृतेरे काछे बिचारप्रार्थी हते चाय? अथं तादेरके आदेश करा हयेछिल, येन (सुन्पष्टभावे) ताके अस्वीकार करे। ४८ बन्तुत शयतान तादेरके चरमभावे गोमराह करते चाय। ♦

48. ए स्लेसे ई सकल मुनाफिकेरे अबस्ता तुले धरा हयेछे, यारा मने-प्राणे इयाहृदी छिल, किन्तु मुसलिमदेरके देखानोरे जन्य निजेदेरके मुसलिमरापे जाहिर करत। तादेर अबस्ता छिल ए रकम ये बिषये तादेर मने हत नवी साल्लाहु आलाइहि ओया सल्लाम तादेर अनुकूले राय देबेन, से बिषयेरे मोकद्दमा ताँर काछेहि पेश करत, किन्तु ये बिषये ताँर राय तादेर प्रतिकूल याबे बले मने करत, से बिषयेरे मोकद्दमा ताँर परिवर्ते कोन इयाहृदी नितारे काछे निये येत, याके आयाते 'तागृत नामे अभिहित करा हयेछे। मुनाफिकदेरे तरफ थेके एरपे देश किछु घटना घटेछिल, या बित्ति रिओयायाते बर्णित हयेछे। 'तागृत-एर शार्विक अर्थ 'योर अबाध'। किन्तु ए शब्दटि शयतानेरे जन्य ओ ब्यवहार हय, एवं बातिल ओ मिथ्यारे जन्यও। एस्लेशब्दटि द्वारा एमन बिचारक ओ शासकके बोआनो हयेछे, ये आल्लाह ओ ताँर रासूलेरे बिधानाबलीरे बिपरीते निज खेल-खूशी मत फायसाला देय। आयाते स्पष्ट करे देओया हयेछे ये, कोनও ब्यक्ति यदि मुख निजेके मुसलिम बले दावी करे, किन्तु आल्लाह ओ रासूलेरे बिधानाबलीरे उपर अन्य कोनও बिधानके प्राधान्य देय, तबे से मुसलिम थाकते पारे ना।

61 यथन तादेरके बला हय, एसो सेइ फायसालारे दिके, या आल्लाह नायिल करेछेन एवं एसो रासूलेरे दिके, तथन मुनाफिकदेरके देखबे तोमार थेके सम्पूर्णरापे मुख फिरिये नेय। ♦

62 यथन तादेर उपर तादेर निजेदेर कृतकर्मेरे कारणे कोनও मसिबत एसे पड़े (तथन) तादेर की अबस्ता दाँड़ाय? तथन तारा आपनार काछे एसे आल्लाहर नामे कसम करते थाके ये, आमादेर उद्देश्य कल्याण साधन ओ मीमांसा करिये देओया छाड़ा अन्य किछु छिल ना। ४९ ♦

49. अर्थां तारा ये महानवी साल्लाहु आलाइहि ओया सल्लामेरे परिवर्ते वा तार बिरुद्दे अन्य काउके निजेर बिचारक बानाच्छ, एटा यथन मानुषेरे काछे प्रकाश पेये याय एवं ए कारणे तादेरके निन्दा वा कोनও शास्त्रिर सम्मुखीन हते हय, तथन मिथ्या शपथ करे बलते थाके, आमरा ओइ ब्यक्तिर काछे आदलती रायेरे जन्य नय, बरं आपोसरफार कोन पथ बेर कराव जन्य गियेछिलाम, याते झागड़ा-बिवादेर परिवर्ते परम्पर मिलमिशेरे कोन उपाय तैरि हये याय।

63 तारा एमन ये, आल्लाह तादेर मनेरे याबतीय बिषय जानेन। सुतरां तुमि तादेरके उपेक्षा कर, तादेरके उपदेश दाओ एवं तादेर निजेदेरे सम्पर्के तादेरे सঙ्गे हादयग्राही कथा बल। ♦

- 64 আমি প্রত্যেক রাসূলকে কেবল এ লক্ষ্যেই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর হুকুমে তাঁর আনুগত্য করা হবে। তারা যখন তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, তখন যদি তারা তোমার কাছে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করত, তবে তারা আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুই পেত। ❁
- 65 না, (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানবে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনও কৃপণ কুষ্ঠাবোধ না করবে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেবে। ❁
- 66 আমি যদি তাদের উপর ফরয করে দিতাম যে, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও, তবে তারা তা করত না তাদের অল্লসংখ্যক লোক ছাড়া। তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তারা যদি তা পালন করত, তবে তাদের পক্ষে তা বড়ই কল্যাণকর হত এবং তা (তাদের অন্তরে) অবিচলতা সৃষ্টিতে অত্যন্ত সহায়ক হত। ৫০ ❁
50. অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে বিভিন্ন রকমের কঠিন বিধান দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে একটা ছিল তাওবা হিসেবে পরস্পরে একে অন্যকে হত্যা করা। সূরা বাকারার (২ : ৫৪) নং আয়াতে তার উল্লেখ রয়েছে। এখন যদি সে রকম কঠিন কোন হৃকুম দেওয়া হত, তবে তাদের কেউ তা পালন করত না। এখন তো তাদেরকে অতি সহজ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেওয়া বিধানাবলী মনে-প্রাণে স্থাকার করে নাও। সুতরাং তাঁর সত্যিকার অনুগত বনে যাওয়াই তাদের জন্য নিরাপদ রাস্তা। কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, কতক ইয়াহুদী এই বলে বড়ত্ব দেখাত যে, আমরা তো আল্লাহর এমনই এক অনুগত জাতি, যাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পরস্পর একে অন্যকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হলে তারা সেই কঠোর নির্দেশকেও মানতে বিলম্ব করেনি। এ আয়াত তাদের সেই কথার দিকে ইশারা করছে।
- 67 এবং তখন অবশ্যই আমি নিজের পক্ষ হতে তাদেরকে মহা প্রতিদান দান করতাম। ❁
- 68 এবং অবশ্যই তাদেরকে সরল পথ পর্যন্ত পৌঁছে দিতাম। ❁
- 69 যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা সেই সকল লোকের সঙ্গে থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, ৫১ শহীদগণ ও সালিহগণের ৫২ সঙ্গে। কতই না উত্তম সঙ্গী তারা! ৫৩ ❁
51. সিদ্দীক বলা হয় এমন লোককে, যে নবীর দাওয়া পাওয়া মাত্র বিনাবাক্যে মেনে নেয়, কোনও রকম গড়িমসি করে না ও কালক্ষেপণ করে না। -অনুবাদক
52. সালিহ বলা হয় এমন নেককার ব্যক্তিকে, যে অসৎ চিন্তা ও অসৎ কাজ থেকে নিজের দেহ-মনকে পরিশুদ্ধ করত সকল ক্ষেত্রে শরীরাতের অনুসরণ করে চলে। -অনুবাদক
53. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণ ও পরিবারবর্গ অপেক্ষাও বেশি প্রিয়। যখন বাড়িতে থাকি আর আপনার কথা মনে পড়ে, নিজেকে একদম ধরে রাখতে পারি না। ছুটে এসে আপনাকে দেখে তাবে শান্ত হই। যখন আমার ও আপনার মৃত্যুর কথা আরণ হয়, তখন চিন্তা করি আপনি তো জানাতে প্রবেশ করে নবীদের সাথে উচ্চস্থানে চলে যাবেন। আর আমি যদি জানাত লাভ করতে পারি, অশঙ্কা হয় আপনাকে দেখতে পাব না (যেহেতু আমার স্থান থাকবে অনেক নিচে)। তারই জবাবে এ আয়াত নাখিল হয়। -অনুবাদক, (তাফসীরে কুরতুবী থেকে)
- 70 এটা কেবলই আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব। আর (মানুষের অবস্থাদি সম্পর্কে) পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ৫৪ ❁
54. অর্থাৎ তিনি কাউকে না জেনে এ অনুগ্রহ দান করেন না। বরং প্রত্যেকের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থেকেই দান করেন।
- 71 হে মুমিনগণ! তোমরা (শক্তির সাথে লড়াই কালে) নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ সঙ্গে রাখ। অতঃপর পৃথক বাহিনীর পে (জিহাদের জন্য) বের হও, কিংবা সকলে একই সঙ্গে বের হও। ❁
- 72 নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে (জিহাদে বের হতে) গড়িমসি করবে। তারপর (জিহাদ কালে) তোমাদের কোনও মসিবত দেখা দিলে বলবে, আল্লাহ আমার উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না। ❁
- 73 আর আল্লাহর পক্ষ হতে তোমরা কোনও অনুগ্রহ (বিজয় ও গন্তব্যতের মাল) লাভ করলে সে বলবে যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কখনও কোনও সম্প্রীতি ছিল না ৫৫ 'হায়, যদি আমিও তাদের সঙ্গে থাকতাম, তবে আমিও মহাসাফল্য লাভ করতাম! ❁

55. অর্থাৎ মুখে তো তারা মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব আছে বলে প্রকাশ করে, কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাদের ঘাবতীয় চিন্তা-ভাবনা ও সিদ্ধান্তাবলী তাদের স্বার্থকে সামনে রেখেই নিষ্পন্ন হয়। নিজেরা তো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেই না, তদুপরি যুদ্ধে মুসলিমদের যদি কোন বিপদ দেখা দেয়, তাতে সমবেদন জানাবে কি, উল্লেখ এই বলে আনন্দিত হয় যে, আমরা এ বিপদ থেকে বেঁচে গেছি। আবার মুসলিমগণ বিজয় ও গনীমত লাভ করলে তখন আর খুশী হয় না; বরং আফসোস করে যে, আমরা গনীমতের মাল থেকে বঞ্চিত হলাম!

74 সুতরাং যারা আধিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুক। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, অতঃপর নিহত হবে বা জয়যুক্ত হবে, (সর্বাবস্থায়) আমি তাকে মহা পুরস্কার দান করব। ❁

75 (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের জন্য এর কী বৈধতা আছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেই সকল অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবে না, যারা দু'আ করছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা জালিম অন্যত্র সরিয়ে নাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন সাহায্যকারী দাঁড় করিয়ে দাও?' [৫৬](#) ❁

56. মদ্দিনায় হিজরতের পরও কিছুসংখ্যক মুসলিম নর-নারী ও শিশু মক্কা মুকাররমায় রয়ে গিয়েছিল। মুশারিকদের বাধার কারণে তারা হিজরত করতে পারেনি। ফলে তারা সেখানে লাঙ্গিত ও নিপীড়িত অবস্থায় জীবন যাপন করছিল। তারা সে অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করছিল। আল্লাহ তাআলা সে লক্ষে জিহাদ করার জন্য মুসলিমদেরকে উদ্ব�ৃদ্ধ করছেন। পরিশেষে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে সে লক্ষ আর্জিত হয়। -অনুবাদক

76 যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে। সুতরাং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। (স্মরণ রেখ), শয়তানের কৌশল অতি দুর্বল। ❁

77 তুমি কি তাদেরকে দেখনি, (মক্কী জীবনে) যাদেরকে বলা হত, তোমরা নিজেদের হাত সংযত রাখ, সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও। অতঃপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধ ফরয করা হল, তখন তাদের মধ্য হতে একটি দল মানুষকে (শক্রদেরকে) এমন ভয় করতে লাগল, যেমন আল্লাহকে ভয় করা হয়ে থাকে, কিংবা তার চেয়েও বেশি ভয়। তারা বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রতি যুদ্ধ কেন ফরয করলেন? অল্ল কালের জন্য আমাদেরকে অবকাশ দিলেন না কেন? বলে দাও, পার্থিব ভোগ সামান্য। যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে, তার জন্য আধিরাত উৎকৃষ্টতর। [৫৭](#) তোমাদের প্রতি সুতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না। ❁

57. মুসলিমগণ মক্কা মুকাররমায় যখন কাফিরদের পক্ষ হতে কঠিন জুলুম-নির্যাতন ভোগ করছিল, তখন অনেকেরই মনে স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছিল কাফিরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা যুদ্ধ করবে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে জিহাদের হুকুম আসেনি। তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে মুসলিমদের জন্য সবর ও আত্মসংবরণের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রাখা হয়েছিল, যাতে এর মাধ্যমে তারা উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী আর্জন করতে পারে। কেননা তারপর যুদ্ধ করলে সে যুদ্ধ কেবল ব্যক্তিগত প্রতিশোধ স্পৃহায় হবে না; বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে হবে। তাই তখন কোন মুসলিম জিহাদের আকাঙ্ক্ষা করলে তাকে এ কথাই বলা হত যে, এখন নিজের হাত সংবরণ কর এবং জিহাদের পরিবর্তে সালাত, যাকাত ইত্যাদি আহকাম পালনে যত্নবান থাক। অতঃপর তারা যখন হিজরত করে মদ্দিনায় আসলেন, তখন জিহাদ ফরয করা হল। তখন যেহেতু তাদের পুরানো আকাঙ্ক্ষা পরণ হল, তখন তাদের খুশী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কতকের কাছে মনে হল, দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত কাফিরদের অত্যাচার-উৎপীড়ন দ্বারা তাদের ধৈর্যের যে পরীক্ষা চলছিল সবে তার অবসান হল। এখন একটু শাস্তি ও নিরাপত্তার সাথে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পাওয়া গেল। কাজেই জিহাদের নির্দেশ কিছু কাল পরে আসলেই ভালো হত। তাদের এ আকাঙ্ক্ষার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তাআলার আদেশের উপর তাদের কিছুমাত্রও আপত্তি ছিল; এটা ছিল কেবলই এক মানবীয় চাহিদা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে সর্তর্ক করে দিয়েছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান সাহবীদের মর্যাদা বহু উর্ধ্বে। পার্থিব কোন আরাম ও স্বষ্টিকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া যে, তার কারণে আধিরাতের উপকারিতাকে সামান্য কিছু কালের জন্য হলেও পিছিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা হবে, এটা অস্তত তাদের পক্ষে শোভা পায় না।

78 তোমরা যেখানেই থাক (এক দিন না এক দিন) মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, চাই তোমরা সুরক্ষিত কোন দণ্ডেই থাক না কেন। তাদের (অর্থাৎ মৃনাফিকদের) যদি কোন কল্যাণ লাভ হয়, তবে বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে। পক্ষান্তরে যদি তাদের মন্দ কিছু ঘটে, তবে (হে নবী!) তারা (তোমাকে) বলে, এটা আপনার কারণেই ঘটেছে। বলে দাও, সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে। ওই সব লোকের হল কি যে, তারা কোনও কথা বোঝার ধারে কাছেও যায় না? ❁

79 তোমার যা-কিছু কল্যাণ লাভ হয়, তা কেবল আল্লাহরই পক্ষ হতে, আর তোমার যা-কিছু অকল্যাণ ঘটে, তা তোমার নিজেরই কারণে। এবং (হে নবী!) আমি তোমাকে মানুষের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছি। আর (এ বিষয়ের) সাক্ষীরাপে আল্লাহই যথেষ্ট। [৫৮](#) ❁

58. এ আয়াতসমূহে দুটি সত্য তুলে ধরা হয়েছে। (এক) এ জগতে যা-কিছু হয়, তা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও হুকুমেই হয়। কারও কোন উপকার লাভ হলে তাও আল্লাহর হুকুমেই হয় এবং কারও কোন ক্ষতি হলে তাও আল্লাহর হুকুমেই হয়। (দুই) দ্বিতীয়ত জানানো হয়েছে, কারও কোন উপকার বা ক্ষতির হুকুম আল্লাহ তাআলা কখন দেন ও কিসের ভিত্তিতে দেন। এ সম্পর্কে ৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কারও কোন উপকার ও কল্যাণ লাভের যে ব্যাপারটা, তা কেবলই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। কেননা কোন মাখলুকেরই আল্লাহ তাআলার কাছে কোন পাওয়া নেই যে, আল্লাহ তাআলার তাকে তা দিতেই হবে। মানুষের কোন কর্মকে যদি আপাতদৃষ্টিতে তার কোন কল্যাণের কারণ বলে মনেও হয়, তবে এটা তো সত্য যে, তার সে কর্ম আল্লাহ তাআলার দেওয়া তাওফীকেরই ফল। কাজেই সে কল্যাণ আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ছাড়া কিছু নয়। সেটা তার প্রাপ্য ও হক নয় কিছুতেই। অন্যদিকে মানুষের যদি কোন অকল্যাণ দেখা দেয়, তবে যদিও তা আল্লাহ তাআলা

হৃকুমেই হয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ হৃকুম কেবল তখনই দেন, যখন সে ব্যক্তি নিজ এখতিয়ার ও ইচ্ছাক্রমে কোন অন্যায় বা ভুল করে থাকে। মুনাফিকদের চরিত্র ছিল যে, তাদের কোন কল্যাণ লাভ হলে সেটাকে তো আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত করত, কিন্তু কোনও রকম ক্ষতি হয়ে গেলে তার দায়-দায়িত্ব চাপাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। এর দ্বারা যদি তাদের বোবানো উদ্দেশ্য হয়, সে ক্ষতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃকুমে হয়েছে, তবে তো এটা বিলকুল গলত। কেননা বিশ্ব জগতের সকল কাজ কেবল আল্লাহ তাআলার হৃকুমেই হয়। অন্য কারণ হৃকুমে নয়। আর যদি বোবানো উদ্দেশ্য হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনও ভুলের কারণে সে ক্ষতি হয়েছে, তবে নিঃসন্দেহে এটাও গলত কথা। কেননা প্রতিটি মানুষের যা-কিছু অকল্যাণ দেখা দেয়, তা তার নিজেরই কর্মফল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তো রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। কাজেই জগতে লাভ-লোকসান ও সৃষ্টি-লয় সংক্রান্ত যা-কিছু ঘটে তার দায়-দায়িত্বে যেমন তাঁর উপর বর্তায় না, তেমনি রিসালাতের দায়িত্ব পালনেও তাঁর দ্বারা কোনও ত্রুটি ঘটা সম্ভব নয়, যার খেসারত তাঁর উম্মতকে দিতে হবে।

80 যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যারা (তাঁর আনুগত্য হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি (হে নবী!) তোমাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে পাঠাইনি (যে, তাদের কাজের দায়-দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে)। ♦

81 আর তারা (মুনাফিকগণ সামনে তো) বলে, আমরা আনুগত্যের উপর আছি, কিন্তু তারা যখন তোমার কাছ থেকে বাইরে চলে যায়, তখন তাদের একটা দল রাতের বেলা তোমার কথার বিপরীতে পরামর্শ করে। তারা রাতের বেলা যে পরামর্শ করে, আল্লাহ তা সব নিখে রাখছেন। সুতরাং তুমি তাদের কোন পরওয়া করো না এবং আল্লাহর উপর নির্ভর কর। (তোমার) সাহায্যকারীরাপে আল্লাহই যথেষ্ট। ♦

82 তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারণ পক্ষ হতে হত তবে এর মধ্য বহু অসঙ্গতি পেত। ৫৯ ♦

59. এমনিতে তো মানুষের কোনও প্রচেষ্টাই দুর্বলতামুক্ত নয় এবং সে কারণেই মানব-রচিত বই-পুস্তকে প্রচুর স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতি পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি জেনে কোনও পুস্তক রচনা করে দাবী করে এটা আল্লাহর কিভাব, তবে তাতে অবশ্যই প্রচুর গরমিল ও সাংঘর্ষিক কথবার্তা থাকবে। যারা পর্ববর্তী নবী-রাসূলের আনন্দিত কিভাবে প্রক্ষেপণ ও বিকৃতি সাধন করেছে তাদের সে দুর্ক্ষর্মের কারণে সে সব কিভাবে নানা রকম গরমিল সৃষ্টি হয়ে গেছে। সেটাও এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, মানব রচনায়, বিশেষত তা যদি আল্লাহর নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাতে অসঙ্গতি থাকা অবধারিত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানবী (বহ.) রচিত 'ইজহারুল হক' গ্রন্থখন পড়ুন। তার উদ্বৃত্ত তরজমাও হয়েছে, যা 'বাইবেল সে কুরআন তাক' নামে প্রকাশিত হয়েছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এর বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।)

83 তাদের কাছে যখন শাস্তির বা ভীতির কোন সংবাদ আসে, তারা তা (যাচাই না করেই) প্রচার শুরু করে দেয়। তারা যদি তা রাসূল বা তাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের কাছে নিয়ে যেত, তবে তাদের মধ্যে যারা তার (তথ্য) অনুসন্ধানী, তারা তার (যথার্থতা) জেনে নিত। ৬০ এবং (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না হত, তবে তোমরা অবশ্যই শয়তানের অনুসরণ করতে, অল্পসংখ্যক ছাড়া। ♦

60. মদীনা মুনাওয়ারায় এক শ্রেণীর লোক সঠিকভাবে না জেনেই গুজব ছাড়িয়ে দিত, যার দ্বারা সমাজের অনেক ক্ষতি হত। এ আয়াতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে, যেন সঠিকভাবে না জেনে কেউ কোন গুজবে বিশ্বাস না করে এবং তা অন্যদের কাছে না পৌঁছায়।

84 সুতরাং (হে নবী!) তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। তোমার উপর তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারণ দ্বারা নেই। অবশ্য মুমিনদেরকে উৎসাহ দিতে থাক। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ কাফিরদের যুদ্ধ ক্ষমতা রুখে দেবেন। আল্লাহর শক্তি সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড এবং তাঁর শাস্তি অতি কঠোর। ♦

85 যে ব্যক্তি কোন ভালো সুপারিশ করে, তার তাতে অংশ থাকে, আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ সুপারিশ করে, তারও তাতে অংশ থাকে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে নজর রাখেন। ৬১ ♦

61. পূর্বের আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করা হয়েছিল, তিনি যেন মুসলিমদেরকে জিহাদ করতে উৎসাহ দেন। অতঃপর এ আয়াতে ইশারা করে দেওয়া হয়েছে যে, আপনার উৎসাহ দানের ফলে যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করবে, তাদের সওয়াবে আপনিন্দী শরীক থাকবেন। কেননা ভালো কাজে সুপারিশ করার ফলে কেউ যদি সেই ভালো কাজ করে, তবে তাতে সে যে সওয়াব পায়, সেই সওয়াবে সুপারিশকারীরও অংশ থাকে। এমনভাবে মন্দ সুপারিশের ফলে যদি কোনও মন্দ কাজ হয়ে যায়, তবে সে কাজের কর্তার যে গুনাহ হবে, সুপারিশকারীও তাতে সমান অংশীদার হবে।

86 যখন কেউ তোমাদেরকে সালাম করে, তখন তোমরা (তাকে) তদপেক্ষাও উত্তমরূপে সালাম দিয়ো কিংবা (অস্ততপক্ষে) সেই শব্দেই তার জবাব দিয়ো। ৬২ নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর হিসাব রাখেন। ♦

62. সালামও যেহেতু আল্লাহ তাআলার সমীক্ষে এক সুপারিশ, তাই সুপারিশের বিধান বর্ণনা করার সাথে সালামের বিধানও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে সারকথা হল, কোনও ব্যক্তি যে শব্দে সালাম দিয়েছে, উত্তম হচ্ছে তাকে তদপেক্ষা আরও ভালো শব্দে জবাব দেওয়া, যেমন সে যদি বলে থাকে 'আস-সালামু আলাইকুম', তবে জবাবে বলা চাই 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। সে যদি বলে, 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ', তবে উত্তরে বলা চাই 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ'। তবে হ্রবৃত্ত তারই

শব্দে যদি জবাব দেওয়া হয়, সেটাও জায়েয়। কোনও মুসলিম ব্যক্তি সালাম দিলে তার জবাব না দেওয়া গুনাহ।

87 আল্লাহতিনি ছাড়া কোন মাঝুদ নেই। তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে অবশ্যই একত্র করবেন; যে দিনের (আসার) ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। এমন কে আছে, যে কথায় আল্লাহ অপেক্ষা বেশি সত্যবাদী? ♦

88 অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দু'দল হয়ে গেলে? [৬৩](#) অথচ তারা যে কাজ করেছে তার দরুণ আল্লাহ তাদেরকে উল্টিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে (তার ইচ্ছা অনুযায়ী) গোমরাহীতে লিপ্ত করেছেন, তোমরা কি তাকে হিদ়য়াতের উপর আনতে চাও? আল্লাহ যাকে গোমরাহীতে লিপ্ত করেন, তার জন্য তুমি কখনই কোন (কল্যাণের) পথ পাবে না। ♦

63. এসব আয়াতে চার প্রকার মুনাফিকের অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকার সম্পর্কে আলাদা-আলাদা নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। ৮৮নং আয়াতে মুনাফিকদের প্রথম প্রকার সম্পর্কে আলোচনা। এরা ছিল মক্কা মুকাররমার কতিপয় লোক। তারা মদ্দানায় এসে বাহ্যিত মুসলিম হয়ে গেল এবং মুসলিমদের সহানুভূতি লাভ করল। কিন্তু কাল পর তারা মহানবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে ব্যবসার ছলে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি নিয়ে নিল এবং চলেও গেল। তাদের সম্পর্কে কতক মুসলিমের রায় ছিল যে, তারা খাঁটি মুসলিম, আবার অন্যরা তাদের মুনাফিক মনে করত। কিন্তু তারা মক্কা মুকাররমায় যাওয়ার পর যখন আর ফিরে আসল না, তখন তাদের কুফর জাহির হয়ে গেল। কেননা তখন মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ হিজরত না করলে তাকে মুসলিম গণ্য করা হত না। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ এই যে, যখন তাদের মুনাফিকী উন্মোচিত হয়ে গেল, তখন তাদের সম্পর্কে মতভিন্নতার কোনও অবকাশ নেই।

89 তারা কামনা করে, তারা নিজেরা যেমন কুফর অবলম্বন করেছে, তেমনি তোমরাও কাফির হয়ে যাও, যাতে তোমরা পরম্পর সমান হয়ে যাও। সুতরাং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের মধ্য হতে কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর পথে হিজরত না করে। যদি তারা (হিজরত করাকে) উপেক্ষা করে, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর, আর তাদের কাউকেই নিজের বন্ধুরূপেও গ্রহণ করবে না এবং সাহায্যকারীরূপেও না। ♦

90 তবে ওই সকল লোক (এ নির্দেশ থেকে) ব্যতিক্রম, যারা এমন কোনও সম্প্রদায়ের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে, যাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনও (শান্তি) চুক্তি আছে। আর্থাৎ যারা তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আসে, যখন তাদের মন কুষ্টিত থাকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে। [৬৪](#) আল্লাহ চাইলে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দান করতেন, ফলে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করত। সুতরাং তারা যদি তোমাদের থেকে পাশ কাটিয়ে চলে ও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তির প্রস্তাব দেয়, তবে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে কোনওরূপ (ব্যবস্থা গ্রহণের) অধিকার দেননি। ♦

64. যে সকল মুনাফিকের কুফর প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল, পূর্বের আয়াতে তাদের সাথে যুদ্ধ ও তাদেরকে হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য দুই শ্রেণীর লোককে তা থেকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে (ক) যারা এমন কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে গিয়ে মিলেছে, যাদের সঙ্গে মুসলিমদের শান্তিচুক্তি ছিল; আর (খ) সেই সকল লোক, যারা যুদ্ধ করতে বিলকুল নারাজ ছিল, না মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিল, না নিজেদের কওমের সাথে। মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ না করলে খোদ তাদের কওমই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে এই আশঙ্কা থাকার কারণেই কেবল তারা কওমের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসত। এই শ্রেণীর লোক সম্পর্কেও মুসলিমদেরকে ছরুম দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করে। এ পর্যন্ত মুনাফিকদের তিন শ্রেণী হল।

91 (মুনাফিকদের মধ্যে) অপর কিছু লোককে পাবে, যারা তোমাদের থেকেও নিরাপদ থাকতে চায় এবং তাদের সম্প্রদায় হতেও নিরাপদ থাকতে চায়। (কিন্তু) যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য ডাকা হয়, অমনি তারা উল্টে গিয়ে তাতে পতিত হয়। [৬৫](#) সুতরাং এসব লোক যদি তোমাদের (সঙ্গে যুদ্ধ করা) থেকে সরে না যায়, শান্তি প্রস্তাব না দেয় এবং নিজেদের হাত সংঘত না করে, তবে তাদেরকেও পাকড়াও কর এবং যেখানেই তাদেরকে পাও হত্যা কর। আল্লাহ এরূপ লোকদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সুম্পষ্ট এ্যাটিয়ার দান করেছেন। ♦

65. পূর্বের আয়াতে মুনাফিকদের তৃতীয় শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা ছিল, যারা বাস্তবিকই যুদ্ধ করতে সম্মত ছিল না এবং মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনও আগ্রহ রাখত না। এ আয়াতে মুনাফিকদের চতুর্থ প্রকারের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। তারা যুদ্ধে অসম্মত থাকার ব্যাপারেও কপটতার আশ্রয় নিত। প্রকাশ তো করত তারা কিছুতেই মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় না, কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল এর বিপরীত। তারা এরূপ প্রকাশ করত কেবল এ কারণে, যাতে মুসলিমগণ তাদেরকে হত্যা করা হতে বিরত থাকে। সুতরাং অন্যান্য কাফির যখন তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্তে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাত, তখন তারা পত্রপাঠ সে চক্রান্তে যোগ দিত।

92 এটা কোনও মুসলিমের কাজ হতে পারে না যে, সে (ইচ্ছাকৃত) কোনও মুসলিমকে হত্যা করবে। ভুলবশত এরূপ হয়ে গেলে সেটা ভিন্ন কথা। [৬৬](#) যে ব্যক্তি কোনও মুসলিমকে ভুলবশত হত্যা করবে, (তার উপর ফরয) একজন মুসলিম গোলামকে আঘাত করা এবং নিহতের ওয়ারিশদেরকে দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করা, অবশ্য তারা ক্ষমা করে দিলে ভিন্ন কথা। নিহত ব্যক্তি যদি তোমাদের শক্তি সম্প্রদায়ের লোক হয়, কিন্তু সে নিজে মুসলিম, তবে (কেবল একজন মুসলিম গোলামকে আঘাত করা, ফরয দিয়াত বা রক্তপণ দিতে হবে না)। [৬৭](#) নিহত ব্যক্তি যদি এমন সম্প্রদায়ের লোক হয় (যারা মুসলিম নয় বটে, কিন্তু) যাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদিত রয়েছে, তবে (সেক্ষেত্রেও) তার ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ দেওয়া ও একজন মুসলিম গোলাম আঘাত করা (ফরয)। [৬৮](#) অবশ্য কারও কাছে (গোলাম) না থাকলে সে অনবরত দুমাস রোষ রাখবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে দেওয়া তাওবার

ବ୍ୟବହାର ଆଲ୍ଲାହ ସର୍ବଜ୍ଞ, ପ୍ରଜଗାମୟ। *

66. ভুলবশত হত্যার অর্থ হল, কাউকে হত্যা করা উদ্দেশ্য ছিল না; বরং বেথেয়ালে গুলি বের হয়ে গেছে অথবা উদ্দেশ্য ছিল কোনও জন্মকে মারা, কিন্তু নিশ্চান্তভাবে হত্যার কারণে গুলি লেগে গেছে কোনও মানুষের গায়ে পরিভাষায় একে 'কাতগুল খাতা' বা 'ভুলবশত হত্যা' বলে। আয়তে এর বিধান বলা হয়েছে দুটি। (ক) হত্যাকারীকে কাফকারা আদায় করতে হবে এবং (খ) দিয়াত দিতে হবে। কাফকারা হল একজন মুসলিম গোলামকে আঘাদ করা, আর গোলাম পাওয়া না গেলে একাধারে দু'মাস রোয়া রাখা। দিয়াত অর্থাৎ রক্তপণ হল একশ' উট বা দশ হাজার দিরহাম বা এক হাজার দীনার, যেমন বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে।

67. এর দ্বারা দারুণ হারবে (অমুসলিম রাষ্ট্রে) অবস্থানকারী মুসলিমকে বোঝানো হয়েছে। তাকে ভুলবশত হত্যা করলে শুধু কাফফারা ওয়াজির হয়, দিয়াত ওয়াজির নয়।

68. অর্থাৎ যেই অমুসলিম বাস্তি মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে নিরাপদে বসবাস করছে (পরিভাষায় যাকে যিশী বলে), তাকে হত্যা করা হলে, সে ক্ষেত্রে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করার মত দিয়াত ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজির হয়।

୧୩ ସେ ଯେଷାଟି କୋଣନ୍ତି ମୁସଲିମଙ୍କେ ଜେନେଶ୍ଵରେ ହତ୍ୟା କରିବେ, ତାର ଶାସ୍ତି ଜାହାନାମ, ଯାତେ ସେ ସର୍ବଦା ଥାକିବେ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ତାର ପ୍ରତି ଗୟବ ନାୟିଳ କରିବେନ ଓ ତାକେ ଲାନ୍ତ କରିବେନ। ଆର ଆଲ୍ଲାହ ତାର ଜନ୍ୟ ମହାଶାସ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ରେଖେଛେ। *

১৪ হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর করবে, তখন যাচাই-বাছাই করে দেখবে। কেউ তোমাদেরকে সালাম দিলে পার্থিব জীবনের উপকরণ লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাকে বলবে না যে, 'তুমি মুমিন নও'। [৬৯](#) কেননা আল্লাহ নিকট প্রচুর গনীমতের সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো পূর্বে এ রকমই ছিল। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। [৭০](#) সুতরাং যাচাই-বাছাই করে দেখবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। *

৬৯. ‘আল্লাহর পথে সফর করা’ দ্বারা জিহাদে যাওয়া বোঝানো হচ্ছে। একবার একটা ঘটনা ঘটে যে, এক জিহাদের সময় কিছু সংখাক অমুসলিম নিজেদের মুসলিম হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দানের লক্ষ্যে সাহাবায়ে কেরামকে সালাম দিল। সাহাবীগণ মনে করলেন, তারা কেবল নিজেদের প্রাপ রক্ষার উদ্দেশ্যেই সালাম দিয়েছে; প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। সুতরাং তারা তাদেরকে হত্যা করে ফেললেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়ত নাখিল হয়। এতে মূলনীতি বলে দেওয়া হচ্ছে যে, কোনও ব্যক্তি যদি আমাদের সামনে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের সমস্ত আকীদা-বিশ্বাস স্থিরাক করে নেয়, তবে আমরা তাকে মুসলিমই মনে করব আর তার মনের অবস্থা আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেব। প্রকাশ থাকে যে, আয়তে আদৌ একরূপ বলা হয়নি যে, কোনও ব্যক্তি কুফরী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও কেবল ‘আস-সালামু আল-ইকুম’ বলে দেওয়ার কারণে তাকে মুসলিম গণ্য করতে হবে।

৭০. অর্থাৎ প্রথম দিকে তোমারও অমুসলিম ছিল। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন বলেই তোমরা মুসলিম হতে পেরেছ। কিন্তু তোমরা যে খাঁটি মুসলিম, তার সপক্ষে তোমাদের মৌখিক স্বীকারোক্তি ছাড়া আর কোনও প্রমাণ নেই। তোমাদের মৌখিক স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই তোমাদের মসলিম গণ করা হচ্ছে।

১৫ যে মুসলিমগণ কোনও ওষর না থাকা সত্ত্বেও (যুদ্ধে ঘোগদান না করে বরং ঘরে) বসে থাকে, তারা ও আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদকারীগণ সমান নয়। যারা নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে, যারা বসে থাকে তাদের উপর র্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তবে আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। **এ** আর যারা ঘরে বসে থাকে আল্লাহ তাদের উপর মজাহিদদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে মহা পৱন্তির দান করেছেন। **✿**

71. জিহাদ যখন সকলের উপর ফরয়ে আইন থাকে না, এটা সেই অবস্থার কথা। সে ক্ষেত্রে যারা জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকে, যদিও তাদের কোনও গুনাহ নেই এবং ঈমান ও অন্যান্য সৎকর্মের কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদাও রয়েছে, কিন্তু তাদের চেয়ে যারা জিহাদে যোগদান করে তাদের মর্যাদা অনেক বেশি। তবে জিহাদ যখন 'ফরয়ে আইন' হয়ে যায় অর্থাৎ মুসলিমদের নেতৃত্বে যখন সকল মুসলিমকে জিহাদে যোগদানের হুকুম দেয় কিংবা শক্র বাহিনী যখন মুসলিমদের উপর চড়াও হয়, তখন ঘরে বসে থাকা হারাম হয়ে যায়।

১৬ অর্থাৎ বিশেষভাবে নিজের পক্ষ হতে উচ্চ মর্যাদা, মাগফিরাত ও রহমত নিশ্চয়ই আল্লাহর অতি ক্ষমাশীল, পূর্য দয়াল।

৭৮ নিজ সন্তার উপর জুলুমরত থাকা অবস্থায়ই ফিরিশতাগণ যাদের রাহ কঙ্গা করার জন্য আসে, (তাদেরকে লক্ষ্য করে) তারা বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, যমীনে আমাদেরকে অসহায় করে রাখা হয়েছিল। ফিরিশতাগণ বলে, আল্লাহর যমীন কি প্রশ্ন চিল না যে তোমরা তাতে হিজরত করতে? সতরাঃ একুপ লোকদের মিকানা জাহানাম এবং তা অতি মন্দ পরিণতি। *

৭২. 'নিজ সন্তান উপর ঝলুম করা' কুরআন মাজীদের একটি পরিভাষা। এর অর্থ কোনও গুনাহে লিপ্ত হওয়া। বস্তুত গুনাহ করার দ্বারা মানুষ নিজ সন্তানই ক্ষতি করে থাকে। এ আয়তে নিজ সন্তান উপর ঝলুমকারী বলে সেই সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মক্কা মুকারবমা থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন। মুসলিমদের উপর যখন হিজরতের ছক্তম আসে তখন মক্কায় অবস্থানকারী মুসলিমদের জন্য মদিনায় হিজরত করা ফরয হয়ে গিয়েছিল; হিজরতকে তাদের ঈমানের অপরিহার্য দরী সাব্যস্ত করা হচ্ছিল। কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত না করলে তা কে মসলিমই শগণ করা হত না। এ বক্তব্যই কিংবা কোরান খান ফিরিশতাগণ

প্রাণ-সংহারের জন্য এসেছিলেন, তখন কী কথোপকথন হয়েছিল এ আয়তে সেটাই তুলে ধরা হয়েছে। হিজরতের হৃকুম অমান্য করার কারণে তারা যেহেতু মুসলিমই থাকেনি, তাই তারা জাহানামী হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য যারা কোনও অপারগতার কারণে হিজরত করতে পারে না, একই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ওয়ারের কারণে তারা ক্ষমাযোগ্য।

98 তবে সেই সকল অসহায় নর, নারী ও শিশু (এই পরিণতি হতে) ব্যতিক্রম, যারা (হিজরতের) কোনও উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং (বের হওয়ার) কোনও পথ পায় না। *

99 তাদের ব্যাপারে পূর্ণ আশা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ বড় পাপমোচনকারী, অতি ক্ষমাশীল। *

100 যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে যদীনে বহু জায়গা ও প্রস্তুতা পাবে। আর যে ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করার জন্য বের হয়, অতঃপর তার মৃত্যু এসে পড়ে, তারও সওয়াব আল্লাহর কাছে স্থিরাকৃত রয়েছে। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

101 তোমরা যখন যদীনে সফর কর এবং তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদেরকে বিপন্ন করবে, তখন সালাত কসর করলে তাতে তোমাদের কোনও গুনাহ নেই। ৭৩ নিশ্চয়ই কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শক্র। *

73. আল্লাহ তাআলা সফর অবস্থায় জোহর, আসর ও ইশার নামায অর্ধেক করে দিয়েছেন। একে কসর বলে। সাধারণ সফরে সর্বাবস্থায় কসর ওয়াজিব, তাতে শক্রের ভয় থাকুক বা নাই থাকুক। কিন্তু এস্তে এক বিশেষ ধরনের কসর সম্পর্কে আলোচনা করা উদ্দেশ্য, যা কেবল শক্রের সাথে মুকাবিলা করার সময়ই প্রযোজ্য। তাতে এই সুবিধাও দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিম সৈন্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে একই ইমামের পেছনে পালাক্রমে এক রাকাআত করে আদায় করবে এবং দ্বিতীয় রাকাআত পরে একাকী পূর্ণ করবে। পরবর্তী আয়তে এর নিয়ম বলে দেওয়া হয়েছে। এটা যেহেতু বিশেষ ধরনের কসর, যাকে সালাতুল খাওফ বলা হয় এবং শক্রের সাথে মুকাবিলাকালৈ প্রযোজ্য হয়, তাই এর জন্য শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, 'তোমাদের আশংকা হয় কাফিরগণ তোমাদেরকে বিপন্ন করবে' (ইবনে জারীর)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'যাতুর রিকা'-এর যুদ্ধকালে 'সালাতুল খাওফ' পড়েছিলেন। সালাতুল খাওফের বিস্তারিত নিয়ম হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থবলীতে বর্ণিত হয়েছে।

102 এবং (হে নবী!) তুমি যখন তাদের মধ্যে উপস্থিত থাক ও তাদের নামায পড়াও, তখন (শক্রের সাথে মুকাবিলার সময় তার নিয়ম এই যে,) মুসলিমদের একটি দল তোমার সাথে দাঁড়াবে এবং নিজেদের অস্ত্র সাথে রাখবে। অতঃপর তারা যখন সিজদা করে নেবে, তখন তারা তোমাদের পিছনে চলে যাবে এবং অন্য দল, যারা এখনও নামায পড়েনি, সামনে এসে যাবে এবং তারা তোমার সাথে নামায পড়বে। তারাও নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ ও অস্ত্র সাথে রাখবে। কাফিরগণ কামনা করে, তোমরা যেন তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবাপত্র সমন্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা অতর্কিতে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা পীড়িত থাক, তবে নিজেদের অস্ত্র রেখে দিলেও তোমাদের কোনও গুনাহ নেই; কিন্তু আত্মরক্ষার সামগ্রী সাথে রাখবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। *

103 যখন তোমরা সালাত আদায় করে ফেলবে, তখন আল্লাহকে (সর্বাবস্থায়) স্মরণ করতে থাকবে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শোওয়া অবস্থায়ও। ৭৪ অতঃপর যখন (শক্রের দিক থেকে) নিরাপত্তা বোধ করবে, তখন সালাত যথারীতি আদায় করবে। নিশ্চয়ই সালাত মুসলিমদের এক অবশ্য পালনীয় কাজ নির্ধারিত সময়ে। *

74. অর্থাৎ সফর বা ভূতি অবস্থায় নামায কসর (সংশেপ) হয় বটে, কিন্তু আল্লাহর যিকির সর্বাবস্থায়ই চালু রাখা চাই। কেননা এর জন্য যেমন কোনও সময় নির্দিষ্ট নেই, তেমনি পদ্ধতিও। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায়ই যিকির করা যেতে পারে।

104 তোমরা ওই সব লোকের (অর্থাৎ কাফির দুশ্মনদের) অনুসন্ধানে দুর্বলতা দেখিয়ো না। তোমাদের যদি কষ্ট হয়ে থাকে, তবে তাদেরও তো তোমাদেরই মত কষ্ট হয়। ৭৫ আর তোমরা আল্লাহর কাছে এমন জিনিসের আশা কর, যার আশা তারা করে না। ৭৬ আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। *

75. যুদ্ধ শেষে মানুষ ক্লান্ত-শ্রান্ত থাকে এবং তখন শক্রের পশ্চাদ্বাবন করা কঠিন মনে হয়, কিন্তু তখনও যদি সামরিক দৃষ্টিতে সমীচীন মনে হয় এবং সেনাপতি হৃকুম দেয়, তবে পশ্চাদ্বাবন করা অবশ্য কর্তব্য। বিষয়টি এভাবে চিন্তা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যেমন ক্লান্ত তেমনি তো শক্রও। আর মুসলিমদের তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সাহায্য ও সওয়াবের আশা আছে, যা শক্রদের নেই।

76. এ আয়তের ইঙ্গিত হামরাউল আসাদের ঘটনার প্রতি। উহুদের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে কুরায়শবাহিনী সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল, তারা মদীনায় চড়াও হয়ে মুসলিমদেরকে সমূলে ধ্বংস করবে। এ খবর শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদের যুদ্ধে ক্ষতি-বিক্ষত সাহাবীগণকে নিয়ে তাদের পশ্চাদ্বাবন করেন এবং হামরাউল-আসাদ নামক স্থানে পৌঁছে শিবির ফেলেন। ওদিকে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন ফলে তারা আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করে ফিরে যায়। এ আয়তে মুসলিমগণকে তাদের সেই ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থা সত্ত্বেও শক্রের পশ্চাদ্বাবন করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। -অনুবাদক

105 নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্য-সম্বলিত কিভাব নাখিল করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যে উপলক্ষ্মি দিয়েছেন, সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে পার। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষাবলম্বনকারী হয়ো না। **✿**

77. এ আয়াতসমূহ যদিও সাধারণ পথ-নির্দেশ সংবলিত, কিন্তু নাখিল হয়েছে বিশেষ এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। বনু উবায়িরিকের বিশেষ নামক এক ব্যক্তি, যে বাহ্যিকভাবে মুসলিম ছিল, হয়েরত রিফাত্তা নামক এক সাহার্বীর ঘর থেকে কিছু খাদ্যশস্য ও হাতিয়ার চুরি করে নিয়ে যায়। আর নেওয়ার সময় সে এই চালাকি করে যে, খাদ্যশস্য যে বস্তায় ছিল তার মুখ কিছুটা আলগা করে রাখে। ফলে রাস্তায় আল্ল-আল্লাহর গম পড়তে থাকে। এভাবে যখন এক ইয়াহুদীর বাড়ির দরজায় পৌঁছায় তখন সে বস্তার মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। পরে আবার চোরাই হাতিয়ারও সেই ইয়াহুদীর বাড়িতে রেখে আসে, অতঃপর যখন অনুসন্ধান করা হল, তখন একে তো ইয়াহুদীর বাড়ি পর্যন্ত খাদ্যশস্য পড়ে থাকতে দেখা গেল। দ্বিতীয়ত: হাতিয়ারও তার বাড়িতেই পাওয়া গেল। তাই প্রথম দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেয়াল এ দিকেই গেল যে, সেই ইয়াহুদীই চুরি করেছে। ইয়াহুদীকে জিজেস করা হলে সে বলল, হাতিয়ার তো বিশেষ নামক এক ব্যক্তি আমার কাছে রেখ দেছে। কিন্তু সে যেহেতু এর সপক্ষে কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারছিল না, তাই তাঁর ধারণা হল সে নিজের জান বাঁচানোর জন্যই বিশেষ নাম নিচ্ছে। অপর দিকে বিশেষের খানান বনু উবায়িরিকের লেকজনও বিশেষের পক্ষাবলম্বন করল এবং তারা জোর দিয়ে বলল, বিশেষের নয়; বরং ওই ইয়াহুদীরই শাস্তি হওয়া উচিত। এ পরিস্থিতিতেই এ আয়াত নাখিল হয় এবং এর মাধ্যমে বিশেষের ধোঁকাবাজীর মুখোশ খুলে দেওয়া হয়। আর ইয়াহুদীকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। বিশেষের যখন জানতে পারল গোমর ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সে পালিয়ে মুক্ত্য চলে গেল এবং কাফিরদের সাথে মিলিত হল। সেখানেই কাফেরকে আত্মস্থিরণ করে আবস্থা প্রদান করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমায় ফায়সালা দানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বাতলে দেওয়া হয়। প্রথম মূলনীতি হল, যে-কোনও ফায়সালা আল্লাহ তাআলার কিভাবে প্রদত্ত বিধানাবলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। দ্বিতীয় মূলনীতি এই যে, আল্লাহ তাআলা নিজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিভিন্ন সময়ে এমন বহু বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কুরআন মাজীদে সরাসরি যার উল্লেখ নেই। ফায়সালা দানের সময় বিচারককে তা থেকেও আলো নিতে হবে। এরই প্রতি ইঙ্গিত করে আয়াতে বলা হয়েছে, ‘যাতে আল্লাহ তোমাকে যে উপলক্ষ্মি দিয়েছেন, সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে ফায়সালা করতে পার।’ এতদ্বারা কুরআন মাজীদের বাইরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহও যে প্রামাণ্য মর্যাদা রাখে, তার প্রতিষ্ঠ ইশারা করা হয়েছে। তৃতীয় মূলনীতি এই যে বলা হয়েছে যে, মামলা-মোকদ্দমায় যে ব্যক্তি সম্পর্কেই জানা যাবে, সে ন্যায়ের উপরে নেই, তার পক্ষে অবস্থান নেওয়া ও তার উকিল হওয়া জারীয়ে নয়। বনু উবায়িরিকে বিশেষের পক্ষে ওকালতি করলে তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, প্রথমত এ ওকালতিই জারীয়ে নয়। দ্বিতীয়তঃ অভিযুক্ত ব্যক্তি এর দ্বারা বড়জোর দুনিয়ার জীবনে উপকৃত হবে। আর্থিকভাবে তোমাদের ওকালতি তাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না।

106 এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। **✿**

107 এবং যারা নিজেদের সঙ্গেই খেয়ানত করে তুমি তাদের পক্ষে বাক-বিতণ্ণ করো না। আল্লাহ কোনও খেয়ানতকারী পাপিষ্ঠকে পছন্দ করেন না। **✿**

108 তারা মানুষের সাথে তো লজ্জা করে, কিন্তু আল্লাহর সাথে লজ্জা করে না, অথচ তারা রাতের বেলা যখন আল্লাহর অপচন্দনীয় কথা বলে তখনও তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। তারা যা-কিছু করছে তা সবই আল্লাহর আয়ত্তে। **✿**

109 তোমাদের ক্ষমতা তো এতেক্তুই যে, পার্থিব জীবনে তাদের (অর্থাৎ খেয়ানতকারীদের) অনুকূলে (মানুষের সাথে) বাক-বিতণ্ণ করলে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে কে তাদের অনুকূলে বাক-বিতণ্ণ করবে বা কে তাদের উকিল হবে? **✿**

110 যে ব্যক্তি কোনও মন্দ কাজ করে ফেলে বা নিজের প্রতি জুলুম করে বসে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে অবশ্যই আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুই পাবে। **✿**

111 যে ব্যক্তি কোনও গুনাহ কামায়, সে তো তা কামায় তার নিজেরই ক্ষতি সাধনে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। **✿**

112 যে ব্যক্তি কোনও দোষ বা পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তারপর কোনও নির্দোষ ব্যক্তির উপর তা চাপায়, সে নিজের উপর গুরুতর অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহের ভার চাপিয়ে দেয়। **✿**

113 এবং (হে নবী!) তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকলে তাদের একটি দল তো তোমাকে সরল পথ হতে বিচ্ছুত করার ইচ্ছা করেই ফেলত। **✿** (প্রকৃতপক্ষে) তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে পথপ্রস্তুত করছে না। তারা তোমার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিভাব ও হিকমত নাখিল করেছেন এবং তোমাকে এমন সব বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছেন, যা তুমি জানতে না। বস্তুত তোমার প্রতি সর্বদাই আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে। **✿**

78. এর দ্বারা বিশেষ ও তার সমর্থকদের বোঝানো হয়েছে, যারা নিরপরাধ ইয়াহুদীকে ফাঁসাতে চেয়েছিল।

114 মানুষের বহু গোপন কথায় কোনও কল্যাণ নেই। তবে কোনও ব্যক্তি দান-সদকা বা কোনও সৎকাজের কিংবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার আদেশ করলে, সেটা ভিন্ন কথা। **✿** যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে একাপ করবে, আমি তাকে মহা প্রতিদান দেব। **✿**

79. অর্থাৎ মানুষ গোপনে ঘেসব কথা বলে তা দ্বারা হয়তো অন্যের নিন্দা করা, কারও ক্ষতি করা বা অন্য কোন দূরভিসন্ধি করা হয়ে থাকে। এসব গুপ্ত কথায় কারও কোন কল্যাণ নেই। তা সকলের জন্যই ক্ষতিকর। হ্যাঁ, দান-খয়রাতের কথা যদি হয়, তবে তা গোপনেই কল্যাণকর, যাতে দাতার রিয়া না হয় আর গ্রহিতাও লজ্জায় না পড়ে। এমনিভাবে কেউ কোন ভুল-ক্রটি করলে তাকে গোপনেই সংশোধন করা চাই, যাতে মানুষের সামনে লজ্জা না পায়। দুজনের মধ্যে আপসরফাও গোপনে করাই ফলপ্রসূ হয়। এসব গোপন কথায় কল্যাণ আছে। এতে আল্লাহ তাআলা খুশী হন এবং এর বিনিময়ে তিনি পুরকার দান করেন। এ ছাড়া অন্যসব সত্য-সঠিক কথা সাধারণত প্রকাশ্যেই বলা শ্রেষ্ঠ। গোপনে বললে তা সন্দেহের জন্ম দেয়। কেননা নির্দেশ কথায় লুকাছাপার প্রয়োজন হয় না। -অনুবাদক

115 আর যে ব্যক্তি তার সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে ও মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনও পথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহানামে নিষ্কেপ করব, যা অতি মন্দ ঠিকানা। ৮০ ❁

80. এ আয়াত দ্বারা উলামায়ে কিরাম বিশেষত ইমাম শাফিফ্ট (রহ.) প্রমাণ পেশ করেছেন যে, ইজমাও শরীয়তের একটি দলীল। অর্থাৎ গোটা উচ্চত যে মাসআলা সম্পর্কে একমত হয়ে যায়, তা নিশ্চিতভাবে সঠিক এবং তার বিরুদ্ধাচরণ জায়েয নয়।

116 নিচয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এর নিচের যে-কোনও গুনাহ যার ক্ষেত্রে চান ক্ষমা করে দেন। ৮১ যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে (কাউকে) শরীক করে, সে (সঠিক পথ থেকে) বহু দূরে সরে যায়। ❁

81. অর্থাৎ শিরক অপেক্ষা নিচের গুনাহ আল্লাহ তাআলা যারটা চান, বিনা তাওয়ায় কেবল নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু শিরকের গুনাহ ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা হতে পারে না যতক্ষণ না মুশরিক ব্যক্তি মৃত্যুর আগে খাঁটি মনে তাওয়া করবে এবং ইসলাম ও তাওয়ীদ করুল করে নেবে। পূর্বে ৪৮ নং আয়াতেও একথা বর্ণিত হয়েছে।

117 তারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য ঘাদের কাছে প্রার্থনা জানায়, তারা কেবল কাতিপয় নারী। ৮২ আর তারা যাকে ডাকে সে তো অবাধ্য শয়তান ছাড়া কেউ নয় ❁

82. মক্কার কাফিরগণ যেই মনগড়া উপাস্যদের পূজা করত তাদেরকে নারী মনে করত, যেমন লাত, মানাত ও উষষা। তা ছাড়া ফিরিশতাগণকেও তারা আল্লাহর কন্যা বলত। আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, এক দিকে তো তারা নারীদেরকে হীনতর সৃষ্টি মনে করে, অন্যদিকে ঘাদেরকে নিজেদের উপাস্য বানিয়ে রেখেছে তাদের ধারণা অনুযায়ী তারা সকলে নারী। কী হস্যকর অসঙ্গতি!

118 যার প্রতি আল্লাহ লানত করেছেন। আর সে (আল্লাহকে) বলেছিল, আমি তোমার বাস্তাদের মধ্য হতে নির্ধারিত এক অংশকে নিয়ে নেব। ৮৩ ❁

83. অর্থাৎ বহু লোককে গোমরাহ করে নিজের দলভুক্ত করে নেব এবং অনেকের দ্বারা আমার ইচ্ছামত কাজ করাব।

119 এবং আমি তাদেরকে সরল পথ হতে নিশ্চিতভাবে বিচ্ছুত করব, তাদেরকে (অনেক) আশা-ভরসা দেব এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা চতুর্পদ জন্মের কান চিরে ফেলবে এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে। ৮৪ যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু বানায়, সে সুম্পষ্ট লোকসানের মধ্যে পড়ে যায়। ❁

84. আরব কাফিরগণ কোনও কোনও জন্মের কান চিরে প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত। এরূপ জন্মে ব্যবহার করাকে তারা জায়েয মনে করত না। তাদের এই ভ্রান্ত রীতির প্রতিই আয়াতে ইশারা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, এটা শয়তান করায়। আল্লাহর সৃষ্টিকে ‘বিকৃত করা’ বলতে এই কান চিরে ফেলাকেও বোঝানো হতে পারে। তা ছাড়া হাদীসে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইক্রি ওয়া সাল্লাম আরও কিছু কাজকে ‘সৃষ্টির বিকৃতি সাধন’ সাব্যস্ত করত: হারাম ঘোষণা দিয়েছেন, যেমন সে কালে নারীগণ তাদের রূপচর্চার অংশ হিসেবে সুই ইত্যাদি দ্বারা খুঁচিয়ে শরীরে উক্তি আঁকত, চেহারার প্রাকৃতিক লোম (যা দৃশ্যনীয় পর্যায়ের বড় হত না) তুলে ফেলত এবং কুত্রিমভাবে দণ্ডরাজিকে ফাঁকা-ফাঁকা করে ফেলত। এ সবই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত, যা সম্পূর্ণ নাজায়েয। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে মাওরিফুল কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যে আলোচনা করা হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য)।

120 সে তো তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশা-আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত করে। ৮৫ (প্রকৃতপক্ষে) শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতিই দেয়, তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। ❁

85. অর্থাৎ শয়তান তার অনুসারীদের প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আমি তোমাদের সাহায্য করব। ফলে তোমরাই জয়যুক্ত হবে ও সফলতা লাভ করবে, আর আশা দেয় যে, অনেক দিন বাঁচবে, অনেক অর্থ-সম্পদ লাভ করবে, যত পাপই কর না কেন তাতে ক্ষতি নেই, আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং অবশ্যই তোমরা জানাতে যাবে। -অনুবাদক

121 তাদের সকলের ঠিকানা জাহানাম। তারা তা থেকে বাঁচার জন্য পালানোর কোনও পথ পাবে না। ❁

122 যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে এমন সব বাগানে দাখিল করব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। এটা আল্লাহর ওয়াদা, যা সত্য। এবং কথায় আল্লাহ অপেক্ষা বেশি সত্যবাদী কে হতে পারে? ❁

123 (জান্মাতে ঘাওয়ার জন্য) না তোমাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহ যথেষ্ট এবং না কিতাবীদের আকাঙ্ক্ষাসমূহ। যে-কেউ মন্দ কাজ করবে, তাকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে এবং সে নিজের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনও বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না। ৮৬ ❁

86. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আখিরাতের যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন তা হে মুসলিমগণ! তোমাদের আশা দ্বারাও লাভ হবে না এবং কিতাবীদের আশা দ্বারাও নয়। তা লাভ হতে পারে কেবল ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা। যেমনটা পরের আয়তসমূহে জানানো হয়েছে এবং তাতে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে দীনের প্রচলন দিয়ে গেছেন, যার সারবন্ধ হল আল্লাহর প্রতি চরম আনুগত্য, তার অনুসরণ দ্বারাই আখিরাতের নাজাত ও পুরস্কার লাভ হতে পারে। তিনিই সে দীনের নাম দিয়েছেন ইসলাম এবং তারই পূর্ণতাবিধান হয়েছে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। সুতরাং এখন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই কর্তব্য কেবল তাঁরই অনুসরণ করা। -অনুবাদক

124 আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে মুমিন হয়ে থাকে, তবে একপ লোক জান্মাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। ❁

125 তার চেয়ে উত্তম দীন আর কার হতে পারে, যে (তার গোটা অস্তিত্বসহ) নিজ চেহারাকে আল্লাহর সম্মুখে অবনত করেছে, সেই সঙ্গে সে সৎকর্মে অভ্যন্ত এবং একনিষ্ঠ ইবরাহীমের দীন অনুসরণ করেছে। আর (এটা তো জানা কথা যে,) আল্লাহ ইবরাহীমকে নিজের বিশিষ্ট বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিলেন। ❁

126 আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই এবং আল্লাহ যাবতীয় জিনিসকে (নিজ ক্ষমতা দ্বারা) পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। ❁

127 এবং (হে নবী!) লোকে তোমার কাছে নারীদের সম্পর্কে শরীয়তের বিধান জিজ্ঞেস করে। ৮৭ বলে দাও, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে বিধান জানাচ্ছেন এবং এই কিতাব (অর্থাৎ কুরআন)-এর যে সব আয়াত তোমাদেরকে পড়ে শোনানো হচ্ছে, তাও (তোমাদেরকে শরীয়তের বিধান জানায়) সেই ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে, যাদেরকে তোমরা তাদের নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহও করতে চাও ৮৮ এবং অসহায় শিশুদের সম্পর্কেও (বিধান জানায়) এবং (তোমাদেরকে জোর নির্দেশ দেয়) যেন ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। তোমরা যা-কিছু সৎকাজ করবে, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। ❁

87. ইসলামের আগে নারীদেরকে সমাজের এক নিকুষ্ঠ জীব মনে করা হত। তাদের সামাজিক ও জৈবিক কোনও অধিকার ছিল না। যখন ইসলাম নারীদের হক আদায়ের জোর নির্দেশ দিল এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে তাদেরকেও অংশ দিল, তখন আরবদের কাছে এটা এমনই এক অভাবিত বিষয় ছিল যে, তাদের কেউ কেউ মনে করছিল এটা হযরত এক সাময়িক নির্দেশ, যা কিছুকাল পর রাহিত হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে যখন রাহিত হতে দেখা গেল না, তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাখিল হয়। এতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এটা সাময়িক কোনও বিধান নয়। বরং স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ তাআলাই এ বিধান দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে এর আগে যেসব আয়াত নাখিল হয়েছে, তাতেও এ জাতীয় বহু বিধান রয়েছে। এ আয়াতে সেই সঙ্গে নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে আরও কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে।

88. এর দ্বারা সুরা নিসার ৩২-এ আয়াতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বুখারী শরীফের এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রায়ি) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কখনও ইয়াতীম মেয়ে তার চাচাত ভাইয়ের তত্ত্ববধানে থাকত। সে হযরত রূপসী হত এবং পিতার রেখে ঘাওয়া বিপুল সম্পত্তিরও মালিক হত। এ অবস্থায় চাচাত ভাই চাইত, সে সাবালিকা হলে নিজেই তাকে বিবাহ করবে, যাতে তার সম্পদ নিজ দখলেই থেকে যায়। কিন্তু সে বিবাহে তাকে তার মত মেয়ের যে মোহর হওয়া উচিত তা দিত না। অপর দিকে মেয়েটি রূপসী না হলে সম্পত্তির লোভে তাকে বিবাহ করত ঠিকই, কিন্তু একদিকে তাকে মোহরও দিত অতি সামান্য, অন্যদিকে তার সাথে আচার-আচারণও প্রিয় ভার্য-সুলভ করত না।

128 কোনও নারী যদি তার স্বামীর পক্ষ হতে দুর্ব্যবহার বা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তাদের জন্য এতে কোন অসুবিধা নেই যে, তারা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে কোনও রকমের আপোস-নিষ্পত্তি করবে। ৯১ আর আপোস-নিষ্পত্তি ইউন্নত। মানুষের অন্তরে (কিছু না কিছু) লালসার প্রবণতা তো নিহিত রাখাই হয়েছে। ৯০ তোমরা যদি ইহসান ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তোমরা যা-কিছুই করবে, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন। ❁

89. কখনও এমনও হত যে, কোনও স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর দিল লাগছে না। তাই সে তার প্রতি অবহেলা করে এবং তাকে তালাক দিতে চায়। এ অবস্থায় স্ত্রী যদি তালাকে সম্মত না থাকে, তবে তার কিছু অধিকার ত্যাগ করে স্বামীর সাথে আপোস করতে পারে। অর্থাৎ বলতে পারে, আমি আমার অমুক অধিকার দালী করব না, তবুও আমাকে নিজ বিবাহধীন রেখে দাও। একপ ক্ষেত্রে স্বামীকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সে যেন আপোস করতে রাজি হয়ে যায় এবং তালাক দেওয়ার জন্য গোঁ না ধরে। কেননা আপোস-মীমাংসার পছ্চাই উন্নত। পরের বাক্যে ইহসান করার উপরে দিয়ে স্বামীকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, মনের মিল না হওয়া সত্ত্বে সে যেন স্ত্রীর সাথে মিটামাট করার চেষ্টা করে এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখে তার অধিকারসমূহ আদায় করতে থাকে। তা হলে সেটা তার দুনিয়া ও আধিরাত উভয় স্থানের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনবে।

১০. বাহ্যত এর অর্থ হচ্ছে, পার্থিব লাভের প্রতি সব মানুষেরই স্বভাবগতভাবে কিছু না কিছু লোভ আছে। কাজেই স্ত্রী যদি তার পার্থিব কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে তবে স্বামীর চিন্তা করা উচিত, হয়ত তালাক দিলে তার কোন কঠিন কষ্ট-ক্লেশ বা অন্য কোন জটিল সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, আর সে কারণেই সে তার পার্থিব স্বার্থ ত্যাগে রাঙ্গি হয়েছে। এরপ অবস্থায় আপোস-মীমাংসা করে নেওয়াই ভালো। আপর দিকে স্ত্রীর চিন্তা করা উচিত, স্বামী পার্থিব কিছু উপকার লাভের উদ্দেশ্যেই বিবাহ করেছিল। এখন সে দেখছে আমার দ্বারা তার সে উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না, যে কারণে আমার স্থানে অন্য কাউকে বিবাহ করতে চাচ্ছে, যাতে তার সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়। এ অবস্থায় আমি যদি আমার কিছু হক ছেড়ে দেই এবং এভাবে তার অন্য রকম উপকার সাধন করি, তবে সে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা থেকে নির্বস্তু হতে পারে।

১২৯ তোমরা চাইলেও স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে সক্ষম হবে না। ১১ তবে (কোনও একজনের প্রতি) সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, যার ফলে অন্যজনকে মাঝখানে ঝুলন্ত বস্তুর মত ফেলে রাখবে। তোমরা যদি সংশোধন কর ও তাকওয়া অবলম্বন করে চল, তবে (জেনে রেখ), আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ♡

১১. অর্থাৎ মহবত ও ভালোবাসায় স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা মানুষের সাধ্যাতীত বিষয়। কেননা মনের উপর কোনও মানুষের হাত থাকে না। কাজেই এক স্ত্রী অপেক্ষা অন্য স্ত্রীর উপর যদি ভালোবাসা বেশি হয়, সে কারণে আল্লাহ তাআলা ধরবেন না।
কিন্তু বাহ্যিক আচার-আচরণে সমতা রক্ষা করা জরুরী। অর্থাৎ একজনের কাছে যত রাত থাকবে, অন্যজনের কাছেও তত রাতই থাকতে হবে। একজনকে যে পরিমাণ খরচ দেবে অন্যজনকেও তাই দিতে হবে। এমনিভাবে একজনের প্রতি আচরণ এমন করবে না, যদ্যরূপ অন্যজনের মনে আঘাত লাগতে পারে এবং সে ধারণা করতে পারে, তাকে ঝুঁকি মাঝখানে লটকে রাখা হয়েছে।

১৩০ আর যদি উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ নিজের (কুদরত ও রহমতের) প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে (অপরের প্রয়োজন থেকে) বেনিয়ায় করে দেবেন। ১২ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রভৃতি ইকমতের অধিকারী। ♡

১১. মীমাংসার সব রকম চেষ্টা সত্ত্বেও এমন একটা পর্যায় আসতে পারে, যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখা হলে উভয়ের জীবন বিশাদময় ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার আশংকা থাকে। এরপ অবস্থায় তালাক ও বিচ্ছেদের পক্ষ্য অবলম্বন করাও জায়েয়। এ আয়ত আশ্বস্ত করছে যে, বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারটা যদি সৌজন্যমূলকভাবে সম্পন্ন করা হয়, তবে আল্লাহ তাআলা উভয়ের জন্য আরও উন্নত ব্যবস্থা করবেন, যার ফলে তাদের দু'জনই দু'জন থেকে বেনিয়ায় হয়ে যাবে।

১৩১ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহরই। আমি তোমাদের আগে কিতাবীদেরকে এবং তোমাদেরকেও জোর নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যদি কুফর অবলম্বন কর, তবে (তাতে আল্লাহর কী ক্ষতি?) কেননা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই। আল্লাহ (সকলের থেকে) বেনিয়ায় এবং তিনি প্রশংসার্হ। ♡

১৩২ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই ১৩ আর কর্ম নির্বাহের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ♡

১৩. 'আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই' এ বাক্যটি এস্টলে পর পর তিনবার উদ্দেশ্য ছিল স্বামী-স্ত্রীকে আশ্বস্ত করা যে, আল্লাহ তাআলার রহমতের ভাণ্ডার অতি বড়। তিনি তাদের প্রত্যেকেরের জন্য আরও উপযুক্ত কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন। দ্বিতীয়বারের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাআলার অমুখাপেক্ষিতা বর্ণনা করা যে, কারও কুফর দ্বারা তাঁর কোনও ক্ষতি হয় না। কেননা বিশ্বজগত তাঁর আজ্ঞাধীন। কারও কাছে তাঁর কোনও ঠেকা নেই। তৃতীয়বার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার রহমত ও কর্মবিধানের বিষয়টি বর্ণনা করা। আল্লাহ বলছেন যে, তোমরা যদি তাকওয়া ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে দেবেন।

১৩৩ হে মানুষ! তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে (পৃথিবী হতে) নিয়ে যেতে পারেন এবং অন্যদেরকে (তোমাদের স্থানে) নিয়ে আসতে পারেন। আল্লাহ এ বিষয়ে পূর্ণ সক্ষম। ♡

১৩৪ যে ব্যক্তি (কেবল) দুনিয়ার প্রতিদান চায় (তার স্মরণ রাখা উচিত), আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আর্থিক উভয়ের প্রতিদান রয়েছে। ১৪ আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। ♡

১৪. এ আয়তে সাধারণ উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, একজন মুমিন কেবল পার্থিব উপকারকেই লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে না। তার উচিত দুনিয়া ও আর্থিক উভয়ের কল্যাণ চাওয়া। পূর্বের আয়তসমূহের সাথে এর যোগসূত্র এই যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মীমাংসা বা বিচ্ছেদ সাধনের সময় কেবল পার্থিব লাভ-লোকসানের প্রতি নজর রাখা উচিত নয়; বরং আর্থিকভাবে কল্যাণের প্রতিও লক্ষ্য রাখা চাই। সুতরাং স্বামী বা স্ত্রী যদি দুনিয়ার কিছু স্বার্থ ত্যাগ করেও অন্যের প্রতি সদাচরণ করে, তবে আর্থিকভাবে মহা প্রতিদানের আশা থাকবে।

১৩৫ হে মুমিনগণ! তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতারাপে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। ১৫ সে ব্যক্তি (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার আদেশ করা হচ্ছে) যদি ধনী বা গরীব হয়, তবে আল্লাহ উভয় প্রকার লোকের ব্যাপারে (তোমাদের চেয়ে) বেশি কল্যাণকামী। সুতরাং তোমরা ইনসাফ করার ব্যাপারে ইচ্ছা-অভিকৃতির অনুসরণ করো না। ১৬ তোমরা যদি পেঁচাও (অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দাও) অথবা (সঠিক সাক্ষ্য দেওয়া থেকে) পাশ কাটিয়ে যাও, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। ♡

৯৫. পূর্বের আয়তে বিশেষভাবে স্তুর সাথে ইনসাফসম্মত আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এ আয়তে সাধারণভাবে সকলের সাথেই ইনসাফপূর্ণ আচরণ ও সর্বস্তরে ন্যায় প্রতিষ্ঠার হকুম দেওয়া হয়েছে। সত্য-সঠিক সাক্ষ্যদান ন্যায়প্রতিষ্ঠার এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। তাই আদেশ করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে সত্য-সঠিক সাক্ষ্য দানে বন্ধ পরিকর থাকবে, তাতে সে সাক্ষ্য যাত আপনজনের এমন কি নিজের বিরুদ্ধেই হোক না কেন। -অনুবাদক

৯৬. অর্থাৎ সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে নিজ ইচ্ছা-অভিমুখিকে প্রশ়্ন দিয়ো না, যেমন কোন ধনী বা মান্যগণ ব্যক্তির পক্ষপাতিত্ব করে কিংবা নিকটাত্ত্বীয় বা অসহায় বন্ডিকে প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সত্য সাক্ষ্য দেওয়া হতে বিরত থাকলে। বরং যা সত্য তাই বলে দাও। তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেয়ে বেশি দয়াবান। তারা তাঁর অভিমুখী হলে তিনিই তাদের কল্যাণের ব্যবস্থা করবেন। -অনুবাদক

১৩৬ হে মুমিনগণ! ঈমান রাখ আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, যে কিতাব তাঁর রাসূলের উপর নাখিল করেছেন তার প্রতি এবং যে কিতাব তার আগে নাখিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে, তাঁর ফিরিশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে এবং পরকালকে অবীকার করে, সে বহু দূরের অস্তিত্ব পথপ্রস্ত হয়ে যায়। ❁

১৩৭ যারা ঈমান এনেছে, তারপর কাফির হয়ে গেছে, তারপর ঈমান এনেছে, তারপর আবার কাফির হয়ে গেছে, তারপর কুফরে অগ্রগামী হতে থেকেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার নন এবং তাদেরকে সঠিক পথে আনয়ন করারও নন। ৯৭ ❁

৯৭. যে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা চলছে এর দ্বারা তাদেরকেও বোঝানো হতে পারে। কেননা তারা মুসলিমদের কাছে এসে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করত। তারপর নিজেদের মধ্যে গিয়ে কুফরে ফিরে যেত। তারপর আবার কখনও মুসলিমদের সামনে পড়লে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিত। তারপর আবার নিজেদের লোকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে নিজেদের কুফরের সম্পর্কে আশ্বস্ত করত এবং নিজেদের কাজ-কর্ম দ্বারা উত্তরোত্তর কুফরের দিকে এগিয়ে যেত। তাছাড়া কোনও রিওয়ায়াতে এমন কিছু লোকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়, যার ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পুনরায় মুরতাদ হয়ে কুফরের অবস্থাই মারা যায়। আয়তের শব্দাবলীর ভেতর উভয় প্রকার লোকদেরই আবকাশ আছে। তাদের সম্পর্কে যে বলা হয়েছে, ‘আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে সঠিক পথে আনবেন না; তার অর্থ এই যে, তারা যখন স্বেচ্ছায় কুফরের এবং তার পরিণাম হিসেবে জাহানামের পথই বেছে নিল, তখন আল্লাহ জরুরদণ্ডিমূলকভাবে তাদেরকে ঈমান ও জাহানামে পথে ফিরিয়ে আনবেন না। কেননা দুনিয়া হল পরীক্ষার স্থান। এখানে প্রত্যেকে নিজ একত্তির ও ইচ্ছাক্রমে যে পথ অবলম্বন করবে সে অনুযায়ী তার পরিণাম স্থির হবে। আল্লাহ তাআলা কাউকে যেমন জোর-জরুরদণ্ডি করে মুসলিম বানান না, তেমনি সেভাবে কাউকে কাফিরও বানান না।’

১৩৮ মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, ❁

১৩৯ যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে। তারা কি তাদের কাছে শক্তি খোঁজে? সমস্ত শক্তি তো আল্লাহরই কাছে। ❁

১৪০ তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি এই নির্দেশ নাখিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অবীকার করা হচ্ছে ও তাকে বিন্দুপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কোনও প্রসঙ্গে লিপ্ত হবে। অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরকে জাহানামে একত্র করবেন। ❁

১৪১ (হে মুসলিমগণ! এরা) সেই সব লোক, যারা তোমাদের (অশুভ পরিণামের) অপেক্ষায় থাকে। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় অর্জিত হলে, তারা (তোমাদেরকে) বলে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না। আর যদি কাফিরদের (বিজয়) নসীব হয়, তবে (তাদেরকে) বলে, আমরা কি তোমাদেরকে বাগে পেয়েছিলাম না এবং (তা সত্ত্বেও) আমরা কি মুসলিমদের হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি? ৯৮ সুতরাং আল্লাহই কিয়ামতের দিন তোমাদের ও তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন এবং আল্লাহ মুমিনদের বিকল্পে কাফিরদের (চূড়ান্ত বিজয়ের) কোনও পথ রাখবেন না। ❁

৯৮. অর্থাৎ তাদের আসল উদ্দেশ্য হল পার্থিব সুযোগ-সুবিধা। যদি মুসলিমগণ জয়লাভ করে এবং গনীমতের মালামাল তাদের হস্তগত হয়, তবে নিজেদেরকে তাদের সাথী হিসেবে দাবী করে। এবং কিভাবে সে মালে ভাগ বসানো যায়, সেই ধার্যায় থাকে। পক্ষান্তরে জয় যদি কাফিরদের হাতে চলে যায়, তবে এই বলে তাদেরকে খোঁটা দেয় যে, আমরা সাহায্য-সহযোগিতা না করলে তোমরা জয়লাভ করতে পারতে না। সুতরাং আমাদের সে অবদানের আর্থিক প্রতিদান দাও।

১৪২ এ মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজী করে, অথচ আল্লাহই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। ৯৯ তারা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। ❁

১০০. এর এক অর্থ হতে পারে যে, তারা তো মনে করছে আল্লাহকে ধোঁকা দিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই ধোঁকায় পড়ে আছে। কেননা আল্লাহকে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না। বরং তারা নিজেরা নিজেদেরকে আপন ইচ্ছা ও একত্তিরাঙ্গনক্রমে যে ধোঁকার মধ্যে ফেলেছে, আল্লাহ তাআলা সেই ধোঁকার ভেতর তাদেরকে থাকতে দেন। বাক্যটির আরেক অর্থ হতে পারে, ‘আল্লাহ তাদেরকে ধোঁকায় নিষ্কেপ করবেন।’ এ হিসেবে কোনও কোনও তাফসীরবিদ (যেমন হাসান বসরী [রহ.]) ব্যাখ্যা করেন যে, আর্থিকভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ ধোঁকার শাস্তি দেবেন এবং তা এভাবে যে, প্রথম দিকে তাদেরকেও মুসলিমদের সাথে কিছুদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে এবং মুসলিমদেরকে যে নূর দেওয়া

হবে, তার আলোতে তারাও কিছুদূর পর্যন্ত পথ চলবে। তখন তারা ভাবতে থাকবে, তাদের পরিণামও মুসলিমদের মতই শুভ হবে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর তাদের আলো কেড়ে নেওয়া হবে। ফলে তারা পথ হারিয়ে ফেলবে এবং পরিশেষে তাদেরকে জাহানামে নিষ্কেপ করা হবে, যেমন সূরা হাদীদে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (দ্র. ৫৭ : ১২-১৪)।

143 তারা (ঈমান ও কুফরের) মাঝখানে দোদুল্যমান, না (সম্পূর্ণরূপে) এদের (মুসলিমদের) দিকে, না তাদের (কাফিরদের) দিকে। বন্ধুত্ব আল্লাহ যাকে পথন্বষ্ট করেন, তার জন্য তুমি কখনই (হিদ্যায়াতের) কোনও পথ পাবে না। ❁

144 হে মুমিনগণ! মুসলিমদের ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু বানিয়ো না। তোমরা কি আল্লাহর কাছে নিজেদের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ নিজেদের শাস্তিযোগ্য হওয়া সম্পর্কে) সুস্পষ্ট প্রমাণ দাঁড় করাতে চাও? ❁

145 নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহানামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে এবং তুমি তাদের পক্ষে কোনও সাহায্যকারী পাবে না। ❁

146 তবে যারা তাওবা করবে, নিজেদেরকে সংশোধন করে ফেলবে, আল্লাহর আশ্রয়কে শক্তভাবে ধরে রাখবে ১০০ এবং নিজেদের দীনকে আল্লাহর জন্য খালেস করে নেবে, ১০১ তারা মুমিনদের সঙ্গে শামিল হয়ে যাবে। আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদেরকে মহা প্রতিদান দান করবেন। ❁

100. অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর দীন ও তাঁর কিতাবের অনুসরণ করবে, কোনও অবস্থায়ই তা হাতছাড়া করবে না। -অনুবাদক

101. অর্থাৎ আমল করবে কেবল আল্লাহ তাঁ'আলাকে খুশী করার জন্য। মানুষকে দেখানো উদ্দেশ্য থাকবে না। -অনুবাদক

147 তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হয়ে যাও এবং (সত্যিকারভাবে) ঈমান আন, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কী করবেন? আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ। ❁

148 প্রকাশ্যে (কারও) দোষ চর্চাকে আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে কারও প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে আলাদা কথা। ১০২ আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। ❁

102. অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় কারও দোষ-ক্রটি প্রচার করা জায়েয় নয়। হাঁ, যদি কারও উপর জুলুম হয়ে থাকে, তবে মানুষের কাছে সেই জুলুমের কথা বলতে পারে এবং তা বলতে গিয়ে জোলিমের যে দোষ বর্ণনা করা হবে, তার জন্য সে গুনাহগর হবে না।

149 তোমরা যদি কোনও সৎকাজ প্রকাশ্যে কর বা গোপনে কর কিংবা কোনও মন্দ আচরণ ক্ষমা কর, তবে (তা উত্তম। কেননা) আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, (যদিও তিনি শাস্তিদানে) সর্বশক্তিমান। ১০৩ ❁

103. ইশ্শারা করা হচ্ছে যে, যদিও শরীয়ত মজলুমকে জুলুম অনুপাতে জালিমের দোষ বর্ণনার অধিকার দিয়েছে, কিন্তু মজলুম হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি প্রকাশ্যে, গোপনে সর্বাবস্থায় মুখে শুধু ভালো কথাই উচ্চারণ করে এবং নিজের হক ছেড়ে দেয়, তবে এটা তার জন্য অতি বড় সওয়াবের কাজ হবে। কেননা আল্লাহ তাত্ত্বালীয় গুণও এটাই যে, শাস্তি দানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি মানুষকে অত্যধিক ক্ষমা করেন।

150 যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণকে অঙ্গীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় ও বলে, আমরা কতক (রাসূল)-এর প্রতি তো ঈমান রাখি এবং কতককে অঙ্গীকার করি, আর (এভাবে) তারা (কুফর ও ঈমানের মাঝখানে) মাঝামাঝি একটি পথ অবলম্বন করতে চায় ১০৪ ❁

104. তাদের সে মাঝামাঝি পন্থা হল আল্লাহকে বিশ্বাস করা ও রাসূলগণকে অবিশ্বাস করা। প্রকৃতপক্ষে এটা মাঝামাঝি কোন পন্থা নয়; বরং নির্জেলা কুফর। কেননা, রাসূলগণকে অবিশ্বাস করা আল্লাহকে অবিশ্বাস করারই নামান্তর, যেহেতু তাঁর আল্লাহ কর্তৃকই প্রেরিত। এমনিভাবে কোনও একজন রাসূলকে অঙ্গীকার করা সমস্ত রাসূলকে অঙ্গীকার করারই নামান্তর, যেহেতু তারা সকলেই একই সূত্রে গাঁথা। তাঁরা সকলেই একে অন্যের সমর্থক। বিশেষত সর্বশেষ নবী সম্পর্কে পূর্বের সকল নবীই সুসংবাদ শুনিয়ে গেছেন এবং তারা নিজ-নিজ উম্মতকে তাঁর অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এ অবস্থায় তাকে অঙ্গীকার করার দ্বারা তাদের সকলকেই অঙ্গীকার করা হয়, যা সুস্পষ্ট কুফর। অনুরূপ শরীআতের এক বিধান মানা ও অন্য বিধান অমান্য করাও কুফর। সুতরাং ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী পন্থা বলতে কিছু নেই হয় ঈমান নয়তো কুফর। অর্থাৎ ঈমানের বাইরে সবই কুফর। -অনুবাদক

151 একপ লোকই সত্যিকারের কাফির। আর আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। ❁

152 যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাদের কারও মধ্যে কোনও পার্থক্য করবে না, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মফল দান করবেন। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ❁

153 (হে নবী!) কিতাবীগণ তোমার কাছে দাবী করে, তুমি যেন তাদের প্রতি আসমান থেকে কোন কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে দাও। (এটা কোনও নতুন কথা নয়। কেননা) তারা তো মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী জানিয়েছিল। তারা (তাকে) বলেছিল, ‘আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ দেখাও’। সুতরাং তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদের উপর বজ্র আঘাত হেনেছিল। অতঃপর তাদের কাছে যে সুস্পষ্ট নির্দর্শনসমূহ এসেছিল, তারপরও তারা বাছুরকে (মাবুদ) বানিয়ে নিয়েছিল। তথাপি আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দেই। আর মূসাকে আমি দান করি স্পষ্ট ক্ষমতা। ❁

154 আমি তুর পাহাড়কে তাদের উপর তুলে ধরে তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং আমি তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা (নগরের) দরজা দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর এবং তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা শনিবারে সীমালংঘন করো না। ১০৫ আর আমি তাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। ❁

105. এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সূরা বাকারার ২ : ৫১ থেকে ২ : ৬৬ নং আয়াত ও তার টীকায় গত হয়েছে।

155 অতঃপর (তাদেরকে লান্ত করেছিলাম) তাদের কর্তৃক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, আল্লাহর আয়াতসমূহ অঙ্গীকার, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা এবং আমাদের অন্তরের উপর পদ্মা লাগানো রয়েছে তাদের এই উক্তির কারণে। ১০৬ অর্থচ বাস্তবতা হল, তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন। এ জন্যই তারা অল্প কিছু বিষয় ছাড়া (অধিকাংশ বিষয়েই) ঈমান আনে না। ১০৭ ❁

106. এর দ্বারা তারা বোঝাতে চাচ্ছিল যে, আমাদের অন্তর পুরোপুরি সংরক্ষিত। তাতে নিজেদের ধর্ম ছাড়া আন্য কোনও ধর্মের কথা প্রবেশ করতে পারে না। আল্লাহ তাত্ত্বালা তাদের জবাবে একটি অন্তর্ভূতি বাক্যস্বরূপ বলছেন, আসলে অন্তর সংরক্ষিত নয়; বরং তাদের হস্তকারিতার কারণে আল্লাহ তাত্ত্বালা তাতে মোহর করে দিয়েছেন এবং সেজন্যই তাতে কোনও সত্য-সঠিক কথা প্রবেশ করে না।

107. ‘অল্প কিছু বিষয়’ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত। তারা তার উপর তো ঈমান রাখে, কিন্তু মহানবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতকে বিশ্বাস করে না।

156 এবং তাদের কুফরী এবং মারযামের প্রতি গুরুতর অপবাদ আরোপ করার কারণে। ১০৮ ❁

108. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কোনও পিতা ছিল না, কুমারী মাতা মারযাম আলাইহিস সালামের গর্ভে (আল্লাহর কুদরতে) জন্ম নিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহুদীরা আল্লাহর কুদরতপ্রসূত এ মুজিয়া (অলৌকিকতা)কে স্বীকার তো করলই না, উল্লেখ তারা হযরত মারযাম (আ.)-এর মত পৃতঃপুরিত্ব, সন্তী-সাধ্বী নারীর প্রতি ন্যাক্তারজনক অপবাদ আরোপ করেছিল।

157 এবং তাদের এই উক্তির কারণে যে, আমরা আল্লাহর রাসূল ঈসা ইবনে মারযামকে হত্যা করেছি। অর্থচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে শূলেও চড়াতে পারেনি; বরং তাদের বিভ্রম হয়েছিল। ১০৯ প্রকৃতপক্ষে যারা এ সম্পর্কে মতভেদ করেছে, তারা এ বিষয়ে সংশয়ে নিপত্তি ১১০ (এবং) এ বিষয়ে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের প্রকৃত কোনও জ্ঞান ছিল না। ১১১ সত্য কথা হচ্ছে তারা ঈসা (আলাইহিস সালাম)কে হত্যা করেনি। ❁

109. কুরআন মাজীদ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দ্ব্যথাহীন ভাষায় ঘোষণা করছে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে কেউ হত্যাও করেনি এবং তাকে শূলেও চড়াতে পারেনি; বরং তারা বিভ্রমে পড়ে গিয়েছিল। তারা অপর এক ব্যক্তিকে ঈসা মনে করে তাকেই শূলে ঝুলিয়েছিল। ওদিকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাত্ত্বালা উপরে তুলে নিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদ সত্ত্বের এই ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেনি। কোনও কোনও বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, যখন ঈসা আলাইহিস সালামকে ঘোষণা দিয়ে ফেলা হয়, তখন তাঁর মহান সঙ্গীদের মধ্য থেকে একজন তাঁর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার লক্ষ্যে বাইরে চলে আসেন। আল্লাহ তাত্ত্বালা তাঁর আকৃতিকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মত করে দেন। শক্রুরা তাকেই ঈসা মনে করে নেয় এবং গ্রেফতার করে তাকেই শূলে চড়ায়। অপর দিকে ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাত্ত্বালা আসমানে উঠিয়ে নেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে গ্রেফতার করার জন্য গুপ্তচর হিসেবে ভিতরে প্রবেশ করেছিল, আল্লাহ তাত্ত্বালা তাকেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আকৃতিতে ক্রপান্তরিত করে দেন। সে যখন বাইরে বের হয়ে আসে তখন তার দলের লোকেরা ঈসা মনে করে তাকে শূলে ঝোলায়।

110. বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আ.)-কে যখন আসমানে তুলে নেওয়া হল এবং তাদের এক ব্যক্তিকে তাঁর সদৃশ করে দেওয়া হল, যাকে তারা হত্যা করল, তখন তারা বলাবলি করতে লাগল, নিহত লোকটি ঈসা হলে আমাদের লোকটি কই গেল, আর এ যদি আমাদের সেই লোক হয় তবে ঈসা কোথায় গেল? এভাবে তাকে নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। কেউ বলল, সে-ই ঈসা এবং কেউ বলল, ঈসা নয়, বরং অন্য লোক। এভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে সে ব্যাপারে তারা একমত হলেও লোকটি আসলে কে সে ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিল। এ কথাই আয়াতে বলা হয়েছে, ‘যারা এ সম্পর্কে মতভেদ করেছে তারা এ বিষয়ে সংশয়ে নিপত্তি। -অনুবাদক

111. অর্থাৎ তারা তো বলে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকেই শূলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের কাছে যেহেতু এর স্বপক্ষে অকাটা কোনও প্রমাণ নেই, তাই বাস্তব এটাই যে, তারা এ বিষয়ে সন্দেহে নিপত্তি।

158 বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ মহা ক্ষমতার অধিকারী, অতি প্রজ্ঞাবান। ❁

159 কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে নিজ মৃত্যুর আগে ঈসার প্রতি ঈমান আনবে না। ১১২ আর কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। *

112. ইয়াহুদীরা তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে নবী বলেই স্বীকার করে না। অপর দিকে খিস্টান জাতি তাকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ইয়াহুদী হোক বা খিস্টান সকল কিতাবী নিজ মৃত্যুর পূর্বক্ষণে যথন্থ বরখ (তথা দুনিয়া ও আধিরাতের মধ্যবর্তী জগত)-এর দৃশ্যাবলী দেখবে, তখন ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত তাদের সব ধ্যান-ধারণা আপনা-আপনিই খতম হয়ে যাবে এবং তারা তাঁর প্রকৃত অবস্থা অনুসারেই ঈমান আনবে। এটা আয়াতের এক তাফসীর। বহু নির্ভরযোগ্য মুফাসির এ তাফসীরকে প্রাথান্য দিয়েছেন। হযরত হাকীমুল উমাত থানবী (রহ.) 'বয়ানুল কুরআন' গ্রন্থে এ তাফসীরকেই গ্রহণ করেছেন। তবে হযরত আবু হুরায়রা (রায়ি) থেকে আয়াতের যে তাফসীর বর্ণিত আছে সে দৃষ্টিতে আয়াতের তরজমা হবে কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে ঈসার মৃত্যুর আগে তার প্রতি ঈমান আনবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তখন তো আসমানে তুলে নিয়েছিলেন, কিন্তু যেমন বহু সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, আখেরী যামানায় তিনি পুনরায় এ জগতে আসবেন এবং তখন কিতাবীদের সকলেই তাঁর প্রতি তাঁর প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী ঈমান আনবে। কেননা তখন তাদের কাছে প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হয়ে যাবে।

160 মোটকথা, ইয়াহুদীদের গুরুতর সীমালংঘনের কারণে আমি তাদের প্রতি এমন কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু হারাম করে দেই, যা (পূর্বে) তাদের পক্ষে হালাল করা হয়েছিল ১১৩ এবং আল্লাহর পথে তাদের অত্যধিক বাধাদানের কারণে। *

113. এ সম্পর্কে সূরা আনআমে বিস্তারিত বলা হয়েছে, (দেখুন ৬ : ১৪৬)।

161 এবং তাদের সুদখোরির কারণে, অথচ তাদেরকে তা খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং তাদের কর্তৃক মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার কারণে। তাদের মধ্যে যারা কাফির, আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। *

162 অবশ্য তাদের (অর্থাৎ বনী ইসরাইলের) মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ষ ও মুমিন, তারা তোমার প্রতি যা নায়িল করা হয়েছে তাতে ঈমান রাখে এবং তোমার পূর্বে যা নায়িল করা হয়েছিল তাতেও। (সেই সকল লোক প্রশংসাযোগ্য), যারা সালাত কায়েমকারী, যাকাতদাতা এবং আল্লাহ ও আধিরাতে দিবসে বিশ্বাসী। এরাই তারা, যাদেরকে আমি মহা প্রতিদান দেব। *

163 (হে নবী!) আমি তোমার প্রতি ওহী নায়িল করেছি, যেভাবে নায়িল করেছি নৃহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি এবং আমি ওহী নায়িল করেছিলাম ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, (তাদের) বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের প্রতি। আর দাউদকে দান করেছিলাম যাবুর। ১১৪ *

114. অর্থাৎ তোমার নবুওয়াত এবং তোমার প্রতি ওহী নায়িল করার বিষয়টি অভিনব কোন ব্যাপার নয়। মানুষকে সৎকর্মের উত্তম পুরক্ষার সম্পর্কে সুসংবাদদান ও অসৎকর্মের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য নবী প্রেরণ ও ওহী নায়িলের ধারা আগে থেকেই চলে এসেছে, যার সমাপ্তি টানা হয়েছে তোমার মাধ্যমে। সুতরাং পূর্বে যেমন প্রত্যেক উম্মতের প্রতি আপন-আপন নবীর প্রতি ঈমান আনা ফরয ছিল, তেমনি সর্বশেষ নবী হিসেবে তোমার প্রতিও ঈমান আনা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের উপর ফরয এবং পূর্বে যেমন প্রত্যেক নবীর প্রতি ঈমান আন্যন্যকারীগণ পুরস্কৃত ও অবিশ্বাসীগণ শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, যেমনটা তাদের ঘটনাবলীতে আমি তোমার কাছে বিবৃত করেছি, তেমনি তোমার প্রতি ঈমান আন্যন্যকারীগণও পুরস্কার লাভের যোগ্য ও অবিশ্বাসীগণ শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে। -অনুবাদক

164 আর বহু রাসূল তো এমন, পূর্বে যাদের ঘটনাবলী আমি তোমাকে শুনিয়েছি এবং বহু রাসূল রয়েছে, যাদের ঘটনাবলী তোমাকে শুনাইনি। আর মুসার সঙ্গে তো আল্লাহ সরাসরি কথা বলছেন। *

165 এ সকল রাসূল এমন, যাদেরকে (সওয়াবের) সুসংবাদদাতা ও (জাহানাম সম্পর্কে) সতর্ককারীর পাঠানো হয়েছিল, যাতে রাসূলগণের (আগমনের) পর আল্লাহর সামনে মানুষের কোন অজুহাত বাকি না থাকে। আর আল্লাহ মহা ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়। *

166 (কাফিরগণ স্বীকার করুক বা নাই করুক), কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা নায়িল করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি স্বয়ং সাক্ষ্য দেন যে, তিনি তা জেনেশুনে নায়িল করেছেন এবং ফিরিশতাগণও সাক্ষ্য দেয়। আর (এমনিতে তো) আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। *

167 নিশ্চয়ই, যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং (মানুষকে) আল্লাহর পথে বাধা দিয়ে তাদের উপর) জুলুম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার নন এবং তাদের কোনও পথ প্রদর্শন করারও নন, *

168 যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং (অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দিয়ে তাদের উপর) জুলুম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার নন এবং তাদের কোনও পথ প্রদর্শন করারও নন, *

169 জাহানামের পথ ছাড়া, যাতে তারা সর্বদা থাকবে। আর আল্লাহর পক্ষে এটা মামুলি ব্যাপার। *

170 হে মানুষ! এই রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে। সুতরাং তোমরা (তার প্রতি) ঈমান আন। এরই মধ্যে তোমাদের কল্যাণ। আর (এরপরও) যদি তোমরা কুফরের পথ অবলম্বন কর, তবে (জেনে রেখ), আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ♦

171 হে কিতাবীগণ! নিজেদের দীনে সীমালংঘন করো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কথা বলো না। মারয়ামের পুত্র ঈসা মাসীহ তো আল্লাহর রাসূল মাত্র এবং আল্লাহর এক কালিমা, যা তিনি মারয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আর ছিলেন এক রহ, যা তাঁরই পক্ষ হতে (সৃষ্টি হয়ে) ছিল। ১১৫ সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না (আল্লাহ) 'তিনি'। এর থেকে নির্বৃত্ত হও। এরই মধ্যে তোমাদের কল্যাণ। আল্লাহ তো একই মাবুদ। তাঁর কোনও পুত্র থাকবে এর থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা তাঁরই। (সকলের) তত্ত্বাবধানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ♦

115. ইয়াহুদীদের পর এবার এ আয়াতসমূহে খিস্টানদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জানের দুশ্মন হয়ে গিয়েছিল। অপর দিকে খিস্টান সম্প্রদায় তাঁর তায়ীমের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলতে শুরু করে এবং এই আকীদা পোষণ করতে থাকে যে, আল্লাহ তিনজন পিতা, পুত্র এবং পাক রাহ। এ আয়াতে উভয় সম্প্রদায়কে সীমালংঘন করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এমন ভারসাম্যপূর্ণ কথা বলা হয়েছে, যা দ্বারা তার সত্যিকারের অবস্থান পরিষ্কার হয়ে গেছে। অর্থাৎ তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার বান্দা ও তাঁর একজন রাসূল। আল্লাহ তাকে নিজের 'কুন' কালিমা (শব্দ) দ্বারা বিনা বাপে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর রাহ সরাসরি হযরত মারয়াম আলাইহাস সালামের গর্ভে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

172 মাসীহ কখনও আল্লাহর বান্দা হওয়াকে লজ্জার বিষয় মনে করে না এবং নিকটতম ফিরিশতাগণও (এতে লজ্জাবোধ করে) না। যে-কেউ আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে লজ্জাবোধ করবে ও অহমিকা প্রদর্শন করবে (সে ভালো করে জেনে রাখুক), আল্লাহ তাদের সকলকে তাঁর নিকট একত্র করবেন। ১১৬ ♦

116. খস্টানদের একটি প্রতিনিধিদল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদের নবীর নিন্দা করেন কেন? তিনি বললেন, কে তোমাদের নবী? তারা বলল, ঈসা। তিনি বললেন, আমি তার সম্পর্কে কী বলি? তারা বললো, আপনি তাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দা হওয়াটা কোন লজ্জার বিষয় নয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত নাযিল হয়। -অনুবাদক

173 অতঃপর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে তাদের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে (তার থেকেও) বেশি দেবেন। আর যারা (ইবাদত-বন্দেগীতে) লজ্জাবোধ করেছে ও অহমিকা প্রদর্শন করেছে তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দেবেন। আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনও অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। ♦

174 হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে এবং আমি তোমাদের কাছে এমন এক আলো পাঠিয়ে দিয়েছি, (যা পথকে) সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে তোলে। ♦

175 সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁরই আশ্রয় আঁকড়ে ধরেছে, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ ও রহমতের ভেতর দাখিল করবেন এবং নিজের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাদেরকে সরল পথে আনয়ন করবেন। ♦

176 (হে নবী!) লোকে তোমার কাছে ('কালালা'র) ১১৭ বিধান জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে কালালা'র বিধান জানাচ্ছেন কেউ যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় আর তার এক বোন থাকে, তবে সে (বোন) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের হকদার হবে। আর সেই বোনের যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে, (আর সে মারা যায় এবং ভাই জীবিত থাকে), তবে সে তার (বোনের) ওয়ারিশ হবে। বোন যদি দু'জন থাকে, তবে ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তারা দুই-তৃতীয়াংশের হকদার হবে। আর যদি (মৃত ব্যক্তির) ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে এক ভাই পাবে দু'বোনের অংশের সমান। আল্লাহ তোমাদের কাছে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা পথপ্রস্ত না হও এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত। ♦

117. 'কালালা' বলে এমন ব্যক্তিকে, মৃত্যুকালে যার পিতা, দাদা, পুত্র ও পৌত্র থাকে না।



♦ আল মায়দাহ ♦

1 হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূরণ করো। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুর্পদ গবাদি পশু (ও তদসদৃশ জন্তু), ১ সেইগুলি ছাড়া যা তোমাদেরকে পড়ে শোনানো হবে, ২ তবে তোমরা যখন ইহরাম অবস্থায় থাকবে, তখন শিকার করাকে বৈধ মনে করো না। ৩ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন আদেশ দান করেন। ৪ ♦

1. 'বাহীমা' বলতে যে-কোনও চার পা বিশিষ্ট প্রাণীকে বোঝায়, কিন্তু তার মধ্যে হালাল কেবল গৃহপালিত (বা গবাদি) পশু, অর্থাৎ গরু, উট, ছাগল, ভেড়া অথবা যে-গুলো গবাদি পশুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেমন হরিণ, নীল গাই ইত্যাদি।

2. সামনে তন্ম আয়াতে যে হারাম জিনিসসমূহের তালিকা দেওয়া হয়েছে, এটা তার প্রতি ইঙ্গিত।

3. অর্থাৎ গবাদি পশু-সদৃশ জন্তু যদিও হালাল, কিন্তু কেউ হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধে ফেললে তার পক্ষে এসব পশু শিকার করা হারাম হয়ে যায়।

4. মানুষ কেবল নিজ সীমিত বুদ্ধির উপর নির্ভর করে শরণী বিধানাবলী সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন তোলে এ বাক্যটি তার মূলোৎপাটন করেছে, যেমন এই প্রশ্ন যে, জীব-জন্তুর যথন প্রাপ্ত আছে, তখন তাদেরকে যবাহ করে খাওয়া বৈধ করা হল কেন, বিশেষত যথন এর দ্বারা এক প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া হয়? কিংবা এই প্রশ্ন যে, কেন অমুক প্রাণীকে হালাল করা হল এবং অমুক প্রাণীকে হারাম? আয়াতের এ বাক্যটিতে অতি সংক্ষেপে, অর্থ পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি নিজ হিকমত ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যে জিনিসের ইচ্ছা করেন হৃকুম দিয়ে দেন। সন্দেহ নেই যে, তার প্রতিটি হৃকুমেই কোনও না কোনও হিকমত ও তাৎপর্য নিহিত থাকে, কিন্তু প্রতিটি হৃকুমের হিকমত ও তাৎপর্য যে মানুষের বোধগম্য হতেই হবে এটা অনিবার্য নয়। সুতরাং মানুষের কাজ কেবল বিনা বাক্যে তার প্রতিটি হৃকুম পালন করে যাওয়া।

2. হে মুমিনগণ! অবমাননা করো না আল্লাহর নিদর্শনাবলীর, না সম্মানিত মাসসমূহের, না সেই সকল প্রাণীর যাদেরকে কুরবানীর জন্য হারামে নিয়ে যাওয়া হয়, না তাদের গলায় পরানো মালার এবং না সেই সব লোকের যারা তাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র গৃহ অভিমুখে গমন করে। আর তোমরা যখন ইহরাম খুলে ফেল, তখন শিকার করতে পার। তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে (প্রবেশ করতে) বাধা দিয়েছিল, এই কারণে কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি তোমাদের শক্রতা যেন তোমাদেরকে (তাদের প্রতি) সীমালংঘন করতে প্রয়োচিত না করে। ১ তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন। ২

5. হৃদয়বিয়ার সন্ধির প্রাক্তালে মক্কা মুকাররমার কাফিরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সঙ্গীগণকে পবিত্র হারামে প্রবেশ করতে ও উমরা আদায়ে বাধা দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এ কারণে মুসলিমদের মনে প্রচণ্ড দুঃখ ও ক্ষেত্র ছিল। সন্তাবনা ছিল এ দুঃখ ও ক্ষেত্রের কারণে কোনও মুসলিম শক্রের প্রতি এমন কোন আচরণ করে বসবে, যা শরীয়ত অনুমান করে না। এ আয়াত তাই সাবধান করে দিচ্ছে যে, ইসলামে সব জিনিসের জন্যই সীমারেখা স্থিরীকৃত রয়েছে। শক্রের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে সেই সীমারেখা লংঘন করা জায়েয় নয়।

3. তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, সেই পশু যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম উচ্চারিত হয়েছে, শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, উপর হতে পাতনে মৃত জন্তু, অন্য কোনও পশুর শিংঘের আঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খেয়েছে এমন জন্তু, তবে (মরার আগে তোমরা) যা যবাহ করেছ তা ছাড়া এবং সেই জন্তুও (হারাম), যাকে (প্রতিমার জন্য) নিবেদনস্থলে (বেদীতে) বলি দেওয়া হয়। এবং জুয়ার তীর দ্বারা (গোশত ইত্যাদি) বণ্টন ৩ করাও (তোমাদের জন্য হারাম)। এসব বিষয় কঠিন গুনাহের কাজ। আজ কাফিরগণ তোমাদের দীনের (প্রাস্ত হওয়ার) ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না। আমাকেই ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে (চির দিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম। ৪ সুতরাং এ দীনের বিধানাবলী পরিপূর্ণভাবে পালন করো। হ্যাঁ, কেউ যদি ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে যায় (এবং সে কারণে কোন হারাম বন্ত খেয়ে নেয়) আর গুনাহের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৫

6. এটা জাহেলী যুগের একটা রেওয়াজ। তারা যৌথভাবে উট যবাহের পর বিশেষ পন্থার লটারীর মাধ্যমে তার গোশত বণ্টন করত। তারা বিভিন্ন তীরে বিভিন্ন অংশের নাম লিখে তা একটা থলিতে রেখে দিত। তারপর যার নামে যেই অংশ বের হত তাকে সেই পরিমাণ গোশত দেওয়া হত। কোনও কোনও তীরে কিছুই লেখা থাকত না। সেই তীর যার নামে বের হত, সে গোশত থেকে বঞ্চিত হত। এভাবে আরও একটা রীতি ছিল যে, কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে তীর দ্বারা তা নির্ণয় করা হত। তীরে যা লেখা থাকত তা পালন করাকে অপরিহার্য মনে করা হত। কুরআন মাজীদের এ আয়াত এই যাবতীয় বিষয়কে তাবেধ ঘোষণা করছে। প্রথম পদ্ধতিটি তো জুয়া, আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গায়েবী ইলমের দাবী করা হয় কিংবা যুক্তিসঙ্গত কোনও একটা বিষয়কে অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করা হয়। কেউ কেউ পবিত্র এ আয়াতটির তরজমা করেছেন 'তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করাও (তোমাদের জন্য হারাম)'। এর দ্বারা দ্বিতীয় পন্থার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আয়াতের শব্দাবলীর ভেতর এ তরজমারও অবকাশ আছে।

7. বিভিন্ন সহীহ হাদীসে আছে, এ আয়াত বিদায় হজ্জের সময় নায়িল হয়েছিল।

4. লোকে তোমাকে জিজেস করে, তাদের জন্য কোন জিনিস হালাল। বলে দাও, তোমাদের জন্য সমস্ত উপাদেয় জিনিস হালাল করা হয়েছে। আর যেই শিকারী পশুকে তোমরা আল্লাহর শেখানো পন্থায় শিখিয়ে শিখিয়ে (শিকার করার জন্য) প্রশিক্ষিত করে তুলেছ, তারা যে জন্তু (শিকার করে) তোমাদের জন্য ধরে আনে, তা থেকে তোমরা খেতে পার। আর তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো ৬ এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ৭

8. শিকারী কুকুর, বাজপাথি ইত্যাদির মাধ্যমে হালাল প্রাণী শিকার করে খাওয়া যে সকল শর্ত সাপেক্ষে হালাল, তা বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথম শর্ত হল শিকারী প্রাণীটিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিতে হবে। তার প্রশিক্ষিত হওয়ার আলামত বলা হয়েছে এই যে, সে যে জন্ম শিকার করবে তা নিজে খাবে না; বরং মনিবের জন্য ধরে আনবে। দ্বিতীয় শর্ত হল, শিকারকারী ব্যক্তি শিকারী কুকুরকে কোনও ডন্টকে লক্ষ্য করে ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলবে।

5 আজ তোমাদের জন্য উপাদেয় বস্তুসমূহ হালাল করে দেওয়া হল এবং (তোমাদের পূর্বে) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের খাদ্যদ্রব্যও ১ তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্যও তাদের জন্য হালাল। আর মুমিনদের মধ্যকার সচ্চরিত্বা নারীও ২ তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যকার সচ্চরিত্বা নারীও (তোমাদের পক্ষে হালাল), ৩ যদি তোমরা তাদেরকে বিবাহের হেফায়তে আনার জন্য তাদের মাহর প্রদান কর, (বিবাহ ছাড়া) কেবল ইস্লাম-বাসনা চরিতার্থ করার বা গোপন প্রণয়ণী বানানোর ইচ্ছা না কর। যে-কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করবে, তার ঘাবতীয় কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবে। ♦

9. এ স্থলে 'খাদ্যদ্রব্য' দ্বারা তাদের ঘবাহকৃত পশু বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ 'আহলে কিতাব' তথ্য ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ তাদের ঘবাহের ক্ষেত্রে যেহেতু ইসলামী শরীয়তে স্থিরীকৃত শর্তাবলীর অনুরূপ শর্ত রক্ষা করত এবং মোটামুটিভাবে আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে তারা অন্যান্য অমুসলিমদের খেকে স্বতন্ত্র ছিল, তাই তাদের ঘবাহকৃত পশু মুসলিমদের জন্য হালাল করা হয়েছিল। শর্ত ছিল, তারা শরীয়ত-সম্মত পশ্চায় ঘবাহ করবে এবং ঘবাহকালে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারণে নাম নেবে না। বর্তমান কালে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে একটা বড় অংশই নাস্তিক, যারা আল্লাহর অস্তিত্বেই স্থীকার করে না। এরাপ লোকের ঘবাহ বিলকুল হালাল নয়। তাদের মধ্যে অনেক এমনও আছে, যারা নামমাত্র খ্রিস্টান বা ইয়াহুদী। তারা নিজ ধর্মও পালন করে না এবং ঘবাহের ক্ষেত্রে শরীয়তের শর্তাবলীও রক্ষা করে না। তাদের ঘবাহ কিছুতেই হালাল নয়। আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'মাআরিফুল কুরআন' ৪ ফিকহী প্রবন্ধ-সংকলন 'জাওয়াহিলুল ফিকহ'-এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া এ সম্পর্কে 'আহকামুয় ঘবাহ' নামে আমার একখানি আরবী পুস্তিকাণ্ড আছে, যার ইংরেজি সংক্ষরণও প্রকাশ করা হয়েছে।

10. এটা কিতাবীদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। তাদের নারীদেরকে বিবাহ করা মুসলিমদের জন্য হালাল। তবে এক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। এক তো এই যে, এ বিধান কেবল সেই সকল ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান নারীদের বেলায়ই প্রযোজ্য, যারা সত্যিকারের ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তারা আল্লাহ, রাসূল মানে না এবং কোনও আসমানী কিতাবেও বিশ্বাস রাখে না। এরূপ লোক 'কিতাবী' হিসেবে গণ্য হবে না। কাজেই তাদের ঘবাহও হালাল হবে না এবং এরূপ নারীদেরকে বিবাহ করাও জায়েয় হবে না। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কোনও নারী যদি বাস্তবিকই ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রবল আশঙ্কা থাকে যে, সে তার স্বামী ও সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করতঃ তাদেরকে দীন-ইসলাম থেকে দূরে সরাবে, তবে এরূপ নারীকে বিবাহ করা উচিত হবে না। করলে গুনাহ হবে। বিবাহ করলে যে তা বৈধ হয়ে যাবে এবং সন্তানদেরকেও অবৈধ সাব্যস্ত করা হবে না, সেটা ভিন্ন কথা। বর্তমান কালে মুসলিম সাধারণের মধ্যে যেহেতু দীনের জরুরী বিষয়াবলী সম্পর্কে জানা-শোনার বড় কর্মতি এবং আমলের কর্মতি এবং আমলের ততোধিক, সেহেতু এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

6 হে মুমিনগণ! তোমরা ঘখন নামায়ের জন্য উঠবে তখন নিজেদের চেহারা ও কনুই পর্যন্ত নিজেদের হাত ধুয়ে নিবে, নিজেদের মাথাসমূহ মাসেহ করবে এবং টাখনু পর্যন্ত নিজেদের পা (-ও ধুয়ে নেবে)। তোমরা যদি জানাবাত অবস্থায় থাক তবে নিজেদের দেহ (গোসলের মাধ্যমে) ভালোভাবে পবিত্র করে নেবে। তোমরা যদি পীড়িত হও বা সফরে থাক কিংবা তোমাদের মধ্যে কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে দেহিক মিলন করে থাক এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে ১ এবং তা (মাটি) দ্বারা নিজেদের চেহারা ও হাত মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদের উপর কোনও কষ্ট চাপাতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শুকরগোয়ার হয়ে যাও। ♦

11. 'শৌচস্থান হতে আসা' দ্বারা মূলত সেই ছোট নাপাকীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে, নামায ইত্যাদি পড়ার জন্য যার কারণে কেবল অয় ওয়াজির হয়। আর 'স্ত্রীদের সাথে দেহিক মিলন' দ্বারা সেই বড় নাপাকীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যাকে জানাবাত বলে এবং যার কারণে গোসল ফরয হয়। বোঝানো উদ্দেশ্য যে, ঘখন পানি পাওয়া না যায় অথবা রোগ-ব্যাধির কারণে পানি ব্যবহার করা সম্ভব না হয়, তখন ছোট-বড় উভয় নাপাকীর ক্ষেত্রেই তায়াম্মুম করা জায়েয় এবং উভয় অবস্থায় তায়াম্মুম করার নিয়ম একই।

7 তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ কর, যাতে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছেন ঘখন তোমরা বলেছিলে, আমরা (আল্লাহর আদেশসমূহ) ভালোভাবে শুনলাম ও আনুগত্য স্থীকার করলাম। এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের ভেদ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত। ♦

8 হে মুমিনগণ! তোমরা হয়ে যাও আল্লাহর (বিধানাবলী পালনের) জন্য সদাপ্রস্তুত (এবং) ইনসাফের সাথে সাক্ষ্যদানকারী এবং কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি শক্রতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ পরিত্যাগে প্ররোচিত না করো। ইনসাফ অবলম্বন করো। ২ এ পন্থাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ঘবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। ♦

12. ন্যায়-ইনসাফ অর্থে العدل শব্দ দুটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বোঝানো হচ্ছে, সাক্ষ্যদান, বিচার-নিপত্তি ও অন্যান্য আচার-আচরণ হতে হবে সব রকম কর্মবেশি ও বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির প্রাণিকর্তা থেকে মুক্ত একদম পরিমাণ মত মাপাজোখা। এটা বাস্তব হক। শক্র-মিত্র কারণে ক্ষেত্রেই এ হক আদায়ে গড়িমসি করার সুযোগ নেই। এমনকি আল্লাহর ঘোর দুশ্মন কাফের-অমুসলিমও যদি হয়, তার সাথেও ন্যায়-ইনসাফ রক্ষা করা আপরিহার্য। সে আল্লাহর দুশ্মন এই ভাবনায় তার প্রতি বেইনসাফীর আচরণ করা হলে তা হবে ইসলামী শরীআতের

সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এবার চিন্তা করুন যারা আল্লাহর বন্ধুজন ও তাঁর প্রিয়পাত্র, সেই মুমিন-মুসলিমের সাথে ইনসাফ রক্ষায় যত্নবান থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। (-অনুবাদক)

৯ যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, (আধিকারিতে) তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মহা প্রতিদান। *

১০ আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও আমার নির্দশনসমূহকে অঙ্গীকার করেছে, তারা হবে জাহানামবাসী। *

১১ হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'আমত স্মরণ কর। যখন একদল লোক তোমাদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ তোমাদের (ক্ষতিসাধন করা) থেকে তাদের হাত নিবন্ধন করেছিলেন ১৩ এবং (তার কৃতজ্ঞতা এই যে,) আল্লাহকে ভয় কর আর মুমিনদের তো কেবল আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত। *

13. এর দ্বারা সেই সকল ঘটনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যাতে কাফিরগণ মুসলিমদেরকে নির্মূল করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সেসব পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নস্যাত করে দিয়েছিলেন। এরপ ঘটনা বহু মুফাসিসরগণ এ আয়াতের অধীনে সে রকম কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যেমন মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, এক যুদ্ধকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম উসফান নামক স্থানে সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে জোহরের সালাত আদায় করলেন। যখন মুশারিকগণ তা জানতে পারল, তাদের বড় আফসেস হল কেন তারা এই সুযোগ গ্রহণ করল না। তাহলে তো নামায অবস্থায় হামলা চালিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা যেত। অতঃপর তারা ঠিক করল, আসরের নামায আদায়কালে তারা অতিরিক্ত আক্রমণ চালাবে। কিন্তু আসরের ওয়াক্ত হলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তিনি সালাতুল খাওফ আদায় করলেন, যাতে মুসলিমগণ দুদলে বিভক্ত হয়ে নামায পড়ে থাকে। একদল শক্তির মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে (পূর্বে সূরা নিসার (৪ : ১০৪ নং আয়াতে এ নামাযের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে)। সুতরাং মুশারিকদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায় (রহুল মাআনী)। আরও ঘটনা জানতে হলে মাআরিফুল কুরআন দেখুন।

১২ নিশ্চয়ই আল্লাহ বনী ইসরাইল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্য হতে বারজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলাম। ১৪ আল্লাহ বলেছিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আমার রসূলগণের প্রতি ঈমান আন, তাদের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঝণ প্রদান কর, ১৫ তবে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপরাশি মোচন করব এবং তোমাদের এমন উদ্যয়নরাজিতে দাখিল করব, যার তলদেশে নহর প্রবহমান থাকবে। এরপরও তোমাদের মধ্য হতে কেউ কুফর অবলম্বন করলে, প্রকৃতপক্ষে সে সরল পথই হারাবে। *

14. বনী ইসরাইলের বারাটি গোত্র ছিল। যখন তাদের থেকে এ প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়, তখন তাদের প্রত্যেক গোত্র-প্রধানকে নিজ-নিজ গোত্রের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়, যাতে তারা প্রতিশ্রুতি ঠিকভাবে রক্ষা করেছে কিনা তার তত্ত্বাবধান করতে পারে।

15. উত্তম ঝণ বা 'কর্জে হাসানা' বলতে সেই ঝণকে বোঝায়, যা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাউকে দেওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম ঝণ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে কোনও গরীবের সাহায্য করা বা কোনও নেক কাজে অর্থ ব্যয় করা।

১৩ অতঃপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেই তো আমি তাদেরকে আমার রহমত থেকে বিতাড়িত করি ও তাদের অন্তর কঠিন করে দেই। তারা কথাসমূহকে তার আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেয় ১৬ এবং তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তার একটি বড় অংশ ভুলে যায়। (আগামীতে) তুমি তাদের অল্লসংখ্যক ব্যতীত সকলেরই কোনও না কোনও বিশ্বাসাত্মকতার কথা জানতে থাকবে। সুতরাং (এখন) তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চল। ১৭ নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালোবাসেন। *

16. অর্থাৎ তারা আল্লাহর কালাম তাওরাত গ্রন্থে শাব্দিক ও অর্থগত বিকৃতি সাধন করে। কোথাও এক শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ এবং এক কথার স্থলে অন্য কথা লিখে দিত এবং কোথাও শব্দগত পরিবর্তন না করে আয়াতের অপব্যাখ্যা করত। বলা বাহ্য, আল্লাহর কালামে পরিবর্তন অপেক্ষা বড় কোন অপরাধ হতে পারে না। বনী ইসরাইল তথা ইয়াহুদী ও নাসারা উভয় সম্প্রদায় এ অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। - অনুবাদক

17. অর্থাৎ এ রকম দুর্কর্ম তো তাদের পুরানো চারিত্র। তবে এখনই তোমাকে এই অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না যে, সমস্ত বনী ইসরাইলকে সমষ্টিগতভাবে কোনও শাস্তি দেবে। যখন সময় আসবে, আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাদেরকে শাস্তি দেবেন।

১৪ যারা বলেছিল, আমরা নাসারা, তাদের থেকেও প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম, অতঃপর তাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তার একটি বড় অংশ তারা ভুলে যায়। ফলে আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত (স্থায়ী) শক্তি ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেই। ১৮ অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তারা যা কিছু করত তা জানিয়ে দেবেন। *

18. খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক পর্যায়ে তাদের ধর্মীয় মতভেদ তাদের পারম্পরিক শক্তি ও গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। এটা তাদের সেই গৃহযুদ্ধের প্রতিই ইঙ্গিত।

15

হে কিতাবীগণ! তোমাদের নিকট আমার (এই) রাসূল এসে পড়েছে, যে (তাওরাত ও ইনজিল) গ্রন্থের এমন বহু কথা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে, যা তোমরা গোপন কর এবং অনেক বিষয় এড়িয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে এক জ্যোতি এবং এমন এক কিতাব এসেছে, যা (সত্যকে) সুষ্পষ্ট করে। ১৫ ❁

19. ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের আসমানী কিতাবে বর্ণিত অনেকগুলো বিষয় গোপন করে রেখেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে কেবল সেগুলোই প্রকাশ করে দিয়েছেন, যা দীনী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ করা জরুরী ছিল। যেগুলো প্রকাশ না করলে কর্ম ও বিশ্বাসগত দিক থেকে দীনী কোনও ক্ষতি ছিল না, অন্যদিকে প্রকাশ করলে তা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের জন্য বেজোয় লাঞ্ছনার কারণ হত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জাতীয় বিষয়সমূহ এড়িয়ে গেছেন। তিনি সেগুলো প্রকাশ করার কোনও প্রয়োজন বোধ করেননি।

16

যার মাধ্যমে আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে, তাদেরকে শান্তির পথ দেখান এবং নিজ ইচ্ছায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল পথের দিশা দেন। ১৬ ❁

17

যারা বলে, মারয়াম তনয় মাসীহই আল্লাহ, তারা নিশ্চিত কাফির হয়ে গিয়েছে। (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, মারয়াম তনয় মাসীহ, তার মা এবং পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সকলকে যদি আল্লাহ ধ্বংস করতে চান, তবে কে আছে, যে আল্লাহর বিপরীতে কিছুমাত্র করার ক্ষমতা রাখে? ২০ আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মাঝখানে যা-কিছু আছে, সে সমুদয়ের মালিকানা কেবল আল্লাহরই। তিনি যা-কিছু চান সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। ২১ ❁

20. অর্থাৎ মাসীহ সম্পর্কে তোমাদের এ দাবি মিথ্যা। তার প্রমাণ এই যে, মাসীহ আল্লাহর ক্ষমতাধীন। আল্লাহ চাইলে তাকে, তার মাকে এবং পৃথিবীর সব কিছুকেই ধ্বংস করে দিতে পারেন, যা রোধ করার সাধ্য মাসীহ বা অন্য কারও নেই। তো মাসীহ যখন আর সব সৃষ্টির মতই আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন ও ধ্বংসশীল, তখন সে নিজে আল্লাহ হয় কি করে? প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর এক মহান বান্দা ও রাসূল। -অনুবাদক

18

ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তার প্রিয়পাত্র। (তাদেরকে) বলে দাও, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে শাস্তি দেন কেন? ২২ না, বরং তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি অন্যান্য মানুষেরই মত মানুষ। তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝখানে যা-কিছু আছে, সে সমুদয়ের মালিকানা কেবল আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে (সকলের) প্রত্যাবর্তন। ২৩ ❁

21. ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ নিজেরাও স্বীকার করতে যে, তারা বিভিন্ন কারণে আল্লাহ তাঁ'আলার শান্তির নিশানা হয়ে আছে। এমনকি আরেকাতেও যে তাদেরকে জাহানামের শাস্তি ভোগ করতে হবে সেটাও তাদের অনেকে স্বীকার করত, হোক না তাদের ভাষায় তা অল্পকিছু কালের জন্য। সুতরাং এস্তেলে বলা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তাঁ'আলা সমস্ত মানুষকে একই রকম বানিয়েছেন। তাদের মধ্যে বিশেষ কোনও জাতি সম্পর্কে এ দাবী করা যে, তারা আল্লাহর বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং তারা তাঁর সাধারণ নিয়মের বাইরে, এটা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত। আল্লাহ তাঁ'আলার বিধান সকলের জন্য সমান। তিনি নিজ রহমত বিতরণের জন্য বিশেষ কোনও গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করে নেননি যে, তাদের বাইরে কেউ তা পাবে না। অবশ্য তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন নিজের ইনসাফ ভিত্তিক বিধান অনুসারে শাস্তি দান করেন।

19

হে কিতাবীগণ! তোমাদের নিকট এমন এক সময়ে আমার রাসূল (দীনের) ব্যাখ্যা দানের জন্য এসেছে, যখন রাসূলগণের আগমন-ধারা বন্ধ ছিল, যাতে তোমরা বলতে না পার, আমাদের কাছে (জাহানের) কোনও সুসংবাদদাতা ও (জাহানাম সম্পর্কে) সতর্ককারী আসেনি। এবার তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসে গেছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান। ২৪ ❁

20

এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর), যখন মুসা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নির্মাতার কথা স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবী প্রেরণ করেছিলেন, তোমাদেরকে রাজক্ষমতার অধিকারী করেছিলেন এবং বিশ্ব জগতের কাউকে যা দেননি তোমাদেরকে তা দান করেছিলেন। ২৫ ❁

21

হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেই পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন, ২৬ তাতে প্রবেশ কর এবং নিজেদের পশ্চাদ্দিকে ফিরে যেয়ো না; তা হলে তোমরা উল্লেখ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। ২৭ ❁

22. 'পবিত্র ভূমি' দ্বারা শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাঁ'আলা নবী-রাসূল পাঠানোর জন্য এ ভূমিকে বেছে নিয়েছিলেন। তাই একে 'পবিত্র ভূমি' বলা হয়েছে। এ আয়তে যে ঘটনার প্রতি ইশ্বার করা হয়েছে, সংক্ষেপে তা এইরূপ, বনী ইসরাইলের মূল নিবাস ছিল শাম, বিশেষত ফিলিস্তিন। মিসরে ফির'আউন তাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছিল। আল্লাহ তাঁ'আলার হৃকুমে যখন ফির'আউন ও তার বাহিনী ডুবে মরে, তখন আল্লাহ তাঁ'আলা তাদেরকে ফিলিস্তিনে গিয়ে বসবাস করতে আদেশ করেন। এ ফিলিস্তিনে আমালিকা নামক এক কাফির জনগোষ্ঠী বাস করত। সুতরাং সে আদেশের অনিবার্য দাবী ছিল বনী ইসরাইল ফিলিস্তিনে গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাঁ'আলার ওয়াদা ছিল, সে যুদ্ধে বনী ইসরাইলেই জয়লাভ করবে। কেননা সে ভূখণ্ডটিকে তাদেরই ভাগ্যে লিখে দেওয়া হয়েছে। হ্যারত মুসা আলাইহিস সলাম সে আদেশ পালনার্থে ফিলিস্তিন অভিমুখে রওয়ানা হলেন। ফিলিস্তিনের কাছাকাছি পৌঁছতেই বনী ইসরাইল উপলক্ষ্য করল, আমালিকা গোষ্ঠীটি অতি শক্তিশালী। মূলত তারা ছিল আদ জাতির বংশধর। গায়ে-গতরে খুব বড়। বনী ইসরাইল তাদের বিশাল-বিশাল দেহ দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারা চিন্তা করল না যে, আল্লাহ তাঁ'আলার শক্তি আরও বড় এবং তিনি তাদের জয়লাভের ওয়াদাও করে রেখেছেন।

22 তারা বলল, হে মুসা! সেখানে তো অতি শক্তিমান এক সম্প্রদায় রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখান থেকে বের না হয়ে যায়, আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না। হাঁ, তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে অবশ্যই আমরা (সেখানে) প্রবেশ করব। *

23 যারা (আল্লাহকে) ভয় করত, তাদের মধ্যে দু'জন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, ২৩ বলল, তোমরা তাদের উপর চড়াও হয়ে (নগরের) দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা রেখ, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। *

23. এ দু'জন ছিলেন হযরত ইউশা (আ.) ও হযরত কালিব (আ.)। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নব্রওয়াতও দান করেছিলেন। তারা তাদের কওমকে বললেন, তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে অগ্রসর হও। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা অনুসারে তোমরাই জয়যুক্ত হবে।

24 তারা বলতে লাগল, হে মুসা! তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে (সেই দেশে) অবস্থানরত থাকবে, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না। আর (তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হলে) তুমি ও তোমার রক্ব চলে যাও এবং তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আমরা তো এখানেই বসে থাকব। *

25 মুসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার নিজ সত্তা এবং আমার ভাই ছাড়া আর কারও উপর আমার কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং আপনি আমাদের ও ওই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়সালা করে দিন। *

26 আল্লাহ বললেন, তবে সে ভূমি তাদের জন্য চালিশ বছর কাল নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। (এ সময়) তারা যদীনে দিক্ষিণ হয়ে ঘূরতে থাকবে। ২৪ সুতরাং (হে মুসা!) তুমি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না। *

24. বনী ইসরাইলের সে অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই শাস্তি দিলেন যে, চালিশ বছরের জন্য ফিলিস্তিনে তাদের প্রবেশ স্থগিত করে দেওয়া হল। তারা সিনাই মরাভূমির ছেটে একটি এলাকার মধ্যে ঘূরপাক খেতে থাকল; সামনে যাওয়ার কোনও পথও খুঁজে পাচ্ছিল না এবং মিসরেও ফিরে যেতে পারছিল না। হযরত মুসা (আ.), হযরত হারুন (আ.), হযরত ইউশা (আ.) ও হযরত কালিব (আ.) ও তাদের সঙ্গে ছিলেন। তাদেরই বরকত ও দোষায় আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি বিভিন্ন রকমের নিয়মাত অববৈরী করতে থাকেন, যা সূরা বাকারায় (আয়ত ২ : ৫৭-৬০) বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। রোদ থেকে রক্ষা করার জন্য মেমের ছায়া দেওয়া হয়, ক্ষুধা নিবারণের জন্য মান্ন ও সালওয়া নায়িল করা হয় এবং তৎক্ষণ মেটানোর জন্য পাথর থেকে বারটি বার্নাধারা চালু হয়ে যায়। বনী ইসরাইলের এই বাস্তুহারা জীবন ছিল তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার এক আঘাত, কিন্তু এটাকেই আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত মহা পুরুষদের পক্ষে আত্মিক প্রশাস্তির উপকরণ বানিয়ে দেন। হযরত হারুন (আ.) ও মুসা (আ.) যথাক্রমে এই মরাভূমিতেই ইস্তিকাল করেন। তাদের পর হযরত ইউশা (আ.)কে নবী বানানো হয়। শামের কিছু এলাকা তাঁর নেতৃত্বে এবং কিছু এলাকা হযরত শামুয়েল আলাইহিস সালামের আমলে তালুতের নেতৃত্বে বিজিত হয়। সে ঘটনা সূরা বাকারায় (আয়ত ২ : ২৪৬-২৫২) বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা এ ভুক্তিগুরু বনী ইসরাইলকে প্রদান করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূরণ করেন।

27 এবং (হে নবী!) তাদের সামনে আদমের দু' পুত্রের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে পড়ে শোনাও, যখন তাদের প্রত্যেকে একেকটি কুরবানী পেশ করেছিল এবং তাদের একজনের কুরবানী কবুল হয়েছিল, অন্যজনের কবুল হয়নি। ২৫ সে (দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে) বলল, আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলব। প্রথমজন বলল, আল্লাহ তো মুত্তাকীদের পক্ষ হতেই (কুরবানী) কবুল করেন। *

25. জিহাদের বিধান আসা সত্ত্বে তা থেকে গা বাঁচানোর যে অপরাধে বনী ইসরাইল লিপ্ত হয়েছিল, পূর্বের আয়াতসমূহে ছিল তার বিবরণ। এবার বলা উদ্দেশ্য যে, কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত জিহাদে হত্যা করা কেবল বৈধই নয়; বরং ওয়াজিব, কিন্তু অন্যায়ভাবে কাটুকে হত্যা করা গুরুতর পাপ। বনী ইসরাইল জিহাদে যোগদান থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেছে, অর্থাৎ বহু নিরপেক্ষ লোককে পর্যন্ত হত্যা করতে তাদের এতটুকু প্রাণ কাঁপেনি। প্রসঙ্গক্রমে দুনিয়ার সর্বপ্রথম যে নরহত্যার ঘটনা ঘটেছিল, তা বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ সে সম্পর্কে কেবল এইটুকু জানিয়েছে যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামের দুই পুত্র কিছু কুরবানী পেশ করেছিল। একজনের কুরবানী কবুল হয়, অন্যজনের কবুল হয়নি। এতে দ্বিতীয়জন ভীষণ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত সে তার ভাইকে হত্যা করে। কিন্তু এ কুরবানীর প্রেক্ষাপট কী ছিল, সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদ কিছুই বলেনি। তবে মুফাসিসিরণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাখি.) ও আরও কতিপয় সাহাযীর বরাতে সে ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তার সারামূর্শ এই যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামের দুই পুত্র ছিল। একজনের নাম হাবিল, অন্যজনের কাবীল। বলাবাহল, তখন পৃথিবীতে মানব বসতি বলতে কেবল হযরত আদম আলাইহিস সালামের পরিবারগুলি ছিল। তার স্ত্রীর গর্ভে প্রতিবার দুটি জমজ সন্তানের জন্ম হত। একটি পুত্র ও একটি কন্যা। তাদের দুজনের পরিস্পরে বিবাহ তো জারী হলো হিল না। কিন্তু জমজ হওয়ার কাবীলের সাথে তার বিবাহ জারী হয়ে ছিল না। তা সত্ত্বেও কাবীল গোঁ ধরে বসেছিল তাকেই বিবাহ করবে। হাবীলের পক্ষে সে মেয়ে হারাম ছিল না। তাই সে তাকে বিবাহ করতে চাচ্ছিল। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তির জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা যার কুরবানী কবুল করবেন তার দা঵ী ন্যায় মনে করা হবে। সুতরাং উভয়ে কুরবানী পেশ করবে। বর্ণনায় আছে যে, হাবীল একটি দুষ্মা কুরবানী দিয়েছিল আর কাবীল পেশ করেছিল কিছু কুরিজাত ফসল। সে কালে কুরবানী কবুল হওয়ার আলামত ছিল এই যে, কুরবানী কবুল হলে আসমান থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। সুতরাং আসমান থেকে আগুন আসল এবং হাবীলের কুরবানী জ্বালিয়ে দিল। এভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে, তার কুরবানী কবুল হয়েছে। কাবীলের কুরবানী যেমনটা তেমন পড়ে থাকল। তার মানে, তার কুরবানী কবুল হয়নি। এ অবস্থায় কাবীলের তো উচিত ছিল সত্য মনে নেওয়া, কিন্তু তার বিপরীতে সে ঈর্ষাকাতের হল এবং এক পর্যায়ে হাবীলকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে গেল।

28 তুমি যদি আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার দিকে হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তোমার দিকে হাত

বাড়াব না। আমি তো আল্লাহ রাকবুল আলামীনকে ভয় করি। *

29 আমি চাই, তুমি আমার ও তোমার উভয়ের পাপভার বহন কর ২৬ এবং জাহানামীদের মধ্যে গণ্য হও। আর এটাই জালিমদের শাস্তি। *

26. যদিও আত্মরক্ষার কোনও উপায় পাওয়া না গেলে আক্রমণকারীকে হত্যা করা জায়েয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে হাবীল পরহেজগারী তথা উচ্চতর নৈতিকতামলক পস্থ অবলম্বন করলেন এবং নিজের সে অধিকার প্রয়োগ হতে বিরত থাকলেন। তিনি বোঝাচ্ছিলেন, আমি আত্মরক্ষার অন্য সব পস্থ অবলম্বন করব, কিন্তু তোমাকে হত্যা করতে কিছুতেই সচেষ্ট হব না। সেই সঙ্গে তাকে জানিয়ে দিলেন যে, তুমি যদি সত্তিই আমাকে হত্যা করে বস, তবে মজলুম হওয়ার কারণে আমার গুনাহসমূহ তো ক্ষমা করা হবে বলে আশা করতে পারি, কিন্তু তোমার উপর যে কেবল নিজের পাপের বোঝা চাপবে তাই নয়; বরং আমাকে হত্যা করার কারণে আমার কিছু পাপ-ভারও তোমার উপর চাপানো হতে পারে। কেননা আধিবারাতে জালিমের পক্ষ হতে মজলুমের হক আদায়ের একটা পস্থ হাদীসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, জালিমের পুণ্য মজলুমকে দেওয়া হবে। তারপরও যদি হক বাকি থেকে যায়, তবে মজলুমের পাপ জালিমের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে (তাফসীরে কাবীর)।

30 পরিশেষে তার মন তাকে ভ্রাত-হত্যায় প্ররোচিত করল, সুতরাং সে তার ভাইকে হত্যা করে ফেলল এবং অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। *

31 অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যে তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে গোপন করবে তা তাকে দেখানোর লক্ষ্যে মাটি খনন করতে লাগল। ২৭ (এটা দেখে) সে বলে উঠল, হায় আফসোস! আমি কি এই কাকটির মতও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারি! এভাবে পরিশেষে সে অনুত্পন্ন হল। *

27. কাবীলের দেখা এটাই যেহেতু ছিল মৃত্যুর প্রথম ঘটনা, তাই লাশ দাফনের নিয়ম তার জানা ছিল না। তাই আল্লাহ তাঁ'আলা একটি কাক পাঠিয়ে দিলেন। কাকটি মাটি খুঁড়ে একটা মৃত কাক দাফন করছিল। এটা দেখে কাবীল কেবল লাশ দাফনের নিয়মই শিখল না, নিজ অঙ্গতার কারণে লজ্জিতও হল।

32 এ কারণেই আমি বনী ইসরাইলের প্রতি বিধান দিয়েছিলাম, কেউ যদি কাউকে হত্যা করে এবং তা অন্য কাউকে হত্যা করার কারণে কিংবা পৃথিবীতে অশাস্তি বিস্তারের কারণে না হয়, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। ২৮ আর যে ব্যক্তি কারও প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণরক্ষা করল। বস্তুত আমার রাসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দর্শনাবলী নিয়ে এসেছে, কিন্তু তারপরও তাদের মধ্যে বহু লোক পৃথিবীতে সীমালংঘনই করে যেতে থাকে। *

28. অর্থাৎ কোনও এক ব্যক্তিকে হত্যা করার অপরাধ দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করলে যে অপরাধ হয় তার সমতুল্য। কেননা কোনও ব্যক্তি অন্যায় নরহত্যায় কেবল তখনই লিপ্ত হয়, যখন তার অন্তর হতে মানুষের মর্যাদা সম্পর্কিত অনুভূতি লোপ পেয়ে যায়। আর এ অবস্থায় নিজ স্বার্থের খাতিরে সে আরেকজনকেও হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করবে না। এভাবে গোটা মানবতা তার অপরাধপ্রবণ মানসিকতার টাগেটি হয়ে থাকবে। তাহাত্তা এ জাতীয় মানসিকতা ব্যাপক আকার ধারণ করলে সমস্ত মানুষই নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং অন্যায় হত্যার শিকার যে-ই হোক না কেন, দুনিয়ার সকল মানুষকে মনে করতে হবে, এ অপরাধ আমাদের সকলেরই প্রতি করা হয়েছে।

33 যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া ২৯ হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে দূর করে দেওয়া ৩০ হবে। এটা তো তাদের পার্থিব লাঞ্ছন। আর আধেরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। *

29. এটা কুরআনী শব্দাবলীর তরজমা। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) 'দেশ থেকে দূর করে দেওয়া'-এর ব্যাখ্যা করেছেন 'কারাগারে আটকে রাখা।' হযরত উমর (রায়ি.) থেকেও এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। অন্যান্য ফকীহগণ এর অর্থ করেছেন, দেশ থেকে বিতাড়িত ও নির্বাসিত করা হবে।

30. পূর্বে মানুষের প্রাণের মর্যাদা তুলে ধরার সাথে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছিল যে, যারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, এ মর্যাদা তাদের প্রাপ্তি নয়। এবার তার বিস্তারিত বিধান বর্ণিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে মুফসিসির ও ফকীহগণ প্রায় সকলেই একমত যে, এ আয়াতে সেই সব দস্তু-ডাকাতদের কথা বলা হয়েছে, যারা আস্ত্রের জোরে মানুষের মাঝে লুটতরজ্য চালায়। বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত আইন-কানুনের অর্মর্যাদা করে। আর মানুষের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ যেন আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ। এ আয়াতে তাদের চার কক্ষ শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সে শাস্তিসমূহের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই যে, তারা যদি কাউকে হত্যা করে, কিন্তু অর্থ-সম্পদ লুট করতে না পারে, তবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর এ মৃত্যু-দেওয়া হবে শরয়ী শাস্তি (হৃদু) হিসেবে, কিসাস হিসেবে নয়। সুতরাং নিহতের ওয়ারিশ ক্ষমা করলেও ঘাতক ক্ষমা পাবে না। ডাকাত যদি কাউকে হত্যা করার সাথে অর্থ-সম্পদ লুটও করে, তবে তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। যদি সম্পদ লুট করে, কিন্তু কাউকে হত্যা না করে, তবে তাদের ডান হাত ও বাম পা কেটে দেওয়া হবে। যদি হত্যা ও লুট কোনটাই না করে, কিন্তু মানুষের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে, তবে তাদেরকে চতুর্থ শাস্তি দেওয়া হবে, যার বর্ণনা পরবর্তী টীকায় আসছে।

মনে রাখতে হবে, কুরআন মাজীদ এসব কঠোর শাস্তির কথা কেবল মূলনীতি আকারে বর্ণনা করেছে, কিন্তু এগুলো প্রয়োগ করার জন্য কি-কি শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। ফিকহী গ্রন্থাবলীতে সবিস্তারে তার উল্লেখ রয়েছে। সে সকল শর্ত এমনই কঠিন যে, কোনও মামলায় তা প্রয়োগ হওয়া খুব সহজ নয়। কেননা উদ্দেশ্য তো হল এ সকল শাস্তি যত সম্ভব কম প্রয়োগ করা, কিন্তু শর্তাবলী পাওয়া গেলে মোটেই ছাড় না দেওয়া, যাতে এক অপরাধীর শাস্তি দেখে অন্যান্য অপরাধীগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৩৪ তবে সেই সকল লোক ব্যতিক্রম, যারা তোমাদের আয়তনাধীন আসার আগেই তাওবা করে। ৩১ একপ ক্ষেত্রে জেনে রেখ, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

31. অর্থাৎ গ্রেফতার হওয়ার আগেই যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তবে তাদের উপরিউক্ত শাস্তি মণ্ডুকুফ হয়ে যাবে। অবশ্য মানুষের হক যেহেতু কেবল তাওবা দ্বারা মাফ হয় না, তাই অর্থ-সম্পদ লুট করে থাকলে তা ফেরত দিতে হবে। যদি কাউকে হত্যা করে থাকে, তবে নি হতের ওয়ারিশগণ চাইলে কিসাসব্বরূপ হত্যার দাবী জানাতে পারবে। তবে তারাও যদি ক্ষমা করে দেয় অথবা কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ নিতে সম্মত হয়ে যায়, তবে তাদের মৃত্যুদ- মণ্ডুকুফ হতে পারে।

৩৫ হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য অচিলা সন্ধান কর ৩২ এবং তাঁর পথে জিহাদ কর। ৩৩ আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে। *

32. 'জিহাদ'-এর শাব্দিক অর্থ চেষ্টা-পরিশ্রম করা। কুরআনী পরিভাষায় এর অর্থ, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শক্তির সঙ্গে লড়াই করা; কিন্তু অনেক সময় দীনের উপর চলার লক্ষ্যে যে-কোন প্রকারের চেষ্টাকেই 'জিহাদ' বলা হয়। এখানে উভয় অর্থই বোঝানো উদ্দেশ্য হতে পারে।

33. এস্তে 'অচিলা' দ্বারা 'সৎকর্ম' বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হতে পারে। বোঝানো হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য সৎকর্মকে অচিলা বানাও।

৩৬ নিশ্চয়ই যারা কুফর অবলম্বন করেছে, পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই যদি তাদের থাকত এবং তার সম্পরিমাণ আরও থাকত, যাতে কিয়ামতের দিন শাস্তি হতে রক্ষা পারওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে তা পেশ করতে পারে, তবুও তাদের থেকে তা গৃহীত হত না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। *

৩৭ তারা আগুন থেকে বের হতে চাইবে, অথচ তারা তা থেকে বের হতে পারবে না। তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি। *

৩৮ যে পুরুষ ও যে নারী চুরি করে, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, যাতে তারা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল পায় (এবং) আল্লাহর পক্ষ হতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। ৩৪ আল্লাহ ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়। *

34. অর্থাৎ হাত কেটে দেওয়াটা চোরাই মালের বদল নয়, বরং চুরি করার সাজা এবং এটা এমনই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, যা দেখে অন্যান্য সাবধান হয়ে যাবে, কেউ চুরি করার সাহস করবে না। ফলে মানুষের অর্থ-সম্পদ নিরাপদ থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাকীম (প্রজ্ঞাময়) গুণটির উল্লেখ দ্বারা ইঙ্গিত করছেন, আপাতদ্বিতীয়ে এ- দ- কঠিন মনে হলেও মানুষের অর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য এরচেয়ে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেই। তাই তিনি তাঁর অপার হিকমতের দৃষ্টিতেই এ বিধান দিয়েছেন। এতে জুলুমের কোন অবকাশ নেই। -অনুবাদক

৩৯ অতঃপর যে ব্যক্তি নিজ সীমালংঘনমূলক কার্যক্রম থেকে তাওবা করবে ৩৫ এবং নিজেকে সংশোধন করে নেবে, আল্লাহ তার তাওবা করুন করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

35. পূর্বে ডাকাতির ক্ষেত্রে তাওবার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে তাওবার ফল তো এই ছিল যে, গ্রেফতার হওয়ার আগে তাওবা করলে হন্দ (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) থেকে মুক্তি লাভ হয়, কিন্তু এখানে সে রকম কোনও কথা বলা হয়নি। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুসারে তাওবা দ্বারা চুরির শাস্তি মণ্ডুকুফ হয় না, চাই গ্রেফতার হওয়ার আগেই তাওবা করুক না কেন? এখানে এতটুকুই বলা হয়েছে যে, এ তাওবার আচরণ প্রকাশ পাবে কেবল আধেরাতে। অর্থাৎ তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। এর জন্যও আয়াতে দুটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। ক. আন্তরিকভাবে অনুত্পন্ন হয়ে তাওবা করতে হবে এবং খ. নিজেকে সংশোধন করতে হবে। যার যার মাল চুরি করেছে, তাদেরকে তা ফেরত দেওয়াও জরুরী। অবশ্য তারা মাফ করলে ভিন্ন কথা।

৪০ তুমি কি জান না, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব কেবল আল্লাহরই? তিনি যাকে চান শাস্তি দেন এবং যাকে চান ক্ষমা করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। *

৪১ হে রাসূল! যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে তারা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয় ৩৬ অর্থাৎ সেই সব লোক, যারা মুখে তো বলে, ঈমান এনেছি, কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান আনেনি এবং সেই সকল লোক, যারা (প্রকাশ্যে) ইয়াহুদী ধর্ম অবলম্বন করেছে। তারা অত্যধিক মিথ্যা শ্রবণকারী ৩৭ (এবং তোমার কথাবার্তা) এমন এক দল লোকের পক্ষে শোনে, যারা তোমার কাছে আসেনি, ৩৮ যারা (আল্লাহর কিতাবের) শব্দাবলীর স্থান স্থির হয়ে যাওয়ার প্রণালী তাতে বিকৃতি সাধন করে। তারা বলে, তোমাদেরকে এই হৃকুম দেওয়া হলে তা গ্রহণ করো, আর যদি এটা দেওয়া না হয়, তবে বেঁচে থেক। আল্লাহ যাকে ফিতনায় ফেলার ইচ্ছা করেন, তাকে আল্লাহ থেকে বাঁচানোর জন্য তোমার কোনও ক্ষমতা কক্ষণো কাজে আসবে না। এরা তারা, (নাফরমানীর কারণে) আল্লাহ যাদের অন্তর পরিত্ব করার ইচ্ছা করেননি। ৩৯ তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঙ্ঘনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে আছে মহা শাস্তি। *

36. এখান থেকে ৫০নং পর্যন্ত আয়তগুলি বিশেষ কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নায়িল হয়েছে। ঘটনাগুলো ইয়াহুদীদের কিছু মামলা সংক্রান্ত। তারা তাদের কিছু কলহ-বিবাদ সংক্রান্ত মামলা এই আশায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদালতে ঝুঝু করেছিল যে, তিনি তাদের

পচন্দমত রায় প্রদান করবেন। একটি ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, খায়বারের দুজন বিবাহিত নর-নারী, যারা ইয়াহুদী ছিল, ব্যভিচার করেছিল। তাওরাতে এর শাস্তি ছিল পাথর মেরে হত্যা করা। বর্তমানে প্রচলিত তাওরাতেও এ বিধানের উল্লেখ রয়েছে (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ, ২২, ২৩, ২৪)। কিন্তু ইয়াহুদীরা সে শাস্তির পরিবর্তে নিজেদের পক্ষ হতে চাবুক মারা ও মুখে কালি মাখানোর শাস্তি হিসেবে নিয়েছিল। সম্ভবত সে শাস্তিকেও তারা আরও হালকা করতে চাচ্ছিল। তারা লক্ষ্য করেছিল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়তে প্রদত্ত বহু বিধান তাওরাতের বিধান অপেক্ষা সহজ। তাই তারা চিন্তা করেছিল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সে ব্যভিচার সম্পর্কে ফায়সালা দান করেন, তবে তা সম্ভবত হালকা হবে এবং তাতে করে অপরাধীয়া মৃত্যুদ- থেকে রেহাই পাবে। সেমতে খায়বারের ইয়াহুদীগণ মদীনা মুন্বয়ারায় বসবাসকারী কিছু ইয়াহুদীকে, যাদের মধ্যে কঠিপংয় মুনাফিকও ছিল, সেই অপরাধীদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠালো। তবে সাবধান করে দিল, তিনি রজম (পাথর নিষ্কেপে হত্যা) ছাড়া অন্য কোনও ফায়সালা দিলে সেটাই গ্রহণ করবে। যদি রজমের ফায়সালা দেন তবে কিছুতেই গ্রহণ করবে না। সেমতে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, রজমই তাদের একমাত্র শাস্তি। এটা শুনে তারা হতভুব হয়ে গেল। তিনি তাদেরকে জিজেস করলেন, তাওরাতে এ অপরাধের কী শাস্তি লেখা আছে? প্রথম তারা লুকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যখন তাদের বড় আলেম ইবনে সুরিয়াকে জিজেস করলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, যিনি ইতঃপূর্বে একজন বড় ইয়াহুদী আলেম ছিলেন এবং ইয়াহুদী ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের গোমর ফাঁক করে দিলেন, তখন তারা মানতে বাধ্য হল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রায়ি) তাওরাতের যে আয়াতে রজমের বিধান বর্ণিত হয়েছে তাও পড়ে শুনিয়ে দিলেন। তিনি আরও বললেন, তাওরাতের বিধান তো এটাই ছিল, কিন্তু এটা প্রয়োগ করা হত কেবল চাবুক মারা হত। কালক্রমে সকলের ক্ষেত্রেই রজমের শাস্তি পরিত্যাগ করা হয়। এ রকমের আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল, যা সামনে ৪৫নং টাকায় আসছে।

37. অর্থাৎ ইয়াহুদীদের ধর্মগুরুগণ তাওরাতের নামে যেসব মিথ্যা কথা প্রচার করত এবং যা তাদের মনমতোও হত, সেগুলো আগ্রহ ভরে শুনত ও মানত, তা তাওরাতের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যথহীন বিধানাবলীর বিপরীত হলেও এবং একথা জানা সত্ত্বেও যে, তাদের ধর্মগুরুগণ উৎকোচ নিয়েই এসব মনগড়া বিধান প্রচার করছে।

38. এর দ্বারা সেই সকল ইয়াহুদীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা নিজেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে না এসে অন্য ইয়াহুদী ও মুনাফিকদেরকে পাঠিয়েছিল। আর যারা এসেছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শোনার ও তাঁর মনোভাব জানার পর যারা তাদেরকে পাঠিয়েছিল, ফিরে গিয়ে তাদেরকে তা অবহিত করা।

39. এ দুনিয়া যেহেতু বানানোই হয়েছে পরীক্ষার জন্য, তাই যারা মিথ্যাকেই আঁকড়ে থাকবে বলে গো ধরেছে, আল্লাহ তাদেরকে জোর করে সত্য-সঠিক পথে এনে তাদের অন্তর পবিত্র করেন না। এ পবিত্রতা কেবল তাদেরকেই দান করা হয়, যারা সত্যের সন্ধানী হয় এবং সত্যকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নেয়।

42. তারা অতি আগ্রহের সাথে মিথ্যা শোনে এবং প্রাণভরে হারাম খায়। ৪০ সুতরাং যদি তোমার কাছে আসে, তবে (চাইলে) তাদের মধ্যে ফায়সালা কর কিংবা (চাইলে) তাদেরকে উপেক্ষা কর। ৪১ তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তারা তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি ফায়সালা কর, তবে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। *

40. যে সকল ইয়াহুদী মীমাংসার জন্য এসেছিল, তাদের সঙ্গে যদিও শাস্তি চুক্তি সম্পাদিত ছিল, কিন্তু তারা ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়মতাত্ত্বিক নাগরিক ছিল না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এখতিয়ার দেওয়া হয় যে, চাইলে তিনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করতেও পারেন এবং নাও করতে পারেন। নয়ত যে সকল অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়মতাত্ত্বিক নাগরিক, রাষ্ট্রের সাধারণ আইন-কানুনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেও শরীয়ত অনুযায়ী মীমাংসা দান জরুরী, যেমন সামনে আসছে। অবশ্য তাদের বিশেষ ধর্মীয় বিষয়াবলী তথা বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে তাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে তাদের জজের দ্বারাই রায় দেওয়ানো চাই।

41. এস্তে হারাম দ্বারা সেই উৎকোচ বোঝানো হয়েছে, যার বিনিময়ে ইয়াহুদী ধর্মগুরুগণ তাওরাতের বিধান পরিবর্তন করে ফেলে।

43. তারা কিভাবে তোমার থেকে ফায়সালা নিতে চায়, যখন তাদের কাছে তাওরাত রয়েছে, যার ভেতর আল্লাহর ফায়সালা লিপিবদ্ধ আছে? অতঃপর তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪২ প্রকৃতপক্ষে তারা মুয়িন নয়। *

42. এর এক অর্থ হতে পারে, তারা তাওরাতের বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে রায় প্রদান করেন, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

44. নিশ্চয়ই আমি তাওরাত নাফিল করেছিলাম; তাতে ছিল হিদায়ত ও আলো। সমস্ত নবী, যারা ছিল (আল্লাহর) অনুগত, ইয়াহুদীদের বিষয়াবলীতে সেই অনুসারেই ফায়সালা দিত এবং সমস্ত আল্লাহওয়ালা ও আলেমগণও (তদানুসারেই ফায়সালা করত)। কেননা তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক বানানো হয়েছিল এবং তারা ছিল তার সাক্ষী। সুতরাং (হে ইয়াহুদীগণ!) তোমরা মানুষকে ভয় করো না। আমাকেই ভয় করো এবং তুচ্ছ মূল্য গ্রহণের খাতিরে আমার আয়তসমূহকে সওদা বানিয়ো না। যারা আল্লাহর নায়িলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না, তারাই কাফির। *

45. এবং আমি তাতে (তাওরাতে) তাদের জন্য বিধান লিখে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে

নাক, কানের বদলে কান ও দাঁতের বদলে দাঁত। আর জখমেও (অনুরূপ) বদলা নেওয়া হবে। অবশ্য যে ব্যক্তি তা (অর্থাৎ বদল) ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা (গুনাহের) কাফফারা হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারা জালিম। ৪৩ *

43. আলোচ্য আয়াতসমূহ যে সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল, তার মধ্যে দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মদীনা মুনাওয়ারায় ইয়াহুদীদের দুটি গোত্র বাস করত বনু নাযীর ও বনু কুরায়জা। বনু কুরায়জা অপেক্ষা বনু নাযীর বেশী ধনী ছিল। উভয় গোত্রে ইয়াহুদী হওয়া সত্ত্বেও বনু নাযীর বনু কুরায়জার আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল। তারা এই অন্যায় আইন তৈরি করেছিল যে, বনু নাযীরের কেউ যদি বনু কুরায়জার কাউকে হত্যা করে, তবে প্রাণের বদলে প্রাণ। এই নিয়ম অনুযায়ী হত্যাকারীকে কিসাস প্রহণ করা যাবে না। বরং রক্তপণস্বরূপ সে সন্তুষ্ট ওয়াসাক খেজুর দেবে। (ওয়াসাক এক রকমের পরিমাপ। এক ওয়াসাকে প্রায় পাঁচ মণি দশ সেব হয়।) পক্ষান্তরে বনু কুরায়জার কেউ বনু নাযীরের কাউকে হত্যা করলে, কিসাসস্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করা হবেই, সেই সঙ্গে তার থেকে রক্তপণও নেওয়া হবে এবং তাও দ্বিগুণ। মদীনা মুনাওয়ারায় যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমন হয়, তখন এ জাতীয় একটি ঘটনা ঘটে। বনু কুরায়জার এক ব্যক্তি বনু নাযীরের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে বসল। পূর্ব নিয়ম অনুসারে যখন বনু নাযীর কিসাস ও রক্তপণ উভয়ের দাবী করল, তখন বনু কুরায়জার লোক সে অন্যায় নিয়মের প্রতিবাদ করল এবং তারা প্রস্তাব দিল, এ বিষয়ে ফায়সালার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদালতে মামলা রাখু করা হোক। কেননা এতটুকু কথা তারাও জানত যে, তাঁর দীন ন্যায়নির্তির দীন। বনু কুরায়জার পীড়িগ্রীড়ির কারণে শেষ পর্যন্ত বনু নাযীর তাতে রাজি হল। তবে এ কাজে তারা কিছুসংখ্যক মুনাফিককে নিযুক্ত করল। তাদেরকে বলে দিল, তারা অনানুষ্ঠানিকভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতামত জানবে। যদি তাঁর রায় বনু নাযীরের অনুকূল হয়, তবে তাঁকে দিয়ে বিচার করাবে। অন্যথায় নয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, তাওরাতে তো স্পষ্টভাবে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, প্রাণের বদলে প্রাণ নেওয়া হবে। এ হিসেবে বনু নাযীরের দাবী সম্পূর্ণ জুলুম ও তাওরাত বিরোধী।

46. আমি তাদের (নবীগণের) পর মারয়ামের পুত্র ঈসাকে তার পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সমর্থকরূপে পাঠিয়েছিলাম এবং আমি তাকে ইনজিল দিয়েছিলাম, যাতে ছিল হিদায়াত ও আলো এবং (তা দিয়েছিলাম) তার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থক এবং মুস্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশরূপে। *

47. ইনজীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ তাতে যা নাযিল করেছেন, সে অনুসারে বিচার করে। যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারাই ফাসিক। *

48. এবং (হে রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমি তোমার প্রতিও সত্যস্বলিত কিতাব নাযিল করেছি, তার পূর্বের কিতাবসমূহের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং তাদের মধ্যে সেই বিধান অনুসারেই বিচার কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। আর তোমার নিকট যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক (উম্মত)-এর জন্য আমি এক (পৃথক) শরীয়ত ও পথ নির্ধারণ করেছি। ৪৫ আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকে একই উম্মত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু (পৃথক শরীয়ত এজন্য দিয়েছেন) যাতে তিনি তোমাদেরকে যা-কিছু দিয়েছেন, তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। সুতরাং তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমাদের সকলকে আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। *

44. ইয়াহুদী ও খিস্টানগণ যে সকল কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যন করত, তার একটি ছিল এই যে, ইসলামে ইবাদতের পদ্ধতি এবং অন্যান্য কিছু বিধান হয়ে রয়েছে মুস (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর শরীয়ত থেকে আলাদা ছিল। তাদের পক্ষে এই সকল নতুন বিধান অনুসারে কাজ করা কঠিন মনে হয়েছিল। এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর নিজ হিকমত অনুসারে নবীগণকে পৃথক-পৃথক শরীয়ত দিয়েছেন। তার এক কারণ তো এই যে, প্রত্যেক কালের চাহিদা ও দাবি আলাদা হয়ে থাকে। কিন্তু একটি কারণ এ-ও যে, এর দ্বারা পরিষ্কার করে দেওয়া উদ্দেশ্য ইবাদতের বিশেষ কোনও পদ্ধতি ও কানুন সন্তাগতভাবে পবিত্রতা ও মর্যাদার অধিকারী নয়। তার যা-কিছু মর্যাদা, তা কেবল আল্লাহ তাঁর হৃকুমেরই কারণে। সুতরাং আল্লাহ তাঁর নবী কালে যে বিধান দান করেন, সে কালে সেই বিধানই মর্যাদাপূর্ণ। অথচ বাস্তবে ঘটে এই যে, যারা কোনও এক নিয়মে অভ্যন্ত হয়ে যায়, তারা সেই নিয়মকে সন্তাগতভাবেই পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ মনে করে বসে। অতঃপর যখন কোন নতুন নবী নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়, তারা পুরানো নিয়মকে সন্তাগতভাবে পবিত্র মনে করে নতুন নিয়মকে অঙ্গীকার করে, না মৌলিকভাবে আল্লাহ তাঁর হৃকুমকেই পবিত্রতা ও মর্যাদার ধারক মনে করে নতুন বিধানকে মন-প্রাণে স্থাকার করে নেয়। সামনে যে বলা হয়েছে, 'কিন্তু (তোমাদেরকে পৃথক শরীয়ত এই জন্য দিয়েছি) যাতে তিনি তোমাদেরকে যা-কিছু দিয়েছেন, তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন' তার মতলব এটাই।

49. এবং (আমি আদেশ করছি যে,) তুমি মানুষের মধ্যে সেই বিধান অনুসারেই বিচার করবে, ৪৫ যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকে, পাছে তারা তোমাকে এমন কোন বিধান থেকে বিচ্যুত করে, যা আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ তাদের কোনও কোনও পাপের কারণে তাদেরকে বিপদাপন্ন করার ইচ্ছা করেছেন। ৪৬ তাদের মধ্যে অনেকেই ফাসিক। *

45. 'কোনও কোনও পাপ' বলা হয়েছে এ কারণ যে, সাধারণভাবে সব গুনাহের শাস্তি তো আখেরাতেই দেওয়া হবে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূল হতে মুখ ফেরানোর শাস্তি দুনিয়াতেও দেওয়া হয়। সুতরাং অঙ্গীকার ভঙ্গ ও ষড়যন্ত্র করার কারণে তাদেরকে দুনিয়াতেই নির্বাসন ও মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

46. এ বিধান সেই অমুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ইসলামী রাষ্ট্রের আইনসমূহ নাগরিক হয়ে যায়। ফিকহী পরিভাষায় তাকে 'যিশ্মী' বলে। কিংবা কোনও অমুসলিম যদি স্বেচ্ছায় তার বিচার-নিষ্পত্তি মুসলিম কাষী (বিচারক) দ্বারা করাতে চায় তার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। এ অবস্থায় মুসলিম বিচারক সাধারণ রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের সাথে সম্পৃক্ষ বিষয়াবলীতে তো ইসলামী বিধান অনুসারেই রায় দেবে, কিন্তু তাদের একান্ত

ধর্মীয় বিষয়াবলী, যথা ইবাদত-উপাসনা, বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকারে তারা নিজ ধর্ম অনুযায়ী বিচার-নিপত্তি করতে পারবে। তবে সেটা করবে তাদেরই ধর্মের লোক।

50 তবে কি তারা জাহেলী যুগের ফায়সালা চায়? যারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফায়সালা দানকারী কে হতে পারে? ♦

51 হে মুমিনগণ! ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। ^{৪৭} তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না। ♦

47. এ আয়াতের ব্যাখ্যা এবং অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের সীমারেখা সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের আয়াত নং ৩ : ২৮-এর টীকা দেখুন।

52 সুতরাং যাদের অন্তরে (মুনাফেকীর) ব্যাধি আছে, তুমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছ যে, তারা অতি দ্রুত তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তারা বলছে, আমাদের আশঙ্কা হয়, আমরা কোনও মুসিবতের পাকে পড়ে যাব। ^{৪৮} (কিন্তু) এটা দূরে নয় যে, আল্লাহ (মুসলিমদেরকে) বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ হতে অন্য কিছু ঘটাবেন, ^{৪৯} ফলে তখন তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল, তজজন্য অনুত্পন্ন হবে। ♦

48. 'অন্য কিছু ঘটানো' দ্বারা সম্ভবত ওই দ্বারা তাদের গোমর ফাঁক করে দেওয়া এবং পরিণামে সর্বসমক্ষে তাদের লাঞ্ছিত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

49. এর দ্বারা মুনাফিকদের অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে, যারা সর্বদা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে মেলামেশা করত এবং তাদের ষড়যন্ত্রে শরীক থাকত। এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুললে তারা বলত, তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখলে তারা আমাদেরকে সংকটে ফেলবে এবং আমরা মুসিবতে পড়ে যাব। আর তাদের মনের ভেতর থাকত যে, কখনও মুসলিমগণ তাদের কাছে পরাস্ত হলে তখন আমাদেরকে তাদের সঙ্গেই মিলে থাকতে হবে।

53 এবং (তখন) মুমিনগণ (পরস্পরে) বলবে, এরাই কি তারা, যারা জোরদারভাবে আল্লাহর নামে কসম করে বলত যে, তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে। তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তারা অকৃতকার্য হয়েছে। ♦

54 হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি নিজ দীন থেকে ফিরে যায়, তবে আল্লাহ এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনও নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা করেন দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। ♦

55 (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা (আল্লাহর সামনে) বিনীত হয়ে সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়। ♦

56 কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণকে বন্ধু বানালে (সে আল্লাহর দলত্বক হয়ে যাবে) আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে। ♦

57 হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে কৌতুক ও ক্রীড়ার বস্তু বানায়, তাদেরকে ও কাফেরদেরকে বন্ধু বানিয়ো না। তোমরা প্রকৃত মুমিন হলে আল্লাহকেই ভয় করো। ^{৫০} ♦

50. অর্থাৎ ইয়াহুদী-নাসারা-পৌত্রলিক প্রভৃতি অমুসলিমকে তোমরা যাই আপন মনে কর না কেন, প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও তোমাদের আপন নয়। তারা তোমাদেরকে শক্রই ভাবে এবং সেই মত আচরণই তারা তোমাদের সাথে করে। তারা তোমাদের ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা করে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করে। যারা সরাসরি তা করে না তারাও পরোক্ষভাবে তাতে মদদ যোগায় ও তাতে খুশী হয়। কাজেই যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, যার অস্ত্রে ঈমানী চেতনা ও আল্লাহর ভয় আছে সে তাদের সাথে দোষ্টী করতে পারে না কিছুতেই। তবে হ্যাঁ, আগে থেকেই তাদের সাথে শক্রতামূলক আচরণ কাম্য নয় এবং আচার-আচরণে মানবিকতাবোধ এবং ন্যায়-ইনসাফকে বিসর্জন দেওয়াও ইসলামের শিক্ষা নয়। সর্বাবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহারই বাস্তুবিনোদ। (-অনুবাদক)

58 এবং তোমরা যখন (মানুষকে) নামাযের জন্য ডাক, তখন তারা তাকে (সে ডাককে) কৌতুক ও ক্রীড়ার লক্ষ্যবস্তু বানায়। এসব (আচরণ) এ কারণে যে, তারা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের বোধশক্তি নেই। ♦

59 বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা কি আমাদের কেবল এ বিষয়টাকেই খারাপ মনে করছ যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের উপর যা নায়িল করা হয়েছে এবং যা পূর্বে নায়িল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছি, যখন তোমাদের অধিকাংশই আবাধ্য? ♦

60 (হে নবী! তাদেরকে) বল, আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, (তোমরা যে বিষয়কে খারাপ মনে করছ) আল্লাহর কাছে তার চেয়ে মন্দ পরিণাম কার হবে? (তারা) ওই সকল লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করেছেন, যাদের মধ্যে কতককে বানর ও শূকর বানিয়ে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের পূজা করেছে। তারাই নিকৃষ্ট ঠিকানার আধিকারী এবং তারা সরল পথ থেকে অত্যধিক বিচুত। ♦

61 তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কুফর নিয়েই এসেছিল এবং কুফর নিয়েই বের হয়ে গিয়েছে। তারা যা-কিছু গোপন করছে আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। ♦

62 তাদের অনেককেই তুমি দেখবে, তারা পাপ, জুলুম ও অবৈধ ভক্ষণের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। নিশ্চয়ই তারা যা-কিছু করছে তা অতি মন্দ। ♦

63 তাদের মাশায়েখ ও উলামা তাদেরকে গুনাহের কথা বলতে ও হারাম খেতে নিষেধ করছে না কেন? বস্তু তাদের এ কর্মপন্থা অতি মন্দ! ♦

64 ইয়াহুদীগণ বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা তো তাদেরই। তারা যে কথা বলেছে, সে কারণে তাদের উপর লানত বর্ষিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর উভয় হাত প্রসারিত। তিনি যেভাবে চান ব্যয় করবেন এবং (হে নবী!) তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে ওহী নায়িল করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরীতে বুদ্ধি সাধন করবেই এবং আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত (স্থায়ী) শক্রতা ও বিদ্বেষ শৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন জ্বালায়, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। তারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে বেড়ায়, অথচ আল্লাহ অশান্তি বিস্তারকারীদেরকে পছন্দ করেন না। ♦

51. ইয়াহুদীরা ইসলাম ও মুসলিমদের শক্রদের সাথে মিলিত হয়ে যে সকল ষড়যন্ত্র করত, সে দিকে ইশ্বরা করা হয়েছে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কখনও যুদ্ধ করবে না এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, তাই প্রকাশ্যে যুদ্ধ না করলেও পর্দার অন্তরালে চেষ্টা চালাত যাতে মুসলিমদের উপর শক্রগণ আক্রমণ চালায় এবং তাতে মুসলিমগণ পরাম্পরা হয়। তারা এভাবে একের পর এক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রতিবারই আল্লাহ তা'আলা সে ষড়যন্ত্র নস্যাং করে দিতে থাকেন।

52. মদীনা মুনাওয়ারায় ইয়াহুদীগণ যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাকে সাড়া দিল না, তখন আল্লাহ তা'আলা সর্তর্ক করার জন্য কিছু কালের জন্য তাদেরকে অর্থ সংকটে নিষ্কেপ করলেন। এ অবস্থায় তাদের তো উচিত ছিল সর্তর্ক হয়ে আনুগত্য স্থীকার করা, কিন্তু তার পরিবর্তে তাদের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক এই অশিষ্ট বাক্যটি পর্যন্ত উচ্চারণ করল। আবৰ্তীতে 'হাত বাঁধা' দ্বারা কৃপণতা বোঝানো হয়ে থাকে। তারা বোঝাতে চাচ্ছিল, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কৃপণতা করছেন (নাউয়বিলাহ)। অথচ ইয়াহুদী জাতি সেই প্রাচীন কাল থেকেই বাঁধিল ও কৃপণ হিসেবে প্রসিদ্ধ। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলছেন, হাত বাঁধা তো তাদের নিজেদেরই।

65 কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আমি তাদের পাপকর্মসমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে সুখগুণান্তির উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাতাম। ♦

66 যদি তারা তাওরাত, ইনজীল এবং (এবার) তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে কিতাব নায়িল করা হয়েছে, তার যথাযথ অনুসরণ করত, তবে তারা তাদের উপর ও তাদের নিচ, সকল দিক থেকে (আল্লাহ প্রদত্ত রিফিক) খেতে পেত। (যদিও) তাদের মধ্যে একটি দল সরল পথের অনুসারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এমন, যাদের কার্যকলাপ মন্দ। ♦

67 হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা কিছু নায়িল করা হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি (তা) না কর, তবে (তার অর্থ হবে) তুমি আল্লাহর বার্তা পৌঁছালে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষের (ষড়যন্ত্র) থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না। ♦

53. অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত। এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেকে তাঁর সর্বাপেক্ষা মর্যাদাপূর্ণ 'অভিধা' 'রাসূল' শব্দ দ্বারা সম্মান করে তাঁর পদমর্যাদাগত দায়িত্বের প্রতি দ্রুষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং সে দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে যত্নবান থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপর তাঁকে আশ্঵স্ত করা হয়েছে যে, এ দায়িত্ব পালনের ফ্রেন্টে যত বড় বাধাই আসুক বিরোধী শক্তি যত হ্রমকি-ধর্মকিই দিক কিংবা ষড়যন্ত্রের পথ অবলম্বন করক, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য সর্বাবস্থায় তাঁর সঙ্গে থাকবে। কাজেই তিনি যেন নির্ভীক চিত্তে ও আপোসহিনভাবে আপন দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর থাকেন। সবশেষে দেওয়া হয়েছে হতাশামুক্তির দাওয়াই। জানানো হয়েছে, রাসূলের কাজে কেবল দাওয়াত দেওয়া, হিদায়াত দান আল্লাহর কাজ। কাজেই কেউ যদি দাওয়াতে সাড়া না দেয় এবং আপাতদৃষ্টিতে দাওয়াতের সুফল চোখে না পড়ে, তাতে হতাশার কোন কারণ নেই। পূর্ণেদ্যমে প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে হবে। দায়িত্ব পালন করাটাই আসল সফলতা। সুতরাং (ক) মূল্যবোধ ও দায়িত্ব সচেতনতা, (খ) দায়িত্ব পালনে নির্ভীক ও আপোসহিন থাকা এবং (গ) কোন রকম হতাশাকে প্রশংস্য না দেওয়া এ তিনটিই ছিল তাঁর দাওয়াতী কাজের প্রাপণবস্তু। ওফাত পর্যন্ত তিনি এভাবেই দায়িত্ব পালন করে গেছেন, বিদ্যম হজ্জে লক্ষাধিক সাহায্য সম্বরে যার সাক্ষ্য দিয়েছেন। -অনুবাদক

68 বলে দাও, হে কিতাবীগণ! তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাওরাত ও ইনজীল এবং (এখন) যে কিতাব তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের উপর নায়িল করা হয়েছে, তার যথাযথ অনুসরণ না করবে, ততক্ষণ তোমাদের কোনও ভিত্তি নেই, যার উপর তোমরা

দাঁড়াতে পার) এবং (হে রাসূল!) তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে ওই নাফিল করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। সুতরাং তুমি কাফির সম্পদায়ের জন্য দুঃখ করো না। ❁

৬৯ সত্য কথা হচ্ছে মুসলিম, ইয়াহুদী, সাবী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যারাই আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ৫৫ ❁

54. সূরা বাকারার ২ : ৬২ নং আয়াতে এই একই বিষয় গত হয়েছে। সেখানকার টীকা দ্রষ্টব্য।

৭০ আমি বনী ইসরাইলের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম। যখনই কোনও রাসূল তাদের কাছে এমন কোনও বিষয় নিয়ে আসত, যা তাদের মনঃপুত নয়, তখনই কতক (রাসূল)কে তারা মিথ্যাবাদী বলেছে এবং কতককে হত্যা করতে থেকেছে। ❁

৭১ তারা মনে করেছিল, কোনও শাস্তি হবে না। ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের তাওবা করুল করেছিলেন। পুনরায় তাদের অনেকে অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে। আল্লাহ তাদের যাবতীয় কাজ ভালোভাবেই দেখছেন। ❁

৭২ যারা বলে, মারয়ামের পুত্র মাসীহই আল্লাহ; নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়ে গিয়েছে। অর্থ মাসীহ বলেছিল, হে বনী ইসরাইল! আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক ৫৬ এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। নিশ্চয়ই, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে (কাউকে) শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্মাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্ম। আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। ❁

55. অর্থাৎ আমিও তোমাদেরই মত আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা আমার ও তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের ইবাদত কর। এভাবে হ্যরত ঈসা (আ.) নিজেকে আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহকে নিজের স্বষ্টি ও প্রতিপালক বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁরই ইবাদতের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। প্রচলিত ইনজীলে হাজারও বিকৃতি সত্ত্বেও এ কথাই পোওয়া যায়। তিনি নিজেকে কখনও আল্লাহ বলে প্রচার করেননি এবং নিজের ইবাদত করার জন্যও মানুষকে দাওয়াত দেননি। এর দ্বারা তাঁর ঈশ্বরস্ত সম্পর্কে বর্তমান খুস্টানদের ধারণা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। (-অনুবাদক)

৭৩ এবং তারাও নিশ্চয় কাফির হয়ে গিয়েছে, যারা বলে, 'আল্লাহ তিনজনের মধ্যে তৃতীয় জন।' ৫৬ অর্থ এক ইলাহ ব্যতীত কোনও ইলাহ নেই। তারা যদি তাদের এ কথা থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে, তাদেরকে যত্নগাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। ❁

56. এর দ্বারা খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। 'ত্রিত্ববাদ'-এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তিন সন্তা (Persons) অর্থাৎ পিতা, পুত্র (মাসীহ) ও পুরিগ্র আত্মা (রূহল কুদাস)-এর সমষ্টির নাম। তাদের এক দলের মতে তৃতীয়জন হলেন মারয়াম আলাইহাস সালাম। তাদের বক্তব্য হল, এই তিনজন মিলে একজন। তিনের সমষ্টি 'এক' কিভাবে?

এই হেঁয়ালীর কোনও ঘুষ্টিসঙ্গত উভয় কারণ কাছে নেই। তাদের ধর্মতত্ত্ববিদগণ (Theologians) বিষয়টাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কেউ বলেছেন, হ্যরত মাসীহ আলাইহিস সালাম কেবল ঈশ্বর ছিলেন, মানুষ ছিলেন না। ৭২নং আয়াতে তাদের এ বিশ্বাসকে কুফুর সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, ঈশ্বর যেই তিন সন্তার সমষ্টি তার একজন হলেন পিতা অর্থাৎ আল্লাহ, আর দ্বিতীয়জন পুত্র, যিনি মূলত আল্লাহ তা'আলারই একটি গুণ, যা মানব অস্তিত্বে মিশে গিয়ে হ্যরত ঈসা আলাইহিস সালামের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং তিনি যেমন মানুষ ছিলেন, তেমনি মৌলিকত্বের দিক থেকে ঈশ্বরও ছিলেন। ৭৩ নং আয়াতে এ বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। খ্রিস্টানদের এসব 'আকীদা'-বিশ্বাসের ব্যাখ্যা এবং তার রদ ও জবাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এই লেখক (আল্লামা তাকী উসমানী) এর রচিত ঈসাইয়ত কিয়া হ্যায় শীর্ষক গ্রন্থখানি পড়া যেতে পারে। যা বাংলায়, খৃষ্টধর্মের ব্রহ্মপুর, নামে অনুদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

৭৪ তারপরও কি তারা ক্ষমার জন্য আল্লাহর দিকে ঝুঁক করবে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? অর্থ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ❁

৭৫ মাসীহ ইবনে মারয়াম তো একজন রাসূলই ছিলেন, (তার বেশি কিছু নয়)। তার পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়েছে। তার মা ছিল সিদ্দীকা। তারা উভয়ে খাবার খেত। ৫৭ দেখ, আমি তাদের সামনে নির্দশনাবলী কেমন সুস্পষ্টকরণে বর্ণনা করছি। তারপর এটাও দেখ যে, তাদেরকে উল্লেখযুক্ত কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! ৫৮ ❁

57. কুরআন মাজীদ এক্সেলে কর্মবাচ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছে। তাই তরজমা এক্রপ করা হয়নি যে, 'তাঁর উল্লেখযুক্ত কোথায় যাচ্ছে?' বরং অর্থ করা হয়েছে, 'তাদেরকে উল্লেখযুক্ত কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?' এর দ্বারা ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, তাদের ইন্দ্রিয় চাহিদা ও ব্যক্তিস্বার্থই তাদেরকে উল্লেখ দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

58. 'সিদ্দীকা' শব্দটি 'সিদ্দীক'-এর স্লী লিঙ্গ। আভিধানিক অর্থ সত্যনির্ণয়। পরিভাষায় সাধারণত সিদ্দীক বলা হয় নবীর সর্বোচ্চ স্তরের অনুসারীকে। নবুওয়াতের পর এটাই মানবীয় উৎকর্ষের সর্বোচ্চ স্তর। হ্যরত মাসীহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর মা মারয়াম আলাইহাস সালাম উভয় সম্পর্কে কুরআন মাজীদ এই বাস্তবতা তুলে ধরেছে যে, তারা খাবার খেতেন। এটা উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, তাদের ঈশ্বরের নাওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট দলিলরূপে এটাই যথেষ্ট। একজন যামুলী জ্ঞানসম্পর্ক লোকও বুঝতে সক্ষম যে, যেদা কেবল এমন সন্তাই হতে

পারেন, যিনি সব রকম মানবীয় প্রয়োজনের উর্ধ্বে থাকবেন। ঈশ্বরের নিজেরও যদি খাবার খেতে হয়, তবে সে কেমন ঈশ্বর হল?

76 (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন সৃষ্টির ইবাদত করছ, যা তোমাদের কোনও উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং অপকার করারও না, [৫৯](#) যখন আল্লাহই সবকিছুর শ্রেতা ও সকল বিষয়ের জ্ঞাতা? *

59. হযরত মাসীহ আলাইস সালাম যদিও আল্লাহ তা'আলার মনোনীত নবী ছিলেন, কিন্তু কারও উপকার বা অপকার করার নিজস্ব শক্তি তাঁরও ছিল না। সে শক্তি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারও নেই। তিনি কারও কোনও উপকার করে থাকলে তা কেবল আল্লাহ তা'আলার হৃকুম ও তাঁর ইচ্ছায় করতে পারতেন।

77 (এবং তাদেরকে এটাও) বলে দাও যে, হে কিতাবীগণ! নিজেদের দীন নিয়ে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না [৬০](#) এবং এমন সব লোকের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, পূর্বে যারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপর বহু লোককেও পথভ্রষ্ট করেছে এবং তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। *

60. 'গুলু' (বাড়াবাড়ি) করার অর্থ কোনও কাজে তার যথাযথ মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া। খ্রিস্টানদের বাড়াবাড়ি তো এই যে, তারা হযরত ঈসা আলাইস সালামকে মাত্রাত্তিক্রম সম্মান করে। এমনকি তারা তাকে ঈশ্বর সাব্যস্ত করেছে। আর ইয়াহুদীদের বাড়াবাড়ি হল, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি যে মহবত প্রকাশ করেছিলেন, তার ভিত্তিতে তারা মনে করে বসেছে, দুনিয়ায় অন্য সব মানুষ কিছুই নয়; কেবল তারাই আল্লাহর প্রিয়প্রাত্র। আর সে হিসেবে তাদের যা-ইচ্ছা তাই করার অধিকার আছে। তাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি নারাজ হবেন না। তাছাড়া তাদের একটি দল হযরত উজায়ের আলাইস সালামকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র সাব্যস্ত করেছিল।

78 বনী ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফুরী করেছিল, তাদের প্রতি দাউদ ও ঈসা ইবনে মারয়ামের যবানীতে লানত বর্ষিত হয়েছিল। [৬১](#) তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করেছিল এবং তারা সীমালংঘন করত। *

61. অর্থাৎ যে লানতের উল্লেখ যবুর ও ইন্জিল উভয় গ্রন্থে ছিল, যা যথাক্রমে হযরত দাউদ আলাইস সালাম ও ঈসা আলাইস সালামের প্রতি নাযিল হয়েছিল।

79 তারা যেসব অসৎ কাজ করত, তাতে একে অন্যকে নিষেধ করত না। বন্ধুত তাদের কর্মপন্থা ছিল অতি মন্দ। *

80 তুমি তাদের অনেককেই দেখছ, কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। [৬২](#) নিশ্চয়ই তারা নিজেদের জন্য যা সামনে পাঠিয়েছে, তা অতি মন্দ কেননা (সে কারণে) আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারা সর্বদা শাস্তির ভেতর থাকবে। *

62. এর দ্বারা সেই সকল ইয়াহুদীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যারা মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পর্দার অন্তরালে মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলত এবং তাদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা করত। এমনকি তাদের সহানুভূতি অর্জনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত বলে দিত যে, মুসলিমদের ধর্ম অপেক্ষা তাদের ধর্মই উত্তম।

81 তারা যদি আল্লাহ, নবী এবং তার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান রাখত, তবে তাদেরকে (মৃত্তিপূজারীদেরকে) বন্ধু বানাত না। কিন্তু (প্রকৃত ব্যাপার হল) তাদের অধিকাংশই অবাধ্য। *

82 তুমি অবশ্যই মুসলিমদের প্রতি শক্তায় মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠোর পাবে ইয়াহুদীদেরকে এবং সেই সমস্ত লোককে, যারা (প্রকাশে) শিরক করে এবং তুমি মানুষের মধ্যে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী পাবে তাদেরকে, যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে। এর কারণ এই যে, তাদের মধ্যে অনেক ইলম-অনুরাগী এবং সংসার-বিরাগী দরবেশ রয়েছে। [৬৩](#) আরও এক কারণ হল যে, তারা অহংকার করে না। *

63. অর্থাৎ খ্রিস্টানদের মধ্যে বহু লোক দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত। তাই তাদের অন্তরে সত্য গ্রহণের মানসিকতা বেশি। অন্ততপক্ষে মুসলিমদের প্রতি তাদের শক্রতা অতটো উগ্র পর্যায়ের নয়। কারণ দুনিয়ার মোহ এমনই এক জিনিস, যা মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। এর বিপরীতে ইয়াহুদী ও মুশরিকদের ভেতর দুনিয়ার মোহ বড় বেশি। তাই তারা প্রকৃত সত্যসন্ধানীর কর্মপন্থা অবলম্বন করে না। কুরআন মাজীদ খ্রিস্টানদের অপেক্ষাকৃত কোমলমনা হওয়ার আরও একটি কারণ বলেছে এই যে, তারা অহংকার করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের অহংকারণও সত্য গ্রহণের পথে বাধা হয়ে থাকে।

খ্রিস্টানগণকে যে বন্ধুত্বে মুসলিমদের নিকটবর্তী বলা হয়েছে তারই একটা ফল ছিল এই যে, মক্কার মুশরিকদের সর্বাত্মক জলুমে যথন মুসলিমদের জীবন অতির্থ হয়ে ওঠে, তখন বহু মুসলিম হাবশায় চলে যায় এবং বাদশাহ নাজাশীর আশ্রয় গ্রহণ করে। নাজাশী তো বটেই, হাবশার জনগণও তখন তাদের সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করেছিল। মক্কার মুশরিকগণ নাজাশীর কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে আবেদন জানিয়েছিল, তিনি যেন তাঁর দেশ থেকে মুসলিম শরণার্থীদেরকে বের করে দেন ও তাদেরকে মক্কা মুকাররমায় ফেরত পাঠান, যাতে মুশরিকগণ তাদের উপর আরও নির্যাতন চালাতে পারে। নাজাশী তখন মুসলিমদেরকে ডেকে তাদের বন্ধুব্য শুনেছিলেন। তাতে তাঁর কাছে ইসলামের সত্যতা পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে তিনি যে মুশরিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাই নয়; বরং তারা যে উপহার-উপটোকন পেশ করেছিল, তাও ফেরত দিয়েছিলেন।

প্রকাশ থাকে যে, এ স্থলে কেবল সেই সকল খ্রিস্টানদেরকেই মুসলিমদের বন্ধুমনক বলা হয়েছে, যারা নিজ ধর্মের প্রকৃত অনুসারী এবং

সেমতে দুনিয়ার মোহ থেকে দূরে থাকে আর অহংকার-অহমিকা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখে। বলাবাহল্য, এর অর্থ এ নয় যে, সব ঘুগের ষ্টিস্টানরাই এ রকম হবে। সুতরাং ইতিহাসে এ রকম বহু উদাহরণ রয়েছে, যাতে ষ্টিস্টান জাতি মুসলিম উম্মাহর সাথে নিকৃষ্টতম আচরণ করেছে।

- ৮৩** এবং রাসূলের প্রতি যে কালাম নাযিল হয়েছে তারা যথন তা শোনে, তখন দেখবে তাদের চোখসমূহকে তা থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে [৬৪](#) যেহেতু তারা সত্য চিনে ফেলেছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের নামও লিখে নিন। *

64. হাবশা থেকে মুসলিম শরণার্থীদেরকে বহিকারের দাবী জানানোর জন্য মুক্তার মুশরিকগণ যথন নাজাশীর কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল, তখন বাদশাহ মুসলিমদেরকে তার দরবারে দেকে তাদের বক্তব্য শুনতে দিয়েছিলেন। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রায়ি) এক হাদয়গ্রাহী ও সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাতে বাদশাহর অন্তরে মুসলিমদের প্রতি মহবত ও মর্যাদাবোধ বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে তিনি বুঝে ফেলেন, তাওরত ও ইনজীলে যেই সর্বশেষ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেই সেই নবী। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথন মদীনা মুনাওয়ারায় শুভাগমন করেন, তখন নাজাশী তার উলমামা ও দরবেশদের একটি প্রতিনিধি দলকে তাঁর খেদমতে প্রেরণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করেন। তা শুনে তাদের চোখ থেকে অশ্রুধারা নেমে আসেন। তারা বলে উঠল, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি যে কালাম নাযিল হয়েছিল, তার সাথে এ কালামের কতই না মিল। অন্তরে প্রতিনিধি দলটির সকলেই ইসলাম গ্রহণ করল। তারা যথন নাজাশীর কাছে ফিরে গেল, সব শুনে নাজাশী নিজেও ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। আলোচ্য আয়তসমূহে সে ঘটনার দিকেই ইশারা করা হয়েছে।

- ৮৪** আর আমরা আল্লাহ এবং যে সত্য আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, তাতে কেন ঈমান আনব না, অথচ আমরা প্রত্যাশা করি, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করবেন? *
- ৮৫** সুতরাং তাদের এ কথার কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমন সব উদ্যান দান করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবহমান থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান। *
- ৮৬** আর ঘারা কুফর অবলম্বন করেছে ও আমার আয়তসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা জাহানামবাসী। *
- ৮৭** হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করেছেন, তাকে হারাম সাব্যস্ত করো না এবং সীমালংঘন করো না। [৬৫](#) *
65. যেমন হারাম বস্তুকে হালাল মনে করা গুনাহ, তেমনি আল্লাহ তা'আলা যে সকল বস্তু হালাল করেছেন তাকে হারাম সাব্যস্ত করাও অতি বড় গুনাহ। মুক্তার মুশরিকগণ ও ইয়াহুদীরা এ রকম বহু জিনিস নিজেদের প্রতি হারাম করে রেখেছিল। ইনশাআল্লাহ সূরা আনআমে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে।
- ৮৮** আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিষক দিয়েছেন, তা থেকে হালাল, উৎকৃষ্ট বস্তু খাও এবং যেই আল্লাহর প্রতি তোমরা ঈমান রাখ তাকে ভয় করে চলো। *
- ৮৯** আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের নির্থক শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না। [৬৬](#) কিন্তু তোমরা যে শপথ পরিপন্থভাবে করে থাক, [৬৭](#) সেজন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। সুতরাং তার কাফফারা হল, দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাবার দেবে, যা তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গকে খাইয়ে থাক। অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান করবে কিংবা একজন গোলাম আয়াদ করবে। তবে কারও কাছে যদি (এসব জিনিসের মধ্য হতে কিছুই) না থাকে, সে তিন দিন রোয়া রাখবে। এটা তোমাদের শপথের কাফফারা যথন তোমরা শপথ করবে (এবং তারপর তা ভেঙ্গে ফেলবে)। তোমরা নিজেদের শপথকে রক্ষণ করো। [৬৮](#) এভাবেই আল্লাহ তোমাদের সামনে নিজ আয়তসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় কর। *
66. নির্থক (লাগব) শপথ বলতে এমন সব কসমকে বোঝানো হয়, যা কসমের উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল কথার মুদ্রা বা বাকরীতি হিসেবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এমনিভাবে অতীতের কোনও বিষয়কে সত্য মনে করে যে কসম করা হয় এবং পরে প্রকাশ পায়, আসলে তা সত্য ছিল না, তার ধারণা ভুল ছিল, সেটাও নির্থক শপথের অন্তর্ভুক্ত। এ জাতীয় কসমে কোনও গুনাহ হয় না এবং এর জন্য কাফফারাও ওয়াজিব হয় না। তবে নিপ্রয়োজনে কসম করা কোন ভালো কাজ নয়। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।
67. এর দ্বারা ভবিষ্যতে কোনও কাজ করা বা না করা সম্পর্কে যে শপথ করা হয় তাকে বোঝানো হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় একুপ শপথ ভাঙ্গা কঠিন গুনাহ। কেউ একুপ শপথ ভেঙ্গে ফেললে তার কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব। কাফফারা কিভাবে আদায় করতে হবে তাও আয়তে বলে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে সেই কসম, যাতে অতীতের কোনও বিষয়ে জেনে-শুনে মিথ্যা বলা হয় এবং প্রতিপক্ষের অন্তরে বিশ্বাস জন্মানোর জন্য কসম করা হয়। একুপ কসম করা কঠিন গুনাহ। তবে দুনিয়ায় এর জন্য কোনও কাফফারার বিধান নেই। কেবল তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কাছে ক্ষমার আশা রাখা যায়।

68. অর্থাৎ কসম করা কোনও তামাশার বিষয় নয়। সুতরাং প্রথমত চেষ্টা থাকতে হবে, কসম যত কম করা যায়। বিশেষ প্রয়োজনে যদি কসম করতেই হয়, তবে সাধ্যমত তা পূর্ণ করার চেষ্টা থাকা চাই। অবশ্য কেউ যদি কোনও নাজায়েয় কাজ করার জন্য কসম করে ফেলে তবে তার জন্য অপরিহার্য হল, সে কসম ভেঙ্গে ফেলা ও তার কাফফারা আদায় করা। এমনিভাবে কেউ যদি কোনও জায়েয় কাজ করার জন্য কসম করে, তারপর উপলক্ষ্মি হয় সে কাজ করা অপেক্ষা না করাই শ্রেষ্ঠ, তখনও কসম ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করাই উত্তম। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে এরপ শিক্ষাই দান করেছেন।

90 হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমার বেদি ৬৯ ও জুয়ার তীর অপবিত্র, শয়তানী কাজ। সুতরাং এসব পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর। *

69. প্রতিমার বেদি দ্বারা দেবতার উদ্দেশ্যে পশু বলিদানের সেই স্থানকে বোঝানো হয়েছে, যা প্রতিমাদের সামনে তৈরি করা হত। পৌত্রিকগণ প্রতিমাদের নামে সেখানে পশু ইত্যাদি উৎসর্গ করত। আর জুয়ার তীর বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তা এ সূরারই শুরুতে ৩০ং আয়াতের ব্যাখ্যায় ৬০ং টীকায় গত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

91 শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শক্রতা ও বিদ্বেষের বীজই বপণ করতে চায় এবং চায় তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখতে। সুতরাং, তোমরা কি (ওসব জিনিস থেকে) নিবৃত্ত হবে? *

92 তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং (অবাধ্যতা) পরিহার করে চলো। তোমরা যদি (এ আদেশ থেকে) বিমুখ হও, তবে জেনে রেখ, আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টরূপে (আল্লাহর হস্তুম) প্রচার করা। *

93 যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা (পূর্বে) যা-কিছু খেয়েছে তার কারণে তাদের কোনও গুনাহ নেই ৭০ যদি তারা (আগামীতে গুনাহ হতে) বেঁচে থাকে, ঈমান রাখে ও সৎকর্মের ত থাকে এবং (আগামীতে যেসব জিনিস নিষেধ করা হয় তা থেকে) বেঁচে থাকে ও ঈমানে প্রতিষ্ঠিত থাকে, আর তারপরও তাকওয়া ও ইহসান অবলম্বন করে। ৭১ আল্লাহ ইহসান অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন। *

70. 'ইহসান' এর আভিধানিক অর্থ ভালো কাজ করা। সে হিসেবে শব্দটি যে-কোনও সৎকর্মকে বোঝায়। কিন্তু এক সহীহ হাদীসে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইহসান'-এর ব্যাখ্যা দান করেছেন যে, মানুষ এভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন সে তাঁকে দেখছে অথবা অন্তপক্ষে এই ভাবনার সাথে করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখছেন। সারকথা, মানুষ তার প্রতিটি কাজে আল্লাহ তা'আলার সামনে থাকার ধারণাকে অন্তরে জাগ্রত রাখবে।

71. মদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হলে কোনও সাহবীর মনে চিন্তা দেখা দেয় যে, নিষেধাজ্ঞার আগে যে মদ পান করা হয়েছে, পাছে তা গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ আয়াতে সে ভুল ধারণার অবসান ঘটানো হয়েছে এবং জানিবে দেওয়া হয়েছে যে, তখন যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় মদকে হারাম করেননি। তাই তখন যারা মদ পান করেছিল তাদেরকে সে কারণে পাকড়াও করা হবে না।

94 হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের হাত ও বর্ণার নাগালে আসা শিকারের কিছু প্রাণী দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবেন, ৭২ যাতে তিনি জেনে নেন যে, কে তাকে না দেখেও ভয় করে। সুতরাং এরপরও কেউ সীমালংঘন করলে সে যন্ত্রণাময় শাস্তির উপযুক্ত হবে। *

72. যেমন সামনের আয়াতে আসছে, কেউ যখন হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধে নেয়, তখন তার জন্য স্থলের প্রাণী শিকার করা হারাম হয়ে যায়। আরবের মরুভূমিতে শিকার করার মত কোনও প্রাণী মিলে যাওয়া মুসাফিরদের পক্ষে এক বিরাট নিয়ামত ছিল। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা ইহরাম বাঁধে তাদের পরীক্ষার্থে আল্লাহ তা'আলা কিছু প্রাণীকে তাদের খুব কাছে, একদম বর্ণার নাগালের মধ্যে পোঁচ্চে দেবেন। এভাবে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনার্থে এ নিয়ামত পরিহার করে কি না। এর দ্বারা জানা গেল, মানুষের ঈমানের প্রকৃত যাচাই হয় তখনই, যখন তার অন্তর কোনও আবেদ কাজের জন্য উদ্বেলিত হয়ে ওঠে; কিন্তু আল্লাহর ভয়ে সে নিজেকে তা থেকে নিবৃত্ত রাখে।

95 হে মুমিনগণ! তোমরা যখন ইহরাম অবস্থায় থাক তখন কোনও শিকারকে হত্যা করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করলে তার বিনিময় দেওয়া ওয়াজিব (যার নিয়ম এই যে,) সে যে প্রাণী হত্যা করেছে তার সমতুল্য গৃহপালিত কোনও জন্মতে যার ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়বান লোক, কাবায় পোঁচ্চানো হবে কুরবানীরূপে। অথবা (তার মূল্য পরিমাণ) কাফফারা আদায় করা হবে মিসকিনদেরকে খানা খাওয়ানোর দ্বারা অথবা তার সমসংখ্যক রোয়া রাখতে হবে। ৭৩ যেন সে ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। পূর্বে যা-কিছু হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি পুনরায় তা করবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দান করবেন। আল্লাহ ক্ষমতাবান, শাস্তিদাত। *

73. কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় শিকার করার গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার কাফফারা (প্রায়শিক্তি) কী হবে এ আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। তার সারমর্ম এই যে, শিকারকৃত প্রাণীটি হালাল হলে সেই এলাকার দুজন অভিজ্ঞ ও দীনদার লোক দ্বারা তার মূল্য নিরূপণ করতে হবে। তারপর সেই মূল্যের কোনও গৃহপালিত পশু, যেমন গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি 'হারাম' এলাকার ভেতর কুরবানী করা হবে। অথবা সেই মূল্য গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। শিকারকৃত প্রাণীটি যদি হালাল না হয়, যেমন নেকড়ে ইত্যাদি, তবে তার মূল্য একটি ছাগলের মূল্য অপেক্ষা বেশি গণ্য হবে না। যদি কারও কুরবানী দেওয়ার বা তার মূল্য গরীবদের মধ্যে বণ্টন করার সামর্থ্য না থাকে, তবে সে রোয়া রাখবে।

রোয়ার হিসাব করা হবে এভাবে যে, একটি রোয়াকে পৌনে দু'সের গমের মূল্য বরাবর ধরা হবে। সে হিসেবে শিকারকৃত পশ্চিম নিরাপিত মূল্যে যে-কষ্টি রোয়া আসে, তাই রাখতে হবে। আয়াতের এ ব্যাখ্যা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাঝহাব অনুযায়ী। তাঁর মতে 'সে যে প্রাণী হত্যা করেছে তার সমতুল্য গৃহপালিত কোনও জন্ম'-এর ব্যাখ্যা এই যে, প্রথমে শিকারকৃত প্রাণীটির মূল্য নিরূপণ করা হবে, তারপর সেই মূল্যের কোনও গৃহপালিত পশ্চ হারামের ভেতর নিয়ে ব্যাহ করতে হবে। এ মাসআলা বিস্তারিতভাবে ফিকহী গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত রয়েছে।

৯৬ তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য হালাল করা হয়েছে, যাতে তা তোমাদের ও কাফেলার জন্য ভোগের উপকরণ হয়। আর তোমরা যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাক, তোমাদের জন্য স্থলের শিকার হারাম করা হয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, যার কাছে তোমাদের সকলকে নিয়ে একত্র করা হবে। *

৯৭ আল্লাহ কাবাকে যা অতি মর্যাদাপূর্ণ ঘর, মানুষের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম বানিয়েছেন। তাছাড়া মর্যাদাপূর্ণ মাসসমূহ, নজরানার পশ্চ এবং (তাদের গলার) মালাসমূহকেও (নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম বানিয়েছেন), তা এজন্য ৫৪ যাতে তোমরা জানতে পার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। *

74. কাবা শরীফ ও মর্যাদাপূর্ণ মাসসমূহ যে শান্তি ও নিরাপত্তা 'কারণ', সেটা স্পষ্ট। যেহেতু এর ভেতর যুদ্ধ করা হারাম। যে পশ্চ নজরানা হিসেবে হারামে নিয়ে দেওয়া হত, তার গলায় মালা পরিয়ে দেওয়া হত, যাতে দর্শক বুবাতে পারে এ পশ্চ হারামে যাচ্ছ। ফলে কাফির, মুশুরিক এমনকি দস্যুরাও তার পেছনে লাগত না। কাবা শরীফ যে নিরাপত্তার কারণ, মুফাসিসের গণ তার আরেকটি ব্যাখ্যা করেছেন এই যে, যত দিন কাবা শরীফ বিদ্যমান থাকবে, ততদিন কিয়ামত হবে না। এক সময় কাবা শরীফকে তুলে নেওয়া হবে এবং তারপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

৯৮ জেনে রেখ, আল্লাহ শান্তি দানে কঠোর এবং এটাও জেনে রেখ যে, তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

৯৯ তাবলীগ (প্রচার কার্য) ছাড়া রাসূলের অন্য কোনও দায়িত্ব নেই। আর তোমরা যা-কিছু প্রকাশে কর এবং যা-কিছু গোপন কর, সবই আল্লাহ জানেন। *

১০০ (হে রাসূল! মানুষকে) বলে দাও, অপবিত্র ও পবিত্র বন্ত সমান হয় না, যদিও অপবিত্র বন্তের আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে। ৭৫ সুতরাং হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। *

75. এ আয়াত জানাচ্ছে, পৃথিবীতে অনেক সময় কোনও কোন নাপাক বা হারাম বন্ত এতটা ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যায় যে, সেটা সময়ের ফ্যাশনরাপে গণ্য হয় এবং ফ্যাশন-পূজারী মানুষের কাছে তার কদর হয়ে যায়। মুসলিমদেরকে সর্তর্ক করা হয়েছে, কেবল সাধারণ রেওয়াজের কারণে যেন তারা কোনও জিনিস গ্রহণ না করে; বরং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশনা অনুসারে সে জিনিস পবিত্র ও বৈধ কি না, আগে যেন সেটা যাচাই করে দেখে।

১০১ হে মুমিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর মনে হবে। তোমরা যদি এমন সময়ে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, যখন কুরআন নাখিল হয়, তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। ৭৬ (অবশ্য) আল্লাহ ইতঃপূর্বে যা হয়েছে তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

76. আয়াতের মর্ম এই যে, যেসব বিষয়ের বিশেষ কোনও প্রয়োজন নেই, প্রথমত তার অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়া একটা নির্বাক কাজ। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলা অনেক সময় কোনও কোনও বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আদেশ দান করেন। সেই আদেশ অনুসারে মোটামুটিভাবে কাজ করলেই যথেষ্ট হয়ে যায়। সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে কিছু জানানোর দরকার হলে খোদ কুরআন মাজীদ তা জানিয়ে দিত কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হানীসের মাধ্যমে তা সম্পর্ক করা হত। তা যখন করা হয়নি তখন এর চুলচেরা বিশ্লেষণের পেছনে পড়ার কোনও দরকার নেই। সেই সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন নাখিলের সময় এ সম্পর্কে কোন কঠিন জবাব এসে গেলে তোমাদের নিজেদের পক্ষেই সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এ আয়াতের শানে ন্যূন সম্পর্কে একটা ঘটনা বর্ণিত আছে। তা এই যে, যখন হজের বিধান আসল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মানুষকে জানিয়ে দিলেন, তখন এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হজ কি সারা জীবনে একবার ফরয না প্রতি বছর? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রশ্নে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কেননা কোন বিধান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বার বার পালনের স্পষ্ট নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত তা একবার করার দ্বারাই হ্রকুম তামিল হয়ে যায়। এটাই নিয়ম (নামায, রোয়া ও যাকাত সম্পর্কে সে রকমের নির্দেশনা রয়েছে)। সে অনুযায়ী এস্থলে প্রশ্নের কোনও দরকার ছিল না। সুতরাং তিনি সাহাবীকে বললেন, আমি যদি বলে দিতাম, হাঁ প্রতি বছর আদায় করা ফরয, তবে বাস্তবিকই তা সকলের উপর প্রতি বছর ফরয হয়ে যেত।

১০২ তোমাদের পূর্বে একটি জাতি এ জাতীয় প্রশ্ন করেছিল, অতঃপর (তার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে) তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ৭৭ *

77. খুব সন্তুষ্ট এর দ্বারা ইয়াহুদীদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তারাই শরীয়তের বিধানে একরূপ অহেতুক খোড়াখুড়ি করত। তারপর তাদের সে কর্মপন্থার কারণে যখন নিয়মাবলী বেড়ে যেত, তখন তা বক্ষা করতে অক্ষম হয়ে যেত এবং অনেক সময় সরাসরি তা পালন করতে অসীকৃতি জানাত।

১০৩ আল্লাহ কোনও প্রাণীকে না বাহীরা সাব্যস্ত করেছেন, না সাইবা, না ওয়াসীলা ও না হামী, ৭৮ কিন্তু যারা কুফর অবলম্বন করেছে,

তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশেই সঠিক বোঝে না। ♦

78. এসব বিভিন্ন পশুর নাম, যা জাহিলী যুগের মুশরিকগণ স্থির করে নিয়েছিল। ‘বাহীরা’ বলত সেই পশুকে, কান ঢিডে যাকে দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করত। ‘সাইবা’ সেই পশু, যাকে দেব-দেবীর নামে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত। তারা এসব পশুকে কোনও রকমের কাজে লাগানো নাজায়ে মনে করত। ‘ওয়াসীলা’ বলা হত এমন উটনীকে, যা পর পর কয়েকটি মাদী বাচ্চা জন্ম দেয়, মাঝখানে কোনও নর বাচ্চা না জন্মায়। এমন উটনীকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হত। আর হামী হল সেই নর উট, যা নির্দিষ্ট একটা সংখ্যা পরিমাণ পাল দেওয়ার কাজ করেছে। এরূপ উটকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হত।

104 যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যে বাণী নায়িল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে চলে এসো। তখন তারা বলে, আমরা যার (অর্থাৎ যে দীনের) উপর আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আচ্ছা! তাদের বাপ-দাদা যদি এমন হয় যে, তাদের কোনও জ্ঞানও নেই এবং হিদায়াতও নেই, তবু (তারা তাদের অনুগমন করতে থাকবে)? ♦

105 হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা সঠিক পথে থাকলে যারা পথপ্রদ্রষ্ট হয়ে গেছে, তারা তোমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। ৭৯ আল্লাহরই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন, তোমরা কী কাজ করতে। ♦

79. পূর্বে কাফিরদের যেসব প্রষ্টুত বর্ণিত হয়েছে, তার কারণে মুসলিমগণ এই ভেবে দৃঢ়খ্বোধ করতেন যে, নিজেদের বিপ্রান্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়া এবং নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বারবার সমব্যানের পরও তারা তাদের পথপ্রদ্রষ্টা পরিত্যাগ করছেন না! এ আয়াত তাদেরকে সান্তুন্দ দিচ্ছে যে, তাবলীগের দায়িত্ব পালনের পর তাদের গোমরাহীর কারণে তোমাদের বেশি দৃঢ়ত্ব হওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন তোমাদের উচিত নিজেদের ইসলাহ ও সংশোধনের ফিকির করা। কুরআন মাজীদের এ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যারা সর্বদা অন্যের সমালোচনা করে এবং অতি আগ্রহে অন্যের ছিদ্রাষ্ট্রণে লিপ্ত থাকে, অথচ নিজের দিকে ফিরে তাকানোর ফুরসত পায় না। অন্যের তুচ্ছ তুচ্ছ দোষও বড় করে দেখে, অথচ আপন বড়-বড় অন্যায়ের প্রতি নজর পড়ে না, তাদের জন্য এ আয়াতে অতি বড় উপদেশ রয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, তোমাদের সমালোচনা যদি সহীহও হয় এবং সত্যিই অন্য লোক গোমরাহীতে লিপ্ত থাকে, তবুও তোমাদের জবাব তো দিতে হবে নিজ আমলেরই। তাই আপনার চিন্তা কর: অন্যের সমালোচনা করার ধার্মায় থেক না। তাছাড়া সমাজে যখন দুষ্কৃতি ব্যাপক হয়ে যায়, তখন সংশোধনের সর্বোত্তম দাওয়াই এটাই যে, প্রত্যেকে অন্যের কাজের দিকে না তাকিয়ে আত্মসংশোধনের ফিকির করবে। ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আত্মসংশোধনের চিন্তা জাগ্রত হলে এক প্রদীপ থেকে আরেক প্রদীপ জ্বলতে থাকবে এবং পর্যায়ক্রমে গোটা সমাজের সংশোধন হয়ে যাবে।

106 হে মুমিনগণ! ৮০ যখন তোমাদের কারণ মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্যে সাক্ষী থাকবে তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ লোক অথবা তোমাদের ছাড়া অন্যদের (অর্থাৎ অমুসলিমদের) মধ্য হতে দু'জন, যদি তোমরা যামীনে সফরে থাক এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যুর মুসিবত এসে যায়। অতঃপর তোমাদের কোনও সন্দেহ দেখা দিলে তোমরা সে দু'জনকে নামায়ের পর আটকাতে পার। তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলবে, আমরা এই সাক্ষ্যের বিনিময়ে কোনও আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তি করতে চাই না, যদিও সে কোনও আত্মীয় হয় এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করব না। ৮১ করলে আমরা গুনাহগারদের মধ্যে গণ্য হব। ♦

80. একটি বিশেষ ঘটনার প্রক্ষেপটে এ আয়াত এই বুদায়ল নামক এক মুসলিম ব্যবসা উপলক্ষে শাম গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিল তামীম ও আদী নামক দুজন খিস্টান। সেখানে পৌঁছাব পর বুদায়ল অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে তাঁর অনুমান হয়ে যায় যে, তিনি আর বাঁচবেন না। সুতরাং তিনি সঙ্গীদ্বয়কে ওসিয়ত করলেন, তারা যেন তাঁর মালামাল তার ওয়ারিশদের কাছে পৌঁছায়ে দেয়। সেই সঙ্গে তিনি এই সতর্কতা অবলম্বন করলেন যে, মালামালের একটা তালিকা তৈরি করে গোপনে সেই মালের মধ্যেই রেখে দিলেন। সে তালিকা সম্পর্কে সঙ্গীদ্বয়ের কোনও খবর ছিল না। তারা বুদায়লের ওয়ারিশদের কাছে তার মালপত্র পৌঁছিয়ে দিল। তার ভেতর সোনার গিল্ট করা একটা রূপার পেয়ালা ছিল, যার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম। সেই পেয়ালাটি বের করে তারা নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছিল। ওয়ারিশগণ যখন বুদায়লের লেখা তালিকাটি হাতে পেল, তখন সেই পেয়ালাটির কথা জানতে পারল। সুতরাং তারা তামীম ও আদীর কাছে সেটি দাবী করল। তারা কসম খেবে বলল, মালামাল থেকে তারা কোনও জিনিস সরায়ন না গোপন করেনি। কিন্তু কিছুদিন পর ওয়ারিশগণ জানতে পারল, তারা মক্কা মুকাররমায় এক স্বর্ণকারের কাছে পেয়ালাটি বিক্রি করে দিয়েছে। এর ভিত্তিতে যখন তামীম ও আদীকে চাপ দেওয়া হল, তখন তারা কথা ঘুরিয়ে দিল। বলল, আমরা আসলে পেয়ালাটি তার কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলাম, কিন্তু ক্রয় সম্পর্কে যেহেতু আমাদের কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল না, তাই আমরা প্রথমে তার উল্লেখ সমীক্ষণ মনে করিনি। এবার তারা যখন ক্রয় করার দর্বিদার হল, তখন নিয়ম অনুসারে সাক্ষী পেশ করা তাদের জন্য অপরিহার্য ছিল, কিন্তু তারা তা পেশ করতে পারল না। ফলে বুদায়লের নিকটাত্ত্বীয়দের মধ্যে থেকে দু'জন কসম করল যে, বুদায়ল পেয়ালাটির মালিক ছিল, আর এ দুই খিস্টান ক্রয়ের মিথ্যা দাবী করছে। সুতরাং নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ারিশদের পক্ষে রায় দিলেন। সে অনুযায়ী তামীম ও আদী পেয়ালাটির মূল্য আদায় করতে বাধ্য হল। ফায়সালাটি এই আয়াতের আলোকেই নিষ্পন্ন হয়েছে। আয়াতে এ রকম পরিস্থিতির জন্য একটা সাধারণ বিধানও বাতলে দেওয়া হয়েছে।

81. অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের উপর যে সাক্ষ্যের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন এবং যে সাক্ষ্য যথাযথভাবে আদায় করার হুকুম তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন, তা গোপন করব না। -অনুবাদক

107 তারপর যদি জানা যায়, তারা (মিথ্যা বলে) নিশ্চিত গুনাহে লিপ্ত হয়েছে, তবে যাদের বিপরীতে এই প্রথম ব্যক্তিদ্বয় গুনাহে লিপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্য হতে দু' ব্যক্তি এদের স্থানে (সাক্ষ্যদানের জন্য) দাঁড়াবে। ৮২ তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, ওই প্রথম ব্যক্তিদ্বয় অপেক্ষা আমাদের সাক্ষ্যই বেশি সত্য এবং (এই সাক্ষ্যদানে) আমরা সীমালংঘন করিনি। তা করলে আমরা জালিমদের মধ্যে গণ্য হব। ♦

82. এ তরজমা করা হয়েছে ইমাম রায়ী (রহ.)-এর গৃহীত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে। এ হিসেবে আলাওল্পান-এর দ্বারা প্রথম দুই সাঞ্চীকে বোঝানো হয়েছে, যারা মিথ্যা সাঙ্ঘ দিয়েছিল। কিরাআত (অর্থাৎ কুরআনের পাঠরীতি)-এর ইমাম হাফস (রহ.)-এর পাঠ অনুসারে যদি আয়াতের গঠনপ্রণালী চিন্তা করা যায়, তবে এই ব্যাখ্যাই বেশি সঠিক মনে হয়। হাফস (রহ.)^{استحق} ক্রিয়াপদটিকে কর্তৃব্যাচরণে পড়েছেন। অপর এক ব্যাখ্যায় শব্দটিকে ওয়ারিশদের বিশেষ ধরা হয়েছে, কিন্তু বাক্যের গঠন প্রণালী হিসেবে তার কারণ অতি অস্পষ্ট। কেননা তখন استحق ক্রিয়াপদটির 'কর্তা' খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দেখুন রূহল মাওনী; আল-বাহরুল মুইত ও আত-তাফসীরুল কাবীর। অবশ্য এই ক্রিয়াপদটি কর্মব্যাচরণে পড়া হলে সে তাফসীর সঠিক হয়।

108 এ পদ্ধতিতে বেশি আশা থাকে যে, লোকে (প্রথমেই) সঠিক সাক্ষ্য দেবে অথবা ভয় করবে যে, (মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে) তাদের শপথের পর পুনরায় অন্য শপথ নেওয়া হবে (যা আমাদের রদ করবে) এবং আল্লাহকে ভয় কর আর (তার পক্ষ হতে যা-কিছু বলা হয়েছে, তা কবুল করার নিয়তে) শোন। আল্লাহ অবাধ্যদেরকে হিদায়াত দান করেন না। ♦

১০৯ (সেই দিনকে স্মরণ কর), যে দিন আল্লাহ রাসূলগণকে একত্র করবেন এবং বলবেন, তোমাদেরকে কী জবাব দেওয়া হয়েছিল? তারা বলবে, আমাদের কিছু জানা নেই। যাবতীয় গুপ্ত বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান তো আপনারই কাছে। ৮৩ *

୧୧୦ (ଏଟା ଘଟିବେ ସେଇ ଦିନ) ସଥିନ ଆଲ୍ଲାହ ବଲବେନ, ହେ ମାର୍ଯ୍ୟାମେର ପୁତ୍ର ଈସା! ଆମି ତୋମାର ଓ ତୋମାର ମାଯେର ଉପର ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ କରେଛିଲାମ, ତା ଅରଣ କର ସଥିନ ଆମି ରହୁଳ କୁଦ୍ସେର ମଧ୍ୟମେ ତୋମାର ସାହାଯ୍ୟ କରେଛିଲାମ। ୮୪ ତୁମି ଦୋଲନାୟ (ଥାକୁ ଅବସ୍ଥା) ମାନୁଷେର ସାଥେ କଥା ବଲିତେ ଏବଂ ପରିଣିତ ବୟସେଓ ଏବଂ ସଥିନ ଆମି ତୋମାକେ କିତାବ ଓ ହିକମତ ଏବଂ ତାଓରାତ ଓ ଇନ୍ଜୀଲେର ଶିକ୍ଷା ଦିଯେଛିଲାମ ଏବଂ ସଥିନ ଆମାର ହୃକୁମେ ତୁମି କାଦା ଦ୍ୱାରା ପାଖିର ମତ ଆକୃତି ତୈରି କରିତେ, ତାରପର ତାତେ ଫୁଁ ଦିତେ, ଫଳେ ତା ଆମାର ହୃକୁମେ (ସତ୍ୟକାରେ) ପାଖି ହେୟ ଯେତ ଏବଂ ତୁମି ଜୟନ୍ତ ଓ କୁଠ ରୋଗୀକେ ଆମାର ହୃକୁମେ ନିରାମୟ କରିତେ ଏବଂ ସଥିନ ଆମାର ହୃକୁମେ ତୁମି ମୃତକେ (ଜୀବିତରଙ୍ଗେ) ବେର କରେ ଆନନ୍ଦେ ଏବଂ ସଥିନ ଆମି ବନୀ ଈସରାଇଲକେ ତୋମାର ଥିକେ ନିରାଶ କରେଛିଲାମ ସଥିନ ତୁମି ତାଦେର କାହେ ସୁମ୍ପଟ୍ ନିର୍ଦଶନାବଳୀ ନିଯେ ଏସେଛିଲେ, ଆର ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାରା କାଫିର ଛିଲ ତାରା ବଲେଛିଲ ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯାଦୁ ଛାଡ଼ା କିଛୁଇ ନନ୍ଦା ॥

৪৪. সূরা বাকারায় (২ : ৮৭) এর ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

୧୧୧ ସଥିନ ଆମି ହାଓଯାରୀଦେରକେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଯେ, ତୋମରା ଆମାର ପ୍ରତି ଓ ଆମାର ରାସୁଲେର ପ୍ରତି ଈମାନ ଆନ, ତଥନ ତାରା ବଲଳ, ଆମରା ଈମାନ ଆନଲାମ ଏବଂ ଆପଣି ସାକ୍ଷୀ ଥାକୁଣ ଯେ, ଆମରା ଅନୁଗ୍ରତ | ♡

১১২ (এবং তাদের এ ঘটনার বর্ণনাও শেন যে,) যখন হাওয়ারীগণ বলেছিল, হে ঈসা ইবনে মারওয়া! আপনার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য অসমান থেকে (খাদ্যের) একটা খাঞ্চা অবতীর্ণ করতে সক্ষম? ঈসা বলল, আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা মুশিন হও।

৮৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনও রকম মুজিয়ার ফরমায়েশ করা একজন মুমিনের পক্ষে কিছুতেই সমীচিন নয়। কেননা সাধারণভাবে এরূপ ফরমায়েশ তো কাফিররাই করত। অবশ্য তারা খুন্দ স্পষ্ট করে দিল যে, ফরমায়েশের কারণ অবিশ্বাস নয়, বরং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত দখে পরিপূর্ণ প্রশংসিত নাভ ও তার শোকুর আদায় করা, তখন ঈসা আলাইহিস সালাম দেয়া করলেন।

১১৩ তারা বলল, আমরা চাই যে, তা থেকে খাব এবং আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ প্রশাস্তি লাভ করবে এবং আমরা (পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রত্যয়ের সাথে) জানতে পারব যে, আপনি আমাদেরকে ঘা-কিছু বলেছেন তা সত্য, আর আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত হব।

114 (সুতরাং) টসা ইবনে মারয়াম বলল, হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান থেকে একটি খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন, যা হবে আমাদের এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য আনন্দ উদয়াপনের কারণ এবং আপনার পক্ষ হতে একটি নির্দশন। আমাদেরকে (এ নিয়ামত) অবশ্যই প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশেষ দাতা। ﴿

115 আল্লাহ বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি সে খাঞ্চা অবতীর্ণ করব, কিন্তু তারপর তোমাদের মধ্যে যে-কেউ কুফুরী করবে আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্ব জগতের অন্য কাউকে দেব না। ৮৬ ♦

86. অতঃপর আসমান থেকে সে রকম খাঞ্চা অবতীর্ণ করা হয়েছিল কি না সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদে কিছুই বলা হ্যানি। তিরমিয়ী শরীফে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রায়ি)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, খাঞ্চা অবতীর্ণ করা হয়েছিল। (তাতে ছিল কঠি ও গোশত। আদেশ করা হয়েছিল, কেউ যেন তা থেকে আগামীকালের জন্য সংরক্ষণ করে না রাখে ও খেয়ানত না করে। কিন্তু তারা সে আদেশ অমান্য করে। ফলে তাদেরকে বানর ও শূকর বানিয়ে দেওয়া হয়) এভাবে তাদেরকে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

116 এবং (সেই সময়ের বর্ণনাও শোন,) যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা ইবনে মারয়াম! তুমিই কি মানুষকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার মা' কে মারুদ্ধরণে গ্রহণ কর? ৮৭ সে বলবে, আমি তো আপনার সত্তাকে (শিরক থেকে) পরিত্ব মনে করি। যে কথা বলার কোনও অধিকার নেই, সে কথা বলার সাধ্য আমার ছিল না। আমি এরপ বলে থাকলে আপনি অবশ্যই তা জানতেন। আমার অন্তরে যা গোপন আছে আপনি তা জানেন, কিন্তু আপনার গুপ্ত বিষয় আমি জানি না। নিশ্চয়ই যাবতীয় গুপ্ত বিষয়ে আপনি সম্যক জ্ঞাত। ♦

87. খ্রিস্টানদের মধ্যে একদল তো হয়রত মারয়াম আলাইহাস সালামকে তিন খোদার একজন সাব্যস্ত করত: তাঁর পূজা করত, কিন্তু অন্যান্য দল তাকে তিন খোদার একজন না বললেও গির্জায় তার ছবি টানিয়ে যেভাবে তার পূজা করত, তা তাকে খোদা সাব্যস্ত করারই নামান্তর ছিল। সে কারণেই এ প্রশ্ন করা হয়েছে।

117 আপনি আমাকে যে বিষয়ের আদেশ করেছিলেন তা ছাড়া অন্য কিছু আমি তাদেরকে বলিনি। তা এই যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক এবং যত দিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, তত দিন আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলাম। তারপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিয়েছেন তখন আপনি স্বয়ং তাদের তত্ত্বাবধায়ক থেকেছেন। বস্তুত আপনি সব কিছুর সাক্ষী। ♦

118 যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনিই মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। ♦

119 আল্লাহ বললেন, এটা সেই দিন, যে দিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতা উপকৃত করবে। তাদের জন্য রয়েছে এমন সব উদ্যান, যার তলদেশে নহর প্রবহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই মহা সাফল্য। ♦

120 আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে, তার রাজস্ব কেবল আল্লাহরই। তিনি সবকিছুর উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান। ♦



♦ আল আনআম ♦

1 সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো বানিয়েছেন। তথাপি যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা (অন্যকে) নিজ প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। ♦

2 তিনিই সেই সন্তা, যিনি তোমাদেরকে নরম মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তারপর (তোমাদের জীবনের) একটি মেয়াদ স্থির করেছেন এবং (পুনরায় জীবিত হওয়ার) একটি নির্দিষ্ট কাল রয়েছে তারই নিকট। ১ তারপরও তোমরা সন্দেহে পড়ে রয়েছে। ♦

1. অর্থাৎ প্রত্যেকের ব্যক্তি জীবনের একটা মেয়াদ রয়েছে, সেই মেয়াদ পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে। প্রথমে সেটা কারও জানা থাকে না, কিন্তু কেউ যখন মারা যায়, তখন সকলের জানা হয়ে যায় যে, সে কত কাল জীবিত ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পর আরও একটা জীবন রয়েছে, তা কখন আসবে তা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন।

3 আর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ। তিনি তোমাদের গুপ্ত বিষয়াদিও জানেন এবং প্রকাশ্য অবস্থাসমূহও। আর তোমরা যা-কিছু অর্জন করছ তাও তিনি অবগত। ♦

4 (কাফিরদের অবস্থা এই যে,) তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের নির্দশনাবলী হতে যখনই কোনও নির্দশন আসে, তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ♦

5 সুতরাং যখন তাদের নিকট সত্য আসল তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং তারা যে বিষয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে, শীঘ্রই তাদের কাছে তার খবর পৌঁছে যাবে। ☈

2. কাফেরদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিল, তারা যদি তাদের অন্যায় জেদ বলবৎ রাখে, তবে দুনিয়াও তাদের পরিণাম অশ্বত্ত হবে এবং আধিবাতেও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু কাফিরগণ এসব কথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। এ আয়ত তাদেরকে সাবধান করছে যে, তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে শীঘ্রই তাদের সামনে তা বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দেবে।

6 তারা কি দেখেনি, আমি তাদের পূর্বে কত জাতিকে ধ্বংস করেছি? তাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দেইনি। আমি তাদের প্রতি আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং তাদের তলদেশে নদ-নদীকে প্রবহমান করেছিলাম। অতঃপর তাদের পাপাচারের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দেই এবং তাদের পর অপর মানব গোষ্ঠীকে সৃষ্টি করি। ☈

7 এবং (ওই কাফেরদের অবস্থা এই যে,) আমি যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কোনও কিতাব নায়িল করতাম, অতঃপর তারা তা নিজ হাতে স্পর্শ করে দেখত, তবুও (তাদের মধ্যে) যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা বলত, এটা স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। ☈

8 এবং তারা বলে, তার (অর্থাৎ নবীর) প্রতি কোনও ফিরিশতা অবতীর্ণ করা হল না কেন? অথচ আমি কোন ফিরিশতা অবতীর্ণ করলে তো (তাদের) বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত, তাৰপৰ আৰ তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হত না। ☈

3. এ দুনিয়া যেহেতু মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, তাই মানুষের কাছে কামনা, সে যেন নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার নীতি হল কোন গায়বী বিষয়ে চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া হলে তারপৰ আর ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। কেননা চাক্ষুষ বিষয়ে বিশ্বাস একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে পরীক্ষার কিছু নেই। এ কারণেই তো কেনও ব্যক্তি মৃত্যুর সময় ফিরিশতাদেরকে দেখার পর ঈমান আনলে তার ঈমান করুল হয় না। কাফিরদের দাবী ছিল, কোনও ফিরিশতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওহী নিয়ে আসলে সে যেন এমনভাবে আসে যাতে আমরা দেখতে পাই। কুরআন মাজীদ তার দুটি জবাব দিয়েছে। প্রথম জবাব এই যে, ফিরিশতাকে তারা চাক্ষুষ দেখে ফেললে উপরে বর্ণিত মূলনীতি মোতাবেক তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। এবং তারপৰ আৰ তার তারণে এতটুকু অবকাশ পাবে না। তখন তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত এবং যথাসময়ে ঈমান না আনলার কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কাজেই ফিরিশতাকে না দেখানোও তাদের পক্ষে এক রহমত। দ্বিতীয় জবাব দেওয়া হয়েছে প্রবর্তী আয়তে।

9 আমি যদি কোনও ফিরিশতাকে নবী বানাতাম, তবে তাকেও তো কোনও পুরুষ (-এর আকৃতিতে)-ই বানাতাম, আৰ তাদেরকে সেৱন বিপ্রমেই ফেলতাম, যেৱন বিপ্রমে তারা এখন পতিত রয়েছে। ☈

4. অর্থাৎ কোনও ফিরিশতাকে নবী বানিয়ে অথবা নবীর সমর্থনকারী বানিয়ে মানুষের সামনে পাঠালে তাকেও মানবাকৃতিতেই পাঠাতে হত। কেননা কোনও ফিরিশতাকে তার আসল রূপে দেখা কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই এ অবস্থায় কাফিরগণ তো সেই একই আপন্তির পুনরাবৃত্তি করত যে, এ তো আমাদেরই মত মানুষ। একে আমরা নবী মানব কী করে? ফলে তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যেত।

10 (হে নবী!) নিশ্চয়ই তোমার পূর্বেও বহু রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে, পরিণামে তাদের মধ্যে যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল তাদেরকে সেই জিনিসই পরিবেষ্টন করে ফেলে, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। ☈

11 (কাফেরদেরকে) বল, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, তারপৰ দেখ (নবীগণকে) অস্ত্রীকারকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল। ☈

5. আৰব মুশরিকগণ শাম দেশের বাণিজ্যিক সফর কালে ছামুদ জাতি ও হযরত লৃত আলাইহিস সালামের কওম যে এলাকায় বসবাস কৰত, তার উপর দিয়ে যাতায়াত কৰত, তখন সে জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তাদের চোখে পড়ত। কুরআন মাজীদ তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছে, তারা যেন সে সব জোতির পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ কৰে।

12 (তাদেরকে) জিজ্ঞেস কৰ, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা আছে, তা কার মালিকানাধীন? (তারপৰ তারা যদি উত্তৰ না দেয় তবে নিজেই) বলে দাও, আল্লাহরই মালিকানাধীন। তিনি রহমতকে নিজের প্রতি অবশ্য কর্তব্যরূপে স্থির কৰে নিয়েছেন (তাই তাওবা কৰলে অতীতের সমস্ত পাপ ক্ষমা কৰে দেন।) কিয়ামতের দিন তিনি অবশ্যই তোমাদের সকলকে একত্র কৰবেন, যে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। (কিন্তু) যারা কুফর ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে নিজেদের ক্ষতিসাধন কৰেছে, তারা (এ সত্যের প্রতি) ঈমান আনবে না। ☈

13 রাত ও দিনে যত সৃষ্টি বিশ্রাম গ্রহণ কৰে, সব তারই অধিকারভুক্ত। তিনি সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন। ☈

6. খুব সম্ভব ইশারা কৰা হচ্ছে যে, রাত ও দিনে যথনই মানুষ নিদ্রা যায়, তখন নিদ্রা শেষে আবার জাগ্রত্তও হয়। এই নিদ্রাও এক রকমের মৃত্যু। তখন মানুষ দুনিয়া সম্পর্কে অচেতন হয়ে যায় ও ইচ্ছা রাখিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সে যেহেতু আল্লাহ তাআলার অধিকারভুক্ত, তাই যখন

চান তিনি তাকে চেতনার জগতে ফিরিয়ে আনেন। এভাবেই বড় ও প্রকৃত মুহূর্ষ আসার পরেও মানুষ আল্লাহ তাআলার কজ্ঞাতেই থাকবে।
সুতরাং তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তাকে পুনরায় জীবন দিয়ে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিত করবেন।

- 14 বলে দাও, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব? যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যিনি (সকলকে) খাদ্য দান করেন, কারও থেকে খাদ্য গ্রহণ করেন না? বলে দাও, আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন
আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই এবং (আমাকে বলা হয়েছে) তুমি কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ♦
- 15 বলে দাও, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমার এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় রয়েছে। ♦
- 16 সে দিন যে ব্যক্তি হতেই সে শাস্তি দূরীভূত করা হবে, তার প্রতি আল্লাহ বড়ই দয়া করলেন। আর এটাই স্পষ্ট সফলতা। ♦
- 17 আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দান করেন, তবে স্বয়ং তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করেন, তবে তিনি তো সব বিষয়ে শক্তিমান। ♦
- 18 তিনি নিজ বান্দাদের উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, পরিপূর্ণভাবে অবগত। ♦
- 19 বল, (কোনও বিষয়ে) সাক্ষ্য দানের জন্য সর্বশেষ জিনিস কী? বল, আল্লাহ! (এবং তিনিই) আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি ওইরূপে এই কুরআন নায়িল করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকেও সতর্ক করি এবং যাদের নিকট এ কুরআন পৌঁছবে তাদেরকেও। এ সত্যিই কি তোমরা এই সাক্ষ্য দিতে পার যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য মাবুদও আছে? বলে দাও, আমি তো (এরাপ) সাক্ষ্য দেব না। বলে দাও, তিনি তো একই মাবুদ। তোমরা যে সকল জিনিসকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত কর, আমি তাদের থেকে বিমুখ। ♦
7. এটা প্রমাণ করে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত সারা জাহানের সমস্ত মানুষের জন্য ব্যাপক এবং কিয়ামত পর্যন্ত তিনি সকলের নবী, সর্বশেষ নবী। -অনুবাদক
- 20 যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (অর্থাৎ শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সেইরূপ চেনে, যেরূপ নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে। (তথাপি) যারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা ঈমান আনবে না। ♦
- 21 যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে অথবা তার আয়তসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে?
নিশ্চিত (জেন), জালিমগণ সফলতা লাভ করতে পারে না। ♦
- 22 সেই দিন (-কে স্মরণ কর), যখন আমি তাদের সকলকে একত্র করব, অতঃপর যারা শিরক করেছে তাদেরকে জিজেস করব,
তোমাদের সেই মাবুদগণ কোথায়, যাদের সম্পর্কে তোমরা দাবী করতে ('তারা আল্লাহর অংশীদার')? ♦
- 23 সে দিন তাদের এ ছাড়া কোনও অজুহাত থাকবে না যে, তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো মুশরিক
ছিলাম না। ♦
8. প্রথম দিকে ভীত-বিহুল অবস্থায় এরূপ মিথ্যা বলে দেবে, কিন্তু পরে যখন স্বয়ং তাদের হাত-পা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তখন সকল
মিথ্যা উন্মোচিত হয়ে যাবে, যেমন সূরা ইয়াসীন (৩৬ : ৬৫) ও সূরা হা-মীম সাজদায় (৪১ : ২১) বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে সূরা নিসায় (৪ : ৪২) গত
হয়েছে যে, তারা কোনও কথাই লুকাতে পারবে না। সামনে এ সূরারই ১৩০ নং আয়তে আসছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য
দিবে।
- 24 দেখ, তারা নিজেদের সম্পর্কে কিরূপ মিথ্যা বলে। আর তারা যে মিথ্যা (মাবুদ) উদ্ভাবন করেছিল, তা তাদের থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে
যাবে। ♦
9. অর্থাৎ তাদের তো ধারণা ছিল, তাদের দেব-দেবীগণ আল্লাহ তাআলার শরীক এবং তারা তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে, কিন্তু কিয়ামতের
দিন তাদের সে ধারণা নিষ্পত্তি প্রমাণিত হবে। সুপারিশের জন্য তারা দেব-দেবীদের কোন হাদিস পাবে না। তাদেরকে ছেড়ে তারা কোথায়
নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। -অনুবাদক
- 25 তাদের মধ্যে কতক লোক এমন, যারা তোমার কথা কান পেতে শোনে, (কিন্তু সে শোনাটা যেহেতু সত্য-সন্ধানের জন্য নয়; বরং
নিজেদের জেদ ধরে রাখার লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাই) আমি তাদের অন্তরে পর্দা ফেলে দিয়েছি। ফলে তারা তা বোঝে না; তাদের

কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছি এবং (এক-এক করে) সমস্ত নির্দশন প্রত্যক্ষ করলেও তারা ঈমান আনবে না। এমনকি তারা যখন বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য তোমার কাছে আসে তখন কাফেরগণ বলে, এটা (কুরআন) পূর্ববর্তী লোকদের উপাখ্যান ছাড়া কিছুই নয়। ❁

26 তারা (অন্যকেও) এর (অর্থাৎ কুরআনের) থেকে বিরত রাখে এবং নিজেরাও এর থেকে দূরে থাকে এবং (এভাবে) তারা নিজেরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধর্মসে নিশ্চেপ করছে না। কিন্তু তারা (তা) উপলব্ধি করে না। ❁

27 এবং (সেটা বড় ভয়ানক দৃশ্য হবে) যদি তুমি সেই সময় দেখতে পাও, যখন তাদেরকে জাহানামের পাশে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, হায়! আমাদেরকে যদি (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠানো হত, তবে আমরা এবার আমাদের প্রতিপালকের নির্দশনসমূহ অঙ্গীকার করতাম না এবং আমরা মুমিনদের মধ্যে গণ্য হতাম। ❁

28 (অর্থ তাদের এ আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হবে না), বরং পূর্বে তারা যা গোপন করত, তা তাদের সামনে প্রকাশ পেয়ে গেছে (তাই নিরূপায় হয়ে তারা এ দাবী করবে, নচেৎ) সত্যই যদি তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়, তবে পুনরায় তারা সে সবই করবে, যা থেকে তাদেরকে বারণ করা হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা ঘোর মিথ্যাবাদী। ❁

29 তারা বলে, যা-কিছু আছে তা কেবল আমাদের এই পার্থিব জীবনই। (মৃত্যুর পর) আমরা পুনর্জীবিত হওয়ারই নই। ❁

30 তুমি যদি সেই সময় দেখতে পাও, যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা (অর্থাৎ এই দ্বিতীয় জীবন) কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই, আল্লাহ বলবেন, তবে তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। যেহেতু তোমরা কুফর করতে। ❁

31 যারা আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়াকে অঙ্গীকার করেছে, নিশ্চয়ই তারা অতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবশেষে কিয়ামত যখন অকস্মাৎ তাদের সামনে এসে পড়বে তখন তারা বলবে, হায় আফসোস! আমরা এ (কিয়ামত) সম্পর্কে বড় অবহেলা করেছি এবং তারা (তখন) তাদের পিঠে নিজেদের পাপের বোঝা বহন করবে। সাবধান! তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট। ❁

32 পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছু নয়। ১০ যারা তাকওয়া অবলম্বন করে আখিরাতের নিবাসই তাদের জন্য শ্রেষ্ঠ। (এতেকুন্ত কথাও কি) তোমরা বুঝতে পার না? ❁

10. 'পূর্বে ২৯ নং আয়াতে কাফেরদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, "যা-কিছু আছে তা আমাদের এই পার্থিব জীবনই"। তার জবাবে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আখিরাতের অনন্ত-স্থায়ী জীবনের বিপরীতে দিন করকের এই পার্থিব জীবন, যাকে তোমরা সবকিছু মনে করে বসে আছ, এটা ক্রীড়া-কৌতুকের বেশি মূল্য রাখে না। যারা আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধানের প্রতি প্রক্ষেপ না করে পার্থিব জীবনের রং-তামাশার ভেতর জীবন যাপন করছে, তারা যেই ভোগ-বিলাসিতাকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে, আখিরাতে যাওয়ার পর তাদের বুঝে আসবে যে, এর মূল ক্রীড়া-কৌতুকের বেশি কিছু ছিল না। তবে যারা দুনিয়াকে আখিরাতের শস্যক্ষেত্রে বানিয়ে জীবন অতিবাহিত করে, তাদের পক্ষে দুনিয়ার জীবনও অতি বড় নিয়ামত।

33 (হে রাসূল!) আমি ভালো করেই জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার কষ্ট হয়। কেননা তারা আসলে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে না; বরং জালিমগণ আল্লাহর আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করছে। ১১ ❁

11. অর্থাৎ তাঁর সন্তাকে অঙ্গীকার করত বলেই যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেশি কষ্ট হত আসলে বিষয়টা তা নয়, তাঁর কষ্ট বেশি হত এ কারণে যে, তারা আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করত। আয়াতের এ অর্থ কুরআনের শব্দাবলীর সাথেও বেশি সঙ্গতিপূর্ণ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বত্ত্বাব ও মেজাজের সাথেও। (হয়রত ইবনে আবিস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার দেশবাসী আল-আমীন বলে ডাকত। তারা জানত, তিনি কখনও কোন ব্যাপারে মিথ্যা বলেন না। সুতরাং আবু জাহল বলত, হে মুহাম্মদ! আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলি না। আমরা তোমাকে সত্যবাদী বলেই জানি। মূলত তুমি আমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছ সেটাকেই আমরা মিথ্যা মনে করি। -অনুবাদক

34 বস্তুত তোমার পূর্বে বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে যে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে ও কষ্ট দান করা হয়েছে, তাতে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছেছে। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কথা পরিবর্তন করতে পারে। (পূর্ববর্তী) রাসূলগণের কিছু ঘটনা আপনার কাছে তো পৌঁছেছেই। ❁

35 যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে বেশি পীড়াদায়ক হয়, তবে পারলে তুমি ভূগর্ভে (যাওয়ার জন্য) কোনও সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে (ওঠার জন্য) কোনও সিঁড়ি সন্ধান কর, অতঃপর তাদের কাছে (তাদের ফরমায়েশী) কোন নির্দশন নিয়ে এসো। আল্লাহ চাইলে তাদের সকলকে হিদায়তের উপর একত্র করতেন। সুতরাং তুমি কিছুতেই অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ১২ ❁

12. আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বহু মুজিয়া (নির্দশন) দান করেছিলেন। সর্বাপেক্ষা বড় মুজিয়া হল কুরআন

মাজীদ। কেননা তিনি একজন উশ্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতি এমন বিশুদ্ধ ও অলংকারময় বাণী নাখিল হয়, যার সামনে বড় বড় কর্বি-সাহিত্যিক নতি স্থীকারে বাধ্য হয়ে যায় এবং সুরা বাকারা (২: ২৩) ও অন্যান্য সুরায় যে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে একজনও তা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। সুরা আনকাবুতে (২৯: ৫) এরই দিকে ইশারা করে বলা হয়েছে যে, একজন সত্য সন্ধানীর জন্য কেবল এই এক মুজিয়াই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু নিজেদের জেদ ও হঠকারিতার কারণে মক্ষার কাফেরগণ নিত্য-নতুন মুজিয়া দাবী করতে থাকে। এভাবে তারা যে সব বেছদু ফরমায়েশ ও দাবী-দাওয়া করত, সুরা বনী ইসরাইলে (১৭: ৮৯-৯৩) তার একটা তালিকাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে কখনও কখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও ধারণা হত তাদের ফরমায়েশী মুজিয়াসমূহের থেকে কোনও মুজিয়া দেখিয়ে দেওয়া হলে হয়ত তারা ঈমান আন্ত ও জাহাজাম থেকে রক্ষা পেত। এ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সদয় সম্বোধন করে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাদের এ দাবীর উদ্দেশ্য সত্য গ্রহণ নয়; বরং কেবল জেদ প্রকাশ এবং ঘেমন পূর্বে ২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, সব রকমের নির্দশন দেখানো হলেও তারা ঈমান আনবে না। কাজেই তাদের ফরমায়েশ পূরণ করাটা কেবল নিষ্ফল কাজই নয়; বরং সামনে ৩৭নং আয়াতে আল্লাহ তাআলার যে হিকমতের কথা বর্ণিত হয়েছে, তারও পরিপন্থ। হাঁ আপনি নিজে যদি তাদের দাবী-দাওয়া পূরণ করার জন্য তাদের কথা মত ভুগ্রভে দোকার কোনও সুড়ঙ্গ বানাতে বা আকাশে আরোহণের কোনও সিঁড়ি তৈরি করতে পারেন, তবে তাও করে দেখতে পারেন। বলা বাহুল, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছাড়া আপনি তা করতে সক্ষম হবেন না। সুতরাং তাদেরকে তাদের ইচ্ছানুরূপ মুজিয়া দেখানোর চিন্তা ছেড়ে দিন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এটাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি চাইলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে জ্ঞানপূর্বক একই দীনের অনুসারী বানানো পারতেন। কিন্তু দুনিয়ায় মানব প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষা করা, আর পরীক্ষার দাবী হল মানুষ জ্ঞানদাস্তি মূলক নয়, বরং সে তার নিজ বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগিয়ে, নিখিল বিশ্বে ছাড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আগণিত নির্দশনের ভেতর চিন্তা করে স্বেচ্ছায় খুশি মনে তাওহীদ, রিসালাত ও আধিবারতের উপর ঈমান আনবে। বস্তুত নবী-রাসূলগণ মানুষকে তাদের ফরমায়েশ অনুসারে নিত্য-নতুন কারিশমা দেখানোর জন্য নয়; বরং মহা বিশ্বে ছাড়িয়ে থাকা নির্দশনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই প্রেরিত হয়ে থাকেন। আসমানী কিতাব নায়িলের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের এ পরীক্ষাকে সহজ করে দেওয়া। তবে এসব দ্বারা উপকৃত হয় কেবল তারাই, যাদের অন্তরে সত্য জ্ঞানার আগ্রহ আছে। যারা নিজেদের জেদ ধরে রাখার জন্য কসম করে নিয়েছে, তাদের জন্য না কোনও দলীল-প্রমাণ কাজে আসতে পারে, না কোনও মুজিয়া।

36 কথা তো কেবল তারাই মানতে পারে, যারা (সত্যের আকাঙ্ক্ষী হয়ে) শোনে। আর মৃতদের বিষয়টা এই যে, আল্লাহই তাদেরকে করব থেকে উর্থাবেন, অতঃপর তাঁরাই কাছে তারা প্রত্যানীত হবে। ১৩ ♡

13. আয়াতে কাফেরদেরকে মৃতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যেহেতু তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দশনাবলীতে চিন্তা করে না, তা থেকে সবক নেয় না ও উপদেশ গ্রহণ করে না এবং রাসূলগণের বিরুদ্ধাচরণ থেকে নির্বৃত্ত হয় না, যেন তারা মৃতদেরই মত কোন আওয়াজ শোনে না, কোন দৃশ্য দেখে না, কোন কথা বোঝে না ও কোন কিছুতেই মাথা খাটায় না। সুতরাং এ জীবন্ত কাফেরগণ ঈমান আনবে বলে আশা করতে পার না। তারা তাদের কুফর অবস্থায়ই প্রকৃত মৃতদের সাথে মিলিত হবে। তারপর তাদেরই সাথে আল্লাহর কাছে প্রত্যানীত হবে এবং সেখানে তাদেরকে তাদের হঠকারী কর্মপদ্ধার কুফল ভোগ করতে হবে। -অনুবাদক

37 তারা বলে, (ইনি যদি নবী হন, তবে) তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোনও নির্দশন অবতীর্ণ করা হল না কেন? তুমি (তাদেরকে) বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ যে কোনও নির্দশন অবতীর্ণ করতে সক্ষম, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক (এর পরিণাম) জানে না। ১৪ ♡

14. এ আয়াতে ফরমায়েশী মুজিয়া না দেখানোর আরেকটি কারণের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার শাশ্বত নীতি হল, যখনই কোনও জাতিকে তাদের ইচ্ছানুরূপ মুজিয়া দেখানো হয়েছে, তখন তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, এর পরও তার যদি ঈমান না আনে তবে তাদেরকে এ দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ নির্বিহু করে দেওয়া হবে। সুতরাং ভূপৃষ্ঠ হতে এভাবে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা জানেন, মক্ষার অধিকাংশ কাফের হঠকারী স্বভাবের। ফরমায়েশী মুজিয়া দেখার পরও তারা ঈমান আনবে না। ফলে আল্লাহ তাআলার রীতি অনুসারে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপক শাস্তি দ্বারা এখনই তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা নয়। এ কারণেই তিনি তাদেরকে তাদের ফরমায়েশী মুজিয়া প্রদর্শন করেন না। যারা একুপ মুজিয়া দাবী করছে তারা এর পরিণাম জানে না। হাঁ যারা ঈমান আনবার, তারা একুপ মুজিয়া ছাড়াই অন্যান্য দলীল-প্রমাণ ও নির্দশনাবলী দেখে স্বেচ্ছায় ঈমান আনবে।

38 ভূপৃষ্ঠে যত জীব বিচরণ করে, যত পাথি তাদের ডানার সাহায্যে উড়ে, তারা সকলে তোমাদেরই মত সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকার। আমি কিতাব (লাওহে মাহফুজ)-এ কিছুমাত্র ত্রুটি রাখিনি। ১৫ অতঃপর তাদের সকলকে তাদের প্রতিপালকের কাছে একত্র করা হবে। ১৬ ♡

15. এর অন্য অর্থ হয়, 'আমি কুরআনে কিছুমাত্র ত্রুটি রাখিনি,' অর্থাৎ পার্থিব জীবনে মানুষের যত রকম দীর্ঘ নির্দেশনার দরকার ছিল মৌলিকভাবে সবই কুরআন মাজীদে আছে। হাদীস ও সুন্নাহ তারাই তাফসীর। -অনুবাদক

16. এ আয়াত জানাচ্ছে, মৃত্যুর পর মানুষই পুনরুজ্জীবিত হবে না; বরং কিয়ামতের পর অন্যান্য জীব-জন্মকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে। 'তোমাদেরই মত সৃষ্টির প্রকার' বলে বোঝানো হয়েছে, তোমাদেরকে যেমন পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তেমনি তাদেরকেও তা করা হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেন, জীব-জন্মের দুনিয়ায় একে অন্যের প্রতি যে জলুম করে থাকে, তজজন্য হাশেরের ময়দানে মজলুম জীবকে জালিমের থেকে প্রতিশেধ গ্রহণের অধিকার দেওয়া হবে। অতঃপর দুনিয়ায় তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার হক সংক্রান্ত বিধি-বিধান না থাকায় পুনরায় তাদের মৃত্যু ঘটানো হবে। এছলে এ বিষয়টা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য বাহ্যত এই যে, আরব অবিশ্বাসীগণ মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অসম্ভব মনে করত। তারা বলত, যে সকল মানুষ মরে মাটি হয়ে গেছে তাদেরকে পুনরায় একত্র করা কিভাবে সম্ভব? আল্লাহ তাআলা বলছেন, কেবল মানুষকেই কি, অন্যান্য জীব-জন্মকেও জীবিত করা হবে, অথচ তাদের সংখ্যা মানুষের চেয়ে কত বেশি। বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, দুনিয়ার শুরু হতে শেষ পর্যন্তকার অসংখ্য মানুষও জীব-জন্মের গলে-পচে যাওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্তুষ্ট করা হবে কিভাবে? পরের বাক্যে এর জবাব দেওয়া হয়েছে যে, লাওহে মাহফুজে সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে। তা এমনই এক বেকর্ড, যাতে কোনও রকম ত্রুটি-বিচুতি নেই। সুতরাং আল্লাহ তাআলার পক্ষে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের কোনওটিকেই পুনরুজ্জীবিত করা কঠিন হবে না।

39 যারা আমার আয়তসমূহ অঙ্গীকার করেছে, তারা অন্ধকারে (উদ্ব্রান্ত থেকে) বধির ও মৃক হয়ে গেছে। ১৫ আল্লাহ যাকে চান তাকে (তার হঠকারিতার কারণে) গোমরাহীতে নিষ্কেপ করেন আর যাকে চান তাকে সরল পথে স্থাপিত করেন। *

17. অর্থাৎ তারা স্বেচ্ছায় গোমরাহী অবলম্বন করে সত্য শোনা ও বলার যোগ্যতাই খতম করে ফেলেছে। প্রকাশ থকে যে, এ তরজমা করা হয়েছে সম ও কেম (অবস্থা নির্দেশক) ধরে নিয়ে, যাকে আল্লামা আলুসী (রহ.) প্রাধান্য দিয়েছেন। (এর আরেক অর্থ হতে পারে, ‘তারা বধির ও মৃক, অন্ধকারে দিশাহারা। -অনুবাদক)

40 (কাফেরদেরকে) বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে বল দেখি, তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আপত্তি হলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে? *

41 বরং তাকেই ডাকবে। অতঃপর যে দুর্দশার জন্য তাকে ডাক, তিনি চাইলে তা দূর করবেন; আর যাদেরকে (দেবতাদেরকে) তোমরা (আল্লাহর) শরীক সাব্যস্ত করছ, (তখন) তাদেরকে ভুলে যাবে। ১৬ *

18. আরব মুশরিকগণ আল্লাহ তাআলাকেই জগতের স্রষ্টা বলে স্বীকার করত, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের বিশ্বাস ছিল, বহু দেব-দেবী তাঁর সঙ্গে এভাবে শরীক যে, তাদের হাতেও অনেক কিছুর এখতিয়ার আছে। এ কারণেই তারা তাদেরকে খুশী রাখার জন্য তাদের পূজা-অর্চনা করত। কিন্তু আকস্মিক কোনও বিপদ এসে পড়লে সে সকল দেব-দেবীকে ছেড়ে আল্লাহ তাআলাকেই ডাকত, যেমন সামুদ্রিক সফরে যখন বাড়ের কবলে পড়ে পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গ রাশির ভেতর পরিবেষ্টিত হয়ে যেত, তখন এ রকমই করত। এখানে তাদের সে কর্মপস্থার উল্লেখপূর্বক প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, দুনিয়ার এসব বিপদ-আপদে যখন তোমরা আল্লাহ তাআলাকেই ডাক, তখন বড় কোন আয়াব এসে পড়লে কিংবা কিয়ামত ঘটে গেলে যে আল্লাহ তাআলাকেই ডাকবে তাতে সন্দেহ কি?

42 (হে নবী!) তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট আমি রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর আমি (তাদের অবাধ্যতার কারণে) তাদেরকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা অনুনয়-বিনয় করে। *

43 অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার (পক্ষ হতে) সংকট আসল, তখন তারা কেন অনুনয়-বিনয় করল না? বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে গেল এবং তারা যা করছিল, শয়তান তাকে তাদের কাছে শোভনীয় করে দিল। *

44 তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দুয়ার খুলে দিলাম। ১৭
অবশ্যে তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছিল যখন তাতে তারা উল্লিঙ্কিত হল, তখন আমি অকস্মাত তাদেরকে ধরলাম। ফলে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল। *

19. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সাথে আল্লাহ তাআলার নীতি ছিল এই যে, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য কখনও কখনও দুঃখ-কষ্টে ফেলতেন, যাতে বিপদে পড়লে যাদের মন নরম হয়, তারা চিন্তা-ভাবনা করার প্রতি ঝোঁকে। তারপর আবার তাদেরকে সুখগুসাচ্ছন্দ্য দান করতেন, যাতে সুখগুসাচ্ছন্দ্যের সময় যারা সত্য প্রহণের যোগ্যতা রাখে তারা কিছুটা শিক্ষা প্রাপ্ত করতে পারে। যারা উভয় অবস্থায় গোমরাহীকেই আঁকড়ে ধরত, পরিশেষে তাদের উপর আয়াব নার্থিল করা হত। সুরা আরাফেত (৭ : ৯৪-৯৫) এ বিষয়টা বর্ণিত হয়েছে।

45 এভাবে যারা জুলুম করেছিল তাদের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। *

46 (হে নবী! তাদেরকে) বল, তোমরা বল তো, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি এবং তোমাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে মোহর করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া কোন মারুদ আছে, যে তোমাদেরকে এগুলো ফিরিয়ে দেবে? দেখ, আমি কিভাবে বিভিন্ন পদ্ধায় নির্দর্শনাবলী বিবৃত করি। তা সত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। *

47 বল, তোমরা বল তো, আল্লাহর শাস্তি যদি তোমাদের উপর অকস্মাত এসে পড়ে অথবা ঘোষণা দিয়ে, (উভয় অবস্থায়) জালিমদের ছাড়া অন্য কাউকে ধ্বংস করা হবে কি? ২০ *

20. মন্ত্রার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলত, আপনি আমাদেরকে আল্লাহর যে শাস্তি সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন, সে শাস্তি এখনও আসছে না কেন? হ্যাত তাদের ধারণা ছিল, শাস্তি আসলে তো মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তার উন্তরে এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, ধ্বংস তো কেবল তারাই হবে, যারা শিরক ও জুলুমে লিপ্ত থেকেছে।

48 আমি রাসূলগণকে তো কেবল (সৎ কর্মের ক্ষেত্রে পুরক্ষারের) সুসংবাদদাতা এবং (অবাধ্যতার ক্ষেত্রে আল্লাহর আয়াব সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শনকারীরাপেই পাঠিয়ে থাকি। সুতরাং যারা ঈমান আনে ও নিজেকে সংশোধন করে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। *

49 আর যারা আল্লাহর আয়তসমূহ প্রত্যাখ্যান করে, তাদের নিরবচ্ছিন্ন অবাধ্যতার কারণে তাদের উপর অবশ্যই শাস্তি আপত্তি হবে। *

50 (হে নবী! তাদেরকে) বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন ভাগ্নার আছে। অদৃশ্য সম্পর্কেও আমি (পরিপূর্ণ) জ্ঞান রাখি না এবং আমি তোমাদেরকে একথাও বলি না যে, আমি ফিরিশতা। ১ আমি তো কেবল সেই ওহীরই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি অবজীর্ণ হয়। বল, অন্ধ ও চক্ষুশ্঵ান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না? ২

21. কাফিরগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দাবী জানাত, আপনি নবী হলে আপনার কাছে বিপুল অর্থ-সম্পদ থাকার কথা। সুতরাং এই-এই মুজিয়া দেখান। তার উত্তরে বলা হচ্ছে যে, নবী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর একত্বিয়ার আমার হাতে আছে বা আমি পরিপূর্ণ অদৃশ্য-জ্ঞানের মালিক কিংবা আমি ফিরিশতা। কাজেই তোমাদের ফরমায়েশ মত মুজিয়া দেখাচ্ছি না বলে 'আমি নবী নই' একথা প্রমাণ করার কোন সুযোগ তোমাদের নেই। বস্তুত নবী হওয়ার অর্থ কেবল এই যে, আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি ওহী নায়িল করেন এবং আমি তারই অনুসরণ করি।

51 এবং (হে নবী!) তুমি এই ওহীর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দাও, যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং না কোনও সুপারিশকারী, ৩ যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে। ৪

22. মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল, তাদের দেবতাগণ তাদের জন্য সুপারিশকারী হবে। এ আয়াতে সেই বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। কাজেই এর দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই সুপারিশকে রদ করা হচ্ছে না, যা তিনি আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে মুমিনদের অনুকূলে করবেন। অন্যান্য আয়াতে আছে, আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে সুপারিশ সন্তুষ্ট (দেখুন বাকারা, আয়াত ২৫৫)।

52 যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সকাল ও সন্ধ্যায় তাকে ডাকে, তাদেরকে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না। ৫ তাদের হিসাব-এর অন্তর্ভুক্ত কর্মসমূহ থেকে কোনওটির দায় তোমার উপর নয় এবং তোমার হিসাব (-এর অন্তর্ভুক্ত কর্মসমূহ থেকে কোনওটিরও দায় তাদের উপর নয়, যে কারণে তুমি তাদেরকে বের করে দেবে এবং জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ৬

23. মুক্তার কতক কুরাইশী নেতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলত, আপনার আশেপাশে গরীব ও নিম্নস্তরের বহু লোক থাকে। তাদের সাথে আপনার মজলিসে বসা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না। আপনি যদি তাদেরকে আপনার মজলিস থেকে বের করে দেন, তবে আমরা আপনার কথা শোনার জন্য আসতে পারি। তারই উত্তরে এ আয়াত নায়িল হয়েছে।

24. মহুস (তাদের হিসাব)-এর সর্বনামটি দ্বারা হয়ত গরীব সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে, অথবা কুরায়শ নেতৃবর্গকে। গরীব সাহাবীদের সম্পর্কে একথা বলার কারণ, কুরায়শ নেতৃবর্গ তাদের সম্পর্কে বলেছিল, তারা নিষ্ঠার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেনি, মুখে যা বলছে তা তাদের অন্তরে নেই। তাদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক। তাদের নিষ্ঠা সম্পর্কে কুরায়শ মাজীদেই বিভিন্ন স্থানে সাক্ষ দিয়েছে। এ স্থলে বলা হচ্ছে, যদি মুশরিকদের কথা সত্যও ধরে নেওয়া হয়, তবুও সে কারণে তাদেরকে মজলিস থেকে তুলে দেওয়ার কোন বৈধতা নেই। কেননা তাদের অন্তরে কি আছে না আছে, সে হিসাব নেওয়ার কোন দায়িত্ব আপনার নয় যে, তার ভিত্তিতে আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন। আপনার কাজ কেবল বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী তাদের মুসলিম গণ্য করা এবং সে অনুযায়ী তাদের সাথে আচরণ করা। অন্তরের হিসাব নেওয়া আল্লাহ তাআলার কাজ। তাঁর উপরই তা ছেড়ে দিন। আর যদি কুরায়শ নেতৃবর্গ সম্পর্কে একথা বলা হয়ে থাকে, তবে এর অর্থ হল, তাদের কাজকর্মের হিসাব দেওয়ার দায়িত্ব আপনার নয় যে, সেজন্য আপনাকে এত বেশি পেরেশান হতে হবে এবং তাদের ঈমানের লালসায় গরীব মুসলিমদেরকে তাড়িয়ে দিতে হবে। পরের আয়াতে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া তো নয়-ই; বরং তারা যখন আপনার কাছে আসবে, তখন তাদের সম্মান ও মনোরঞ্জনার্থে আপনাই প্রথমে তাদেরকে সালাম দিবেন। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করতেন এবং এ হুকুমের জন্য আল্লাহ তাআলার শুরু আদায় করতেন। -অনুবাদক

53 এভাবেই আমি তাদের কতক লোক দ্বারা কতককে পরীক্ষায় ফেলেছি, ৭ যাতে তারা (তাদের সম্পর্কে) বলে, এরাই কি সেই লোক, আমাদের সকলকে রেখে আল্লাহ যাদেরকে অনুগ্রহ করার জন্য বেছে নিয়েছেন? ৮ (যে সকল কাফের এ কথা বলছে, তাদের ধারণায়) আল্লাহ কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের সম্পর্কে (অন্যদের থেকে) বেশি জানেন না? ৯

25. অর্থাৎ গরীব মুসলিমগণ এই হিসেবে ধনী কাফেরদের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে গেছে যে, লক্ষ্য করা হবে তারা কি সত্য কথাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়, না সত্য কথাকে এই কারণে প্রত্যাখ্যান করে যে, তাঁর অনুসারীরা সব গরীব লোক।

26. এটা কাফেরদের উত্তি। গরীব মুসলিমদের সম্পর্কে তারা উপহাসমূলকভাবে একুপ কথা বলত। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া বিতরণের জন্য সারা দুনিয়ায় এই নিম্নস্তরের লোকগুলোকেই খুঁজে পেলেন, যাদেরকে তিনি জানাতের উপযুক্ত বানাতে চান?

54 যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান রাখে, তারা যখন তোমার কাছে আসে, (তখন তাদেরকে) বল, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক নিজের উপর রহমতকে অবধারিত করে নিয়েছেন; তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অজ্ঞতাবশত কোনও মন্দ কাজ করে, তারপর তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে, তবে আল্লাহ তো অতি ক্ষমশীল, পরম দয়ালু। ১০

55 এভাবে আমি নির্দশনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি (যাতে সরল পথও স্পষ্ট হয়ে যায়) এবং এতে অপরাধীদের পথও পরিষ্কার হয়ে যায়। ১১

56 (হে নবী! তাদেরকে) বল, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে (মিথ্যা উপাস্যদেরকে) ডাক, আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা

হয়েছে। বল, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করতে পারি না। করলে আমি বিপথগামী হয়ে যাব এবং আমি সৎপথপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হব না। ❁

57 বল, আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছ। তোমরা যা তাড়াতাড়ি চাচ্ছ, তা আমার কাছে নেই। ^{২৭} হ্রকুম আল্লাহ ছাড়া আর কারও চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী। ❁

27. কাফিরগণ বলত, নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন, তা আমাদের উপর সত্ত্ব কেন বর্ষণ হয় না? এ আয়াত তারই জবাবে নাখিল হয়েছে। জবাবের সারমর্ম হল শাস্তি বর্ষণ করা এবং তার যথাযথ সময় ও উপযুক্ত পন্থা নির্ধারণের এক্ষতিয়ার কেবল আল্লাহ তাআলারই হাতে। তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী তার ফায়সালা করেন।

58 বল, তোমরা যে জিনিস সত্ত্ব চাচ্ছ তা যদি আমার কাছে থাকত, তবে আমার ও তোমাদের মধ্যে ফায়সালা হয়ে যেত। আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ❁

59 আর তাঁরই কাছে আছে আদৃশ্যের কুঞ্জি। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থলে ও জলে যা-কিছু আছে, সে সম্পর্কে তিনি অবহিত। (কোনও গাছের) এমন কোনও পাতা ঝারে না, যে সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত নন। মাটির অন্ধকারে কোনও শস্যদানা অথবা আর্দ্র বা শুষ্ক এমন কোনও জিনিস নেই যা এক উন্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। ❁

60 তিনিই সেই সন্তা, যিনি রাতের বেলা (ঘুমের ভেতর) তোমাদের আত্মা (মাত্রা বিশেষে) কঙ্গা করে নেন এবং দিনের বেলা তোমরা যা-কিছু কর তা তিনি জানেন। তারপর (নতুন) দিনে তোমাদেরকে নতুন জীবন দান করেন, যাতে (তোমাদের জীবনের) নির্ধারিত কাল পূর্ণ হতে পারে। অতঃপর তার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে অবহিত করবেন। ❁

61 তিনিই নিজ বান্দাদের উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাদের জন্য রক্ষক (ফিরিশতা) প্রেরণ করেন। ^{২৮} অবশেষে যখন তোমাদের কারও মৃত্যুকাল এসে পড়ে, তখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ তাকে পরিপূর্ণরূপে উসুল করে নেয় এবং তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। ❁

28. 'রক্ষক ফিরিশতা' বলে যে সকল ফিরিশতা মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করেন, তাদেরকেও বোঝানো হতে পারে এবং সেই সকল ফিরিশতাকেও বোঝানো হতে পারে, যারা প্রতিটি লোকের দৈহিক হেফাজতের কাজে নিযুক্ত। সূরা রাদে (১৩ : ১১) তাদের কথা বর্ণিত হয়েছে।

62 অতঃপর তাদের সকলকে তাদের প্রকৃত মনিব আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। অরণ রেখ, হ্রকুম কেবল তারই চলে। তিনি সর্বাপেক্ষা দ্রুত হিসাব প্রহণকারী। ❁

63 বল, স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে সেই সময় কে তোমাদেরকে রক্ষা করেন, যখন তোমরা মিনতি সহকারে ও চুপিসারে তাকেই ডাক (এবং বল যে,) তিনি যদি এই মসিবত থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করেন, তবে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব? ❁

64 বল, আল্লাহই তোমাদেরকে রক্ষা করেন এই মসিবত থেকে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হতে। তা সত্ত্বেও তোমরা শিরক কর। ❁

65 বল, তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সক্ষম যে, তোমাদের প্রতি কোনও শাস্তি পাঠাবেন তোমাদের উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে এক দলকে পরম্পরের মুখোমুখি করে দেবেন এবং এক দলকে অপর দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন। দেখ, আমি কিভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি স্বায় স্বীয় নির্দর্শনাবলী বিবৃত করছি, যাতে তারা বুঝতে সক্ষম হয়। ❁

66 (হে নবী!) তোমার সম্প্রদায় একে (কুরআনকে) মিথ্যা বলেছে, অথচ এটা সম্পূর্ণ সত্য। তুমি বলে দাও, আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই। ^{২৯} ❁

29. অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকটি দাবি পূরণ করা আমার দায়িত্ব নয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রতিটি কাজের একটা সময় নির্ধারিত আছে। তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়াও তার অন্তর্ভুক্ত। সময় আসলে তোমরা তা জানতে পারবে। -অনুবাদক

67 প্রত্যেক ঘটনার একটা নির্ধারিত সময় আছে এবং শীঘ্ৰই তোমরা (সব) জানতে পারবে। ❁

68

যারা আমার আয়তের সমালোচনায় রত থাকে, তাদেরকে যখন দেখবে তখন তাদের থেকে দূরে সরে যাবে, যতক্ষণ না তারা অন্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। যদি শয়তান কখনও তোমাকে (এটা) ভুলিয়ে দেয়, তবে ঘৰণ হওয়ার পর জালিম লোকদের সাথে বসবে না। *

69

তাদের হিসাব (-এর অন্তর্ভুক্ত কর্মসমূহ) হতে কোন কিছুর দায় মুত্তাকীদের উপর বর্তায় না। অবশ্য উপদেশ দেওয়া (তাদের কাজ)। হয়ত তারাও (একুপ বিষয় থেকে) সাবধানতা অবলম্বন করবে। ৩০ *

30. অর্থাৎ মুত্তাকীদের কাজ হল যথাসম্ভব তাদেরকে উপদেশ দেওয়া, তারা যেসব অন্যায়-অনুচিত কাজ করছে তা থেকে তাদেরকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা এবং সেসব কাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা। আশা করা যায়, এর ফলে তারা সাবধান হয়ে যাবে এবং কুরআনের সমালোচনা ছেড়ে তার অনুসরণ করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। -অনুবাদক

70

যারা নিজেদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয় বানিয়েছে ৩১ এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলেছে, তুমি তাদেরকে পরিত্যাগ কর এবং এর (অর্থাৎ কুরআনের) মাধ্যমে (মানুষকে) উপদেশ দিতে থাক, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের কারণে গ্রেফতার না হয় যখন আল্লাহ (-এর শাস্তি) হতে বাঁচানোর জন্য তার কোনও অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না। আর সে যদি (নিজ মৃত্তির জন্য) সব রকমের মুক্তিপণ্ড পেশ করতে চায়, তবে তার পক্ষ হতে তা গৃহীত হবে না। এরাই (অর্থাৎ যারা দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয় বানিয়েছে, তারা) নিজেদের কৃতকর্মের কারণে ধরা পড়ে গেছে। কুফরে রত থাকার কারণে তাদের জন্য রয়েছে অতি গরম পানীয় ও যন্ত্রপাদায়ক শাস্তি। *

31. এর এক অর্থ এই হতে পারে যে, যে দীন অর্থাৎ ইসলামকে তাদের গ্রহণ করে নেওয়া উচিত ছিল, তারা তাকে নিয়ে উল্টো ঠাণ্ডা-বিন্দুপ করে। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা যে দীন অবলম্বন করেছে তা ক্রীড়া-কৌতুকের মত বেহুদা রসম-রেওয়াজের সমষ্টি মাত্র। উভয় অবস্থায়ই তাদেরকে পরিত্যাগ করার যে আদেশ করা হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে, তারা যখন আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহকে লক্ষ্য করে ঠাণ্ডা-বিন্দুপে রত হয়, তখন তাদের সঙ্গে বসবে না।

71

(হে নবী! তাদেরকে) বল, আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব জিনিসের ইবাদত করব, যারা আমাদের কোনও উপকারণ করতে পারে না এবং কোনও অপকারণ করতে পারে না? আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দেওয়ার পর আমরা কি সেই ব্যক্তির মত উল্টো দিকে ফিরে যাব, যাকে শয়তান ধোঁকা দিয়ে মরুভূমিতে নিয়ে গেছে, ফলে সে উদ্বাস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? তার কিছু সঙ্গী আছে, যারা তাকে হিদায়াতের দিকে ডাক দেয় যে, আমাদের কাছে এসো। বল, আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতই সত্যিকারের হিদায়াত। আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, যেন আমরা রাবুল আলামীনের সামনে নতি স্বীকার করি�। *

72

এবং (এই হৃকুমও দেওয়া হয়েছে যে,) সালাত কামেম কর এবং তাকে ভয় করে চল। তিনিই সেই সন্তা, যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। *

73

তিনিই সেই সন্তা, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন যথোচিত ৩২ এবং যে দিন তিনি (কিয়ামতকে) বলবেন, 'হয়ে যাও; তা হয়ে যাবে। তার কথা সত্যই। যে দিন শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে, সে দিন রাজত্ব হবে তাঁরই। ৩৩ তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছুই জানেন। তিনিই মহ প্রাজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে অবহিত। *

32. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি জগতকে এক সঠিক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। সে উদ্দেশ্য এই যে, যারা এখানে ভালো কাজ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা এবং যারা অনাচারী ও অত্যাচারী হবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া। এ উদ্দেশ্য তখনই পূরণ হতে পারে, যখন পার্থিব জীবনের পর আরেকটি জীবন আসবে, যে জীবনে পুরস্কার ও শাস্তি দানের এ উদ্দেশ্য পূরণ করা হবে। সামনে বলা হয়েছে যে, এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিয়ামতে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহ তাআলার পক্ষে কিছু কঠিন কাজ নয়। যখন তিনি ইচ্ছা করবেন কিয়ামতকে অস্তিত্বে আসার হৃকুম দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে তা অস্তিত্বমান হয়ে যাবে। আর তিনি যেহেতু অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সব কিছুই জানেন তাই মৃত্যুর পর মানুষকে একেব্র করাও তার পক্ষে কঠিন হবে না। অবশ্য হিকমতওয়ালা হওয়ার কারণে তিনি কিয়ামত সংঘটিত করবেন কেবল তখনই, যখন তাঁর হিকমত তা দাবী করবে।

33. দুনিয়ায়ও প্রকৃত রাজত্ব যদিও আল্লাহ তাআলার, কিন্তু এখানে বাহ্যিকভাবে বহু রাজা-বাদশাহ বিভিন্ন দেশ শাসন করছে। শিঙায় ফুঁক দেওয়ার পর এই বাহ্যিক রাজত্বও খতম হয়ে যাবে। তখন বাহ্যিক ও প্রকৃত উভয়বিধি রাজত্ব কেবল আল্লাহ তাআলারই থাকবে।

74

এবং (সেই সময়ের বৃত্তান্ত শোন) যখন ইবরাহীম তার পিতা আয়তকে বলেছিল, আপনি কি মৃত্যুদেরকে মাঝে বানিয়ে নিয়েছেন? আমি তো দেখছি, আপনি ও আপনার সম্পদায় স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছেন। *

75

আর এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব প্রদর্শন করাই। আর উদ্দেশ্য ছিল, সে যেন পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। *

76

সুতরাং যখন তার উপর রাত ছেয়ে গেল, তখন সে একটি নক্ষত্র দেখে বলল, 'এই আমার প্রতিপালক'। ৩৪ অতঃপর সোটি যখন ডুবে গেল, সে বলল, যা কিছু ডুবে যায় আমি তা পছন্দ করি না। *

34. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম 'ইরাকের বীনাওয়া' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখানকার লোকে মৃতি ও নক্ষত্র পূজা করত। তার পিতা আয়রও সেই বিশ্বাসেরই অনুসূরী ছিল; বরং সে নিজে মৃতি তৈরি করত। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম শুরু থেকেই তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শিরককে ঘৃণ করতেন। তবে তিনি নিজ সম্পদয়ের চিঞ্চা-ভাবনাকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে এই সূক্ষ্ম পদ্ধা অবলম্বন করলেন যে, তিনি চন্দ, সূর্য ও নক্ষত্রকে দেখে প্রথমে নিজ কওমের ভাষায় কথা বললেন। উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো যে, তোমাদের ধারণায় তো এসব নক্ষত্র আমার রব। তবে এসো, আমরা খতিয়ে দেখি এ ধারণা মেনে নেওয়ার উপযুক্ত কি না। সুতরাং যখন নক্ষত্র ও চন্দ ডুবে গেল এবং শেষ পর্যন্ত সূর্যও, তখন প্রত্যেকবারই তিনি নিজ কওমকে স্মরণ করালেন যে, এসব তো আস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল জিনিস। যে জিনিস নিজেই আস্থায়ী, আবার তাতে ক্রমাগত পরিবর্তনও ঘটতে থাকে, সে সম্পর্কে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, সে নিখিল বিশ্বকে প্রতিপালন করে এটা কতই না অবৌক্তিক ও নির্বাচিতপ্রসূত কথা। সুতরাং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম চন্দ, সূর্য ও নক্ষত্র সম্পর্কে যে বলেছিলেন, এগুলো তাঁর প্রতিপালক, এটা তার বিশ্বাস ছিল না এবং সে হিসেবে তিনি একথা বলেননি; বরং নিজ সম্পদয় যে বিশ্বাস পোষণ করত তার অসারাতা ও ভাস্তি তুলে ধরার লক্ষ্যেই তিনি এরূপ বলেছিলেন।

77 অতঃপর যখন সে চাঁদকে উজ্জ্বলরূপে উদ্বিত হতে দেখল তখন বলল, 'এই আমার রব।' কিন্তু যখন সেটিও ডুবে গেল, তখন বলতে লাগল, আমার রব আমাকে হিদায়াত না দিলে আমি অবশ্যই পথপ্রস্ত লোকদের দলভুক্ত হয়ে যাব। ♦

78 তারপর যখন সে সূর্যকে সমুজ্জ্বলরূপে উদ্বিত হতে দেখল, তখন বলল, এই আমার রব। এটি বেশি বড়। তারপর যখন সেটিও ডুবে গেল, তখন সে বলল, হে আমার কওম! তোমরা যে সকল জিনিসকে (আল্লাহর সঙ্গে) শরীক কর, তাদের সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। ♦

79 আমি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে সেই সন্তুর দিকে নিজের মুখ ফেরালাম, যিনি আকাশমণ্ডল ও প্রথিয়ী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। ♦

80 এবং (তারপর এই ঘটল যে,) তার সম্পদায় তার সাথে হজ্জত শুরু করে দিল। ৩৫ ইবরাহীম (তাদেরকে) বলল, তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমার সঙ্গে হজ্জত করছ, অথচ তিনি আমাকে হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা যে সকল জিনিসকে (আল্লাহর) শরীক সাব্যস্ত করছ, তারা আমার কোন ক্ষতি সাধন করার ক্ষমতা রাখে না। তাই) আমি তাদেরকে ভয় করি না। অবশ্য আমার প্রতিপালক যদি (আমার) কোন (ক্ষতি সাধন) করতে চান (তবে সর্বাবস্থায় তা সাধিত হবে)। আমার প্রতিপালকের জ্ঞান সবকিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এতদসত্ত্বেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? ♦

35. পূর্বাপর অবস্থা দ্বারা বোঝা যায়, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সম্পদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে দু'টি কথা বলেছিল। (এক) আমরা যুগ-যুগ ধরে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে প্রতিমা ও নক্ষত্রের পূজা করতে দেখছি। তাদের সকলকে পথপ্রস্ত মনে করার সাধ্য আমাদের নেই। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রথম বাক্যে এর উত্তর দিয়েছেন যে, ওই বাপ-দাদাদের কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোন ওহী আসেনি। অথচ আমার কাছে উপরে বর্ণিত যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীও এসেছে। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতের পর শিরককে কিভাবে সঠিক বলে স্বীকার করতে পারি? (দুই) তাঁর সম্পদায় সন্তুত বলেছিল, তুমি যদি আমাদের প্রতিমাসমূহ ও নক্ষত্রদের ঈশ্বরস্ত অঙ্গীকার কর, তবে তারা তোমাকে ধ্বংস করে দেবে। এর উত্তরে তিনি বলেন, আমি ওসব ভিত্তিহীন দেবতাদের ভয় করি না। কারণ কারও কোন ক্ষতি করার ক্ষমতাই ওদের নেই। বরং ভয় তো তোমাদেরই করা উচিত। কেননা তোমরা ওইসব ভিত্তিহীন দেবতাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করে মহা অপরাধ করছ। এজন্য তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাউকে শাস্তিদান ও কারও ক্ষতিসাধনের পূর্ণ ক্ষমতা আল্লাহ তাআলারই আছে, অন্য কারও নয়। যারা তাঁর তাওহীদে বিশ্বাস করে, তিনি তাদেরকে স্বত্ত্ব ও নিরাপত্তা দান করেন। কাজেই তাঁর পক্ষ হতে তাদের অনিষ্টের কোন ভয় নেই।

81 তোমরা যে সকল জিনিসকে (আল্লাহর) শরীক বানিয়ে নিয়েছ, আমি কিভাবেই বা তাদেরকে ভয় করতে পারি, যখন তোমরা ওই সকল জিনিসকে আল্লাহর শরীক বানাতে ভয় করছ না, যদের বিষয়ে তিনি তোমাদের প্রতি কোনও প্রমাণ অবর্তী করেননি? সুতরাং তোমাদের কাছে যদি কিছু জ্ঞান থাকে, তবে (বল,) দুই দলের মধ্যে কোন দল নির্ভয়ে থাকার বেশি উপযুক্ত? ♦

82 (প্রকৃতপক্ষে) যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি, ৩৬ নিরাপত্তা ও স্বত্ত্ব তো কেবল তাদেরই অধিকার এবং তারাই সঠিক পথে পৌঁছে গেছে। ♦

36. একটি সহীহ হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের 'জুলুম' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন 'শিরক' দ্বারা। কেননা অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা শিরককে 'মহা জুলুম' সাব্যস্ত করেছেন।

83 এটা ছিল আমার ফলপ্রসূ দলীল, যা আমি ইবরাহীমকে তার কওমের বিপরীতে দান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা উচ্চ মর্যাদা দান করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ♦

84 আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক (-এর মত পুত্র) ও ইয়াকুব (-এর মত পৌত্র)। তাদের প্রত্যেককে আমি হিদায়াত দান করেছিলাম। আর নৃহকে আমি আগেই হিদায়াত দিয়েছিলাম এবং তার বংশধরদের মধ্যে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকেও। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। ♦

- 85 এবং ঘাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও (হিদায়াত দান করেছিলাম)। এরা সকলে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ❁
- 86 এবং ইসমাইল, ইয়াসা, ইউনুস ও লুতকেও। তাদের সকলকে আমি বিশ্বের সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। ❁
- 87 তাদের বাপ-দাদা, সন্তানবর্গ ও তাদের ভাইদের মধ্য হতেও বহু লোককে। আমি তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম ও তাদেরকে সরল পথ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। ❁
- 88 এটা আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত, যার মাধ্যমে তিনি বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান সরল পথে পৌঁছিয়ে দেন। তারা যদি শিরক করত, তবে তাদের সমস্ত (সৎ) কর্ম নিষ্কল হয়ে যেত। ❁
- 89 তারা ছিল এমন লোক, যাদেরকে আমি কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করেছিলাম। ৩৭ সুতরাং এসব লোক (মঙ্কার মুশরিকগণ) যদি এটা (নবুওয়াত) প্রত্যাখ্যান করে, তবে (তার কোনও পরওয়া করো না। কেননা) এর (অনুসরণের) জন্য আমি এমন লোক নির্দিষ্ট করেছি, যারা এর অঙ্গীকারকারী নয়। ৩৮ ❁
37. আরব মুশরিকগণ নবুওয়াত ও রিসালাতকে অঙ্গীকার করত, তাদের জৰাবে হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার আওলাদের মধ্যে যারা নবুওয়াত লাভ করেছিলেন তাদের বরাত দেওয়া হয়েছে। হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তো আরবের পৌত্রিকগণও স্বীকার করত। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তিনি যদি নবী হতে পারেন এবং তাঁর বংশধরদের মধ্যে যদি নবুওয়াতের ধারা চালু থাকতে পারে, তবে নবুওয়াত কোনও জিনিসই নয়' এরপ মন্তব্য করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? এবং কি করেই বা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল বানিয়ে পাঠানোটা আপত্তির বিষয় হতে পারে, বিশেষত যখন তার নবুওয়াতের দলীল-প্রমাণ দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে?
38. এর দ্বারা আনসার ও মুহাজির সাহাবায়ে কিরামের দিকে ইশারা করা হয়েছে।
- 90 (উপরে যাদের কথা উল্লেখ করা হল) তারা ছিল এমন লোক, আল্লাহ যাদেরকে (বিরুদ্ধাচারীদের আচার-আচরণে সবর করার) হিদায়াত করেছিলেন। সুতরাং (হে নবী!) তুমিও তাদের পথে চলো। (বিরুদ্ধবাদীদের) বলে দাও, আমি এর (অর্থাৎ দাওয়াতের) জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রারিশ্রমিক চাই না। এটা তো বিশ্বজগতের জন্য এক উপদেশ মাত্র। ❁
- 91 তারা (কাফিরগণ) আল্লাহর স্থার্থ মর্যাদ উপলক্ষ্মি করেনি, ৩৯ যখন তারা বলেছে, আল্লাহ কোনও মানুষের প্রতি কিছু নাফিল করেননি। (তাদেরকে) বল, মূসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিল তা কে নাফিল করেছিল, যা মানুষের জন্য আলো ও হিদায়াত ছিল এবং যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠা আকারে রেখে দিয়েছিলে, ৪০ যা(-র মধ্য হতে কিছু) তোমরা প্রকাশ কর এবং যার অনেকাংশ তোমরা গোপন কর এবং (যার মাধ্যমে) তোমাদেরকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, যা তোমরা জানতে না এবং তোমাদের বাপ-দাদাগণও নয়। ৪১ (হে নবী!) তুমি নিজেই (এ প্রশ্নের উত্তরে) বলে দাও, সে কিতাব নাফিল করেছিলেন) আল্লাহ। তারপর তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা তাদের বেছদা কথাবার্তায় লিপ্ত থেকে আনন্দ-ফৃত্তি করতে থাকুক। ❁
39. এর দ্বারা এক শ্রেণীর ইয়াহুদীকে রদ করা উদ্দেশ্য। একবার মালিক ইবনে সায়ফ নামক তাদের এক নেতা মহানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে এ পর্যন্ত বলে ফেলেছিল যে, আল্লাহ কোনও মানুষের প্রতি কিছু নাফিল করেননি।
40. অর্থাৎ সম্পূর্ণ কিতাবকে প্রকাশ না করে তোমরা তাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে রেখেছিলে। যে অংশ তোমাদের মন মত হত, তা তো সাধারণের সামনে প্রকাশ করতে, কিন্তু যে অংশ তোমাদের স্বার্থের বিপরীত হত, তা গোপন করতে।
41. এর দ্বারা হয়ত ইয়াহুদীদেরকে বলা হয়েছে যে, তাওরাতের মাধ্যমে তোমাদেরকে এমন জ্ঞান সরবরাহ করা হয়েছিল, যা তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের বাপদাদারাও জানত না এবং কেবল নিজ বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে সে জ্ঞান আর্জনও করা যাব না। তোমাদের কথা অনুযায়ী আল্লাহ যদি কোন মানুষের প্রতি কোন কিতাব নাফিল না করে থাকেন, তবে সে জ্ঞান তোমরা কোথেকে লাভ করেছিলে? অথবা এর অর্থ, হে ইয়াহুদীগণ! এই কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে এমন জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে তোমরা ও তোমাদের বাপদাদাগণ জানতে না। অথবা কুরআনেরকে বলা হচ্ছে যে, ইতঃপূর্বে তোমরা দীন-ধর্ম সম্পর্কে আজ্ঞ ছিলে। কিতাব ও ঈমান কী তা জানতে না। অবশ্যে এই কুরআনের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ কোন কিছু নাফিল করেননি, তোমাদের এমন মন্তব্য সম্পূর্ণ হঠকারিতা নয় কি? -অনুবাদক
- 92 এবং এটা এক বরকতময় কিতাব, যা আমি নাফিল করেছি, যা তার পূর্ববর্তী আসমানী হিদায়াতসমূহের সমর্থক, আর যাতে তুমি এর মাধ্যমে জনপদসমূহের কেন্দ্র (মঙ্কা) ও তার আশপাশের লোকদেরকে সতর্ক কর। যারা আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, তারা এর প্রতিও বিশ্বাস রাখে এবং তারা তাদের নামায়ের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। ৪২ ❁
42. অর্থাৎ আখিরাতে বিশ্বাসের অনিবার্য ফল হল কিতাবে বিশ্বাস আনা এবং নামায ও অন্যান্য ইবাদতে যত্নবান থাকা। কেননা যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস রাখবে, সে সেখানকার জবাবদিহিতায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং জাহানামের শাস্তি হতে নাজাত পেয়ে জাহাত লাভ করার জন্য

সরল পথের সন্ধান করবে। আর কুরআনই যেহেতু সরল পথের দিশারী, তাই এতে বিশ্বাস এনে সে এর নির্দেশনা অনুযায়ী চলবে। সুতরাং সে নামায আদায়ে যত্নবান থাকবে এবং অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীও ঠিক-ঠিক আদায় করবে। -অনুবাদক

৯৩ সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, আমার প্রতি ওই নাফিল করা হয়েছে, অথচ তার প্রতি কোনও ওই নাফিল করা হয়নি এবং যে বলে, আল্লাহ যে কালাম নাফিল করেছেন, আমিও অনুরূপ নাফিল করব? ^{৪৩} তুমি যদি সেই সময় দেখ (তবে বড় ভয়াল দৃশ্য দেখতে পাবে) যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় আক্রান্ত হবে এবং ফিরিশতাগণ তাদের হাত বাড়িয়ে (বলতে থাকবে), নিজেদের প্রাণ বের কর, আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনিকর শাস্তি দেওয়া হবে, যেহেতু তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করতে এবং যেহেতু তোমরা তার নির্দর্শনাবলীর বিপরীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে। *

43. এরপ কথা বলেছিল নয়র ইবনুল হারিছ। তার জবাবেই এ আয়াত নাফিল হয়েছে। -অনুবাদক

৯৪ (কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলবেন,) তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আর আমি তোমাদেরকে যা-কিছু দান করেছিলাম, তা তোমাদের পেছনে ফেলে এসেছ। আমি তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপরিশকারীগণকে দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল, তারা তোমাদের ব্যাপারে (আমার) শরীক। প্রকৃতপক্ষে তাদের সাথে তোমাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যাদের (অর্থাৎ যে দেবতাদের) সম্পর্কে তোমাদের ধারণা ছিল (যে, তারা তোমাদের সাহায্য করবে), তারা সকলে তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে। *

৯৫ নিশ্চয় আল্লাহই শস্যবীজ ও আঁটি বিদীর্ঘকারী। তিনি প্রাণহীন বস্তু হতে প্রাণবান বস্তু নির্গত করেন এবং তিনিই প্রাণবান বস্তু হতে নিষ্প্রাণ বস্তুর নির্গতকারী। ^{৪৪} হে মানুষ! তিনিই আল্লাহ। সুতরাং তোমাদেরকে বিদ্রান্ত করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? ^{৪৫} *

44. প্রাণহীন থেকে প্রাণবান বস্তু বের করার দৃষ্টান্ত হল ডিম হতে ছানা বের করা, আর প্রাণবান হতে নিষ্প্রাণ বস্তু বের করার উদাহরণ মুরগী হতে ডিম বের করা।

45. এ তরজমার মধ্যে দু'টো বিষয় উল্লেখযোগ্য। (এক) বাহ্যত কুরআন মাজীদে 'হে মানুষ! শব্দ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা কুরআন এর মধ্যম পুরুষ বহুবচন সর্বনামের অর্থ। আরবী নিয়ম অনুযায়ী বহুবচনের সর্বনাম بِلَّه (নির্দেশিত বস্তু)-এর বহুবচন হয় না; বরং (মধ্যম পুরুষ) তথা যাকে সমোধন করে কথা বলা হয়, তার বহুবচন হয়ে থাকে। (দুই) 'তোমাদেরকে বিদ্রান্ত করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এ তরজমায় তোকেন ক্রিয়াপদ্ধতির جَوْفَكُون (কর্মবাচ্যতা)-এর প্রতি লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। এতে ইশারা করা হচ্ছে যে, তাদের কুপ্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীই তাদেরকে বিদ্রান্ত করছে।

৯৬ (তিনিই) ভোরের উদঘাটক। তিনিই রাতকে বানিয়েছেন বিশ্বামৈর সময় এবং সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন এক হিসাবের অনুবর্তী। এ সমস্ত মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ সন্তার পরিকল্পনা। *

৯৭ তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তার মাধ্যমে তোমরা স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ জানতে পার। আমি নির্দর্শনাবলী স্পষ্ট করে দিয়েছি, সেই সকল লোকের জন্য, যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায়। *

৯৮ তিনিই সেই সন্তা, যিনি তোমাদের সকলকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর (প্রত্যেকের রয়েছে) এক অবস্থানস্থল ও এক আমানত স্থল। ^{৪৬} আমি নির্দর্শনসমূহ স্পষ্ট করে দিয়েছি, সেই সকল লোকের জন্য, যারা বুঝ-সম্ভব রাখে। *

46. (অবস্থানস্থল) বলে সেই জায়গাকে, যাকে মানুষ যথারীতি ঠিকানা বানিয়ে নেয়। পক্ষান্তরে আমানত রাখার স্থানে সাময়িক অবস্থান হয়ে থাকে। সেখানে বসবাসের যথারীতি ব্যবস্থা করা হয় না। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে এ আয়তের বিভিন্ন তাফসীর করা হয়েছে। হ্যরত হাসান বসবাসী (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মস্তকে দুনিয়া, যেখানে মানুষ দন্তুরমত তার বসবাসের ঠিকানা বানিয়ে নেয়। আর আমানতস্থল দ্বারা বোঝানো হয়েছে কবর, যেখানে মানুষ মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে অবস্থান করে। অতঃপর তাকে সেখান থেকে জানাত বা জাহানামে নিয়ে যাওয়া হবে। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুকাস (রায়ি). এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, মস্তকে হলো মাঘের গর্ভ, যেখানে বাচ্চা কয়েক মাস অবস্থান করে। আর মস্তকে হল পিতার ঔরস, যেখানে শুক্রবিন্দু সাময়িকভাবে অবস্থান করে, তারপর মাত্রগর্ভে স্থানান্তরিত হয়। কতক মুফাসিসের এর বিপরীতে অর্থ বলেছেন পিতার ঔরস ও মস্তকে অর্থ করেছেন মাত্রগর্ভ, যেহেতু বাচ্চা সেখানে সাময়িকভাবে থাকে (রহুল মাআনী)।

৯৯ আর আল্লাহ তিনিই, যিনি (তোমাদের জন্য) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর আমি তা দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ধিদের চারা উদগত করেছি, তারপর তা থেকে সবুজ গাছপালা জন্মিয়েছি, যা থেকে আমি থেরে থেরে বিন্যস্ত শস্যদানা উৎপন্ন করি এবং খেজুর গাছের চুমারি থেকে (ফল-ভারে) ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি এবং আমি আঙ্গুর বাগান উদগত করেছি এবং যায়তুন ও আনারও। তার একটি অন্যটির সদৃশ ও বিসদৃশও। ^{৪৭} যখন সে বৃক্ষ ফল দেয়, তখন তার ফলের প্রতি ও তার পাকার অবস্থার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য কর। এসবের মধ্যে সেই সকল লোকের জন্য নির্দর্শন রয়েছে, যারা ঈমান আনে। *

47. এর এক অর্থ তো এই যে, কতক ফল দেখতে একটা অন্যটার মত এবং কতক স্বাদ ও আকৃতিতে একটা অন্যটা হতে ভিন্ন। আরেক অর্থ

এও হতে পারে যে, যে সব ফল দেখতে একটা অন্যটার মত, তার মধ্যেও আবার বৈশিষ্ট্যের প্রভেদ রয়েছে।

- 100 লোকে জিনদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছে, ৪৮ অথচ আল্লাহই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা অজ্ঞতাবশত তাঁর জন্য পুত্র-কন্যা গড়ে নিয়েছে, ৪৯ অথচ তারা (আল্লাহর সম্পর্কে) যা-কিছু বলে, তিনি তা থেকে পবিত্র ও বহু উৎর্ধৰ্ব। *

48. জিন দ্বারা শয়তান বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা সেই সকল লোকের আকীদার প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যারা বলত, সকল উপকারী জীব-জন্ম তো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সাপ, বিচ্ছু ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী বরং সমস্ত মন্দ জিনিস শয়তানের সৃষ্টি; সেই তাদের প্রষ্ঠা। তারা তো বাহ্যত এসব মন্দ জিনিসের সৃষ্টিকার্য হতে আল্লাহ তাআলাকে মুক্ত ঘোষণা করল, কিন্তু এতটুকু বুঝতে পারল না যে, যেই শয়তান সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর জিনিস তাকেও তো আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। মন্দ জিনিস যদি শয়তানের সৃষ্টি হয়, তবে খোদ যে আল্লাহ তাআলার বহু হিকমত ও রহস্য নিহিত আছে। কাজেই তার সৃজনকে মন্দ বলা যেতে পারে না। মহাকবি ইকবাল বলেন,

নেই হী জীব নকী কোন জমানী
কোন বৰানী কোন কৰ্তৃ কৰ্তৃ কৰ্তৃ কৰ্তৃ
'কোন বস্তু কোনও কালে নিরথক নয়, স্বষ্টির কারখানায় কোনও জিনিসই মন্দ নয়।'

49. খ্রিস্টান সম্প্রদায় হয়রত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে থাকে, আর আরব মুশারিকগণ ফিরিশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত। ইশারা সেইদিকে।

- 101 (তিনি) আসমান ও যমীনের স্বষ্টা। তার কোনও সন্তান হবে কি করে, যখন তার কোনও স্ত্রী নেই? তিনিই সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। *

- 102 তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। তিনি যাবতীয় বস্তুর স্বষ্টা। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। *

- 103 দৃষ্টিসমূহ তাঁকে ধরতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তার আয়তাধীন। তাঁর সত্তা অতি সূক্ষ্ম এবং তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত। ৫০ *

50. অর্থাৎ তাঁর সন্তা এতই সূক্ষ্ম যে, কোনও দৃষ্টি তাকে ধরতে পারে না এবং তিনি এত বেশি ওয়াকিফহাল যে, সকল দৃষ্টিই তাঁর আয়তাধীন এবং সকলের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞত। আল্লামা আল্বুসী (রহ.) একাধিক তাফসীরবিদের বরাতে এ বাকের একুপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং পূর্বাপর লক্ষ্য করলে এ ব্যাখ্যা খুবই সঙ্গত মনে হয়। প্রকাশ থাকে যে, সাধারণ কথাবার্তায় সূক্ষ্মতা বলতে শারীরিক সূক্ষ্মতা বোঝায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা শরীর থেকে মুক্ত। সুতরাং এ স্থলে সে সূক্ষ্মতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ স্তরের সূক্ষ্মতা সেটাই, যাতে শরীরত্বের আভাস মাত্র থাকে না। আল্লাহ তাআলার সন্তাকে সূক্ষ্ম বলা হয়েছে এ অর্থেই।

- 104 (হে নবী! তাদেরকে বল,) তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে জ্ঞান-বর্তিকা এসে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি চোখ খুলে দেখবে সে নিজেরই কল্যাণ করবে, আর যে ব্যক্তি অন্ধ হয়ে থাকবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আর আমি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বশীল নই। ৫১ *

51. অর্থাৎ জোরপূর্বক তোমাদেরকে মুসলিম বানিয়ে কুরুরের ক্ষতি হতে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়নি। আমার কাজ কেবল আল্লাহর বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছানো। মানা, না মানা তোমাদের কাজ।

- 105 এভাবেই আমি নির্দশনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করে থাকি, যাতে তুমি তা মানুষের কাছে (পৌঁছাও) এবং পরিশেষে তারা বলে, তুমি (কারও কাছে) শিক্ষা লাভ করেছ; ৫২ আর যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য আমি সত্যকে সুস্পষ্ট করে দেই। *

52. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ কালাম রচনা করেছেন একুপ কথা হঠকারী স্বভাবের কাফিররা পর্যন্ত বলতে লজ্জাবোধ করত। কেননা তারা তাঁর রীতি-নীতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানত এবং এটাও জানত যে, তিনি উম্মী ছিলেন, তাঁর পক্ষে নিজে কোনও বই-পুস্তক পড়ে এরাপ কালাম রচনা করা সম্ভব নয়। তাই তারা বলত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা কারও থেকে শিক্ষা করেছেন এবং একে আল্লাহর কালাম নামে অভিহিত করে মানুষের সামনে পেশ করেছেন। কিন্তু কার কাছে শিক্ষা করেছেন, তা তারা বলতে পারত না। কখনও তারা এক 'কর্মকার'-এর নাম বলত। সুরা নাহলে তা রদ করা হয়েছে।

- 106 (হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার প্রতি যে ওহি পাঠানো হয়েছে, তুমি তারই অনুসরণ কর। তিনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। যারা (আল্লাহর সঙ্গে) শিরক করে, তাদের অগ্রহ্য কর। *

- 107 আল্লাহ চাইলে তারা শিরক করত না। ৫৩ আমি তোমাকে তাদের রক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং তুমি তাদের (কাজ-কর্মের) বিস্মাদারও নও। ৫৪ *

53. পূর্বে ৩৪ নং আয়াতেও একথা বলা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক একই দীনের অনুসূচী বানিয়ে দিতেন, কিন্তু দুনিয়ায় যেহেতু মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য তাদেরকে পরীক্ষা করা, তাই এরূপ জবরদস্তি করা হয় না। কেননা পরীক্ষার দাবী হল মানুষকে দিয়ে জোরপূর্বক কিছু না করানো। বরং সে স্বেচ্ছায় নিজ বোধ-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে নিখিল বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা নির্দর্শনাবলীর মধ্যে চিন্তা করবে এবং তার ফলশ্রুতিতে খুশী মনে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে। নবীগণকে পাঠানো হয় সে সব নির্দর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবং আসমানী কিতাব নাখিল করা হয় সে পরীক্ষাকে সহজ করার লক্ষ্যে। কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হয় কেবল তারাই, যাদের অন্তরে সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা আছে।

54. কাফেরদের আচার-আচরণে যেহেতু নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে কষ্ট পেতেন, তাই তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন তারা কি করবে না করবে, তার যিস্মাদারী আপনার প্রতি ন্যস্ত করা হয়নি।

108 (হে মুসলিমগণ!) তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে (প্রান্ত মাবুদদেরকে) ডাকে, তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না। কেননা পরিণামে তারা অভ্যন্তরশত সীমালংঘন করে আল্লাহকেও গালমন্দ করবে। ৫৫ (এ দুনিয়ায় তো) আমি এভাবেই প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে সুশোভন করে দিয়েছি। ৫৬ অতঃপর তাদেরকে নিজ প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে তারা যা-কিছু করত সে সম্বন্ধে অবহিত করবেন। *

55. কাফের ও মুশরিকগণ যেই দেবতাদেরকে মাঝে বলে বিশ্বাস করে, যদিও তাদের কোনও বাস্তবতা নেই, তথাপি এ আয়াতে মুসলিমদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তারা যেন কাফেরদের সামনে তাদের সম্পর্কে অশোভন শব্দ ব্যবহার না করে। এর কারণ বলা হয়েছে এই যে, কাফেরগণ প্রতিউত্তরে আল্লাহ তাআলার সাথে বেয়াদবী করতে পারে। আর তারা যদি তা করে, তবে তোমরাই তার 'কারণ' হবে। আল্লাহ তাআলার শানে নিজে যেমন বেয়াদবী করা হারাম, তেমনি বেয়াদবীর 'কারণ' হওয়াও হারাম। ফুকাহায়ে কিরাম এ আয়াত থেকে মূলনীতি বের করেছেন যে, এমনিতে কোনও কাজ যদি জায়েয় বা মুস্তাহব হয়, কিন্তু তার ফলে অন্য কারণ গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে সে ক্ষেত্রে সেই জায়েয় বা মুস্তাহব কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে কোনও ফরয বা ওয়াজিব কাজ ত্যাগ করা জায়েয় হবে না। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে হলে 'মাআরিফুল কুরআন' গ্রন্থের এই আয়াত সম্পর্কিত তাফসীর দেখা যেতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, আরববাসী যদিও আল্লাহ তাআলাকে মানত এবং মৌলিকভাবে তারাও আল্লাহ তাআলার সাথে বেয়াদবী করাকে জায়েয় মনে করত না, কিন্তু জেদের বশবর্তীতে তাদের দ্বারা এরূপ কোনও কাজ হয়ে যাওয়া কিছু অসম্ভব ছিল না। সুতরাং কোন কোনও রিওয়ায়াতে আছে, তাদের কিছু লোক মহানূরী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হৃষক দিয়েছিল, আপনি যদি আমাদের দেব-দেবীদের মন্দ বলেন, তবে আমরাও আপনার রকমকে মন্দ বলব।

56. মূলত এটা একটি সন্তাব্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি এই যে, কাফেরগণ আল্লাহ তাআলার শানে বেয়াদবী করলে দুনিয়াতেই তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় না কেন? উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, তাদের জেদ ও হঠকারিতার কারণে আমি তাদেরকে তাদের আপন হালে ছেড়ে দিয়েছি। ফলে তারা মনে করছে, তাদের কাজ-কর্ম বড় ভালো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সকলকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। সে দিন তারা টের পাবে, তারা যা-কিছু করত প্রকৃতপক্ষে তা কেমন ছিল।

109 তারা আল্লাহর নামে অতি জোরালো কসম খেয়ে বলে, তাদের কাছে যদি সত্যই কোন নির্দর্শন (অর্থাৎ তাদের কাঞ্চিত মুজিয়া) আসে, তবে তারা অবশ্যই তাতে ঈমান আনবে। (তাদেরকে) বলে দাও, সমস্ত নির্দর্শন আল্লাহর হাতে ৫৭ এবং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কিভাবে জানবে, প্রকৃতপক্ষে তা (অর্থাৎ তাদের কাঞ্চিত মুজিয়া) আসলেও তারা ঈমান আনবে না। *

57. এর ব্যাখ্যার জন্য এ সূরারই ১০৭নং আয়াতের ৫৩ নং টীকা দেখুন।

110 তারা যেমন প্রথমবার এর (অর্থাৎ কুরআনের মত মুজিয়া) প্রতি ঈমান আনেনি, তেমনি আমি, (তার প্রতিফলনকার্য) তাদের অন্তর ও দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে দেব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে উদ্ব্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে দেব। *

111 আমি যদি তাদের কাছে ফিরিশতা পাঠিয়েও দিতাম এবং মৃত ব্যক্তিরা তাদের সাথে কথাও বলত এবং (তাদের ফরমায়েশী) সকল জিনিস তাদের চোখের সামনে হাজির করে দিতাম, ৫৮ তবুও তারা ঈমান আনবার ছিল না। অবশ্য আল্লাহ যদি চাইতেন (যে, তাদেরকে জোরপূর্বক ঈমান আনতে বাধ্য করবেন, তবে সেটা ছিল ভিন্ন কথা, কিন্তু এরূপ ঈমান কাম্য ও ধর্তব্য নয়)। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক অজ্ঞতাসুলভ কথা বলে। ৫৯ *

58. কাফেরগণ এ সকল জিনিসের ফরমায়েশ করত। সুরা ফুরকানে (আয়াত ২৫ : ২১) তাদের দাবী বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলত, আমাদের কাছে ফিরিশতা পাঠানো হল না কেন? সুরা দুখানে বলা হয়েছে (আয়াত ৪৪ : ৩৬), তারা দাবী করত, আমাদের বাপ-দাদাদেরকে জীবিত করে আমাদের সামনে উপস্থিত কর।

59. অর্থাৎ সত্যি কথা হচ্ছে, সব রকমের মুজিয়া দেখলেও এসব লোক ঈমান আনবে না। তথাপি যে এসব দাবী করছে, এটা কেবল তাদের দিয়েছি অর্থাৎ মানব ও জিনদের মধ্য হতে শয়তান কিসিমের লোকদেরকে, যারা ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে বড়

112 এবং (তারা যেমন আমার নবীর সাথে শক্রতা করছে) এভাবেই আমি (পূর্ববর্তী) প্রত্যেক নবীর জন্য কোনও শক্র জন্ম দিয়েছি অর্থাৎ মানব ও জিনদের মধ্য হতে শয়তান কিসিমের লোকদেরকে, যারা ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে বড়

চমৎকার কথা শেখাত। আল্লাহ চাইলে তারা এরাপ করতে পারত না। ৬০ সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যা রচনার কাজে পড়ে থাকতে দাও। *

60. এ স্থলে পুনরায় সেই কথাই বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা চাইলে শয়তানদেরকে এ ক্ষমতা নাও দিতে পারতেন এবং মানুষকে জোরপূর্বক ঈমান আনতে বাধ্য করতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য যেহেতু পরীক্ষা করা, তাই তিনি এরাপ করছেন না।

113 এবং (নবীদের শক্রুরা চমৎকার-চমৎকার কথা বলে) এজন্য যাতে আধিরাতে যারা ঈমান রাখে না, তাদের অস্তর সে দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তারা তাতে মগ্ন থাকে আর তারা যে সব অপকর্ম করার তা করতে থাকে। *

114 (হে নবী! তাদেরকে বল,) আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সালিস বানাব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি এ কিতাব নাখিল করেছেন বিস্তারিত বিবরণরূপে? (পূর্বে) যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা নিশ্চিতভাবে জানে, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্য নিয়ে অবর্তীর্ণ হয়েছে। সুতরাং কিছুতেই তুমি সন্ধিহানদের অস্তুক্ত হয়ো না। *

115 তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে পরিপূর্ণ। তাঁর কথার কোনও পরিবর্তনকারী নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *

116 তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ বাসিন্দার পেছনে চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো ধারণা ও অনুমান ছাড়া অন্য কিছুর অনুগমন করে না। এবং তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথাই বলা। *

117 নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালো করে জানেন, কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং তিনিই ভালো করে জানেন, কারা সৎপথে আছে। *

118 সুতরাং এমন সব (হালাল) পশ্চ থেকে খাও, যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে যদি তোমরা সত্যিই তার নির্দর্শনাবলীতে ঈমান রাখ। ৬১ *

61. যারা কেবল অনুমান ভিত্তিক ধর্মের অনুসরণ করে, এতক্ষণ তাদের সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। তারা তাদের সে সব পথপ্রস্তুতার কারণেই আল্লাহ তাআলার হালাল কৃত বন্ধুকে হারাম বলত এবং আল্লাহ তাআলা যে জিনিসকে হারাম করেছেন তাকে হালাল মনে করত। এমনকি একবার কতিপয় কাফের মুসলিমদের প্রতি পশ্চ তুলেছিল যে, যে পশ্চকে আল্লাহ তাআলা হত্যা করেন, অর্থাৎ যা স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, তোমরা তাকে মৃত ও হারাম সাব্যস্ত করে থাক; আর যে পশ্চকে তোমরা নিজেরা হত্যা কর তাকে হালাল মনে কর। তারই উত্তরে এ আয়াত নাখিল হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হালাল ও হারাম করার এখতিয়ার সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, যে পশ্চ আল্লাহর নামে যবাহ করা হয় তা খাওয়া হালাল; আর যে পশ্চ যবাহ ছাড়াই মারা যায় কিংবা যা যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না তা হারাম। যারা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস রাখে, আল্লাহর এ ফায়সালার পর তাদের পক্ষে নিজেদের মনগত ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে কেবল কিছুকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করা সাজে না।

চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে যে, কাফেরদের উপরে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে এই যুক্তি ও পেশ করা যেত যে, যে পশ্চকে যথারীতি যবাহ করা হয়, তার রক্ত ভালোভাবে বের হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে পশ্চ এমনিতেই মারা যায়, তার রক্ত তার শরীরেই থেকে যায়, ফলে তার গোশত নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এর তাৎপর্য বর্ণনা করেননি; বরং কেবল এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে, যা-কিছু হারাম তা আল্লাহ নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তাঁর বিধানাবলীর বিপরীতে নিজের কাল্পনিক ঘোড়া হাঁকানো কেন মুমিনের কাজ হতে পারে না। এভাবে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, যদিও আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হৃকুমের মধ্যে কোনও না কোনও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, কিন্তু নিজ আনুগত্যকে সেই তাৎপর্য বোঝার উপর মওকুফ রাখা মুসলিম ব্যক্তির কাজ নয়। তার কর্তব্য আল্লাহ তাআলার কোনও আদেশ এসে গেলে বিনা বাক্যে তা পালন করে যাওয়া, তাতে সে আদেশের তাৎপর্য বুঝে আসুক বা নাই আসুক।

119 তোমাদের জন্য এমন কী বাধা আছে, যদুরুন তোমরা যে সকল পশ্চতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে তা থেকে খাও না? অথচ তিনি তোমাদের জন্য (সাধারণ অবস্থায়) যা-কিছু হারাম করেছেন তা তিনি তোমাদেরকে বিশদভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তবে তোমরা যা খেতে বাধ্য হয়ে যাও (তার কথা ভিন্ন। হারাম হওয়া সত্ত্বেও তখন তা খাওয়ার অনুমতি থাকে)। বহু লোক কোনও রকমের জ্ঞান ছাড়া (কেবল) নিজেদের খেয়াল-খুন্দীর ভিত্তিতে (অন্যদেরকে) বিপর্যামী করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। *

120 তোমরা প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয় প্রকার পাপ ছেড়ে দাও। ৬২ নিশ্চয়ই যারা পাপ কামাই করে, তাদেরকে শীঘ্রই সেই সমস্ত অপরাধের শাস্তি দেওয়া হবে, যাতে তারা লিপ্ত হয়। *

62. প্রকাশ্য গুনাহ হল সেইগুলো যা মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা করে, যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা, ধোঁকা দেওয়া, মুষ খাওয়া, মদ পান করা, ব্যভিচার করা ইত্যাদি। আর গোপনগুনাহ হল সেইগুলি যা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন হিংসা, বিদ্রো, রিয়া, অহংকার, অন্যের অনিষ্ট কামনা ইত্যাদি। প্রথম প্রকার গুনাহের আলোচনা করা হয় ফিকহের কিতাবে এবং ফুকাহায়ে কিরাম থেকে তার শিক্ষা লাভ করতে হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার গুনাহ সম্পর্কে আলোচনা হয় তাসাওউফ ও ইহসানের কিতাবে এবং তার শিক্ষা-দীক্ষার জন্য মাশায়েথে কিরামের শরণাপন হতে হয়। নিজের অন্তর্জর্গতকে গুপ্ত গুনাহ হতে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে কোন দিশার সাথে সম্পর্ক স্থাপনই হল তাসাওউফের মূল কথা। কিন্তু আফসোস! বহু লোক তাসাওউফের এই হাকীকত ভুলে গিয়ে একরাশ বিদআত ও বেহুদা কাজের নাম রেখে দিয়েছে তাসাওউফ। হাকীমুল উন্মত হ্যরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) তাঁর বিভিন্ন রচনায় এ বিষয়টা পরিষ্কার করেছেন। তাসাওউফ কী

ও কেন, তা সহজে বোঝার জন্য হয়রত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) রচিত 'দিল কী দুনিয়া' পুস্তিকাখানি পড়ুন। [এর বঙ্গানুবাদ "আত্মশুদ্ধি" নামে মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।]

121 যে পঞ্চতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা থেকে খেও না। একপ করা কঠিন গুনাহ। (হে মুসলিমগণ!) শয়তানেরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিতর্ক করার জন্য প্রোচনা দিতে থাকে। তোমরা যদি তাদের কথা মত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে। *

122 একটু বল তো, যে ব্যক্তি ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য এক আলোর ব্যবস্থা করেছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, ৬৩ সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে অন্ধকার দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা থেকে সে কখনও বের হতে পারবে না? এভাবেই কাফেরদের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্মকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। *

63. এখনে আলো দ্বারা ইসলামের আলো বোঝানো হয়েছে। 'মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে বলে ইশারা করা হয়েছে যে, 'মানুষ দুনিয়ার কাজ-কর্ম ছেড়ে-ছেড়ে দিয়ে এবং লোকের সঙ্গে মেলামেশা বাদ দিয়ে এক কোণায় ইবাদত-বন্দেশীতে বসে থাকবে' এটা ইসলামের শিক্ষা নয়। ইসলামের দাবী তো এই যে, সে মানব সাধারণের একজন হয়েই থাকবে, তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম করবে এবং তাদের হক আদায় করবে; কিন্তু সে যেখানেই যাবে ইসলামের আলো সঙ্গে নিয়ে যাবে অর্থাৎ এ সবকিছুই করবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী।

123 এভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের প্রধানদেরকে (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করার অবকাশ দিয়েছি। ৬৪ তারা যে চক্রান্ত করে, (প্রকৃতপক্ষে) তা অন্য কারও নয়; বরং তাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে যায়, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। *

64. এর দ্বারা মুসলিমদেরকে সন্তুষ্ট দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরগণ তাদের বিরুদ্ধে যে সব চক্রান্ত করে তারা যেন তাতে উদ্বিগ্ন না হয়। এ জাতীয় চক্রান্ত সব যুগেই নবীগণ ও তাদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে হয়ে আসছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুমিনগণই কৃতকার্য হয়েছে, আর তাদের শক্রগণ যে চক্রান্ত করেছে তা দ্বারা তারা নিজেরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কখনও তো এ দুনিয়াতেই তাদের সে ক্ষতি প্রকাশ পেয়েছে, আবার কখনও তা দুনিয়ায় গুপ্ত রাখা হয়েছে, কিন্তু তারা আখিরাতে টের পাবে যে, আসলে তারা কাঁটা পুতেছিল নিজেদেরই বিরুদ্ধে।

124 যখন তাদের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের) কাছে (কুরআনের) কোন আয়াত আসে, তখন বলে, আল্লাহর রাসূলগণকে যা দেওয়া হয়েছিল, সে রকম জিনিস আমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত না দেওয়া হবে, ৬৫ ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছুতেই ঈমান আনব না। অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন, তিনি তাঁর রিসালাত কার উপর ন্যস্ত করবেন। যারা (এ জাতীয়) অন্যায় উঙ্গি করেছে, তাদেরকে তাদের ঘড়যন্ত্রের প্রতিফল হিসেবে আল্লাহর কাছে (গিয়ে) লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। *

65. অর্থাৎ নবীগণের প্রতি যেমন ওহী নায়িল করা হয়েছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তেমনি ওহী আমাদের উপর নায়িল না করা হবে এবং তাদেরকে যেমন মুজিয়া দেওয়া হয়েছিল সে রকম মুজিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে না দেওয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঈমান আনব না। সারকথা এই যে, তাদের দাবী ছিল, তাদের প্রত্যেককে পরিপূর্ণ নবুওয়াত দান করতে হবে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এর উন্নত দিয়েছেন যে, নবুওয়াত কাকে দান করা হবে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

125 আল্লাহ যাকে হিদায়াত দানের ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ ইসলামের জন্য খুলে দেন; আর যাকে (তার হঠকারিতার কারণে) পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন (ফলে ঈমান আনয়ন তার পক্ষে এমন কঠিন হয়ে যায়), যেন তাকে জবরদস্তি মূলকভাবে আকাশে চড়তে হচ্ছে। যারা ঈমান আনে না, আল্লাহ এভাবেই তাদের উপর (কুফরের) কালিমা লেপন করেন। *

126 এবং এটা (অর্থাৎ ইসলাম) তোমার প্রতিপালকের (দেওয়া) সরল পথ। উপদেশ গ্রহণ করে এমন সম্প্রদায়ের জন্য (এ পথের) নির্দেশনাবলী স্পষ্টকর্তৃপক্ষে বর্ণনা করে দিয়েছি। *

127 তাদের জন্যই তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে সুখগুণশাস্তির নিবাস। আর তারা যা-কিছু করে তার দরুণ তিনিই তাদের রক্ষাকর্তা। *

128 (সেই দিনের কথা মনে রেখ) যে দিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্র করবেন (এবং দুষ্ট জিনদেরকে বলবেন), হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা বিপুল সংখ্যক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। মানুষের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু, তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একে অন্যের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করেছি। ৬৬ এবং এখন আমরা আমাদের সেই সময়ে উপনীত হয়েছি, যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। আল্লাহ বলবেন, (এখন) আগুনই তোমাদের ঠিকানা, যাতে তোমরা সর্বদা থাকবে যদি না আল্লাহ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। ৬৭ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হিকমতওয়ালা, সর্বজ্ঞ। *

66. মানুষ তো শয়তানের দ্বারা এভাবে আনন্দ উপভোগ করেছে যে, তাদের প্রোচনায় পড়ে নিজ খেয়াল-খুশী মত চলেছে ও কুপ্রবণ্ডির চাহিদা পূরণ করেছে। এভাবে মানুষ এমন সব গুনাহে লিপ্ত থেকেছে, যা দ্বারা বাহ্যিকভাবে আনন্দ-ফূর্তি লাভ হয়। অপর দিকে শয়তানেরা মানুষের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করেছে এভাবে যে, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পেরে তাদের মন ভরেছে এবং বিভ্রান্ত মানুষ তাদের মর্জিমত কাজ করায় তারা হর্ষবোধ করেছে। বন্ধুত তারা একথা বলে নিজেদের ক্রান্তি স্বীকার করবে এবং খুব সম্ভব এর পর ক্ষমাও প্রার্থনা করত, কিন্তু

এর বেশি কিছু বলার হয়ত সাহসই হবে না অথবা ক্ষমার সময় গত হয়ে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের কথা শেষ করতে দেবেন না; বরং তার আগেই বলবেন, এখন ক্ষমা ও প্রতিকারের সময় নয়। এখন তোমাদেরকে জাহানামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

67. এ কথার যথাথ� মতলব তো আল্লাহ তাআলাই জানেন। বাহ্যত বোৱা যায়, এই ব্যত্যয়মূলক বাক্য দ্বারা দুটি বিষয়ের প্রতি ইশারা করা উদ্দেশ্য।

(এক) কাফেরদের শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়ার যে ফায়সালা আল্লাহ তাআলা নেবেন, কোনও সুপারিশ বা কারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে তার কোনও পরিবর্তন সম্ভব হবে না। কেননা এ বিষয়ের যাবতীয় সিদ্ধান্ত আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী স্থিরীকৃত হবে; আর তাঁর সে ইচ্ছা হবে তাঁর হিকমত ও জ্ঞান অনুসারে, যা পরের বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে।

(দুই) কাফেরদেরকে স্থায়ীভাবে জাহানামে রাখতে আল্লাহ তাআলা বাধ্য নন। সুতরাং ধরে নেওয়া যাক, তাঁর ইচ্ছা হল কোন কাফেরকে তা থেকে বের করে আনবেন, সেমতে তিনি যদি তা করেন, তবে যৌক্তিকভাবে সেটা অসম্ভব কিছু নয়। কেননা এই ইচ্ছার বিপরীতে তাকে বাধ্য করার সাধ্য কারণ নেই। এটা ভিন্ন কথা যে, নিজ জ্ঞান ও হিকমত অনুযায়ী কাফেরকে স্থায়ীভাবে জাহানামে রাখাই তাঁর ইচ্ছা।

১২৯ এভাবেই আমি জালেমদের কতককে কতকের উপর তাদের কৃতকর্মের কারণে আধিপত্য দান করে থাকি। ৬৮ ❁

68. অর্থাৎ কাফেরদের উপর তাদের জেদ ও হঠকারিতার কারণে যেমন শয়তানদেরকে আধিপত্য দেওয়া হয়েছে, যারা তাদেরকে বিপথে চালাতে তৎপর থাকে, তেমনিভাবে জালেমদের দুর্কর্মের কারণে আমি তাদের উপর অন্য জালেমদেরকে আধিপত্য দিয়ে থাকি। সুতরাং এক হাদিসে আছে, যখন কোনও দেশের মানুষ ব্যাপকভাবে মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন তাদের উপর জালেম শাসক চাপিয়ে দেওয়া হয়। অপর এক হাদিসে আছে, কোনও ব্যক্তি কোনও জালেমকে তার জুলুমের কাজে সাহায্য করলে আল্লাহ তাআলা ওই জালেমকেই সেই সাহায্যকারীর উপর চাপিয়ে দেন। (ইবনে কাসীর)

এ আয়াতের আরও এক তরঙ্গমা করা সম্ভব। তা এই যে, ‘এভাবেই আমি জালেমদের কতককে কতকের সঙ্গী বানিয়ে দেব।’ এ হিসেবে আয়াতের মতলব হবে এই যে, শয়তানগণও জালেম এবং তাদের অনুসারীগণও। সুতরাং আধিরাতেও আমি তাদের একজনকে অন্যজনের সাথী বানিয়ে দেব। বহু মুফাসিসির আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

১৩০ হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে এমন রাসূল আসেনি, যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনাত ৬৯ এবং তোমাদেরকে এ দিনের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করত, যে দিনে আজ তোমার উপনীত হয়েছ? তারা বলবে, (আজ) আমরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম (যে, সত্যিই আমাদের কাছে নবী-রাসূল এসেছিলেন, কিন্তু আমরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম)। ৭০ (প্রকৃতপক্ষে) পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় নিষ্কেপ করেছিল। আর আজ তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল যে, তারা কাফের ছিল। ❁

69. মানুষের মধ্যে নবী-রাসূলের আগমনের বিষয়টা তো সুস্পষ্ট। এ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে কতক আলেম বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে জিন জাতির মধ্যেও নবী-রাসূলের আগমন হত। অন্যদের মতে জিনদের মধ্যে স্বতন্ত্র কোনও নবীর আগমন হয়নি; বরং মানুষের মধ্যে যে সকল নবী পাঠানো হত, তারা জিনদেরকেও দীনের পথে ডাকতেন তাদের ডাকে যে সকল জিন ইসলাম গ্রহণ করত, তারা নবীদের প্রতিনিধি স্বরূপ অন্যান্য জিনদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাত। সূরা জিনে এটা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে উভয় মতের অবকাশ আছে। কেননা আয়াতে বোঝানো উদ্দেশ্য যে, জিন ও মানব উভয় জাতির মধ্যে যথাযথভাবে প্রচারকার্য চালানো হয়েছিল, আর এটা উভয়ভাবেই সম্ভব।

70. পূর্বে ২৩নং আয়াতে বলা হয়েছে, প্রথম দিকে তারা মিথ্যা বলার চেষ্টা করবে, কিন্তু যখন তাদের নিজেদের হাত-পাই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন তারাও সত্য বলতে বাধ্য হয়ে যাবে। বিস্তারিত জানার জন্য ২৩ নং আয়াতের টাকা দেখুন।

১৩১ এটা (অর্থাৎ নবী প্রেরণের ধারা) ছিল এজন্য যে, কোনও জনপদকে সীমালংঘনের কারণে এ অবস্থায় ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের পছন্দ ছিল না যে, তার অধিবাসীগণ অনবিহিত থাকবে। ৭১ ❁

71. এর দুই অর্থ হতে পারে (এক) জনপদবাসীদেরকে কোনও সীমালংঘনের কারণে ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস করা আল্লাহ তাআলার পছন্দ ছিল না, যতক্ষণ না নবীগণের মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা হয়। (দুই) আল্লাহ তাআলা মানুষকে সতর্ক না করেই ধ্বংস করার মত বাঢ়াবাড়ি করতে পারেন না।

১৩২ সব ধরনের লোকের জন্য তাদের কৃতকর্ম অনুসারে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তারা যা-কিছুই করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক উদাসীন নন। ❁

১৩৩ তোমার প্রতিপালক বেনিয়ায, দয়াশীলও বটে। ৭২ তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে (পৃথিবী থেকে) অপসারণ করতে এবং তোমাদের পরে তোমাদের স্থানে যাকে চান আনয়ন করতে পারেন যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্পদায়ের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন। ৭৩ ❁

72. অর্থাৎ তিনি যে নবী-রাসূল প্রেরণের ধারা চালু করেছিলেন, সেটা এ কারণে নয় যে, তিনি তোমাদের ইবাদতের মুখাপেক্ষী। তিনি তোমাদের পরে বেনিয়ায হওয়ার সাথে সাথে দয়াময়ও, তাই তিনি মানুষকে সঠিক কর্মপন্থার দিশা দেওয়ার জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, যার অনুসরণ দ্বারা তারা দুনিয়া ও আধিরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারে।

73. আজকের সমস্ত মানুষ যেমন অতীতের সেই সকল লোকের বংশধর, যাদের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। তেমনি আল্লাহ তাআলার এ ক্ষমতাও আছে যে, তিনি আজকের সমস্ত লোককে একই সঙ্গে ধ্বংস করে দিয়ে আপন এক জাতির অস্তিত্ব দান করবেন, কিন্তু নিজ রহমতের কারণে এরূপ করছেন না।

134 নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে জিনিসের ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তার আগমন অবধারিত ৪৪ এবং তোমরা (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না। ♦

74. এর দ্বারা আথিরাত, জামাত ও জাহানাম বোঝানো হয়েছে।

135 (হে নবী! ওই সকল লোককে) বল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আপন স্থানে (নিজেদের নিয়ম অনুসারে) কাজ করতে থাক, আমিও (নিজ নিয়ম অনুসারে) কাজ করছি। শীঘ্ৰই জানতে পারবে, এ দুনিয়ার পরিণাম কার অনুকূলে যায়। (আপন স্থানে) এটা নিশ্চিত সত্য যে, জালেমগণ কৃতকার্য হয় না। ♦

136 আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা তার মধ্যে আল্লাহর জন্য একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে। ৪৫ সুতরাং তারা নিজ ধারণা অনুযায়ী বলে, এ অংশ আল্লাহর এবং এটা আমাদের শরীকদের (অর্থাৎ দেব-দেবীদের)। অতঃপর যে অংশ তাদের শরীকদের জন্য, তা (কখনও) আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, আর যে অংশ আল্লাহর জন্য, তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে। তারা যা স্থির করে নিয়েছে তা কর্তৃত না নিকুঠি! ♦

75. এখান থেকে ১৪৪ নং আয়াত পর্যন্ত আরব মুশরিকদের কতগুলো ভিত্তিহীন রসম-রেওয়াজ বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা যৌক্তিক ও জ্ঞানগত কোনও ভিত্তি ছাড়াই বিভিন্ন কাজকে নানা রকম মনগড়া করাগে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করেছিল, যেমন নিষ্ঠুরভাবে সন্তান হত্যা। তাদের কারও কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাকে নিজের জন্য লজ্জার বিষয় মনে করত। তাই তাকে মাটির নিচে জ্যান্ত পুঁতে রাখত। অনেকে কন্যা সন্তান জীবিত করে দিত এ কারণে যে, তাদের বিশ্বাস ছিল, ফিরিষ্টাগণ আল্লাহর কন্যা। তাই মানুষের জন্য কন্যা সন্তান রাখা সম্মিলীয় নয়। অনেক সময় পুত্র সন্তানকেও খাদ্যভাবের ভয়ে হত্যা করত। অনেকে মান্যত করত, আমার দশম সন্তান পুত্র হলে তাকে দেবতা বা আল্লাহর নামে বলি দেব। এছাড়া তারা তাদের শস্য ও গবাদি পশুর ক্ষেত্রেও আজব-আজব বিশ্বাস তৈরি করে নিয়েছিল। তার একটি এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তারা তাদের ক্ষেত্রের ফসল ও গবাদি পশুর দুধ বা গোশতের একটা অংশ আল্লাহর জন্য ধার্য করত (যা মেহমান ও গরীবদের পেছনে খরচ করা হত), এবং একটা অংশ দেব-দেবীর নামে ধার্য করত, যা দেব-মন্দিরে নিদেন করা হত এবং তা মন্দির কর্তৃপক্ষ ভোগ করত। প্রথমত আল্লাহর সঙ্গে দেব-দেবীদেরকে শরীক করে তাদের জন্য ফসলাদির অংশ নির্ধারণ করাটাই একটা বেহুদা কাজ ছিল। তার উপর অতিরিক্ত নষ্টামি ছিল এই যে, আল্লাহ নামে যে অংশ রাখত, তা থেকে কিছু দেবতাদের অংশে চলে গেলে সেটাকে দৃষ্টিয় মনে করত না। পক্ষান্তরে দেবতাদের অংশ থেকে কোনও জিনিস আল্লাহর নামের অংশে চলে গেলে সঙ্গে-সঙ্গে তা ওয়াপস নিয়ে নিত। এমনিভাবে যদি দুর্ভিক্ষ দেখা দিত বা অন্য কোন কারণে ফসলাদি হত, তখন আল্লাহর ভাগেরটা নিজেরা থেঁয়ে ফেলত, কিন্তু দেব-দেবীর ভাগে হাত দিত না। তারা বলত, আল্লাহর তো কোন অভাব নেই, কিন্তু আমাদের দেবতাদের অভাব আছে। তারা এমনই অজ্ঞতার জগতে বাস করত যে, চিন্তা করত না সেই দেবতাগণ মাবুদ হলে তাদের অভাব থাকে কি করে এবং অভাব থাকলে তারা মাবুদ হয় কি করে। বস্তুত অস্ত বিশ্বাসে যাদের মন-মস্তিষ্ক আচছন্থ থাকে, এ রকম সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা ও মোটা দাগের বিভ্রান্তি ও তাদের চোখে ধরা পড়ে না।

137 এমনিভাবে বহু মুশরিককে তাদের শরীকগণ বুঝিয়ে রেখেছিল যে, নিজ সন্তানকে হত্যা করা বড় ভালো কাজ, যাতে তারা তাদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারে এবং তাদের কাছে তাদের দীনকে বিভ্রান্তিপূর্ণ করে দিতে পারে। আল্লাহ চাইলে তারা এরূপ করতে পারত না। ৪৬ সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যাচারের মধ্যে পড়ে থাকতে দাও। ♦

76. এর ব্যাখ্যার জন্য এ সূরারই ১১২ নং আয়াতের ঢীকা দেখুন।

138 তারা বলে, এই সব গবাদি পশু ও শস্যতে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে। তাদের ধারণা এই যে, আমরা যাদেরকে ইচ্ছা করব তারা ছাড়া অন্য কেউ এসব খেতে পারবে না ৪৭ এবং কতক গবাদি পশু এমন, যাদের পিঠকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ৪৮ এবং কিছু পশু এমন, যার যবাহকালে আল্লাহর নাম নেয় না (এসবই তারা করে) তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহর) প্রতি মিথ্যারোপ করে। ৪৯ তারা যে মিথ্যাচার করছে, আল্লাহ শীঘ্ৰই তার প্রতিফল তাদেরকে দেবেন। ♦

77. এটা আরেকটি রসমের বর্ণনা। তারা তাদের মনগড়া দেবতাদের খুশী করার জন্য বিশেষ কোনও ফসল বা পশুর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করত যে, তা কেউ ভোগ করতে পারবে না। অবশ্য তারা যাকে ইচ্ছা সেই নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখত।

78. এটা ছিল আরেকটি রেওয়াজ। তারা বিশেষ কোন পশুকে দেবতার নামে উৎসর্গ করত এবং বলত, এর পিঠে চড়া সকলের জন্য হারাম।

79. কোনও কোনও পশুর ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত স্থির করে রেখেছিল যে, তাতে আল্লাহর নাম নেওয়া যাবে না যবাহকালেও নয়, আরোহণকালেও নয়, এমনকি তার গোশত খাওয়ার সময়ও নয়। সুতরাং তারা এ রকম পশুতে সওয়ার হয়ে হজ্জ করাকে অবৈধ মনে করত।

139 তারা আরও বলে, এই বিশেষ গবাদি পশুগুলির গর্ভে যে বাচ্চা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের নারীদের

জন্য হারাম। আর তা যদি মৃত হয়, তবে তাতে (নারী-পুরুষ) সকলে অংশীদার হত। ৮০ তারা যে সব কথা তৈরি করছে শীঘ্ৰই আল্লাহ তাদেরকে তার প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ♦

80. অর্থাৎ বাচ্চা যদি জীবিত জন্ম নেয়, তবে তা কেবল পুরুষদের জন্য হালাল হবে, নারীদের জন্য থাকবে হারাম। আর যদি মরা বাচ্চা জন্ম নেয়, তবে তা নারী-পুরুষ সকলের জন্যই হালাল হবে।

140 প্রকৃতপক্ষে যারা কোন জ্ঞানগত ভিত্তি ছাড়া নিষ্ঠক নির্বাচিতবশত নিজেদের সন্তান হত্যা করেছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিয়ককে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারূপ করতঃ হারাম সাব্যস্ত করেছে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা গোমরাহ হয়েছে এবং তারা কখনও হিদায়তপ্রাপ্ত ছিল না। ♦

141 আল্লাহ তিনি, যিনি উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন, (যার মধ্যে) কতক (লতাযুক্ত, যা) মাচা আশ্রিত এবং কতক মাচা আশ্রিত নয়। ৮১ এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য, যায়তুন ও আনার (সৃষ্টি করেছেন) যা পরম্পর সাদৃশ্যপূর্ণ এবং সাদৃশ্যবিহীনও। ৮২ যখন এসব গাছ ফল দেয় তখন তার ফল থেকে খাবে এবং ফল কাটার দিন আল্লাহর হক আদায় করবে ৮৩ এবং অপচয় করবে না। (মনে রেখ,) তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। ♦

81. অর্থাৎ লতাযুক্ত গাছ দু'রকম। কিছু এমন, যাকে মাচার সাহায্যে উপরে বিস্তার লাভের সুযোগ করে দেওয়া হয়, যেমন আঙুর, লাটু, ঝিঙু ইত্যাদির গাছ এবং কিছু আছে এমন, যা মাটিতেই বিস্তার লাভ করে এবং মাটিতেই ফল দেয়। যেমন তরমুজ, বাংগি, পটল ইত্যাদি।
মুরগুরুশাত দ্বারা হয়ত দ্বিতীয় প্রকার লতা গাছ বোঝানো হয়েছে, অথবা যা নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়াতে পারে, মাচার দরকার হয় না সে রকম গাছ বোঝানো হয়েছে। -অনুবাদক

82. এর ব্যাখ্যার জন্য পেছনে ৯৯নং আয়াতের টীকা দেখুন।

83. এর দ্বারা উশর বোঝানো হয়েছে, যা শস্যাদিতে ওয়াজির হয়। মক্কী জীবনে এর নির্দিষ্ট কোনও পরিমাণ স্থিরকৃত ছিল না; বরং ফসল কাটার দিন মালিকের উপর ফরয ছিল যে, সে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী তা থেকে উপস্থিত গরীব-মিসকীনদেরকে কিছু দেবে। মদীনায় হিজরতের পর এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান আসে। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তফসীল বর্ণনা করেন যে, যে ফসল বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন হয় তার এক-দশমাংশ এবং যা সেচের পানিতে উৎপন্ন হয়, তার বিশের একাংশ গরীবদের হক। আয়াতে বলা হয়েছে, ফসল কাটার দিনই এ হক আদায় করা চাই।

142 তিনি গবাদি পশুর মধ্যে কতক (সৃষ্টি করেছেন), ভারবাহীরাপে এবং কতককে মাটির সাথে। ৮৪ আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছেন, তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই, সে তোমাদের এক প্রকাশ্য শক্তি। ♦

84. 'মাটির সাথে মিশে থাকে' বলে বোঝানো হয়েছে যে, তা খুব ক্ষুদ্রাকৃতির, যেমন ভেড়া ও ছাগল। এর অপর অর্থ এমনও হতে পারে যে, তার চামড়া মাটিতে বিছানো হয়ে থাকে। (যা তার পশ্চম দ্বারা বিছানা তৈরি করা হয়। এর আরেক অর্থ, যে পশুকে যবাহ করার জন্য মাটিতে বিছানো অর্থাৎ শোওয়ানো হয়। -অনুবাদক)

143 আল্লাহ (গবাদি পশুর) মোট আট প্রকার (সৃষ্টি করেছেন)। ৮৫ দু' প্রকার (নর ও মাদী) ভেড়ায় ও দু' প্রকার ছাগলে। (তাদেরকে) জিজেস কর তো, তিনি কি নর দু'টোকেই হারাম করেছেন, না মাদী দু'টোকে? না কি এমন প্রত্যেক বাচ্চাকে, যা (উভয় শ্রেণীর) মাদী দু'টির গর্ভে আছে? তোমরা সত্যবাদী হলে কোনও জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে জানাও। ৮৬ ♦

85. হজু শব্দটি হজু-এর বহুবচন। অর্থ জোড়া। তবে আরবীতে যুগলের প্রত্যেক একককেও হজু বলে। সুতরাং স্বামীকেও হজু বলা হয় আবার স্ত্রীকে হজু বলা হয়। প্রত্যেক নরকেও হজু বলে এবং মাদীকেও হজু বলে। সে হিসেবে হজু-এর অর্থ করা যায় প্রকার। প্রত্যেক শ্রেণীর পশুতে নর ও মাদী এই দুই প্রকার আছে। সুতরাং ভেড়া, ছাগল, উট ও গরু এই চার শ্রেণীর পশুতে আট প্রকার হল। -অনুবাদক

86. অর্থাৎ তোমরা কখনও নর পশুকে হারাম সাব্যস্ত কর, কখনও মাদী পশুকে, অথচ আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে সৃষ্টিকালে না নর পশুকে হারাম করেছেন, না মাদীকে। সুতরাং তোমরাই বল, নর হওয়ার কারণে কোনও পশু হারাম হয়ে যায়, তবে তো সর্বদা নর পশুই হারাম থাকা উচিত। আবার যদি মাদী হওয়ার কারণে কোনও পশু হারাম হয়, তবে তো সর্বদা মাদী পশুই হারাম থাকা উচিত। আর যদি মাদী পশুর গর্ভে থাকার কারণে হারাম সাব্যস্ত হয়, তবে তো নর হোক বা মাদী সর্বদা সকল বাচ্চাই হারাম থাকা উচিত। কিন্তু তোমরা তো একেকবার একেকটাকে হারাম বলছ। সুতরাং তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে যেসব বিধান তৈরি করেছ, তার কোনও জ্ঞান বা ঘৃত্কৃতি ভিত্তি নেই এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এমন নির্দেশ আসেওনি।

144 এমনিভাবে উটেরও দুটি প্রকার (নর ও মাদী) (সৃষ্টি করেছেন) এবং গরুরও দুটি। (তাদেরকে) বল, নর দু'টোকেই কি আল্লাহ হারাম করেছেন, না মাদী দু'টিকে? না কি এমন প্রত্যেক বাচ্চাকে, যা (উভয় শ্রেণীর) মাদী দু'টির গর্ভে আছে। আল্লাহ যখন এসব নির্দেশ দান করেন, তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? (যদি তা না থাক এবং নিশ্চয়ই ছিলে না,) তবে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হবে, যে কোনও জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়াই মানুষকে বিশ্রান্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ জালেম লোকদেরকে সৎ পথে পৌঁছান না। ♦

145

(হে নবী! তাদেরকে) বল, আমার প্রতি যে ওহী নায়িল করা হয়েছে, তাতে আমি এমন কোনও জিনিস পাই না, যা কোনও আহারকারীর জন্য হারাম, ^{১৭} তবে যদি তা মৃত জন্তু বা বহমান রক্ত কিংবা শূকরের গোশত হয় (তা হারাম)। কেননা তা নাপাক। অথবা যদি হয় এমন গুনাহের পশু, যাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে ঘবাহ করা হয়েছে। হাঁ যে ব্যক্তি (এসব বন্তর মধ্যে কোনওটি থেতে) বাধ্য হয়ে যায়, ^{১৮} আর তার উদ্দেশ্য মজা লোটা না হয় এবং প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করে, তবে নিশ্চয়ই তোমার রক্ষণ (আল্লাহ) অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ♦

87. অর্থাৎ মৃত্যুজুকগণ যেসব পশুকে হারাম সাব্যস্ত করেছিল, তার কোনওটিরই নিষিদ্ধতা সম্পর্কে আমার প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কোন ওহী আসেনি। ব্যতিক্রম এই চারটি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, অন্য সব পশুর মধ্যে কোনওটি হারাম নয়। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রকার হিংস্র পশুকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন।

88. অর্থাৎ কেউ যদি ক্ষুধায় আহিংসার হয়ে পড়ে এবং খাওয়ার মত কোন হলাল বন্ত না পায়, তবে প্রাণ রক্ষার্থে প্রয়োজন পরিমাণে হারাম বন্ত খাওয়া জারীয়ে হয়ে যায়। এ আয়াতে বর্ণিত হারাম বন্তসমূহের বর্ণনা পূর্বে সূরা বাকারার ২ : ১৭৩ নং আয়াত ও সূরা মায়দার ৫ : ৩০ নং আয়াতেও গত হয়েছে। সামনে সূরা নাহলের ১৬ : ১১৫ নং আয়াতেও আসবে।

146

আমি ইয়াহুদীদের জন্য নখরবিশিষ্ট সকল জন্তু হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগল থেকে তাদের জন্য হারাম করেছিলাম তাদের চর্বি, তবে যে চর্বি তাদের পিঠ বা অন্ত্রে লেগে থাকে বা যা কোন আহিংসে থাকে (তা ব্যতিক্রম ছিল)। এই শাস্তি আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার কারণে। নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। ♦

147

তারপরও যদি তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) তোমাকে অঙ্গীকার করে, তবে বলে দাও, তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক এবং অপরাধীদের থেকে তার শাস্তি টলানো যায় না। ^{৮৯} ♦

89. অঙ্গীকারকারী বলে এখানে সরাসরিভাবে ইয়াহুদীদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা উপরে বর্ণিত জিনিসমূহকে যে তাদের প্রতি তাদের অবাধ্যতার কারণে হারাম করা হয়েছিল, তারা এটা অঙ্গীকার করত। আবশ্য আরব মুশরিকগণও এর অন্তর্ভুক্ত। তারা কুরআন মাজীদের সব কথাই অঙ্গীকার করত, এটাও তার একটা। উভয় সম্পাদয়কে বলা হচ্ছে, কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও যে তাদেরকে তৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, উপরন্তু তাদের পার্থিব সুখগুস্মাচ্ছন্দ্য লাভ হচ্ছে, এটা এ কারণে নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাদের কাজে খুশী। আসল কথা হচ্ছে, দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার দয়া সর্বব্যাপী। এখানে তিনি তাঁর বিদ্রোহীদেরকেও জীবিকার সম্পন্নতা দান করেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, এ অপরাধীদেরকে একদিন না একদিন আবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং তা কেউ টলাতে পারবে না।

148

যারা শিরক অবলম্বন করেছে, তারা বলবে, আল্লাহ চাইলে আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের বাপ-দাদারাও না; আর না আমরা কোনও বন্তকে হারাম সাব্যস্ত করতাম। ^{৯০} তাদের পূর্ববর্তী লোকেও (রাসূলগণকে) এভাবেই অঙ্গীকার করেছিল, পরিশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল। তুমি (তাদেরকে) বল, তোমাদের কাছে কি এমন কোনও জ্ঞান আছে, যা আমার সামনে বের করতে পার? তোমরা কেবল কল্পনারই অনুসরণ কর এবং শুধু আনন্দানিক কথাই বল। ♦

90. এটা তাদের সেই একই অসার ঘৃন্তি, যার উত্তর একাধিকবার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যদি শিরককে অপচন্দই করেন, তবে আমাদেরকে শিরক করার ক্ষমতা দেন কেন? উত্তর দেওয়া হয়েছে এই যে, আল্লাহ যদি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক ঈমান আনতে বাধ্য করেন, তবে পরীক্ষা হল কোথায়? অথচ দুনিয়াকে সৃষ্টিই করা হয়েছে এই পরীক্ষার জন্য যে, কে নিজ বুদ্ধি খাঁটিয়ে স্বেচ্ছায় সরল-সঠিক পথ অবলম্বন করে, যা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের স্বত্বাবের ভেতরও নিহিত রেখেছেন এবং যার পথ-নির্দেশ করার জন্য তিনি নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন; আর কে প্রান্তপথ বেছে নেয়।

149

(হে নবী! তাদেরকে) বল, চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই আছে, সুতরাং তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে (জোরপূর্বক) হিদায়াতের উপর নিয়ে আসতেন। ^{৯১} ♦

91. অর্থাৎ তোমরা তো কাল্পনিক প্রমাণ পেশ করছ, কিন্তু আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে নিজ প্রমাণ চূড়ান্ত করে দিয়েছেন এবং তাঁদের বর্ণিত সে সকল প্রমাণ এমনই বস্তনিষ্ঠ, যা হাদ্য পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে তারা আল্লাহ তাআলার আ্যাবে নিপত্তি হয়েছে। এটা সে সকল প্রমাণের সত্যতারই সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা চাইলে সকলকে জোরপূর্বক হিদায়ত দিতে পারতেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে নবীগণানীত অনঙ্গীকার্য প্রমাণসমূহকে গ্রহণ করে নিয়ে স্বেচ্ছায় ঈমান আনার যে দায়িত্ব তোমাদের উপর রয়েছে, তা আদায় হত না।

150

(তাদেরকে) বল, তোমরা তোমাদের সেই সকল সাক্ষীকে উপস্থিত কর, যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ এসব হারাম করেছেন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়ও, তবুও তুমি তাদের সঙ্গে সাক্ষ্য দিয়ো না। আর তুমি সেই সকল লোকের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা আমার আ্যাতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা আথিরাতের উপর ঈমান রাখে না এবং যারা (অন্যদেরকে) তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করে। ♦

151

(তাদেরকে) বল, এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি যা-কিছু হারাম করেছেন, আমি তা (তোমাদেরকে) পড়ে শোনাই। তা এই যে, তোমরা তার সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সঙ্গে সম্বন্ধবহর করো, দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকেও রিষক দেই এবং তাদেরকেও। আর তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন কোনও রকম

অঞ্জীল কাজের নিকটেও যেয়ো না ১১ আর আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন, তাকে ঘথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করো না। এই সব বিষয়ে, আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি কর। ♦

92. অর্থাৎ অঞ্জীল কাজ যেমন প্রকাশ্যে করা নিষেধ, তেমনি লুকাচ্ছাপা করেও নিষেধ।

152 ইয়াতীম পরিপন্থ বয়সে না পৌঁছা পর্যন্ত তার সম্পদের নিকটেও যেয়ো না, তবে এমন পস্থায় (যাবে, তার পক্ষে) যা উত্তম হয় এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ানুগভাবে পরিপূর্ণ করবে। আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেই না। ১২ এবং যখন (কোনও কথা) বলবে, তখন ন্যায় বলবে, যদিও নিকটাত্ত্বায়ের বিষয়ে হয়। আর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে। ১৩ আল্লাহ এসব বিষয়ে তোমাদেরকে গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ♦

93. বেচা-কেনার সময় পরিমাপ ও ওজন যাতে ঠিক ঠিক হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্তব্য, তবে আল্লাহ তাআলা এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে সাধ্যের বাইরে কিছু করার প্রয়োজন নেই। কেননা তিনি বান্দার পক্ষে যা রক্ষা করা সম্ভব নয়, সে রকম কোন হৃকুম দিয়ে বান্দাকে কষ্টে ফেলেন না। বান্দার যতটুকু করার সাধ্য আছে, ততটুকু পরিমাণ আদেশই তিনি তাকে করেছেন। কাজেই চেষ্টা থাকা চাই যাতে মাপ ঠিক-ঠাক হয়, কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও সামান্য কিছু হেরফের থেকে গেলে তাতে দোষ নেই। কেননা তা থেকে বাঁচা অতি কঠিন।

94. সরাসরি যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে করা হয়েছে কিংবা যা মানুষের সাথে করা হয়েছে, কিন্তু তা করা হয়েছে আল্লাহর নামে কসম করে বা তাকে সাক্ষী রেখে উভয় প্রকার প্রতিশ্রুতিই এর অন্তর্ভুক্ত।

153 (হে নবী! তাদেরকে) আরও বল, এটা আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং এর অনুসরণ কর, অন্য কোনও পথের অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। ১৪ এসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা মুগ্ধাকী হতে পার। ♦

95. অর্থাৎ উপরিউক্ত বিধানসমূহ পালন করা এবং বিশ্বাস ও কর্মে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাই হল 'সিরাতে মুসতাকীম' (সরল পথ) এবং এরই নাম ইসলাম। এ পথের কোন বিকল্প নেই। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর। এ ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করলে অন্য কোন পথে চললে, সরল পথ হতে বিচ্ছুত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর পথ হারিয়ে শয়তানের পথে চলে যাবে। হ্যারত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সরল রেখা টেনে বললেন, (মনে কর) এটি আল্লাহর পথ। তারপর সে রেখার ডানে-বামে আরও অনেকগুলো রেখা টানলেন। তারপর বললেন, এগুলো অন্যপথ। এর প্রত্যেকটির মুখে একেকজন শয়তান দাঁড়ানো আছে, যে সেদিকে চলার জন্য মানুষকে ডাকছে। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। -অনুবাদক

154 এবং মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম সৎকর্মশীলদের প্রতি (আল্লাহ নি'আমতের) পূর্ণতা, সব কিছুর বিশদ বিবরণ, (মানুষের জন্য) পথ নির্দেশ ও রহমতস্বরূপ, যাতে তারা (আখিরাতে) তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্পর্কে ঈমান আনে। ♦

155 (এমনিভাবে) এটা এক বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি নাফিল করছি। সুতরাং এর অনুসরণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ হয়। ♦

156 (আমি এ কিতাব নাফিল করেছি এজন্য যে,) পাছে তোমরা কখনও বল, কিতাব তো নাফিল করা হয়েছিল আমাদের পূর্বের দু'টি সম্পদায় (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান)-এর প্রতি। আমরা তার পাঠ সম্পর্কে বিলকুল অজ্ঞাত ছিলাম। ♦

157 কিংবা তোমরা বল, আমাদের প্রতি কিতাব নাফিল করা হলে আমরা অবশ্যই তাদের (অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের) চেয়ে বেশি হিদায়তপ্রাপ্ত হতাম। কাজেই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক উজ্জ্বল প্রমাণ এবং হিদায়ত ও রহমত এসে গেছে। অতঃপর যে-কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করবে ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে? যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, আমি তাদেরকে তাদের সত্যবিমুখতার কারণে নিকৃষ্ট শাস্তি দেব। ♦

158 তারা কি (ঈমান আনার জন্য) কেবল এরই অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফিরিশতা আসবে বা তোমার প্রতিপালক নিজে আসবেন অথবা তোমার প্রতিপালকের কিছু নির্দেশ আসবে? ১৫ (অথচ) যে দিন তোমার প্রতিপালকের কোনও নির্দেশ এসে যাবে, সে দিন এমন ব্যক্তির ঈমান তার কোন কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা নিজ ঈমানের সাথে কোন সৎকর্ম অর্জন করেনি। ১৬ (সুতরাং তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষায় আছি। ♦

96. অর্থাৎ সর্বশেষ নবী ও সর্বশেষ কিতাব এসে গেছে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বোঝানো-সমবানো ও পথনির্দেশ করার চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এখন আর ঈমান না আনার পক্ষে কোন অজুহাত বাকি নেই। তা সত্ত্বেও যারা ঈমান আনছে না তারা হ্যাত তিনটি বিষয়ের কোনও একটির অপেক্ষায় আছে, যা ঘটার পর তারা ঈমান আনবে। (ক) হ্যাত তাদের প্রাপ্তসংহার ও শাস্তিদান করার জন্য বিশিষ্টা এসে যাবে এবং (গ) কিয়ামতের বড় আলামত প্রকাশ পাবে অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবে। কুরআন-হাদীসের ঘোষণা অনুযায়ী এ সকল অবস্থায় ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন পরের বাক্যে বলা হয়েছে, যেদিন কিয়ামতের বড় আলামত প্রকাশ পাবে, সেদিন কারও ঈমান আনয়ন কোন কাজে আসবে না। -অনুবাদক

৭৭. এর দ্বারা কিয়ামতের সর্বশেষ নির্দশনকে বোঝানো হয়েছে, যার পর ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা গ্রহণযোগ্য কেবল সেই ঈমানই, যা ঈমান বিল-গায়ব হয়, অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ে কেবল দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্বাস করা হয়। কোনও জিনিস চোখে দেখে উমান আনলে পরীক্ষার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না, যার জন্য দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৫৯ (হে নবী!) নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই। ^{৯৮} তাদের বিষয় তো আল্লাহরই উপর ন্যস্ত। অতঃপর তারা যা-কিছু করছে, তিনি তাদেরকে তা জানাবেন।

✿

১৬০. এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, যে মতভেদ দ্বারা উম্মতের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি হয়ে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংগাদের সূত্রপাত ঘটে, তা সম্পূর্ণ অবৈধ ও নিন্দনীয়। ‘আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত মতভেদ এ পর্যায়ে পড়ে। ইয়াহুদী-খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল বলে এ আয়াতে তাদের নিন্দা করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তথা তাঁর উম্মতকে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে, পাছে সে জাতীয় মতভেদ এ উম্মতের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। কিন্তু উম্মতের কিছু লোক বিভিন্ন সময়ে এ হকুম পালনে ব্যর্থ হয়েছে ফলে বিজ্ঞাতীয় সে মতভেদের ব্যাধি দ্বারা তারাও আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এ উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন ফির্কার উৎপত্তি সেই হকুম অমান্য করারই কুফল। উল্লেখ্য, ফুরাই মাসাইল তথা ফিকহী মাযহাবসমূহের মতভেদ নিন্দনীয় মতভেদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কুরআন-হাদীস দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত। -অনুবাদক

১৬১ (হে নবী!) বলে দাও, আমার প্রতিপালক আমাকে একটি সরল পথে পরিচালিত করেছেন, যা সুপ্রতিষ্ঠিত দীন; ইবরাহীমের মিল্লাত, যে একনিষ্ঠভাবে নিজেকে আল্লাহঅভিমুখী করে রেখেছিল; আর সে ছিল না শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত।

১৬২ বলে দাও, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদত ও আমার জীবন-মরণ সবই আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

১৬৩ তাঁর কোনও শরীক নেই। আমাকে এরই হকুম দেওয়া হয়েছে এবং আনুগত্য স্বীকারকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম। ^{৯৯} ✿

১৬৪. তিনি প্রথম মুসলিম, প্রথম আনুগত্য স্বীকারকারী এ হিসেবে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে দীনে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল, তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম আনুগত্য তিনিই স্বীকার করেছিলেন। বস্তুত সকল নবীই তাঁর কালের প্রথম মুসলিম হয়ে থাকেন। আবার ‘প্রথম’ অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ইসলাম ও আনুগত্য প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদায় আমি অধিষ্ঠিত, আমিই শ্রেষ্ঠতম মুসলিম। -অনুবাদক

১৬৫. বলে দাও, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও প্রতিপালক সন্ধান করব, অথচ তিনি প্রতিটি জিনিসের মালিক? প্রত্যেক ব্যক্তি যা-কিছু করে, তার লাভ-ক্ষতি অন্য কারও উপর নয়, স্বয়ং তার উপরই বর্তায় এবং কোনও ভার-বহনকারী অন্য কারও ভার বহন করবে না। ^{১০০} পরিশেষে তোমার প্রতিপালকের কাছেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। তোমরা যে সব বিষয়ে মতভেদ করতে, তখন তিনি সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

১০০. কাফেরগণ কখনও কখনও মুসলিমদেরকে বলত, তোমরা আমাদের ধর্ম গ্রহণ করে নাও। তাতে যদি কোনও শাস্তি হয়, তবে তোমাদের শাস্তি ও আমরা মাথা পেতে নেব, যেমন সূরা আনকাবুতে (২৯ : ১২) তাদের সে কথা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত তাদের সে কথার উভয়েই নায়িল হয়েছে। এর ভেতর এই মহা মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে যে, প্রত্যেকের উচিত নিজের পরিগাম চিন্তা করা। অন্য কেউ তাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না। এই একই বিষয় সূরা বনী ইসরাইল (১৭ : ১৫), সূরা ফাতির (৩৫ : ১৮), সূরা যুমার (৩৯ : ১৭) ও সূরা নাজুম (৫৩ : ৩৮)-এও বর্ণিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ সূরা নাজুমে এটা আরও বিস্তারিতভাবে আসবে।

১৬৬. এবং তিনিই সেই সন্তা, যিনি পৃথিবীতে তোমাদের কতককে কতকের স্থলাভিষিঞ্চ করেছেন এবং কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। নিশ্চয়, তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং নিশ্চয়ই, তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।



♦ আল আ'রাফ ♦

১. আলিফ-লাম-মীম-সাদ। ^১ ✿

১. সূরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন সূরার প্রথমে এভাবে যে বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে, একে 'আল-হুরাফুল মুকাবাতাত' বলে। এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আর এর অর্থ বোঝার উপর দীনের কোনও বিষয় নির্ভরশীল নয়।

২ (হে নবী! এটি) একখানি কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তুমি এর দ্বারা (মানুষকে) সতর্ক কর। সুতরাং এর কারণে তোমার অন্তরে যেন কোন কুণ্ঠ দেখা না দেয় । এবং এটা মুমিনদের জন্য এক উপদেশবাণী। ❁

২. অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত বিষয়াবলী আপনি নির্ভরে অসংকোচে মানুষের কাছে প্রচার করুন। কারণ অবিশ্বাস, অপপ্রচার ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পরোয়া করবেন না। এর দাওয়াতকে আপনি মানুষের দ্বারা কিভাবে মানাবেন এবং তারা না মানলে তখন কী হবে এসব নিয়ে আপনি দুষ্চিন্তা করবেন না। কেননা আপনার দায়িত্ব কেবল তাদেরকে সতর্ক করা। তাদের মানা-না মানার যিশ্মাদারী আপনার উপর নয়।

৩ (হে মানুষ!) তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে কিতাব নায়িল করা হয়েছে, তার অনুসরণ কর এবং নিজেদের প্রতিপালককে ছেড়ে অন্য (মনগড়া) অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। (কিন্তু) তোমরা উপদেশ কর্মই গ্রহণ কর। ❁

৪ কত জনপদকেই আমি ধ্বংস করেছি। আমার শাস্তি তাদের কাছে এসে পড়েছিল রাতের বেলা অথবা দুপুরে যখন তারা বিশ্রাম করছিল। ❁

৫ যখন আমার শাস্তি তাদের উপর আপত্তি হয়েছিল, তখন তাদের তো বলার কিছুই ছিল না কেবল তাদের এই কথা ছাড়া যে, বাস্তবিকই আমরা জালেম ছিলাম। ❁

৬ অতঃপর যাদের নিকট রাসূল পাঠানো হয়েছিল, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করব এবং আমি রাসূলগণকেও জিজ্ঞেস করব (যে, তারা কি বার্তা পৌঁছিয়েছিল এবং তারা কী জবাব পেয়েছিল?)। ❁

৭ অতঃপর আমি স্বয়ং তাদের সামনে নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে (যাবতীয় ঘটনা) বর্ণনা করব। (কেননা) আমি তো (সে সব ঘটনাকালে) অনুপস্থিত ছিলাম না। ৩ ❁

৩. অর্থাৎ তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে ক্ষেত্র-বৃহৎ যা কিছু বলে ও করে, তার কিছুই আমার অগোচরে থাকে না। সর্বাবস্থায়ই আমি তাদের কাছে হাজির থাকি এবং সবকিছু প্রত্যক্ষ করি। আমার নিযুক্ত ফিরিশতাগণও সব কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখছে। কিয়ামতের দিন আমি তা তাদেরকে যথাযথভাবে অবহিত করব এবং তাদের সামনে রেজিস্ট্রার খুলে দেব। সেদিন তারা তা দেখে হতভস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং তারা ছাঁশিয়ার হয়ে যাক। -অনুবাদক

৮ এবং সে দিন (আমলসমূহের) ওজন (করার বিষয়টি) একটি অকাট্য সত্য। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে কৃতকার্য। ❁

৯ আর যাদের পাল্লা ছালকা হবে, তারাই তো সেই সব লোক, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে সীমালংঘন করে নিজেদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ৪ ❁

৪. আমল ওজন করার অর্থ কেউ বলেছেন আমলনামা ওজন করা। কেউ বলেন, কিয়ামতের দিন আমলকে বন্ধুর রূপ দান করা হবে, তারপর তা ওজন করা হবে। কারণ মতে ওজন করা হবে আমলকারী ব্যক্তিকে। কিন্তু এতসব ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা খোদ আমলকেই যদি ওজন করা হয়, তাতে আশচর্যের কি আছে? আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে যখন শীত, তাপ, বাতাস ও শব্দকে পর্যন্ত পরিমাপ করা যাচ্ছে, তখন আহকামল-হাকিমীনের আদালতে আমলের পরিমাপ করাটা তো কোন ব্যাপারই নয়। যিনি হও বললে সব হয়ে যায় এবং যার 'হও'-এর কল্যাণে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৃষ্টি থেকে মহাস্থূল মহাজগত পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেছে, তার সকাশে কঠিন ও অসম্ভব বলতে কিছু নেই। -অনুবাদক

১০ আমি তো পৃথিবীতে তোমাদেরকে থাকার জায়গা দিয়েছি এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। তথাপি তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা আদায় কর। ❁

১১ এবং আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদের আকৃতি গঠন করেছি, তারপর ফিরিশতাদেরকে বলেছি, আদমকে সিজদা কর। সুতরাং সকলে সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের অস্তর্ভুক্ত হল না। ৫ ❁

৫. এ ঘটনার কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ সূরা বাকারায় (২ : ৩৪-৩৯) গত হয়েছে। সেসব আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যে টীকা লিখেছি, তাতে এ ঘটনা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হয়েছে। সম্মানিত পাঠক তা দেখে নিতে পারেন।

- 12** আল্লাহ বললেন, আমি যখন তোকে আদেশ করলাম তখন কিসে তোকে সিজদা করা হতে বিরত রাখল? সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ, আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি দ্বারা। **৫**
৬. এ হল ইবলীসের যুক্তি। এ যুক্তির অন্তর্নিহিত অসংগতির কথা বাদ দিলেও আল্লাহ তা'আলার আদেশের বিপরীতে যুক্তির পেছনে পড়াটাই একটা চরম ধৃষ্টাতা, যে কারণে তাকে ধৃক্ত ও বিতাড়িত হতে হয়েছে। এর শিক্ষা হল, আল্লাহ তা'আলার হৃকুম বিনাবাক্যে শিরোধার্য। দীন যেহেতু আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ-প্রৱেশের সমষ্টি, তাই দীনী কোন বিধানের বিপরীতে নিজ যুক্তি ও অভিমত দাঁড় করালে তা হবে চরম গর্হিত কাজ এবং একপ ব্যক্তি ইবলীসের পদাঙ্কানুসারী বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুনআমীন।
-অনুবাদক
- 13** আল্লাহ বললেন, তাহলে তুই এখান থেকে নেমে যা। কেননা তোর এই অধিকার নেই যে, এখানে (থেকে) অহংকার করবি। সুতরাং বের হয়ে যা। তুই হীনদের অন্তর্ভুক্ত। **৬**
- 14** সে বলল, যে দিন মানুষকে (কবর থেকে) জীবিত করে তোলা হবে, সেই দিন পর্যন্ত আমাকে (জীবিত থাকার) সুযোগ দাও। **৭**
- 15** আল্লাহ বললেন, তোকে সুযোগ দেওয়া হল। **৮**
৭. শয়তান আবেদন করেছিল, যে দিন হাশর হবে এবং মানুষকে কবর থেকে জীবিত করে উঠানো হবে সেই দিন পর্যন্ত যেন তাকে অবকাশ দেওয়া হয়। এখানে সেই আবেদনের উত্তরে অবকাশ দেওয়ার কথা তো বলা হয়েছে, কিন্তু এ অবকাশ কোন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, এ আয়াতে স্পষ্ট করে তা বর্ণনা করা হয়নি। এ ঘটনা সুরা হিজর (২৬ : ৩৮) ও সুরা সোয়াদ (৩৮ : ৮)-এও বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, “এক নির্দিষ্ট কাল” পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হল। তা দ্বারা বোঝা যায়, তার আবেদন মত হাশরের দিন পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়ার ওয়াদা করা হয়নি; বরং বলা হয়েছে, এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হল, যা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে আছে। অন্যান্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, শয়তান কিয়ামতের প্রথম ফুঁৎকার পর্যন্ত জীবিত থাকবে। শিঙ্গার সেই প্রথম ফুঁৎকারে যেমন অন্য মাখলুকসমূহের মত্যু ঘটবে, তেমনি তারও মত্যু ঘটবে। অতঃপর যখন সকলকে জীবিত করা হবে, তখন তাকেও জীবিত করা হবে।
- 16** সে বলল, তুমি যেহেতু আমাকে পথচার করেছ, **৯** তাই আমিও শপথ করছি যে, আমি তাদের (অর্থাৎ মানুষের) জন্য তোমার সরল পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকব। **১০**
৮. শয়তান তার দুঃক্ষের দায় নিজে স্বীকার না করে (নাউয়ুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলার উপর চাপানোর চেষ্টা করল। অথচ আল্লাহ তা'আলার স্থিরীকৃত তাকদীরের কারণে কারও এখতিয়ার বা ইচ্ছাশক্তি কেড়ে নেওয়া হয় না। তাকদীরের অর্থই হল এই যে, অমুক ব্যক্তি নিজ ইচ্ছাক্রমে অমুক কাজ করবে। তাছাড়া শয়তানের এ কথার অর্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন আদেশ করলেনই বা কেন, যা তার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই পরোক্ষভাবে তার পথচারিতার কারণ তো আল্লাহ তা'আলার এই আদেশই হল (নাউয়ুবিল্লাহ)।
- 17** তারপর আমি (চারও দিক থেকে) তাদের উপর হামলা করব, তাদের সম্মুখ থেকে, তাদের পিছন থেকে, তাদের ডান দিক থেকে এবং তাদের বাম দিক থেকেও। আর তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না। **১১**
- 18** আল্লাহ বললেন, এখান থেকে ধৃক্ত ও বিতাড়িত হয়ে বের হয়ে যা। তাদের মধ্যে যারা তোর পিছনে চলবে (তারাও তোর সঙ্গী হবে), আমি তোদের সকলকে দিয়ে জাহানাম ভরব। **১২**
- 19** এবং হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে জান্মাতে বাস কর এবং যেখান থেকে (যে বস্তু) ইচ্ছা হয় খাও, তবে এই (বিশেষ) গাছটির কাছেও যেয়ো না। গেলে তোমরা (দুজন) সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। **১৩**
- 20** অতঃপর (এই ঘটল যে,) শয়তান তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল, যাতে তাদের লজ্জাহ্লান, যা তাদের থেকে গোপন রাখা হয়েছিল, তাদের প্ররস্পরের সামনে প্রকাশ করতে পারে। **১৪** সে বলতে লাগল, তোমাদের প্রতিপালক অন্য কোনও কারণে নয়; বরং কেবল এ কারণেই এই গাছ থেকে তোমাদেরকে বারণ করেছিলেন, পাছে তোমরা ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী জীবন লাভ কর। **১৫**
৯. বাহ্যত বোঝা যায়, সে গাছের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তার ফল খেলে জান্মাতের পোশাক খুলে যেত এবং এ কথা ইবলীসের জানা ছিল। সুতরাং যখন হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম সে ফল খেলেন, তখন তাদের শরীর থেকে জান্মাতি পোশাক খুলে গেল।
১০. ইবলীস বোঝাতে চাচ্ছিল যে, এ গাছের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, কেউ এর ফল খেলে সে ফিরিশতা হয়ে যায় অথবা তাকে স্থায়ী জীবন দান করা হয়। তাই এ ফল খাওয়ার জন্য বিশেষ শক্তি দরকার হয়। প্রথম দিকে আপনাদের সে শক্তি ছিল না। তাই নিষেধ করা হয়েছিল। যেহেতু জান্মাতের পরিবেশে আপনারা বেশ কিছু দিন যাবৎ থাকছেন, তাই ইতোমধ্যে আপনাদের সে শক্তি অর্জন হয়ে গেছে। সুতরাং এখন এ ফল খেলে কোন অসুবিধা নেই। (সে আল্লাহর নামে কসম করে একথা বলল। ইবন আবৰাস (রা) বলেন, হযরত আদম (আ)-এর ধারণা ছিল, আল্লাহর নামে কেউ মিথ্যা কসম করতে পারে না। তাই মিথ্যা কসমকে অবলম্বন করে সে তাদের সাথে প্রতারণা করতে পেরেছিল।)

21 সে তাদের সামনে কসম খেয়ে বলল, বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের কল্যাণকামীদের একজন। ♦

22 এভাবে সে উভয়কে ধোঁকা দিয়ে নিচে নামিয়ে দিল। ১১ সুতরাং যখন তারা সে গাছের স্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের উভয়ের লজ্জাস্থান উভয়ের কাছে প্রকাশ হয়ে গেল। অনন্তর তারা জানাতের কিছু পাতা (জোড়া দিয়ে) নিজেদের শরীরে জড়াতে লাগল। ১২ তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ গাছ থেকে বারণ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শক্র? ♦

11. নিচে নামানোর এক অর্থ হতে পারে, তারা আনুগত্যের যে উচ্চ স্তরে ছিলেন, তা থেকে নিচে নামিয়ে দিল। আর এ অর্থও হতে পারে যে, তাদেরকে জানাত থেকে দুনিয়ায় নামিয়ে দিল।

12. এর দ্বারা বোঝা গেল, উলঙ্গ না থাকা ও সতর ঢাকা মানুষের স্বভাব-ধর্ম। এ কারণেই জান্নাতী পোশাক অপসৃত হওয়া মাত্রাই তারা সন্তাব্য যে-কোনও উপায়ে সতর ঢাকতে চেষ্টা করলেন।

23 তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজ সন্তার উপর জুনুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন ও আমাদের প্রতি রহম না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অকৃতকার্যদের অভর্তুক্ত হয়ে যাব। ১৩ ♦

13. এটাই ইসতিগফার ও ক্ষমাপ্রার্থনার সেই শব্দমালা, যে সম্পর্কে সূরা বাকারায় (২ : ৩৭) বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে এটা শিক্ষা দিয়েছিলেন। কেননা তখনও পর্যন্ত তাওবা করার নিয়ম তাদের জানা ছিল না। এর দ্বারা বোঝা যায়, তাওবা করার জন্য এই শব্দসমূহ অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এর মাধ্যমে তাওবা করলে তা করুন হওয়ার বেশি আশা করা যায়, যেহেতু এটা স্বাঙ্গ আল্লাহ তাআলারই শেখানো। এভাবে আল্লাহ তাআলা এক দিকে যেমন শয়তানকে অবকাশ দিয়ে মানুষকে গোমরাহ করার ঘোগ্যতা দান করেছেন, যা মানুষের জন্য বিষতুল্য। অপর দিকে মানুষকে তাওবা ও ইসতিগফারও শিক্ষা দিয়েছেন, যা সেই বিষের প্রতিষেধক তুল্য। কাজেই শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কেউ কোন গুনাহ করে ফেললে তার উচিত, সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে ফেলা। অর্থাৎ সে তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুত্পন্ন হবে, ভবিষ্যতে আর না করার অঙ্গীকার করবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এর ক্রিয়ায় শয়তান যে বিষ প্রয়োগ করেছিল তা নেমে যাবে।

24 আল্লাহ (আদম, তার স্ত্রী ও ইবলীসকে) বললেন, তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও, একে অন্যের শক্ররূপে। আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রয়েছে একটা কাল পর্যন্ত অবস্থান ও ক্ষাপিকটা ভোগ। ♦

25 তিনি বললেন, সেখানেই (পৃথিবীতে) জীবন ধাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় (জীবিত করে) ওঠানো হবে। ♦

26 হে আদমের সন্তান-সন্ততি! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, যা তোমাদের দেহের যে অংশ প্রকাশ করা দৃষ্টগীয় তা আবৃত করে এবং তা শোভাস্বরূপ। ১৪ বস্তুত তাকওয়ার যে পোশাক, সেটাই সর্বোত্তম। ১৫ এসব আল্লাহর নির্দর্শনাবলীর অন্যতম, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে। ১৬ ♦

14. ২৬ থেকে ৩২ পর্যন্ত আয়তসমূহ আরবদের একটা আদত্তুত রেওয়াজের প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। রেওয়াজটি নিষ্কর্ষ, কুরাইশ গোত্র এবং মক্কা মুকারমার আশপাশের আরও কিছু গোত্র ছুম্স (কঠোর ধর্মপরায়ণ) নামে পরিচিত ছিল। হারাম শরীফের সেবায়েত হওয়ার কারণে আরবের অন্যান্য গোত্র তাদেরকে বড় সম্মান করত। এক্ষেত্রে আরবদের বাড়াবাড়ি এ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাদের বিশ্বাস ছিল কাপড় পরে তাওয়াফ করার অধিকার কেবল তাদেরই (হমসদেরই) জন্য সংরক্ষিত। তারা (অন্যান্য আরবগণ) বলত, আমরা যে কাপড় পরে গুনাহও করে থাকি, তা নিয়ে কাবা ধরের তাওয়াফ করতে পারি না। সুতরাং তারা যখন তাওয়াফ করতে আসত, তখন ছুম্স-এর কোনও লোকের কাছে কাপড় চাইত, তার কাছে কাপড় পাওয়া গেলে তাই পরে বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করত। যদি কোনও ছুম্সের কাছে কাপড় পাওয়া না যেত, তবে তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েই তাওয়াফ করত। তাদের এই বেহুদা রসমের মূলোৎপাটনের জন্যই এ আয়তসমূহ নাযিল হয়েছে। এর ভেতর মানুষের জন্য পোশাক যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাও তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, পোশাকের মূল উদ্দেশ্য দেহ আবৃত করা। সেই সঙ্গে পোশাক মানব দেহের ভূষণ ও সৌন্দর্যের উপকরণও বটে। যে পোশাকের ভেতর এই উভয়বিধি গুণ পাওয়া যায়, সেটাই উৎকৃষ্ট পোশাক। আর যে পোশাক দ্বারা মানব দেহ যথাযথভাবে আবৃত হয় না, তা মানব-স্বভাবেরই পরিপন্থী।

15. পোশাকের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, পোশাক যেমন মানুষের বহিরাঙ্গকে ঢেকে দেয়, তেমনি তাকওয়া মানুষকে গুনাহ থেকে পবিত্র রেখে তার ভিতর ও বাহির উভয় দিকের হেফাজত করে। এ হিসেবে তাকওয়া-রূপ পোশাকই উৎকৃষ্টতম পোশাক। সুতরাং বাহ্যিক পোশাক পরিধানের সাথে সাথে মানুষের এই ফিকিরও থাকা উচিত, যাতে সে তাকওয়ার পোশাক দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করতে পারে।

16. অর্থাৎ পোশাক সৃষ্টি করা আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হিকমতের এক অন্যতম নির্দর্শন।

27 হে আদমের সন্তান-সন্ততিগণ! শয়তান যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জানাত থেকে বের করেছিল। সে তাদেরকে তাদের পরম্পরার লজ্জাস্থান দেখানোর উদ্দেশ্যে তাদের দেহ থেকে তাদের পোশাক অপসারণ করিয়েছিল। সে ও তার দল এমন স্থান থেকে তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।

যারা ঈমান আনে না, আমি শয়তানকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি। *

28 তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) যখন কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে একপাই করতে দেখেছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এরই আদেশ করেছেন। ১৭ তুমি (তাদেরকে) বল, আল্লাহ অশ্লীলতার আদেশ করেন না। তোমরা কি আল্লাহর সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না? *

17. তারা যে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত, এর দ্বারা তাদের সেই রসমের দিকেই ইশারা করা হয়েছে। রসমটি প্রাচীন হওয়ার কারণে তাদের দলীল ছিল যে, এটা পুরুষানুক্রমে চলে আসছে, যা দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা এ রকমই আদেশ করে থাকবেন।

29 বল, আমার প্রতিপালক তো ইনসাফ করার ছক্কু দিয়েছেন ১৮ এবং (আরও আদেশ করেছেন যে,) যখন (কোথাও) সিজদা করবে, তখন নিজ রোখ ঠিক রাখবে এবং তাকে ডাকবে এই বিশ্বাসের সাথে যে, আনুগত্য কেবল তাঁরই প্রাপ্য। তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা সেভাবেই ফিরে আসবে। ১৯ *

18. উপরিউক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে 'ইনসাফ'-এর বিষয়টা উল্লেখ করার এক কারণ এই যে, 'হুমস'-ভুক্ত লোকেরা নিজেদের জন্য যে স্বতন্ত্র নিয়ম চালু করেছিল, তার কোনও-কোনওটি ইনসাফেরও পরিপন্থী ছিল। যেমন তাওয়াফকালে এই কাপড় পরার বিষয়টি। কেবল হুমসের লোকেরা পোশাক পরিহিত অবস্থায় তাওয়াফ করতে পারবে, অন্যান নয় এটা কেমন ইনসাফের কথা? অথচ গুনাহই যদি কারণ হয়, তবে অন্যান্য লোক গুনাহ করে থাকলে হুমসের লোকও তো নিষ্পাপ ছিল না!

19. অর্থাৎ মনে করো না মৃত্যুতেই তোমাদের সব শেষ। বরং আল্লাহ তাআলা যেমন তোমাদেরকে সম্পূর্ণ নাস্তি থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, তেমনি মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আবারও তোমাদেরকে অস্তিত্ব দান করবেন। তখন তোমরা তাঁর কাছে ফিরে যাবে এবং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন। সুতরাং খালেসভাবে কেবল তাঁরই ইবাদত আনুগত্য করবে। দেব-দেবীর ও মিথ্যা উপাস্যের তো নয়ই, এমনকি আল্লাহর জন্যও যা করবে তাতে যেন লোক দেখানোর মানসিকতা না থাকে। -অনুবাদক

30 (তোমাদের মধ্যে) একটি দলকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন এবং একটি দল এমন, যাদের প্রতি পথপ্রস্তুতা অবধারিত হয়ে গেছে। কেননা তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, আর তারা মনে করছে যে, তারা সরল পথে প্রতিষ্ঠিত আছে। *

31 হে আদমের সন্তান-সন্তিগণ! যখনই তোমরা কোনও মসজিদে আসবে, তখন নিজেদের শোভার বস্ত (অর্থাৎ শরীরের পোশাক) নিয়ে আসবে এবং খাও ও পান কর, কিন্তু অপব্যয় করো না। আল্লাহ অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। *

32 বল, আল্লাহ নিজ বান্দাদের জন্য যে শোভার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, কে তা হারাম করেছে? এবং (এমনিভাবে) উৎকৃষ্ট জীবিকার বস্তসমূহ? ২০ বল, এসব পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য (এবং) কিয়ামতের দিনে বিশেষভাবে (তাদেরই)। ২১ যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য এভাবেই আমি আয়তসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি। *

20. এটা মূলত মুক্ত কাফেরদের একটা কথা রউন্নের উন্নত। তারা বলত, আমাদের প্রচলিত নিয়ম যদি আল্লাহ তাআলার অপচন্দ হয়, তবে তিনি আমাদেরকে রিয়ক দিচ্ছেন কেন? উন্নত দেওয়া হয়েছে, মৌলিকভাবে পার্থিব নি'আমতরাজি মুমিনদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে তারা এসব দ্বারা উপস্থৃত হয়ে সৃষ্টিকর্তার কৃতজ্ঞতা জানাতে ও তাঁর ইবাদত-আনুগত্যে মশগুল থাকতে পারে। এ হিসেবে কাফের ও অবাধ্যদের এসব নি'আমত ভোগ করার কোন অধিকার থাকে না। কিন্তু তারপরও আল্লাহ তাআলা তাঁর অফুরন্ত দয়ায় ইহজগতে রিয়কের দস্তরখান সকলের জন্য অবারিত রেখেছেন এবং বাহ্যত এতে মুমিন-কাফিরের কোনও ভেদাভেদ নেই। কিন্তু আধিকারণে এসব নি'আমত কেবল মুমিনগণই ভোগ করবে। সুতরাং দুনিয়ায় কারও প্রাচুর্য দেখে মনে করা উচিত নয় যে, এটা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির নির্দেশক এবং সে আধিকারণেও এ রকম প্রাচুর্য লাভ করবে।

21. আরবের অন্যান্য গোত্র তাওয়াফকালে কাপড় পরিধানকে যেমন হারাম মনে করত, তেমনি জাহিলী যুগের লোকেরা বিভিন্ন রকমের পানাহার সামগ্রীকেও অকারণে হারাম সাব্যস্ত করেছিল, সূরা আনআমে যা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া হুমসের গোত্রসমূহ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থে গোশতের কোনও কোনও অংশকে নিজেদের জন্য হারাম করেছিল, অথচ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন কোন নির্দেশ আসেনি।

33 বলে দাও, আমার প্রতিপালক তো হারাম করেছেন আশ্লীল কাজসমূহ প্রকাশ্য হোক বা গোপন এবং সর্বপ্রকার গুনাহ, অন্যায়ভাবে (কারও প্রতি) সীমালংঘন, আল্লাহ যে সম্পর্কে কোনও প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, এমন জিনিসকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্তকরণ এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলাকে, যে সম্পর্কে তোমাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। ২২ *

22. এমনিতে তো যে কারও নামেই কোন অসত্য কথা চালানো সর্ব বিচারে একটি অন্যায় ও অনৈতিক কাজ, কিন্তু এ অপরাধ যদি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে করা হয়, তবে তা এতই গুরুতর হয় যে, তা মানুষকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলার বরাতে কোনও কথা বলার সময়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও বিষয় নিশ্চিতভাবে জানা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিষয়কে আল্লাহর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা উচিত নয়। আরবের মৃত্পুর্জারীগণ নিজেদের পক্ষ হতে বিভিন্ন কথা তৈরি করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছিল। সে সব কথার কোন জ্ঞানগত ভিত্তি ছিল না; বরং কেবলই আন্দজ-অনুমানের ভিত্তিতে তা রচনা করত। নিজেরাও

- 34 প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে, তখন তারা এক মূহূর্তও বিলম্ব করতে পারে না এবং ত্বরাও করতে পারে না। ♦
- 35 (মানুষকে সৃষ্টি করার সময়ই আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে,) হে বনী আদম! তোমাদের কাছে যদি তোমাদেরই মধ্য হতে কোন রাসূল এসে আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পড়ে শোনায়, তবে তখন যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে ও নিজেদেরকে সংশোধন করবে, তাদের কোনও ভয় দেখা দেবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ♦
- 36 আর যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে ও অহংকারবশে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা হবে জাহানামবাসী। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। ♦
- 37 সুতরাং (বল), তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে? একপ লোকদের ভাগ্যে (রিয়কের) যতটুকু অংশ লেখা আছে, তা তাদের নিকট (দুনিয়ার জীবনে) পৌঁছবেই। ২৩ অবশেষে যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ তাদের রাহ কবজ করার জন্য তাদের নিকট আসবে তখন তারা বলবে, তারা কোথায়, আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে তোমরা ডাকতে? তারা বলবে, তারা আমাদের থেকে অন্তর্হিত হয়েছে এবং তারা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, আমরা কাফের ছিলাম। ♦
23. এখানে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় রিয়ক দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা মুমিন ও কাফেরের মধ্যে কোনও প্রভেদ করেননি। বরং প্রত্যেকের জন্য রিয়কের একটা অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা সর্বাবস্থায়ই তার কাছে পৌঁছবে, সে ঘোরতর কাফেরই হোক না কেন। সুতরাং দুনিয়ায় যদি কারও জীবিকার প্রাচুর্য লাভ হয়, তবে সে যেন মনে না করে, তার কর্মপূর্খ আল্লাহ তাআলার পছন্দ, যেমন গুই কাফেরগণ মনে করছে। যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে, তখনই তারা প্রকৃত সত্য টের পাবে।
- 38 আল্লাহ বলবেন, তোমাদের পূর্বেজিন ও মানুষদের যেসব দল গত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরাও জাহানামে প্রবেশ কর। (এভাবে) যখনই কোনও দল (জাহানামে) প্রবেশ করবে, তারা অপর দলকে অভিসম্পাত করবে। ২৪ এমনকি যখন একের পর এক সকলে তাতে গিয়ে একত্র হবে, তখন তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছিল। সুতরাং এদেরকে আগুন দ্বারা দ্বিগুণ শাস্তি দাও। আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে। ২৫ কিন্তু তোমরা (এখনও পর্যন্ত) জান না। ♦
24. অর্থাৎ প্রত্যেকের শাস্তি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সুতরাং নেতৃবর্গকে যে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে তার অর্থ এ নয় যে, তোমরা নিজেরা সে রকম কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে; বরং একটা সময় আসবে, যখন তোমাদের শাস্তি বৃদ্ধি পেতে পেতে তাদের বর্তমান শাস্তির মতই কঠিন হয়ে যাবে হোক না তাদের শাস্তি তখন আরও অনেক বেড়ে যাবে।
25. অর্থাৎ যারা নেতৃবর্গের অধীনে ছিল তারা তাদের সেই নেতৃদের প্রতি লানত করবে, যারা তাদের পথপ্রদ করেছিল। অপর দিকে নেতৃবর্গ তাদের অধীনস্থদেরকে এ কারণে লানত করবে যে, তারা তাদেরকে সীমাতিরিক্ত সম্মান দেখিয়ে তাদের গোমরাহীকে আরও পাকাপোক্ত করেছিল।
- 39 আর তাদের পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীগণকে বলবে, আমাদের উপর তোমাদের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সুতরাং তোমরা তোমাদের নিজ কৃতকর্মের কারণে শাস্তি ভোগ কর। ♦
- 40 নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অহংকারের সাথে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খেলা হবে না ২৬ এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। ২৭ এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে (তাদের কৃতকর্মের) বদলা দেই। ♦
26. এটা এক আরবী প্রবচন। এর অর্থ, যেমন সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে উটের প্রবেশ অসম্ভব, তেমনি তাদেরও জান্নাতে প্রবেশও সম্পূর্ণ অসম্ভব।
27. অর্থাৎ তাদের কোন দু'আ ও সৎকর্ম আসমানে উঠবে না ও আল্লাহ তাআলার কাছে গৃহীত হবে না, তাদের আমলনামা ও তাদের রাহকে উপরে নিতে দেওয়া হবে না, বরং জাহানামের এলাকায় 'সিজ্জীন' নামক এক কারাগারে তা আটকে রাখা হবে। (-অনুবাদক)
- 41 তাদের জন্য রয়েছে জাহানামেরই বিছানা এবং উপর দিক থেকে তারই আচ্ছাদন। এভাবেই আমি জালেমদেরকে (তাদের কৃতকর্মের) প্রতিফল দিয়ে থাকি। ♦

42 আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আর (মনে রাখতে হবে) আমি কারও প্রতি তার সাধের বেশি ভার অর্পণ করি না, ^{১৮}
তারাই হবে জান্মাতবাসী। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। ♦

28. এখানে সৎকর্মের উল্লেখের সাথে একটি আন্তর্বর্তী বাক্য হিসেবে এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সৎকর্ম এমন কোনও বিষয় নয়, যা মানুষের সাধের বাইরে। কেননা আমি মানুষকে এমন কোনও হকুম দেইনি, যা করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাছাড়া এ দিকেও ইশারা করা হয়ে থাকবে যে, কেউ যদি তার সাধ্যান্বয়ী সৎকর্ম করার চেষ্টা করে আর তারপরও তার দ্বারা কোনও ভুল-চুক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাআলা সেজন্য তাকে ধরবেন না।

43 আর (ইহজীবনে) তাদের বুকের ভেতর (পারস্পরিক) কোন কষ্ট থাকলে আমি তা বের করে দেব। ^{১৯} তাদের তলদেশে নহর বহমান থাকবে। আর তারা বলবে, সমস্ত শোকের আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে এই স্থানে পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে না পৌঁছালে আমরা কখনই (এ স্থলে) পৌঁছতে পারতাম না। বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ সত্য কথাই নিয়ে এসেছিলেন। আর তাদেরকে ডেকে বলা হবে, হে মানুষ! এই হল জান্মাত, তোমরা যে আমল করতে তারই ভিত্তিতে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ♦

29. জান্মাত যেহেতু সব রকম কষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে, তাই সেখানে পারস্পরিক দুঃখ-কষ্টও জায়গা পাবে না। এমনকি দুনিয়ায় পরম্পরের মধ্যে যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে থাকে, আল্লাহ তাআলা জান্মাতে তা সম্পূর্ণরূপে দূর করে দেবেন। ফলে সমস্ত জান্মাতবাসী সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও আত্মপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করবে।

44 আর জান্মাতবাসীগণ জাহানামীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। এবার (তোমরা বল), তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তোমরাও কি তাকে সত্য পেয়েছ? তারা উত্তরে বলবে, হাঁ। এমনই সময় তাদের মধ্যে এক ঘোষক ঘোষণা করবে, আল্লাহর লানত জালেমদের প্রতি- ♦

45 যারা আল্লাহর পথে (মানুষকে) বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা সন্ধান করত এবং যারা আখিরাতকে অঙ্গীকার করত। ♦

46 এবং (জান্মাতবাসী ও জাহানামবাসী এই) উভয় দলের মধ্যে একটি আড়াল থাকবে। আর আরাফ-এ (অর্থাৎ সেই আড়ালের উচ্চতায়) কিছু লোক থাকবে, যারা প্রত্যেক দলের লোককে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে। ^{৩০} তারা জান্মাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম। তারা (অর্থাৎ আরাফবাসী) তখনও পর্যন্ত জান্মাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু তারা সাগ্রহে (তার) আশাবাদী হবে। ♦

30. এমনিতে তো আরাফের লোক জান্মাতবাসী ও জাহানামী উভয় শ্রেণীর লোকদেরকেই সরাসরি দেখতে পাবে। তাই কোনও দলের লোকদেরকেই চেনার জন্য তাদের কোন আলামতের দরকার হবে না। তারপরও যে এখানে আলামতের কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, তারা জান্মাত ও জাহানামবাসীদেরকে দুনিয়ায়ও তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনত। আর তারা যেহেতু ঈমানদার ছিল, তাই দুনিয়ায়ও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এতটুকু অনুভূতি দিয়েছিলেন, যা দ্বারা তারা চেহারা দেখেই বুঝতে পারত যে, এরা মুন্তাকী-পরহেজগার ও নেককার লোক। এমনিভাবে তারা কাফেরদের চেহারা দেখেও চিনে ফেলত যে, এরা কাফের (ইমাম রায়ী, তাফসীরে কাবীর)।

47 আর যখন তাদের দৃষ্টি জাহানামবাসীদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ওই জালেমদের সঙ্গে রেখ না। ♦

48 আরাফবাসীগণ একদল লোককে, যাদেরকে তারা তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে, ডাক দিয়ে বলবে, তোমাদের সংগৃহীত সঞ্চয় তোমাদের কোনও কাজে আসল না এবং তোমরা যাদেরকে বড় মনে করতে তারাও না। ^{৩১} ♦

31. এর দ্বারা তাদের সেই দেবতাদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যাদেরকে তারা আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করত। এমনিভাবে এটা সেই সদৰ ও নেতাদের প্রতিও ইঙ্গিত, যাদেরকে তারা বড় মনে করে অন্ধের মত অনুসরণ করত ও মনে করত, তারা তাদেরকে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ থেকে বাঁচাবে।

(বাক্যটির আরেক অর্থ হতে পারে 'তোমাদের অহংকারও না। অর্থাৎ তোমরা যে নিজেদেরকে অন্যদের তুলনায় বড় মনে করেছিলে এবং সেই অহমিকায় দীন করুল করাকে নিজেদের জন্য অমর্যাদাকর গণ্য করছিলে, আজ দেখ সেই অহংকার কত মিথ্যা ছিল। জাহানামের আয়ার ও লাঙ্গনা থেকে তা তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারল কি? -অনুবাদক)

49 (অতঃপর জান্মাতবাসীদের প্রতি ইশারা করে বলবে), এরাই কি তারা, যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে, আল্লাহ তাদেরকে নিজ রহমতের কোনও অংশ দেবেন না? (তাদেরকে তো বলে দেওয়া হয়েছে), তোমরা জান্মাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোনও ভয় নেই এবং তোমরা কোনও দুঃখেরও সম্মুখীন হবে না। ♦

50 আর জাহানামবাসীগণ জান্মাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের উপর সামান্য কিছু পানিই ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে নিয়ামত দিয়েছেন তার কিছু অংশ (আমাদের কাছে পৌঁছে দাও)। তারা উত্তর দেবে, আল্লাহ এ দুটো জিনিস ওই কাফেরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন- ♦

51 যারা নিজেদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছিল এবং যাদেরকে পার্থির জীবন ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত হব, যেভাবে তারা ভুলে গিয়েছিল যে, তাদেরকে এই দিনের সম্মুখীন হতে হবে এবং যেভাবে তারা আমার আয়তসমূহকে প্রকাশ্যে অব্বীকার করত। ♦

52 বস্তুত আমি তাদের কাছে এমন এক কিতাব উপস্থিত করেছি, যার ভেতর আমি (আমার) জ্ঞানের ভিত্তিতে (প্রতিটি বিষয়ের) বিশদ ব্যাখ্যা করেছি। যারা ঈমান আনে, তাদের পক্ষে এটা হিদায়াত ও রহমত। ♦

53 কাফিরগণ কি এই কিতাবে বর্ণিত শেষ পরিণামেরই অপেক্ষা করছে? ৩২ (অর্থচ) এই কিতাবের বর্ণিত শেষ পরিণাম যে দিন আসবে সে দিন, যারা পূর্বে সে পরিণামের কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্যবাণী নিয়েই এসেছিলেন। এখন আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী লাভ হবে, যারা আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে? অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় (দ্বন্দ্বিয়ায়) ফেরত পাঠানো হবে, যাতে আমরা যে (মন্দ) কাজ করতাম তার বিপরীত কাজ করতে পারি? বস্তুত তারা নিজেরাই নিজেদের লোকসানে ফেলেছে এবং তারা যা-কিছু গড়ে রেখেছিল (অর্থাৎ তাদের দেবতাগণ), তারা তাদের থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। ♦

32. 'শেষ পরিণাম' দ্বারা কিয়ামত দিবসকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঈমান আনার জন্য তারা কি কিয়ামত দিবসেরই অপেক্ষা করছে, অর্থচ সেদিন ঈমান আনলেও তা গৃহীত হবে না। আর যখন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, তখন আক্ষেপ করা ছাড়া তাদের আর কিছু কুরার থাকবে না।

54 নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক সেই আল্লাহ, যিনি সমস্ত আসমান ও যমীন ছয় দিনে ৩৩ সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আরশে ইস্তিগ্ন্যা ৩৪ গ্রহণ করেন। তিনি দিনকে রাতের দ্বারা দেকে দেন, যা দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়ে তাকে ধরে ফেলে। এবং সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি (সৃষ্টি করেছেন), যা সবই তাঁরই আজ্ঞাধীন। স্মরণ রেখ, সৃষ্টি ও আদেশ দান তাঁরই কাজ। আল্লাহ অতি বরকতময়, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। ♦

33. ইসতিগ্ন্যা (إِسْتِغْنَاء) আরবী শব্দ। এর অর্থ সোজা হওয়া, কায়েম হওয়া, আয়ত্তাধীন করা ইত্যাদি। কখনও এ শব্দটি বসা ও সমাসীন হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা যেহেতু শরীর ও স্থান থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তাই তাঁ ক্ষেত্রে শব্দটি দ্বারা এক্রূপ অর্থ গ্রহণ সঠিক নয় যে, মানুষ যেভাবে কোনও আসনে সমাসীন হয়, তেমনিভাবে (নাউয়ুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলাও আরশে উপবিষ্ট ও সমাসীন হন।
প্রকৃতপক্ষে 'ইসতিগ্ন্যা' আল্লাহ তাআলার একটি গুণ। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের মতে এর প্রকৃত ধরণ-ধারণ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তাদের মতে এটা মুতাশাবিহাত (দ্ব্যর্থবোধক) বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত, যার খোড়াখুড়িতে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়। সুরা আলে ইমরানের শুরুভাগে আল্লাহ তাআলা এক্রূপ মুতাশাবিহ বিষয়ের অনুসন্ধানে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। সে হিসেবে এর কোনও তরজমা করাও সমীচীন মনে হয় না। কেননা এর যে-কোনও তরজমাতেই বিআন্তি সৃষ্টির অবকাশ আছে। এ কারণেই আমরা এস্তে এর তরজমা করিনি। তাছাড়া এর উপর কর্মগত কোনও মাসআলাও নির্ভরশীল নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা নিজ শান অনুযায়ী 'ইসতিগ্ন্যা' গ্রহণ করেছেন, যার স্বরূপ ও প্রকৃতি উপলব্ধি করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি মানুষের নেই।

34. এটা সেই সময়ের কথা, যখন দিনের হিসাব বর্তমানকার সুর্ঘের উদয়-অস্ত দ্বারা করা হত না; বরং অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে এটা স্থির করা হয়ে থাকবে, যার হাকীকত আল্লাহ তাআলাই জানেন। এমনিতে তো আল্লাহ তাআলার এ ক্ষমতাও ছিল যে, তিনি নিমেষের মধ্যে এ মহা বিশ্বকে সৃষ্টি করে ফেলবেন, কিন্তু তা না করে এ কাজে ছয় দিন সময় লাগানোর দ্বারা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, তারা যেন কোনও কাজে তাড়াহড়া না করে, বরং ধীর-স্থিরতার সাথে তা সমাধা করে।

55 তোমরা বিনীতভাবে ও চুপিসারে নিজেদের প্রতিপালককে ডাক। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘন- কারীদেরকে পচন্দ করেন না। ৩৫ ♦

35. সীমালংঘন বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন অতি উচ্চ স্বরে দোয়া করা কিংবা কোন নাজায়ে বা অসন্তু বস্তু প্রার্থনা করা, যদরূপ দোয়া তামাশায় পরিণত হয়, যখন এই দোয়া করা যে, আমি যেন এখনই আকাশে পোঁচে যাই। কাফেরগণ অনেক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ জাতীয় দোয়া করতে বলত।

56 এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তাতে অশান্তি বিস্তার করো না ৩৬ এবং (অন্তরে তাঁর) ভয় ও আশা রেখে তাঁর ইবাদত কর। ৩৭ নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। ♦

36. এ আয়তে যে 'দোয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এর দ্বারা ইবাদত বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই আমরা এর তরজমা করেছি ইবাদত। আয়তে প্রকৃত ইবাদতের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে যে, ইবাদতকারীর অন্তরে ইবাদতের কারণে অহংকার সৃষ্টি তো হবেই না; বরং এই ভয় জাগত থাকবে যে, জানি না আমি ইবাদতের হক আদায় করতে পেরেছি কি না এবং আমার এ ইবাদত আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হওয়ার উপযুক্ত কি না! অপর দিকে ইবাদতের ক্রটির প্রতি লক্ষ্য করে তার অন্তরে হতাশাও সৃষ্টি হবে না; বরং আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রতি লক্ষ্য করে আশা সঞ্চার হবে যে, তিনি নিজ দয়ায় এটা কবুল করে নেবেন। অর্থাৎ নিজ ক্রটিজনিত ভয় ও আল্লাহ তাআলার রহমতপ্রসূত আশা-এ উভয় গুণের সম্মিলন দ্বারাই ইবাদত যথার্থ রূপ লাভ করে।

37. আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে যখন মানুষকে পাঠান, তখন প্রথম দিকে নাফরমানীর কোনও ধারণা ছিল না। তখন পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত ছিল। পরবর্তীতে যারা নাফরমানীর বীজ বপন করেছে, তারাই সেই শান্তি স্থাপনের পর অশান্তি বিস্তার করেছে।

৫৭ এবং তিনিই (সেই সন্তা), যিনি নিজ রহমতের (অর্থাৎ বৃষ্টির) পূর্বক্ষণে (বৃষ্টির) সুসংবাদবাহীরপে বায়ু প্রেরণ করেন। যখন তা ভারী মেঘমালাকে বয়ে নিয়ে যায়, তখন আমি তাকে কোন মৃত ভৃথগের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাই, তারপর সেখানে পানি বর্ষণ করি এবং তা দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপন্ন করি। এভাবেই আমি মৃতদেরকেও জীবিত করে তুলব। হয়ত (এসব বিষয়ে চিন্তা করে) তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে। ৩৮

৩৮. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেভাবে মৃত ভূমিতে প্রাণ সঞ্চার করেন, তেমনিভাবে তিনি মৃত মানুষের মধ্যেও প্রাণ দিতে সক্ষম। মৃত ভূমির সংজ্ঞাবিত হওয়ার বিষয়টা তোমরা দৈনন্দিন জীবনে লক্ষ্য করে থাক এবং এটাও সীকার কর যে, এসব আল্লাহ তাআলার কুদরতেই হয়। এর থেকে তোমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, মানুষকে পুনর্জীবিত করার ক্ষমতাও আল্লাহর আছে। এটাকে তার ক্ষমতা-বহির্ভূত কাজ মনে করা এক চরম মূর্ধন্তা।

৫৮ আর যে ভূমি উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের হৃকুমে উৎপন্ন হয় এবং যে ভূমি নষ্ট হয়ে গেছে, তাতে মন্দ ফসল ছাড়া কিছুই উৎপন্ন হয় না। ৩৯ এভাবেই আমি নির্দশনসমূহ বিভিন্নভাবে বিবৃতি করি, সেই সব লোকের জন্য যারা মূল্যায়ন করে।

৩৯. এর ভেতর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, উৎকৃষ্ট জমির ফসলও যেমন উৎকৃষ্ট হয়, তেমনি যে সকল লোকের অন্তর উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ তাতে সত্যের অনুসন্ধিৎসা আছে, তারা আল্লাহ তাআলার কালাম দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হয়। অপর দিকে নিকৃষ্ট জমিতে বৃষ্টি পড়া সত্ত্বেও যেমন তা থেকে বিশেষ উপকারী ফসল লাভ করা যায় না, তেমনি যাদের অন্তর জেদ ও হঠকারিতার দোষে দৃষ্টি হয়ে গেছে, আল্লাহ তাআলার কালাম দ্বারা তারা উপকার লাভ করতে পারে না।

৫৯ আমি নৃহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। ৪০ সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোক! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মারুদ নেই। নিশ্চয়ই আমি আশংকা করি, তোমাদের উপর এক মহা দিনের শাস্তি আপত্তি হবে।

৪০. ইসরাইলী বর্ণনা অনুযায়ী হয়রত নৃহ আলাইহিস সালাম হয়রত আদম আলাইহিস সালামের ওফাতের এক হাজার বছরেরও কিছু বেশি কাল পর জন্মগ্রহণ করেন। বিশেষজ্ঞ উল্লামায়ে কিমাম এ সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। তাদের দুর্জনের মধ্যে ঠিক কত কালের ব্যবধান ছিল তা নিশ্চিতভাবে জানার কোনও উপায় নেই। কুরআন মাজীদ দ্বারা জানা যায়, এ দীর্ঘ কাল পরিক্রমায় মৃত্যুপূর্বোক্ত ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল। হয়রত নৃহ আলাইহিস সালামের কওমও বিভিন্ন রকম মৃত্যি গড়ে নিয়েছিল। সূরা নৃহে তাদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আনকাবুতে (২৯ : ১৪) আছে, হয়রত নৃহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে সাড়ে নয়শা বছর পর্যন্ত সত্যের পথে ডেকেছিলেন। তিনি সর্বপ্রকারেই তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। সামান্য সংখ্যক ভাগ্যবান সাথী তাঁর কথায় টস্মান এনেছিল, যাদের অধিকাংশই ছিল গরীব শ্রেণীর লোক। কওমের বেশির ভাগ লোকই কুফরের পথ ধরে রাখে। হয়রত নৃহ আলাইহিস সালাম অবিরত তাদেরকে আল্লাহ তাআলার আযাব সম্পর্কে ভয় দেখতে থাকেন, কিন্তু কোনও মতেই যখন তারা মানল না, পরিশেষে তিনি বিদ্যুতে করলেন। ফলে তাদেরকে এক ভয়ল বন্যায় নিমজ্জিত করা হয়। হয়রত নৃহ আলাইহিস সালামের ঘটনা ও তার কওমের উপর আপত্তি বন্যা সম্পর্কে সূরা হৃদ (১১ : ২৫-৪৯) ও সূরা নৃহ (সূরা নং ৭১) বিস্তারিত বিবরণ আসবে। তাছাড়া সূরা মুমিনুন (২৩ : ২৩), সূরা শুআরা (২৬ : ১০৫) সূরা কামারেও (৫৪ : ৯) তাদের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য স্থানে তাদের কেবল বরাত দেওয়া হয়েছে।

৬০ তার সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ বলল, আমরা তো নিশ্চিতরাপেই দেখছি, তুমি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছ।

৬১ নৃহ উত্তর দিল, হে আমার সম্প্রদায়! কোনও বিভ্রান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি। প্রকৃতপক্ষে আমি রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল।

৬২ আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাই ও তোমাদের কল্যাণ কামনা করি। আল্লাহর পক্ষ হতে আমি এমন বিষয় জানি, যা তোমরা জান না।

৬৩ তবে কি তোমরা এই কারণে বিশ্বযোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের উপদেশ পৌঁছেছে তোমাদেরই মধ্যকার একজন লোকের মাধ্যমে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে এবং তোমরা (মন্দ কাজ থেকে) বেঁচে থাক, আর যাতে তোমাদের প্রতি (আল্লাহর) রহমত হয়? *

৬৪ তথাপি তারা নৃহকে মিথ্যাবাদী বলল। সুতরাং আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে রক্ষা ৪১ করি আর, যারা আমার নির্দশনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করি। নিশ্চয়ই তারা ছিল অন্ধ লোক।

৪১. নৌকা ও বন্যার পূর্ণ ঘটনা ইনশাআল্লাহ সূরা হৃদে আসবে।

৬৫ আর আদ জাতির নিকট আমি তাদের ভাই হৃদকে (পাঠাই)। ৪২ সে বলল, হে আমার কওম! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মারুদ নেই। তবুও কি তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করবে না? *

৪২. আদ ছিল আরবদের প্রাথমিক যুগের একটি জাতি। হয়রত টস্মা আলাইহিস সালামের আনুমানিক দু' হাজার বছর পূর্বে ইয়ামানের হাজরামাওত অঞ্চলে তাদের বসবাস ছিল। দৈহিক শক্তি ও পাথর-ছেদনশল্লে তাদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। কালক্রমে তারা মৃত্যি বানিয়ে তার পূজা শুরু করে দেয়। দৈহিক শক্তির কারণেও তারা মদমত হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে হয়রত হৃদ আলাইহিস সালামকে তাদের কাছে নবী

বানিয়ে পাঠানো হল। তিনি অত্যন্ত দরদের সাথে নিজ কওমকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এবং তাদের সামনে তাওহীদের শিক্ষা পেশ করে আল্লাহ তাআলার শোকরগোজার বান্দা হওয়ার আহ্বান জানালেন। কিন্তু সৎ স্বভাবের সামান্য কিছু লোক ছাড়া বাকি সকলে তার কথা প্রত্যাখ্যান করল। এ অবস্থায় প্রথমে তাদেরকে খরায় আক্রান্ত করা হল। হয়রত হৃদ আলাইহিস সালাম তাদেরকে বললেন, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তোমাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। এখনও যদি তোমরা তোমাদের অসৎ কর্ম ছেড়ে দাও, তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি রহমতের বৃষ্টি বর্ণ করবেন (১১ : ৫২)। কিন্তু কওমের উপর এ কথার কোন আছর হল না। উত্তরোত্তর তারা কুফুর ও শিরকের পথেই এগিয়ে চলল। পরিশেষে তাদের প্রতি প্রচণ্ড বাড়-বাঞ্ছা পাঠানো হল। এ আয়ার একাধারে আট দিন তাদের উপর প্রবাহিত থাকল এবং তাতে গোটা কওম ধ্বংস হয়ে গেল। এ জাতির ঘটনা আলোচ সূরা ছাড়াও সূরা হৃদ (১ : ৫০-৮৯), সূরা মুমিনুন (২৩ : ৩২), সূরা শুআরা (২৬ : ১২৪), সূরা হা-মীম-সাজদা (৪১ : ১৫), সূরা আহকাফ (৪৬ : ২১), সূরা কামার (৫৪ : ১৮), সূরা হাক্কা (৬৯ : ৬) ও সূরা ফাজরে (৮৯ : ৬) বর্ণিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ এসব সূরায় তাদের ঘটনার বিভিন্ন দিক বিস্তারিত আসবে।

৬৬ তার সম্প্রদায়ের যে সদীরগণ কুফুর অবলম্বন করেছিল, তারা বলল, আমরা তো নিশ্চিতভাবে তোমাকে নিরুদ্ধিতার ভেতর দেখছি এবং নিশ্চয়ই আমাদের ধারণা, তুমি একজন মিথ্যক লোক। *

৬৭ হৃদ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার কোনও নিরুদ্ধিতা দেখা দেয়নি। বরং আমি রাববুল আলামীনের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল। *

৬৮ আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বার্তাসমূহ পৌঁছিয়ে থাকি এবং আমি তোমাদের এক বিশ্বস্ত কল্যাণকামী। *

৬৯ তবে কি তোমরা এ কারণে বিশ্঵বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের উপদেশ পৌঁছেছে তোমাদেরই মধ্যকার একজন লোকের মাধ্যমে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে? তোমরা সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তিনি নৃহের সম্প্রদায়ের পর তোমাদেরকে (তাদের) স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং শারীরিকভাবে তোমাদেরকে (অন্যদের অপেক্ষা) বাড়-বাড়ন্ত রেখেছেন। ৪৩ সুতরাং তোমরা তাঁর নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ কর। *

43. তারা এত লম্বা-চওড়া দেহের অধিকারী ছিল যে, সূরা ফাজরে (৮৯ : ৬) আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের মত জাতি কখনও কোনও দেশে জন্ম নেয়নি।

৭০ তারা বলল, তুমি কি এজন্যই আমাদের কাছে এসেছ যে, আমরা যেন শুধু আল্লাহরই ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের (যে মৃত্যুদের) ইবাদত করত, তাদেরকে ত্যাগ করি? ঠিক আছে, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তুমি আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ, তা আমাদের সামনে উপস্থিত কর। *

৭১ হৃদ বলল, তোমাদের প্রতি তোমাদের পক্ষ হতে শাস্তি ও ক্রোধ অবধারিত হয়ে গেছে। তোমরা কি আমার সাথে কোনও প্রমাণ অবর্তীর্ণ করেননি? সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। *

৭২ সুতরাং আমি তাকে (হৃদ আলাইহিস সালামকে) ও তার সঙ্গীদেরকে নিজ দয়ায় রক্ষা করলাম; আর যারা আমার নির্দর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল ও যারা মুমিন ছিল না, তাদেরকে নির্মূল করলাম। *

৭৩ আর ছামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে ৪৪ (পাঠাই)। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনও মাবুদ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক উজ্জ্বল প্রমাণ এসে গেছে। এটা আল্লাহর উটনী, যা তোমাদের জন্য একটি নির্দর্শনস্বরূপ। সুতরাং তোমরা এটিকে স্বাধীনভাবে আল্লাহর জরিমতে (চরো) খেতে দাও এবং একে কোন মন্দ ইচ্ছায় স্পর্শ করো না। পাছে কোনও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করে। *

44. ছামুদও ছিল আদ জাতিরই বংশধর। দৃশ্যত হয়রত হৃদ আলাইহিস সালাম ও তাঁর যে সকল সঙ্গী আয়াব থেকে রক্ষা পেয়েছিল, এরা তাদেরই আওলাদ ছিল। ছামুদ তাদের উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের নাম। তাই এ জাতিকে দ্বিতীয় আদও বলা হয়ে থাকে। আরব ও শামের মধ্যবর্তী যে অঞ্চলকে তখন 'হিজুব' বলা হত এবং বর্তমানে 'মাদাইনে সালিহ' বলা হয়, এ সম্প্রদায় সেখানেই বাস করত। এখনও সে অঞ্চলে তাদের ঘর-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। ৭৮ নং আয়াতে তাদের পাহাড় কেটে নির্মিত যে ইমারতের কথা বর্ণিত হয়েছে আজও তার ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। আরবের মুশরিকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে ধ্বনি সিরিয়া অঞ্চলে যেত, এই উপদেশমূলক ধ্বংসাবশেষ তখন তাদের পথে পড়ত। কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ সম্প্রদায়ের ভেতর কালক্রমে মৃত্যুপূর্জার প্রচলন ঘটেছিল এবং এর ফলে তাদের সমাজে নানা রকম অন্যায়-অপরাধ বিস্তার লাভ করেছিল। হয়রত সালিহ আলাইহিস সালাম হৈবন থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত ক্রমাগত তাদের মধ্যে তাবলীগের কাজ করে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তারা দাবী করল, আপনি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাকেন, তবে আপনি এই পাহাড় থেকে কোনও উটনী বের করে আমাদের সামনে উপস্থিত করুন। এটা করতে পারলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। হয়রত সালিহ আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়ায় পাহাড় থেকে একটি উটনী বের করে দেখালেন। তা দেখে কিছু লোক তো ঈমান আনল, কিন্তু তাদের বড় বড় সদার কথা রাখল না। তারা যে তাদের জেদ বজায় রাখল তাই নয়, বরং অন্য যেসব লোক ঈমান আনতে ইচ্ছুক ছিল তাদেরকেও নিবৃত্ত করল। হয়রত সালিহ আলাইহিস সালামের আশংকা হল, ওয়াদা ভঙ্গের কারণে তাদের উপর আল্লাহ তাআলার কোন আয়াব এসে যেতে পারে। তাই তাদেরকে বললেন, তোমরা অন্ততপক্ষে এই উটনীটির কোনও ক্ষতি করো না।

তাকে স্বাধীনভাবে চলে-ফিরে খেতে দাও। উটনীটির পূর্ণ এক কুয়া পানি দরকার হত। তাই তিনি পালা বষ্টন করে দিলেন যে, একদিন উটনীটি পানি পান করবে এবং একদিন এলাকার লোকে। কিন্তু কওমের লোক গোপনে চক্রান্ত করল। তারা ঠিক করল উটনীটিকে হত্যা করবে। পরিশেষে 'কুদার' নামক এক ব্যক্তি সেটিকে হত্যা করল। এ অবস্থায় হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, এখন শাস্তি আসতে মাত্র তিনি দিন বাকি আছে। অতঃপর তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কোনও কোনও রিওয়ায়াতে আরও আছে, তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, যে, এই তিনি দিনের প্রতিদিন তাদের চেহারার রং পরিবর্তন হতে থাকবে। প্রথম দিন চেহারার রং হবে হলুদ, দ্বিতীয় দিন লাল এবং তৃতীয় দিন সম্পূর্ণ কালো হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও জেনী সম্প্রদায়টি তাওরা ও ইস্তিগফারে রত হল না; বরং তারা হযরত সালিহ আলাইহিস সালামকেই হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটল, যা সূরা নামালে (২৭ : ৪৮) বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পথেই ধ্বংস করে দেন। ফলে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। অন্য দিকে হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম যেমন বলেছিলেন, সেভাবেই তাদের তিনি দিন কাটে। এ অবস্থায়ই প্রচণ্ড ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়। সেই সাথে আসমান থেকে এক ভয়াল শব্দ আসতে থাকে এবং তাতে গোটা সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়ের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হৃদ (১১ : ৬১), সূরা শুআরা (২৬ : ১৪১), সূরা নামাল (২৭ : ৪৫) ও সূরা কামারে (৫৪ : ২৩) বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সূরা হিজর, সূরা যারিয়াত, সূরা নাজম, সূরা হাজ্জা ও সূরা শামসেও তাদের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

74 স্মরণ কর, যখন আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে (তাদের) স্থলাভিষিক্ত করেন এবং ঘমীনে তোমাদেরকে এভাবে প্রতিষ্ঠা দান করেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ ও পাহাড় কেটে গৃহের মত তৈরি করছ। সুতরাং আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অশাস্তি বিস্তার করে বেড়িয়ো না। ♦

75 তার সম্প্রদায়ের দাস্তিক নেতৃবর্গ, যে সকল দুর্বল লোক ঈমান এনেছিল, তাদেরকে জিজেস করল, তোমরা কি এটা বিশ্বাস কর যে, সালিহ নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল? তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা তো তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত বানীতে ঈমান রাখি। ♦

76 সেই দাস্তিক লোকেরা বলল, তোমরা যে বাণীতে ঈমান এনেছ আমরা তো তা প্রত্যাখ্যান করি। ♦

77 সুতরাং তারা উটনীটি মেরে ফেলল ও তাদের প্রতিপালকের হৃকুম অমান্য করল এবং বলল, সালিহ! সত্যিই তুমি নবী হয়ে থাকলে আমাদেরকে ঘার (যে শাস্তির) ভয় দেখাচ্ছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো। ♦

78 পরিণামে তারা ভূমিকম্পে আক্রান্ত হল এবং তারা নিজ-নিজ বাড়িতে অধঃমুখে পড়ে থাকল। ♦

79 অতঃপর সালিহ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল এবং বলতে লাগল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌছিয়েছিলাম এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম, কিন্তু (আফসোস!) তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দ কর না। ♦

80 এবং লুতকে (পাঠালাম)। ৪৫ যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে সারা বিশ্বে কেউ করেনি? ♦

45. হযরত লৃত আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাতিজা। মহান চাচার মত তিনিও ইরাকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন ইরাক থেকে হিজরত করেন, তখন তিনিও তাঁর সাথে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। অতঃপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তো ফিলিস্তিন অঞ্চলে বসত গ্রহণ করেছিলেন। আর আল্লাহ তাআলা হযরত লৃত আলাইহিস সালামকে জর্জনের সাদূম (Sodom) এলাকায় নবী করে পাঠান। সাদূম ছিল একটি কেন্দ্রীয় নগর। আমূরা প্রভৃতি জনপদ তার আওতাধীন ছিল। এসব জনপদের লোকজন একটি নির্লজ্জ কুরক্মে লিপ্ত ছিল। তারা সমকাম (Homosexuality) করত। কুরআন মাজীদের বর্ণনা অনুযায়ী এ রকম অভিশপ্ত কাজ তাদের আগে দুর্নিয়ায় আর কেউ কখনও করেননি। হযরত লৃত আলাইহিস সালাম তাদের কাছে আল্লাহ তাআলার বিধানালী পৌঁছালেন এবং তাঁর শাস্তি সম্পর্কেও সর্তর্ক করলেন, কিন্তু তারা কিছুতেই নিজেদের নির্লজ্জতা পরিত্যাগ করতে রাজি হল না। পরিশেষে তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হল এবং গোটা জনপদটিকে উল্টিয়ে দেওয়া হল। বর্তমানে মৃত সাগর (Dead Sea) নামে যে প্রসিদ্ধ সাগর আছে, বলা হয়ে থাকে সে জনপদটি এর ভেতর তলিয়ে গেছে অথবা তা এর আশপাশেই ছিল, কিন্তু তার কোনও চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। এ সম্প্রদায়ের সাথে হযরত লৃত আলাইহিস সালামের কোন বশীয় সম্পর্ক ছিল না। তবুও এ আয়তে তাদেরকে তার কওম বলা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা ছিল তার উচ্চত এবং তাদের কাছে তাঁকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল। তাদের ঘটনা সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত পাওয়া যায় সূরা হৃদ (১১ : ৬৯-৮৩)। তাছাড়া সূরা হিজর (১৫ : ৫২-৮৪), শুআরা (২৬ : ১৬০-১৭৪) ও আনকাবুতেও (২৯ : ২৬-৩৫) তাদের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। সূরা যারিয়াত (৫ : ২৪-৩৭) ও সূরা তাহরীমেও (৬৬ : ১০) তাদের বরাত দেওয়া হয়েছে।

81 তোমরা কামেচ্ছা পূরণের জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষের কাছে গিয়ে থাক (আর এটা তো কোনও আকস্মিক ব্যাপার নয়;) বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। ♦

82 তার সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল কেবল এই বলা যে, 'এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা বড় পরিত্র থাকতে চায়। ♦

৪৩ পরিণামে আমি তাকে (অর্থাৎ লুত আলাইহিস সালামকে) ও তার পরিবারবর্গকে (জনপদ থেকে বের করে) রক্ষা করলাম, তবে তার ছাড়া। সে অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে শামিল থাকল (যারা আবাবের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়)। ❁

৪৪ আর আমি তাদের উপর (পাথরের) প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং দেখ, সে অপরাধীদের পরিণাম কেমন (ভয়াবহ) হয়েছিল। ❁

৪৫ আর মাদয়ানের কাছে তাদের ভাই শুআইবকে [৪৬](#) (পাঠালাম)। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মারুদ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। সুতরাং মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে ও মানুষের মালিকানাধীন বস্তুসমূহে তাদের অধিকার খর্ব করবে না [৪৭](#) আর দুনিয়ায় শাস্তি স্থাপনের পর অশান্তি বিস্তার করবে না। [৪৮](#) এটাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর পথ যদি তোমরা (আমার কথা) মেনে নাও। ❁

46. মাদয়ান একটি গোত্রের নাম। এ নামে একটি জনপদও ছিল, যেখানে হযরত শুআইব আলাইহিস সালামকে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর আমল ছিল হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সামান্য আগে। কোনও কোনও বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, তিনিই হযরত মুসা আলাইহিস সালামের শুশ্রে ছিলেন। মাদয়ান ছিল একটি সবুজ-শ্যামল এলাকা। লোকজন বড় সচল ও সমৃদ্ধশালী ছিল। কালক্রমে তাদের মধ্যে কুফর ও শিরকসহ বহু দুর্কর্ম চালু হয়ে যায়। তারা মাপজোখে হেরফের করত। তাদের মধ্যে যাদের পেশিশক্তি ছিল, তারা পথে-পথে টোল বিসিঘে পথচারীদের থেকে জোরপূর্বক কর আদায় করত। অনেকে ডাকাতিও করত। তাছাড়া যাদেরকে দেখত, হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের কাছে ঘাওয়া আসা করে তাদেরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করত ও তাদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন করত। সামনে দুই আয়াতে তাদের দুর্কর্মের বর্ণনা আসছে। হযরত শুআইব আলাইহিস সালামকে তাদের কাছে নবী করে পাঠান হল। তিনি বিভিন্ন পদ্ধায় তাদেরকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করলেন। আল্লাহ তালাল তাকে বকৃতা-বিবৃতির বিশেষ যোগ্যতা দান করেছিলেন, এ কারণেই তিনি খাতীবুল আবিয়া (নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বাগী) উপাধিতে খ্যাত। কিন্তু নিজ কওমের উপর তার হাদয়গাহী বকৃতার কোনও আছর হল না। পরিশেষে তারা আল্লাহ তালাল আবাবের নিশানা হয়ে গেল। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়ের ঘটনা সর্বাপেক্ষা বিস্তারিতভাবে সুরা ছব্দে (১১ : ৮৪-৯৫) বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সুরা শুআরা (২৬ : ১৭৭) ও সুরা আনকাবুতে (২৯ : ৩৬) তাদের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। সুরা হিজরে (১৫ : ৭৮) সংক্ষেপে তাদের বরাত দেওয়া হয়েছে।

47. এর দ্বারা বোঝা যায়, মাপে হেরফের করা ছাড়াও তার অন্যান্য পদ্ধায় মানুষের হক নষ্ট করত। এ আয়াতে **ব্যবহৃত** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ কম করা। কিন্তু সাধারণত শব্দটি অন্যের হক মেরে দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে এ বাক্যটি তিনি জায়গায় অত্যন্ত জোরদার ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানোর তাকীদ করা হয়েছে। যে সকল কাজে এ সম্মান বিনষ্ট হয় তা সবই পরিত্যাজ্য, যথা অন্যের সম্পদ বা জায়েদাদ তার সম্মতি ছাড়া দখল করা, কারও কোনও জিনিস তার মনের সন্তুষ্টি ছাড়া ব্যবহার করা ইত্যাদি।

48. এর ব্যাখ্যার জন্য পেছনে ৫৬ নং আয়াতের টীকা দেখুন।

৪৬ (মানুষকে) ধর্মকানোর জন্য এবং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দান ও তাতে বক্রতা সন্ধানের উদ্দেশ্যে পথে-ঘাটে বসে থাকবে না। স্মরণ কর, যখন তোমরা অল্ল ছিলেন, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের সমৃদ্ধি দিলেন [৪৯](#) এবং লক্ষ্য কর, অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছে। ❁

49. এর দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য উভয়ই বোঝানো হয়েছে।

৪৭ আমার মাধ্যমে যা পাঠানো হয়েছে, তাতে যদি তোমাদের এক দল ঈমান আনে এবং অন্য দল ঈমান না আনে, তবে সবর কর, যতক্ষণ না আল্লাহ তামাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেন। [৫০](#) আর তিনি শ্রেষ্ঠতম ফায়সালাকারী। ❁

50. প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের একটি কথার উত্তর। তারা বলত, আমরা তো মুমিন ও কাফেরদের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না। যারা ঈমান আনেনি, তারাও সুখগুস্তাচ্ছন্দের ভেতর জীবন যাপন করছে। তাদের পথ যদি আল্লাহর পছন্দ না হত, তবে তাদেরকে তিনি এমন সুখের জীবন দেবেন কেন? উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, বর্তমানের সুখগুস্তাচ্ছন্দি দেখে এই ধোঁকায় পড় উচিত নয় যে, অবস্থা সর্বদা এমনই থাকবে। আগামীতে আল্লাহ তালাল ফায়সালা কী হয় সেই অপেক্ষা কর।

৪৮ তার সম্প্রদায়ের দাস্তিক সর্দারগণ বলল, হে শুআইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব, অন্যথায় তোমাদের (সকলকে) অবশ্যই আমাদের দীনে ফিরে আসতে হবে। [৫১](#) শুআইব বলল, আমরা যদি (তোমাদের দীনকে) ঘৃণ করি তবুও কি? ❁

51. হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের সঙ্গীগণ পূর্বে তো তাদের কওমের ধর্মেই ছিল। পরে তারা ঈমান এনেছে। কাজেই তাদের সম্পর্কে 'পুরানো ধর্মে ফিরে যাওয়া' শব্দের ব্যবহার ঠিকই আছে, কিন্তু হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম তো কখনও তাদের ধর্মে ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে এ শব্দ ব্যবহারের কারণ কী? এর উত্তর এই যে, নবুওয়াতের আগে তাঁর কওমের লোক মনে করত, তিনি তাদেরই ধর্মের অনুসারী। এ কারণেই তারা তাঁর জন্যও এ শব্দ ব্যবহার করেছিল। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম উত্তরও দিয়েছেন তাদেরই শব্দে। অথবা তাঁর সঙ্গীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তাঁকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে সকলের জন্য একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পরিভাষায় একে, তাগলীব' বলে। -অনুবাদক)

89

আমরা যদি তোমাদের দীনে ফিরে যাই, যখন আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তবে তো আমরা আল্লাহর প্রতি অতি বড় মিথ্যারোপ করব। **৫২** বস্তু তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভব নয় হাঁ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা করলে (সেটা ভিন্ন কথা)। **৫৩** আমাদের প্রতিপালক নিজ জ্ঞান দ্বারা সবকিছু বেষ্টন করে রেখেছেন। আমরা আল্লাহরই প্রতি নির্ভর করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়ভাবে ফায়সালা করে দিন। আপনই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী। ♦

52. অর্থাৎ তোমাদের ধর্মে ফিরে যাওয়ার অর্থ দাঁড়ায় আমরা তোমাদের ধর্মকে আল্লাহর দেওয়া সত্য ধর্ম বলে স্বীকার করে নেব। অর্থাত সে ধর্ম সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তা আদৌ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নায়িকৃত ও তার মনোনীত নয়। এরূপ ধর্মকে সত্যবিশ্বাসে গ্রহণ করে নেওয়া আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলা ও তার প্রতি অপবাদ আরোপ করার নামান্তর। আল্লাহ-প্রেরিত কোন নবী এবং তাঁর দ্বারা হিদায়তপ্রাপ্ত কোন দলের পক্ষে তা করা আদৌ সম্ভব কি? - অনুবাদক

53. এটা উচ্চস্তরের আবদ্ধিয়াত (দাসত্ব)-এর অভিযন্ত্রিমূলক বাক্য। এর অর্থ এই যে, কোনও ব্যক্তিই নিজ সংকল্প দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে কোনও বিষয়ে বাধ্য করতে পারে না। আমরা নিজেদের পক্ষ হতে তে স্থিরসংকল্প রয়েছি যে, কখনও তোমাদের দীন গ্রহণ করব না, কিন্তু নিজেদের এ সংকল্প অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব কেবল আল্লাহ তাআলার তাওফীক দ্বারাই। তিনি চাইলে তো আমাদের অন্তর ঘূরিয়েও দিতে পারেন। এটা ভিন্ন কথা যে, কোন বাস্তু ইখলাসের সাথে সঠিক পথে থাকার ইচ্ছা করলে তার অন্তর গোমরাহীর দিকে ঝোঁকে না। কার ইখলাস কেমন তার পূর্ণ জ্ঞান তাঁর রয়েছে। সুতরাং ইখলাসের সাথে কোন কাজের পরিপন্থ ইচ্ছা করার পর আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করা উচিত, যাতে তিনি সে ইচ্ছা পূরণ করেন। এভাবে হয়রত শুআব আলাইহিস সালাম এ বাক্য দ্বারা শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যে কোনও নেক কাজ করার সময় নিজ সংকল্প ও চেষ্টার উপর ভরসা না করে আল্লাহ তাআলার উপরই ভরসা করা চাই।

90

তার সম্প্রদায়ের সদীর্ঘ যারা কুফরকেই ধরে রেখেছিল, (সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকদেরকে) বলল, তোমরা যদি শুআবের অনুসরণ কর, তবে (মনে রেখ), তোমরা তখন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ♦

91

অতঃপর তারা ভূমিকম্পে আক্রান্ত হল **৫৪** এবং প্রভাতকালে তারা নিজেদের বাড়িতে অধঃমুখে পড়ে থাকল। ♦

54. সে জাতির উপর যে আযাব এসেছিল তা বোঝানোর জন্য কুরআন মাজীদ এখানে ﴿الْجَنَّةُ﴾ (ভূমিকম্প) শব্দ ব্যবহার করেছে। সূরা হুদে বলা হয়েছে ﴿بِصِحْبَةِ﴾ (প্রচণ্ড শব্দ), আর সূরা শুআবের বলা হয়েছে ﴿عَذَابِ يَوْمِ الظِّلَّةِ﴾ (মেঘাছ্ছন্দ দিবসের শাস্তি)। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রায়ি)-এর একটি বর্ণনায় আছে, তাদের উপর প্রথমে প্রচণ্ড গরম পড়ে, যাতে অস্থির হয়ে তারা চিন্কার করতে থাকে। তারপর নগরের বাহিরে মেঘ দেখা দেয়। সেখানে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। তারা সবাই শহর ছেড়ে সেখানে গিয়ে জড়ো হয়। সহসা সেই মেঘ থেকে অগ্র বর্ষণ শুরু হল। একেই মেঘাছ্ছন্দ দিবস শব্দে বক্তৃ করা হয়েছে। তারপর আসল ভূমিকম্প (রহুল মাআন্নী)। ভূমিকম্পের সাথে সাধারণত আওয়াজও থাকে। তাই এ শাস্তিকে ﴿بِصِحْبَةِ﴾ অর্থাৎ প্রচণ্ড শব্দ বলা হয়েছে।

92

যারা শুআবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা (এমন হয়ে গেল), যেন সেখানে কখনও বসবাসই করেনি। যারা শুআবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, শেষ পর্যন্ত তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল। ♦

93

সুতরাং সে (শুআবের আলাইহিস সালাম) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল এবং বলতে লাগল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে আমার রবের বাণীসমূহ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম। (কিন্তু) যে সম্প্রদায় ছিল অকৃতজ্ঞ, আমি তাদের জন্য কিভাবে আক্ষেপ করি! ♦

94

আমি যে-কোনও জনপদে নবী পাঠিয়েছি, তার অধিবাসীদেরকে অবশ্যই অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা বিনয় অবলম্বন করে। **৫৫** ♦

55. বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধৰ্মস করেছেন, তাদেরকে যে আকস্মিক রাগের বশে ধৰ্মস করেছেন এমন নয়। বরং তাদেরকে সঠিক পথে আসার জন্য বছরের পর বছর সুযোগ দিয়েছেন এবং সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। প্রথমত তাদের কাছে নবী পাঠিয়েছেন, যে নবী তাদেরকে বছরের পর বছর সাবধান করতে থেকেছেন। তারপর তাদেরকে আর্থিক কষ্ট ও বিভিন্ন রকমের বালা-মুসিবতে ফেলেছিল, যাতে তাদের মন কিছুটা নরম হয়। কেননা বহু লোক এ রকম অবস্থায় আল্লাহর দিকে রঞ্জু হয় এবং কষ্ট-ক্লেশের ভেতর অনেক সময় সত্য গ্রহণের ঘোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এরপ ক্ষেত্রে যখন নবী তাদেরকে এই বলে সর্তর্ক করেন যে, এখনও সময় আছে তোমরা শুধরে যাও, আল্লাহ তাআলা এ মুসিবত দ্বারা একটা সংকেত দিয়েছেন মাত্র, এটা যে কোনও সময় মহাশাস্তির রপ্তও নিতে পারে, তখন কোনও কোনও লোকের মন ঠিকই নরম হয়। অপর দিকে কিছু লোক এমনও থাকে, সুখগুস্তিচ্ছন্দ্য লাভ হলে যাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার দয়া ও কৃপার অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং তখন সত্য গ্রহণের জন্য তারা অপেক্ষাকৃত বেশি আগ্রহী হয়। সুতরাং তাদেরকে দুঃখগুদ্দেন্যের পর সুখগুস্তিচ্ছন্দ্যও দান করা হয়ে থাকে, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পায়। অবস্থার এ পরিবর্তন দ্বারা কিছু লোক তো অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সঠিক পথে চলে আসে, কিন্তু জেনী চরিত্রের কিছু এমন লোকও থাকে, যারা এসব দ্বারা কোনও শিক্ষা গ্রহণ করে না। বরং তারা বলে, এরূপ সুখগুদ্দেন্য ও ঠাণ্ডা-গরমের পালাবদল আমাদের বাপ-দাদাদের জীবনেও দেখা দিয়েছে। কাজেই এসবকে অহেতুকভাবে আল্লাহ তাআলার কোনও সংকেত সাব্যস্ত করার দরকার কী? এভাবে যখন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার সব রকমের প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যায়, তখন এক সময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আযাব এসে পড়ে। তখন তাদেরকে এমন আকস্মিকভাবে ধরা হয় যে, তারা আগে থেকে কিছুই টের করতে পারে না।

95

তারপর আমি অবস্থা বদলে দূরাবস্থার স্থানে সুখগুস্মাচ্ছন্দ্য দিয়েছি, এমনকি তারা সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে এবং বলতে শুরু করে, দুঃখ ও সুখ তো আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও স্পর্শ করেছে। অতঃপর আমি অক্ষমাং তাদেরকে এভাবে পাকড়াও করিয়ে, তারা (আগে থেকে কিছুই) টের করতে পারেনি। *

96

যদি সে সকল জনপদবাসী ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে কল্যাণধারা মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা (সত্য) প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং তারা ক্রমাগত যা করে যাচ্ছিল, তার পরিণামে আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। *

97

তবে কি জনপদবাসীরা এ বিষয় হতে সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়ে গেছে যে, কোনও রাতে তাদের উপর আমার শাস্তি আপত্তি হবে, যখন তারা থাকবে ঘুমত? ৫৬ *

56. এসব ঘটনার বরাত দিয়ে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলার গযব ও ক্রেত্ব সম্বন্ধে কারণেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। আসলে এটা কেবল মক্কার কাফেরদের জন্যই নয়; বরং যে ব্যক্তিই কোনও রকমের গুনাহ, মন্দ কাজ বা জন্মে লিঙ্গ থাকে, তার উচিত সদা-সর্বদা এসব আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রতি খেয়াল রাখ।

98

এসব জনপদবাসী কি এর থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, তাদের উপর আমার শাস্তি আপত্তি হবে পূর্বাহ্নে, যখন তারা খেলাধুলায় মেতে থাকবে? *

99

তবে কি তারা আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশ (-এর পরিণাম) সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? ৫৭ (যদি তাই হয়) তবে (তারা যেন স্মরণ রাখে), আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকে কেবল সেই সব লোক, যারা শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। *

57. এখানে মূল শব্দ হচ্ছে *রুহু*-এর অর্থ-এমন গুণ্ঠ কৌশল, যার উদ্দেশ্য যার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করা হয় সে বুঝতে পারে না। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এমন কৌশলের অর্থ হচ্ছে, তিনি মানুষকে তাদের পাপাচার সত্ত্বেও দুনিয়ায় বাহ্যিক সুখগুস্মাচ্ছন্দ্য দিয়ে থাকেন, যার উদ্দেশ্য হয় তাদেরকে তিল ও অবকাশ দেওয়া। তারা যখন সেই অবকাশের ভেতর উপর্যুপরি পাপাচার করেই যেতে থাকে, তখন এক পর্যায়ে আকর্ষিকভাবে তাদেরকে পাকড়াও করা হয়। সুতরাং সুখগুস্মাচ্ছন্দ্যের ভেতরেও নিজ আমল সম্পর্কে মানুষের গাফেল থাকা উচিত নয়। বরং সর্বদা আত্মসংশোধনে যত্নবান থাকা চাই। অন্তরে এই ভীতি জাগরুক রাখা চাই যে, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হলে এই সুখগুস্মাচ্ছন্দ্য আমার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রদত্ত তিল ও অবকাশও হতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে নিজ আশ্রয়ে রাখুন।

100

যারা কোন ভুক্তিগ্রে বাসিন্দাদের (ধ্বংসপ্রাপ্তির) পর তার উত্তরাধিকারী হয়, তাদের কি এই শিক্ষা লাভ হয়নি যে, আমি চাইলে তাদেরকেও তাদের গুনাহের কারণে শাস্তি দান করতে পারি? এবং (হঠকারিতাবশত এ শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণে) আমি তাদের অন্তরে মোহর করে দিতে পারি, ফলে তারা (কোনও কথা) শুনতে পাবে না? *

101

এই হচ্ছে সেই সব জনপদ, যার বৃত্তান্ত তোমাকে শোনাচ্ছি। বস্তুত তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা পূর্বে যা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাতে ঈমান আনার জন্য কখনও প্রস্তুত ছিল না। যারা কুফর অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের অন্তরে এভাবেই মোহর করে দেন। *

102

আমি তাদের অধিকাংশের ভেতরই অঙ্গীকার নিষ্ঠা পাইনি। ৫৮ প্রকৃতপক্ষে আমি তাদের অধিকাংশকেই পেয়েছি অবাধ্য। *

58. অর্থাৎ তাদেরকে যে স্বভাবধর্ম তথা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মানসিকতার উপর সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং যার প্রতিশ্রূতি তাদের থেকে রুহানী জগতে নেওয়া হয়েছিল, তা রক্ষার কোন ইচ্ছা ও আগ্রহ তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। এমনভাবে মসিবতকালে তারা যে ঈমান আনার ও ভালো মানুষ হয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করে এবং পারস্পরিক কাজ-কর্ম ও লেনদেনের ক্ষেত্রে যে সব অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তা রক্ষারও কোন গরজ তাদের মধ্যে দেখা যায়নি; বরং সকল ক্ষেত্রেই তারা কেবল অবাধ্যতাই করেছে। (-অনুবাদক)

103

অতঃপর আমি তাদের সকলের পর মূসাকে আমার নির্দশনাবলীসহ ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠালাম। ৫৯ তারাও এর (অর্থাৎ নির্দশনাবলীর) প্রতি অবিচার করল। সুতরাং দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। *

59. এখান থেকে ১৬২ নং আয়াত পর্যন্ত হয়রত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে ফির'আউনের সাথে তার কথোপকথন ও উভয়ের পারস্পরিক মুকাবিলা, ফির'আউনের নিমজ্জন ও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি তাওরাত নায়িলের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের চতুর্থ অধ্যাস্তন পুরুষ। সূরা ইউসুফে আছে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যখন মিসরের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়, তখন তিনি নিজ পিতা-মাতা ও ভাইদেরকে ফিলিস্তিন থেকে মিসরে আনিয়ে নিয়েছিলেন। ইসরাইলী বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধরগণ, যারা বনী ইসরাইল নামে পরিচিত, মিসরের বাদশাহ তাদের জন্য নগরের বাইরে পৃথক একটি জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল। মিসরের প্রত্যেক বাদশাকে ফির'আউন বলা হত। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ইন্তিকালের পর মিসরের বাদশাহের কাছে বনী ইসরাইল নিজেদের মর্যাদা হারাতে শুরু করে, এমনকি এক পর্যায়ে বাদশাহগণ তাদেরকে নিজেদের দাস বানিয়ে নেয়। অপর দিকে তাদের মধ্যকার এক ফির'আউন (আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী যার নাম মিনিফুতাহ) ক্ষমতার মদমতুতায় নিজেকে খেদা

দাবী করে বসে। এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তার কাছে নবী বানিয়ে পাঠালেন। তাঁর জন্ম, মাদয়ান অভিমুখে হিজরত, অতঃপর নবুওয়াত লাভ ইত্যাদি ঘটনাবলী ইনশাআল্লাহ সূরা তোয়াহ (সূরা নং ২০) সূরা কাসাসে (সূরা নং ২৮) আসবে। এছাড়া আরও ৩৫টি সূরায় তার ঘটনার বিভিন্ন দিক বর্ণিত হয়েছে। ফির'আউনের সাথে তাঁর মেসব ঘটনা ঘটেছিল, এস্টেলে তা বিবৃত হচ্ছে।

- 104 মূসা বলেছিল, হে ফির'আউন! নিশ্চয়ই আমি রাকুল আলামীনের পক্ষ হতে একজন রাসূল। ♦
- 105 এটা আমার অবশ্য কর্তব্য যে, আমি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে সত্য ছাড়া বলব না। আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি। অতএব বনী ইসরাইলকে আমার সাথে যেতে দাও। ♦
- 106 সে বলল, তুমি কোন নির্দর্শন এনে থাকলে তা পেশ কর যদি তুমি সত্যবাদী হও। ♦
- 107 তখন মূসা নিজ লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাত তা এক সাক্ষাৎ অজগরে পরিণত হল। ♦
- 108 এবং নিজ হাত (বগল থেকে) টেনে আনল, সহসা তা দর্শকদের সামনে চমকাতে লাগল। ৬০ ♦
60. এ দু'টি ছিল মুজিয়া, যা আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দান করেছিলেন। কথিত আছে, সে যুগে যাদুর ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাই তাঁকে এমন মুজিয়া দেওয়া হল, যা যাদুকরদেরকেও হার মানিয়ে দেয় এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের কাছে তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যায়।
- 109 ফির'আউনের কওমের সর্দারগণ (একে অন্যকে) বলতে লাগল, নিশ্চয়ই এ একজন দক্ষ যাদুকর। ♦
- 110 সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এখন (বল), তোমরা কী পরামর্শ দাও? ♦
- 111 তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দিন এবং নগরে নগরে সংগ্রাহক পাঠান। ♦
- 112 যাতে তারা সকল দক্ষ যাদুকরকে আপনার কাছে নিয়ে আসে। ৬১ ♦
61. যাদুকরদেরকে একত্র করার উদ্দেশ্য ছিল তাদের দ্বারা মুকাবিলা করিয়ে মূসা আলাইহিস সালামকে হার মানানো।
- 113 (সুতরাং তাই করা হল) এবং যাদুকরগণ ফির'আউনের কাছে চলে আসল (এবং) তারা বলল, আমরা যদি (মূসার বিরুদ্ধে) জয়ী হই, তবে আমরা অবশ্যই পুরুষার লাভ করব তো? ♦
- 114 ফির'আউন বলল, হাঁ এবং তোমরা (আমার) ঘনিষ্ঠ লোকদের মধ্যে গণ্য হবে। ♦
- 115 তারা (মূসা আলাইহিস সালামকে) বলল, হে মূসা! চাইলে তুমি (যা নিক্ষেপের ইচ্ছা রাখ তা) নিক্ষেপ কর, নয়ত আমরা (আমাদের যাদুর বন্ধ) নিক্ষেপ করিঃ ♦
- 116 মূসা বলল, তোমরাই নিক্ষেপ কর। সুতরাং তারা যখন (তাদের রশি ও লাঠি) নিক্ষেপ করল, তখন তারা লোকের চোখে যাদু করল, তাদেরকে আতঙ্কিত করল এবং বিরাট যাদু প্রদর্শন করল। ♦
- 117 আর আমি ওইর মাধ্যমে মূসাকে আদেশ করলাম, তুমি নিজ লাঠি নিক্ষেপ কর। (সে তাই করল), আমনি সেটা তারা যে ভোজবাজি দেখাচ্ছিল তা গ্রাস করতে লাগল। ♦
- 118 এভাবে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং তারা যা-কিছু করছিল তা মিথ্যা সাব্যস্ত হল। ♦
- 119 সেখানে তারা পরাজিত হল ও (প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে) লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল। ♦

120 আর এ ঘটনা যাদুকরণকে (তাদের অচিন্তিতে) সিজদায় ৬১ ফেলে দিল। *

62. এখানে কুরআন মাজীদে কর্মবাচ্য ক্রিয়াপদ ন্তু ব্যবহার করা হয়েছে, যার আক্ষরিক অর্থ 'ফেলে দেওয়া হল'। এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে তাদের অন্তকরণ তাদেরকে সিজদায় পড়ে যেতে বাধ্য করল। আয়াতের তরজমায় এ দিকটা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ স্থলে ঈমানের শক্তি লক্ষ্য করুন, নিজ ধর্মের পক্ষে লড়াই করার জন্য যে যাদুকরণগুলি ক্ষমিক পূর্বে ফির'আউনের কাছে পুরুষাবলোভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল, আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনামাত্র তাদের বুকে এমনই সাহস দেখা দিল যে, ফির'আউনের মত বৈরাচারী শাসকের হৃষিকে তারা একটুও পাত্তা দিল না। আল্লাহ তাআলার কাছে চলে যাওয়ার অদম্য আগ্রহে তার সম্মুখে কেমন বেপরোয়া হয়ে উঠল!

121 তারা বলে উঠল, আমরা ঈমান আনলাম রাখুল আলামীনের প্রতি *

122 যিনি মূসা ও হারনের প্রতিপালক। *

123 ফির'আউন বলল, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই এটা কোন চক্রান্ত। তোমরা শহরে এই চক্রান্ত করেছ, যাতে তোমরা এর বাসিন্দাদেরকে এখান থেকে বাহিন্যার করতে পার। আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। *

124 আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব, তারপর তোমাদের সকলকে শূলে চাড়িয়ে ছাড়ব। *

125 তারা বলল, (মৃত্যুর পর) আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব। *

126 তুমি কি ঝষ্ট হচ্ছ কেবল আমাদের এ কাজের দরুণই যে, যখন আমাদের কাছে আমাদের প্রতিপালকের নির্দর্শনাবলী এসে গেল তখন আমরা তাতে ঈমান এনেছি? হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর সবর চেলে দাও এবং (তোমার) তাবেদাররাপে আমাদের মৃত্যু দান কর। *

127 ফির'আউনের কওমের নেতৃবর্গ (ফির'আউনকে) বলল, আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে ছেড়ে দিবেন, যাতে তারা (অবাধে) পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করতে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বর্জন করতে পারে? ৬৩ সে বলল, আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব, আর তাদের উপর তো আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা আছেই। *

63. অনুমান করা যায়, যে সকল যাদুকর ঈমান এনেছিল ফির'আউন তাদেরকে শাস্তির হৃষিক দিলেও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মুজিয়া এবং যাদুকরদের ঈমান ও অবিচলতা দেখে মানসিকভাবে দমে গিয়েছিল। বিশেষত বনী ইসরাইলের বিপুল সংখ্যক লোক ঈমান আনায় তৎক্ষণাত্মকভাবে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীদের উপর হাত তোলার সাহস তার হয়নি। সমাবেশ ভেঙ্গে যাওয়ার পর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর অনুসারীগণ নিজ-নিজ বাড়ি চলে গেল। এ সময়েই ফির'আউনের অমাত্যবর্গ ওই কথা বলেছিল, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাদের কথার সারমর্ম এই যে, আপনি তো ওদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দিলেন। এখন দিন-দিন শক্তি সঞ্চয় করে ওরা আপনার জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠবে। ফির'আউন নিজ অপমান লুকানোর জন্য তাদেরকে উত্তর দিল, আপাতত আমি তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও আগামীতে আমি তাদের দেখে নেব। আমি বনী ইসরাইলকে এক-একজন করে খতম করব। তবে তাদের নারীদেরকে হত্যা করব না। তাদেরকে আমাদের সেবিকা বানাব। সে তার লোকদেরকে এ ব্যাপারেও আশ্঵স্ত করল যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি তার করায়ন্ত রয়েছে এবং তার কর্ম-কৌশল এমন নিখুঁত যে, কোনও রকম বিপদ সৃষ্টিরও আশঙ্কা নেই। এভাবে বনী ইসরাইলের পুরুষদেরকে হত্যা করার এক নতুন যুগ শুরু হয়ে গেল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এ পরিস্থিতিতে মুমিনদেরকে সবর করতে বললেন এবং আশা দিলেন যে, ইনশাআল্লাহ শুভ পরিণাম তোমাদেরই অনুকূলে থাকবে।

128 মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ও ধৈর্য ধারণ কর। বিশ্বাস রাখ, যমীন আল্লাহর। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন, আর শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকবে। *

129 তারা বলল, আমাদেরকে তো আপনার আগমনের আগেও উৎপীড়ন করা হয়েছে এবং আপনার আগমনের পরেও (উৎপীড়ন করা হচ্ছে)। মূসা বলল, আশা করা যায়, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের দুশ্মনকে ধ্বংস করবেন এবং যমীনে তোমাদেরকে (তাদের) স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কীরূপ কাজ কর। *

130 আমি ফির'আউনের সম্প্রদায়কে দুর্ভিক্ষ ও ফসলাদির ক্ষতিতে আক্রান্ত করলাম, যাতে তারা সতর্ক হয়। ৬৪ *

64. পূর্ব ৯৪নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা যে মূলনীতি বলেছিলেন, সে অনুযায়ী ফির'আউন ও তার কওমকে প্রথম দিকে বিভিন্ন বিপদাপদ দিলেন, যাতে তারা কিছুটা নরম হয়। এর মধ্যে প্রথমে চাপানো হল খরার মুসিবত। ফলে তাদের ফল-ফসল খুব কম জমাল।

- 131** (কিন্তু ফল হল এই যে), যখন তাদের সুখের দিন আসত তখন বলত, এটা তো আমাদের প্রাপ্য ছিল। আর যখন কোন বিপদ দেখা দিত, তখন তাকে মূসা ও তার সঙ্গীদের অশুভতা সাব্যস্ত করত। শোন, (এটা তো) তাদেরই অশুভতা (ছিল এবং যা) আল্লাহর জ্ঞানে ছিল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানত না। ♦
- 132** এবং তারা (মূসাকে) বলত, আমাদেরকে যাদু করার জন্য তুমি আমাদের সামনে যে-কোনও নির্দর্শনই উপস্থিত কর না কেন, আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনার নই। ♦
- 133** সুতরাং আমি তাদের উপর পৃথক-পৃথক নির্দর্শনকাপে ছেড়ে দেই প্লাবন, পঞ্জপাল, ঘুণপোকা, ব্যাঙ ও রক্ত। **৬৫** তথাপি তারা অহংকার প্রদর্শন করে। বস্তুত তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। ♦
65. এগুলো ছিল বিভিন্ন রকমের আযাব। ফিরআউনী সম্প্রদায়ের উপর এগুলো একের পর এক আসতে থাকে। প্রথমে আসল বন্যা, যাতে তাদের ফসল নষ্ট হয়ে গেল। অতঃপর তারা যখন ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দিয়ে দোয়া করাল, তখন পুনরায় ফসল জন্মাল। কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। ঈমান আনল না। তখন পঞ্জপাল এসে সেই ফসল বরবাদ করে দিল। আবারও সেই প্রতিশ্রুতি দিল, ফলে বিপদ দূর হল এবং সাচ্ছল্য ফিরে আসল। কিন্তু এবারও তারা ঈমান না এনে নিচিটিন্তে বসে থাকল। ফলে তাদের শস্যে ঘুণ দেখা দিল। এবারও একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করল। অতঃপর তাদের উপর বিপুল পরিমাণ ব্যাঙ ছেড়ে দেওয়া হল, যা খাবার পাত্রে লাফিয়ে পড়ে সব খাবার নষ্ট করে দিত। অন্যদিকে খাবার পানিতে রক্ত দেখা যেতে লাগল। ফলে তাদের পানি পান করা দুঃসাধ্য হয়ে গেল।
- 134** যখন তাদের উপর শাস্তি আসত তারা বলত, হে মূসা! তোমার সাথে তোমার প্রতিপালকের যে ওয়াদা রয়েছে, তার অছিলায় আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে দোয়া কর (যাতে তিনি এ আযাব দূর করে দেন)। তুমি আমাদের থেকে এই আযাব অপসারণ করলে আমরা তোমার কথা মেনে নেব এবং বনী ইসরাইলকে অবশ্যই তোমার সঙ্গে যেতে দেব। ♦
- 135** অতঃপর যেই আমি তাদের উপর থেকে এক মেয়াদকাল পর্যন্ত আযাব দূর করতাম, যে পর্যন্ত তাদের পৌঁছা অবধারিত ছিল, **৬৬** অমনি তারা তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে ফিরে যেত। ♦
66. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে ও তাদের নিয়তিতে একটা সময় তো স্থিরীকৃত ছিলই, যে সময় আসলে তাদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করা হবে। কিন্তু তার আগে যে ছোট-ছোট আযাব আসছিল তা কিছু কালের জন্য সরিয়ে নেওয়া হল।
- 136** সুতরাং আমি তাদের থেকে বদলা নিলাম এবং তাদেরকে সাগরে নিমজ্জিত করলাম। **৬৭** কেননা তারা আমার নির্দর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তা থেকে বিলকুল গাফেল হয়ে গিয়েছিল। ♦
67. ফিরআউনকে সাগরে ডুবিয়ে ধ্বংস করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা ইউনুস (১০ : ৮৯-৯২), সূরা তোয়াহ (২০ : ৭৭) ও সূরা শুআরায় (২৬ : ৬০-৬৬) আসছে।
- 137** আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, আমি তাদেরকে সেই দেশের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানালাম, যেখায় আমি বরকত নাফিল করেছিলাম **৬৮** এবং বনী ইসরাইলের ব্যাপারে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী পূর্ণ হল, যেহেতু তারা সবর করেছিল; আর ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় যা-কিছু বানাত ও যা কিছু চড়াত, **৬৯** তা সব আমি ধ্বংস করে দিলাম। ♦
68. কুরআন মাজীদে যে বরকতপূর্ণ ভূমির কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চল বোঝানো উদ্দেশ্য। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, ফিরআউন যাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছিল, তাদেরকে শাম ও ফিলিস্তিনির মালিক বানিয়ে দেওয়া হল। প্রকাশ থাকে যে, এ অঞ্চলে বনী ইসরাইলের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ফিরআউনের নিমজ্জিত হওয়ার দীর্ঘকাল পর, যা বিস্তারিতভাবে সূরা বাকারায় ২৪৬ থেকে ২৫১ নং আয়াতে গত হয়েছে।
69. ‘বানানো’ দ্বারা তাদের সেই সব অট্টালিকা ও শৈল্পিক সৃষ্টিসমূহের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যা নিয়ে তাদের গর্ব ছিল। আর ‘চড়ানো’ দ্বারা ইশারা তাদের উচ্চ বৃক্ষদি ও মাচানে তোলা আঙ্গুর প্রভৃতির লতা-সহস্রলিত বাগানের প্রতি। কুরআন মাজীদ সংক্ষিপ্ত শব্দ দু'টোর এ জোড়াকে (চধৰৎ) যেই ব্যাপকতা ও অলংকারের সাথে ব্যবহার করেছে, তরজমা দ্বারা অন্য কোন ভাষায় তাকে তুলে আনা সম্ভব নয়।
- 138** আমি বনী ইসরাইলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। অতঃপর তারা এমন কিছু লোকের নিকট উপস্থিত হল, যারা তাদের মূর্তি-পূজায় রত ছিল। বনী ইসরাইল বলল, হে মূসা! এদের যেমন দেবতা আছে, তেমনি আমাদের জন্যও কোন দেবতা বানিয়ে দাও। **৭০** মূসা বলল, তোমরা এমন (আজব) লোক যে, মূর্খতাসুলভ কথা বলছ। ♦
70. বনী ইসরাইল মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান এনেছিল বটে এবং ফিরআউনের জুলুম-নির্যাতনে বেশ সবরও করেছিল, যার প্রশংসা কুরআন মাজীদে করা হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নানাভাবে বিরক্তিগ্রস্ত করেছে। এখান থেকে আল্লাহ তাআলা এ রকম কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

139 নিশ্চয়ই এসব লোক যে ধান্ধায় লেগে আছে, সব ধর্ষণ হয়ে যাবে এবং তারা যা-কিছু করছে সব দ্রাঘি। *

140 (এবং) সে বলল, তোমাদের জন্য কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য খুঁজে আনব? অথচ তিনিই তোমাদেরকে বিশ্বজগতের সমস্ত মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। *

141 এবং (আল্লাহ বলছেন স্মরণ কর), আমি তোমাদেরকে ফির'আউনের লোকদের থেকে মুক্তি দিয়েছি, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তি দিত তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত। এ বিষয়ের মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ছিল এক মহা পরীক্ষা। *

142 আমি মূসার জন্য ত্রিশ রাতের মেয়াদ স্থির করেছিলাম (যে, এ রাতসমূহে তৃতীয় পাহাড়ে এসে ইতিকাফ করবে)। তারপর আরও দশ দ্বারা তা পূর্ণ করি। ৭১ এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত মেয়াদ চালিশ রাত হয়ে গেল এবং মূসা তার ভাই হারুনকে বলল, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আমার সম্প্রদামের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সবকিছু ঠিকঠাক রাখবে এবং অশাস্তি সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না। *

71. ফির'আউনের থেকে মুক্তি লাভ ও সাগর পার হওয়ার পর যা-কিছু ঘটেছিল তার কিছু ঘটনা এস্টলে উল্লেখ করা হয়নি। সুরা মায়েদায় (৫: ২০-২৬) তার কিছু ঘটনা গত হয়েছে। সেসব আয়তের টীকায় আমরা তার প্রয়োজনীয় বিবরণও উল্লেখ করেছি। এখানে তীব্র উপত্যকা (সীনাহ মরকুমি)-এর কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। বনী ইসরাইলকে তাদের নাফরমানীর কারণে এ মরকুমিতে চালিশ বছর পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিল। সুরা মায়েদায় সে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ সময় তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে দাবী করেছিল, আপনি নিজ ওয়াদা অনুযায়ী আমাদেরকে কোন আসমানী কিতাব এনে দিন, যে কিতাবে আমাদের জীবন যাপনের নীতিমালা লিপিবদ্ধ থাকবে। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তৃতীয় পাহাড়ে এসে ত্রিশ দিন ইতিকাফ করতে বললেন। পরে বিশেষ কোনও কারণে এ মেয়াদ বৃদ্ধি করে চালিশ দিন করে দেওয়া হল। এই ইতিকাফ চলাকালেই আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য দান করেন এবং মেয়াদ শেষে তাঁর উপর তাওরাত গ্রহণ নায়িল করেন। এ কিতাব অনেকগুলো ফলকে লেখা ছিল।

143 মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে এসে পৌঁছল এবং তার প্রতিপালক তাঁর সাথে কথা বললেন, তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তা যদি আপন স্থানে স্থির থাকে, তবে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। ৭২ অতঃপর যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে তাজাল্লী ফেললেন (জ্যোতি প্রকাশ করলেন), তখন তা পাহাড়কে চৰ্ণ-বিচৰ্ণ করে ফেলল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। পরে যখন তার সংজ্ঞা ফিরে আসল, তখন সে বলল, আপনার সন্তা পবিত্র। আমি আপনার দরবারে তাওবা করছি এবং (দুনিয়ায় কেউ আপনাকে দেখতে সক্ষম নয় এ বিষয়ের প্রতি) আমি সবার আগে ঈমান আনছি। *

72. এ দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলাকে দেখা সম্ভব নয়। মানুষ তো দূরের কথা পাহাড়-পর্বতেরও এ ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ তাআলার তাজাল্লী বরদাশত করবে অর্থাৎ তিনি নিজ জ্যোতি প্রকাশ করলে তা সহ্য করবে। এ বিষয়টা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে চাকুষ দেখানোর জন্যই আল্লাহ তাআলা তৃতীয় পাহাড়ে তাজাল্লী ফেলেছিলেন, যা সে পাহাড়ের পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব হয়নি।

144 বললেন, হে মূসা! আমি আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। সুতরাং আমি তোমাকে যা-কিছু দিলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। *

145 এবং আমি ফলকসমূহে তার জন্য সববিষয়ে উপদেশ এবং সবকিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি। (এবং আদেশ করেছি) এবার এগুলো শক্তভাবে ধর এবং নিজ সম্প্রদায়কে হৃকুম দাও, এর উন্নত বিধানাবলী যেন মেনে চলে। ৭৩ আমি শীঘ্ৰই তোমাদেরকে অবাধ্যদের বাসস্থান দেখাব। ৭৪ *

73. এর এক অর্থ হতে পারে এই যে, তাওরাতের সমস্ত বিধানই উন্নতম। কাজেই সবগুলোই মেনে চলা উচিত। আবার একুপ অর্থও করা যায় যে, তাওরাতে কোথাও একটি কাজকে জায়েয় বলা হলে অন্যত্র অন্য কাজকে উন্নত বা মুক্তাহাব বলা হয়েছে। যেমন কিসাস গ্রহণ জায়েয়, কিন্তু ক্ষমা করা উন্নত এবং প্রতিশেধ গ্রহণ জায়েয়, কিন্তু সবর করা উন্নতম। তে আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দাবী হচ্ছে, যে কাজকে উন্নত বলা হয়েছে তারই অনুসরণ করা।

74. বাহ্যত এর দ্বারা ফিলিস্তিন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। তখন এ দেশ আমালিকা বংশের দখলে ছিল। 'দেখানো' দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, সে অঞ্চলটি বনী ইসরাইলের অধিকারে আসবে, যেমনটা হযরত ইউশা ও হযরত শামুয়েল আলাইহিমাস সালামের আমলে হয়েছিল। কতিপয় মুফাসিসের মতে 'অবাধ্যদের বাসস্থান' দ্বারা জাহানাম বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আধিরাতে তোমাদেরকে অবাধ্যদের এই পরিণতি দেখানো হবে যে, যারা তোমাদের উপর জুলুম করেছিল তাদেরকে কী দূরাবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

146 পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে, তাদেরকে আমি আমার নির্দশনাবলী হতে বিমুখ করে রাখব। তারা সব রকমের নির্দশন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না। তারা যদি হিদায়াতের সরল পথ দেখতে পায়, তবে তাকে নিজের পথ হিসেবে গ্রহণ করবে না, আর যদি গোমরাহীর পথ দেখতে পায়, তাকে নিজের পথ বানাবে। কারণ তারা আমার নির্দশনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তা থেকে বিলকুল গাফেল হয়ে গেছে। *

147 যারা আমার নির্দশনসমূহ ও আধিকারের সম্মুখীন হওয়াকে অস্বীকার করেছে, তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে গেছে। তাদেরকে তে কেবল তারা যা কিছু করত তাই বদলা দেওয়া হবে। ৭৫ *

75. উপরে যে বলা হয়েছে, ‘পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে, তাদেরকে আমি আমার নির্দশনাবলী হতে বিমুখ করে রাখব’, এর দ্বারা কারও মনে এই খটকা জাগতে পারত যে, আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন তাদেরকে নিজের নির্দশনসমূহ হতে ফিরিয়ে রেখেছেন, তখন তাদের কী অপরাধ? এই খটকার নিরসন করা হয়েছে এই বাক্য দ্বারা। বলা হচ্ছে যে, কেউ যখন নিজ ইচ্ছাক্রমে কুফরকেই ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, তখন আমি সেই পথই তার জন্য স্থির করে দেই, যা সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নিয়েছে। সে যেহেতু আমার নির্দশনসমূহ থেকে ফিরে থাকতেই চাচ্ছিল, তাই আমি তাকে তার ইচ্ছার বিপরীতে অন্য কিছু করতে বাধ্য করি না। বরং তাকে তার ইচ্ছানুসারে বিমুখ করেই রাখি। সুতরাং সে যে শাস্তি ভোগ করে, তা তার নিজ কর্মেরই কারণে ভোগ করে, যা সে স্বেচ্ছায় ক্রমাগত করে যাচ্ছিল।

148 আর মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে তাদের অলংকার দ্বারা একটি বাচ্চুর বানাল, (বাচ্চুরটি কেমন ছিল?), একটি (প্রাণহীন) দেহ, যা থেকে গরুর মত ডাক বের হচ্ছিল। ৭৬ তারা কি এতটুকুও দেখল না যে, তা না তাদের সাথে কথা বলতে পারে আর না তাদেরকে কোনও পথ দেখাতে পারে? (কিন্তু) তারা সেটিকে (উপাস্য) বানিয়ে নিল এবং (নিজেদের প্রতিই) জুলুমকারী হয়ে গেল। ৭৭ *

76. এ বাচ্চুরটির বৃত্তান্ত সংক্ষেপে সুরা বাকারায় (২ : ৫১) গত হয়েছে। আর বিস্তারিতভাবে সুরা তোয়াহায় (২০ : ৮৮) আসবে। সেখানে বলা হবে, যদুকর সামেরী বাচ্চুরটি তৈরি করেছিল এবং বনী ইসরাইলকে বিশ্বাস করিয়েছিল যে, এটিই তোমাদের খোদা (নাউয়ুবিল্লাহ)।

149 তারা যখন (নিজ কৃতকর্মের কারণে) অনুত্পন্ন হল এবং উপলক্ষ্মি করল যে, তারা বিপথগামী হয়ে গেছে, তখন বলতে লাগল, আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তবে নিশ্চয়ই আমরা বরবাদ হয়ে যাব। *

150 এবং মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসল, তখন সে বলল, তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে আমার কর্তৃতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব করেছ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের অপেক্ষা না করে তাড়াহুড়া করলে? ৭৭ এবং (এই বলে) সে ফলকগুলি ফেলে দিল ৭৮ এবং নিজ ভাই (হারুন আলাইহিস সালাম)-এর মাথা ধরে তাকে নিজের দিকে টানেছিল। ৭৯ সে বলল, হে আমার মায়ের পুত্র! বিশ্বাস কর, লোকজন আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল। তুমি শক্তদেরকে আমার প্রতি হাসার সুযোগ দিয়ো না এবং আমাকে জালেমদের মধ্যে গণ্য করো না। *

77. অর্থাৎ আমি তো তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার বিধান আনতেই গিয়েছিলাম এবং সেজন্য আল্লাহ তাআলা চালিশ দিনের সময় দিয়েছিলেন। এটা এমন কিছু দীর্ঘ সময় ছিল না যে, তোমাদের পক্ষে দৈর্ঘ্য ধরা অসম্ভব হত। তা হলে কেন তোমরা তাড়াহুড়া করে এভাবে আমার শিক্ষার বিপরীতে বাচ্চুর পূজায় লিপ্ত হলে? -অনুবাদক

78. এগুলো ছিল তাওরাতের ফলক, যা তিনি তূর পাহাড় থেকে এনেছিলেন। ফেলে দেওয়ার অর্থ তিনি সেটি ক্ষিপ্রতার সাথে এক পাশে এভাবে রাখলেন যে, দর্শকের পক্ষে তাকে ‘ফেলে দেওয়া’ শব্দে বাস্তু করা সম্ভব ছিল। সেগুলোর অসম্মান করা তার উদ্দেশ্য ছিল না।

79. এটা ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর ঈমানী জোশ ও আল্লাহ-প্রেমজনিত ক্রোধ। তাঁর আল্লাদিনের অনুপস্থিতিতে উশ্মত তাওহীদের শিক্ষা ভুলে গিয়ে মৃত্যুজায় লিপ্ত হয়ে পড়বে এটা বরদশত করে নেওয়া তাঁর মতো তেজস্বী নবীর পক্ষে সহজ ছিল না। তাই এমন কি বড় ভাই হযরত হারুন (আ.)-এর প্রতিও তিনি ক্ষুকু হয়ে ওঠেন। তাঁর উপস্থিতিতে কওম এরাপ ন্যাক্তারজনক কাজ কিভাবে করতে পারল এবং তিনি তাদেরকে নিবৃত্ত করার জন্য কেন জোরালো ভূমিকা রাখলেন না, এই ছিল তার অভিযোগ। সন্তু তাকে অপমান করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না এবং কোন নবীর পক্ষে এরাপ গার্হিত কাজ করা সম্ভবও নয়। অপরদিকে হযরত হারুন (আ.) যে দায়িত্ব পালনে কোনও রকম অবহেলা করেছিলেন তাও নয় এবং কোনও নবী কখনও তা করেন না। তিনি জোরদার ভূমিকাই পালন করেছিলেন, যা হযরত মূসা (আ.)-এর জন্ম ছিল না। বাধা দানের এক পর্যায়ে যখন কওম তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, কেবল তখনই তিনি ক্ষান্ত হয়েছিলেন। যে কথা তিনি ‘হে আমার মায়ের সন্তান’ এই ‘মায়া কাড়’ সম্বোধনে ভাইকে অবহিত করেন এবং তাকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হন। -অনুবাদক

151 মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার দয়ার ভেতর দাখিল কর। তুমি শ্রেষ্ঠতম দয়ালু। *

152 (আল্লাহ বললেন), যারা বাচ্চুরকে (উপাস্য) বানিয়েছে, তাদের উপর শীঘ্ৰই তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ এবং পার্থিব জীবনেই লাঞ্ছনা আপত্তি হবে। যারা মিথ্যা রচনা করে, আমি এভাবেই তাদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। *

153 আর যারা মন্দ কাজ করে ফেলে তারপর তাওবা করে নেয় ও ঈমান আনে, তোমার প্রতিপালক সেই তাওবার পর (তাদের পক্ষে) অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

154 আর যখন মূসার রাগ থেমে গেল, তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল, আর তাতে যা লেখা ছিল তা ছিল সেই সকল লোকের পক্ষে হিদায়াত ও রহমত, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। *

মূসা তার সম্প্রদায় হতে সন্তুর জন লোককে আমার ছিরীকৃত সময়ে (তৃতীয় পাহাড়ে) আনার জন্য মনোনীত করল। ^{৮০} অতঃপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প আক্রান্ত করল তখন মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি চাইলে পূর্বেই তো তাদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতেন। আমাদের মধ্যকার কিছু নির্বোধ লোকের কর্মকাণ্ডের কারণে কি আমাদের সকলকে ধ্বংস করবেন? ^{৮১} (বলাবাহ্ল্য, আপনি তা করবেন না। সুতরাং বোঝা গেল) এ ঘটনা আপনার পক্ষ হতে কেবল এক পরীক্ষা, যার মাধ্যমে আপনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করবেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করবেন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও আমাদের প্রতি রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ক্ষমাশীল। ♦

80. সন্তুরজন লোককে কী কারণে তৃতীয় পাহাড়ে আনা হয়েছিল, সে সম্পর্কে মুফাসিসিরগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন, বনী ইসরাইলের দ্বারা বাচ্চুর পূজার যে গুরুতর পাপ ঘটেছিল, সেজন্য তাওবা করানোর লক্ষ্যে তাদেরকে তৃতীয় পাহাড়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু সেটাই যদি হয়, তবে তাদেরকে ভূমিকম্পের কবলে ফেলার কোন যুক্তিসংজ্ঞত ব্যাখ্যা করা মুশকিল। যেসব ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার কোনওটাই টানাকষা থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং সর্বাপেক্ষা সাঠিক কথা সন্তুর এই, যেমন কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, হয়রত মূসা আলাইহিস সালাম যখন তাওরাত নিয়ে আসলেন এবং বনী ইসরাইলকে তার অনুসরণ করতে হৃকুম দিলেন, তখন তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলল, আমরা এটা কি করে বিশ্বাস করব যে, এ কিভাব আল্লাহ তাআলাই নাযিল করেছেন? তখন আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বললেন, তিনি যেন কওমের সন্তুর জন প্রতিনিধি বাছাই করে তাদেরকে তৃতীয় পাহাড়ে নিয়ে আসেন। কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, সেখানে তাদেরকে আল্লাহর কথা শুনিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এতে তাদের দাবী আরও বেড়ে গেল। বলল, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলাকে চাক্ষুষ না দেখব, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করব না। এই হঠকারিতাপূর্ণ দাবির কারণে তাদের উপর এমন বজ্রধ্বনি হল যে, তাতে ভূমিকম্পের মত অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তারা সকলে বেহেশ হয়ে গেল। ঘটনার এবিবরণ কুরআন মাজীদের বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সূরা বাকারায় (২ : ৫৫-৫৬) ও সূরা নিসায় (৪ : ১৫৩) বলা হয়েছে, বনী ইসরাইল দাবী করেছিল, আমাদেরকে খোলা চোখে আল্লাহ দর্শন করাও এবং আমরা নিজেরা যতক্ষণ আল্লাহকে না দেখব ততক্ষণ পর্যন্ত তাওরাত মানব না। উল্লিখিত সূরা দুটিতে একথাও আছে যে, এ দাবীর কারণে তাদের উপর বজ্রপাত করা হয়েছিল। সন্তুর সেই বজ্রপাতের কারণেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছিল, যার উল্লেখ এ আয়তে করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, সূরা নিসায় (৪ : ১৫৩) বজ্রপাতের উল্লেখ করার পর আর কোনও উল্লেখ নেই। (অতঃপর তারা বাচ্চুর পূজায় লিপ্ত হওয়ার আগে) কেননা সেখানে বনী ইসরাইলের অনেকগুলো কুকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর সেগুলো যে কালগতক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে এটা জরুরী নয়। তাছাড়া মুঠ শব্দটি 'তদুপরি' অর্থেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

81. সূরা বাকারায় (২ : ৫৬) বলা হয়েছিল, ভূমিকম্পের কারণে সেই সন্তুর ব্যক্তির মৃত্যু-মত অবস্থা ঘটেছিল। অন্ততপক্ষে দর্শকের এটাই মনে হচ্ছিল যে, তাদের মৃত্যু ঘটেছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন, এক্ষণই তাদেরকে ধ্বংস করা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা নয়। সুতরাং তিনি আল্লাহ তাআলার সমীক্ষা আরয় করলেন, এর পূর্বে যখন তারা উপর্যুক্তি নাফরমানী করেছিল, চাইলে তখনই আপনি তাদেরকে এবং খোদ আমাকেও ধ্বংস করতে পারতেন; সে ক্ষমতা আপনার ছিল। আপরদিকে আপনার রহমত ও হিকমত দৃষ্টে এটাও ভাবা যায় না যে, কয়েকজন নির্বোধের দুর্ঘটনের কারণে আমাদের সকলকে ধ্বংস করে ফেলবেন। এই মুহূর্তে যদি এই সন্তুর ব্যক্তি বাস্তবিকই মরে গিয়ে থাকে, তবে আমার ও আমার নিষ্ঠাবান সঙ্গীদের ধ্বংসও বলতে গেলে অনিবার্য হয়ে যাবে। কেননা আমার কওমের লোকে ওই সন্তুরজন লোকের ঘাতক হিসেবে আমাকেও হত্যা করার চেষ্টা করবে। এসব কিছুর প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এই মুহূর্তে তাদেরকে ধ্বংস করার ইচ্ছা আপনার নেই; বরং এটা এক পরীক্ষা, যা দ্বারা আপনি মানুষকে ঘাচাই করতে চান যে, পুনরায় জীবন লাভ করার পর তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করে, না আগের মতই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে শুরু করে দেয়।

আমাদের জন্য এ দুনিয়াতেও কল্যাণ লিখে দিন এবং আখিরাতেও। (এতদুদ্দেশ্যে) আমরা আপনারই দিকে রঞ্জু করছি। আল্লাহ বললেন, আমি আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছাকরি দিয়ে থাকি আর আমার দয়া সে তো প্রত্যেক বন্তে ব্যাপ্ত। ^{৮২} সুতরাং আমি এ রহমত (পরিপূর্ণভাবে) সেই সব লোকের জন্য লিখব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়ত সমূহে ঈমান রাখে ^{৮৩} ♦

82. অর্থাৎ আমার রহমত আমার ক্রোধ অপেক্ষা উপরে। দুনিয়ার শাস্তি আমি সকল অপরাধীকে দেই না; বরং আমি নিজ জ্ঞান ও হিকমত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা করি তাকেই দিয়ে থাকি। আখিরাতেও প্রতিটি অপরাধের কারণে শাস্তি দান অবধারিত নয়। বরং যারা ঈমান আনে, তাদের বহু অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিয়ে থাকি। হ্যাঁ, যদের অবাধ্যতা কুফর ও শিরকরণে সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাদেরকে আমি নিজ ইচ্ছা ও হিকমত অনুযায়ী শাস্তি দান করি। অপর দিকে দুনিয়ায় আমার রহমত সর্বব্যাপী। মুমিন ও কাফের এবং পাপিষ্ঠ ও পুণ্যবান সকলেই তা ভোগ করে। সুতরাং তিনি সকলকেই রিয়ক দেন এবং সকলেই সুস্থতা ও নিরাপত্তা লাভ করে। আখিরাতেও কুফর-শিরক ছাড়া অপরাধের গুনাহ তার সেই দয়ায় ক্ষমা করা হবে।

83. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজ উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে কল্যাণ দানের যে দোয়া করেছিলেন, এটা তারই উত্তর। এতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ায় তো আমার রহমতে সকলেই রিয়ক ইত্যাদি লাভ করেছে, কিন্তু যারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে আমার রহমতের অধিকারী হবে, তারা কেবল সেই সকল লোক, যারা ঈমান ও তাকওয়ার গুণ অর্জন করবে এবং অর্থ-সম্পদের আসক্তি যাদেরকে যাকাতের মত ফরয আদায় হতে বিবর রাখতে পারবে না। সুতরাং হে মূসা (আলাইহিস সালাম)! আপনার উম্মতের মধ্যে যারা এসব গুণের অধিকারী হবে, তারা অবশ্যই আমার রহমত লাভ করবে। ফলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে তারা কল্যাণ পেয়ে যাবে।

যারা এই রাসূলের অর্থাৎ উম্মী নবীর অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাওরাত ও ইনজীলে, যা তাদের নিকট আছে, লিপিবদ্ধ পাবে, ^{৮৪} যে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে এবং তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বন্তে হালাল করবে ও নিকৃষ্ট বন্তে হালাল করবে, হারাম করবে এবং তাদের থেকে ভার ও গলার বেড়ি নামাবে, যা তাদের উপর চাপানো ছিল। ^{৮৫} সুতরাং যারা তার (অর্থাৎ নবীর) প্রতি ঈমান আনবে, তাকে সম্মান করবে, তার সাহায্য করবে এবং তার সঙ্গে যে নূর অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করবে, তারাই হবে সফলকাম। ♦

84. হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ওফাতের পরও বনী ইসরাইলের সামনে শত-শত বছরের পথ-পরিক্রমা ছিল। তিনি দুনিয়া ও আধিরাতের কল্যাণ চেয়ে যে দোয়া করেছিলেন, তার ভেতর বনী ইসরাইলের আগামী প্রজন্মও শামিল ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া করুল করার সময় এটাও স্পষ্ট করে দিলেন যে, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে বনী ইসরাইলের যে সকল লোক জীবিত থাকবে, তাদের দুনিয়া ও আধিরাতের কল্যাণ লাভ কেবল সেই অবস্থাই হতে পারে, যখন তারা শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনবে ও তার অনুসরণ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করে দিয়েছেন। প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, তিনি নবী হওয়ার সাথে সাথে রাসূলও হবেন। সাধারণত রাসূল শব্দটি এমন নবীর জন্য প্রযোজ্য হয়, যিনি নতুন শরীয়ত (বিধি-বিধান) নিয়ে আসেন। সুতরাং এ শব্দ দ্বারা ইশারা করে দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নতুন শরীয়ত নিয়ে আসবেন। সে শরীয়তের কিছু কিছু বিধান তাওরাতে প্রদত্ত বিধান থেকে ভিন্ন রকমও হতে পারে। তখন একথা বলা যাবে না যে, ইনি যেহেতু আমাদের শরীয়ত থেকে ভিন্ন রকমের বিধান শেখাচ্ছেন, তাই আমরা তার প্রতি ঈমান আনতে পারি না। সুতরাং আগেই বলে দেওয়া হচ্ছে যে, প্রতি যুগের প্রয়োজন ও চাহিদা আলাদা হচ্ছে থাকে, যে কারণে যে রাসূল নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন তাঁর প্রদত্ত শাখাগত বিধান পূর্বের শরীয়ত থেকে পৃথক হতেও পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হচ্ছে, তিনি উশ্মী হবেন অর্থাৎ তার নেথাপড়া জানা থাকবে না। সাধারণত বনী ইসরাইল উশ্মী বা নিরক্ষর ছিল না। আরবদেরকেই উশ্মী বলা হত (দেখুন কুরআন মাজীদ ২ : ৭৮; ৩ : ২০; ৬২ : ২)। খোদ ইয়াহুদীরাও আরবদের প্রতি তাচ্ছিল প্রকাশের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করত (দেখুন সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৭৫)। সুতরাং এ শব্দটি দ্বারা ইশারা করে দেওয়া হয়েছে যে, শেষ নবীর আবির্ভাব বনী ইসরাইলের নয়; বরং আরবদের মধ্যেই হবে। তাঁর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হচ্ছে এই যে, তাওরাত ও ইনজীল উভয় এছে তাঁর উল্লেখ থাকবে। এর দ্বারা সেই সব সুসংবাদ ও ভাবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাওরাত ও ইনজীলে তার আগমনের বহু আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপক রদবদল সত্ত্বেও আজও বাইবেলে এ রকমের বহু ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মাওলানা রহমাতুল্লাহ কীরানবী (রহ.) বাচিত ইজহারুল হক' প্রস্তুত উর্দু অনুবাদ, যা 'বাইবেল ছে কুরআন তাক' নামে প্রকাশিত হয়েছে (-অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী)।

85. এর দ্বারা সেই সকল কঠিন বিধানের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যা ইয়াহুদীদের প্রতি আরোপ করা হয়েছিল। তার কিছু বিধান তো খোদ তাওরাতেই দেওয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী ইয়াহুদীদের প্রতি তা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন। আর কিছু বিধান এমনও ছিল, যা ইয়াহুদীদের নাফরামানীর কারণে শান্তিমূলকভাবে তাদের প্রতি আরোপ করা হয়েছিল। সূরা নিসায় (৪ : ১৬০) তা বর্ণিত হয়েছে। আবার ইয়াহুদীদের ধর্মগুরুগণ নিজেদের পক্ষ হতেও বহু নিয়ম-কানুন তৈরি করে নিয়েছিল। সন্তবত ১০। (ভার) দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের বিধানসমূহ এবং জ্ঞান। (গলার বেড়ি) দ্বারা তৃতীয় প্রকারের নিয়ম-কানুনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সকল বিধান রাহিত করবেন এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর। *

158 (হে রাসূল! তাদেরকে) বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, ৮৬ ঘার আয়তে আকাশমণ্ডল ও পথবিহীন রাজস্ব। তিনি ছাড়া কোন মাঝুদ নেই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আন, যিনি উশ্মী নবী এবং যিনি আল্লাহ ও তার বাণীসমূহে বিশ্বাস রাখেন এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর। *

86. পূর্বে বলা হয়েছিল যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালামের দোয়া করুল করার সময় তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বনী ইসরাইলের ভবিষ্যত প্রজন্মকে মন্তি লাভ করতে হলে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবশ্যই ঈমান আনতে হবে। সেই প্রসঙ্গে এছলে একটি অন্তর্বর্তী বাক্যস্বরূপ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তিনি যেন বনী ইসরাইলসহ বিশ্বের সমস্ত মানুষকে তাঁর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর অনুসরণ করার দাওয়াত দেন।

159 মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দলও আছে, যারা (মানুষকে) সত্যের পথ দেখায় এবং সেই (সত্য) অনুসারে ইনসাফ করে। ৮৭

87. ইয়াহুদীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার যে দাওয়াত দেওয়া হয় এবং এর আগে তাদের যে বিভিন্ন দুর্কর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়, তা দৃষ্টে কারও মনে এই ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, বনী ইসরাইলের সমস্ত মানুষই সেসব দুর্কর্মে লিপ্ত ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা এছলে পরিকার করে দিয়েছেন যে, বনী ইসরাইলের সব লোক এ রকম নয়। বরং তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা সত্যকে স্বীকার করে, সত্যের অনুসরণ করে এবং মানুষকে সত্যের পথ দেখায়। বনী ইসরাইলের যে সমস্ত লোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে সত্য নীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তারাও যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি সেই সকল বনী ইসরাইলও, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে, যেমন হ্যারত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রায়ি) ও তার সঙ্গীগণ। এ বিষয়টা স্পষ্ট করে দেওয়ার পর হ্যারত মুসা আলাইহিস সালামের সমকালীন বনী ইসরাইলের যে ঘটনাবলী বর্ণিত হয়ে আসছিল, পুনরায় তা শুরু করা হচ্ছে।

160 আমি তাদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে) পৃথক-পৃথক দলরূপে বারটি খন্দানে বিভক্ত করে দিয়েছিলাম। যখন মূসার কওম তার কাছে পানি চাইল, তখন আমি ওহী মারফত তাকে হুরুম দিলাম, তোমার লাঠি দ্বারা অমুক পাথরে আঘাত কর। ৮৮ সুতরাং সে পাথর থেকে বারটি প্রস্তুত উৎসারিত হল। প্রত্যেক খন্দান নিজ-নিজ পানি পানের স্থান জানতে পারল। আর আমি তাদেরকে মেঘের ছায়া দিলাম এবং তাদের উপর মান্ন ও সালওয়া অবতীর্ণ করলাম (ও বললাম), আমি তোমাদেরকে যে উত্তম রিয়ক দান করেছি তা খাও। (এতদসত্ত্বেও তারা আমার যে অকৃতজ্ঞতা করল, তাতে) তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি; বরং তারা তাদের নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছে। *

88. ১৬০ থেকে ১৬২ নং পর্যন্ত আয়তসমূহে যে সমস্ত ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে, তা সূরা বাকারায় (২ : ৫৭-৬১) গত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা জন্য সেসব আয়তের টীকা দেখুন।

161 এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, এই জনপদে বাস কর এবং তার ঘেখন থেকে ইচ্ছা খাও। আর বলতে থাক, (হে আল্লাহ!) আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর (জনপদটির) প্রবেশদ্বার দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর। আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করব (এবং) সৎকর্মশিলদেরকে আরও বেশি (সওয়াব) দেব। *

162 কিন্তু তাদেরকে যে কথা বলা হয়েছিল, তাদের মধ্যকার জালেমগণ তা পরিবর্তন করে অন্য কথা তৈরি করে নিল। সুতরাং তাদের ক্রমাগত সীমালংঘনের কারণে আমি তাদের উপর আসমান থেকে শাস্তি পাঠালাম। *

163 এবং তাদের কাছে সাগর-তীরে অবস্থিত জনপদবাসীদের সম্পর্কে জিজেস কর যখন তারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করত, ৮৯ যখন তাদের (সাগরের) মাছ শনিবার দিন তো পানিতে ভেসে ভেসে তাদের সামনে আসত; আর যখন তারা শনিবার উদয়াপন করত না, (অর্থাৎ অন্যান্য দিনে) তা আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে তাদের উপর্যুপরি অবাধ্যতার কারণে পরীক্ষা করেছিলাম। ৯০ *

89. এ ঘটনাও সংক্ষেপে সূরা বাকারায় (২ : ৬৫-৬৬) গত হয়েছে। ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, আরো ও হিকু ভাষায় শনিবারকে সাব্রত বলে। ইয়াহুদীদের জন্য এ দিনটিকে একটি পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ দিন সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এ দিন তাদের জন্য জীবিকা উপার্জনমূলক যে-কোনও কাজ-কর্ম নিরিদ্ধ ছিল। এস্থে যে ইয়াহুদীদের কথা বলা হচ্ছে, (খুব সন্তুষ্ট তারা হস্তরত দাউদ আলাইহিস সালামের আমলে) কোন এক সাগর-উপকূলে বাস করত এবং মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের জন্য শনিবার মাছ ধরা জায়ে ছিল না। প্রথম দিকে তারা ছল-চাতুরী করে এ বিধান অমান্য করেছিল। পরবর্তীকালে প্রকাশ্যেই এ দিন মাছ ধরা শুরু করে দিল। কিছু সংখ্যক ভালো লোক তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করল ও তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করল, কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করল না। পরিশেষে তাদের উপর শাস্তি আপত্তি হল এবং তাদের আকৃতি বিকৃত করে তাদেরকে বানর বানিয়ে দেওয়া হল। সূরা বাকারার বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, এ ঘটনা যদিও বর্তমান বাইবেলে পাওয়া যায় না, কিন্তু আরবের ইয়াহুদীগণ এটা ভালো করেই জানত।

90. কোনও কওম যখন পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন অনেক সময় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে টিল দেন, যেমন সামনে ১৮২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজেই এটা উল্লেখ করেছেন। শনিবার দিন উপার্জনমূলক কাজ-কর্ম হতে বিরত থাকা এমন কিছু দুঃসহ কাজ ছিল না, কিন্তু যাদের স্বভাবই হল নাফরমানী করা, তারা যখন যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছাড়াই হৃকুম অমান্য করা শুরু করে দিল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এভাবে টিল দিলেন যে, অন্যান্য দিন অপেক্ষা শনিবারে খুব বেশি পরিমাণে মাছ তাদের কাছাকাছি চলে আসত। এতে তাদের মনে হৃকুম অমান্য করার ইচ্ছা ও আগ্রহ অনেক বেড়ে গেল। তারা অনুধাবন করল না যে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা এবং তিনি এভাবে তাদের বশি টিল দিচ্ছেন। প্রথম দিকে তারা এই কৌশল অবলম্বন করল যে, শনিবার দিন মাছের লেজে রশি আটকিয়ে সেটিকে তীরের কোনও জিনিসের সাথে বেঁধে রাখত এবং রোববার দিন সেটিকে ধরত ও রান্না করে খেত। এভাবে ছল-চাতুরী করতে করতে তাদের সাহস বেড়ে গেল এবং এক সময় তারা খোলাখুলি শনিবার দিন মাছ শিকার শুরু করে দিল। এর থেকে এই শিক্ষা লাভ হয় যে, কাজও সামনে যদি গুনাহ করার প্রচুর ও অবাধ সুযোগ দেখা দেয়, তবে তার ভয় পাওয়া ও সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত। কেননা যথেষ্ট সন্তান রয়েছে, তাকে এভাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে টিল দেওয়া হচ্ছে এবং এক সময় তাকে অকস্মাত ধরে ফেলা হবে।

164 এবং (তাদেরকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দাও) যখন তাদেরই একটি দল (অন্য দলকে) বলেছিল, তোমরা এমন সব লোককে কেন উপদেশ দিচ্ছ, যাদেরকে আল্লাহ ধৰ্বস করে ফেলবেন কিংবা কর্তৃর শাস্তি দিবেন? ৯১ তারা বলল, (আমরা এটা করছি) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্বমুক্ত হওয়ার জন্য এবং (এ উপদেশ দ্বারা) হতে পারে, তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে। ৯২ *

91. মূলত তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। (ক) একদল তো ক্রমাগত নাফরমানী করে যাচ্ছিল; (খ) দ্বিতীয় দল তাদের যারা প্রথম দিকে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা যখন মানল না, তখন হতাশ হয়ে বোঝানো ছেড়ে দিল; আর (গ) তৃতীয় দলটি তাদের যারা হতাশ না হয়ে তাদেরকে অবিরাম উপদেশ দিতে থাকল। এই তৃতীয় দলকে দ্বিতীয় দলের লোক বলল, এরা যখন ক্রমাগত নাফরমানী করে যাচ্ছে, তখন বোঝা যায় আল্লাহ তাআলার শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত। কাজেই তাদেরকে বুঝিয়ে সময় নষ্ট করার কোনও অর্থ হয় না।

92. এটা ছিল তৃতীয় দলের উন্নত এবং বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ ও আল্লাহওয়ালসুলভ উন্নত। তারা তাদের চেষ্টা বজায় রাখার দুটি কারণ উল্লেখ করেছিল। (এক) আমাদের উপদেশ দানে রত থাকার প্রথম উদ্দেশ্য তো এই যে, যখন আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির হব তখন আমরা বলতে পারব, হে আল্লাহ! আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলাম। কাজেই তারা যে সকল অন্যান্য অপরাধ করছিল, আমরা তার দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত। (খ) দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, আমরা এখনও আশাবাদী, হয়ত এদের মধ্য হতে কোন আল্লাহর বান্দা আমাদের কথা মানবে এবং গুনাহ থেকে নিবৃত্ত হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের এ উন্নত বিশেষভাবে উন্নত করে মুসলিমদেরকে সতর্ক করছেন যে, সমাজে পাপাচারের ব্যাপক বিস্তার ঘটলে একজন মুসলিমের দায়িত্ব কেবল এতটুকুতেই শেষ হয়ে যায় না যে, সে কেবল নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। বরং অন্যকে সঠিক পথ দেখানোও তার কর্তব্য। এটা করা ছাড়া সে পরিপূর্ণভাবে দায়িত্বমুক্ত হতে পারে না। সেই সঙ্গে বুরাবার বিষয় যে, সত্যের দাওয়াতদাতার পক্ষে হতাশ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বরং আল্লাহর কোন বান্দার হয়ত কখনও বুঝে আসবে এই আশা নিয়ে দাওয়াতের কাজ জারি রাখা চাই।

165 তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা যখন তারা ভুলে গেল, তখন অসৎ কাজে যারা বাধা দিচ্ছিল তাদেরকে তো আমি রক্ষা করি। কিন্তু যারা সীমালংঘন করেছিল, উপর্যুপরি অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে এক কর্তৃর শাস্তি দ্বারা আক্রান্ত করি। ৯৩ *

166 সুতরাং তাদেরকে যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তারা যখন তার বিপরীতে ঔদ্ধৃত প্রকাশ করল, তখন আমি তাদেরকে বললাম, ঘৃণিত বানর হয়ে যাও। ৯৪ *

১৩. এর অর্থ হল, তাদের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে তাদেরকে বাস্তবিকই বানর বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আধুনিক কালের কিছু লোক এ জাতীয় কথা বিশ্বাস করতে চায় না, তারা একাপ ক্ষেত্রে নিজেদের খেয়াল-খূশী মত কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা করছে এবং এভাবে কুরআন মাজীদের অর্থগত বিকৃতি সাধনের দুয়ার খুলে দিচ্ছে। আশ্চর্য কথা হল, ডারউইন যখন আকাট্য কোনও প্রমাণ ছাড়াই এ মতবাদ প্রকাশ করল যে, বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারায় বানর মানুষে পরিগত হয়েছে, তখন এটা মানতে তারা কোনরূপ দ্বিধাবোধ করল না, অথচ আল্লাহ তাআলা তার আকাট্য বাণীতে যখন বললেন, মানুষ অধঃপতিত হয়ে বানরে পতিত হয়েছে, তখন তারা এটা মানতে কুর্ত্তাবোধ করল এবং নিজেদের মনমত এর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল।

১৬৭ এবং (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করলেন, তিনি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের উপর এমন লোকদেরকে কর্তৃত দান করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট রকমের শাস্তি দেবে। ^{১৪} নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুও বটে। ♦

১৪. ইয়াহুদীদের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কিছুকাল পর-পর তাদের উপর এমন অত্যাচারী শাসক চেপে বসেছে, যে তাদের উপর নিজ কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করার পর তাদেরকে নানাভাবে জুলুম-নির্যাতন করেছে। যদিও তাদের হাজার-হাজার বছরের সুন্দীর্ঘ ইতিহাসে মাঝে-মধ্যে এমন অবকাশও এসেছে, যখন তারা সুখগুসাচ্ছন্দ্য ভোগ করেছে, যেমন আল্লাহ তাআলা সামনে বলেছেন, ‘আমি তাদেরকে ভালো ও মন্দ অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করেছি।’ এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, মাঝে-মধ্যে তাদের সুন্দিনও গেছে, কিন্তু সামান্যিক ইতিহাসের বিপরীতে তা নিতান্তই কম।

১৬৮ এবং আমি পৃথিবীতে তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেই। তাদের মধ্যে কতক ছিল সৎকর্মশীল এবং কতক অন্য রকম। আমি তাদেরকে ভালো ও মন্দ অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা (সঠিক পথের দিকে) ফিরে আসে। ♦

১৬৯ অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কিতাব (অর্থাৎ তাওরাত)-এর উন্নতরাধিকারী হল এমন সব উন্নতরপুরুষ, যারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী (ঘূরকাপে) গ্রহণ করত এবং বলত, ‘আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।’ কিন্তু তার অনুরূপ সামগ্রী তাদের কাছে পুনরায় আসলে তারা (ঘূরকাপে) তাও নিয়ে নিত। ^{১৫} তাদের থেকে কি কিতাবে বর্ণিত এই সুন্দৃ প্রতিশ্রূতি নেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কোন কথা আরোপ করবে না? এবং তাতে (সেই কিতাবে) ষা-কিছু (লেখা) ছিল তারা তা যথারীতি পড়েও ছিল। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আধিরাতের নিবাস শ্রেষ্ঠতর। (হে ইয়াহুদীগণ!) তারপরও কি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে না? ♦

১৭০ এটা তাদের আরেকাটি অপকর্ম। তারা মানুষের কাছ থেকে সুষ নিয়ে আল্লাহর কিতাবের অপব্যাখ্যা করত এবং সেই সাথে জোর বিশ্বাসের সাথে বলত, আমাদের এ গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, অথচ গুনাহ মাফ হয় তাওবা দ্বারা, আর তাওবার অপরিহার্য শর্ত হল আগামীতে সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। কিন্তু তাদের অবস্থা সে রকম ছিল না। তাদের সামনে পুনরায় ঘৃষ্ণ আনা হলে তারা নির্দিষ্টায় তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে। তারা এসব কিছুই করত এই তুচ্ছ দুনিয়ার জন্য, অথচ বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগালে তারা বুঝতে পারত, আধিরাতের জীবন কত উন্নত!

১৭০ আর যারা কিতাবকে মজবুতভাবে ধরে রাখে ও নামায কায়েম করে, আমি এরূপ সংশোধনকারীদের কর্মফল নষ্ট করি না। ♦

১৭১ এবং (স্মরণ কর) যখন আমি পাহাড়কে তাদের উপর এভাবে তুলে ধরেছিলাম, যেন সেটি একখানি শামিয়ানা, ^{১৬} এবং তারা মনে করেছিল সেটি তাদের উপর পতিত হবে। (তখন আমি হৃকুম দিয়েছিলাম) আমি তোমাদেরকে যে কিতাব দিয়েছি, তা আঁকড়ে ধর, ও তাতে বর্ণিত বিষয়সমূহ স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার। ♦

১৭২. এ ঘটনাটি সূরা বাকরা (২ : ৬৩) ও সূরা নিসায় (৪ : ১৫৪) গত হয়েছে। সূরা বাকরায় যে আয়াতে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তার টাইকায় আমরা এর সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছি। সখানে আমরা একথাও বলেছি যে, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের তরজমা এ রকমও করা সম্ভব যে, আমি তাদের উপর পাহাড়কে এমন তীব্রভাবে দোলাতে থাকলাম, যদরূপ তাদের মনে হচ্ছিল সেটি উৎপাটিত হয়ে তাদের উপর পতিত হবে।

১৭২ এবং (হে রাসূল! মানুষকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দাও) যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করেছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী বানিয়েছিলেন (আর জিজেস করেছিলেন যে), আমি কি তোমাদের রক্ষ নই? সকলে উন্নত দিয়েছিল, কেন নয়? আমরা সকলে (এ বিষয়ে) সাক্ষ্য দিচ্ছি ^{১৭} (এবং এ স্বীকারোক্তি আমি এজন্য নিয়েছিলাম) যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, ‘আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।’ ♦

১৭৩. এ আয়াতে যে সাক্ষ্য ও প্রতিশ্রূতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, হাদীসে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এরূপ যে, আল্লাহ তাআলা হ্যারত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পর, তার ওরসে যত সন্তান-সন্ততি জন্ম নেওয়ার ছিল তাদের সকলকে এক জায়গায় একত্র করেন। তখন তারা সকলে পিঁপড়ের মত শুন্দুকৃতির ছিল। তিনি তাদের থেকে প্রতিশ্রূতি নেন যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে নিজেদের প্রতিপালক স্বীকার করে কিনা? সকলেই স্বীকার করল যে, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ তাআলাকে নিজেদের প্রতিপালক স্বীকার করে (রেহুল মাআনীতে নাসাই, হাকিম ও বায়হাকীর বরাতে)। এই স্বীকারোক্তি দ্বারা তারা যেন স্বীকার করে নিল যে, তারা আল্লাহ তাআলার সমন্বিতাদেশ-নির্বাচন বিনাবাকে পালন করবে; আর এভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর আগেই তাদের দ্বারা আনুগত্যের প্রতিশ্রূতি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। দুনিয়ায় এমন মহাপুরুষও জন্ম নিয়েছেন, যাদের এ ঘটনা দুনিয়ায় আসার পরও স্মরণ ছিল, যেমন হ্যারত যুননুন মিসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে তাঁর এই উক্তি বর্ণিত আছে যে, সে প্রতিশ্রূতির কথা আমার এমনভাবে স্মরণ আছে যেন এখনও তা শুনতে পাচ্ছি (মাআরাফুল কুরআন, ৪৩ খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)। তবে এ কথা সত্য যে, কিছু ব্যতিক্রম বাদে কারণও একটা প্রতিশ্রূতিরূপে সে কথা স্মরণ নেই।

কিন্তু সে কথা স্মরণ না থাকলেও সমস্যা নেই। কেননা এমন কিছু ঘটনা থাকে যা স্মরণ না থাকলেও তার প্রাকৃতিক ক্রিয়া ঠিকই দেখা দেয়। সুতরাং সেই প্রতিশ্রুতির ক্রিয়া আজ দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই তো তারা মহাবিশ্বের এক স্থষ্টায় বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর মহিমা ও বড়ত্বের গুণগৌরূল করে। যারা বস্তুগত চাহিদা ও জড়বাদী মানসিকতার স্মর্ণিপাকে কেঁসে গিয়ে নিজেদের স্বভাব-প্রকৃতি নষ্ট করে ফেলেছে, তাদের কথা আলাদা, নয়ত প্রতিটি মানুষের স্বভাবের ভেতরই আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের বোধ এবং তাঁর ভালোবাস সংস্থাপিত রয়েছে। আর এ কারণেই যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক কারণ স্বভাব-ধর্ম হতে দূরে সরিয়ে দেয়, সেগুলো যথন মানুষের সম্মুখ থেকে অপসৃত হয়, তখন মানুষ সত্যের দিকে এভাবে ছুটে যায়, যেন সে সহসা তার হারিয়ে যাওয়া সম্পদের সন্ধান পেয়ে গেছে।

173 কিংবা এরূপ না বল যে, শিরক (-এর সূচনা) তো (বহু) পূর্বে আমাদের বাপ-দাদাগণই করেছিল। আর আমরা ছিলাম তাদেরই পরবর্তী বংশধর। তবে কি বিভ্রান্ত লোকদের কৃতকর্মের কারণে আপনি আমাদেরকে ধৰংস করবেন? ♦

174 এভাবেই আমি নির্দর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করে থাকি, যাতে মানুষ (সত্যের দিকে) ফিরে আসে। ♦

175 এবং (হে রাসূল!) তাদেরকে সেই ব্যক্তির ঘটনা পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার নির্দর্শনাবলী দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা সম্পূর্ণ বর্জন করে। ফলে শয়তান তার পিছু নেয়। পরিণামে সে পথপ্রস্তুদের অঙ্গভুক্ত হয়ে যায়। ১৮ ♦

98. সাধারণভাবে মুফাসিরগং বলেন, এ আয়াতে বালআম ইবনে বাউরার প্রতি ইশ্শারা করা হয়েছে। বালআম ছিল ফিলিস্তিনের মাওআব অঞ্চলের এক প্রসিদ্ধ আবেদ ও সংসারবিমুখ (যাহেদ) ব্যক্তি। কথিত আছে, তার দোয়া খুব বেশি করুল হত। তার সময়ে সে অঞ্চলটি মৃত্যুজীর্ণদের দখলে ছিল। ফিরআউন ভূবে মরার পর হ্যরত মুসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাইলের বাহিনী নিয়ে সে এলাকায় আক্রমণ করতে চাইলেন এবং সে উদ্দেশ্যে তিনি নিজ বাহিনী নিয়ে মাওআবের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন। এ সময় সেখানকার বাদশাহ বালআমকে বলল, সে যেন মুসা আলাইহিস সালাম যাতে ধ্বংস হয়ে যান সে লক্ষ্যে বদদোয়া করে। প্রথম দিকে সে তা করতে রাজি ছিল না, কিন্তু বাদশাহ তাকে মোটা অংকের উৎকোচ দিলে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল। কিন্তু সে যথন বদদোয়া করতে শুরু করল, তখন তার মুখে বদদোয়ার বিপরীতে হ্যরত মুসা আলাইহিস সালামের যাতে কল্পণ হয়, সেই অর্থের শব্দাবলী উচ্চারিত হল। এ অবস্থা দেখে বালআম বাদশাহকে পরামর্শ দিল, তার সৈন্যরা যেন তাদের নারীদেরকে বনী ইসরাইলের তাঁবুতে পাঠিয়ে দেয়। তাহলে তারা ব্যভিচারে লিঙ্গ হয়ে পড়বে আর ব্যভিচারের বেশিষ্ট্যই হল, তা আল্লাহ তাআলার ক্রোধের কারণ হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণে বনী ইসরাইল তাঁর রহমত থেকে মাহরুম হয়ে যাবে। তার এ পরামর্শ মত কাজ করা হল এবং বনী ইসরাইল ব্যভিচারে লিঙ্গ হয়ে পড়ল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি নারাজ হয়ে গেলেন। শাস্তিস্বরূপ তাদের মধ্যে প্লেগের মহামারী দেখা দিল। বাইবেলেও এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে (দেখুন, শুমারী, পরিচ্ছেদ ২২-২৫ এবং ৩১:১৬)।

কুরআন মাজীদ এস্তলে যে ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করেছে তার নামও উল্লেখ করেনি এবং সে আল্লাহ তাআলার হৃকুম অমান্য করে কিভাবে নিজ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিল তাঁও ব্যাখ্যা করেনি। উপরে যে ঘটনা উদ্ধৃত করা হল, তাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত নয়। কাজেই আয়াতে যে সেই ব্যক্তিকে সনাক্তকরণের উপর নির্ভরশীল নয়, তাই এতে কেন সমস্যা নেই। বস্তুত এস্তলে উদ্দেশ্য এই সবক দেওয়া যে, আল্লাহ তাআলা যাকে ইলম ও ইবাদতের মহা সৌভাগ্য দান করেন, তার উচিত অন্যদের তুলনায় বেশি সাবধানতা ও তাকওয়া অবলম্বন করা। এরপ ব্যক্তি যদি আল্লাহ তাআলার আয়াতের বিপরীতে নিজের অবৈধ কামনা-বাসনা পূরণের পেছনে পড়ে, তবে দুনিয়া ও আখিরাতে তার পরিণতি হয় ভয়াবহ।

176 আমি ইচ্ছা করলে সেই আয়াতসমূহের বদৌলতে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম। কিন্তু সে তো দুনিয়ার দিকেই ঝুঁকে পড়ল এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত ওই কুকুরের মত, যার উপর তুমি হামলা করলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকবে, আর তাকে (তার অবস্থায়) ছেড়ে দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপাবে। ১৯ এই হল যে সব লোক আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তাদের দৃষ্টান্ত। সুতরাং তুমি (তাদেরকে) এসব ঘটনা শোনাতে থাক, যাতে তারা চিন্তা করে। ♦

99. অন্যান্য পশু হাঁপায় কেবল তখনই, যখন তাদের পিঠে বোৱা চাপানো হয় অথবা তাদের উপর হামলা চালানো হয়। কিন্তু কুকুর ব্যতিক্রম। তার শ্বাস গ্রহণের জন্য সর্বাবস্থায়ই হাঁপানোর দরকার হয়। যারা এ ঘটনাকে বালআম ইবনে বাউরার সাথে সম্পৃক্ত করেন, তারা বলেন, অপকর্মের কারণে তার জিহ্বা কুকুরের মত বের হয়ে গিয়েছিল। তাই আয়াতে তাকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রকৃতপক্ষে এটা তার জৈবিক লালসার উপমা। কুকুরের দিকে কেনও জিনিস ছুঁড়ে মারা হলে, তা যদি তাকে আঘাত করার উদ্দেশ্যেও হয়, তবুও সে জিহ্বা বের করে এই লোভে ছুটে যায় যে, সেটা কোন খাদ্যবস্তুও হতে পারে। এভাবেই যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি লালায়িত, সে সব কিছু দিয়েই পার্থিব স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে এবং তার জন্য সর্বাবস্থায় হাঁপাতে থাকে।

177 যারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তাদের দৃষ্টান্ত কত মন্দ! ♦

178 আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, কেবল সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর আল্লাহ যাদেরকে বিপথগামী করেন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ♦

179 আমি জিন ও মানুষের মধ্য হতে বহুজনকে জাহানামের জন্য সৃষ্টি করেছি। ১০০ তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা অনুধাবন করে না, তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা শোনে না। তারা চতুর্পদ জন্মের মত; বরং তার চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। এরাই গাফেল। ♦

100. অর্থে তাদের তাকদীরে লেখা আছে যে, তারা নিজ ইচ্ছায় এমন কাজ করবে, যা তাদেরকে জাহানামে নিয়ে যাবে। প্রকাশ থাকে যে,

তাকদীরে লেখার অর্থ জাহানামের কাজ করতে তাদের বাধ্য হয়ে যাওয়া নয়। এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, কোনও শিক্ষক তার কোনও ছাত্রের অবস্থা সামনে রেখে লিখে দিল যে, সে ফেল করবে। এর অর্থ এমন নয় যে, শিক্ষক তাকে ফেল করতে বাধ্য করল; বরং সে যা-কিছু লিখেছিল তার অর্থ ছাত্রটি পরিশ্রম না করে সময় নষ্ট করবে, পরিণামে সে ফেল করবে।

180 উন্নত নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তাকে সেই সব নামেই ডাকবে। ১০১ যারা তার নামের ব্যাপারে বক্তৃ পথ অবলম্বন করে, তাদেরকে বজ্জন কর। ১০২ তারা যা-কিছু করছে, তাদেরকে তার বদলা দেওয়া হবে। ♦

101. আগের আয়তে অবাধ্যদের মূল রোগ বলা হয়েছিল এই যে, তারা বড় গাফেল। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও তার সামনে জবাবদিহিতার অনুভূতি সম্পর্কে তারা উদ্বিন্দী। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, দুনিয়ায় সব রকম অনিষ্টতার আসল কারণ এটাই হয়ে থাকে। তাই এবার এ রোগের চিকিৎসা বাতলানো হচ্ছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা ও নিজের সব প্রয়োজন তাঁরই কাছে চাওয়া। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তাআলাকে ডাকার যে নির্দেশ এ আয়তে দেওয়া হয়েছে, তা দ্বারা তাসবীহ, তাহলীলের মাধ্যমে তাঁর যিকির করা এবং তাঁর কাছে দোয়া করা উভয়টাই বোঝানো হয়েছে। গাফলতি দূর করার উপায় কেবল এটাই যে, বাস্তা নিজ প্রতিপালককে উভয় পন্থায় ডাকবে। অবশ্য তাঁকে ডাকার জন্য তার উন্নত নামসমূহের বাবহারকে জরুরী করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর উন্নত নামসমূহ বা আসমাউল হুসনা-এর কতক তো তিনি নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন এবং কতক তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসের মাধ্যমে জানিয়েছেন। কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে আসমাউল হুসনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে (দেখুন, সূরা বনী ইসরাইল ১৭ : ১১০; সূরা তোয়াহ ২০ : ৮ ও সূরা হাশর ৫৯ : ২৪)। সহীহ বুখরী ও অন্যান্য হাদীসগুলোতে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার নিরানবৈষ্টি নাম আছে। তিরমিয়ী ও হাকিম সে নামসমূহও বর্ণনা করেছেন। সারকথা, সেই আসমাউল হুসনার অন্তর্ভুক্ত কোন নাম দ্বারাই আল্লাহ তাআলার যিকির ও তাঁর কাছে দোয়া করা চাই। নিজের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য কোনও নাম তৈরি করে নেওয়া ঠিক নয়।

102. কাফেরদের মনে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যে ধারণা ছিল, তা ছিল ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ কিংবা ভ্রান্ত এবং তারা তাদের ভাবনা অনুসুরারে আল্লাহ তাআলার জন্য কোনও নাম বা বিশেষণ স্থির করে নিয়েছিল। [এভাবে আল্লাহ তাআলাকে মনগাড়া কোন নামে অভিহিত করাই হচ্ছে তার নামের ক্ষেত্রে বক্রপথ অবলম্বন। অথবা এর অর্থ তার নামের অপব্যাখ্যা করা বা তার নামের অপব্যবহার করা। কারণ মতে এর অর্থ আল্লাহর নামকে অন্য কারণও প্রতি আরোপ করা বা তার নামকে রূপান্তর করে দেব-দেবীর নাম রাখা, যেমন 'লাত' 'মানাত' ও 'উম্মা' দেবীসমূহের নাম রাখা হয়েছিল যথাক্রমে 'আল্লাহ' 'মানান' ও 'আয়ী' থেকে রূপান্তর করে। -অনুবাদক] এ আয়ত সতর্ক করছে যে, আল্লাহ তাআলার নামের ক্ষেত্রে এসব বক্রপথীদের অনুসরণ করা জায়েয় নয়। সুতরাং মুসলিমগণকে এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

181 আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি দল আছে, যারা (মানুষকে) সত্যের পথ দেখায় এবং সেই (সত্য) অনুযায়ী ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। ♦

182 আর যারা আমার আয়তসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, আমি তাদের এমনভাবে পর্যায়ক্রমে পাকড়াও করব যে, তারা জানতেই পারবে না। ♦

183 এবং আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই আমার গুপ্ত কৌশল বড় মজবুত। ১০৩ ♦

103. এটা সেই সব লোকের জন্য বিপদ সংকেত, যারা ত্রুটিপূর্ণ নাফরমানী করে যাচ্ছে এবং তা সত্ত্বেও তাদেরকে দুনিয়ার সুখগুস্মান্তি ভোগ করতে দেওয়া হচ্ছে এবং তারা কখনও চিন্তাও করে না যে, তাদেরকে একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হতে হবে। এরপ অবাধ্যতা ও গাফলতি সত্ত্বেও সুখগুস্মান্তি লাভ হলে বুঝতে হবে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তিল ও অবকাশ দেওয়া হচ্ছে। কুরআন মাজীদে একে 'ইসতিদুরাজ' বলা হয়েছে। এরপ ব্যক্তিকে এক সময় হঠাৎ করেই ধরা হয় এবং সেটা কখনও দুনিয়াতেই হয়ে থাকে। আর এখানে ধরা না হলেও আধিক্যাতে যে হবে তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই।

184 তবে কি তারা চিন্তা করেনি যে, তাদের এই সহচর (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে উন্মাদগ্রস্ততার কিছু নেই। সে তো কেবল এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী। ১০৪ ♦

104. মুক্তার মুশরিকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী বলে তো স্বীকার করতাই না, উপরন্তু অনেক সময় তাকে উন্মাদ আবার কখনও করি বা যাদুকর সাব্যস্ত করত (নাউয়াবিল্লাহ)। এ আয়ত জানাচ্ছে, যারা আলটপ্কা কথা বলতে অভ্যন্ত কেবল তারাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এ জাতীয় কথা বলতে পারে। সামান্য একটু চিন্তা করলেই তাদের কাছে এসব অভিযোগের অসারতা স্পষ্ট হয়ে যেত।

185 তারা কি লক্ষ্য করেনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বে এবং আল্লাহ যে সকল জিনিস সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি এবং এর প্রতিও যে, সন্তুষ্ট তাদের নির্ধারিত সময় কাছেই এসে পড়েছে? সুতরাং এর পর আর কোন কথায় তারা স্টেমান আনবে? ♦

186 আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না; আর আল্লাহ তাদেরকে (অসহায়ভাবে) ছেড়ে দেন তাদের অবাধ্যতার ভেতর উদ্ধান্ত হয়ে ঘূরে বেড়াতে। ♦

- 187** (হে রাসূল!) লোকে তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, তা কখন ঘটবে? বলে দাও, এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আমার প্রতিপালকেরই আছে। তিনিই তা যথাসময়ে প্রকাশ করে দেখাবেন, অন্য কেউ নয়। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে তা অতি ভারী বিষয়। তোমাদের কাছে তা আসবে হঠাৎ করেই। তারা তোমাকে এমনভাবে জিজ্ঞেস করে, যেন তুমি তা সম্পূর্ণরূপে জেনে রেখেছ। বলে দাও, তার জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এ বিষয়ে) জানে না। ❖
- 188** বল, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ইচ্ছা না করেন, আমি আমার নিজেরও কোন উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা রাখি না। আমার যদি গায়ের সম্পর্কে জানা থাকত, তবে ভালো-ভালো জিনিস প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে নিতাম এবং কোনও রকম কষ্ট আমাকে স্পর্শ করত না। ১০৫ আমি তো কেবল একজন সর্তর্কারী ও সুসংবাদদাতা সেই সকল লোকের জন্য, যারা (আমার কথা) মানে। ❖
105. অর্থাৎ গায়ের বা অদৃশ্য বিষয়ক সবকিছু যদি আমার জানা থাকত, তবে দুনিয়ায় যা-কিছু উপকারী ও ভালো জিনিস আছে, সবই আমি সংগ্রহ করে নিতাম এবং কোনও রকমের দুঃখ-কষ্ট আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। কেননা তখনতো সকল কাজের পরিণতি আগে থেকেই আমার জানা থাকত। অথচ বাস্তব ব্যাপার এ রকম নয়। এর দ্বারা বোঝা গেল, গায়ের ও অদৃশ্য বিষয়ক সবকিছুর জ্ঞান আমাকে দেওয়া হয়নি। হাঁ, আল্লাহ তাআলা ওহাইর মাধ্যমে আমাকে যে সকল বিষয়ে অবহিত করেন, সে সম্পর্কে আমার জানা হয়ে যায়। এর দ্বারা সেই সকল কাফের ও আবিশ্বসীর ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে, যারা মনে করত আল্লাহ তাআলার বিশেষ এখতিয়ার ও ক্ষমতাসমূহের কিছুটা নবীদেরও থাকা জরুরী। সেই সঙ্গে যারা নবীদেরকে মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলার স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়; বরং যেই শিরকের মূলোৎপাটনের জন্য নবী-রাসূলকে পাঠানো হয়, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে যারা সেই শিরকী তৎপরতায় লিপ্ত হয়, এ আয়ত তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছ।
- 189** আল্লাহ তিনি, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি ১০৬ হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই তার স্ত্রীকে বানিয়েছেন, যাতে সে তার কাছে এসে শান্তি লাভ করতে পারে। তারপর পুরুষ যখন স্ত্রীকে আচম্ভ করল, তখন স্ত্রী (গর্ভের) হালকা এক বোঝা বহন করল, যা নিয়ে সে চলাফেরা করতে থাকল। ১০৭ অতঃপর সে যখন ভারী হয়ে গেল, তখন (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে দোয়া করল, তুমি যদি আমাদেরকে সুস্থ সন্তান দান কর তবে আমরা অবশ্যই তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করব। ❖
106. এক ব্যক্তি দ্বারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর স্ত্রী দ্বারা হযরত হাওয়া আলাইহাস সালামকে বোঝানো হয়েছে।
107. এখন থেকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের যে বংশধরগণ পরবর্তীকালে শিরকে লিপ্ত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে।
- 190** কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে একটি সুস্থ সন্তান দান করলেন, তখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতে আল্লাহর সঙ্গে অন্যদেরকে শরীক করল, অথচ আল্লাহ তাদের অংশীবাদীসুলভ বিষয়াদি হতে বহু উৎর্ধে। ❖
- 191** তারা কি এমন সব জিনিসকে (আল্লাহর সাথে) শরীক মানে, যারা কোনও বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না; বরং খোদ তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়? ❖
- 192** এবং যারা তাদের কোনও সাহায্য করতে পারে না এবং খোদ নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না। ❖
- 193** তোমরা যদি তাদেরকে সঠিক পথের দিকে ডাক, তবে তারা তোমাদের কথা মানবে না; (বরং) তোমরা তাদেরকে ডাক বা চুপ থাক, উভয় তাদের জন্য সমান। ❖
- 194** নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাক, তারা তোমাদেরই মত (আল্লাহর) বান্দা। সুতরাং তোমরা তাদের কাছে প্রার্থনা কর, অতঃপর তারা তোমাদের প্রার্থনা মণ্ড্জুর করুক যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ১০৮ ❖
108. অর্থাৎ তোমরা যে তাদেরকে উপাস্য বলে দাবি করছ, এতে তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণ ও কল্যাণ সাধনের জন্য তাদের কাছে প্রার্থনা জানাও এবং তারা তা মণ্ড্জুর করুক। বলা বাহ্য, তা মণ্ড্জুর করার সাধ্য তাদের নেই। এটাই প্রমাণ করে, উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা তাদের নেই এবং তোমাদের দাবিও সঠিক নয়। -অনুবাদক
- 195** তাদের কি পা আছে, যা দিয়ে তারা চলবে? অথবা তাদের কি হাত আছে, যা দিয়ে তারা ধরবে? অথবা তাদের কি চক্ষু আছে, যা দিয়ে দেখবে? অথবা তাদের কি কান আছে, যা দ্বারা তারা শুনবে? (তাদের) বলে দাও, তোমরা যে সকল দেবতাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছ, তাদেরকে ডাক তারপর আমার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত কর এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিয়ো না। ১০৯ ❖
109. মুক্তার কাফেরগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভয় দেখিয়েছিল, আপনি যে আমাদের দেবতাদের সম্পর্কে এমন সব কথা বলেন, যা দ্বারা বোঝা যায় তাদের কোন ক্ষমতা নেই, এ কারণে তারা আপনাকে শাস্তি দিবে (নাউয়ুবিল্লাহ)। এ আয়তে তারই উভয় দেওয়া হচ্ছে।

- 196** আমার অভিভাবক তো আল্লাহ, যিনি কিতাব নায়িল করেছেন, আর তিনি পুণ্যবানদের অভিভাবকত্ব করেন। ♦
- 197** তোমরা তাকে ছেড়ে যাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের কোনও সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং খোদ নিজেদেরও কোনও সাহায্য করতে পারে না। ♦
- 198** তুমি যদি তাদেরকে সঠিক পথের দিকে ডাক তবে তারা তা শুনবেও না। তুমি তাদেরকে দেখবে, যেন তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুই দেখে না। ♦
- 199** (হে নবী!) তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর এবং (মানুষকে) সৎকাজের আদেশ দাও আর অজ্ঞদের অগ্রহ্য করো। ♦
- 200** যদি শয়তানের পক্ষ হতে তোমাকে কোনও কুমন্ত্রণা দেওয়া হয়, তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। ১১০ নিচয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ♦
110. এ আয়াতে সকল মুসলিমকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, শয়তান মনে কখনও মন্দ ভাবনার প্রতি প্ররোচনা দিলে সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। ক্ষমাপরায়ণ হওয়ার নির্দেশ দান প্রসঙ্গে এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করে বোঝানো হচ্ছে যে, যে ক্ষেত্রে ক্ষমাপ্রদর্শনের ফয়লত আছে, সেখানেও যদি শয়তানের প্ররোচনায় কারও রাগ এসে যায় তবে তার ওষুধ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাওয়া।
- 201** যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদেরকে যখন শয়তানের পক্ষ হতে কোনও কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তখন তারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে। ১১১ ফলে তৎক্ষণাত্ম তাদের চোখ খুলে যায়। ♦
111. প্রবৃত্তি (নফস) ও শয়তানের প্ররোচনায় বড় বড় মুন্তাকীদেরও গুনাহের ইচ্ছা জাগে, কিন্তু তারা তা প্রশংসিত করে এভাবে যে, তারা অবিলম্বে আল্লাহর যিকির করে, তাঁর কাছে সাহায্য চায় ও দোয়া করে এবং তাঁর সামনে উপস্থিতির কথা চিন্তা করে। ফলে তাদের চোখ খুলে যায় অর্থাৎ গুনাহের হাকীকত দৃষ্টিগোচর হয়। এভাবে তারা গুনাহ থেকে বেঁচে যায় এবং কখনও গুনাহ হয়ে গেলেও তাওবা করার তাওফীক হয়।
- 202** আর যারা শয়তানের ভাই, শয়তানগণ তাদেরকে বিভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। ফলে তারা (বিভ্রান্তি হতে) ফিরে আসে না। ♦
- 203** এবং (হে নবী!) তুমি যদি তাদের সামনে (তাদের ফরমাঘেশী) মুজিয়া উপস্থিত না কর, তবে তারা বলে, তুমি নিজে বাছাই করে এ মুজিয়া পেশ করলে না কেন? বলে দাও, আমার প্রতিপালক ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে বিষয়ে আদেশ করেন, আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি। ১১২ এ কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে জ্ঞান-তত্ত্বের সমষ্টি এবং যারা ঈমান আনে তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। ১১৩ ♦
112. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু মুজিয়া তাদের নজরে এসেছিল, তথাপি তারা জেদের বশবর্তীতে নতুন-নতুন মুজিয়া দাবি করত। তার উত্তরে এ আয়তে বলা হয়েছে, আমি নিজের পক্ষ হতে কোন কাজ করতে পারি না। আমি সকল বিষয়ে আল্লাহ তাআলার ওহীর অনুসরণ করে থাকি।
113. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ নিজেই একটি মুজিয়া। এতে রয়েছে অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্বের সমাহার এবং তা লেখাপড়া না জানা এক উন্মীর মুখ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। এরপরও আর কোন মুজিয়ার দরকার?
- 204** যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত হয়। ১১৪ ♦
114. এ আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত হলে তা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনা চাই। অবশ্য তিলাওয়াতকারীর উচিত যেখানে মানুষ নিজ কাজে ব্যস্ত, সেখানে উচ্চস্থরে না পড়া। এরূপ ক্ষেত্রে লোকে তিলাওয়াতে মনোযোগ না দিলে তার গুনাহ তিলাওয়াতকারীর নিজের উপরই বর্তাবে।
- 205** এবং সকালে ও সন্ধিয়ায় নিজ প্রতিপালককে স্মরণ কর বিনয় ও ভীতির সাথে, মনে মনে এবং অনুচৰণে মুখেও। যারা গাফলতিতে নিমজ্জিত, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না। ♦
- 206** স্মরণ রেখ, যারা (অর্থাৎ ফিরিশতাগণ) তোমার রবের সামিধে আছে, তারা তাঁর ইবাদত থেকে অহংকারে মুখ ফেরায় না এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁরই সম্মুখে সিজদাবন্ত হয়। ১১৫ ♦

115. এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, মানুষকে আল্লাহ তাআলার যিকির করার যে হকুম দেওয়া হয়েছে, তাতে আল্লাহ তাআলার নিজের কোন লাভ নেই। কেননা প্রথম কথা হল, কোনও মাখলুকের ইবাদত বা যিকির থেকে আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ বেনিয়ায। দ্বিতীয়ত তাঁর এক বড় মাখলুক তথ্য ফিরিশতাগণ সর্বদা তাঁর যিকিরে মশগুল রয়েছে। আসলে মানুষকে যিকিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার নিজেরই লাভের জন্য। কেননা অন্তরে যিকির থাকলে সে অন্তর শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ হয়ে যায় আর এভাবে মানুষ নিজেকে গুনাহ ও অন্যায়-অনাচার থেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়।

প্রকাশ থাকে যে, এটি সিজদার আয়ত এ আয়ত পড়বে তার জন্য সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়। কুরআন মাজীদে এরপ চোদ্দটি আয়ত রয়েছে। এটি তার মধ্যে প্রথম।

سُبْحَانَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ .
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .



♦ আল আনফাল ♦

- 1 (হে নবী!) লোকে তোমাকে যুদ্ধলক্ষ সম্পদ সম্পর্কে জিজেস করে। বলে দাও, যুদ্ধলক্ষ সম্পদ (সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দান)-এর এখতিয়ার আল্লাহ ও রাসূলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের পারম্পরিক সম্পর্ক শুধরে নাও। ১ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। ♦

1. বদর যুদ্ধে যখন শক্রদের প্রাজ্য ঘটল, তখন সাহাবায়ে কিরাম তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলেন। একদল শক্রের পশ্চাদ্বাবন করার জন্য রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং একদল শক্রের ফেলে যাওয়া মালামাল কুড়াতে শুরু করলেন। যেহেতু এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধ এবং যুদ্ধলক্ষ সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান তখনও পর্যন্ত নায়িল হয়নি, তাই তৃতীয় দল মনে করেছিল, তারা যে মালামাল কুড়িয়েছে, তা তাদেরই। (সম্ভবত জাহিলী যুগে এমনই (রেওয়াজ ছিল)। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রথমোন্ত দুই দলের খেয়াল হল, তারাও তো যুদ্ধে পুরোপুরি শরীর ছিল, বরং গনীমত কুড়ানোর সময় তারাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্চাম দিয়েছে। সুতরাং গনীমতের ভেতর তাদেরও অংশ থাকা চাই। বস্তুত এটা ছিল এক স্বত্বাবগত চাহিদা, যে কারণে এ নিয়ে তাদের মধ্যে কিছুটা বাদান্বাদও শুরু হয়ে গিয়েছিল। যখন বিষয়টা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছল, তখন এই আয়ত নায়িল হল। এতে জানানো হয়েছে, গনীমত বা যুদ্ধলক্ষ সম্পদ সম্পর্কে ফায়সালা নেওয়ার এখতিয়ার কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। সুতরাং সামনে এ সুবারই ৪১২ আয়তে গনীমত বণ্টনের বিস্তারিত নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়তে আদেশ করা হয়েছে যে, মুসলিমদের মধ্যে যদি কোনও বিষয়ে মনোমালিন্য দেখা দেয়, তবে তা দূর করে পারম্পরিক সম্পর্ক ঠিক করে নেওয়া চাই।

- 2 মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হাদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়তসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। ♦

- 3 যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। ♦

- 4 এরাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয়ক। ♦

- 5 (গনীমত বণ্টনের এ বিষয়টা সেই রকম), যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে সত্যের জন্য নিজ ঘর থেকে বের করেছিলেন, অর্থে মুমিনদের একটি দলের কাছে এ বিষয়টা অপচৰ্ন ছিল। ১ ♦

2. যারা গনীমত কুড়িয়েছিল, তাদের আশা ছিল সে সম্পদ কেবল তাদেরই থাকবে। কিন্তু ফায়সালা যেহেতু সে রকম হয়নি, তাই তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষের সব আশাই পরিগামে মঙ্গলজনক হয় না। পরে তার বুবে আসে, যে সিদ্ধান্ত তার ইচ্ছার বিপরীত হয়েছে কল্যাণ তাতেই নিহিত। এটাকে আবু জাহলের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারটার সাথে তুলনা করতে পার। মদ্দিনা থেকে বের হওয়ার সময় তো লক্ষ্য ছিল আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে আটকানো, যে কারণে রীতিমত কোনও বাহিনীও তৈরি করা হয়নি। অনাকাঙ্গিতভাবে যখন আবু জাহলের নেতৃত্বে একটি বিশেল বাহিনী গ্রাহণ করে আসে তখন খবর পাওয়া গেল, তখন কতিপয় সাহাবী চালিলেন, যুদ্ধ না করে ওয়াপস চলে যাওয়া হোক। কেননা এভাবে অপ্রস্তুত ও নিরন্তর অবস্থায় একটি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করলে সেটা মৃত্যুমুখে বাঁপ দেওয়ার নামান্তর হবে। কিন্তু অন্যান্য সাহাবীগণ অত্যন্ত উদ্বীগনাম্য বক্তৃতা দিলেন এবং তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব খুশী হলেন। অবশেষে যখন তাঁর ইচ্ছা অনুধাবন করা গেল তখন সকলেই যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। পরে প্রমাণ হল, যুদ্ধ করার মধ্যেই মুসলিমদের মহা কল্যাণ ছিল। কেননা এর ফলে কুফরের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।

- 6 সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তারা তোমার সাথে সে বিষয়ে এমনভাবে বিতর্ক করছে, যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে তাঢ়িয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং তারা তা নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছে। ♦

- 7 (সেই সময়কে স্মরণ কর), যখন আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, দুটি দলের মধ্যে কোন একদল তোমাদের

আয়ত্তে আসবে। আর তোমাদের কামনা ছিল, নিষ্কটক দলটি তোমাদের আওতাধীন হোক। **৩** আল্লাহ চাচ্ছিলেন, নিজ বিধানাবলী দ্বারা সত্যকে সত্যে পরিগত করে দেখাবেন এবং কাফেরদের মূলোচ্ছেদ করবেন। *****

৩. এর দ্বারা আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে বোঝানো উদ্দেশ্য। আর 'কাঁটা' দ্বারা বিপদ বোঝানো হয়েছে। কাফেলায় সশন্ত্র লোক ছিল মোট চালিশজন। কাজেই কাফেলার উপর আক্রমণ করাটা বেশি বিপজ্জনক ছিল না বিধায় অন্তরের ঘোঁক এ দিকেই বেশি থাকা স্বাভাবিক ছিল।

৮ এভাবে তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্যরূপে প্রমাণ করতে চান, তাতে অপরাধীদের (এটা) যতই অপচন্দ হোক। *****

৯ (স্মরণ কর), যখন তোমরা নিজ প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করেছিলে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিয়ে (বললেন), আমি তোমাদের সাহায্যার্থে এক হাজার ফিরিশতার একটি বাহিনী পাঠাচ্ছি, যারা একের পর এক আসবে। *****

১০ এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ কেবল এজন্যই দিয়েছেন, যাতে এটা তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং যাতে এর দ্বারা তোমাদের অন্তর প্রশাস্তি লাভ করে, আর সাহায্য তো কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। **৪** নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়। *****

৪. অর্থাৎ সাহায্য করার জন্য ফিরিশতা পাঠানোর কোনও প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার ছিল না। তাছাড়া ফিরিশতাদেরও নিজস্ব কোনও শক্তি নেই যে, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে সাহায্য করবে। সাহায্য তো আল্লাহ তাআলা সরাসরিও করতে পারেন। কিন্তু মানুষের স্বাভাব হল, কোনও জিনিসের আসবাব-উপকরণ সামনে দেখতে পেলে তাতে তার আস্থা বেশি হয় এবং মনও খুশি হয়। সে কারণেই এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এ আয়তে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যে-কোনও কাজের জন্য যখন সে কাজের উপকরণাদি অবলম্বন করা হয়, তখন প্রতি মুহূর্তে চিন্তা করতে হবে এ উপকরণসমূহও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি এবং এর যে প্রভাব ও কার্যকারিতা, তাও আল্লাহ তাআলার হস্তানেই দেখা দেয়। সুতরাং ভরসা উপকরণের উপর নয়, বরং আল্লাহ তাআলার ফর্ম ও তাঁর করুণার উপরই করতে হবে।

১১ (স্মরণ কর), যখন তিনি নিজের পক্ষ হতে স্বত্ত্ব জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রাচন্ন করছিলেন **৫** এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করছিলেন, **৬** তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, তোমাদের থেকে শয়তানের আবিলতা দূর করার জন্য, **৭** তোমাদের অন্তরে দৃঢ়তা বাঁধার জন্য এবং তার মাধ্যমে (তোমাদের) পাস্তির রাখার জন্য। *****

৫. এত বড় বাহিনীর সঙ্গে যদি নিরস্ত্র-প্রায় একটি ক্ষুদ্র দলকে যুদ্ধ করতে হয়, তবে ঘাবড়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আল্লাহ তাআলা তাদের সে ঘাবড়নি প্রশংসিত করার লক্ষ্যে তাদেরকে তন্দ্রাচন্ন করে দিলেন। এটা তন্দ্রাচন্নতার এক সুফল যে, এর দ্বারা ভয়-ভীতি কেটে যায়। সুতরাং যুদ্ধের পূর্বের রাতে তারা প্রাপ ভরে ঘূমালেন। ফলে তারা একদম চাঞ্চা হয়ে উঠলেন। তাছাড়া যুদ্ধ চলাকালেও মাঝে-মধ্যে তাদের তন্দ্রাভাব দেখা দিত এবং তাতে তাদের স্বত্ত্ব লাভ হত।

৬. বদরে দ্রুত পৌঁছে এমন একটা স্থান আগেই দখল করে নেওয়া মুসলিমদের জন্য অতীব জরুরী ছিল, যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে পানিও থাকবে এবং মাটিও শক্ত হবে। কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছে যে স্থানে জায়গা পেয়েছিলেন, বাহ্যত তাদের পক্ষে সেটি সুবিধাজনক ছিল না। কেননা সে জায়গাটি ছিল বালুময়। তাতে এক তো পা' আটকাত না, যে কারণে চলাফেরা ও নড়াচড়া করা কঠিন হত, দ্বিতীয়ত সেখানে পানিও ছিল না। একটি হাউজ বানিয়ে সেখানে সামান্য পানি জমা করা হয়েছিল বটে, কিন্তু দ্রুত তা নিঃশেষ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা উভয় সমস্যার সমাধানকল্পে বৃষ্টি দান করলেন। তাতে বালুও জমে গেল, ফলে চলাফেরায় সুবিধা হয়ে গেল এবং যথেষ্ট পরিমাণে পানিও সঞ্চিত হল।

৭. 'আবিলতা' দ্বারা শয়তানের কুমপ্রণা বোঝানো হয়েছে, যা এত বড় শক্তির সাথে যুদ্ধকালে সাধারণত দেখা দিয়েই থাকে।

১২ (স্মরণ কর), যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে ওহীর মাধ্যমে হস্ত দিলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। কাজেই তোমরা মুমিনদের পাস্তির রাখ, আমি কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার করব। সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত কর এবং তাদের আঙুলের জোড়াসমূহেও আঘাত কর। *****

১৩ এটা এই কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত হলে, আল্লাহর আয়াব তো সুকর্তিন। *****

১৪ সুতরাং এসবের মজা ভোগ কর। তাছাড়া কাফেদের জন্য রয়েছে জাহানামের (আসল) শাস্তি। *****

১৫ হে মুমিনগণ! যখন তোমরা হানাদার কাফিরদের মুখেমুখি হও, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না। *****

১৬ যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, যুদ্ধের জন্য কৌশল অবলম্বন অথবা নিজ দলে স্থানগ্রহণের উদ্দেশ্য ছাড়া, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা জাহানাম, আর তা অতি মন্দ ঠিকানা। **৮** *****

৪. যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নকে সর্বাবস্থায় অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাতে শক্র-সৈন্য যত বেশিই হোক। বদর যুদ্ধে সুরতহাল এ রকমই ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে হৃকুম ঠিক এ রকম থাকেনি। অবস্থাভোদে বিধানে প্রভেদ করা হয়েছে, যা এ সুরাই ৬৫-৬৬ নং আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সে আলোকে এখন বিধান এই যে, শক্র-সৈন্যের সংখ্যা যদি দ্বিগুণ হয় বা তার কম, তখন রণক্ষেত্র ত্যাগ করা হারাম। কিন্তু তাদের সংখ্যা যদি তার চেয়ে বেশি হয়। তখন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে ঘাওয়ার অনুমতি আছে। আবার যে ক্ষেত্রে শক্রদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা জায়ে নয়, তা থেকেও দুটো অবস্থাকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। (ক) অনেক সময় যুদ্ধ-কৌশল হিসেবে যুদ্ধ চলা অবস্থাই পেছনে সরে আসার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন ময়দান থেকে পলায়ন করা উদ্দেশ্য থাকে না। উদ্দেশ্য থাকে অন্য কিছু। এরপ অবস্থায় পশ্চাদপ্সরণ করা জায়ে। (খ) অনেক সময় ক্ষুদ্র দল পেছনে সরে এসে নিজ বাহিনীর সাথে মিলিত হয় এবং উদ্দেশ্য থাকে তাদের সাহায্য নিয়ে একথোগে শক্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। এ জাতীয় পৃষ্ঠপ্রদর্শনও জায়ে।

17

সুতরাং (হে মুসলিমগণ! প্রকৃতপক্ষে) তোমরা তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) হত্যা করনি; বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছিলেন এবং (হে নবী!) তুমি যখন (তাদের উপর মাটি) নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তা তুমি নিক্ষেপ করনি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন । আর (তা তোমাদের হাত দ্বারা করিয়েছিলেন) তার মাধ্যমে মুমিনদেরকে উত্তম প্রতিদান দেওয়ার জন্য। নিচয়ই আল্লাহ সকল কিছুর শ্রেতা ও সবকিছুর জ্ঞাতা। ♦

৭. বদর যুদ্ধের সময় শক্র বাহিনী যখন সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছিল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার হৃকুমে এক মুঠো মাটি ও কাঁকের তুলে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ তাআলা তা প্রতিটি কাফেরের পর্যন্ত পৌর্ণিয়ে দিলেন, যা তাদের চোখে-মুখে গিয়ে লাগল। ফলে শক্রবাহিনীতে হই-চই পড়ে গেল। এখানে সেই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

18

তা তো রয়েছেই, তদুপরি আল্লাহ কাফেরদের চক্রান্ত দুর্বল করার ছিলেন। ১০ ♦

১০. প্রকৃতপক্ষে এটি একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তো নিজ কুদরতে সরাসরিই শক্র নিপাত করতে পারতেন। তা সত্ত্বেও তিনি মুসলিমদেরকে কেন ব্যবহার করলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত দিয়ে কাঁক-মাটি কেন নিক্ষেপ করালেন? উত্তর দেওয়া হয়েছে এই যে, প্রথমত আল্লাহ তাআলার নীতি হল, তিনি তাকবীনী (রহস্যজগতীয়) বিষয়াবলীও বাহ্যিক কোন কারণ-উপকরণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করে থাকেন। এছালে মুসলিমদেরকে মাধ্যম বানানো হয়েছে এ কারণে, যাতে এই ছলে তাদের সওয়াব ও প্রতিদান হয়ে যায়। ‘তা তো রয়েছেই’ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত তিনি কাফেরদেরকে দেখাতে চাচ্ছিলেন যে, তোমরা তোমাদের যে কৌশল ও চক্রান্ত এবং আসবাব-উপকরণ নিয়ে গর্ববোধ করে থাক, আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে মুসলিমদের হাতে ধূলোয় মিশিয়ে দিতে পারেন, যেই মুসলিমদেরকে তোমরা অতি দুর্বল মনে করছ।

19

(হে কাফেরগণ!) তোমরা যদি মীমাংসাই চেয়ে থাক, তবে মীমাংসা তো তোমাদের সামনে এসেই গেছে। এখন যদি তোমরা নির্বত্ত হও, তবে তা তোমাদেরই পক্ষে কল্যাণকর হবে। আর যদি পুনরায় (সেই কাজই) কর (যা এ যাবৎ করছিলে), তবে আমরাও পুনরায় (তাই) করব (যেমনটা সদ্য করলাম) এবং তখন তোমাদের দল তোমাদের কোনও কাজে আসবে না, তার সংখ্যা যত বেশিই হোক। স্মরণ রেখ, আল্লাহ মুমিনদের সঙ্গে আছেন। ♦

20

হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং এর থেকে (অর্থাৎ আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, যখন তোমরা (আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশাবলী) শুনছ। ♦

21

এবং তাদের মত হয়ো না, যারা বলে, আমরা শুনলাম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শোনে না। ১১ ♦

22

নিচয়ই আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও বোবা লোক, যারা বুদ্ধি কাজে লাগায় না। ১২ ♦

১১. পূর্বের আয়াতে ‘শোনা’ দ্বারা ‘উপলক্ষ্মি করা’ বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কাফেরগণ শোনার দাবী করলেও বোঝার চেষ্টা করে না। এ হিসেবে তারা পশুরও অধম। কেননা বাকশক্তিহীন পশু কোন কথা না বুবলে সেটা নিন্দাযোগ্য নয়, যেহেতু তাদের সে যোগ্যতাই নেই এবং তাদের কাছে এটা দাবীও থাকে না। কিন্তু মানুষের তো বোঝার যোগ্যতা আছে এবং তার কাছে দাবীও রয়েছে যে, সে বুঝে-শুনে ভালো পথ গ্রহণ করুক। তথাপি সে বোঝার চেষ্টা না করলে পশু অপেক্ষাও অধম সাব্যস্ত হবে বৈকি!

23

আল্লাহর যদি জানা থাকত তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে, তবে তিনি তাদেরকে অবশ্যই শোনার তাওফীক দিতেন, কিন্তু তাদের মধ্যে যেহেতু কোন কল্যাণ নেই, তাই তাদের শোনার তাওফীক দিলেও তারা মুখ ফিরিয়ে পালাবে। ১৩ ♦

১২. ‘কল্যাণ’ দ্বারা সত্যের অনুসন্ধিৎসা বোঝানো হয়েছে। আর পূর্বে বলা হয়েছে যে, ‘শোনা’ দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য ‘উপলক্ষ্মি করা’। এ আয়াত দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব জানা গেল। তা এই যে, সত্য বোঝার ও মানার তাওফীক আল্লাহ তাআলা কেবল তাকেই দান করেন, যার অন্তরে সত্যের অনুসন্ধিৎসা আছে। যদি কোনও ব্যক্তি সত্য জানার আগ্রহই না রাখে এবং সে এই ভেবে গাফলতির জীবন যাপন করে যে, আমি যা করছি সঠিক করাই, কারও কাছে আমার কিছু শেখার প্রয়োজন নেই, তবে প্রথমত সে সত্য-সঠিক কথা বুঝাতেই পারে না, আর কখনও বুঝে আসলেও সে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না; বরং অহংকার বশে তা থেকে যথারীতি মুখ ফিরিয়ে রাখে।

24

হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও রাসূলের দাওয়াত কবুল কর, যখন তিনি (রাসূল) তোমাদেরকে এমন বিষয়ের দিকে ডাকেন, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে। ১৩ জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যান। ১৪ আর তোমাদের সকলকে তারই কাছে (নিয়ে) জমা করা হবে। *

13. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে এক অনন্তীকার্য বাস্তবতা বিবৃত হয়েছে। প্রথমত ইসলামের দাওয়াত ও তার বিধানাবলী এমন যে, সমস্ত মানুষ যদি পূর্ণজীবনে তা গ্রহণ ও অনুসরণ করে তবে ইহলোকেই তারা শাস্তি-পূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা লাভ করতে পারে। ইবাদত-বন্দেগী তো আত্মিক প্রশাস্তির সর্বোত্তম মাধ্যম। তাছাড়া ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধানসমূহ বিশ্বকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন সরবরাহ করতে পারে। অন্য দিকে প্রকৃত জীবন তো আধিরাত্রের জীবন। সে জীবনের সুখগুণান্তি ইসলামী বিধান মনে চলার উপর নির্ভরশীল। সুতরাঃ কারণ কাছে যদি ইসলামের কোনও বিধান কঠিনও মনে হয়, তবে তার চিন্তা করা উচিত যে, এর উপর তো তার পরকালীন জীবনের শাস্তি নির্ভর করে। এই পার্থিব জীবনের জন্যও তো মানুষ বড়-বড় আপোরেশনে রাজি হয়ে যায় এবং অনেক কষ্টসাধ্য কাজ মাথা পেতে নেয়। তাহলে শরীয়তের যে সকল বিধান শ্রম ও কষ্টসাধ্য বলে মনে হয় কিংবা যাতে মনের অনেক চাহিদা ত্যাগ করতে হয়, সেগুলোকে কেন হাসিমুখে মনে নেওয়া হবে না, যখন আধিরাত্রের প্রকৃত ও অনন্ত-স্থায়ী জীবনের সুখগুণান্তি তার উপর নির্ভরশীল?

14. এর আর্থ, যে ব্যক্তির অন্তরে সত্য-লাভের আগ্রহ আছে, তার অন্তরে যদি কখনও গুনাহের ইচ্ছা জাগে এবং সে সত্যসন্ধানীর মত আল্লাহ তাআলার দিকে ঝুঁক করে ও তাঁর কাছে সাহায্য চায়, তবে আল্লাহ তাআলা তার ও গুনাহের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যান। ফলে সে গুনাহ থেকে রক্ষা পায়। আর যদি কখনও গুনাহ হয়েও যায়, তবে তার তাওয়া করার তাওফীক লাভ হয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তির অন্তরে কখনও কোন ভালো কাজের ইচ্ছা জাগে কিন্তু সে তাতে গড়িমসি করতে থাকে, তবে তার সে ভালো কাজ করার তাওফীক হয় না। কিছু না কিছু এমন কারণ সৃষ্টি হয়ে যায় যদরূপ তার সেই ইচ্ছা কর্মজোর হয়ে যায় অথবা তা করার সুযোগ তার হয়ে ৪টে না। এ কারণেই বুঝুর্গণ বলেন, কখনও কোন ভালো কাজের ইচ্ছা জাগলে তখনই তা করে ফেলা চাই। গড়িমসি করা উচিত নয়। কেননা সেটা বিপজ্জনক।

25

এবং সেই বিপর্যয়কে ভয় কর, যা বিশেষভাবে তোমাদের মধ্যে যারা জুলুম করে কেবল তাদেরকেই আক্রান্ত করবে না। ১৫ জেনে রেখ, আল্লাহর আয়ার সুকঠিন। *

15. এ আয়তে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা এই যে, একজন মুসলিমের দায়িত্ব কেবল নিজেকে শরীয়তের অনুসারী বানানোর দ্বারাই শেষ হয়ে যায় না। সমাজে যদি কোন মন্দ কাজের বিস্তার ঘটতে দেখে, তবে সাধ্যমত তা রোধ করাও তার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে যদি অবহেলা করে এবং সেই মন্দ কাজের দরুণ কোনও বিপর্যয় দেখা দেয়, তবে মন্দ কাজে যারা সরাসরি জড়িত ছিল কেবল তারাই সেই বিপর্যয়ের শিকার হবে না; বরং যারা নিজেরা সরাসরি মন্দ কাজ করেনি, কিন্তু অন্যদেরকে তা করতে বাধাও দেয়নি, তাদেরকে তার শিকার হতে হবে।

26

এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, লোকে তোমাদেরকে তোমাদের দেশে দাবিয়ে রেখেছিল। তোমরা ভয় করতে, পাছে লোকে তোমাদেরকে অকস্মাৎ তুলে নিয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয় দিলেন, তোমাদেরকে নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করলেন এবং তোমাদেরকে উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহের রিষক দান করলেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় কর। ১৬ *

16. এর দ্বারা মুক্তি জীবনের কথা স্মরণ করানো হয়েছে, যখন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল খুব কম। কাফেরগণ তাদেরকে নানারকম জুলুম-নির্যাতন দ্বারা দুর্বল করে রেখেছিল। তারা সর্বক্ষণ টত্ত্ব থাকত, না জানি কখন আকস্মিক হামলা চালিয়ে তাদের উপর হত্যায়ত চালায়। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মদীনায় আশ্রয় দান করেন এবং আসনারদেরকে তাদের সহযোগী বানিয়ে দেন। তারপর বদর যুদ্ধ আসে। তাতে মুহাম্মাদ-আনসারের সম্মিলিত বাহিনীকে ফিরিশতাদের সাহায্যকারী দল দ্বারা শক্তিশালী করেন ও তাদেরকে বিজয় দান করেন এবং এ যুদ্ধে লঞ্জ সম্পদ অর্থাৎ গনীমতের মালকে তাদের জন্য হালাল করে দেন। এসব অনুগ্রহের দাবি হল, আল্লাহর শোকরগোষার হয়ে তাঁর বিধানাবলী পালনে যত্নবান থাকা। -অনুবাদক

27

হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং জেনে-শুনে নিজেদের আমানতের খেয়ানত করো না। *

28

জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। ১৭ আর মহা পুরুষার রয়েছে আল্লাহর কাছে। *

17. মাল ও আওলাদের মহবত মানুষের মজজাগত বিষয়। ঘোষিক সীমার মধ্যে থাকলে দৃষ্টীয়ও নয়। কিন্তু পরীক্ষা এভাবে যে, এ ভালোবাসা আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করতে উৎসাহ যোগায় কি না সেটা লক্ষ্য করা হবে। অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালোবাসা আল্লাহ তাআলার আনুগ্রহের সাথে হলে তা কেবল জ্যোতিষ্ঠান নয়; বরং এ কারণে সওয়াবও পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে এ ভালোবাসা যদি গুনাহ ও নাফরমানীর দিকে নিয়ে যায়, তবে এটা মহা মুসিবতের কারণ। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিমকে এর থেকে হেফাজত করুন।

29

হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর সঙ্গে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে (সত্য ও মিথ্যা মধ্যে) পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, ১৮ তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক। *

18. এটা তাকওয়ার এক বৈশিষ্ট্য যে, তা মানুষকে পরিষ্কার বুঝ-সময় ও চিন্তার স্বচ্ছতা দান করে। ফলে সে সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। অপর দিকে গুনাহ ও পাপাচারের বৈশিষ্ট্য হল, তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। ফলে সে ভালোকে মন্দ ও মন্দকে ভালো মনে করতে শুরু করে।

30

(হে নবী! সেই সময়কে শ্মরণ করা, যখন কাফেরগণ তোমাকে বন্দী করা অথবা তোমাকে হত্যা করা কিংবা তোমাকে (দেশ থেকে) বহিক্ষার করার জন্য তোমার বিরুদ্ধে ঘড়্যন্ত করছিল। তারা তো নিজেদের ঘড়্যন্ত পাকাচ্ছিল আর আল্লাহও নিজ কৌশল প্রয়োগ করছিলেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশলকারী। ১৫ ❁

19. এ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুক্তার কাফেরগণ যখন দেখল, ইসলাম অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এবং মদ্দানা মুনাওয়ারায় প্রচুর সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন তারা এক পরামর্শ সভা ডাকল। তাতে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করা হল। এ আয়াতে সেসব প্রস্তাব উল্লেখ করা হয়েছে আর তা হচ্ছে প্রেরণাতার করা, হত্যা করা ও নির্বাসন দেওয়া। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, তাকে হত্যাই করা হবে এবং তা এভাবে যে, বিভিন্ন গোত্র থেকে একজন করে ঘুরবক বেছে নেওয়া হবে এবং তারা সকলে একযোগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আক্রমণ চালাবে। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাদের এ সমস্ত কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে হিজরত করার হুকুম দিলেন। শত্রুরা তাঁর ঘর অবরোধ করে রেখেছিল আর এ অবস্থায় তিনি আল্লাহ তাআলা কুদরতে তাদের সম্মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলেন, কিন্তু তারা তাঁকে দেখে পেল না। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সীরাত গ্রন্থসমূহে দেখা যেতে পারে। মাআরিফুল কুরআনেও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তা বর্ণিত হয়েছে।

31

তাদের সামনে যখন আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, (আচ্ছা) শুনলাম তো! ইচ্ছা করলে আমরাও এরকম কথা বলতে পারি। এটা (কুরআন) পূর্ববর্তী লোকদের কল্পকাহিনী ছাড়া কিছু নয়। ❁

32

(একটা সময় ছিল) যখন তারা বলেছিল, হে আল্লাহ! এই কুরআনই যদি আপনার পক্ষ হতে আগত সত্য হয়ে থাকে, তবে আমাদের প্রতি আকাশ থেকে পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা আমাদের প্রতি কোন মর্মন্ত্ব শাস্তি নিষ্কেপ করুন। ❁

33

এবং (হে নবী!) আল্লাহ এমন নন যে, তুমি তাদের মধ্যে বর্তমান থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তিনি এমনও নন যে, তারা ইস্তিগফারে রত থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেবেন। ২০ ❁

20. অর্থাৎ শিরক ও কুফরের কারণে তারা তো এই উপযুক্ত ছিল যে, শাস্তি অবতীর্ণ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কিন্তু দুটি কারণে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করা হয়নি। একটি কারণ এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্তার মুকাররমায় তাদের মধ্যেই রয়েছেন। আর তাঁর বর্তমানে শাস্তি নাফিল হতে পারে না। কেননা আল্লাহ তাআলা কোনও জাতির উপর তাদের নবীর বর্তমানে শাস্তি নাফিল করেন না। নবী যখন তাদের মধ্য হতে বের হয়ে যান তখনই শাস্তি নাফিল করা হয়ে থাকে। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রহমাতুল লিল আলামীন বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তাই তাঁর বরকতে ব্যাপক আয়াব আসবে না। দ্বিতীয় কারণ হল, মুক্তা মুকাররমায় বহু মুসলিম ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনায় বর্ত আছে, তাদের ইস্তিগফারের বরকতে আয়াব থেমে রয়েছে। কোনও কোনও মুফাসিসির আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন যে, খোদ মুশরিকগণও তাওয়াফকালে ‘গুফরানাকা-গুফরানাকা’ ‘তোমার ক্ষমা চাই, তোমার ক্ষমা চাই’ বলত, যা ইস্তিগফারেই এক পদ্ধতি। যদিও কুফর ও শিরকের কারণে তারা এ ইস্তিগফারের দ্বারা আধিকারিতের আয়াব থেকে বাঁচতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কাফেরদের পুণ্যের বদলা ইহজগতেই দিয়ে দেন। তাই তাদের ইস্তিগফারের ফায়দাও তারা দুনিয়ায় পেয়ে গেছে আর তা এভাবে যে, ছামুদ, আদ প্রভৃতি জাতির উপর যেমন ব্যাপক শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল, মুক্তা কাফেরদের উপর সে রকম ব্যাপক শাস্তি অবতীর্ণ করা হয়নি।

34

আর তাদের কী-বা গুণ আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না, অথচ তারা (মানুষকে) মসজিদুল হারামে যেতে বাধা দেয়, ২১ যদিও তারা তার মুতাওয়াল্লী নয়। মুতাকীগণ ছাড়া অন্য কোনও লোক তার মুতাওয়াল্লী হতেও পারে না। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক (এ কথা) জানে না। ❁

21. অর্থাৎ যদিও উপরে বর্ণিত দুই কারণে দুনিয়ায় তাদের উপর কোন শাস্তি অবতীর্ণ হচ্ছে না, তাই বলে এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, তারা শাস্তির উপযুক্ত নয়। বস্তুত কুফর ও শিরক ছাড়াও তারা এমন বহু অপরাধ করে থাকে, যা তাদের জন্য শাস্তিকে অবধারিত করে রেখেছে, যেমন তাদের একটা অপরাধ হল, তারা মুসলিমদেরকে মসজিদুল হারামে ইবাদত করতে দেয় না। পূর্বে এ সম্পর্কে হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ (রায়ি)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন এসুরার পরিচিতি)। সুতরাং যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ মুক্তা মুকাররমায় থেকে বের হয়ে যাবেন, তখন তাদের উপর আংশিক শাস্তি এসে যাবে, যেমনটা পরবর্তীকালে মুক্তা বিজয়রূপে দেখা দিয়েছিল। অতঃপর তারা আধিকারাতে পূর্ণাঙ্গ শাস্তির সম্মুখীন হবে।

35

বাইতুল্লাহর নিকট তাদের নামায শিস দেওয়া ও তালি বাজানো ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং (হে কাফেরগণ!) তোমরা যে কুফরী করতে, তজজন্য এখন শাস্তি ভোগ কর। ❁

36

যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা আল্লাহর পথে (মানুষকে) বাঁধা দেওয়ার জন্য নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। ২২ এর পরিণাম হবে এই যে, তারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে, অতঃপর সেসব তাদের মনস্তাপের কারণ হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা পরাভূত হবে। আর যারা কুফরী করে, তাদেরকে (আধিকারাতে) জাহানামে নিয়ে একত্র করা হবে। ❁

22. বদর যুদ্ধের পর কুরাইশের যে সকল মোড়ুল জীবিত ছিল, তারা আরও বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল এবং সে লক্ষ্যে তারা চাঁদা গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাফিল হয়েছে।

37

আর তা এই জন্য যে, আল্লাহ অপবিত্র (লোকদের)কে পবিত্র (লোকদের) থেকে পৃথক করে দেবেন এবং এক অপবিত্রকে অপর অপবিত্রের উপর রেখে তাদের সকলকে স্তুপীকৃত করবেন, অতঃপর সেই স্তুপকে জাহানামে নিষ্কেপ করবেন। এরাই সম্পূর্ণ

ক্ষতিগ্রস্ত। *

38 (হে নবী!) যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদেরকে বলে দাও, তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তবে অতীতে যা-কিছু হয়েছে তাদেরকে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে। ^{২৩} কিন্তু তারা যদি পুনরায় (সে কাজই) করে, তবে পূর্ববর্তী লোকদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তা তো (তাদের সামনে) গত হয়েছেই। ^{২৪} *

23. এ আয়তে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যখন ঈমান আনে, তখন তার কুফরী অবস্থায় কৃত যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এমনকি আগের নামায, রোষা ও অন্যান্য ইবাদতের কাষা করাও জরুরী হয় না।

24. এর দ্বারা বদরের যুদ্ধে নিহত কাফেরদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী সেই সকল জাতির প্রতিও, যাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের পরিণতি তোমরা দেখেছ। সুতরাং তোমরা যদি তোমাদের জেদ ও হঠকারিতা থেকে বিরত না হও, তবে সে রকম পরিণতি তোমাদেরও হতে পারে।

39 (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাক, যাবৎ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়। ^{২৫} অতঃপর তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ তো তাদের কার্যাবলী সম্যক দেখছেন। ^{২৬} *

25. সামনে সুরা তাওবায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা জায়িরাতুল আরবকে ইসলামের কেন্দ্রভূমি বানিয়েছেন। তাই এখানকার জন্য বিধান হল যে, এখানে কোন কাফের ও মুশারিক স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না। হয় ইসলাম গ্রহণ করবে, নয়ত অন্য কোথাও চলে যাবে। সে কারণেই এ আয়তে হুকুম দেওয়া হয়েছে, জায়িরাতুল আরবের কাফের ও মুশারিকগণ যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লিখিত দুটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। জায়িরাতুল আরবের বাইরে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। সেখানে অমুসলিমদের সাথে বিভিন্ন রকমের চুক্তি হতে পারে। প্রায় এই একই রকমের আয়ত সুরা বাকারায় (২ : ১৯৩) গত হয়েছে। সেখানে আমরা যে টীকা লিখেছি তা দেখে নেওয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

26. অর্থাৎ কোনও অমুসলিম প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে মুসলিমই গণ্য করতে হবে। তাঁর অন্তরে কি আছে তা অনুসন্ধান করার দরকার নেই। কেননা দিলের খবর আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। তিনিই তাদের কার্যাবলী ভালোভাবে দেখছেন এবং সে অন্যায়ী আধিরাতে ফায়সালা করবেন।

40 তারা যদি মুখ ফিরিয়ে রাখে, তবে জেনে বেখ, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক কত উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কত উত্তম সাহায্যকারী। *

41 (হে মুসলিমগণ!) জেনে রাখ, তোমরা যা-কিছু গন্তব্যত অর্জন কর, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, রাসূল, (তাঁর) আত্মীয়বর্গ, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের প্রাপ্তি ^{২৭} (যা আদায় করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য) যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও সেই বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখ, যা আমি নিজ বান্দার উপর মীমাংসার দিন অবতীর্ণ করেছি ^{২৮} যে দিন দু' দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। *

27. গন্তব্যত বলে সেই সম্পদকে, যা জিহাদকালে শক্তিপক্ষের থেকে মুজাহিদদের হত্তগত হয়। এ আয়তে তা বণ্টনের মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মূলনীতির সারমর্ম এই যে, জিহাদে যে সম্পদ অর্জিত হয়, তাকে পাঁচ ভাগ করা হবে। তার চার ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং পঞ্চম ভাগ বায়তুল মালে (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) জমা করা হবে। এই পঞ্চম ভাগকে 'খুমুস' বলা হয়। খুমুস বণ্টনের নিয়ম সম্পর্কে আয়তে প্রথমে বলা হয়েছে যে, এ মালের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। সুতরাং তার নির্দেশ মতই এটা বণ্টন করতে হবে। অতঃপর এটা বণ্টনের পাঁচটি খাত উল্লেখ করা হয়েছে। এক ভাগ রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়বর্গ তাঁর ও ইসলামের সাহায্যার্থে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, আবার তাদের জন্য যাকাতের অর্থও হারাম করা হয়েছিল। অবশিষ্ট তিন ভাগ ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশ তাঁর ওপরের পর আর কার্যকর নেই। তাঁর আত্মীয়দের অংশ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে। ইমাম শাফেয়ী (রাখ.)-এর মতে এ অংশের কার্যকারিতা এখনও বহাল আছে। কাজেই তা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মধ্যে তাদের অধিকার হিসেবে বণ্টন করা জরুরী, তাতে তারা ধনী হোক বা গরীব। কিন্তু আহলুস সুন্নাহর অন্যান্য ফকীহগণ বলেন, তারা গরীব হলে তো অন্যান্য গরীবদের উপর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদেরকে খুমুসের অর্থ দেওয়া হবে। আর তারা যদি অভাবগ্রস্ত না হয়, তবে খুমুসে আলাদাভাবে তাদের কোন অধিকার থাকবে না। হয়রত উমর (রাখি.) একবার হয়রত আলী (রাখি.)-কে খুমুস থেকে অংশ দিলে হয়রত আলী (রাখি.) এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেন যে, এ বছর আমাদের খান্দানের কোন প্রয়োজন নেই (আবু দাউদ, হাদিস নং ২৯৮৪)। সুতরাং হয়রত আলী (রাখি.)-সহ চারও খুলাফায়ে রাশেদীনের নীতি এটাই ছিল যে, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকজন অভাবগ্রস্ত হলে খুমুস থেকে অংশ দানের ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন; আর তারা যদি অভাবগ্রস্ত না হতেন, তবে তাদেরকে দিতেন না। তার একটি কারণ এই-ও যে, অধিকাংশ ফুকাহা ও মুফাসিসেরগণের মতে এ আয়তে যে পাঁচটি খাত বর্ণিত হয়েছে, খুমুসের অর্থ তাদের সকল শ্রেণীকে দেওয়া এবং সমস্ত হয়ে আপরিহার্য নয় এবং আয়তের উদ্দেশ্যও সেটা নয়; বরং খুমুস ব্যয়ের এ পঞ্চ খাত যাকাতের খাতসমূহের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী যে খাতে যে পরিমাণ দেওয়া সমীচীন মনে করেন তাই দেবেন। এ মাসআলা সম্পর্কে বান্দা সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থ তাকমিলা ফাতহুল মুলহিমে (খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৮) বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

28. এর দ্বারা বদর যুদ্ধের দিনকে বোঝানো হয়েছে। আয়তে এ দিনকে ইয়াওমুল ফুরকান' বলা হয়েছে, অর্থাৎ যে দিন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসা হয়ে গেছে। সুতরাং তিনশ' তেরজনের নিরস্ত্র একটি দল এক হাজার সশস্ত্র ঘোদার বিপরীতে অলোকিকভাবে জয়লাভ করেছে। এ

দিন যা নাখিল হয়েছিল' বলে ফিরিশতাদের বাহিনী ও কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ বোঝানো হয়েছে, যা সে দিন যথাক্রমে মুসলিমদের সাহায্যার্থে তাদের সান্ত্বনা দানের জন্য নাখিল করা হয়েছিল।

42 (স্মরণ কর), যখন তোমরা (উপত্যকার) নিকটবর্তী প্রান্তে ছিলে এবং তারা ছিল দূরবর্তী প্রান্তে, আর কাফেলা ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিচের দিকে। ১৯ তোমরা যদি (আগে থেকেই) পারস্পরিক আলোচনাক্রমে (যুদ্ধের) সময় নির্ধারণ করতে চাইতে, তবে সময় নির্ধারণের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে অবশ্যই মতভেদ দেখা দিত। কিন্তু (পূর্ব সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে এজন্য ঘটেছে), যাতে যে বিষয়টা ঘটবার ছিল আল্লাহ তা সম্পন্ন করে দেখান। ফলে যার ধ্বংস হওয়ার, সে সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেই ধ্বংস হয় আর যার জীবিত থাকার, সেও সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেই জীবিত থাকে। ২০ আল্লাহ সবকিছুর শ্রোতা ও সব কিছুর জ্ঞাতা। *

29. এর দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বদর একটি উপত্যকার নাম। তার যে প্রান্ত মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী, সেখানে মুসলিম বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল আর যে প্রান্ত মদীনা মুনাওয়ারা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে, সেখানে ছিল কাফেরদের বাহিনী। আর 'কাফেলা' দ্বারা আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে বোঝানো হয়েছে, যা উপত্যকার নিদিক থেকে বের হয়ে উপকূলবর্তী পথ ধরেছিল এবং এভাবে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। সূরার শুরুতে এ ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

30. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেন, যদরূপ মক্কার কাফেরদের সাথে পুরোদস্তুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায়। নতুবা উভয় পক্ষ যদি পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করে যুদ্ধের কোন সময় স্থির করতে চাইত, তবে মতভেদ দেখা দিত। মুসলিমগণ যেহেতু নিরস্ত্র ও অপ্রস্তুত ছিল তাই তারা যুদ্ধ এড়াতে চাইত। অপর দিকে মুশুরিকদের অন্তরেও যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাতী সক্রিয় ছিল, তাই একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষেই মত দিত। কিন্তু তারা যখন দেখল তাদের বাণিজ্য কাফেলা বিপদের সম্মুখীন, তখন যুদ্ধ হাড়া তাদের উপায় থাকল না। অন্য দিকে মুসলিমদের সামনে যখন শক্ত সৈন্য এসেই পড়ল তখন তারাও যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি যুদ্ধের এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছি এজন্য, যাতে একবার মীমাংসাকর যুদ্ধ হয়েই যায় এবং আল্লাহ প্রদত্ত সাহায্য বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা সকলের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপরও যদি কেউ কুফরে লিপ্ত থেকে ধ্বংসের পথ অবলম্বন করে, তবে সে তা করবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সত্যের প্রমাণ সুস্পষ্ট করে দেওয়ার পর। আর যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে সম্মানজনক জীবন বেঞ্চে নেয়, তবে সেও তা নেবে সম্মজ্জ্বল প্রমাণের আলোকে।

43 (হে নবী! স্মরণ কর), যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে তাদের (অর্থাৎ শক্রদের) সংখ্যা কম দেখাচ্ছিলেন। ৩১ তোমাকে যদি তাদের সংখ্যা বেশি দেখাতেন, তবে (হে মুসলিমগণ!) তোমরা সাহস হারাতে এবং এ বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হত, কিন্তু আল্লাহ (তোমাদেরকে তা থেকে) রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের গুপ্ত কথাসমূহও ভালোভাবে জানেন। *

31. যুদ্ধ শুরুর আগে হানাদার কাফেরদের সংখ্যা কত তা যখন মুসলিমদের জানা ছিল না, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে তাদের সংখ্যা অল্প। তিনি সে স্বপ্ন সাহাবায়ে কিরামের সামনে বর্ণনা করলেন। এতে তাদের সাহস বৃদ্ধি পায়। ইমাম রায়ি (রহ.) বলেন, নবীর স্বপ্ন যেহেতু বাস্তববিবরণী হতে পারে না, তাই দৃশ্যত বোঝা যাচ্ছে তাকে সৈন্যদের একটা অংশ দেখানো হয়েছিল, তিনি সেই অংশ সম্পর্কেই জানিয়েছিলেন যে, তারা আল্লাসংখ্যক। কেউ বলেন, স্বপ্নে যে জিনিস দেখানো হয়, তার সম্পর্ক থাকে উপমা জগত (আলম-ই-মিছাল)-এর সাথে। যা দেখা যায়, উদ্দেশ্য হুবুহ সেটাই হয় না। এ কারণে স্বপ্নের তাবীর করার প্রয়োজন থাকে। সুতরাং স্বপ্নে যদিও গোটা বাহিনীর সংখ্যা অল্প দেখানো হয়েছিল, কিন্তু সে অল্পতার আসল ব্যাখ্যা ছিল এই যে, সৈন্য সংখ্যা বেশি হলেও তার গুরুত্ব বড় কর্ম। এ ব্যাখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিল। সুতরাং সে দৃষ্টিতেই তিনি সাহাবায়ে কিরামের সামনে এ স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যাতে তাদের সাহস ও উদ্যম বৃদ্ধি পায়।

44 এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর), যখন তোমরা একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিলে, তখন আল্লাহ তোমাদের চোখে তাদের সংখ্যা অল্প দেখাচ্ছিলেন এবং তাদের চোখে তোমাদেরকে অল্প দেখাচ্ছিলেন, ৩২ যাতে যে কাজ সংঘটিত হওয়ার ছিল, আল্লাহ তা সম্পন্ন করে দেখান। যাবতীয় বিষয় আল্লাহরই দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। *

32. এটা সেই স্বপ্ন নয়; বরং জাগ্রত অবস্থার কথা। উভয় পক্ষ যখন একে অন্যের সম্মুখীন, ঠিক তখনই এটা ঘটেছিল। তখন আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের অন্তরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে দেন, যদরূপ কাফেরদের সেই বিশাল ও শক্তিশালী বাহিনীকেও তাদের কাছে অত্যন্ত মায়লি মনে হচ্ছিল।

45 হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর। *

46 এবং আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের আনুগত্য করবে এবং পরম্পরে কলহ করবে না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের হাওয়া (প্রভাব) বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে। *

47 তোমরা তাদের মত হবে না, যারা নিজ গৃহ থেকে দণ্ডভরে এবং মানুষকে (নিজেদের ঠাট্টবাট) দেখাতে দেখাতে বের হয়েছিল এবং তারা (অন্যদেরকে) আল্লাহর পথে বাধা দিত। ৩৩ আল্লাহ মানুষের সমস্ত কর্ম (নিজ জ্ঞান দ্বারা) পরিবেষ্টন করে আছেন। ৩৪ *

33. এর দ্বারা কুরায়শের সেই বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে, যারা বদরের যুদ্ধে অহমিকা ভরে ও নিজেদের শান্ত-শক্তিকৃত প্রদর্শন করতে করতে বের হয়েছিল। শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, নিজেদের সামরিক শক্তি যত বেশি হোক, তার উপর ভরসা করে অহমিকায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

বরং ভরসা কেবল আল্লাহ তাআলারই উপর রাখা চাই।

34. খুব সম্ভব বোঝানো হচ্ছে, অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে কারণ সম্পর্কে মনে হয়, সে ইখলাসের সাথে কাজ করছে। কিন্তু বাস্তবে তার উদ্দেশ্য থাকে লোক দেখানো। অপর দিকে কারণ ধরন-ধারণ লোক দেখানো সুন্নত হয়ে থাকে (যেমন শক্রকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে অনেক সময় শক্তির মহড়া দিতে হয়), কিন্তু ইখলাসের সাথে তার ভরসা থাকে আল্লাহ তাআলারই উপর। যেহেতু সকলের সকল কাজের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তাআলা জানেন, তাই তিনি তাঁর সর্বব্যৱস্থার ভিত্তিতেই তাদের শাস্তি বা পুরক্ষার দানের ফায়সালা নেবেন। কেবল বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে ফায়সালা হবে না (তাফসীরে কাবীর)।

48

এবং (সেই সময়ও উল্লেখযোগ্য) যখন শয়তান তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) কাজকর্মকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে তুলেছিল এবং বলেছিল, আজ মানুষের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারে। আর আমিই তোমাদের রক্ষক। [৩৫](#) অতঃপর যখন উভয় দল পরম্পর মুখোমুখি হল, তখন সে পিছন দিকে সরে পড়ল এবং বলল, তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। আমি আল্লাহকে ভয় করছি এবং আল্লাহর শাস্তি অতি কঠোর। [✿](#)

35. শয়তানের পক্ষ থেকে এ আশ্বাস দানের কাজটি এভাবেও হতে পারে যে, মুশরিকদের অন্তরে এরপ ভাবনা জাগ্রত করেছিল। কিন্তু পরের বাকে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, সে মানুষের বেশ মুশরিকদের সামনে এসেছিল এবং এসব কথা বলে তাদেরকে উক্ফনি দিয়েছিল। সুতরাঃ ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) প্রমৃথ এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, মক্কার মুশরিকগণ যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছিল, তখন তাদের পুরানো শক্র বনু বকরের দিক থেকে তাদের আশঙ্কা বোধ হল, পাছে তারা তাদের ঘর-বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় শয়তান বনু বকরের নেতা সুরাকার বেশে তাদের সামনে উপস্থিত হল এবং তাদেরকে আশ্঵স্ত করল যে, তোমাদের সৈন্য সংখ্যা বিপুল। তোমাদের উপর কেউ জয়ী হতে পারবে না। আর আমাদের গোত্র সম্পর্কে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। আমি নিজেই তোমাদের রক্ষা করব এবং তোমাদের সাথেই যাব। মক্কার মুশরিকগণ এ কথায় আশ্বস্ত হয়ে গেল। কিন্তু বদরের যমদানে যখন ফিরিশতাদের বাহিনী সামনে এসে গেল, তখন সুরাকারপী শয়তান এই বলে তাদের থেকে পালালো যে, আমি তোমাদের কোন দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি এমন এক বাহিনী দেখছি, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। পরে মুশরিক বাহিনী যখন পরাস্ত হয়ে মক্কায় ফিরল তখন তারা সুরাকারকে ধরে অভিযোগ করল যে, তুমি আমাদেরকে এত বড় ধোঁকা দিলে? সুরাকা বলল, আমি তো এ ঘটনার কিছুই জানি না এবং আমি এমন কোনও কথা বলিওনি।

49

(যেরণ কর), মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল, তারা যখন বলেছিল, তাদের (অর্থাৎ মুসলিমদের) দীন তাদেরকে বিশ্রান্ত করেছে। [৩৬](#) অর্থচ কেউ আল্লাহর উপর ভরসা করলে, আল্লাহ তো পরাক্রান্ত, প্রভাময়। [✿](#)

36. মুসলিমগণ যখন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় কাফেরদের অত বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, তখন মুনাফিকগণ বলতে লাগল, নিজেদের দীনের ব্যাপারে এরা বড় ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। মক্কার লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি এদের কোথায়? (এর জবাবে আল্লাহ তাআলা বলছেন, তারা আদৌ ধোঁকায় পড়েনি। প্রকৃত পক্ষে তারা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি অবশ্যই তাদের সাহায্য করেন। ফলে শক্রসৈন্য যত প্রবলই হোক তারা তাদেরকে পরাস্ত করতে পারে না - অনুবাদক।)

50

তুমি যদি দেখতে, ফিরিশতাগণ কাফেরদের চেহারা ও পিঠে আঘাত করে করে তাদের প্রাণ হরণ করেছিল (আর বলেছিল), এবার তোমরা জুলার মজাও ভোগ কর (তাহলে চমৎকার দৃশ্য দেখতে পেতে)। [✿](#)

51

এসব, তোমরা নিজ হাতে যা সামনে পাঠিয়েছিলে তার প্রতিফল। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন। [✿](#)

52

(তাদের অবস্থা ঠিক সেই রকমই হয়েছে) যেমন ফির'আউনের সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা হয়েছিল। তারা আল্লাহর নির্দশনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের পাপাচারের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি শক্তিমান এবং তার শাস্তি অতি কঠোর। [✿](#)

53

তা এ কারণে যে, আল্লাহ কোনও সম্প্রদায়কে যে নিয়ামত দান করেন, তা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলে। [৩৭](#) আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। [✿](#)

37. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নিজ নিয়ামতসমূহকে শাস্তি দ্বারা পরিবর্তন করেন কেবল তখনই, যখন মানুষ নিজেই নিজের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলে। মক্কার কাফেরদেরকে আল্লাহ তাআলা সব রকমের নিয়ামত দান করেছিলেন। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল তাদেরই মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব হওয়া। তখন যদি তারা জেদ না দেখিয়ে সত্য তালাশ করত ও ন্যায়নিষ্ঠতার পরিচয় দিত, তবে ইসলাম গ্রহণ করা তাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। কিন্তু তারা এ নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করল এবং জেদ দেখিয়ে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলল। এমনকি হঠকারিতাবশত ইসলাম গ্রহণকে তারা নিজেদের জন্য অর্মার্দাকর মনে করল। ফলে সত্য গ্রহণ তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। এভাবে যখন তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলল, তখন আল্লাহ তাআলাও নিয়ামতকে পরিবর্তিত করে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের থেকে সরিয়ে মদীনায় নিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিলেন।

54

(এ বিষয়েও তাদের অবস্থা) ফির'আউনের সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থার মত। তারা তাদের প্রতিপালকের নির্দশনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে তাদের পাপাচারের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেই এবং ফির'আউনের সম্প্রদায়কে

করি নিমজ্জিত। তারা সকলেই ছিল জালেম। ❁

55 নিশ্চয়ই (ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রাণীদের মধ্যে) আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব হল তারা যারা কুফর অবলম্বন করেছে, যে কারণে তারা ঈমান আনয়ন করছে না। ৩৮ ❁

38. এর জন্য পিছনে ২২নং আয়াতের টীকা দেখুন।

56 (তারা) সেই সকল লোক, যাদের থেকে তুমি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলে। তা সত্ত্বেও তারা প্রতিবার নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তারা বিন্দুমাত্র ভয়করে না। ৩৯ ❁

39. এর দ্বারা মদীনার আশেপাশে বসবাসকারী ইয়াহুদীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুক্তি হয়েছিল যে, তারা ও মুসলিমগণ পরম্পর শান্তিতে সহাবস্থান করবে। একে অন্যের শক্র সহযোগিতা করবে না। কিন্তু ইয়াহুদীরা এ চুক্তি বার বার ভঙ্গ করেছে এবং তারা গোপনে মক্কার কাফেরদের সাথে যোগসাজশে রত থেকেছে।

57 সুতরাং যুদ্ধকালে যদি তুমি তাদেরকে নাগালে পাও, তবে (তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শান্তি দিয়ে) তাদের মাধ্যমে তাদের পশ্চাদ্বারাত্তেরকেও বিক্ষিপ্ত করে ফেলবে, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। ৪০ ❁

40. অর্থাৎ তারা যদি কোন যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ময়দানে আসে, তবে তাদেরকে এমন শিক্ষা দিতে হবে, যাতে বিশ্বাস ভঙ্গের পরিণাম কেবল তাদেরকেই নয়; বরং তাদের পিছনে থেকে যারা তাদেরকে উক্তানি দেয় তাদেরকেও ভোগ করতে হয় এবং তাদের সব ঘড়্যন্ত্র নস্যাং হয়ে যায়।

58 তুমি যদি কোনও সম্পদায়ের পক্ষ হতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর, তবে তুমিও (সে চুক্তি) সরাসরিভাবে তাদের দিকে ঝুঁড়ে মার। ৪১ স্মরণ রেখ, আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে পচন্দ করেন না। ❁

41. যদি তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে বিশ্বাস ভঙ্গের মত কোন কাজ পাওয়া না যায়, কিন্তু সুযোগ মত বিশ্বাস ভঙ্গ করে মুসলিমদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে বলে আশঙ্কা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে কী করণীয়, এ আয়তে তার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে মুসলিমদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন পরিষ্কারভাবে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে দেয় এবং তাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, এখন থেকে আমাদের মধ্যে কোনও পক্ষই চুক্তি মানতে বাধ্য নয়। যে-কোনও পক্ষ চাইলে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যে-কোনও রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তুমিও সে চুক্তি সরাসরিভাবে তাদের দিকে ঝুঁড়ে মার বলে এ কথাই বোঝানো হয়েছে। আরবদের পরিভাষায় বাক্যটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এতদসঙ্গে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, শক্র পক্ষের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা দেখা দিলে আগেই তাদের বিরুদ্ধে চুক্তি-বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। আগে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় সেটা চুক্তি ভঙ্গের শামিল হবে, যা আল্লাহ তাআলার পচন্দ নয়।

59 কাফেরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, তারা পরিত্রাণ পেয়ে গেছে। ৪২ এটা তো নিশ্চিত কথা যে, তারা (আল্লাহকে) ব্যর্থ করতে পারবে না। ❁

42. এর দ্বারা সেই সকল কাফেরের দিকে ইশারা করা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেছিল। অর্থাৎ তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যে একদম বেঁচে গেছে এমন নয়। তারা আমার ক্ষমতার বলয়ের মধ্যেই আছে। আমি যখন ইচ্ছা তাদেরকে শান্তিদান করব। তারা আমার ইচ্ছা ব্যর্থ ও প্রতিহত করতে পারবে না। -অনুবাদক

60 (হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের (মুকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-ছাউনি প্রস্তুত কর, ৪৩ যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শক্র ও নিজেদের (বর্তমান) শক্রদেরকে সন্ত্রাস করে রাখবে এবং তাদের ছাড়া সেই সব লোককেও, যাদেরকে তোমরা এখনও জান না; (কিন্তু) আল্লাহ তাদেরকে জানেন। ৪৪ তোমরা আল্লাহর পথে যা-কিছু ব্যয় করবে, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। ❁

43. গোটা মুসলিম উম্মাহর প্রতি এটা এক স্থায়ী নির্দেশ যে, তারা যেন ইসলাম ও মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপন্থি প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে সব রকম প্রতিরক্ষা শক্তি গড়ে তোলে। কুরআন মাজীদ সাধারণভাবে 'শক্তি' শব্দ ব্যবহার করে বোঝাচ্ছে, রণপ্রস্তুতি বিশেষ কোনও অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং যখন যে ধরনের প্রতিরক্ষা-শক্তি কাজে আসে, তখন সেই রকম শক্তি অর্জন করা মুসলিমদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং সর্বপ্রকার আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া মুসলিমদের জাতীয়, সামাজিক ও সামরিক উন্নতির জন্য যত রকমের আসবাব-উপকরণ দরকার হয়, সে সবও এর মধ্যে পড়ে। আফসোস আজকের মুসলিম বিশ্ব এ ফরয আদায়ে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছে। ফলে আজ তারা অন্যান্য জাতির আশ্রিত ও বশীভূত জাতিতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ সূরতহাল থেকে পরিত্রাণ দিন।

44. এর দ্বারা মুসলিমদের সেই সকল শক্রকে বোঝানো হয়েছে, যারা তখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেনি, যেমন রোমান ও পারস্য জাতি। তারা প্রকাশ্য শক্রতা করেছিল আরও পরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ দিকে, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এবং তারপরেও তাদের সঙ্গে মুসলিমদের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে।

৬১ আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও সে দিকে ঝুঁকে পড়বে ৪৫ এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই তিনি সকল কথা শোনেন, সকল কিছু জানেন। *

45. এ আয়াত মুসলিমদেরকে শক্রর সাথে সন্ধি স্থাপনেরও অনুমতি দিয়েছে। তবে শর্তাবলী এমন হতে হবে, যাতে মুসলিমদের স্বার্থ বক্ষ পায়।

৬২ তারা যদি তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তিশালী করেছেন নিজ সাহায্যে এবং মুমিনদের দ্বারা। *

৬৩ এবং তিনি তাদের হাদয়ে পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। তুমি যদি পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদও ব্যয় করতে, তবে তাদের হাদয়ে সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতে না। কিন্তু তিনি তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। *

৬৪ হে নবী! তোমার জন্য আল্লাহ এবং যে সকল মুমিন তোমার অনুসরণ করেছে তারাই যথেষ্ট। ৪৬ *

46. অর্থাৎ এমনিতে তো তোমার জন্য এক আল্লাহই যথেষ্ট। তারপরও বাহ্যিক উপায়-উপকরণ হিসেবে মুমিনগণ তোমার সঙ্গে আছে। তাদের সংখ্যা যত কমই হোক বাহ্যিক সহযোগী হিসেবে তারা তোমার জন্য যথেষ্ট। আয়াতটির অন্য অর্থ হল তোমার ও তোমার অনুসারী মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, কাজেই শক্রর শক্তিমত্তা দেখে ভয় পেয়ে না। বিজ্ঞানদের অধিকাংশ শেষোক্ত অর্থই গ্রহণ করেছেন। - অনুবাদক

৬৫ হে নবী! মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বৃদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল লোক থাকে, তবে তারা দুশ জনের উপর জয়ী হবে। তোমাদের যদি একশ জন থাকে, তবে তারা এক হাজার কাফেরের উপর জয়ী হবে। কেননা তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা বুরু-সমব্র রাখে না। ৪৭ *

47. যেহেতু সঠিক বুরু রাখে না তাই ইসলামও গ্রহণ করে না। আর ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে আল্লাহ তাআলার গায়েবী সাহায্য থেকেও বাস্তিত থাকে এবং নিজেদের দশগুণ বেশি শক্তি থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের কাছে পরাস্ত হয়। প্রসঙ্গত এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে যে, কাফেরদের সংখ্যা মুসলিমদের অপেক্ষা দশগুণ বেশি হলেও মুসলিমদের জন্য পিছু হটা জায়েয় নয়। অবশ্য এরপরে পরবর্তী আয়াতটি দ্বারা এ হকুম আরও সহজ করে দেওয়া হয়েছে।

৬৬ এখন আল্লাহ তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে। সুতরাং (এখন বিধান এই যে,) তোমাদের মধ্যে যদি একশ জন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দুশ জনের উপর জয়ী হবে; আর যদি তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন থাকে, তবে তারা আল্লাহর হুকুমে দু হাজার জনের উপর জয়ী হবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। ৪৮ *

48. এ হকুম পরবর্তীতে নাফিল হয়েছে। এর দ্বারা আগের হকুম সহজ করা হয়েছে। এখন বিধান এই যে, শক্রদের সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণ পর্যন্ত থাকলে মুসলিমদের জন্য পিছু হটা জায়েয় নয়। শক্র সংখ্যা যদি আরও বেশি হয়, তবে পশ্চাদপসরণ করার অবকাশ আছে। এভাবে পূর্বে ১৫ ও ১৬নং আয়াতে যে বিধান বর্ণিত হয়েছিল, এ আয়াতে তার ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল।

৬৭ কোনও নবীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, সে যামীনে যতক্ষণ পর্যন্ত (শক্রদের) রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত না করবে (যাতে তাদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়), ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে কয়েদী থাকবে। ৪৯ তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা কর আর আল্লাহ (তোমাদের জন্য) আখিরাত (-এর কল্যাণ) চান। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। *

49. বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের সন্তুর জন লোক বন্দী হয়েছিল। তাদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে মদীনায় নিয়ে আসা হয়। তাদের সঙ্গে কি আচরণ করা হবে এ নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে পরামৰ্শ করলেন। হযরত উমর (রাখি)-সহ কতিপয় সাহাবীর রায় ছিল তাদেরকে হত্যা করে ফেলা। কেননা মুসলিমদের প্রতি তারা যে উৎপীড়ন চালিয়েছিল, সে কারণে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। অন্যন্য সাহাবীগণ মত দিলেন, তাদেরকে ফিদয়ের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হোক ফিদয়া বলে সেই অর্থকে, যার বিনিময়ে যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীগণ এই দ্বিতীয় মতেরই পক্ষে ছিলেন, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অনুসারেই ফায়সালা দান করলেন। সুতরাং কয়েদীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। সে পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাফিল হয়েছে। আয়াতে ফায়সালার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে এবং তার কারণ বলা হয়েছে এই যে, বদর যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল কাফেরদের দর্প চূর্ণ করা ও তাদের মেরুদণ্ড সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে দেওয়া। আর এভাবে যারা বছরের পর বছর কেবল সত্য দিনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং মুসলিমদের প্রতি বর্বরোচিত জুনুম-নির্যাতনও চালিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে মুসলিমদের প্রতাপ বসিয়ে দেওয়া। এর জন্য দরকার ছিল তাদের প্রতি কোনোর দয়া না দেখিয়ে বরং সকলকে হত্যা করে ফেলা, যাতে কেউ ওয়াপস গিয়ে মুসলিমদের জন্য নতুন করে বিপদের কারণ হতে না পারে এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি দেখে অন্যরাও শিক্ষালাভ করতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দানের কারণে যে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে, এটা বদর যুদ্ধের উপরিউন্নত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত। পরবর্তীকালে সুরা মুহাম্মাদের ৪৭ : ৪৮ আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এখন যেহেতু কাফেরদের সামাজিক শক্তি ভেঙ্গে গেছে, তাই এখন আর তাদের যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা জরুরী নয়; বরং এখন ফিদয়ের বিনিময়েও তাদেরকে মুক্তি দেওয়া জায়েয়। এমনকি প্রয়োজনবোধে ফিদয়াবিহীন মুক্তি দানের ফুর্দার্থও তাদের প্রতি প্রদর্শন করা যেতে পারে।

68

যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখিত এক বিধান পূর্বে না থাকত, তবে তোমরা যে পথ অবলম্বন করেছ সে কারণে তোমাদের উপর বড় কোন শাস্তি আপত্তি হত। ৫০ ❁

50. 'পূর্বে লিখিত বিধান' দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? কতক মুফাসিসির বলেন, পূর্বে ৩৩নং আয়াতে বর্ণিত বিধান, অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্তমানে আল্লাহ তাআলার কোনও আয়াত না আসা। অন্যান্য মুফাসিসিরগণ বলেন, কায়দীদের মধ্য হতে কারণও কারণ তাকদীরে লেখা ছিল যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, এ আয়াতে তাকদীরের সেই লিখনকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সে ফায়সালার কারণে মুসলিমদেরকে শাস্তি দেননি এ কারণে যে, কয়েদীদের মধ্যে এমন কেউ কেউ এ ফায়সালার কারণে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে, যাদের ভাগ্যে ইসলাম লেখা ছিল। নয়ত নীতিগতভাবে এ ফায়সালা পচ্চন্নীয় ছিল না।

69

সুতরাং তোমরা যে গনীমত অর্জন করেছ, তা ভোগ কর বৈধ উত্তম সম্পদরূপে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৫১ ❁

51. যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে এ ফায়সালা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর্থনক্রমে নেওয়া হয়েছিল, তাই অস্তোষ প্রকাশ সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে ক্ষমা করারও ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে অনুমতি দিয়েছেন যে, তারা ফিদয় হিসেবে যে সম্পদ গ্রহণ করেছে তা তারা ভোগ করতে পারে। তাদের পক্ষে তা হালাল।

70

হে নবী! তোমাদের হাতে যে সকল বন্দী আছে (এবং যারা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে), তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালো কিছু দেখলে তোমাদের থেকে যে সম্পদ (ফিদয়ারূপে) নেওয়া হয়েছে, তোমাদেরকে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করবেন ৫২ এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ❁

52. ভালো কিছু দেখার অর্থ যারা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তাদের অন্তরে ইখলাস ও নির্ষা থাকা, দূরভিসন্ধি মূলকভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা না দেওয়া। এ অবস্থায় তাদেরকে প্রতিশ্রূতি দেওয়া হয়েছে যে, তারা নিজেদের মুক্তির জন্য যে অর্থ ব্যয় করেছে, দুনিয়া বা আধিরাতে তাদেরকে তার চেয়ে উত্তম বদলা দেওয়া হবে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হ্যরত আব্বাস (রায়ি), যিনি তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন, তিনি আরয করেছিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে যুদ্ধে আসতে বাধ্য করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে যাই হোক, ফিদয় দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে, আপনাকেও তা দিতে হবে। সেই সঙ্গে আপনার ভাতিজা আকীল ও নাওফালের ফিদয়ও আপনিই দেবেন। তিনি বললেন, এটো অর্থ আমি কোথায় পাব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি আপনার স্ত্রী উম্মুল ফয়লের কাছে গোপনে যে অর্থ রেখে এসেছেন তার কী হল? এ কথা শুনে হ্যরত আব্বাস (রায়ি) স্বাক্ষিত হয়ে গেলেন। কেননা তিনি ও তাঁর স্ত্রী ছাড় আর কারও এ কথা জানা ছিল না। তৎক্ষণাতে তিনি বলে উঠলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল। পরবর্তীকালে হ্যরত আব্বাস (রায়ি) বলতেন, ফিদয় হিসেবে আমি যা দিয়েছিলাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে তার চেয়ে তের বেশি দিয়েছেন।

71

(হে নবী!) তারা যদি তোমার সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গের ইচ্ছা করে থাকে, তবে তারা তো ইতঃপূর্বে আল্লাহর সঙ্গেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, যার পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে (তোমাদের) আয়তাধীন করেছেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ❁

72

যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা (তাদেরকে মদীনায়) আশ্রয় দিয়েছে ও (তাদের) সাহায্য করেছে, তারা পরম্পরে একে অন্যের অলি-ওয়ারিশ। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের উত্তরাধিকারের কোনও সম্পর্ক নেই। ৫৩ হাঁ দীনের কারণে তারা তোমাদের সাহায্য চাইলে (তাদেরকে) সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য, অবশ্য (সে সাহায্য) যদি এমন কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হয়, যাদের সঙ্গে তোমাদের কোন চুক্তি আছে, (তবে নয়)। ৫৪ তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখেন। ❁

53. সুরা আনফালের শেষদিকের এ আয়াতসমূহে মীরাচ সংক্রান্ত কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে। এসব বিধান মঞ্চা মুকাররমা থেকে মুসলিমদের হিজরতের ফলশ্রুতিতে উদ্ভুত হয়েছিল। এ মূলনীতি তো আল্লাহ তাআলা শুরুতেই স্থির করে দিয়েছিলেন যে, মুসলিম ও কাফের একে অন্যের ওয়ারিশ হতে পারে না। হিজরতের পর অবস্থা এই হয়েছিল যে, যে সকল সাহাবী মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেছিলেন, তাদের অনেকের আত্মীয়-স্বজ্ঞন মক্কা মুকাররমায় রয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে এমনও ছিল, যারা ওয়ারিশ হতে পারত। কিন্তু তাদের অধিকাংশ যেহেতু ছিল কাফের, তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাই ঈমান ও কুফরের প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা মুসলিমদের ওয়ারিশ হতে পারেনি। এ আয়াত দ্বার্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, না তারা মুসলিমদের ওয়ারিশ হতে পারে, আর না মুসলিমগণ তাদের। মুহাজিরদের এমন কিছু আত্মীয়ও ছিল, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু তারা মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেনি। তাদের সম্পর্কেও এ আয়াত বিধান দিয়েছে যে, মুহাজির মুসলিমদের সঙ্গে তাদেরও উত্তরাধিকার প্রাপ্তির কোনও সূত্র নেই। তার এক কারণ তো এই যে, তখন মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করা সকল মুসলিমের উপর ফরয ছিল। তারা হিজরত করে তখনও পর্যন্ত এ ফরয আদায় করেনি। আর দ্বিতীয় কারণ হল, মুহাজিরগণ ছিলেন মদীনা মুনাওয়ারায়, যা ছিল দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র; আর তাদের ওই মুসলিম আত্মীয়গণ ছিলেন মক্কা মুকাররমায়, যা তখন দারুল হারব বা অমুসলিম রাষ্ট্র ছিল এবং উভয়ের মধ্যে বিশাল প্রতিবন্ধক বিদ্যমান ছিল।

যা হোক, মুহাজিরগণের যেসব আত্মীয় মক্কা মুকাররমায় ছিল, তারা মুসলিম হোক বা অমুসলিম, তাদের সাথে মুহাজিরদের উত্তরাধিকার সূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের কোনও আত্মীয় যদি মক্কা মুকাররমায় মারা যেত, তবে তার রেখে যাওয়া সম্পদে মুহাজিরদের কোনও অংশ থাকত না। আর যদি কোন মুহাজির মদীনায় মারা যেতেন, তার রেখে যাওয়া সম্পদেও তার মক্কাস্থ কোনও আত্মীয় অংশ লাভ করত না। এদিকে যে সকল মুহাজির মদীনায় চলে এসেছিলেন, মদীনার আনসারগণ তাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি একজন আনসারী সাহাবীর সাথে একেকজন মুহাজির সাহাবীর আত্ম-বন্ধন গড়ে দিয়েছিলেন। পরিভাষায় একে 'মুআখাত' বলে। এ আয়াতে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, এখন প্রত্যেক মুহাজিরের ওয়ারিশ হবে তার মুআখাত ভিত্তিক আনসারী ভাই, মক্কাস্থ আত্মীয়গণ নয়।

54. অর্থাৎ যে সকল মুসলিম এখনও পর্যন্ত হিজরত করেনি, তারা যদিও মুহাজিরদের ওয়ারিশ নয়, কিন্তু তারা মুসলিম তো বটে। কাজেই তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলে তাদের সাহায্য করা মুহাজিরদের অবশ্য কর্তব্য। তবে একটা অবস্থা ব্যতিক্রম। সে অবস্থায় একপ সাহায্য করা মুহাজিরদের পক্ষে বৈধ নয়। আর তা হল, যে কাফেরদের বিরুদ্ধে তারা সাহায্য চাছে তাদের সঙ্গে মুসলিমদের যুদ্ধবিরোধী কোনও চুক্তি থাকা। যদি তাদের সঙ্গে মুসলিমদের এ রকম চুক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে, তবে তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের মুসলিম ভাইদের সাহায্য করা ও তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা জারীয় হবে না। কেননা এটা বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে গণ্য হবে, যা কিছুতেই জারীয় নয়। এর দ্বারা অনুমতি করা যেতে পারে, ইসলামে বিশ্বাস রক্ষার গুরুত্ব কতটুকু। অমুসলিমদের সাথে কোনও চুক্তি হয়ে গেলে নিজ মুসলিম ভাইদের সাহায্য করার জন্যও সে চুক্তির বিপরীত কাজ করাকে ইসলাম বৈধ করেনি। হৃদয়বিয়ার সন্ধিকালে এরপ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল, যাতে চরম দৈর্ঘ্যের সাথে এ বিধান পালন করা হয়েছে। এ সময় কাফেরদের হাতে নির্যাতিত মুসলিমগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। তাদের সাহায্য করার জন্য মুসলিমদের অন্তর্বর্তী ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কুরাইশদের সাথে মেহেতু চুক্তি হয়ে গিয়েছিল তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সবর করতে বলেন। এটা ছিল তাদের পক্ষে এক কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু এ পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হন। তাঁরা অবিচলভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন করে যান।

73 যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা পরম্পরে একে অন্যের অলি-ওয়ারিশ। তোমরা যদি একপ না কর, তবে পৃথিবীতে ফিতনা ও মহা বিপর্যয় দেখা দেবে। ৫৫ ♦

55. মীরাছসংক্রান্ত উপরিউক্ত বিধান এবং যে সকল মুসলিম হিজরত করেনি তাদের সাহায্য করা সংক্রান্ত যে বিধান শেষ দিকে এ আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তারই সাথে এ বাক্যের সম্পর্ক। এতে সতর্ক করা হয়েছে যে, এসব বিধান অমান্য করলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ছাড়িয়ে পড়বে। উদাহরণত কাফেরদের হাতে যে সকল মুসলিম নিপীড়িত হচ্ছে, তাদের সাহায্য না করলে যে বিপর্যয় দেখা দেবে এটা তো স্পষ্ট কথা। এমনিভাবে তাদের সাহায্য করতে গিয়ে যদি অমুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, তবে এর দ্বারাও সেই সকল কল্যাণ ও স্বার্থ পদদলিত হবে, যার প্রতি লক্ষ্য করে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছিল।

56. অর্থাৎ যে সকল মুসলিম এখনও পর্যন্ত হিজরত করেনি, যদিও তারা মুমিন, কিন্তু হিজরতের নির্দেশ পালন না করার অপূর্ণতা তাদের মধ্যে এখনও রয়ে গেছে। অপর দিকে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে এই অপূর্ণতা নেই। তাই প্রকৃত অর্থে মুমিন নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত তারাই।

74 যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা (তাদেরকে) আশ্রয় দিয়েছে ও (তাদের) সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন। ৫৬ তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও (জানাতের) সম্মানজনক রিয়িক। ♦

75 যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে জিহাদ করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর (তাদের মধ্যে) যারা (পুরানো মুহাজিরদের) আত্মীয়, আল্লাহর কিতাবে তারা একে-অন্যের (মীরাছের ব্যাপারে অন্যদের অপেক্ষা) বেশি হকদার। ৫৭ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। ♦

57. যে সকল মুসলিম ইতঃপূর্বে হিজরত করেনি, তারাও পরিশেষে হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছে, এটা সেই সময়কার কথা। তাদের সম্পর্কে এ আয়াতে দুটি বিধান বর্ণিত হয়েছে। (ক) হিজরতের মাধ্যমে তারা যেহেতু নিজেদের সেই ক্রটি দূর করে ফেলেছে, যদুরূপ তাদের মর্যাদা মুহাজির ও আনসারদের চেয়ে নিচে ছিল, সেহেতু এখন তারাও তাদের সম-মর্যাদার হয়ে গেছে। (খ) এত দিন তারা তাদের মুহাজির আত্মীয়দের ওয়ারিশ হতে পারত না। এখন তারাও যেহেতু হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছে এবং ওয়ারিশ হওয়ার মূল প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেছে, তাই এখন তারা তাদের মুহাজির ভাইদের ওয়ারিশ হবে। এর অনিবার্য ফল এই যে, ইতঃপূর্বে আনসারী ভাইদেরকে যে মুহাজিরদের ওয়ারিশ বানানো হয়েছিল, তা রাহিত হয়ে গেছে। কেননা সেটা ছিল এক সাময়িক বিধান। মদীনায় মুহাজিরদের কোন আত্মীয় না থাকার কারণেই সে বিধান দেওয়া হয়েছিল। এখন যেহেতু তারা মদীনায় এসে গেছে, তাই এখন মীরাছের মূল বিধান ফিরে আসবে অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দের মধ্যেই উত্তরাধিকার সম্পত্তি বর্ণন হবে।



♦ আত তাওবাহ ♦

1 (হে মুসলিমগণ! এটা) আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচেদের ঘোষণা সেই সকল মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবন্ধ হয়েছিল। ১ ♦

1. পূর্বে এ সূরার পরিচিতিতে যে প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে, এ আয়াতগুলি ভালোভাবে বুঝাতে হলে সেটা জানা থাকা আবশ্যিক। জায়িরাতুল আরবকে ইসলামের কেন্দ্রুমি বানানোর লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা আদেশ নাথিল করেন যে, কিছু কালের অবকাশ দেওয়া হল। এরপর আর কোন মৃত্তিপূজক আরব উপনিষদে নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে অবস্থান করতে পারবে না। সুতরাং যে সামান্য সংখ্যক মুশরিক অদ্যাবধি ইসলাম গ্রহণ করেনি, এ আয়াতে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচেদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এরা ছিল সেই সব লোক, যারা মুসলিমদেরকে কষ্ট দানের কোন পক্ষা বাকি রাখেনি, সর্বদা তাদের উপর বর্বরোচিত জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদেরকে জায়িরাতুল আরব ত্যাগ করার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে, সামনের আয়াতসমূহে বিস্তারিতভাবে তা আসছে। এ সকল মুশরিক ছিল চার রকমের। এক এক তো হল সেই সকল মুশরিক, যাদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ বন্ধের কোন চুক্তি হয়নি। এরপ মুশরিকদেরকে চার মাসের সময় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে তারা ইসলাম গ্রহণ করলে তো ভালো কথা। যদি তা না করে জায়িরাতুল আরবের বাইরে কোনও দেশে যেতে চায়,

তবে তারও ব্যবস্থা করতে পারে। যদি এ দুটো বিকল্পের কোনওটি গ্রহণ না করে, তবে এখনই তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া যাচ্ছে যে, তাদেরকে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে (তিরমিয়ী, হজ্জ অধ্যায়, হাদীস নং ৮৭১)।

দুই তৃতীয় প্রকার হল সেই সকল মুশরিকের, যাদের সঙ্গে যুদ্ধবিবরাতি চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু তার জন্য নির্দিষ্ট কোনও মেয়াদ ধার্য করা হয়নি। তাদের সম্পর্কেও ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে, এখন থেকে সে চুক্তি চার মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর ভেতর তাদেরকেও প্রথমোন্ত দলের মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সুরা তাওবার প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াত এ দুই শ্রেণীর মুশরিক সম্পর্কেই।

তিনি, তৃতীয় প্রকারের মুশরিক হল তারা, যাদের সঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধবিবোধী চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন বটে, কিন্তু তারা সে চুক্তির র্মাণ্ডা রক্ষা না করে বিশ্বাসযাতকতার পরিচয় দিয়েছিল, যেমন হৃদয়বিয়াহ কুরাইশ কাফেরদের সাথে এ রকম চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু তারা সে চুক্তি লংঘন করেছিল। তারই ফলশ্রুতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুকাররমায় অভিযান চালিয়েছিল এবং বিজয় অর্জন করেছিলেন। তাদেরকে বাড়ি কোন সময় দেওয়া হয়নি, তবে সম্পর্কচেদের ঘোষণা যেহেতু হজ্জের সময় দেওয়া হয়েছিল, যা এমনিতেই সম্মানিত মাস, যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ জায়ের নয় এবং এর পরের মহররমও এ রকমই একটি মাস, তাই স্বাভাবিকভাবেই মহররম মাসের শেষ পর্যন্ত তারা সময় পেয়ে গিয়েছিল। তাদেরই সম্পর্কে ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সম্মানিত মাসসমূহ গত হওয়ার প্রাণ যদি তারা ঈমান না আনে এবং জায়িরাতুল আরব ত্যাগণ না করে, তবে তাদেরকে কতল করা হবে।

চার. চতুর্থ প্রকারের মুশরিক তারা, যাদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধবিবরাতি চুক্তি হয়েছিল নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এবং এর ভেতর তারা বিশ্বাস ভঙ্গও করেনি। ৪নং আয়াতে এদের সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের চুক্তির মেয়াদ যত দিনই অবশিষ্ট আছে, তা পূরণ করতে দেওয়া হবে। এর মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে কোনও রকম ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। বনু কিনানার শাখা গোত্র বনু যামা ও বনু মুদলিজের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ রকমই চুক্তি ছিল। তাদের দিক থেকে চুক্তিবিবোধী কোনও রকম তৎপরতাও পাওয়া যায়নি। তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে আরও নয় মাস বাকি ছিল। সুতরাং তাদেরকে নয় মাস সময় দেওয়া হল।

এ চারও প্রকারের ঘোষণাসমূহকে বারাআঃ বা সম্পর্কচেদের ঘোষণা বলা হয়।

২. সুতরাং (হে মুশরিকগণ! আরবের) ভূমিতে চার মাস পর্যন্ত তোমরা (স্বাধীনভাবে) বিচরণ করতে পার। জেনে রেখ, তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং এটাও (জেনে রেখ) যে, আল্লাহ কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন। *

৩. বড় হজ্জের দিন ^১ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে সমস্ত মানুষের জন্য ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচেদ করেছেন এবং তাঁর রাসূলও। সুতরাং (হে মুশরিকগণ!) তোমরা যদি তাওবা কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। আর যদি (এখনও) তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে স্মরণ রেখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না এবং কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শোনাও। *

২. কুরআন মাজীদে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচেদের হ্রকুম এসে গেলেও ইনসাফের খাতিরে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রত্যেক শ্রেণীকে যে মেয়াদে অবকাশ দিয়েছিলেন, তার শুরু ধরা হয় সেই সময় থেকে যখন তারা এ সকল বিধান সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছিল। সমগ্র আরবে এ ঘোষণা পৌঁছানোর সর্বেন্তুম মাধ্যম ছিল হজ্জের সময়ে ঘোষণা দান। কেননা তখন হিজায়ে সারা আরব থেকে লোকজন একত্র হত এবং তখনও পর্যন্ত মুশরিকরাও হজ্জ করতে আসত। সুতরাং মক্কা বিজয়ের পর হিজায়ী ৯ সনে যে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়, তাকেই এ ঘোষণার জন্য বেছে নেওয়া হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ হজ্জে শরীক হননি। তিনি হয়রত আবু বকর (রায়ি) কে হজ্জের আমার বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি সম্পর্কচেদের উপরিউক্ত বিধানসমূহ ঘোষণা করার জন্য হয়রত আলী (রায়ি)কে প্রেরণ করেন। এর কারণ ছিল এই যে, সে কালে আরবে রেওয়াজ ছিল কেউ কোনও চুক্তি করার পর তা বাতিল করতে চাইলে সরাসরি তার নিজেকেই তা ঘোষণা করতে হত অথবা তার কোন নিকটাত্মীয়ের দ্বারা ঘোষণা দেওয়াতে হত। তখনকার সেই রেওয়াজ হিসেবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়রত আলী (রায়ি)কে প্রেরণ করেছিলেন (আদ-দুরুল মানচুর, ৪ খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা, বৈকৃত ১৪২১ হিজরী)।
প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক হজ্জকেই আল-হাজ্জুল আকবার বা বড় হজ্জ বলে। এটা বলা হয় এ কারণে যে, উমরাও এক রকমের হজ্জ, তবে সেটা ছোট হজ্জ আর তার তাব বিপরীতে হজ্জ হল বড় হজ্জ। মানুষের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, কোনও বছর হজ্জ যদি জুমআর দিন হয়, তবে তা আকবারী হজ্জ (বড় হজ্জ) হয়। বস্তুত এর কোনও ভিত্তি নেই। এ কথা অনঙ্গীকার্য যে, জুমআর দিন হজ্জ হলে দুটি ফরালত একত্র হয়, কিন্তু তাই বলে সেটাকেই আকবারী হজ্জ সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। বরং যে-কোনও হজ্জই আকবারী হজ্জ, তা যে দিনেই অনুষ্ঠিত হোক।

৪. তবে (হে মুসলিমগণ!) যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পন্ন করেছ ও পরে তারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোনও ক্রটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতাও করেনি, তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সাবধানতা অবলম্বনকারীদের পছন্দ করেন। ^১ *

৩. অর্থাৎ পূর্ণ সাবধানতার সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করা বাঞ্ছনীয়, যাতে পূর্ণ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে কোনওরূপ সন্দেহ বাকি না থাকে।

৫. অতঃপর সম্মানিত মাসসমূহ অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে (যারা তোমাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল) যেখানেই পাবে হত্যা করবে। তাদেরকে গ্রেফতার করবে, অবরোধ করবে এবং তাদেরকে ধরার জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ৩০ পেতে বসে থাকবে। ^২ অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ^৩ *

৪. এতে তৃতীয় প্রকার মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা চুক্তিবিবোধী তৎপরতায় লিপ্ত ছিল।

৬. মুশরিকদের মধ্যে কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পাবে। ^৪ তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দেবে। ^৫ এটা এ কারণে যে, তারা এমন লোক, যাদের জ্ঞান নেই। ^৬ *

5. এ আয়ত মুশরিকদের চারও শ্রেণীকে তাদের নিজ-নিজ মেয়াদের বাইরে এই সুবিধা দিয়েছে যে, তাদের কেউ যদি অতিরিক্ত সময় চায় এবং ইসলামী দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তা করতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাকে আশ্রয় দিয়ে আল্লাহর কালাম শোনানো হবে অর্থাৎ ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে দলীল-প্রমাণ বোঝানো হবে। (কেননা মূল উদ্দেশ্য তো আমুসলিমদের নিপাত করা নয়; বরং তারা যাতে সত্য দীন গ্রহণ করে নেয়, সেই ব্যবস্থা করা। এর জন্য তাদের সামনে হিদায়াতের বাণী তুলে ধরা ও দলীল-প্রমাণ পরিস্ফুট করে তোলা জরুরি, যাতে তারা সত্য চিনতে সক্ষম হয় এবং মিথ্যা ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে যায়। -অনুবাদক)

6. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কালাম শুনানোকেই যথেষ্ট মনে করা ঠিক হবে না; বরং তাদেরকে এমন নিরাপদ স্থানে পৌঁছানো চাই, যেখানে তার উপর কোনও চাপ থাকবে না। ফলে নিশ্চিন্ত মনে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারবে।

7. অর্থাৎ তারা সত্য দীন সম্পর্কে জানে না। কাজেই সত্য দীনের বাণী শোনা ও সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য তাদেরকে অবকাশ দেওয়া চাই। নিরাপত্তা দানের নির্দেশ সে লক্ষ্যেই। -অনুবাদক

7. মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে কোন চুক্তি কি করে বলবৎ থাকতে পারে? ^৮ তবে মসজিদুল হারামের নিকটে তোমরা যাদের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করেছ, তারা যতক্ষণ তোমাদের সাথে সোজা থাকবে, তোমাও তাদের সাথে সোজা থাকবে। ^৯ নিশ্চয়ই আল্লাহ মুওাকাদেরকে প্রচন্দ করেন। *

8. এতেই কথা স্পষ্ট যে, ৭ থেকে ১৬নং পর্যন্ত আয়তসমূহে কুরাইশ কাফেরদের সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং তাদের কর্তৃক চুক্তি ভঙ্গের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর মুসলিমদেরকে হস্তুম করা হয়েছে, তারা যেন তাদের কথায় আস্থা না রাখে। যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে তবে তাদের সাথে যেন যুদ্ধ করে। তবে এ আয়তসমূহ কখন নাখিল হয়েছিল মুক্তা বিজয়ের আগে হৃদায়বিয়ায়, যখন কুরাইশের সাথে মুসলিমগণ চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। এ চুক্তি বলবৎ ছিল। কিন্তু এ আয়তসমূহে ভবিষ্যত্বাণী করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের চুক্তিতে অবিচল থাকবে না। কাজেই তারা চুক্তিভঙ্গ করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। অতঃপর তারা পুনরায় চুক্তি সম্পাদন করলে চাইলে তাদের কথায় আস্থা রাখবে না। কেননা তারা মুখে বলে এক কথা, কিন্তু অন্তরে থাকে অন্য কিছু। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তাদেরকে করবেন লাঞ্ছিত। এভাবে যে সকল মুসলিম তাদের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তাদের অন্তর জুড়াবে। এ তাফসীর অনুসারে এ আয়তসমূহ সম্পর্কচেদের সেই ঘোষণার আগে নাখিল হয়েছে, যা ১ থেকে ৬নং পর্যন্ত আয়তসমূহে বর্ণিত হয়েছে। সে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল মুক্তা বিজয়ের এক বছর দু'মাস পর হিজরী ৯ সনের হজের সময়।

অপর একদল মুফাসিসের বলেন, এ সকল আয়ত সম্পর্কচেদের ঘোষণা দেওয়ার আগের নয়; বরং সেই সম্পর্কিত আয়তসমূহে যে বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়ে আসছে এ আয়তসমূহও তাই অংশ। এতে সেই ঘোষণা দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর তা এই যে, এসব লোক আগেই যেহেতু চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তাই এখন আর আশা করা যায় না যে, তাদের সঙ্গে নতুন কোন চুক্তি করা হলে তারা তা বক্ষা করবে। কেননা মুসলিমদের প্রতি তাদের মনে যে বিদ্বেষ ও শক্রতা বিরাজ করে, সে কারণে তাদের কাছে না কোনও আত্মীয়তার মূল্য আছে আর না কোনও চুক্তি। যেহেতু মুক্তা বিজয়কালে ও তার পরে কুরাইশের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং কুরাইশ কাফেরদের সাথে তাদের আত্মীয়তা ছিল, তাই কুরাইশ সম্পর্কে তাদের অন্তরে কিছুটা কোমলতা থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। তাই এ আয়তসমূহে তাদেরকে সর্তক করা হচ্ছে, তারা যেন কুরাইশ কাফেরদের কথায় প্রতারিত না হয়। বরং অন্তরে যেন দৃঢ় সংকল্প রাখে, যদি কখনও তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হয় তবে পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাদের সাথে লড়বে এ লেখকের কাছে একাধিক প্রমাণের ভিত্তিতে এই তাফসীরই বেশি শক্তিশালী মনে হয়।

প্রথম কারণ তো এই যে, ৭ থেকে ১৬ পর্যন্ত আয়তসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সবগুলো একই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত। আলোচনার ধারাবাহিকতা পর্যবেক্ষণ করলে ৭নং আয়ত সম্পর্কে একাপ ধারণা করা কঠিন যে, এ আয়ত প্রথম ছয় আয়তের বহু আগে নাখিল হয়েছিল। দ্বিতীয়ত ঘোষণা দানকালে হযরত আলী (রায়ি) কুরআন মাজীদের যে আয়তসমূহ পাঠ করেছিলেন, রিওয়ায়তসমূহে তার সংখ্যা সর্বিনিম্নে দশ এবং সর্বোচ্চ চালিশ বলা হয়েছে। (দেখুন আদ্দুররূল মানুচুর, ৪৮ খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা; আল-বিকাঁ, নাজমুদ দুরার, ৮ খণ্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)। আর নাসারী শরীফের এক রিওয়ায়াতে যে আছে তিনি তা শেষ পর্যন্ত পড়লেন' (অধ্যায় হজ্জ, পরিচেদ তারাবিয়ার দিন খুতুবা প্রসঙ্গ, হাদীস নং ২৯৯৩), এর অর্থ যে সমস্ত আয়ত দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল, তার শেষ পর্যন্ত পড়লেন। তৃতীয়ত হাফেজ ইবনে জারীর তাবারী (রহ.), আল্লামা বিকাঁ (রহ.) ও কার্যী আবুস সাউদ (রহ.)-সহ বড়-বড় মুহাদ্দিস ও মুফাসিসেরগণ এ আয়তসমূহকে বারাআং বা সম্পর্কচেদের অংশ সাব্যস্ত করেছেন। তাদের মতে এতে সম্পর্কচেদের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

9. পূর্বে এক নং টীকায় মুশরিকদের যে চতুর্থ প্রকারের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এ আয়তে তাদের কথাই বলা হচ্ছে। তাদেরকে তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, মেয়াদ পূর্ণ হতে তখনও নয় মাস বাকি ছিল। এখানে বলা হয়েছে যে, এই মেয়াদের ভেতর তারা সোজা হয়ে চললে তোমাও তাদের সাথে সোজা চলবে। আর যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় থাকার প্রয়োজন নেই (ইবনে জারীর, তাফসীর, ১০ খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা)।

8. কিন্তু অন্য মুশরিকদের সাথে কেমন করে (চুক্তি বলবৎ থাকবে), যখন (তাদের অবস্থা হল), তারা কখনও তোমাদের উপর বিজয়ী হলে তোমাদের ব্যাপারে কোনওরূপ আত্মীয়তার মর্যাদা দেয় না এবং অঙ্গীকারেও না। তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়, অথচ তাদের অন্তর তা অঙ্গীকার করে। তাদের অধিকাংশই অবাধ্য। *

9. তারা আল্লাহর আয়তসমূহের বিনিময়ে (দুনিয়ার) তুচ্ছ মূল্য গ্রহণকেই প্রচন্দ করেছে ^{১০} এবং তার ফলে (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে নির্বৃত করে। বন্ধুত্ব তারা যা কিছু করে তা অতি নিরুক্ত। *

10. অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলার আয়তসমূহ অনুসরণ করার পরিবর্তে পার্থিব জীবনের তুচ্ছ স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

10 তারা কোনও মুমিনের ক্ষেত্রেই কোনও আত্মীয়তার মর্যাদা দেয় না এবং অঙ্গীকারেরও নয় এবং তারাই সীমালংঘনকারী। *

11 সুতরাং যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও শাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই হয়ে যাবে। ১১ যারা জানতে আগ্রহী, তাদের জন্য বিধানাবলী (এভাবে) বিশদ বর্ণনা করিঃ *

11. এখনে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনও ব্যক্তি খাঁটি মনে তাওবা করলে মুসলিমদের উচিত তার সাথে স্বাত্মসূলভ আচরণ করা এবং ইসলাম গ্রহণের আগে যেসব কষ্ট দিয়েছে, তা ভুলে যাওয়া। কেননা ইসলাম পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ও অন্যায়-অপরাধ মিটিয়ে দেয়। (আতঃপর অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্যে তারা অন্যান্য মুসলিমের সমতুল্য হয়ে যায়। (-অনুবাদক)

12 তারা যদি চুক্তি সম্পন্ন করার পর নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনীর নিন্দা করে, তবে কুফরের এ সকল নেতৃত্বগ্রের সঙ্গে এই আশায় যুদ্ধ কর যে, তারা হয়ত নিরস্ত হবে। ১২ বস্তুত এরা এমন লোক, যাদের প্রতিশ্রুতির কোনও মূল্য নেই। *

12. পূর্বের আয়াতসমূহের দৃষ্টিতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের এক অর্থ হতে পারে ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যাওয়া, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর অনেকে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রায়ি) তাদের সঙ্গে জিহাদ করেছিলেন। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, যাদের সঙ্গে তোমাদের চুক্তি ছিল এবং তারা সে চুক্তি আগেই ভঙ্গ করেছে কিংবা যাদের চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হতে আরও নয় মাস বাকি আছে, তারা যদি এই সময়ের মধ্যে চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে তাদের সঙ্গে জিহাদ করবে। 'এই আশায় যুদ্ধ কর যে, তারা হয়ত নিরস্ত হবে' এর অর্থ, তোমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের উদ্দেশ্য রাজ্য বিস্তার নয়; বরং এই হওয়া চাই যে, তোমাদের শক্ত যাতে কুফর ও জুলুম পরিত্যাগ করে।

13 তোমরা কি সেই সকল লোকের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে (দেশ থেকে) বহিক্ষারের ইচ্ছা করেছে এবং তারাই তোমাদের বিরুদ্ধে (উক্ফনী দান ও উত্যক্তকরণের কাজ) প্রথম করেছে। ১৩ তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? (যদি তাই হয়) তবে তো আল্লাহই এ বিষয়ের বেশি হকদার যে, তোমরা তাকে ভয় করবে যদি তোমরা মুমিন হও। *

13. অর্থাৎ তারাই মক্কা মুকাররমায় প্রথমে জুলুম করেছে, অথবা এর অর্থ দুর্দায়বিয়ার সম্বন্ধে তারাই প্রথম ভঙ্গ করেছে।

14 তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যাতে আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দান করেন, তাদেরকে লাষ্টিত করেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেন এবং মুমিনদের অন্তর জুড়িয়ে দেন। *

15 এবং তাদের মনের ক্ষেত্রে দূর করেন। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তার তাওবা করুল করেন। ১৪ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *

14. অর্থাৎ এটা অসম্ভব নয় যে, কাফেরগণ তাওবা করে ইসলামে প্রবেশ করবে। সুতরাং এর পরে বহু লোক সত্যিকারের মুসলিম হয়ে যায়।

16 তোমরা কি মনে করেছ তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে, অথচ আল্লাহ এখনও দেখে নেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানায় না? ১৫ তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ তা পরিপূর্ণরূপে জানেন। *

15. দৃশ্যত এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে সেই সকল ব্যক্তির প্রতি, যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তখনও পর্যন্ত কোনও জিহাদে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়নি। অন্যান্য সাহারীগণ তো মক্কা বিজয়ের আগেও বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই নও মুসলিমদেরকে বলা হচ্ছে, তোমাদেরও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। বারাআঃ বা সম্পর্কচেদের ঘোষণা দানের পর যদিও বড় কোনও যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, তথাপি তাদেরকে সর্বান্তকরণে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে এ কারণে যে, পাছে আত্মীয়তার পিছুতানের ফলে সম্পর্কচেদ ঘটানোর যাবতীয় দাবী ও চাহিদা পূরণে তারা ইতস্ততঃ করে। এজন্যই জিহাদের নির্দেশ দানের সাথে সাথে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু না বানায়, যার কাছে নিজেদের গোপন কথা প্রকাশ করা যায়।

17 আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করার কোন উপযুক্ততা মুশরিকদের নেই, ১৬ যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরের সাক্ষী। তাদের সমস্ত কর্মই নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তারা জাহানামেই স্থায়ীভাবে থাকবে। *

16. মক্কার মুশরিকগণ এই বলে গর্ব করত যে, তারা মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক। তারা এ পবিত্র মসজিদের খেদমত ও দেখাশোনা করে এবং এর নির্মাণকার্যের মত গৌরবময় দায়িত্ব পালন করে। এ হিসেবে তাদের মর্যাদা মুসলিমদের উপরে। এ আয়াত তাদের সে ভ্রান্ত ধারণা রদ করেছে। বলা হচ্ছে যে, মসজিদুল হারাম বা অন্য যে-কোনও মসজিদের খেদমত করা নিঃসন্দেহে এক বড় ইবাদত, কিন্তু এর জন্য স্বীকৃত থাকা শর্ত। কেননা মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যই হল আল্লাহ তাআলার এমন ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা, যাতে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কাউকে শর্যাক করা হবে না। এই বুনিয়ানী উদ্দেশ্য যদি অনুপস্থিত থাকে, তবে মসজিদ নির্মাণের সার্থকতা কী? সুতরাং কুফর ও শিরকে লিপ্ত কোনও ব্যক্তি মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার উপযুক্ত নয়। সামনে ২৮২ আয়াতে মুশরিকদেরকে এই বিধান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এখন থেকে তারা এসব কাজের জন্য মসজিদুল হারামের কাছেও আসতে পারবে না।

18

আল্লাহর মসজিদ তো আবাদ করে তারাই, যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে এবং নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। এরপ লোকদের সম্পর্কেই আশা আছে যে, তারা সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *

19

তোমরা কি হাজীদেরকে পানি পান করানো ও মসজিদুল হারামকে আবাদ করার কাজকে সেই ব্যক্তির (কার্যাবলীর) সমান মনে কর, যে আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে? ১৪ আল্লাহর কাছে এরা সমতুল্য নয়। আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান না। *

17. এ আয়াতে মূলনীতি বলে দেওয়া হচ্ছে যে, সমস্ত নেক কাজ সম-মর্যাদার হয় না। কোনও ব্যক্তি যদি ফরয কাজসমূহ আদায় না করে নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকে, তবে এটা কোন নেক কাজ হিসেবেই গণ্য হবে না। নিশ্চয়ই হাজীদেরকে পানি পান করানো একটি মহৎ কাজ, কিন্তু মর্যাদা হিসেবে তা নফল বৈ নয়। অনুরূপ মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধানও অবস্থাভেদে ফরযে কিফায়া কিংবা একটি নফল ইবাদত। পক্ষান্তরে ঈমান তো মানুষের মুক্তির জন্য বুনিয়দী শর্ত। আর জিহাদ কখনও ফরযে আইন এবং কখনও ফরযে কিফায়া। প্রথমোন্ত কাজ দুটির তুলনায় এ দুটোর মর্যাদা অনেক উপরে। সুতরাং ঈমান ব্যতিরেকে কেবল এ জাতীয় সেবার কারণে কেউ কোনও মুমিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না।

20

যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর পথে হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় অনেক শ্রেষ্ঠ এবং তারাই সফলকাম। *

21

তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে রহমত, সন্তুষ্টি ও এমন উদ্যানসমূহের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার ভেতর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নিআমত। *

22

তারা তাতে সর্বদা থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহরই কাছে আছে মহা-প্রতিদান। *

23

হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাইয়েরা যদি ঈমানের বিপরীতে কুফরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, তবে তাদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিও না। ১৮ তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবক বানাবে, তারাই জালেম। *

18. অর্থাৎ তাদের সাথে এমন সম্পর্ক রেখ না, যা তোমাদের দ্বীনী দায়িত্ব-কর্তব্য আদায়ে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। নিজেদের ঈমান রক্ষা করা ও দ্বীনী কর্তব্যসমূহ আদায় করার পাশাপাশি তাদের সাথে সদাচরণ করার যে ব্যাপারটা, ইসলামে সেটা উপেক্ষণীয় নয়; বরং কুরআন মাজীদ তাকে উত্তম কাজ সাব্যস্ত করেছে ও তাতে উৎসাহ যুগিয়েছে (দেখুন সূরা লুক্মান, ৩১ : ১৫; সূরা মুমতাহানা, ৬০ : ৮)।

24

(হে নবী! মুসলিমদেরকে) বল, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা আপেক্ষা বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের খান্দান, তোমাদের সেই সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের সেই ব্যবসা, যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং বসবাসের সেই ঘর, যা তোমরা ভালোবাস, তবে আপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ ফায়সালা প্রকাশ করেন। ১৯ আল্লাহ অবাধ্য লোকদেরকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান না। *

19. ফায়সালা দ্বারা শাস্তির ফায়সালা বোঝানো হচ্ছে। এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, অর্থ-সম্পদ, ঘর-বাড়ি, জমি-জায়েদাদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবই আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। তবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না এগুলো আল্লাহ তাআলার হৃকুম পালনে বাধা হবে। যদি বাধা হয়ে যায় তবে এসব জিনিসই মানুষের জন্য আয়াবে পরিণত হয় (আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করবন।)

25

বস্তুত আল্লাহ বহু ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং (বিশেষ করে) হৃনায়নের দিন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক তোমাদেরকে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত করেছিল। ২০ কিন্তু সে সংখ্যাধিক তোমাদের কোনও কাজে আসেনি এবং যদীন তার প্রশংস্ততা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (যুদ্ধক্ষেত্রে হতে) পলায়ণ করেছিলো। *

20. সংক্ষেপে হৃনায়ন যুদ্ধের ঘটনা নিষ্কর্প, মুক্তা মুকাররমায় জয়লাভ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ পেলেন মালিক ইবনে আউফের নেতৃত্বে বনু হাওয়ায়িন তাঁর বিকুন্দে সৈন্য সংগ্রহ করছে। বনু হাওয়ায়িন এক বিশাল জনগোষ্ঠীর নাম। এর অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা ছিল। তায়েফের প্রসিদ্ধ ছাকীফ গোরও এ গোষ্ঠীরই শাখা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুপ্তচর পাঠিয়ে সংবাদটির সত্যতা যাচাই করলেন। জানা গেল, সংবাদ সত্য এবং তারা জোরে-শোরে বিপুল উত্তেজনায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা অনুযায়ী বনু হাওয়ায়িনের লোকসংখ্যা ছিল চারিশ হাজার থেকে আটশ হাজারের মাঝামাঝি। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দ হাজার সাহাবায়ে কিরামের এক বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন। এ যুদ্ধ হয়েছিল হৃনায়ন নামক স্থানে, যা মুক্তা মুকাররমা থেকে আনুমানিক দশ মাইল দূরে অবস্থিত মুক্তা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটা উপত্যকার নাম। এ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজার। এর আগে অন্য কোন যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা এত বিপুল ছিল না। মুসলিমগণ সর্বদা নিজেদের সৈন্যসংখ্যা অল্প হওয়া সত্ত্বেও বেশি সৈন্যের মুকাবিলায় জয়লাভ করেছে। এবার যেহেতু তাদের সৈন্য সংখ্যাও বিপুল, তাই তাদের কারও কারও মুখ থেকে বের হয়ে গেল যে, আজ আমাদের সংখ্যা অনেক বেশি। সুতরাং আজ আমরা কারও কাছে পরাস্ত হতেই পারি না। মুসলিমগণ আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে নিজেদের সংখ্যার উপর নির্ভর করবে এটা আল্লাহ তাআলার পছন্দ হল না। সুতরাং তিনি এর ফল দেখালেন। মুসলিম বাহিনী এক সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করেছিল। এ সময় বনু হাওয়ায়িনের তীরন্দাজ বাহিনী অক্ষাৎ তাদের উপর বৃষ্টির মত তীর ঝুঁড়তে শুরু করল। তা এতটাই প্রচণ্ড ছিল যে, মুসলিম বাহিনী তার সামনে তিঠাতে পারছিল না। তাদের বহু সদস্য পালাতে

শুরু করল। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্য কতিপয় নিবেদিতপ্রাণ সাহারীসহ অবিচলিত থাকলেন। তিনি হযরত আবুবাস (রাযি)-কে হৃকুম দিলেন, যেন পলায়নরতদেরকে উচ্চস্থরে ডাক দেন। হযরত আবুবাস (রাযি)-এর আওয়াজ খুব বড় ছিল। তিনি ডাক দিলেন এবং মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে তা বিজ্ঞার মত ছড়িয়ে পড়ল। যারা ময়দান ত্যাগ করেছিল তারা নতুন উদামে ফিরে আসল। দেখতে না দেখতে দৃশ্যপট পাল্টে গেল এবং মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হল। বনু হাওয়ায়িনের সন্তুর জন নেতা নিহত হল। দলপতি মালিক ইবনে আউফ তার পরিবার-পরিজন ও অর্থ-সম্পদ ছেড়ে পালিয়ে গেল এবং তায়েফের দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল। তাদের ছয় হাজার সদস্য বন্দী হল। বিপুল সংখ্যক গবাদি পশু ও চার হাজার উকিয়া রূপা গনীমত হিসেবে মুসলিমদের হস্তগত হল।

26 অতঃপর আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি প্রশাস্তি নায়িল করলেন ১ এবং এমন এক বাহিনী অবতীর্ণ করলেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিলেন। আর এটাই কাফিরদের কর্মফল। ♦

21. এটা সেই সময়ের কথা, যখন রণক্ষেত্র ত্যাগকারী মুসলিমগণ হযরত আবুবাস (রাযি)-এর ডাক শুনে ফিরে আসেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে এমন স্থষ্টি সৃষ্টি করে দেন যে, ক্ষণিকের জন্য তাদের অন্তরে শক্তির পক্ষ থেকে যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল তা উভে গেল।

27 অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাওবার সুযোগ দান করেন। ২ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ♦

22. এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, হাওয়ায়িনের যে সব লোক অমিত বিক্রিমের সাথে লড়তে এসেছিল, তাদের অনেকেরই তাওবা করে ঈমান আনার তাওফীক লাভ হবে। হয়েছিলও তাই, বনু হাওয়ায়িন ও বনু ছাকীফের বিপ্লব সংখ্যক লোক পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। স্বয়ং তাদের নেতা মালিক ইবনে আউফও ঈমান এনেছিলেন এবং তিনি ইসলামের একজন বীর সিপাহসালার রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আজ তাকে হযরত মালিক ইবনে আউফ রায়িয়াল্লাহ আনন্দ নামে স্মরণ করা হয়ে থাকে।

28 হে মুমিনগণ! মুশরিকরা তো আপাদমস্তক অপবিত্র। ৩ সুতরাং এ বছরের পর যেন তারা মসজিদুল হারামের নিকটেও না আসে ৪ এবং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা যদি দারিদ্র্যের ভয় কর, তবে (জেনে রেখ), আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে মুশরিকদের থেকে বেনিয়ায করে দেবেন। ৫ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ♦

23. এর অর্থ এই নয় যে, তাদের শরীরটাই নাপাক; বরং এর দ্বারা তাদের বিশ্বাসগত অপবিত্রতা বোঝানো হয়েছে, যা তাদের সত্তায় বিস্তার লাভ করেছে।

24. এ ঘোষণাটি সম্পর্কচেদের উপসংহারস্বরূপ। এর মাধ্যমে মুশরিকদেরকে মসজিদুল হারামের কাছেও আসতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর ব্যাখ্যা করেন যে, প্রবর্তী বছর থেকে তাদের জন্য হজ্জ করার অনুমতি থাকবে না। কেননা এ আয়াতের নির্দেশ অনুসারে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাযি)-এর দ্বারা যে ঘোষণা করিয়েছিলেন, তার ভাষা ছিল এই যে, ‘লাইহুন বেড়া এবং হজ্জ করতে পারবে না’ (সহীহ বুখারী, অধ্যয়: তাফসীর, পরিচ্ছেদ: সূরা বারাআও)। এর দ্বারা বোঝা যায় ‘মসজিদুল হারামের কাছে না আসা’-এর অর্থ হজ্জ করার অনুমতি না থাকা। এটা ঠিক এ রকম, যেমন পুরুষদেরকে বলা হয়েছে, ‘স্ত্রীদের হায়ে অবস্থায় তারা তাদের কাছেও যাবে না’। আর এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য, এ সময় সহবাস করবে না। ন হয় এমনিতে তাদের কাছে যাওয়া নিষেধ নয়। এমনিভাবে কাফেরগণ হজ্জ তো করতে পারবে না, কিন্তু প্রয়োজনে তারা মসজিদুল হারাম বা অন্য যে কোনও মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে। এটা সম্পূর্ণ নিষেধ নয়। কেননা একাধিক বর্ণনায় প্রমাণ আছে, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময় মুশরিকদেরকে ‘মসজিদে নবৰী’তে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাস্বল (রহ.) বলেন, এ আয়াতের দৃষ্টিতে মসজিদুল হারাম ও হরমের সীমানার ভেতর কাফেরদের প্রবেশ নিষেধ। আর ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে কেবল মসজিদুল হারামই নয়; বরং কোনও মসজিদেই কাফেরদের প্রবেশ জায়ে নয়।

25. অমুসলিমদের জন্য হজ্জ নিষিদ্ধ করার ফলে মক্কা মুকাররমার ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির উপর মন্দ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা হওয়ার কথা ছিল। কেননা মক্কা মুকাররমার নিজস্ব কোনও উৎপাদন ছিল না। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিহুগতদের উপর নির্ভরশীল ছিল। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে সেই আশঙ্কা দূর করে দেন এবং আশ্রম্ভ করেন যে, তিনি নিজ অনুগ্রহে মুসলিমদের অভাব-অন্টন দূর করে দেবেন।

29 কিতাবীদের মধ্যে যারা ৬ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং প্রকালেও নয় ৭ এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা-কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন বলে দ্বীকার করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যাবৎ না তারা হেয় হয়ে নিজ হাতে জিয়িয়া আদায় করে। ৮ ♦

26. এর পূর্বের আটাশটি আয়াত ছিল আরবের মুর্তিপুজকদের সম্পর্কে। এখান থেকে তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ শুরু হচ্ছে (আদ-দুরুল মানছুর, ৪ খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা, মুজাহিদের বরাতে)। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, এসব আয়াত নায়িল হয়েছিল উপরের আটাশ আয়াতের আগে। কেননা তাবুকের যুদ্ধ হয়েছিল বারাআং বা সম্পর্কচেদের ঘোষণা দেওয়ার আগে। এ যুদ্ধের ঘটনা ইনশাআল্লাহ সামনে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আসবে। এ যুদ্ধ হয়েছিল রোমানদের বিরুদ্ধে, যাদের অধিকাংশই ছিল খ্রিস্টান। ইয়াহুদীদেরও একটা বড় অংশ রোম সাম্রাজ্যের অধীনে জীবন যাপন করছিল। কুরআন মাজীদে এ উভয় সম্প্রদায়কে ‘আহলে কিতাব’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাই তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দান প্রসঙ্গে তাদের কিছু নিন্দনীয় আকীদা-বিশ্বাস ও কাজ-কর্ম তুলে ধরা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, যদিও এ সকল আয়াত নায়িল হয়েছিল পূর্বের আয়াতসমূহের আগে, কিন্তু কুরআন মাজীদের বিন্যাসে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে পরে। সন্তুত এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, জাফিরাতুল আরবকে পৌত্রিকতা হতে পবিত্র করার পর মুসলিমদেরকে বাইরের কিতাবীদের মুকাবিলা করতে

হবে। তাছাড়া মৃত্তিপূজকদের জন্য জাফিরাতুল আরবে নাগরিক হিসেবে বসবাস নিষিদ্ধ করা হলেও কিতাবীদের জন্য এই সুযোগ রাখা হচ্ছে। তারা জিয়িয়া আদায় করে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে পারবে। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্ধশায় তাদের জন্য এস্যোগ বলবৎ রাখা হচ্ছে, কিন্তু ওফাতের পূর্বে তিনি অসিয়ত করে থান যে, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে জাফিরাতুল আরবে থেকে বের করে দিয়ে (সহীহ বুখারী, অধ্যায় : জিয়াদ, হাদীস নং ৩০৫৩)। পরবর্তীকালে হযরত উমর (রায়ি) এ অসিয়ত বাস্তবায়ন করেন। তবে এ হকুম জাফিরাতুল আরবের জন্য নির্দিষ্ট। জাফিরাতুল আরবের ঘেরানেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক, সেখানে এখনও কিতাবীগণসহ যে-কোনও অমুসলিম সম্পদায় ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বাস করতে পারবে এবং সেখানে তারা তাদের ধর্মীয় দ্বারীনতা ভোগ করবে। শর্ত একটাই রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকতে হবে। এখনে যদিও কেবল 'আহলে কিতাব'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু যে কারণ বলা হয়েছে, অর্থাৎ 'সত্য দ্বিনের অনুসরণ না করা', এটা যেহেতু যে-কোনও প্রকার অমুসলিমের মধ্যেই পাওয়া যায়, তাই জাফিরাতুল আরবের বাইরে যে কোন অমুসলিমের জন্য এই হকুম প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে উন্মত্তের ইজমা রয়েছে।

27. কিতাবীগণ বাহ্যত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দাবী করে থাকে, কিন্তু এ বিশ্বাসের সাথে তারা যেহেতু বহু ব্রান্ত বিশ্বাস নিজেদের পক্ষ থেকে তৈরি করে নিয়েছে, যার কিছু সামনে বর্ণিত হচ্ছে, তাই তাদের এ বিশ্বাসকে বিশ্বাসহীনতা সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর প্রতি ঝীমান রাখে না।

28. 'জিয়িয়া' এক প্রকার কর। এটা মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধক্ষম অমুসলিম নাগরিক থেকে নেওয়া হয়। সুতরাং এটা নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও সংসারবিহীনী ধর্মগুরুদের উপর আরোপিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তার সাথে তাদের বসবাস এবং প্রতিরক্ষা কার্যে তাদের অংশগ্রহণ না করার বিনিময়ে প্রদেয় কর। এ করের বদলে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে (রহস্য মাআনী)। এর একটা কারণ এইও যে, মুসলিমদের মত অমুসলিমদের থেকে যাকাত আদায় করা হয় না, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিক অধিকার তারা ভোগ করে। এ কারণেও তাদের উপর এই বিশেষ ধরনের কর আরোপিত হয়ে থাকে। হাদীসে মুসলিম শাসকদের জ্ঞান নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় সতর্ক থাকে এবং তাদের প্রতি সাধ্যাতীত কর আরোপ না করে। সুতরাং ইসলামের সুনীর্ধ-ইতিহাসের প্রায় সব যুগেই জিয়িয়ার বিষয়টাকে অত্যন্ত মামুলী হিসেবে দেখা হয়েছে। আয়তে যে বলা হয়েছে, 'তারা জিয়িয়া আদায় করবে নত হয়ে' ইমাম শাফেয়ী (রহ.) থেকে এর তাফসীর বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-কানুনের অধীন হয়ে থাকাকে মেনে নেবে (রহস্য মাআনী, ১০ খণ্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা)।

30 ইয়াহুদীরা বলে, উয়ায়ার আল্লাহর পুত্র ২৯ আর নাসারাগণ বলে, মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এসবই তাদের মুখের তৈরি কথা। এরা তাদের পূর্বে যারা কাফের হয়ে গিয়েছিল, ৩০ তাদেরই মত কথা বলে। তাদেরকে আল্লাহ ধৰ্ম করুন! তারা বিপ্রান্ত হয়ে কোন দিকে উল্টে যাচ্ছে? *

29. হযরত উয়ায়ের আলাইহিস সালাম ছিলেন একজন মহান নবী। বাইবেলে তাকে 'আয়া' নামে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাইবেলের একটি পূর্ণ অধ্যায় তাঁর নামের সাথেই যুক্ত। 'বুখত নাসসার'-এর আক্রমণে তাওরাতের কপি বিলুপ্ত হয়ে গেলে তিনি নিজ স্মৃতিপট থেকে তা পুনরায় লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই একদল ইয়াহুদী তাকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছিল। প্রকাশ থাকে যে, হযরত উয়ায়ের আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র সাব্যস্ত করার আকীদা সমগ্র ইয়াহুদী জাতির নয়; বরং এটা তাদের একটি উপদলের বিশ্বাস, যাদের একটা অংশ আরবেও বাস করত।

30. খুব সম্ভব এর দ্বারা আরব মুশরিকদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা ফিরিশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত।

31. তাদেরকে খোদা বানানোর যে ব্যাখ্যা নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, তারা তাদের ধর্মগুরুদেরকে বিপুল ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিল। ফলে তারা তাদের ইচ্ছা মত কোনও জিনিসকে হালাল এবং কোনও জিনিসকে হারাম ঘোষণা করতে পারত। প্রকাশ থাকে যে, যারা সারাসৰি আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে না, শরীয়তের বিধানের জ্ঞান সেই আম সাধারণকে আলেম-উল্লামার শরণাপন্ন হতেই হয় এবং আল্লাহ তাআলার বিধানের ব্যাখ্যাতা হিসেবে তাদের কথা মানতেও হয়। খোদ কুরআন মাজীদই এ নির্দেশ দান করেছে (দেখুন, সূরা নাহল ১৬ : ৪৩ ও সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৭)। এতটুকুর মধ্যে তো আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ এতটুকুতেই শ্বাস্ত ছিল না। তারা আরও অগ্রসর হয়ে তাদের ধর্মগুরুদেরকে বিধান তৈরি করারও এক্তিয়ার প্রদান করেছিল। ফলে তারা কেবল আসমানী কিতাবের ব্যাখ্যা হিসেবেই নয়; বরং নিজেদের ইচ্ছা মত কোনও জিনিসকে হালাল এবং কোনও জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করতে পারত, তাতে তাদের সে বিধান আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থীই হোক না কেন!

32 তারা আল্লাহর নূরকে তাদের মুখের (ফুঁ) দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়, অর্থাৎ আল্লাহ তার নূরের পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া আর কিছুতেই সম্ভব ন্ন, তাতে কাফেরগণ এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক। *

33 আল্লাহই তো হিদায়াত ও সত্য দ্বিনসহ নিজ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি অন্য সব দ্বিনের উপর তাকে জয়যুক্ত করেন, তাতে মুশরিকগণ এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক। *

34 হে মুমিনগণ! (ইয়াহুদী) আহবার ও (খ্রিস্টান) রাহিবদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে, যারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করে এবং (অন্যদেরকে) আল্লাহর পথ থেকে নির্বৃত্ত করে। ৩১ যারা সোনা-রূপ পুঁজীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে ষষ্ঠ্রণাময় শাস্তির 'সুসংবাদ' দাও। ৩২ ♦

32. মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে, কিন্তু ওই সকল ধর্মগুরুরা বিশেষভাবে যা করত বলে বর্ণিত আছে তা এই যে, তারা মানুষের কাছ থেকে ঘূর্ষণ নিয়ে শরীয়তকে ভেঙ্গে-চুরে তাদের মর্জিমত বিধান বর্ণনা করত আর এভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে সরল-সঠিক পথ নির্ধারণ করেছেন তা থেকে মানুষকে দূরে রাখত।

33. কিতাবীগণ লোভ-লালসার বশে অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করত এবং শরীয়তপ্রদত্ত হক আদায়ে কার্পণ্য করত। তাই এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আর আয়াত যদিও তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ কিন্তু এর শব্দাবলী ব্যাপক। ফলে এটা ওই সকল মুসলিমের জন্যও প্রযোজ্য, যারা অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়ে লিপ্ত থাকে, কিন্তু তার হকসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে না। আল্লাহ তাআলা সম্পদের উপর বিভিন্ন রকমের হক ধার্ষ করেছেন। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যাকাত, যা আদায় করা প্রত্যেক মালদার মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

35 যে দিন সে ধন-সম্পদ জাহানামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা তাদের কপাল, তাদের পাঁজর ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঁজীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যে সম্পদ পুঁজীভূত করতে, তার মজা ভোগ কর। ♦

36 প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কিতাবে (অর্থাৎ লাওহে মাহফুজে) মাসের সংখ্যা বারটি, ৩৪ সেই দিন থেকে, যে দিন আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এর মধ্যে চারটি মাস মর্যাদাপূর্ণ। এটাই সহজ-সরল দীন (-এর দাবী)। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহের ব্যাপারে নিজেদের প্রতি জুলুম করো না ৩৫ এবং তোমরা সকলে মিলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর, যেমন তারা সকলে মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করে। একীন রেখে নিশ্চয়ই আল্লাহর মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন। ♦

34. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মাসসমূহকে ঘেন্ডাবে বিন্যস্ত করেছেন তাতে রদবদল ও আগুণিষ্ঠ করার পরিণাম এই হল যে, যে মাসে যুদ্ধ হারাম ছিল, সে মাসে তা হালাল করে নেওয়া হল, যা একটি মহাপাপ। যে ব্যক্তি পাপ করে সে নিজের উপরাই জুলুম করে। কেননা তার অশুভ ফল তার নিজেকে ভুগতে হবে। সেই সঙ্গে এ বাক্যে ইশারা করা হয়েছে যে, এই মর্যাদাপূর্ণ মাসসমূহে আল্লাহর ইবাদত তুলনামূলক বেশি করা উচিত। এবং অন্যান্য দিন অপেক্ষা এ সময় গুনাহ থেকেও বেশি দূরে থাকা বাস্তুবীয়।

35. সূরার শুরুতে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচেদের যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তাতে এক শ্রেণীর মূর্তিপূজককে সম্মানিত মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে আরব মুশরিকদের একটি অযৌক্তিক প্রথার মূলেছে জরুরী ছিল। সেটাই ৩৬ ও ৩৭ নং আয়াতে করা হয়েছে। তাদের সে প্রথাটির সারামূর্শ এই যে, ইহরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকেই চারটি চান্দ্র মাসকে সম্মানিত মাস মনে করা হত। আর তা হচ্ছে যু-কাদা, যুলহিজ্জা, মহররম ও রজব। এ মাসসমূহে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। আরব মুশরিকরা যদিও মর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে হস্তরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ধর্মকে সাংঘাতিকভাবে বদলে ফেলেছিল, কিন্তু তারা এ চার মাসের মর্যাদা ঠিকই স্থিকার করত এবং এ সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহে নাজায়েয মনে করত। কালক্রমে এ বিধানটি তাদের পক্ষে কঠিন মনে হতে লাগল। কেননা যু-কাদা থেকে মহররম পর্যন্ত একাধারে তিন মাস যুদ্ধ বন্ধ রাখা তাদের জন্য অসুবিধাজনক ছিল। এ সমস্যার সমাধান তারা এভাবে করল যে, কোনও বছর তারা ঘোষণা করত, এ বছরের সফর মাস মহররম মাসের আগে আসবে অথবা বলত, এ বছর মহররমের পরিবর্তে সফর মাসকে মর্যাদাপূর্ণ মাস গণ্য করা হবে। এভাবে তারা মহররম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহকে জায়েয করে নিত। কোনও কোনও বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, চান্দ্র-পরিক্রমার কারণে হজ্জ যেহেতু বিভিন্ন ঝাঁকুতে আসত এবং অনেক সময় এমন ঝাঁকুতে আসত, যা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল ছিল না, সে কারণে তারা সেই বছরের হজ্জকে যুলহিজ্জার বদলে অন্য কোনও মাসে নিয়ে যেত। এজন্য তারা কাবীসার এক হিসাব পদ্ধতিতে আবিষ্কার করে নিয়েছিল, যা বিশদভাবে ইমাম রায়ি (রহ.) 'তাফসীরে কাবীর'-এ উল্লেখ করেছেন। ইবনে জারীর (রহ.)-এর কোনও কোনও রিওয়ায়াত দ্বারাও তার সমর্থন হয়। মাসসমূহকে আগপিষ্ঠ করার এই প্রথাকে 'নাসী' বলা হত। ৩৭ নং আয়াতে তার বর্ণনা আসছে।

37 এই নাসী (অর্থাৎ মাসকে পিছিয়ে নেওয়া) তো কুফরকেই বৃদ্ধি করা, যা দ্বারা কাফেরদেরকে বিপ্রান্ত করা হয়। তারা এ কাজকে এক বছর হালাল করে নেয় ও এক বছর হারাম সাব্যস্ত করে, যাতে আল্লাহর যে মাসকে নিষিদ্ধ করেছেন তার গণনা পূরণ করতে পারে এবং (এভাবে) আল্লাহ যা হারাম সাব্যস্ত করেছিলেন, তাকে হালাল করতে পারে। ৩৬ তাদের কুর্মকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ এরাপ কাফেরদেরকে হিদায়তপ্রাপ্ত করেন না। ♦

36. অর্থাৎ মাসসমূহকে আগে-পিছে করে তারা চার মাসের গণনা তো পূরণ করে নিল, কিন্তু বিন্যাস বদলের কুফল দাঁড়াল এই যে, আল্লাহ তাআলা যে মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহকে বাস্তবিকভাবে হারাম করেছিলেন, সে মাসে তারা তা হালাল করে নিল।

38 হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হল যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয় আল্লাহর পথে অভিযানে বের হও, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটির সাথে মিশে যাও? ৩৭ তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছ? (তাই যদি হয়) তবে (যেমন রেখ), আখিরাতের বিপরীতে পার্থিব জীবনের আনন্দ অতি সামান্য। ♦

37. এখান থেকে তাৰুক যুদ্ধের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে, যা সূরার প্রায় শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে। সংক্ষেপে এ যুদ্ধের ঘটনা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মঙ্গা বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধ শেষে যখন মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসলেন, তার কিছুদিন পর শাম থেকে আগত কতিপয় ব্যবসায়ী মুসলিমদেরকে জানাল, রোম সম্মাট হিরাক্রিয়াস মদীনা মুনাওয়ারায় এক জোরালো হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এতদুদ্দেশ্যে সে শাম ও আরবের সীমান্তে এক বিশাল বাহিনীও মোতায়েন করেছে। এমনকি সৈন্যদেরকে এক বছরের অগ্রিম বেতনও আদায় করে দিয়েছে। যদিও সাহায্যের ক্ষেত্রে যা ব্যবহৃত হয়ে আছে তা সবই

জায়িরাতুল আরবের ভিতরে। কোনও বহিঃশক্তির সাথে এ পর্যন্ত মুকাবিলা হয়নি। এবার তাঁরা সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন। তাও দুনিয়ার এক বৃহৎ শক্তির সাথে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফায়সালা করলেন যে, হিরাক্সিয়াসের আক্রমণের অপেক্ষায় না থেকে আমরা নিজেরাই অগ্রসর হয়ে তাদের উপর হামলা চালাব। সুতরাং তিনি মদীনা মুনাওয়ারার সমস্ত মুসলিমকে এ যুদ্ধে শরীক হওয়ার হকুম দিলেন। মুসলিমদের পক্ষে এটা ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। কেননা এটা ছিল দীর্ঘ দশ বছরের উপর্যুপরি যুদ্ধ, অবশ্যে পবিত্র মক্কায় জয়লাভের প্রথমবারের মত এক সুযোগ, যখন স্বত্ত্বার নিঃশ্বাস ফেলার কিছুটা সময় পাওয়া গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত যদেউ রওয়ানা হওয়ার সময়টা ছিল এমন, যখন মদীনা মুনাওয়ারার খেজুর বাগানগুলোতে খেজুর পাকছিল। এই খেজুরের উপরই মদীনাবাসীদের সারা বছরের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। সন্দেহ নেই এমন অবস্থায় বাগান ছেড়ে যাওয়াটা অত সহজ ব্যাপার ছিল না। তৃতীয়ত এটা ছিল আরব অঞ্চলে তীব্র গরমের সময়। মনে হত আকাশ থেকে আগুন ঝরছে ও ভূমি থেকে আগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। চতুর্থত তাবুকের সফর ছিল অনেক দীর্ঘ। প্রায় আটক্ষণ্য মাইলের সবটা পথই ছিল দুর্গম মরুভূমির উপর দিয়ে। আবার বাহন পশ্চুর সংখ্যায় ছিল খুব কম। তদুপরি সফরের উদ্দেশ্য ছিল রোমানদের সাথে যুদ্ধ করা, যারা ছিল তখনকার বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তি এবং তাদের যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কেও মুসলিমদের কোনও জানাশোন ছিল না। যোদ্ধাকথা সব দিক থেকেই এটি ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং জান-মাল ও আবেগ-অনুভূতি বিসর্জন দেওয়ার জিহাদ। যা হোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কিরামের এক বাহিনী নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আল্লাহ তাআলা হিরাক্সিয়াস ও তার বাহিনীর উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দুঃসাহসিক অগ্রাভিয়ানের এমন প্রভাব ফেললেন যে, তারা কালবিলুষ্ণ না করে সেখান থেকে ওয়াপস চলে গেল। ফলে যুদ্ধ করার অবকাশ হল না। উপরে বর্ণিত সমস্যাদি সত্ত্বেও সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশই শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে অত্যন্ত খুশী মনে এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এমন কিছু সাহাবীও ছিলেন, যাদের কাছে এ অভিযান অত্যন্ত কঠিন মনে হয়েছিল, ফলে শুরুর দিকে তারা কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাও সেন্যদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছিলেন। তারপরও কয়েকজন সাহাবী এমন রয়ে গিয়েছিলেন, যারা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হননি। ফলে তারা অভিযানে অংশগ্রহণ থেকে বাস্তিত থাকেন। আর মুনাফিকদের দল তো ছিলই, যারা প্রকাশে নিজেদেরকে মুমিন বলে দাবী করলেও আন্তরিকভাবে ঈমানদার ছিল না। এমন সমস্যাসংকুল অভিযানে তাদের পক্ষে মুসলিমদের সহযোগী হওয়া সন্তুষ্টই ছিল না। তাই তারা বিভিন্ন রকমের ছল ও বাহানা দেখিয়ে মদীনায় থেকে গিয়েছিল। এ সূরার সামনের আয়াতসমূহে এই সকল শ্ৰেণীর লোকদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তাতে তাদের কর্মসূল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ৩৮নং আয়াতে যে সকল লোকের নিন্দা করা হয়েছে তারা কারা, এ সম্পর্কে দ্বিতো সন্তুষ্টবন্ন আছে। (ক) তারা হয়ত মুনাফিক শ্ৰেণী। আর এ অবস্থা 'হে মুমিনগণ' বলে যে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে, এটা তাদের বাহ্যিক দাবীর ভিত্তিতে করা হয়েছে। (খ) এমনও হতে পারে যে, যে সকল সাহাবীর অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। তবে এটা নিশ্চিত যে, ৪২ নং আয়াত থেকে মুনাফিকদের সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছে।

39 তোমরা যদি অভিযানে বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য কোনও জাতিকে আনয়ন করবেন এবং তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। *

40 তোমরা যদি তার (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সাহায্য না কর, তবে (তাতে তার কোনও ক্ষতি নেই। কেননা) আল্লাহ তো সেই সময়ও তার সাহায্য করেছিলেন, যখন কাফেরগণ তাকে (মক্কা থেকে) বের করে দিয়েছিল এবং তখন সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সঙ্গীকে বলেছিল, চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। ৩৮ সুতরাং আল্লাহ তার প্রতি নিজের পক্ষ থেকে প্রশাস্তি বর্ষণ করলেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তার সাহায্য করলেন, যা তোমরা দেখনি এবং কাফেরদের কথাকে হেয় করে দিলেন। বস্তুত আল্লাহর কথাই সমুচ্চ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *

38. এর দ্বারা হিজরতের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমাত্র সফরসঙ্গী হয়েরত আবু বকর সিদ্ধীক (রায়ি)-কে সঙ্গে নিয়ে মক্কা মুকারমার থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি দিন পর্যন্ত ছাওর পাহাড়ের গুহায় আহ্মাগোপন করে থেকেছিলেন। মক্কা মুকারমার কাফেরদের সদ্বারণ তাঁর সন্ধানে চারদিকে লোকজন নামিয়ে দিয়েছিল। এমনকি ঘোষণা করে দিয়েছিল, যে ব্যক্তি তাকে গ্রেফতার করতে পারবে তাকে একশ' উট পুরুষকার দেওয়া হবে। একবার অনুসন্ধানকারী দল ছাওরের গুহা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। হয়েরত সিদ্ধীকে আকবার (রায়ি) তাদের পা দেখতে পাচ্ছিলেন। ফলে তাঁর চেহারায় উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। এ সময়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, চিন্তা করো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা গুহার মুখে মাকড়সা লাগিয়ে দিলেন। তারা সেখানে জাল বুনে ফেলল। তারা সে জাল দেখে ওয়াপস চলে গেল। এ ঘটনার বরাত দিয়েই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কারও কোনও সাহায্য করার প্রয়োজন নেই। তার জন্য এক আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। তবে যারা তাঁর সাহায্য করার সুযোগ পায় তারা বড় ভাগ্যবান।

41 (জিহাদের জন্য) বের হয়ে পড়, তোমরা হালকা অবস্থায় থাক বা ভারী অবস্থায় এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। তোমরা যদি বুঝ-সম্বুদ্ধ রাখ, তবে এটাই তোমাদের পক্ষে উত্তম। *

42 যদি পার্থিব সামগ্রী আশুলভ এবং সফরও মাঝামাঝি রকমের হত, তবে তারা (অর্থাৎ মুনাফিকগণ) অবশ্যই তোমার অনুগামী হত। কিন্তু তাদের পক্ষে এই কঠিন পথ অনেক দূরবর্তী মনে হল। এখন তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমাদের সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম। তারা নিজেরা নিজেদেরকেই ধৰ্মস করছে এবং আল্লাহ জানেন, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। *

43 (হে নবী!) আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ৩৯ কারা সত্যবাদী তোমার কাছে তা স্পষ্ট হওয়া এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি তাদেরকে (জিহাদে শরীক না হওয়ার) অনুমতি কেন দিলে? *

39. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণ না করার অনুমতি কেন দিলেন এজন্য তাকে তিরক্ষার করা উদ্দেশ্য, কিন্তু মহববতপূর্ণ ভঙ্গ লক্ষ্য করুন। তিরক্ষার করার আগেই ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। কেননা প্রথমেই যদি তিরক্ষার করা হত এবং ক্ষমার ঘোষণা পরে দেওয়া হত, তবে এই মধ্যবর্তী সময়টা না জানি তাঁর কী অবস্থার ভেতর দিয়ে কাটত। যা হোক আয়াতের মর্ম এই যে, ওই মুনাফিকদের তো যুদ্ধে যাওয়ার কোন ইচ্ছাই ছিল না, যেমন সামনে ৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাও চাহিলেন না,

তারা সৈন্যদের সাথে মিশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ পাক। কিন্তু নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাদেরকে যুদ্ধে শরীক না হওয়ার অনুমতি না দিতেন, তবে তারা যে নাফরমান এ বিষয়টা সুস্পষ্ট হয়ে যেত। পক্ষান্তরে বর্তমান অবস্থায় তারা যেহেতু অনুমতি নিয়ে ফেলেছে, তাই একদিকে মুসলিমদেরকে বলে বেড়াবে আমরা তো অনুমতি নিয়েই মদীনা মুনাওয়ারায় থেকেছি, অপর দিকে নিজেদের লোকদের কাছে এই বলে কৃতিত্ব জাহির করবে যে, দেখলে তো, আমরা মুসলিমদেরকে কেমন ধোঁকা দিয়েছি।

44 যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে, তারা নিজেদের জ্ঞান-মাল দ্বারা জিহাদ না করার অনুমতি তোমার কাছে চায় না। আল্লাহ মুস্তাকীদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন। ♦

45 তোমার কাছে (জিহাদ না করার) অনুমতি চায় তো তারা, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহে নিপত্তি এবং তারা নিজেদের সন্দেহের ভেতর দোনুল্যমান। ♦

46 যদি বের হওয়ার ইচ্ছাই তাদের থাকত, তবে তার জন্য কিছু না কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত। ^{৪৩} কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহর পছন্দ ছিল না। তাই তাদেরকে আলস্যে পড়ে থাকতে দিলেন এবং বলে দেওয়া হল, যারা (পঙ্গুত্বের কারণে) বসে আছে তাদের সাথে তোমরাও বসে থাক। ♦

40. এ আয়াত জানাচ্ছে যে, মানুষের ওজর-অজুহাত কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন নিজের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালনের পুরোপুরি চেষ্টা ও সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়, তারপর তার ইচ্ছা-বিহীনভূত এমন কোনও কারণ সামনে এসে পড়ে, যদরূপ দায়িত্ব পালন সন্তু হয় না। পক্ষান্তরে কোনও লোক যদি চেষ্টাই না করে এবং সাধ্য অন্যায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে বিরত থাকে আর এ অবস্থায় বলে, আমি অক্ষম, আমার ওজর আছে, তবে তার এ কথা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি ফজরের সময় জাগ্রত হওয়ার সব রকম চেষ্টা করল, অ্যালার্ম লাগল, কিংবা কাউকে জাগানোর জন্য বলে রাখল, কিন্তু তারপরও সে জাগতে পারল না, তবে সে নিশ্চয়ই মাঝুর। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনও প্রস্তুতিই গ্রহণ করল না, তারপর জাগতে না পারার ওজর দেখাল, তার এ ওজর গ্রহণযোগ্য নয়।

47 তারা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করত না এবং তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টায় তোমাদের সারিসমূহের মধ্যে ছোটাছুটি করত। আর তোমাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা তাদের (মতলবের) কথা বেশ শুনে থাকে। ^{৪৪} আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন। ♦

41. এর দুই অর্থ হতে পারে। (এক) কতক সরলপ্রাণ মুসলিম ওই সব লোকের স্বরূপ জানে না। তাই তাদের কথা শুনে মনে করে তারা তা খাঁটি মনেই বলছে। মুনাফিকরা তোমাদের সাথে যুদ্ধে আসলে সরলমন মুসলিমদেরকে প্রৱোচনা দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করত। (দুই) দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, মুনাফিকরা নিজেরা যাঁড়ি সেনাদলে যোগদান করেনি, কিন্তু তোমাদের ভেতর তাদের গুপ্তচর আছে। তারা তোমাদের কথা কান পেতে শোনে এবং যেসব কথা দ্বারা মুনাফিকদের কোন সুবিধা হতে পারে, তা তাদের কাছে পৌঁছে দেয়।

48 তারা এর আগেও ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। তোমার ক্ষতি করার লক্ষ্য তারা বিষয়বলীকে ওলট-পালট করে ঘাচ্ছিল। অবশেষে সত্য আসল এবং আল্লাহর হুকুম বিজয়ী হল অথচ তারা তা অপছন্দ করছিল। ^{৪৫} ♦

42. এর দ্বারা মুসলিমদের বিজয়সমূহের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। মক্কা বিজয় ও হুনায়নের বিজয় তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুনাফিকদের সর্বাত্মক চেষ্টা ছিল মুসলিমগণ যাতে সফল না হতে পারে। তারা নানা রকম ঘৃণ্যস্তু করছিল। দ্বিনে ইসলামকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একেকবার একেক ফন্দী আঁটছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার হুকুম জয়ী হল আর তারা হা করে তাকিয়ে থাকল।

49 আর তাদের মধ্যেই সেই ব্যক্তিগত আছে, যে বলে, আমাকে আব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না। ^{৪৬} ওহে! ফিতনায় তো তারা পড়েই রয়েছে। বিশ্বাস রাখ, জাহানাম কাফেরদেরকে বেষ্টন করে রাখবেই। ♦

43. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রায়ি) থেকে বর্ণিত আছে, মুনাফিকদের মধ্যে জাদু ইবনে কায়স নামক একজন লোক ছিল। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বললে সে জবাব দিল, ইয়া রাসূললাহ! আমি বড় নারীকাত্র লোক। রোমান সুন্দরীদের দেখলে আমার পক্ষে ইন্দ্রিয় সংযম সন্তু হবে না। ফলে আমি ফিতনায় পড়ে যাব। সুতরাং আমাকে এই যুদ্ধে শরীক না হওয়ার অনুমতি দিন এবং এভাবে আমাকে ফিতনার শিকার হওয়া থেকে বাঁচান। এ আয়াতে তার দিকেই ইশারা করা হয়েছে (রাহুল মাআনী ইবনুল মুনাফির, তাবারানী ও ইবনে মারদাওয়ায়হের বরাতে)।

50 তোমার কোন কল্যাণ লাভ হলে তাদের দুঃখ হয় আর যদি তোমার কোন মুসিবত দেখা দেয়, তবে বলে, আমরা তো আগেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম, আর (একথা বলে) তারা বড় খুশী মনে সটকে পড়ে। ♦

51 বলে দাও, আল্লাহ আমাদের জন্য (তাকদীরে) যা লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া অন্য কোন কষ্ট আমাদেরকে কিছুতেই স্পর্শ করবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহরই উপর মুমিনদের ভরসা করা উচিত। ♦

52 বলে দাও, তোমরা আমাদের জন্য কি দুটি মঙ্গলের যে-কোন একটির অপেক্ষাই করছ, (যা আমরা লাভ করব?) ^{৪৪} আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে এই অপেক্ষায় আছি যে, আল্লাহ নিজের পক্ষ হতে অথবা আমাদের হাতে তোমাদেরকে শাস্তি দান করবেন। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় আছি। ♦

44. অর্থাৎ হয়ত আমরা জয়লাভ করব অথবা আল্লাহ তাআলার পথে শহীদ হয়ে যাব। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, আমাদের পক্ষে এ দুটোই কল্যাণকর। তোমরা মনে করছ শহীদ হয়ে গেলে আমাদের ক্ষতি হবে, অর্থ শহীদ হওয়াটা আদৌ ক্ষতির বিষয় নয়; বরং অতি বড় লাভজনক ব্যাপার।

53 বলে দাও, তোমরা (নিজেদের সম্পদ থেকে) খুশী মনে চাঁদা দাও অথবা অসন্তোষের সাথে, তোমাদের পক্ষ হতে তা কিছুতেই কবুল করা হবে না। ^{৪৫} নিচ্যই তোমরা ক্রমাগত অবাধ্যতাকারী সম্প্রদায়। ♦

45. এ আয়াত নাখিল হয়েছে জাদ ইবনে কায়েস প্রসঙ্গে, যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এক রিওয়ায়াতে আছে, যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে একে তো সে পূর্বোক্ত বেছদা ওজর পেশ করেছিল, সেই সঙ্গে সে প্রস্তাব করেছিল, তার বদলে (অর্থাৎ, যুদ্ধে যাওয়ার বদলে) আমি যুদ্ধের চাঁদা দেব (ইবেন জারীর, ১ম খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)। তারই জবাবে এ আয়াত ঘোষণা করছে যে, মুনাফিকদের চাঁদা গ্রহণযোগ্য নয়।

54 তাদের চাঁদা কবুল হওয়ার পক্ষে বাধা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কুফরী করেছে এবং তারা সালাতে আসলে গড়িমাসি করেই আসে এবং (কোনও সৎকাজে অর্থ) ব্যয় করলে তা করে অসন্তোষের সাথে। ♦

55 তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (-এর আধিক্য) দেখে তোমার বিস্তি হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তো চান দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে এসব জিনিস দ্বারাই শাস্তি দিতে। ^{৪৬} আর যাতে কাফির অবস্থায়ই তাদের প্রাণ বের হয়। ♦

46. এ আয়াত দুনিয়ার ধন-দৌলত সম্পর্কিত এক মহা সত্যের প্রতি ইশারা করছে। ইসলামের শিক্ষা হল, ধন-দৌলত এমন কোন বিষয় নয়, যাকে মানুষ তার জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারে। মানুষের আসল লক্ষ্য তো হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও আধিক্যাতের সর্বোত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ। তবে দুনিয়ার বেঁচে থাকতে হলে যেহেতু অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন, তাই বৈধ উপায়ে তা অর্জন করা চাই। এক্ষেত্রেও তুলে গেলে চলবে না যে, দুনিয়ার প্রয়োজন সমাধায়ও অর্থ-সম্পদ স্বয়ং সরাসরি কোনও উপকার দিতে পারে না। বরং তা আরাম-আয়েশের উপকরণ সংগ্রহের মাধ্যমই হতে পারে। মানুষ যখন তাকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেয় এবং সর্বদা এই ধান্ধায় পড়ে থাকে যে, দিন-দিন তা কিভাবে বাড়ানো যায়, তবে সে বেচারার জন্য অর্থ-সম্পদ একটা মুসিবত হয়ে দাঁড়ায়। সে যে এই ধান্ধার ভেতর নিজের সুখগুণশাস্তি সব বিসর্জন দিয়েছে সে খবরও তার থাকে না। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, তার ব্যাংক-ব্যালান্স উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু তার তো দিনেও স্বত্ত্ব নেই, রাতেও আরাম নেই। না স্ত্রী-সন্তানদের সাথে কথা বলার ফুরসত আছে আর না আরাম-আয়েশের উপকরণসমূহ ভোগ করার অবকাশ আছে। যদি কখনও তার অর্থ-বিত্তে লোকসান দেখা দেয়, তবে তো মাথার উপর দুঃখের পাহাড় ভোজে পড়ে। কেননা তার তো সে লোকসানের বিনিময়ে আধিক্যাতে কিছু পাওয়ার ধারণা নেই। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, দুনিয়াদারের পক্ষে অর্থ-বিত্ত তার দুনিয়ার জীবনেই আয়াব হয়ে দাঁড়ায়।

56 তারা আল্লাহর কসম করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অর্থ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা এক ভীরু সম্প্রদায়। ♦

57 তারা যদি কোনও আশ্রয়স্থল, কোনও গিরি-গুহা কিংবা কোন প্রবেশস্থল পেয়ে যায়, তবে লাগামহীনভাবে সে দিকেই ধাবিত হয়। ^{৪৭} ♦

47. অর্থাৎ তারা যে নিজেকে মুসলিম বলে ঘোষণা করেছে তা কেবল মুসলিমদের ভয়ে। নয়ত তাদের অন্তরে কগমাত্র ঈমান নেই। সুতরাং এমন কোনও স্থান যদি তারা পেত যেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারত, তবে তারা ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা না দিয়ে বরং সেখানে গিয়ে আত্মগোপন করত।

58 তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা সদকা (বণ্টন) সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে। ^{৪৮} সদকা থেকে তাদেরকে (তাদের মন মত) দেওয়া হলে তারা খুশী হয়ে যায় আর তাদেরকে যদি তা থেকে না দেওয়া হয়, অমনি তারা ক্ষুক্ষ হয়। ♦

48. ইবনে জারীর (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে কয়েকটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, যাতে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদকা বণ্টন করলে কিছু মুনাফিক তাতে প্রশংস্ত তুলল। তারা বলল, এ বণ্টন ইনসাফ (মোতাবেক হয়নি (নাউয়ুবিল্লাহ)। এর কারণ ছিল এই যে, মুনাফিকদেরকে তা থেকে তাদের খাশেশ মত দেওয়া হয়নি।

59 কত ভালো হত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা-ই দিয়েছেন তাতে যদি তারা খুশী থাকত এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহ দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও। আমরা তো আল্লাহরই কাছে আশাবাদী। ♦

60 প্রকৃতপক্ষে সদকা ফকীর ও মিসকীনদের হক ^{৪৯} এবং সেই সকল কর্মচারীদের, যারা সদকা উসূলের কাজে নিয়োজিত ^{৫০} এবং যাদের মনোরঞ্জন করা উদ্দেশ্য তাদের। ^{৫১} তাছাড়া দাসমুক্তি, ^{৫২} খণ্গগ্রস্তের খণ পরিশোধে ^{৫৩} এবং আল্লাহর পথে ^{৫৪} ও মুসাফিরদের সাহায্যেও ^{৫৫} (তা ব্যয় করা হবে)। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ♦

49. ফকীর ও মিসকীন কাছাকাছি অর্থের শব্দ। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ কেউ এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন যে, মিসকীন সেই ব্যক্তি, যার কিছুই নেই; সম্পূর্ণ নিঃস্ব। আর ফকীর বলে সেই ব্যক্তিকে, যার কাছে কিছু থাকে, কিন্তু তা প্রয়োজন অপেক্ষা কম। আবার কেউ কেউ পার্থক্যটা এর বিপরীতভাবে করেছেন। তবে যাকাতের বিধানে উভয়ই সমান। অর্থাৎ যার কাছে সাড়ে বায়ান তোলা রূপা বা তার সমন্বলের মাল-সামগ্রী, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, না থাকে, তার জন্য যাকাত গ্রহণ জায়ে। বিস্তারিত জানার জন্য ফিকহী গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

50. ইসলামী রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল মুসলিমদের থেকে তাদের প্রকাশ্য সম্পদের যাকাত উসূল করে প্রকৃত হকদারদের মধ্যে বণ্টন করা। এ কাজের জন্য যে সকল কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়, তাদের বেতনও যাকাত থেকে দেওয়া যেতে পারে।

51. এর দ্বারা সেই অভাবগ্রস্ত নও-মুসলিমকে বোঝানো হয়েছে, ইসলামের উপর স্থিতিশীল রাখার জন্য যার মনোরঞ্জন করার প্রয়োজন বোধ হয়। পরিভাষায় এরূপ লোককে 'মুআল্লাফাতুল কুলুব' বলা হয়।

52. যে যুগে দাস প্রথা চালু ছিল, তখন অনেক সময় মনিব তার দাসকে বলত, তুমি আমাকে এই পরিমাণ অর্থ আদায় করলে তুমি আযাদ হয়ে যাবে। এরূপ দাসদের মুক্তি লাভে সহযোগিতা করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করার সুযোগ ছিল।

53. এর দ্বারা সেই খণ্ডগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যার মালামাল খণ্ড পরিশোধের জন্য যথেষ্ট নয় কিংবা তার সব মালপত্র দ্বারা খণ্ড পরিশোধ করা হলে তার কাছে নিসাব তথ্য সাড়ে বায়ান তোলা রূপার সম-পরিমাণ মাল অবশিষ্ট থাকবে না।

54. 'আল্লাহর পথে' কথাটি কুরআন মাজীদে বেশির ভাগই জিহাদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা এমন লোককে বোঝানো উদ্দেশ্য, যে জিহাদে যেতে চায়, কিন্তু তার কাছে বাহন ইত্যাদিপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা নেই। ফুকাহায়ে কিরাম আরও কতক অভাবগ্রস্তকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেমন কোন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে তার কাছে হজ্জ আদায়ের মত অর্থ-কড়ি নেই। এরূপ ব্যক্তিকেও 'আল্লাহর পথে'-এর খাতভুক্ত করে যাকাত দেওয়া যাবে।

55. 'মুসাফির' দ্বারা এমন সফরবরত ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যার কাছে সফরের প্রয়োজনাদি পূরণ করে বাঢ়ি ফেরার মত টাকা-পয়সা নেই, যদিও বাড়িতে তার নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে।
প্রকাশ থাকে যে, কুরআন মাজীদে বর্ণিত যাকাতের অর্থ ব্যয়ের উপরিউক্ত আটটি খাতের যে ব্যাখ্যা আমরা এখানে প্রদান করলাম, এটা খুবই সংক্ষিপ্ত। সুতরাং এসব খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের সময় কোন আলেমের কাছ থেকে ভালোভাবে মাসজিদ বুঝে নেওয়া চাই। কেননা এসব খাতের প্রত্যেকটি সম্পর্কে শরীয়তের বিস্তারিত বিধি-বিধান রয়েছে, যার বিশদ বিবরণ দেওয়ার জায়গা এটা নয়।

61 তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং (তাঁর সম্পর্কে) বলে, 'সে তো আপাদমস্তক কান'। ৫৬ বলে দাও, তোমাদের পক্ষে যা মঙ্গলজনক, সে তারই জন্য কান। ৫৭ সে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং মুমিনদের কথা বিশ্বাস করে। তোমাদের মধ্যে যারা (বাহ্যিকভাবে) ঈমান এনেছে, তাদের জন্য সে রহমত (সুলভ আচরণকারী)। যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। ❁

56. মুনাফিকদের উপরিউক্ত বাক্যের উভ্যের আলাইহি ওয়া সাল্লাম কান পেতে সর্বপ্রথম যে কথা শোনেন, তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ওহী। আর ওহী তো তোমাদের সকলের কল্যাণার্থেই নায়িল করা হয়। (দুই) তিনি খাঁটি মুমিনদের কথা শুনে সতীই তা বিশ্বাস করে নেন। কেননা তাদের সম্পর্কে তাঁর জান আছে, তারা মিথ্যা বলে না। (তিনি) যারা কেবল বাহ্যিকভাবে ঈমান এনেছে সেই মুনাফিকদের কথাও তিনি শোনেন। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, তিনি তাদের কথায় ধোঁকায় পড়ে যান। বরং আল্লাহ তাআলা যেহেতু তাকে সাক্ষাৎ রহমত ও কর্মণাস্বরূপ পাঠিয়েছেন, তাই যতদূর সম্ভব তিনি প্রত্যেকের সাথে দয়ার আচরণ করেন। আর সে কারণেই তিনি মুনাফিকদের কথা সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে বরং নীরবতা অবলম্বন করেন। সুতরাং এটা ধোঁকায় পড় নয়; বরং তাঁর দয়ালু চরিত্রেরই বাহ্যিক প্রকাশ।

57. এটা আরবী ভাষার একটা প্রবচনের আক্ষরিক অনুবাদ। আরবী পরিভাষায় যে ব্যক্তি সকলের কথাই শোনামাত্র বিশ্বাস করে, তার সম্পর্কে বলা হয়, 'এ ব্যক্তির তো সবটাই কান' কিংবা 'সে আগাগোড়া কান'। যেমন উর্দু ভাষায় বলে ৫৭ [কান কান পাতলা]। মুনাফিকরা আপসের মধ্য আলাপচারিতার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এরূপ ন্যাক্তারজনক শব্দ ব্যবহার করেছিল। বোঝাতে চাচ্ছিল, আমাদের চক্রান্তের বিষয়টা কখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফাঁস হয়ে গেলেও আমরা কথা দ্বারা তাঁকে খুশী করে ফেলব। কেননা তিনি সকলের কথাই বিশ্বাস করে নেন।

62 (হে মুসলিমগণ!) তারা তোমাদেরকে খুশী করার জন্য তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে, অর্থে তারা সত্যিকারের মুমিন হলে তো আল্লাহ ও তার রাসূলই এ বিষয়ের বেশি হকদার যে, তারা তাদেরকেই খুশী করবে। ❁

63 তারা কি জানে না, কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে তার জন্য রয়েছে জাহানামের আগুন, যাতে সে সর্বদা থাকবে? এটা তো চরম লাঞ্ছনা! ❁

64 মুনাফিকগণ ভয় পায় যে, পাছে মুসলিমদের প্রতি এমন কোনও সূরা নায়িল হয়, যা তাদেরকে তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মনের কথা জানিয়ে দিবে। ৫৮ বলে দাও, তোমরা ঠাট্টা করতে থাক। তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ তা প্রকাশ করেই দিবেন। ♦

58. মুনাফিকগণ তাদের নিজেদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনায় মুসলিমদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। কেউ এ সম্পর্কে জিজেস করলে বলত, আমরা এসব কথা কেবল ফূর্তি করেই বলেছিলাম, মনের থেকে বলিনি। (তারা মনের দিক থেকে যেহেতু দোদুল্যমান ছিল, যেমন কুফর পরিত্যাগ করতে পারছিল না, তেমনি চাক্ষুস প্রমাণাদি দেখে মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতকেও পুরোপুরি অগ্রাহ করতে পারছিল না, তাই হাজারও বাঞ্জ-বিদ্রূপ সঙ্গেও মনের মধ্যে একটা খটকা তাদের লেগেই থাকত। মাঝে মধ্যে ওইর মাধ্যমে তাদের কোন কোন গোপন কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় সে খটকা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে তারা শক্তি হয়ে ওঠে, না জানি কুরআনের একটা পূর্ণজ্ঞ সূরাই তাদের সম্পর্কে নায়িল হয়ে যায় আর তা তাদের সব গোমর ফাঁস করে দেয় এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়ে।-অনুবাদক) ৬৪ থেকে ৬৬ নং পর্যন্ত আয়তসমূহে তাদের এসব কার্যকলাপের পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

65 তুমি যদি তাদেরকে জিজেস কর, তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো হাসি-তামাশা ও ফূর্তি করছিলাম। বল, তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ফূর্তি করছিলে? ♦

66 অজুহাত দেখিও না। তোমরা ঈমান জাহির করার পর কুফরীতে লিপ্ত হয়েছ। আমি তোমাদের মধ্যে এক দলকে ক্ষমা করলেও, অন্য দলকে অবশ্যই শাস্তি দিব। ৫৯ কেননা তারা অপরাধী। ♦

59. অর্থাৎ মুনাফিকদের মধ্যে যারা তাওবা করবে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। আর যারা তাওবা করবে না তারা অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

67 মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী সকলেই একে অন্যের মত। তারা মন্দ কাজের আদেশ করে ও ভালো কাজে বাধা দেয় এবং তারা নিজেদের হাত বন্ধ করে রাখে। ৬০ তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। ৬১ নিঃসন্দেহে মুনাফিকগণ ঘোর অবাধ্য। ♦

60. অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা আলার আনুগত্য পরিহার করেছে, তাই আল্লাহ তা আলাও তাদেরকে পরিহার করেছেন এবং নিজ রহমত ও অনুগ্রহ হতে তাদেরকে দূরে রেখেছেন। ফলে তারা তার পক্ষে বিমৃতভূল্য হয়ে গেছে। -অনুবাদক

61. 'হাত বন্ধ রাখা'-এর অর্থ তারা কৃপণ। যে সকল ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করা উচিত, তাতে তা করে না।

68 আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী এবং সমস্ত কাফেরকে জাহানামের আগুনের প্রতিশৃঙ্খল দিয়েছেন। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। তাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পত্তি বর্ষণ করেছেন আর তাদের জন্য আছে স্থায়ী শাস্তি। ♦

69 (হে মুনাফিকগণ!) তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, (তোমরা) তাদেরই মত। তারা শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা প্রবল এবং ধনে-জনে তোমাদের অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। তারা তাদের ভাগের মজা লুটে নিয়েছিল, তারপর তোমরাও তোমাদের ভাগের মজা লুটেছ, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ নিজেদের ভাগের মজা লুটেছিল এবং তোমরাও বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত হয়েছিল, যেমন তারা লিপ্ত হয়েছিল। ৬২ তারাই এমন লোক, যাদের কর্ম দুনিয়া ও আধিকারাতে নিষ্ফল হয়েছে এবং তারাই এমন লোক, যারা (ব্যবসায়) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ♦

62. অর্থাৎ ভোগবাদিতায় এবং আল্লাহ ও দ্বীন-ঈমান সম্পর্কে অসার-অনুচিত কথাবার্তায় তোমরা সেই অতীত জাতিসমূহেরই মত। সুতরাং সাবধান হও, তাদের যে পরিণতি হয়েছিল, অনুরূপ পরিণতি তোমাদেরও ভোগ করতে হতে পারে। -অনুবাদক

70 তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) কাছে কি তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের সংবাদ পোঁছেনি? নৃহের কওম, আদ, ছামুদ, ইবরাহীমের কওম, মাদয়ানবাসী এবং সেই সকল জনপদ, যা উল্লিয়ে দেওয়া হয়েছে! ৬৩ তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। অতঃপর আল্লাহ এমন নন যে, তাদের উপর জুলুম করবেন; বস্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। ♦

63. এদের ঘটনাবলীর জন্য দেখুন সূরা আরাফের ৭ : ৫৯ থেকে ৭ : ৯২ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ।

71 মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পরে একে অন্যের সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ নিজ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ♦

72 আল্লাহ মুমিন নর ও মুমিন নারীদেরকে প্রতিশৃঙ্খল দিয়েছেন এমন উদ্যানরাজির, যার তলদেশে নহর বহমান থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসস্থানের, যা রয়েছে সতত সজীব জন্মাতে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ, (যা জান্নাতবাসীগণ লাভ করবে)। এটাই মহা সাফল্য। ♦

73

হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ কর [৬৪](#) এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা জাহানাম আর তা অতি মন্দ ঠিকানা। ♦

64. জিহাদ-এর মূল অর্থ, চেষ্টা, মেহনত ও পরিশ্রম করা। দ্বিনের হেফাজত ও প্রতিরক্ষার জন্য এ মেহনত সশ্ত্র সংগ্রাম রূপেও হতে পারে এবং মৌখিক দাওয়াত ও তাবলীগ, আলোচনা-পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পছায়ও হতে পারে। যারা প্রকাশ কাফের, তাদের সাথে জিহাদ দ্বারা এখানে প্রথমোক্ত অর্থই বোঝানো হয়েছে। আর মুনাফিকদের সাথে জিহাদ দ্বারা দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য। মুনাফিকরা যেহেতু মুখে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করত তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অপতৎপরতা সন্ত্রেষণ হৃকুম দেন যে, দুনিয়ায় তাদের সাথে মুসলিমদের মতই ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং তাদের সাথে জিহাদের অর্থ হবে মৌখিক জিহাদ। আর তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার অর্থ, কথাবার্তায় তাদের কোনও খাতির না করা এবং তাদের দ্বারা শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ ঘটলে তাদেরকে ক্ষমা না করা।

74

তারা আল্লাহর কসম করে যে, তারা কিছু বলেনি। অথচ তারা কুফরী কথা বলেছে [৬৫](#) এবং তারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের পর কুফর অবলম্বন করেছে এবং [৬৬](#) তারা এমন কাজ করার ইচ্ছা করেছিল, যাতে তারা সফলতা লাভ করতে পারেনি। [৬৭](#) আল্লাহ ও তার রাসূল যে তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে বিস্তুবান করেছিলেন, তারা তারই বদলা দিয়েছে। [৬৮](#) এখন তারা তাওবা করলে তা তাদের পক্ষে মঙ্গল হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাময়

শাস্তি দিবেন এবং ভৃপৃষ্ঠে তাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না। ♦

65. মুনাফিকদের একটা খাসলত ছিল যে, তারা তাদের নিজেদের বৈঠক ও মজলিসে ঠিকই কাফেরসুলভ কথাবার্তা বলত। কিন্তু এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজেস করা হলে সাফ অঙ্গীকার করত এবং কসম করত যে, আমরা এমন কথা বলিনি। একবার মুনাফিকদের সন্দিগ্ধ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে চরম ধৃষ্টতামূলক উত্তি করেছিল। এমনই কথা, যা উচ্চারণ করাও কঠিন। সেই সঙ্গে এটাও বলেছিল যে, আমরা যখন মদ্দিনায় পৌঁছেছি, তখন আমাদের মধ্যকার সম্মানী ও শক্তিশালী লোকেরা নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে মদ্দিনা থেকে বের করে দেবে। খোদ কুরআন মাজীদেও তার এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে (দেখুন, সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৮)। কিন্তু যখন তাকে এ সম্পর্কে জিজেস করা হল, সে তা অঙ্গীকার করল এবং কসম করল যে, আমি এটা বলিনি (রাহুল মাআনী ইবনে জারীর, ইবনুল মুনাফির প্রমূখের বরাতে)।

66. অর্থাৎ আন্তরিকভাবে যদিও তারা কখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি, কিন্তু অন্ততপক্ষে মুখে তো ইসলামের কথা স্বীকার করত। পরবর্তীকালে তারা মুখেও কুফরকে গ্রহণ করে নিল।

67. এর দ্বারা কোনও এক ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে, যাতে মুনাফিকরা কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র প্রটোচিল, কিন্তু তাতে তারা সফল হতে পারেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এ রকম কয়েকটি ঘটনাই ঘটেছিল, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার এই ন্যাকারজনক দূরভিসন্ধির কথা প্রকাশ করেছিল যে, তারা মুসলিমগণকে মদ্দিনা থেকে বের করে দেবে। বলাবাহ্য, তারা তাদের সে কু-মতলব বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি। দ্বিতীয় একটি ঘটনা ঘটেছিল তাবুক থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যাবর্তন কালে। মুনাফিকরা বারজন লোককে মুখোশ পরিয়ে এক গিরিপথে নিযুক্ত করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল তারা সেখানে লুকিয়ে থাকবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সেখান দিয়ে অতিক্রম করবেন, তখন তার উপর অতর্কিং আক্রমণ চালাবে। কিন্তু হযরত হৃষ্যায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রায়ি) তাদেরকে দেখে ফেলেছিলেন। তিনি তা অবহিত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে এত জোরে আওয়াজ করলেন যে, তারা তাতে আতঙ্কিত হয়ে ওঠল। ফলে সকলে প্রাণ নিয়ে পালাল। পরে তিনি হযরত হৃষ্যায়ফা (রায়ি)কে জানালেন যে, তারা ছিল একদল মুনাফিক (রাহুল মাআনী, দালাইলুল নবুওয়াহ-এর বরাতে)।

68. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের বরকতে মদ্দিনা মুনাওয়ারার বাসিন্দাদের আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়ে গিয়েছিল এবং তার সুফল মুনাফিকরাও ভোগ করেছিল। এর আগে তাদের খুবই দৈন্যদশা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের পর তাদের অধিকাংশই মালদার হয়ে গেল। এ আয়াত বলছে, সৌজন্যবোধের তো দাবী ছিল তারা এ সমৃদ্ধির কারণে আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুকর আদায় করবে, কিন্তু তারা সে ইহসানের বদলা দিল তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক চক্রান্ত দ্বারা।

75

তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে, তিনি যদি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে দান করেন, তবে আমরা অবশ্যই সদকা করব এবং নিঃসন্দেহে আমরা সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হব। ♦

76

কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করল এবং মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। [৬৯](#) ♦

69. হযরত আবু উমামা রায়িয়াল্লাহু আনহর এক বর্ণনায় আছে, সালাবা নামক জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আরজ করল, আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে ধনী বানিয়ে দেন। তিনি প্রথমে তাকে বুঝালেন যে, বেশী ধনবান হওয়াকে তো আমি নিজের জন্যও পছন্দ করি না। কিন্তু সে পীড়াপীড়ি করতে থাকল এবং এই ওয়াদাও করল যে, আমি ধনবান হলে সকল

হকদারকে তাদের হক আদায় করে দেব। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে এই প্রাঞ্জনেচিত কথা বললেন, দেখ, যেই অঞ্চল সম্পদের শুরু আদায় করতে পারবে, সেটা ওই বেশি সম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যার শুরু আদায় করতে পারবে না। কিন্তু তথাপি সে শীড়গীড়ি করতে লাগল। আগত্যা নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেয়া করলেন। ফলে বাস্তবিকই সে ধনবান হয়ে গেল। তার মূল সম্পদ ছিল গবাদি পশু। তা অঞ্চল দিলেন ভেতর এত বেড়ে গেল যে, তার দেখাশোনায় ব্যস্ত থাকার ফলে নামায ছুটে যেতে লাগল। সে এক পর্যায়ে তার পশুগুলো নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারার বাইরে গিয়ে থাকতে শুরু করল। কেননা ভিতরে তার স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। প্রথম দিকে তো জুমুআর দিন মসজিদে আসতা কিন্তু এক পর্যায়ে জুমুআয় আসাও ছেড়ে দিল। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি যখন তার কাছে যাকাত আদায়ের জন্য গেল, তখন সে যাকাত নিয়েও পরিহাস করল এবং টালবাহানা করে তাকে ফেরত পাঠাল। এ আয়াতে সেই ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে। (রহুল মাঝানী, তাবারানী ও বায়হাকীর বরাতে)।

77 সুতরাং আল্লাহ শাস্তি হিসেবে তাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করে দিলেন সেই দিন পর্যন্ত, যে দিন তারা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে। কেননা তারা আল্লাহর সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিল, তা রক্ষা করল না এবং তারা মিথ্যা বলত। ♦

78 তাদের কি জানা ছিল না যে, আল্লাহ তাদের (সমস্ত) গুপ্ত বিষয় এবং তাদের কানাকানি সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ অদৃশ্যের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত? ♦

79 (এসব মুনাফিক তো এমন), যারা মুমিনদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকাকারীদেরকে দোষারোপ করে এবং তাদেরকেও যারা নিজ শ্রম (লক্ষ অর্থ) ছাড়া কিছুই পায় না। ৭০ এ কারণে তারা তাদেরকে উপহাস করে। আল্লাহও তাদের উপহাস করেন। ৭১ তাদের জন্য যত্নাময় শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। ♦

70. প্রকৃত অর্থে 'উপহাস করা' শব্দটি আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য নয়। তিনি এর উর্ধ্বে ও এর থেকে পরিব্রহ্ম। সুতরাং এছলে উপহাস করা দ্বারা উপহাস করার শাস্তি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা যে উপহাস করছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেজন্য শাস্তি দান করবেন। আল্লাহ তা'আলার জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে অলংকার শাস্ত্রের মুশাকালা [পাশাপাশি অবস্থানের কারণে একটি বিষয়কে অপরাটির শব্দে ব্যক্তকরণমূলক অলংকার]-এর ভিত্তিতে।

71. নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে দান-খয়রাত করতে উৎসাহ দিলে নিষ্ঠাবান মুসলিমদের যার পক্ষে যা সম্ভব ছিল তাঁর সমাপ্ত এনে পেশ করলেন। আপর দিকে মুনাফিকগণ এ পুণ্যের কাজে অংশগ্রহণ করবে তো দূরের কথা, উল্লেখ তারা মুসলিমদেরকে বিভিন্নভাবে দোষারোপ করতে লাগল। কেউ বেশি দিলে বলত, সে তো মানুষকে দেখানোর জন্য দান করছে। আবার কোন গরীব শ্রমিক নিজের ঘাম ঘারানো কামাই থেকে কিছু নিয়ে আসলে তারা উপহাস করে বলত, তুমি এই কী নিয়ে এসেছ? এর কোনও প্রয়োজন আল্লাহর আছে কি? বুখারী শরীফ এবং হাদীস ও তাফসীরের অন্যান্য কিতাবে এ রকম বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। এছলে খুব সম্ভব তাবুক যুদ্ধকালীন সময়ের কথা বোঝানো হয়েছে, যখন নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদা দিতে উৎসাহিত করেছিলেন। আদুরুরুল মানছুর (৪৩ খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা)-এর একটি রিওয়ায়াত দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

80 (হে নবী!) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর একই কথা। তুমি যদি তাদের জন্য সন্তুষ্ট বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবু আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। আল্লাহ অবাধ্য লোকদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত করেন না। ♦

81 যাদেরকে (তাবুক যুদ্ধ হতে) পিছনে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, তারা রাসূলুল্লাহর যাওয়ার পর (নিজ গৃহে) বসে থাকাতে আনন্দ লাভ করল। আর আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ করা তাদের কাছে নাপচ্ছন্দ ছিল। তারা বলেছিল, এই গরমে বের হয়ে না। বল, উত্তাপে জাহানামের আগুন তীব্রতর। যদি তারা বুঝাত। ♦

82 সুতরাং তারা (দুনিয়ায়) কিঞ্চিৎ হেসে নিক। অতঃপর তারা (আখিরাতে) অনেক কাঁদবে, তারা যা-কিছু অর্জন করেছে তার প্রতিফলন্ধরূপ। ♦

83 (হে নবী!) এরপর আল্লাহ তোমাকে তাদের কোনও দলের কাছে ফিরিয়ে আনলে এবং তারা তোমার কাছে (অন্য কোনও জিহাদে) বের হওয়ার অনুমতি চাইলে তাদেরকে বলে দেবে, 'তোমরা আর কখনও আমার সঙ্গে বের হতে পারবে না' এবং আমার সাথে মিলে কখনও কোনও শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকতে পছন্দ করেছিলেন। সুতরাং এখনও তাদের সঙ্গে বসে থাক, যারা (কোনও ওজরের কারণে) পিছনে থাকে। ♦

84 (হে নবী!) তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্য হতে কেউ মারা গেলে তুমি তার প্রতি (জানায়ার) নামায পড়বে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেও না। ৭২ তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা পাপিষ্ঠ অবস্থায় মারা গেছে। ♦

72. এ আয়াতের শানে নৃয়ল সম্পর্কে সহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর পুত্র হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রায়ি) ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মুনাফিকী প্রকাশ পেলেও সে প্রকাশ্যে যেহেতু নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করত, তাই বাহত তার সাথে মুসলিমদের মতই আচরণ করা হত। তার যথন মৃত্যু হল, তখন তার পুত্র হয়রত আবদুল্লাহ (রায়ি) নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে জানায় পড়ানোর জন্য অনুরোধ

করলেন। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো উশ্মতের প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিই বড় দয়ালু ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর অনুরোধ গ্রহণ করলেন এবং তাঁর পিতার জানায়া পড়ানোর জন্য চলে গেলেন। এদিকে হ্যরত উমর (রাখি) তাঁকে এই ঘোর মুনাফিকের জানায়া না পড়ানোর অনুরোধ জানালেন এবং এর সমক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতের বরাত দিলেন, যাতে বলা হয়েছে, 'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর উভয়ই সমান।' তুমি যদি তাদের জন্য সন্তুষ্ট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবু আল্লাহ তাদেরক ক্ষম করবেন না (আয়াত নং ৮০)। কিন্তু নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে তো এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে যে, আমি চাইলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি। সুতরাং আমি তার জন্য সন্তুষ্ট ক্ষমা প্রার্থনা করব। কাজেই তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জানায়া পড়ালেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাখিল হয় এবং তাঁকে মুনাফিকদের জানায়ার নামায পড়াতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। এরপর নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কখনও কোনও মুনাফিকের জানায়ার নামায পড়াননি।

- 85** তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (-এর প্রাচুর্য) দেখে তোমার বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তো এসব জিনিস দ্বারা তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান ৭৩ এবং (আরও চান) যেন কাফির অবস্থায়ই তাদের প্রাণপাত হয়। ♦

73. এর জন্য পেছনে ৫৫৬ং আয়াতের টীকা দেখুন।

- 86** 'আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর' এ মর্মে যখন কোন সূরা নাখিল হয়, তখন তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে, তারা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় এবং বলে, যারা (ঘরে) বসে আছে, আমাদেরকেও তাদের সঙ্গে থাকতে দিন। ♦

- 87** তারা পেছনে থেকে যাওয়া নারীদের সঙ্গে থাকাতেই আনন্দ বোধ করে। তাদের অন্তরে মোহর করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা অনুধাবন করে না (যে, তারা আসলে কী করছে!)। ♦

- 88** কিন্তু রাসূল এবং যে সকল লোক তার সঙ্গে ঈমান এনেছে, তারা নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ করেছে। তাদেরই জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ এবং তারাই কৃতকার্য। ♦

- 89** আল্লাহ তাদের জন্য এমন সব উদ্যান তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান, যাতে তারা সর্বদা থাকবে। তাই মহাসাফল্য। ♦

- 90** আর দেহাতীদের মধ্য থেকেও অজুহাত প্রদর্শনকারীরা আসল, যেন তাদেরকে (জিহাদ থেকে) অব্যাহতি দেওয়া হয়। ৭৪ আর (এভাবে) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে মিথ্যা বলেছিল, তারা বসে থাকল। ৭৫ তাদের মধ্যে যারা (সম্পূর্ণরূপে) কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য যত্নপামায় শাস্তি রয়েছে। ♦

74. অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে নিজেদের মুমিন বলে দাবি করেছিল, অথচ সে দাবি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা, তারা আদো ঈমান আনেনি। তারা জিহাদেও যায়নি এবং না যাওয়ার পক্ষে কোন ওষৱও দেখায়নি। অর্থাৎ মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে এলে একদল বেদুইন মুনাফিক তো তাঁর কাছে এসে বিভিন্ন বাণোয়াট অজুহাত পেশ করতে লাগল যে, আমরা এই-এই সমস্যার কারণে যুদ্ধে যেতে পারিনি। আরেকদল মিথ্যা ঈমানের দাবিদার যুদ্ধে তো যাইছেনি, আবার কেন যায়নি, সে কারণ দর্শাতেও আসেনি। নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকল। (-অনুবাদক)

75. মদীনা মুনাওয়ারায় যেমন বহু মুনাফিক ছিল, তেমনি যারা মদীনার বাইরে পল্লী এলাকায় বাস করত, তাদের মধ্যেও অনেকে মুনাফিক ছিল। তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের হুকুম যেহেতু কেবল মদীনাবাসীদের জন্যই নয়; বরং আশেপাশে যারা বাস করত, তাদের জন্যও ব্যাপক ছিল, তাই এ সকল দেহাতী মুনাফিককাও নানা অজুহাত নিয়ে হাজির হল।

- 91** দুর্বল লোকদের (জিহাদে না যাওয়াতে) কোনও গুনাহ নেই এবং পীড়িত ও সেই সকল লোকেরও নয়, যাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অকৃত্রিম থাকে। সৎ লোকদের সম্পর্কে কোনও অভিযোগ নেই। আল্লাহ অতি ক্ষমশীল, পরম দয়ালু। ♦

- 92** সেই সকল লোকেরও (কোনও গুনাহ) নেই, যাদের অবস্থা এই যে, তুমি তাদের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করবে যখন এই আশায় তারা তোমার কাছে আসল আর তুমি বললে, আমার কাছে তো তোমাদেরকে দেওয়ার মত কোন বাহন নেই, তখন তাদের কাছে খরচ করার মত কিছু না থাকার দুঃখে তারা এভাবে ফিরে গেল যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। ৭৬ ♦

76. বিভিন্ন রিওয়ায়াতে আছে, এঁরা সকলে ছিলেন আনসারী সাহবী, যেমন হ্যরত সালিম ইবনে উমায়ের, হ্যরত উলবা ইবনে যায়েদ, হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে কাব, হ্যরত আমর ইবনুল হাস্মায়, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল, হ্যরত হারমী ইবনে আবদুল্লাহ ও হ্যরত ইরবায় ইবনে সারিয়া রায়িয়াল্লাহ তাতালা আনহুম আজমাইন। তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তারা নিখাদ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং সেজন্য নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সওয়ারীর আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন বললেন, আমার কাছে তো কোনও সওয়ারী নেই, তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন (রহুল মাআনী)।

93 অভিযোগ তো আছে তাদের সম্পর্কে, যারা ধনবান হওয়া সত্ত্বেও তোমার কাছে অব্যাহতি চায়। পেছনে অবস্থানকারী নারীদের সঙ্গে থাকাতে তারা খুশী। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন। ফলে তারা (প্রকৃত সত্য) জানে না। *

94 (হে মুসলিমগণ!) তোমরা যখন (তাবুক থেকে) তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের কাছে (নানা রকম) অজুহাত পেশ করবে। (হে নবী! তাদেরকে) বলে দিয়ো, তোমরা অজুহাত পেশ করো না, আমরা কিছুতেই তোমাদের কথা বিশ্বাস করব না। আল্লাহ তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদেরকে ভালোভাবে অবগত করেছেন। আর ভবিষ্যতে আল্লাহও তোমাদের কাজকর্ম দেখবেন এবং তাঁর রাসূলও। ৭৭ অতঃপর তোমাদেরকে সেই সত্ত্বে সামনে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত। অতঃপর তোমরা যা-কিছু করছিলে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। *

77. অর্থাৎ দেখবেন, তোমরা তোমাদের মুনাফিকসুলভ তৎপরতাই চালিয়ে যাচ্ছ, না তা থেকে তাওবা করে খাঁটি মুমিন হয়ে গেছ।

95 তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম করবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো। ৭৮ নিশ্চয়ই তারা (আপদমস্তক) অপবিত্র। আর তারা যা অর্জন করছে তজন্য তাদের ঠিকানা জাহানামা। *

78. এখানে উপেক্ষা করার অর্থ তাদের কথা শোনার পর তা অগ্রহ্য করা এবং তৎক্ষণাত তাদেরকে কোন শাস্তি না দেওয়া আর তাদের ওজর গ্রহণের ওয়াদাও না করা কিংবা ক্ষমার ঘোষণা না দেওয়া। এ নীতি অবলম্বনের কারণ পরবর্তী আয়তে এই বলা হয়েছে যে, মুনাফিকীর কারণে তারা আপদমস্তক অপবিত্র। তাদের অজুহাত মিথ্যা হওয়ার কারণে তা তাদেরকে পবিত্র করার শক্তি রাখে না। শেষে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

96 তোমরা যাতে তাদের প্রতি খুশী হয়ে যাও সেজন্য তারা তোমাদের সামনে কসম করবে, অথচ তোমরা তাদের প্রতি খুশী হলেও আল্লাহ (এরূপ) অবাধ্য লোকদের প্রতি খুশী হবেন না। *

97 দেহাতী (মুনাফিক)-গণ কুফর ও কপটতায় কঠোরতর এবং (অন্যদের অপেক্ষা) তারা এ বিষয়ের বেশি উপযুক্ত যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি যে দীন অবতীর্ণ করেছেন তার বিধানাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে। ৭৯ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *

79. অর্থাৎ মুনাফিকী ছাড়াও তাদের একটা দোষ হল, তারা মদীনা মুনাওয়ারার মুসলিমদের সাথে মেলামেশাও করে না যে, শরীয়তের বিধানাবলী জানতে পারবে। ফলে দীন ও দীনের সামগ্রিক শিক্ষা হতে বঞ্চিত থেকে অজ্ঞতা ও অশিক্ষিতার ভেতর তারা বেড়ে ওঠে। যে কারণে কুফর ও মুনাফিকীতে মদীনার মুনাফিকদের চেয়ে তারা বেশি কঠোর এবং কুফরী কথাবার্তায় বেশি বেপরোয়া হয়ে থাকে। (-অনুবাদক)

98 সেই দেহাতীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা (আল্লাহর নামে) ব্যয়িত অর্থকে এক জরিমানা গণ্য করে ৮০ এবং তোমাদের ব্যাপারে কালচক্রের অপেক্ষা করে, ৮১ (অথচ প্রকৃত ব্যাপার হল,) নিকৃষ্টতম কালচক্র তাদেরই উপর গড়িয়েছে। আল্লাহ সকল কথা শোনেন, সবকিছু জানেন। *

80. অর্থাৎ তাদের একান্ত কামনা মুসলিমগণ কোনও মুসিবতের চক্রে পতিত হোক। তাহলে শরীয়তের যে সব বিধান তাদের দৃষ্টিতে কঠিন মনে হয়, সে ব্যাপারে তারা স্বাধীন হয়ে যেতে পারবে। বিশেষত তাঁর যাকের যুদ্ধকালে তারা বড় আশা করছিল, এবার যেহেতু বিশাল রোমান শক্তির সাথে মুসলিমদের মুকাবিলা হতে যাচ্ছে, তাই যথেষ্ট সন্তানের আছে রোমানদের হাতে এবার তাদের চূড়ান্ত পতন ঘটবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরা মুনাফিকীর চক্রে নিপত্তি আছে, যা তাদেরকে দুনিয়া আধিরাত উভয় স্থানে লাপ্তি করে ছাড়বে।

81. অর্থাৎ বেদুঈন মুনাফিকদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে, যারা আল্লাহর পথে স্বেচ্ছায় কিছু খরচ করতে চায় না। অগত্যা কিছু খরচ করতে হলে সেটাকে নিজের জন্য অহেতুক অর্থদণ্ডের মত মনে করে। কেননা সে খরচ যেহেতু আল্লাহ তাআলাকে খুশী করার জন্য করে না, তাই এর বিনিময়ে তাঁর কাছে কিছু পাওয়ার আশাও তাদের থাকে না। সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে তা বৃথা ব্যয়ের বোৰা বহন করা ছাড়া কিছুই নয়। -অনুবাদক

99 ওই দেহাতীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহ ও আধিরাতের প্রতি ঈমান রাখে এবং (আল্লাহর নামে) যা-কিছু ব্যয় করে, তাকে আল্লাহর নৈকট্য ও রাসূলের দোয়া লাভের মাধ্যম মনে করে। নিশ্চয়ই, এটা তাদের জন্য নৈকট্য লাভের মাধ্যম। আল্লাহ তাদেরকে নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

100 মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা ঈমানে প্রথমে অগ্রগামী হয়েছে এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানরাজি তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য। *

101 তোমাদের আশেপাশে যে সকল দেহাতী আছে, তাদের মধ্যেও মুনাফিক আছে এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও, ৮২ তারা মুনাফিকীতে (এতটা) সিদ্ধ (যে,) তুমি তাদেরকে জান না, আমি তাদেরকে জানি। আমি তাদেরকে দুবার শাস্তি দেব। ৮৩ অতঃপর তাদেরকে

এক মহা শান্তির দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে। *

82. 'দু'বার শান্তি দান'-এর ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। সঠিক অর্থ তো আল্লাহ তাআলাই জানেন। তবে বাহ্যত যা বুঝে আসে সে হিসেবে এক শান্তি তো এই যে, তারা মুসলিমদের পরাম্পরা ও পর্যবেক্ষণ হওয়ার যে আশা করছিল, তা পূরণ হয়নি; বরং মুসলিমগণ তারুকের যুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদেই ফিরে এসেছেন। মুনাফিকদের পক্ষে এটা ছিল এক অসহ্য অন্তর্জ্ঞাল। সুতরাং তাদের জন্য এটা এক বড় শান্তি। দ্বিতীয় শান্তি হল তাদের মুনাফিকীর মুখোশ খুলে যাওয়া, যার ফলে দুনিয়াতেই তাদেরকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে।

83. এতক্ষণ যে সকল দেহাতীদের কথা বলা হয়েছে, তারা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে বাস করত। এবার যেসব দেহাতী মদীনা মুনাওয়ারার আশেপাশে বাস করত, তাদের সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। সেই সঙ্গে খোদ মদীনা মুনাওয়ারার বাসিন্দাদের মধ্যে যারা মুনাফিক ছিল এবং যাদের মুনাফিকীর বিষয়টা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিল না, তাদের অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে।

102 অপর কিছু লোক এমন, যারা নিজেদের দোষ স্বীকার করেছে। তারা এক সৎকাজের সাথে অন্য অসৎকাজ মিলিয়ে ফেলেছে। ৮৪
আশা করা যায় আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন। ৮৫ নিচয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

84. মুনাফিকগণ তো নিজেদের মুনাফিকীর কারণে তারুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি; আর এ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কেই আলোচনা চলছিল। কিন্তু অকৃত্রিম যুদ্ধনদের মধ্যেও এমন কিছু লোক ছিল, যারা অলসতার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে আবাস (রায়ি)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তারা ছিলেন মোট দশজন। তাদের মধ্যে সাতজন নিজেদের অলসতার কারণে এতটাই লজ্জিত ও অনুত্পন্ন হয়েছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফেরার আগেই তারা নিজেরাকে খুঁটির সাথে বেঁধে ফেললেন এবং বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ক্ষমা না করবেন এবং নিজ হাতে আমাদেরকে খুলে না দেবেন, ততক্ষণ আমরা এভাবেই বাঁধা থাকব। অবশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসলেন। তাদেরকে বাঁধা অবস্থায় দেখে তিনি জিহাজে করলেন, ব্যাপার কী? তাঁকে বৃত্তান্ত জানানো হল। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ পর্যন্ত খোলার ছরুম না দেন ততক্ষণ আমিও তাদেরকে খুলব না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাখিল হয় এবং তাদের তাওবা কবুল করা হয়। ফলে তাদের বাঁধনও খুলে দেওয়া হয়। সেই সাতজনের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আবু লুবাবা আনসারী (রায়ি)। তাঁর নামে মসজিদে নববীতে এখনও একটি স্তম্ভ আছে, যাকে 'উসতুওয়ান আবু লুবাবা' বলা হয়। এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি নিজেকে খুঁটির সাথে বেঁধেছিলেন সেই সময়, যখন বনু কুরাইজার ব্যাপারে তাঁর দ্বারা একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) এ বর্ণনাকেই বেশি সঠিক সাব্যস্ত করেছেন যে, ঘটনাটি তাবুক যুদ্ধের সাথে সম্পূর্ণ এবং সে সম্পর্কেই এ আয়াত নাখিল হয়েছে (দেখুন, ইবনে জারীর, তাফসীর ১১ খণ্ড, ১২-১৬ পৃ.)। অবশিষ্ট যে তিনজন তাবুকের যুদ্ধে শরীক হননি, তাদের আলোচনা সামনে ১০৬ নং আয়াতে আসছে।
এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে, কারও দ্বারা কোনও গুনাহ হয়ে গেলে তার হতাশ হওয়ার কারণ নেই। বরং সে তাওবার প্রতি মনোযোগী হবে। এমনিভাবে সে যুক্তি-তর্ক দিয়ে নিজেকে সঠিক প্রমাণের চেষ্টা করবে না; বরং সর্বতোভাবে লজ্জা ও অনুশোচনা প্রকাশ করবে। এরপ লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা আশাদ্বিত করেছেন যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন।

85. অর্থাৎ ইতঃপূর্বে তো তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিভিন্ন জিহাদে শরীক থেকেছিল, কিন্তু সেই সৎকাজের সাথে তারা তাবুকের যুদ্ধে যোগদান না করার অসৎকাজকে মিলিয়ে ফেলেছে। (-অনুবাদক)

103 (হে নবী!) তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ কর, যার মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র ও বরকতপূর্ণ করবে এবং ৮৬ তাদের জন্য দোয়া কর। নিচয়ই তোমার দোয়া তাদের পক্ষে প্রশান্তিদায়ক। আল্লাহ সব কথা শোনেন, সবকিছু জানেন। *

86. চরম অনুশোচনায় দন্ত হয়ে যারা নিজেদেরকে খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলেছিলেন, যখন আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করলেন এবং তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হল, তখন তাঁরা কৃতজ্ঞতাস্ত্রূপ নিজেদের সম্পদ সদকা করতে মনস্ত করলেন এবং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এনে পেশ করলেন। তিনি প্রথমে বললেন, আমাকে তোমাদের থেকে কোনও সম্পদ গ্রহণের ছরুম দেওয়া হয়েন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাখিল হয়েছে এবং তাকে সদকা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আয়াতে সদকার দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) সদকা মন্দ চরিত্র ও পাপ-পক্ষিলতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের পক্ষে সহায়ক হয় এবং (খ) সদকা দ্বারা মানুষের সৎকার্যে বরকত ও উন্নতি লাভ হয়।
প্রকাশ থাকে যে, এ আয়াত যদিও একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাখিল হয়েছিল, কিন্তু এর ভাষা যেহেতু সাধারণ, তাই এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের ইংজমা (ঐকমত্য) রয়েছে যে, এ আয়াতের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধিনায়ক তার জনগণ থেকে যাকাত উসূল করার এবং যথাযথ খাতে তা ব্যয় করার অধিকার সংরক্ষণ করে। আর এ কারণেই হযরত সিদ্দিকীকে আকবার (রায়ি) নিজ খেলাফত আমলে যারা যাকাত দিতে অঙ্গীকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।

104 তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহই তো নিজ বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সদকাও গ্রহণ করেন এবং আল্লাহই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু? *

105 এবং (তাদেরকে) বল, তোমরা আমল করতে থাক। আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও (অন্যান্য) মুমিনগণও। অতঃপর তোমাদেরকে সেই সন্তার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। তারপর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে অবহিত করবেন। ৮৭ *

87. এ আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাওবার পরও কারও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা ঠিক নয়। বরং আগামীতে নিজের কার্যকলাপ যাতে সংশোধন হয়ে যায়, সে ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া উচিত।

106

এবং অপর কিছু লোক রয়েছে, যাদের সম্পর্কে ফায়সালা মূলত বি রাখা হয়েছে আল্লাহর হৃকুমের জন্য। আল্লাহ হয়ত তাদেরকে শাস্তি দেবেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করবেন। ^{৮৮} আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। *

৪৪. যেই দশজন সাহাবী বিনা ওজরে কেবল অলসতাবশত তাৰুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিৱত থেকেছিলেন, তাদের সাতজনের বৃত্তান্ত তো পেছনে বর্ণিত হয়েছে। এবাব বাকি তিনজনের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে। এ তিনজন হলেন হয়রত কাব ইবনে মালিক (রায়ি), হয়রত হেলাল ইবনে উমাইয়া (রায়ি) ও হয়রত মুরারা ইবনে রাবী (রায়ি)। তারা অনুত্পন্ন তো হয়েছিলেন, কিন্তু হয়রত আবু লুবাবা (রায়ি) ও তার সাথীগণ যে দ্রুততার সাথে তাওবা করেছিলেন, তারা অতটো দ্রুত করেননি এবং তাঁদের অনুরূপ পদ্ধতি তাঁরা অবলম্বন করেননি। সুতৰাং তারা যখন ক্ষমা প্রার্থনার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেদমতে পৌঁছিলেন, তখন তিনি তাদের ব্যাপারে ফায়সালা মূলত বি রাখলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনও হৃকুম না আসে ততক্ষণের জন্য হৃকুম দিলেন, মুসলিমগণ যেন সামাজিকভাবে তাদেরকে বয়কট করে চলে। সুতৰাং পথগুলি দিন পর্যন্ত তাদেরকে বয়কট করে রাখা হল। অতঃপর তাদের তাওবা কবুল হল। সামনে ১১৮ নং আয়াতে তা বিস্তারিত আসছে।

107

এবং (কিছু লোক এমন), যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে (মুসলিমদের) ক্ষতিসাধন করা, কুফরী কথবার্তা বলা, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তার রাসূলের সঙ্গে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করেছে, ^{৮৯} তার জন্য একটি ঘাঁটির ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে। তারা অবশ্যই কসম করবে যে, আমরা সদুদেশ্যেই এটা করেছি। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যুক। *

৪৫. এবাব একদল চৰম কুচক্রি মুনাফিক সম্পর্কে আলোচনা। তারা এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে মসজিদের নামে এক ইমারত নির্মাণ করেছিল। ঘটনার বিবরণ এই যে, মদীনা মুনাওয়ারার খায়রাজ গোত্রে আবু আমির নামে এক লোক ছিল। সে স্পিস্টান হয়ে গিয়েছিল এবং সেই শিক্ষা মত সংসার বিমুখতা ও বৈরাগ্যের জীবন যাপন করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের আগে মদীনা মুনাওয়ারার মানুষ তাকে খুব ভক্তি-শুন্দুর করত। মদীনা মুনাওয়ারার আগমনের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও সত্য দীনের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সে সত্য গ্রহণ তো করলই না, উল্টো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের প্রতিপক্ষ জ্ঞান করল এবং সে হিসেবে তাঁর শক্তিতাম্বৰণ বদ্ধপৰিকর হয়ে গেল। বদরের যুদ্ধ থেকে শুরু করে হুনায়নের যুদ্ধ পর্যন্ত মক্কার কাফেরদের সঙ্গে যত যুদ্ধ হয়েছে, তার সব কাটিটোই সে কাফেরদের সমর্থন ও সহযোগিতা করেছে। পরিশেষে হুনায়নের যুদ্ধেও যখন মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হল, তখন সে শাম চলে গেল এবং সেখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারার মুনাফিকদেরকে চিঠি লিখল যে, আমি চেষ্টা করছি, যাতে রোমের বাদশাহ মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা চালায় এবং মুসলিমদেরকে নিষ্ঠিত করে দেয়। কিন্তু এর সফলতার জন্য তোমাদেরও কাজ করতে হবে। তোমরা নিজেদেরকে সংঘটিত কর, যাতে আক্রমণ করলে ভিতর থেকে তোমরা তার সহযোগিতা করতে পার। সে এই পরামর্শও দিল যে, তোমরা মসজিদের নামে একটা স্থাপনা তৈরি কর, যা বিদ্রোহের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। গোপনে সেখানে অস্ত্র-শস্ত্রও মজুদ করবে। তোমাদের প্রারম্ভিক শলা-প্রারম্ভও সেখানেই করবে। আর আমার পক্ষ থেকে কোন দূত গেলে তাকেও সেখানেই থাকতে দেবে। সুতৰাং মুনাফিকগণ কুবা এলাকায় একটি ইমারত তৈরি করল। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমাপ্তে আরজ করল, আমাদের মধ্যে বহু কমজোর লোক আছে। কুবার মসজিদ তাদের পক্ষে দূর হয়ে যায়। তাই তাদের সুবিধার্থে আমরা এই মসজিদটি তৈরি করেছি। আপনি কোনও এক সময় এসে এখানে নামায পড়ুন, যাতে আমরা বৰকত লাভ করতে পারি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাবুক অভিযানের প্রস্তুতি নিষ্ঠিলেন। তিনি বললেন, এখন তো আমি তাবুক যাচ্ছি। ফেরার পথে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলে আমি সেখানে গিয়ে নামায পড়ব। কিন্তু তাবুক থেকে ফেরার সময় তিনি যখন মদীনা মুনাওয়ারার কাছাকাছি পৌঁছিলেন, তখন 'যৃ-আওয়ান' নামক স্থানে এ আয়াত নাযিল হয় এবং এর দ্বারা তার সামনে তথাকথিত ওই মসজিদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়। আর তাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়, যেন তাতে নামায না পড়েন। তিনি তখনই মালিক ইবনে দুখশুম ও মান ইবনে আদী রায়িয়াল্লাহু আনহুমা এই দুই সাহাবীকে মসজিদ নামের সে ঘাঁটি ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সুতৰাং তারা গিয়ে সেটি জ্বালিয়ে ভয় করে দিলেন। (ইবনে জারীর, তাফসীর)

108

(হে নবী!) তুমি তাতে (অর্থাৎ তথাকথিত ওই মসজিদে) কখনও (নামাযের জন্য) দাঁড়াবে না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে, সেটাই তোমার দাঁড়ানোর বেশি উপযুক্ত। ^{৯০} তাতে এমন লোক আছে, যারা পাক-পবিত্রতাকে বেশি পছন্দ করে। আল্লাহ পাক-পবিত্র লোকদের পছন্দ করেন। *

৯০. এর দ্বারা কুবার মসজিদ ও মসজিদে নবী উভয়ই বোঝানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা মুকাররামা থেকে হিজরত করে আসেন এবং কুবা পল্লীতে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন, সেই সময় তিনি সেখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। কুবা সেই মসজিদটিই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম মসজিদ। কুবা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছার পর তিনি মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন। এ উভয় মসজিদেরই ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তাকওয়া ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উপর। এ মসজিদের ফরালত বলা হয়েছে, এর মুসলীমগণ পাক-সাফের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখে। দেহের বাহ্যিক পবিত্রতা যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি আমল-আখলাকের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতাও।

109

আচ্ছা, সেই ব্যক্তি উত্তম, যে আল্লাহ ভীতি ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর নিজ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছে, না সেই ব্যক্তি, যে তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের পতনোন্মুখ কিনারায়, ^{৯১} ফলে সেটি তাকে নিয়ে জাহানামের আগুনে পতিত হয়? আল্লাহ জালেম সম্পদায়কে হিদায়াতপ্রাপ্ত করেন না। *

৯১. কুরআন মাজীদে এস্তলে জরুর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটা কোন ভূমি, টিলা বা পাহাড়ের সেই অংশকে বলে, যার তলদেশ পানির ঢল ও স্নোতে ক্ষয়ে গিয়ে খোঁড়ল মত হয়ে গেছে। ফলে উপরের মাটি যে-কোন সময় ধসে যেতে পারে।

110

তারা যে ইমারত তৈরি করেছিল, তা তাদের অন্তরে নিরস্তর সন্দেহ হয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। ^{৯২} আল্লাহ পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, পরিপূর্ণ হিকমতের অধিকারী। *

৯২. মুনাফিকরা যে ইমারত তৈরি করেছিল, সে সম্পর্কে ১০৭ নং নং আয়াতে জানানো উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা সেটি তৈরি করেছিল মসজিদের নামে। তাদের দাবী ছিল সেটি মসজিদ। এ কারণেই সেখানে ইমারতটির জন্য মসজিদ শব্দই ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু এ আয়াতে সেটির

স্বরূপ উন্মেচন করা হয়েছে। তাই এখানে সেটিকে ইমারত বলা হয়েছে, মসজিদ বলা হয়নি। কেননা বাস্তবে সেটি মসজিদ ছিলই না। তার প্রতিষ্ঠাতাগণ মূলত কাফের ছিল এবং প্রতিষ্ঠাও করেছিল ইসলামের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে। এ কারণেই সেটিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও মুসলিম মসজিদ বির্মণ করলে তা জ্বালানো জারী হয় না। এ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ইমারতটি তাদের অন্তরে নিরন্তর সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকবে’। এর অর্থ, সেটি ভূমিকৃত করার ফলে মুনাফিকদের কাছেও এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাদের বড়বেশের বিষয়টা মুসলিমদের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। সুতরাং তারা নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সর্বদা সন্দেহে নিপত্তি থাকবে যে, না জানি মুসলিমগণ আমাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে! তাদের এই সংশয়জনিত অবস্থার অবসান কেবল সেই সময়ই হবে, যখন তাদের অন্তর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে, অর্থাৎ তাদের মৃত্যু ঘটবে।

111 বন্ধুত আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদ খরিদ করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জানাত আছে-এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। ফলে হত্যা করে ও নিহতও হয়। এটা এক সত্য প্রতিশ্রুতি, যার দায়িত্ব আল্লাহ তাওরাত ও ইনজীলেও নিয়েছেন এবং কুরআনেও। আল্লাহ অপেক্ষা বেশি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সঙ্গে যে সওদা করেছ, সেই সওদার জন্য তোমরা আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সাফল্য। ♡

112 (যারা এই সফল সওদা করেছে, তারা কারা? তারা) তাওবাকারী, (আল্লাহর) ইবাদতকারী, তাঁর প্রশংসাকারী, সওম পালনকারী, ৯৩
কর্কু ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা ও অন্যায় কাজে বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী। ৯৪
(হে নবী!) এরূপ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও। ♡

93. কুরআন মাজীদের বহু স্থানে ‘আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা’ ও তা সংরক্ষণ করার নির্দেশ বর্ণিত আছে। এ শব্দাবলী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর প্রেক্ষাপট এই যে, আল্লাহ তাআলা যত বিধান দিয়েছেন, তার প্রত্যেকটির কিছু সীমারেখা আছে। সেই সীমারেখার ভেতর থেকেই যদি তা পালন করা হয়, তবে সঠিক হয় ও পুণ্যের কাজ হিসেবে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন কাজে সীমারেখা ডিঙিয়ে যাওয়া হয়, তবে সেই কাজই অপছন্দনীয় এমনকি কখনও তা গুনাহের কাজ হিসেবে গণ্য হয়। উদাহরণত আল্লাহ তাআলার ইবাদত একটি বড় সওয়াবের কাজ, কিন্তু কেউ যদি ইবাদতে এটাটা মগ্ন হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তাআলা বান্দাদের যে সকল হক তার উপর আরোপ করেছেন, তা উপেক্ষিত হয়, তবে সেই ইবাদতও অবৈধ হয়ে যাব। তাহাজুদের নামায অনেক বড় সওয়াবের কাজ, কিন্তু কেউ যদি এ নামায পড়তে গিয়ে অন্যদের ঘূম নষ্ট করে, তবে তা নাজারেয় হয়ে যাব। এমনিভাবে পিতা-মাতার সেবার উপরে কোনও নফল ইবাদত নেই, কিন্তু কেউ যদি এ কারণে স্ত্রী ও সন্তানদের হক পদদলিত করতে শুরু করে, তবে সে খেদমত গুনাহে পরিণত হয়। খুব সম্ভব এ কারণেই অনেকগুলো নেক কাজ বর্ণনা করার পর এ আয়াতের শেষে সীমারেখা সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বোঝানো হচ্ছে যে, তারা ওই সমস্ত নেক কাজ তার নির্ধারিত সীমারেখার ভেতর থেকে আঞ্চাম দেয়। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সেসব সীমারেখা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কথা ও কাজ দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। আর তা শেখার সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে কোনও আল্লাহওয়ালার সাহচর্যে থাকা এবং তার কর্মপদ্ধা দেখে সে সকল সীমারেখা উপলব্ধি করা ও নিজ জীবনে তা রাপায়নের চেষ্টা করা।

94. কুরআন মাজীদে এস্টলে لسائحون শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল অর্থ দ্রুমণকারী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা করেছেন রোষাদার। বহু সাহাবী ও তাবেষী থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে (তাফসীরে ইবনে জায়ির)। রোষাকে ‘দ্রুমণ’ শব্দে ব্যক্ত করার কারণ এই হয়ে থাকবে যে, ব্রহ্মণ যেমন মানুষের পানাহার ও শয়ন-জাগরণের নিয়ম ঠিক থাকে না, তেমনি রোষায়ও এসব বিষয়ে পার্থক্য দেখা দেয়।

113 এটা নবী ও মুমিনদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাতে তারা আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তারা জাহানামী। ৯৫ ♡

95. বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ আয়াতের শানে ন্যুন বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালিব যদিও তার ভরপুর সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। মৃত্যুকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কালিমা পাঠ করে মুসলিম হয়ে যাওয়ার জন্য উদ্দুরু করেছিলেন, কিন্তু তখন আবু জাহলসহ উপস্থিত কুরায়শ নেতৃত্বে তাকে ইসলাম গ্রহণে নির্দেশ করে এবং বাপদাদার ধর্মে অবিলম্বিত থাকার প্রোচনা দেয়। ফলে তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দান হতে বিরত থাকেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেছিলেন, আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত নিষেধ করা না হয় ততক্ষণ আর্মি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় এবং এর দ্বারা তাকে আবু তালিবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। তাহাতো তাফসীরে তাবারী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কতিপয় মুসলিম তাদের মুশরিক বাপ-দাদাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তারা বলেছিলেন, হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তো নিজ পিতার মাগফিরাত কামনা করেছিলেন, সুতরাং আমরাও তা করতে পারি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

114 আর ইবরাহীম নিজ পিতার জন্য যে মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন, তার কারণ এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, সে তাকে (পিতাকে) এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ৯৬ পরে যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর দুশ্মন, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। ৯৭ ইবরাহীম তো অত্যধিক উহ-আহকারী ৯৮ ও বড় সহনশীল ছিল। ♡

96. হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে তাঁর পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন, তা সূরা মারয়াম (১৯ : ৮৭) ও সূরা মুমতাহানায় (৬০ : ৪) বর্ণিত আছে; আর সে অনুযায়ী দোয়া করার কথা বর্ণিত রয়েছে সূরা শুআরায় (২৬ : ৮৬)।

97. অর্থাৎ যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার মৃত্যু কুফর অবস্থাই হবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে আল্লাহর শক্র হয়ে থাকবে, তখন তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ত্যাগ করলেন। এর থেকে উলামায়ে কিরাম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কোনও কাফেরের জন্য এই নিয়তে মাগফিরাতের দোয়া করা জারী, যেন তার ঈমান আন্দার তাওয়াক লাভ হয় এবং সেই উসিলায় তার মাগফিরাত হয়ে যায়। কিন্তু যেই ব্যক্তি

সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, তার মৃত্যু কুফর অবস্থাই হয়েছে, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা জায়ে নয়।

98. উহ-আহকারী এটা কুরআন মাজীদের ১। শব্দের আক্ষরিক অর্থ। বোঝানো হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত কোমলপ্রাণ ছিলেন। আল্লাহ তাআলার ম্রণ ও আধিকারাতের চিন্তায় তিনি অত্যধিক উহ-আহ ও খুব কানাকাটি করতেন।

115 আল্লাহ এমন নন যে, কোনও সম্প্রদায়কে হিদায়াত করার পর গোমরাহ করে দেবেন, যাবৎ না তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন যে, তারা কোন কোন বিষয় থেকে বিশেষ থাকবে। ৯৯ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। ♦

99. অর্থাৎ কোনও মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা জায়ে নয় এ মর্মে যেহেতু এ পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনও নির্দেশ ছিল না, তাই এর আগে যারা কোনও মুশরিকের জন্য ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না।

116 নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজস্ব আল্লাহরই অধিকারে। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনও অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। ♦

117 নিশ্চয়ই আল্লাহ সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন নবীর প্রতি এবং মুহাম্মদ ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে থেকেছিল, ১০০ যখন তাদের একটি দলের অন্তর টলে যাওয়ার উপক্রম করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় হলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি মেহেরবান, পরম দয়ালু। ♦

100. এতক্ষণ মুনাফিকদের নিন্দা এবং যে সকল মুসলিম অলসতার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছিল, তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। এবার সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের প্রশংসন করা হচ্ছে, যারা চরম কঠিন পরিস্থিতিতেও হাসিমুখে তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যেও অধিকাংশ ছিলেন এমন, যাদের অন্তরে জিহাদের জ্যবা ও হুকুম পালনের আগ্রহ ছিল অদ্য যে কারণে তারা সেই কঠিন পরিস্থিতিকে একদম আমলে নেননি। অবশ্য তাদের মধ্যে এমন কঠিন পরিস্থিতি ছিলেন, পরিস্থিতির ভয়াবহতার কারণে প্রথম দিকে তাদের অন্তরে কিছুটা দোটানা ভাব দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তা স্থায়ী হয়েনি। শেষ পর্যন্ত তারাও মন-প্রাণ দিয়ে অভিযানে শরীক হয়ে যান। এই দ্বিতীয় শ্রেণী সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যখন তাদের একটি দলের অন্তর টলে যাওয়ার উপক্রম করেছিল।

118 এবং সেই তিনি জনের প্রতিও (আল্লাহ সদয় হলেন), যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মূলতবি রাখা হয়েছিল। ১০১ যে পর্যন্ত না এ পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল, তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষ্হ হয়ে উঠল এবং তারা উপলক্ষ্য করল, আল্লাহর (ধরা) থেকে খোদ তাঁর আশ্রয় ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাবে না, ১০২ পরে আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন, যাতে তারা তারই দিকে ঝুঁক করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ♦

101. ১০৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল যে, এ তিনিনি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দিয়েছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনও নির্দেশ না আসে, ততক্ষণ মুসলিমগণ তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করে চলবে। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন তাদেরকে এভাবে কাটাতে হয় যে, কোনও মুসলিম তাদের সঙ্গে কথা বলত না এবং অন্য কোনও রকমের যোগাযোগ ও লেনদেন করত না। তাদের অন্যতম হয়েরত কাব ইবনে মালিক (রায়ি) সেই সময়কার যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সহীহ বুখারীর একটি দীর্ঘ রিওয়ায়াতে তা বিশদভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর সে বর্ণনা অত্যন্ত হাদয়গ্রাহী। কী কিয়ামত যে তখন তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে তিনি তার চিত্র তুলে ধরেছেন, বন্তে সে হাদীসটি তাদের দৈমানী চেতনা ও মানসিক অবস্থার অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও সালংকার বিবৃতি। সম্পূর্ণ হাদীসটি এখানে উদ্ধৃত করা কঠিন। অবশ্য মারারিফুল কুরআনে তার বিশদ তরজমা উল্লেখ করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন। এ আয়াতে তাদের মানসিক অবস্থার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

102. ১০৬ নং আয়াতে যে তিনি সাহাবী সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মূলতবি রাখা হয়েছে, এ আয়াতে তাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

119 হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক। ১০৩ ♦

103. সেই তিনি মহাত্মার ঘটনা থেকে যা শিক্ষা লাভ হয়, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তারা নিজেদের দোষ গোপন করার লক্ষ্যে মুনাফিকদের মত মিথ্যা ছল-তুলা খাড়া করেননি; বরং যা সত্য ছিল তাই অকপটে প্রকাশ করেছেন। বলে দিয়েছেন, তাদের কোনও ওজর ছিল না। তাদের এই সত্যবাদীতার বরকতে আল্লাহ তাআলা যে কেবল তাদের তাওবা করুল করেছেন তাই নয়; বরং কুরআন মাজীদে সত্যবাদী মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করে কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে অমরত্ব দান করেছেন। এ আয়াতে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, মানুষের উচিত এমন সত্যনির্ণয় লোকের সাহচর্য অবলম্বন করা, যারা মুখেও সত্য বলে এবং কাজেও সততার পরিচয় দেয়।

120 মদীনাবাসী ও তাদের আশপাশের দেহাতীদের পক্ষে এটা জায়ে ছিল না যে, তারা আল্লাহর রাসূলের (অনুগামী হওয়া) থেকে পিছিয়ে থাকবে এবং এটাও জায়ে ছিল না যে, তারা নিজেদের জীবনকে প্রিয় মনে করে তার (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জীবন সম্পর্কে চিন্তামুক্ত হয়ে বসে থাকবে। এটা এ কারণে যে, আল্লাহর পথে তাদের (অর্থাৎ মুজাহিদদের) যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধার কষ্ট দেখা দেয় অথবা তারা কাফেরদের ক্রোধ সঞ্চার করে এমন যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে

କିଂବା ଶକ୍ତର ବିରଦ୍ଧେ ତାରା ସେ ସଫଲତା ଅର୍ଜନ କରେ, ତାତେ ତାଦେର ଜନ୍ୟ (ତାଦେର ଆମଲନାମାୟ) ଅବଶ୍ୟଇ ସ୍ଵର୍ଗକର୍ମ ଲେଖା ହୁଏ। ନିଶ୍ଚଯାଇ ଆଲ୍ଲାହ ସଂକରମଶିଳଦେର ଶ୍ରମଫଳ ନଷ୍ଟ କରେନ ନା। ♦

121 ତାହାଡ଼ା ତାରା (ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ) ଯା କିଛୁ ବ୍ୟୟ କରେ, ସେ ବ୍ୟୟ ଅନ୍ଧ ହୋକ ବା ବେଶ ଏବଂ ତାରା ସେ-କୋନ ଉପତ୍ୟକାଇ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତା ସବଇ (ତାଦେର ଆମଲନାମାୟ ପୁଣ୍ୟ ହିସେବେ) ଲେଖା ହୁଏ, ଯାତେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଦେରକେ (ଏକପ ପ୍ରତିଟି ଆମଲେର ବିନିମୟେ) ଏମନ ପ୍ରତିଦାନ ଦିତେ ପାରେନ, ଯା ତାଦେର ଉତ୍ୱକୃଷ୍ଟ ଆମଲେର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଧାରିତ ଆଛେ। ୧୦୪ ♦

104. ଅର୍ଥାଂ ମୁଜାହିଦଦେର ଏସବ କାଜେର ମଧ୍ୟେ କୋନାଓ କୋନାଟି ତୁଳ୍ଚ ମନେ ହଲେଓ ସେବା ଦେଓଯା ହେବେ ତାଦେର ଉତ୍ୱକୃଷ୍ଟ କାଜେର ଅନୁକୂଳପ। (ପ୍ରକାଶ ଥାଏ ସେ, କୁରାଅନ ମାଜିଦେ ହୁଁ ଶର୍ଦୁଟିକେ ଆମଲେର ବିଶେଷତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେବେଛେ। କେଉ କେଉ ଏକେ 'ଜାଯା' ବା ପ୍ରତିଦାନେର ବିଶେଷତା ସାବ୍ୟକ୍ଷ କରେଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାମା ଆବୁ ହୃଦୟନ 'ଆଲ-ବାହରଲ ମୁହିତ' ପ୍ରଷ୍ଟେ ବ୍ୟାକରଣେର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିବେ ଏବଂ ଉପର ସେ ଆପଣି ତୁଲେଛେନ ତାର କୋନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ୱର ଖୁବ୍ଜେ ପାଓଯା ଯାଏ ନା। ଆଲ୍ଲାମା ଆଲ୍ଲୁସୀ (ରେ.)-ଓ ଆପଣିଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ତାର ସମର୍ଥନୀୟ କରେଛେ। ସୁତରାଂ ଏ ସ୍ଥଳେ ଆୟାଟିଟିର ତରଜମା ମାଦାରିକୁଠ ତାନୟିଲେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତାଫ୍ସିର ଅନୁସାରେ କରା ହେବେଛେ।

122 ମୁସଲିମଦେର ପକ୍ଷେ ଏଟାଓ ସମୀଚିନ ନୟ ସେ, ତାରା (ସର୍ବଦା) ସକଳେ ଏକ ସଙ୍ଗେ (ଜିହାଦେ) ବେର ହେବେ ଯାବେ। ୧୦୫ ସୁତରାଂ ତାଦେର ପ୍ରତିଟି ବଡ଼ ଦଳ ଥିବେ ଏକଟି ଅଂଶ କେନ (ଜିହାଦେ) ବେର ହୁଏ ନା, ଯାତେ (ସାରା ଜିହାଦେ ଯାଇନି) ତାରା ଦୀନେର ଉପଲବ୍ଧ ଅର୍ଜନେର ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ସତର୍କ କରେ ତାଦେର କୁଣ୍ଡମ (- ଏର ସେଇ ସବ ଲୋକକେ, ଲୋକକେ (ସାରା ଜିହାଦେ ଗିଯେଛେ), ସଥିନ ତାରା ତାଦେର କାହେ ଫିରେ ଆସବେ, ୧୦୬ ଫଳେ ତାରା (ଗୁନାହ ଥିବେ) ସତର୍କ ଥାକବେ। ♦

105. ଅର୍ଥାଂ ତାରା ସେବ ବିଧାନ ଶିଖେଛେ, ମୁଜାହିଦଦେରକେ ତା ଅବହିତ କରବେ, ସେମନ ଏହି କାଜ ଓୟାଜିବ, ଓହି କାଜ ଗୁନାହ ହିତ୍ୟାଦି।

106. ସାରା ତାବୁକେର ଯୁଦ୍ଧେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେନି, ସୂରା ତାଓବାର ସୁଦୀର୍ଘ ଅଂଶେ ତାଦେର ନିନ୍ଦା କରା ହେବେଛେ। ବିଭିନ୍ନ ରିଓୟାଯାତେ ଆଛେ, ଏସବ ଆୟାତ ଶୁଣେ ସାହାବାଯେ କିରାମ ସଂକଳ୍ପ କରେଛିଲେ, ଆଗମିତେ ସଥନୀୟ କୋନ ଯୁଦ୍ଧ ଆସବେ, ତାତେ ସକଳେଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବିବେନ। ଏ ଆୟାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନ୍ତରେ ଦିଚ୍ଛେ, ଏକପ ଚିନ୍ତା ସର୍ବଦା ସଞ୍ଚିତ ନାହିଁ। ତାବୁକେର ଯୁଦ୍ଧ ତୋ ବିଶେଷ ପ୍ରୋଯୋଜନ ଦେଖା ଦିଯେଛିଲ, ସେ କାରଣେ ସକଳ ମୁସଲିମକେ ତାତେ ଯୋଗଦାନେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଓଯା ହେବେଛିଲ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଅବଶ୍ୟକ 'ଦ୍ୟାଯିତ୍ବ' ଓ କର୍ମ-ବନ୍ଦନ ନୀତି' ଅନୁସାରେ କାଜ କରା ଚାହିଁ। ଆମୀରେର ପକ୍ଷ ଥିବେ ସତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଡାକ (ଅର୍ଥାଂ ସକଳକେ ଯୁଦ୍ଧେ ଯୋଗଦାନେର ହକ୍କମ) ଦେଓଯା ନା ହୁଏ, ତତକ୍ଷଣ ଜିହାଦ ଫରଯେ କିଫାୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଦଳ ଥିବେ ସଥି ଏକଟା ଅଂଶ ଜିହାଦେ ଚଲେ ଯାଏ, ତବେ ସକଳେର ପକ୍ଷ ଥିବେ ଫରଯେ କିଫାୟା ଆଦାୟ ହେବେ ଯାବେ। ଏଟା ଏକାରଣେ ଦରକାର ଯେ, ଉତ୍ୱକୃଷ୍ଟ ଜନ୍ୟ ଜିହାଦ ସେମନ ଏକଟା ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ, ତେମନି ଇଲମେ ଦୀନ ଅର୍ଜନ କରାଓ ଅଭିଵ୍ୟାନ ପାଇବେ। ସଥି ସକଳେଇ ଜିହାଦେ ଚଲେ ଯାଏ, ତବେ ଇଲମେ ଦୀନରେ ପଠନ-ପାଠନେ ଦାୟିତ୍ବ କେ ପାଲନ କରବେ? ସୁତରାଂ ସଠିକ ପଥା ଏଟାଇ ସେ, ଯାରା ଜିହାଦେ ଯାବେ ନା, ତାରା ଦୀନି ଇଲମ ଅର୍ଜନେ ମଶଗୁଲ ଥାକବେ।

123 ହେ ମୁମିନଗଣ! କାଫେରଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାରା ତୋମାଦେର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ତୋମରା ତାଦେର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ୧୦୭ ତାରା ସେନ ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କଠୋରତା ଦେଖିବେ ପାଯ। ୧୦୮ ଜେନେ ରାଖ, ନିଶ୍ଚଯାଇ ଆଲ୍ଲାହ ମୁତାକିଦେର ସଙ୍ଗେ ଆଛେନା। ♦

107. ଅର୍ଥାଂ ଆସ୍ତ୍ରୀୟତାର କାରଣେ ତୋମାଦେର ଅନ୍ତରେ ତାଦେର ପ୍ରତି ସେଣ ଏମନ ନମନୀୟ ଭାବ ସୁଣ୍ଠି ନା ହୁଏ, ସା ଜିହାଦେର ଦ୍ୟାଯିତ୍ବ ପାଲନେ ଅନ୍ତରାଯ ହେବେ ପାରେ। ଏମନିଭାବେ ତାରା ସେନ ତୋମାଦେର ଭେତର କୋନାଓରାପ ଦୂରଲତା ଦେଖିବେ ନା ପାଯ; ବରଂ ତୋମରା ସେ ତାଦେର ବିରଦ୍ଧେ କଠୋର ସେଟାଇ ସେଣ ଉପଲବ୍ଧ କରେ।

108. ସେ ବିଷୟବନ୍ଦୁର ଦ୍ୟାଯିତ୍ବ ଏ ଆୟାତେ ତାର ସାରମର୍ମ ବଲେ ଦେଓଯା ହେବେଛେ। ସେଥାନେ ମୁଶରିକଦେର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କଚେଦେର ଘୋଷଣା ଦେଓଯା ହେବେଛିଲା। ସେ ହିସେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁମିନରେ ଜନ୍ୟ ଫରଯ ଛିଲ, ସେ ସବ ମୁଶରିକ ଏ ଘୋଷଣ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ ତାଦେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକ୍ରମରେ ଦିଚ୍ଛେ, ମହା ବିଜ୍ଞାନ ପର ଯାରା ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେ, ତାଦେର ଅନ୍ତରେ ତାଦେର ମୁଶରିକ ଆସ୍ତ୍ରୀୟଦେର ପ୍ରତି କିଛିଟା କୋମଳ ଭାବ ଥାକା ଅସମ୍ଭବ ଛିଲା ନା। ତାହିଁ ସୂରାର ଉପସଂହାରେ ତାଦେରକେ ଫେର ସତର୍କ କରା ହେବେ ସେ, ଇସଲାମୀ ଦାୟାତ୍ମକରେ କ୍ଷେତ୍ରେ ସେମନ ଏହି କ୍ରମ ବିଭାଗରେ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ବାଞ୍ଛନୀୟ ସେ, ସର୍ପର୍ଥମ ଦାୟାତ୍ମକ ଦେଓଯା ହେବେ ନିକଟାତ୍ମାଯଦେରକେ, ତେମନି ଜିହାଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏକଇ ନିଯମ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ। ଅର୍ଥାଂ ସର୍ପର୍ଥମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନିକଟାତ୍ମାଯଦେର ସଙ୍ଗେ, ତାରପର ପର୍ଯ୍ୟାକ୍ରମେ ଅନ୍ୟଦେର ସଙ୍ଗେ।

124 ସୁତରାଂ ସୂରା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତଥନ ତାଦେର (ଅର୍ଥାଂ ମୁନାଫିକଦେର) କେଉ କେଉ ବଲେ, ଏ ସୂରାଟି ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ କାର କାର ଈମାନ ବୁଦ୍ଧି କରେଛେ? ୧୦୯ ସାରା (ସତିକାରେ) ଈମାନ ଏନେହେ, ଏ ସୂରା ବାନ୍ଦିବିକାଇ ତାଦେର ଈମାନ ବୁଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ତାରା (ଏତେ) ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ♦

109. ଏ କଥା ବଲେ ମୁନାଫିକରା ସୂରା ଆନଫାଲେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକଟା କଥାକେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ପାଇବା ହେବେଛେ, ମୁମିନଦେର ସାମନେ ସଥନ କୁରାଅନେର ଆୟାତ ତିଳାଓୟାତ କରା ହୁଏ, ତଥନ ତାତେ ତାଦେର ଈମାନ ବୁଦ୍ଧି ପେଯେଛେ? ଏଟା ବଲତ କୁରାଅନକେ ଅବଜ୍ଞା କରେ। ସେଣ ବଲତେ ଚାହିଁ, ଏତେ ଏମନ କି ବସ୍ତୁ ଆଛେ, ସା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ଏଟା ଏମନ କି ପ୍ରମାଣ ସରବରାହ କରେ, ସେ କାରଣେ ଈମାନ ବୁଦ୍ଧି ପାବେ? -ଅନୁବାଦକ)

125 ଆର ଯାଦେର ଅନ୍ତରେ ବ୍ୟାଧି ଆଛେ, ଏ ସୂରା ତାଦେର କଲୁଷେର ସାଥେ ଆରଓ କଲୁଷ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ୧୧୦ ଏବଂ ତାଦେର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ କାଫେର ଅବଶ୍ୟ କଥାକୁ ପାଇବା ହେବେଛେ। ♦

110. ଅର୍ଥାଂ କୁଫର ଓ ମୁନାଫିକାର କଲୁଷ-କାଲିମା ତୋ ଆଗେଇ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଛିଲ। ଏବାର ନତୁନ ଆୟାତକେ ଅସ୍ତ୍ରୀକାର ଓ ବିଦ୍ରପ କରାର ଫଳେ ସେଇ କଲୁଷେ ମାତ୍ରା ଯୋଗ ହିଲା।

126 তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছর তারা দু'-একবার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়? ১১১ তথাপি তারা তাওবা করে না এবং তারা উপদেশও গ্রহণ করে না। *

111. মুনাফিকদের উপর প্রতি বছরই কোনও না কোনও বিপদ আসত। কখনও তাদের আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনার বিপরীতে মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হত, কখনও তাদের নিজেদের কোনও গোমর ফাঁস হয়ে যেত, কখনও রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হত এবং কখনও অভাব-অন্টনের শিকার হত। আল্লাহ তাআলা বলেন, এসব বিপদই তাদেরকে সতর্ক করার জন্য যথেষ্ট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনও কিছু থেকেই তারা শিক্ষা নেয় না।

127 এবং যখনই কোনও সূরা নাযিল হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় (এবং ইশারায় একে অন্যকে বলে), তোমাদেরকে কেউ দেখছে না তো? তারপর তারা (স্থান থেকে) সটকে পড়ে। ১১২ আল্লাহ তাদের অন্তর ঘূরিয়ে দিয়েছেন, যেহেতু তারা অনুধাবন করে না। *

112. আসল কথা, আল্লাহ তাআলার কালামের প্রতি তাদের ছিল চরম বিদ্রোহ। তাই তাদের কামনা ও চেষ্টা থাকত, যাতে কখনও তা শোনার অবকাশ না আসে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মজলিসে যখন নতুন কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন, তখন তারা পালানোর চেষ্টা করত। কিন্তু সকলের সম্মুখ দিয়ে উঠে গেলে পাছে তাদের গোমর ফাঁস হয়ে যায়, তাই একে অন্যকে চোখের ইশারায় বলত, এমন কোনও সুযোগ খোঁজ, যখন কোনও মুসলিম তোমাদেরকে দেখছে না আর সেই অবকাশে চুপিসারে উঠে যাও।

128 (হে মানুষ!) তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। তোমাদের যে-কোনও কষ্ট তার জন্য অতি পীড়াদায়ক। সে সতত তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, পরম দয়ালু। *

129 তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (হে রাসূল! তাদেরকে) বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। তারই উপর আমি ভরসা করেছি এবং তিনি মহা আরশের মালিক। *



♦ ইউনুস ♦

1 আলিফ-লাম-রা। ১ এসব হিকমতপূর্ণ কিতাবের আয়ত। *

1. সূরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছিল যে, বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে যে এ রকম বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ আছে, এগুলোকে 'আল-হুরাফুল মুকান্তাআত' বলে। এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

2 মানুষের জন্য কি এটা বিশ্বের ব্যাপার যে, আমি তাদেরই এক ব্যক্তির প্রতি ওহী নাযিল করেছি যে, মানুষকে (আল্লাহর হৃকুম অমান্য করার পরিণাম সম্পর্কে) সতর্ক কর এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য আছে সত্যিকারের উচ্চমর্যাদা। ২ (কিন্তু সে যখন তাদেরকে এই বার্তা দিল, তখন) কাফেরগণ বলল, এতে এক সুস্পষ্ট যাদুকর। *

2. دم এর প্রকৃত অর্থ পদ (পা)। এখানে মর্যাদা বোঝানো উদ্দেশ্য।

3 নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে 'ইসতিওয়া' ৩ গ্রহণ করেন। তিনি সকল কিছু পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ (তাঁর কাছে) কারও পক্ষে সুপারিশ করার নেই। তিনি আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা অনুধ্যান করবে না? *

3. استواء 'ইসতিওয়া'-এর শাব্দিক অর্থ সোজা হওয়া, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, সমাসীন হওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি-সন্দৃশ নন। কাজেই তাঁর 'ইসতিওয়া'ও সৃষ্টির ইস্তিওয়ার মত নয়। এর ব্যবহার আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। এ কারণেই আমরা কোনও তরজমা না করে হৃবহ শব্দটিকেই রেখে দিয়েছি। কেননা আমাদের জন্য এটুকু বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা নিজ শান মোতাবেক আরশে 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে এর বেশি আলোচনা-পর্যালোচনার দরকার নেই। কেননা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা এর সবটা আয়ন্ত করা সম্ভব নয়।

4 তাঁরই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। এটা আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি। নিশ্চয়ই সমস্ত মাখলুক প্রথমবারও তিনি সৃষ্টি করেন এবং পুনর্বারও তিনি সৃষ্টি করবেন, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে ইনসাফের সাথে প্রতিদান দেওয়ার জন্য। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে উত্তপ্ত পানির পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যেহেতু তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করত। *

৫ তিনিই আল্লাহ, যিনি সূর্যকে রশ্মিময় ও চন্দ্রকে জ্যোতিপূর্ণ করেছেন এবং তাঁর (পরিভ্রমণের) জন্য বিভিন্ন 'মনষিল' নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা বছরের গণনা ও (মাসসমূহের) হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এসব যথার্থ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেননি। যে সকল লোক জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে, তাদের জন্য তিনি এসব নির্দর্শন সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন। *

৫. কুরআন মাজীদ সৃষ্টি জগতের যে বস্তুরাজির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করে, তা দ্বারা দুটি বিষয় প্রমাণ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। (এক) মহা বিশ্বের যে মহা বিশ্বাকর ব্যবস্থাপনার অধীনে চন্দ্র-সূর্য অত্যন্ত নিপুণ ও সূক্ষ্ম হিসাব অনুযায়ী আপন-আপন কাজ করে যাচ্ছে, তা আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরত ও অপার হিকমতের পরিচয় বহন করে। আর মুশারিকরাও স্থীকার করত যে, এ সমস্ত কিছু আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। কুরআন মাজীদ বলছে, যেই মহান সত্তা এত বড়-বড় কাজে সক্ষম, তার জন্য কোনও রকম শরীকের কী প্রয়োজন থাকতে পারে? সুতরাং এই নিখিল বিশ্ব আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। (দুই) বিশ্ব জগতকে নির্ধারিত ও উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করা হয়নি। ইহকালের পর আধিরাতের স্থায়ী জীবন না থাকলে বিশ্ব জগতের সৃজন নির্ধারিত হয়ে যায়। কেননা মানুষের ভালো-মন্দ কর্মের ফলাফলের জন্য সে রকম এক জগত অপরিহার্য। সুতরাং এ সৃষ্টিজগত আল্লাহ তাআলার একত্ব প্রমাণের সাথে সাথে আখেরাতের অপরিহার্যতাকেও সপ্রমাণ করে।

৬ নিশ্চয়ই দিন-রাতের একের পর এক আগমনে এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও প্রথিবীতে যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে সেই সকল লোকের জন্য বহু নির্দর্শন রয়েছে, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে। *

৭ নিশ্চয়ই যারা (আখেরাতে) আমার সঙ্গে সংক্ষাত করার আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে এবং যারা আমার নির্দর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন। *

৮ নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তাদের ঠিকানা জাহানাম। *

৯ (অপরদিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের ঈমানের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে এমন স্থানে পৌঁছাবেন যে, প্রাচুর্যময় উদ্যানরাজিতে তাদের তলদেশ দিয়ে নহর বহমান থাকবে। *

১০ তাতে (প্রবেশকালে) তাদের ধ্বনি হবে এই যে, হে আল্লাহ! সকল দোষ-ক্রটি থেকে তুমি পবিত্র এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম। আর তাদের শেষ ধ্বনি হবে এই যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। *

১১ আল্লাহ যদি মানুষের (অর্থাৎ ওইসব কাফিরের) জন্য অনিষ্টকে (অর্থাৎ শাস্তিকে) ভ্রান্তিক করতেন, যেমনটা ভ্রু কল্যাণ প্রার্থনার ক্ষেত্রে তারা করে থাকে, তবে তাদের অবকাশ খত্ম করে দেওয়া হত। (কিন্তু এরপ তাড়াহড়া আমার হিকমত-বিরুদ্ধ)। সুতরাং যারা (আখেরাতে) আমার সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে না তাদেরকে আমি তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দেই, যাতে তারা তাদের অবাধ্যতার ভেতর ইষ্টত ঘুরতে থাকে। *

৫. এটা মূলত আরব কাফেরদের এক প্রশ্নের উত্তর। তাদেরকে যখন কুফরের পরিণামে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখানো হত, তখন তারা বলত, এটা সত্য হলে এখনই কেন সে শাস্তি আসছে না? আল্লাহ তাআলা বলছেন, তারা শাস্তি পাওয়ার জন্য এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, যেন তা কিছু ভালো জিনিস। আল্লাহ তাআলা তাদের ইচ্ছামত শাস্তি দান করলে তাদেরকে প্রদত্ত অবকাশ খত্ম করে দেওয়া হত। ফলে তাদের আর চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ থাকত না। আর তখন ঈমান আনলে তা গৃহীত হত না। আল্লাহ তাআলা যে তাদের দাবী পূরণ করছেন না তা তাঁর এই হিকমতের ভিত্তিতেই। বরং তিনি তাদেরকে আপন হালে ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে অবাধ্যজনেরা তাদের বিপ্রান্তির মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ ঢুকান্ত হয়ে যায়, সেই সঙ্গে যারা চিন্তা-ভাবনার ইচ্ছা রাখে তারাও সঠিক পথে আসার সুযোগ পেয়ে যায়।

১২ মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে (সর্বাবস্থায়) আমাকে ডাকে। তারপর আমি যখন তার কষ্ট দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে পথ চলে যেন সে কখনও তাকে স্পর্শ করা কোনও বিপদের জন্য আমাকে ডাকেইনি! যারা সীমালংঘন করে তাদের কাছে নিজেদের কৃতকর্মকে এভাবেই মনোরম করে তোলা হয়েছে। *

১৩ তোমাদের পূর্বে আমি বহু জাতিকে, যখন তারা জুলুমে লিপ্ত হয়েছে, ধূংস করে দিয়েছি। তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল। অথচ তারা ঈমান আনেনি। অপরাধী সম্প্রদায়কে আমি এভাবেই বদলা দিয়ে থাকি। *

১৪ অতঃপর পৃথিবীতে আমি তোমাদেরকে তাদের পর স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কিরণ কাজ কর তা দেখার জন্য। *

১৫ যারা (আখেরাতে) আমার সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে না, তাদের সামনে যখন আমার আয়তসমূহ সুস্পষ্টরূপে পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, এটা নয়, অন্য কোনও কুরআন নিয়ে এসো অথবা এতে পরিবর্তন আন। (হে নবী!) তাদেরকে বলে দাও, আমার এ অধিকার নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন পরিবর্তন আনব। আমি তো অন্য কিছুর নয়; কেবল সেই ওহীরই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাখিল করা হয়। আমি যদি কখনও আমার প্রতিপালকের নাফরমানী করে বসি, তবে আমার এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় রয়েছে। *

6. অর্থাৎ ওহীর ভেতর রদবদল করার অধিকার আমাকে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তাআলাই বিধানদাতা। তিনিই মানুষের জন্য যথোপযুক্ত বিধান দিয়ে থাকেন। আমার ও সমস্ত মানুষের কর্তব্য বিনাবাকে সেই বিধান মেনে চলা এবং তাতেই নিজেদের কল্যাণের বিশ্বাস রাখা। তার পরিবর্তে আমি যদি নিজের পক্ষ হতে এর মধ্যে কোন রদবদল করি তবে সেজন্য কিয়ামতে আমাকে কাঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। তো নবীরই যথন ওহীর বাণী ও বিধানে রদবদল করার কোন এখতিয়ার নেই, তখন এ এখতিয়ার আর কার থাকতে পারে? বস্তু এরূপ করা এক মহাপাপ। কেননা বান্দা হিসেবে মানুষের কাজ ওহীর অনুসরণ করা। তাতে সংযোজন-বিয়োজন করা তার কাজ নয়। তার পক্ষে সেটা অনধিকারচর্চ। -অনুবাদক

7. অর্থাৎ কুরআনের বিভিন্ন আয়াত যেহেতু তাদের 'আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী, তা তাদের পৌত্রলিকতাকে রদ করে, তাদের চিন্তা-চেতনার বিভ্রান্তি প্রমাণ করে ও খেয়াল-খুশিমত জীবন-যাপনের নিম্না করে, তাই একে মেনে নিতে তাদের কষ্ট হত এবং সব যুগেই ইন্দ্রিয়পরবশ শ্রেণীর পক্ষে ছ্রী অনুশাসন মেনে নেওয়া কষ্টকর হয়ে থাকে। এ কারণেই তারা এর রদবদল চাচ্ছিল। অথবা তারা রদবদল করতে বলেছিল বিদ্রূপ করে। -অনুবাদক

16 বলে দাও, আল্লাহ চাইলে আমি এ কুরআন তোমাদের সামনে পড়তাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবগত করতেন না। ✎ আমি তো এর আগেও একটা বয়স তোমাদের মধ্যে কাটিয়েছি। তারপরও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? ✎

8. অর্থাৎ, তোমরা যে কুরআনকে বদলে দেওয়ার দাবী করছ, এটা প্রকারান্তে আমার নবুওয়াতেরই অস্তীকৃতি এবং আমার প্রতি মিথ্যার অপবাদ। আমি তো আমার জীবনের একটা বড় অংশ তোমাদের মধ্যে কাটিয়েছি এবং আমার গোটা জীবন এক খেলা পুস্তকের মত তোমাদের সামনে বিদ্যমান। কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার আগে তোমরা সকলে আমাকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে স্বীকার করতে। চলিশ বছরের দীর্ঘ সময়ের ভেতর কেউ কখনও আমার সম্পর্কে এই অভিযোগ তুলতে পারেনি যে, আমি মিথ্যা বলি। সেই আমি নবুওয়াতের মত মহান এক বিষয়ে কি করে মিথ্যা বলতে পারি? এ রকম অভিযোগ আমার সম্পর্কে উত্থাপন করা হলে সেটা চরম নির্বাচিতা হবে না কি?

9. অর্থাৎ, এ কুরআন আমার নিজের রচিত নয়; বরং আল্লাহ তাআলার প্রেরিত। তিনি ইচ্ছা না করলে এটা না আমি তোমাদের সামনে পড়তে পারতাম আর না তোমরা এ সম্পর্কে জানতে পারতে। আল্লাহ তাআলা এটা আমার প্রতি নাযিল করে তোমাদেরকে পড়ে শোনানোর আদেশ করেছেন। তাই পড়ে শোনাচ্ছি। কাজেই এতে কোনও রকমের রদবদলের প্রশ্নই আসে না।

17 ওই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তার আয়তসমূহ প্রত্যাখ্যান করে? বিশ্বাস কর অপরাধীরা কৃতকার্য হয় না। ✎

18 তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর (অর্থাৎ মনগড়া উপাস্যদের) ইবাদত করে, যারা তাদের কোনও ক্ষতি করতে পারে না এবং তাদের কোন উপকারণ করতে পারে না। তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। (হে নবী! তাদেরকে) বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করছ, যার কোন অস্তিত্ব তাঁর জ্ঞানে নেই, না আকাশমণ্ডলীতে এবং না পৃথিবীতে? বস্তু তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে। ✎

19 (প্রথমে) সমস্ত মানুষ কেবল একই দীনের অনুসারী ছিল। তারপর তারা (প্রেরণে মতভেদে নিষ্পত্তি হয়ে) আলাদা-আলাদা হয়ে যায়। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্ব থেকেই একটা কথা স্থিরীকৃত না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করছে (দুনিয়াতেই) তার মীমাংসা করে দেওয়া হত। ✎

10. অর্থাৎ শুরুতে হ্যারত আদম আলাইহিস সালাম যখন পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন সমস্ত মানুষ তাওহীদ ও সত্য-সঠিক দীনেরই অনুসরণ করত। প্রবর্তীকালে কিছু লোক প্রেরণের মতভেদে নিষ্পত্তি হয়ে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করে নেয়। আল্লাহ তাআলা এ দুনিয়াতেই তাদের মতভেদের মীমাংসা করে দিতে পারতেন, কিন্তু তা করেননি এ কারণে যে, তা দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হত। আল্লাহ তাআলা জগত সৃষ্টির পূর্বেই স্থির করে রেখেছিলেন যে, দুনিয়া সৃষ্টি করা হবে মানুষকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। সে পরীক্ষাকে সকলের জন্য সহজ করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূল পাঠানো হবে। তারা মানুষকে দুনিয়ায় তাদের আগমনের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেবে এবং তারা অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা সত্য দীনকে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেবে। তারপর তারা হেচ্ছায় যে পথ ইচ্ছা অবলম্বন করবে। কে সঠিক ও পুরুষারয়ে পথ অবলম্বন করেছে এবং কে ভ্রান্ত ও শাস্তিযোগ্য পথ, তার মীমাংসা হবে আখ্রেরাতে।

20 তারা বলে, এ নবীর প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনও নির্দশন কেন অবতীর্ণ করা হল না? (হে নবী! উত্তরে) তুমি বলে দাও, অদ্যশ্যের বিষয়সমূহ তো কেবল আল্লাহরই এখতিয়ারে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি। ✎

11. এ আয়তে নির্দশন দ্বারা মুজিয়া বোঝানো হয়েছে। এমনিতে তো আল্লাহ তাআলা নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামকে বহু মুজিয়া দিয়েছিলেন। উন্মী হওয়া সন্ত্বেও তাঁর পবিত্র মুখ্য কুরআন মাজীদ উচ্চারিত হওয়াই তো এক বিশাল মুজিয়া ছিল। তারপরও মক্কার কাফেরগণ তাঁর কাছে নিত্য-নতুন মুজিয়া দাবী করত, যার কিছু বিবরণ সূরা বনী ইসরাইলে (১৭ : ১৩) আসবে। বলা বাহ্যিক, কাফেরদের সকল দাবী পূরণ ও যে-কারণও ফরমায়েশ অনুযায়ী নিত্য-নতুন মুজিয়া প্রদর্শন করা নবী-রাসূলগণের কাজ নয়, বিশেষত যদি জান থাকে তাদের সে সব দাবীর উদ্দেশ্য কেবল কালক্ষেপণ করা এবং দ্ব্যামান না আনার জন্য ছল-ছুতের আশ্রয় নেওয়া। এ কারণেই নবী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামকে তাদের সে সব ফরমায়েশের এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে বলা হয়েছে যে, গায়েবী যাবতীয় বিষয়, মুজিয়াও যার অন্তর্ভুক্ত, আমার এখতিয়ারাবীন নয়। তা কেবল আল্লাহ তাআলারই ইচ্ছাবীন। তিনি তোমাদের কোন দাবী পূরণ করেন ও কোনটা অপূর্ণ

রাখেন তা দেখার জন্য তোমরাও অপেক্ষা কর এবং আমরাও অপেক্ষা করছি।

21 আমি যখন মানুষকে রহমত আস্বাদন করাই তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর, তখন সহসাই তারা আমার নির্দর্শনসমূহের ব্যাপারে চালাকি শুরু করে দেয়। ১২ বলে দাও, আল্লাহ আরও দ্রুত কোনও চাল দেখাতে পারেন। ১৩ নিশ্চয়ই আমার ফিরিশতাগণ তোমাদের সমস্ত চালাকি লিপিবদ্ধ করছে। ♦

12. আল্লাহ তাআলার জন্য 'চাল' শব্দটি তাদের প্রতি ভৃৎসনা ব্রহ্মণ ব্যবহার হয়েছে। এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য তাদের চালাকীর শাস্তি। অর্থাৎ আল্লাহ অতি দ্রুত তাদেরকে তাদের ছল-চাতুরির শাস্তি দিতে পারেন।

13. যতক্ষণ পর্যন্ত বিপদের মধ্যে ছিল, ততক্ষণ তো কেবল আল্লাহ তাআলাকেই স্মরণ করত, কিন্তু যখনই তাঁর রহমতে বিপদ দূর হয়ে যায় ও সুসময় চলে আসে, অমনি তাঁর অবাধ্যতা করার জন্য ছল-চাতুরী শুরু করে দেয়। সামনে ২২ নং আয়াতে তার দৃষ্টান্ত আসছে।

22 তিনি তো আল্লাহই, যিনি তোমাদেরকে স্থলেও ভ্রমণ করান এবং সাগরেও। এভাবে তোমরা যখন নৌকায় সওয়ার হও আর নৌকাগুলো মানুষকে নিয়ে অনুকূল বাতাসে পানির উপর বয়ে চলে এবং তারা তাতে আনন্দ-মগ্ন হয়ে পড়ে, তখন হঠাৎ তার উপর আপত্তি হয় তীব্র বায়ু এবং সব দিক থেকে তাদের দিকে ছুটে আসে তরঙ্গ এবং তারা মনে করে সব দিক থেকে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা খাঁটি মনে কেবল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে শুধু তাঁকেই ডাকে (এবং বলে, হে আল্লাহ!) তুমি যদি এর (অর্থাৎ এই বিপদ) থেকে আমাদেরকে মুক্তি দাও, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। ♦

23 কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে মুক্তি দান করেন, অমনি তারা যদীনে অন্যায়ভাবে অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। হে মানুষ! প্রকৃতপক্ষে তোমাদের এ অবাধ্যতা খোদ তোমাদেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা পার্থিব জীবনের মজা লুটে নাও। শেষ পর্যন্ত আমারই নিকট তোমাদের ফিরতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে তোমরা ঘা-কিছু করছ তা অবহিত করব। ♦

24 পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো কিছুটা এ রকম, যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, যদ্দরূণ ভূমিজ সেই সব উদ্ভিদ নিরিড ঘন হয়ে জ্বাল, যা মানুষ ও গবাদি পশু খেয়ে থাকে। অবশেষে ভূমি যখন নিজ শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার মালিকগণ মনে করে এখন তা সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তধীন, তখন কোনও এক দিনে বা রাতে তাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে (এই মর্মে যে, তার উপর কোন দুর্ঘেস্থ আপত্তি হোক) এবং আমি তাকে কর্তিত ফসলের এমন শূন্য ভূমিতে পরিণত করি, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না। ১৪ যে সকল লোক চিন্তা করে তাদের জন্য এভাবেই নির্দর্শনাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করি। ♦

14. দুনিয়ার অবস্থাও এরকমই। এখন তো তাকে বড় সুন্দর ও মনোমুক্তির মনে হয়। কিন্তু এ সৌন্দর্যের কোনও স্থায়িত্ব নেই। কেননা প্রথমত কিয়ামতের আগেই আল্লাহ তাআলার কোন আয়াবের কারণে যে-কোনও মুহূর্তে এর সমস্ত রূপ ও শোভা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং বাস্তবে বিভিন্ন সময় তা ঘটেছেও। দ্বিতীয়ত যখন মানুষের মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয়, তখনও তার চোখে গোটা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসে। যদি ঈমান ও আমলে সালেহার পুঁজি না থাকে তবে তখনই বুঝে আসে, এর সমস্ত চাকচিক্য বাস্তবিকপক্ষে আয়াব ছাড়া কিছুই ছিল না। তারপর যখন কিয়ামত আসবে তখন তো সারা পৃথিবী থেকে এই আপাত সৌন্দর্য সম্পূর্ণ খতম হয়ে যাবে।

25 আল্লাহ মানুষকে শাস্তির আবাসের দিকে ডাকেন এবং ঘাকে চান সরল-পথপ্রাপ্ত করেন। ১৫ ♦

15. 'শাস্তির আবাস' দ্বারা জানাত বোঝানো হয়েছে। সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার সাধারণ দাওয়াত রয়েছে, তারা যেন 'ঈমান' ও 'আমলে সালেহার মাধ্যমে জানাত অর্জন করে। কিন্তু সে পর্যন্ত পোঁছার যে সরল পথ, তা কেবল সে-ই পায়, যার জন্য আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন। তাঁ হিকমতের চাহিদা হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছাশক্তি ও হিমতকে কাজে লাগিয়ে জানাত লাভের অপরিহায় শর্তাবলী পূর্ণ করবে, সরল পথ কেবল সেই পাবে।

26 যারা উৎকৃষ্ট কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে উৎকৃষ্ট অবস্থা এবং বেশি আরও কিছু। ১৬ তাদের মুখমণ্ডলকে কোনও কালিমা আচম্ন করবে না এবং লাঙ্গনাও নয়। তারা হবে জানাতবাসী। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। ♦

16. এটা প্রতিশ্রুতির এক সম্মত ও কোতুহলোদীপক ভঙ্গি যে, 'আরও কিছু' যে কী তা আল্লাহ তাআলা খুলে বলেননি। বরং তা পর্দার আড়ালে রেখে দিয়েছেন। ব্যাপার এই যে, জানাতে উৎকৃষ্ট সব নিয়ামতের অতিরিক্ত এমন কিছু নিয়ামতও থাকবে, যা আল্লাহ তাআলা ব্যাখ্যা করে বললেও তার আসল মজা ও আস্বাদ ইচ্ছিগতে বসে উপলক্ষ্য করা মানুষের পক্ষে আদো সম্ভব নয়। কাজেই আপাতত মানুষের বোঝার জন্য যতটুকু দরকার আল্লাহ তাআলা ততটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর শান মোতাবেক হবে এমন কিছু আপেক্ষিক নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন সমস্ত জানাতবাসী জানাতের নিয়ামতসমূহ পেয়ে আনন্দাপ্লুত হয়ে যাবে ও তাতে সম্পূর্ণ মাতোয়ারা হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমাদেরকে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এখন আমি তা পূরণ করতে চাই। জানাতবাসীগণ বলবে, আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে জাহানাম থেকে রক্ষা করে জানাত দান করেছেন এবং এভাবে নিজের সব ওয়াদা পূরণ করে ফেলেছেন। এরপর আবার কোন ওয়াদা বাকি আছে? এ সময় আল্লাহ তাআলা পর্দা সরিয়ে নিজ দীর্ঘ ও দর্শন দান করবেন। তখন জানাতবাসীদের মনে হবে, এ পর্যন্ত তাদেরকে যত নির্মাত দেওয়া হয়েছে এই

নি'আমতের মজা ও আনন্দ সে সব কিছুর উপরে (ঝুল মাআনী সহীহ মুসলিম প্রভৃতির বরাতে)।

27 আর যারা মন্দ কাজ করেছে, (তাদের) মন্দ কাজের বদলা অনুরূপ মন্দই হবে। ১৭ লাঙ্গনা তাদেরকে আচম্ন করবে। আল্লাহ (-এর আয়াব) হতে তাদের কোন রক্ষাকর্তা থাকবে না। মনে হবে যেন তাদের মুখমণ্ডল অঙ্ককার রাতের টুকরা দ্বারা আচছাদিত করা হয়েছে। তারা হবে জাহানামবাসী। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। *

17. অর্থাৎ, সৎকর্মের সওয়াব তো কয়েক গুণ বেশি দেওয়া হবে, যার মধ্যে সদ্য বর্ণিত আল্লাহ তাআলার দীদার ও দর্শন লাভের নি'আমতও রয়েছে, কিন্তু পাপ কর্মের শাস্তি দেওয়া হবে সমপরিমাণই, তার বেশি নয়।

28 এবং (স্মরণ রেখ) যে দিন আমি তাদের সকলকে একত্র করব, তারপর যারা শিরক করেছিল তাদেরকে বলব, নিজ-নিজ স্থানে অবস্থান কর তোমরাও এবং তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক মেনেছিলে তারাও! অতঃপর তাদের মধ্যে (উপাসক ও উপাস্যের) যে সম্পর্ক ছিল, আমি তা ঘুচিয়ে দেব এবং তাদের শরীকগণ বলবে, তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না। ১৮ *

18. অর্থাৎ, তাদের পৃজিত মূর্তিগুলো যেহেতু নিষ্প্রাণ ছিল তাই পূজারীদের পূজা সম্পর্কে তাদের কোনও খবরই ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা যখন তাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন, তখন প্রথমে তারা পরিষ্কার ভাষায় তাদের ইবাদতের কথা অঙ্গীকার করবে। তারপর যখন তারা জানতে পারবে সত্যিই তাদের ইবাদত করা হত, তখন বলবে, তারা আমাদের ইবাদত-উপাসনা করলেও আমাদের তা জানা ছিল না।

29 আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরাপে আল্লাহই যথেষ্ট (যে,) আমরা তোমাদের ইবাদত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবাহিত ছিলাম। *

30 প্রত্যেকে অতীতে ঘা-কিছু করেছে, সেই সময়ে সে নিজেই তা ঘাচাই করে নেবে। ১৯ সকলকেই তাদের প্রকৃত মালিক আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করেছিল, তা তাদের থেকে নিরুদ্ধেশ হয়ে যাবে। ২০ *

19. অর্থাৎ তারা তো এই মিথ্যা বিশ্বাস তৈরি করে নিয়েছিল যে, দেব-দেবীরা তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে, তাই পূজা-অর্চনা করে তাদের খুশি রাখা চাই, কিন্তু কিয়ামতের দিন সুপারিশের জন্য তাদের কোন পাত্রাই পাবে না। তারা তাদের থেকে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধেশ হয়ে যাবে। তখন তারা বুঝতে পারবে দেব-দেবীর পূজা কারাটা কেমন নির্থক ও নির্বান্ধিতার কাজ ছিল। -অনুবাদক

20. অর্থাৎ, প্রতিটি কাজ বাস্তবে কেমন ছিল সে দিন তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

31 (হে নবী! মুশরিকদেরকে) বলে দাও, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিয়ক সরবরাহ করেন? অথবা কে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মালিক? এবং কে মৃত হতে জীবিতকে এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? এবং কে যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? তারা বলবে, আল্লাহ! ২১ বল, তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না? *

21. আরব মুশরিকগণ স্বীকার করত যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলাই। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তাআলা তার অধিকাংশ এখতিয়ার তাদের দেব-দেবীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই তাদের দেব-দেবীগণ আল্লাহ তাআলার শরীক। তাদেরকে খুশী রাখতে হলে তাদের পূজা-অর্চনা করতে হবে। এ আয়ত বলছে, তোমরা নিজেরাই যখন স্বীকার করছ আল্লাহ তাআলাই এসব কাজ করেন, তখন অন্য কারও ইবাদত করা কেমন বুদ্ধির কাজ হল?

32 হে মানুষ! তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের সত্যিকারের মালিক। সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বিদ্রোহি ছাড়া আর কী অবশিষ্ট থাকে? এতদসত্ত্বেও তোমাদেরকে উল্লেটো কে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ২২ *

22. কুরআন মাজীদে যে কর্মবাচ্য ক্রিয়াপদ (لِوْفَلِ) ব্যবহার করা হয়েছে ৩২ ও ৩৪ নং আয়াতের তরজমায় 'কে' শব্দ যোগ করে তার মর্ম স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটাই পরিষ্কার যে, কুরআন মাজীদে কর্মবাচ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইশারা করা হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশী ও কুপ্রবৃত্তি সেই জিনিস, যা তাদেরকে উল্লেটো দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

33 এভাবেই যারা অবাধ্যতার নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহর এ বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না। ২৩ *

23. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাদের তাকদীরে লিখে রেখেছিলেন যে, অহমিকা বশে তারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার করবে না এবং ঈমান আনবে না। আল্লাহর সে বাণীই এখন বাস্তবায়িত হয়েছে।

34 বল, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত কর, তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সৃষ্টিরাজিকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করে, অতঃপর (তাদের মৃত্যুর পর) তাদেরকে পুনরায় অস্তিত্ব দান করে? বল, আল্লাহই সৃষ্টিরাজিকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন অতঃপর (তাদের মৃত্যুর পর) তাদেরকে পুনরায় অস্তিত্ব দান করবেন। এতদসত্ত্বেও তোমাদেরকে উল্লেটো কে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

❖

- 35 বল, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত কর, তাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে সত্যের পথ দেখায়? বল, আল্লাহই সত্যের পথ দেখান। বল, যিনি সত্যের পথ দেখান তিনিই কি এর বেশি হকদার যে, তাঁর আনুগত্য করা হবে, না সেই (বেশি হকদার) যে নিজে পথ পায় না, যতক্ষণ না অন্য কেউ তাকে পথ দেখায়? ^{১৪} তা তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কি রকমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর? ❖

24. অর্থাৎ মানুষের দোজাহানের মুক্তির সত্যিকারের পথ কেবল আল্লাহ তাআলাই দেখাতে পারেন। তাঁর পথ-নির্দেশ ছাড়া কোন মানুষেরও পক্ষে নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা সত্যের পথ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কাজেই মুক্তির জন্য দেব-দৈর্ঘ্যের তো নয়ই, এমন কি কোন মানুষেরও অনুসরণ-আনুগত্য করার কোন অবকাশ নেই, তাতে সে মানুষ যত বড় বিদ্যুন বা দাশনিকই হোক না কেন। বরং আনুগত্য করতে হবে কেবল পরম দিশারী আল্লাহর এবং তাঁর নির্দেশে নবী-রাসূলগণের বা যারা নবীর শিক্ষানুসারে মানুষের পথ-প্রদর্শন করেন তাদের। তাদের পথ-প্রদর্শন যেহেতু আল্লাহ তাঁআলার হৃকুম মোতাবেক হয়, তাই তাদের আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাঁআলারই আনুগত্য। -অনুবাদক

- 36 এবং (প্রকৃতপক্ষে) তাদের (অর্থাৎ মুশরিকদের) মধ্যে অধিকাংশ কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে থাকে, আর এটা তো নিশ্চিত যে, সত্যের বিপরীতে অনুমান কোনও কাজে আসে না। নিশ্চয়ই তারা যা-কিছু করে আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। ❖

- 37 এ কুরআন এমন নয় যে, এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ হতে রচনা করা হবে বরং এটা (ওইরা) সেই সব বিষয়ের সমর্থন করে, যা এর পূর্বে নায়িল হয়েছে এবং আল্লাহ (লাওহে মাহফুজে) ফেসব বিষয় লিখে রেখেছেন এটা তার ব্যাখ্যা করে। ^{১৫} এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে। ❖

25. বাকাটিতে এই সত্য স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন মাজীদ কোনও মানব-মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভুত নয়; বরং এর উৎস হচ্ছে লাওহে মাহফুজ। আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুজে সৃজন ও বিধানগত যাবতীয় বিষয় সেই অনাদি কালে লিখে রেখেছেন। তার মধ্যে মানুষের যা প্রয়োজন, কুরআন মাজীদ তার বিশদ ব্যাখ্যা দান করে।

- 38 তারপরও কি তারা বলে, রাসূল নিজের পক্ষ হতে এটা রচনা করেছে? বল, তবে তোমরা এর মত একটি সুরাই (রচনা করে) নিয়ে এসো এবং (এ কাজে সাহায্য গ্রহণের জন্য) আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পার ডেকে নাও- যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ❖

- 39 আসল কথা হচ্ছে, তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করছে সেই বিষয়কে যার জ্ঞান তারা আয়ত্ত করতে পারেনি, এবং এখনও তার পরিণাম তাদের সামনে আসেনি। ^{১৬} তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও এভাবেই (তাদের নবীগণকে) অস্তীকার করেছিল। সুতরাং দেখ সে জালেমদের পরিণাম কী হয়েছে। ❖

26. অর্থাৎ, তারা যে কুরআনকে অস্তীকার করছে-এর পরিণাম আল্লাহর আয়াবরূপে একদিন অবশ্যই প্রকাশ পাবে। এখনও পর্যন্ত তা তাদের সামনে আসেনি বলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং অতীত জাতিসমূহের পরিণাম থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

- 40 তাদের মধ্যে কতক তো এমন, যারা এর (অর্থাৎ কুরআনের) প্রতি ইমান আনবে এবং কতক এমন, যারা এর প্রতি ইমান আনবে না। তোমার প্রতিপালক অশাস্তি বিস্তারকারীদেরকে ভালো করেই জানেন। ❖

- 41 (হে নবী!) তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে (তাদেরকে) বলে দাও আমার কর্ম আমার জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমি যে কাজ করছি তার দায় থেকে তোমরা মুক্ত এবং তোমরা যা করছ, তার দায় থেকেও আমি মুক্ত। ❖

- 42 তাদের মধ্যে কতিপয় এমনও আছে, যারা তোমার কথা (প্রকাশে) কান পেতে শোনে, (কিন্তু অন্তরে সত্যের কোনও অনুসন্ধিৎসা নেই। সে কারণে প্রকৃতপক্ষে তারা বধির) তবে কি তুমি বধিরকে শোনাবে, যদিও তারা না বোঝে? ❖

- 43 তাদের মধ্যে কতক এমন, যারা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে (কিন্তু অন্তরে ন্যায়নিষ্ঠতা না থাকার কারণে তারা অন্ধতুল্য)। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে যদিও তারা কিছুই উপলব্ধি করে না? ^{১৭} ❖

27. উম্মতের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মমতা ছিল অসাধারণ, যে কারণে কাফেরগণ ইমান না আনায় তিনি অধিকাংশ সময় দুঃখ ভারাব্রান্ত থাকতেন। এ আয়াত তাঁকে সাতনা দিচ্ছে, আপনি তো সঠিক পথে আনতে পারবেন কেবল তাকেই যার অন্তরে সত্য জ্ঞানের আগ্রহ আছে। যাদের অন্তরে এ আগ্রহই নেই, তারা তো অস্ত ও বধিরতুল্য। আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন তাদেরকে কোন কথা শোনাতে পারবেন না এবং কোনও পথও দেখাতে পারবেন না। তাদের কোনও দায়-দায়িত্ব আপনার উপর নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের জিম্মাদার এবং আল্লাহ তাআলা তাদের উপর কোনও জুলুম করেননি; বরং তারা জাহানামের পথ অবলম্বন করে নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।

- 44 প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না। কিন্তু মানুষ নিজেই নিজের প্রতি জুলুম করে। ❖

45 যে দিন আল্লাহ তাদেরকে (হাশরের মাঠে) একত্র করবেন, সে দিন তাদের মনে হবে যে, যেন তারা (দুনিয়ায় বা কবরে) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। (এ কারণেই) তারা পরম্পরে একে অন্যকে চিনতে পারবে। ^{১৮} বস্তুত যারা (আখেরাতে) আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়াকে অঙ্গীকার করেছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়নি, তারা অবশ্যই লোকসানগ্রস্ত হয়েছে। *

28. অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবন তাদের এতই কাছের মনে হবে যে, তাদের একজনকে অন্যজনের চিনতে কোনও কষ্ট হবে না, যেমনটা দীর্ঘদিন ব্যবধানে দেখার ফ্রেন্ডের সাধারণত হয়ে থাকে।

46 (হে নবী!) আমি তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) যেসব বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করেছি, তার কোনও বিষয় আমি তোমাকে (তোমার জীবদ্ধায়) দেখিয়ে দেই অথবা (তার আগে) তোমার রূহ কবয় করে নেই, সর্বাবস্থায়ই তো তাদেরকে শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই ফিরতে হবে। ^{১৯} অতঃপর (এটা তো সুস্পষ্ট যে,) তারা যা-কিছু করছে, আল্লাহ তা সম্যক প্রত্যক্ষ করছেন (সুতরাং তখন তিনি এর শাস্তি দেবেন)। *

29. এটা এই খটকার জবাব যে, আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে শাস্তি দানের ধর্মকি তো দিয়ে রেখেছেন, অথচ তাদের পক্ষ থেকে এতসব অবাধ্যতা ও মুসলিমদের সাথে তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি সত্ত্বেও তাদের উপর তো কোনও আয়ার আসতে দেখা যাচ্ছে না! এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আল্লাহ তাআলার হিকমত অনুযায়ী সময় মতই তাদের উপর শাস্তি আসবে। সে আয়ার এমনও হতে পারে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্ধায় দুনিয়াতেই তারা পেয়ে যাবে আবার এমনও হতে পারে যে, দুনিয়ায় তাঁর জীবদ্ধায় তাদের উপর কোনও আয়ার আসবে না, কিন্তু আখেরাতের শাস্তি তো অবধারিত। তারা যখন আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যাবে তখন অনন্তকালীন শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

47 প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল পাঠানো হয়েছে। যখন তাদের রাসূল এসে গেছে তখন ন্যায়বিচারের সাথে তাদের মীমাংসা করা হয়েছে। তাদের উপর কোনও জুলুম করা হয়নি। *

48 তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ মুসলিমদেরকে উপহাস করার জন্য) বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে (বল আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তিদানের) প্রতিশ্রূতি করে পূরণ করা হবে? *

49 (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, আমি তো আমার নিজেরও কোনও উপকার করার এখতিয়ার রাখি না এবং কোনও অপকার করারও না, তবে আল্লাহ যতটুকু চান তা ভিন্ন। প্রত্যেক উম্মতের এক নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন তাদের সে সময় আসে, তখন তারা তা থেকে এক মুহূর্ত পেছনেও যেতে পারে না এবং এক মুহূর্ত আগেও না। *

50 তাদেরকে বল, তোমরা আমাকে বল তো, আল্লাহর আয়ার যদি তোমাদের উপর রাতের বেলা এসে পড়ে কিংবা দিনের বেলা, তবে অপরাধীরা তার মধ্যে এমন কী (আকাঞ্চক্ষাযোগ্য বস্তু আছে, যাকে) ত্বরান্বিত করতে চায়? ^{৩০} *

30. অর্থাৎ সে শাস্তির মধ্যে এমন কোন আনন্দের বিষয় তো নেই, যা পাওয়ার জন্য তাড়াহড়া করা যায়। তা সত্ত্বেও তারা সেজন্য তাড়াহড়া করছে কেন? সন্দেহ নেই যে, তারা তা করছে উপহাস করে, যেহেতু তাদের তাতে বিশ্বাস নেই। কিন্তু তারা যতই অবিশ্বাস করুক, একদিন তার সম্মুখীন তাদেরকে হতেই হবে এবং সে শাস্তি এমনই বিভীষিকাময় যে, তা নিয়ে উপহাস করা বা তার জন্য ব্যস্ততা দেখানো চরম অর্বাচীনতা। যেদিন সে শাস্তি এসে পড়বে, তখন তো বিশ্বাস করবে, কিন্তু অসময়ের সেই বিশ্বাস কোন কাজে আসবে না। -অনুবাদক

51 যখন সে শাস্তি এসেই পড়বে তখন কি তোমরা তা বিশ্বাস করবে? (তখন তো তোমাদেরকে বলা হবে যে,) এখন বিশ্বাস করছ? অথচ তোমরাই এটা (অবিশ্বাস করে) তাড়াতাড়ি চাচ্ছিলে। *

52 অতঃপর জালেমদেরকে বলা হবে, এবার স্থায়ী শাস্তির মজা ভোগ কর। তোমাদেরকে অন্য কিছুর নয়; বরং তোমরা যা-কিছু (পাপাচার) করতে তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে। *

53 তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, এটা (অর্থাৎ আখেরাতের আয়াব) কি বাস্তবিক সত্য? বলে দাও, আমার প্রতিপালকের শপথ! এটা বিলকুল সত্য এবং তোমরা (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না। *

54 যে ব্যক্তিই জুলুমে লিপ্ত হয়েছে, তার যদি পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই হয়ে যায়, তবে সে নিজ মুক্তির বিনিময়ে তা দিয়ে দেবে এবং তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন নিজ অনুতাপ লুকাতে চাবে। ^{৩১} ন্যায়বিচারের সাথে তাদের মীমাংসা হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। *

31. অর্থাৎ তাদের ধারণা ও কল্পনার বাইরে যখন বিভীষিকাময় শাস্তি চাক্ষুস দেখতে পাবে, তখন এমনই ভীত-বিহুল হয়ে পড়বে যে, তারা এমনকি কান্নার কথাও ভুলে যাবে, চিৎকার পর্যন্ত করতে পারবে না। বিলকুল নির্বাক-নির্থর হয়ে যাবে। একেই 'অনুতাপ লুকানো' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। অথবা এর অর্থ, অনুসারীরা দোষারোপ করবে এই ভয়ে কাফিরদের নেতৃবর্গ তাদের সামনে নিজেদের অনুতাপ-আক্ষেপের কথা প্রকাশ করবে না। কিন্তু এটা তাদের স্থায়ী অবস্থা নয়। এক সময় টিকিতে না পেরে বলে উঠবে, 'হায়, আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে যে অবহেলা আমি করেছি, সেজন্য আফসোস!' (যুমার ৩৯ : ৫৬) এবং বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমি এ ব্যাপারে বড় উদাসীন ছিলাম' সূরা আমিয়া

৫৫ স্মরণ রেখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহরই। স্মরণ রেখ, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। *

৫৬ তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তাঁরই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। *

৫৭ হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে এক উপদেশ, অন্তরের রোগ-ব্যাধির উপশম এবং মুমিনদের পক্ষে হিদায়ত ও রহমত। *

৫৮ (হে নবী!) বল, এসব আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতেই হয়েছে। সুতরাং এতে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা-কিছু পুঁজিভূত করে, তা অপেক্ষা এটা শ্রেয়! *

৫৯ বল, চিন্তা করে দেখ তো, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিয়ক নাখিল করেছিলেন, তারপর তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম সাব্যস্ত করেছ? ^{৩২} জিজেস কর, আল্লাহই কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ? *

32. আরবের মুশারিকগণ বিভিন্ন পক্ষকে তাদের মূর্তির নামে উৎসর্গ করে সেগুলোকে অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করেছিল। সুরা আনআমে (৫ : ১৩৮, ১৩৯) বিস্তারিত গত হয়েছে। এ আয়াতে তাদের সেই দুঃকর্মের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

৬০ যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয় কিয়ামত দিবস সম্পর্কে তাদের ধারণা কী? নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের সঙ্গে সদয় আচরণকারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশেই কৃতজ্ঞতা আদায় করে না। *

৬১ (হে নবী!) তুম যে-অবস্থায়ই থাক এবং কুরআনের যে-অংশই তিলাওয়াত কর এবং (হে মানুষ!) তোমরা যে-কাজই কর, তোমরা যখন তাতে লিপ্ত থাক, তখন আমি তোমাদের দেখতে থাকি। তোমার প্রতিপালকের কাছে অনু-পরিমাণ জিনিসও গোপন থাকে না না পৃথিবীতে, না আকাশে এবং তার চেয়ে ছোট এবং তার চেয়ে বড় এমন কিছু নেই, যা এক স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। ^{৩৩} *

33. আরবের মুশারিকগণ কিয়ামতে মানুষের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার বিষয়কে অসম্ভব মনে করত। তাদের কথা ছিল, কোটি কোটি মানুষ মৃত্যুর পর যখন মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যায়, তখন তাদের সেই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশসমূহকে একত্র করে পুনরায় তাতে জীবন দান করা কি করে সম্ভব? মাটির কোনু কণা কোনু ব্যক্তির দেহাংশ তা কিভাবে জানা যাবে? এ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ তাআলার শক্তি ও জ্ঞানকে নিজেদের সঙ্গে তুলনা করো না। আল্লাহ তাআলার জ্ঞান এত ব্যাপক যে, কোনও জিনিসই তার অগোচরে নয়।

৬২ স্মরণ রেখ, যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ^{৩৪} *

34. কারা আল্লাহ তাআলার বন্ধু পরের আয়াতে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যারা ঈমান ও তাকওয়ার গুণে গুণাবিত, তারাই আল্লাহ তাআলার বন্ধু। তাদের সম্পর্কে জ্ঞানান্তর হয়েছে যে, ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং অতীতের কোনও বিষয়ে কোন দুঃখও থাকবে না। কথাটি বলতে তো খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু লক্ষ্য করলে বোবা যায়, এটা কত বড় নিয়ামত, দুনিয়ায় তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কেননা এখানে যে যত বড় সুযোগ হোক না কেন ভবিষ্যতের কোনও না কোনও ভয় এবং অতীতের কোনও না কোনও দুঃখ সর্বদাই তাকে পেরেশান রাখছে। সব রকমের ভয় ও দুঃখমুক্ত শান্তিময় জীবন কেবল জানাতেই লাভ হবে।

৬৩ তারা সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। *

৬৪ তাদের দুনিয়ার জীবনেও সুসংবাদ আছে ^{৩৫} এবং আখেরাতেও। আল্লাহর কথায় কোনও পরিবর্তন হয় না। এটাই মহাসাফল্য। *

35. দুনিয়ার জীবনে তাদের সুসংবাদলাভ হয় বিভিন্নভাবে, যেমন নবীগণের মাধ্যমে শোনানো হয়েছে যে, আধিরাতে তাদের কোন ভয় থাকবে না, মৃত্যুকালে ফিরিশতাগণ তাদেরকে বলে, তোমরা জানাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর ... (হা-মীম-সাজ্দার ৩০-৩১), তাদেরকে অথবা তাদের সম্পর্কে অন্যকে ভালো-ভালো স্বপ্ন দেখানো হয়, তাদের বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে বিশেষ সাহায্য করা হয়, মানুষের মাঝে তাদেরকে সমাদৃত করা হয় এবং তাদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে দেওয়া হয় ইত্যাদি (-অনুবাদক, তাফসীরে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত)।

৬৫ (হে নবী!) তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই সমস্ত শক্তি আল্লাহর। তিনি সব কথার শ্রোতা সব কিছুর জ্ঞাতা। *

৬৬ স্মরণ রেখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, সব আল্লাহরই মালিকানাধীন। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে, তারা আল্লাহর (প্রভুত) কোনও শরীকের অনুসরণ করে না। তারা কেবল ধারণারই অনুসরণ করে। আর তাদের কাজ কেবল আনুমানিক কথা বলা। *

৬৭ তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার। আর দিনকে তোমাদের দেখার উপযোগী করে বানিয়েছেন। নিশ্চয়ই এতে সেই সব লোকের জন্য বহু নির্দশন আছে, যারা লক্ষ্য করে শোনে। *

৬৮ (কিছু লোকে) বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তাঁর সন্তা পবিত্র! তিনি কোনও কিছুর মুখাপেক্ষী নন। ৩৬ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা তাঁরই। তোমাদের কাছে এর সমক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ, যার কোনও জ্ঞান তোমাদের নেই? *

36. অর্থাৎ সন্তানের প্রয়োজন হয় কোনও না কোনও মুখাপেক্ষিতার কারণে। অর্থাৎ, সন্তান দুনিয়ার কাজ-কর্মে পিতার সাহায্য করবে কিংবা অন্ততপক্ষে তার দ্বারা পিতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। আল্লাহ তাআলার এ দুটো বিষয়ের কোনওটিরই প্রয়োজন নেই। কাজেই তিনি সন্তান দিয়ে কী করবেন?

৬৯ বলে দাও, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তারা কৃতকার্য হবে না। *

৭০ (তাদের জন্য) দুনিয়ায় সামান্য কিছু আনন্দ-উপভোগ আছে। তারপর আমারই কাছে তাদেরকে ফিরে আসতে হবে। তারপর তারা যে কুফুরী কর্মপন্থ অবলম্বন করেছিল, তার বিনিময়ে আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। *

৭১ (হে নবী!) তাদের সামনে নৃহের ঘটনা পড়ে শোনাও, যখন সে নিজ কওমকে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়তসমূহের মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করাটা যদি তোমাদের পক্ষে দুঃসহ হয়, তবে আমি তো আল্লাহরই উপর ভরসা করেছি। ৩৭ সুতোং তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে সঙ্গে নিয়ে (আমার বিরুদ্ধে) তোমাদের কৌশল পাকাপোক্ত করে নাও, তারপর তোমরা যে কৌশল অবলম্বন করবে তা যেন তোমাদের অন্তরে কোন দ্বিধা-বন্ধনের কারণ না হয়; বরং আমার বিরুদ্ধে তোমাদের সিদ্ধান্ত (আনন্দচিন্ত্রে) কার্যকর করে ফেল এবং আমাকে একদম সময় দিও না। *

37. যারা খেয়াল-খুশিমতই চলতে চায়, উপদেশদাতার উপদেশ তাদের কাছে অসহ বোধ হয়, ক্ষেত্রবিশেষে তাদের অস্তিত্বটাই তাদের দুঃসহ লাগে। তাই তারা তাদের কঠরোধ করেই ক্ষান্ত হয় না, তাদের জীবন নাশেরও চেষ্টা করে। হযরত নৃহ আলাইহিস সালামের প্রতি তাঁর সম্প্রদায় এ রকম আচরণই করেছিল। কিন্তু নিজ মিশনে নবীগণের অবিচলতা এবং আল্লাহর প্রতি তাদের আস্থা থাকে চরম পর্যায়ে। হযরত নৃহ আলাইহিস সালাম নিজ বক্তব্য দ্বারা তাদেরকে সে কথারই জানান দিচ্ছেন। -অনুবাদক

৭২ তথাপি তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে এর (অর্থাৎ এই প্রচার কার্যের) বিনিময়ে আমি তো তোমাদের কাছে কোনও পারিশ্রমিক চাইনি। ৩৮ আমার পারিশ্রমিক অন্য কেউ নয়; কেবল আল্লাহই নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। আর আমাকে হৃকুম দেওয়া হয়েছে, আমি যেন অনুগত লোকদের মধ্যে শামিল থাকি। *

38. অর্থাৎ, তাবলীগের বিনিময়ে যদি তোমাদের থেকে কোনও পারিশ্রমিক নিতে হত, তবে তোমাদের প্রত্যাখ্যান দ্বারা আমার ক্ষতি হতে পারত। অর্থাৎ, আশঙ্কা থাকত যে, আমার পারিশ্রমিক আটকে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি তো পারিশ্রমিক চাইই না। কাজেই তোমরা প্রত্যাখ্যান করলে তাতে আমার ব্যক্তিগত কোনও ক্ষতি নেই।

৭৩ কিন্তু তারা নৃহকে মিথ্যাবাদী বলল এবং পরিণামে আমি নৃহকে ও যারা নৌকায় তার সঙ্গে ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং তাদেরকে কাফেরদের স্থলাভিষিক্ত করলাম। আর যারা আমার নির্দশনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে (প্লাবনের ভেতর) নিমজ্জিত করলাম। সুতোং দেখ, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে। ৩৯ *

39. হযরত নৃহ আলাইহিস সালামের ঘটনা আরও বিস্তারিতভাবে সামনে সূরা হুদে (১১: ২৫-৪৯) আসছে।

৭৪ তারপরে আমি বিভিন্ন নবীকে তাদের স্ব-স্ব জাতির কাছে প্রেরণ করেছি। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা প্রথমবার যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তা আর মানতেই প্রস্তুত হল না। যারা সীমালংঘন করে তাদের অন্তরে আমি এভাবে মোহর করে দেই। *

৭৫ অতঃপর আমি তাদের পর মূসা ও হারানকে ফিরাউটন ও তার অমাত্যদের কাছে আমার নির্দশনাবলীসহ প্রেরণ করি। কিন্তু তারা অহমিকা প্রদর্শন করল এবং তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়। *

৭৬ যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ হতে সত্য আসল, তখন তারা বলতে লাগল, নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট যাদু। ৪০ *

40. অর্থাৎ নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ তাকে যে লাঠি ও শুট্রোজ্জল হাতের অনৌকিকস্ত দেওয়া হয়েছিল, তারা নিজেদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতাবশত তাকে ঘাদু ঠাওরাল। -অনুবাদক

77 মূসা বলল, সত্য যখন তোমাদের কাছে আসল তখন তোমরা তার সম্পর্কে একাপ কথা বলছ? এটা কি ঘাদু? ঘাদুকরণ তো কখনও সফলকাম হয় না! ❁

78 তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যই এসেছ যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যে রীতি-নীতির উপর পেয়েছি, তুমি আমাদেরকে তা থেকে বিচ্ছৃত করবে এবং যাতে এ দেশে তোমাদের দু'জনের প্রতিপত্তি কায়েম হয়ে যায় সে জন্য? আমরা তো তোমাদের কথা মানবার নই! ❁

41. অর্থাৎ, রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য তোমরা নবুওয়াতকে বাহানা হিসেবে গ্রহণ করেছ (নাউয়ুবিল্লাহ)। আমরা তোমাদের চাল ধরে ফেলেছি। কাজেই তোমাদের কথায় আমরা বিপ্রান্ত হবার নই। এভাবেই ক্ষমতাদপীরা সর্বদা সত্ত্বের কঠরোধ করার জন্য তার উপর নানা রকম মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদ ঝুঁড়ে দেয়। কিন্তু আল্লাহ সত্যকে তার আপন আলোয় উদ্ভাসিত করে অপবাদের অসত্যতা পরিষ্কার করে দেন। -অনুবাদক

79 ফিরাউন (তার কর্মচারীদেরকে) বলল, যত দক্ষ ঘাদুকর আছে, তাদের সকলকে আমার কাছে নিয়ে এসো। ❁

80 সুতরাং যখন ঘাদুকরণ এসে গেল। মূসা তাদেরকে বলল, তোমাদের যা-কিছু নিষ্কেপ করবার তা নিষ্কেপ কর। ❁

42. এমনিতে ঘাদু তো বিভিন্ন রকমের আছে, কিন্তু হ্যরত মূসা আলাইহিস সালাম যে মুজিয়া দেখিয়েছিলেন তাতে তিনি নিজ লাঠি মাটিতে নিষ্কেপ করেছিলেন এবং তা সাপ হয়ে গিয়েছিল। এ হিসেবে তাকে মুকবিলা করার জন্য যে ঘাদুকরদেরকে ডাকা হয়েছিল তাদের ব্যাপারে দৃশ্যত ধারণা ছিল যে, তারা এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনও ঘাদু দেখাবে। অর্থাৎ, তারা কোনও জিনিস নিষ্কেপ করে সাপ বানিয়ে দেবে, যাতে মানুষকে বোঝানো যায় যে, হ্যরত মূসা আলাইহিস সালামের মুজিয়াও এ রকমই কোন ঘাদু।

81 তারপর তারা যখন (তাদের লাঠি ও রশি) নিষ্কেপ করল (এবং সেগুলোকে সাপের মত ছোটাছুটি করতে দেখা গেল) তখন মূসা বলল, তোমরা এই যা-কিছু প্রদর্শন করলে তা ঘাদু। আল্লাহ এখনই তা নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছেন। আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজ সফল হতে দেন না। ❁

82 আল্লাহ নিজ হৃকুমে সত্যকে সত্য করে দেখান, যদিও অপরাধীগণ তা অপছন্দ করে। ❁

83 অতঃপর এই ঘটল যে, মূসার প্রতি অন্য কেউ তো নয়, তার সম্প্রদায়েরই কতিপয় যুবক ফিরাউন ও তাদের নেতৃবর্গ নির্যাতন করতে পারে এ আশঙ্কা সত্ত্বেও ঈমান আনল। ❁ নিশ্চয়ই দেশে ফিরাউন অতি পরাক্রমশালী ছিল এবং সে ছিল সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ❁

43. হ্যরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি সর্পথম বনী ইসরাইলেরই কতিপয় যুবক ঈমান এনেছিল এবং ফিরাউন ও তার অমাত্যদের ভয়ে-ভুয়ে। ফিরাউনের অমাত্যগণকে সে যুবকদের নেতা বলা হয়েছে এ কারণে যে, কার্যত তারা তাদের শাসক ছিল। বনী ইসরাইল তাদের অধীনস্থ প্রজাকার্পেই জীবন যাপন করত।

84 মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা সত্যিই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকলে, কেবল তাঁরই উপর নির্ভর কর, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাক। ❁

85 তারা বলল, আমরা আল্লাহরই উপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ওই জালেম সম্প্রদায়ের পরীক্ষার পাত্র বানিও না। ❁

86 এবং নিজ রহমতে আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায় হতে নাজাত দাও। ❁

87 আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী পাঠ্যালাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়কে মিসরের ঘর-বাড়িতেই থাকতে দাও ❁ এবং তোমাদের ঘরসমূহকে নামায়ের স্থান বানাও ❁ এবং (এভাবে) নামায কায়েম কর ও ঈমান আনয়নকারীদেরকে সুসংবাদ দাও। ❁

44. এ আয়াতে বনী ইসরাইলকে হৃকুম দেওয়া হয়েছে, তারা যেন এখনই হিজরত না করে; বরং নিজেদের বাড়িতেই বাস করে। অন্য দিকে বনী ইসরাইলের জন্য মসজিদে নামায পড়াই ছিল মূল বিধান। সাধারণ অবস্থায় ঘরে নামায পড়া তাদের জন্য জায়ে ছিল না, কিন্তু সে

সময় যেহেতু ফির'আউনের পক্ষ হতে তাদের ব্যাপক ধরপাকড় চলছিল তাই এই বিশেষ অপারগ অবস্থায় তাদেরকে ঘরে নামায আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়।

45. অথবা এর অর্থ 'তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে (পৃথক) ঘরবাড়ি তৈরি কর' অর্থাৎ তাদের জন্য আলাদা মহল্লা গড়ে তোল, ফিরআওনী সম্প্রদায়ের সাথে মিলেমিশে বসবাস করো না। কেননা শীঘ্রই তাদেরকে বিভিন্ন রকম শাস্তির সম্মুখীন করা হবে। -অনুবাদক

৮৮ মূসা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ফির'আউন ও তার অমাত্যদেরকে পার্থিব জীবনে বিপুল শোভা ও ধন-দৌলত দান করেছেন। হে আমাদের প্রতিপালক! তার ফল হচ্ছে এই যে, তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের ধন-দৌলত ধ্বংস করে দিন এবং তাদের অন্তর এমন শক্তি করে দিন, যাতে মর্মন্ত্ব শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। ৪৬ *

46. হ্যরত মূসা আলাইহিস সালাম ফির'আউনী সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে থাকেন। কিন্তু তাদের উপর্যুক্তি অঙ্গীকৃতি ও ক্রমবর্ধমান শক্তির কারণে এক সময় তাদের ঈমান আনা সম্পর্কে তিনি আশাহত হয়ে পড়েন। ফির'আউন ঈমান না এনেই তো ক্ষান্তি থাকেনি; বরং সে এমন পাশবিক জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছিল যে, তাকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেওয়া হোক, এটা কোনও ন্যায়নির্ণয়ের পর্যন্ত মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সম্ভবত তিনি ওহী মারফতও জানতে পেরেছিলেন যে, ফির'আউনের ভাগ্যে ঈমান নেই। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি এই বদু'আ করেন।

৮৯ আল্লাহ বললেন, তোমাদের দুআ করুল করা হল। সুতরাং তোমরা দৃঢ়পদ থাক এবং যারা সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ কিছুতেই তাদের অনুসরণ করো না। *

৯০ আমি বনী ইসরাইলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। তখন ফির'আউন ও তার বাহিনী জুলুম ও সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে তাদের পশ্চাদ্বাবন করল। পরিশেষে যখন সে দুবে মারা যাচ্ছিল, তখন বলতে লাগল, আমি স্বীকার করলাম, বনী ইসরাইল যেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই এবং আমিও আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। *

৯১ (উত্তর দেওয়া হল) এখন (ঈমান আনছ)? অথচ এর আগে অবাধ্যতা করেছ এবং ক্রমাগত অশাস্তি সৃষ্টি করতে থেকেছ। *

৯২ সুতরাং আজ আমি তোমার (কেবল) দেহটি বাঁচাব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তী কালের মানুষের জন্য নির্দর্শন হয়ে থাক। ৪৭ (কেননা) আমার নির্দর্শন সম্পর্কে বহু লোক গাফেল হয়ে আছে। *

47. আল্লাহ তাআলার নীতি হল, যখন তাঁর আয়াব কারও মাথার উপর এসে যায় এবং সে তা নিজ চোখে দেখতে পায় কিংবা কারও যখন মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়, তখন তাওয়াব দুয়ার বন্ধ করে দেওয়া হয়। সে সময় ঈমান আনলে তা গৃহীত হয় না। কাজেই ফির'আউনের জন্য এখন আর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার লাশটি রক্ষা করলেন। তার লাশ সাগরের তলদেশে না গিয়ে পানির উপর ভাসতে থাকল, যাতে সকলে তাকে দেখতে পায়। এতটুকু বিষয় তে এ আয়তে পরিক্ষার। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধান ও গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, হ্যরত মূসা আলাইহিস সালামের আমলে যে ফির'আউন ছিল তার নাম ছিল মিনিফতাহ এবং তার লাশটিও নির্খুঁতভাবে উদ্ধার করা হয়েছে। কায়রোর যাদুঘরে এখনও পর্যন্ত সে লাশ সংরক্ষিত আছে এবং তা মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য এক বিরাট নির্দর্শন হয়ে আছে। এ গবেষণা সঠিক হলে এটা কুরআন মাজীদের সত্যতার বেন এক স্বাক্ষর প্রমাণ। কেননা এ আয়ত যখন নাযিল হয়েছে তখন কারও জানা ছিল না যে, ফির'আউনের লাশ এখনও সংরক্ষিত আছে। বৈজ্ঞানিকভাবে এটা উদ্ঘাটিত হয়েছে তার বহুকাল পরে।

৯৩ আমি বনী ইসরাইলকে যথার্থভাবে বসবাসের উপযুক্ত এক স্থানে বসবাস করালাম এবং তাদেরকে উত্তম রিয়ক দান করলাম। অতঃপর তারা (সত্য দীন সম্পর্কে) ততক্ষণ পর্যন্ত মতভেদ সৃষ্টি করেনি, যতক্ষণ না তাদের কাছে জ্ঞান এসে পৌঁছেছে। ৪৮ নিশ্চয়ই তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ করত কিয়ামতের দিন তোমার প্রতিপালক তাদের মধ্যে তার মীমাংসা করে দিবেন। *

48. অর্থাৎ বনী ইসরাইলের আকীদা-বিশ্বাস একটা কাল পর্যন্ত সত্য দীন মোতাবেকই ছিল। তাওরাত ও ইনজীলে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব সম্পর্কে যে ভবিষ্যতব্যানী করা হয়েছে, সে অনুযায়ী তাঁরাও তার আগমনে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু আসমানী কিতাবসমূহে বর্ণিত নির্দশনাবলী দ্বারা যখন জানা গেল হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সেই নবী, তখন তারা বিদ্বেষবশত সত্য দীনের বিরোধিতা শুরু করে দিল।

৯৪ (হে নবী!) আমি তোমার প্রতি যে বাণী নাযিল করেছি সে সম্বন্ধে তোমার যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে (যদিও তা থাকা কখনও সম্ভব নয়), তবে তোমার পূর্বের (আসমানী) কিতাব যারা পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। নিশ্চয়ই তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্যই এসেছে। সুতরাং তুমি কখনও সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ৪৯ *

49. এ আয়তে বাহ্যত যদিও রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মোধন করে কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এটা তো সুস্পষ্ট যে, কুরআন মাজীদের সত্যতা সম্পর্কে তাঁর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা অন্যদেরকে বলা উদ্দেশ্য যে, তাঁকেই যখন সতর্ক করা হচ্ছে, তখন অন্যদের তো অনেক বেশি সতর্ক হওয়া উচিত।

- 95** এবং তুমি সেই সকল লোকেরও অন্তর্ভুক্ত হয়ে না, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, অন্যথায় তুমি লোকসানগ্রহণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ♦
- 96** নিশ্চয়ই যাদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের বাণী সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তারা ঈমান আনবে না। ♦
- 97** যদিও তাদের সামনে সর্ব প্রকার নির্দর্শন এসে যায়, যাৎ না তারা যত্নগাময় শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। ♦
- 98** তবে কোন জনপদ এমন কেন হল না যে, তারা এমন এক সময় ঈমান আনত, যখন ঈমান তাদের উপকার করতে পারত? অবশ্য ইউনুসের কওম এ রকম ছিল। ৫০ তারা যখন ঈমান আনল তখন পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাকর শাস্তি তাদের থেকে তুলে নিলাম এবং তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবন ভোগ করতে দিলাম। ♦
50. পূর্বের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কারও ঈমান কেবল তখনই উপকারে আসে, যখন সে মৃত্যুর আগে আল্লাহর আয়াব প্রত্যক্ষ করার পূর্বেই ঈমান আনে। আয়াব এসে যাওয়ার পর ঈমান আনলে ত কাজে আসে না। এ মূলনীতি অনুসারে আল্লাহ তাআলা বলছেন, পূর্বে যত জাতির উপর আয়াব এসেছে, তারা কেউ আয়াব আসার আগে ঈমান আনেনি, যে কারণে তারা আয়াবের শিকার হয়েছে। অবশ্য ইউনুস আলাইহিস সালামের কওম ছিল এর ব্যতিক্রম। তারা আয়াব নাফিল হওয়ার পূর্বক্ষণে ঈমান এনেছিল। তাই তাদের ঈমান করুণ হয় এবং সে কারণে আসন্ন শাস্তি তাদের থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। হ্যারত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা ছিল এ রকম যে, তিনি নিজ সম্পদায়কে শাস্তির ভবিষ্যতবাণী শুনিয়ে জনপদ থেকে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর সম্পদায়ের লোক এমন কিছু আলামত দেখতে পেল যদরূপ তাদের বিশ্বাস হয়ে যাব যে, হ্যারত ইউনুস আলাইহিস সালাম যে ব্যাপারে সাবধান করেছিলেন তা সত্ত। সুতরাং আয়াব আসার আগেই তারা সকলেই ঈমান এনে ফেলে। ইনশাআল্লাহ তাআলা হ্যারত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা সাফফাতে আসবে (৩৭ : ১৩৯)। তাছাড়া সূরা আলাইহিস (২১ : ৮৭) ও সূরা কলামে (৬৮ : ৪৮) তাঁর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হবে।
- 99** আল্লাহ ইচ্ছা করলে ভৃ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী সকলেই ঈমান আনত। ৫১ তবে কি তুমি মানুষের উপর চাপ প্রয়োগ করবে, যাতে তারা সকলে মুমিন হয়ে যায়? ♦
51. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা জবরদস্তি মূলক সকলকে মুমিন বানাতে পারতেন। কিন্তু দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষার স্থান এবং সে হিসেবে প্রত্যেকের ব্যাপারে কাম্য সে স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে ঈমান আনয়ন করুক, তাই কাউকে শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলিম বানানো আল্লাহ তাআলার নীতি নয় এবং অন্য কারও জন্যও এটা জ্ঞায়েন নয়।
- 100** এটা কারও পক্ষেই সম্ভব নয় যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে মুমিন হয়ে যাবে। যারা তাদের বুদ্ধি কাজে লাগায় না আল্লাহ তাদের উপর কলুষ চাপিয়ে দেন। ৫২ ♦
52. আল্লাহ তাআলার হৃকুম ছাড়া বিশ্ব জগতের কোথাও কিছু হতে পারে না। সুতরাং তার হৃকুম ছাড়া কারও পক্ষে ঈমান আনাও সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ তাআলা ঈমান আনার তাওফিক তাকেই দেন, যে নিজ বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে ঈমান আনতে চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগায় না তার উপর কুফরের কলুষ চাপিয়ে দেওয়া হয়।
- 101** (হে নবী!) তাদেরকে বল, লক্ষ করে দেখ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে কি কি জিনিস আছে? ৫৩ কিন্তু যে সব লোক ঈমান আনার নয়, (আসমান ও যমীনে বিরাজমান) নির্দর্শনাবলী ও সর্তর্কারী (নবী)গণ তাদের কোনও কাজে আসে না। ♦
53. সৃষ্টি জগতের যে-কোনও বস্তুর উপর ন্যায়নির্ণিত সাথে দৃষ্টিপাত করলে তার ভেতর আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হিকমতের পরিচয় পাওয়া যাবে। তা সাক্ষ্য দেবে, এই মহা বিশ্বায়কর কারখানা আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং আল্লাহ তাআলাই তাকে সৃষ্টি করেছেন। কেবল কি এতটুকু? বরং এর দ্বারা আরও বুরো আসে যে, যেই সন্তা এত বড় জগত সৃষ্টি করতে সক্ষম তাঁর কোনও রকম শরীক ও সাহায্যকারীর কোনও প্রয়োজন নেই। সুতরাং আল্লাহ আছেন এবং তিনি এক তাঁর কোনও শরীক নেই।
স আন্হ খান মিন সবহী উক্স হৈ তিরে
স আন্হ খান মিন তো বিক্তা হৈ রহী
'এই আয়নাঘরে সবই তোমার প্রতিচ্ছবি' এ আয়নাঘরে তুমি একাকই থাকবে চিরকাল।'
- 102** তবে কি (ঈমান আনার জন্য) তারা তাদের পূর্বের লোকে যে রকম দিন প্রত্যক্ষ করেছিল, সে রকম দিনের অপেক্ষা করছে? বলে দাও, তাহলে তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষারত আছি। ♦
- 103** অতঃপর (যখন আয়াব আসে) আমি আমার রাসূলগণকে এবং যারা ঈমান আনে তাদেরকে রক্ষা করি। এভাবেই আমি আমার দায়িত্বে রেখেছি যে, আমি (অপরাপর) মুমিনগণকে রক্ষা করব। ♦
- 104** (হে নবী!) তাদেরকে বল, হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দীন সম্পর্কে কোনও সন্দেহে থাক, তবে (শুনে রাখ) তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর আমি তাদের ইবাদত করি না; বরং আমি আল্লাহর ইবাদত করি, যিনি তোমাদের প্রাণ সংহার করেন। ৫৪ আর আমাকে হৃকুম দেওয়া হয়েছে, আমি যেন মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। ♦

54. অর্থাৎ আমি আল্লাহর ইবাদত এজন্য করি যে, প্রাণ সংহারসহ সব রকম উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা কেবল তাঁরই আছে। কাজেই যে দীন সেই আল্লাহর ইবাদত করতে শেখায় তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ করা উচিত নয়। বরং তোমাদের নিজেদের সম্পর্কেই তোমাদের সন্দিহান থাকা উচিত, যেহেতু তা তোমাদেরকে এমন দেব-দেবীর পূজা-অর্চনায় লিপ্ত করছে, যাদের কোনো উপকার-অপকার করার ক্ষমতা নেই। আর তা নেই বলেই আমি তাদের ইবাদত করি না। -অনুবাদক

- 105 এবং (আমাকে) এই (বলা হয়েছে) যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজ চেহারাকে এই দীনের দিকেই কায়েম রাখবে এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। ❁
- 106 আল্লাহ তাআলাকে ছেড়ে এমন কাউকে (অর্থাৎ মনগড়া মাঝুদকে) ডাকবে না, যা তোমার কোনও উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। তারপরও যদি তুমি একাপ কর (যদিও তোমার পক্ষে তা করা অসম্ভব), তবে তুমি জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। ❁
- 107 আল্লাহ যদি তোমাকে কোনও কষ্ট দান করেন, তবে তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তা দূর করবে এবং তিনি যদি তোমার কোনও মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তবে এমন কেউ নেই, যে তার অনুগ্রহ রদ করবে। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ❁
- 108 (হে নবী!) বলে দাও, হে লোক সকল! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি হিদায়তের পথ অবলম্বন করবে, সে তা অবলম্বন করবে নিজেরই মঙ্গলের জন্য আর যে ব্যক্তি পথপ্রদর্শক অবলম্বন করবে, তার পথপ্রদর্শক ক্ষতি তার নিজেরই ভোগ করতে হবে। আমি তোমাদের কার্যবলীর ফিঞ্চাদার নই। ৫৫ ❁
55. অর্থাৎ, আমার কাজ দাওয়াত ও প্রচারকার্য। মানা-না মানা তোমাদের কাজ। তোমাদের কুফর ও দুর্কর্মের জন্য আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।
- 109 তোমার কাছে যে ওহী পাঠানো হচ্ছে, তুমি তার অনুসরণ করো এবং ধৈর্যধারণ করো, যে পর্যন্ত না আল্লাহ মীমাংসা করে দেন ৫৬ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। ❁
56. মক্কী জীবনে নির্দেশ ছিল কাফেরদের পক্ষ হতে যতই কষ্ট দেওয়া হোক তাতে সবর করতে হবে। তখন প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি ছিল না। এ আয়তে সেই হৃকুমই দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের ফায়সালা আল্লাহ তাআলার উপর ছেড়ে দাও। তিনি তাদের ব্যাপারে উপযুক্ত ফায়সালা করবেন। চাইলে তিনি দুনিয়ায়ই তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং চাইলে আখেরাতে শাস্তি দিবেন। এমনও হতে পারে যে, তিনি জিহাদের অনুমতি দিয়ে দিবেন, যাতে মুসলিমগণ নিজ হাতে তাদের জুলুমের প্রতিশোধ নিতে পারে।



♦ হৃদ ♦

- 1 আলিফ-লাম-রা। ১ এটি এমন এক কিতাব, যার আয়তসমূহকে (দলীল-প্রমাণ দ্বারা) সুন্দর করা হয়েছে। ২ অতঃপর এমন এক সত্ত্বার পক্ষ হতে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত। ❁
1. সুন্দর করার অর্থ এতে যে সব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, দলীল-প্রমাণে তা অত্যন্ত মজবুত ও পরিপূর্ণ। তাতে কোনও রকমের ক্রটি ও দুর্লভতা নেই।
2. পূর্বের সূরায় বলা হয়েছে যে, এসব হরফকে 'আল-হুরাফুল মুকাব্বাত' বলে এবং এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।
- 2 এ কিতাব নবীকে নির্দেশ দেয় মানুষকে এই কথা বলতে) যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। নিশ্চয়ই আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা। ❁
- 3 এবং এই (পথনির্দেশ দেয়া) যে, তোমাদের প্রতিপালকের কাছে গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর অভিমুখী হও। ৩ তিনি তোমাদেরকে এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত উত্তম জীবন উপভোগ করতে দিবেন এবং যে-কেউ বেশি আমল করবে তাকে নিজের পক্ষ থেকে বেশি প্রতিদান দিবেন। আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমাদের জন্য এক মহা দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। ❁

3. এস্তলে অভিমুগ্ধী হওয়ার অর্থ এই যে, কেবল ক্ষমা চাওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং ভবিষ্যতে গুনাহ না করা ও আল্লাহ তাআলার হকুম পালন করার সংকল্প করাও অবশ্য কর্তব্য।

4 আল্লাহরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি সববিষয়ে শক্তিমান। ♦

5 দেখ, তারা (কাফেরগণ) তাঁর থেকে লুকানোর জন্য নিজেদের বুক দু'ভাঁজ করে রাখে। স্মরণ রেখ, তারা যথন নিজেদের গায়ে কাপড় জড়ায়, তখন তারা যেসব কথা গোপন করে তাও আল্লাহ জানেন এবং তারা যা প্রকাশ্যে করে তাও। ৪ নিশ্চয়ই তিনি অস্তর্যামী। ♦

4. বহু মুশ্রিক এমন ছিল, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এড়িয়ে চলত, যাতে তাঁর কোনও কথা তাদের কানে না পড়ে। সুতরাং তাঁকে কখনও দেখলেই তারা নুয়ে সংকুচিত হয়ে নিজেদের বুক দু'ভাঁজ করে ফেলত এবং কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়ত। এমনভাবে কোনও কোনও নির্বেধ কোনও গুনাহের কাজ করলে তখনও নিজেকে লুকানোর জন্য বুক দু'ভাঁজ করে ফেলত ও কাপড় দ্বারা নিজেকে ঢেকে নিত। তারা মনে করত এভাবে তারা আল্লাহর থেকে নিজেদের গোপন করতে সক্ষম হয়েছে। আয়াতে এই উভয় প্রকার লোকের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

6 ভৃ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনও প্রাণী নেই, যার রিয়ক আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রাখেননি। ৫ তিনি তাদের স্থায়ী ঠিকানাও জানেন এবং সাময়িক ঠিকানাও। সব কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ♦

5. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই রিয়কদাতা। সৃষ্টি করার সাথে সাথে একান্ত নিজ অনুগ্রহে বিষক্রেতের দায়িত্বও তিনি নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। কাজেই যার জন্য যে পরিমাণ রিয়ক বরাদ্দ আছে সে তা পাবেই। সুতরাং এ ব্যাপারে তাঁরই উপর ভরসা রাখতে হবে। একে তাওয়াক্রুল বলে। উপায় অবলম্বন করা তাওয়াক্রুলের পরিপন্থী নয়। বরং বাল্দার উপায় অবলম্বনকে তিনি তার জন্য বরাদ্দকৃত রিয়ক পৌঁছানোর দুয়ার ও মাধ্যম বানিয়েছেন। তাওয়াক্রুল যেমন তাঁর হৃকুম, তেমনি কোন উপায় অবলম্বন করাও তার হৃকুম। তাই কোন উপায় অবলম্বন না করলে তাতে তাঁর আদেশ অমান্য করা হয়। এ কারণে বিষক্রেতের সংকট দেখা দিলে তা তার আদেশ অমান্য করারই পরিণাম। উপায়-এর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই যে, তা অবলম্বন করলে রিয়ক প্রাপ্তি অবশ্যভাবী হবে আর না করলে অপ্রাপ্তি অনিবার্য হবে। এজন্যই কখনও কখনও উপায় নিষ্কল্প হয় এবং কখনও উপায় আড়াই ফল পাওয়া যায়। মূল দাতা যেহেতু আল্লাহ তাআলা, তাই তিনি চাইলে উপায়কে ফলপ্রসূ করতে পারেন, চাইলে নিষ্কল্প করে দিতে পারেন এবং বিনা উপায়েও রিয়ক দিতে পারেন। তবে ইহজগতে উপায়ের সাথে রিয়ক দান্নই তাঁর সাধারণ নিয়ম, যে কারণে একদিকে যেমন উপায় অবলম্বন করতে হবে, অন্যদিকে তাওয়াক্রুলও করতে হবে অর্থাৎ মূলদাতা তিনিই এই বিশ্বাসের সাথে তারই উপর নির্ভর করতে হবে। -অনুবাদক

7 তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, যথন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর, ৬ তোমাদের মধ্যে কাজে কে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য। ৭ তুমি যদি (মানুষকে) বল যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে ফের জীবিত করা হবে, তবে যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, এটা সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়। ৮ ♦

6. এর দ্বারা জানা গেল, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার আগেই আরশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। মুফাসিসিরগণ বলেন, আকাশমণ্ডল দ্বারা উর্ধ্ব জগতের সব কিছুই বোঝানো হয়েছে এবং যমীন দ্বারা নিচের সমস্ত জিনিস। সূরা হা-মীম সাজদায় (আয়াত ৪১ : ১০, ৪১ : ১১) এ সূজনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

7. এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এ জগত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যে মানুষকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষার বিষয় হল কে ভাল কাজ করে তা দেখা। কে বেশি কাজ করে তা নয়। এর দ্বারা বোঝা গেল নফল কাজের সংখ্যা-বৃদ্ধির চেয়ে আমলে ইখলাস ও বিনয়-নম্রতা কত বেশি হচ্ছে সেই চিন্তাই বেশি করা উচিত।

8. অর্থাৎ, পরকালীন জীবনের সংবাদ পরিবেশনকারী এ কুরআন যাদু ছাড়া কিছু নয় (নাউঁয়ুবিল্লাহ)।

8 আমি কিছু কালের জন্য যদি তাদের শাস্তি স্থগিত রাখি, তবে তারা নিশ্চয়ই বলবে, কোন জিনিস তা (অর্থাৎ সেই শাস্তি) আটকে রেখেছে? ৯ সাবধান! যে দিন সে শাস্তি এসে যাবে সে দিন তা তাদের থেকে টলানো যাবে না। তারা যা নিয়ে ঠাঁটা করছে তা তাদেরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলবে। ♦

9. এ কথা বলে তারা মূলত আখেরাত ও আয়াবকে উপহাস করত।

9 যথন আমি মানুষকে আমার নিকট হতে অনুগ্রহ আঙ্গাদন করাই ও পরে তার থেকে তা প্রত্যাহার করে নেই তখন সে হতাশ (ও) অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। ♦

10 আবার যথন কোনও দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করার পর তাকে নি'আমতরাজি আঙ্গাদন করাই, তখন সে বলে, আমার সব অমঙ্গল কেটে গেছে। (আর তখন) সে হয় উল্লিঙ্কিত, গর্বিত। ♦

- 11** তবে ঘারা ধৈর্য ধারণ করে ও সৎকর্ম করে, তারা এ রকম নয়। তারা মাগফিরাত ও মহা প্রতিদান লাভ করবে। ♦
- 12** (হে নবী!) তবে কি তোমার প্রতি যে ওহী নাখিল করা হচ্ছে তার কিছু অংশ ছেড়ে দিবে? ১০ এবং তারা যে বলে, তার (অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) প্রতি কোনও ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ হল না কেন কিংবা তার সাথে কোনও ফেরেশতা আসল না কেন? এ কারণে সন্তুত তোমার অস্তর সঙ্কুচিত হচ্ছে। তুমি তো একজন সতর্কর্কারী মাত্র! আল্লাহ তাআলাই প্রতিটি বিষয়ে পরিপূর্ণ এখতিয়ার রাখেন। ♦
10. মুশরিকগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলত, আপনি আমাদের মৃত্তিদের সমালোচনা ত্যাগ করুন। তাহলে আপনার সাথে আমাদের কোন বিবাদ থাকবে না। এরই উত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে, আপনার পক্ষে তো এটা সন্তুত নয় যে, তাদেরকে খুশী করার জন্য আপনার প্রতি নাখিলকৃত ওহীর অংশবিশেষ ছেড়ে দিবেন। সুতরাং তাদের এ জাতীয় কথায় আপনি মন খারাপ করবেন না। কেননা আপনার কাজ তো কেবল তাদেরকে সত্য সম্পর্কে আবহিত করা। অতঃপর তারা মানবে না সেটা আপনার বিষয় নয়। সে দায়-দায়িত্ব তাদের নিজেদের। আর তারা যে আপনার প্রতি কোনও ধন-ভাণ্ডার নাখিল হওয়ার ফরমায়েশ করছে, এ ব্যাপারে কথা হলধন-ভাণ্ডারের সাথে নবুওয়াতের সম্পর্ক কী? যাবতীয় বিষয়ের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও এখতিয়ার তো কেবল আল্লাহ তাআলার। কোন ফরমায়েশ পূরণ করা হবে এবং কোনটা নয় এ ব্যাপারে তিনি নিজ হিকমত অনুসারে ফায়সালা করে থাকেন। প্রকাশ থাকে যে, এ তরজমা করা হয়েছে মুফসিসিরদের এই মতের ভিত্তিতে যে, 'এ স্থলে ক্লাউ শব্দটি সন্তাবনাব্যঞ্জক নয়; বরং অসন্তাব্যতাবোধক। আবার কেউ বলেছেন এটা অঙ্গীকৃতিমূলক প্রশ্নের অর্থে ব্যবহৃত (রহস্য মাআনী; ১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৭, ৭০৬)।
- 13** তবে কি তারা বলে, সে (নবী) নিজের পক্ষ থেকে এই ওহী রচনা করেছে? (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, তাহলে তোমরাও এর মত দশটি স্বরচিত সূরা এনে উপস্থিত কর ১১ এবং (এ কাজে সাহায্যের জন্য) আল্লাহ ছাড়া যাকে ডাকতে পার দেকে নাও- যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ♦
11. প্রথম দিকে তাদেরকে কুরআনের মত দশটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এ চ্যালেঞ্জ আরও সহজ করে দেওয়া হয়। সূরা বাকারা (২ : ২৩) ও সূরা ইউনুসে (১০ : ৩৮) কেবল একটি সূরা তৈরি করে আনতে বলা হয়েছে। কিন্তু আরব মুশরিকগণ, যারা নিজেদের সাহিত্যালংকার নিয়ে গর্ব করত, এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।
- 14** এরপরও যদি তারা তোমার কথা গ্রহণ না করে তবে (হে মানুষ!) জেনে রেখ এ ওহী কেবল আল্লাহর ইলম হতে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে? ♦
- 15** যারা (কেবল) পার্থিব জীবন ও তার ঠাট্টাট চায়, আমি তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ ফল এ দুনিয়ায়ই ভোগ করতে দেব এবং এখানে তাদের প্রাপ্য কিছু কম দেওয়া হবে না। ১২ ♦
12. যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না এবং যা-কিছু করে তা এ দুনিয়ার জন্যই করে, সেই কাফেরদেরকে তাদের দান-খয়রাত ইত্যাদি সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়। আখেরাতে তারা এর বিনিময়ে কিছু পাবে না। কেননা ঈমান ছাড়া আখেরাতে কোনও সৎকর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপ কোনও মুসলিমও যদি পার্থিব সুনাম-সুখ্যাতি, অর্থ-সম্পদ বা ক্ষমতা ইত্যাদি লাভের উদ্দেশ্যে কোনও সৎকাজ করে, তবে দুনিয়ায় তার এসব লাভ হতে পারে, কিন্তু আখেরাতে সে এর কোনও সওয়াব পাবে না। বরং ওয়াজিব ও ফরয ইবাদতসমূহে ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়ত না থাকলে উল্লে গুনাহ হয়। আখেরাতে সেই সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য, যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে করা হয়।
- 16** এরাই তারা, যাদের জন্য আখেরাতে জাহানাম ছাড়া কিছুই নেই এবং যা-কিছু কাজকর্ম তারা করেছিল, আখেরাতে তা নিষ্ফল হয়ে যাবে আর তারা যে আমল করছে (আখেরাতের হিসেবে) তা না করারই মত। ♦
- 17** আচ্ছা বল তো, সেই ব্যক্তি (তাদের মত কী করে হতে পারে) যে নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত উজ্জ্বল হিদায়াত (অর্থাৎ কুরআন)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, যার সত্যতার এক প্রমাণ খোদ তার মধ্যেই তার অনুগামী হয়েছে ১৩ এবং তার পূর্বে মূসার কিতাবও (তার সত্যতার প্রমাণ বহন করে), যা মানুষের জন্য অনুসরণীয় ও রহমতস্বরূপ ছিল। এরাপ লোক এর (অর্থাৎ কুরআনের) প্রতি ঈমান রাখে। আর ওইসব দলের মধ্যে যে ব্যক্তি একে অঙ্গীকার করে, জাহানামই তার নির্ধারিত স্থান। ১৪ সুতরাং এর (অর্থাৎ কুরআনের) ব্যাপারে কোনও সন্দেহে পতিত হয়ে না। নিশ্চয়ই এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না। ♦
13. অর্থাৎ ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, পৌত্রলিক, নাস্তিক প্রভৃতি যত দল ও জাতি আছে, সকলকেই কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে হবে। যে তা করবে না তার ঠিকানা হবে জাহানাম। অর্থাৎ আর্থিকারণের নাজাত পূর্ণাঙ্গ কুরআনের প্রতি ঈমান আনার উপরই নির্ভরশীল। -অনুবাদক
14. অর্থাৎ, কুরআন মাজীদের সত্যতার এক প্রমাণ তো খোদ কুরআনের ই'জায় ও অলৌকিকত্ব। পূর্বে ১৩ নং আয়াতে সে ই'জায়ের প্রকাশ এভাবে করা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বকে এর মত বাণী রচনা করে দেখানোর চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কেউ সামনে আসার হিম্মত করেনি। দ্বিতীয় প্রমাণ তাওরাত, যা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। তাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের ভবিষ্যত্বাণী করা হয়েছিল এবং তাঁর আলামত ও নির্দর্শনসমূহ পরিশ্রান্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

- 18** সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়? এরপ লোকদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত করা হবে এবং সাক্ষ্যদাতাগণ বলবে, এরাই তারা, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করত। **১৫** সকলে শুনে নিক, ওই জালেমদের উপর আল্লাহর লান্ত- ♦
15. সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে রয়েছেন মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাগণ এবং সেই সকল নবী-রাসূল, যারা নিজ-নিজ উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবেন।
- 19** যারা আল্লাহর পথ থেকে অন্যদেরকে নিবৃত্ত রাখত ও তাতে বক্রতা তালাশ করত **১৬** আর আখেরাতকে তারা বিলকুল অস্থীকার করত। ♦
16. অর্থাৎ, সত্য দীন সম্পর্কে নানা রকম কূট প্রশ্ন তুলে তাকে বাঁকা সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা চালায়।
- 20** এরপ লোক পৃথিবীতে কোথাও আল্লাহ হতে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনও বন্ধু ও সাহায্যকারী লাভ হতে পারে না। তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। **১৭** তারা (ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণে সত্য কথা) শুনতে পারত না এবং তারা (সত্য) দেখতেও পারত না। ♦
17. এক শাস্তি তো তাদের নিজেদের কুফরের কারণে এবং আরেক শাস্তি অন্যদেরকে সত্যের পথে বাধা দেওয়ার কারণে।
- 21** তারাই সেই সব লোক, যারা নিজেদের জন্য লোকসানের সওদা করেছিল এবং তারা যে মাঝুদ গড়ে নিয়েছিল, তা তাদের থেকে অন্তর্হিত হবে। **১৮** ♦
18. অর্থাৎ, যেই মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল আল্লাহর কাছে তারা তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে, তারা তাদের থেকে লাপান্তা হয়ে যাবে। -অনুবাদক
- 22** নিশ্চয়ই আখেরাতে তারাই সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ♦
- 23** (অন্য দিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং নিজেদের প্রতিপালকের সামনে বিনীত প্রশান্ত **১৯** হয়ে গেছে, তারাই জানাতের অধিবাসী। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। ♦
19. -এর ক্রিয়ামূল 'ইখবাত' যার উৎপত্তি **الْبَلَغ** হতে, অর্থ নিম্নভূমি। নিম্নভূমিতে কোন কিছু পড়লে তা সেখানে ছির অনড় পড়ে থাকে। সুতরাঃ ইখবাত অর্থ নিচু নত হয়ে ছির পড়ে থাকা। আয়তে জানাতবাসীদের গুণ বলা হয়েছে যে, ঈমান ও 'আমলে সালিহা'-এর সাথে তারা আল্লাহ তাআলার সামনে এমন বিনয়বত থাকে যে, সবকিছু থেকে বিমুখ হয়ে ছির প্রশান্ত মনে তাঁরই ইবাদত-আনুগত্যে মগ্ন থাকে। -অনুবাদক
- 24** এ দল দু'টির উপমা অঙ্ক ও বধির এবং চক্ষুস্থান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্নের মত। তুলনায় এরা উভয়ে কি সমান হতে পারে? তথাপি কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? ♦
- 25** আমি নৃহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে এই বার্তা দিয়ে পাঠালাম যে, আমি তোমাদের জন্য এ বিষয়ের সুস্পষ্ট সতর্ককারী- ♦
- 26** যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ব্যাপারে এক মর্মন্ত্ব দিবসের শাস্তির ভয় করি। ♦
- 27** তার সম্প্রদায়ের যেই নেতৃবর্গ কুফর অবলম্বন করেছিল, তারা বলতে লাগল, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই মানুষ দেখছি, এর বেশি কিছু নয়। আমরা আরও দেখছি তোমার অনুসরণ করছে কেবল সেই সব লোক, যারা আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বহীন এবং তাও ভাসা-ভাসা চিঞ্চার ভিত্তিতে এবং আমরা তো আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছি না; বরং আমাদের ধারণা তোমরা সকলে মিথ্যাবাদী। ♦
- 28** নৃহ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমাকে একটু বল তো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত এক উজ্জ্বল হিন্দায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে এক রহমত (অর্থাৎ নবুওয়াত) দান করেন কিন্তু তোমাদের তা উপলব্ধিতে না আসে, তবে কি আমি তোমাদের উপর তা জবরদস্তি মূলকভাবে চাপিয়ে দেব, যখন তোমরা তা অপচন্দ কর? ♦

29

এবং হে আমার সম্পদায়! আমি এর (অর্থাৎ এই তাবলীগের) বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনও সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিকের দায়িত্ব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপর নয়। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না। নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সক্ষত করবে। কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা অজ্ঞতাসুলভ কথা বলছ। ১০ ❁

20. অবিশ্বাসীরা বলত, তুমি ওই অন্ন আয়ের, নিম্ন পেশার অল্লবুদ্ধির ও নীচ স্তরের লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিলে আমরা তোমার কাছে বসতে ও তোমার কথা শুনতে পারি। বস্তুত এটা ছিল তাদের অহমিকা। অর্থ ও ক্ষমতা এভাবেই মানুষকে অহংকারী করে তোলে এবং ঈমানের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই সব যুগে এই স্তরের লোক ঈমান থেকে দূরে থেকেছে এবং গরীব ও সাধারণ স্তরের মানুষ সহজে ঈমান করুন করেছে। হ্যারত নৃহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে উত্তর দিয়েছেন যে, তোমরা আর্থিক দৈন্যদশা দেখে তাদেরকে হীন ভাবছ এবং সে কারণেই তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার মত অবাস্তু কথা বলছ। বস্তুত গরীবী হাল কোন দোষ নয় যে, সেজন্য তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে। বরং গরীব হওয়ার ফলেই তো তাদের পক্ষে ঈমান আনন্দ সহজ হয়েছে এবং এর বদৌলতে তারা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্মানে মিলিত হতে পারবে। কিন্তু অহমিকাবশে তোমরা সেই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারছ না, যে কারণে এ রকম মূর্খতাসুলভ কথা বলছ। -অনুবাদক

30

এবং হে আমার সম্পদায়! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই, তবে আমাকে আল্লাহর (ধরা) থেকে কে রক্ষা করবে? তবুও কি তোমরা অনুধ্যান করবে না? ❁

31

আমি তোমাদেরকে বলছি না যে, আমার হাতে আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার আছে, এবং এটাও নয় যে, আমি গায়েব জানি এবং আমি একথাও বলছি না যে, আমি কোনও ফেরেশতা। ১১ তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয়, তাদের সম্পর্কে আমি একথা বলতে পারি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কোনও মঙ্গল দান করবেন না। তাদের অস্তরে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহইস সর্বাপেক্ষা বেশি জানেন। আমি তাদের সম্পর্কে একপ কথা বললে নিশ্চয়ই আমি জালিমদের মধ্যে গণ্য হব। ❁

21. কাফেরদের ধারণা ছিল, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নবী বা সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দা হবে, তার হাতে সব রকম ক্ষমতা থাকা, অদৃশ্য জগতের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তার জানা থাকা এবং তার মানুষ না হয়ে ফেরেশতা হওয়া অপরিহার্য। এ আয়াতে তাদের সে মূর্খতাসুলভ ধারণাকে রদ করা হয়েছে। হ্যারত নৃহ আলাইহিস সালাম পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের মধ্যে দুনিয়ার ধন-সম্পদ বিতরণ করা কিংবা অদৃশ্য জগতের সবকিছু সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা কোনও নবী ও গুলোর কাজ নয়। তাঁর উদ্দেশ্য তো কেবল মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, কাজ-কর্ম ও আখলাক-চরিত্র সংশোধন করা। তার শিক্ষামালা এই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। সুতরাং তার কাছে ওই সকল বিষয়ের আপা করা সম্পূর্ণ মূর্খতার পরিচায়ক।

যারা বুরুগানে দীনের কাছে পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে, তাদেরকে পার্থিব ও সৃষ্টিগত বিষয়াবলী তথ্য হায়াত, মণ্ডত, রিষক, সুখগুদুঃখ ইত্যাদিতে নিজেদের সংকট মোচনকারী মনে করে এবং আশা করে তারা তাদেরকে ভবিষ্যত সম্পর্কিত সবকিছু জানিয়ে দেবেন, তাদের জন্য এ আয়াতে সুস্পষ্ট হিদায়াত রয়েছে। আল্লাহ তাআলার এত বড় নবী যখন এসব বিষয়কে নিজ এখতিয়ার বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেছেন, তখন এমন কে আছে যে এগুলোতে নিজের এখতিয়ার নবী করতে পারে? হ্যারত নৃহ আলাইহিস সালামের সঙ্গীদের সম্পর্কে কাফেরগণ বলেছিল, তারা নিম্ন শ্রেণীর লোক এবং তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি। নৃহ আলাইহিস সালাম তার উত্তরে বলেন, আমি একথা বলতে পারব না যে, তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কোনো কল্যাণ তথ্য তাদের আমলের সওয়াব দান করবেন না।

32

তারা বলল, হে নৃহ! তুমি আমাদের সাথে হজ্জত করেছ এবং আমাদের সাথে বড় বেশি হজ্জত করেছ। এখন তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তুমি আমাদেরকে যার (অর্থাৎ যে শাস্তির) হমকি দিচ্ছ, তা হাজির কর। ❁

33

নৃহ বলল, তা তো আল্লাহই হাজির করবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন। আর তোমরা তাকে অক্ষম করতে পারবে না। ❁

34

আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোনও কাজে আসতে পারে না, যদি (তোমাদের জেদ ও হঠকারিতার কারণে) আল্লাহই তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ❁

35

আচ্ছা তারা (অর্থাৎ আরবের এসব কাফের) বলে না কি যে, সে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কুরআন নিজের পক্ষ থেকে রচনা করেছে? (হে নবী!) বলে দাও, আমি এটা রচনা করে থাকলে আমার অপরাধের দায় আমার নিজের উপরই বর্তাবে। আর তোমরা যে অপরাধ করছ আমি সে জন্য দায়ী নই। ১২ ❁

22. হ্যারত নৃহ আলাইহিস সালামের ঘটনার মাঝখানে একটি অন্তর্বর্তী বাক্য হিসেবে এ আয়াতটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা হচ্ছে যে, মহানবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যারত নৃহ আলাইহিস সালামের ঘটনা যে এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণন করলেন, তা তিনি এসব জানলেন কোথা থেকে? বলাবাহ্য, এ জন্ম লাভের জন্য তাঁর ওই ছাড়া অন্য কোনও মাধ্যম নেই। এবং বর্ণনার যে শৈলী ও ভঙ্গিতে তিনি এটা উপস্থাপন করেছেন তাঁও তাঁর মনগড়া হতে পারে না। এটা এ বিষয়ের এক সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এ কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই অবর্তীর্ণ। এতদসত্ত্বেও আরবের কাফেরগণ যে এটা অস্বীকার করছে এর কারণ তাদের জেদী মানসিকতা ছাড়া কিছুই নয়।

36

এবং নৃহের কাছে ওই পাঠানো হল যে, এ পর্যন্ত তোমার সম্পদায়ের যে সকল লোক ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না। সুতরাং তারা যা-কিছু করছে সে জন্য তুমি দুঃখ করো না। ❁

37

এবং আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহীর সাহায্যে তুমি নৌকা তৈরি কর। ২৩ আর যারা জালেম হয়ে গেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমার সঙ্গে কোন কথা বলো না। এবার তারা অবশ্যই নিমজ্জিত হবে। *

23. হয়রত নৃহ আলাইহিস সালাম প্রায় এক হাজার বছর আয়ু লাভ করেছিলেন। এই দীর্ঘকাল ধাবৎ তিনি নিজ সম্পদায়কে পরম দরদের সাথে দীনের পথে ডাকতে থাকেন এবং এর বিনিময়ে তাদের পক্ষ হতে উপর্যুপরি উৎপীড়ন ভোগ করতে থাকেন। তা সত্ত্বেও তারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি। জন্ম কর্তক লোক ছাড়া বাকি সকলেই তাদের কুফর ও দুষ্কর্মে অটল থাকে। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁকে জানান যে, এসব লোক ঈমান আনার নয়। সুতরাং তাদের উপর মহাপ্লাবনের শাস্তি এসে পড়বে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে একটি নৌকা বানাতে আদেশ করলেন, যাতে সে নৌকায় চড়ে তিনি ও তাঁর অনুসারী মুমিনগণ আত্মরক্ষা করতে পারেন। কোনও কোনও মুফাসির বলেন, সর্বপ্রথম নৌকা তৈরির কাজ হয়রত নৃহ আলাইহিস সালামই করেছিলেন এবং তিনি তা করেছিলেন ওহীর নির্দেশনায়। তাঁর তৈরি নৌকাটি ছিল তিনি তলা বিশিষ্ট।

38

সুতরাং তিনি নৌকা বানাতে শুরু করলেন। যখনই তার সম্পদায়ের কতক সর্দার তাঁর কাছ দিয়ে যেত, তখন তারা তাকে নিয়ে উপহাস করত। ২৪ নৃহ বলল, তোমরা যদি আমাকে নিয়ে উপহাস কর, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ, তেমনি আমরাও তোমাদের নিয়ে উপহাস করছি। ২৫ *

24. অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি আমাদেরও এ কারণে হাসি আসছে যে, তোমাদের মাথার উপর আঘাত এসে পড়েছে আর তোমরা এখনও হাসি-তামাশায় লিপ্ত রয়েছ।

25. তারা এই বলে উপহাস করত যে, দেখ, ইনি এখন অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে নৌকা বানানো শুরু করে দিয়েছেন, অথচ দূর-দূরান্তে কোথাও পানির চিহ্ন নেই।

39

এবং শীঘ্ৰই তোমরা টের পাবে কার উপর এমন শাস্তি আপত্তি হয়, যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে এবং কার উপর অবতীর্ণ হয় স্থায়ী শাস্তি। *

40

পরিশেষে যখন আমার হকুম এসে গেল এবং তান্মূল ২৬ উখলে উঠল, তখন আমি (নৃহকে) বললাম, ওই নৌকায় প্রত্যেক প্রকার প্রাণী হতে দুটি করে যুগল তুলে লও ২৭ এবং তোমার পরিবারবর্গকেও, তবে তাদের মধ্যে যাদের সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে (যে, তারা কুফরীর কারণে নিমজ্জিত হবে) তারা ব্যতীত এবং (তুলে নাও) যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও। বন্তুত আল্ল সংখ্যক লোকই তার সঙ্গে ঈমান এনেছিল। *

26. যেসব প্রাণী মানুষের প্রয়োজন তা যাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে না যায় তাই আদেশ দেওয়া হল, সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রাণী থেকে এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নাও, যাতে তাদের বংশ রক্ষা পায় এবং বন্যার পর তাদেরকে কাজে লাগানো যায়।

27. আরবী ভাষায় 'তান্মূল' ভৃ-পৃষ্ঠকেও বলে এবং কুটি তৈরির চুলাকেও। কোনও কোনও বর্ণনায় আছে, হয়রত নৃহ আলাইহিস সালামের আমলে যে মহাপ্লাবন দেখা দিয়েছিল তার সূচনা হয়েছিল এভাবে যে, একটি তান্মূল ফুঁড়ে সবেগে পানি বের হতে লাগল তারপর আর তা কিছুতেই বন্ধ হল না। অনেক তাফসীরবিদ তান্মূলের অপর অর্থ গ্রহণ করেছেন। তারা এর ব্যাখ্যা করেন যে, ভৃ-পৃষ্ঠ ফেটে পানি উপর্যুক্ত হতে শুরু করল এবং অতি দ্রুত তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে উপর থেকে মূলধারায় বৃষ্টিপাত হতে থাকল।

41

নৃহ (তাদের সকলকে) বলল, তোমরা এ নৌকায় আরোহণ কর। এর চলাও আল্লাহর নামে এবং নোঙ্গর করাও। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

42

সে নৌকা পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গরাশির মধ্যে তাদের নিয়ে বয়ে চলছিল। নৃহ তার যে পুত্র সকলের থেকে পৃথক ছিল, তাকে ডেকে বলল, বাচ্চা! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে থেক না। ২৮ *

28. হয়রত নৃহ আলাইহিস সালামের অন্যান্য পুত্রগণ তো নৌকায় সওয়ার হয়েছিল, কিন্তু তাঁর 'কিনআন' নামক পুত্র সওয়ার হয়নি। সে ছিল কাফের এবং কাফেরদের সাথেই ওঠাবসা করত। সম্ভবত তার কাফের হওয়ার বিষয়টা হয়রত নৃহ আলাইহিস সালামের জানা ছিল না; তাঁর ধারণা ছিল, কেবল সঙ্গেদোষেই তাঁর সমস্য। অথবা তিনি জানতেন সে কাফের, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন সে মুসলিম হয়ে যাক। তাই প্রথমে তাকে নৌকায় ঢাকার জন্য ডাকেন তারপর তার জন্য দু'আ করেন, যেমন সামনে ৪৫ নং আয়াতে আসছে, যাতে সেও নৌকায় চড়া করে। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ছিল হয়রত নৃহ আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের মধ্যে যারা মুমিন তারা সকলেই আঘাত থেকে রক্ষা পাবে। তাই হয়রত নৃহ আলাইহিস সালাম সে ওয়াদার কথাও উল্লেখ করলেন। আল্লাহ তাআলা উত্তরে জানালেন, সে কাফের এবং তার ভাগ্যে ঈমান নেই। আর এ কারণে বাস্তবিকপক্ষে সে তোমার পরিবার ভুক্ত নয়। তোমার জানা ছিল না যে, তার ভাগ্যে ঈমান নেই আর সে কারণেই তুমি তার নাজাত বা ঈমানের জন্য দু'আ করেছ। এ কথাই সামনের আয়াতে বোঝানো হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, তুমি আমার কাছে এমন জিনিস চেও না, যে সম্পর্কে তোমার জানা নেই।

43

সে বলল, আমি এখনই এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। নৃহ বলল, আজ আল্লাহর হকুম থেকে কাউকে রক্ষা করার কেউ নেই, কেবল সেই ছাড়া যার প্রতি আল্লাহ দয়া করবেন। অতঃপর টেউ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সেও নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল। *

44

এবং হৃকুম দেওয়া হল, হে ভূমি! তুমি নিজ পানি গ্রাস করে নাও এবং হে আকাশ! তুমি ক্ষান্ত হও। সুতরাং পানি নেমে গেল এবং বিষয়টি চুকিয়ে দেওয়া হল। ২৯ আর নৌকা জুদী পাহাড়ে এসে থেমে গেল ৩০ এবং বলে দেওয়া হল, ধ্বংস সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা জালিম! ♦

29. এটা উত্তর ইরাকে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। পাহাড়টি কুর্দিস্তান থেকে আমেরিনিয়া পর্যন্তবিস্তৃত দীর্ঘ এক পর্বতশ্রেণীর অংশ। বাইবেলে এ পাহাড়ের নাম বলা হয়েছে 'আরারাত'।

30. অর্থাৎ, সেই মহাপ্লাবনে সম্প্রদায়ের সমস্ত লোককে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হল।

45

নৃহ তার প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র তো আমার পরিবারেরই একজন! এবং নিশ্চয়ই তোমার ওয়াদা সত্য এবং তুমি সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক! ৩১ ♦

31. অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ে তোমার পরিপূর্ণ ক্ষমতা আছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে ঈমান আনার তাওফীক দিতে পার। আর এভাবে সে যদি ঈমান আনে, তবে ঈমানদারদের অনুকূলে তোমার যে ওয়াদা আছে, তা তার ব্যাপারেও পূরণ হতে পারে।

46

আল্লাহ বললেন, হে নৃহ! জেনে রেখ, সে তোমার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে তো অসৎ কর্মে কলুষিত। সুতরাং তুমি আমার কাছে এমন কিছু চেও না, যে সম্পর্কে তোমার কোনও জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি অঙ্গদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না। ♦

47

নৃহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, ভবিষ্যতে আপনার কাছে তা চাওয়া হতে আমি আপনার আশ্রয় চাই। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন ও আমার প্রতি দয়া না করেন, তবে আমিও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। ♦

48

বলা হল, হে নৃহ! এবার (নৌকা থেকে) নেমে যাও আমার পক্ষ হতে সেই শান্তি ও বরকতসহ, যা তোমার জন্যও এবং তোমার সঙ্গে যে 'সম্প্রদায়সমূহ' আছে তাদের জন্যও। আর কিছু সম্প্রদায় এমন রয়েছে, যাদেরকে আমি (দুনিয়ায়) জীবন উপভোগ করতে দেব, তারপর আমার পক্ষ হতে তাদেরকে এক যন্ত্রণাময় শান্তি স্পর্শ করবে। ৩২ ♦

32. হয়রত নৃহ আলাইহিস সালামের সঙ্গীদের জন্য শান্তি ও বরকতের যে ওয়াদা করা হয়েছে, তাতে 'সম্প্রদায়সমূহ' শব্দ ব্যবহার করে ইশারা করা হয়েছে যে, এখন যদিও তারা অল্লাসংখ্যক, কিন্তু তাদের বংশে বহু সম্প্রদায় জন্ম নেবে এবং তারা সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাই শান্তি ও বরকতে তারাও অঙ্গীকার থাকবে। তবে শেষে বলা হয়েছে, তাদের বংশে এমন কিছু সম্প্রদায়ও জন্ম নেবে, যারা সত্য দীনের উপর কায়েম থাকবে না। ফলে দুনিয়ায় তো তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগের সুযোগ দেওয়া হবে, কিন্তু কুফরের কারণে তাদের শেষ পরিণাম শুভ হবে না। হয়ত দুনিয়াতেও এবং আখেরাতে তো অবশ্যই তাদেরকে কঠিন শান্তি ভোগ করতে হবে।

49

(হে নবী!) এগুলো গায়েবের কিছু বৃত্তান্ত, যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে জানাচ্ছি। এসব বৃত্তান্ত তুমিও ইতঃপূর্বে জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর। শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলে থাকবে। ৩৩ ♦

33. হয়রত নৃহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করার পর এ আয়তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে দুটি সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। (এক) এ ঘটনা কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নয়; বরং কুরাইশ এবং অকিতাবীদের মধ্যে কেউ এর আগে জানত না। আর কিতাবীদের থেকে তাঁর এসব শেখারও কোনও সুযোগ ছিল না। সুতরাং এটা পরিকল্পনা যে, কেবল ওহীর মাধ্যমেই তিনি এটা জানতে পেরেছেন। এর দ্বারা তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাত সম্প্রমাণ হয়। (দুই) নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে অবিশ্বাস ও উৎপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সে ব্যাপারে এ ঘটনার মাধ্যমে তাকে প্রথমত সবরের উপদেশ দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় সান্তান দেওয়া হয়েছে যে, শুরুর দিকে হয়রত নৃহ আলাইহিস সালামকে কঠিন-কঠিন পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হলেও শেষ পরিণাম যেমন তাঁরই অনুকূলে থেকেছে তেমনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই বিজয় অর্জিত হবে।

50

আর আদ জাতির কাছে আমি তাদের ভাই হৃদকে নবী বানিয়ে পাঠ্ঠালাম। ৩৪ সে বলল, হে আমার কওম! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনও মাবুদ নেই। প্রকৃতপক্ষে তোমরা মিথ্যা রচনাকারী বৈ নও। ♦

34. ইতঃপূর্বে সূরা আরাফে (৭ : ৬৫) আদ জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় গত হয়েছে।

51

হে আমার কওম! আমি এর (অর্থাৎ এই প্রচার কার্যের) বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনও পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিতোষিক তো অন্য কেউ নয়; বরং সেই সন্তাই নিজ দায়িত্বে রেখেছেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপরও কি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে না? ♦

52

হে আমার কওম! নিজেদের প্রতিপালকের কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তারই দিকে ঝুঝু হও। তিনি তোমাদের প্রতি আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন ৩৫ এবং তোমাদের বর্তমান শক্তির সাথে বাড়তি আরও শক্তি

যোগাবেন। সুতরাং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না। *

35. শুরুতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত করেছিলেন, যাতে তারা ঔদাসিন্য ত্যাগ করে কিছুটা সচেতন হয়। এ সময় হয়রত হৃদ আলাইহিস সালাম তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক কষাঘাত স্বরূপ। এখনও সময় আছে। তোমরা যদি মূর্তি পূজা ত্যাগ করে আল্লাহ তাআলার অভিমুখী হও, তবে তোমরা এ খরা ও দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পেতে পার এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন।

53 তারা বলল, হে হৃদ! তুমি আমাদের কাছে কোনও উজ্জ্বল নির্দশন নিয়ে আসনি ৩৬ এবং আমরা কেবল তোমার কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করবার নই এবং আমরা তোমার কথায় ঈমানও আনতে পারি না। *

36. উজ্জ্বল নির্দশন দ্বারা তারা তাদের ফরমায়েশী মুজিয়ার কথা বোঝাচ্ছিল। হয়রত হৃদ আলাইহিস সালাম তাদের সামনে বহু যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছিলেন, যা তাদের সত্য বোঝার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা তাতে ক্রক্ষেপ না করে একই কথা বলে যাচ্ছিল। তাদের কথা ছিল, আমরা তোমাকে যে মুজিয়া ও নির্দশন দেখাতে বলছি, তাই দেখাও। বলাবাহল্য, নবীগণ নিজেদেরকে মানুষের ইচ্ছামত কারিশমা দেখানোর কাজে উৎসর্গ করতে পারেন না। এ কারণে তাদের ফরমায়েশ পূরণ করা হয়নি। আর তা পূরণ না হওয়ায় তারা এক কথায় সব মুজিয়া অঙ্গীকার করে বলে দিয়েছে, তুমি আমাদের সামনে কোনও উজ্জ্বল নির্দশন পেশই করনি।

54 আমরা তো এ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না যে, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অঙ্গলে আক্রান্ত করেছে। ৩৭ হৃদ বলল, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই- *

37. অর্থাৎ, তুমি যে আমাদের মূর্তিদের ঈশ্বরত্ব অঙ্গীকার করছ, এ কারণে তারা তোমার প্রতি নারাজ হয়ে গেছে। তাই তাদের কেউ তোমার উপর ভূত-প্রেত ভর করিয়ে দিয়েছে ফলে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে (নাউয়ুবিল্লাহ)।

55 আল্লাহ ছাড়। সুতরাং তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁট এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিও না। *

56 আমি তো আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। তুমিতে বিচরণকারী এমন কোনও প্রাণী নেই, যার ঝুঁটি তাঁর মুঠোয় নয়। ৩৮ নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সরল পথে রয়েছেন। ৩৯ *

38. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দদের জন্য সরল-সোজা পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে পথে চললেই আল্লাহ তাআলাকে পাওয়া যায়।

39. অর্থাৎ ছোট-বড় সকল প্রাণী তাঁরই এখতিয়ার ও ক্ষমতার অধীন। সকলেই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি নিজ ইচ্ছামত যাকে যে দিকে ইচ্ছা পরিচালিত করেন। যে যত বড় শক্তিমানই হোক আল্লাহর ক্ষমতা বলয়ের বাইরে যাওয়ার বা তাঁর ধরা হতে রেঁচে যাওয়ার সাধ্য কারণ নেই। আমি সেই সর্বশক্তিমানের উপরই ভরসা করেছি। সুতরাং তোমরা আমার বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র আঁট না কেন, আমি গ্রাহ করি না। - অনুবাদক

57 তথাপি যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমাকে যে বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল আমি তো তা পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আর আমার প্রতিপালক (তোমাদের কুফরের কারণে) তোমাদের স্থানে অন্য কোনও সম্প্রদায়কে স্থাপিত করবেন। তখন তোমরা তার কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সরকিছু রক্ষণাবেক্ষণ করেন। *

58 (পরিশেষে) যখন আমার ছুরুম এসে গেল, ৪০ তখন আমি নিজ রহমতে হৃদকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বাঁচালাম এবং তাদেরকে রক্ষা করলাম এক কঠিন শাস্তি হতে। *

40. এখনে ‘ছুরুম’ দ্বারা আল্লাহ তাআলার প্রেরিত শাস্তি বোঝানো হয়েছে, যেমন সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের উপর প্রলয়করী বাড়-তুফান ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এ জাতির লোকজন অসাধারণ রকমের বিশাল বপুর অধিকারী ছিল। অমিত ছিল তাদের শক্তি। কিন্তু তা দিয়ে তারা শাস্তি হতে আত্মরক্ষা করতে পারল না। গোটা সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল।

59 এই ছিল আদ জাতি, যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দশনাবলী অঙ্গীকার করেছিল, তাঁর রাসূলগণের অবাধ্যতা করেছিল এবং এমন সব ব্যক্তির আনুগত্য করেছিল, যারা ছিল চরম স্পর্ধিত ও সত্যের ঘোর দুশ্মন। *

60 আর (এর ফল হল এই যে,) এ দুনিয়ায়ও অভিসম্পাতকে তাদের অনুগামী করে দেওয়া হল এবং কিয়ামত দিবসেও। অরণ রেখ, আদ জাতি নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে কুফরীর আচরণ করেছিল। অরণ রেখ, আদ জাতিই ধ্বংস হয়েছে, যা ছিল হৃদের সম্প্রদায়। *

- 61** এবং ছামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে নবী করে পাঠালাম। ৪১ সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাঝুদ নেই। তিনিই তোমাদেরকে ভূমি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং তাঁর কাছে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তারপর তাঁর অভিমুখী হও। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক (তোমাদের) নিকটবর্তী ও দু'আ করবুলকারীও। ♦
41. ছামুদ জাতির পরিচয় ও তাদের ঘটনা পূর্বে সূরা আরাফ (৭ : ৭৩)-এর টীকায় সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।
- 62** তারা বলল, হে সালিহ! ইতৎপূর্বে তুমি আমাদের মধ্যে এমন ছিলে যে, তোমাকে নিয়ে অনেক আশা ছিল। ৪২ আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের (অর্থাৎ যে সকল প্রতিমার) উপাসনা করত, তুমি আমাদেরকে তাদের উপাসনা করতে নিষেধ করছ? ৪৩ তুমি যে বিষয়ের দিকে ডাকছ, তাতে আমাদের এতটা সন্দেহ রয়েছে যে, তা আমাদেরকে অস্থিরতার ভেতর ফেলে দিয়েছে। ♦
42. অর্থাৎ তোমাকে দিয়ে আমাদের কী আশা ছিল, আর তার পরিবর্তে তুমি কী করছ? আশা তো ছিল তুমি জাতির নেতৃত্ব দেবে। বাপ-দাদার ঐতিহ্যকে আরও বহুদূর এগিয়ে নেবে। তা কি না তুমি সে ঐতিহ্যকে ধূলোয় মিশিয়ে দেওয়ার কর্মসূচী হাতে নিয়েছ। তাদের বহু ঈশ্বরের বদলে আমাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করতে বলছ। তোমার এ দাওয়াতের যথার্থতা ও এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ। কাজেই আমরা তা নিতে পারছি না। -অনুবাদক
43. এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নবুওয়াতের ঘোষণা দেওয়ার আগে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে তাঁর গোটা জাতি অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখত। কোনও কোনও বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, তাঁর সম্প্রদায় তাকে নিজেদের নেতা বানানোর ইচ্ছা করে রেখেছিল।
- 63** সালিহ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল তো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত এক উজ্জ্বল হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি বিশেষভাবে তাঁর নিজের কাছ থেকে আমাকে এক রহমত (অর্থাৎ নবুওয়াত) দান করে থাকেন, আর তারপরও আমি তার নাফরমানী করি, তবে এমন কে আছে, যে আমাকে তাঁর (শাস্তি) থেকে রক্ষা করবে? সুতরাং তোমরা (আমার কর্তব্য কাজে বাধা দিয়ে) ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া আমাকে আর কী দিচ্ছ? ♦
- 64** এবং হে আমার সম্প্রদায়! এটা আল্লাহর এক উটোনী, তোমাদের জন্য একটি নির্দেশনকাপে এসেছে। সুতরাং এটিকে আল্লাহর ভূমিতে স্বাধীনভাবে চরে খেতে দাও। একে অসুন্দরদেশ্যে স্পর্শও করবে না, পাছে আশু শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করে। ♦
- 65** অতৎপর ঘটল এই যে, তারা সেটিকে মেরে ফেলল। সুতরাং সালিহ তাদেরকে বলল, তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়িতে তিন দিন ফুর্তি করে নাও ৪৪ (তারপর শাস্তি আসবে আর) এটা এমন এক প্রতিশ্রুতি, যাকে কেউ মিথ্যা বানাতে পারবে না। ♦
44. শাস্তির আগে তাদেরকে তিন দিনের অবকাশ দেওয়া হয়েছিল।
- 66** অতৎপর যখন আমার হৃকুম এসে গেল, তখন আমি সালিহকে এবং তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার বিশেষ রহমতে রক্ষা করলাম এবং সে দিনের লাঞ্ছনা থেকে বাঁচালাম। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক অত্যন্ত শক্তিশালী, সর্বময় ক্ষমতার মালিক। ♦
- 67** আর যারা জুলুমের পথ অবলম্বন করেছিল, তাদেরকে আঘাত হানল মহা গর্জন। ৪৫ ফলে তারা তাদের ঘর-বাড়িতে এভাবে অধঃমুখে পড়ে থাকল ♦
45. সূরা আরাফে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, ছামুদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল ভূমিকম্প দ্বারা দ্র. আরাফ ৭ : ৭৮। এ আয়াত দ্বারা জানা যায়, সে ভূমিকম্পের সাথে ভয়ল গর্জনও শোনা গিয়েছিল, যদরূপ তারা সকলে ধ্বংস হয়ে যায়।
- 68** যেন তারা কখনও সেখানে বসবাসই করেনি। স্মরণ রেখ, ছামুদ জাতি নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে কুফরীর আরচরণ করেছিল। স্মরণ রেখ, ছামুদ জাতিই ধ্বংস হয়েছিল। ♦
- 69** আর আমার ফিরিশতাগণ (মানুষের বেশে) ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে আসল (যে, তার পুত্র সন্তান জন্ম নেবে)। ৪৬ তারা সালাম বলল। ইবরাহীমও সালাম বলল। অতৎপর সে অবিলম্বে (তাদের আতিথেয়তার জন্য) একটি ভূনা করা বাছুর নিয়ে আসল। ♦
46. আল্লাহ তাআলা এ ফিরিশতাদেরকে দুটি কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন। একটি হচ্ছে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এই সুসংবাদ দেওয়া যে, তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্ম নেবে, যার নাম ইসহাক আলাইহিস সালাম। আর তাঁদের দ্বিতীয় কাজ ছিল হযরত লৃত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে শাস্তি দান করা। সুতরাং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে সুসংবাদ জানানোর পর তাঁরা হযরত লৃত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় যেখানে বসবাস করত, সেখানে চলে যাওয়ার ছিলেন।

70

কিন্তু যখন দেখল তাদের হাত সে দিকে (অর্থাৎ বাচ্চুরের দিকে) বাঢ়ছে না, তখন তাদের ব্যাপারে তার খটকা লাগল এবং তাদের দিক থেকে অন্তরে শঙ্কা বোধ করল। ^{৪৭} ফিরিশতাগণ বলল, ভয় করবেন না। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে আপনাকে পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এবং পাঠানো হয়েছে) লৃতের সম্প্রদায়ের কাছে। *

47. ফিরিশতাগণ যেহেতু মানুষের বেশে এসেছিলেন, তাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রথমে তাঁদেরকে চিনতে পারেননি, যে কারণে তিনি তাঁদের মেহমানদারি করার জন্য বাচ্চুরের গোশত ভুনা করে নিয়ে আসেন। কিন্তু তাঁরা তো ফিরিশতা, যাদের পানাহারের প্রয়োজন নেই। তাই তাঁরা খাবারের দিকে হাত বাড়ালেন না। সেকালে রীতি ছিল মেজবান খাবার পরিবেশন করা সত্ত্বেও যদি মেহমান তা প্রহণ না করত, তবে মনে করা হত সে একজন শক্র এবং সে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ভয় পেয়ে গেলেন। তখন ফিরিশতাগণ স্পষ্ট করে দিলেন যে, তারা ফিরিশতা। দু'টি কাজের জন্য তাদেরকে পাঠানো হয়েছে।

71

আর ইবরাহীমের স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল। সে হেসে দিল। ^{৪৮} আমি তাকে (পুনরায়) ইসহাকের পর ইয়াকুবের জন্মের সুসংবাদ দিলাম। *

48. কোনও কোনও মুফাসসির তাঁর হাসির কারণ এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, যখন তিনি নিশ্চিত হলেন, তাঁরা ফিরিশতা এবং ভয়ের কিছু নেই, তখন খুশী হয়ে গেলেন এবং সেই খুশীতেই হেসে দিলেন। কিন্তু বেশি সঠিক মনে হচ্ছে এই যে, তিনি পুত্র জন্মের সুসংবাদ শুনে হেসেছিলেন। সুরা হিজর (১৫ : ৫৩) ও সুরা যারিয়াত (৫১ : ২৯-৩০)-এ বলা হয়েছে, ফিরিশতাগণ প্রথমে তাঁকে পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং তারপর হযরত লৃত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে শাস্তি দানের কথা উল্লেখ করেন। এতে তিনি বিশ্বাসও বোধ করেন এবং খুশীও হন। তাঁকে হাসতে দেখে ফিরিশতাগণ পুনরায় সুসংবাদ দেন।

72

সে বলতে লাগল, হায়! আমি এ অবস্থায় সন্তান জন্মাব, যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী, যে নিজেও বার্ধক্যে উপনীত? বাস্তবিকই এটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার। *

73

ফেরেশতাগণ বলল, আপনি কি আল্লাহর হৃকুম সম্বন্ধে বিশ্বাসবোধ করছেন? আপনাদের মত সম্মানিত পরিবারবর্গের ^{৪৯} উপর রয়েছে আল্লাহর রহমত ও প্রভৃত বরকত। নিশ্চয়ই তিনি সর্বময় প্রশংসার হকদার, অতি মর্যাদাবান। *

49. আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী أهـ الـبـيـتـ كـفـيـلـ المـدـحـ مـصـوـبـ عـلـىـ سـبـيلـ المـدـحـ ধরা হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে আয়াতের এ তরজমা করা হয়েছে। তরজমায় 'সম্মানিত' শব্দটিও এ হিসেবেই যোগ করা হয়েছে। আয়াতটির একান্ত তরজমা করারও অবকাশ আছে যে, 'হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর রহমত ও বরকত।'

74

অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূর হল এবং সে সুসংবাদ লাভ করল, তখন সে লৃতের সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার সঙ্গে (আবদারের ভঙ্গিতে) ঝগড়া শুরু করে দিল। ^{৫০} *

50. সুরা আরাফ (৭ : ৮০)-এর টীকায় বলা হয়েছে, হযরত লৃত আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাতিজা। ইরাকে থাকতেই তিনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি ইমান এনেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গেই দেশ থেকে হিজরত করেছিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ তাআলা তাঁকেও নবুওয়াত দান করেন ও সাদূমবাসীর হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন। সাদূমবাসী ছিল পৌত্রলিঙ্গ। তাছাড়া তারা সমকামের মত এক কদর্য কাজেও নিষ্পত্তি ছিল। লৃত আলাইহিস সালাম নানাভাবে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর কোনও কথায় তারা কর্ণপাত করল না। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তিদানের জন্য ফিরিশতা পাঠালেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আশা ছিল তারা হয়ত এক সময় শুধুরে যাবে। তাই তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে মিন্তি করতে থাকেন যে, এখনই যেন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া না হয়। তিনি যেহেতু আল্লাহ তাআলার অতি প্রিয় নবী ছিলেন, তাই তিনি আয়ার পিছিয়ে দেওয়ার জন্য যেভাবে আবদারের ভঙ্গিতে বারবার উপরোধ করছিলেন, সেটাকেই এ আয়াতে শ্রীতিসন্তায়ণের ধারায় 'ঝগড়া' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

75

বন্ধু ইবরাহীম অত্যন্ত সহনশীল, (আল্লাহর স্মরণে) অত্যধিক আহ-উহকারী (এবং) সর্বদা আমার প্রতি অভিনিবিষ্ট ছিল। ^{৫১} *

51. হযরত লৃত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে এখনই শাস্তি না দিয়ে তাদেরকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দেওয়ার যে প্রার্থনা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম করেছিলেন, তা করুন করা না হলেও তিনি যেই আবেগে আপ্লুত হয়ে এ প্রার্থনা করেছিলেন এবং এর জন্য যে ভঙ্গিতে তিনি আল্লাহ তাআলার দিকে ঝুঁক করেছিলেন, এ আয়াতে অত্যন্ত তৎপর্যূপ্ত ভাষ্য তার প্রশংসা করা হয়েছে।

76

(আমি তাকে বললাম), হে ইবরাহীম! এ বিষয়টা যেতে দাও। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের হৃকুম এসে পড়েছে এবং তাদের উপর এমন শাস্তি আসবেই, যা কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। *

77

যখন আমার ফিরিশতাগণ লৃতের কাছে পৌঁছল, সে তাদের কারণে ঘাবড়ে গেল, তার অন্তরে উদ্বেগ দেখা দিল এবং সে বলতে লাগল, আজকের এ দিনটি বড় কঠিন। ^{৫২} *

52. ফিরিশতাগণ হযরত লৃত আলাইহিস সালামের কাছে সুদর্শন ঘুবকের বেশে হাজির হয়েছিল। তখনও তিনি বুঝতে পারেননি তারা ফিরিশতা। অন্য দিকে নিজ সম্প্রদায়ের বিকৃত ঘোনাচার ও তাদের চরম অলীলতা সম্বন্ধে তিনি অবগত ছিলেন। সঙ্গত কারণেই তিনি

অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর আশঙ্কা ছিল তার সম্পদায় এই অতিথিদেরকে তাদের লালসার নিশানা বানাতে চাইবে। তাঁর সে আশঙ্কাই সত্য হয়েছিল, যেমন পরবর্তী আয়তে বর্ণিত হয়েছে। তারা একদল সুদৰ্শন ঘুঁটকের আগমন সংবাদ শোনামাত্র তাদের কাছে ছুটে আসল এবং হযরত লৃত আলাইহিস সালামের কাছে দাবী জানাল, তিনি যেন তার অতিথিদেরকে তাদের হাতে ছেড়ে দেন।

78 তার সম্পদায়ের লোক তার দিকে ছুটে আসল। তারা পূর্ব থেকেই কুকর্মে লিপ্ত ছিল। লৃত বলল, হে আমার সম্পদায়! এই আমার কন্যাগণ উপস্থিত রয়েছে। এরা তোমাদের পক্ষে চের পবিত্র! [৫৩](#) সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে তোমরা আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভালো লোক নেই? ♦

53. প্রত্যেক উন্মত্তের নবীগণ তাদের নবীর রহনী কন্যা হয়ে থাকে। ‘আমার কন্যাগণ’ বলে হযরত লৃত আলাইহিস সালাম সে কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি দুর্ভুতদেরকে নমতার সাথে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, তোমাদের স্ত্রীরা, যারা আমার রহনী কন্যাও বটে, তোমাদের ঘরেই রয়েছে। তোমরা তাদের দ্বারা নিজেদের যৌন চাহিদা মেটাতে পার আর সেটাই স্বভাবসম্মত পবিত্র পদ্ধা। (হে আর্থ বেশি পবিত্র, অর্থাৎ অন্যের তুলনায় বেশি, কিন্তু এ স্থলে তুলনা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়, কেননা সমকামের মধ্যে কোন পবিত্রতা নেই যে, তা অপেক্ষা বিবাহ বেশি পবিত্র হবে; বরং এর দ্বারা পবিত্রতার দৃঢ়তা ও পূর্ণতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বিবাহের মাধ্যমে কামেচ্ছা পূরণ সর্বোত্তমে পবিত্র, তাতে অপবিত্রতার লেশমাত্র নেই। -অনুবাদক)

79 তারা বলল, তোমার জানা আছে তোমার কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন আগ্রহ নেই। তুমি ভালো করেই জান আমরা কী চাই। ♦

80 লৃত বলল, হায়! তোমাদের মুকাবেলা করার কোন শক্তি যদি আমার থাকত অথবা আমি যদি গ্রহণ করতে পারতাম কোন শক্তিশালী আশ্রয়! [৫৪](#) ♦

54. সাদূমের সে জনপদে হযরত লৃত আলাইহিস সালামের খান্দান বা গোত্রের কোন লোক ছিল না। তিনি ছিলেন ইরাকের বাসিন্দা। সাদূমেরসীর কাছে তাঁকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল। সাদূমেরসী যেহেতু তাঁর উন্মত্ত ছিল, সে হিসেবেই তাদেরকে তাঁর কওম বলা হয়েছে। অতিথিদের ব্যাপারে তারা যখন এ রকম উৎপাত করছিল তখন তিনি দারুণ অসহায়ত্ব বোধ করাছিলেন। তাই আক্ষেপ করে বলছিলেন, আমার খাল্লানের কোন লোক এখানে থাকলে হয়ত আমার কিছুটা সাহায্য করতে পারত, যেমন পরের আয়তে বলা হয়েছে। অবশ্যে ফিরিশতাগণ নিজেদের পরিচয় ফাঁস করলেন। বললেন, আমরা ফিরিশতা। আপনি একটুও ঘাবড়াবেন না। ওরা আপনার বা আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। ভোর হলেই তাদেরকে নির্মূল করে ফেলা হবে। আপনি আপনার পরিবারবর্গসহ এ জনপদ থেকে রাতের ভেতর বের হয়ে পড়ুন। তা হলে এ আয়াব থেকে রক্ষা পাবেন। তবে হযরত লৃত আলাইহিস সালামের স্ত্রী ছিল কাফের। সে তাঁর সম্পদায়ের কুকর্মে তাদের সাহায্য করত। তাই হুকুম দেওয়া হল যে, সে আপনার সাথে যাবে না; বরং অন্যদের সাথে সেও শাস্তিতে নিপত্তি হবে।

81 (অবশ্যে) ফিরিশতাগণ (লৃতকে) বলল, আমরা আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত ফিরিশতা। তারা কিছুতেই আপনার পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না। আপনি রাতের কোন অংশে আপনার পরিবারবর্গ নিয়ে জনপদ থেকে বের হয়ে পড়ুন। আপনাদের মধ্য হতে কেউ যেন পেছনে ফিরেও না তাকায়, তবে আপনার স্ত্রী ছাড়া (সে আপনাদের সাথে যাবে না)। তার উপরও সেই বিপদ আসবে, যা অন্যদের উপর আসছে। নিশ্চয়ই, তাদের (উপর শাস্তি নাথিলের) জন্য প্রভাতকাল স্থিরীকৃত। প্রভাতকাল কি খুব কাছে নয়? ♦

82 অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমি সে জনপদের উপর দিককে নিচের দিকে উল্টিয়ে দিলাম [৫৫](#) এবং তাদের উপর থাকে থাকে পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করলাম- ♦

55. বিভিন্ন বর্ণনায় আছে, এসব দুশ্মত্রি লোক মোট চারটি জনপদে বাস করত। ফেরেশতাগণ সবগুলো জনপদকে একত্রে উৎপাতিত করে শূন্য নিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে উল্টিয়ে নিচে ছুঁড়ে মারলেন। এভাবে সবগুলো বসতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। অনেকের মতে এ জনপদসমূহের উল্টে যাওয়ার ফলেই মৃত সাগর (Dead Sea) নামক প্রসিদ্ধ সাগরটির সৃষ্টি হয়েছে। তাদের এ মতকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা কোনও বড় সাগরের সাথে এটির কোনও সংযোগ নেই। তাছাড়া যে স্থানে এসব বসতি অবস্থিত ছিল, মৃত সাগর-সংলগ্ন আশপাশের সে এলাকার একটা বৈশিষ্ট্য হল যে, এটি ভৃ-পৃষ্ঠের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিচু। পৃষ্ঠবীর অন্য কোনও অঞ্চল সমুদ্র-পৃষ্ঠ হতে এতটা নিচু নয়। কুরআন মাজীদে যে ইরশাদ হয়েছে, ‘আমি এ জনপদের উপর দিককে নিচের দিকে উল্টিয়ে দিলাম’, অসম্ভব নয় যে, এর দ্বারা এই ভৌগোলিক অবস্থানের দিকেও ইশারা করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এটাও বোঝানো হয়েছে যে, জনপদবাসীদের চরম নীচতা ও অধঃপত্তি চরিত্রকে দৃশ্যমান আকৃতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

83 যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে চিহ্নিত ছিল। সে জনপদ (মক্কার এই) জালেমদের থেকে দূরে নয়। [৫৬](#) ♦

56. হযরত লৃত আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনার শেষে এবার আলোচনা-ধারা মুকারমার কাফেরদের দিকে বাঁক নিয়েছে। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে যে, হযরত লৃত আলাইহিস সালামের সম্পদায় যে অঞ্চলে বসবাস করত, তা তোমাদের থেকে বেশি দূরে নয়। বাণিজ্য-ব্যাপদেশে তোমরা যখন শামে সফর কর, সে এলাকা তোমাদের পথেই পড়ে। তোমাদের মধ্যে বুদ্ধির লেশমাত্রও যদি থাকে, তবে তোমাদের উচিত এর থেকে শিক্ষা নেওয়া।

84 আর মাদয়ানে তাদের ভাই শুআইবকে নবী করে পাঠাই। [৫৭](#) সে (তাদেরকে) বলল, হে আমার সম্পদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই এবং ওজন ও পরিমাপে কম দিও না। আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধশালী দেখছি। [৫৮](#) আমি

তোমাদের প্রতি এমন এক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি, যা তোমাদেরকে চারও দিক থেকে বেষ্টন করে ফেলবে। *

57. মাদয়ান ও হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতির জন্য সূরা আরাফ (৭ : ৮৫)-এর ঢীকা দেখুন।

58. মাদয়ানের ভূমি অত্যন্ত উর্বর ছিল। এখানকার মানুষ সমষ্টিগতভাবে সচল জীবন ধাপন করত। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম বিশেষভাবে দুটি কারণে তাদের সম্পন্নতার বিষয়টা উল্লেখ করেছেন। (ক) এতটা সম্পন্নতার পর ধোঁকাবাজি করে কামাই-রোজগার করার কোনও প্রয়োজন থাকার কথা নয়; (খ) এরূপ সুখগোচরণে ভোগের দাবী হল আল্লাহ তাআলার নাফরমানী না করে তাঁর শোকরগোজার হয়ে থাকা।

85 হে আমার সম্পদায়! তোমরা পরিমাণ ও ওজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করবে। মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দেবে না ৫৯ এবং পৃথিবীতে অশাস্তি বিস্তার করে বেড়াবে না। ৬০ *

59. এস্তে কুরআন মাজীদ যে শব্দ ব্যবহার করেছে, তা অতি ব্যাপক অর্থবোধক। সব রকমের হক এর অন্তর্ভুক্ত। বলা হচ্ছে যে, তোমাদের কাছে যে-কোনও ব্যক্তির কোনও রকমের হক ও পাওনা সাব্যস্ত হলে ছল-চাতুরি করে তা কমানোর চেষ্টা করবে না; বরং প্রত্যেক হকদারকে তার হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করে দেবে।

60. যেমন সূরা আরাফে বলা হয়েছে, এ সম্পদায়ের কিছু লোক রাস্তায় চৌকি বসিয়ে পথিকদের থেকে জোরপূর্বক টোল আদায় করত। অনেকে পথিকদের উপর লুটতোজ চালাত। এ বাক্যে তাদের সেই দুর্বৃত্তির দিকে ইশারা করা হয়েছে।

86 তোমরা যদি আমার কথা মান, তবে (মানুষের ন্যায্য হক আদায় করার পর) আল্লাহ-প্রদত্ত ঘা-কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তোমাদের পক্ষে তাই শ্রেয়। আর (যদি না মান, তবে) আমি তোমাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত হইনি। *

87 তারা বলল, হে শুআইব! তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ করছে যে, আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের ইবাদত করত, আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করব এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদে ঘা ইচ্ছা হয় তা করব না? ৬১ তুমি তো বড় বুদ্ধিমান ও সদাচারী লোক! ৬২ *

61. এটা হচ্ছে পুঁজিবাদী মানসিকতা যে, আমার হস্তগত সম্পদে আমার একচ্ছত্র অধিকার। কাজেই তাতে আমার ঘা-ইচ্ছা তাই করার এক্ষতিয়ার রয়েছে। এতে কারও বাধা দেওয়ার কোনও হক নেই। এর বিপরীতে কুরআন মাজীদের ইরশাদ হল, অর্থ-সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তাআলার। অবশ্য তিনি নিজ অনুগ্রহে মানুষকে তাতে সাময়িক মালিকানা দান করেছেন (দেখুন সূরা ইয়াসীন ৩৬ : ৭১)। সুতরাং এ মালিকানায় নিজ ইচ্ছামত বিধি-নিষেধ আরোপ করার (দ্র. সূরা কাসাস ২৮ : ৭৭) এবং যেখানে ভালো মনে করেন ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়ার এক্ষতিয়ার তাঁর রয়েছে (সূরা নূর ২৪ : ৩৩)। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এসব বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় এজন্য, যাতে প্রত্যেকে নিজ অর্থ-সম্পদের আয়-ব্যয় সুষ্ঠু-সঠিক পদ্ধতি সম্পন্ন করে। ফলে অর্থ-সামাজিক জীবনে প্রত্যেকে সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। কেউ কারও প্রতি জুলুম করতে পারবে না এবং সকলের মধ্যে ইনসাফের সাথে অর্থ-সম্পদ বণ্টিত হবে। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দ্র. (মূলঃ) হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কৃত ইসলামের অর্থ-বণ্টন ব্যবস্থা।

62. তারা এ কথাটি বলেছিল উপহাস করে। কোনও কোনও মুফাসিসির এটাকে প্রকৃত অর্থেই গ্রহণ করেছেন। তারা এর অর্থ করেন যে, তুমি তো আমাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ও সদাচারী লোক হিসেবেই প্রসিদ্ধ। তা তুমি এসব কথাবার্তা কেন শুরু করে দিলে?

88 শুআইব বলল, হে আমার সম্পদায়! তোমরা আমাকে বল তো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম রিয়ক দান করে থাকেন ৬৩ (তবে তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের ভ্রান্ত পথে কেন চলব?)। আমার এমন কোন ইচ্ছা নেই যে, আমি যে সব বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি, তোমাদের পিছনে গিয়ে নিজেই তা করতে থাকব। ৬৪ নিজ সাধ্যমত সংস্কার করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার নেই। আর আমি ঘা-কিছু করতে পারি, তা কেবল আল্লাহর সাহায্যেই পারি। আমি তারই উপর নির্ভর করেছি এবং তারই দিকে (প্রতিটি বিষয়ে) রক্ত হই। *

63. এ রিয়ক দ্বারা বেঁচে থাকার জন্য পানাহার ইত্যাদি যে সকল সামগ্রী প্রয়োজন, তাও বোঝানো হতে পারে আর এ হিসেবে অর্থ হবে, আল্লাহ তাআলা যখন সরল পথে আমাকে রিয়ক দান করেছেন, তখন তোমরা এসব অর্জনের জন্য যে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছ, আমি তা কেন অবলম্বন করব? আবার এ রিয়ক দ্বারা এস্তে নবুওয়াতও বোঝানো হতে পারে।

64. অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যে সব মন্দ কাজ করতে নিষেধ করি, তোমাদের পশ্চাতে আমি নিজেই তাতে লিপ্ত থাকব সে চরিত্র আমার নয়। বরং আমিই প্রথমে সে সব কাজ সর্বতোভাবে পরিহার করে চলি, যেহেতু তার মন্দস্ত আমার কাছে পরিষ্কার। কাজেই নসীহত ও দাওয়াত দ্বারা ব্যক্তিস্বার্থ পূরণ বা অন্য কোনও রকমের সন্দেহ করার অবকাশ নেই। যারা ওয়াজ-নসীহত ও দাওয়াতের কাজ করে এর মধ্যে তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। -অনুবাদক

89 হে আমার সম্পদায়! আমার সাথে তোমাদের বিরোধ যেন তোমাদেরকে এমন পরিগতিতে না পৌঁছায় যে, নৃহের সম্পদায় বা

- হৃদের সম্প্রদায় কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর যেমন মুসিবত অবতীর্ণ হয়েছিল, তোমাদের উপরও সে রকম মুসিবত অবতীর্ণ হয়ে যায়। আর লৃতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে বেশি দূরেও নয়। ❁
- 90 তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তারপর তাঁরই দিকে ঝুঁজু হও। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু প্রেমময়। ❁
- 91 তারা বলল, হে শুআইব! তোমার অনেক কথা আমাদের বুঝেই আসে না। আমরা দেখছি, আমাদের মধ্যে তুমি একজন দুর্বল লোক। তোমার খান্দান না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে ধ্বংস করতাম। আমাদের বিপরীতে তুমি কিছু শক্তিমান নও। ❁
- 92 শুআইব বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের উপর কি আল্লাহ অপেক্ষা আমার খান্দানের চাপই বেশি? তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে তোমাদের পিছন দিকে রেখে দিয়েছ? জেনে রেখ, তোমরা যা-কিছু করছ, আমার প্রতিপালক তা সবই পরিপূর্ণরূপে বেষ্টন করে রেখেছেন। ❁
- 93 এবং হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আপন অবস্থায় থেকে (যা ইচ্ছা হয়) কাজ করতে থাক, আমিও (নিজ নিয়ম অনুসারে) কাজ করছি। [৬৫](#) শীঘ্ৰই তোমরা জানতে পারবে কার উপর এমন শাস্তি অবতীর্ণ হয়, যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে আর কে মিথ্যাবাদী? তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষারত আছি। ❁
65. অর্থাৎ, আমার প্রচারকার্য সঙ্গেও তোমরা যদি জিদের উপর থাক, তবে শেষ কথা এটাই যে, তোমরা তোমাদের পথে চলতে থাক এবং আমি আমার পথে। তারপর দেখ কার পরিণতি কী হয়।
- 94 এবং (পরিশেষে) যখন আমার হৃকুম এসে গেল, আমি শুআইবকে এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার বিশেষ রহমতে রক্ষা করি আর যারা জুলুম করেছিল তাদেরকে এক প্রচণ্ড নিনাদ এসে পাকড়াও করল। [৬৬](#) ফলে তারা নিজেদের ঘর-বাড়িতে এমনভাবে মুখ খুবড়ে পড়ে থাকল- ❁
66. এর ব্যাখ্যাৰ জন্য সূৱা আৱাফ (৭ : ৯১)-এৰ টীকা দেখুন।
- 95 যেন তারা কখনও সেখানে বসবাসই করেনি। স্মরণ রেখ, মাদয়ানেরও সেইভাবে বিনাশ ঘটল, যেভাবে বিনাশ হয়েছিল ছামুদ জাতি। ❁
- 96 এবং আমি মৃসাকে আমার নির্দর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠালাম- ❁
- 97 ফিরাউন ও তার অমাত্যদের কাছে। তারা ফির'আউনের কর্মকাণ্ডেরই অনুসরণ করল, অথচ ফির'আউনের কর্মকাণ্ড যথোচিত ছিল না। ❁
- 98 কিয়ামতের দিন সে নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং তাদের সকলকে নিয়ে জাহানামে নামাবে আর তা কত নিকৃষ্ট ঘাট, যাতে তারা নামবে। ❁
- 99 এই দুনিয়াও লানতকে তাদের পিছনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও। এটা কত নিকৃষ্ট পুরস্কার, যা তাদেরকে দেওয়া হবে। ❁
- 100 এটা সেই সব জনপদের বৃত্তান্ত, যা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি। তার মধ্যে কতক (জনপদ) এখনও আপন স্থানে বিদ্যমান আছে [৬৭](#) এবং কতক কর্তৃত ফসল (-এর মত নিশ্চিহ্ন) হয়ে গেছে। ❁
67. যেমন ফির'আউনের দেশ মিসর। ফির'আউনের নিমজ্জিত হওয়ার পরও সে দেশটির অস্তিত্ব বাকি আছে। অপর দিকে আদ ও ছামুদ জাতির বাসভূমি এবং হযরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় যে জনপদে বাস করত, তা এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে যে, পরবর্তীকালে আর তা আবাদ হতে পারেনি।
- 101 আমি তাদের উপর কোনও জুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছিল, পরিণামে যখন তোমার প্রতিপালকের হৃকুম আসল, তখন আল্লাহর পরিবর্তে যে সকল মাবুদকে তারা ডাকত, তারা তাদের কিছুমাত্র কাজে আসল না এবং তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের জন্য কিছু বৃদ্ধি করল না। ❁

102 যে সকল জনপদ জুলুমে লিপ্ত হয়, তোমার প্রতিপালক যখন তাদের ধরেন, তখন তাঁর ধরা এমনই হয়ে থাকে। বাস্তবিকই তাঁর ধরা অতি মর্মস্তুদ, অতি কঠিন। ❁

103 যে ব্যক্তি আখেরাতের শাস্তিকে ভয় করে, তার জন্য এসব বিষয়ের মধ্যে বিরাট শিক্ষা রয়েছে। তা এমন দিন, যার জন্য সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে এবং তা এমন দিন, যা হবে (সকলের কাছে) দৃশ্যমান। ❁

104 আমি তা স্থগিত রেখেছি গনা-গুণতি কিছু কালের জন্য। ❁

105 যখন সে দিন আসবে, তখন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্গতিগ্রস্ত এবং কেউ হবে সদগতিসম্পন্ন। ❁

106 সুতরাং যারা দুর্গতিগ্রস্ত হবে, তারা থাকবে জাহানামে, যেখানে তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ শোনা যাবে। ❁

107 তারা তাতে সর্বদা থাকবে যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে ^{৬৮} যদি না তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করেন। ^{৬৯} নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তা উত্তমরূপে সাধিত করেন। ❁

68. এর রকমের ব্যত্যয় পূর্বে সুরা আনআম (৬ : ১২৮)-এও গত হয়েছে। সেখানে আমরা বলেছিলাম, এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তাআলাই জানেন। তবে এর দ্বারা এতটুকু বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাকে আয়াব দেওয়া হবে আর কাকে সওয়াব সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্পূর্ণ এখতিয়ার আল্লাহ তাআলারই হাতে। কারও সুপারিশ বা ফরমায়েশের কোনও প্রভাব এখনে নেই। দ্বিতীয়ত কাফেরদেরকে শাস্তি দানের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কোন বাধ্যবাধকতা নেই; বরং এটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কুফর সঙ্গেও তিনি যদি কাউকে শাস্তি থেকে পরিব্রাণ দিতে চান, তবে সে এখতিয়ার তাঁর রয়েছে। এতে বাধ্য সাধার কোনও হক কারও নেই। এটা ভিন্ন কথা যে, কাফেরদেরকে স্থায়ীভাবে শাস্তির ভেতর রাখাই তাঁর ইচ্ছা, যেমন কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা জানা যায়।

69. এর দ্বারা বর্তমান আকাশ ও পৃথিবী বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। কেননা কিয়ামতের দিন এর অস্তিত্ব লোপ পাবে। তবে কুরআন মাজীদের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, আখেরাতে তখনকার অবস্থা অনুসারে অন্য আসমান-যমীন সৃষ্টি করা হবে (দেখুন সুরা ইবরাহিম ১৪ : ৪৮ এবং সুরা যুমার ৩৯ : ৭৪)। আর সেই আসমান ও যমীন যেহেতু স্থায়ী হবে, সে হিসেবে এ আয়াতের মর্ম দাঁড়াল জাহানামবাসীগণও জাহানামে স্থায়ী হবে।

108 আর যারা সদগতিসম্পন্ন হবে, তারা থাকবে জানাতে, তাতে তারা সর্বদা থাকবে- যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করেন। এটা হবে এক নিরবচ্ছিন্ন দান। ❁

109 সুতরাং (হে নবী!) তারা (অর্থাৎ মুশরিকগণ) যাদের (অর্থাৎ প্রতিমাদের) ইবাদত করে, তাদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহে থেক না। পূর্বে তাদের বাপ-দাদাগণ যেভাবে ইবাদত করত এরা তো সেভাবেই ইবাদত করছে। নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে তাদের অংশ পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দেব, যাতে কিছুমাত্র কম করা হবে না। ^{৭০} ❁

70. অর্থাৎ মৃত্যুজার ব্যাপারে তারা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই অন্ধভাবে তাদের বাপদাদাদের অনুসরণ করছে। তোমাকে জানানো হয়েছে শিরক ও পথপ্রস্তায় লিপ্ত থাকার পরিণামে সেই বাপদাদাদের কী শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তুমি নিশ্চিত থাক সেই একই পরিণতি এদেরও হবে। এর দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। -অনুবাদক

110 আমি মৃসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতেও মতভেদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্বেই যদি একটি কথা (অর্থাৎ তাদেরকে পরিপূর্ণ শাস্তি দেওয়া হবে আখেরাতে এই কথা) স্থিরকৃত না থাকত, তবে (দুনিয়াতেই) তাদের মীমাংসা হয়ে যেত। বস্তু তারা (এখনও পর্যন্ত) এ বিষয়ে কঠিন সন্দেহে নিপত্তি। ^{৭১} ❁

71. এর দ্বারাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্য যে, অবিশ্বাসীরা যে কুরআনকে অঙ্গীকার করছে এটা অভূতপূর্ব কোন ব্যাপার নয়। ইতঃপূর্বে মৃসাকে যে তাওরাত গ্রন্থ দিয়েছিলাম, সে ব্যাপারে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একদল তা অবিশ্বাস করেছিল এবং আরেকদল বিশ্বাস করেছিল, ঠিক তোমার সম্প্রদায়েরই অনুরূপ। সুতরাং এ নিয়ে তুমি দুঃখ করো না। -অনুবাদক

111 নিশ্চয়ই সকলের ব্যাপারে এটাই নিয়ম যে, তোমার প্রতিপালক তাদের কর্মফল পুরোপুরি দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের ঘাবতীয় কর্ম সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবগত। ❁

112 সুতরাং (হে নবী!) তোমাকে যেভাবে হুকুম করা হয়েছে, সে অনুযায়ী তুমি নিজেও সরল পথে স্থির থাক এবং যারা তাওবা করে তোমার সঙ্গে আছে তারাও। আর সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই তোমরা যা-কিছুই কর, তিনি তা ভালোভাবে দেখেন। ❁

113 এবং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা ওই জালেমদের দিকে একটুও ঝুঁকবে না, অন্যথায় জাহানামের আগুন তোমাদেরকেও স্পর্শ করবে
৭২ এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনও রকমের বন্ধু লাভ হবে না আর তখন কেউ তোমাদের সাহায্যও করবে না। ♦

72. অর্থাৎ জালেম ও কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, তাদের সাহচর্য অবলম্বন করবে না, তাদের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ করবে বটে, কিন্তু তাদেরকে ইজ্জত-সম্মান ও প্রশংসা করবে না। প্রকাশ-গুপ্ত সর্বপ্রকারে তাদের অনুসরণ-অনুকরণ পরিহার করে চলবে। অন্যথায় তোমরা তাদের দলভুক্ত হয়ে যাবে এবং পরিণামে জাহানামের আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। -অনুবাদক

114 এবং (হে নবী!) দিনের উভয় প্রান্তে ৭৩ এবং রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম কর। ৭৪ নিচয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে
দেয়। ৭৫ যারা উপদেশ মানে তাদের জন্য এটা এক উপদেশ। ♦

73. পূর্বের আয়াতে জালেমদের দিকে ঝুঁকতে নিষেধ করা হয়েছিল। এ আয়াতের নির্দেশ হচ্ছে, ঝুঁকবে কেবল আল্লাহ তা'আলার দিকে এবং
সে ঘোঁকার সর্বোকৃষ্ট পদ্ধা ও বিধিবদ্ধ নিয়ম হল পাঁচ ওয়াক্ত নামায। সুতরাং আয়াতে পাঁচ নামাযের ওয়াক্ত ও উপকারিতা শিক্ষা দেওয়া
হচ্ছে। -অনুবাদক

74. দিনের উভয় প্রান্ত দ্বারা ফজর ও আসরের নামায বোঝানো হয়েছে। কোনও কোনও মুফাসিসির এর দ্বারা ফজর ও মাগরিবের নামায
বুঝেছেন। আর রাতের কিছু অংশে যা আদায় করতে বলা হয়েছে, তা হল মাগরিব, ইশা ও তাহজুদের নামায।

75. এছলে 'পাপ' দ্বারা সঙ্গীরা গুনাহ বোঝানো উদ্দেশ্য। কুরআন ও হাদীসের বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, মানুষ যেসব নেক কাজ করে, তা
দ্বারা তার পূর্বে কৃত সঙ্গীরা গুনাহের প্রায়শিত্ব হয়ে যায়। সুতরাং অযু, নামায প্রভৃতি নেক কাজের বৈশিষ্ট্য হল যে, তা মানুষের ছেট-খাট
গুনাহ মিটিয়ে দিতে থাকে। সূরা নিসায় (৪ : ৩১) গত হয়েছে যে, তোমাদেরকে যেসব বড় গুনাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা যদি তা
থেকে বিরত থাক, তবে তোমাদের ছেট গুনাহসমূহ আমি নিজেই মিটিয়ে দেব।'

115 এবং সবর অবলম্বন কর। কেননা আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। ♦

116 তোমাদের আগে যেসব উশ্মত গত হয়েছে, তাদের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধির অবশেষ আছে এমন কিছু লোক কেন হল না, যারা পৃথিবীতে
অশান্তি বিস্তার করা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করত? অবশ্য আল্ল কিছু লোক ছিল, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে (শান্তি থেকে)
রক্ষা করেছিলাম। আর জালেমগণ যে ভোগ-বিলাসের মধ্যে ছিল, তারই পিছনে লেগে থাকল এবং তারা ছিল অপরাধী। ♦

117 তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি জনপদসমূহ অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, অথচ তার বাসিন্দাগণ সঠিক পথে চলছে।
♦

118 তোমার প্রতিপালক চাইলে সমস্ত মানুষকে একই পথের অনুসারী বানিয়ে দিতেন কিন্তু (কাউকে জোরপূর্বক কোনও দীন মানতে
বাধ্য করাটা তাঁর হিকমতের পরিপন্থী। তাই তাদেরকে তাদের ইচ্ছাক্রমে যে-কোনও পথ অবলম্বনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে,
সুতরাং) তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে। ♦

119 অবশ্য তোমার প্রতিপালক যাদের প্রতি দয়া করবেন, তাদের কথা ভিন্ন (আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন)। আর
এরই (অর্থাৎ এই পরীক্ষারই) জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। ৭৬ তোমার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হবেই, যা তিনি বলেছিলেন
যে, আমি জিন ও ইন্সান উভয়ের দ্বারা জাহানাম ভরে ফেলব। ♦

76. কুরআন মাজীদে এ বিষয়টা বার বার স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক একই
দীনের অনুসারী বানাতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি এ কারণে যে, বিশ্ব-জগত সৃষ্টি ও তাতে মানুষকে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে
পরীক্ষা করা। অর্থাৎ, তাকে ভালো-মন্দের পার্থক্য শিখিয়ে এই সুযোগ দিয়ে দেওয়া, যাতে সে নিজ একত্বিয়ার ও পছন্দ মত দুই পথের মধ্যে
যে কোনওটি অবলম্বন করতে পারে। এর দ্বারা তার পরীক্ষা হয়ে যায় যে, সে নিজ ইচ্ছা ও পছন্দের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে জানাত অর্জন
করে, না তার ভুল ব্যবহারের পরিণতিতে জাহানামের উপযুক্ত হয়ে যায়। এই পরীক্ষার লক্ষ্যেই আল্লাহ তাআলা কাউকে তার বিনা ইচ্ছায়
বিশেষ কোনও পথে চলতে বাধ্য করেননি।

120 (হে নবী!) আমি তোমাকে বিগত নবীগণের এমন সব ঘটনা শোনাচ্ছি, যা দ্বারা আমি তোমার অন্তরে শক্তি যোগাই। আর এসব
ঘটনার ভিতর দিয়ে তোমার কাছে যে বাণী এসেছে তা সত্য এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ ও স্মারকও। ♦

121 যারা ঈমান আনছে না তাদেরকে বল, তোমরা নিজেদের বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী কাজ করতে থাক, আমরাও (নিজেদের নিয়ম
অনুসারে) কাজ করছি। ♦

122 এবং তোমরাও (আল্লাহর পক্ষ হতে ফায়সালার) অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করছি। ♦

- 123 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যত গুপ্ত রহস্য আছে, তার সবই আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে এবং তাঁরই দিকে যাবতীয় বিষয় প্রত্যানীত হবে। সুতরাং (হে নবী!) তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। তোমরা যা-কিছু কর, তোমার প্রতিপালক সে সম্পর্কে অনবিহিত নন। ♦



♦ ইউসুফ ♦

- 1 আলিফ-লাম-রা। এগুলো সত্যকে পরিস্ফুটনকারী কিতাবের আয়ত। ♦
- 2 আমি একে আরবী ভাষার কুরআনরাপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। ♦
- 3 (হে নবী!) আমি ওই মারফত এই যে কুরআন তোমার কাছে পাঠিয়েছি, এর মাধ্যমে তোমাকে এক উৎকৃষ্টতম ঘটনা শোনাচ্ছি, যদিও তুমি এর আগে এ সম্পর্কে (অর্থাৎ এ ঘটনা সম্পর্কে) বিলকুল অনবিহিত ছিলে। ♦
- 4 (এটা সেই সময়ের কথা,) যখন ইউসুফ নিজ পিতা (ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) কে বলেছিল, আবরাজী! আমি (স্বপ্নযোগে) এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আমি দেখেছি তারা সকলে আমাকে সিজদা করছে। ♦
- 5 সে বলল, বাছা! নিজের এ স্বপ্ন তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না, পাছে তারা তোমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে। কেননা শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শক্ত। তুমি এই যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার ব্যাখ্যা হয়ে রাত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জন্ম হচ্ছিল। তার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, এক সময় হয়ে রাত ইউসুফ আলাইহিস অতি উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। ফলে এমনকি তার এগার ভাই ও পিতা-মাতা তার বাধ্য ও অনুগ্রহ হয়ে যাবে। অপর দিকে হয়ে রাত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সর্বমোট পুত্র ছিল বারজন। তার মধ্যে হয়ে রাত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও বিনইয়ামীন ছিলেন এক মায়ের এবং অন্যরা অন্য মায়ের। হয়ে রাত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আশঙ্কা ছিল এ স্বপ্নের কথা শুনলে সৎ ভাইয়েরা স্বীকৃত হয়ে পড়তে পারে এবং শয়তানের প্ররোচনায় তারা হয়ে রাত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারে।
- 6 আর এভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে (নবুওয়াতের জন্য) মনোনীত করবেন এবং তোমাকে সকল কথার সঠিক মর্মোন্দার শিক্ষা দেবেন (স্বপ্নের তাবীর জানাও তার অন্তর্ভুক্ত) এবং তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের সন্তানদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে ইতৎপূর্বে তিনি পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃদ্বয়- ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ♦
- 7 প্রকৃতপক্ষে যারা (তোমার কাছে এ ঘটনা) জিজ্ঞেস করছে, তাদের জন্য ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের ঘটনায় আছে বহু নির্দর্শন। তুমি এই যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার ব্যাখ্যা হয়ে রাত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারে।
- 8 (এটা সেই সময়ের ঘটনা) যখন ইউসুফের (সৎ) ভাইগণ (পরম্পরে) বলেছিল, নিশ্চয়ই আমাদের পিতার কাছে আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার (সহোদর) ভাই (বিনইয়ামীনই) বেশি প্রিয়, অর্থে আমরা (তার পক্ষে) একটি সুসংহত দল। #১৪ #১৫ আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের পিতা সুস্পষ্ট কোনও বিভ্রান্তিতে নিপত্তি। ♦
- 9 অর্থাৎ, আমাদের যেমন বয়স ও শক্তি বেশি, তেমনি আমরা সংখ্যায়ও অধিক। সে কারণে আমরা পিতার বাহুবলও বটে। তাঁর যখন কোন সাহায্যের দরকার হয়, তখন আমরাই তাঁর সাহায্য করার ক্ষমতা রাখি। সুতরাং তাঁর উচিত আমাদেরকেই বেশি মহবত করা।

9 (সুতরাং এর সমাধান এই যে,) তোমরা ইউসুফকে হত্যা করে ফেল অথবা তাকে অন্য কোনও স্থানে ফেলে আস, যাতে তোমাদের পিতার সবটা মনোযোগ কেবল তোমাদেরই দিকে চলে আসে। আর এসব করার পর তোমরা (তাওবা করে) ভালো লোক হয়ে যাবে। ❁✿

5. এ তরজমা করা হয়েছে আয়াতের একটি তাফসীর অনুযায়ী। যেন তাদের ধারণা ছিল গুনাহ তো বড়জোর একটাই হবে! আর তাওবা দ্বারা যে-কোনও গুনাহই মাফ হয়ে যায়। সুতরাং এটা করার পর তোমরা তাওবা করে নিও, তারপর সারা জীবন ভালো হয়ে চলো। অথচ কারও উপর জুনুম করা হলে সে গুনাহ কেবল তাওবা দ্বারাই মাফ হয় না; বরং স্বয়ং মজলুম কর্তৃক ক্ষমা করাও জরুরী। এ বাক্যটির আরও এক তাফসীরও হতে পারে। তা এই যে, এর দ্বারা তারা পরে তাওবা করে ভালো হয়ে যাওয়ার কথা বোঝাতে চায়নি; বরং এর অর্থ হচ্ছে এসব করার পর তোমাদের সব ব্যাপার ঠিক হয়ে যাবে। অর্থাৎ, পিতার পক্ষ হতে কারও প্রতি পৃথক আচরণের কোনও সন্তান থাকবে না। কুরআন মাজীদের শব্দমালার প্রতি লক্ষ্য করলে এ তরজমারও অবকাশ আছে।

10 তাদের মধ্যে একজন বলল, ইউসুফকে হত্যা করো না। বরং তোমরা যদি কিছু করতেই চাও, তবে তাকে কোনও গভীর কুয়ায় ফেলে দাও, যাতে কোন কাফেলা তাকে তুলে নিয়ে যায়। ❁✿

11 (সুতরাং) তারা (তাদের পিতাকে) বলল, আবৰা! আপনার কী হল যে, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের উপর বিশ্বাস রাখেন না? অর্থ এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, আমরা তার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী? ❁✿

6. অনুমান করা যায় যে, ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর ভাইয়েরা এর আগেও নিজেদের সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাতে সম্মতি দেননি।

12 আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে (বেড়াতে) পাঠান। সে খাবে-দাবে এবং ক্ষাণিকটা খেলাধুলা করবে। বিশ্বাস করুন, আমরা তাকে হেফাজত করব। ❁✿

13 ইয়াকুব বলল, তোমরা তাকে নিয়ে গেলে আমার (বিরহজনিত) কষ্ট হবে ❁ এবং আমার এই ভয়ও আছে যে, কখনও তার প্রতি তোমরা অমনোযোগী হলে নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে। ❁✿

7. কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম স্বপ্নে দেখেছিলেন একটি নেকড়ে বাঘ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপর আক্রমণ করছে। সেই স্বপ্ন-জনিত আশঙ্কাই তাঁর এ কথায় প্রকাশ পেয়েছে।

8. অর্থাৎ, অন্য কোন বিপদ না ঘটলেও সে যদি আমার চোখের আড়াল হয়, স্টোও আমার জন্য পীড়াদায়ক হবে। বোঝ গেল বিশেষ প্রয়োজন না হলে প্রিয় সন্তানের দূর গমন পিতা-মাতার পছন্দ নয়। কারণ তাতে তাদের মানসিক কষ্ট হয়।

14 তারা বলল, আমরা একটি সুসংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা বিলকুল শেষ হয়ে গেছি। ❁✿

15 অতঃপর তারা যখন তাকে সাথে নিয়ে গেল আর তারা তো সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল তাকে গভীর কুয়ায় নিক্ষেপ করবে (সেমতে তারা নিক্ষেপও করল), তখন আমি ইউসুফের কাছে ওহী পাঠালাম, (একটা সময় আসবে, যখন) তুমি তাদেরকে অবশ্যই জানাবে যে, তারা এই কাজ করেছিল ❁ আর তখন তারা বুঝতেই পারবে না (যে, তুমি কে?)! ❁✿

9. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তখন ছিলেন শিশু। বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। সুতরাং এ আয়াতে যে ওহীর কথা বলা হয়েছিল, তা নবুওয়াতের ওহী ছিল না। বরং এটা ছিল সেই জাতীয় ওহী, যা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের 'মা' কিংবা হযরত মারয়াম আলাইহিস সালামের বেলায় ব্যবহৃত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যে-কোনও উপায়ে অভয়-বাণী শুনিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এমন একটা দিন আসবে, যখন এরা তোমার সামনে মাথা নোয়াবে এবং এখন এরা যেসব দুর্ভুক্তি করছে তার সবই তখন তুমি তাদের সামনে তুলে ধরবে আর তখন তারা তোমাকে চিনতেও পারবে না। সুতরাং তাদের এখনকার আচরণে তুমি ভয় পেও না। সামনে ৮৯ নং আয়াতে আসছে, মিসরের শাসক হওয়ার পর ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের সামনে তাদের আচরণ তুলে ধরেছিলেন।

16 রাতে তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে আসল। ❁✿

17 বলতে লাগল, আবৰাজী! বিশ্বাস করুন, আমরা দৌড়-প্রতিযোগিতায় চলে গিয়েছিলাম আর ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। এই অবকাশে নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, তাতে আমরা যতই সত্যবাদী হই। ❁✿

18 আর তারা ইউসুফের জামায় মেরি রক্তও মাথিয়ে এনেছিল। ❁ তাদের পিতা বলল, (এটা সত্য নয়) বরং তোমাদের মন নিজের

পক্ষ থেকে একটা গল্প বানিয়ে নিয়েছে। সুতরাং আমার জন্য ধৈর্যই শ্রেষ্ঠ। আর তোমরা যেসব কথা তৈরি করছ সে ব্যাপারে আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করি। *

10. কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, তারা জামায় রন্ত মাথিয়ে এনেছিল, কিন্তু জামাটি ছিল সম্পূর্ণ অক্ষত। কোথাও ছেঁড়া-ফাড়ার কোনও চিহ্ন ছিল না। তা দেখে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম মন্ত্র করেছিলেন, বাঘটিকে বড় প্রশংসিত দেখছি! সে শিশুটিকে তো খেয়ে ফেলল, অথচ তার জামাটি একটুও ছিঁড়ল না, যেমনটা তেমনই রয়ে গেল। মোটকথা তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, বাঘে খাওয়ার কথাটি সম্পূর্ণ তাদের বানানো কেচছ। তাই তিনি বলে দিলেন, একথা তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে তৈরি করে নিয়েছ।

19 এবং (অন্য দিকে তারা ইউসুফকে যেখানে কুয়ায় ফেলেছিল, সেখানে) একটি যাত্রীদল আসল। তারা তাদের একজন লোককে পানি আনতে পাঠাল। সে (কুয়ায়) নিজ বালতি ফেলল। (তার ভেতর ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখে) সে বলে উঠল, তোমরা সুসংবাদ শোন, এ যে একটি বালক। ১১ অতঃপর যাত্রীদলের লোক তাকে একটি পণ্য মনে করে লুকিয়ে রাখল। আর তারা যা-কিছু করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত ছিলেন। *

11. বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কুয়ায় ফেল হলে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তিনি তার ভেতর সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকেন। কুয়ায় ভেতর একটি পাথর ছিল। তিনি তার উপর উঠে বসে থাকলেন। যখন যাত্রীদলের পাঠানো লোকটি কুয়ার ভেতর বালতি ফেলল, তিনি সেই বালতিতে সওয়ার হয়ে গেলেন। লোকটি বালতি টেনে তুলতেই দেখতে পেল তার ভেতর একটি বালক। অমনি সে টিৎকার করে গুঠল এবং তার মুখ থেকে ওই কথা বের হয়ে গেল, যা এ আয়তে বর্ণিত হয়েছে।

20 এবং (তারপর) তারা ইউসুফকে অতি অল্প দামে বিক্রি করে দিল- যা ছিল মাত্র কয়েক দিরহাম। বস্তুত ইউসুফের প্রতি তাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ১২ *

12. কুরআন মাজীদের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বাহ্যত এটাই বোঝা যায় যে, বিক্রেতা ছিল যাত্রীদলের লোক এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিজেদের কাছে রাখার কোন আগ্রহ তাদের ছিল না; বরং তাকে বিক্রি করে যা-ই পাওয়া যায় সেটাকেই তারা লাভ মনে করেছিল, যেহেতু তা মুক্ত অর্জিত হচ্ছিল। তাই যখন ক্রেত পাওয়া গেল তখন নামমাত্র মূল্যে তাঁকে বিক্রি করে দিল। অবশ্য কোন কোন রিওয়ায়াতে ঘটনার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে প্রকাশ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর ভাইয়েরা কুয়ায় ফেলে যাওয়ার পর বড় ভাই ইয়াছদা রোজ তাঁর খবর নিতে আসত। কিছু খাবার-দাবারও দিয়ে যেত। তৃতীয় দিন তাঁকে কুয়ায় না পেয়ে চারদিকে খেঁজাখুঁজি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত যাত্রীদলের কাছে তাঁকে পেয়ে গেল। এ সময় অন্যান্য ভাইয়েরাও সেখানে উপস্থিত হল। তারা যাত্রীদলকে বলল, এ বালক আমাদের গোলাম। সে পালিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের আগ্রহ থাকলে আমরা একে তোমাদের কাছে বিক্রি করতে পারি। ভাইদের আসল উদ্দেশ্য তো ছিল কোনও উপায়ে তাকে পিতার কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া। তাকে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন তাদের লক্ষ্য ছিল না। তাই তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যাত্রীদলের কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দিল। বাইবেলেও বলা হয়েছে তাঁর বিক্রেতা ছিল ভাইয়েরাই। তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যাত্রীদলের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল।

21 মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল, একে সম্মানজনকভাবে রাখবে। আমার মনে হয় সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্র বানিয়ে নেব। ১৩ এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম, তাকে কথাবার্তার সঠিক মর্ম শেখানোর জন্য। ১৪ নিজ কাজে আল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু বহু লোক জানে না। *

13. حَمْلَةٌ-এর 'ও' অবয়বটি অতিরিক্ত। তরজমা সে হিসেবেই করা হয়েছে। কারও মতে এর দ্বারা الْمَلَقُ (তাকে শেখানোর জন্য) বাকটিকে উহু বাক্য لِيَكُمْ بِالْعَدْلِ (যাতে সে ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করে)-এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ ইউসুফকে মুক্তিদান ও তাকে মিসরে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে, মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে নেতৃত্ব দেবে এবং আল্লাহর কিতাব ও বিধি-বিধান শিখে তা জারি করবে (বা রাজকীয় লোকদের সাথে ওঠাবসা করে রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতি, কথাবার্তা ও ধরন-ধারণ শিখবে এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাসহ যে কোন কথার মর্ম অনুধাবনের যোগ্যতা অর্জন করবে)। [তাফসীরে মাজহারী ও উচ্চমানী অবলম্বনে]। -অনুবাদক

14. কুরআন মাজীদের একটা বিশেষ রীতি হল কোন ঘটনা বর্ণনাকালে তার অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটির পিছনে না পড়া; বরং গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাক। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ফিলিস্তিনের মরুভূমি থেকে যারা কিনেছিল, তা সে ক্রেতা যাত্রীদলের লোক হেক বা তাদের কাছ থেকে যারা কিনেছিল তারা হোক, শেষ পর্যন্ত তারা তাকে মিসর নিয়ে গেল এবং সেখানে তাঁকে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে দিল। মিসরে তাঁকে যে ব্যক্তি কিনেছিল, সে ছিল দেশের অর্থমন্ত্রী। সেকালে তার উপাধি ছিল 'আফিয়া'। আফিয়া তার স্ত্রীকে গুরুত্ব দিয়ে বলল, যেন ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখে। বর্ণিত আছে, তার স্ত্রীর নাম ছিল 'যুলায়খা'।

22 ইউসুফ যখন পূর্ণ ঘোবনে উপনীত হল, তখন আমি তাকে হিকমত ও ইলম দান করলাম। যারা সৎকর্ম করে, এভাবেই আমি তাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। *

23 যে নারীর ঘরে সে থাকত, সে তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করল ১৫ এবং সবগুলো দরজা বন্ধ করে দিল ও বলল, এসে পড়। ইউসুফ বলল, আল্লাহ পানাহ! তিনি আমার মনিব। তিনি আমাকে ভালোভাবে রেখেছেন। ১৬ সত্য কথা হচ্ছে, যারা জুলুম করে তারা কৃতকার্য হয় না। *

15. এছলে 'মনিব' বলে আল্লাহ তাআলাকেও বোঝানো যেতে পারে এবং মিসরের সেই আফিয়কেও, যে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিজ গৃহে সম্মানজনকভাবে রেখেছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, তুমি আমার মনিবের স্ত্রী। তোমার কথা শুনে আমি তার সাথে

বিশ্বাসঘাতকতা কিভাবে করতে পারি?

16. এ নারী ছিল আধীয়ের স্ত্রী যুলায়খা, যার কথা পূর্বের টীকায় বলা হয়েছে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের অনন্যসাধারণ পৌরুষদীপ্তি সৌন্দর্যের কারণে সে তাঁর প্রতি বেজায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। আসক্তির আতিশয়ে এক পর্যায়ে সে তাকে পাপকর্মেরও আহ্বান জানিয়ে বসল। কুরআন মাজীদে তার নামেঝেখ না করে বলা হয়েছে, ‘যার ঘরে সে থাকত’। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ আলাইহিস সালামের পক্ষে যুলায়খার ডাকে সাড়া না দেওয়া এ কারণেও কঠিন ছিল যে, তিনি তার ঘরেই অবস্থান করেছিলেন, যদ্রূণ তাঁর উপর যুলায়খার এক রকমের কর্তৃত্বও ছিল।

24 **স্ত্রীলোকটি তো স্পষ্টভাবেই ইউসুফের সাথে (অসৎ কর্ম) কামনা করেছিল আর ইউসুফের মনেও স্ত্রীলোকটির প্রতি ইচ্ছা জাগ্রত হয়েই যাচ্ছিল যদি না সে নিজ প্রতিপালকের প্রমাণ দেখতে পেত। ১৫ আমি তার থেকে অসৎ কর্ম ও অশ্লীলতাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য একপ করেছিলাম। নিশ্চয়ই সে আমার মনোনীত বাস্তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।**

17. এ আয়াতের তাফসীর দু'ভাবে করা যায়। (এক) হ্যরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটি প্রমাণ না দেখলে তাঁর মনেও যুলায়খার প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে যেতে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যেহেতু তিনি একটি প্রমাণ দেখতে পেয়েছিলেন, (যার ব্যাখ্যা সামনে আসছে) তাই তাঁর অন্তরে সে নারীর প্রতি কোনও কু-ভাব দেখা দেয়নি। (দুই) আয়াতের অর্থ এমনও হতে পারে যে, শুরুতে তাঁর অন্তরেও কিছুটা ঝোঁক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, যা একটা সাধারণ মানবীয় চাহিদা ছিল। হ্যরত হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এর একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, রোগাদার ব্যক্তি পিপাসার্ত অবস্থায় যদি ঠাণ্ডা পানি দেখে, তবে তার অন্তরে স্বাভাবিকভাবেই সে পানির প্রতি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাই বলে সে রোগী ভাঙ্গার মোটেই ইচ্ছা করে না। ঠিক এ রকমই হ্যরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের অন্তরে অনিচ্ছাজনিত একটা ঝোঁক দেখা দিয়ে থাকবে। তিনি স্থীর প্রতিপালকের নির্দশন দেখতে না পেলে সেই ঝোঁক হ্যরত আরও সামনে এগিয়ে যেতে, কিন্তু তিনি যেহেতু প্রতিপালকের নির্দশন দেখতে পেয়েছিলেন, তাই মুহূর্তের ভেতর সেই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁকও লোপ পেয়ে যায়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করেছেন। কেননা আরবী ব্যাকরণের দিকে লক্ষ্য করলে এ ব্যাখ্যাই বেশি নিয়মসমন্বয় হয়। দ্বিতীয়ত এর দ্বারা হ্যরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের চারিত্ব যে কতটা উচ্চ পর্যায়ের ছিল তা ভালো অনুমান করা যায়। তার অন্তরে এই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁকও সৃষ্টি না হত, তবে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা খুব বেশি কঠিন হত না। এটা বেশি কঠিন হ্য অন্তরে ঝোঁক দেখা দেওয়ার পরই। আর তখন বলিষ্ঠ বীতিবোধ ও অসাধারণ মনোবল ছাড়া নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হ্য না। কুরআন ও হাদিস দ্বারা জানা যায়, মনের চাহিদা সভেও যদি আল্লাহ তাআলার ভয়ে নিজেকে সংযত রেখে গুনাহ থেকে বিরত থাকা যায়, তবে তা অধিকত সওয়াব ও পুরুষারের কারণ হয়।

প্রশ্ন থেকে যায় যে, আয়াতে আল্লাহ তাআলা যে বিষয়টাকে ‘স্বীয় প্রতিপালকের দলীল’ সাব্যস্ত করেছেন, সে দলীল আসলে কী ছিল? এ প্রশ্নের পরিক্ষার ও নিয়ুক্ত উন্নত হল এই যে, এর দ্বারা সেই কাজটির গুনাহ হওয়ার দলীল বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সেটি যে একটা পাপকর্ম এই বিষয়টি তিনি চিন্তা করেছিলেন এবং এ কারণে তিনি তা থেকে বিরত থেকেছিলেন। কোন-কোন বর্ণনায় এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, তখন তাঁকে তাঁর মহান পিতা হ্যরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের প্রতিকৃতি দেখানো হয়েছিল আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

25 এবং তারা একজনের পেছনে আরেকজন দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং (এই টানা-হেঁচড়ার ভেতর) স্ত্রীলোকটি তার জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। ১৮ এ অবস্থায় তারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজায় দাঁড়ানো পেল। স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাত (কেচছা ফাঁদার লক্ষ্য স্বামীকে) বলল, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে মন্দ কাজের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি কারাকুদ্দ করা বা অন্য কোন কঠিন শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কী হতে পারে? *

18. হ্যরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্ত্রীলোকটি থেকে মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে পালাচ্ছিলেন আর স্ত্রীলোকটি তাঁকে পেছন দিক থেকে টেনে ধরছিল। এই টানা-হেঁচড়ার কারণে পেছন দিক থেকে জামা ছিঁড়ে যায়।

26 ইউসুফ বলল, সে নিজেই তো আমাকে ফুসলাচ্ছিল। স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষ্য দিল, ইউসুফের জামার সম্মুখ দিক থেকে ছিঁড়ে থাকলে স্ত্রীলোকটি সত্য বলেছে আর সে মিথ্যবাদী। *

27 আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে এবং সে সত্যবাদী। ১৯ *

19. হ্যরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে নির্দোষ, আল্লাহ তাআলা এটা আধীয়ের কাছে পরিষ্কার করে দিতে চাইলেন। আর এজন্য তিনি এই ব্যবস্থা করলেন যে, যুলায়খারই পরিবারের এক ব্যক্তিকে মীমাংসাকারী বানিয়ে দিলেন। সে সত্য-মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ করার জন্য এমন এক আলামত বলে দিল যার মৌলিকতা অঙ্গীকার করার উপায় নেই। তার বক্তব্য ছিল, হ্যরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জামা সম্মুখ দিক থেকে ছিঁড়ে থাকলে সেটা প্রমাণ করবে যে, তিনি স্ত্রীলোকটির দিকে এগোতে চাহিলেন আর স্ত্রীলোকটি হাত বাড়িয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। এই জোরাজুরির ভেতর তাঁর জামা ছিঁড়ে যায়। কিন্তু তাঁরা জামা যদি পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে তার অর্থ হবে তিনি পালানোর চেষ্টা করছিলেন আর যুলায়খা পশ্চাদ্বাবন করে তাকে আটকাতে চাহিল। এক পর্যায়ে যুলায়খা তাঁর জামা ধরে তাঁকে নিজের দিকে টেনে নিতে চাইলে তাতে জামা ছিঁড়ে যায়। এক তো তার একথা অত্যন্ত যুক্তি-পূর্ণ ছিল। দ্বিতীয়ত নিভৰযোগ্য কিছু হাদিস দ্বারা জানা যায় এ সাক্ষ্য দিয়েছিল যুলায়খার পরিবারের একটি ছোট্ট শিশু, তখনও পর্যন্ত ঘার কথা বলার মত বয়স হয়নি। আল্লাহ তাআলা হ্যরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পবিত্রতা প্রমাণ করার জন্য তখন তাকে কথা বলার শক্তি দান করেন, যেমন কথা বলার শক্তি হ্যরত ঈসা আলাইহিস সালামকে দান করেছিলেন। মোটকথা এই অনঙ্গীকার্য প্রমাণ হাতে পাওয়ার পর আধীয়ের আর কোনও সন্দেহ থাকল না যে, সবটা দোষ তার স্ত্রীরই এবং ইউসুফ আলাইহিস সালাম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

28 অতঃপর স্বামী যখন দেখল তার জামা পেছন থেকে ছিঁড়েছে, তখন সে বলল, এটা তোমাদের নারীদের ছলনা, বস্তুত তোমাদের ছলনা বড়ই কঠিন। *

29 ইউসুফ! তুমি এ বিষয়টাকে একদম পান্তি দিও না। আর হে নারী! তুমি নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও। নিশ্চয় তুমিই অপরাধী ছিলে। ৩০ ♦

20. আধীয় বিলক্ষণ বুঝে ফেলেছিলেন, অপরাধ করেছিল তার স্ত্রী। কিন্তু সম্ভবত দুর্নামের ভয়ে বিষয়টা গোপন করেছিলেন।

30 নগরে কতিপয় নারী বলাবলি করল, ‘আধীয়ের স্ত্রী তার তরুণ গোলামকে ফুসলাচ্ছে। তরুণটির ভালোবাসা তাকে বিভোর করে ফেলেছে। আমাদের ধারণা সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিঙ্গ রয়েছে।’ ♦

31 সুতরাং যখন সে (অর্থাৎ, আধীয়ের স্ত্রী) সেই নারীদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, ১১ তখন সে বার্তা পাঠিয়ে তাদেরকে (নিজ স্থানে) দেকে আনল এবং তাদের জন্য তাকিয়া-বিশিষ্ট একটি জলসার ব্যবস্থা করল এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরি দিল ১২ এবং (ইউসুফকে) বলল, একটু বের হয়ে তাদের সামনে আস। অতঃপর সেই নারীরা যেই না ইউসুফকে দেখল, তাকে বিশ্঵াস কর রেকমের রূপবান) পেল এবং (তারা তার অপরাধ রূপে হতভন্ন হয়ে) নিজ-নিজ হাত কেটে ফেলল। আর তারা বলে উঠল, আল্লাহ পানাহ! এ ব্যক্তি কোন মানুষ নয়। এ সম্মানিত ফেরেশতা ছাড়া কিছুই হতে পারে না।’ ♦

21. তাদের আতিথেতার জন্য দণ্ডনাখানে ফল রাখা হয়েছিল এবং তা কাটার জন্য তাদেরকে ছুরি দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত যুলায়খা অনুমান করতে পেরেছিল সে নারীরা যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখবে, তখন সম্ভিঃ হারিয়ে নিজ-নিজ হাতেই ছুরি চালিয়ে বসবে। সুতরাং সামনে বলা হয়েছে, তারা যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখল, তখন তার রূপ ও সৌন্দর্যে এতটা মোহিত হয়ে গেল যে, সত্যিই তারা তাদের মনের অজ্ঞানে হাতে ছুরি চালিয়ে দিল।

22. নারীদের কথাবার্তাকে (১০) ‘ষড়যন্ত্র’ বলা হয়েছে সম্ভবত এ কারণে যে, তারা এসব কথা কোন সহমর্মিতা ও কল্যাণ কামনার জন্য বলেনি; বরং কেবল যুলায়খার দুর্নাম করাই উদ্দেশ্য ছিল। অসম্ভব নয় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের রূপ ও সৌন্দর্যের সুখ্যাতি শুনে তাদের অন্তরে তাঁকে একবার দেখার সাথে জন্মেছিল। তারা মনে করেছিল দুর্নামের কথা শুনে যুলায়খা তাদেরকে সেই সুযোগ করে দেবে।

32 সে (অর্থাৎ) আধীয়ের স্ত্রী বলল, এবার দেখ, এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার ব্যাপারে তোমরা আমার নিন্দা করেছ। একথা সত্যই যে, আমি আমার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তাকে ফুসলানি দিয়েছিলাম, কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করেছে। সে যদি আমার কথা না শোনে, তবে তাকে অবশ্যই কারাকুণ্ড করা হবে এবং সে নির্ধাত লাঞ্ছিত হবে।’ ♦

33 ইউসুফ দু'আ করল, হে প্রতিপালক! এই নারীগণ আমাকে যে কাজের দিকে ডাকছে, তা অপেক্ষা কারাগারই আমার বেশি পচন্দ। ১৩ তুমি যদি আমাকে তাদের ছলনা থেকে রক্ষা না কর, তবে আমার অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং যারা অজ্ঞতাসুলভ কাজ করে আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।’ ♦

23. কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, যেই নারীরা ইতঃ পূর্বে যুলায়খার নিন্দা করছিল, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখার পর তারাই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে উপদেশ দিতে শুরু করল যে, তোমার উচিত তোমার মালকিনের কথা মান। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, সেই নারীদের মধ্যেও কেউ কেউ উপদেশ দানের ছলে নিভৃতে দেকে নিয়ে পাপকর্মের আহ্লান জানাতে শুরু করল। এ কারণেই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজ দু'আয় কেবল যুলায়খার নয়, বরং সকলের কথাই উল্লেখ করেছিলেন।

34 সুতরাং ইউসুফের প্রতিপালক তাঁর দু'আ কবুল করলেন এবং সেই নারীদের ছলনা থেকে তাকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রেতা, সর্বজ্ঞ।’ ♦

35 অতঃপর (ইউসুফের পবিত্রতার) বহু নির্দর্শন দেখা সত্ত্বেও তারা এটাই সমীচীন মনে করল যে, তাকে কিছু কালের জন্য কারাগারে পাঠাবেই। ১৪ ♦

24. অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে নির্দোষ এবং তার চরিত্র সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ এর বহু দলীল-প্রমাণ তাদের সামনে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধীয় যেহেতু তার স্ত্রীকে দুর্নাম থেকে বাঁচাতে ও ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে চাচ্ছিল, তাই সে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কিছু কালের জন্য কারাকুণ্ড করে রাখাই সমীচীন মনে করল।

36 ইউসুফের সাথে আরও দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। ১৫ তাদের একজন (একদিন ইউসুফকে) বলল, আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখলাম, মদ নিংড়াচ্ছি। আর দ্বিতীয়জন বলল, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যে, নিজ মাথায় ঝুঁটি বহন করছি এবং পাথি তা থেকে খাচ্ছি। তুমি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দাও। আমরা তোমাকে একজন ভালো মানুষ দেখছি।’ ♦

25. রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, তাদের একজন বাদশাহকে মদ পান করাত আর দ্বিতীয়জন ছিল তার বাবুর্চি। তাদের প্রতি বাদশাহকে বিষ পান করানোর অভিযোগ ছিল এবং সেই অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলাচ্ছিল। সেটাই তাদের কারাবাসের কারণ। কারাগারে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাত হলে তারা তাঁর কাছে নিজ-নিজ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল।

37

ইউসুফ বলল, (কারাগারে) তোমাদেরকে যে খাবার দেওয়া হয়, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে এর রহস্য বলে দেব। ^{২৬}
 এটা সেই জ্ঞানের অংশ, যা আমার প্রতিপালক আমাকে দান করেছেন। (কিন্তু তার আগে তোমরা আমার একটা কথা শোন।)
 ব্যাপার এই যে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না ও যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী, আমি তাদের দীন পরিত্যাগ করেছি। ^{২৭} ♦

26. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন দেখলেন সেই বন্দীদ্বয় স্বপ্নের তাৰীহের ব্যাপারে তাঁর প্রতি আস্ত্রশীল এবং তারা তাঁকে একজন ভালো লোক বলেও বিশ্বাস করে, তখন স্বপ্নের তাৰীহ বলার আগে তাদেরকে সত্য-দীনের প্রতি দাওয়াত দেওয়া সমীচীন মনে করলেন।
 বিশেষত এ কারণেও যে, তাদের একজনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা ছিল তাকে শুলে চড়ানো হবে। আর এভাবে তার ইহজীবন সাঙ্গ হয়ে যাবে। তাই তিনি চাইলেন, যাতে সে অন্তত মৃত্যুর আগে ঈমান আনয়ন করে, তাহলে তার আখেরাতের জীবনে মুক্তি লাভ হবে। এটাই নবীসুলভ কর্মপন্থ। তারা যখন উপযুক্ত কোন সময় পেয়ে যান, তখন আর দাওয়াত পেশ করতে বিলম্ব করেন না।

27. কোন কোন মুফাসিসির এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদেরকে অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বপ্নের তাৰীহ বলে দেবেন বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জেলে তোমরা যে খাবার পেয়ে থাক, তা তোমাদের কাছে আসার আগে-আগেই আমি তোমাদেরকে তা জানিয়ে দেব। আবার কতক মুফাসিসিরের ব্যাখ্যা হল, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলতে চাচ্ছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যে, তা দ্বারা আমি তোমাদের জেল থেকে প্রাপ্তব্য খাবার আসার আগেই বলে দিতে পারি তোমাদেরকে কী খাবার দেওয়া হবে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ওহী মারফত আমাকে অনেক কিছু সম্পর্কেই অবগত করেন। বস্তুত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া। তারই ক্ষেত্র তৈরি জন্য তিনি তাদেরকে একথা বলেছিলেন। কেননা এর দ্বারা তাঁর আশা ছিল তারা তাঁর এ জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হলে তিনি যে-কথা বলবেন, তা লক্ষ্য করে শুনবে। এর দ্বারা বোঝা গেল, কাউকে যদি দীনী কোনও বিষয় জানানো উদ্দেশ্য হয়, তবে তার অন্তরে আস্থ সৃষ্টির জন্য তার কাছে নিজ জ্ঞানের কথা প্রকাশ করা যেতে পারে যদি না বড়ত্ব প্রকাশ লক্ষ্য থাকে।

38

আমি আমার বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের দীন অনুসরণ করেছি। আমাদের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহর সঙ্গে কোনও জিনিসকে শরীক করব। এটা (অর্থাৎ তাওহীদের আকীদা) আমাদের প্রতি ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহেরই অংশ। কিন্তু অধিকাংশ লোক (এ নিআমতের) শোকর আদায় করে না। ♦

39

হে আমার কারা-সংগীদ্বয়! ভিন্ন-ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেষ্ঠ, না সেই এক আল্লাহ, যার ক্ষমতা সর্বব্যাপী? ♦

40

তাঁকে ছেড়ে তোমরা যার ইবাদত করছ, তার সারবত্তা কতগুলো নামের বেশি কিছু নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদাগণ রেখে দিয়েছ। আল্লাহ তার পক্ষে কোনও দলীল নাফিল করেননি। হুকুম দানের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নেই। তিনিই এ হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা তার ভিন্ন অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল-সোজা পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। ♦

41

হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়! (এখন তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে নাও) তোমাদের একজনের ব্যাপার এই যে, (বন্দী দশা থেকে মুক্তি পেয়ে) সে নিজ মনিবকে মদ পান করাবে। আর থাকল অপরজন। তা তাকে শুলে চড়ানো হবে। ফলে পার্থিরা তার মাথা (ঠুকরে ঠুকরে) খাবে। তোমরা যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন তার ফায়সালা (এভাবে) হয়ে গেছে। ♦

42

সেই দুজনের মধ্যে যার সম্পর্কে তার ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, ইউসুফ তাকে বলল, নিজ প্রভুর কাছে আমার কথাও বলো। ^{২৮}
 কিন্তু শয়তান তাকে নিজ প্রভুর কাছে ইউসুফের বিষয়ে বলার কথা ভুলিয়ে দিল। সুতরাং সে কয়েক বছর কারাগারে থাকল। ♦

28. ‘প্রভু’ বলে বাদশাহকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে বন্দী সম্পর্কে বলেছিলেন যে, সে মুক্তি লাভ করবে এবং ফিরে গিয়ে নিজ প্রভুকে যথারীতি মদ পান করাবে, তাকে বললেন, তুমি নিজ প্রভু অর্থাৎ, বাদশাহ কাছে আমার কথা বলো যে, একজন নিরপরাধ লোক জেলখানায় পড়ে রয়েছে। তার ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা যে, সেই লোক বাদশাহকে এ কথা বলতে ভুলে গেল, যে কারণে তাঁকে কয়েক বছর পর্যন্ত কারাগারে পড়ে থাকতে হল।

43

(কয়েক বছর পর মিসরের) বাদশাহ (তার পারিষদবর্গকে) বলল, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম সাতটি মোটাতাজা গাভী, যাদেরকে সাতটি রোগা-পটকা গাভী খেয়ে ফেলছে। আরও দেখলাম সাতটি সবুজ-সজীব শীষ এবং আরও সাতটি শুকনো। হে পারিষদবর্গ! তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানলে আমার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও। ♦

44

তারা বলল, (মনে হচ্ছে) এটা দুশ্চিন্তাপ্রসূত কল্পনা। আর আমরা স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ইলমদার (-ও) নই। ^{২৯} ♦

29. বাদশাহ তার দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। কিন্তু দরবারীগণ প্রথমে তো বলে দিল, এটা কোন অর্থবহ স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে না;
 অনেক সময় মনে অস্থিরতা বা দুশ্চিন্তা থাকলে ঘুমের ভেতর সেটাই স্বপ্নক্রপে দেখা দেয়। তারপর আবার বলল, এটা অর্থবহ কোন স্বপ্ন হলেও আমাদের পক্ষে এর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কেননা এ বিদ্যায় আমাদের দখল নেই।

45

সেই দুই কয়েদীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর যার (ইউসুফের কথা) স্মরণ হয়েছিল, সে বলল, আমি আপনাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং আপনারা আমাকে (কারাগারে ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দিন। ^{৩০} ♦

30. এ হচ্ছে সেই বন্দী, যার স্বপ্নের ব্যাখ্যায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, সে জেল থেকে মুক্তি লাভ করবে। তিনি তাকে তার মুক্তিকালে একথাও বলেছিলেন যে, তুমি তোমার প্রভূর কাছে আমার কথা বলো। কিন্তু সে তা বলতে ভুলে গিয়েছিল। বাদশাহ যখন নিজ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন, তখন তার মনে পড়ল যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন। এই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যাদান তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাই সে বাদশাহকে বলল, কারাগারে একজন লোক আছে। সে স্বপ্নের ভাল ব্যাখ্যা করতে পারে। আপনি আমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিন। কুরআন মাজীদ কোন গঁগ্লগ্রন্থ নয়। এতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়, যেসব খুঁটিনাটি শ্রেতা নিজেই বুঝে নিতে সক্ষম, কুরআন তা বর্ণনা করে না। সুতরাং এখানেও পরিষ্কার শব্দে একথা বলার দরকার মনে করা হয়নি যে, তারপর বাদশাহ তাকে কারাগারে পাঠালেন। সেখানে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে তারা সাক্ষাত হল এবং সে তাকে বলল...। বরং সরাসরি কথা শুরু করা হয়েছে এখান থেকে যে, ইউসুফ! ওহে সেই ব্যক্তি, যার সব কথা সত্য হয়।

46

(সুতরাং সে কারাগারে গিয়ে ইউসুফকে বলল) ইউসুফ! ওহে সেই ব্যক্তি, যার সব কথা সত্য হয়! তুমি আমাদেরকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী, যাদেরকে সাতটি রোগা-পটকা গাভী খেয়ে ফেলছে আর সাতটি সরুজ-সজীব শীষ এবং আরও সাতটি আছে, যা শুকনো, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং (তাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাতে পারি) যাতে তারা প্রকৃত বিষয় অবগত হতে পারে। ৩১ *

31. প্রকৃত বিষয় অবগত হওয়া দ্বারা এটাও বোঝানো উদ্দেশ্য যে, তারা স্বপ্নের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানতে পারবে এবং এটাও যে, তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবে। তারা বুঝতে সক্ষম হবে যে, বিনা দোষে এমন একজন সৎ ও ভালো লোককে কারাগারে ফেলে রাখা হয়েছে।

47

ইউসুফ বলল, তোমরা একাধারে সাত বছর শস্য উৎপন্ন করবে। এ সময়ের ভেতর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে তা তার শীষসহ রেখে দিও, অবশ্য যে সামান্য পরিমাণ তোমাদের খাওয়ার কাজে লাগবে (তার কথা আলাদা)। ৩২ *

48

এরপর তোমাদের সামনে আসবে এমন সাতটি বছর, যা অত্যন্ত কঠিন হবে। তোমরা এই সাত বছরের জন্য যা সঞ্চয় করবে তা রাখবে, তা খেতে থাকবে, অবশ্য যে সামান্য পরিমাণ তোমরা সংরক্ষণ করবে (কেবল তাই অবশিষ্ট থাকবে)। *

49

তারপর আসবে এমন একটি বছর যখন মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং তখন তারা আঙ্গুরের রস নিংড়াবে। ৩৩ *

32. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার সারমর্ম ছিল এই যে, আগামী সাত বছর মণ্ডসুম ভালো থাকবে। ফলে লোকে বিপুল শস্য উৎপন্ন করতে পারবে। কিন্তু তারপর অন্বরত সাত বছর খরা চলবে। স্বপ্নে যে সাতটি মোটাতাজা গাভী দেখা গেছে, তা দ্বারা সুন্দিনের সেই সাত বছর বোঝানো হয়েছে। আর রোগা-পটকা যে সাতটি গাভী দেখা গেছে, তা খরার সাত বছরের প্রতি ইঙ্গিত। এবার হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম খরার সাত বছরের জন্য পূর্বপ্রস্তুত স্বরূপ এই ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিলেন যে, সুন্দিনের সাত বছর যে ফসল উৎপন্ন হবে, তা থেকে সামান্য পরিমাণ তো দৈনন্দিন খাদ্যের জন্য ব্যবহার করবে আর অবশিষ্ট সব ফসল তার শীষ সমেত রেখে দেবে, যাতে তা পচে-গলে নষ্ট না হয়। যখন খরার সাত বছর আসবে তখন এই সংক্ষিপ্ত শস্য কাজে আসবে। সেই সাত বছর লোকে এসব খেতে পারবে। আর স্বপ্নে যে দেখা গেছে সাতটি রোগা-পটকা গাভী সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খেয়ে ফেলছে, তার দ্বারা একথাই বোঝানো হয়েছে যে, খরার সাত বছর সুন্দিনের সাত বছরে যে খাদ্য সঞ্চয় করা হয়েছিল তা খাওয়া হবে। অবশ্য সে সঞ্চয় থেকে সামান্য পরিমাণ শস্য বীজ হিসেবে রেখে দিতে হবে, যা পরবর্তীকালে চাষাবাদের কাজে আসবে। যখন খরার সাত বছর অতিক্রান্ত হবে, তার পরের বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। তখন মানুষ বেশি করে আঙ্গুরের রস সংগ্রহ করবে।

50

বাদশাহ বলল, তাকে (অর্থাৎ ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে এসো। সেমতে যখন তার কাছে দৃত উপস্থিত হল, সে বলল, নিজ প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজেস কর, যে নারীগণ নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী? আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্পর্কে বেশ অবগত। ৩৪ *

33. এছলে কুরআন মাজীদ ঘটনার যে অংশ আপনা-আপনি বুঝে আসে তা লুপ্ত রেখেছে। অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিলেন, তা বাদশাহকে জানানো হল। বাদশাহ সে ব্যাখ্যা শুনে তাঁর মর্যাদা উপলব্ধি করলেন এবং তার নিদর্শনব্রহ্ম তাঁকে নিজের কাছে ডেকে আনাতে চাইলেন। দৃত হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে এ বার্তা পৌঁছালে তিনি চাইলেন প্রথমে তার উপর আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের মীমাংসা হয়ে যাক এবং তিনি যে নির্দোষ এটা সকলের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাক। সেমতে তিনি দৃতের সঙ্গে না গিয়ে বরং বাদশাহের কাছে বার্তা পাঠালেন, যে সকল নারী নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল আপনি প্রথমে তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিন। সেই নারীদের হেঁচে ঘটনার আদি-অন্ত জানা ছিল তাই প্রকৃত বিষয়টা তাদের মাধ্যমেই জানা সহজ ছিল। এ কারণেই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যুলায়খার পরিবর্তে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও এ সত্য জেল থেকে বের হওয়ার প্রাণ উদ্বাটন করা যেত, কিন্তু তা সহজেও তিনি এ প্রস্তা অবলম্বন করেছিলেন সম্ভবত এজন্য যে, তিনি চাইলেন, তিনি কতটা নির্দোষ তা বাদশাহ, আর্য ও অন্যান্যদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাক এবং তিনি যে নিজ নির্দোষিতার ব্যাপারে পরিপূর্ণ আগ্রাপ্তয়ী, যদরূপ নির্দোষিত প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত জেল থেকে বের হতে পর্যন্ত রাজি নন এটাও তারা বুঝতে পারুক। দ্বিতীয়ত বাদশাহের ভাব-গতি দ্বারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, তিনি তাকে বিশেষ কোন সম্মান দান করবেন। সেই সম্মান লাভের পর যদি ঘটনার তদন্ত করা হয়, তবে সে তদন্ত নিরপেক্ষ হওয়া নিয়ে জনমনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। এ কারণেই তিনি সমীচীন মনে করলেন, প্রথমে নিরপেক্ষ তদন্ত দ্বারা অভিযোগের সবটা কলঙ্ক ধূরে-মুছে সাফ হয়ে যাক, তারপরেই তিনি কারাগার থেকে বের হবেন। আল্লাহ তাআলা করলেনও তাই। বাদশাহের পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নির্দোষ ও নিষ্কল্প। অতঃপর তিনি যখন সেই নারীদের ডাকলেন এবং তিনি যেন সবকিছু জানেন এই ভাব নিয়ে তাদেরকে জিজেস করলেন, তখন তারা প্রকৃত সত্য অঙ্গীকার করতে পারল না। বরং তারা পরিষ্কার ভাষায় সাক্ষ্য দিল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পূর্ণ নির্দোষ। এ পর্যায়ে আর্য-পন্থী যুলায়খাকেও স্বীকার করতে হল যে, প্রকৃতপক্ষে ভুল তারই ছিল। সম্ভবত আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল যুলায়খাকে এই সুযোগ দেওয়া, যাতে

সে নিজের অপরাধ স্বীকার ও তাওবার মাধ্যমে নিজেকে পরিত্র ও শুন্দি করে নিতে পারে।

- 51 বাদশাহ (সেই নারীদের ডাকিয়ে এনে তাদেরকে) বলল, তোমরা যখন ইউসুফকে ফুসলাচ্ছিলে তখন তোমাদের অবস্থা কী হয়েছিল? তারা বলল, আল্লাহ পানাহ! আমরা তার মধ্যে বিন্দুমাত্রও দোষ পাইনি। আয়ীয়ের স্ত্রী বলল, এবার সত্য কথা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে সে সম্পূর্ণ সত্যবাদী। ♦
- 52 (কারাগারে ইউসুফ যখন এসব কথা জানতে পারল তখন সে বলল) আমি এসব করেছি এজন্য, যাতে আয়ীয় নিশ্চিতরণে জানতে পারে আমি তার অনুপস্থিতিতে তার প্রতি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়মন্ত্র সফল হতে দেন না। ♦
- 53 আমি এ দৰী করি না যে, আমার মন সম্পূর্ণ পাক পরিত্র। বস্তুত মন সর্বদা মন্দ কাজেরই আদেশ করে। অবশ্য আমার রবৰ যদি দয়া করেন সেটা ভিন্ন কথা (সে অবস্থায় মনের কোন চাতুর্য চলে না)। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [৩৪](#) ♦
34. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কোন পর্যায়ের বিনয়ী ছিলেন এবং কেমন ছিল তাঁর আবদ্যিতাত বা আল্লাহর প্রতি দাসত্ব-চেতনার মাত্রা, তা লক্ষ্য করুন। খোদ সেই নারীদের স্বীকারোক্তি দ্বারা যখন তাঁর নির্দোষিত প্রমাণ হয়ে গেছে তখনও তিনি বিন্দুমাত্র নিজ মাহায় প্রকাশ করছেন না; বরং কেমন বিনয়ের সঙ্গে বলছেন, আমি যে কঠিন ফাঁদ থেকে বেঁচে গেছি এটা আমার কিছু কৃতিত্ব নয়। মন তো আমারও আছে। মন সর্বদা মন্দ কাজেরই উক্ফানি দেয়। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ তাআলারই দয়া। তিনি যাকে চান তাকে মনের ছলনা থেকে রক্ষা করেন। অবশ্য অন্যান্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার এ দয়া ও রহমত কেবল সেই ব্যক্তির উপরই হয়, যে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যথসাধ্য চেষ্টা চালায়, যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম চালিয়েছিলেন। তিনি দোঁড় দিয়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলার দিকে রজু হয়ে তাঁর আশ্রয়ও প্রার্থনা করেছিলেন।
- 54 বাদশাহ বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার একান্ত (সহযোগী) বানাব। সুতরাং যখন (ইউসুফ বাদশাহের কাছে আসল এবং) বাদশাহ তার সাথে কথা বলল, তখন বাদশাহ বলল, আজ থেকে তুমি আমাদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান হলে, তোমার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রাখা হবে। [৩৫](#) ♦
35. বাদশাহ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে যেসব কথা বলেছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ কোন কোন রিওয়ায়াতে এভাবে এসেছে যে, তিনি সর্বপ্রথম হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে সরাসরি তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এ সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বাদশাহের স্বপ্নের ব্যাখ্যায় এমন কিছু কথা বলেছিলেন, যা বাদশাহ আন্য কারও কাছে প্রকাশ করেননি। তিনি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দেখে যারপৱনাই মুঝ হন। অতঃপর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম খরার বছরগুলোর জন্য আগাম ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বড় চমৎকার প্রস্তাবনা রাখেন, যা বাদশাহের খুব পছন্দ হয় এবং তিনি যে একজন বিচক্ষণ ও সাধু পুরুষ বাদশাহ সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যান। এক পর্যায়ে বাদশাহ তাকে বললেন, আপনার প্রতি যেহেতু আমার পূর্ণ আস্থা আছে, তাই এখন থেকে আপনি রাস্তীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হবেন। তাছাড়া হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দুর্ভিক্ষের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিলেন, তা শুনে বাদশাহ বললেন, এটা আঞ্চাম দেবে কে? ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, আমি এ দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছি।
- 55 ইউসুফ বলল, আপনি আমাকে দেশের অর্থ-সম্পদের (ব্যবস্থাপনা) কার্যে নিযুক্ত করুন। নিশ্চিত থাকুন আমি রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ভালো পারি এবং আমি (এ কাজের) পূর্ণ জ্ঞান রাখি। [৩৬](#) ♦
36. সাধারণ অবস্থায় রাস্তীয় কোন পদ নিজে চেয়ে নেওয়া শরীয়তে অনুমোদিত নয়। মহানবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা নিষেধ করেছেন। কিন্তু যদি সরকারি কোন পদ কোন অ্যোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হওয়ার কারণে মানুষের ক্ষতি হবে বলে প্রবল আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে একপ ঠেকা অবস্থায় সৎ, যোগ্য ও মুত্তাকী ব্যক্তির পক্ষে পদ প্রার্থনা করা জায়ে আছে। এস্তে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের আশঙ্কা ছিল, আসন্ন দুর্ভিক্ষকালে মানুষ অন্যায়-অবিচারের সম্মুখীন হতে পারে। তাছাড়া সে দেশে আল্লাহ তাআলার আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিজের দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া কোনও উপায়ও ছিল না। এ কারণেই তিনি দেশের অর্থ বিভাগের দায়িত্ব নিজ মাথায় তুলে নেন। রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, বাদশাহ পর্যাক্রমে রাস্ত্রের যাবতীয় ক্ষমতা তাঁর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। ফলে তিনি সারাটা দেশের শাসক হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, বাদশাহ তাঁর হাতে ইসলামও গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কর্তৃক রাস্ত্রের দায়িত্ব গ্রহণের ফলে গোটা দেশে আল্লাহ তাআলার ইনসাফভিত্তিক আইন জারি করা সম্ভব হয়েছিল।
- 56 এবং এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে এমন ক্ষমতা দান করলাম যে, সে সে দেশের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে চাই নিজ রহমত দান করি এবং আমি পুণ্যবানদের কর্মফল নষ্ট করি না। ♦
- 57 যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের প্রতিদানই শ্রেয়। [৩৭](#) ♦
37. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দুনিয়ায় যে সম্মান ও ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, কুরআন মাজীদ তার উল্লেখ করার সাথে সাথে এ বিষয়টাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আখেরাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য যে মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন সে তুলনায় এটা অতি তুচ্ছ।

এভাবে পার্থিব সম্মান ও ক্ষমতাপ্রাপ্তি প্রত্যেককে নসীহত করে দেওয়া হল যে, তার সদা-সর্বদা সতর্ক থাকা চাই, যাতে দুনিয়ার সম্মান ও ক্ষমতার কারণে আখেরাতের প্রতিদান বরবাদ না হয়।

- ৫৮ (যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল) ইউসুফের ভাইয়ের আসল এবং তারা তার কাছে উপস্থিত হল। ৩৮ ইউসুফ তো তাদেরকে চিনে ফেলল, কিন্তু তারা তাকে চিনল না। ৩৯ ♦

38. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তো তাদেরকে এ কারণে চিনতে পেরেছিলেন যে, তাদের চেহারা-সুরতে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। তাছাড়া তারা যে রেশন নিতে আসবে এ আশাও তাঁর ছিল। কিন্তু ভাইয়ের তাকে চিনতে পারেনি। কেননা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তারা দেখেছিল তাঁর সাত বছর বয়সকালে। ইতোমধ্যে তো তিনি আনেক বড় হয়ে গেছেন। তাছাড়া মিসরের সরকারি ভবনে তিনি থাকতে পারেন এটা তো তাদের কল্পনায়ও ছিল না।

39. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে তাবীর দিয়েছিলেন, তাই ঘটল। মিসরে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং একটানা সাত বছর তা স্থায়ি থাকল। আশপাশের দেশগুলোও সে দুর্ভিক্ষের আওতায় পড়ে গেল। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিসরের বাদশাহকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেন সুন্দিনের সাত বছর খাদ্য সঞ্চয়ের কর্মসূচী বজায় রাখ হয়। সঞ্চিত সে খাদ্য দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে কাজে আসবে। তখন যে আপনি দেশবাসীর কাছে স্বল্প মূল্যে খাদ্য বিক্রি করতে পারবেন তাই নয়; প্রতিবেশী দেশসমূহের লোকদেরও সাহায্য করতে পারবেন। দুর্ভিক্ষের কারণে দূর-দূরান্তের দেশসমূহেও খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এই সম্পূর্ণ কালটা ফিলিস্তিনের কিনানেই অবস্থান করছিলেন। যখন কিনানও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল তখন তিনি ও তাঁর পুত্রগণ জানতে পারলেন মিসরের বাদশাহ দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের জন্য রেশন চালু করেছে। সেখান থেকে ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ খবর শোনার পর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৎ ভাইয়েরাও রেশনের জন্য মিসরে আসল। এরা ছিল দশজন। এরাই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর শৈশবকালে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল। বিনইয়ামীন নামে তাঁর একজন সহোদর ভাইও ছিল। তারা তাকে সঙ্গে আনেনি। পিতার কাছে রেখে এসেছিল। মিসরে রেশন বণ্টনের যাবতীয় কাজ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম স্বয়ং তদরকি করছিলেন, যাতে রেশন বণ্টনে কোনও অনিয়ম না হয়। ন্যায্যভাবে সকলেই তা পেয়ে যায়। এজন্য সকলকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে হাজির হতে হত। সে অনুসারে ভাইদেরকেও তাঁর সামনে আসতে হল।

- ৫৯ ইউসুফ যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন সে তাদেরকে বলল, (আগামীতে) তোমরা তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকেও আমার কাছে নিয়ে এসো। ৪০ তোমরা কি দেখছ না আমি পরিমাপ-পাত্র ভরে ভরে দেই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণও বটে? ♦

40. ঘটনা হয়েছিল এই যে, দশ ভাইয়ের প্রত্যেকে যখন মাথাপিছু একেক উট বোঝাই রসদ পেয়ে গেল, তখন তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বলল, আমাদের একজন বৈমাত্রেয় ভাই আছে। আমাদের পিতার সেবার জন্য তার থাকার দরকার ছিল। তাই সে এখানে আসতে পারেনি। আপনি তার ভাগের রসদও আমাদেরকে দিয়ে দিন। এর জবাবে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, রেশন বণ্টনের জন্য যে নীতিমালা স্থির করা হয়েছে, সে অনুসারে আমি একপ করতে পারি না। বরং পরের বার আপনারা যখন আসবেন, তখন তাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন। তখন আমি প্রত্যেককে তার অংশ পুরোপুরি দিয়ে দেব। তখন যদি তাকে সঙ্গে না আনেন, তবে নিজেদের অংশও পাবেন না। কেননা তখন বোঝা যাবে আপনারা মিথ্যা দাবী করেছেন যে, আপনাদের আরও এক ভাই আছে যারা এরপ মিথ্যা বলে ধোঁকা দেয় তারা রেশন পেতে পারে না।

- ৬০ তোমরা যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না আস তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন রসদ থাকবে না। তখন তোমরা আমার কাছেও আসবে না। ♦

- ৬১ তারা বলল, আমরা তার বিষয়ে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব, (যাতে তাকে আমাদের সাথে পাঠান) আর আমরা এটা অবশ্যই করব। ♦

- ৬২ ইউসুফ তার ভৃত্যদেরকে বলে দিল, তারা যেন তাদের (অর্থাৎ ভাইদের) পণ্যমূল্য (যার বিনিময়ে তারা খাদ্য কিনেছে) তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দেয়, ৪১ যাতে তারা নিজেদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাওয়ার পর তাদের পণ্যমূল্য চিনতে পারে। হয়ত এই অনুগ্রহের কারণে তারা পুনরায় আসবে। ♦

41. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভাইদের প্রতি এই অনুকূল্পো দেখালেন যে, তারা খাদ্য ক্রয়ের জন্য যে মূল্য দিয়েছিল, তা তাদের মালপত্রের মধ্যে ফেরত রেখে দিলেন। সেকালে সোনা-কুপার মুদ্রার প্রচলন ছিল না। পণ্যমূল্য হিসেবে বিভিন্ন মালামাল ব্যবহৃত হত। কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, তারা কিনান থেকে কিছু চামড়া ও জুতা নিয়ে এসেছিল। পণ্যমূল্য হিসেবে তারা সেগুলোই পেশ করল। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সেগুলোই তাদের মালপত্রের মধ্যে ফেরত রাখলেন। আর তিনি সম-পরিমাণ মূল্য যে নিজ পকেট থেকে সরকারি কোষাগারে জমা করেছিলেন, তা এমনিতেই বুঝে আসে।

- ৬৩ অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে আসল, তখন তারা বলল, আবোজি! আগামীতে আমাদেরকে খাদ্য দিতে অস্বীকার করা হয়েছে। ৪২ সুতরাং আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাই (বিনইয়ামীন)কে পাঠান, যাতে আমরা খাদ্য আনতে পারি। নিশ্চিত থাকুন আমরা তার পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করব। ♦

42. অর্থাৎ, আমরা বিনইয়ামীনকে নিয়ে না গেলে আমাদের কাউকেই রেশন দেওয়া হবে না।

64 পিতা বলল, আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের উপর সেই রকম নির্ভর করব, যে রকম নির্ভর ইতঃপূর্বে তার ভাই (ইউসুফ)-এর ব্যাপারে করেছিলাম? আচ্ছা! আল্লাহই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রক্ষাকর্তা এবং তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু। ♦

65 যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন দেখল, তাদের পণ্যমূল্যও ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা বলে উঠল, আবুজী! আমাদের আর কী চাই? এই যে আমাদের পণ্যমূল্যও আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং (এবার) আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য (আরও) খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে আসব, আমাদের ভাইকে হেফাজত করব এবং অতিরিক্ত এক উটের বোঝাও নিয়ে আসব। (এভাবে) এই অতিরিক্ত খাদ্য অতি সহজ। ৪৩ ♦

43. অর্থাৎ ভাইয়ের জন্য যে অতিরিক্ত এক বোঝা পাওয়া যাবে তা দেওয়া মিসর রাজের পক্ষে অতি সহজ। অনেকে এর অর্থ করেছেন 'আমরা যে রসদ নিয়ে এসেছি তা অতি সামান্য' আমাদের প্রয়োজন আপেক্ষা কম। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে এতে আমাদের কতদিন চলবে? আমাদের আরও অনেক রসদ দরকার, সেজন্য বিনইয়ামীনকে সঙ্গে যেতে হবে, নয়ত তারটা তো পাবই না, আমাদেরকেও নতুন কোন রসদ দেওয়া হবে না। -অনুবাদক

66 পিতা বলল, আমি তাকে (বিন ইয়ামীনকে) তোমাদের সঙ্গে কিছুতেই পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে আমাকে প্রতিশ্রূতি দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে, তবে তোমরা যদি (বাস্তবিকই) নিরূপায় হয়ে যাও (সেটা ভিন্ন কথা)। অবশ্যে তারা যখন পিতাকে সেই প্রতিশ্রূতি দিল, তখন পিতা বলল, আমরা যা বলছি আল্লাহ তার তত্ত্বাবধায়ক। ♦

67 এবং (সেই সঙ্গে একথাও) বলল যে, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা (নগরে) সকলে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না; বরং ভিন্ন-ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। ৪৪ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ইচ্ছা হতে রক্ষা করতে পারব না। আল্লাহ ছাড়া কারও হকুম কার্য্যকর হয় না, ৪৫ আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি। আর যারা নির্ভর করতে চাঘ তাদের উচিত তাঁরই উপর নির্ভর করা। ♦

44. বদনজর থেকে বাঁচার কৌশল বলে দেওয়ার সাথে সাথে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এই পরম সত্যও তুলে ধরলেন যে, মানুষের কোনও কলা-কৌশলেরই নিজস্ব কোনও ক্ষমতা নেই। যা-কিছু হয়, আল্লাহ তাআলার হিকমত ও ইচ্ছাতেই হয়। তিনি চাইলে মানুষের গৃহীত ব্যবস্থার ভেতর কার্য্যকারিতা সৃষ্টি করেন কিংবা চাইলে তা নিষ্পত্তি করে দেন। সুতরাং একজন মুমিনের কর্তব্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করা, যদিও সে নিজ সাধ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

45. হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাদের একপ আদেশ করেছিলেন এ কথা চিন্তা করে যে, এগার ভাইয়ের একটি দল, যারা মাশাআল্লাহ অত্যন্ত সুন্নী ও স্বাস্থ্যবানও বটে, যদি একই সঙ্গে নগরে প্রবেশ করে, তবে বদনজর লেগে যেতে পারে।

68 তারা (ভাইগণ!) যখন তাদের পিতার আদেশ মত (নগরে) প্রবেশ করল, তখন তাদের সে কৌশল আল্লাহর ইচ্ছা হতে তাদেরকে আদৌ রক্ষা করার ছিল না। তবে ইয়াকুবের অন্তরে একটা অভিপ্রায় ছিল, যা সে পূর্ণ করল। নিশ্চয়ই সে আমার শেখানো জ্ঞানের ধারক ছিল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (প্রকৃত বিষয়) জানে না। ৪৬ ♦

46. অর্থাৎ, বহু লোক হয় নিজেদের বাহ্যিক কলা-কৌশলকেই প্রকৃত কার্যবিধায়ক মনে করে অথবা তার উপর এতটা নির্ভর করে যে, তখন আর আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার প্রতি তাদের নজর থাকে না। চিন্তা করে না যে, আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সে কলা-কৌশলে ক্ষমতা সৃষ্টি না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা ফলপ্রসূ হতে পারে না। কিন্তু হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম একপ ছিলেন না। তিনি যখন তাঁর পুত্রদেরকে বদনজর থেকে বাঁচার কৌশল বলে দিলেন, যাকে আয়তে তার মনের হাজার বা অভিপ্রায় শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, তখন সেই সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিলেন যে, এটা কেবলই একটা ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে উপকার ও ক্ষতি সাধনের এখতিয়ার আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারও নেই। সুতরাং তাদের সে ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় বদনজর থেকে বাঁচার ব্যাপারে তো ফলপ্রসূ হল, কিন্তু আল্লাহ তাআলারই ইচ্ছায় তারা অপর এক সক্ষটে পড়ে গেল, যার বিবরণ সামনে আসছে।

69 যখন তারা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হল, তখন সে তার (সহোদর) ভাই (বিনইয়ামীন)কে নিজের কাছে বিশেষ স্থান দিল। ৪৭ (এবং তাকে) বলল, আমি তোমার ভাই। অতএব তারা (অন্য ভাইয়ের) যা করত তার জন্য দৃঃখ করো না। ♦

47. বিভিন্ন রিওয়ায়াতে আছে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম একেকটি কক্ষে দু'-দু'জন ভাইকে থাকতে দিয়েছিলেন। এভাবে দশ ভাই পাঁচটি কক্ষে অবস্থান গ্রহণ করল। বাকি থেকে গেল বিনইয়ামীন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, এই একজন আমার সঙ্গে থাকবে। এভাবে সহোদর ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর একান্তে মিলিত হওয়ার সুযোগ মিলে গেল। তখন তিনি তাকে জানিয়ে দিলেন যে, আমি তোমার আপন ভাই। বিনইয়ামীন বলল, তাহলে আমি আর তাদের সাথে ফিরে যাব না। তার এ অভিপ্রায় পূরণের জন্য হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তার বিবরণ সামনে আসছে।

70 অতঃপর ইউসুফ যখন তাদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল, তখন পানি পান করার পেয়ালা নিজ (সহোদর) ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে রেখে দিল। তারপর এক ঘোষক চীৎকার করে বলল, ওহে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর। ৪৮ ♦

48. এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, তাদের মালপত্রের ভেতর নিজের পক্ষ থেকেই পেয়ালা রেখে দেওয়ার পর এতটা নিশ্চয়তার সাথে তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করাটা কিভাবে জায়েছে হতে পারে? এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে। যেমন কেউ কেউ বলেন, হয়রত ইউসুফ আলাইহিস সালাম পেয়ালা রেখেছিলেন অতি গোপন। তারপর কর্মচারীরা ধ্বনি সেটি ঝুঁজে পেল না, তখন তারা নিজেদের তরফ থেকেই তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করল। তারা এটা হয়রত ইউসুফ আলাইহিস সালামের হৃকুমে করেনি। কিন্তু কুরআন মাজীদ ঘটনাটি এখানে যেভাবে বর্ণনা করেছে, তার পূর্বপর অবস্থা দৃষ্টে এ সন্তানাটি অত্যন্ত দুরের মনে হয়। কতিপয় মুফাসিসের অভিমত হল, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হয়েছিল অপর একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে। তারা হয়রত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর শৈশবে পিতার নিকট থেকে চুরি করেছিল। সে হিসেবেই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। আবার অপর একদল মুফাসিসের মতে যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই ইউসুফ আলাইহিস সালামকে এ কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন, যেমন সামনে ৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন, ‘এভাবে আমি ইউসুফের জন্য এ কৌশলটি করেছিলাম; তাই যা-কিছু হয়েছিল তা আল্লাহ তাআলার হৃকুমেই হয়েছিল। সুতরাং এ নিয়ে প্রশ্নের সুযোগ নেই।’ এটা সুরা কাহাফে বর্ণিত হয়রত খায়ির আলাইহিস সালামের ঘটনার মত। তাতে তিনি কয়েকটি কাজ এমন করেছিলেন, যা বাহ্যত শরীয়ত বিরোধী ছিল, কিন্তু তা যেহেতু আল্লাহ তাআলার তাকবীনি (অদৃশ্য রহস্য-জগতীয়) হৃকুমে হয়েছিল, তাই জায়েছিল। এছলেও হয়রত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাজটিও সে রকমেরই।

71. তারা তাদের দিকে ঘুরে জিজেস করল, তোমরা কী বস্তু হারিয়েছ? *

72. তারা বলল, আমরা বাদশাহর পানপাত্র পাচ্ছি না। ৪৯ যে ব্যক্তি সেটি এনে দেবে, সে এক উটের বোঝা (পুরস্কার) পাবে। আমি তার (পুরস্কার প্রাপ্তির) জামিন। *

49. এটা ছিল রাজকীয় পানপাত্র এবং বোঝাই যাচ্ছে অতি মূল্যবান ছিল। তা না হলে তার তালাশে এতটা মেহনত করা হত না।

73. তারা (ভাইয়েরা) বলল, আল্লাহর কসম! আপনারা জানেন, আমরা দেশে ফাসাদ বিস্তার করার জন্য আসিনি এবং আমরা চোরও নই। *

74. তারা বলল, তোমরা যদি মিথ্যাবাদী (প্রমাণিত) হও, তবে তার শাস্তি কী হবে? *

75. তারা বলল, তার শাস্তি এই যে, যার মালপত্রের মধ্যে সেটি (পেয়ালাটি) পাওয়া যাবে শাস্তি স্বরূপ সেই ধূত হবে। যারা জুনুম করে, আমরা তাদেরকে এ রকমই শাস্তি দিয়ে থাকি। ৫০ *

50. অর্থাৎ, হয়রত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শরীয়তে চুরির শাস্তি এটাই যে, যে ব্যক্তি চুরি করবে তাকে গ্রেফতার করে রেখে দেওয়া হবে। এভাবে আল্লাহ তাআলা হয়রত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের দ্বারাই বলিয়ে দিলেন যে, চোরের এ রকম শাস্তি প্রাপ্তি সুযোগ দেওয়া হল তা হয়রত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শরীয়তে মোতাবেকই দেওয়া হল। না হয় বাদশাহর আইনে এ শাস্তি দেওয়ার সুযোগ ছিল না। কেননা তার আইন অনুযায়ী চোরকে বেত্রাধাত করা হত এবং তার উপর জরিমানা আরোপ করা হত। হয়রত ইউসুফ আলাইহিস সালাম শাস্তি সম্পর্কে তাঁর ভাইদের কাছে জিজেস করেছিলেন এ লক্ষ্যেই, যাতে তাকে হয়রত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শরীয়তের বিপরীতে ফায়সালা দিতে না হয়। আবার সেই সঙ্গে ভাইকেও নিজের কাছে রাখার সুযোগ মিলে যায়।

76. তারপর ইউসুফ তার (সহোদর) ভাইয়ের থলি তল্লাশির আগে অন্য ভাইদের থলি তল্লাশি শুরু করল। তারপর পেয়ালাটি নিজ (সহোদর) ভাইয়ের থলি থেকে বের করে আনল। ৫১ এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করলাম। আল্লাহর এই ইচ্ছা না হলে বাদশাহর আইন অনুযায়ী ইউসুফের পক্ষে তার ভাইকে নিজের কাছে রাখা সম্ভব ছিল না। আমি যাকে ইচ্ছা করি তার মর্যাদা উঁচু করি। আর যত জ্ঞানী আছে, তাদের সকলের উপর আছেন একজন সর্বজ্ঞানী। ৫২ *

51. ভাইয়েরা বড় খুশী হয়ে গিয়েছিল। মনে করেছিল তারা যা চেয়েছিল তাই হয়েছে। কিন্তু তাদের খবর ছিল না ঘটনাক্রম কোন দিকে গড়ায়। যে ষত বড় জ্ঞানী হওয়ারই দাবী করুক, আল্লাহ তাআলার জ্ঞান নিঃসন্দেহে সকলের উপরে।

52. তল্লাশিকে যাতে নিরপেক্ষ মনে করা হয়, সেজন্য প্রথমে অন্যান্য ভাইদের থেকে শুরু করলেন।

77. ভাইয়েরা বলল, যদি সে (বিন ইয়ামীন) চুরি করে তবে (আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা) এর আগে তার ভাইও চুরি করেছিল। ৫৩ তখন ইউসুফ তাদের কাছে প্রকাশ না করে চুপিসারে (মনে মনে) বলল, এ ব্যাপারে তোমরা তো চের বেশি মন্দ ৫৪ আর তোমরা যা বলছ তার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত। *

53. অর্থাৎ, যেই চুরিকর্ম সম্পর্কে তোমরা আমার প্রতি অপবাদ লাগাচ্ছ, সে ব্যাপারে তোমাদের অবস্থা তো অনেক বেশি মন্দ। কেননা তোমরা তো খোদ আমাকেই আমার পিতার নিকট থেকে চুরি করে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিলে।

54. তারা এর দ্বারা বোঝাচ্ছিল যে, বিনইয়ামীনের ভাই অর্থাৎ, হয়রত ইউসুফ আলাইহিস সালামও, একবার চুরি করেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, তার তাঁর প্রতি এই আপবাদ কেন দিল? কুরআন মাজীদ এর কোনও কারণ বর্ণনা করেনি। কিন্তু কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, হয়রত ইউসুফ

আলাইহিস সালাম শৈশবেই মাত্হারা হয়েছিলেন। তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন তাঁর ফুফু। কেননা শিশু যখন খুব বেশি ছোট থাকে, তখন তার দেখাশোনার জন্য কোনও নারীরই দরকার পড়ে। যখন তিনি একটু বড় হয়ে উঠলেন, তখন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাকে নিজের কাছে এনে রাখতে চাইলেন। কিন্তু ইত্যবসরে তাঁর প্রতি ফুফুর মেহ-ময়তা এতটাই গভীর হয়ে উঠেছিল যে, তাকে চোখের আড়াল করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি এই কৌশল করলেন যে, নিজের একটা কোমরবন্দ তার কোমরে পাওয়া গেল, তখন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সেটি চুরি হয়ে গেছে। পরে যখন সেটি হ্যারত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তার নিজের কাছে রেখে দেওয়ার অধিকার লাভ হল। সুতরাং সেই ফুফু ঘৃতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হ্যারত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর কাছেই থাকতে হল। তার ওফাতের পর তিনি পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে চলে আসেন। এ ঘটনাটি তাঁর ভাইদের জানা ছিল। তারা এটাও জানত যে, কোমরবন্দটি প্রকৃতপক্ষে তিনি চুরি করেননি। কিন্তু তারা যেহেতু হ্যারত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিরোধী ছিল, তাই তারা সুযোগ পেয়ে তার উপর চুরির অপবাদ লাগিয়ে দিল (ইবনে কাহীর ও অন্যান্য)।

কিন্তু মুশকিল হল হ্যারত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মা তাঁর শৈশবকালেই মারা গিয়েছিলেন, না তিনি জীবিত ছিলেন সে সম্পর্কে বর্ণনা দ্বারকরে। যেসব বর্ণনায় তাঁর শৈশবকালে মারা যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে যদি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করা যায়, তবে সে হিসেবে উপরিউক্ত ঘটনাটি সঠিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু যেসব বর্ণনায় আছে তিনি জীবিত ছিলেন, সে হিসেবে চুরির অপবাদ দানের এ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। যাই হোক না কেন এতটুকু বিষয় স্পষ্ট যে, তাদের সে অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল।

- 78 (এবার) তারা বলতে লাগল, হে আয়ীয়! এর অতিশয় বৃদ্ধ এক পিতা আছেন। কাজেই তার পরিবর্তে আমাদের মধ্য হতে কাউকে আপনার কাছে রেখে দিন। যারা সদয় আচরণ করে আমরা আপনাকে তাদের একজন মনে করি। ♦
- 79 ইউসুফ বলল, এর থেকে (অর্থাৎ এই বে-ইনসাফী থেকে) আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি যে, যে ব্যক্তির কাছে আমাদের মাল পাওয়া গেছে তার পরিবর্তে তান্য কাউকে পাকড়াও করব। আমরা এরূপ করলে নিশ্চিতভাবেই আমরা জালিম হয়ে যাব। ♦
- 80 তারা যখন ইউসুফের দিক থেকে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে গেল, তখন নির্জনে গিয়ে চুপিসারে পরামর্শ করতে লাগল। তাদের মধ্যে যে সকলের বড় ছিল সে বলল, তোমাদের কি জানা নেই তোমাদের পিতা তোমাদের থেকে আল্লাহর নামে প্রতিশ্রূতি নিয়েছিলেন? এবং এর আগে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা যে ঝটি করেছিলে (তাও তোমাদের জানা আছে)। সুতরাং আমি তো এ দেশ ত্যাগ করব না, যাবৎ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন কিংবা আল্লাহই আমার ব্যাপারে কোনও ফায়সালা করে দেন। তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ফায়সালাকারী। ♦
- 81 তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, আরোজী! আপনার পুত্র চুরি করেছিল আর আমরা সে কথাই বললাম, যা আমরা জানতে পেরেছি। গায়েবের খবর রাখা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ♦
- 82 আমরা যে জনপদে ছিলাম তাকে জিজেস করুন এবং আমরা যে ঘাতী দলের সাথে এসেছি তাদের থেকে ঘাচাই করে নিন। নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী। ♦
- 83 (সুতরাং ভাইয়েরা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে গেল এবং বড় ভাই যা শিখিয়ে দিয়েছিল সে কথাই তাকে বলল)। ইয়াকুব (তা শুনে) বলল, না, বরং তোমাদের মন নিজের তরফ থেকে একটি কথা বানিয়ে নিয়েছে। ৫৫ সুতরাং আমার পক্ষে সবরই শ্রেয়। কিছু অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাদের সকলকে আমার কাছে এনে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ♦
55. হ্যারত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিশ্চিত ছিলেন বিনইয়ামীন চুরি করতে পারে না। তাই তিনি মনে করলেন, এবারও তারা কোনও গল্প বানিয়ে নিয়েছে।
- 84 এবং (একথা বলে) সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলতে লাগল, আহা ইউসুফ! আর তার চোখ দুটি দুঃখে (কাঁদতে কাঁদতে) সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তার হাদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। ♦
- 85 তার পুত্রগণ বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! আপনি তো ইউসুফকে ভুলবেন না, যতক্ষণ না আপনি সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ হবেন কিংবা মারাই যাবেন। ♦
- 86 ইয়াকুব বলল, আমি আমার দৃঃখ ও বেদনার অভিযোগ (তোমাদের কাছে নয়) কেবল আল্লাহরই কাছে করছি। আর আল্লাহ সম্পর্কে আমি যতটা জানি, তোমরা জান না। ♦
- 87 ওহে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান চালাও। তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, জেনে রেখ আল্লাহর রহমত থেকে কেবল তারাই নিরাশ হয়, যারা কাফের। ৫৬ ♦
56. হ্যারত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নিশ্চিত ছিলেন যে, ইউসুফ আলাইহিস সালামও কোথাও না কোথাও জীবিত আছেন। আর বিনইয়ামীন তো আটক রয়েছে। তাই তিনি কিছু দিন পর পূর্ণ আস্থার সাথে হৃকুম দিলেন, ‘তোমরা গিয়ে তাদের দুজনকে খোঁজ কর।

ইত্যবসরে তাদের আনা খাদ্যও ফুরিয়ে গিয়েছিল। আর দুর্ভিক্ষ তো চলছিলই। সুতরাং ভাইয়েরা পুনরায় মিসর যেতে মনস্ত করল। কেননা বিনইয়ামীন তো নিশ্চিতভাবেই সেখানে আছে। প্রথমে তাকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা করা চাই। তারপর ইউসুফ আলাইহিস সালামেরও খেঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করা যাবে। কাজেই তারা মিসর গেল এবং প্রথমে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে রসদের ব্যাপারে কথা বলল, যাতে তার মনটা কিছুটা নরম হয় এবং বিনইয়ামীনকে ফেরত নেওয়া সম্পর্কে কথা বলা সহজ হয়। পরবর্তী আয়তসমূহে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে তাদের সেই কথোপকথনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৮৮ সুতরাং তারা যখন ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন তারা (ইউসুফকে) বলল, হে আয়ীয়! আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কঠিন মুসিবতে আক্রান্ত হয়েছি। আমরা সামান্য কিছু পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদেরকে পরিপূর্ণ রসদ দান করুন [৫৭](#) এবং আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্যে অনুগ্রহকারীদেরকে মহা পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

❖

57. অর্থাৎ, দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা কঠিন দুর্দশার শিকার হয়েছি, যে কারণে আমাদের প্রয়োজনীয় রসদ কেনার জন্য যে মূল্য দরকার এবার আমরা তাঁ ও আন্তে পারিনি। সুতরাং এবার আপনি আমাদেরকে যা-কিছু দেবেন তা কেবল আপনার অনুগ্রহই হবে। কুরআন মাজীদে ‘সদাকা’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সদাকা বলে এমন দানকে যা দেওয়া দাতার পক্ষে অবশ্যকর্তব্য নয়। তথাপি সে তা কেবল আল্লাহ তাঁরালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অনুগ্রহস্বরূপ দিয়ে থাকে।

৮৯ ইউসুফ বলল, তোমাদের কি খবর আছে তোমরা যখন অজ্ঞতার শিকার ছিলে তখন ইউসুফ ও তার ভাষ্যের সাথে কী আচরণ করেছিলে? ❖

৯০ (একথা শুনে) তারা বলে উঠল, তবে কি তুমই ইউসুফ? [৫৮](#) ইউসুফ বলল, আমি ইউসুফ এবং এই আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ সেরূপ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। ❖

58. এ পর্যন্ত তো তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে চিনতে পারছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই যখন নিজের নাম উচ্চারণ করলেন, তখন তারা ভালো করে লক্ষ্য করল ফলে তাদের ধারণা জন্মাল হয়ত তিনিই ইউসুফ।

৯১ তারা বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাদের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম। ❖

৯২ ইউসুফ বলল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনা হবে না। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু। ❖

৯৩ আমার এই জামা নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দিও। এর ফলে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার কাছে নিয়ে এসো। [৫৯](#) ❖

59. এস্বলে প্রশ্ন জাগে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিশ্চয়ই জানতেন, তাঁর বিচেছে তাঁর মহান পিতার কী আবস্থা হতে পারে। তা সত্ত্বেও এত দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি এমন নিরবেদশের মত কাটিয়ে দিলেন যে, কোনও সূত্রেই পিতার কাছে নিজ সহীহ-সালামতে থাকার খবর পর্যন্ত পাঠানোর চেষ্টা করলেন না। অথচ তাঁর পক্ষে এটা কোনও কঠিন কাজ ছিল না। প্রথমে তিনি ছিলেন আরীয়ের ঘরে। তখন খবর পাঠানোর জন্য কোনও না কোনও উপায় তাঁর পেয়ে যাওয়ার কথা। মাঝখানে কয়েক বছর কারাবাসে থাকেন। মুক্তি লাভের পর তো মিসরের সর্বময় কর্তৃত্বই তাঁর হাতে এসে গিয়েছিল। তখন প্রথমেই তিনি হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামসহ পরিবারের সকলকে মিসরে ডেকে আনার ব্যবস্থা করতে পারতেন এবং এতদিনে ভাইদেরকে যে কথা বললেন, তা তাদের সঙ্গে প্রথম সাম্রাজ্যকালেই বলতে পারতেন। এর ফলে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দুঃখ-বেদনার কাল সংক্ষেপ হতে পারত। কিন্তু তিনি এসবের কিছুই করলেন না। তা কেন করলেন না? এর সোজা-সাপ্তাহ জৰাব এই যে, এসব ঘটনার ভেতর আল্লাহ তাঁরালার অনেক বড়-বড় হিকমত ও রহস্য নিহিত ছিল। বিশেষত তিনি চাচ্ছিলেন তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সবর ও সংযমের পরীক্ষা নিতে। তাই এ সুনীর্ধ কালে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে পিতার সাথে কোনও রকম ঘোগ্যোগের অনুমতিই দেওয়া হয়নি।

৯৪ যখন এ যাত্রীদল (মিসর থেকে কিনআনের দিকে) রওয়ানা হল, তখন (কিনআনে) তাদের পিতা (আশেপাশের লোকদেরকে) বলল, তোমরা যদি আমাকে না বল যে, বুড়ো অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে, তবে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। [৬০](#) ❖

60. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর ভাইদেরকে বলে দিয়েছিলেন, তারা যেন পরিবারের সকলকে মিসরে নিয়ে আসে। সুতরাং তার মিসর থেকে একটি যাত্রীদল আকারে রওয়ানা হল। এদিকে তো তারা মিসর থেকে রওয়ানা হল, ওদিকে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘ্রাণ পেতে লাগলেন। এটা ছিল উভয় নবীর মুজিয়া এবং হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জন্য এই সুসংবাদ যে, তার পরীক্ষার কাল আশু সমাপ্তির পথে। এস্বলে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন কিনআনে খুব কাছেই কুয়ার ভেতর ছিলেন, তখন তো হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর কোন সুবাস পাননি, তাছাড়া তাঁর মিসর অবস্থানকালীন সময়েও ইত্তে পূর্বে এ জাতীয় কোনও অনুভূতির কথা প্রকাশ করেননি। এর দ্বারা বোঝা গেল, মুজিয়া কোন নবীর নিজের এখতিয়ারাধীন বিষয় নয়। আল্লাহ তাঁরালাই যখন চান তা প্রকাশ করেন।

95

তারা (উপস্থিত লোকজন) বলল, আল্লাহর কসম! আপনি এখনও পর্যন্ত আপনার পুরানো ভুল ধারণার মধ্যেই আছেন। ৬১ ❁

61. অর্থাৎ, এই ভুল ধারণা যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হবে।

96

তারপর যখন সুসংবাদবাহী এসে সে (ইউসুফের) জামা তার চেহারার উপর ফেলে দিল, অমনি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল। ৬২ সে (তার পুত্রদেরকে) বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, আল্লাহ সম্পর্কে আমি যতটা জানি তোমরা জান না? ❁

62. 'সুসংবাদবাহী' ছিল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সর্বাপেক্ষা বড় ভাই। তার নাম কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে 'ইয়াহুদা' এবং কোন বর্ণনায় 'রুবেল'। 'সুসংবাদ দান' দ্বারা এই বার্তা বোঝানো হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এখনও জীবিত আছেন এবং তিনি সকলকে মিসরে তাঁর কাছে যেতে বলেছেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জামা চেহারায় রাখা মাত্র হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসাটাও একটা মুজিয়া ছিল। মুফাসিসিরগণ বলেন, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জামার সাথে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জড়িত আছে, যথা ভাইয়ের তার জামায় রঞ্জ মাথিয়ে পিতার কাছে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু জামাটি অক্ষত দেখে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বুঝে ফেলেছিল যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কোন বাঘ-টাগে খায়নি। আবার যুলায়খা তাঁর জামা পেছন দিক থেকে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল এবং তা দ্বারা প্রমাণ হয়েছিল তিনি নির্দোষ। তাঁর জামারই সুবাস হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সুন্দর কিন্তু আনন্দ থেকে অনুভব করেছিলেন। সবশেষে এই জামারই স্পর্শে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল।

97

তারা বলল, আবাজী! আপনি আমাদের পাপরাশির ক্ষমার জন্য দু'আ করুন। আমরা নিশ্চয়ই গুরুতর অপরাধী ছিলাম। ❁

98

ইয়াকুব বলল, আমি সত্ত্বে আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের ক্ষমার জন্য দু'আ করব। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ❁

99

তারপর তারা সকলে যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, সে তার পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দিল ৬৩ এবং সকলকে বলল, আপনারা সকলে মিসরে প্রবেশ করুন ইনশাআল্লাহ আপনারা এখানে স্বাক্ষিতে থাকবেন। ❁

63. পিতা-মাতা, ভ্রাতৃবর্গ ও পরিবারের অন্যান্যদেরকে আভ্যর্থনা জানানোর জন্য হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম শহরের বাইরে চলে এসেছিলেন। যখন পিতা-মাতার সঙ্গে সাক্ষাত হল তাদেরকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে নিজের কাছে বসালেন। প্রাথমিক কথাবার্তার পর আগন্তুকদের সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, এবার সকলে নিশ্চিন্তে, নিরাপদ নগরের দিকে চলুন। এ সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের গর্ভধারণী মা জীবিত ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে দু'রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। জীবিত থেকে থাকলে পিতা-মাতা দ্বারা আপন পিতা-মাতাই বোঝানো হয়েছে। আর যদি তার আগেই মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে সৎ মাকেও যেহেতু মাঘের মতই গণ্য করা হয়ে থাকে, তাই তাকেসহ একত্রে পিতা-মাতা বলা হয়েছে।

100

সে তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসাল আর তারা সকলে তার সামনে সিজদায় পড়ে গেল। ৬৪ ইউসুফ বলল, আবাজী! এই হল আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমার প্রতিপালক সত্যে পরিগত করেছেন এবং আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং আপনাদেরকে দেহাত থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন। অথচ ইত্থে পূর্বে আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে শয়তান অনর্থ সৃষ্টি করেছিল। ৬৫ বস্তুত আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তার জন্য অতি সৃষ্ম ব্যবস্থা করেন। নিশ্চয়ই তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ❁

64. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রায়ি) থেকে এ আয়তের যে তাফসীর বর্ণিত আছে, সে অনুযায়ী হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে তাঁর সিজদা করেছিল আল্লাহর তাআলার শোকের আদায়ের লক্ষ্যে। অর্থাৎ, তারা সিজদা করেছিল আল্লাহ তাআলাকেই। হ্যাঁ, তা করেছিল হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে, তাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে। ইমাম রায়ি (রহ.) এ তাফসীরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অন্যান্য মুফাসিসিরগণ বলেন, এটা ইবাদতমূলক সিজদা ছিল না; বরং শ্রদ্ধাঙ্গাপনমূলক সিজদা, যেমন ফেরেশতাগণ হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করেছিল। এরপ সিজদা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের শরীরতে জায়ে ছিল। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরতে এরপ শ্রদ্ধাঙ্গাপনমূলক সিজদাও জায়ে নয়।

65. অর্থাৎ, স্বপ্নে দেখা চন্দ্র ও সূর্য দ্বারা বোঝানো হয়েছিল পিতা-মাতাকে আর নক্ষত্রসমূহ দ্বারা এগার ভাইকে।

66. সুনীর্ধ বিরহের কালে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যে সকল বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যদি অন্য কেউ সে রকম বিপদে পড়ত, তবে পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাতের পর সর্প্রথম নিজের সেই দুঃখগুরুদৰ্শন কাহিনীই শোনাত। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখুন সেসব মুসিবত সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করছেন না। ঘটনাবলী উল্লেখ করছেন তো কেবল তার ভালো-ভালো দিকই করছেন আর সে জন্য আল্লাহ তাআলার শোকের আদায় করছেন। কারাবাস করেছেন, কিন্তু তার উল্লেখ না করে উল্লেখ করেছেন কারাগার থেকে মুক্তিলাভের কথা। পিতা-মাতা হতে কতকাল বিছিম্ব থাকতে হয়েছে, কিন্তু সে কথার দিকে না গিয়ে তাদের মিসর আগমনের কথা ব্যক্ত করছেন এবং সেজন্য আল্লাহ তাআলার শোকের আদায় করছেন। ভাইয়েরা তার উপর যে জুলুম করেছিল, সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে নালিশ না জানিয়ে, বরং সেটাকে শয়তানের সৃষ্টি ফাসাদ সাব্যস্ত করে কথা শেষ করে দিচ্ছেন। এর দ্বারা বড় মূল্যবান শিক্ষা লাভ হয়। আর তা এই যে, প্রতিটি মানুষের উচিত সে যত কঠিন পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হোক, সর্বদা ঘটনার ইতিবাচক দিকের প্রতি নজর রাখবে এবং সেজন্য আল্লাহ তাআলার শোকের আদায় করবে।

- 101** হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজস্বেও অংশ দিয়েছ এবং দান করেছ স্বপ্ন-ব্যাখ্যার জ্ঞান। হে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর প্রষ্ঠা! দুনিয়া ও আখেরাতে তুমই আমার অভিভাবক। তুমি দুনিয়া থেকে আমাকে এমন অবস্থায় তুলে নিও, যখন আমি থাকি তোমার অনুগত। আর আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করো। ♦
- 102** (হে নবী!) এসব ঘটনা গায়েবের সংবাদরাজির একটা অংশ, যা ওহীর মাধ্যমে আমি তোমাকে জানাচ্ছি। ৬৭ তুমি সেই সময় তাদের (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইদের) কাছে উপস্থিত ছিলে না, যখন তারা বড়বন্ধু করে নিজেদের সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেছিল (যে, তারা ইউসুফকে কুয়ায় ফেলে দেবে)। ♦
67. সুরার শুরুতে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ তাআলা হয়রত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্বলিত এ সুরা নাফিল করেছিলেন কাফেরদের একটা প্রশ্নের উত্তরে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিল, বনী ইসরাইল মিসরে এসে বসবাস করেছিল কী কারণে? তারা নিশ্চিত ছিল, বনী ইসরাইলের ইতিহাসের এ অধ্যায় সম্পর্কে তাঁর কিছু জানা নেই। এমন কোনও মাধ্যমও নেই, যা দ্বারা এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব। তাঁর তাদের ধারণা ছিল, তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে ব্যর্থ হতে দিলেন না, যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ঘটনা জানার মত কেন মাধ্যম ছিল না, তাই এর দাবী ছিল যারা তাকে এ প্রশ্নটি করেছিল, তারা তাঁর মুখে ঘটনার এরূপ বিশদ বিবরণ শোনার পর তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের উপর অবশ্যই ঈমান আনবে। কিন্তু সত্য উন্নাসিত হওয়ার পর তা গ্রহণ করে নেওয়া যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এসব প্রশ্ন কেবলই ইচ্ছকারিতা ও জেদের ব্যবহারেই তারা করত, তাই সামনের আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এসব সুস্পষ্ট নির্দর্শন চোখে দেখা সম্ভব তাদের আধিকাংশেই ঈমান আনবে না।
- 103** এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক ঈমান আনার নয়, তাতে তোমার অন্তর্য যতই কামনা করুক না কেন। ♦
- 104** অথচ এর বিনিময়ে (অর্থাৎ প্রচার কর্তৃর বিনিময়ে) তুমি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাও না। এটা তো নিখিল বিশ্বের সকলের জন্য এক উপদেশ-বর্তা। ♦
- 105** আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কত নির্দর্শন রয়েছে, যার উপর দিয়ে তাদের বিচরণ হয়, কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ♦
- 106** তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এমন যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখলেও তা এভাবে যে, তাঁর সঙ্গে শরীক করে। ৬৮ ♦
68. অর্থাৎ মুখে তো সকলেই বলে আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টিকর্তা ও সকলের মালিক, তা সত্ত্বেও কেউ প্রতিমা পূজা করে, কেউ বলে তাঁর পুত্র বা কন্যা আছে, কেউ তাকে আত্মা ও দেহধারী সন্তা বলে, কেউ সাধু-যাজকদেরকে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করে, তাজিয়া, কবর ইত্যাদির পূজা করে এমন লোকও কম নয়, আরও আছে পীর পূজা ও বুদ্ধির পূজা। এভাবে বিচিত্র সব দেবতা ও তার পূজা-অর্চনা দ্বারা মানুষ খালেস তাওহীদি আকীদাকে কলঙ্কিত করছে। এমন লোক কর্মই পাওয়া যায়, যারা বিশ্বাস বা কর্মগত এবং স্থূল বা সূক্ষ্ম শিরকে লিপ্ত হয়ে নিজ তাওহীদি বিশ্বাসকে দৃষ্টিক করছে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সব রকম শিরক থেকে হেফাজত করুন। -অনুবাদক (তাফসীরে উচ্চমানী থেকে)
- 107** তবে কি তারা এ বিষয়ের একটুও ভয় রাখে না যে, তাদের উপর আল্লাহর আয়াবের কোন মুসিবত এসে পড়বে অথবা সহসা তাদের উপর তাদের অঙ্গাতসারে কিয়ামত আপত্তি হবে? ♦
- 108** (হে নবী!) বলে দাও, এই আমার পথ, ৬৯ আমি পরিপূর্ণ উপলক্ষ্মির সাথে আল্লাহর দিকে ডাকি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারাও। আল্লাহ (সব রকম) শিরক থেকে পবিত্র। যারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। ♦
69. অর্থাৎ, এই খালেস তাওহীদের পথই আমার পথ, যাতে কোন অস্পষ্টতা ও বক্রতা নেই। আমি সারা বিশ্বকে দেকে বলছি, সব ধারণা-কল্পনা ও অংশীবাদিতা পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর দিকে এসো এবং তার তাওহীদকে আঁকড়ে ধর। এটা কোন অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে হৃদয়-মন আলোকিত করে পূর্ণ ব্যৃৎপত্রির সাথেই আমি ও আমার অনুসারীগণ এই তাওহীদের আলোকিত পথ অবলম্বন করেছি এবং সকলকে এদিকে ডাকছি। আমরা দ্ব্যূর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছি আল্লাহ তাআলা সব রকম অংশীবাদিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র এবং আমরা তাঁর একনিষ্ঠ বান্দা- শিরক ও মুশরিকদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। -অনুবাদক
- 109** আমি তোমার আগে যত রাসূল পঠিয়েছি, তারা সকলে বিভিন্ন জনপদে বসবাসকারী মানুষই ছিল, যাদের প্রতি আমি ওহী নাফিল করতাম ৭০ তারা কি পৃথিবীতে বিচরণ করে দেখেনি তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম কী হয়েছে? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আখেরাতের নিবাস কর্তই না শ্রেয়! তবুও কি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে না? ♦
70. এটা কাফেরদের একটা প্রশ্নের উত্তর। তারা বলত, আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে কোন ফেরেশতাকে কেন রাসূল বানিয়ে পাঠালেন না?

110 (পূর্ববর্তী নবীদের ক্ষেত্রেও এমনই হয়েছিল যে, তাদের সম্প্রদায়ের উপর আঘাত আসতে কিছুটা সময় লেগেছিল) পরিশেষে যখন নবীগণ মানুষের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল এবং কাফেরগণ মনে করতে লাগল তাদেরকে মিথ্যা হৃষিকে দেওয়া হয়েছিল, তখন নবীদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছল ৭১ (অর্থাৎ কাফেরদের উপর আঘাত আসে) এবং আমি যাকে ইচ্ছা করেছিলাম তাকে রক্ষা করলাম। অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি টুলানো যায় না। *

71. আঘাতের এ তরজমা করা হয়েছে হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রায়িয়াল্লাহু তাআলা আনহ, হয়রত সাউদ ইবনে জুবায়ের পর রহমাতুল্লাহু আলাইহি ও অন্যান্য তাবেরীদের থেকে বর্ণিত তাফসীর অনুযায়ী। আলামা আলুসী (রহ.) দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে আঘাতের আরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অন্যান্য মুফসিসিরগণ সেগুলোও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তরজমা যে তাফসীরের ভিত্তিতে করা হয়েছে, সর্ববিচারে সেটিই বেশি নিখুঁত বলে মনে হয়। বোবানো হচ্ছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণের আমলেও ঘটনা একই রকম ঘটেছে। যখন কাফেরদেরকে প্রদত্ত অবকাশকাল দীর্ঘ হয়ে গেছে এবং এর ভেতর তাদের উপর কোন আঘাত আসেনি, তখন একদিকে নবীগণ তাদের ঈমানের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছেন এবং অন্যদিকে কাফেরগণ মনে করে বসেছে নবীগণ তাদেরকে আল্লাহ তাআলার আঘাতের যে হৃষিকে দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল (নাউয়াবিল্লাহ)। অবস্থা যখন এ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তখন সহসা নবীগণের কাছে আল্লাহ তাআলার সাহায্য এসে পৌঁছে এবং অবিশ্বাসীদের উপর আঘাত নাখিল হয় আর এভাবে তাঁদের কথা সত্যে পরিণত হয়।

111 নিশ্চয়ই তাদের ঘটনায় বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের উপাদান আছে। এটা এমন কোনও বাণী নয়, যা মিছামিছি গড়ে নেওয়া হয়েছে। বরং এটা এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক, সবকিছুর বিশদ বিবরণ ৭২ এবং যারা ঈমান আনে তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমতের উপকরণ। *

72. কুরআন মাজীদ এক দিকে তো বলছে, সে হয়রত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সমর্থন করেছে। কেননা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও এ ঘটনা সমষ্টিগতভাবে এ রকমই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে “সবকিছুর বিশদ বিবরণ” বলে সম্ভবত ইশারা করেছে যে, এ ঘটনার বর্ণনায় পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কিছুটা হেরফের হয়ে গিয়েছিল। কুরআন মাজীদ সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং বাইবেলের ‘আদিপুস্তক’-এ হয়রত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা পড়লে তার বর্ণনা কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের বর্ণনা থেকে ভিন্ন রকম পরিলক্ষিত হয়। খুব সম্ভব সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে যে, সেসব ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদ প্রকৃত বর্ণনা দান করেছে।



♦ আর রাদ ♦

1 আলিফ-লাফ-মীম-রা। ১ এগুলো (আল্লাহর) কিতাবের আঘাত, (হে নবী!) তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা-কিছু নাখিল করা হয়েছে, তা সত্য কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনছে না। *

1. সূরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে যে, এগুলোকে ‘আল-হৱাফুল মুকাব্বা‘আত’ বলে। এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

2 তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলীকে উঁচুতে স্থাপন করেছেন এমন স্তুত ছাড়া, যা তোমরা দেখতে পাবে। ১ অতঃপর তিনি আরশে ‘ইসতিওয়া’ গ্রহণ করেন। ২ এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। ৩ প্রতিটি বস্তু এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি এসব নির্দেশন সুস্পষ্টকরণে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার যে, (একদিন) তোমাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হতে হবে। ৪ *

2. অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলী তোমাদের চোখে দেখার মত কোন স্তুতের উপর স্থাপিত নয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার শক্তিরই সহায়তায় তা দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। আঘাতের এ ব্যাখ্যা হয়রত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে (রহল মাআনী, ১৩ খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)।

3. ‘ইসতিওয়া’ (استو) এর আভিধানিক অর্থ সোজা হওয়া, আয়ত্তধীন করা ও আসীন হওয়া। আল্লাহ তাআলা কোনও সৃষ্টির মত নয়। তাই তাঁর ‘ইসতিওয়া’-ও সৃষ্টির মত হতে পারে না। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। তাই আমরা শব্দটির তরজমা না করে ছবল শব্দ রেখে দিয়েছি। কেননা আমাদের জন্য এতটুকু ঈমানই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা আরশে তাঁর শান মোতাবেক ‘ইসতিওয়া’ গ্রহণ করেছেন। এর বেশি তত্ত্বানুসন্ধানের পেছনে পড়ার কোনও দরকার নেই। আমাদের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা তা আয়ত্ত করা সম্ভবও নয়।

4. ইশারা করা হয়েছে যে, এই চাঁদ-সুরজ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পরিস্রমণ করছে না। এদের উপর বিশেষ কাজ ন্যস্ত আছে, যা এরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সুনিয়াল্লিতভাবে অবিরত পালন করে যাচ্ছে। এদের সময়সূচির ভেতর এক মূহূর্তের জন্যও কোন ব্যতায় ঘটে না। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এদের উপর সারা জাহানের সেবা ন্যস্ত রয়েছে। কাজেই একজন বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চিন্তা করা উচিত এবং বিশালাকার সৃষ্টি তাঁর সেবায় কেন নিয়োজিত রয়েছে? যদি তাঁর নিজের উপর কোন বড় কাজ ন্যস্ত না থাকে, তবে চাঁদ-সুরজের মত এত বড় সৃষ্টির কি ঠেকা পড়ল যে, তাঁর স্বতন্ত্রভাবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকবে?

৫. অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের অন্তরে আখেরাতের ইয়াকীন সৃষ্টি করে নাও। আর তার পদ্ধতি এই যে, তোমরা গভীরভাবে চিন্তা কর, যেই সন্তা এই মহা বিশ্বকর জগত সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষের মৃত্যুর পর তাকে পুনরায় জীবিত করতে কেন সক্ষম হবেন না? সেটা কি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি অপেক্ষা সহজ কাজ নয়? তাছাড়া তিনি ভাত্যস্ত হিকমতওয়ালা ও ন্যায়বিচারক। তাঁর হিকমত ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য করলে এটা হতেই পারে না যে, তিনি ভালো ও মন্দ এবং জালেম ও মজলুম উভয়ের সাথে একই রকম আচরণ করবেন। তিনি যদি এই দুনিয়ার পর এমন কোনও জগত সৃষ্টি না করে থাকেন, যেখানে ভালো লোকদেরকে তাদের ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ লোকদেরকে তাদের মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে, তবে ভালো-মন্দের মধ্যে তো তার আচরণে কোনও পার্থক্য থাকে না। সুতরাং প্রমাণ হয় যে, আখেরাত অবশ্যই আছে।

৩ তিনিই সেই সন্তা, যিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন, তাতে পাহাড় ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রত্যেক প্রকার ফল জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। **১** তিনি দিনকে রাতের চাদরে আবৃত করেন। নিশ্চয়ই এসব বিষয়ের মধ্যে সেই সকল লোকের জন্য নির্দর্শন আছে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে। **২**

৬. কুরআন মাজীদের এ বর্ণনা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে উদ্ভিদের ভেতরও স্ত্রী-পুরুষের যুগল আছে। এক কালে এ তথ্য মানুষের জানা ছিল না যে, স্ত্রী-পুরুষের এই যুগলীয় ব্যবস্থা প্রত্যেক গুল্ম ও বৃক্ষের মধ্যেও কার্যকর। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের সামনে এ রহস্য উন্মোচিত করেছে।

৪ আর পৃথিবীতে আছে বিভিন্ন ভূখণ্ড, যা পাশাপাশি অবস্থিত। **১** আর আছে আঙ্গুরের বাগান শস্য ক্ষেত্র ও খেজুর গাছ, যার মধ্যে কতক একাধিক কা-বিশিষ্ট এবং কতক এক কা-বিশিষ্ট। সব একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়। আমি স্বাদে তার কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। **২** নিশ্চয়ই এসব বিষয়ের মধ্যে সেই সকল লোকের জন্য নির্দর্শন আছে, যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। **৩**

৭. অর্থাৎ, কোন গাছে বেশি ফল ধরে কোন গাছে কম এবং কোন গাছের ফল বেশি স্বাদ এবং কোন গাছের ফল ততটা স্বাদের নয়।

৮. অর্থাৎ, সংলগ্ন ও পাশাপাশি হওয়া সত্ত্বেও গুণ ও বৈশিষ্ট্যে প্রত্যেক ভূখণ্ড অন্যটি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। দেখা যায়, জমির একটি অংশ উর্বর ও চাষাবাদের উপযোগী, কিন্তু অপর একটি অংশ তার একেবারে সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও চাষাবাদযোগ্য নয়। এক জমি থেকে মিষ্টি পানি বের হয়, অথচ পাশাপাশি হওয়া সত্ত্বেও অন্য জমি থেকে বের হয় লোনা পানি। এমনিভাবে দেখা যায়, পাশাপাশি অবস্থিত দুই জমির একটি নরম, কিন্তু অন্যটি প্রস্তরময়।

৫ (ওই কাফেরদের উপর) যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে তাদের এ উক্তি (বাস্তবিকই) বিশ্বের ব্যাপার যে, আমরা মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি সত্ত্ব সত্ত্বাই নতুনভাবে জীবন লাভ করব? **১** এরাই তারা, যারা নিজেদের প্রতিপালক (এর শক্তি)কে অঙ্গীকার করে এবং এরাই তারা, যাদের গলদেশে লাগানো রয়েছে বেড়ি। **২** তারা জাহানামবাসী, যাতে তারা সর্বদা থাকবে। **৩**

৯. কারও গলায় বেড়ি পরানো থাকলে তার পক্ষে ডানে-বামে ফিরে তাকানো সন্তব হয় না। ঠিক সে রকমই এসব কাফের সত্য দর্শন ও সত্যের প্রতি ধ্যান-মন দেওয়ার তাওফাক থেকে বর্ণিত (রঙ্গল মাআরী)। তাছাড়া গলায় বেড়ি থাকা মূলত দাসছের আলামত। ইসলাম-পূর্ব সমাজে দাসদের প্রতি এ রকম আচরণ করা হত যে, তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে রাখা হত। সুতরাং আয়তের ইশারা এদিকেও হতে পারে যে, ওই সব কাফেরের গলদেশে খেয়াল-খুশী ও ইন্দ্রিয়পরবশতা এবং শয়তানের দাসত্বের বেড়ি পরানো রয়েছে। এ কারণেই তারা নিরপেক্ষভাবে কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা রাখে না। উপরিউক্ত তাফসীর একদল মুফাসিসেরের। অর্থাৎ, তাদের মতে এ বেড়ির সম্পর্ক দুনিয়ার জীবনের সাথে। অপর একদল মুফাসিসের মতে এ বাকেয়ের অর্থ হল, আখেরাতে তাদের গলায় বেড়ি লাগিয়ে দেওয়া হবে।

১0. অর্থাৎ, মৃতদেরকে জীবন দান করা আল্লাহ তাআলার পক্ষে আশচর্মের কোন বিষয় নয়। কেননা যেই সন্তা এই মহাবিশ্বকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করতে পারেন, তার জন্য মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা কঠিন কিসের? বরং বিশ্বের ব্যাপার তো এই যে, এসব কাফের চোখের সামনে আল্লাহ তাআলার অপার ক্ষমতার অসংখ্য নির্দর্শন দেখতে পাচ্ছে, তা সত্ত্বেও তারা পুনর্বার সৃষ্টি করাকে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার বাইরে মনে করে।

৬ তারা ভালো অবস্থার (কাল শেষ হওয়ার) আগে মন্দ অবস্থার জন্য তাড়াহড়া করছে। **১** অথচ তাদের পূর্বে এরূপ লাঞ্ছনিক শাস্তির প্রকার কাফের গত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও তাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক ক্ষমাপ্রবণ এবং এটাও সত্য যে, তার শাস্তি বড় কঠিন। **২** **৩**

১1. অর্থাৎ, মানুষের দ্বারা তাদের অজ্ঞাতসারে যেসব ছোট ছোট গুনাহ হয়ে যায় কিংবা বড় গুনাহ হয়ে গেলেও তারপর সে তাওবা করে নেয়, আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় তা ক্ষমা করে দেন। সীমালংঘন দ্বারা এসব গুনাহ বোঝানো হয়েছে। কিন্তু কুফর, শিরক এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে জেদ ও হঠকারিতাপূর্ণ আচরণের ব্যাপারটা এমন যে, এর জন্য আল্লাহর তাআলার আয়াব অতি কঠিন। কাজেই আল্লাহ তাআলা অতি ক্ষমাশীল একথা চিন্তা করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। ভাবা উচিত নয় যে, তিনি ঢালাওভাবে সব গুনাহই অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন।

১2. মন্ত্রার কাফেরগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাবী জানাত যে, আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের দীন যদি ভ্রান্ত হয়, তবে আল্লাহ তাআলাকে বলুন, তিনি যেন আমাদের উপর আয়াব নায়িল করেন। এ আয়াতে তাদের সেই বেহুদা দাবীর প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

7

যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা বলে, আচ্ছা! তার উপর (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন মুজিয়া কেন অবতীর্ণ করা হল না? ১৩ (হে নবী!!) প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তুমি তো কেবল (বিপদ সম্পর্কে) সতর্ককারী। প্রত্যেক জাতির জন্যই হিদায়াতের পথ দেখানোর কেউ না কেউ ছিল। ♦

13. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বহু মুজিয়াই দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মক্কার কাফেরগণ তাঁর কাছে নিত্য-নতুন মুজিয়ার দাবী জানাত। তাদের কোন দাবী পূরণ না হলে তখন তারা যে মন্তব্য করত, এ আয়তে স্টোই বর্ণিত হয়েছে। তাদের মন্তব্যের জবাবে কুরআন মাজীদে ইরানাদ হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নবী। তিনি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে কোন মুজিয়া দেখাতে পারেন না। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতির কাছেই একুপ নবী পাঠিয়েছেন। তাদের সকলের অবস্থা এ রকমই ছিল।

8

প্রত্যেক নবী যে গভৰ্ত্ত্ব ধারণ করে আল্লাহ তা জানেন এবং মাত্রগভৰ্ত্ত্ব যা কমে ও বাড়ে তাও ১৪ এবং তার নিকট প্রত্যেক জিনিসের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। ১৫ ♦

14. অর্থাৎ নিজ সর্বব্যাপী জ্ঞান অনুযায়ী তিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে প্রতিটি অবস্থায় এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ও পরিমাপ অনুযায়ী রাখেন। এমনভাবে তিনি নবীগণের নবুওয়াতের সমর্থনে যেসব নির্দশন অবতীর্ণ করেছেন তাতেও পরিমাণ-পরিমাপের দিকে লক্ষ রেখেছেন। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও যোগ্যতা অনুসারে যে পরিমাণ নির্দশন দেখানো দরকার ছিল, ঠিক সেই পরিমাণেই তা দেখানো হয়েছে ও দেখানো হয়ে থাকে। কাজেই এ ব্যাপারে নিজেদের পক্ষ হতে কোন নির্দশনের ফরমায়েশ করার অবকাশ নেই। -অনুবাদক

15. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা জানেন কোন মায়ের পেটে কি রকম বাচ্চা আছে ছেলে না মেয়ে, পূর্ণাঙ্গ না অপূর্ণ, ভালো না মন্দ এবং মাত্রগভৰ্ত্ত্ব ক্রুণ বাড়ছে না কমছে।

9

তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সব কিছুই জানেন। তাঁর সন্তা অনেক বড়, তাঁর মর্যাদা অতি উচ্চ। ♦

10

তোমাদের মধ্যে কেউ চুপিসারে কথা বলুক বা উচ্চস্বরে, কেউ রাতের বেলা আত্মগোপন করুক বা দিনের বেলা চলাফেরা করুক, তারা সকলে (আল্লাহর জ্ঞানে) সমান। ♦

11

প্রত্যেকের সামনে পিছনে এমন প্রহরী (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে, যারা আল্লাহর নির্দেশে পালাক্রমে তার হেফাজত করে। ১৬ জেনে রেখ, আল্লাহ কোনও জাতির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। ১৭ আল্লাহ যখন কোন জাতির উপর কোন বিপদ আনার ইচ্ছা করেন, তখন তা রদ করা সম্ভব নয়। আর তিনি ছাড়া তাদের কোন রক্ষাকর্তা থাকতে পারে না। ♦

16. মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ফেরেশতা নিয়োজিত আছে বলে কারও এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারত যে, আল্লাহ তাআলা যখন হেফাজতের এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তখন আর এ নিয়ে মানুষের চিন্তা করার কোন দরকার নেই। সে নিশ্চিন্তে সব কাজ করতে পারে। এমনকি গুরুত্ব ও সওয়াবেরও বিচার করার প্রয়োজন নেই। কেননা ফেরেশতারাই সকল ক্ষেত্রে রক্ষা করবে। আয়তের এ অংশে সেই ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এমনিতে আল্লাহ তাআলা কোন জাতির ভালো অবস্থাকে মন্দ অবস্থা দ্বারা বদলে দেন না, কিন্তু তারা নিজেরাই যখন নাফরমানী করতে বন্ধপরিকর হয়ে যায় এবং নিজেদের আমল-আখলাক পরিবর্তন করে ফেলে তখন তাদের উপর আল্লাহ তাআলার আয়ার এসে যায়। সে আয়ার আর কেউ রদ করতে পারে না। সুতরাং যে সকল ফেরেশতা হেফাজতের কাজে নিয়োজিত আছে, একুপ ক্ষেত্রে তারাও কোন কাজে আসে না।

17. 'প্রহরী' দ্বারা ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ আয়তে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির হেফাজতের জন্য কিছু ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিয়েছেন। তারা পালাক্রমে এ দায়িত্ব পালন করে থাকে। কুরআন মাজীদে এর জন্য بِتْقَرْبَةً শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ 'পালাক্রমে আগমনকারী'। বুখারী শরীফের এক হাদীসে এর ব্যাখ্যা এর রকম এসেছে যে, ফেরেশতাদের একটি দলকে দিনের বেলা মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং অপর একটি দল রাতের বেলা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। আবু দাউদের এক বর্ণনায় হযরত আলী (রায়ি) থেকে বর্ণিত আছে যে, এসব ফেরেশতা বিভিন্ন রকমের বিপদপদ থেকে মানুষকে হেফাজত করে। অবশ্য কাউকে যদি কোন মুসিবতে ফেলা আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে ফেরেশতাগণ তার থেকে দূরে সরে যায় (বিস্তারিত দ্র. মাআরাফুল কুরআন)।

12

তিনিই সেই সন্তা, যিনি তোমাদেরকে বিজলীর চমক দেখান, যা দ্বারা তোমাদের (বজ্রপাতের) ভীতি দেখা দেয় এবং (বৃষ্টির) আশাও সঞ্চার হয় এবং তিনিই পানিবাহী মেঘ সৃষ্টি করেন। ♦

13

বজ্র তাঁরই তাসবীহ ও হামদ জ্ঞাপন করে ১৮ এবং তাঁর ভয়ে ফেরেশতাগণও (তাসবীহরত রয়েছে)। তিনিই গর্জমান বিজলী পাঠান তারপর যার উপর ইচ্ছা তাকে বিপদরূপে পতিত করেন। আর তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহ সম্বন্ধেই তর্ক-বিতর্ক করছে, অথচ তাঁর শক্তি অতি প্রচণ্ড। ♦

18. 'বজ্র কর্তৃক 'তাসবীহ ও হামদ' জ্ঞাপনের বিষয়টা প্রকৃত অর্থেও হতে পারে। সুরা বনী ইসরাইলে সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা নিজ-নিজ পস্থায় আল্লাহ তাআলার হামদ ও তাসবীহ আদায় করে, কিন্তু মানুষ তাদের তাসবীহ বোঝে না (১৭ : ৪৮)। আবু এর একুপ ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, যে ব্যক্তিই মেঘের গর্জন, চমক এবং এর কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা করবে সে দুনিয়ার দিকে দিকে

পানি পৌঁছানোর এ বিশ্ববকর ব্যবস্থা দেখে মহান স্রষ্টা ও মালিকের প্রশংসা আদায় না করে থাকতে পারবে না। সে স্বতঃসুন্দরভাবে বলে উঠবে, কত মহান ও পবিত্র সেই সন্তা, যিনি এ সুনিপুণ ব্যবস্থা চালু করেছেন। তাছাড়া সে এ চিন্তার ফলে অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যে, যে সন্তা এ বিশ্ববকর ব্যবস্থা চালু করেছেন, তিনি সকল দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তার নিজ প্রভুত্বের জন্য কোন শরীক বা সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। আর ‘তাসবীহ-এর অর্থ এটাই।

14 তাঁরই কাছে দু'আ করা যথার্থ। ১৯ তারা তাঁকে ছেড়ে যাদেরকে (অর্থাৎ যেই দেব-দেবীদেরকে) ডাকে তারা তাদের দু'আর কোনও জবাব দেয় না। তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে পানির দিকে দুহাত বাড়িয়ে আশা করে তা আপনিই তার মুখে পৌঁছে যাবে, অথচ তা কখনও নিজে-নিজে তার মুখে পৌঁছতে পারে না। আর (দেব-দেবীদের কাছে) কাফেরদের দু'আ করার ফল এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তা শুধু বৃথাই যাবে। *

19. অর্থাৎ যিনি সর্বপ্রকার উপকার-অপকারের মালিক, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, দু'আ তো তাঁরই কাছে করা উচিত। আল্লাহ ছাড়া এমন কে আছে, যে নিজের ও অন্যের উপকার করার ও ক্ষতি রোধ করার ক্ষমতা রাখে। তা যারা রাখে না, সেই অক্ষমদের কাছে প্রার্থনা করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। -অনুবাদক

15 আর আল্লাহকেই সিজদা করে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি, কেউ তো স্বেচ্ছায় এবং কেউ বাধ্য হয়ে। ২০ তাদের ছায়াও সকাল ও সন্ধিয়ায় তাঁর সামনে সিজদায় লুটায়। *

20. এছলে সিজদা করা দ্বারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশের সামনে আনুগত্য প্রকাশ বোঝানো হয়েছে। মুমিন তো স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে তাঁর হৃকুম শিরোধার্ঘ করে এবং তার প্রতিটি ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে। আর কাফেরের আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগত ফায়সালা মানতে বাধ্য। কাজেই তারা ঢাক বা না-ঢাক সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তাআলা যা-কিছু ফায়সালা করেন তার সামনে তাদের মাথা নোয়ানো ছাড়া কোন উপায় নেই। উল্লেখ্য, এটি সিজদার আয়ত। এটি তিলাওয়াত করলে বা শুনলে সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

16 (হে নবী! কাফেরদেরকে) বল, কে তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালন করেন? বল, আল্লাহ! বল, তবুও তোমরা তাঁকে ছেড়ে এমন সব অভিভাবক গ্রহণ করলে, যাদের খোদ নিজেদেরও কোন উপকার সাধনের ক্ষমতা নেই এবং অপকার সাধনেরও না? বল, অন্ধ ও চক্ষুশ্বান কি সমান হতে পারে? অথবা অন্ধকার ও আলো কি একই রকম হতে পারে? না-কি তারা আল্লাহর এমন সব শরীক সাব্যস্ত করেছে, যারা আল্লাহ যেমন সৃষ্টি করেন সে রকম কিছু সৃষ্টি করেছে, ২১ ফলে তাদের কাছে উভয়ের সৃষ্টিকার্য একই রকম মনে হচ্ছে? (কেউ যদি এ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে থাকে, তবে তাকে) বলে দাও, কেবল আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি একাই এমন যে, তাঁর ক্ষমতা সবকিছুতে ব্যাপ্ত। *

21. আরবের মুশরিকরা যেসব দেবতাদেরকে মাবুদ মনে করত ও তাদের পূজা-অচন্ন করত, তাদের সম্পর্কে তারা সাধারণভাবে একথা স্বীকার করত যে, জগত সৃজনে তাদের কোনও অংশীদারিত্ব নেই। বরং সারা জাহান আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। তবে তাদের বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রভুত্বের বহু ক্ষমতা তাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। তাই তাদেরও উপাসনা করা উচিত, যাতে তারা তাদের সে ক্ষমতা আমাদের অনুকূলে ব্যবহার করে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের পক্ষে সুপারিশও করে। এ আয়তে প্রথমত বলে দেওয়া হয়েছে, এসব মনগতা দেবতা খোদ নিজেদেরও কোনও উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই সে অন্যদের উপকার-অপকার করবে কি করে? তারপর বলা হয়েছে, এসব দেবতা যদি আল্লাহ তাআলার মত কোন কিছু সৃষ্টি করে থাকত, তবে না হয় তাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করার কোন যুক্তি থাকত, কিন্তু না তারা বাস্তবে কোনও কিছু সৃষ্টি করেছে আর না আরববাসী এরপে আকাদা পোষণ করত। এছেন অবস্থায় তাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করে তাদের ইবাত্ত-উপাসনা করার কী বৈধতা থাকতে পারে?

17 তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, ফলে নদীনালা আপন-আপন সামর্থ্য অনুযায়ী প্লাবিত হয়েছে, তারপর পানির ধারা স্বীকৃত ফেনাসূহ উপরিভাগে তুলে এনেছে। এ রকমের ফেনা সেই সময়ও ওঠে, যখন লোকে অলংকার বা পাত্র তৈরির উদ্দেশ্যে আগুনে ধাতু উত্তপ্ত করে। আল্লাহ এভাবেই সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, (উভয় প্রকারে) যা ফেনা, তা তো বাইরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় আর যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। ২২ এ রকমেরই দৃষ্টান্ত আল্লাহ বর্ণনা করে থাকেন। ২৩ *

22. এ দৃষ্টান্তের মধ্যে মানুষের জন্য অনেক বড় শিক্ষা আছে। এতে দেখানো হয়েছে যা মানুষের জন্য উপকারী নয় তা ধ্বংস হয়ে যায় আর যা উপকারী তা টিকে থাকে। বিশ্বাস বন্তের মধ্যেই সীমিত নয়। পশু-পাখী প্রাণীকুল এমনকি মানুষের ক্ষেত্রে এটাই আল্লাহ তাআলার শাশ্঵ত বিধান। হিতসাধনের গুণ না থাকার কারণে কে পশু-পাখীর অস্তিত্ব ভৃ-পৃষ্ঠ থেকে বিলীন হয়ে গেছে। আবার যাদের মধ্যে এ গুণ আছে, তা কেবল প্রাকৃতিকভাবেই রক্ষা পায় না, কৃত্রিম প্রক্রিয়াও তার রক্ষা ও প্রবৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ভৃ-পৃষ্ঠ থেকে বহু মানব-সম্পদায়েরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যখন তারা হিতসাধনের গুণ হারিয়ে ফেলেছে। বলা বাহ্য, সত্যধর্ম তথা দ্বিমান ও ইসলাম মানব মনে হিতেষণা জন্মায়। ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষার ভেতরই এই আবেদন বিদ্যমান। কাজেই যে ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম সে একজন সত্যিকারের মানবহিতৈষী হবেই। কিন্তু বর্তমানকালে এর যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়, যা দ্বারা প্রতীয়মান হয় আমরা দীন ও ইমানের মর্মবাণী যেন ঠিক হাদয়ঙ্গম করছি না। এটা কি এ জাতির অস্তিত্বের পক্ষে কোন অশুভ ইঙ্গিত বহন করছে না? ফেনায় পর্যবেক্ষণ জাতির তো টিকে থাকার অধিকার নেই। হিতসাধনের গুণ যদি তারা ধারণ করতে না পারে তবে তো তাদের স্থানে এমন কোন সম্পদায়কেই প্রতিষ্ঠিত করা হবে যারা ঠিক তাদের মত হবে না, বরং দীন ও ইমানের রঙে রাখিন হয়ে তারা বিশ্বমানবতার কল্যাণসাধনে সমর্পিত থাকবে। ফলে ভৃ-পৃষ্ঠে তারা ইজ্জত-সম্মানের সাথে টিকে থাকবে। -অনুবাদক

23. অর্থাৎ, বাতিল ও ভ্রান্ত মতাদর্শকে আপাতদৃষ্টিতে শক্তিশালী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ফেনার মত। তার ভেতর কোন উপকার নেই এবং ধ্বংসই তার পরিণতি। পক্ষান্তরে হক ও সত্য হল পানি ও অন্যান্য উপকারী বন্তের মত। তার যেমন ফায়দা আছে, তেমনি তা স্থায়ীও

বটে।

- 18 মঙ্গল তাদেরই জন্য, যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিয়েছে। আর যারা তার ডাকে সাড়া দেয়নি, তাদের কাছে যদি দুনিয়ার সমস্ত জিনিসও থাকে এবং তার সমপরিমাণ আরও, তবে তারা (কিয়ামতের দিন) নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে তা সবই দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন হিসাব এবং তাদের ঠিকানা জাহানাম; তা বড় মন্দ ঠিকানা। ♦
- 19 যে ব্যক্তি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা নাফিল হয়েছে তা সত্য, সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে অন্ধ? বন্তুত উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বোধ-বুদ্ধির অধিকারী, ♦
- 20 (অর্থাৎ) সেই সকল লোক, যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং চুক্তির বিপরীত কাজ করে না। ♦
- 21 এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা তা বজায় রাখে, ১৪ নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং ভয় রাখে কঠিন হিসাবে। ♦
24. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যে সকল সম্পর্ক রক্ষা করার আদেশ করেছেন তা রক্ষা করে এবং সে সম্পর্কজনিত কর্তব্যসমূহ পালন করে। আত্মীয়-স্বজনের অধিকারসমূহ যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি দীনি সম্পর্কের কারণে যেসব অধিকার জয় নেয়, তাও। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যত নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনার হৃকুম দিয়েছেন তারা তাদের প্রতি ঈমান আনে এবং যাদের আনুগত্য করার আদেশ করেছেন তাদের আনুগত্যও করে।
- 22 এবং তারা সেই সকল লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করেছে, ১৫ নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং তারা দুর্ব্যবহারকে প্রতিরোধ করে সদ্ব্যবহার দ্বারা। ১৬ প্রকৃত নিবাসে উৎকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য। ১৭ ♦
25. কুরআন মাজীদের পরিভাষায় 'সবর'-এর মর্ম অতি ব্যাপক। মানুষ আল্লাহ তাআলার হৃকুমের সামনে স্থখন নিজ ইল্লিয় চাহিদাকে সংঘত করে রাখে, তখন সেটাই হয় সবর। যেমন নামাযের সময় যদি মনের চাহিদা হয় নামায না পড়া, তবে সেক্ষেত্রে মনের চাহিদাকে উপেক্ষা করে নামাযের রাত হওয়াই সবর। কিংবা মনে যদি কোন গুনাহের প্রতি আগ্রহ দেখা দেয়, তবে সেই আগ্রহকে দমন করে সেই গুনাহ থেকে বিরত থাকাই হল সবর। এমনভাবে কোনও কষ্টের সময় যদি মনের চাহিদা এই হয় যে, আল্লাহ তাআলার ফায়সালার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হোক এবং আনাবশ্যক হল্লা-চিল্লা করা হোক, তবে সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থেকে ঐচ্ছিক উহু-আহা বন্ধ রাখাও সবর। এমনভাবে সবর শব্দটি দীনের যাবতীয় বিধানের অনুসরণকে শামিল করে। ২৪ নং আয়াতেও এ বিষয়টাই বোঝানো হয়েছে।
26. অর্থাৎ, মন্দ ব্যবহারের বিপরীতে ভালো ব্যবহার করে। কুরআন মাজীদ 'প্রতিরোধ' শব্দ ব্যবহার করে এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ভালো ব্যবহারের পরিণামও ভালো হয়। এর দ্বারা শেষ পর্যন্ত অন্যের দুর্ব্যবহারের কুফল খতম হয়ে যায়।
27. এ আয়াতের বাক্য إِنَّ الْجِدْرَى এর جِدْرَا শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'বাঢ়ি'। বহু মুফাসিসের মতে এর দ্বারা আখেরাত বা পরজগত বোঝানো হয়েছে। 'দেশ' অর্থেও এ শব্দটির বহুল ব্যবহার রয়েছে। এখানে 'আখেরাত' শব্দ ব্যবহার না করে এ শব্দটির ব্যবহার দ্বারা সম্ভব ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষের আসল বাঢ়ি ও প্রকৃত নিবাস হল আখেরাত। কেননা দুনিয়ার জীবন তো এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। মানুষ স্থায়ীভাবে যেখানে থাকবে, সেটা পরজগতই। এ কারণেই এছলে جِدْرَا এর তরজমা করা হয়েছে 'প্রকৃত নিবাস'। সামনে ২৪ ও ২৫ নং আয়াতেও এ বিষয়টা লক্ষ্য রাখা চাই
- 23 (অর্থাৎ) স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহ, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে, তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে (আর বলতে থাকবে)- ♦
- 24 তোমরা (দুনিয়ায়) যে সবর অবলম্বন করেছিলে, তার বদৌলতে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই বর্ষিত হবে এবং (তোমাদের) প্রকৃত নিবাসে এটা কর্তই না উৎকৃষ্ট পরিণাম। ♦
- 25 (অপর দিকে) যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখার হৃকুম দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে অশান্তি বিস্তার করে, তাদের জন্য রয়েছে লানত এবং প্রকৃত নিবাসে নিকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য। ♦
- 26 আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিয়ক প্রশংস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকীর্ণ করে দেন। ১৮ তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) পার্থিব জীবনেই মগ্ন, অথচ আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবন মামুলি পুঁজির বেশি কিছু নয়। ♦

28. পূর্বে বলা হয়েছিল, যারা সত্য দীনকে অঙ্গীকার করে তাদের প্রতি আল্লাহর লানত। কারণও খটকা লাগতে পারে আমরা তো দেখছি দুনিয়ায় তারা প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক হচ্ছে এবং বড় সুখের জীবন যাপন করছে! এ আয়াতে সেই খটকা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দুনিয়ায় জীৱিকার প্রাচুর্য বা তার সংকীর্ণতা আল্লাহ তাআলার কাছে মকরুল বা সমান্ত হওয়া-না হওয়ার সাথে সম্পৃক্ষ নয়। এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার হিকমত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা প্রচুর অর্থ-সম্পদ দেন এবং যাকে ইচ্ছা অর্থ সংকটে নিপত্তি করেন। কাফেরগণ যদিও এখনকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে মগ, কিন্তু আখেরাতের তুলনায় দিন কয়েকের এই পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যে নিতান্তই মূল্যহীন, সে খবর তাদের নেই।

27 যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা বলে, তার প্রতি (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি) তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোন নির্দশন অবর্তীণ করা হল না কেন? ^{১১} বলে দাও, আল্লাহ যাকে চান পথপ্রস্ত করেন আর তিনি তাঁর পথে কেবল তাদেরকেই আনয়ন করেন, যারা তাঁর দিকে ঝুঁজু হয়। ♦

29. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বহু মুজিয়া দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মক্কার কাফেরগণ নিত্য-নতুন মুজিয়া দাবী করত। কখনও তাদের কোনও দাবী পূরণ না করা হলেই এই কথা বলত যা এ আয়াতে বিবৃত হয়েছে। পূর্বে ৭৩: আয়াতেও এটা গত হয়েছে। সামনে ৩১: আয়াতে এর জবাব আসছে। এখানে তাদের উক্তির জবাব না দিয়ে বলা হয়েছে, এসব দাবী তাদের গোমরাহীরই প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা যাকে চান গোমরাহীতে ফেলে রাখেন এবং হিদায়ত লাভ হয় কেবল তাদেরই, যারা আল্লাহ তাআলার দিকে ঝুঁজু হয়ে হিদায়ত প্রার্থনা ও সত্যের সন্ধান করে। এরপ লোক ঈমান আনার পর তার দাবী মত কাজ করে এবং আল্লাহ তাআলার যিকির ও স্মরণ দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে। ফলে কোনও রকমের সংশয়-সন্দেহ দ্বারা তারা ঘষ্টপাক্ষিষ্ঠ হয় না। তারা সর্ববস্তু আল্লাহ তাআলার প্রতি আহ্বানবেদিত থাকে। সব হালেই থাকে সন্তুষ্ট। অবস্থা ভালো হলে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করে আর যদি দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয়, তবে সবর অবলম্বন করে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দুঃখ করে যেন তিনি তা দূর করে দেন। তারা এই ভেবে স্বত্ত্বাবেধ করে যে, সে দুঃখ যতক্ষণ থাকবে, তা আল্লাহ তাআলার হিকমতেরই অধীনে থাকবে। কাজেই সে ব্যাপারে আমার কোনও অভিযোগ নেই। এভাবে কষ্টের অবস্থায়ও তার মানসিক স্বত্ত্ব থাকে। এর দ্রষ্টান্ত হল অপারেশন। যদি চিকিৎসার স্বার্থে কারণও অপারেশনের দরকার হয়, তবে কষ্ট সহ্যও সে এই ভেবে শান্তিবোধ করে যে, এ কাজটি তার স্বার্থের অনুকূল; এতে তার রোগ ভালো হওয়ার আশা আছে।

28 এরা সেই সব লোক, যার ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরেই অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়। ♦

29 (মোটকথা) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গলময়তা এবং উৎকৃষ্ট পরিণাম। ♦

30 (হে নবী! যেমন অন্য নবীগণকে পাঠনো হয়েছিল) তেমনি আমি তোমাকে এমন এক জাতির কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, যাতে আমি তোমার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যে কিতাব নাফিল করেছি তা পড়ে তাদেরকে শোনাও। অথচ তারা এমন এক সন্তার অকৃতজ্ঞতা করে যিনি সকলের প্রতি দয়াবান। বলে দাও, তিনি আমার প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করেছি এবং তাঁরই কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে। ♦

31 যদি এমন কোনও কুরআনও নাফিল হত, যা দ্বারা পাহাড়কে আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া যেত বা তার দ্বারা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত (ফলে তা থেকে নদী প্রবাহিত হত) কিংবা তার মাধ্যমে মৃতের সাথে কথা বলা সন্তুষ্ট হত (তবুও এরা ঈমান আনত না)। ^{৩১} প্রকৃতপক্ষে এসব কিছুই আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। তবুও কি মুমিনগণ একথা চিন্তা করে নিজেদের মনকে ভারমুক্ত করল না যে, আল্লাহ চাইলে সমস্ত মানুষকে (জোরপূর্বক) সৎপথে পরিচালিত করতেন? ^{৩২} যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের উপর তাদের কৃতকর্মের কারণে সর্বদা কোনও না কোনও গর্জমান বিপদ পতিত হতে থাকবে অথবা তা নিপত্তি হতে থাকবে তাদের বসতির আশেপাশে কোথাও, যাবত না (একদিন) আল্লাহর প্রতিশ্রূতি এসে পূর্ণ হয়ে যাব। ^{৩৩} নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রূতির ব্যতিক্রম করেন না। ♦

30. মক্কার কাফেরগণ যে সকল মুজিয়ার ফরমায়েশ করত, এ আয়াতে সে রকম কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলত, মক্কা মুকাররমার আশেপাশে যেসব পাহাড় আছে, সেগুলো সরিয়ে দাও এবং এখনকার ভূমি বিদারণ করে নদী প্রবাহিত করে দাও আর আমাদের মৃত বাপ-দাদাদেরকে জীৱিত করে তাদের সাথে আমাদের কথা বলিয়ে দাও, তাহলে আমরা ঈমান আনব। এ আয়াতে বলা হয়েছে, কথার কথা যদি তাদের এসব বেহুদা দাবী পূরণ করাও হত, তবু তারা ঈমান আনার ছিল না। কেননা তারা তো সত্য সন্ধানের প্রেরণায় এসব ফরমায়েশ করেছেন; বরং তারা কেবল তাদের জেবের বশব্যাতীতেই এসব কথা বলছে।
সুরা বনী ইসরাইলে (১৭ : ৯০-৯৩) কাফেরদের এ রকমের আরও কিছু ফরমায়েশ উল্লেখ করা হয়েছে। এ সুরার ৫৯ নং আয়াতে ফরমায়েশী মুজিয়া না দেখানোর কারণ বলা হয়েছে এই যে, কোনও সম্পদায়কে যদি তাদের বিশেষ ফরমায়েশী মুজিয়া দেখানো হয় আর তা সন্তুষ্ট তারা ঈমান না আনে তখন আযাব নাফিল করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। অতীতে আদ, ছামুদ প্রভৃতি জাতির বেলায় এ রকমই হয়েছে। আল্লাহ তাআলার জানা আছে, এসব ফরমায়েশী মুজিয়া দেখানো হল পরও তারা ঈমান আনবে না। আবার এখনই তাদেরকে ধ্বংস করার ইচ্ছাও আল্লাহ তাআলার নেই। এ কারণেও এ রকম মুজিয়া দেখানো হয় না।

31. কখনও কখনও মুসলিমদের মনে হত তারা যেসব মুজিয়া দাবী করছে, তা দেখানো হলে সন্তুষ্ট তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। এ আয়াত মুসলিমদেরকে উপদেশ দিচ্ছে, তারা যেন এই ভাবনা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে ফেলে। বরং তাদের চিন্তা করা উচিত আল্লাহ তাআলার তো এ ক্ষমতাও আছে যে, তাদের সকলকে জবরদস্তি-মূলক ইসলামের ভেতরে নিয়ে আসবেন। কিন্তু তা সন্তুষ্ট তিনি তা করছেন না। করছেন না এ কারণে যে, সেটা তার হিকমতের পরিপন্থী। কেননা দুনিয়া হল পরীক্ষার স্থান। এ পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য এটা দেখা যে, কে নিজ বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে ষেচ্ছায়, সাগ্রহে ঈমান আনে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এ ক্ষেত্রে নিজ ক্ষমতার প্রয়োগ করেন না। হাঁ, তিনি এরপ দলীল-প্রমাণ তুলে ধরেন, মানুষ যদি নিজ গোঁয়ার্তুমি ছেড়ে মুক্ত মনে সেগুলো চিন্তা করে, তবে সত্যে উপনীত হতে সময় লাগার কথা নয়। এসব

দলীল-প্রমাণের পর কাফেরদের সব ফরমায়েশ পূরণ করার কোন দরকার পড়ে না।

32. কোন কোন মুসলিমের মনে অনেক সময় এই খেয়ালও জাগত যে, এরা যখন ঈমান আনার নয়, তখন এখনই কেন তাদের উপর আয়ার আসছে না। এ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তাদের উপর ছেট-ছেট মুসিবত তো ইহকালেও একের পর এক নিপত্তি হয়ে থাকে, যেমন কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, কখনও অন্য কোন বিপদ হানা দেয় আবার কখনও তাদের আশপাশের জনপদে এমন বিপর্যয় দেখা দেয়, যা দেখে তারাও ভীত-সন্ত্রিত হয়। তবে তাদের প্রকৃত শাস্তি কিয়ামতেই হবে, যা সংঘটিত করার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাআলার রয়েছে।

32 (হে নবী!) বস্তুত তোমার পূর্বের নবীগণকেও ঠাট্টা-বিন্দুপ করা হয়েছিল এবং এরূপ কাফেরদেরকেও আমি অবকাশ দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুকাল পর আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। সুতরাং দেখে নাও কেমন ছিল আমার শাস্তি! ♡

33 আচ্ছা বল তো, একদিকে রয়েছেন সেই সন্তা, যিনি প্রত্যেকের প্রতিটি কাজ পর্যবেক্ষণ করেন আর অন্যদিকে তারা কি না আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে? ৩৩ বল, একটু তাদের (অর্থাৎ আল্লাহর শরীকদের) নাম বল তো। (যদি কোন নাম বল) তবে কি আল্লাহকে এমন কোন অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত করবে, যা সারা পৃথিবীর কোথাও আছে বলে তিনি জানেন না? না কি কেবল মুখেই এমন নাম বলবে আসলে যার কোন বাস্তবতা নেই? ৩৪ প্রকৃতপক্ষে কাফেরদের কাছে তাদের ছলনামূলক আচরণ বড় চমৎকার মনে হয়। আর (এভাবে) তাদের হিদায়াতের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়ে গেছে। মূলত আল্লাহ যাকে বিশ্রান্তির ভেতর ফেলে রাখেন, সে এমন কাউকে পাবে না, যে তাকে সৎপথে আনয়ন করবে। ৩৫ ♡

33. ইমাম রায়ী (রহ.) ও আল্লামা আলুসী (রহ.) ‘হাল্লুল উকাদ’ প্রণেতার বরাতে এ আয়াতের যে তাফসীর বর্ণনা করেছেন, তার ভিত্তিতেই এ তরজমা করা হয়েছে। সে তাফসীর অনুযায়ী হুন্ত তুহ নেন্ত হল উদ্দেশ্য (য়েহুদী হল তুহ নেন্ত) এবং এর বিধেয় (য়েহু) হল (যেহুদী) যা এস্তে উহ্য আছে। আর হুর্যু হুল হল অবস্থা জ্ঞাপক বাক্য। এ বান্দার দৃষ্টিতে বাক্যের অন্যান্য সন্তানবন্ধ অপেক্ষা এ বিশ্লেষণই বেশি উত্তম মনে হয়। (এর অন্য অর্থ হতে পারে এরকম ‘তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে তার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি কি তাদের অক্ষম ইলাহগুলোর মত?’ এ হিসেবে ‘অক্ষম ইলাহগুলোর মত’ কথাটি উহ্য আছে)। -অনুবাদক

34. তারা তাদের মূর্তি ও দেবতাদের বহু নাম রেখে দিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এসব নামের পেছনে বাস্তবে কিছু থাকলে সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার চেয়ে বেশি আর কে জানতে পারে? কিন্তু তাঁর জানামতে তো এ রকম কোন অস্তিত্ব নেই। তা সত্ত্বেও তোমরা যদি বাস্তব কোন অস্তিত্ব আছে বলে দাবী কর, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে তোমরা আল্লাহ তাআলার চেয়েও বেশি জ্ঞানের দাবীদার; বরং তোমরা যেন বলতে চাও, যে অস্তিত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার কিছু জানা নেই, তোমরা তাকে সে সম্পর্কে জানাচ্ছ (নাউয়ুবিল্লাহ)। এর চেয়ে জঘন্য মূর্খতা আর কী হতে পারে? আর যদি এসব নামের পেছনে বাস্তব কোন অস্তিত্ব না থাকে, তবে তো কেবল নামই সার। কেবলই কথার কথা। এভাবে উভয় অবস্থায়ই প্রমাণ হয় তোমাদের শিরকী আকীদা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

35. অর্থাৎ, কেউ যখন এই জেদ নিয়ে বসে যায় যে, আমি যা করছি সেটাই ভালো কাজ। তার বিপরীতে যত বড় দলীলই দেওয়া হোক তা শুনতেও প্রস্তুত না থাকে তবে আল্লাহ তাআলা তাকে তার পথপ্রস্তুতার ভেতরই পড়ে থাকতে দেন। ফলে শত চেষ্টা করেও কেউ তাকে হিদায়াতের পথে আনতে পারবে না।

34 তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনেও শাস্তি রয়েছে আর আধেরাতের শাস্তি নিঃসন্দেহে অনেক বেশি কঠিন হবে। এমন কেউ নেই, যে তাদেরকে আল্লাহ (-এর শাস্তি) থেকে বাঁচাতে পারবে। ♡

35 (অপর দিকে) মুত্তাকীদের জন্য যে জানাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার তলদেশে নহর প্রবাহিত রয়েছে, তার ফল সতত সজীব এবং তার ছায়াও। এটা সেই সকল লোকের পরিণাম, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর কাফেরদের পরিণাম তো জাহানামের আগুন। ♡

36 (হে নবী!) আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তোমার প্রতি যে কালাম নায়িল করা হয়েছে, তা শুনে আনন্দিত হয়। আবার তাদেরই কোন কোন দল এমন, যারা এর কিছু কথা মানতে অঙ্গীকার করে। ৩৬ বল, আমাকে তো এই আদেশ করা হয়েছে যে, আমি আল্লাহর ইবাদত করব এবং প্রভুত্বে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না। এ কথারই আমি দাওয়াত দিয়ে থাকি আর তারই (অর্থাৎ আল্লাহরই) দিকে আমাকে ফিরে যেতে হবে। ৩৭ ♡

36. এ আয়াতে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বিভিন্ন দলের অবস্থা ব্যক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে কতক এমন যারা কুরআন মাজীদের আয়াত শুনে খুশী হয়। তারা উপলক্ষ্য করতে পারে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যার ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে, এটাই আল্লাহ তাআলা সেই আধের কিতাব। ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসলাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল, যেমন খৃষ্টানদের মধ্যে, তেমনি ইয়াহুদীদের মধ্যে। এ বাস্তবতা তুলে ধরার মাধ্যমে একদিকে তো মক্কার কাফেরদেরকে লজ্জা দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, যাদের কাছে আসমানী কিতাব আছে তারা তো ঈমান আনছে, অর্থ যাদের কাছে না আছে কোন আসমানী কিতাব এবং না কোন ঐশ্বী নির্দেশনা, তারা ঈমান আনতে গতিমাসি করছে।

অন্য দিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসলাল্লাম ও অন্যান্য মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, যারা ইসলামের সাথে শক্রতা করে তাদের মধ্যে বহু লোক তো হিদায়াতের এ বাণী গ্রহণ করছে। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে অপর দলটি হচ্ছে কাফেরদের। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কুরআন মাজীদের কিছু অংশ অবীকার করে। কিছু অংশ বলে ইশারা করা হয়েছে যে, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে

যারা ঈমান আনেনি, তারাও কুরআন মাজীদের সকল কথা অঙ্গীকার করতে পারে না। কেননা এর বহু কথা এমন, যা তাওরাত ও ইনজীলেও আছে, যেমন তাওহীদ, পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি ঈমান, তাদের ঘটনাবলী, আখেরাতের প্রতি ঈমান ইত্যাদি। এর দাবী তো ছিল এই যে, তারা চিন্তা করবে, এসব বিষয় জানার বাহ্যিক কোন মাধ্যম তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেই। তা সত্ত্বেও তিনি এগুলো বলছেন কি করে? নিঃসন্দেহে তিনি এসব ওহীর মাধ্যমেই জেনেছেন। কাজেই তিনি একজন সত্য রাসূল। তাঁর রিসালাতকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত।

37. এ আয়াতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত, ইসলামের এই মৌলিক তিনটি আকীদার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম বাক্যটি তাওহীদের ঘোষণা সম্বলিত। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে, ‘আমি এ কথারই দাওয়াত দিয়ে থাকি’। এর দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে প্রমাণ করা হয়েছে। আর শেষ বাক্য হল, ‘তাঁরই দিকে আমাকে ফিরে যেতে হবে’ এটা আখেরাতের আকীদা তুলে ধরছে। বোঝানো উদ্দেশ্য যে, এ তিনিটি আকীদা তো পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও বর্ণিত হয়েছে। তাহলে কুরআন কারীমকে অঙ্গীকার করার কী যুক্তি থাকতে পারে?

38. আর এভাবেই আমি একে (অর্থাৎ কুরআনকে) আরবী ভাষায় এক নির্দেশপত্র রাখে নাযিল করেছি। ৩৮ (হে নবী!) তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে, তারপরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোনও সাহায্যকারী ও রক্ষক থাকবে না। ৩৯ *

38. অর্থাৎ, কাফেরগণ কুরআন মাজীদের যেসব বিধান নিজেদের খেয়াল-খুশীর বিপরীত দেখতে পাচ্ছে, সে ব্যাপারে তাদের মর্জিমত কোনরূপ রদবদল করার অধিকার আপনার নেই। যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একথা চিন্তাও করা যায় না যে, তিনি আল্লাহ তাআলার বিধানে কোন রদবদল করবেন, কিন্তু একটি মূলনীতি হিসেবে একথা বলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

39. এখান থেকে ৩৮ নং আয়াত পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য একথা স্পষ্ট করে দেওয়া যে, ইয়াহুদী ও খুষ্টানগণ কুরআন মাজীদের যে অংশ অঙ্গীকার করছে, তাও সত্য বাণী। তা অঙ্গীকার করারও কোন কারণ থাকতে পারে না। কুরআন মাজীদের যে সব বিধান তাওরাত ও ইনজীল থেকে আলাদা সেগুলো সম্পর্কেই তাদের আপন্তি। আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন, মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস তো সমস্ত নবীর দাওয়াতেই সমান। কিন্তু শাখাগত বিধানসমূহের বিষয়টা ভিন্ন। এক্ষেত্রে নবীগণের শরীয়তে কিছু না কিছু পার্থক্য হয়েই আসছে। এর কারণ পরিবেশ-পরিস্থিতিগত প্রভেদ। প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক উন্মত্তের অবস্থা অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে থাকে। সে দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত অনুযায়ী যুগে-যুগে বিধি-বিধানের ভেতরও রদবদল করেছেন।

হয়ত এক নবীর শরীয়তে আনেক জিনিস নাজায়েছিল, অতঃপর স্থান নতুন যুগে নতুন নবী পাঠানো হয়েছে, তখন সেগুলো হালাল করে দেওয়া হয়েছে। আবার কখনও হয়েছে এর বিপরীত পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ভেতর যেমন বিধি-বিধানের এই রদবদল-প্রক্রিয়া চালু ছিল, তেমনি এ উন্মত্তের ফ্রেঞ্চেও সেটা কার্যকর করা হয়েছে। আর সে হিসেবেই আল্লাহ তাআলা আখেরী যামানার উপযোগী হিসেবে নতুন বিধানবলী সম্বলিত এ কুরআন নাযিল করেছেন। ‘আরবী ভাষার’ কথা উল্লেখ করে ইশারা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিল, এ কিতাব তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছে। সে কারণেই এর জন্য আরবী ভাষাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এটা এক জীবন্ত ভাষা, যা কিয়ামত কাল পর্যন্ত চালু থাকবে। এতে আখেরী যুগের অবস্থাসমূহের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

38. বস্তুত তোমার আগেও আমি বহু রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়েছি। কোনও রাসূলেরই এ এখতিয়ার ছিল না যে, সে আল্লাহর হৃকুম ছাড়া একটি মাত্র আয়াতও হাজির করবে। প্রত্যেক কালের জন্য পৃথক কিতাব দেওয়া হয়েছে। ৪০ *

40. কাফেরগণ প্রশ্ন তুলত, হয়রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আল্লাহ তাআলার রাসূল হন, তবে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানাদি থাকবে কেন? এ আয়াতে তাদের সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এক-দুজন নবীকে বাদ দিলে সমস্ত নবী-রাসূলকেই স্ত্রী ও সন্তানাদি দেওয়া হয়েছিল। কেননা এর সাথে নবুওয়াতের কোনও সম্পর্ক নেই; বরং নবীগণ নিজেদের জীবনচার দ্বারা দেখিয়ে দেন স্ত্রী ও সন্তানদের হক কিভাবে আদায় করতে হয় এবং তাদের হক ও আল্লাহ তাআলার হকের মধ্যে ভারসাম্য কিভাবে রক্ষা করতে হয়। দ্বিতীয় এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, নবীগণের শরীয়তে শাখাগত প্রভেদ সব সময়ই ছিল।

39. আল্লাহ যা চান (অর্থাৎ যে বিধানকে ইচ্ছা করেন) রহিত করে দেন এবং যা চান বলবৎ রাখেন। সমস্ত কিতাবের যা মূল, তা তাঁরই কাছে। ৪১ *

41. ‘সমস্ত কিতাবের মূল’ দ্বারা ‘লাওহে মাহফুজ’ বোঝানো হয়েছে। অনাদিকাল থেকে তাতে লেখা আছে কোন জাতিকে কোন কিতাব এবং কেমন বিধান দেওয়া হবে।

40. আমি তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) যে বিষয়ের শাসানি দেই, তার অংশবিশেষ আমি তোমাকে (তোমার জীবন্তশায়ই) দেখিয়ে দেই অথবা (তার আগেই) তোমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেই, সর্বাবস্থায় তোমার দায়িত্ব তো কেবল বার্তা পোঁচানো। আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। ৪২ *

42. কোন কোন মুসলিমের মনে ভাবনা জাগত যে, এটা অবাধ্যতা সত্ত্বেও কাফেরদের উপর কোন শাস্তি অবর্তীণ হয় না কেন? এ আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, শাস্তি কখন দিতে হবে, তার প্রকৃত সময় আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত অনুযায়ী স্থির করে রেখেছেন। স্থিরকৃত সেই সময় অনুসারেই তা ঘটবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে যে, তাঁর উচিত নিজের মনকে চিন্তামুক্ত রাখা এবং অরণ রাখা যে, তাঁর দায়িত্ব কেবল পোঁচে দেওয়া। কাফেরদের হিসাব নেওয়া আল্লাহ তাআলার কাজ। তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী যথাসময়ে তা সম্পাদন করবেন।

41 তারা কি এ বিষয়টা লক্ষ্য করে না যে, আমি তাদের ভূমি চারদিক থেকে সংকীর্ণ করে আনছি? ৪৩ প্রতিটি আদেশ আল্লাহই দান করেন। এমন কেউ নেই যে, তার আদেশ রদ করতে পারে। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ♦

43. অর্থাৎ, জায়িরাতুল আরব (আরব উপদ্বিপ্তি)-এ মুশরিক ও অংশীবাদী আকীদা-বিশ্বাসের যে আধিপত্য ছিল, তা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। মুশরিকদের প্রভাব-বলয় দিন দিন কমে আসছে। আর তার জায়গায় ইসলাম নিজ প্রভাব বিস্তার করছে। এটা এক সতর্ক সংকেত।

42 তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, তারাও চাল চেলেছিল, কিন্তু আল্লাহরই যত চাল কার্যকর হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি যা-কিছু করে, সবই তিনি জানেন। কাফেরগণ শীঘ্রই জানতে পারবে প্রকৃত নিবাসের উৎকৃষ্ট পরিণাম কার ভাগে পড়ে। ♦

43 যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা বলে, তুমি রাসূল নও। বলে দাও, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহ এবং প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যথেষ্ট, যার কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে। ৪৪ ♦

44. অর্থাৎ, তোমরা যে হ্যারত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে অঙ্গীকার করছ তাতে কি আসে যায়? তোমাদের অঙ্গীকৃতির কারণে সত্য মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তার রিসালাতের সাক্ষী এবং আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখে এমন যে-কোনও ব্যক্তি যদি ন্যায়নির্ণ্তর সাথে সেই জ্ঞানের আলোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তবে 'তিনি একজন সত্য নবী' এ সাক্ষ্য দিতে সে বাধ্য হবে।



♦ ইব্রাহীম ♦

1 আলিফ, লাম, রা (হে নবী!) এটি এক কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর ভেতর নিয়ে আসতে পার। অর্থাৎ, সেই সন্তুর পথে, যার ক্ষমতা সকলের উপর প্রবল এবং যিনি সমস্ত প্রশংসনীয় উপযুক্তি। ১ ♦

1. অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত মানুষই গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। কারণ তারা আল্লাহকে চেনে না, তাঁর খুশি-অখুশি জানে না। শয়তানের ধোঁকা ও প্রবৃত্তির প্রোচনায় যে পথে চলছে তা আল্লাহর গম্ভীর পথ। সে পথে চললে মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পায় ও পাশবৰ্ষণ্ডি বণিয়ান হয়। সূতরাং মানুষের পক্ষে এটা অন্ধকারের পথ। মানুষকে এই ঘোর অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে যিনি নিখিল বিশ্বের সমস্ত জ্যোতির আধার সেই পরাক্রান্ত ও প্রশংসনীয় আল্লাহর আলোকিত পথে আনার জন্যই তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি। এটাই দোজাহানের মহামুক্তির আলোকস্তম্ভ। এর নির্দেশনায় যারা চলবে, কেবল তারাই সুপথগামী হয়ে আলোকিত মানুষে পরিণত হবে। আর যারা এর নির্দেশনা অগ্রহ করবে তারা বিপথগামিতার অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকবে। -অনুবাদক

2 সেই আল্লাহ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ভেতর যা-কিছু আছে সবই যার মালিকানায়। বড়ই দুর্গতি কাফেরদের জন্য অর্থাৎ শাস্তি। ♦

3 যারা আখেরাতের বিপরীতে দুনিয়ার জীবনকেই পছন্দ করে, অন্যদেরকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয় এবং সে পথে বক্রতা সন্ধান করে, ২ তারা চরম বিপ্রাণ্তিতে লিপ্ত। ♦

2. এর এক অর্থ এই যে, তারা ইসলামের কোথায় কি দোষ পাওয়া যায় তা খুঁজে বেড়ায়, যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রশংস তোলার সুযোগ হয়। দ্বিতীয় অর্থ হল, তারা সর্বদা এই ধাক্কায় লেগে থাকে, যাতে কুরআন ও সুন্নাহর ভেতর তাদের মর্জিও ও খেয়াল-খুশীমত কোন কথা পেয়ে যায়। কেননা সে রকম কিছু পেলে তাকে তাদের প্রাণ মতাদর্শের সপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করতে পারবে।

4 আমি যখনই কোন রাসূল পাঠিয়েছি, তাকে তার স্বজ্ঞাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের সামনে সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারে। ৩ তারপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথপ্রস্ত করেন, যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। ৪ তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ♦

3. অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সত্য-সন্ধানের অভিপ্রায়ে কিতাব পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তাকে হিদায়াত দিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি জেদ ও বিদ্঵েষ নিয়ে পড়ে, তাকে বিপ্রাণ্তির মধ্যেই ফেলে রাখেন। আরও দ্র. পূর্বের সূরা (১৩ : ৩৩)-এর টীকা।

4. মক্কার কাফেরদের একটা প্রশংস ছিল যে, কুরআন আরবী ভাষায় কেন নাযিল করা হয়েছে? যদি এমন কোন ভাষায় নাযিল হত, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানা নেই, তবে এর মুজিয়া ও অলৌকিকভাৱে হওয়ার বিষয়টা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যেত। আল্লাহ তাআলা এর জবাবে বলছেন, আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার নিজ সম্পদায়ের ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি এবং তা করেছি এ কারণে, যাতে রাসূল তার সম্পদায়কে তাদের নিজেদের ভাষায় আল্লাহ তাআলার বিধানবলী বুবিয়ে দিতে পারেন। কুরআন যদি অন্য কোনও ভাষায়

নায়িল হত, তখন তো তোমরা এই বলে আপন্তি তুলতে যে, আমরা এটা বুঝব কি করে? এই একই কথা সূরা হা-মীম-সাজদায় (৪১ : ৪৪)ও ইরশাদ হয়েছে। (এর দ্বারা শিক্ষালাভ হয় যে, যে কোন জাতির কাছে নিজের দাওয়াত পেশ করার জন্য সে জাতির ভাষাকেই অবলম্বন করা উচিত এবং সে ভাষায় দাওয়াতদাতার গ্রমন দক্ষতা অর্জন করা উচিত, যাতে তার ভাষার ফোকাসে সত্যের সৌন্দর্য ও তার অবস্থানগত বলিষ্ঠতা যথার্থরূপে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। -অনুবাদক)

৫ আমি মূসাকে আমার নির্দর্শনাবলী দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। বলেছিলাম যে, নিজ সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ (বিভিন্ন মানুষকে ভালো অবস্থা ও মন্দ অবস্থার) যে দিনসমূহ দেখিয়েছেন, ৫ তার কথা বলে তাদেরকে উপদেশ দাও। বস্তু যে-কেউ সবর ও শোকরে অভ্যন্ত, তার জন্য এসব ঘটনার ভেতর বহু নির্দশন আছে। ♦

৫. কুরআন মাজীদের ঝঁ। ঝঁ।-এর শাব্দিক অর্থ ‘আল্লাহর দিনসমূহ’। কিন্তু পরিভাষায় এর দ্বারা সেই সমস্ত দিন বোঝানো হয়ে থাকে, যাতে আল্লাহ তাআলা বিশেষ-বিশেষ ঘটনা ঘটিয়েছেন, যেমন অবাধ্য জাতিসমূহের উপর আয়াব নায়িল করা, অনুগত বান্দাদেরকে শক্রদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করা ইত্যাদি। সুতরাং আয়াতের মর্ম হল, সেই সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বলে, নিজ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিন, যাতে তারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য স্বীকার করে।

৬ সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ কর যখন তিনি ফিরআউনের লোকদের কবল থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদেরকে যবাহ করত ও তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত। আর এসব ঘটনার ভেতর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের জন্য কঠিন পরীক্ষা ছিল। ♦

৭ এবং সেই সময়টাও স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা সত্ত্বিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আমি তোমাদেরকে আরও বেশি দেব, আর যদি অকৃতজ্ঞতা কর, তবে জেনে রেখ আমার শাস্তি অতি কঠিন। ♦

৮ এবং মূসা বলেছিল, তোমরা এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী সকলেই যদি অকৃতজ্ঞতা কর, তবে (আল্লাহর কোনও ক্ষতি নেই। কেননা) আল্লাহ অতি বেনিয়াধ, তিনি আপনিই প্রশংসার উপযুক্ত। ♦

৯ (হে মক্কার কাফেরগণ!) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের সংবাদ পৌঁছেনি নুহের সম্প্রদায়ের এবং আদ, ছামুদ ও তাদের পরবর্তী সম্প্রদায়সমূহের, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না? ৬ তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা তাদের মুখে হাত রেখে দিয়েছিল ৭ এবং বলেছিল, যে বার্তা দিয়ে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি আর তোমরা যে বিষয়ের দাওয়াত দিচ্ছ, সে সম্পর্কে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে। ♦

৬. এটা একটা প্রবচন। এর অর্থ হল, তারা জোরপূর্বক তাদেরকে বাকরুদ্ধ করে দিল এবং তাদের প্রচারকার্যে বাধা সৃষ্টি করল। (অথবা এর অর্থ তারা বিদ্রোহক হাসিতে নিজেদের মুখে হাতচাপা দিত।)

৭. এর দ্বারা যে সকল জাতির ইতিহাস সংরক্ষিত নয়, তাদের কথাও বোঝানো হতে পারে অথবা তাদের কথা, যাদের অবস্থা মোটামুটিভাবে জানা আছে বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা ও বিস্তারিত হাল-হাকীকত কেউ জানে না।

১০ তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলেছিল, আল্লাহ সম্বন্ধেই কি তোমাদের সন্দেহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রষ্ঠা? তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন তোমাদের খাতিরে তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করার এবং স্থিরীকৃত এক মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়ার জন্য। ৮ তারা বলেছিল, তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ মাত্র। তোমরা চাচ্ছ আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের ইবাদত করত, তাদের থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে। তাহলে তোমরা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন মুজিয়া উপস্থিত কর। ৯ ♦

৮. আল্লাহ তাআলা প্রায় সকল নবীকেই কোনও না কোনও মুজিয়া দান করেছিলেন। কিন্তু কাফেরদের কথা ছিল, আমরা তোমাদের কাছে যখন যে মুজিয়া চাই, আমাদেরকে সেটাই দেখাতে হবে। তা না হলে ঈমান আনব না।

৯. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা চান, তোমরা যেন তাঁর শাস্তি হতে বেঁচে যাও এবং তোমাদের পাপরাশি মার্জনা হয়ে যাওয়ার পর যত দিন আয় আছে, ততদিন জীবন উপভোগের সুযোগ পাও।

১১ তাদের নবীগণ তাদেরকে বলেছিল, বাস্তবিকই আমরা তোমাদের মত মানুষ। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা বিশেষ অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহর ছক্কুম ছাড়া তোমাদেরকে কোন মুজিয়া দেখানোর এখতিয়ার আমাদের নেই। মুমিনদের তো কেবল আল্লাহর উপর নির্ভর করা উচিত। ১০ ♦

১০. তোমরা যদি একথা বিশ্বাস না কর, উল্লেট যারা বিশ্বাস করে তাদের কষ্ট দিতে তৎপর থাক, তবে তার কোনও পরওয়া মুমিনগণ করে না। এরূপ হীনপ্রাপ্ত দুর্বলদের তারা ভয় পায় না। কেননা আল্লাহ তাআলার উপর তাদের ভরসা রয়েছে।

12 কেনইবা আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করব না, যখন তিনি আমাদের সেই পথ প্রদর্শন করেছেন, যে পথে আমাদের চলা উচিত? তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছ আমরা তাতে অবশ্যই সবর করব। যারা নির্ভর করতে চায়, তারা যেন আল্লাহরই উপর নির্ভর করে। ❁

13 যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, তারা তাদের নবীগণকে বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে ছাড়ব। অথবা তোমাদেরকে আমাদের দীনে ফিরে আসতে হবে। ১১ অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি ওহী পাঠালেন, আমি অবশ্যই এ জালেমদেরকে ধ্বংস করব। ❁

11. এটাই সব যুগের বেদীন সর্দারদের চারিত্র। যখন দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি-তর্কে হেরে যায় তখন পেশিশক্তি প্রদর্শন করে এবং সত্যের অনুসারীদেরকে তাদের মিথ্যার কাছে নতি ঝীকারে বাধ্য করতে চায় নষ্ট হত্যা করা বা দেশ থেকে উৎখাত করার ভয় দেখায় কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা হয় না। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর গঘব নেমে আসে এবং তাদের স্থানে বিশ্বাসীদেরকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। -অনুবাদক

14 এবং তাদের পর যমীনে তোমাদেরকেই প্রতিষ্ঠিত করব। ১২ এটা প্রত্যেক ওই ব্যক্তির পুরস্কার, যে আমার সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে এবং ভয় রাখে আমার সতর্কবাণীর। ❁

12. শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল। মুক্তির কাফের নেতৃবর্গ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণকে মুক্তি মুকাররমা থেকে চিরতরে উৎখাত করতে চেয়েছিল, হিজরতের পর খুব বেশি দিন যেতে হয়নি বদরের যুদ্ধে তাদের অধিকাংশকেই নিপাত হতে হয়েছিল। পরিশেষে মুক্তি বিজয়ের মাধ্যমে তাদের চূড়ান্ত প্রারজ্ঞ ঘটেছিল এবং সেই পুণ্যভূমি থেকে কুফরের নাম নিশানা মুছে গিয়েছিল। আর সেই মুক্তি মুকাররমা ও তার আশপাশসহ সমগ্র আরবভূমি মুসলিমদের করতলগত হয়েছিল। -অনুবাদক

15 এবং কাফেরগণ নিজেরাই মীমাংসা প্রার্থনা করেছিল, ১৩ (আর তার পরিণাম হয়েছিল এই যে,) প্রত্যেক উদ্ধ্বত হঠকারী অকৃতকার্য হয়ে গেল। ❁

13. অর্থাৎ, তারা নবীগণের কাছে দাবী করেছিল, তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহ তাআলাকে বল, তিনি যেন আমাদের উপর এমন এক শাস্তি অবতীর্ণ করেন, যা দ্বারা সত্য-মিথ্যার মীমাংসা হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে একথা বলে তারা ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে নবীদের সঙ্গে তামাশা করছিল।

16 তার সামনে রয়েছে জাহানাম এবং (সেখানে) তাকে পান করানো হবে গলিত পুঁজ। ❁

17 সে তা ঢোক গিলে গিলে পান করবে, মনে হবে যেন সে তা গলা থেকে নামাতে পারছে না। ১৪ মৃত্যু তার দিকে চারদিক থেকে এসে পড়বে, কিন্তু সে মরবে না ১৫ এবং তার সামনে (সর্বদা) থাকবে এক কঠিন শাস্তি। ১৬ ❁

14. এ তরজমা করা হয়েছে ইমাম রায়ি (রহ.) বর্ণিত এক তাফসীরের ভিত্তিতে। তার মর্ম এই যে, তাদের অনুভব হবে তারা সে পানি গলা দিয়ে নিচে নামাতে পারছে না। তা সত্ত্বেও তার অতি কঠো ঢোক গিলে দীর্ঘ সময় নিয়ে নিচে নামাবে।

15. চারদিক থেকে মৃত্যু আসার মানে, তার সামনে বিভিন্ন রকমের যে শাস্তি উপস্থিত হবে, দুনিয়ায় তা মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু সেখানে সে কারণে তার মৃত্যু হবে না।

16. অর্থাৎ, প্রত্যেক শাস্তির পর আসবে আরেক কঠিন শাস্তি, যাতে মানুষ একই রকম শাস্তি ভোগ করতে করতে তাতে অভ্যন্ত না হয়ে যায় (আল্লাহ তাআলা তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন)।

18 যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্ম সেই ছাইয়ের মত, প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে তীব্র বাতাস যা উড়িয়ে নিয়ে যায়। ১৭ তারা যা কিছু উপর্যুক্ত করে, তার কিছুই তাদের হস্তগত হবে না। এটাই তো চরম বিপ্রাণ্তি। ❁

17. কাফেরগণ দুনিয়ায় কিছু ভালো কাজও করে থাকে, যেমন আর্ত ও পীড়িতদের সাহায্য ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলার রীতি হল, তিনি এরূপ কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই তাদেরকে দিয়ে দেন। আরখেরাতে তার কোন পুরস্কার তারা পাবে না। কেননা সেখানে পুরস্কার লাভের জন্য ঈমান শর্ত। সুতরাং এসব কাজ আরখেরাতে তাদের কোন কাজে আসবে না। এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, ঝড়ে হাওয়া যেমন ছাই উড়িয়ে নিয়ে যায়, তারপর তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না, ঠিক সে রকমই কাফেরদের কুফর তাদের সৎকর্মসমূহ নিষিদ্ধ করে দেয়। ফলে তার কোন উপকার তারা আরখেরাতে লাভ করবে না।

19 এটা কি তোমার দৃষ্টিগোচর হয় না যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অঙ্গিষ্ঠে আনতে পারেন। ১৮ ❁

18. এ আয়তে যেমন আরখেরাতের অবশ্যন্ত্বাবিতা বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি এ সম্বন্ধে কাফেরদের মনে যে সংশয়-সন্দেহ দানা বাঁধে তারও

জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে, এ বিশ্বজগত যথাযথ এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলার অনুগত বান্দাদেরকে পুরুষের দান করা এবং তাঁর অবাধ্যদেরকে শান্তি দেওয়া। আখেরাত না থাকলে ভালো-মন্দ এবং অনুগত ও অবাধ্য সব সমান হয়ে যায়। সুতরাং এটা ইনসাফের দাবী যে, ইহজগতের পর আরেকটি জগত থাকবে, যেখানে প্রত্যেককে তাঁর কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হবে। বাকি থাকল কাফেরদের এই খটকা যে, মৃত্যুর পর মানুষ তো মাটিতে মিশে যায়। এ অবস্থায় সে পুনরায় জীবিত হবে কিভাবে? পরবর্তী বাক্যে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার শক্তি অসীম। তিনি ইচ্ছা করলে তো এটাও করতে পারেন যে, তোমাদের সকলকে ধৰ্ম করে এক নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন। বলা বাহ্য, সম্পূর্ণ নতুনরূপে কোন মাখলুককে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সেই তুলনায় যে মাখলুক একবার অস্তিত্ব লাভ করেছে তাঁর মৃত্যু ঘটিয়ে তাকে পুনরায় জীবন দান করা আনেক সহজ। তো আল্লাহ তাআলা যখন অধিকতর কঠিন কাজটি আন্যাসে করার ক্ষমতা রাখেন, তখন তুলনামূলক যৌটি সহজ, সেটি কেন তাঁর পক্ষে কঠিন হবে? নিঃসন্দেহে সেটি করতেও তিনি সমানভাবে সক্ষম।

20 আর এটা আল্লাহর পক্ষে কিছু কঠিন নয়। ♡

21 এবং সমস্ত মানুষ আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। যারা (দুনিয়ায়) দুর্বল ছিল, তারা বড়স্ব প্রদর্শনকারীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুগামী ছিলাম। এখন কি তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর আয়ার থেকে একটু বাঁচাবে? তারা বলবে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে হিদায়াত দান করে থাকতেন, তবে আমরাও তোমাদেরকে হিদায়াত দিতাম। এখন আমরা চিৎকার করি বা সবর করি উভয় অবস্থাই আমাদের জন্য সমান। আমাদের নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় নেই। ♡

22 যখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে, তখন শয়তান (তাঁর অনুসারীদেরকে) বলবে, বস্তুত আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন আর আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে তা রক্ষা করিনি। তোমাদের উপর আমার এর বেশি কিছু ক্ষমতা ছিল না যে, আমি তোমাদেরকে (আল্লাহর অবাধ্যতা করার) দাওয়াত দিয়েছিলাম আর তোমরা আমার কথা শুনেছিলে। সুতরাং এখন আমাকে দোষারোপ করো না, বরং নিজেদেরই দোষারোপ কর। না তোমাদের বিপদ মুক্তিতে আমি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারি আর না আমার বিপদ মুক্তিতে তোমরা আমার কোন সাহায্য করতে পার। এর আগে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছিলে (আজ) আমি তা প্রত্যাখ্যান করলাম। ১৯ যারা এ সীমালংঘন করেছিল আজ তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তদ শাস্তি। ♡

19. শয়তানকে আল্লাহ তাআলার শরীক সাব্যস্ত করার অর্থ তার এমন অনুগত্য কেবল আল্লাহ তাআলারই হতে পারে। শয়তান সে দিন বলবে, আজ আমি তোমাদের সেই কর্মপন্থার যথার্থতা অঙ্গীকার করছি।

23 আর যারা ঈমান এনেছিল ও সৎকর্ম করেছিল, তাদেরকে এমন উদ্যোগান্বিতে দাখিল করা হবে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। নিজ প্রতিপালকের হৃকুমে তারা সর্বদা তাতে (উদ্যোগান্বিতে) থাকবে। তাতে তাদের পারস্পরিক অভিবাদন হবে সালাম।

২০ ♡

20. উপরে জাহানামীদের পারস্পরিক কথপোকথন উল্লেখ করা হয়েছিল, তারা একে অন্যকে দোষারোপও করবে এবং এ কথার ঘোষণা দেবে যে, এখন তাদের জন্য ধৰ্ম ছাড়া কিছু নেই। এর বিপরীতে জাহানাবাসীদের অবস্থা বলা হয়েছে, তারা প্রতিটি সাক্ষাতে একে অন্যকে ধৰ্মের বিপরীতে শাস্তি ও নিরাপত্তার বার্তা শোনবে।

24 তুমি কি দেখনি আল্লাহ কালেমা তায়িবার কেমন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন? তা এক পবিত্র বৃক্ষের মত, যার মূল (ভূমিতে) সুদৃঢ়ভাবে স্থিত আর তাঁর শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। ২১ ♡

21. কালিমা তায়িবা দ্বারা কালিমা তাওহীদ অর্থাৎ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসিসির বলেছেন, 'পবিত্র বৃক্ষ' হল খেজুর গাছ। খেজুর গাছের শিকড় মাটির নিচে অত্যন্ত শক্তভাবে গাড়ো থাকে। তীব্র বাতাস বা ঝড়ে হাওয়া তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না। এভাবেই তাওহীদের কালিমা যখন মানুষের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন ঈমানের কারণে তাঁর সামনে যতই কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদাপদ দেখা দিক না কেন, তাতে তাঁর ঈমানে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা সৃষ্টি হয় না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইস্সি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে কত রকমের কষ্টই না দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের অন্তরে তাওহীদের যে কালিমা বাসা বেঁধেছিল, বিপদাপদের ঝড়ে-ঝঙ্গায় তাতে এতটুকু কাঁপন ধরেনি। আয়াতে খেজুর গাছের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে তাঁর শাখা-প্রশাখা আকাশের দিকে বিস্তৃত থাকে এবং ভূমির মলিনতা থেকে দূরে থাকে। এভাবেই মুমিনের অন্তরে যখন তাওহীদের কালিমা বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন তাঁর সমস্ত শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ সৎকর্মসমূহ দুনিয়াদারির মলিনতা হতে মুক্ত থেকে আসমানের দিকে চলে যায় এবং আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছে তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করে নেয়।

25 তা নিজ প্রতিপালকের নির্দেশে প্রতি মুহূর্তে ফল দেয়। ২২ আল্লাহ (এ জাতীয়) দৃষ্টান্ত দেন, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে। ♡

22. অর্থাৎ, এ গাছ সদা সজীব। কখনও পাতা ঝরে ন্যাড়া হয় না। সর্বাবস্থায় ফল দেয়। এর দ্বারা খেজুর গাছ বোঝানো হয়ে থাকলে এর অর্থ হবে, এর ফল সারা বছরই খাওয়া হয়। তাছাড়া যে মওসুমে গাছে ফল থাকে না, তখনও তা দ্বারা বহুমাত্রিক উপকার লাভ হয়। কখনও তাঁর রস আহরণ করা হয়। কখনও তাঁর শাখা বের করে খাওয়া হয়। তাঁর পাতা দ্বারা বিভিন্ন রকমের জিনিস তৈরি করা হয়। এমনিভাবে যখন কালিমা তায়িবার প্রতি ঈমান এনে ফেলে, তখন সে সচ্ছল থাকুক বা অসচ্ছল, আরামে থাকুক বা কঠো, সর্বাবস্থায় ঈমানের বদৌলতে তাঁর আমলনামায় উত্তরোত্তর পৃণ্য বাড়তে থাকে। ফলে তাঁর পুরুষারেও মাত্রা যোগ হতে থাকে, যা প্রকৃতপক্ষে তাওহীদী কালিমারই ফল।

- 26 আর অপবিত্র কালিমার দৃষ্টান্ত এক মন্দ বৃক্ষ, যা ভূমির উপরিভাগ থেকেই উপড়ে ফেলা যায়। তার একটুও স্থায়িত্ব নেই। ^{১৩} *
23. অপবিত্র কালিমা দ্বারা কুফরী কথা বোঝানো হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হল এমন নিকৃষ্ট গাছ, যার কোন মজবুত শিকড় নেই। তা বোপ-বাড়ের মত আপনা-আপনিই জন্ম নেয়। তার একটুও স্থিতাবস্থা থাকে না। তাই যে-কেউ ইচ্ছা করলে তা অনায়াসেই উপড়ে ফেলতে পারে। এমনভাবে কুফরী আকীদা-বিশ্বাসের যুক্তি-প্রমাণগত কোনও ভিত্তি থাকে না। অতি সহজেই তা বদ করা যায়। খুব সন্তুষ্ট এর দ্বারা মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কুফর ও শিরকের যে আকীদাসমূহ বর্তমানে মুসলিমদের পক্ষে ভূমি সংকীর্ণ করে রেখেছে, সে দিন দূরে নয়, যখন এগুলো বোপ-বাড়ের মত উপড়ে ফেলা হবে।
- 27 যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে এ সুদৃঢ় কথার উপর স্থিতি দান করেন দুনিয়ার জীবনেও এবং আখেরাতেও। ^{১৪} আর আল্লাহ জালেমদেরকে করেন বিভ্রান্ত। আল্লাহ (নিজ হিকমত অন্যায়ী) যা চান, তাই করেন। *
24. দুনিয়ায় স্থিতি দান করার অর্থ, তাদের উপর যত জুলুম-নিপীড়নই চালানো হোক, তারা এ কালিমা ত্যাগ করতে কিছুতেই সম্ভত হবে না। আর আখেরাতে স্থিতি সৃষ্টির অর্থ হল, কবরে যখন সওয়াল-জওয়াবের সম্মুখীন হবে, তখন তারা এ কালিমায় বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। ফলে আখেরাতে তাদের স্থায়ী নিয়ামত লাভ হবে।
- 28 তুম কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহর নিয়ামতকে কুফর দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং নিজ সম্পদায়কে ধ্বংস-নিবাসে পৌঁছে দিয়েছে- *
- 29 জাহানামে? ^{১৫} তারা তাতে দন্ধ হবে আর তা অতি মন্দ ঠিকানা। *
25. এর দ্বারা মুক্তা মুকাররমার কাফের সর্দারদের দিকে ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নানা প্রকার নিয়ামত ও বিন্ত-বৈভব দান করেছিলেন। কিন্তু তারা সেসব নিয়ামতের চরম না-শোকরী করে। পরিণামে তারা নিজেদেরকে তো ধ্বংস করলাই, সঙ্গে নিজ সম্পদায়কেও ধ্বংসের পথে নিয়ে গেল।
- 30 আর তারা আল্লাহর সাথে (তাঁর প্রভুত্বে) কতিপয় শরীক সাব্যস্ত করেছে, যাতে মানুষকে তার পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তাদেরকে বল, (অল্ল কিছু) ভোগ করে নাও। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে জাহানামেই যেতে হবে। *
- 31 আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তাদেরকে বল, যেন নামায কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (সৎকাজে) ব্যয় করে (এবং এ কাজ) সেই দিন আসার আগে-আগেই (করে), যে দিন কোন বেচাকেনা থাকবে না এবং কোন বন্ধুত্বও কাজে আসবে না। ^{১৬} *
26. এর দ্বারা হিসাব-নিকাশের দিন বোঝানো হয়েছে। সে দিন কেউ না পারবে টাকা-পয়সার বিনিময়ে জাহান কিনতে আর না পারবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দ্বারা নিজেকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে।
- 32 আল্লাহ তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল উৎপাদন করেছেন এবং জলঘানসমূহকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তা তাঁর নির্দেশে সাগরে চলাচল করে আর নদ-নদীকেও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। *
- 33 সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন, যা অবিরাম পরিভ্রমণের রয়েছে। আর তোমাদের জন্য রাত ও দিনকেও কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। *
- 34 তোমরা যা-কিছু চেয়েছ, তিনি তার মধ্য হতে (যা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক তা) তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুণতে শুরু করলে, তা গুণতে সক্ষম হবে না। বস্তুত মানুষ অতি অন্যায়াচারী, ঘোর অকৃতজ্ঞ। *
- 35 এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করছিল আর তাতে) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে শাস্তি-পূর্ণ বানিয়ে দিন ^{১৭} এবং আমাকে ও আমার পুত্রকে মৃত্যুপূজ্ঞা করা হতে রক্ষা করুন। ^{১৮} *
27. মুক্তা মুকাররমার মুশরিকগণ হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নিজেদের শ্রেষ্ঠতম মান্যবর হিসেবে গণ্য করত। তাই আল্লাহ তাআলা এ আয়াতসমূহে তাঁর দু'আর বরাত দিয়ে তাদেরকে সর্তর্ক করছেন যে, তিনি তো মৃত্যুপূজ্ঞাকে চরম ঘৃণা করতেন, যে কারণে নিজ সন্তানদেরকে পর্যন্ত তা থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করেছিলেন। তা তার অনুসরণের দাবীদার হয়ে তোমরা কিসের ভিত্তিতে মৃত্যুপূজা শুরু করলে?
28. এর দ্বারা পবিত্র মুক্তা নগরকে বোঝানো হয়েছে। হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে নিজ পক্ষী হয়রত

হাজেরা (আ.) ও পুত্র হয়রত ইসমাইল আলাইহিস সালামকে এখানে রেখে গিয়েছিলেন। তখন এখানে কোন লোকালয় ছিল না। এমনকি জীবন রক্ষার কোনও উপাদানও এখানে পাওয়া যেত না। আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম এখানে ঘময়ম কুয়াটি জারি করে দেন। সে কুয়ার পানি দেখে জুরহুম গোত্রের লোক হয়রত হাজেরা (আ.)-এর অনুমতিক্রমে সেখানে বসবাস শুরু করে দেয়। কালক্রমে এটি এক বগরে পরিণত হয়।

36 হে আমার প্রতিপালক! গুইসব প্রতিমা বিপুল সংখ্যক মানুষকে পথপ্রস্ত করেছে। সুতরাং যে-কেউ আমার অনুসরণ করবে, সে আমার দলভুক্ত আর কেউ আমাকে অমান্য করলে (তার বিষয়টা আমি আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি), আপনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৯ *

29. অর্থাৎ, আমি আমার সন্তান-সন্তি ও অন্যান্য লোকদেরকে মৃত্তিপূজা হতে বেঁচে থাকার আদেশ করতে থাকব। যারা আমার আদেশমত কাজ করবে তারা আমার অনুসারী বলে দাবী করার অধিকার রাখবে। কিন্তু যারা আমার কথা মানবে না, তারা আমার দলের থাকবে না। তবে আমি তাদের জন্য বদদুআ করি না। তাদের বিষয়টা আমি আপনার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সুতরাং আপনি তাদেরকে হিদায়াত দিয়ে মাগফিরাতের ব্যবস্থাও করতে পারেন।

37 হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কতিপয় ৩০ সন্তানকে আপনার সম্মানিত ঘরের আশেপাশে এমন এক উপত্যকায় এনে বসবাস করিয়েছি, যেখানে কোন ক্ষেত-খামার নেই। হে আমাদের প্রতিপালক! (এটা আমি এজন্য করেছি) যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে দিন এবং তাদেরকে ফলমূলের জীবিকা দান করুন, ৩১ যাতে তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। *

30. আল্লাহ তাআলার কাছে হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ পরিপূর্ণরূপে করুল হয়েছে, যে কারণে মক্কা মুকাররমার প্রতি সারা বিশ্বের সকল মুসলিমের হৃদয় থাকে অনুরাগ-উদ্বেলিত। হজের মওসুমে তার নির্দেশন করি না চোখে পড়ে? কত দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ কত কষ্ট করে এই জল-বৃক্ষহীন ভূমিতে ছুটে আসে। হজের মওসুম ছাড়া অন্য সময়েও অসংখ্য মানুষ উমরা ও অন্যান্য ইবাদতের জন্য এখানে ভিড় করে। একবার যে এখানে আসে তার বারবার আসার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর এখানে ফলমূল যে পরিমাণ পাওয়া যায় তা আবেক বিশ্বয়। দুনিয়ার সব রকম ফলের সাংবাদিক সমাহার পবিত্র মক্কার মত আর কোথায় আছে? অথচ এখানকার ভূমিতে নিজস্ব কোন ফল কখনও উৎপন্ন হয় না।

31. অর্থাৎ হয়রত ইসমাইল ও তার ভবিষ্যত বংশধরদেরকে। তাঁর অপর পুত্র হয়রত ইসহাক ও তাঁর বংশধরগণ শামে বসবাস করতেন। - অনুবাদক

38 হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যে কাজ লুকিয়ে করি তাও আপনি জানেন এবং যে কাজ প্রকাশ্যে করি তাও। পৃথিবীতে যা আছে তার কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না এবং আকাশে যা কিছু আছে তাও না। *

39 সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাইল ও ইসহাক (-এর মত পুত্র) দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অত্যধিক দু'আ শ্রবণকারী। *

40 হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার দু'আ করুল করে নিন। *

41 হে আমার প্রতিপালক! যে দিন হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে, সে দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতা ৩২ ও সকল ঈমানদারকে ক্ষমা করুন। *

32. এখানে কারও খটকা লাগতে পারে, হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা আয়র তো ছিল কাফের। তা সত্ত্বেও তিনি তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করলেন কিভাবে? এর উত্তর এই যে, হাতে পারে তিনি যথন এ দু'আ করেছিলেন, তখন কুফর অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না। সুতরাং তাঁর দু'আর অর্থ ছিল, আপনি তাকে ঈমানের তাওফীক দিন, যাতে তা তার মাগফিরাত লাভের কারণ হয়ে যায়। আবার এ ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, তখনও পর্যন্ত তাঁকে তার মশুরিক পিতার জন্য দু'আ করতে নিষেধ করা হয়নি।

42 তুমি কিছুতেই মনে করো না জালিমগণ যা-কিছু করছে আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর। ৩৩ তিনি তো তাদেরকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন, যে দিন চক্ষুসমূহ থাকবে বিস্ফোরিত। *

33. পূর্বে বলা হয়েছিল, জালেমগণ আল্লাহ তাআলার নি'আমতের অকৃতজ্ঞতা করে নিজ সম্পদায়কে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। কারও মনে খটকা জাগতে পারত, দুনিয়ায় তো তাদেরকে ক্রমশ উন্নতি লাভ করতেই দেখা যাচ্ছে। এ আয়াতসমূহে তার সমাধান দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তিল দিয়ে রেখেছেন। পরিশেষে বিভিন্নিকাময় এক শাস্তিতে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে। তখন তাদের ভীতি-বিহুলতার যে অবস্থা হবে তা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায়, সালংকার বাকশেলীতে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার আবেদন তরজমার মাধ্যমে অন্য কোন ভাষায় প্রতিস্থাপন সম্ভব নয়। যদিও এটাকে সরাসরি মক্কার কাফেরদের পরিগাম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এর ভাষা যেহেতু সাধারণ, তাই যে-কোনও জালেম সম্পদায়ের খুব বাড়-বাড় অবস্থা চোখে পড়বে, তাদের সম্পর্কেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে।

43 তারা মাথা উপর দিকে তুলে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দৃষ্টি পলক ফেলার জন্য ফিরে আসবে না। ৩৪ আর (ভীতি বিহুলতার কারণে) তাদের প্রাণ উড়ে ঘাওয়ার উপক্রম করবে। *

34. অর্থাৎ, তাদের সামনে যে ভয়াল পরিণাম দেখা দেবে, সে কারণে তারা একই দিকে অপলক তাকিয়ে থাকবে। দুনিয়ায় চোখে পলক দেওয়ার যে শক্তি ছিল, সে দিন সে শক্তি তাদের ফিরে আসবে না।

44 এবং (হে নবী!) তুমি মানুষকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর, যেদিন তাদের উপর আয়াব আপত্তি হবে আর তখন জালেমগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অল্পকালের জন্য সুযোগ দিন, তাহলে আমরা আপনার ডাকে সাড়া দেব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করব। ৩৫ (তখন তাদেরকে বলা হবে) আরে, তোমরা কি কসম করে বলনি তোমাদের কোন লয় নেই? *

35. তাদের একথা মৃত্যুকালেও হতে পারে কিংবা কিয়ামতেও হতে পারে, মৃত্যুকালে হলে এর অর্থ হল, মৃত্যুর অসহনীয় যন্ত্রণা দেখে তারা বলবে, আমাদেরকে আরও কিছুদিন দুনিয়ায় থাকার সুযোগ দিন। আমরা ওয়াদা করছি, আমরা দীন ও ঈমান কবুল করে নিজেদেরকে শুধরে নেবে, যেমন সূরা মুমিনুন ২৩ : ৯৯-১০০) এবং সূরা মুনাফিকুন ৬৩ : ১১) আর এটা যদি তাদের কিয়ামত দিবসের কথা হয় তবে এর অর্থ হবে, আমাদের কিছুদিনের জন্য ফের দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন আমরা ওয়াদা করছি আপনার অনুগত হয়ে চলব, যেমন সূরা সাজদায় আছে, ‘তুমি যদি দেখতে, যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম। এখন তুমি আমাদের ফের পাঠাও আমরা সৎকাজ করব।’ (সূরা সাজদা ৩২ : ১২) -অনুবাদক

45 যারা নিজেদের প্রতি জুনুম করেছিল, তাদের বাসভূমিতে তোমরা থেকেছিলে এবং তাদের সঙ্গে আমি কি আচরণ করেছি তাও তোমাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল আর তোমাদের সামনে দৃষ্টান্তও পেশ করেছিলাম। *

46 তারা তাদের সব রকম চাল চেলেছিল, কিন্তু আল্লাহর কাছে তাদের সমস্ত চাল ব্যর্থ করারও ব্যবস্থা ছিল, হোক না তাদের চালসমূহ এমন (শক্তিশালী), যাতে পাহাড়ও টলে যায়। *

47 সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে কখনও এমন ধারণা মনে আসতে দেবে না যে, তিনি নিজ রাসূলদেরকে দেওয়া ওয়াদার বিপরীত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, (এবং) শাস্তিদাতা। *

48 সেই দিন, যে দিন এ পৃথিবীকে অন্য এক পৃথিবী দ্বারা বদলে দেওয়া হবে এবং আকাশমণ্ডলীকেও (বদলে দেওয়া হবে) এবং সকলেই এক পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। *

49 এবং সে দিন তুমি অপরাধীদেরকে শিকলে কষে বাঁধা অবস্থায় দেখবে। *

50 তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে- *

51 এইজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। *

52 এটা সমস্ত মানুষের জন্য এক বার্তা এবং এটা এই জন্য দেওয়া হচ্ছে, যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং যাতে তারা জানতে পারে সত্য মাঝুদ কেবল একজনই এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে। ৩৬ *

36. এ আয়াতে কুরআন মাজীদের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে

(ক) এটা এমন এক বার্তা, যা মানুষের উপদেশ বাণী হিসেবে যথেষ্ট। কেউ যদি একনিষ্ঠ মনে এ কিতাব পাঠ করে, তবে তার অন্তরে এর তাছীর হবেই।

(খ) এটি এমন এক সতর্কবাণী, যা দ্বারা মানুষকে দোজাহানের ক্ষতি থেকে সতর্কীকরণের পূর্ণতাবিধান হয়ে গেছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের মাধ্যমে যে সতর্কীকরণের সিলসিলা চালু করা হয়েছিল তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এ গ্রন্থের মাধ্যমে। এরপর আর নতুন কোন সতর্কবাণীর প্রয়োজন নেই।

(গ) এর দ্বারা চিন্তা-চেতনার পূর্ণতা বিধান করা হয়েছে। মানুষ একাগ্র মনে এ কিতাব পাঠ করলে তার চিন্তা-চেতনা তাওহীদের দিকে ধাবিত হবে এবং চূড়ান্ত পর্বে সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, মাঝুদ কেবল একজনই এবং নিজেকে তার দাসস্ত্বে লীন করে দেওয়ার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা।

(ঘ) নিজেকে মুত্তাকী-পরহেয়গার বানানো তথা মননে-কর্মে নিজেকে উৎকর্ষমণ্ডিত করে তোলার সর্বোত্তম পথ নির্দেশ। আয়াতের শেষবাক্যে সেদিকেই ইঙ্গিত। -অনুবাদক



♦ আল হিজৰ ♦

- 1 আলিফ-লাম-রা। এগুলো (আল্লাহর) কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত। *
- 2 একটা সময় আসবে, যখন কাফেরগণ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে, তারা যদি মুসলিম হয়ে যেত। *
- 3 (হে নবী!) তাদেরকে তাদের হালে ছেড়ে দাও- তারা খেয়ে নিক, ফুর্তি ওড়াক এবং অসার আশা তাদেরকে উদাসীন করে রাখুক। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে (প্রকৃত সত্য কী ছিল)। *
 1. এ আয়াত জানাচ্ছে, কেবল পানাহার করা ও দুনিয়ার মজা লুটাকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য বানিয়ে নেওয়া এবং তারই জন্য এমন লম্বা-চওড়া আশা করা, যেন দুনিয়াই আসল জীবন, এটা কাফেরদের কাজ। মুসলিম ব্যক্তি দুনিয়ায় জীবন যাপন করবে, আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত ভোগ করবে, কিন্তু দুনিয়াকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানাবে না। বরং পার্থিব সবকিছুকে আখেরাতের কল্যাণ আর্জনের জন্য ব্যবহার করবে। আখেরাতের কল্যাণ লাভ করার সর্বোত্তম উপায় হল শরণী বিধানাবলীর অনুসরণ।
- 4 আমি যে জনপদকেই ধ্বংস করেছি, তার জন্য একটা নির্দিষ্ট কাল লেখা ছিল। *
- 5 কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট কালের আগে ধ্বংস হয় না এবং সে কালকে অতিক্রমও করতে পারে না। *
- 6 তারা বলে, হে ওই ব্যক্তি, যার প্রতি এই উপদেশবাণী (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি নিশ্চিতরাপেই উন্মাদ। *
- 7 বাস্তবিকই যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের কাছে ফিরিশতা নিয়ে আস না কেন? *
- 8 আমি তো ফিরিশতা অবতীর্ণ করি কেবল যথার্থ মীমাংসা দিয়ে আর তখন তাদেরকে কোন সুযোগ দেওয়া হয় না। ৩ *
2. তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ফিরিশতা পাঠানোর যে ফরমায়েশ করত এটা তার উত্তর। উত্তরের সারমর্ম হল, যে সম্প্রদায়ের কাছে আমি কোন নবী পাঠিয়েছি তাদের কাছে সহসা ফিরিশতা অবতীর্ণ করি না। তা করি কেবল সেই সময় যখন সে সম্প্রদায়ের নাফরমানী সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করার ফায়সালা হয়ে যায়। সে ফায়সালার অধীনে ফিরিশতা পাঠিয়ে দেওয়া হলে তখন আর তারা ঈমান আনার ফুরসত পায় না। এ দুনিয়া তো এক পরীক্ষার জায়গ। এখানে যে ঈমান গ্রহণযোগ্য, সেটা হল ঈমান বিল গায়েব বা না দেখে বিশ্বাস। অর্থাৎ, মানুষ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তাআলার সন্তা ও তাঁর একত্ববাদকে শিরোধার্য করে নেবে। যদি গায়েবের সবকিছু চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া হয়, তবে পরীক্ষা হল কিসের?
- 9 বস্তুত এ উপদেশ বাণী (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর রক্ষাকর্তা। ৩ *
3. এ আয়তে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদিও কুরআন মাজীদের আগেও বহু আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল বিশেষ-বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য। এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। তাই আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করার গ্যারান্টি দেননি। সেগুলোকে হেফাজত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যেমন সূরা মায়েদায় (৫ : ৪৪) বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদ সর্বশেষ আসমানী কিতাব। কিয়ামতকাল পর্যন্ত এর কার্যকারিতা বলবৎ থাকবে। তাই আল্লাহ তাআলা এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এর ভেতর কোন রদবদলের সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ তাআলা এমনভাবে এ গুরুত্ব সংরক্ষণ করেছেন যে, ছোট-ছোট শিশুরা পর্যন্ত পূর্ণ কিতাব মুখচ্ছ করে নিজেদের বক্ষদেশে সুরক্ষিত করে রাখে। কথার কথা যদি শক্রগণ কুরআন মাজীদের সমস্ত কপি খতম করে ফেলে (নাউয়ুবিল্লাহ) তবুও ছোট-ছোট শিশুরাও এ কুরআন পুনরায় লিপিবদ্ধ করাতে পারবে এবং তাতে এক হরফেরও হেরফের হবে না। এটা কুরআন মাজীদের এক জীবন্ত মুজ্যা।
- 10 (হে নবী!) তোমার পূর্বেও আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে আমার রাসূল পাঠিয়েছি। *
- 11 তাদের কাছে এমন কোনও রাসূল আসেনি, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করেছে। *
- 12 আমি অপরাধীদের অন্তরে এ বিষয়টা এভাবেই ঢুকিয়ে দেই- ৩ *

4. 'এ বিষয়' দ্বারা কুরআন মাজীদকেও বোঝানো হতে পারে। অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ তাদের অন্তরে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু তাদের

অপৰাধমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে এর প্রতি ঈমান আন্বের তাওফীক তাদেরকে দেওয়া হয় না। অথবা এর দ্বারা তাদের ঠাট্টা-বিন্দুপের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের চরম অপৰাধ প্রবণতার কারণে তাদের অস্তরে মোহর করে দেওয়া হয়েছে এবং তাতে কুফর, অবাধ্যতা ও ঠাট্টা-বিন্দুপ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিণামে তারা ঈমান আন্বে পারবে না।

- 13 যে, তারা এর প্রতি ঈমান আন্বে না। পূর্ববর্তী লোকদের রীতিও এ রকমই চলে এসেছে। ✶
- 14 এবং আমি যদি (কথার কথা) তাদের জন্য আসমানের কোন দরজা খুলে দেই এবং তারা দিনের আলোতে তাতে চড়তে শুরু করে-
✿
- 15 তবুও তারা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়। ✶ ✶
5. অর্থাৎ, তারা যা-কিছু দাবী ও ফরমায়েশ করে তা কেবলই জেদপ্রসূত। কাজেই ফিরিষ্টা পাঠানো হলে তো দূরের কথা খোদ তাদেরকেই যদি আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, তবুও তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আন্বে না, বরং তাকে অঙ্গীকার করার জন্য কোনও না কোনও ছুতা বানিয়ে নেবে। বলবে, আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে।
- 16 আমি আসমানে বহু 'বুরাজ' ✶ তৈরি করেছি এবং দর্শকদের জন্য তাতে শোভা দান করেছি। ✶ ✶
6. 'বুরাজ'-এর প্রকৃত অর্থ দুর্গ। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসিসের মতে এখানে বুরাজ (جروج) দ্বারা গ্রহ-নক্ষত্র বোঝানো হয়েছে।
7. অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা সাজানো দেখা যায়। প্রকাশ থাকে যে, কুরআন মাজীদে (আকাশ) শব্দাটি স্থানভেদে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও এর দ্বারা সেই সাত আকাশের কোনও একটি বোঝানো হয়েছে, যে সম্পর্কে আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আন্বে না, বরং তাকে অঙ্গীকার করার জন্য কোনও না কোনও ছুতা বানিয়ে নেবে। বলবে, আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে। দৃশ্যত এখানেও তাই বোঝানেও উদ্দেশ্য।
- 17 এবং তাকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে সংরক্ষিত করে রেখেছি। ✶
- 18 তবে কেউ চুরি করে কিছু শোনার চেষ্টা করলে এক উজ্জ্বল শিখা তাকে ধাওয়া করে। ✶ ✶
8. কুরআন মাজীদে কয়েক জ্যায়গায় বলা হয়েছে, শয়তান আকাশে গিয়ে উর্ধ্বর্জগতের খবরাখবর সংগ্রহ করতে চায়। উদ্দেশ্য সেসব খবর অতীন্দ্রিয়বাদী ও জ্যোতিষীদেরকে সরবরাহ করা, যাতে তারা তার মাধ্যমে মানুষকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয় যে, তারা গায়েবী খবর জানতে পারে। কিন্তু আকাশে প্রবেশের দুয়ার তাদের জন্য পূর্ব থেকেই বন্ধ রয়েছে। তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের আগে শয়তানের আকাশের কাছাকাছি পৌঁছতে পারত এবং সেখান থেকে চুরি করে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করত। ঘটনাক্রমে কোনও একটু কথা কানে পড়ে গেলে তার সাথে অসংখ্য মিথ্যা মিলিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌঁছাত। এভাবে অতীন্দ্রিয়বাদীদের দু-একটি কথা ফলেও যেত। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের পর তাদের আকাশের কাছে যাওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হল। এখন তারা সে রকম চেষ্টা করলে ঘূলন্ত উল্কা ছুঁড়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আকাশে আমরা যে নক্ষত্র পতনের দৃশ্য দেখতে পাই, অনেক সময় তা এই শয়তান বিতাড়নেরই ব্যাপার হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ তাআলা সূরা জীনে আসবে।
- 19 এবং আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি এবং (তাকে স্থিত রাখার জন্য) তাতে পাহাড় স্থাপিত করেছি। ✶ আর তাতে সর্বপ্রকার বস্তু পরিমিতভাবে উদ্গত করেছি। ✶
9. কুরআন মাজীদের কয়েক জ্যায়গায় বলা হয়েছে, শুরুতে ভূমিকে যখন সাগরে বিছিয়ে দেওয়া হয়, তখন তা দুলছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে স্থির রাখার জন্য পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেন (দেখুন, সূরা নাহল ১৬ : ১৫)।
- 20 আর তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি তোমাদের জন্য এবং তাদের (অর্থাৎ সেই সকল মাখলুকের) জন্যও যাদের রিয়ক তোমরা দাও না। ✶ ✶
10. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলাই সকল সৃষ্টির রিয়কিদাতা। কোন কোন গৃহপালিত পশু-পাখি এমন আছে, বাহ্যিকভাবে মানুষ তাদের দানা-পানির যোগান দেয়, কিন্তু অধিকাংশ সৃষ্টিই এমন, যাদের জীবিকা সরবরাহে মানুষের কোন ভূমিকা নেই। এ আয়াতে আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং মানুষ বাহ্যিকভাবেও যাদের খাদ্যের বল্দোবস্ত করে না, তাদের জন্যও। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এ আয়াতের অন্য রকম তরজমারও অবকাশ আছে, যেমন 'আমি তোমাদের কল্যাণার্থে এতে (ভূমিতে) জীবিকার উপকরণও সৃষ্টি করেছি এবং সেই সব মাখলুকও সৃষ্টি করেছি, তোমরা যাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর না।' অর্থাৎ, মানুষ বাহ্যিকভাবেও যাদের

জীবিকার ব্যবস্থা করে না, অথচ তাদের দ্বারা উপকৃত হয়, যেমন শিকারের জন্ত, সেগুলোও আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করেছেন।

21 এবং এমন কোন (প্রয়োজনীয়) বস্তু নেই, যার ভাগ্নার আমার কাছে নেই, কিন্তু আমি তা অবতীর্ণ করি সুনির্দিষ্ট পরিমাণেই। ❁

22 এবং পাঠিয়েছি সেই বায়ু যা মেঘমালাকে করে পানিপূর্ণ, তারপর আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, তারপর আমি তা দ্বারা তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করি। তোমাদের সাধ্য নেই যে, তা সঞ্চয় করে রাখবে। ১১ ❁

11. অর্থাৎ শূন্যলোকে মেঘমালায় এবং নিচে নদ-নদী ও ভৃ-গর্ভে পানি সঞ্চয়ে তোমাদের কোন হাত নেই। তোমরা মেঘ তৈরি করতে বা তার থেকে ইচ্ছামত বৃষ্টি নামাতে কিংবা বৃষ্টিপাত বন্ধ করতে পার না। এমনিভাবে ভৃ-গর্ভের পানি যদি শুকিয়ে বা নিচে নেমে যায় তখনও তোমাদের কিছু করার থাকে না। বস্তু তিনিই নিজ অনুগ্রহে তোমাদের জন্য উপরে ও নিচে অফুরন্ত পানি সঞ্চিত রেখেছেন এবং তা দ্বারা তোমাদের সহজে উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। -অনুবাদক

23 আমিই জীবন দেই এবং আমিই মৃত্যু ঘটাই আর আমিই সকলের ওয়ারিশ। ১২ ❁

12. অর্থাৎ সকলের জীবন-মরণ আমারই হাতে। এক সময় সকলেরই মৃত্যু ঘটবে, কেবল আমিই জীবিত থাকব। তখন বাস্তবিক ও প্রকাশ্য সর্বতোভাবেই সমগ্রজগত আমার মালিকানায় এসে যাবে এবং সকলকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। -অনুবাদক

24 যারা তোমাদের আগে চলে গেছে, আমি তাদেরকেও জানি এবং যারা পেছনে রয়ে গেছে তাদেরকেও জানি। ১৩ ❁

13. এর দুই অর্থ হতে পারে (এক) তোমাদের আগে যে সব জাতি গত হয়েছে, আমি তাদের সম্পর্কেও অবগত এবং যে সকল জাতি ভবিষ্যতে আসবে তাদের অবস্থাদি সম্পর্কেও অবগত। (দুই) তোমাদের মধ্যে যেসব লোক সৎকাজে অগ্রগামী হয়ে অন্যদেরকে ছাড়িয়ে যায়, আমি তাদেরকেও জানি আর যারা পেছনে পড়ে থাকে তাদের সম্পর্কেও আমি খবর রাখি।

25 নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকই তাদেরকে হাশরে একত্র করবেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ❁

26 আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পচা কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি হতে ১৪ ❁

14. এর দ্বারা হ্যবরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার কথা বোঝানো হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা সুরা বাকারায় (২ : ৩, ৩৪) গত হয়েছে। ফেরেশতাদের সিজদা সম্পর্কিত জরুরী বিষয়াবলীও সেখানে বর্ণিত হয়েছে।

27 এবং তার আগে জিনদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম লু'র আগুন দ্বারা। ১৫ ❁

15. মানুষের আদি পিতা যেমন হ্যবরত আদম আলাইহিস সালাম, তেমনি জিনদের মধ্যে সর্বপ্রথম যাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তার নাম 'জান'। তাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল।

28 সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি শুকনো কাদার ঠনঠনে মাটি দ্বারা এক মানব সৃষ্টি করতে চাই। ❁

29 তাকে যখন পরিপূর্ণ রূপ দান করব এবং তাতে রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা সকলে তার সামনে সিজদায় পড়ে যেও। ❁

30 সুতরাং সমস্ত ফেরেশতা সিজদা করল- ❁

31 ইবলিস ব্যতীত। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অঙ্গীকার করল। ❁

32 আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! তোমার কি হল যে, সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না? ❁

- 33 সে বলল, আমি এমন (তুচ্ছ) নই যে, একজন মানুষকে সিজদা করব, যাকে আপনি পচা কাদার শুকনো ঠন্ঠনে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। *
- 34 আল্লাহ বললেন, তবে তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। কেননা তুই মরদূদ হয়ে গেছিস। *
- 35 কিয়ামতকাল পর্যন্ত তোমার উপর অভিশাপ পড়তে থাকবে। *
- 36 সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আমাকে সেই দিন পর্যন্ত (জীবিত থাকার) সুযোগ দিন, যখন মানুষকে পুনরুপ্তি করা হবে। *
- 37 আল্লাহ বললেন, আচ্ছা যা, তোকে অবকাশ দেওয়া হল- *
- 38 এমন এক কাল পর্যন্ত, যা আমার জানা আছে। ১৬ *
16. শয়তান হাশরের দিন পর্যন্ত অবকাশ চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার পরিবর্তে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন। আধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে, তা হল শিঙ্গায় প্রথমবার ফুঁ দেওয়ার কাল। যখন সমস্ত সৃষ্টির মৃত্যু ঘটবে। সুতরাং এ সময় শয়তানও মারা যাবে।
- 39 সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমাকে পথচার করলেন, তাই আমি কসম করছি যে, আমি মানুষের জন্য দুনিয়ার ভেতর আকর্ষণ সৃষ্টি করব ১৭ এবং তাদের সকলকে বিপথগামী করব। *
17. অর্থাৎ, এমন মনোমুক্তা সৃষ্টি করব, যা তাদেরকে নাফরমানী করতে উৎসাহ যোগাবে।
- 40 তবে আপনার সেই বান্দাদেরকে নয়, যাদেরকে আপনি নিজের জন্য বিশুদ্ধচিত্ত বানিয়ে নিয়েছেন। *
- 41 আল্লাহ বললেন, এটাই সেই সরল পথ, যা আমার পর্যন্ত পৌঁছে। ১৮ *
18. আল্লাহ তাআলা তখনই এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইখলাসের সাথে আল্লাহর আনুগত্যের পথই হল একমাত্র সরল পথ। যারা এ পথ অবলম্বন করবে, তারা সোজা আমার কাছে পৌঁছে যাবে। শয়তানের ছল-চাতুরী তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অথবা এর অর্থ, এটাই আমার সরল পথ ও সুস্পষ্ট নীতি যে, যারা আমার অনুগত বান্দা হবে তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা ও চালাকি চলবে না। আমি তাদেরকে তোমার ছলনা থেকে রক্ষা করব।
- 42 জেনে রাখিস, যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোর কোনও ক্ষমতা চলবে না। ১৯ তবে যারা তোর অনুগামী হবে সেই বিদ্রান্তদের কথা ভিন্ন। *
19. ‘আমার বান্দা’ বলতে সেই সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার পথে চলতে স্থির সংকল্প এবং সে পথে চলার জন্য তাঁরই কাছে সাহায্য চায়। এরূপ লোকদের উপর শয়তানের ক্ষমতা না চলার অর্থ, যদিও শয়তান তাদেরকেও বিপথগামী করার চেষ্টা করবে, কিন্তু তারা তাদের ইখলাসের বদলীতে আল্লাহ তাআলার দয়া ও সাহায্য লাভ করবে। ফলে তারা শয়তানের ফাঁদে পড়বে না।
- 43 একপ সকলেরই নির্ধারিত ঠিকানা হল জাহানাম। *
- 44 তার সাতটি দরজা। প্রত্যেক দরজার জন্য তাদের (অর্থাৎ জাহানামীদের) একেকটি দলকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। *
- 45 (অন্য দিকে) মুস্তাকীগণ থাকবে উদ্যানরাজি ও প্রস্তবণের মাঝে। *
- 46 (তাদেরকে বলা হবে-) তোমরা এতে (অর্থাৎ উদ্যানসমূহে) প্রবেশ কর নিরাপদে ও নির্ভয়ে। *
- 47 তাদের অন্তরে যে দুঃখ-বেদনা থাকবে তা দূর করে দেব। ২০ তারা ভাই-ভাই রূপে মুখোমুখি হয়ে উঁচু আসনে আসীন হবে। *

20. অর্থাৎ, দুনিয়ায় তাদের মধ্যে পারম্পরিক কোন দুঃখ-বেদনা থেকে থাকলে জান্মাতে পৌঁছার পর তাদের অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলা তা দূর করে দেবেন।

- 48 সেখানে তাদেরকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করবে না এবং তাদেরকে সেখান থেকে বের করেও দেওয়া হবে না। *
- 49 আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও, নিশ্চয় আমিই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *
- 50 এবং এটাও জানিয়ে দাও যে, আমার শাস্তি মর্মন্ত্ব শাস্তি। *
- 51 এবং তাদেরকে ইবরাহীমের অতিথিদের কথা শুনিয়ে দাও। ১১ *
21. অতিথি দ্বারা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে প্রেরিত ফিরিশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উপরে বলা হয়েছিল, আল্লাহ তাআলার রহমত যেমন সর্বব্যাপী, তেমনি তাঁর শাস্তিও অতি কঠোর। সুতরাং কারণ আল্লাহ তাআলার রহমত থেকেও নিরাশ হওয়া উচিত নয় এবং তার শাস্তি থেকেও নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিক নয়। সেই পটভূমিতেই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে আগত অতিথিদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এ ঘটনায় যেমন আল্লাহ তাআলার রহমতের তেমনি তাঁর কঠিন শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। রহমতের বিষয় হল, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তার পুত্র হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ দান। ফিরিশতাগণ যখন তাঁর কাছে এ সুসংবাদ নিয়ে আসেন, তখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। সুতরাং এ সুসংবাদ এক বিবাটি রহমত বৈ কি! আর শাস্তির ব্যাপার হল এই যে, আগত এই ফিরিশতাদের মাধ্যমে হযরত লৃত আলাইহিস সালামের কওমের উপর আঘাত নাখিল করা হয়েছিল। ঘটনাটি সূরা হুদে (১১: ৬৯-৮৩) কিছুটা বিস্তারিতভাবে গত হয়েছে। সেখানে এই সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক পরিষ্কার করা হয়েছে।
- 52 সেই সময়ের কথা, যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল ও সালাম করল। ইবরাহীম বলল, আমরা তো তোমাদের আগমনে ভীত। ১১ *
22. সূরা হুদে বলা হয়েছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদেরকে মানুষ মনে করেছিলেন। তাই তাদের আতিথেয়তার লক্ষ্যে বাচুরের ভূনা গোশত পেশ করেছিলেন, কিন্তু তারা খাওয়া হতে বিরত থাকলেন। তখনকার আঞ্চলিক রেওয়াজ অনুযায়ী এটা শক্রতার আলামত ছিল। এরাপ দেখা গেলে মনে করা হত, তারা কোন দূরভিসন্ধি নিয়ে এসেছে। এ কারণেই তাঁর ভয় লেগেছিল।
- 53 তারা বলল, ভয় পাবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্র (-এর জন্মগ্রহণ) এর সুসংবাদ দিচ্ছি। *
- 54 ইবরাহীম বলল, তোমরা আমাকে এই সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন বার্ধক্য আমাকে আচছন্ন করেছে? তোমরা কিসের ভিত্তিতে আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ? *
- 55 তারা বলল, আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিয়েছি। সুতরাং যারা নিরাশ হয়, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। *
- 56 ইবরাহীম বলল, পথপ্রস্তরগণ ছাড়া আর কে নিজ প্রতিপালকের রহমত থেকে নিরাশ হয়? *
- 57 (তারপর) তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর প্রেরিত ফিরিশতাগণ! আপনাদের পরবর্তী বিশেষ কাজ কী? *
- 58 তারা বলল, আমাদেরকে এক অপরাধী সম্পদাঘের বিরুদ্ধে পাঠানো হয়েছে (তাদের প্রতি আঘাত নাখিল করার জন্য)- *
- 59 তবে লুতের পরিবারবর্গ ছাড়া। তাদের সকলকে আমরা রক্ষা করব। *
- 60 কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়। আমরা স্ত্রী করেছি, (শাস্তির লক্ষ্যবস্তু হওয়ার জন্য) যারা পেছনে থেকে যাবে সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *
- 61 সুতরাং ফিরিশতাগণ যখন লুতের পরিবারবর্গের কাছে আসল- *

62

তখন লৃত বলল, আপনাদেরকে অপরিচিত মনে হচ্ছে! ২৩ *

23. হ্যরত লৃত আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়ের কু-স্বভাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তারা বহিরাগতদেরকে নিজেদের লালসার শিকার বানাতে চাইত। সঙ্গত কারণেই তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। হ্যরত লৃত আলাইহিস সালামের এই দুশ্চরিত্ব সম্প্রদায়ের ঘটনা সংক্ষেপে সূরা আরাফ (৭ : ৮০)-এর টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

63

তারা বলল, না; বরং তারা যে (আয়াব) সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত, আমরা আপনার কাছে সেটাই নিয়ে এসেছি। *

64

আমরা আপনার কাছে অনড় ফায়সালা নিয়ে এসেছি এবং নিশ্চিত থাকুন, আমরা সত্যবাদী। *

65

সুতরাং আপনি রাতের কোনও এক অংশে নিজ পরিবারবর্গকে নিয়ে বের হয়ে পড়ুন এবং নিজে তাদের পিছনে পিছনে চলুন। ২৪ আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছনে ফিরে না দেখে এবং আপনাদেরকে যেখানে যাওয়ার হ্রকুম দেওয়া হয়েছে, সেখানকার উদ্দেশ্যে চলতে থাকুন। *

24. পেছনে থেকে যাতে সকল সঙ্গীর তত্ত্বাবধান করতে পারেন, সেজন্যই হ্যরত লৃত আলাইহিস সালামকে সকলের পেছনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর বিশেষত সকলের প্রতি যেহেতু নির্দেশ ছিল, যেন কেউ পিছনে ফিরে না দেখে, তাই হ্যরত লৃত আলাইহিস সালামের পিছনে থাকাই দরকার ছিল, যাতে কারও এ হ্রকুম অমান্য করার সাহস না হয়।

66

এবং (এভাবে) আমি লৃতের কাছে আমার এই ফায়সালা পোঁছিয়ে দিলাম যে, ভোর হওয়া মাত্র তাদেরকে নির্মূল করে ফেলা হবে। *

67

নগরবাসীগণ আনন্দে উৎকুল্প হয়ে (লৃতের কাছে) চলে আসল। ২৫ *

25. ফিরিশতাগণ অত্যন্ত সুদর্শন ঘুবকের বেশে এসেছিলেন। তা শুনে নগরের লোক নিজেদের কু-বাসনা চারিতার্থ করার লক্ষ্যে সোল্লাসে ছুটে আসল, যেমনটা হ্যরত লৃত আলাইহিস সালামের আশঙ্কা ছিল।

68

লৃত (তাদেরকে) বলল, এরা আমার অতিথি। সুতরাং আমাকে বেইজ্জত করো না। *

69

এবং আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে হেয় করো না। *

70

তারা বলল, আমরা কি আপনাকে আগেই দুনিয়াশুন্ধ লোককে মেহমান বানাতে নিষেধ করে দেইনি? *

71

লৃত বলল, তোমরা যদি আমার কথা অনুযায়ী কাজ কর, তবে এই যে আমার কন্যাগণ (তোমাদের বিবাহধীন) রয়েছে। ২৬ *

26. উম্মতের নারীগণ সংশ্লিষ্ট নবীর রহন্তি কন্যা হয়ে থাকে। হ্যরত লৃত আলাইহিস সালাম সেই দুর্ব্লদেরকে নয়তার সাথে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, তোমাদের ঘরে তে তোমাদের স্ত্রীরা রয়েছে, যারা আমার রহন্তি কন্যা। তোমরা তোমাদের কামেচ্ছা তাদের দ্বারাই পূরণ করতে পার আর সেটাই এ কাজের স্বভাবসিদ্ধ ও পবিত্র পন্থা।

72

(হে নবী!) তোমার জীবনের শপথ! প্রকৃতপক্ষে ওই সব লোক নিজেদের মন্ততায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিল। *

73

সুতরাং সুর্যোদয় হওয়া মাত্রই মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল। *

74

অনন্তর আমি সে ভুখগুটিকে উলিটয়ে উপর-নিচ করে দিলাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির পাথর-ধারা বর্ষণ করলাম। *

75

বন্ধু এসব ঘটনার ভেতর বহু নির্দর্শন আছে তাদের জন্য, যারা শেখার দৃষ্টি দিয়ে দেখে। *

76

এ জনপদটি এমন এক পথের উপর অবস্থিত, যাতে সর্বদা লোক চলাচল রয়েছে। ২৭ *

27. হযরত লৃত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় জর্ডানের মুত সাগরের আশেপাশে বাস করত। আরবের লোক যখন শামের সফর করত, তখন তাদের যাতায়াত পথে সে সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষ পড়ত।

77 নিচয়ই এর মধ্যে মুমিনদের জন্য নির্দর্শন আছে। *

78 আয়কার বাসিন্দাগণ (-ও) বড় জালেম ছিল। **

28. 'আয়ক' অর্থ নিবিড় বনভূমি। হযরত শুআইব আলাইহিস সালামকে যে সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাদের বসতি এ রকমই একটি বন-সংলগ্ন ছিল। কোন কোন মুফাসসির বলেন, জনপদটির নাম ছিল 'মাদয়ান'। কেউ বলেন, মাদয়ান ও আয়কা দুটি পৃথক জনপদ। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম উভয় এলাকারই নবী ছিলেন। আয়কাবাসীদের ঘটনা সূরা আরাফে (৭ : ৮৫-৯৩) গত হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য সেখানকার টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য)।

79 ফলে আমি তাদের থেকেও প্রতিশোধ নিয়েছি। উভয় সম্প্রদায়ের বাসভূমি প্রকাশ্য রাজপথের পাশে অবস্থিত। ***

29. উভয় বলতে হযরত লৃত আলাইহিস সালাম ও হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের বসতি দুটিকে বোঝানো হয়েছে। যেমন উপরে বলা হয়েছে, হযরত লৃত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় বাস করত মুত সাগরের আশেপাশে আর হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের বাসভূমি 'মাদয়ান'-ও জর্দনেই অবস্থিত ছিল। শামের যাতায়াত পথে আরববাসী এ জনপদ দুটির উপর দিয়েই আসা-যাওয়া করত।

80 হিজরবাসীগণও রাসূলগণকে অঙ্গীকার করেছিল। %# ৩০%# *

30. 'হিজর' হল ছামুদ জাতির বাসভূমি, মদীনা ও শামের মাঝখানে অবস্থিত। এখনও তার ধ্বংসাবশেষ পথিকদের দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল। এ জাতির ঘটনাও সূরা আরাফে (৭ : ৭৩-৭৯) চলে গেছে। তাদের অবস্থা জানার জন্য সংশ্লিষ্ট আয়তসমূহ ও তার টীকা দেখুন।

81 আমি তাদেরকে আমার নির্দর্শনাবলী দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল। *

82 তারা পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত নিরাপদ বাসের জন্য। *

83 পরিশেষে ভোরবেলা এক মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল। *

84 পরিণাম হল এই, তারা যে শিল্পকর্ম দ্বারা রোজগার করত, তা তাদের কোনও কাজে আসল না। *

85 আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এর মাঝখানে যা-কিছু আছে, তা যথাযথ উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি ৩১ এবং কিয়ামত অবশ্যভাবী। সুতরাং (হে নবী! তাদের আচার-আচরণকে) উপেক্ষা কর সৌন্দর্যমণ্ডিত ৩২ উপেক্ষায়। *

31. উপেক্ষা করার অর্থ এ নয় যে, তাদের মধ্যে দাওয়াতী কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হবে। বরং বোঝানো উদ্দেশ্য, তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব আপনার নয়। মর্কী জীবনে তাদের সাথে যুদ্ধ করার তো নয়ই, এমনকি তারা যে জুলুম-নির্যাতন চালাত তার প্রতিশোধ গ্রহণেরও অনুমতি ছিল না। বরং হকুম ছিল ক্ষমা প্রদর্শনের, অর্থাৎ, এখন তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাক। এভাবে কষ্ট-ক্লেশের চুল্লিতে ঝালাই করে মুসলিমদের আখলাক-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা হচ্ছিল।

32. বিশ্বজগত সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল আখেরাতে পুণ্যবানদেরকে পুরস্কৃত করা এবং পাপীদেরকে শাস্তি দেওয়া। সেই দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে, কাফেরদের কর্মকাণ্ডের কোন দায় আপনার উপর নেই। আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদের ফায়সালা করবেন।

86 নিচয়ই তোমার প্রতিপালকই সকলের স্টার্ট, সব কিছুর জ্ঞাতা। *

87 আমি তোমাকে এমন সাতটি আয়ত দিয়েছি, যা বারবার পড়া হয় ৩৩ এবং দিয়েছি মর্যাদাপূর্ণ কুরআন। *

33. এর দ্বারা সূরা ফাতিহার সাত আয়ত বোঝানো হয়েছে। প্রতি নামাযে তা বারবার পড়া হয়। এস্থলে বিশেষভাবে সূরা ফাতিহার কথা বলার কারণ খুব সন্তুষ্ট এই যে, এ সূরার আয়ত আলাইহু নিস্সেন্স লালাই প্রেরণ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। এর মাধ্যমে বান্দাকে শেখানো হয়েছে, সে যেন প্রতিটি জিনিস আলাই তাআলার কাছেই চায়। তো এ সূরার বরাত দিয়ে যেন নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে, যখন কোন মুসিবত বা দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয়, তখন আলাই তাআলার দিকে রুজু হয়ে তাঁরই কাছে সাহায্য চাবে এবং 'সীরাতে মুস্তাকীম'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাঁরই কাছে দু'আ করবে।

88 আমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিভিন্ন লোককে মজো লোটার যে উপকরণ দিয়েছি, তুমি তার দিকে চোখ তুলে তাকিও না এবং তাদের প্রতি মনোক্ষুণ্ণ হয়ো না। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য তোমার (বাংসল্যের) ডানা নামিয়ে দাও। *

89 এবং (যারা কুফরে লিপ্ত তাদেরকে) বলে দাও, আমি তো কেবল এক স্পষ্টভাষী সতর্ককারী। *

90 কুরআন মাজীদের মাধ্যমে এ সতর্কবাণী আমি নাফিল করেছি সেভাবেই,) যেমন নাফিল করেছিলাম সেই বিভক্তকারীদের প্রতি- *

91 যারা (তাদের) পাঠ্য কিতাবকে খন্দ-বিখণ্ড করেছিল। ৩৪ *

34. এর দ্বারা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা তাদের কিতাবকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছিল। অর্থাৎ, কিতাবের যে বিধান তাদের ইচ্ছামত হত তা মানত এবং যে বিধান ইচ্ছামত হত না, তা অমান্য করত।

92 সুতরাং তোমার প্রতিপালকের কসম! আমি এক-এক করে তাদের সকলকে প্রশং করব- *

93 তারা যা-কিছু করত সে সম্পর্কে, *

94 সুতরাং তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ করা হচ্ছে, তা প্রকাশ্যে মানুষকে শুনিয়ে দাও। ৩৫ (তথাপি) যারা শিরক করবে তাদের পরওয়া করো না। *

35. এটাই সেই আয়ত, যার মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে দাওয়াত ও প্রচার কার্যের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর আগে তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম চলছিল গোপনে।

95 নিশ্চয় আমিই তোমার পক্ষ হতে বিদ্রূপকারীদের সাথে নিষ্পত্তির জন্য যথেষ্ট- *

96 যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদ প্রতিষ্ঠা করেছে। সুতরাং শীঘ্ৰই তারা জানতে পারবে। *

97 নিশ্চয়ই আমি জ্ঞান তারা যে সব কথা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়। *

98 (তার প্রতিকার এই যে,) তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তার তাসবীহ পাঠ করতে থাক এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাক। ৩৬ *

36. অর্থাৎ তাদের হঠকারিতায় মন খারাপ লাগলে আল্লাহ তাআলার যিকর ও তাসবীহ এবং নামাযে রত হও। কেননা যিকর ও ইবাদত দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি আসে, মনের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হয়। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, যে কোন সংকট ও দুর্যোগ দেখা দিলে তিনি নামাযে লেগে যেতেন। -অনুবাদক

99 এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাক যাবত না যার আগমন সুনিশ্চিত তোমার কাছে তা এসে যায়। ৩৭ *

37. এর দ্বারা 'মৃত্যু' বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, সারা জীবন আল্লাহর ইবাদতে লেগে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা ওফাতের মাধ্যমে নিজের কাছে ডেকে নেন।



♦ আন নাহল ♦

১ আল্লাহর হৃকুম এসে গেছে। কাজেই তার জন্য তাড়াছড়া করো না। তারা যে শিরক করছে, তিনি তা থেকে পবিত্র ও সমুচ্ছ। *

১. আরবী ভাষার বাকরীতি অনুযায়ী এটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ বাক্য। ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবেই ঘটবে একপ ঘটনাকে আরবীতে অতীত ক্রিয়ায় ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। এর শক্তি ও প্রভাব অন্য কোন ভাষায় আদায় করা খুবই কঠিন। এস্থলে যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার পটভূমি এই, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাফেরদেরকে বলতেন, কুফর করতে থাকলে তার পরিণামে আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর আযাব নাযিল করবেন এবং মুসলিমদেরকে বিজয়ী করবেন, তখন তারা ঠাট্টাচ্ছলে বলত, আল্লাহ তাআলা যদি আযাব নাযিল করেনই, তবে তাকে বলুন যেন এখনই তা নাযিল করেন। এই বলে তারা বোঝাতে চাচ্ছিল, শাস্তির শাসানি ও মুসলিমদের জয়লাভের প্রতিশ্রূতি তাঁর মনগড়া কথা, এর কোন বাস্তবতা নেই (নাউয়ুবিল্লাহ)। তাদের সে বাঙ্গ-বিদ্যুপের উত্তর দ্বারাই সুরাটির সূচনা হয়েছে। বলা হয়েছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রেরিত্যর শাস্তি ও মুসলিমদের জয়লাভের যে সংবাদকে তোমরা অসম্ভব মনে করছ, প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ তাআলার অনড় ফায়সালা এবং তা এতটা নিশ্চিত, যেন তা ঘটেই গেছে। সুতরাং তোমরা তার আগমনের জন্য তাড়া দেখানোর ছলে তার প্রতি বাঙ্গ প্রদর্শন করো না। [কেননা তা তোমাদের মাথার উপর খাড়া রয়েছে। পৰবতী বাক্যে এ শাস্তির অবশ্যস্তাবী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে অন্যকে শরীক করে থাক। অথচ আল্লাহ তাআলা যে কোনও রকমের অংশীদারিত্ব থেকে কেবল পবিত্রই নন, বরং তিনি তার বহু উর্ধ্বে। সুতরাং কাউকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করা তাঁর প্রতি চরম অমর্যাদা প্রকাশের নামান্তর। বিশ্ব-জগতের সুষ্টিকর্তাকে অসম্মান করার অনিবার্য পরিণাম তো এটাই যে, যে ব্যক্তি তাঁকে অসম্মান করবে তার উপর আযাব প্রতিত হবে।] (তাফসীরুল মাহাইমা, ১ম খণ্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)

২ তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নিজ হৃকুমে রুহ (অর্থাৎ প্রাণ সঞ্চারক ওয়াই) সহ ফিরিশতা অবতীর্ণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর (অন্য কাউকে নয়)। *

২. রুহ দ্বারা 'ওয়াই' বোঝানো হয়েছে, যেমন অন্যত্র কুরআন মাজীদকেও রুহ বলা হয়েছে। সূরা শূরায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-
أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ وَرُوحٌ مِّنْ رُوحِنَا
আমার নিদেশে ওয়াইরুপে তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক রুহ, অর্থাৎ কুরআন (সূরা শূরা ৪২ : ৫২)। ওয়াই ও কুরআনকে রুহ বলা হয়েছে এর
সম্মিলনী শক্তির কারণে। রুহ যেমন দেহকে জীবিত করে তোলে, তেমনি ওয়াই ও কুরআন ও মানুষের মৃত আত্মায় জীবন সঞ্চার করে। -
অনুবাদক

৩ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথার্থ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে। *

৪ তিনি মানুষকে শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সহসা সে প্রকাশ্য বিতণ্ণার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। ৩ *

৩. অর্থাৎ, মানুষের সারবস্তা তো কেবল এই যে, সে এক অপবিত্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি। কিন্তু সে যখন একটু বাকশক্তি লাভ করল, অমনি সে যেই
মহান সন্তা তাকে অপবিত্র বিন্দু থেকে এক পূর্ণাঙ্গ মানব বানিয়েছেন এবং তাকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা দান করেছেন, তাঁর সাথে
অন্যকে শরীক করে রীতিমত তার সাথে ঝাগড়া শুরু করে দিল।

৫ তিনিই চতুর্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে তোমাদের জন্য শীত থেকে বাঁচার উপকরণ ৪ এবং তা ছাড়া আরও বহু উপকার
রয়েছে এবং তা থেকেই তোমরা খেঁয়েও থাক। *

৪. অর্থাৎ, তোমরা চতুর্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা এমন পোশাক তৈরি কর, যা তোমাদেরকে শীত থেকে রক্ষা করে।

৬ তোমরা সন্ধ্যাকালে যখন সেগুলোকে বাঢ়িতে ফিরিয়ে আন এবং ভোরবেলা যখন সেগুলোকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তার
ভেতর তোমাদের জন্য দৃষ্টিনির্দন শোভাও রয়েছে। *

৭ এবং তারা তোমাদের ভাব বয়ে নিয়ে যায় এমন নগরে, যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট ছাড়া তোমরা পোঁছতে পারতে না। প্রকৃতপক্ষে
তোমাদের প্রতিপালক অতি মমতাময়, পরম দয়ালু। *

৮ এবং ঘোড়া, খচর ও গাধা তিনিই সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে আরোহণ করতে পার এবং তা তোমাদের শোভা হয়। তিনি
সৃষ্টি করেন এমন বহু বাহন আছে, যে সম্পর্কে এখন তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। এভাবে এ আয়াত আমাদের

জ্ঞানাচ্ছে, যদিও বাহন হিসেবে এখন তোমরা ঘোড়া, খচর ও গাধাই ব্যবহার করছ, কিন্তু ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলা নতুন-নতুন বাহন সৃষ্টি
করবেন। সুতরাং কুরআন নাযিলের পর থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যে সব বাহন আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন মোটর গাড়ি, বাস, রেল,
উড়োজাহাজ, স্টিমার ইত্যাদি কিংবা কিয়ামত পর্যন্ত আরও যা-কিছু আবিষ্কৃত হবে তা সবই এ আয়াতের মধ্যে এসে গেছে। আরবী
ব্যাকরণের আলোকে এ আযাতের তরজমা এভাবেও করা যায়- 'তিনি এমন সব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যে সম্পর্কে তোমরা এখনও জান না!' এ
তরজমা দ্বারা বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়।

৯ সরল পথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার। আর আছে বহু বাঁকা পথ। তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে সরল পথে পরিচালিত করতেন। ❖

৬. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানুষকে যেমন দুনিয়ার পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য এসব বাহন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি আধেরাতের রাহনী সফরের জন্য তিনি সরল পথ দেখানোর দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। কেননা মানুষ এর জন্য বহু বাঁকা পথ তৈরি করে রেখেছে। তা থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল পাঠ্যান ও কিতাব নাফিল করেন এবং তাদের মাধ্যমে মানুষকে সরল সেজা পথ দেখিয়ে দেন। তবে কাউকে তিনি জবরদস্তি-মূলকভাবে এ পথে পরিচালিত করেন না। ইচ্ছা করলে তাও করতে পারতেন। কিন্তু তা করেন না এজন্য যে, তিনি চান মানুষ তাঁর প্রদর্শিত পথে জবরদস্তি-মূলকভাবে নয়; বরং স্বেচ্ছায় ও সত্ত্বানে চলুক। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নিজ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষকে পথ দেখানোর ব্যবস্থা করেই ক্ষমত্ব হয়েছেন।

১০ তিনিই সেই সন্তা, যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, যা থেকে তোমাদের পানীয় লাভ হয় এবং তা থেকেই জন্মায় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা পশু চরাও। ❖

১১ তা দ্বারাই তিনি তোমাদের জন্য ফসল, যায়তুন, খেজুর গাছ, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করেন। এ নিশ্চয়ই যারা চিন্তা করে, তাদের জন্য এসব বিষয়ের মধ্যে নির্দশন আছে। ❖

৭. ফসল দ্বারা সেই সব শস্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা মানুষ দৈনন্দিন খাদ্যরূপে ব্যবহার করে, যেমন গম, চাল, তরি-তরকারি ইত্যাদি। যায়তুন হল সেই সকল বস্তুর একটা নমুনা, যা খাদ্য প্রস্তুত ও তা সুস্থান্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। আর খেজুর, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল দ্বারা সেই সব জিনিসের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যা বাড়তি ভোগ-সৌধিনতায় কাজে আসে।

১২ তিনি দিন-রাত ও চন্দ-সূর্যকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। নক্ষত্রাজি ও তাঁর নির্দেশে কর্মরত রয়েছে। নিশ্চয়ই এর ভেতর বহু নির্দশন আছে সেই সকল লোকের জন্য, যারা বুদ্ধি কাজে লাগায়। ❖

১৩ এমনিভাবে তিনি তোমাদের জন্য রঙ-বেরঙের যে বস্তুরাজি পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাও তাঁর নির্দেশে কর্মরত রয়েছে। নিশ্চয়ই যারা শিক্ষাগ্রহণ করে, সেই সব লোকের জন্য এর মধ্যে নির্দশন আছে। ❖

১৪ তিনিই সেই সন্তা, যিনি সমুদ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা গোশত ৮ থেতে পার এবং তা থেকে আহরণ করতে পার অলংকার, যা তোমরা পরিধান কর ৯ এবং তোমরা দেখতে পাও তাতে পানি কেটে কেটে নৌযান চলাচল করে, যাতে তোমরা সন্ধান করতে পার আল্লাহর অনুগ্রহ এবং যাতে তোমরা শোকুর গোজার হয়ে যাও। ১০ ❖

৮. এর দ্বারা মাছের গোশত বোঝানো হয়েছে।

৯. সাগর থেকে মণি-মুক্তা আহরণ করা হয়, যা অলংকারাদিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১০. অর্থাৎ, সাগর পথে বাণিজ্য-ব্রহ্মণ করে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও। কুরআন মাজীদে 'আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান'-এর পরিভাষাটি বিভিন্ন আয়াতে 'ব্যবসা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দেখুন সূরা বাকারা (২ : ১৬৮), সূরা বৰী ইসরাইল (১৭ : ১২, ৬৬), সূরা কাসাস (২৮ : ৭৩), সূরা রুম (৩০ : ৪৬), সূরা ফাতির (৩৫ : ১২), সূরা জাহিয়া (৪৫ : ১২), সূরা জ্যুমুআ (৬২ : ১০) ও সূরা মুয়াম্রিল (৭৩ : ২০)। তেজোরতকে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ সাব্যস্ত করার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য যদি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করা হয়, তবে ইসলামে তা পছন্দনীয় কাজ। দ্বিতীয়ত এ পরিভাষা দ্বারা ব্যবসায়ীদেরকে বোঝানো হচ্ছে যে, ব্যবসায় যে মুনাফা অর্জিত হয়, তা মূলত আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, কেবল ব্যবসায়ীর চেষ্টার ফসল নয়। কেননা মানুষ যতই চেষ্টা করুক, যদি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ না থাকে, তবে তা কখনই ফলপ্রসূ হতে পারে না। সুতরাং ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ অর্জিত হলে তাকে নিজ চেষ্টার্জিত মনে করে অহমিকা দেখানো সমীচীন নয়; বরং আল্লাহ তাআলার দান মনে করে তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত।

১৫ এবং তিনি পৃথিবীতে পাহাড়ের ভার স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাদের নিয়ে দোল না খায় ১১ এবং নদ-নদী ও পথ তৈরি করেছেন, যাতে তোমরা গত্বযস্ত্বে পৌঁছতে পার। ❖

১১. প্রথমে পৃথিবীকে যখন সাগরের উপর স্থাপন করা হয়েছিল, তখন পৃথিবী দোল খাচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা পাহাড় দ্বারা তা স্থির করে দেন। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা জানা যায়, এখনও বড়-বড় মহাদেশ সাগরের পানির উপর ঈষৎ নড়াচড়া করছে। কিন্তু সে নড়াচড়া অত্যন্ত মৃদু, যা মানুষ টের পায় না।

১৬ এবং (পথ চেনার সুবিধার্থে) বহু আলামত তৈরি করেছেন, তাছাড়া মানুষ নক্ষত্র দ্বারা পথ চিনে নেয়। ❖

১৭ সুতরাং বল, যেই সন্তা (এতসব বস্তু) সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার সমান হতে পারেন, যে কিছুই সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? ❖

18 তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুণতে শুরু কর, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। বন্ধুত আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১২ ❁

12. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার নিয়ামত যখন এত বিপুল, যা গণ্য সম্ভব নয়, তখন তার তো দাবী ছিল মানুষ সর্বক্ষণ আল্লাহ তাআলার শোকর আদায়ে লিপ্ত থাকবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানেন, মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তাই তিনি তাদের সঙ্গে মাগফিরাত ও রহমত সুলভ আচরণ করেন এবং তাদের দ্বারা শোকর আদায়ে যে কমতি ঘটে তা ক্ষমা করে দেন। তবে তিনি এটা অবশ্যই চান যে, মানুষ তাঁর আহকাম মোতাবেক জীবন যাপন করবে এবং প্রকাশ্য ও গোপন সর্বাবস্থায় তাঁর অনুগত হয়ে চলবে। এজন্য সর্বদা তার অন্তরে এ চেতনা জাগ্রত রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি কাজ জানেন, চাই সে তা প্রকাশ্যে করুক বা গোপনে। সুতরাং পরবর্তী আয়তে এ সত্যই ব্যক্ত হয়েছে।

19 তোমরা যা গোপনে কর তা আল্লাহ জানেন এবং তোমরা যা প্রকাশ্যে কর তাও। ❁

20 তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে (অর্থাৎ যে সব দেব-দেবীকে) ডাকে, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। তাদের নিজেদেরই তো সৃষ্টি করা হয়। ❁

21 তারা নিষ্প্রাণ। তাদের ভেতর জীবন নেই। তাদেরকে কখন জীবিত করে উঠানো হবে সে বিষয়েও তাদের কোন চেতনা নেই। ১৩ ❁

13. এর দ্বারা তারা যাদের পূজ্য করত সেই প্রতিমাদের বোঝানো হয়েছে। বলা হচ্ছে, তারা অন্যকে সৃষ্টি করবে কি, নিজেরাই তো অন্যের হাতে তৈরি। তাদের না আছে জ্ঞান, না জীবন। তাদের একথাও জ্ঞান নেই যে, মৃত্যুর পর তাদের পূজারীদেরকে কবে পুনরুজ্জীবিত করা হবে?

22 তোমাদের মাবুদ একই মাবুদ। সুতরাং যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের অন্তরে অবিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তারা অহমিকায় লিপ্ত। ❁

23 এটা সুনিশ্চিত যে, তারা যা গোপনে করে তা আল্লাহ জানেন এবং তারা যা প্রকাশ্যে করে তাও। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীকে পচ্ছন্দ করেন না। ১৪ ❁

14. আল্লাহ তাআলা যেহেতু অহংকারীদেরকে পচ্ছন্দ করেন না তাই তিনি অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দেবেন। আর সেজন্য আখেরাতের অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য। কাজেই আখেরাতকে অঙ্গীকার করার কোনও কারণ নেই।

24 যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের প্রতিপালক কী বিষয় অবতীর্ণ করেছেন? তারা বলে বিগতদের গল্প! ❁

25 (এসবের) পরিগাম হল এই যে, কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের (কৃত গুনাহের) পরিপূর্ণ ভারও বহন করবে এবং তাদেরও ভারের একটা অংশ, যাদেরকে তারা কোনরূপ জ্ঞান ব্যতিরেকে বিপথগামী করছে। ১৫ অরণ রেখ, তারা যা বহন করছে তা অতি মন্দ। ❁

15. অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তাআলার কালামকে গল্প-গুজব সাব্যস্ত করে যাদেরকে বিপথগামী করেছিল, তারা তাদের প্রভাব-বলয়ে থেকে যেসব গুনাহ করত, তার বোঝাও তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

26 তাদের পূর্ববর্তী নোকেও চক্রান্ত করেছিল। পরিণামে তারা যে (ষড়যন্ত্রের) ইমারত নির্মাণ করেছিল, আল্লাহ তার ভিত্তিমূল উপড়ে ফেললেন ফলে উপর থেকে ছাদও তাদের উপর ধ্বসে পড়ল। আর এমন স্থান থেকে তাদের উপর আয়াব আপত্তি হল, যা তারা টের করতেই পারছিল না। ১৬ ❁

16. অর্থাৎ মক্কাবাসীদের আগেও বহু জাতি তাদের নবীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং আল্লাহর জ্যোতিকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের সাধ্যমত সবকিছুই করেছিল, কিন্তু পরিণামে এমনভাবে তাদের উপর আল্লাহর আয়াব এসে পড়েছিল, যা ছিল তাদের ধারণার অতীত। এটাই সর্বকালে আল্লাহ তাআলার নীতি। নবীগণ এবং তাদের যথার্থ অনুসারীগণ যখন দাওয়াতী কার্যক্রমে অবতীর্ণ হন, বাতিল শক্তি তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য আঁটাঁটাঁ বেঁধে নেমে পড়ে। তারা থাকে দর্পিত-স্পর্শিত। নিজেদের শক্তি-সামর্থের উপর অত্যধিক আস্থা থাকার কারণে কোনও রকম বিপর্যয়ের কথা তাদের মনেও আসে না। কিন্তু ওদিকে নিজেদের সক্ষমতার উপর নয়, বরং আল্লাহ তাআলার কুদরতের উপর পূর্ণ আস্থা থাকার কারণে সত্যপন্থীদের পক্ষে আল্লাহ তাআলার সাহায্য থাকে। তাঁর ঘোষণা রয়েছে হ্যাঁ। وَإِنْ لَبِّيْسْ لَمْ يَرْجِعْ مَنْ يَهْوَى أَلَّا يَأْتِيَ الْمُنْذِرُ । (সুরা হজ্জ ২২ : ৮০) সুতরাং একদিকে তিনি তাদেরকে জয়যুক্ত করেন আর অন্যদিকে সত্যের দুশ্মনদেরকে তাদের কল্পনার বাইরে জেরবার করে দেন। -অনুবাদক

27 তারপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদেরকে জিজেস করবেন, আমার সেই শরীকগণ কোথায়, যাদেরকে নিয়ে তোমরা (মুসলিমদের সাথে) বিতণ্ণ করতে? ১৭ যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা (সে দিন) বলবে, আজ বড় লাঞ্ছনা ও দুর্দশা চেপেছে সেই কাফেরদের উপর ক্ষ

17. অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাস ছিল তারা তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে আর এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কও করতে। ঠিক আছে, এখন তাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের জন্য সুপারিশ করুক। আল্লাহ তাআলা এ কথা বলবেন, পরিহাস ও তিরঙ্গারস্বরূপ। -অনুবাদক

28 ফিরিশতাগণ যাদের রাহ এই অবস্থায় সংহার করেছে, যখন তারা (কুফরীতে লিপ্ত থেকে) নিজ সন্তার উপর জুলুম করছিল। ১৮ এ সময় কাফেরগণ আত্মসমর্পণ করে বলবে যে, আমরা তো কোন মন্দ কাজ করতাম না। (তাদের বলা হবে) আলবৎ করতে! তোমরা যা-কিছু করতে সব আল্লাহ জানেন। ♦

18. এর দ্বারা জানা গেল, যারা কুফর অবস্থায় মারা যায় শাস্তি কেবল তাদেরই হবে। মৃত্যুর আগে আগে যদি কেউ তাওবা করে ঈমান এনে ফেলে তবে তার তাওবা করুল হয়ে যায় এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

29 সুতরাং এখন স্থায়ীভাবে জাহানাম বাসের জন্য তার দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। অহংকারীদের এ ঠিকানা করাই না মন্দ! ♦

30 (অন্য দিকে) মুত্তাকীদের জিজেস করা হল, তোমাদের প্রতিপালক কী নায়িল করেছেন? তারা বলল, সমৃহ কল্যাণই নায়িল করেছেন। (এভাবে) যারা পুণ্যের কর্মপদ্মা অবলম্বন করেছে তাদের জন্য ইহকালেও মঙ্গল আছে, আর আধ্যাতলের নিবাস তো আগাগোড়া মঙ্গলই। মুত্তাকীদের নিবাস করাই না উত্তম ♦

31 স্থায়ী বসবাসের সেই উদ্যান, যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে এবং তারা সেখানে যা-কিছু চাবে তাই পাবে। আল্লাহ এ রকমই পুরস্কার দিয়ে থাকেন মুত্তাকীদেরকে ♦

32 তারা ওই সকল লোক, ফিরিশতাগণ যাদের রাহ কবজ করে তাদের পাক-পবিত্র থাকা অবস্থায়। ১৯ তারা (তাদেরকে) বলে, তোমাদের প্রতি শাস্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যে আমল করতে, তার ফলে জান্মাতে প্রবেশ কর। ♦

19. অর্থাৎ কুফর ও শিরক এবং পাপাচারের পক্ষিলতা থেকে তারা পাক-পবিত্র থাকবে এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য থাকবে স্বতঃস্ফূর্তি। -অনুবাদক

33 তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ ঈমান আনার ব্যাপারে) কি কেবল এরই প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের কাছে ফিরিশতা এসে উপস্থিত হবে অথবা তোমার প্রতিপালকের হৃকুম (আঘাব বা কিয়ামতরূপে) এসে পড়বে? যেসব জাতি তাদের পূর্বে গত হয়েছে, তারাও এরূপই করেছিল। আল্লাহ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেননি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। ♦

34 সুতরাং তাদের উপর তাদের মন্দ কাজের কুফল আপত্তি হয়েছিল এবং তারা যে জিনিস নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই এসে তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল। ♦

35 যারা শিরক অবলম্বন করেছে, তারা বলে, আল্লাহ চাইলে আমরা তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করতাম না না আমরা এবং না আমাদের বাপ-দাদাগণ এবং আমরা তার হৃকুম ছাড়া কোন জিনিস হারামও সাব্যস্ত করতাম না। তাদের পূর্বে যে সকল জাতি গত হয়েছে তারাও এ রকমই করেছিল। কিন্তু স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছানো ছাড়া রাসূলগণের আর কোন দায়িত্ব নেই। ২০ ♦

20. তাদের উক্তি 'আল্লাহ চাইলে আমরা তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করতাম না' এটা সম্পূর্ণ হঠকারিতাপ্রসূত কথা। এ রকম কথা তো যে-কোনও অপরাধীই বলতে পারে। কঠিন থেকে কঠিন অপরাধ করবে আর বলে দেবে, আল্লাহ চাইলে আমি এরূপ অপরাধ করতাম না। এরূপ জবাব কখনও গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই আল্লাহ তাআলা এর কোন প্রতিউত্তর না করে কেবল জিনিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলদের দায়িত্ব বার্তা পৌঁছানো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। যেভাবেই হোক এরূপ জেরী লোকদেরকে সৎপথে আনতেই হবে এটা তাদের দায়িত্ব নয়। তারা যে বলছে, 'আমরা কোন জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করতাম না,' এর দ্বারা তারা তাদের প্রতিমাদের নামে যেসব পশ্চ হারাম করেছিল, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন সূরা আনআম (৬ : ১৩৯-১৪৫)।

36 নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক উম্মতের ভেতর কোনও রাসূল পাঠ্যেছি এই পথনির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে পরিহার কর। ২১ তারপর তাদের মধ্যে কতক তো এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন আর কতক ছিল এমন, যাদের উপর বিপথগম্ভীত অবধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা প্রত্যীক্ষিতে একটু পরিভ্রমণ করে দেখ, (নবীদেরকে) অস্বীকারকারীদের পরিণতি কী হয়েছে? ♦

21. 'তাগুত' শব্দতানকেও বলে আবার প্রতিমাদেরকেও বলে। সে হিসেবে বাক্যটির দুই ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) তোমরা শব্দতানকে পরিহার করো, তার অনুগামী হয়ে না। (খ) তোমরা মূর্তি-পূজা হতে বেঁচে থাক।

37 (হে নবী!) তাদের হিদায়াতপ্রাপ্তির লোভ যদি তোমার থাকে, তবে বাস্তবতা হল, আল্লাহ যাদেরকে (তাদের একরোখামির কারণে) পথপ্রস্ত করেন তাদেরকে হিদায়াতে উপনীত করেন না এবং এরূপ লোকের কোন রকমের সাহায্যকারীও লাভ হয় না। ♦

38 তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, যারা মারা যায় আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন না। কেন করবেন না? এটা তো এক প্রতিশ্রূতি, যাকে সত্ত্বে পরিণত করার দায়িত্ব আল্লাহর, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। ❁

39 (আল্লাহ পুনর্জীবিত করার প্রতিশ্রূতি করেছেন) মানুষ যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে, তা তাদের সামনে স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য এবং যাতে কাফেরগণ জানতে পারে যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। ❁

40 আমি যখন কোন জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা করি, তখন আমার পক্ষ থেকে কেবল এতটুকু কথাই হয় যে, আমি তাকে বলি, 'হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।' ১১ ❁

22. পূর্বের আয়তে আখেরাতে যে দ্বিতীয় জীবন আসছে, তার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছিল। আর এ আয়তে কাফেরগণ মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে কী কারণে অসম্ভব মনে করত তা বর্ণনা করত তার জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, তোমরা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অসম্ভব মনে করছ এ কারণে যে, তা তোমাদের চিন্তা ও কল্পনার উর্ধ্বর জিনিস। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষে কোনও কাজই কঠিন নয়। কোন জিনিস সৃষ্টি করার জন্য তাঁকে পরিশ্রম করতে হয় না। তিনি কেবল আদেশ দান করেন আর সঙ্গে সঙ্গে সে জিনিস সৃষ্টি হয়ে যায়।

41 যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে হিজরত করেছে নিশ্চিত থেকে আমি দুনিয়াও তাদেরকে উত্তম নিবাস দান করব আর আখেরাতের প্রতিদান তো নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। হায়! তারা যদি জানত। ১২ ❁

23. যেমন সূরাটির পরিচিতিতে বলা হয়েছিল, এ আয়তে সেই সাহাবীদের সম্পর্কে নায়িল হয়েছে, যারা কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তবে আয়তে ব্যবহৃত শব্দবালী সাধারণ। কাজেই দীনের খাতিরে যে-কোনও দেশত্যাগী মুহাজিরের জন্য এ আয়ত প্রযোজ্য। সবশেষে যে বলা হয়েছে, 'হায়, তারা যদি জানত!' এর দ্বারাও দৃশ্যত সেই মুহাজিরগণকেই বোঝানো উদ্দেশ্য। এর অর্থ, তারা যদি এই প্রতিদান ও পুরস্কার সম্পর্কে জানতে পারত তবে নির্বাসনের কারণে তাদের যে কষ্ট হচ্ছে, তা বিলকুল দূর হয়ে যেত। কোন কোন মুফাসিসের মতে, এর দ্বারা কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ, হায় এই সত্য যদি তারাও জানতে পারত, তবে তারা অবশ্যই কৃত পরিত্যাগ করত।

42 তারা ওই সব লোক, যারা সবর অবলম্বন করে এবং নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে। ❁

43 (হে নবী!) তোমার পূর্বেও আমি অন্য কাউকে নয়, কেবল পুরুষ মানুষকেই রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম, যাদের প্রতি আমি ওহী নায়িল করতাম। ১৩ (হে অবিশ্বাসীগণ!) যদি এ বিষয়ে তোমাদের জানা না থাকে, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজেস করে নাও। ১৪ ❁

24. এর দ্বারা আম-সাধারণকে উলামার শরণাপন্ন হওয়ার তালিম দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ শরীআতের কোন বিষয় যার জানা না থাকবে সে আন্দাজ-অনুমান ও নিজ যুক্তি বুদ্ধির পিছনে না পড়ে উলামাদের কাছ থেকে সমাধান জেনে নেবে। এর দ্বারা ইমামগণের তাকলীদ করার জরুরতও প্রমাণিত হয়। -অনুবাদক

25. এ আয়ত নায়িল হয়েছে কুরাইশ মুশরিকদের এই উক্তির জবাবে যে, কোন মানুষ তাঁর রাসূল হবে, আল্লাহ এর বহু উর্ধ্বে। তিনি আমাদের প্রতি কোন ফিরিশতাকে পাঠালেন না কেন? আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন, হে নবী! আপনার আগেও আমি পুরুষ মানুষদেরকেই রাসূল করে পাঠিয়েছি, ফিরিশতাদেরকে নয়। মানুষের প্রতি মানুষকে রাসূল করে পাঠানোই আমার শাশ্঵ত নিয়ম। লক্ষ করে দেখুন অতীত জাতিসমূহের দিকে, তাদের কারও প্রতি মানুষ ছাড়া আর কাউকে কখনও নবী করে পাঠানো হয়েছে কিনা? এখন কেন তার ব্যতিক্রম করা হবে? আল্লাহ তার নিয়মের ব্যতিক্রম করেন না। কেননা তাতে মানুষের কল্যাণ নেই। মানুষের কাছে মানুষ ছাড়া কাউকে নবী করে পাঠানো হলে নবী পাঠানোর উদ্দেশ্যাই হস্তিল হবে না। প্রথমত মানুষ তাকে নবী বলে স্বীকারই করতে চাইবে না, দ্বিতীয়ত স্বজ্ঞাতীয় না হওয়ার কারণে মানুষ তাকে আদর্শরূপেও গ্রহণ করতে পারবে না। কাজেই নবী-রাসূল পাঠানোর সার্থকতা মানুষকে পাঠানোর মধ্যেই নিহিত। আল্লাহ তাআলা শব্দ ব্যবহার করেছেন লাজুর 'অর্থাৎ পুরুষদেরকে'। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে নবী করে পাঠানোর সন্তানাও নাকচ করে দিয়েছেন। মুশরিকদেরকেও কটাক্ষ করা হয়ে থাকবে যে, তারা ফিরিশতাদেরকে নবী বানানোর কথা বলে কি করে, যখন তাদের ধারণা ফিরিশতারা নারী? অতীতেও তো আল্লাহ যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন সকলেই পুরুষ ছিলেন। তাদের তালিকায় তারা কোন নারীর নাম পায় কি? তাদের নিজেদের জানা না থাকলে আসমানী কিতাবের জ্ঞান যাদের আছে, তাদেরকে জিজেস করুক কোন নারী নবীর নাম তারা কেউ কখনও শুনেছে কি না। বস্তুত ওহীর গুরুভার, দাওয়াতের মেহনত-সংগ্রাম ও অনুসারীদের দেখভাল করার বহুমুখী ঝাঁকি-বামেলা বরদাশত করা নারীর পক্ষে সন্তুষ্ট ও শোভন নয়। তাই নারীকে নবী বানালে নবুওয়াতের লক্ষ-উদ্দেশ্যাই ব্যাহত হত। এর দ্বারা ভবিষ্যতেও নারী নবীর সন্তান বাত্তিল করে দেওয়া হয়েছে। -অনুবাদক

44 সে রাসূলদেরকে উজ্জ্বল নির্দশন ও আসমানী কিতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। (হে নবী!) আমি তোমার প্রতিও এই কিতাব নায়িল করেছি, যাতে তুমি মানুষের সামনে সেই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নায়িল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করে। ❁

45 তবে কি যারা নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে তারা এ বিষয় থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ বোধ করছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভৃগর্ভে ধসিয়ে দেবেন বা তাদের উপর এমন স্থান থেকে শাস্তি আসবে, যা তারা ধারণাই করতে পারবে না ❁

- 46 অথবা তাদেরকে চলাফেরা করা অবস্থায়ই ধৃত করবেন? তারা তো তাকে ব্যর্থ করতে পারবে না। ❁
- 47 অথবা তিনি তাদেরকে এভাবে পাকড়াও করবেন যে, তারা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকবে। ২৬ কেননা তোমার প্রতিপালক অতি মমতাময়, পরম দয়ালু। ২৭ ❁
26. 'কেননা'-এর সম্পর্ক 'নিরাপদ বোধ করা' এর সাথে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যেহেতু মমতাবান ও দয়াময়, তাই তিনি কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। সহসাই তাদেরকে শাস্তি দেন না। এর ফলে কাফেররা নির্ভয় হয়ে গেছে এবং নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছে। অথচ তাদের উচিত ছিল নির্ভয় নিশ্চিন্ত না হয়ে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম থেকে শিক্ষা নেওয়া।
27. অর্থাৎ, এক দফায় তাদেরকে ধ্বংস করবেন না; বরং নিজ দুর্ক্ষর্মের কারণে তাদেরকে ক্রমাগ্রামে ধরা হবে এবং ধীরে ধীরে তাদের জনশক্তি ও ধনবল হ্রাস পেতে থাকবে। 'রহুল মাঝানী' তে বহু সাহারী ও তাবেয়ী থেকে এ তাফসীর বর্ণিত আছে।
- 48 তারা কি দেখেনি, আল্লাহ যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার ছায়া আল্লাহর প্রতি সিজদারত থেকে ডানে-বামে ঢালে পড়ে এবং তারা সকলে থাকে বিনয়বন্ত? ২৮ ❁
28. মানুষ যত বড় অহংকারীই হোক, তার ছায়া যখন মাটিতে পড়ে, তখন সে নিরুপায়। তখন আপনা-আপনিই তার দ্বারা বিনয় প্রকাশ পায়। এভাবে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মাখলুকের সাথে ছায়াকপে এমন একটা জিনিস সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তার ইচ্ছা ছাড়াই সর্বদা আল্লাহ তাআলার সামনে সিজদায় পড়ে থাকে। এমনকি যারা সূর্যের পূজা করে, তারা নিজেরা তো সূর্যের সামনে সিজদাবন্ত থাকে, কিন্তু তাদের ছায়া থাকে তাদের বিপরীত দিকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদারত।
- 49 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তারা এবং সমস্ত ফেরেশতা আল্লাহকেই সিজদা করে এবং তারা মোটেই অহংকার করে না। ❁
- 50 তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, যিনি তাদের উপরে এবং তারা সেই কাজই করে, যার আদেশ তাদেরকে করা হয়। ২৯ ❁
29. এটি সিজদার আয়াত। অর্থাৎ, কেউ আরবী ভাষায় এ আয়াতটি পাঠ করলে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়। একে 'সিজদায়ে তিলাওয়াত' [আয়াত পাঠজনিত সিজদা] বলে। এটা নামাযের সিজদা থেকে আলাদা। অবশ্য কেবল তরজমা পাঠ দ্বারা কিংবা আয়াত পাঠ ছাড়া কেবল দেখার দ্বারা সিজদা ওয়াজিব হয় না।
- 51 আল্লাহ বলেন, তোমরা দু'-দু'জন মাবুদ গ্রহণ করো না। তিনি তো একই মাবুদ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর। ❁
- 52 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা তাঁরই। সর্বাবস্থায় তাঁরই আনুগত্য করা অপরিহার্য। ৩০ তবুও কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করছ? ❁
30. অর্থাৎ মাবুদ যেহেতু এক আল্লাহ তাআলাই, তাই তার সাথে অন্য কাউকে যোগ করে দুই মাবুদ বানিয়ে নিও না। এর দ্বারা নির্দিষ্ট দুই সংখ্যা লক্ষ্যবন্ধন নয়; বরং আল্লাহর সঙ্গে অন্যের অংশীদারিত্বকে বদ করা উদ্দেশ্য, তা সংখ্যা যাই হোক না কেন। বিষয়টাকে এভাবেও বলা যায় যে, তোমরা হক মাবুদ ও নাহক মাবুদ এই দুই মাবুদ গ্রহণ করো না, তাতে নাহক মাবুদের সংখ্যা যাই হোক না কেন। -অনুবাদক
- 53 তোমাদের যে নিআমতই অর্জিত হয়, আল্লাহরই পক্ষ হতে হয়। আবার যখন কোন দুঃখ-কষ্ট তোমাদেরকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁরই কাছে সাহায্য চাও। ❁
- 54 তারপর তিনি যখন তোমাদের কষ্ট দূর করেন, অমনি তোমাদের মধ্য হতে একটি দল নিজ প্রতিপালকের সাথে শিরক শুরু করে দেয় ❁
- 55 আমি তাদেরকে যে নিআমত দিয়েছি তার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। ঠিক আছে, কিছুটা ভোগ-বিলাস করে নাও। অচিরেই তোমরা জোনতে পারবে। ❁
- 56 আমি তাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি, তাতে তারা একটা অংশ নির্ধারণ করে তাদের (অর্থাৎ প্রতিমাদের) জন্য, যাদের স্বরূপ তারা নিজেরাই জানে না। ৩১ আল্লাহর কসম! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করতে, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ❁
31. আরব মুশরিকগণ তাদের জমির ফসল ও গবাদি পশু থেকে একটা অংশ তাদের প্রতিমাদের নামে উৎসর্গ করত, আয়াতের ইশারা

সেদিকেই। এটা কভাই না মূর্খতা যে, বিষক দান করেন আল্লাহ তাআলা, অথচ তা উৎসর্গ করা হয় প্রতিমাদের নামে, যে প্রতিমাদের স্বরূপ সম্পর্কে তাদের কোনও জ্ঞান নেই এবং তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তাদের কাছে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। এ সম্পর্কে সূরা আনআমে (৬ : ১৩৬) বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

৫৭ তারা তো আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান স্থির করছে। সুবহানাল্লাহ। অথচ নিজেদের জন্য (প্রার্থনা করে) তাই (অর্থাৎ পুত্র সন্তান) যা তাদের অভিলাষ মোতাবেক হয়। ৩২ ❁

৩২. আরব মুশরিকগণ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা সন্তান বলে বিশ্বাস করত। আল্লাহ তাআলা বলেন, প্রথমত আল্লাহ তাআলার কোন সন্তানের প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত তারা নিজেদের জন্য কন্যা সন্তান পছন্দ করে না। তারা সর্বদা পুত্র সন্তানই আশা করে। সন্দেহ নেই তাদের এ নীতি একটি মারাত্মক গোমরাহী। সেই তারাই আবার আল্লাহ সম্পর্কে বলে, তাঁর কন্যা সন্তান আছে। (যেন ভালো জিনিস তাদের প্রাপ্য, মন্দটা আল্লাহর (নাউয়ুবিল্লাহ)।

৫৮ যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান (জন্মগ্রহণ)-এর সুসংবাদ দেওয়া হয়, ৩৩ তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে মনে মনে দুঃখ-ক্লিষ্ট হয়। ❁

৩৩. আল্লাহ তাআলা শব্দ ব্যবহার করেছেন **সুসংবাদ দেওয়া** হয়। ইশারা হচ্ছে, পুত্র সন্তানের খবর যেমন সুখবর, কন্যা সন্তানেরও তাই। পুত্র সন্তান হলে সুসংবাদ আর কন্যা সন্তান হলে দুঃসংবাদ, এটা অমানবিক ও অনেসলামিক ভাবনা দুটোই সুসংবাদ এবং দুইই আল্লাহর দান। কাজেই সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা সর্বাবস্থায়ই তার জন্ম সংবাদকে খুশীমনে গ্রহণ করত আল্লাহ তাআলার শুকর আদায়ে রত হতে হবে। এটাই কুরআনের শিক্ষা এবং জগদ্বাসীকে সবার আগে কুরআনই এ শিক্ষা দান করেছে। -অনুবাদক

৫৯ সে এ সুসংবাদকে খারাপ মনে করে মানুষ থেকে লুকিয়ে বেড়ায় (এবং চিন্তা করে), ইনতা স্বীকার করে তাকে নিজের কাছে রেখে দেবে, নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। জেনে রেখ, তারা যে সিদ্ধান্ত স্থির করে তা অতি মন্দ! ❁

৬০ যত সব মন্দ বিষয় তাদেরই মধ্যে, যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না। আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুণাবলী আল্লাহ তাআলারই আছে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ❁

৬১ আল্লাহ মানুষকে তাদের জুলুমের কারণে (সহসা) ধৃত করলে ভূপৃষ্ঠে কোনও প্রাণীকে রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দেন। তারপর যখন তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে পড়বে, তখন তারা মৃহৃত্কালও পেছনে যেতে পারে না এবং সামনেও যেতে পারে না। ❁

৬২ তারা আল্লাহর জন্য এমন জিনিস নির্ধারণ করে, যা নিজেরা অপচন্দ করে। তারপরও তাদের জিহ্বা (নিজেদের) মিথ্যা প্রশংসা করে যে, সমস্ত মঙ্গল তাদেরই জন্য। এটা সুনিশ্চিত (একেপ আচরণের কারণে) তাদের জন্য রয়েছে জাহানাম এবং তাদেরকে তাতেই নিপত্তি রাখা হবে। ❁

৬৩ (হে নবী!) আল্লাহর কসম! তোমার পূর্বে যেসব জাতি গত হয়েছে, আমি তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর শয়তান তাদের কর্মকাণ্ডকে তাদের সামনে চমৎকার রূপে তুলে ধরেছিল। ৩৪ সুতরাং সে-ই (অর্থাৎ শয়তান) আজ তাদের অভিভাবক এবং (এ কারণে) তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। ❁

৩৪. অর্থাৎ, তাদেরকে সবক দিল, তোমরা যে সব কাজ করছ সেটাই সর্বাপেক্ষা ভালো।

৬৪ আমি তোমার উপর এ কিতাব এজন্যই নায়িল করেছি, যাতে তারা যে সব বিষয়ে বিভিন্ন পথ গ্রহণ করেছে, তাদের সামনে তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা কর এবং যাতে এটা ঈমান আনয়নকারীদের জন্য হিদায়াত ও রহমতের অবলম্বন হয়। ❁

৬৫ আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলেন এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাতে প্রাণ সঞ্চার করলেন। নিশ্চয়ই এতে নির্দর্শন আছে সেইসব লোকের জন্য, যারা কথা শোনে। ৩৫ ❁

৩৫. অর্থাৎ হাদয়-মন দিয়ে শুনলে তারা বুঝতে পারবে, আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ হলে যেমন মৃত ভূমি সঞ্চাবিত হয়, তেমনি আসমানী ওই দ্বারাও মৃত আত্মায় প্রাণ-সঞ্চার হয় এবং সহসা তা জাগ্রত হয়ে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে লিপ্ত হয় ও সত্যিকার মনুষসূলভ কর্মানুষ্ঠান দ্বারা ব্যক্তির মানবজন্মকে সার্থক করে তোলে। -অনুবাদক

৬৬ নিশ্চয়ই গবাদি পশুর ভেতর তোমাদের জন্য চিন্তা-ভাবনা করার উপকরণ আছে। তার পেটে যে গোবর ও রক্ত আছে, তার মাঝখান থেকে আমি তোমাদেরকে এমন বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্থান হয়ে থাকে। ❁

67

এবং খেজুরের ফল ও আঙ্গুর থেকেও (আমি তোমাদেরকে পানীয় দান করি), যা দ্বারা তোমরা মদ বানাও এবং উন্নত খাদ্যও। [৩৬](#)
নিশ্চয়ই এর ভেতরও সেই সব লোকের জন্য নির্দশন আছে, যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। ♦

36. এটি মুক্তি সুরা। এ সূরা যখন নাযিল হয় তখনও পর্যন্ত মদ হারাম হয়নি। কিন্তু এ আয়াতে মদকে উন্নত খাদ্যের বিপরীতে উল্লেখ করে একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ উন্নত খাবার নয়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তার মন্ত্র ও কর্দর্যতা তুলে ধরে এবং আস্তে-আস্তে তার ব্যবহারকে সংকুচিত করে সবশেষে চূড়ান্তরূপে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

68

তোমার প্রতিপালক মৌমাছির অন্তরে এই নির্দেশ সঞ্চার করেন যে, পাহাড়ে, গাছে এবং মানুষ যে মাচান তৈরি করে তাতে নিজ ঘর তৈরি কর। [৩৭](#) ♦

37. يَعْلَمُهُنَّ [৩](#) যে মাচান তৈরি করে, অর্থাৎ, যার উপর বিভিন্ন প্রকার লতা চড়ানো হয়। আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে মৌমাছির গৃহ নির্মাণের কথা উল্লেখ করেছেন এ কারণে যে, তারা যে চাক তৈরি করে, তা নির্মাণ শিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। সাধারণত তারা মৌচাক বানায় উচ্চ স্থানে, যাতে তাতে সঞ্চিত মধু মাটির মলিনতা থেকে রক্ষা পায় এবং সর্বদা বিশুদ্ধ বাতাসের স্পর্শের ভেতর থাকে। এর দ্বারা এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, মৌমাছিকে এসব শিক্ষা আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন (বিস্তারিত দেখুন, মাআরিফুল কুরআন, ৫ম খণ্ড ৩৬২-৩৬৭ পৃষ্ঠা)।

69

তারপর সব রকম ফল থেকে নিজ খাদ্য আহরণ কর। তারপর তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য যে পথ সহজ করে দিয়েছেন, সেই পথে চল। (এভাবে) তার পেট থেকে বিভিন্ন বর্ণের পানীয় বের হয়, যার ভেতর মানুষের জন্য আছে শেফা। নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে নির্দশন আছে সেই সকল লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে। ♦

70

আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের রাহ কর্বজ করেন। তোমাদের মধ্যে কতক এমন হয়, যাদেরকে বয়সের সর্বাপেক্ষা অকর্ম্য স্তরে পৌঁছানো হয়, যেখানে পৌঁছার পর তারা সবকিছু জানার পরও কিছুই জানে না। [৩৮](#) নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। ♦

38. চরম বার্ধক্যকে 'অকর্ম্য বয়স' বলা হয়েছে, যে বয়সে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি অকেজো হয়ে যায়। 'সবকিছু জানা সত্ত্বেও কিছুই না জানা'-এর এক অর্থ হল, মানুষ জীবনের বিগত দিনগুলোতে যেসব জ্ঞান অর্জন করে, বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর তার আধিকাংশই ভুলে যায়। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, বার্ধক্যকালে মানুষ সদ্য শোনা কথাও মনে রাখতে পারে না। প্রায়ই এমন হয় যে, এইমাত্র তাকে একটা কথা বলা হল, আর পরক্ষণেই সে একই কথা আবার জিজেস করে, যেন সে সম্পর্কে তাকে কিছুই বলা হয়নি। এসব বাস্তবতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য গাফেল মানুষকে সজাগ করা এবং তার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা যে, তার যা-কিছু শক্তি তা আল্লাহ তাআলারই দান। তিনি যখন ইচ্ছা করেন তা আবার কেড়েও নেন। কাজেই নিজের কোন যোগ্যতা ও ক্ষমতার কারণে বড়াই করা উচিত নয়; বরং তার অবস্থার এই চড়াই-উৎরাইয়ের দ্বারা তার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। উপলক্ষ্মী করা উচিত যে, এই জগত-কারখানা এক মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিমান স্মৃতির সৃষ্টি। তাঁর কোনও শরীক নেই। শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

71

আল্লাহ রিয়কের ক্ষেত্রে তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের রিয়ক নিজ দাস-দাসীকে এভাবে দান করে না, যাতে তারা সকলে সমান হয়ে যায়। [৩৯](#) তবে কি তারা আল্লাহর নিজামতকে অঙ্গীকার করে? [৪০](#) ♦

39. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করে এই দাবী করে যে, অমুক নিজামত আল্লাহ নয়; বরং তাদের মনগড়া দেবতা দিয়েছে।

40. অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেউ একপ করে না। কেউ তার দাস-দাসীকে নিজে অর্থ-সম্পদ এমনভাবে দেয় না, যদরূপ সম্পদের দিক থেকে দাস মনিব সমান হয়ে যাবে। এবাব চিন্তা কর, তোমরা নিজেরাও তো স্বীকার কর, তোমরা যে দেবতাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক মনে কর, তারা আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন ও তার দাস। সেই দাসদেরকে আল্লাহ নিজ প্রভুত্বের অংশ দিয়ে দেবেন আর তার ফলে তারা আল্লাহর সমকক্ষ হয়ে মাঝুদ বনার হকদার হয়ে যাবে এটা কী করে সন্তুষ্ট?

72

আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিয়কের ব্যবহা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নিজামতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে? ♦

73

তারা আল্লাহ ছাড়া এমন সব জিনিসের ইবাদত করে যারা আকশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে তাদেরকে কোনওভাবে রিয়ক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না এবং তা রাখতে সক্ষমও নয়। ♦

74

সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করো না। [৪১](#) নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। ♦

41. আরব মুশারিকগণ অনেক সময় দৃষ্টান্ত পেশ করত যে, দুনিয়ার কোনও বাদশাহ নিজে একা রাজত্ব চালায় না। বরং রাজত্বের বহু কাজ দেব-দেবীদের হাতে ন্যস্ত করে দিয়েছেন। তারা

সেসব কাজ স্বাধীনভাবে আঙ্গাম দেয় (নাউরুবিল্লাহ)। এ আয়াতে তাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার জন্য দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের কিংবা ঘে-কোনও মাখলুকের দৃষ্টান্ত পেশ করা চরম পর্যায়ের মূর্ত্তি। অতঃপর ৭৪ থেকে ৭৬ পর্যন্ত আয়াতসমূহ আল্লাহ তাআলা দু'টি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তা দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য, যদি সৃষ্টির দৃষ্টান্তই দেখতে হয়, তবে এ দৃষ্টান্ত দু'টো লক্ষ্য কর। এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সৃষ্টিতে-সৃষ্টিতেও প্রভেদ আছে। কোন সৃষ্টি উচ্চ স্তরের হয়, কোন সৃষ্টি নিম্নস্তরের। যখন দুই সৃষ্টির মধ্যে এমন প্রভেদ, তখন প্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কেমন প্রভেদ থাকতে পারে? তা সত্ত্বেও ইবাদত-বন্দেগীতে কোনও সৃষ্টিকে প্রষ্টার অংশীদার কিভাবে বানানো যেতে পারে?

- 75 আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন- একদিকে এক গোলাম, যে কারও মালিকানাধীন আছে। কোনও বস্তুর মধ্যে তার কিছুমাত্র ক্ষমতা নেই। আর অন্যদিকে এমন এক ব্যক্তি, যাকে আমি আমার পক্ষ হতে উৎকৃষ্ট রিয়ক দিয়েছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে। এই দু'জন কি সমান হতে পারে? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশেই (এমন পরিষ্কার কথাও) জানে না। *
- 76 আল্লাহ আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন- দু'জন লোক, তাদের একজন বোবা। সে কোনও কাজ করতে পারে না, বরং সে তার মনিবের জন্য একটা বোঝা। মনিব তাকে যেখানেই পাঠায়, সে ভালো কিছু করে আনে না। একপ ব্যক্তি কি ওই ব্যক্তির সমান হতে পারে, যে অন্যদেরকেও ন্যায়ের আদেশ দেয় এবং নিজেও সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে? *
- 77 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল রহস্য আল্লাহর মুঠোয়। কিয়ামতের বিষয়টি কেবল চোখের পলকতুল্য; বরং তার চেয়েও দ্রুত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। *
- 78 আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাত্রগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অস্তকরণ সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা শোকের আদায় কর। *
- 79 তারা কি পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করেনি, যারা আকাশের শূন্যমণ্ডলে আল্লাহর আজ্ঞাধীন? তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ স্থির রাখছে না। নিশ্চয়ই এতে বহু নির্দর্শন আছে, তাদের জন্য যারা ঈমান রাখে। *
- 80 তিনি তোমাদের গৃহকে তোমাদের জন্য আবাসস্থল বানিয়েছেন এবং পশ্চের চামড়া দ্বারা তোমাদের জন্য এমন ঘর বানিয়েছেন, যা প্রমণে যাওয়ার সময় এবং কোথাও অবস্থান গ্রহণকালে তোমাদের কাছে বেশ হালকা-পাতলা মনে হয়। ^{৪২} আর তাদের পশম, লোম ও কেশ দ্বারা গৃহ-সামগ্রী ও এমন সব জিনিস তৈরি করেন, যা কিছু কাল তোমাদের উপকারে আসে। *
42. এসব ঘর দ্বারা তাঁর বোঝানো হয়েছে, যা চামড়া দ্বারা তৈরি হয়। আরবের লোক সফরকালে তা সঙ্গে নিয়ে যায়। কেননা এর বিশেষ সুবিধা হল, যখন যেখানে ইচ্ছা থাটিয়ে বিশ্রাম করা যায়। আর হালকা হওয়ায় বহনের সুবিধা তো আছেই। [فَأَنْقَلَهُ شَرْبَاتِيْفْوَصْ] এর বহুবচন। অর্থ ভেড়ার পশম। ^{৪৩} হল ^{৪৪} এর বহুবচন। অর্থ উটের লোম। আর ^{৪৫} বলে অন্যান্য জীব-জন্মের পশম বা কেশরাজিকে। এটা ^{৪৬} এর বহুবচন -অনুবাদক।]
- 81 এবং আল্লাহই নিজ সৃষ্টি বস্তুসমূহ হতে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাহাড়-পর্বতে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন, আর তোমাদের জন্য বানিয়েছেন এমন পোশাক, যা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে এবং এমন পোশাক, যা যুদ্ধকালে তোমাদেরকে রক্ষা করে। ^{৪৭} এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা অনুগত হয়ে যাও। *
43. অর্থাৎ, লোহার বর্ম, যা যুদ্ধকালে তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রের আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পরিধান করা হয়।
- 82 তারপরও যদি তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (হে নবী!) তোমার দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে বার্তা পোঁছানো। *
- 83 তারা আল্লাহর নি'আমতসমূহ চেনে, তবুও তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। *
- 84 এবং সেই দিনকে স্মরণ রেখ, যখন আমি প্রত্যেক উম্মতে থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব, ^{৪৮} তারপর যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, তাদেরকে (অজুহাত দেখানোর) অনুমতি দেওয়া হবে না এবং তাদেরকে তাওবা করার জন্যও ফরমায়েশ করা হবে না। ^{৪৯} *
44. কেননা তাওবার দরজা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খোলা থাকে। মৃত্যুর পর তাওবা করুন হয় না।
45. এর দ্বারা প্রত্যেক উম্মতের নবীকে বোঝানো হয়েছে। নবীগণ সাক্ষ্য দেবেন যে, তাঁরা তাদের উম্মতের কাছে সত্য বার্তা পোঁছিয়েছিলেন, কিন্তু কাফেরগণ তা গ্রহণ করেনি।

85. জালেমগণ যখন শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তাদের শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। *
86. যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করেছিল, তারা যখন তাদের (নিজেদের গড়া) শরীকদেরকে দেখবে, তখন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই সেই শরীক, তোমার পরিবর্তে যাদেরকে আমরা ডাকতাম। ^{৪৬} এ সময় তারা (অর্থাৎ মনগড়া শরীকগণ) তাদের দিকে কথা ছুঁড়ে মারবে যে, তোমরা বিলকুল মিথ্যুক! ^{৪৭} *
46. যথেষ্ট সন্তানবন্ধন আছে আল্লাহ তাআলা সে দিন প্রতিমাদেরকে বাকশাস্তি দান করবেন, ফলে তারা ঘোষণা করে দেবে তাদের উপাসকরা মিথ্যুক। কেননা নিষ্প্রাণ হওয়ার কারণে তাদের খবরই ছিল না যে, তাদের ইবাদত-উপাসনা করা হচ্ছে। এমনও হতে পারে, তারা একথা ব্যক্তি করবে তাদের অবস্থা দ্বারা। আর শয়তানগণ এ কথা বলবে তাদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কইন্তা প্রকাশ করার জন্য।
47. মুশর্রিকগণ যে প্রতিমাদের পৃজ্ঞা করত, তাদেরকেও তখন সামনে আনা হবে এবং তারা যে কটটা অক্ষম ও অসহায় সেটা সকলের সামনে স্পষ্ট করে দেওয়া হবে। আর সেই শয়তানদেরকেও উপস্থিত করা হবে, যাদেরকে তাদের অনুসারীরা এত বেশি মানত যে, তাদেরকে তারা আল্লাহ তাআলার শরীক বানিয়ে নিয়েছিল।
87. সে দিন আল্লাহর সামনে তারা আনুগত্যমূলক কথা বলবে। আর তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত, সে দিন তার কোন হাদিসই তারা পাবে না। *
88. যারা কুফর অবলম্বন করেছিল এবং আল্লাহর পথে অন্যদেরকে বাধা দিত, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। কারণ তারা অশাস্তি বিস্তার করত। *
89. সেই দিনকেও ঝরণ রেখ, যেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে, তাদের নিজেদের থেকে, তাদের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব আর (হে নবী!) আমি তোমাকে এদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উপস্থিত করব। ^{৪৮} আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে এটা প্রতিটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেয় এবং মুসলিমদের জন্য হয় হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ। *
48. অর্থাৎ প্রত্যেক নবী আপন আপন উম্মত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার দরবারে সাক্ষী দেবেন আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজ উম্মত সম্পর্কে সাক্ষী দেবেন। তাঁর ওফাত-উন্নত লোকদের সম্পর্কে তাঁর সাক্ষ্যদান সম্ভব হবে এ কারণে যে, তাঁদের আমল পরিত্র করবে, তাঁর সামনে পেশ করা হয়। উম্মত সম্পর্কে তাঁর সাক্ষ্যদানের আরেক অর্থ হতে পারে এ রকম যে, অন্যান্য নবীগণ যখন আপন-আপন উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন আর তার বিপরীতে সেইসব উম্মত দাবি করবে যে, তাদের কাছে কেউ হিদায়াতের বাণী প্রচার করেনি, তখন এই উম্মত নবীগণের পক্ষে সাক্ষী দেবে যে, তারা আপন-আপন উম্মতের কাছে সত্য দীনের প্রচার করেছিলেন। এ সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের বিশ্বস্ততা ও তাদের সাক্ষের যথার্থতা সম্পর্কে সাক্ষী দেবেন, যেমন সূরা বাকারার ২ : ১৪৩ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে। -অনুবাদক
90. নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, দয়া এবং আত্মীয়-স্বজনকে (তাদের হক) প্রদানের হুকুম দেন আর অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও জুলুম করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ^{৪৯} *
49. হযরত ইবনে মাসউদ (রায়ি) বলেন, ‘এটি কুরআন মাজীদের সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ আয়াত, যাবতীয় ভালো কাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ এর মধ্যে এসে গেছে। অনেকে বলেন, কুরআন যে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ-পথনির্দিশ, তার প্রমাণ হিসেবে এ আয়াতই যথেষ্ট। সন্তুষ্ট এ কারণেই হযরত উমর ইবনে আব্দুল আয়ীয় (রহ) জুমার খুতবায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন এবং তাঁর অনুসরণে পরবর্তী খত্তীবগণও এটি পাঠ করে থাকেন। আয়াতটির তাফসীর জন্য তাফসীরে উসমানী দেখুন। -অনুবাদক
91. তোমরা যখন কোন অঙ্গীকার কর, তখন আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। শপথকে দ্রুত করার পর তা ভঙ্গ করো না যখন তোমরা আল্লাহকে নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছ। তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ নিশ্চয় তা জানেন। *
92. যে নারী তার সূতা মজবুত করে পাকানোর পর পাক খুলে তা রোঁঘা-রোঁঘা করে ফেলেছিল, তোমরা তার মত হয়ে না। ^{৫০} ফলে তোমরাও নিজেদের শপথকে (ভেঙ্গে) পরম্পরের মধ্যে অনর্থ সৃষ্টির মাধ্যম বানাবে, কেবল একদল অপর একদল অপেক্ষা বেশি লাভবান হওয়ার জন্য। ^{৫১} আল্লাহ তো এর দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করে থাকেন। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ কর, কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের সামনে তা স্পষ্ট করে দিবেন। *
50. সাধারণত মিথ্যা শপথ করা বা শপথ করার পর তা ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্য হয় পার্থিব কোন স্বার্থ চরিতার্থ করা। তাই বলা হয়েছে, দুনিয়ার স্বার্থ, যা কিনা নিতান্তই তুচ্ছ বিষয়, চরিতার্থ করার জন্য কসম ভঙ্গ করো না। কেননা কসম ভঙ্গ করা কঠিন গুনাহ।
51. বর্ণিত আছে, মক্কা মুকাবরমায় খারকা নান্নী এক উন্মাদিনী ছিল। সে দিনভর পরিশ্রম করে সুতা কাট আবার সন্ধ্যা হলে তা খুলে-খুলে নষ্ট করে ফেলত। কালক্রমে তার এ কাগুটি একটি দৃষ্টান্তে পরিণত হয়। যেমন কেউ যখন কোন ভালো কাজ সম্পন্ন করার পর নিজেই তা নষ্ট করে ফেলে তখন ওই নারীর সাথে তাকে উপমিত করা হয়। এখানে তার সাথে তুলনা করা হয়েছে সেইসব লোককে, যারা কোন বিষয়ে জোরদারভাবে কসম করার পর তা ভেঙ্গে ফেলে।

- 93** আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে একই উম্মত (অর্থাৎ একই দীনের অনুসারী) বানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা (তার জেদী আচরণের কারণে) বিভ্রান্তিতে নিষ্কেপ করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। তোমরা যা-কিছু কর, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ❁

94 তোমরা নিজেদের শপথকে পরম্পরের মধ্যে অনর্থ সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করো না। পরিণামে (কারণও) পা স্থিত হওয়ার পর পিছলে যাবে। ৫২ অতঃপর (তাকে) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার কারণে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির আঙ্গাদ গ্রহণ করতে হবে আর (সেক্ষেত্রে) তোমাদের জন্য থাকবে মহশাস্তি। ❁

52. এটা শপথ ভাঙ্গার আরেকটি ক্ষতি। বলা হচ্ছে যে, তোমরা যদি শপথ ভঙ্গ কর, তবে যথেষ্ট সন্ত্বাবনা আছে, তোমাদের দেখাদেখি অন্য লোকও এ গুনাহ করতে উৎসাহিত হবে। প্রথমে তো সে অবিচলিত ছিল, কিন্তু তোমাদেরকে দেখার পর তাদের পদদ্ধলন হয়েছে। তোমরাই যেহেতু তাদের এ গুনাহের 'কারণ' হয়েছে, তাই তোমাদের দ্বিগুণ গুনাহ হবে। কেননা তোমরা তাকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে।

95 আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না। তোমরা যদি প্রকৃত সত্য উপলব্ধি কর, তবে আল্লাহর কাছে যে প্রতিদান আছে তোমাদের পক্ষে তাই শ্রেয়। ❁

96 তোমাদের কাছে যা-কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর ৫৩ করে, আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব। ❁

53. পূর্বে কয়েক জ্যায়গায় বলা হয়েছে কুরআন মাজীদের পরিভাষায় 'সবর' শব্দটি অতি ব্যাপক অর্থবোধক। নিজের মনের চাহিদাকে দমন করে আল্লাহ তাআলার হৃকুম-আহকামের অনুবর্তী থাকাকেও যেমন সবর বলে, তেমনি যে-কোন দুঃখ-কষ্টে আল্লাহ তাআলার ফায়সালার বিরুদ্ধে অভিযোগ না তুলে তার অভিমুখী থাকাও সবর।

97 যে ব্যক্তিই মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাব এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করব। ❁

98 সুতরাং আপনি যখন কুরআন পড়বে, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবেন। ৫৪ ❁

54. পূর্বের আয়তসমূহে সৎকর্মের ফরীলত বর্ণিত হয়েছিল। যেহেতু শয়তানই সৎকর্মের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা এবং বেশির ভাগ তার কারসারির ফলেই মানুষ সৎকর্মে প্রস্তুত হতে পারে না, তাই এ আয়তে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। কুরআন তিলাওয়াতও একটি সৎকর্ম। বলা হয়েছে, তোমরা কুরআন তিলাওয়াতের আগে শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় গ্রহণ করবে। অর্থাৎ বলবে **لَيْلَةَ الْقِدْرِ إِذْ يُنذِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** 'আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি। বিশেষভাবে কুরআন তিলাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, কুরআন মাজীদই সমস্ত সৎকর্মের পথনির্দেশ করে ও উৎসাহ যোগায়। তবে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়টা কেবল কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা একটা সাধারণ নির্দেশ। যে-কোনও সৎকর্ম শুরুর আগে শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে তুললে ইনশাআল্লাহ তার ছলনা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

99 যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে, তাদের উপর তার কোন আধিপত্য চলে না। ❁

100 তার আধিপত্য চলে কেবল এমন সব লোকের উপর যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং যারা আল্লাহর শরীক সাব্যস্তকারী। ❁

101 আমি যখন এক আয়তকে অন্য আয়ত দ্বারা পরিবর্তন করি ৫৫ আর আল্লাহই ভালো জানে তিনি কী নায়িল করবেন, তখন তারা (কাফেরগণ) বলে, তুমি তো আল্লাহর প্রতি অপবাদ দিচ্ছ। অথচ তাদের অধিকাংশেই প্রকৃত বিষয় জানে না। ❁

55. আল্লাহ তাআলা পরিবেশ-পরিস্থিতির পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করে অনেক সময় নিজ বিধানাবলীর মধ্যে রদ-বদল করেন। সূরা বাকারায় কিবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এটাও কাফেরদের একটা আপত্তির বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তারা প্রশ্ন করত এ কুরআন ও এর বিধানসমূহ যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই হয়, তবে এতে এত রদবদল কেন? বোঝা যাচ্ছে, এটা আল্লাহর কালাম নয়; বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকেই এসব তৈরি করে আল্লাহর নামে চালাচ্ছেন। তাই এটা তাঁর পক্ষ হতে আল্লাহর প্রতি অপবাদ (নাউয়ুবিল্লাহ)। এ আয়তে তাদের সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, কখন কোন বিধান নায়িল করতে হবে তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন এবং সে কারণেই এ রদবদল হচ্ছে। কিন্তু তারা অজ্ঞ হওয়ার কারণে এ রহস্য বুঝতে পারছে না। তাই এসব অবান্দন কথা বলছে।

102 বলে দাও, এটা (অর্থাৎ কুরআন মাজীদ) তো রাহুল কুদস (জিবরাস্তেল আলাইহিস সালাম) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যথার্থভাবে নিয়ে এসেছে, ঈমানদারদেরকে দৃতপদ রাখার জন্য এবং মসলিমদের পক্ষে হিদায়াত ও সস্বাদ্বৰূপ। ❁

103 (হে নবী!) আমার জানা আছে যে, তারা (তোমার সম্পর্কে) বলে, তাকে তো একজন মানুষ শিক্ষা দেয়। (অর্থ) তারা ঘার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা আরবী নয়। ৫৬ আর এটা (অর্থাৎ কুরআনের ভাষা) স্পষ্ট আরবী ভাষা। *

56. মক্কা মুকাররমায় একজন কামার ছিল, যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনত। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম মাঝে-মাঝে তার কাছে যেতেন ও তাকে দীন ও ঈমানের কথা শোনাতেন। সেও কখনও কখনও তাঁকে ইনজীলের দু'-একটি কথা শুনিয়ে দিত। বাস! এরই ভিত্তিতে মক্কা মুকাররমার কেন কেন কাফের বলতে শুরু করল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামকে সেই কামারই এ কুরআন শিখাচ্ছে। তাদের সে মন্তব্য যে কঠটা অবাস্তর সেটাই এ আয়তে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, সেই বেচারা কামার তো এক অনারব লোক। সে এই অনন্যসাধারণ বাকশৈলীর অলংকারময় আরবী কুরআন কিভাবে রচনা করতে পারে?

104 যারা আল্লাহর আয়াতের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করেন না। তাদের জন্য আছে, যন্ত্রণাময় শাস্তি। *

105 আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ তো (নবী নয়, বরং) তারাই করে, যারা আল্লাহর আয়াতের উপর ঈমান রাখে না। প্রকৃতপক্ষে তারাই মিথ্যাবাদী। *

106 যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর কুফরীতে লিপ্ত হয় অবশ্য যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু তার অন্তর ঈমানে স্থির সে নয়; বরং যে কুফরীর জন্য নিজ হৃদয় খুলে দিয়েছে, এরূপ লোকের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে গঘব ৫৭ এবং তাদের জন্য আছে মহশাস্তি। *

57. অর্থাৎ, কারও যদি পাগের আশঙ্কা দেখা দেয়, ত্রুটি দেওয়া হয় কুফরী কথা উচ্চারণ না করলে তাকে জানে মেরে ফেলা হবে, তবে সে মাঝুর। সে তা উচ্চারণ করলে ক্ষমাযোগ্য হবে। শর্ত হল, তার অন্তর ঈমানে অবিচলিত থাকতে হবে। কিন্তু কেউ যদি ষ্঵েচ্ছায় সজ্ঞানে কুফরী কথা বলে, তবে তার উপর আল্লাহ তাআলার গঘব নাখিল হবে।

107 তা এজন্য যে, তারা আখেরাতের বিপরীতে দুনিয়ার জীবনকেই বেশি ভালোবেসেছে এবং এজন্য যে, আল্লাহ এরূপ অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে হিদায়াতে উপনীত করেন না। *

108 তারা এমন লোক, আল্লাহ যাদের অন্তর, কান ও চোখে মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই এমন লোক, যারা (নিজ পরিণাম সম্পর্কে) সম্পূর্ণ গাফেল। *

109 এটা সুনিশ্চিত যে, এরাই আখেরাতে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। *

110 যারা ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার পর হিজরত করেছে, তারপর জিহাদ করেছে ও সবর অবলম্বন করেছে, তোমার প্রতিপালক এসব বিষয়ের পর অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৫৮ *

58. এ আয়াতে 'ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার' কথা বলে সেই সকল সাহাবীর প্রতি ইশারা করা হতে পারে, যারা মক্কা মুকাররমায় কাফেরদের পক্ষ থেকে জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। প্রথমে যেহেতু কাফেরদের অশুভ পরিণামের কথা জানানো হয়েছিল, তাই এবার সেই নিপীড়িত মুসলিমদের প্রতিদানের কথাও জানিয়ে দেওয়া হল। কোন কোন মুফাসিসের এখানে ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার অর্থ এই করেছেন যে, তারা প্রথমে কুফরীতে লিপ্ত হয় এবং তারপর তাওবা করে নেয়। এ হিসেবে এর সম্পর্ক হবে মুরতাদের সাথে। অর্থাৎ, পূর্বে যে মুরতাদ (ইসলামত্যাগী)দের সম্পর্কে আলোচনা চলছিল, আলোচনা আবার সে দিকেই ফিরে গেছে। এবার তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এখনও যদি তারা তাওবা করে এবং হিজরত ও জিহাদে শামিল হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাআলা আগের সবকিছু ক্ষমা করে দেবেন।

111 তা সেই দিন, যে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মরক্ষামূলক কথা বলতে বলতে উপস্থিত হবে এবং প্রত্যেককে তার সমস্ত কর্মের পরিপূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। *

112 আল্লাহ এক জনবসতির দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যা ছিল নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ। চতুর্দিক থেকে তার জীবিকা চলে আসত পর্যাপ্ত পরিমাণে। অতঃ পর তা আল্লাহর নি'আমতের অকৃতজ্ঞতা শুরু করে দিল। ফলে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক আস্বাদন করালেন। ৫৯ *

59. এখানে আল্লাহ তাআলা একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। বলছেন যে, একটি জনপদ ছিল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর। কালক্রমে তারা আল্লাহ তাআলার অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতায় ডুবে গেল এবং কোনক্রমেই নিজেদেরকে শোধরাতে রাজি হল না। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তির স্বাদ চাপালেন। এক দিকে তাদের উপর দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেওয়া হল, অন্যদিকে শক্রদের পক্ষ থেকে আক্রমণ ও লুট-তরাজের ভয়-ভীতি। এ দুটো বিপদ যেন পোশাকের মত তাদেরকে আচম্ভ করে ফেলল। কিন্তু কোন-কোন মুফাসিসের বলেন, এর দ্বারা মক্কা মুকাররমার জনপদকে বোঝানো হয়েছে, যার বাসিন্দাগণ সুখগুশাস্তিতে জীবন যাপন করছিল। কিন্তু তারা যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামকে অধীকার করল, তখন তাদের উপর কঠিন দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেওয়া হল। তাতে মানুষ চামড়া পর্যন্ত থেকে বাধ্য হল। শেষ পর্যন্ত তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আবেদন করল, আপনি দুআ করুন, যেন আমাদেরকে এ দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি

দেওয়া হয়। সুতরাং তিনি দু'আ করলেন। ফলে দুর্ভিক্ষ কেটে গেল। সূরা দুখানেও এ ঘটনা আসবে।

113 তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল এসেছিল, কিন্তু তারা তাকে অঙ্গীকার করল। সুতরাং তারা যখন জুলুমে লিপ্ত হল তখন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল। *

114 আল্লাহ তোমাদেরকে রিষক হিসেবে যে হালাল, পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা খাও ৬০ এবং আল্লাহর নি'আমতসমূহের শোকর আদায় কর যদি তোমরা সত্যিই তাঁর ইবাদত করে থাক। *

60. পূর্বে যে অকৃতজ্ঞতার নিন্দা করা হয়েছে, এখানে তারই একটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যে পদ্ধতি আরব মুশরিকগণ অবলম্বন করেছিল। তা এই যে, তারা মনগড়াভাবে বহু নি'আমত হারাম সাব্যস্ত করেছিল। সূরা আনআমে (৬ : ১৩৯-১৪৫) তা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এখানে তাদের অকৃতজ্ঞতার এই বিশেষ পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

115 তিনি তো তোমাদের জন্য কেবল মৃত জন্ম, রক্ত, শূকরের গোশত এবং সেই পশু হারাম করেছেন, যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেওয়া হয়েছে। তবে যে ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে যাবে এবং মজা লুটার জন্য না খাবে আর (প্রয়োজনের) সীমা অতিক্রমও না করবে, (তার পক্ষে) তো আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬১ *

61. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা মায়েদায় (৫ : ৩) চলে গেছে।

116 যে সব বস্তু সম্পর্কে তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা রচনা করে, সে সম্পর্কে বলো না- এটা হালাল এবং এটা হারাম। কেননা তার অর্থ হবে তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ। জেনে রেখ, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা সফলকাম হয় না। *

117 (দুনিয়ায়) তাদের আরাম-আয়েশ অতি সামান্য। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। *

118 ইয়াহুদীদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম সেই সব জিনিস, যা আমি পূর্বেই তোমার নিকট উল্লেখ করেছি। ৬২ আমি তাদের উপর কোন জুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল। *

62. বলা উদ্দেশ্য, মক্কার কাফেরগণ নিজেদেরকে হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসারী বলে দাবী করত, অথচ তারা যেসব হালাল জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করেছিল, তা হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকেই হালালরাপে চলে আসছিল। তার মধ্যে কেবল গুটি কয়েক জিনিস ইয়াহুদীদের প্রতি শাস্তিস্বরূপ হারাম করা হয়েছিল। যেমন সূরা নিসায় (৪ : ১৬০) গত হয়েছে। বাকি সবই তখন থেকে হালাল হিসেবেই চলে আসছে।

119 তা সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক এমন যে, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে এবং তারপর তাওবা করে ও নিজেদেরকে শুধরিয়ে নেয়, তোমার প্রতিপালক তারপরও তাদের জন্য অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

120 নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক আদর্শপূরুষ আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। *

121 সে আল্লাহর নি'আমতের কৃতজ্ঞতা আদায়করী ছিল। আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। *

122 আমি তাকে দুনিয়াও কল্যাণ দিয়েছিলাম এবং আখেরাতেও সে নিশ্চয়ই সালেহীনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। *

123 অতঃপর (হে নবী!) আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতিও এই হৃকুম নায়িল করেছি যে, তুমি ইবরাহীমের দীন অনুসরণ কর, যে নিজেকে আল্লাহরই অতিমুখী করে রেখেছিল এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। *

124 শনিবার সম্পর্কিত বিধান তো কেবল তাদের উপরই বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যারা এ সম্পর্কে মতভেদ করত। ৬৩ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ করে কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে মীমাংসা করবেন। *

63. এটা দ্বিতীয় ব্যতিক্রম, যা ইয়াহুদীদের প্রতি হারাম করা হয়েছিল, অথচ হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের শরীয়তে তা বৈধ ছিল। ইয়াহুদীদের জন্য শনিবারে অর্ধনেতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রেও তারা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু লোক তো এ হৃকুম পালন করল এবং কিছু লোক করল না। যাই হোক, এটাও একটা ব্যতিক্রম বিধান ছিল, যা কেবল ইয়াহুদীদের প্রতিই আরোপ করা হয়েছিল। হ্যরত

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের শরীয়ত এর থেকে মুক্ত ছিল। কাজেই কারও এ অধিকার নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে কোন জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করবে।

- 125 তুমি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর (যদি কখনও বিতর্কের দরকার পড়ে, তবে) তাদের সাথে বিতর্ক করবে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। ৬৪ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যারা তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন এবং তিনি তাদের সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞাত, যারা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত। *

64. এ আয়াতে আল্লাহর পথে ডাকার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এতে বর্ণিত মূলনীতি হল তিনটি (ক) হিকমত (খ) সদুপদেশ ও (গ) উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বিতর্ক। হিকমতের মর্ম হল সত্য-সঠিক বিষয়বস্তুকে অকাট্য দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে স্থান-কাল-পাত্রকে বিবেচনায় রেখে উপস্থাপন করা। সদুপদেশের অর্থ যাকে দাওয়াত দেওয়া হবে তার ইজজত-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার কল্যাণ কামনার্থে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ও নম্রতার সাথে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা। আর উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বিতর্ক করার অর্থ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা ও প্রতিপক্ষকে তা বোঝানোর নিয়তে সত্যনির্ণ্যাত সাথে ভদ্রোচিত ভাষায় যথোপযুক্ত যুক্তি-তর্ক ও দলীল-প্রমাণ পেশ করা, প্রতিপক্ষের মনে আঘাত লাগতে পারে বা জিদ সৃষ্টি হতে পারে এ জাতীয় আচরণ পরিহার করা এবং সর্বাবস্থায় মাত্রাবেধ ও ন্যায়-ইনসাফের পরিচয় দেওয়া। -অনুবাদক

- 126 তোমরা যদি (কোন জুলুমের) প্রতিশোধ নাও, তবে ঠিক ততটুকুই নেবে, যতটুকু জুলুম তোমাদের উপর করা হয়েছে আর যদি সবর কর, তবে নিশ্চয়ই সবর অবলম্বনকারীদের পক্ষে তাই শ্রেয়। *

- 127 এবং (হে নবী!) তুমি সবর অবলম্বন কর। তোমার সবর তো আল্লাহরই সাহায্যে হবে। তুমি কাফেরদের জন্য দুঃখ করো না এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করে তার কারণে কৃষ্ণিত হয়ো না। *

- 128 নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সাথী, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা ইহসানের অধিকারী হয়। ৬৫ *

65. 'ইহসান' অতি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সব রকম সৎকর্মই এর অন্তর্ভুক্ত। একটি হাদীসে এর ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে- 'মানুষ এভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে, যেন সে আল্লাহ তাআলাকে দেখছে কিংবা অন্তপক্ষে এই চিন্তা করবে যে, তিনি তো আমাকে দেখছেন'। হে আল্লাহ! আমাকে ইহসানওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত কর।



♦ বনী-ইসরাইল ♦

- 1 পবিত্র সেই সন্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নির্দেশন দেখানোর জন্য। ১ নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর শ্রোতা এবং সব কিছুর জ্ঞাতা। *

1. মিরাজের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত। সীরাত ও হাদীসের কিতাবসমূহে ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। তার সারমর্ম এইরূপ হয়ে রহিল জিবরাইল আলাইহিস সালাম রাতের বেলা নবী আল্লাহর আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন এবং তাঁকে একটি জন্মের পিঠে সওয়ার করালেন। জন্মের নাম ছিল বুরাক। সেটি বিদ্যুৎ গতিতে তাঁকে মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেল। এই হল মিরাজ ব্রহ্মণের প্রথম অংশ। একে ইসরা বলা হয়। তারপর হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁকে সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে সাত আসমানে নিয়ে গেলেন। প্রত্যেক আসমানে অতীতের কোনও না কোনও নবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হল। তারপর জান্নাতের সিদ্রাতুল মুনতাহা নামক একটি বৃক্ষের কাছে পৌঁছেন এবং তিনি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করলেন। এ সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। তারপর রাতের মধ্যেই তিনি মক্কা মুকাররমায় ফিরে আসেন। এ আয়াতে সফরের কেবল প্রথম অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা সামনে যে আলোচনা আসছে তার সম্পর্ক এই অংশের সাথেই বেশি। তবে সফরের দ্বিতীয় অংশের বর্ণনাও কুরআন মাজীদে আছে, যা শেষ দিকে সুরা নাজমে আসছে (৫: ১৩-১৮)। সহীহ রিওয়ায়াত অনুযায়ী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অলৌকিক সফর জাগত অবস্থাতেই হয়েছিল। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজ কুরদরতের এক মহা নির্দেশন দেখিয়ে দেন। এটা সম্পূর্ণ গল্প কথা যে, এ ঘটনা স্বপ্নযোগে হয়েছিল, জাগত অবস্থায় নয়। গল্প হওয়ার কারণ, একথা বহু সহীহ হাদীসের পরিপন্থী তো বটেই, খোদ কুরআন মাজীদেরও খেলাফা। কুরআন মাজীদের বর্ণনাশৈলী দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় এটা ছিল এক অস্বাভাবিক ঘটনা, যাকে আল্লাহ তাআলা নিজের নির্দেশন সাব্যস্ত করেছেন। এটা যদি একটা স্বপ্নমাত্র হত, তবে তাতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কেননা স্বপ্নে তো মানুষ কর কিছুই দেখে থাকে। কাজেই এ ঘটনা স্বপ্নযোগে ঘটে থাকলে কুরআন মাজীদে একে আল্লাহ তাআলার নির্দেশন সাব্যস্ত করার কোন অর্থ থাকে না।

- 2 এবং আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে বনী ইসরাইলের জন্য হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়েছিলাম। আদেশ করেছিলাম, তোমরা আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো না। *

- 3 হে ওই সকল লোকের বংশধরগণ! যাদেরকে আমি নৃহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। ১ সে ছিল খুবই শোকর গোজার বান্দা। *

2. হয়রত নুহ আলাইহিস সালামের নৌকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, যারা সেই নৌকায় সওয়ার হয়েছিল, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন। ফলে তারা বন্যয় ডোবেনি। এটা যেহেতু আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল, তাই তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে, সে অনুগ্রহের শোকর এটাই যে, তাদের বংশধরগণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মাঝে বানাবে না।

4. আমি কিতাবে মীমাংসা দান করে বনী ইসরাইলকে আবহিত করেছিলাম, তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং ঘোর অহংকার প্রদর্শন করবে। *

5. সুতরাং যখন সেই ঘটনা দুটির প্রথমটি সমুপস্থিত হল, তখন আমি তোমাদের উপর আমার এমন বাস্তাদেরকে আধিপত্য দান করলাম, যারা ছিল প্রচণ্ড লড়াকু। তারা তোমাদের নগরে প্রবেশ করে ছাড়িয়ে পড়ল। এটা ছিল এমন এক প্রতিশ্রুতি, যা কার্যকর হওয়ারই ছিল। *

3. বনী ইসরাইলের নাফরমানী যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন তাদের উপর শাস্তি নায়িল করা হল। বাবেলের রাজা বুখত নাসসার তাদের উপর আক্রমণ চালাল এবং তাদেরকে পাইকাড়িভাবে হত্যা করল। যারা প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল তাদেরকে বন্ধী করে ফিলিস্তিন থেকে বাবেলে নিয়ে গেল। সেখানে তারা দীর্ঘদিন তার দাস হিসেবে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে থাকে। এ আয়াতে সেই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

6. তারপর আমি তোমাদেরকে ঘূরে দাঁড়িয়ে তাদের উপর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ দিলাম এবং তোমাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিতে বৃদ্ধি সাধন করলাম। আর তোমাদের লোকসংখ্যা আগের তুলনায় বৃদ্ধি করলাম। *

4. বনী ইসরাইল প্রায় সন্তুর বছর পর্যন্ত বুখতে নাসসারের দাসত্ব করে। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দয়া করলেন। ইরানের রাজা সাইরাস বাবেলে আক্রমণ চালালেন এবং সেদেশ দখল করে নিলেন। সেখানে ইয়াহুদীদের দুর্দশা দেখে তার বড় দয়া হল। তিনি তাদেরকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় ফিলিস্তিনে বসবাসের সুযোগ দিলেন। এভাবে তাদের সুন্দর আবার ফিরে আসল। তারা ধনে-জনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল এবং একটা বড়-সড় জনগোষ্ঠী হিসেবে তারা সেখানে বসবাস করতে থাকল। কিন্তু সুন্দর ফিরে পাওয়ার পর তারা ফের তাদের পুরোনো চারিত্রে ফিরে গেল। আবার আগের মত পাপাচারে লিপ্ত হল। ফলে দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল, যা সামনের আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

7. তোমরা সৎকর্ম করলে তা নিজেদেরই কল্যাণার্থে করবে আর যদি মন্দ কাজ কর, তাতেও নিজেদেরই অকল্যাণ হবে। অতঃপর যখন দ্বিতীয় ঘটনার নির্ধারিত কাল আসল, (তখন আমি তোমাদের উপর অপর শক্ত চাপিয়ে দিলাম), যাতে তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং যাতে আগের বার তারা যেভাবে প্রবেশ করেছিল, এবারও সেভাবে মসজিদে প্রবেশ করে এবং যা-কিছুর উপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা মিসমার করে দেয়। *

5. কেউ কেউ বলেন, এই দ্বিতীয় শক্ত হল 'এন্টিউকাস এপিফানিউস'। হয়রত ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের কিছুকাল আগে সে বায়তুল মাকদিসে হামলা করে ইয়াহুদীদের উপর গণহত্যা চালিয়েছিল। কারও মতে এর দ্বারা রোম সম্রাট তীতুসের আক্রমণকে বোঝানো হয়েছিল। সে আক্রমণ চালিয়েছিল হয়রত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নেওয়ার পর। যদিও বনী ইসরাইল বিভিন্নকালে বিভিন্ন শক্ত দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এ দুই শক্ত দ্বারাই তারা সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সে কারণেই আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে এই দুই শক্ত উল্লেখ করেছেন। তারা প্রথম শক্ত বুখত নাসসারের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল সেই সময়, যখন তারা হয়রত মুসা আলাইহিস সালামের শরীয়ত অমান্য করে ব্যাপক পাপাচারে লিপ্ত হয়। আর দ্বিতীয় শক্ত কর্বলে পড়েছিল হয়রত ঈসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধাচরণ করে। সামনে বলা হচ্ছে, তোমরা যদি হয়রত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় লিপ্ত থাক, তবে তোমাদের সাথে পুনরায় একই আচরণ করা হবে।

8. যথেষ্ট সন্তান আছে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কিন্তু তোমরা যদি একই কাজের পুনরাবৃত্তি কর, তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করব। আর আমি তো জাহানামকে কাফেরদের জন্য কারাগার বানিয়েই রেখেছি। *

6. অর্থাৎ তোমরা যদি ফের অন্যায় অনাচার কর, আমিও পুনরায় তোমাদের শাস্তি দান করব। বস্তুত ইয়াহুদীদের চরিত্রেই হল উপদ্রব করা, ফাসাদ করে বেড়ানো। তা থেকে তারা নিবৃত্ত হওয়ার নয়। তাই তো তারা আবারও ফাসাদ সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়। কাফের ও মুশরিকদের সাথে যোগ-সাজস করে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটে, ফলে তাদের উপর আবারও আসে। তাদেরকে পর্যায়ক্রমে আরব-উপনিষি থেকে উৎখাত করা হয়। পুনরায় তারা ফিন্যায় লিপ্ত হলে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ আয়াবুরপে তাদের বিরুদ্ধে ইটলালের আবির্ভাব হয়। আবারও তারা ইসরাইল-রাষ্ট্রের মাধ্যমে ফাসাদে নেমেছে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে উপর্যুক্তি উৎপাত চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কোনও না কোনও পন্থায় তাদের উপর আবারও আল্লাহ তাআলার গবেষ নেমে আসবে এবং সবশেষে হয়রত মাহদী ও ঈসা আলাইহিস সালামের হাতে তাদের সর্বপ্রধান উপদ্রবকারী দাজ্জালসহ তাদের গোটা জাতিকে খতম করে দেওয়া হবে। - অনুবাদক

9. বস্তুত এ কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সর্বাপেক্ষা সরল আর যারা (এর প্রতি) ঈমান এনে সৎকর্ম করে, তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আছে মহা প্রতিদান। *

10. আর (সতর্ক করে দেয় যে,) যারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে না তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। *

- 11** মানুষ সেইভাবেই অঙ্গল প্রার্থনা করে, যেভাবে তার মঙ্গল প্রার্থনা করা উচিত। ৫ বস্তুত মানুষ বড় ব্যস্তমতি। ♦
7. কফেরগণ মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত কুফরের কারণে যদি আমাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয় তবে এখনই নগদ নগদ কেন দেওয়া হচ্ছে না? এ আয়াতে তাদের সেই কথার দিকেই ইশারা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, তারা আয়াবের মত মন্দ জিনিসকে এমনব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চাচ্ছে, যেন তা কোন ভালো জিনিস।
- 12** আমি রাত ও দিনকে দু'টি নির্দশনকাপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর রাতের নির্দশনকে অন্ধকার করেছি আর দিনের নির্দশনকে করেছি আলোকিত, যাতে তোমরা নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। ৬ এবং যাতে তোমরা বছর-সংখ্যা ও (মাসের) হিসাব জ্ঞানে পার। আমি সবকিছু পৃথক-পৃথকভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছি। ♦
8. অর্থাৎ, পালাক্রমে রাত ও দিনের শৃঙ্খলিত আগমন আল্লাহ তাআলার কুদরত, রহমত ও হিকমতেরই নির্দশন। রাতের বেলা অন্ধকার ছেয়ে যায়, যাতে মানুষ তখন বিশ্রাম নিতে পারে। আবার দিনের বেলা আলো ছড়িয়ে পড়ে, ফলে মানুষ রুজি-রোজগারের সন্ধানে চলাফেরা করতে পারে। কুরআন মাজীদ রুজি-রোজগারকে ‘আল্লাহ তাআলার করণ’ শব্দে ব্যক্ত করেছে (বিস্তারিত দ্র. সূরা নাহল, আয়াত ১৬ : ১৪-এর টীকা)। রাত ও দিনের পরিবর্তনের কারণেই তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।
- 13** আমি প্রত্যেক মানুষের (কাজের) পরিণাম তার গলদেশে সেঁটে দিয়েছি। ৭ এবং কিয়ামতের দিন আমি (তার আমলনামা) নিপিবদ্ধকাপে তার সামনে বের করে দেব, যা সে উন্মুক্ত পাবে। ♦
9. ‘পরিণাম গলদেশে সেঁটে দেওয়া’-এর অর্থ এই যে, প্রত্যেকের সমস্ত কর্ম প্রতি মুহূর্তে লেখা হচ্ছে, যা তার ভালো-মন্দ পরিণামের নিশানাদিহি করে। কিয়ামতের দিন তার এ আমলনামা তার সামনে খুলে দেওয়া হবে। যা সে নিজেই পড়তে পারবে। হ্যরত কাতাদা (রহ.) বলেন, দুনিয়ায় যে ব্যক্তি নিরক্ষর ছিল কিয়ামতের দিন তাকেও আমলনামা পড়ার ক্ষমতা দেওয়া হবে।
- 14** (বলা হবে) তুমি নিজ আমলনামা পড়। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ♦
- 15** যে ব্যক্তি সরল পথে চলে, সে তো সরল পথে চলে নিজ মঙ্গলের জন্যই আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে, সে নিজের ক্ষতির জন্যই তা অবলম্বন করে। কোনও ভাব বহনকারী অন্য কারও ভাব বহন করবে না। ৮ আমি কখনও কাউকে শাস্তি দেই না, যতক্ষণ না (তার কাছে) কোন রাসূল পাঠাই। ♦
10. অর্থাৎ একজনের গুনাহের বোৰা অন্যজন বহন করবে না যে, সে তার শাস্তি নিজের মাথায় নিয়ে তার নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করে দেবে। বরং পাপ যে করবে, তার জন্য দায়ীও সে নিজেই হবে এবং তার শাস্তি ও তার নিজেকেই ভোগ করতে হবে। -অনুবাদক
- 16** যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তাদের বিস্তুবান লোকদেরকে (ঈমান ও আনুগত্যের) হৃকুম দেই, কিন্তু তারা তাতে নাফরমানী করে, ফলে তাদের সম্পর্কে কথা চূড়ান্ত হয়ে যায়। ৯ এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলি। ♦
11. পাপাচারের কারণে তাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। -অনুবাদক
- 17** আমি নৃহের পর কত মানবগোষ্ঠীকেই ধ্বংস করেছি! তোমার প্রতিপালক নিজ বাস্তাদের পাপরাশি সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত, তিনি সবকিছু দেখছেন। ♦
- 18** কেউ দুনিয়ার নগদ লাভ কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা, এখানেই তাকে তা নগদ দিয়ে দেই। ১০ তারপর আমি তার জন্য জাহানাম রেখে দিয়েছি, যাতে সে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িতরাপে প্রবেশ করবে। ♦
12. এর দ্বারা সেই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে দুনিয়ার উন্নতিকেই নিজ জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছে, আখেরাতকে সে হয় বিশ্বাসই করে না অথবা সে নিয়ে তার কোন চিন্তা নেই। এমন সব ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা সৎকাজ করে অর্থ-সম্পদ বা সুনাম-সুখ্যাতি লাভের জন্য, আল্লাহ তাআলাকে রাজি করার জন্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা যে দুনিয়ায় এসব পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই এবং এরও কোনও নিশ্চয়তা নেই যে, তারা যা-যা কামনা করে সবই পাবে। হাঁ, তাদের মধ্যে আমি যাকে দেওয়া সমীচীন মনে করি এবং যে পরিমাণ দেওয়া সমীচীন মনে করি, দুনিয়ায় দিয়ে দেই। কিন্তু আখেরাতে তাদের ঠিকানা অবশ্যই জাহানাম।
- 19** আর যে ব্যক্তি আখেরাত (-এর লাভ) চায় এবং সেজন্য যথোচিতভাবে চেষ্টা করে, সে যদি মুমিন হয়, তবে একপ লোকের চেষ্টার পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে। ♦
- 20** (হে নবী! দুনিয়ায়) তোমার প্রতিপালকের দানের যে ব্যাপারটা, আমি তা দ্বারা এদেরকেও ধন্য করি এবং ওদেরকেও। ১১ (দুনিয়ায়) তোমার প্রতিপালকের দান কারও জন্যই কুদ্দু নয়। ♦

13. এছলে **টেক্স** (দান) দ্বারা রিষক বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় মুমিন-কাফির, মুত্তাকী-ফাসেক নির্বিশেষে সকলকেই রিষক দিয়ে থাকেন। রিষকের দুয়ার কারও জন্যই বন্ধ নয়।

21 লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। **১৪** নিশ্চিত জেন, আখেরাত মর্যাদার দিক থেকেও মহস্তর এবং মাহাত্ম্যের দিক থেকেও শ্রেষ্ঠতর। **✿**

14. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা নিজ হিকমত অনুযায়ী কাউকে বেশি রিষক দেন এবং কাউকে কম। এটা একান্ত তাঁর ইচ্ছা। কাজেই এর ফিকিরে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বরং বান্দার পূর্ণ চেষ্টা ঘার পেছনে ব্যয় করা উচিত তা হচ্ছে আখেরাতের সাফল্য অর্জন। কেননা দুনিয়াবী স্বার্থের তুলনায় তা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ; বরং উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই চলে না।

22 আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে মারুদ বানিও না। অন্যথায় তুমি নিন্দাযোগ্য (ও) নিঃসহায় হয়ে পড়বে। **১৫** **✿**

15. ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছিল, আখেরাতের কল্যাণ লাভের জন্য বান্দার কর্তব্য যথোচিত চেষ্টা করা। তার দ্বারা ইশারা ছিল আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার প্রতি। এবার এখান থেকে তাঁর কিছু বিধি-নিষেধের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। তা শুরু করা হয়েছে তাওহীদের হৃকুম দ্বারা। কেননা তাওহীদের বিশ্বাস ছাড়া কোন আমল করুল হয় না। তারপর 'হৃকুকুল ইবাদ' সংক্রান্ত কিছু বিধান পেশ করা হয়েছে।

23 তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সম্মান্তর করো, পিতা-মাতার কোনও একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ পর্যন্ত বলো না। **১৬** এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। **✿**

16. 'উফ' পর্যন্ত বলো না' এর অর্থ, তাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করো না এবং তাদেরকে বিরক্তিসূচক কোন কথা বলো না, যেমন তারা যদি কোন কথা বারবার বলে বা অপ্রয়োজনীয় কোন কথা বলে, যেমনটা বৃদ্ধ ও শিশুরা করে থাকে, তখন বিরক্তির সাথে তার জবাব দিও না। - অনুবাদক

24 এবং তাদের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণের সাথে তাদের সামনে নিজেকে বিনয়বন্ত করো এবং দুআ করো, হে আমার প্রতিপালক! তারা যেভাবে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছে, তেমনি আপনিও তাদের প্রতি রহমতের আচরণ করুন। **✿**

25 তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে কি আছে তা ভালো জানেন। তোমরা যদি নেককার হয়ে যাও, তবে ঘার বেশি বেশি তার দিকে ঝুঁজু হয় তিনি তাদের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করেন। **১৭** **✿**

17. অর্থাৎ, তোমরা যদি ঈমানদার হও এবং সামগ্রিকভাবে সৎকর্মে রত থাকার চেষ্টা কর, তবে এ অবস্থায় মানবীয় দুর্বলতা হেতু তোমাদের দ্বারা কোন ভুল-ক্রটি হয়ে গেলে এবং সেজন্য তোমরা আল্লাহর দিকে ঝুঁজু হয়ে তাওবা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

26 আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক আদায় করো এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও (তাদের হক প্রদান করো)। আর নিজেদের অর্থ-সম্পদ অপ্রয়োজনীয় কাজে উড়াবে না। **১৮** **✿**

18. কুরআন মাজীদ এছলে **জিন্দুব** শব্দ ব্যবহার করেছে। সাধারণত **জিন্দুব** ও **ফার্জ** উভয়ের অর্থ করা হয় 'অপব্যয়'। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি বৈধে কাজে ব্যয় করা হয়, কিন্তু প্রয়োজনের বেশি বা মাত্রাতিরিক্ত করা হয়, তাকে 'ইসরাফ' বলে আর বৈধে কাজে অর্থ ব্যয়কে বলে 'তাবায়ির'। এ কারণেই এখানে তরজমা করা হয়েছে 'অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ-সম্পদ উড়ানো'।

27 জেনে রেখ, ঘার অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ উড়ায়, তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান নিজ প্রতিপালকের ঘোর অকৃতজ্ঞ। **✿**

28 যদি কখনও তাদের (অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের) থেকে এ কারণে তোমার মুখ ফেরানোর দরকার হয় যে, তুমি তোমার প্রতিপালকের রহমতের প্রত্যাশায় রয়েছ, **১৯** তবে সে ক্ষেত্রেও তাদের সাথে নম্রতার সাথে কথা বলো। **✿**

19. অর্থাৎ, নিজের কাছে টাকা-পয়সা না থাকা অবস্থায় যদি কোন অভাবগ্রস্ত আসে আর তখন তাকে কিছু দেওয়া সম্ভব না হয় কিন্তু এই আশায় থাক যে, আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে তখন তাদেরকে সাহায্য করবে, সেক্ষেত্রে তাদের কাছে নম্র ভাষায় অপারগতা প্রকাশ করবে।

29 (কৃপণতাবশে) নিজের হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখ না এবং (অপব্যয়ী হয়ে) তা সম্পূর্ণরূপে খুলে রেখ না, যদ্দরূণ তোমাকে নিন্দাযোগে ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়তে হবে। **✿**

30 বন্ধুত তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা করেন জীবিকা প্রশংস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন। জেনে রেখ, তিনি নিজ বাস্তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তাদেরকে তিনি ভালোভাবে দেখছেন। *

31 দারিদ্র্যের ভয়ে নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করো না। ২০ আমি তাদেরকেও রিয়ক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা গুরুতর অপরাধ। *

20. আরব মুশরিকগণ অনেক সময় কন্যা সন্তানকে এ কারণে হত্যা করত যে, নিজ গৃহে কন্যা সন্তান থাকাকে তারা সামাজিকভাবে লজ্জাক্ষণ মনে করত। আবার অনেক সময় ভয় করত খাওয়া-পরানোর খরচ যোগাতে গিয়ে গরীব হয়ে যাবে। আর এ কারণেও তারা সন্তান হত্যা করত।

32 এবং ব্যভিচারের কাছেও ঘেও না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীলতা ও বিপথগামিতা। *

33 আল্লাহ যেই প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন তাকে হত্যা করো না, তবে (শরীয়ত অনুযায়ী) তোমরা তার অধিকার লাভ করলে ভিন্ন কথা। ২১ যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, আমি তার অলিকে (কিসাস গ্রহণের) অধিকার দিয়েছি। সুতরাং সে যেন হত্যাকার্যে সীমালংঘন না করে। ২২ নিশ্চয়ই সে এর উপযুক্ত যে, তার সাহায্য করা হবে। *

21. কাউকে হত্যা করার অধিকার লাভ হয় মাত্র কয়েকটি অবস্থায়। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার কথা পরবর্তী বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল, কাউকে যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তবে তার অলি অর্থাৎ ওয়ারিশগণ আদালতী অনুষ্ঠানাদির পর হত্যাকারীকে হত্যা করা বা করানোর অধিকার সংরক্ষণ করে। পরিভাষায় একে 'কিসাস' বলা হয়।

22. নিহতের ওয়ারিশগণ কিসাসস্বরূপ ঘাতককে হত্যা করার অধিকার সংরক্ষণ করে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সীমালংঘন জায়েয নয়। অর্থাৎ, হত্যার সাথে তার হাত-পা কেটে দেওয়া বা বাড়তি কষ্ট দেওয়ার জন্য অধিকতর কঠিন পদ্ধায় হত্যা করার অনুমতি নেই। এরপ করলে কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে তা সীমালংঘনরূপে গণ্য হবে।

34 এবং ইয়াতীম ঘতক্ষণ না পরিপন্থতায় উপনীত হয়, তার সম্পদের কাছেও ঘেও না, তবে এমন পদ্ধায় যা (তার পক্ষে) উত্তম। ২৩ আর অঙ্গীকার পূরণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে (তোমাদের) জিঞ্জাসাবাদ করা হবে। *

23. ইয়াতীমদের আয়ীয়-স্বজন, বিশেষত তার অভিভাবকদের লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে, ইয়াতীম যদি তার মত পিতার রেখে যাওয়া সম্পদের কোন অংশ পায়, তবে তাকে আমানত মনে করবে। সে সম্পদে ইয়াতীমের পক্ষে যা লাভজনক কেবল সে রকম কাজ-কারবারই জায়েয হবে। এমন কোনও কাজ তাতে করা যাবে না, যাতে তার ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে। যেমন তা থেকে কাউকে খণ দেওয়া বা তার পক্ষ হতে কাউকে কিছু উপহার দেওয়া ইত্যাদি। অবশ্য সে যখন পরিপন্থতায় উপনীত হবে, অর্থাৎ সাবালকষ্ট লাভ করবে এবং নিজের লাভ-ক্ষতি উপলক্ষ্য করার মত বুঝ-সমর্থ তার ভেতর এসে যাবে, তখন তার সম্পদ তার হাতে বুঝিয়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। সুরা নিসায় (৪ : ২) এ মাসআলা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

35 যখন পরিমাপ পাত্র দ্বারা কাউকে কোন জিনিস মেপে দাও, তখন পরিপূর্ণ মাপে দিও আর ওজন করার জন্য সঠিক দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করো। এ পদ্ধাই সঠিক এবং এরই পরিণাম উৎকৃষ্ট। *

36 যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই (তাকে সত্য মনে করে) তার পিছনে পড়ো না। ২৪ জেনে রেখ, কান, চোখ ও অন্তর এর প্রতিটি সম্পর্কে (তোমাদেরকে) জিঞ্জেস করা হবে। ২৫ *

24. অর্থাৎ, কারও সম্পর্কে যদি অভিযোগ ওঠে সে কোনও অপরাধ বা কোনও গুনাহের কাজ করেছে, তবে ঘতক্ষণ পর্যন্ত শরয়ী সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেমন কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়, তেমনি সত্যিই সে ওই অপরাধ বা গুনাহের কাজটি করেছে, অন্তরে এরপ বিশ্বাস পোষণ ও আদৌ জায়েয নয়। আয়াতের অর্থ এক্রপণ হতে পারে যে, যে বিষয় নিশ্চিতভাবে জানা নেই এবং তা জানার উপর দুনিয়া ও আখেরাতের কোনও কাজও নির্ভরশীল নয়, অহেতুক এক্রপ বিষয়ের খোঁজ-খবর ও তত্ত্ব তালাশে লেগে পড়া জায়েয নয়।

25. কেউ যদি শরয়ী সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কারও সম্পর্কে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে অমুক অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, তবে এটা অন্তরের গুনাহ হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং এ কারণে আখেরাতে তার কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

37 ভূপৃষ্ঠে দণ্ডভরে চলো না। তুমি তো ভূমিকে ফাটিয়ে ফেলতে পারবে না এবং উচ্চতায় পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। ২৬ *

26. দণ্ডভরে চলার ধরন দুটি। (ক) কেউ তো মাটির উপর জোরে-জোরে পা ফেলে এবং (খ) কেউ কেউ বুকটান করে চলার চেষ্টা করে। প্রথম অবস্থার জন্য বলা হয়েছে, তোমরা পা যতই জোরে ফেল না কেন, মাটি ফাটিয়ে তো ফেলতে পারবে না! আর দ্বিতীয় অবস্থার জন্য বলা হয়েছে, বুকটান করে নিজেকে লম্বা করার চেষ্টা কর না কি? তা যতই চেষ্টা কর না কেন পাহাড় সমান তো আর উঁচু হতে পারবে না!

লঘা ও উঁচু হওয়াটাই যদি মর্যাদার মাপকাঠি হয়, তবে তোমাদের তুলনায় তো পাহাড়েরই মর্যাদা বেশি হওয়ার কথা ছিল।

38 এ সবই এমন মন্দ কাজ, ২৭ যা তোমার প্রতিপালকের কাছে ঘণ্য। *

27. অর্থাৎ যেসব করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলো করা মন্দ ও আল্লাহর কাছে ঘণ্য আর যা করতে আদেশ করা হয়েছে, তা না করা মন্দ ও আল্লাহর কাছে ঘণ্য। অর্থাৎ যথাক্রমে করা ও না করার দৃষ্টিকোণ থেকে সবগুলোই মন্দ। -অনুবাদক

39 (হে নবী!) এগুলো এমন হিকমতের কথা, যা তোমার প্রতিপালক ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পোঁছিয়েছেন এবং (হে মানুষ!) আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মাঝে বানিও না, অন্যথায় তুমি নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে জাহানামে নিষিদ্ধ হবে। *

40 তোমাদের প্রতিপালক পুত্র সন্তান দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে বেছে নিয়েছেন আর নিজের জন্য বুঝি ফেরেশতাদেরকে কন্যারাপে গ্রহণ করেছেন? ২৮ প্রকৃতপক্ষে তোমরা বড় গুরুতর কথা বলছ। *

28. পিছনে কয়েক জ্যায়গায় গেছে, আর মুশ্রিকগণ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলত, অথচ তারা নিজেদের জন্য মেয়ে-সন্তানের জন্ম পচ্ছ করত না; বরং অত্যন্ত প্লানিকর মনে করত। সর্বাদ আশা করত যেন তাদের পুত্র সন্তান জন্মায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, এটা বড় আজাব ব্যাপার যে, তোমাদের ধারণা মতে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তো পুত্র দেওয়ার জন্য বাছাই করেছেন আবার নিজের জন্য রেখেছেন মেয়ে, যা কিনা তোমাদের দৃষ্টিতে বাবার পক্ষে প্লানিকর।

41 আমি এ কুরআনে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাদান করেছি, যাতে মানুষ সচেতন হয়, কিন্তু এতে তাদের পলায়নপ্রতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। *

42 বলে দাও, আল্লাহর সঙ্গে যদি আরও ইলাহ থাকত, যেমন তোমরা বলছ তবে তারা আরশ-অধিপতি (প্রকৃত ইলাহের)-এর উপর প্রভাব বিস্তারের কোন পথ খুঁজত। ২৯ *

29. এটা তাওহীদের পক্ষে ও শিরকের বিরুদ্ধে এমন এক দলীল, যা যে-কারণও পক্ষেই বোঝা সহজ। দলীলটির সারমর্ম হল, ইলাহ এমন কোনও সন্তানকেই বলা যায়, যিনি হবেন সর্বশক্তিমান, যে- কোনও রকমের কাজ করার ক্ষমতা যার আছে এবং যিনি কারণও অধীন হবেন না। বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলা ছাড়া আরও ইলাহ থাকলে, প্রত্যেকেই এ গুণের অধিকারী হত। ফলে প্রত্যেকেই অন্যের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হত এবং প্রত্যেকেরই ক্ষমতা হত পরিপূর্ণ। আর সেস্কেত্রে সব ইলাহ মিলে আরশ অধিপতি ইলাহের উপর প্রভাবও বিস্তার করতে সক্ষম হত। যদি বলা হয়, আল্লাহর উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা তাদের নেই, বরং তারা আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্বাধীন, তবে তারা কেমন ইলাহ হল? এর দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় প্রকৃত ইলাহ একজনই। তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নয়।

43 বস্তুত তারা যেসব কথা বলে, তাঁর সন্তা তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও সমুচ্চ। *

44 সাত আসমান ও যমীন এবং এদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সৃষ্টি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে, এমন কোন জিনিস নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না। ৩০ বস্তুত তিনি পরম সহিষ্ণু, অতি ক্ষমাশীল। *

30. এর দুই ব্যাখ্যা হতে পারে (ক) যাবতীয় বস্তু তাদের নিজ-নিজ অবস্থা দ্বারা আল্লাহ তাআলার তাসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করে। কেননা প্রতিটি বস্তুই এমন যে, তার সৃজন ও সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি ও তাঁর একত্রের প্রমাণ মেলে এবং উপলক্ষ্য করা যায় প্রতিটি বস্তু একান্তভাবে তাঁরই আজ্ঞাধীন। (খ) এটাও অসম্ভব নয় যে, প্রতিটি বস্তু প্রকৃত অর্থেই তাসবীহ পাঠ করে, কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারি না। কেননা আল্লাহ তাআলা জগতের প্রতিটি জিনিস, এমনকি পাথরের ভেতরও এক রকমের অনুভূতি-শক্তি দান করেছেন। যে শক্তি দ্বারা সবকিছুর পক্ষেই তাসবীহ পাঠ সম্ভব। কুরআন মাজীদের বেশ কঢ়ি আয়াতের আলোকে এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই বেশি সঠিক মনে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করে নিয়েছে যে, পাথরের মধ্যেও এক ধরনের অনুভব শক্তি আছে।

45 (হে নবী!) তুমি যখন কুরআন পড়, তখন আমি তোমার এবং যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের মধ্যে এক অদৃশ্য পর্দা রেখে দেই। ৩১ *

31. যারা নিজ সংশোধন ও আখেরাতের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন, কেবল দুনিয়ার ধান্বা নিয়ে ব্যস্ত, যদের অন্তরে সত্য জানার কোন আগ্রহ নেই; বরং সত্যের বিপরীতে জেদ ও হঠকারিতা প্রদর্শনকেই নীতি বানিয়ে নিয়েছে, তারা সত্য সম্পর্কে চিন্তা করার ও সত্য বোঝার তাওফীক থেকে বঞ্চিত থাকে। এটাই সেই অদৃশ্য পর্দা, যা তাদের ও নবীর মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, এটাই সেই আচ্ছাদন, যা দ্বারা তাদের অন্তর ঢেকে দেওয়া হয় এবং এটাই সেই বধিরতা যদ্দরূপ তারা সত্য কথা শোনার যোগ্যতা হতে বঞ্চিত থাকে।

46 আর আমি তাদের অন্তরের উপর আচ্ছাদন রেখে দিয়েছি, যাতে তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দেই। আর তুমি যখন কুরআনে তোমার একমাত্র প্রতিপালকের উল্লেখ কর, তখন তারা বিত্তিশালীর পিছন ফিরিয়ে চলে যায়। *

- 47 তারা যখন তোমার কথা কান পেতে শোনে, তখন কেন শোনে তা আমি ভালো করে জানি এবং যখন তারা পরস্পরে কানাকানি করে, যখন জালেমগণ (তাদের স্বগোত্রীয় মুসলিমদেরকে) বলে, তোমরা তো কেবল একজন যাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করছ তখন তাদের সে কথাও আমি ভালোভাবে জানি। ❁
- 48 লক্ষ্য কর, তারা তোমার প্রতি কেমন (পরিহাসমূলক) দৃষ্টান্ত আরোপ করছে। তারা পথ হারিয়েছে সুতরাং তারা আর পথে আসতে পারবে না। ❁
- 49 তারা বলে, আমরা যখন অস্থিতে পরিণত হব এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তারপরও কি আমরা নতুন সৃষ্টিরপে পুনরুদ্ধিত হব? ❁
- 50 বলে দাও, তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে যাও! ❁
- 51 অথবা এমন কোন সৃষ্টি হয়ে যাও, যে সম্পর্কে তোমাদের মনের ভাবনা হল যে, তা (জীবিত করা) আরও কঠিন। (তবুও তোমাদেরকে ঠিকই জীবিত করা হবে)। অতঃপর তারা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবে? বলে দিও, তিনিই জীবিত করবেন, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। ৩২ তারপর তারা তোমাদের সামনে মাথা নেড়ে-নেড়ে বলবে, একপ কখন হবে? ৩৩ বলে দিও, সম্ভবত সে সময়টি কাছেই এসে গেছে। ❁
32. ইশ্বরা করা হচ্ছে, কোন জিনিসকে প্রথমবার নাস্তি থেকে অস্থিতে আনাই বেশি কঠিন হয়ে থাকে। একবার সৃষ্টি করার পর পুনরায় সৃষ্টি অতটা কঠিন হয় না। যেই আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টির মত কঠিনতর কাজটিও নিজ কুন্দরতে অন্যায়ে সম্পন্ন করতে পেরেছেন, তিনি যে আবারও সৃষ্টি করতে পারবেন এটা মান্তে সমস্য কোথায়?
33. অর্থাৎ তারা বিস্ময়ে ও বিদ্রূপে মাথা দোলাবে আর বিষয়টা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব ও আবিশ্বাস্য তা বোঝানোর জন্য প্রশ্ন করবে, বল দেখি তা কবে হবে? -অনুবাদক
- 52 যে দিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন, তোমরা তাঁর প্রশংসারত হয়ে তাঁর ছক্ষু পালন করবে এবং তোমাদের মনে হবে (দুনিয়ায়) তোমরা অল্প কিছুকালই অবস্থান করেছিলে। ❁
- 53 আমার (মুমিন) বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন এমন কথাই বলে, যা উত্তম। ৩৪ নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শক্র। ৩৫ ❁
34. মুশর্রিকদের তাছিল্যভাব ও ব্যঙ্গাত্মক কথা শুনে মুমিনগণ হয়ত কঠোর-কঠিন কথা বলে ফেলত। তাই আদেশ করা হচ্ছে নিজেদের পারস্পরিক কথাবার্তায় তো বটেই, এমন কি বেদীনদের সাথে কথা বলার সময়ও কোমলতা অবলম্বন কর। রাঢ় ও অশালীন ভাষা হতে বেঁচে থেক এবং সর্বাবস্থায় উত্তম ও হাদয়গ্রাহী কথা বলো। কেননা মনে আঘাত দিয়ে কথা বললে তাদের দ্বারা সত্যগ্রহণ করা দুরহ হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য তো দূরে সরানো নয়; বরং কাছে টানা যাতে তারা সত্যগ্রহণে প্রস্তুত হয়ে যায় আর সেজন্য উত্তম কথাই ফলপ্রসূ। -অনুবাদক
35. অর্থাৎ রাগের অবস্থায় যে রাঢ় কথা বলা হয়, তাতে উপকারের বদলে ক্ষতিই হয়ে থাকে। কেননা শয়তান সেটাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি কর। ফলে বন্ধুত্বের মধ্যে ফাটল ধরে এবং প্রতিপক্ষ আরও দূরে সরে যায় ও তার শক্রতায় মাত্রা যোগ হয়। পরিস্থিতি যাতে এ পর্যন্ত গড়ায় তাই শয়তানই মানুষকে দিয়ে একপ কথা বলায়। -অনুবাদক
- 54 তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ভালোভাবেই জানেন। তিনি চাইলে তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং চাইলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন। (হে নবী!) আমি তোমাকে তাদের কাজকর্মের যিন্মাদার বানিয়ে পাঠাইনি। ❁
- 55 যারা আকাশমণ্ডলী ও পথিবীতে আছে, তোমার প্রতিপালক তাদেরকে ভালোভাবে জানেন। আমি কতক নবীকে কতক নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর আমি দাউদকে যাবুর দিয়েছিলাম। ❁
- 56 যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য মাঝুদ মানে (তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মাঝুদ মনে করেছ, তাদেরকে ডাক দিয়ে দেখ। তারা তোমাদের কোন কষ্ট দূর করতে পারবে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারবে না। ❁
- 57 তারা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই তো এই লক্ষ্যে তাদের প্রতিপালক পর্যন্ত পৌঁছার অচিলা সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে আল্লাহর বেশি নিকটবর্তী হতে পারে এবং তারা তাঁর রহমতের আশা করে ও তাঁর আয়াবকে ভয় করে। ৩৬ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের আয়াব এমন, যাকে ভয় করাই উচিত। ❁
36. এর দ্বারা প্রতিমা নয়, বরং সেই সকল ফিরিশতা ও জিনকে বোঝানো হয়েছে, আর মুশর্রিকগণ যাদেরকে প্রভুত্বের আসনে বসিয়েছিল।

আয়াতের সারমর্ম হল, তারা খোদা হবে কি, তারা নিজেরাই তো আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি এবং তারা সর্বদা আল্লাহ তাআলার নেকট্য লাভের উপায় খোঁজে।

৫৮ এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামতের আগে ধ্বংস করব না অথবা তাকে অন্য কোন কঠিন শাস্তি দেব না। একথা (তাকদীরে) কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ৩৭ *

37. অর্থাৎ, কাফেরদের উপর এই মুহূর্তে শাস্তি অবতীর্ণ হচ্ছে না বলে তারা যেন মনে না করে চিরদিনের জন্য নিষ্ক্রিয় পেয়ে গেছে। নিষ্ক্রিয় তারা পাবে না। হতে পারে এই দুনিয়াতেই তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। আর তা যদি নাও হয়, তবে কিয়ামত যে হবে তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। তখন সকলেই ধ্বংস হবে। তারপর আধেরাতে তাদেরকে অনন্তকাল শাস্তিভোগ করতে হবে।

৫৯ (কাফেরদের ফরমায়েশী নির্দর্শন) পাঠানো হতে আমাকে কেবল এ বিষয়টাই বিরত রেখেছে যে, পূর্ববর্তীগণ এরূপ নির্দর্শন (দেখার পরও তা) অঙ্গীকার করেছিল। ৩৮ আমি ছামুদ জাতিকে উন্নী দিয়েছিলাম, যা চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আমি নির্দর্শন পাঠাই ভয় দেখানোই জন্য। *

38. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু সুস্পষ্ট মুজিয়া দেখা সত্ত্বেও মুশারিকগণ তাঁর কাছে নিত্য নতুন মুজিয়া দাবী করত। এটা তাদের সেই দাবীর জবাব। বলা হচ্ছে, ফরমায়েশী মুজিয়া দেখানোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার একটা নীতি আছে। নীতিটি হল, এরূপ মুজিয়া দেখানোর পরও যদি কাফেরগণ ঈমান না আনে, তবে তাদেরকে আবাব দিয়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়। তার একটা দৃষ্টান্ত হল ছামুদ জাতি। তাদের দীর্ঘ অনুযায়ী পাহাড় থেকে একটি উটনী বের করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি। ফলে তারা শাস্তিতে নিপত্তি হয়। আল্লাহ তাআলার জানা আছে, ফরমায়েশী মুজিয়া দেখানো হলেও মুশারিকগণ ঈমান আনবে না। পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মত তারাও নবীকে বরাবর অঙ্গীকার করতে থাকবে। ফলে তাদেরকে ধ্বংস করা অনিবার্য হয়ে যাবে। কিন্তু এখনই যেহেতু তাদেরকে ধ্বংস করা আল্লাহ তাআলার হিকমতের অনুকূল নয়, তাই তাদেরকে ফরমায়েশী মুজিয়া দেখানো হচ্ছে না।

৬০ (হে নবী!) সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি বলেছিলাম, তোমার প্রতিপালক (নিজ জগন দ্বারা) সমস্ত মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন। ৩৯ আর আমি তোমাকে যে দৃশ্য দেখিয়েছি, তাকে কাফেরদের জন্য কেবল পরীক্ষার বিষয়ই বানিয়েছি ৪০ এবং কুরআনে বর্ণিত অভিস্পন্দ বৃক্ষটিকেও। আমি তাদেরকে তীতি প্রদর্শন করে যাচ্ছি, কিন্তু তাতে তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। *

39. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি ভালোভাবেই জানেন এসব হঠকারী লোক কোন অবস্থাতেই ঈমান আনবে না। অতঃপর তাদের হঠকারিতার দু'টি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। (এক) আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিরাজের সফরে যেসব দৃশ্য দেখিয়েছিলেন, তা ছিল তাঁর নব্রওয়াতের খোলা দলীল। কাফেরগণ বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে বহু প্রশ্ন তাঁকে করেছিল। তিনি সবগুলোর ঠিক-ঠিক উত্তরও দিয়েছিলেন, যা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তিনি সত্যিই রাতের ভেতর এ সফর করে এসেছেন। কিন্তু এ রকম সাক্ষাত প্রমাণ লাভের পরও তারা ঈমান আনেনি; বরং নিজেদের জিদকেই ধরে রাখে। (দুই) কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, জাহানামীদের খাবার হবে 'যাক্‌কুম' গাছ। আরও বলা হয়েছে, এ গাছ জাহানামেই জন্মায়। একথা শুনে কাফেরগণ ঈমান আনবে কি উল্লে ঠাণ্ডা করতে লাগল যে, শোন কথা, আগুনের ভেতর নাকি গাছ জন্মাবে! এটাও কী সন্তু? তারা চিন্তা করল না বেই সন্তু আগুন সৃষ্টি করেছেন, তিনি যদি সেই আগুনের ভেতর অন্যান্য উন্দিদ থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের কোন গাছ সৃষ্টি করে দেন, আগুনের তাপ যার জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং উপযোগী, তাতে আশ্চর্যের কী আছে?

40. অর্থাৎ, তারা তা দ্বারা হিদায়াত লাভ করল না; বরং আরও গোমরাহীতে লিপ্ত হল। উপরের ঢাকায় এটা বিস্তারিত বলা হয়েছে।

৬১ এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা কর। তখন তারা সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস করল না। সে বলল, আমি কি তাকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? *

৬২ সে বলতে লাগল, বলুন তো, এই কি সেই সৃষ্টি, যাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করেছেন! আপনি যদি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দেন, তবে আমি তার বংশধরদের মধ্যে অল্লসংখ্যক ছাড়া বাকি সকলের চোয়ালে লাগাম পরিয়ে দেব। ৪১ *

41. অর্থাৎ, চোয়ালে লাগাম পরিয়ে যেমন ঘোড়া ও অন্যান্য পশুকে নিজ আয়তে রাখা হয়, তেমনি তাদেরকে আমার কর্তৃত্বাধীন করে নেব।

৬৩ আল্লাহ বললেন, যাও, তাদের মধ্যে যে-কেউ তোমার অনুগামী হবে, জাহানামই হবে তোমাদের সকলের শাস্তিপরিপূর্ণ শাস্তি। *

৬৪ তাদের মধ্যে যার উপর তোমার ক্ষমতা চলে নিজ ডাক দ্বারা বিভ্রান্ত কর, ৪২ তোমার অশ্঵ারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদের উপর চড়াও হও, ৪৩ তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও ৪৪ এবং তাদেরকে যত পার প্রতিশ্রুতি দাও। বস্তুত শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। *

42. 'ডাক দ্বারা বিপ্রান্ত করা'-এর অর্থ অন্তরে পাপকর্মের প্ররোচনা দেওয়া হয়, যেমন কোন কোন মুফাসসিরের মত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা গান-বাদ্যের শব্দ বোঝানো হয়েছে, যার আছরে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয়।

43. শয়তানকে শক্রের সেনাবাহিনীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা সেনাবাহিনীতে যেমন আরোহী, পদাতিক বিভিন্ন বিভাগ থাকে, তেমনি শয়তানের সেনাদলেও বিভিন্ন বিভাগ আছে। কোনও ভাগে দুষ্ট জিন কর্মরত এবং কোনও ভাগে দুষ্ট মানুষ। তারা সম্মিলিতভাবে মানব জাতিকে বিপথগামী করার কাজে শয়তানের সহযোগিতা করে।

44. ইশারা করা হয়েছে, কেউ যদি অবৈধ পন্থায় অর্থ-সম্পদের মালিক হয় বা নাজায়েজ পথে সন্তান-সন্তি লাভ করে কিংবা শরীয়ত বিরোধী কাজে এসব ব্যবহার করে তবে সেটা নিজ সন্তান ও সম্পদের ভেতর শয়তানকে অংশীদার বানানোর নামান্তর হয়।

65 নিচয়ই আমার যারা বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না। [৪৫](#) (তাদের) রক্ষকরণে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট। ♦

45. 'আমার বান্দা' বলে সেই সকল মুখ্লিস ও নির্ণাবান বান্দাদের বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে সচেষ্ট থাকে।

66 তিনিই তোমাদের প্রতিপালক, যিনি সাগরে তোমাদের জন্য নৌযান চালান, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ সন্ধান কর। তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। ♦

67 সাগরে যখন তোমাদের কোন বিপদ দেখা দেয়, তখন তোমরা যাদেরকে (অর্থাৎ যেই দেবতাদেরকে) ডাক তারা অন্তর্হিত হয়ে যায়, সঙ্গে থাকেন কেবল আল্লাহ। তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছিয়ে দেন, অমনি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ ঘোর অকৃতজ্ঞ। ♦

68 তবে কি তোমরা এর থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আল্লাহ স্থলেরই কোথাও তোমাদেরকে ধসিয়ে দিতে পারেন অথবা তোমাদের প্রতি পাথরবর্ষী ঝাড় পাঠাতে পারেন, তখন আর তোমরা নিজেদের কোন রক্ষাকর্তা পাবে না? [৪৬](#) ♦

46. অর্থাৎ হে মানুষ! আল্লাহ তাআলার দয়ায় সাগরের গ্রাস থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পর ভাবছ নাকি চিরতরে নিরাপদ হয়ে গেলে, যদরুণ আবার নাশোকর ও নাফরমানিতে লিপ্ত হচ্ছ? এমন কি হতে পারে না যে, তিনি স্থলেই তোমাদেরকে ধসিয়ে দেবেন, ফলে ভুগভে চিরতরে হারিয়ে যাবে? তোমরা সর্বক্ষণ আল্লাহ তাআলার মুঠোর মধ্যে রয়েছ, চাইলে তিনি ভূমিকম্প, ভূমিধস, আশ্বিবর্ষণ, পাথরবর্ষণ ইত্যাদি যে কোন শাস্তি দিয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলতে পারেন, যা থেকে তোমাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। -অনুবাদক

69 না কি তোমরা এর থেকেও নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদেরকে আবার তাতেই (অর্থাৎ সাগরে) নিয়ে যেতে পারেন, তারপর তোমাদের প্রতি প্রবল ঝঙ্গাবায় পাঠিয়ে অকৃতজ্ঞতার শাস্তি-স্বরূপ তোমাদেরকে ডুবিয়ে দেবেন, যখন তোমরা এমন কাউকে পাবে না, যে এ ব্যাপারে আমার পিছনে লাগতে পারে। [৪৭](#) ♦

47. অর্থাৎ, আমি তাদেরকে কেন ধ্বংস করেছি এ বিষয়ে যেমন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষমতা কারও নেই, তেমনি আমার ফায়সালা টলানোর জন্যও আমার পিছনে লাগার সাধ্য কেউ রাখে না।

70 বাস্তবিকপক্ষে আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও জলে তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদেরকে উত্তম রিয়ক দান করেছি এবং আমার বহু মাখলুকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। [৪৮](#) ♦

48. পূর্বে মানুষ সম্পর্কে শয়তানের তাচ্ছিল্যবাক্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'একেই আপনি আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন?' তারপর মানুষের অকৃতজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এবার জানানা হচ্ছে যে, বাস্তবিকই মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির উপর বহুমুরী শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। এর দাবি হল, সে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতায় লিপ্ত থাকবে। কেননা, তাকে শ্রেষ্ঠত্ব তো এমনিই দেওয়া হয় নি। এর দ্বারা পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য যে, সে আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে তাঁর অনুগত হয়ে চলে, না অকৃতজ্ঞতা করে তার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। যে কর্মসূচাই অবলম্বন করুন না কেন, তার পুরোপুরি হিসাব তার থেকে নেওয়া হবে, যেমন পরের আয়তে জানানো হয়েছে। -অনুবাদক

71 সেই দিনকে স্মরণ কর, যখন আমি সমস্ত মানুষকে তাদের আমলনামাসহ ডাকব। তারপর যাদেরকে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে ডান হাতে, তারা তাদের আমলনামা পড়বে এবং তাদের প্রতি সুতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না। ♦

72 আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অন্ধ হয়ে থেকেছে সে আখেরাতেও অন্ধ এবং আধিকতর পথপ্রদৰ্শ থাকবে। [৪৯](#) ♦

49. এখানে অন্ধ হয়ে থাকার অর্থ দুনিয়ায় সত্য না দেখা ও সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে রাখা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে আখেরাতেও সে মুক্তির পথ দেখতে পাবে না।

73

(হে নবী!) আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি, কাফেরগণ তোমাকে তা থেকে বিচ্যুত করার উপক্রম করছিল, যাতে তুমি এর পরিবর্তে অন্য কোন কথা রচনা করে আমার নামে পেশ কর। সেক্ষেত্রে তারা তোমাকে অবশ্যই নিজেদের পরম বন্ধু বানিয়ে নিন। ৫০ ❁

50. নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দাওয়াত থেকে ফেরানোর জন্য মুশারিকরা বহুমুখী প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, যেমন তাঁর কাছে তাদের একটা প্রস্তাৱ ছিল, আপনি যদি আমাদের দেব-দেবীদের নিম্না করা ছেড়ে দেন তবে আমরা আপনার মাঝুদের ইবাদত করব, আরেক প্রস্তাৱ ছিল আপনি কুরআন থেকে প্রতিমাদের নিপামূলক অংশটুকু বদলে দিন, আরও বলেছিল, আপনি গৱীব মুসলিমদের বাদ দিয়ে আমাদের জন্য যদি খাস মজলিস করেন, তবে আমরা তাতে যোগ দেব, এমনি আরও বিভিন্ন প্রস্তাৱ। আল্লাহ তাআলা বলছেন, হে নবী! আপনি আমার হিফাজত ও তত্ত্বাবধানে আছেন, নয়ত আপনি তাদের প্রস্তাৱ গ্রহণ করে আমার প্ৰেরিত ওহী থেকে সৱেই যেতেন। এভাবে এ আয়াতে সত্ত্বে উপর অবিচলিত রাখার ব্যাপারে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ মেহেরবানীৰ কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে মানুষকে আশ্঵স্ত করা হয়েছে যে, কুরআন ও দৈনের হিফাজতের কাজে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিন্দুমুক্ত শিথিলতা প্রদর্শন করেননি এবং ওহী ও সত্য থেকে একচুল বিচ্যুত হননি। আর আল্লাহ তাআলার হিফাজতের কারণে তাঁর দ্বারা তা হওয়া সম্ভবও ছিল না। ক্ষেত্রে অর্থ তারা আপনাকে ফিতনায় ফেলত-এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য, ছলনা দিয়ে ওহীর হৃকুম থেকে বিচ্যুত করা। -অনুবাদক

74

আমি যদি তোমাকে অবিচলিত না রাখতাম, তবে তুমিও তাদের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ার উপক্রম করতে। ❁

75

আর তা হলে আমি দুনিয়ায়ও তোমাকে দ্বিগুণ শাস্তি দিতাম এবং মৃত্যুর পরও দ্বিগুণ। অতঃপর আমার বিরুদ্ধে তুমি কোন সাহায্যকারী পেতে না। ৫১ ❁

51. আল্লাহ তাআলা মহান্বী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রকার গুণাহ থেকে মাছুম বানিয়েছিলেন। আর সে কারণে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্থির ও অবিচল থাকেন। তিনি কাফেরদের কোন কথা শুনবেন বা সেইমত কাজ করবেন এর তো দূর-দূরান্তেরও কোন সন্তান থাইল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাফরমানী করলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে দ্বিগুণ শাস্তি দেবেন বলে শাসিয়ে দিয়েছেন। আসলে তাঁর ক্ষেত্রে এটা কেবলই ধরে নেওয়ার পর্যায়ভুক্ত। মূল উদ্দেশ্য উপর্যুক্তকে সতর্ক করা। বোঝানো হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের একমাত্র ভিত্তি সৎকর্ম। এটা সকলের জন্যই সাধারণ নিয়ম। সুতরাং কোন ব্যক্তি সে আল্লাহ তাআলার যতই নৈকট্যপ্রাপ্ত হোক, যদি নাফরমানী করে বসে, তবে সে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে, এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে তার শাস্তি হবে দ্বিগুণ।

76

তাছাড়া তারা এই ভূমি (মক্কা) থেকে তোমাদেরকে উচ্ছেদ করার ফিকিরে আছে, যাতে তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিতে পারে। আর সে রকম হলে তোমার পর তারাও এখানে বেশি দিন থাকতে পারবে না। ৫২ ❁

52. অর্থাৎ, মক্কা মুকারমা থেকে মহান্বী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজৰত করে চলে যাওয়ার পর কাফেরগণও এখানে বেশি কাল থাকতে পারবে না। সুতরাং বাস্তবে তাই হয়েছিল। হিজৰতের আট বছর পর মক্কা মুকারমায় ইসলামের বিজয় অর্জিত হয় এবং নবম বছর সমস্ত কাফেরকে এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার হৃকুম দেওয়া হয়। সূরা তাওবার শুরুতে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

77

এটা আমার নিয়ম, যা আমি তোমার পূর্বে আমার যে রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম, তাদের ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছিলাম। তুমি আমার নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না। ❁

78

(হে নবী!) সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর ৫৩ এবং ফজরের সময় কুরআন পাঠে যত্নবান থাক। স্মরণ রেখ, ফজরের তিলাওয়াতে ঘটে থাকে সমাবেশ। ৫৪ ❁

53. সূর্য হেলার পর থেকে রাতের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত নামায কায়েম দ্বারা জোহর, আসর মাগরিব ও ইশা-এই চার নামাযের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। ফজরের নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ, ফজরের নামায আদায়ের জন্য মানুষকে ঘুম থেকে জাগতে হয়। ফলে অন্য নামায অপেক্ষা এ নামাযে কষ্ট বেশি হয়। তাই আলাদাভাবে উল্লেখ করে এ নামাযের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

54. মুফাসিসিরগণ এর দু' রকম ব্যাখ্যা করেছেন। (এক) অধিকাংশ মুফাসিসির বলেন, ফজরের নামাযে যে তিলাওয়াত করা হয়, তাতে ফিরিশতাদের দল উপস্থিত থাকে। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায়, মানুষের তত্ত্বাবধানের কাজে যে সকল ফিরিশতা নিয়োজিত আছে, তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনক্রমে আঞ্চাম দিয়ে থাকে। একদল আসে ফজরের সময়। তারা দিনের বেলা দায়িত্ব পালন করে। আরেক দল আসে আসরের সময়। তারা রাতের বেলা দায়িত্ব পালন করে। প্রথম দল ফজরের নামাযে এসে শরীক হয় এবং কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শোনে। আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। (দুই) একদল মুফাসিসির বলেন, এর দ্বারা মুসলিমদের উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ফজরের নামাযে মানুষ যেহেতু ঘুম থেকে উঠে শরীক হয়, তাই তারা যাতে ঠিকভাবে নামায ধরতে পারে, সে লক্ষ্যে নামাযে তিলাওয়াত দীর্ঘ করা বাঞ্ছনীয়।

79

রাতের কিছু অংশে তাহজুদ পড়বে, যা তোমার জন্য এক অতিরিক্ত ইবাদত। ৫৫ আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে 'মাকামে মাহমুদ'-এ পৌঁছাবেন। ৫৬ ❁

55. 'অতিরিক্ত ইবাদত' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে দু'টি মত আছে। (ক) কতক মুফাসিসির বলেন, এ নামায অর্থাৎ, তাহজুদ নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি অতিরিক্ত ফরয ছিল। সাধারণ মুসলিমদের প্রতি এটা ফরয করা হয়নি। (খ) কারও মতে

আতিরিক্ত হওয়ার অর্থ নফল হওয়া। অর্থাৎ, তাহাজ্জুদ একটি নফল ইবাদত, যেমন আম মুসলিমদের জন্য, তেমনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও।

56. 'মাকামে মাহমুদ'-এর শাব্দিক অর্থ 'প্রশংসনীয় স্থান'। হাদীস দ্বারা জানা যায়, 'মাকামে মাহমুদ' হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ পদমর্যাদা। এ মর্যাদার কারণে তাকে শাফায়াত করার অধিকার দেওয়া হবে।

80 এবং দু'আ কর 'হে প্রতিপালক! আমাকে যেখানে প্রবেশ করাবে, কল্যাণের সাথে প্রবেশ করিও এবং যেখান থেকে বের করবে কল্যাণের সাথে বের করো এবং আমাকে তোমার নিকট থেকে বিশেষভাবে এমন ক্ষমতা দান করো, যার সাথে (তোমার) সাহায্য থাকবে। ৫৭ *

57. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় নিজ ঠিকানা বানানোর হৃকুম দেওয়া হয়, সেই পটভূমিতেই এ আয়াত নাখিল হয়েছিল। তখনই তাকে এরপ দু'আ করতে বলা হয়েছিল। এতে প্রবেশ করানো বলতে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করানো এবং বের করা বলতে মক্কা মুকাররমা থেকে বের করা বোঝানো হয়েছে। তবে শব্দমালা সাধারণ। কাজেই যখন কেউ কোন নতুন জায়গায় যাওয়ার বা নতুন কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখনও সে এ দু'আ পড়তে পারে।

81 এবং বল, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয়ই মিথ্যা এমন জিনিস, যা বিলুপ্ত হওয়ারই। ৫৮ *

58. এ আয়াতে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, সত্য তথা ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হবে। সুতরাং যখন মক্কা বিজয় হয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিত্র কাবায় ঢুকে তাতে স্থাপিত মৃত্তিসমূহ অপসারণ করেন, তখন তাঁর পরিত্র মুখে এ আয়াতই উচ্চারিত হচ্ছিল।

82 আমি নাখিল করছি এমন কুরআন, যা মুমিনদের পক্ষে শেফা ও রহমত। তবে জালেমদের ক্ষেত্রে এর দ্বারা ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি হয় না। *

83 আমি মানুষকে যখন কোন নি'আমত দেই, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও পাশ কাটিয়ে যায়। আর যদি কোন অনিষ্ট তাকে স্পর্শ করে তবে সে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ে। *

84 বলে দাও, প্রত্যেকে নিজ-নিজ পন্থায় কাজ করছে, কে বেশি সঠিক পথে তা তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন। *

85 (হে নবী!) তারা তোমাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, রুহ আমার প্রতিপালকের হৃকুমঘটিত। তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সামান্যমাত্র। ৫৯ *

59. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাখি.) থেকে বর্ণিত আছে, কতিপয় ইয়াহুদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করার অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করেছিল, রুহ কি জিনিস? তারই উত্তরে এ আয়াত নাখিল হয়েছে। উত্তরে কেবল ততটুকু কথাই বলা হয়েছে, যতটুকু মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব। অর্থাৎ, কেবল এতটুকু কথা যে, 'রুহ সরাসরি আল্লাহ তাআলার আদেশ দ্বারা সৃষ্টি। মানুষের দেহ ও অন্যান্য মাখলুকের ক্ষেত্রে তো লক্ষ্য করা যায়, তাদের সৃষ্টিতে বাহ্যিক আসবাব-উপকরণের কিছু ভূমিকা আছে। যেমন নর-নারীর মিলনে বাচ্চা জন্ম নেয়। কিন্তু রুহের বিষয়টা এ রকম নয়। তার সৃষ্টিতে এ রকম কোন কিছুর ভূমিকা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। এটা সরাসরি আল্লাহ তাআলার হৃকুমে অস্তিত্ব লাভ করে। রুহ সম্পর্কে এর বেশি বোঝা মানব বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বলা হয়েছে, তোমাদেরকে অতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। ফলে অনেক কিছুই তোমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। অনেক জিনিসই তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত।'

86 আমি ইচ্ছা করলে তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি, তা সবই প্রত্যাহার করতে পারতাম, তারপর তুমি তা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারীও পেতে না। *

87 কিন্তু তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এটা এক রহমত (যে, ওহীর ধারা চালু আছে)। বন্ধুত্ব তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সুবিপুল। *

88 বলে দাও, এই কুরআনের মত বাণী তৈরি করে আনার জন্য যদি সমস্ত মানুষ ও জিন একত্র হয়ে যায়, তবুও তারা এ রকম কিছু আনতে পারবে না, তাতে তারা একে অন্যের ঘৃণায় সাহায্য করুক। *

89 আমি মানুষের কল্যাণার্থে এ কুরআনে সর্বপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয় নানাভাবে বর্ণনা করেছি, তা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক অঙ্গীকৃতি ছাড়া অন্য কিছুতে রাজি নয়। *

- 90 তারা বলে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রতি ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি ভূমি থেকে আমাদের জন্য এক প্রস্তরণ বের করে দেবে। ❁
- 91 অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান হয়ে যাবে এবং তুমি তার ফাঁকে-ফাঁকে মাটি ফেড়ে নদী-নালা প্রবাহিত করে দেবে। ❁
- 92 অথবা তুমি যেমন দাবী করে থাক, আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলে দেবে কিংবা আল্লাহ ও ফিরিশতাগণকে আমাদের সামনা-সামনি নিয়ে আসবে। ❁
- 93 অথবা তোমার জন্য একটি সোনার ঘর হয়ে যাবে অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু আমরা তোমার আকাশে আরোহণকেও ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করবে, যা আমরা পড়তে পারব। (হে নবী!) বলে দাও, আমার প্রতিপালক পবিত্র। আমি তো একজন মানুষ মাত্র, যাকে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে।
৬০ ❁
60. ৮৯ থেকে ৯২ পর্যন্ত আয়াতসমূহে মক্কার মুশারিকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া বর্ণিত হয়েছে। তাদের এসব দাবী ছিল কেবলই জেদপ্রসূত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন মুজিয়া তাদের সামনে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর কাছে নিত্য-নতুন মুজিয়ার ফরমায়েশ করত। আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের সমস্ত ফরমায়েশের জবাবে সংক্ষেপে জানিয়ে দিতে বলেছেন যে, আমি খোদা নই যে, এসব কাজে আমার এখতিয়ার থাকবে। আমি তো কেবলই একজন মানুষ। তবে আল্লাহ তাআলা আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন এবং সে কারণে তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী আমাকে কিছু মুজিয়া দান করেছেন। আমি নিজ ক্ষমতাবলে সেসব মুজিয়ার বাইরে কোন মুজিয়া দেখাতে পারি না।
- 94 যখন তাদের কাছে হিদায়াতের বার্তা আসল তখন তাদেরকে কেবল এ বিষয়টাই ঈমান আনতে বাধা দিয়েছিল যে, তারা বলত, আল্লাহ কি একজন মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? ❁
- 95 বলে দাও, পৃথিবীতে যদি ফিরিশতাগণ নিশ্চিন্তে বিচরণ করত, তবে আমি নিশ্চয়ই কোন ফিরিশতাকে তাদের কাছে রাসূল করে পাঠাতাম।
৬১ ❁
61. অর্থাৎ, নবীর জন্য এটা জরুরী যে, যাদের কাছে তাকে পাঠানো হবে তিনি তাদের সমজাতীয় হবেন, যাতে তিনি তাদের স্বভাবগত চাহিদা বুবাতে পারেন, তাদের মনস্তত্ত্ব উপলক্ষ্য করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী তাদের পথ প্রদর্শন করতে পারেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো নবী করে পাঠানো হয়েছে মানব জাতির কাছে। তাই তাঁর মানুষ হওয়াটা আপন্তির বিষয় হতে পারে না; বরং এটাই সম্পূর্ণ যুক্তিসংজ্ঞত। হাঁ, দুনিয়ায় যদি ফিরিশতা বসবাস করত, তবে নিঃসন্দেহে তাদের কাছে একজন ফিরিশতাকেই রাসূল করে পাঠানো হত।
- 96 বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হওয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তিনি নিজ বাস্তাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবগত, তিনি সবকিছু দেখছেন। ❁
- 97 আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন সেই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন, তার জন্য তুমি কিছুতেই তাকে ছাড়া অন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না। কিয়ামতের দিন তাদেরকে অঙ্গ, বোবা ও বধিরঝরণে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় সমবেত করব। তাদের ঠিকানা হবে জাহানাম। যখনই তার আগুন স্থিমিত হতে শুরু করবে অমনি আমি তা আরও বেশি উত্পন্ন করে দেব। ❁
- 98 এটাই তাদের শাস্তি। কেননা তারা আমার আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করেছিল এবং বলেছিল, আমরা যখন (মরে) অস্থিতে পরিণত হব ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তারপরও আমাদেরকে নতুনভাবে জীবিত করে ওঠানো হবে? ❁
- 99 তারা কি বুবাতে পারল না যে, যেই আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের মত মানুষ পুনরায় সৃষ্টি করতেও সক্ষম? তিনি তাদের জন্য স্থির করে রেখেছেন এমন এক কাল, যার (আসার) মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তথাপি জালেমগণ অঙ্গীকৃতি ছাড়া অন্য কিছুতে সম্মত নয়। ❁
- 100 (হে নবী! কাফেরদেরকে) বলে দাও, আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাগুর যদি তোমাদের এখতিয়ারাধীন থাকত, তবে খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা অবশ্যই হাত বন্ধ করে রাখতে।
৬২ মানুষ বড়ই সংকীর্ণমন। ❁
62. এখানে রহমতের ভাগুর দ্বারা নবুওয়াত দানের এখতিয়ার বোঝানো হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অঙ্গীকার করে মক্কার কাফেরগণ বলত, এটা মক্কা ও তায়েফের বড় কোন ব্যক্তিকে কেন দেওয়া হল না। যেন তারা বলতে চাচ্ছিল, কাউকে নবুওয়াত দিলে সেটা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী দেওয়া উচিত ছিল। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলেছেন, নবুওয়াত দেওয়ার ক্ষমতা যদি তোমাদের হাতে ছাড়া হত, তবে তোমরা অর্থ-সম্পদের ফ্রেঞ্চে যেমন কার্পেণ্ট কর, এক্সেত্রেও তেমনি কার্পেণ্ট করতে। ফলে খরচ হয়ে

যাওয়ার ভয়ে তা কাউকে দিতে না।

- 101 আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নির্দশন দিয়েছিলাম। ৬৩ বনী ইসরাইলকে জিজ্ঞেস করে দেখ, সে যখন তাদের কাছে আসল, তখন ফির'আউন তাকে বলেছিল, হে মূসা! তোমার সম্পর্কে তো আমার ধারণা কেউ তোমাকে যান্দু করেছে। *

63. নির্দশনগুলো কী ছিল? একটি সহাই হাদিসে বর্ণিত আছে, মহানবী সাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এগুলো ছিল নয়টি বিধান, যথা ১. শিরক করবে না, ২. চুরি করবে না, ৩. ব্যভিচার করবে না, ৪. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে না, ৫. মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কাউকে হত্যা বা অন্য কোন শাস্তির সম্মুখীন করবে না, ৬. যান্দু করবে না, ৭. সুদ খাবে না, ৮. চরিত্বতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করবে না এবং ৯. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবে না (আবু দাউদ, নাসাই, ইবন মাজা)। ইমাম ইবন কাছীর (রহ) সহ আরও অনেকের মতে 'নয়টি নির্দশন' দ্বারা হয়ে তোমার মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নয়টি নির্দশনকে বোঝানো হয়েছে। তা হল, শুরোজ্জ্বল হাত, লাঠি, দুর্ভিক্ষ, ফসলহানি, প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুল, ব্যাঙ ও রক্ত। -অনুবাদক]

- 102 মূসা বলল, তুমি ভালো করেই জান, এসব নির্দশন অন্য কেউ নয়; বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই সুস্পষ্ট উপলক্ষ সৃষ্টির জন্য অবর্তীণ করেছেন। আর হে ফির'আউন! তোমার সম্পর্কে তো আমার ধারণা তোমার ধ্বংস আসন্ন। *

- 103 তারপর ফির'আউন সংকল্প করেছিল, তাদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে) সে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে, কিন্তু আমি তাকে এবং সঙ্গীগণকে সকলকে নিমজ্জিত করলাম। *

- 104 তারপর বনী ইসরাইলকে বললাম, তোমরা ভৃ-পৃষ্ঠে বসবাস কর, তারপর যখন আখেরাতের ওয়াদা পূরণের সময় এসে যাবে, তখন আমি তোমাদের সকলকে একত্র করে উপস্থিত করব। *

- 105 আমি এ কুরআনকে সত্যসহই নায়ল করেছি এবং সত্যসহই এটা অবর্তীণ হয়েছে। (হে নবী!) আমি তোমাকে কেবল একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরাপেই পাঠিয়েছি। *

- 106 আমি কুরআনকে আলাদা আলাদা অংশ করে দিয়েছি, যাতে তুমি তা মানুষের সামনে থেমে থেমে পড়তে পার আর আমি এটা নায়ল করেছি অল্প-অল্প করে। *

- 107 (কাফেরদেরকে) বলে দাও, তোমরা এতে ঈমান আন বা নাই আন, যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তাদের সামনে যখন (কুরআন) পড়া হয় তখন তারা থুতনি ফেলে সিজদায় পড়ে যায়। *

- 108 এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েই থাকে। ৬৪ *

64. এর দ্বারা যাদেরকে তাওরাত ও ইনজীলের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। এসব কিতাবে শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তাই এর অকৃত্রিম অনুসারী কুরআন মাজীদ শুনে বলত, আল্লাহ তাআলা আখেরী যামানায় যে কিতাব নায়লের এবং যেই নবী পাঠানোর ওয়াদা করেছিলেন, তা পূর্ণ হয়ে গেছে।

- 109 এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে থুতনির উপর লুটিয়ে পড়ে এবং এটা (অর্থাৎ কুরআন) তাদের অন্তরের বিনয় আরও বৃদ্ধি করে। ৬৫ *

65. এটা সিজদার আয়ত। আরবীতে এ আয়ত যখনই তিলাওয়াত করা হবে সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। অবশ্য কেবল তরজমা পড়ার দ্বারা সিজদা ওয়াজিব হয় না। মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে পড়লেও সিজদা ওয়াজিব হয় না।

- 110 বলে দাও, তোমরা আল্লাহকে ডাক বা রহমানকে ডাক, যে নামেই তোমরা (আল্লাহকে) ডাক, (একই কথা। কেননা) সমস্ত সুন্দর নাম তো তাঁরই। ৬৬ তুমি নিজের নামায বেশি উঁচু স্বরে পড়বে না এবং অতি নিচু স্বরেও নয়; বরং উভয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করবে। ৬৭ *

66. এ আয়তের পটভূমি নিম্নরূপ, মুশরিকরা জানত না আল্লাহ তাআলার একটি নাম রহমান। ফলে মুসলিমগণ যখন 'ইয়া আল্লাহ', ইয়া রহমান' বলে ডাকত, মুশরিকরা তা নিয়ে ঠাট্টা করত। তারা বলত, একদিকে তো তোমরা বলছ 'আল্লাহ এক'। অন্যদিকে দুই খোদাকে ডাকছ। আল্লাহকে এবং তাঁর সাথে রহমানকে। এ আয়তের তাদের সেই অবস্থার কথার উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, 'আল্লাহ' ও 'রহমান' উভয়ই আল্লাহ তাআলারই নাম। এবং তাঁর ছাড়াও আরও অনেক ভালো ভালো নাম আছে। সেগুলোকে 'আল-আসমাউল হসনা' বলে। তাঁকে তার যে-কোনও নামেই ডাকা যায়। তাতে তাওয়াদের আকীদা দৃষ্টিত হয় না।

67. নামাযে যখন উঁচু আওয়াজে তিলাওয়াত করা হত, তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং তিলাওয়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করত, তাই

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বেশি উঁচু আওয়াজে পড়ো না। কেননা তার তো কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া মধ্যম আওয়াজই বেশি পছন্দনীয়।

- 111 বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর রাজত্বে কোন অংশীদার নেই এবং অক্ষমতা হতে রক্ষার জন্য তাঁর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন নেই। [৬৮](#) তাঁর মহিমা বর্ণনা কর, ঠিক যেভাবে তাঁর মহিমা বর্ণনা করা উচিত। *

68. বহু মুশারিকের ধারণা ছিল, যেই সন্তান পুত্র সন্তান নেই এবং ঘার রাজত্বেও কোন অংশীদার নেই সে তো বড়ই দুর্বল হবে। এ আয়ত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সন্তান বা সাহায্যকারীর দরকার তো তারই হয়, যে নিজে দুর্বল। আল্লাহ তাআলার সন্তা অসীম শক্তিমান। কাজেই দুর্বলতা দূর করার জন্য তার না সন্তানের দরকার আছে, না সাহায্যকারী।



♦ আল কাহফ ♦

- 1 সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নিজ বান্দার প্রতি কিতাব নাখিল করেছেন এবং তাতে কোনও রকমের বক্রতা রাখেননি। *
- 2 নাখিল করেছেন এক সরল-সঠিক গ্রন্থরূপে, মানুষকে নিজের পক্ষ থেকে এক কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার এবং যেসকল মুমিন সৎকর্ম করে, তাদেরকে এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উৎকৃষ্ট প্রতিদান। *
3. অর্থাৎ কুরআন সর্বপ্রকার প্রান্তিকতামুক্ত এক সরল ও ভারসাম্যমান গ্রন্থ। এর ভাষা ও বিষয়বস্তুতে কোন ক্রটি ও বক্রতা নেই। এ গ্রন্থ তার অনুসারীকে সরল পথের দিশা দান করে। ফলে তার বিপথগামিতার ভয় থাকে না। সে সোজা আল্লাহর সন্তান্তিতে উপনীত হয় ও জামাতের আধিকারী হয়ে যায়। -অনুবাদক
- 3 যাতে তারা সর্বদা থাকবে। *
- 4 এবং সেই সকল লোককে সতর্ক করার জন্য, যারা বলে, আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেছেন। *
- 5 এ বিষয়ে কোন জ্ঞানগত প্রমাণ না তাদের নিজেদের কাছে আছে আর না তাদের বাপ-দাদাদের কাছে ছিল। এটা অতি গুরুতর কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে। তারা যা বলছে তা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। *
- 6 (হে নবী! অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়) তারা (কুরআনের) এ বাণীর প্রতি ঈমান না আনলে যেন তুমি আক্ষেপ করে করে তাদের পেছনে নিজের প্রাণনাশ করে বসবে। *
- 7 নিশ্চিত জেন, ভৃপৃষ্ঠে যা-কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার জন্য শোভাকর বানিয়েছি, মানুষকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তাদের মধ্যে বেশি ভালো কাজ করে। *
2. মুশারিকদের কুফর ও তাদের বৈরীসুলভ আচরণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে বড়ই দুঃখ পেতেন। এ আয়তসমূহে তাঁকে সান্তান দেওয়া হয়েছে যে, এ দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। লক্ষ্য করা হবে কে দুনিয়ার সৌন্দর্যে মাতোয়ারা হয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায় আর কে একে আল্লাহ তাআলার হৃকুম মত ব্যবহার করে নিজের জন্য আখেরাতের পুঁজি সঞ্চয় করে। তো এটা যখন পরীক্ষাক্ষেত্র তখন এখনে দুরকমের লোকই পাওয়া যাবে। একদল কৃতকার্য এবং একদল অকৃতকার্য। সুতরাং ওই সব লোক যদি কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই এবং সেজন্য আপনার এতটা দুঃখ পাওয়াও উচিত নয়, যদরূপ আপনি আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন।
- 8 নিশ্চয়ই আমি ভৃপৃষ্ঠে যা-কিছু আছে, একদিন তা সমতল প্রান্তরে পরিণত করব। *
3. অর্থাৎ, যেসব বস্তুর কারণে ভৃ-পৃষ্ঠকে শোভাময় ও মনোরম দেখা যায়, একদিন তা সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। ঘর-বাড়ি, ইমারত, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষরাজি কিছুই থাকবে না। পৃথিবীকে এক সমতল প্রান্তরে পরিণত করা হবে। তখন এ সত্য পরিকার হয়ে যাবে যে, দুনিয়ার বাহ্যিক সৌন্দর্য বড়ই ক্ষণস্থায়ী। এটাই সেই সময়, যখন আপনার সাথে জেদ ও শক্ততামূলক আচরণকারীরা নিজেদের অঙ্গুত পরিণামে উপনীত হবে। সুতরাং দুনিয়ায় তাদেরকে যে তিল দেওয়া হচ্ছে তার মানে দুর্কর্ম সন্ত্বেও তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এমন নয়। সুতরাং তাদের আচরণে আপনি অতটা ব্যথিত হবেন না এবং তাদের কঠিন পরিণতির জন্যও চিন্তিত হবেন না। আপনার কাজ তাবলীগ ও প্রচারকার্য চালানো। আপনি তাতেই মশগুল থাকুন।

9

তুমি কি মনে কর গুহা ও রাকীমবাসীরা ॥ আমার নির্দশনাবলীর মধ্যে (বেশি) বিশ্লেষকর ছিল? ৫ ❁

4. যারা সে ঘুবক দলটি সম্পর্কে মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে জিজেস করেছিল, তারা একথাও বলেছিল যে, তাদের ঘটনা বড়ই আশ্চর্যজনক। এ আয়াতে তাদের সে কথারই বরাত দিয়ে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা অসীম কুদরত ও ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করলে এ ঘটনা অতি বিশ্লেষকর কিছু নয়। কেননা তাঁর কুদরতের কারিশমা তো অগণন। সে কারিশমার তালিকায় এর চেয়েও বিশ্লেষকর বহু ঘটনা আছে।

5. কুরআন মাজীদের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের ঘটনা সংক্ষেপে নির্মলপঃ জন্ম কয়েক ঘুবক এক মুশরিক রাজার আমলে তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। এ কারণে তাদের উপর রাজার রোষদৃষ্টি পড়ে। তাই তারা নগর ছেড়ে একটা পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিল। সেখানে আল্লাহ তাআলার কুদরতের কী মহিমা, এটাটা দীর্ঘ কাল পরিক্রমা সঙ্গেও তাদের জীবন সম্পূর্ণ সহীহ-সালামত থাকে। তাদের দেহে বিন্দুমাত্র পচন ধরেনি। তিনশ' নয় বছর পর যখন তাদের চোখ খুল, তখন তারা ধারণাই করতে পারেনি এটাটা দীর্ঘ সময় তারা ঘুমে ছিল। সুতরাঃ যখন ক্ষুধা অনুভব হল নিজেদের একজনকে খাদ্য কেনের জন্য শহরে পাঠাল। তবে সর্তর্ক করে দিল যেন সাবধানে থাকে। রাজার লোক যেন জানতে না পারে। ওদিকে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এই তিনশ' বছর কালের ভেতর সেই জালেম রাজার মৃত্যু ঘটেছিল। তারপর বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের একজন ভালো লোক সিংহাসন লাভ করেছিল। এ যাবৎকালের ভেতর পরিবেশ-পরিস্থিতির বিপুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। এহেন অবস্থায় প্রেরিত ব্যক্তি শহরে পৌঁছল এবং খাদ্য ক্রয়ের জন্য সেই তিনশ' বছর আগের পুরানো মুদ্রা পেশ করল। দোকানী যখন সেই মুদ্রা দেখল তখন একে-একে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ পেয়ে গেল। বুঝতে বাকি রইল না যে, ঘুবক দল একাধারে তিনশ' বছর ঘুমের ভেতর পার করেছে। নতুন রাজা ঘটনা জানতে পেরে তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। পরিশেষে যখন তাদের ঊফাত হয়ে গেল, তিনি তাদের স্মৃতি স্বরূপ সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। ফ্রিস্ট সম্প্রদায়ের কাছে এ ঘটনাটি বাবাবহ Seven Sleepers (সংগঠিত ঘুমন্ত) নামে প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন 'রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলেন, সেই রাজার নাম ছিল 'ডোসিস'। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের উপর সে কাঠিন জুলুম-নির্যাতন চালাত। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল তুরস্কের 'আফসুস' নামক শহরে। যেই ন্যায়পরায়ণ রাজার আমলে তাদের ঘুম ভেঙ্গেছিল, গিবনের বর্ণনা অনুযায়ী তার নাম থিওডোসিস। মুসলিম ঐতিহাসিক ও মুফাসিসিরগণ ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন তা গিবনের বর্ণনারই কাছাকাছি। তারা জালেম রাজার নাম বলেছেন 'দিকয়ান্স'। কোন কোন আধুনিক গবেষকের মতে এ ঘটনা ঘটেছিল জর্ডেনের রাজধানী আম্মানের নিকটবর্তী এক স্থানে। সেখানে একটি গুহার ভেতর কয়েকটি লাশ অদ্যবাদি বিদ্যমান। আমি আমার 'জাহানে দীদাহ' নামক সফরনামায় তাদের সে গবেষণা-প্রতিবেদন সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। কিন্তু এসব মতামতের কোনগুটিই এমন প্রমাণসিদ্ধ নয়, যার উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা যেতে পারে। কুরআন মাজীদের রীতি হল ঘটনার কেবল শিক্ষণীয় অংশটুকুই বর্ণনা করা। তার অতিরিক্ত ঘটনার খুঁটনাটি বিবরণ সে কখনও দেয় না। কাজেই আমাদেরও তার পেছনে পড়ার কোনও দরকার নেই। সে ঘুবক দল গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল বলে তাদেরকে আসহাবে কাহফ (গুহাবাসী) বলা হয়। এতেক্ষণে তো স্পষ্ট। কিন্তু তাদেরকে 'রাকীমবাসী' বলার কারণ কী? এ সম্পর্কে মুফাসিরদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। কারও মতে 'রাকীম' হল সেই গুহায় নিম্নস্থ উপত্যকার নাম। কেউ বলেন, রাকীম হল ফলকলিপি। ঘুবক দলটি মারা যাওয়ার পর একটি ফলকে তাদের নাম-পরিচয় লিখে দেওয়া হয়েছিল। তাই তাদেরকে 'আসহাবুর রাকীম'ও বলা হয়। আবার কেউ মনে করেন, তারা যে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল সেই পাহাড়টির নাম ছিল রাকীম। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

10

এটা সেই সময়ের কথা, যখন ঘুবক দলটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং (আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করে) বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি আপনার নিকট থেকে বিশেষ রহমত নায়িল করুন এবং আমাদের এ পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য কল্যাণকর পথের ব্যবস্থা করে দিন। ❁

11

সুতরাঃ আমি তাদের কানে চাপড় মেরে কয়েক বছর গুহার ভেতর রাখলাম। ৬ ❁

6. 'কানে চাপড় মারা' একটি আরবী প্রবচন। এর অর্থ গভীর নিদ্রা চাপিয়ে দেওয়া। এর তাৎপর্য হল, মানুষ ঘুমের শুরুভাগে কানে শুনতে পায়। কানের শোনা বন্ধ হয় তখনই যখন ঘুম গভীর হয়ে যায়।

12

তারপর তাদেরকে জাগিয়ে দিলাম, এটা লক্ষ্য করার জন্য যে, তাদের দুই দলের মধ্যে কোন দল নিজেদের ঘুমে থাকার মেয়াদকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে। ৭ ❁

7. সামনে আসছে, জাগ্রত হওয়ার পর ঘুবক দল পরম্পর বলাবলি করতে লাগল তারা কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল। আয়াতের ইঙ্গিত সে দিকেই।

13

আমি তোমার কাছে তাদের ঘটনা যথাঘতভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল একদল ঘুবক, যারা নিজ প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদেরকে হিদায়াতে প্রভৃতি উৎকর্ষ দান করেছিলাম। ❁

14

আমি তাদের অন্তর সুড়ত করে দিয়েছিলাম। ৮ এটা সেই সময়ের কথা, যখন তারা (রাজার সামনেই) দাঁড়াল এবং বলল, আমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি আকশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক। আমরা তাকে ছাঢ়া অন্য কাউকে মারুদ বলে কখনই ডাকব না। তাহলে তো আমরা চরম অবাস্তব কথাই বলব। ❁

8. ইবনে কাছীর (রহ.)-এর একটি বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, পৌত্রলিক রাজা যখন তাদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারল, তখন তাদেরকে নিজ দরবারে ডেকে পাঠাল এবং তাদেরকে তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে জিজেস করল। তারা নিভীকচিত্তে দ্যুর্থতায় তাওহীদের

আকীদা তুলে ধরল, যেমন আয়তে বলা হয়েছে। তাদের অস্তরের সেই দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রতিই এ আয়তে ইশারা করা হয়েছে।

- 15 এই আমাদের সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁর পরিবর্তে আরও বহু মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। (তাদের বিশ্বাস সত্য হলে) তারা নিজ মাবুদের সপক্ষে স্পষ্ট কোন প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? *
- 16 (সাথী বন্ধুরা!) তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকেও, তখন চলো, ওই গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। ^১ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য নিজ রহমত বিস্তার করে দেবেন এবং তোমাদের বিষয়টা যাতে সহজ হয় সেই ব্যবস্থা করে দেবেন। *
9. অর্থাৎ, তোমরা যখন সত্য দীন অবলম্বন করেছ এবং তোমাদের শহরবাসী তোমাদের শক্তি হয়ে গেছে, তখন এ দীন অনুসারে ইবাদত-বন্দেশী করার উপায় কেবল এই যে, তোমরা শহর ভ্যাগ করে পাহাড়ে চলে যাও এবং তার গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও। তাহলে কেউ তোমাদের খুঁজে পাবে না।
- 17 (সে গুহাটি এমন ছিল যে,) তুমি সূর্যকে তার উদয়কালে দেখতে পেতে তা তাদের গুহার ডান দিক থেকে সরে চলে যায় এবং অস্তকালে বা দিক থেকে তার পাশ কেটে যায়। ^২ আর তারা ছিল গুহার প্রশস্ত অংশে (শায়িত)। এসব আল্লাহর নির্দেশনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ^৩ আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় আর যাকে তিনি পথপ্রস্তুত করেন তুমি কখনই তার এমন কোন সাহায্যকারী পাবে না, যে তাকে সৎপথে আনবে। *
10. অর্থাৎ, গুহায় তাদের আশ্রয় গ্রহণ, সুদীর্ঘকাল নিদ্রা ধাপন, রোদ থেকে রক্ষা পাওয়া-এসব কিছু ছিল আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হিকমতের নির্দেশন।
11. গুহাটির অবস্থানস্থল এমন ছিল যে, তাতে রোদ দুক্ত না, সকাল বেলা সূর্য ডান দিক থেকে এবং বিকাল বেলা বাম দিক থেকে ঘূরে যেত। এভাবে তারা রোদের তাপ থেকে রক্ষা পেত। আর এতে করে যেমন তাদের দেহ ও কাপড় নষ্ট হতে পারেনি, তেমনি কাছাকাছি স্থানে রোদ পড়ার কারণে তারা আলো ও উষ্ণতার উপকারণ লাভ করত।
- 18 (তাদের দেখলে) তোমার মনে হত তারা জাগ্রত, অথচ তারা ছিল নির্দিত। ^৪ আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাচ্ছিলাম ডানে ও বামে। আর তাদের কুকুর গুহামুখে সামনের পা দুটি ছাড়িয়ে (বসা) ছিল। তুমি যদি তাদেরকে উঁকি মেরে দেখতে, তবে তুমি তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে এবং তাদের ভয়ে পরিপূর্ণরূপে ভীত হয়ে পড়তে। *
12. অর্থাৎ, ঘূমন্ত ব্যক্তির ঘূমের যেসব আলামত দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের মাঝে তার কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বরং তাদের দেখলে মনে হত, তারা জাগ্রত অবস্থায় শুয়ে আছে।
- 19 আমি (তাদেরকে যেমন নিদ্রাচ্ছন্ন করেছিলাম) এভাবেই তাদেরকে জাগিয়ে দিলাম, যাতে তারা পরস্পরে একে অন্যকে জিজগসাবাদ করে। তাদের মধ্যে একজন বলল, তোমরা এ অবস্থায় কতকাল থেকেছ? কেউ কেউ বলল, আমরা একদিন বা তার কিছু কম (ঘুমে) থেকে থাকব। অন্যরা বলল, তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন তোমরা এ অবস্থায় কতকাল থেকেছ। এখন নিজেদের কোন একজনকে ঝুঁপার মুদ্রা দিয়ে নগরে পাঠাও। সে গিয়ে দেখুক তার কোন এলাকায় ভালো খাদ্য আছে। ^৫ এবং সেখান থেকে তোমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসুক। সে যেন সতর্কতার সাথে কাজ করে এবং সে যেন তোমাদের সম্পর্কে কাউকে অবহিত হতে না দেয়। *
13. এটাই প্রকাশ যে, উত্তম খাদ্য দ্বারা হালাল খাদ্য বোঝানো হয়েছে। তাদের ভাবনা ছিল, পৌত্রলিকদের শহরে হালাল খাদ্য পাওয়া তো সহজ নয়। তাই যাকে পাঠিয়েছিল তাকে সতর্ক করে দিল, যেন এমন জায়গা থেকে খাবার কেনে যেখানে হালাল খাদ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া তাদের ধারণা মতে সেখানে তখনও পর্যন্ত পৌত্রলিক রাজারই শাসন চলছিল। তাই তাদের দ্বিতীয় চিন্তা ছিল, পাছে এ গুহায় তাদের আত্মগোপনের কথা সে জেনে ফেলে। তাই তাকে সতর্ক করে দিল, সে যেন খাদ্য কিনতে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে।
- 20 কেননা তারা (শহরবাসী) যদি তোমাদের সন্ধান পেয়ে যায়, তবে তারা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরে যেতে বাধ্য করবে। আর তাহলে তোমরা কখনও সফলতা লাভ করতে পারবে না। *
- 21 এভাবে আমি মানুষের কানে তাদের সংবাদ পোঁচিয়ে দিলাম, ^৬ যাতে তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারে আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং এটাও যে, কিয়ামত অবশ্যস্তবী, ^৭ তাতে কোন সন্দেহ নেই। (অতঃপর সেই সময়ও আসল) যখন লোকে তাদের সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল। ^৮ কিছু লোক বলল, তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। তাদের প্রতিপালকই তাদের বিষয়ে ভালো জানেন। ^৯ (শেষ পর্যন্ত) তাদের বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করব। *

14. যাকে খাদ্য কিনতে পাঠানো হয়েছিল, কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী তার নাম 'তামলীখা'। সে ঘথায়িতি খাদ্য কেনার জন্য শহরে গেল এবং দোকানদারকে তিনশ' বছর আগের মুদ্রা দিল, যাতে সেই যুগের রাজাৰ ছাপ লাগানো ছিল। দোকানদার তো সে মুদ্রা দেখে অবাক। সে তাকে বর্তমান রাজাৰ কাছে নিয়ে গেল। নতুন রাজা ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পূরণ। তার এই ঘটনা জানা ছিল যে, রাজা দিক্ষানুসের অত্যাচারে অতির্থ হয়ে একদল যুবক নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল। রাজা আরও খোঁজ-খবর নিলেন। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া গেল, এবাই সেই যুবক দল। রাজা তাদেরকে খুব সম্মান ও খাতির-যত্ন কৰলেন। কিন্তু তারা পুনরায় সেই গুহায় চলে গেল এবং সেখানেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মৃত্যু দান কৰলেন।

15. আসহাবে কাহফের এই সুদীর্ঘকাল ঘূমিয়ে থাকা এবং তারপর আবার জেগে ওঠা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলাৰ অপার কুদুরতেৱই নির্দশন ছিল। এ ঘটনার প্রতি লক্ষ্য কৰলে যে-কোনও ব্যক্তিৰ অতি সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াৰ কথা যে, যেই সন্তু সেই যুবক দলকে তাদেৱ সুদীর্ঘকালীন ঘূমেৰ পৰ জীবিতৰূপে জাগাতে পেৱেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি গোটা মানব জাতিকে মৃতুৰ পৰ পুনৰায় জীৱিত কৰতে সক্ষম। কোন কোন বিগোয়ায়তে আছে, সে সময়েৰ রাজা নিজে তো কিয়ামত ও আখেৱাতে বিশ্বাস রাখতেন, কিন্তু প্ৰজাদেৱ মধ্যে কিছু লোক আখেৱাত সম্পর্কে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰত, তাই রাজা দুআ কৰেছিলেন, আল্লাহ তাআলা যেন তাদেৱকে এমন কোন ঘটনা দেখিয়ে দেন, যা দ্বাৱা তারা আখেৱাত সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদেৱ অন্তৰে এ বিশ্বাস পাকাপোক্ত হয়ে যাবে যে, আখেৱাত সত্যিই আছে। সেই পটভূমিতেই আল্লাহ তাআলা যুবক দলকে ঘূম থেকে জাগিয়ে দেন এবং এভাৱে নিজ কুদুরতেৱ কাৰিশমা দেখিয়ে দেন।

16. যেমন পূৰ্বে বলা হয়েছে, ঘূম থেকে জাগাৰ পৰ যুবকেৱা বেশিকাল বেঁচে থাকেনি। অবিলম্বে সেই গুহাতেই তাদেৱ ইন্তিকাল হয়ে যায়। অতঃপৰ আল্লাহ তাআলা তাঁৰ কুদুরতেৱ আৱেক কাৰিশমা দেখালেন। যে শহৰে এককালে তাদেৱ জীবনেৰ কোন আশা ছিল না সেই শহৰেই এখন তাদেৱ আশাতীত সম্মান। তাদেৱ জন্য এখন স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণেৰ চিন্তা কৰা হচ্ছে। শেষ পৰ্যন্ত যাদেৱ প্ৰভাৱ-প্ৰতিপন্থি ছিল তারা সিদ্ধান্ত নিল, তাদেৱ গুহাৰ পাশে একটি মসজিদ নিৰ্মাণ কৰবে। প্ৰকাশ থাকে যে, আমানৰে কাছে যে গুহাৰ সন্ধান পাওয়া গেছে, তাতে খনন কাৰ্য চালানো হলে একটি মসজিদেৱ ধৰংসাৰশেষও পাওয়া যায়। আৱেক প্ৰকাশ থাকে, তাদেৱ মৃত্যুহানে মসজিদ নিৰ্মাণেৰ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখনকাৰ ক্ষমতাসীন লোকজন। কুৱান মাজীদে তাদেৱ সে সিদ্ধান্তেৰ পক্ষে কোন সমৰ্থন পাওয়া যায় না। কাজেই এ আয়াত দ্বাৱা কৰৱানকে ইবাদতখনা বানানোৰ বৈধতা প্ৰমাণ হয় না। বৱং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে এ জাতীয় কাজ কৰতে নিষেধ কৰেছেন।

17. বিভিন্ন বিগোয়ায়ত দ্বাৱা জানা যায় যখন তাদেৱ কৰৱে স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণেৰ প্ৰস্তাৱ আসল, তখন অনেকে চিন্তা কৰেছিল, তাদেৱ সকলেৱ নাম-ঠিকানা ধৰ্মমত ইত্যাদিও নামফলক আকাৱে লিখে দেওয়া হোক। কিন্তু তাদেৱ বিস্তাৱিত অবস্থা সম্পর্কে যেহেতু কেউ জ্ঞাত ছিল না, তাই শেষে তারা বলল, তাদেৱ অবস্থাদি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ তাআলাৰই আছে, অন্য কাৱেও নয়। কাজেই আমাৱা তাদেৱ নাম-ঠিকানা ইত্যাদিৰ পেছনে না পড়ে, বৱং কেবল স্মৃতিসৌধই নিৰ্মাণ কৰে দেই

22 কিছু লোক বলবে, তারা ছিল তিনজন আৱ চতুৰ্থটি তাদেৱ কুকুৱ। কিছু লোক বলবে, তারা ছিল পাঁচজন আৱ ষষ্ঠটি তাদেৱ কুকুৱ। এসবই তাদেৱ অন্ধকাৱে টিল ছেঁড়া জাতীয় কথা। কিছু লোক বলবে, তারা ছিল সাতজন, আৱ অষ্টমটি ছিল তাদেৱ কুকুৱ। বলে দাও আমাৱ প্ৰতিপালকই তাদেৱ প্ৰকৃত সংখ্যা ভালো জানেন। অল্প কিছু লোক ছাড়া কেউ তাদেৱ সম্পর্কে পুৱোপুৱি জানে না। সুতৰাং তাদেৱ সম্পর্কে সাদামাঠা কথাৰ্বাতাৰ বেশি কিছু আলোচনা কৰো না এবং তাদেৱ সম্বন্ধে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও কৰো না।

১৮

18. এ আয়াত আমাদেৱকে আলাদাভাৱে একটা গুৱত্বপূৰ্ণ শিক্ষা দান কৰছে। তা এই যে, যে বিষয়ে মানুষেৰ কোনও ব্যবহাৱিক ও কৰ্মগত মাসআলা নিৰ্ভৰশীল নয়, সে বিষয়ে অহেতুক খোঁড়াখুঁড়ি ও তত্ত্ব তালাশে লেগে পড়া উচিত নয়। আসহাবে কাহফেৰ ঘটনা থেকে মৌলিকভাৱে যে শিক্ষা লাভ হয়, তা হল প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ ভেতৱে উপৰ অটল থাকাৰ চেষ্টা কৰলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সাহায্য কৰেন, যেমন যুবক দলটি সত্ত্বেৰ উপৰ অটল থাকাৰ চেষ্টা কৰেছিল এবং শত বাধা-বিপন্থি সন্তোষ আপন বিশ্বাস থেকে উলেনি; বৱং সত্যনিষ্ঠাৰ পৰাকাৰ্থা প্ৰদৰ্শন কৰেছিল, ফলে আল্লাহ তাআলা কিভাৱে তাদেৱকে সাহায্য কৰেছিলেন! বাকি থাকল এই প্ৰশ্ন যে, তারা সংখ্যায় কতজন ছিল? বন্ধুত্ব এটা মজলিস সৱাগৰম কৰে তোলাৰ মত কোন প্ৰশ্ন নয়, যেহেতু এৱ উপৰ বিশেষ কোন মাসআলা নিৰ্ভৰশীল নয়। তাই এ নিয়ে মাথা গৱাম কৰাবও কোন প্ৰয়োজন নেই। বৱং উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কেউ যদি এ নিয়ে আলোচনা উঠায়ও, তবে সাদামাঠা উত্তৱ দিয়ে কথা শেষ কৰে ফেল। অহেতুক এৱ পেছনে সময় নষ্ট কৰো না।

23 (হে নবী!) কোন কাজ সম্পর্কেই কখনও বলো না 'আমি এ কাজ আগামীকাল কৰব'। *

24 তবে (বলো) আল্লাহ যদি চান (তবে কৰব)। ১৯ আৱ কখনও ভুলে নিজ প্ৰতিপালককে স্মৰণ কৰ এবং বল, আমি আশা কৰি আমাৱ প্ৰতিপালক এমন কোনও বিষয়েৰ প্ৰতি আমাকে পথনিৰ্দেশ কৰবেন, যা এৱ চেয়েও হিদায়াতেৰ বেশি নিকটবৰ্তী হবে। ২০ *

19. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেৰ নবুওয়াত সত্য কিনা তার প্ৰমাণ হিসেবেই প্ৰশ্নকৰ্তাৰা তাঁৰ কাছে আসহাবে কাহফেৰ ঘটনা জানতে চেয়েছিল। এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়াতেৰ আৱও বহু দলীল-প্ৰমাণ দান কৰেছেন, যা তাঁৰ নবুওয়াত প্ৰতিষ্ঠাৰ সপক্ষে আসহাবে কাহফেৰ ঘটনা শোনানো অপেক্ষাও বেশি স্পষ্ট। কেউ ঈমান আনতে চাইলে প্ৰমাণ হিসেবে সেগুলো আৱও বেশি কাৰ্যকৰ।

20. যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আসহাবে কাহফ' ও 'যুলকাৱনাইন' সম্পর্কে জিজ্ঞেস কৰা হয়েছিল, তখন তিনি প্ৰশ্ন কৰ্তাদেৱকে এক ধৰনেৰ ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, আমি এ প্ৰশ্নেৰ উত্তৱ তোমাদেৱকে আগামীকাল দেব। সে সময় তিনি ইনশাআল্লাহ বলতে

ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল, আগামীকালের ভেতর ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এসব ঘটনা সম্পর্কে অবগত করা হবে। এটাই আলোচ্য আয়ত নাযিলের প্রেক্ষাপট। আয়তে এ ঘটনার প্রতি ইশারা করে আল্লাহ তাআলা একাটি স্বতন্ত্র নির্দেশনা দান করেছেন। ইরশাদ করেছেন যে, মুসলিম মাত্রেই ‘ইনশাআল্লাহ’ বলতে অভ্যন্ত হওয়া উচিত। ভবিষ্যত সম্পর্কিত কোন কথাই ‘ইনশাআল্লাহ’ যোগ না করে বলা উচিত নয়। কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, এ বিষয়ে তিনি যে ওয়াদা করেছিলেন, তাতে যেহেতু ‘ইনশাআল্লাহ’ বলতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাই পরবর্তী দিন ওহী আসেনি; বরং একাধারে কয়েক দিন ওহী বন্ধ থাকে। অবশেষে ওহী নাযিল হয় এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সাথে সাথে তাতে এ বিষয়েও শিক্ষাদান করা হয়।

25 তারা (অর্থাৎ আসহাবে কাহফ) তাদের গুহায় তিনশ' বছর এবং অতিরিক্ত নয় বছর (নির্দিত অবস্থায়) ছিল। *

26 (কেউ যদি এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে) বল, আল্লাহই ভালো জানেন, তারা কতকাল (ঘূর্মিয়ে) ছিল। ১১ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত জ্ঞান তাঁরই আছে। তিনি কত উত্তম দৃষ্টি! কত উত্তম শ্রেতা! তিনি ব্যতীত তাদের আর কোন অভিভাবক নেই। তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না। *

21. আল্লাহ যদিও জানিয়ে দিয়েছেন যুবক দল তাদের গুহায় তিনশ' নয় বছর নির্দিত ছিল। কিন্তু এটা জানানোর পর পুনরায় সে কথাই বলে দিয়েছেন যে, এ বিষয়ে কেবল অনুমানের ভিত্তিতে কোন কথা বলা উচিত নয়। কেউ যদি মেয়াদ সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করে, তবে তর্কের দ্যুরার বন্ধ করার জন্য বলে দাও, মেয়াদ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ তাআলারই আছে। কাজেই তিনি যে মেয়াদ বর্ণনা করেছেন সেটাই সঠিক। ঈমানদার হয়ে থাকলে তোমার কর্তব্য সেটাই গ্রহণ করা।

27 (হে নবী!) তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে ওহী পাঠানো হয়েছে, তা পড়ে শোনাও। এমন কেউ নেই যে তাঁর বাণী পরিবর্তন করতে পারে এবং তুমি তাঁকে ছাড়া অন্য কোনও আশ্রয়স্থল পাবে না কখনই। ১২ *

22. কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাবী করত, আপনি আমাদের ইচ্ছা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এ কুরআনকে পরিবর্তন করে দিন। তা করলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতে প্রস্তুত আছি। পূর্বে সূরা ইউনুসে (১০ : ১৫) তাদের এ দাবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বন্ধুত্ব তাদেরকে শোনানোর লক্ষ্যেই আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্ভাষণ করে এ আয়তের বক্তব্য পেশ করেছেন। এতে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার কালামে রাদবদল করার কোন এখতিয়ার কারণও নেই। কেউ যদি এমনটা করে, তবে আল্লাহ তাআলার আয়াব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সে কোনও আশ্রয়স্থল পাবে না।

28 ধৈর্যস্ত্রের সাথে নিজেকে সেই সকল লোকের সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় নিজেদের প্রতিপালককে এ কারণে ডাকে যে, তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। ১৩ পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তোমার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায়। এমন কোন ব্যক্তির কথা মানবে না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছি, যে নিজ খেয়াল-খুশীর পেছনে পড়ে রয়েছে এবং যার কার্যকলাপ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। *

23. কুরাইশ গোত্রের নেতৃত্ব দাবি করেছিল, যে সব গরীব ও সাধারণ স্তরের মুসলিম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে থাকে, তিনি যেন তাদেরকে দূর করে দেন। তা করলে তারা তাঁর কথা শুনতে প্রস্তুত থাকবে। অন্যথায় ইসব সাধারণ স্তরের লোকদের সাথে বসে তাঁর কথা শোনা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের সে দাবীর রাদকল্পেই এ আয়ত নাযিল হয়েছে। এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন তাদের কথায় কর্ণপাত না করেন এবং গরীব সাহবীগণের সাহচর্য ত্যাগ না করেন। প্রসঙ্গত গরীব সাহবায়ে কেরামের ফর্যালত এবং তাদের বিপরীতে ধনবান কাফেরদের হীনতা বর্ণনা করা হয়েছে। এই একই বিষয়বস্তু সূরা আনআমেও (৬ : ৫২) গত হয়েছে।

29 বলে দাও, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তো সত্য এসে গেছে। এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফর অবলম্বন করুক। ১৪ আমি জালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার প্রাচীর তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। তারা পানি চাইলে তাদেরকে তেলের তলানী সদৃশ পানীয় দেওয়া হবে, যা তাদের চেহারা ঝলসে দেবে। কতই না মন্দ সে পানীয় এবং কতই না নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল! *

24. অর্থাৎ, সত্য পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর ঈমান আনার জন্য কারও উপর শক্তি আরোপ করা যায় না কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান আনবে না, আখেরাতে অবশ্যাই তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

30 তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা নিশ্চিত থাকুক, আমি সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করি না। *

31 তাদেরই জন্য রয়েছে স্থায়ীভাবে থাকার উদ্যান, তাদের নিচে নহর প্রবহমান থাকবে। তাদেরকে সেখানে স্বর্ণকঙ্কনে অলংকৃত করা হবে। আর তারা উচ্চ আসনে হেলান দেওয়া অবস্থায় মিহি ও পুরু সবুজ রেশমী কাপড় পরিহিত থাকবে। কতই না উৎকৃষ্ট প্রতিদান এবং কত সুন্দর বিশ্রামস্থল। *

32 (হে নবী!) তাদের সামনে সেই দুই ব্যক্তির উপর্যাম পেশ কর, ১৫ যাদের একজনকে আমি আঙ্গুরের দুটি বাগান দিয়েছিলাম এবং সে দুটিকে খেজুর গাছ দ্বারা ঘেরাও দিয়ে রেখেছিলাম আর বাগান দুটির মাঝখানকে শস্যক্ষেত্র বানিয়েছিলাম। *

25. ২৮ নং আয়তে কাফের নেতৃবর্গের অহমিকার প্রতি ইশারা করা হয়েছিল, যে অহমিকার কারণে তারা গরীব মুসলিমদের সাথে বসতে পছন্দ করত না। এবার আল্লাহ তাআলা এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা দ্বারা অর্থ-সম্পদের ঋক্তপ স্পষ্ট হয়ে যায় এবং সমবাদার ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে সক্ষম হয় সম্পদের প্রাচুর্য এমন কোন জিনিস নয়, যার কারণে অহমিকা প্রকাশ করা যায়। আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কে মজবুত না থাকলে বড় বড় মালদারকেও পরিগামে আফসোস করতে হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক যদি ঠিক থাকে, তবে নিতান্ত গরীবও ধনবানদেরকে পিছনে ফেলে বহু দূর এগিয়ে যায়। এখানে যে দুই ব্যক্তির উপর্যুক্ত দেওয়া হয়েছে, নির্ভরযোগ্য কোনও বর্ণনায় তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। কোন কোন মুফাসিসের উল্লেখ করেছেন, তারা বনী ইসরাইলের লোক। উভয়বার্ধিকার সুত্রে তারা তাদের পিতার থেকে বিপুল সম্পদ পেয়েছিল। তাদের একজন ছিল কাফের। সে অর্থ-সম্পদেই মন্ত থাকল। অপরজন তার সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকল। এক পর্যায়ে অন্যজন অপেক্ষা তার সম্পদের পরিমাণ কমে গেল। কিন্তু তার প্রতি আল্লাহর রহমত ছিল। অপরজন কুফরী হেতু তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হল এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর গবেষে তার অর্থ-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। তখন আফসোস করা ছাড়া তার আর কিছু করার থাকল না।

- 33 উভয় বাগান পরিপূর্ণ ফল দান করত এবং তাতে কোন ত্রুটি করত না। আমি বাগান দুটির মাঝখানে একটি নহর প্রবাহিত করেছিলাম। *
- 34 সেই ব্যক্তির প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জিত হল। অতঃপর সে কথাচ্ছলে তার সঙ্গীকে বলল, আমার অর্থ-সম্পদও তোমার চেয়ে বেশি এবং আমার দলবলও তোমার চেয়ে শক্তিশালী। *
- 35 নিজ সন্তার প্রতি সে জুলুম করছিল ^{২৬} আর এ অবস্থায় সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমি মনে করি না এ বাগান কখনও ধ্বংস হবে। *
26. অর্থাৎ সে কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিল। ধন ও জনের মদমততায় অন্যদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করত। আধিরাতকে ভুলে পার্থিব ধন-সম্পদের নেশায় বিভোর হয়ে পড়েছিল আর এভাবে সে আধিরাতের প্রকৃত জীবন ধ্বংস করে নিজের উপরই জুলুম করছিল। -অনুবাদক
- 36 আমার ধারণা কিয়ামত কখনই হবে না। আর আমাকে আমার প্রতিপালকের কাছে যদি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আমি নিশ্চিত (সেখানে) আমি এর চেয়েও উৎকৃষ্ট স্থান পাব। *
- 37 তার সাথী কথাচ্ছলে তাকে বলল, তুমি কি সেই সন্তার সাথে কুফরী আচরণ করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, তারপর শুক্র হতে এবং তারপর তোমাকে একজন সুস্থ-সবল মানুষে পরিণত করেছেন? *
- 38 আমার ব্যাপারে তো এই যে, আমি বিশ্বাস করি আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক মানি না। *
- 39 তুমি যখন নিজ বাগানে প্রবেশ করছিলে, তখন তুমি কেন বললে না 'মা-শা-আল্লাহ, লা-কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহ যা চান তাই হয়। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া কারও কোন ক্ষমতা নেই।) তোমার দৃষ্টিতে যদি আমার সম্পদ ও সন্তান তোমা অপেক্ষা কম হয়ে থাকে, *
- 40 তবে আমার প্রতিপালকের পক্ষে অসন্তোষ নয় যে, তিনি আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিস দান করবেন এবং তোমার বাগানে আসমান থেকে কোন বালা পাঠাবেন, ফলে তা তরুহীন প্রান্তরে পরিণত হবে। *
- 41 অথবা তার পানি ভূগর্ভে নেমে যাবে, অতঃপর তুমি তার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না। *
- 42 (অতঃপর এই ঘটল যে,) তার সমুদয় সম্পদ আয়াববেষ্টিত হয়ে গেল এবং তার ভোর হল এমন অবস্থায় যে, বাগানে যা-কিছু ব্যয় করেছিল তজজন্য শুধু আক্ষেপ করতে লাগল যখন তার বাগান মাচানসহ ভূমিসাঁ হয়েছিল। সে বলছিল, হায়! আমি যদি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক না করতাম! *
- 43 আর আল্লাহ ছাড়া তার এমন কোন দলবল মিলল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে আর সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ ছিল না। *
- 44 একপ পরিস্থিতিতে (মানুষ উপলব্ধি করতে পারে) সাহায্য করার ক্ষমতা কেবল পরম সত্য আল্লাহরই আছে। তিনিই উন্নত পুরুষার দান করেন এবং উন্নত পরিণাম প্রদর্শন করেন। ^{২৭} *
27. অর্থাৎ যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে ও তাঁর আনুগত্য করে তাদেরকে উন্নত পুরুষার দান করেন আর যারা তাঁর উপর নির্ভর করে এবং

তাঁর কাছেই আশাবাদী থাকে, তাদের পরিণামকে শুভ করেন। -অনুবাদক

৪৫ তাদের কাছে পার্থিব জীবনের এই উপমাও পেশ কর যে, তা পানির মত, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি, ফলে ভূমিজ উদ্ধিদ নিবিড় ঘন হয়ে যায়, তারপর তা এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। ^{১৮} আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। ♦

28. অর্থাৎ, ভূমিতে উৎপন্ন উদ্ধিদরাজি অতি ক্ষণস্থায়ী। প্রথম দিকে তো তার শোভা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু পরিশেষে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। পার্থিব জীবনও এ রকমই। শুরুতে তো বড় মনোহর মনে হয়, কিন্তু শেষ পরিণতি ধ্বংস ছাড়া কিছুই নয়।

৪৬ সম্পদ ও সন্তান পার্থিব জীবনের শোভা। তবে যে সৎকর্ম স্থায়ী, তোমার প্রতিপালকের নিকট তা সওয়াবের দিক থেকেও উৎকৃষ্ট এবং আশা পোষণের দিক থেকেও উৎকৃষ্ট। ^{১৯} ♦

29. দুনিয়া ছলনাময়। এর সম্পদ ও সামগ্ৰীতে দিল লাগালে চিৰকাল তা আপন হয়ে থাকে না। একদিন না একদিন ধোঁকা দিয়ে চলে যাবেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে সব সৎকর্ম করা হয়, তা কখনও বিফল যায় না, তার জন্য যে সওয়াবের আশা করা হয় তা অবশ্যই পূরণ হবে।

৪৭ এবং (সেই দিনকেও স্মরণ রাখ) যে দিন আমি পৰ্বতসমূহ সঞ্চালিত করব ^{৩০} এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত পদে আছে ^{৩১} এবং আমি তাদের সকলকে একত্র করব, তাদের কাউকে ছাড়ব না। ♦

30. এর দ্বারা যেমন বোঝানো হয়েছে, ভূগর্ভে যা-কিছু গুপ্ত আছে সব সামনে এসে যাবে। সূরা ইনশিকাকে (৮৪ : ৮)-এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, তেমনি একথাও বোঝানো হয়েছে যে, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ও ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর যতদূর দৃষ্টি যায় সারাটা পৃথিবী সম্পত্তি দেখা যাবে। কোথাও উচু-নিচু থাকবে না, যেমনটা সূরা তোয়াহার ইরশাদ হয়েছে (২০ : ১০৭)।

31. কুরআন মাজীদের আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়, কিয়ামতের সময় পাহাড়সমূহকে প্রথমে আপন স্থান থেকে হাটিয়ে সঞ্চালিত করা হবে। তারপর তাকে কুটে পিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে এবং ধূলাবালির মত বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হবে। সঞ্চালিত করার বিষয়টা সূরা নামল (২৭ : ৮৮) ও সূরা তাকবীর (৮১ : ৩)-এও বর্ণিত হয়েছে। আর কুটে-পিয়ে ধূলায় পরিণত করার কথা সূরা তোয়াহা (২০ : ১০৫), সূরা ওয়াকিয়া (৫৬ : ৫-৬) ও সূরা মুরসালাত (৭৭ : ১০)-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৮ সকলকে তোমার প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে। (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদেরকে আমি প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম, পরিশেষে সেভাবেই তোমরা আমার কাছে চলে এসেছ। অথচ তোমাদের দাবী ছিল আমি তোমাদের জন্য (এই) নির্ধারিত কাল কখনই উপস্থিত করব না। ♦

৪৯ আর 'আমলনামা' সামনে বেথে দেওয়া হবে। তখন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে, তাতে যা (লেখা) আছে, তার কারণে তারা আতঙ্কিত এবং তারা বলছে, হায়! আমাদের দুর্ভোগ! এটা কেমন কিতাব, যা আমাদের ছোট-বড় যত কর্ম আছে, সবই পুঞ্জানুপুঞ্জ হিসাব করে রেখেছে, তারা তাদের সমস্ত কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার প্রতিপালক কারণ প্রতি কোন জুলুম করবেন না। ♦

৫০ সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমের সামনে সিজদা কর। তখন সকলেই সিজদা করল এক ইবলীস ছাড়া। ^{৩২} সে ছিল জিনদের একজন। সে তার প্রতিপালকের হৃকুম অমান্য করল। তারপরও কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানাচ্ছ, অথচ তারা তোমাদের শক্ত? জালিমদের জন্য (এটা) করতই না নিকৃষ্ট বদল! ^{৩৩} ♦

32. অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে কত নিকৃষ্ট অভিভাবক বেছে নিয়েছে।

33. বিস্তারিত জ্ঞানার জন্য দেখুন সূরা বাকারা (২ : ৩১-৩৬), টীকাসহ।

৫১ আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালেও তাদেরকে হাজির করিনি আর খোদ তাদেরকে সৃষ্টি করার সময়ও না। ^{৩৪} আমি এমন নই যে, পথপ্রক্রষ্টকারীদেরকে নিজের সহযোগী বানাব। ♦

34. অর্থাৎ, কাফেরগণ যেই শয়তানদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়েছে, আমি বিশ্বজগত সৃজনের দৃশ্য দেখানো বা সৃজন কার্য সাহায্য প্রহণের জন্য তাদেরকে কাছে ডাকিনি যে, তারা সৃষ্টির রহস্যবলী সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবে। অথচ কাফেরগণ মনে করছে, শয়তানেরা সব রহস্য জানে। ফলে তাদের প্রৱোচনায় পড়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাদেরকে অথবা তাদের কথামত অন্য কাউকে শরীক করে এবং বিশ্বাস করে তারা প্রভুত্বে আল্লাহ তাআলার অংশীদার।

52

এবং সেই দিনকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ (মুশৰিকদেরকে) বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার প্রভুত্বের শরীক মনে করছ তাদেরকে ডাক। সুতরাং তারা ডাকবে। কিন্তু তারা তাদেরকে কোন সাড়া দেবে না। আমি তাদের মাঝখানে রেখে দেব এক ধৰ্মস্কর অন্তরাল। ৩৫ ❁

35. অর্থাৎ সেই ভ্রান্ত উপাস্য ও তার উপাসকদের মাঝখানে রেখে দেব এমন এক ধৰ্ম গহনের প্রতিবন্ধক যদরূপ তারা একে অন্যের সাথে মিলিতও হতে পারবে না। সে প্রতিবন্ধক হল জাহানাম। আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন। -অনুবাদক

53

অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝতে পারবে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে। তারা তা থেকে পরিদ্রাগের কোন পথ পাবে না। ❁

54

আমি মানুষের উপকারার্থে এই কুরআনে সব রকম বিষয়বস্তু বিভিন্নভাবে বিবৃত করেছি, কিন্তু মানুষ সর্বাপেক্ষা বেশি তর্কপ্রিয়। ❁

55

মানুষের কাছে যখন হিদায়াত এসে গেছে, তখন ঈমান আনয়ন ও নিজেদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা হতে তাদেরকে এ ছাড়া (অর্থাৎ, এই দাবী ছাড়া) অন্য কিছুই বিরত রাখছে না যে, তাদের ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তীদের অনুরূপ ঘটনা ঘটুক অথবা আয়ার তাদের একেবারে সামনে এসে যাক। ৩৬ ❁

36. অর্থাৎ, তাদের সামনে সব রকম দলীল-প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এখন নিজেদের কুফরের পক্ষে তাদের হাতে এছাড়া আর কোন প্রমাণ অবশিষ্ট নেই যে, তারা নবীর কাছে দাবী করবে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে যেমন শাস্তি দেওয়া হয়েছে, আমরা ভুল পথে থাকলে আমাদের উপরও সে রকম শাস্তি নিয়ে এসে। সুতরাং তারা এ দাবীই করেছিল। আল্লাহ তাআলা সামনে এর উত্তর দিয়েছেন যে, নিজ এখতিয়ারে শাস্তি অবর্তীর্ণ করা নবীর কাজ নয়। নবীর কাজ কেবল মানুষকে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা। আর আল্লাহ তাআলার নীতি হল, অবাধ্যদেরকে চট্টজলদি শাস্তি না দেওয়া; বরং তিনি নিজ দয়ায় তাদেরকে অবকাশ দেন, যাতে সেই অবকাশের ভেতর যাদের ঈমান আনার তারা ঈমান আনতে পাবে। হ্যাঁ, অবাধ্যদেরকে শাস্তি দানের জন্য তিনি একটা সময় ঠিকই স্থির করে রেখেছেন। সেই সময় যখন আসবে, তখন আর তাদের শাস্তি টলানো যাবে না।

56

আমি রাসূলগণকে তো পাঠাই কেবল (মুমিনদের জন্য) সুসংবাদদাতা এবং (কাফিরদের জন্য) সতর্ককারীরাপে। যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা মিথ্যাকে আশ্রয় করে বিত্তগুরু লিপ্ত হয় তার দ্বারা সত্যকে টলিয়ে দেওয়ার লক্ষে। তারা আমার আয়াতসমূহ এবং যে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাকে ঠাট্টার বিষয় বানিয়ে নিয়েছে। ❁

57

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজ কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? বস্তুত আমি (তাদের কৃতকর্মের কারণে) তাদের অন্তরের উপর ঘেরাটোপ লাগিয়ে দিয়েছি, যদরূপ তারা এ কুরআন বুঝতে পাবে না এবং তাদের কানে ছিপি এঁটে দিয়েছি। সুতরাং তুমি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে ডাকলেও তারা কখনও সৎপথে আসবে না। ❁

58

তোমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, দয়াময়। তিনি যদি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতে চাইতেন, তবে তাদেরকে আচিরেই শাস্তি দিতেন, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক স্থিরীকৃত সময়, যা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবে না। ❁

59

ওইসব জনপদ (যা তোমাদের সামনে রয়েছে) আমি তাদেরকে ধৰ্ম করে দেই, যখন তারা জুলুম অবলম্বন করল। তাদের ধৰ্মসের জন্য (-ও) আমি একটি সময় স্থির করেছিলাম। ❁

60

এবং (সেই সময়ের বৃত্তান্ত শোন) যখন মূসা তার যুবক (শিষ্য)কে বলেছিল, আমি দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত চলতেই থাকব অথবা আমি চলতে থাকব বছরের পর বছর। ৩৭ ❁

37. এখন থেকে ৮২ নং আয়াত পর্যন্ত হযরত খাজির আলাইহিস সালামের সাথে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাক্ষাতকারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দীর্ঘ হাদীসে এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বিবৃত করেছেন। বুখারী শরীফে কয়েকটি সনদে তা উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসটির সারবস্কেপ এছলে উল্লেখ করা হচ্ছে একবার কেউ হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে জিজেস করল, বর্তমান বিশ্বে সর্বাপেক্ষা বড় আলেম কে? যেহেতু প্রত্যেক নবী তার সমকালীন বিশ্বে দীনের সর্বাপেক্ষা বড় আলেম হয়ে থাকেন, তাই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম জবাব দিলেন, আমি সবচেয়ে বড় আলেম। এ জবাব আল্লাহ তাআলার পছন্দ হল না। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে অবহিত করা হল যে, প্রশ্নের সঠিক উত্তর ছিল আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন কে সবচেয়ে বড় আলেম।

এতদসঙ্গে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সামনে জ্ঞানের এমন এক দিগন্ত উন্মোচিত করতে চাইলেন, যে সম্পর্কে এ যাবৎকাল তার কোন ধারণা ছিল না। সুতরাং তাঁকে হৃকুম দেওয়া হল, তিনি যেন হযরত খাজির আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। পথ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হল যে, যেখানে দুটি সাগর মিলিত হয়েছে, সেটাই হবে তার গন্তব্যস্থল। আর সেখানে একটা জায়গা এমন আসবে, যেখানে তাঁর সঙ্গে নেওয়া মাছ হারিয়ে যাবে। মাছ হারানোর সে জায়গাতেই হযরত খাজির আলাইহিস সালামের সাক্ষাত পাওয়া যাবে। সুতরাং হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তার যুবক শিষ্য হযরত ইউশা আলাইহিস সালামকে সঙ্গে নিয়ে, যিনি পরবর্তীকালে নবী হয়েছিলেন, সফর শুরু করে দিলেন। এর পরের ঘটনা কুরআন মাজীদেই আসছে।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের এ সফরকে সাধারণ কোন প্রমাণের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। তাঁর এ সফরের ভেতর

আল্লাহ তাআলার বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। একটা উদ্দেশ্য তো অতি পরিষ্কার। আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, নিজেকে নিজে সকলের বড় আলেম বলা কারও পক্ষেই শোভা পায় না। ইলম বা জ্ঞান হচ্ছে কুল-কিনারাহীন এক অবৈধ সাগর। এর কোন দিক সম্পর্কে কেবল জানে তা বলা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তাআলা নিজ জ্ঞান ও হিকমত দ্বারা মহা বিশ্ব কিভাবে চলাচেন তার একটা বলক হ্যারত মূসা আলাইহিস সালামকে চাকুর দেখিয়ে দেওয়া। মানুষ তার প্রত্যঙ্গিক জীবনে দুনিয়ায় বহু ঘটনা ঘটতে দেখে। অনেক সময় এমন কাণ্ড-কারখানাও তার চেথে পড়ে যার কোন ব্যাখ্যা সে খুঁজে পায় না এবং যার উদ্দেশ্য তার বুঝে আসে না। অথচ প্রতিটি ঘটনার ভেতরই আল্লাহ তাআলার কোন না কোন হিকমত নিহিত থাকে। মানুষের দৃষ্টি যেহেতু সীমাবদ্ধ তাই সে অনেক সময় তাঁর রহস্য বুঝতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যেই সর্বশক্তিমান মালিকের হাতে বিশ্ব জগতের বাগড়োর তিনি জানেন কখন কী ঘটনা ঘটা উচিত। ঘটনাটির শেষে এ বিষয়ে আরও আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ। (৪৬ নং টাকা দেখুন।)

৬১ সুতরাং তারা যখন দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে পৌঁছল, তখন উভয়েই তাদের মাছের কথা ভুলে গেল। সেটি সাগরের ভেতর সুড়ঙ্গের মত পথ তৈরি করে নিল। ৩৮

38. হ্যারত মূসা আলাইহিস সালাম এক জ্যোতির্গায় পৌঁছে একটি পাথরের চাঁইয়ের উপর কিছুক্ষণের জন্য ঘূর্মিয়ে পড়েছিলেন, এ সময় সঙ্গে আনা মাছটি ঝুড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে গেল এবং ঘেঁষড়াতে ঘেঁষড়াতে সাগরে গিয়ে পড়ল। যেখানে সেটি পড়েছিল, সেখানে পানিতে সুড়ঙ্গের মত তৈরি হয়ে গেল এবং তার ভেতর সেটি অদৃশ্য হয়ে গেল। হ্যারত ইউশা আলাইহিস সালাম তখন জেগেই ছিলেন, তিনি মাছটির এ বিশ্বয়কর কাণ্ড দেখতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু হ্যারত মূসা আলাইহিস সালাম ঘূর্মিয়ে থাকায় তিনি তাঁকে জাগানো সমীচীন মনে করলেন না। তারপর যখন হ্যারত মূসা আলাইহিস সালামের ঘূর্ম ভাঙল এবং সামনে এগিয়ে চললেন, তখনও হ্যারত ইউশা আলাইহিস সালাম তাঁকে সে কথা জানাতে ভুলে গেলেন। তাঁর সে কথা মনে পড়ল যখন হ্যারত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে নাশতা চাইলেন।

৬২ তারপর তারা যখন সে স্থান অতিক্রম করে গেল, তখন মূসা তার (সঙ্গী) যুবককে বলল, আমাদের নাশতা লও। সত্যি বলতে কি, এ সফরে আমরা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

৬৩ সে বলল, আপনি কি জানেন (কী আজব কাণ্ড ঘটেছে?) আমরা যখন পাথরের চাঁইয়ের উপর বিশ্রাম করছিলাম, তখন মাছটির কথা (আপনাকে বলতে) ভুলে গিয়েছিলাম। সেটির কথা বলতে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর সেটি (অর্থাৎ মাছটি) অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে সাগরে নিজের পথ করে নিয়েছিল।

৬৪ মূসা বলল, আমরা তো এটাই সন্ধান করছিলাম। ৩৯ অতএব তারা তাদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল।

39. হ্যারত মূসা আলাইহিস সালামকে আলামত বলে দেওয়া হয়েছিল এটাই যে, যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই হ্যারত খাজির আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত হবে। তাই হ্যারত ইউশা আলাইহিস সালাম তো ঘটনাটি তাঁকে ভয়ে-ভয়ে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু হ্যারত মূসা আলাইহিস সালাম শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি যে গন্তব্যের সন্ধান পেয়ে গেছেন!

৬৫ অনন্তর তারা আমার বান্দাদের মধ্য হতে এক বান্দার সাক্ষাত পেল, যাকে আমি আমার বিশেষ রহমত দান করেছিলাম এবং আমার পক্ষ হতে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। ৪০

40. বুখারী শরীফের একটি হাদীস দ্বারা জানা যায়, ইনই ছিলেন হ্যারত খাজির আলাইহিস সালাম। হ্যারত মূসা আলাইহিস সালাম যখন পাথরের চাঁইটির কাছে ফিরে আসলেন, তখন তিনি সেখানে চারের মুড়ি দিয়ে শোওয়া ছিলেন। তাঁকে যে বিশেষ জ্ঞান দেওয়ার কথা আয়াতে বলা হয়েছে, তা হল সৃষ্টি জগতের গুপ্ত রহস্য সংক্রান্ত জ্ঞান, যার ব্যাখ্যা এ ঘটনার শেষে আসছে।

৬৬ মূসা তাকে বলল, আমি কি এই লক্ষ্যে আপনার অনুগমন করতে পারি যে, আপনাকে যে কল্যাণকর জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা থেকে খানিকটা আমাকে শেখাবেন? ৪১

41. হ্যারত মূসা আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে এটা ছিল অত্যন্ত বিনীত অনুরোধ। এর দ্বারা শিক্ষা পাওয়া যায়, ছাত্রের কর্তব্য উস্তাদের সাথে সর্বদা বিনীতভাবে কথা বলা ও বিনীত আচরণ করা। এক বর্ণনায় আছে, ‘তواضع‌الملن تعلمون منه’ - অনুবাদকর তার সাথে বিনয় অবলম্বন কর। - অনুবাদক

৬৭ সে বলল, আমি নিশ্চিত আমার সঙ্গে থাকার ধৈর্য আপনি রক্ষা করতে পারবেন না।

৬৮ আর যে বিষয়ে আপনি পরিপূর্ণ জ্ঞাত নন, তাতে আপনি ধৈর্য রাখবেনই বা কিভাবে।

42. বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, হ্যারত খাজির আলাইহিস সালাম হ্যারত মূসা আলাইহিস সালামকে একথাও বলেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন এক জ্ঞান দিয়েছেন, যে জ্ঞান আপনার নেই অর্থাৎ, সৃষ্টি জগতের গুপ্ত রহস্য সংক্রান্ত জ্ঞান। আবার আপনাকে এমন জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, যা আমার নেই অর্থাৎ, শরীয়তের জ্ঞান।

- 69 মূসা বলল, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন এবং আমি আপনার কোন হৃকুম অমান্য করব না। ♦
- 70 সে বলল, আচ্ছা! আপনি যদি আমার সঙ্গে চলেন, তবে যতক্ষণ না আমি নিজে কোন বিষয় আপনাকে খুলে বলি, ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিষয়ে আপনি আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না। ♦
- 71 তারপর তারা চলতে শুরু করল। এক পর্যায়ে তারা যখন একটি নৌকায় চড়ল, তখন সে নৌকাটি ফুঁটো করে দিল। ^{৪৩} মূসা বলল, আরে! আপনি এটি ফুঁটো করে দিলেন এর যাত্রীদেরকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য? আপনি তো একটা বিপজ্জনক কাজ করলেন? ♦
43. বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, হযরত খাজির আলাইহিস সালাম নৌকার একটি তক্তা খুলে ফেলেছিলেন, যাতে সেটিতে এক বিশাল ছিদ্র হয়ে যায়।
- 72 সে বলল, আমি কি বলিনি আমার সঙ্গে থেকে আপনি ধৈর্য রাখতে পারবেন না? ♦
- 73 মূসা বলল, আমার দ্বারা যে ভুল হয়ে গেছে, তার জন্য আমাকে ধরবেন না এবং আমার কাজকে বেশি কঠিন করবেন না। ♦
- 74 অতঃপর তারা আবার চলতে শুরু করল। চলতে চলতে যখন একটি বালকের সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হল তখন বালকটিকে সে হত্যা করে ফেলল। ^{৪৪} মূসা বলল, আপনি কি একটা নির্দোষ জীবন নাশ করলেন, যে কিনা কারও জীবন নাশ করেনি? আপনি খুবই অন্যায় কাজ করেছেন! ♦
44. বুখারী শরীফের উল্লিখিত হাদীসে আছে, বালকটি অন্যান্য বালকদের সাথে খেলায় লিপ্ত ছিল। হযরত খাজির আলাইহিস সালাম তার ধড় থেকে মাথা আলগা করে ফেললেন।
- 75 সে বলল, আমি কি আপনাকে বলিনি, আপনি আমার সাথে থাকার ধৈর্য রাখতে পারবেন না? ♦
- 76 মূসা বলল, এরপর যদি আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করি, তবে আপনি আমাকে আর সাথে রাখবেন না। নিশ্চয়ই আপনি আমার দিক থেকে ওজরের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। ♦
- 77 অতঃপর তারা চলতে থাকল। চলতে চলতে যখন এক জনপদবাসীর কাছে পৌঁছল, তখন তাদের কাছে খাবার চাইল। কিন্তু জনপদবাসী তাদের মেহমানদারী করতে অঙ্গীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল। প্রাচীরটি সে খাড়া করে দিল। মূসা বলল, আপনি ইচ্ছা করলে এ কাজের জন্য কিছু পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। ^{৪৫} ♦
45. অর্থাৎ, এ জনপদের অধিবাসীরা আমাদেরকে মেহমানদারী করতে অঙ্গীকার করেছিল। এখন আপনি যে তাদের প্রাচীরটি মেরামত করে দিলেন, ইচ্ছা করলে তো এর জন্য কোন পারিশ্রমিক নিতে পারতেন, তাহলে আমরা তা দ্বারা আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারতাম।
- 78 সে বলল, এবার আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময় এসে গেছে। সুতরাং যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি, এখন আমি আপনাকে তার রহস্য বলে দিচ্ছি। ♦
- 79 নৌকাটির ব্যাপার তো এই, সেটি ছিল কয়েকজন গরীব লোকের, যারা সাগরে কাজ করত। আমি সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম। (কেননা) তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে বলপ্রয়োগে সব (ভালো) নৌকা কেড়ে নিত। ♦
- 80 আর বালকটির ব্যাপার এই, তার পিতা-মাতা ছিল মুমিন। আমার আশঙ্কা হল, সে কিনা তাদেরকে অবাধ্যতা ও কুফরীতে ফাঁসিয়ে দেয়। ♦
- 81 তাই আমি চাইলাম তাদের প্রতিপালক যেন তাদের এই বালকটির পরিবর্তে এমন এক সন্তান দান করেন, যে পবিত্রতায় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সদাচরণেও বেশি অগ্রগামী হবে। ♦
- 82 বাকি থাকল প্রাচীরটি। তো এটি ছিল এই শহরে বসবাসকারী দুই ইয়াতীমের। এর নিচে তাদের গুপ্তধন ছিল এবং তাদের পিতা ছিল একজন সৎলোক। সুতরাং আপনার প্রতিপালক চাইলেন ছেলে দু'টো প্রাপ্তবয়সে উপনীত হোক এবং নিজেদের গুপ্তধন বের করে নিক। এসব আপনার প্রতিপালকের রহমতেই ঘটেছে। আমি কোন কাজই মনগতভাবে করিনি। আপনি যেসব ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি, এই হল তার ব্যাখ্যা। ^{৪৬} ♦

46. হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দিয়ে হযরত খাজির আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত করানো এবং এসব ঘটনা তাকে প্রত্যক্ষ করানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি বাস্তুর সত্ত্বের সাথে তাকে পরিচিত করানো। সে সত্যকে পরিষ্কার করে দেওয়ার লক্ষ্যেই কুরআন মাজীদ তাদের সম্ভাতকারের ঘটনাটি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছে। অন্যের মালিকানাধীন বস্তুর কোনোর পক্ষে ক্ষতিসাধন করার অনুমতি ইসলাম কাউকে দেয়নি। এমনকি সে ক্ষতি যদি মালিকের উপকার করার অভিপ্রায়েও হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআন মাজীদ হযরত খাজির আলাইহিস সালামের যে ঘটনা বর্ণনা করেছে, আমরা তাতে অন্য রকম দৃশ্য দেখতে পাই। তিনি মালিকদের অনুমতি ছাড়াই নৌকার তত্ত্ব খুলে ফেলেন।

এমনিভাবে কোন নিরপরাধ লোককে হত্যা করা শরীয়তে একটি গুরুতর পাপ। বিশেষত কোন শিশুকে হত্যা করা তে যুদ্ধাবস্থায়ও জায়ে নয়। এমনকি যদি জানা থাকে সে শিশু বড় হয়ে দেশ ও দশের পক্ষে মুসিবতের কারণ হবে, তবুও এখনই তাকে হত্যা করা কোনক্রমেই বৈধ নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত খাজির আলাইহিস সালাম একটি শিশুকে হত্যা করে ফেলেন। তাঁর একাজ দুটি যেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়ে ছিল না, তাই হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পক্ষে চুপ থাকা সম্ভব হয়নি। তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই আপনি জানিয়েছিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে হযরত খাজির আলাইহিস সালাম এবেন শরীয়ত বিরোধী কাজ কিভাবে করলেন? এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য প্রথমে একটা বিষয় বুঝে নেওয়া জরুরি। বিশ্ব-জগতে যত ঘটনা ঘটে, আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে তা ভালো মনে হোক বা মন্দ, প্রকৃতপক্ষে তার সম্পর্ক এক অলক্ষ্য জগতের সাথে; এমন এক জগতের সাথে যা আমাদের চোখের আড়ালে। পরিভাষায় তাকে 'তাকবীনী জগত' বলে। সে জগত সরাসরি আল্লাহ তাআলার হিকমত এবং সূজন ও বিনাশ সংক্রান্ত বিধানবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কোন ব্যক্তি কর্তৃক জীবিত থাকবে, কখন তার মৃত্যু হবে, কর্তাকাল সুস্থ থাকবে, কখন রোগক্রান্ত হবে, তার পেশা কী হবে এবং তার মাধ্যমে সে কী পরিমাণ উপর্যুক্ত করবে, এবং বিধি যাবতীয় বিষয় সম্পাদন করার জন্য তিনি বিশেষ কর্মীবাহিনী নিযুক্ত করে রেখেছেন, যারা আমাদের অলক্ষ্য থেকে আল্লাহ তাআলার এ জাতীয় হৃকুম বাস্তবায়িত করেন।

উদাহরণত, আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মৃত্যুর ফিরিশতা তার 'রাহ কব্য' (প্রাণ সংহরণ)-এর জন্য পোঁচে যায়। সে যখন আল্লাহ তাআলার হৃকুম পালনার্থে কারও মৃত্যু ঘটায়, তখন সে কোন অপরাধ করে না; বরং আল্লাহ তাআলার হৃকুম তামিল করে মাত্র। কোন মানুষের কিন্তু অপর কোন মানুষের প্রাণনাশ করার অধিকার নেই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যেই ফিরিশতাকে একাজের জন্য নিযুক্ত করেছেন, তার পক্ষে এটা কোন অপরাধ নয়। বরং সম্পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ, যেহেতু সে আল্লাহ তাআলার হৃকুম পালন করছে।

আল্লাহ তাআলার তাকবীনী হৃকুম কার্যকর করার জন্য সাধারণত ফিরিশতাদেরকেই নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি চাইলে যে-কারও উপর এ ভার অর্পণ করতে পারেন। হযরত খাজির আলাইহিস সালাম যদিও মানুষ ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে ফিরিশতাদের মত তাকবীনী জগতের 'বার্তাবাহক' বানিয়েছিলেন। তিনি যা-কিছু করেছিলেন আল্লাহ তাআলার তাকবীনী হৃকুমের অধীনে করেছিলেন সুতৰাং মৃত্যুর ফিরিশতা সম্পর্কে যেমন প্রশ্ন তোলা যায় না সে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাল কেন কিংবা বলা যায় না যে, একাজ করে সে একটা অপরাধ করেছে, যেহেতু সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ কাজের জন্য আদিষ্ট ছিল, তেমনিভাবে হযরত খাজির আলাইহিস সালামের প্রতিও তাঁর কর্মকাণ্ডের কারণে কোন আপন্তি তোলা যাবে না। কেননা তিনিও লোকাটিতে খুঁত সৃষ্টি করা ও শিশুটিকে হত্যা করার কাজে আল্লাহ তাআলার তাকবীনী হৃকুমের দ্বারা আদিষ্ট ছিলেন। ফলে তাঁর সে কাজ কোন অপরাধ ছিল না।

কিন্তু আমাদের ব্যাপার ভিন্ন। আমরা দুনিয়ার শরীয়ী বিধানবলীর অধীন। আমাদেরকে তাকবীনী জগতের কোন ডানানও দেওয়া হয়নি এবং সেই জগত সম্পর্কিত কোন দায়িত্বও আমাদের উপর অর্পিত হয়নি। আমরা দৃশ্যমান জগতে বাস করি, জাগ্রত জীবনে বিচরণ করি। চাকুষ যা দেখতে পাই তাকে কেন্দ্র করেই আমাদের আবর্তন। তাই আমাদেরকে যেসব বিধান দেওয়া হয়েছে, তা দৃশ্যজগত ও চাকুষ কার্যবলীর সাথেই সম্পৃক্ত। তাকে শরীয়ী হৃকুম বা শরীয়ত বলে।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এই চাকুষ ও জাগ্রত জগতের নবী ছিলেন। তাকে এক শরীয়ত দেওয়া হয়েছিল। তিনি তার অধীন ছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে না হযরত খাজির আলাইহিস সালামের কর্মকাণ্ড দেখে চুপ থাকা সম্ভব হয়েছে, আর না তিনি পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গে সফর অব্যাহত রাখতে পেরেছেন। পর পর ব্যক্তিক্রমধর্মী তিনটি ঘটনা দেখে তিনি বুঝে ফেলেছেন হযরত খাজির আলাইহিস সালামের কর্মক্ষেত্রে তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এবং তাঁর পক্ষে তাঁর সঙ্গে চলা সম্ভব নয়। তবে তাঁর সঙ্গে আর থাকা সম্ভব না হলেও, এ ঘটনার মাধ্যমে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে খোলা চোখে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিশ্বজগতে যা-কিছু ঘটছে তার পেছনে আল্লাহ তাআলার অপার হিকমত সংক্রিয় রয়েছে। কোন ঘটনার রহস্য ও তাঁৎ পর্য যদি খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে তার ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলার ফায়সালা সম্পর্কে কোন আপন্তি তোলার সুযোগ আমাদের নেই। কেননা বিষয়টা যেহেতু তাকবীনী জগতের, তাই এর রহস্য উন্মোচনও সে জগতেই হতে পারে, কিন্তু সে জগত তো আমাদের চোখের আড়াল।

দৈনন্দিন জীবনে এমন বহু ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে যা আমাদের অন্তর ব্যথিত করে। অনেক সময় নিরীহ-নিরপরাধ লোককে নিগৃহীত হতে দেখে আমাদের অন্তরে নানা সংশয় দেখা দেয়, যা নিরসনের কোন দাওয়াই আমাদের হাতে ছিল না। আল্লাহ তাআলা হযরত খাজির আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাকবীনী জগতের রঙমঞ্চ থেকে খানিকটা পর্দা সরিয়ে এক ঝলক তার দৃশ্য দেখিয়ে দিলেন এবং এভাবে মুম্বনের অন্তরে ঘাটে একেব্র সংশয় সৃষ্টি হতে না পারে তার ব্যবস্থা করে দিলেন।

স্মরণ রাখতে হবে তাকবীনী জগত এক অদৃশ্য জগত এবং তার কর্মীগণ আমাদের চোখের আড়াল। হযরত খাজির আলাইহিস সালামও অদৃশ্যই ছিলেন। তাকবীনী জগতের খানিকটা দৃশ্য দেখানোর লক্ষ্যে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে ওহীর মাধ্যমে তাঁর সন্ধান দেওয়া হয়েছিল। এখন যেহেতু ওহীর দরজা বন্ধ, তাই এখন কারও পক্ষে নিশ্চিতভাবে তাকবীনী জগতের কোন কর্মীর সন্ধান ও সাক্ষাত লাভ সম্ভব নয়। এমনিভাবে দৃশ্যমান জগতের কোন ব্যক্তির পক্ষে এ দাবী করারও অবকাশ নেই যে, সে তাকবীনী জগতের একজন দায়িত্বশীল এবং সেই জগতের বিভিন্ন ক্ষমতা তার উপর ন্যস্ত আছে।

কাজেই হযরত খাজির আলাইহিস সালামের ঘটনাকে ভিত্তি করে যারা শরীয়তের বিধি-বিধানকে স্থগিত করা বা তার বিপরীত কাজকে বৈধ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে, নিঃসন্দেহে তারা সরল পথ থেকে বিজয় এবং তারা সমাজে বিপ্রাণ্তি সৃষ্টির ঘৃণ্য তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। কোন কোন নামধারী দরবেশ তাসাওউফের নাম দিয়ে বলে থাকে, শরীয়তের বিধান কেবল স্থূলদর্শী লোকদের জন্য, আমরা তা থেকে ব্যক্তিক্রম। নিঃসন্দেহে এটা চরম পথপ্রস্তুত। এখন শরীয়তের বিধান সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কারও কাছে এমন কোন দলীল নেই, যার বলে সে শরীয়তের বিধান থেকে ব্যক্তিক্রম থাকতে পারে।

83 তারা তোমাকে ঘুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। ৪৭ বলে দাও, 'আমি তার কিছুটা বৃত্তান্ত তোমাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি।' *

47. সুরাটির পরিচিতিতে বলা হয়েছে, মুশরিকগণ মহানবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি প্রশ্ন করেছিল। একটি প্রশ্ন ছিল, এক ব্যক্তি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছিল। কে সেই ব্যক্তি এবং কী তার বৃত্তান্ত? এবার তাদের এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, সেই ব্যক্তি নাম ছিল 'ঘুলকারনাইন'।

'ঘুলকারনাইন'-এর শান্তিক অর্থ দুই শিং-বিশিষ্ট। এটা এক বাদশাহৰ উপাধি। এ উপাধির কারণ অজ্ঞাত। কুরআন মাজীদে এ বাদশাহৰ পরিচয় এবং তার শাসনকাল সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। তবে আমাদের সমকালীন ঐতিহাসিক ও গবেষকদের অধিকাংশেই মনে করেন, ইনি ছিলেন ইরানের সম্রাট 'সাইরাস' [কায়খুসর, মৃ. খ. পৃ. ৫৩৯] যিনি বনী ইসরাইলকে বাবিলের নির্বাসিত জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায়

ফিলিস্তিনে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদ কেবল তার তিনটি দীর্ঘ সফরের কথা উল্লেখ করেছে। প্রথম সফর ছিল পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত। দ্বিতীয় সফর ছিল পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত আর তৃতীয়টি উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত, যেখানে তিনি ইয়াজুজ-মাজুজের বর্বরোচিত হামলা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য একটি প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন।

৮৪ নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে তাকে ক্ষমতা দান করেছিলাম এবং তাকে সবকিছুর উপকরণ দিয়েছিলাম। *

৮৫ ফলে সে একটি পথের অনুগামী হল। *

৮৬ যেতে যেতে যখন সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল, তখন সে দেখতে পেল, সেটি এক কর্দমাঙ্গ (কালো) জলাধারে অস্ত যাচ্ছে ৪৮ এবং সেখানে সে একটি সম্প্রদায়ের সাক্ষাত পেল। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! (তোমার সামনে দুটি পথ আছে) হয় তুমি তাদেরকে শান্তি দেবে, নয়ত তাদের ব্যাপারে উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ৪৯ *

48. সে অঞ্চলে যারা বসবাস করত তারা ছিল কাফের। যুলকারনাইন যখন সেখানে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করলেন, আল্লাহ তাঁকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে অন্যান্য বিজেতাদের মত ব্যাপক হ্যাকাণু চালিয়ে তাদেরকে মিসমার করে দিতে পার কিংবা চাইলে তাদের সাথে ভালো ব্যবহারও করতে পার। দ্বিতীয় পন্থাকে 'ভালো ব্যবহার' শব্দে ব্যক্ত করে আল্লাহ তাআলা ইশারা করেছেন এ পন্থা অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ। 'যুলকারনাইন' নবী ছিলেন কিনা এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তিনি নবী হয়ে থাকলে আল্লাহ তাআলা তাকে একথা বলেছিলেন ওহীর মাধ্যমে। আর যদি নবী না হন, তবে সম্ভবত সে যুগের কোন নবীর মাধ্যমে তাকে একথা জানানো হয়েছিল। এমনও হতে পারে যে, ইলহামের মাধ্যমে একথা তার অন্তরে সংগ্রহিত করা হয়েছিল।

49. এটা তাঁর প্রথম দ্রুমণ। তখন পশ্চিম দিকে মানব বসতি যতদূর বিস্তার লাভ করেছিল, তিনি তার শেষ প্রান্তে পৌঁছেছিলেন। এরপর আর কোন লোকালয় ছিল না; ছিল আদিগন্ত বিস্তৃত সাগর। সে সাগরও ছিল কালো পক্ষময়। সন্ধ্যাবেলা যখন সূর্য অস্ত যেত তখন দর্শকের কাছে মনে হত, যেন সেটি কোন কর্দমাঙ্গ জলাধারে অস্ত যাচ্ছে।

৮৭ সে বলল, তাদের মধ্যে যে-কেউ সীমালংঘন করবে তাকে আমি শান্তি দেব। তারপর তাকে তার প্রতিপালকের কাছে পৌঁছানো হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শান্তি দেবেন। *

৮৮ তবে যে ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, সে উত্তম প্রতিদানের উপযুক্ত হবে এবং আমিও আদেশ দান কালে তাকে সহজ কথা বলব। ৫০ *

50. যুলকারনাইন যে উত্তর দিয়েছিলেন তার সারমর্ম হল, আমি তাদেরকে সরল পথে চলার দাওয়াত দিব, যারা সে দাওয়াত কবুল করবে না এবং এভাবে জুলুমের পথ অবলম্বন করবে আমি তাদেরকে শান্তি দেব। আর যারা দাওয়াত কবুল করে ঈমান আনবে ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, তাদের প্রতি আমি সহজ ও সদয় আচরণ করব।

৮৯ তারপর সে আরেক পথ ধরে চলল। *

৯০ চলতে চলতে যখন সূর্যোদয়ের স্থানে পৌঁছল, তখন সে দেখল সেটি উদয় হচ্ছে এমন এক জাতির উপর, যাদের জন্য আমি তা থেকে (অর্থাৎ তার রোদ থেকে) বাঁচার কোন অন্তরালের ব্যবস্থা করিনি। ৫১ *

51. এটা যুলকারনাইনের দ্বিতীয় সফরের বৃত্তান্ত। তিনি এ সফরে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানে এমন কিছু লোক বাস করত, যারা তখনও পর্যন্ত সভ্যতার আলো পায়নি। তারা ঘর-বাড়ি নির্মাণ জানত না এবং রোদ থেকে বাঁচার জন্য ছাঁড়নি তৈরির কলা-কৌশল বুবত না। সকলে খোলা মাঠে থাকত। সূর্যের রোদ ও তাপ তাদের উপর সরাসরি পড়ত।

৯১ ঘটনা এমনই ঘটল। যুলকারনাইনের কাছে যা-কিছু (উপকরণ) ছিল সে সম্পর্কে আমি পূর্ণ অবগত ছিলাম। *

৯২ তারপর সে আরেক পথ ধরে চলল। *

৯৩ চলতে চলতে যখন দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, তখন সে পাহাড়ের কাছে এমন এক জাতির সাক্ষাত পেল, যারা তার কোন কথা যেন বুবাতে পারছিল না। ৫২ *

52. এটা যুলকারনাইনের তৃতীয় সফর। কুরআন মাজীদে তাঁর এ সফরের কোন দিক বর্ণনা করা হয়নি। অধিকাংশ মুফাসিসের মতে তার এ সফর ছিল দুনিয়ার উত্তর দিকে। তিনি সে দিকে লোকালয়ের শেষ মাথায় গিয়ে পৌঁছান। সেখানকার মানুষের ভাষা সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল।

সন্তবত আকার-আকৃতিও ভিন্ন ধরনের ছিল, যদ্দরূপ তারা কথা বুঝতে পারছে কি না তার কোন আভাস তাদের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয় তা সন্তবত কোন দোভাষীর মাধ্যমে হয়েছিল কিংবা ইশারার মাধ্যমে।

১৪ তারা বলল, হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ এ দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়। আমরা কি আপনাকে কিছু কর দেব, যার বিনিময়ে আপনি আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন? ৫৩ *

৫৩. ইয়াজুজ ও মাজুজ দুটি অসভ্য মানবগোষ্ঠীর নাম। তারা পাহাড়ের অপর দিকে বাস করত। তারা কিছুদিন পর-পর গিরিপথ দিয়ে এ-পাশে আসত এবং লুটুরাজ ও হত্যাঙ্গ চালিয়ে যেত। তাদের কারণে এ-পাশের মানুষের দুঃখগুরুদুর্দশার কোন সীমা ছিল না। কাজেই তারা যখন দেখল যুলকারনাইন একজন অমিত শক্তিশালী সম্মাট এবং সব রকম আসবাব-উপকরণ তার করায়ত, তখন তারা তাকে অনুরোধ জানাল, যেন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকাটি একটি প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করে দেন, যাতে ইয়াজুজ-মাজুজের আসার পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা আর এ-পাশে এসে উপদ্রব করতে না পারে। তারা এ কাজের জন্য কিছু অর্থ জোগাবে বলেও প্রস্তুত করল। কিন্তু হযরত যুলকারনাইন কোন রকম বিনিময় নিতে অঙ্গীকার করলেন। তবে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা লোকবল দিয়ে আমাকে সাহায্য কর, তাহলে আমি নিজের তরফ থেকে এ প্রাচীর তৈরি করে দেব।

১৫ যুলকারনাইন বলল, আঙ্গাহ আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন সেটাই (আমার জন্য) শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তোমরা (তোমাদের হাত-পায়ের) শক্তি দ্বারা আমাকে সহযোগিতা কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি মজবুত প্রাচীর গড়ে দেব। *

১৬ তোমরা আমাকে লোহার পিণ্ড এনে দাও। অবশেষে সে যখন (মাঝখানের ফাঁকা পূর্ণ করে) উভয় পাহাড়ের চূড়া পরস্পর বরাবর করে মিলিয়ে দিল, তখন বলল, এবার আগুনে হাওয়া দাও। ৫৪ যখন সেটিকে (প্রাচীর) ঝুলন্ত কঘলায় পরিণত করল, তখন বলল, তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো। আমি তা এর উপর ঢেলে দেব। *

৫৪. যুলকারনাইন প্রথমে লোহার বড় বড় পিণ্ড ফেলে দুই পাহাড়ের মাঝখানটা ভরে ফেললেন। লোহার সে স্তুপ পাহাড় সমান তুঁচ হয়ে গেল। তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। যখন তা পুরোপুরি উত্তপ্ত হল, তার উপর গলিত তামা ঢেলে দিলেন, যাতে তা লৌহপিণ্ডের ফাঁকে-ফাঁকে গিয়ে সব ফাঁক-ফোকর ভরাট করে ফেলে। এভাবে সেটি এক মজবুত প্রাচীর হয়ে গেল।

১৭ (এভাবে প্রাচীরটি নির্মিত হয়ে গেল) ফলে ইয়াজুজ মাজুজ না তাতে চড়তে সক্ষম হচ্ছিল আর না তাতে ফোকর বানাতে পারছিল। *

১৮ যুলকারনাইন বলল, এটা আমার রবের রহমত (যে, তিনি এ রকম একটা প্রাচীর বানানোর তাওফীক দিয়েছেন)। অতঃপর আমার রবের প্রতিশ্রুত সময় যখন আসবে, তখন তিনি এ প্রাচীরটি ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। ৫৫ আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত সত্য। *

৫৫. মহাপ্রাচীর নির্মাণের এত বড় কাজ যখন সমাপ্তিতে পৌঁছল, তখন যুলকারনাইন দুটি পরম সত্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। (এক) তিনি বললেন, এ-কাজ আমার বাহবলের মাহাত্ম্য নয়। বরং এটা আঙ্গাহ তাআলারই রহমত। তিনি আমাকে তাওফীক দিয়েছেন বলেই আমার দ্বারা এটা করা সম্ভব হয়েছে। (দ্বিতীয়ত তিনি স্পষ্ট করে দেন, যদিও প্রাচীরটি এখন অত্যন্ত মজবুতভাবে তৈরি হয়েছে, যা শক্তির পক্ষে ভেদ করা সম্ভব নয়, কিন্তু আঙ্গাহ তাআলার পক্ষে এটা ভেঙ্গে ফেলা কিছু কঠিন কাজ নয়। আঙ্গাহ তাআলা যত দিন চাইবেন এটা প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারপর তিনি এর বিনাশের জন্য যেই সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেই সময় যখন আসবে, তখন এটা বিধ্বস্ত হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে। যুলকারনাইনের এ বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করলে এ প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে বলে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

কুরআন মাজীদের ভাষা দ্ব্যুত্থানভাবে তার প্রতি নির্দেশ করে না। বরং কিয়ামতের আগেও এটা বিধ্বস্ত হওয়ার অবকাশ আছে। কোন কোন গবেষক মনে করেন, প্রাচীরটি নির্মিত হয়েছিল রাশিয়ার দাগিস্কানের অন্তর্গত 'দ্রবণ' নামক স্থানে। এখন সেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। [অবশ্য তার যে ধ্বংসাবশেষ এখনও সেখানে বিদ্যমান আছে, গবেষকগণ অনুসন্ধান করে দেখেছেন কুরআন মাজীদে বর্ণিত নির্মাণ পদ্ধতির সাথে তার বেশ মিল রয়েছে। ইয়াজুজ-মাজুজের বিভিন্ন বাহিনী বিভিন্ন সময় সভ্য এলাকায় নেমে এসে মহা ত্রাস সৃষ্টি করেছে এবং পর্যায়ক্রমে সভ্য মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে তারা নিজেরাও সভ্য হয়ে গেছে। তাদের সর্বশেষ ঢেল নামবে কিয়ামতের কিছু আগে (দ্র. সুরা আমিয়া ২১ : ৯৬)।]

এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণালোক ও তথ্যবহুল আলোচনা হয়েরত মাওলানা হিফজুর রহমান রহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'কাসাসুল কুরআন' ও হয়েরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাআরিফুল কুরআনে দেখা যেতে পারে।

যুলকারনাইন সবশেষে বলেছেন, 'আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য'। এর দ্বারা কিয়ামত সংঘটিত করার প্রতিশ্রুতি বোঝানো হয়েছে। তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, আমি যে এই প্রাচীর নির্মাণ করলাম এটা করে ধ্বংস হবে এবং তার জন্য আঙ্গাহ তাআলা কোন সময়কে নির্দিষ্ট করেছেন, তা তো এখনই কেউ বলতে পারে না, কিন্তু আঙ্গাহ তাআলার একটা প্রতিশ্রুতি আমরা সুস্পষ্টভাবেই জানি। সকলেরই জানা আছে একদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। যখন তা ঘটবে তখন যত মজবুত জিনিসই হোক না কেন তা ভেঙ্গে-চুরে চুরামার হয়ে যাবে। যুলকারনাইন এছলে যে কিয়ামত বিষয়ে আবত্তরণ করেছেন, সেই প্রসঙ্গ ধরে আঙ্গাহ তাআলা সামনে কিয়ামতের কিছু অবস্থা তুলে ধরেছেন।

১৯ সে দিন আমি তাদের অবস্থা এমন করে দেব যে, তারা তরঙ্গের মত একে অন্যের উপর আছড়ে পড়বে ৫৬ এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকে একত্র করব। *

৫৬. এর দ্বারা কিয়ামতের প্রাক্কালে ইয়াজুজ ও মাজুজের যে ঢেল নেমে আসবে তাও বোঝানো হতে পারে আর সে হিসেবে এর ব্যাখ্যা হবে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে তারা যখন বের হয়ে আসবে, তখন তাদের অবস্থা হবে বিশৃঙ্খল ভেড়ার পালের মত এবং তারা ঢেউয়ের মত একে অন্যের উপর হমাড়ি খেয়ে পড়বে অথবা এটাও সম্ভব যে, এর দ্বারা কিয়ামতের সময় মানুষের যে ভীতি-বিহুল অবস্থা হবে সেটা

বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কিয়ামতের বিভীষিকা দেখে মানুষের উদ্বেগ-উৎকর্ষার কোন সীমা থাকবে না। তারা দিশেহারা হয়ে একে অন্যের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

- 100 সে দিন আমি জাহানামকে কাফেরদের সামনে সরাসরিভাবে উপস্থিত করব *****
- 101 (দুনিয়ায়) যাদের চেথে আমার নির্দশন সম্বন্ধে পর্দা পড়ে রয়েছিল এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না। *****
- 102 যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা কি এরপরও মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমারই বান্দাদেরকে অভিভাবকরাপে গ্রহণ করবে? নিশ্চয়ই আমি এরূপ কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য জাহানাম প্রস্তুত রেখেছি। *****
- 103 বলে দাও, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব, কর্মে কারা সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? *****
- 104 তারা সেই সব লোক, পার্থির জীবনে যাদের সমস্ত দৌড়-বাঁপ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, অর্থ তারা মনে করে তারা খুবই ভালো কাজ করছে। **৫৭ ***
57. এ আয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি তুলে ধরেছে। বলা হচ্ছে যে, কোন কাজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কেবল সহীহ নিয়তই যথেষ্ট নয়। বরং পথ সঠিক হওয়াও জরুরি। বহু কাফেরও অনেক কাজ খাঁটি নিয়তে করে থাকে। কিন্তু সে কাজ যেহেতু তাদের মনগড়া, আল্লাহ তাআলা বা তাঁর প্রেরিত রাসূলগণ তা শিক্ষা দেননি, তাই নিয়ত সহীহ হওয়া সত্ত্বেও তাদের সমস্ত শ্রম বিফল হয়ে যায়।
- 105 এরাই সেই সব লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের আয়তসমূহ ও তাঁর সামনে উপস্থিতির বিষয়টিকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের যাবতীয় কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। আমি কিয়ামতের দিন তাদের কোন ওজন গণ্য করব না। **৫৮ ***
58. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের কোন মূল্য ও ওষ্ণ থাকবে না। এক হাদীসে আছে, 'অত্যধিক পানাহারকারী লম্বা-চওড়া ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) হাজির করা হবে, কিন্তু তার ওষ্ণ একটা মশার ডানার সমানও হবে না'। -অনুবাদক
- 106 জাহানামরূপে এটাই তাদের শাস্তি। কেননা তারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়তসমূহ ও আমার রাসূলগণকে পরিহাসের বস্তু বানিয়েছে। *****
- 107 (অপর দিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের আপ্যায়নের জন্য অবশ্যই ফিরদাউসের উদ্যান রয়েছে। *****
- 108 তাতে তারা সর্বদা থাকবে (এবং) তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও যেতে চাইবে না। *****
- 109 (হে নবী! মানুষকে) বলে দাও, আমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য যদি সাগর কালি হয়ে যায়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাতে সাহায্যরূপে অনুরূপ আরও সাগর নিয়ে আসি না কেন! **৫৯ ***
59. 'আল্লাহ তাআলার কথা' দ্বারা তার সিফাত ও গুণাবলী বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার কুদরত, তাঁর হিকমত ও গুণাবলী এত বিপুল যে, যদি তা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয় আর সেজন্য সবগুলো সাগরের পানি কালি হয়ে যায়, তবে সবগুলো সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার গুণাবলী ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা শেষ হবে না। অনিঃশেষ আমাদের প্রতিপালকের মহিমা!
- 110 বলে দাও, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই। (তবে) আমার প্রতি এই ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ কেবল একই মাবুদ। **৬০** সুতরাং যে-কেউ নিজ মালিকের সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং নিজ মালিকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে। **৬১ ***
60. অর্থাৎ তাঁর যেহেতু কোন শরীক নেই, তাই ইবাদত করতে হবে ইখলাসের সাথে। তাতে স্থূল তো নয়ই, সূক্ষ্ম শিরকও পরিত্যাজ্য। অর্থাৎ নিয়ত থাকবে কেবল আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা। রিয়া বা মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত করলে তাও এক ধরনের শিরক, তাতে ইবাদতের ভেতর সূক্ষ্মভাবে মানুষকে শরীক করা হয়। আর যে ইবাদতে অন্যকে শরীক করা হয়, তা ইবাদতকারীর মুখের উপর ঝুঁড়ে মারা হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সর্বপ্রকার শিরক থেকে হেফাজত করুন (আমীন)। -অনুবাদক
61. অর্থাৎ আমি একজন মানুষ, মাবুদ নই যে, সমস্ত জ্ঞান আপনা-আপনিই আমার আয়ত্তাধীন থাকবে। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা আমাকে যেহেতু নবী বানিয়েছেন তাই ওহী মারফত তিনি মানুষের হিদায়াতের জন্য যা কিছু জ্ঞান দরকার তা আমাকে সরবরাহ করেন। তার মধ্যে

শ্রেষ্ঠতম বিষয় হল তাওহীদ অর্থাৎ তাঁর একত্বের জ্ঞান। আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন মানুষকে জানিয়ে দেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। -অনুবাদক



❖ মারইয়াম ❖

1 কাফ-হা-ইয়া-'আইন-সাদ। ১ ❘

1. সূরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ আছে, যাকে 'আল-হুরফুল মুকাব্বাতাত' বলা হয়, তার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং অহেতুক এর অর্থ সন্ধানের পেছনে না পড়ে এই ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, এটা আল্লাহর কালামের অংশ এবং এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলাই জানেন।

2 এটা সেই রহমতের বর্ণনা, যা তোমার প্রতিপালক নিজ বান্দা যাকারিয়ার প্রতি করেছিলেন। ❘

3 যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকেছিল চুপিসারে। ❘

4 সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্ত্রিজি পর্ণস্ত জীর্ণ হয়ে গেছে, মাথা বার্ধক্যজনিত শুভ্রতায় উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করে কখনও ব্যর্থকাম হইনি। ❘

5 আমি আমার পর আমার চাচাত ভাইদের ব্যাপারে শঙ্কা বোধ করছি ১ এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং আপনি আপনার নিকট থেকে আমাকে এমন এক উত্তরাধিকারী দান করুন ❘

2. অর্থাৎ, আমার নিজের তো কোন সন্তান নেই আবার আমার চাচাত ভাইয়েরাও জ্ঞান-গরিমা ও তাকওয়া-প্রবেহেজগারীতে এ পর্যায়ের নয় যে, তারা আমার মিশন অব্যাহত রাখবে। তারা দীনের খেদমত কতটুকু আঞ্চাম দিতে পারবে সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট ভয়। সুতরাং আমার নবুওয়াতী ইলমের উত্তরাধিকারী হতে পারে এমন এক পুত্র সন্তান আমাকে দান করুন। হ্যারত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের দু'আ এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে তা গৃহীত হওয়া এবং সেমতে তাঁকে পুত্র সন্তান দান করা, এ সবই পূর্বে সূরা আলে ইমরানে (৩ : ৩৮-৪০) বর্ণিত হয়েছে এবং টীকায় প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। সুতরাং টীকাসহ সেই সকল আয়ত দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

6 যে আমারও উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর উত্তরাধিকারও লাভ করবে ২ এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে এমন বানান, যে (আপনার নিজেরও) সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে। ❘

3. আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, হ্যারত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বৈষয়িক উত্তরাধিকার বোঝাতে চাননি। বরং তিনি নবুওয়াতী ইলমের উত্তরাধিকার লাভ করার কথা বুঝিয়েছিলেন। কেননা হ্যারত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আওগোনাদ থেকে বৈষয়িক উত্তরাধিকার লাভের কেন প্রশ্নই আসে না। সুতরাং প্রসিদ্ধ হাদীসে নবী সালাম্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে 'ইরশাদ করেছেন, 'নবীগণের রেখে যাওয়ার সম্পদ তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন হয় না', হ্যারত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের দু'আ তার সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

7 (উত্তর আসল) হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে একটি ছেলের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম ইয়াহইয়া! আমি আগে তার সমন্বয়ের কাউকে সৃষ্টি করিনি। ❘

8 যাকারিয়া বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার কিভাবে পুত্র-সন্তান জন্ম নেবে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্য এবং আমি এমন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি যে, আমার দেহ শুকিয়ে গেছে? ৪ ❘

4. হ্যারত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের এ বিশ্বয় প্রকাশ নাউয়বিল্লাহ আল্লাহ তাআলার কুদরতের ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ থেকে উৎপন্ন নয়; বরং এটা ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এ অভাবনীয় নি 'আমতের কারণে আনন্দ প্রকাশের ভাষা এবং শোকের আদায়ের এক বিশেষ ভঙ্গি।

9 তিনি বললেন, এভাবেই হবে। তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এটা তো আমার পক্ষে মামুলি ব্যাপার। তাছাড়া এর আগে তো আমি তোমাকেও সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না। ৫ ❘

5. অর্থাৎ, তুমি নিজেও তো এক সময় অস্তিত্বহীন ছিলে। যেই আল্লাহ তাআলা তোমাকে তা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, তিনি

তোমাকে তোমার বৃন্দ বয়সে সন্তান দিতে পারবেন না? আলবৎ পারবেন!

- 10 যাকারিয়া বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কোন নির্দর্শন স্থির করে দিন। ১০ তিনি বললেন, তোমার নির্দর্শন হল তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি রাত পর্যন্ত মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না। ১০ *

6. অর্থাৎ, যখন গর্ভ সঞ্চার হয়ে যাবে, তখন তিনি দিনের জন্য তোমার বাকশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে। অবশ্য আল্লাহ তাআলার তাসবীহ ও হামদ আদায় করতে পারবে। [এছালে তিনি রাত এবং সূরা আলে ইমরানে তিনি দিন বলা হয়েছে। প্রতিটি শব্দ দ্বারাই মূলত দিন-রাতের সমষ্টি বোঝানো হয়েছে। সুতরাং তিনি পূর্ণ তিনি দিন তিনি রাত মানুষের সাথে কোন কথা বলতে পারতেন না।] কিন্তু যিকর, তাসবীহ ও কিতাব তিলাওয়াত করতে পারতেন। এভাবে সন্তান জন্মের এমনই আলামত তাকে দান করা হল, যা ছিল আল্লাহর ইবাদত ও শুকর। মহামানবের জন্য মহতী আলামতই বটে। -অনুবাদক

7. অর্থাৎ, এমন কোন আলামত বলে দিন, যা দ্বারা আমি বুঝতে পারব গর্ভ সঞ্চার হয়ে গেছে।

- 11 সুতরাং সে ইবাদতখানা থেকে বের হয়ে নিজ সম্পদায়ের সামনে আসল এবং তাদেরকে ইশারায় হকুম দিল, তোমরা সকাল ও সন্ধিয়ায় আল্লাহর তাসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) কর। ১১ *

- 12 (অতঃপর যখন ইয়াহইয়া জন্মগ্রহণ করল এবং সে বড়ও হয়ে গেল, তখন আমি তাকে বললাম) হে ইয়াহইয়া! (আল্লাহর) কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর। ১২ আমি তাকে তার শৈশবেই জ্ঞানবত্তা দান করেছিলাম ১২ *

8. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁকে শৈশবেই সমবৌদ্ধারি, বুদ্ধিমত্তা, ভজন ও প্রজ্ঞা এবং অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন, কিতাব ও শরীয়তী ভজনের অধিকারী করেছিলেন এবং ইবাদত-বন্দেগীর রীতি-নীতি ও সেবামূলক কাজের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর উপলক্ষ্মি দান করেছিলেন। - অনুবাদক, তাফসীরে উসমানীর বরাতে।

9. কিতাব দ্বারা তাওরাত-গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরার অর্থ হল নিজেও তার অনুসরণ করা অন্যকেও তার অনুসরণ করার জন্য উপদেশ দেওয়া।

- 13 এবং বিশেষভাবে আমার নিজের পক্ষ থেকে হাদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতাও। আর সে ছিল বড়ই পরহেজগার। ১৩ *

- 14 এবং নিজ পিতা-মাতার খেদমতগার। সে অহংকারী ও অবাধ্য ছিল না। ১৪ *

- 15 এবং (আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে) তার প্রতি সালাম যে দিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যে দিন তার মৃত্যু হবে এবং যে দিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুদ্ধৃত হবে। ১৫ *

- 16 এ কিতাবে মারয়ামের বৃত্তান্তও বিবৃত কর। সেই সময়ের বৃত্তান্ত, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকের এক স্থানে চলে গেল। ১৬ *

- 17 তারপর সে তাদের ও নিজের মাঝখানে একটি পর্দা ফেলে দিল। ১০ এ সময় আমি তার কাছে আমার রূহ (অর্থাৎ একজন ফিরিশতা) পাঠালাম, যে তার সামনে এক পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। ১০ *

10. হযরত মারয়াম আলাইহিস সালাম পৃথক স্থানে গিয়ে পর্দা ফেলেছিলেন কেন এ সম্পর্কে মুফাসিসিরদের বিভিন্ন মত আছে। কেউ বলেন, তিনি গোসল করতে চাইছিলেন। কারও মতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নির্জনতা অবলম্বন করা। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) এ মতকেই প্রেরিত দিয়েছেন।

- 18 মারয়াম বলল, আমি তোমার থেকে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর (তবে এখান থেকে সরে যাও)। ১৮ *

- 19 ফিরিশতা বলল, আমি তো তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত (ফিরিশতা আর আমি এসেছি) তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য। ১১ *

11. পবিত্র পুত্র বলতে এমন পুত্র বোঝানো হয়েছে, যে বংশ-পরিচয় ও স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ হবে।

20 মারয়াম বলল, আমার পুত্র হবে কেমন করে, যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি নই কোন ব্যভিচারিণী নারী? *

21 ফিরিশতা বলল, এভাবেই হবে। তোমার রক্ষ বলেছেন, আমার পক্ষে এটা একটা মামুলি কাজ। আমি এটা করব এজন্য যে, তাকে বানাব মানুষের জন্য (আমার কুদরতের) এক নির্দশন ও আমার নিকট হতে রহমত। ১২ এটা সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয়ে গেছে। *

12. দুনিয়ার মানুষের আগমন্তের সাধারণ নিয়ম এই যে, সে নর-নারীর মিলনের ফলে জন্ম নেয়। কিন্তু আ঳াহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালাম, হযরত হাওয়া ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে এ নিয়মের অধীনে সৃষ্টি করেননি। হযরত আদম আলাইহিস সালামের সৃজনে তো পুরুষ ও নারী কারোই কোন ভূমিকা ছিল না। হযরত হাওয়াকে যেহেতু তাঁরই পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়, সে হিসেবে তাঁর সৃজনে পুরুষের তো এক রকম ভূমিকা ছিল, কিন্তু নারীর কোন ভূমিকা ছিল না। আ঳াহ তাআলা চাইলেন মানব সৃষ্টির চতুর্থ এক পন্থের মাধ্যমে মানুষকে নিজ কুদরতের মহিমা দেখাবেন। সুতরাং তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে পিতার ভূমিকা ছাড়া কেবল মা হতে সৃষ্টি করলেন। এর দ্বারা আ঳াহ তাআলার এক উদ্দেশ্য তো ছিল মানুষকে নিজ কুদরতের প্রকাশ দেখিয়ে দেওয়া, দ্বিতীয়ত এটা স্পষ্ট করে দেওয়া যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একজন নবীরূপে মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ আগমন করছেন।

22 অতঃপর এই ঘটল যে, মারয়াম সেই শিশুকে গর্ভে ধারণ করল (এবং যখন জন্মের সময় কাছে এসে গেল) তখন সে তাকে নিয়ে দূরে এক নিচৰুত স্থানে চলে গেল। *

23 তারপর প্রসব-বেদনা তাকে একটি খেজুর গাছের কাছে নিয়ে গেল। সে বলতে লাগল, হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃত-বিলুপ্ত হয়ে যেতাম! ১৩ *

13. একজন সতী-সাধী কুমারী নারী গর্ভবতী হয়ে পড়লে তাতে তার উদ্বেগ ও অস্থিরতা কী পরিমাণ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। যদি সাধারণ অবস্থায় মৃত্যু কামনা করা নিষেধ, কিন্তু কোন দীনী ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিলে একপ কামনা দূরনীয় নয়। খুব সন্তুষ্ট হযরত মারয়াম আলাইহিস সালাম প্রচণ্ড মানসিক চাপের কারণে সাময়িকভাবে ফিরিশতার দেওয়া সুসংবাদের প্রতি বে-খেয়াল হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই অবকাশে হঠৎ তাঁর মুখ থেকে এ কথাটি বের হয়ে পড়ে।

24 তখন ফিরিশতা তার নিচে এক স্থান থেকে তাকে ডাক দিয়ে বলল, তুমি দুঃখ করো না, তোমার প্রতিপালক তোমার নিচে একটি উৎস সৃষ্টি করেছেন। *

25 এবং খেজুর গাছের ডালাকে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা থেকে পাকা তাজা খেজুর তোমার উপর ঝরে পড়বে। *

26 তারপর খাও ও পান কর এবং চোখ জুড়াও, ১৪ মানুষের মধ্যে কাউকে আসতে দেখলে (ইশারায়) বলে দিও, আজ আমি দয়াময় আ঳াহর উদ্দেশ্যে একটি রোজা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। ১৫ *

14. বিগত শরীয়তসমূহের কোন-কোনটিতে কথাবার্তা না বলে চুপচাপ থাকাও এক ধরনের রোষা ও ইবাদত ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের শরীয়তে ইবাদতের এ পদ্ধা রাহিত করে দেওয়া হয়েছে। এখন একপ রোষা রাখা জায়েয় নয়। আ঳াহ তাআলার পক্ষ হতে হযরত মারয়াম আলাইহিস সালামকে নির্দেশ করা হয়েছিল, তিনি যেন একপ রোষার মানত করেন। অতঃপর যদি কথা বলার প্রয়োজন পড়ে, তবে তা যেন ইশারা দ্বারা সেরে নেন এবং বুঝিয়ে দেন আমি রোষা রেখেছি। এতে করে মানুষের অহেতুক সওয়াল-জওয়াবের ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবেন এবং কিছুটা হলেও স্বস্তিতে থাকতে পারবেন।

15. হযরত মারয়াম আলাইহিস সালাম যেখানে গিয়েছিলেন, তা কিছুটা উঁচুতে অবস্থিত ছিল সন্তুষ্ট এ স্থানকেই বায়তুল লাহম বা 'বেথেলহাম' বলে। এটা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মাইল কয়েক দূরে অবস্থিত। এর নিচের সমতল থেকে ফেরেশতা তাকে লক্ষ্য করে সান্তানামূলক কথা বলেছিল। ফিরিশতা তাকে বলেছিল, আ঳াহ তাআলা আপনার জন্য এখানে পানাহারের কী উত্তম ব্যবস্থা করেছেন দেখুন। নিচে একটা উৎস প্রবহমন রয়েছে আর সামান্য চেষ্টাতেই আপনি পেতে পারেন পাকা তাজা খেজুর। গাছের ডালা ধরে ঈষৎ ঝাঁকুনি দিলেই তা আপনার উপর ঝরে পড়বে। এর ভেতর খাদ্যগুণ তো আছেই। সেই সঙ্গে আছে শক্তিরও উপাদান।

27 তারপর সে শিশুটি নিয়ে নিজ সম্পদায়ের কাছে আসল। ১৬ তারা বলে উঠল, মারয়াম! তুমি তো বড় খ্তরনাক কাজ করেছ! *

16. শিশুর জন্মের পর হযরত মারয়াম আলাইহিস সালাম পরিপূর্ণ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, যেই আ঳াহ নিজের বিশেষ কুদরত দ্বারা এই শিশুটির জন্ম দিয়েছেন, তিনি মানুষের কাছে পরিষ্কার করে দেবেন যে, তাঁর গায়ে কোন কলঙ্ক নেই। তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। কাজেই তিনি নিশ্চিত মনে নিজেই শিশুটিকে কোলে নিয়ে নিজ সম্পদায়ের কাছে চলে আসলেন।

28 ওহে হারানের বোন! ১৭ তোমার পিতাও কোন খারাপ লোক ছিল না এবং তোমার মাও ছিল না অস্তী নারী। *

17. 'হারানের বোন' কথাটির দুটি অর্থ হতে পারে। (ক) সন্তুষ্ট হযরত মারয়াম আলাইহিস সালামের বংশধর ছিলেন আর সে হিসেবেই তাকে 'হারানের বোন' বলা হয়েছে, যেমন হযরত হৃদ আলাইহিস সালামকে 'আদের ভাই' বলা হয়েছে। (খ)

আবার এটাও সন্তুষ্ট যে, তাঁর কোন ভাইয়ের নাম ছিল হারান, যিনি একজন বুদ্ধুর্গ লোক ছিলেন। এ কারণে হয়ত তিরঙ্কারকে তীব্রতর করার লক্ষ্যে তারা তাঁর নাম উল্লেখ করেছিল।

29 তখন মারয়াম শিশুটির দিকে ইশারা করলেন। তারা বলল, আমরা এই দোলনার শিশুর সাথে কিভাবে কথা বলব? ♦

30 অমনি শিশুটি বলে উঠল, আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন। ১৮ ♦

18. অর্থাৎ, বড় হলে আমাকে ইন্জীল দেওয়া হবে এবং আমাকে নবী বানানো হবে। আর এ বিষয়টা এমনই নিশ্চিত, যেন ঘটে গেছে। এ কারণেই তিনি কথাটি অতীতবাচক ক্রিয়াপদে ব্যক্ত করেছেন। সবগুলো কথাই অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যুত্থানী। তেজস্বী ও ওজনদারও বটে। দুধের শিশুর এ রকম ভাষণ ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি খোলা মুজিয়া। এর মাধ্যমে তিনি হয়রত মারয়াম আলাইহাস সালামের চারিত্রিক নির্মলতা ও পরিভ্রান্ত পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

31 এবং আমি যেখানেই থাকি না কেন আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যত দিন জীবিত থাকি আমাকে নামায ও যাকাত আদায়ের হকুম দিয়েছেন। ১৯ ♦

19. অর্থাৎ, আমি যত দিন দুনিয়ায় জীবিত থাকব আমার উপর নামায ও যাকাত ফরয থাকবো।

32 এবং আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত বানিয়েছেন। আমাকে উদ্বৃত্ত ও ঝাঢ় বানাননি। ♦

33 এবং (আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে) আমার প্রতি সালাম যে দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যে দিন আমার মৃত্যু হবে এবং যে দিন আমাকে পুনরায় জীবিত করে ওঠানো হবে। ♦

34 এই হল মারয়ামের পুত্র ঈসা। তার (প্রকৃত অবস্থা) সম্পর্কে এটাই সত্য কথা, যে সম্পর্কে তারা তর্ক-বিতর্ক করছে। ২০ ♦

20. এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হয়রত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা। এ ঘটনার দ্বারা আপনান-আপনিই এ সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে যে, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাঁর সম্পর্কে যে বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং আপন-আপন অবস্থানে তারা যে চরম বাড়াবাড়ি করছে তা সর্বেব প্রান্ত ও ভিত্তিহীন। ইয়াহুদী সম্প্রদায় তাঁর সম্পর্কে যে অভিযোগ করছে তা যেমন মিথ্যাচার, তেমনি খ্রিস্ট সম্প্রদায় যা বলছে তাও সত্যের অপলাপ। তাদের এ বিশ্বাস বিলকুল প্রান্ত যে, তিনি আল্লাহ তাআলার পুত্র। আল্লাহ তাআলার কোন পুত্রের দরকার নেই। এটাই সত্য কথা যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও নবী।

35 এটা আল্লাহর শান নয় যে, তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করবেন। তাঁর সন্তা পবিত্র। তিনি যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করেন, তখন কেবল বলেন, ‘হয়ে যাও’। অমনি তা হয়ে যায়। ♦

36 (হে নবী! মানুষকে) বলে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ। ♦

37 তা সত্ত্বেও তাদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন মত সৃষ্টি করেছে। ২১ সুতরাং যারা কুফর অবলম্বন করেছে মহাদিবস প্রত্যক্ষ করার দিন তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস। ♦

21. খ্রিস্টানগণ বলছে, তিনি আল্লাহর পুত্র, ইয়াহুদীরা বলছে তিনি অসত্তি মায়ের পুত্র, আবার খোদ খ্রিস্টানদের মধ্যেও একদল বলছে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র এবং ঈশ্বরের তিন এককের একজন, অন্যদল বলছে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। এ সবগুলোই কুফরী বিশ্বাস এবং এর পরিণতি জাহানামবাস। -অনুবাদক

38 যে দিন তারা আমার কাছে আসবে সে দিন তারা কতইনা শুনবে এবং কতইনা দেখবে! কিন্তু জালেমগণ আজ স্পষ্ট গোমরাহীতে নিপত্তি। ♦

39 (হে নবী!) তাদেরকে আক্ষেপের দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যে দিন সকল বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে, অথচ মানুষ গাফলতিতে পড়ে আছে এবং তারা ঈমান আনছে না। ♦

40 নিশ্চয়ই পৃথিবী এবং এর উপর যারা আছে, সকলের ওয়ারিশ হব আমিই এবং আমারই কাছে তাদের সকলকে ফিরিয়ে আনা হবে। ♦

- 41 এ কিতাবে ইবরাহীমের বৃত্তান্তও বিবৃত কর। নিশ্চয়ই সে ছিল সত্যনির্ণয় নবী। ♦
- 42 স্মরণ কর, যখন সে নিজ পিতাকে বলেছিল, আবুজী! আপনি এমন জিনিসের ইবাদত কেন করেন, যা কিছু শোনে না, দেখে না এবং আপনার কোন কাজও করতে পারে না? ২২ ♦
22. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা আবার ছিল পৌষ্টলিক। সে কেবল মূর্তির পূজাই করত না; মূর্তি নির্মাণও করত।
- 43 আবুজী! আমার নিকট এমন এক জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি। কাজেই আপনি আমার কথা শুনুন, আমি আপনাকে সরল পথ বাতলে দেব। ♦
- 44 আবুজী! শয়তানের ইবাদত করবেন না। ২৩ নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। ♦
23. মৃত্যুজার ধারণাটি মূলত শয়তানের উদ্ভাবিত। কাজেই মৃত্যুজা প্রকারান্তরে শয়তানেরই পূজা। মানুষ যেন শয়তানকে আনুগত্যের উপযুক্ত মনে করে তারই ইবাদত করছে।
- 45 আবুজী! আমার আশঙ্কা দয়াময়ের পক্ষ হতে কোন শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে। ফলে আপনি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবেন। ২৪ ♦
24. শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাওয়ার অর্থ, শয়তানের যে পরিণাম হবে অর্থাৎ, জাহানাম বাস, সেই পরিণাম আপনাকেও ভোগ করতে হবে।
- 46 তার পিতা বলল, ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? তুমি যদি এর থেকে নিবৃত্ত না হও, তবে আমি অবশ্যই তোমার উপর পাথর নিষ্কেপ করব। আর এখন তুমি চিরদিনের জন্য আমার থেকে দূর হয়ে যাও। ♦
- 47 ইবরাহীম বলল, আপনার প্রতি (বিদ্যায়) সালাম। ২৫ আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আপনার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করব। ২৬ নিঃসন্দেহে তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। ♦
25. সূরা তাওবায় (৬ : ১১৪) আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এই প্রতিশ্রূতির কথা উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পিতার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করার এ প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন সেই সময়, যখন 'পিতার ভাগ্যে ঈমান নেই'-একথা তার জানা ছিল না। পরবর্তীতে যখন এটা তিনি জানতে পারলেন, তখন এরাপ দু'আ করা থেকে নিবৃত্ত হলেন।
26. সাধারণ অবস্থায় কাফেরদেরকে নিজের থেকে সালাম দেওয়া জায়েয নয়, কিন্তু যদি এমন কোন বিশেষ পরিস্থিতি দেখা দেয়, যখন সালাম দেওয়ার ভেতর দীনী স্বার্থ হাসিলের আশা থাকে, তবে 'আল্লাহ তাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়ে শাস্তি ও নিরাপত্তার সাথে রাখুন' এই নিয়তে কাফেরকে সালাম দেওয়ার অবকাশ আছে।
- 48 আমি আপনাদের থেকেও পৃথক হয়ে যাচ্ছি এবং আপনারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করেন তাদের থেকেও। আমি আমার প্রতিপালককে ডাকতে থাকব। আমি পরিপূর্ণ আশাবাদী যে, আমি আমার প্রতিপালককে ডেকে ব্যর্থকাম হব না। ♦
- 49 সুতরাং যখন সে তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে (অর্থাৎ যেই প্রতিমাদেরকে) ডাকত তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখন আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (-এর মত সন্তান) দান করলাম এবং তাদের প্রত্যেককে নবী বানালাম। ♦
- 50 এবং তাদেরকে দান করলাম আমার রহমত আর তাদের দিলাম সমুচ্চ সুখ্যাতি। ২৭ ♦
27. সুতরাং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে কেবল মুসলিমগণই নয়, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরাও নিজেদের আদর্শ মনে করে।
- 51 এ কিতাবে মুসার বৃত্তান্তও বিবৃত কর। নিশ্চয়ই সে ছিল আল্লাহর মনোনীত বান্দা এবং (তাঁর) রাসূল ও নবী। ২৮ ♦
28. হযরত মুসা ও হযরত হারান আলাইহিমাস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সামনের সূরায় আসছে।
- 52 আমি তাকে তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে ডাক দিলাম এবং তাকে আমার অন্তরঙ্গরপে নৈকট্য দান করলাম। ♦

- 53 আর আমি নিজ রহমতে তাকে দান করলাম তার ভাই হারানকে নবীরাপে। ♦
- 54 এবং এ কিতাবে ইসমাঈলের বৃত্তান্তও বিবৃত কর। নিশ্চয়ই সে ছিল প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে সত্যবাদী এবং রাসূল ও নবী। ৩৯ ♦
29. পূর্বে ৪৯ নং আয়াতে হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আওলাদের মধ্যে পুত্র ইসহাক আলাইহিস সালাম ও পৌত্র ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নাম তো উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু হয়রত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ খুব সন্তুষ্ট এই যে, তাঁর বিশেষ গুরুত্বের কারণে বৃত্তান্তভাবে তাঁর বৃত্তান্ত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল, যা এ আয়াতে করা হয়েছে। এমনিতে প্রত্যেক নবীই ওয়াদা রক্ষায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকেন। তা সত্ত্বেও হয়রত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে বিশেষভাবে এ বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে এ সম্পর্কিত তাঁর এক অসাধারণ ঘটনার কারণে। যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাঁকে যবাহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি পিতার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন, যবাহকালে তিনি পরিপূর্ণ ধৈর্য ধারণ করবেন (সূরা সাফাফাতে সে ঘটনা বিস্তারিত আসবে)। পিতা যখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মত তাকে যবাহ করতে উদ্যত হন এবং তিনি সাক্ষাত মৃত্যুর সম্মুখীন হন, তখনও নিজ ওয়াদার কথা ভোলেননি; বরং ধৈর্য-ছৈর্যের চরম পরাকার্ষা প্রদর্শন করেছিলেন। মুফাসিসেরগণ তাঁর ওয়াদা রক্ষার এ ছাড়া আরও কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।
- 55 সে নিজ পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের হুকুম করত এবং সে ছিল নিজ প্রতিপালকের সন্তোষভাজন। ♦
- 56 এ কিতাবে ইদরীসের বৃত্তান্তও বিবৃত কর। নিশ্চয়ই সে ছিল একজন সত্যনিষ্ঠ নবী! ♦
- 57 আমি তাকে এক উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম। ৩০ ♦
30. ‘উচ্চ মর্যাদা’ দ্বারা নিরুত্তৃত ও রিসালাত এবং তাকওয়া ও পরহেজগারী বোঝানো হয়েছে। মানুষের পক্ষে এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদা। হয়রত ইদরীস আলাইহিস সালামের যামানায় আল্লাহ তাআলা তাঁকেই এ মর্যাদা দান করেছিলেন। বাইবেলে তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নিয়েছিলেন। কোন-কোন তাফসীর প্রস্তুত এ রকমের কিছু রিওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে কেউ কেউ বলছেন, আয়াতের ইশারা সে ঘটনার দিকেই। কিন্তু সনদের বিচারে সেসব রিওয়ায়াত নিতান্তই দুর্বল, যার উপর মোটেই নির্ভর করা যায় না।
- 58 আদমের বংশধরদের মধ্যে এরাই সেই সকল নবী, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। এদের কতিপয় সেই সব লোকের বংশধর, যাদেরকে আমি নৃহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম এবং কতিপয় ইবরাহীম ও ইসরাইল (অর্থাৎ হয়রত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর। আমি যাদেরকে হিদায়াত দিয়েছিলাম ও (আমার দীনের জন্য) মনোনীত করেছিলাম, এরা তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সামনে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হত, তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। ৩১ ♦
31. এটা সিজদার আয়াত। যে ব্যক্তি আরবীতে এ আয়াত পড়বে বা শুনবে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে।
- 59 তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল এমন লোক, যারা নামায নষ্ট করল এবং ইন্দ্রিয়-চাহিদার অনুগামী হল। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের পথপ্রস্তুতার সাক্ষাত পাবে। ৩২ ♦
32. ‘পথপ্রস্তুতার সাক্ষাত পাওয়া’-এর অর্থ পথপ্রস্তুতায় লিপ্ত হওয়ার পরিণামে তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে শাস্তির সম্মুখীন হবে। হয়রত ইবন আববাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ‘গায়’ হল জাহানামের একটি গর্ত, যার উত্তাপ অত্যন্ত বেশি যদ্রঞ্জন জাহানামের অন্যান্য গর্ত আল্লাহ তাআলার কাছে তার থেকে পানাহ চায়- কুরতুবী (-অনুবাদক)
- 60 অবশ্য যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জানাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না। ♦
- 61 (তারা প্রবেশ করবে) এমন স্থায়ী উদ্যানরাজিতে, দয়াময় আল্লাহ নিজ বান্দাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের অলক্ষ্য। নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিশ্রুতি এমন যে, তারা সে পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছবে। ♦
- 62 তারা সেখানে শাস্তিমূলক কথা ছাড়া কোন বেহুদা কথা শুনবে না এবং তারা সেখানে সকাল-সন্ধিয় জীবিকা লাভ করবে। ♦
- 63 এটাই সেই জানাত যার ওয়ারিশ বানাব আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুত্তাকী তাদেরকে। ♦

64 (এবং ফেরেশতাগণ তোমাকে বলে,) আমরা আপনার প্রতিপালকের হৃকুম ছাড়া অবতরণ করি না। ৩৩ যা-কিছু আমাদের সামনে, যা-কিছু আমাদের পিছনে এবং যা-কিছু এ দুয়ের মাঝখানে আছে, তা সব তাঁরই মালিকানাধীন। তোমার প্রতিপালক ভুলে যাওয়ার নন। ❁

33. বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতে বেশ বিলম্ব করেছিলেন। তখন কতিপয় কাফের এই বলে উপহাস করছিল যে, তার আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেছে (নাউয়বিল্লাহ)। অবশেষে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম যখন আসলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, আপনি আমার কাছে আরও ঘন ঘন আসেন না কেন? সেই প্রেক্ষাপটেই এ আয়ত নাফিল হয়েছে। এতে আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের উত্তর বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের অবতরণ সর্বদা আল্লাহ তাআলার আদেশক্রমেই হয়ে থাকে। বিশ্বজগতের পক্ষে কখন কোনটা কল্যাণকর একমাত্র তিনিই তা ভালো জানেন, যেহেতু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের অন্তর্গত সবকিছুর মালিক তিনিই। আমার আগমন কখনও দেরীতে হলে তার পেছনেও আল্লাহ তাআলার কোন হেকমত নিহিত থাকে, যা কেবল তিনিই জানেন। আমার আগমন বিলম্বিত হওয়ার কারণ এ নয় যে, তিনি ওই নাফিল করার বিষয়টা ভুলে গেছেন (নাউয়বিল্লাহ)।

65 তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা আছে তারও। সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে অবিচলিত থাক। তোমার জানা মতে তাঁর সমগ্নসম্পন্ন কেউ আছে কি? ❁

66 আর মানুষ (অর্থাৎ কাফেরগণ) বলে, আমার যখন মৃত্যু হয়ে যাবে, তখন বাস্তবিকই কি আমাকে আবার জীবিতরূপে উঠানো হবে? ❁

67 মানুষের কি স্মরণ পড়ে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি, যখন সে কিছুই ছিল না? ৩৪ ❁

34. অর্থাৎ, এই মানুষের তো এক সময় অস্তিত্বমাত্র ছিল না। আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতে তাকে সৃষ্টি করেছেন। অস্তিত্বপ্রাপ্তির পর সে যখন মারা যায়, তার দেহের কিছু না কিছু যেভাবেই হোক অবশিষ্ট থাকে। এ অবস্থায় তাকে পুনরায় জীবিত করে তোলা কি করে কঠিন হতে পারে, যখন আল্লাহ তাআলা ইতঃপূর্বে তাকে বিলকুল নাস্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন?

68 সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের। আমি তাদেরকে তাদের শয়তানদেরসহ অবশ্যই সমবেত করব ৩৫ তারপর অবশ্যই তাদেরকে জাহানামের আশেপাশে নতজানু অবস্থায় উপস্থিত করব। ❁

35. অর্থাৎ, সেই সকল শয়তানকে, যারা তাদেরকে বিপথগামী করার তৎপরতায় লিপ্ত ছিল। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পথপ্রষ্ট ব্যক্তির সাথে সেই শয়তানকেও উপস্থিত করা হবে, যে তাকে গোমরাহ করেছিল (তাফসীরে উসমানী)।

69 তারপর তাদের প্রত্যেক দলের মধ্যে যারা দয়াময় আল্লাহর অবাধ্যতায় প্রচণ্ডতম, তাদেরকে টেনে বের করব। ❁

70 আর সেই সকল লোক সম্পর্কে আমিই ভালো জানি, যারা জাহানামে পৌঁছার বেশি উপযুক্ত। ❁

71 তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তা (অর্থাৎ জাহানাম) অতিক্রম করবে না। ৩৬ এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষে এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ❁

36. এর দ্বারা পুলসিরাত বোঝানো হয়েছে, যা জাহানামের উপর স্থাপিত। মুসলিম-কাফির ও পুণ্যবান-পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে সকলকেই তা পার হতে হবে। হ্যাঁ, পার হতে গিয়ে কার অবস্থা কেমন হবে তা পরবর্তী আয়তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মুমিন ও নেককার লোক তা এমনভাবে পার হবে যে, জাহানামে কোন কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না। তারা নিরাপদে তা পার হয়ে জানাতে চলে যাবে। পক্ষান্তরে যারা কাফের ও পাপী, তারা তা পার হতে পারবে না। তারা জাহানামে পতিত হবে। অতঃপর যাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান থাকবে না তারা মুক্ত পাবে না। চিরকাল তাদেরকে জাহানাম থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা তা থেকে পানাহ চাই। পুণ্যবানদেরকে জাহানাম পার হতে হবে কেন? এটা এজন্য যে, জাহানামের বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখার পর যখন জানাতে যাবে, তখন জানাতের মর্যাদা তারা ভালোভাবে উপলক্ষ্মী করতে পারবে।

72 অতঃপর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে আমি নিষ্ক্রিয় দেব আর জালিমদেরকে তাতে (জাহানামে) মুখ থুবড়ানো অবস্থায় ফেলে রাখব। ❁

73 তাদের সামনে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন কাফেরগণ মুমিনদেরকে বলে, বল, আমাদের এ দুই দলের মধ্যে কোন দল মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর এবং মজলিস হিসেবে উৎকৃষ্ট? ৩৭ ❁

37. অর্থাৎ যখন কুরআনের সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ আয়ত শুনে লা-জবাব হয়ে যেত তখন তারা দুনিয়ার বিন্দু-বৈভূত ও ঠাট-বাট দ্বারা গৌরব দেখাত এবং ধনজনের প্রাচুর্যকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে পেশ করত। পরের আয়তে আল্লাহ তাআলা এরই জবাব দিয়েছেন। -

- 74 (তাৰা কি দেখে না) তাদেৱ আগে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধৰংস কৱেছি, যাৰা নিজেদেৱ আসবাব-উপকৱণ ও বাহ্য আড়ম্বৰে তাদেৱ অপেক্ষা উন্নত ছিল। *
- 75 বলে দাও, যাৰা বিভ্রান্তিতে পতিত, তাদেৱ জন্য এটাই সমীচীন যে, দয়াময় আল্লাহ তাদেৱকে প্ৰচুৱ তিল দিতে থাকবেন। পরিশেষে তাদেৱকে যে বিষয়ে সতৰ্ক কৱা হচ্ছে তা যখন নিজেৱা দেখে নেবে, তা শাস্তি হোক বা কিয়ামত, তখন তাৰা জানতে পাৱবে কে মৰ্যাদায় নিকৃষ্ট এবং কে বাহিনীৰ দিক দিয়ে বেশি দুৰ্বল। *
- 76 আৱ যাৰা সৱল পথ অবলম্বন কৱেছে, আল্লাহ তাদেৱকে হিদায়াতেৱ ক্ষেত্ৰে অধিকতৰ উৎকৰ্ষ দান কৱেন এবং যে সৎকৰ্ম স্থায়ী, তোমাৰ প্ৰতিপালকেৱ কাছে তা প্ৰতিদানে উৎকৃষ্ট এবং পৱিপামেও শ্ৰেষ্ঠতৰ। *
- 77 তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে আমাৰ আয়াতসমূহ অৰীকাৰ কৱে এবং বলে (আখেৱাতেও) আমাৰে অবশ্যই সম্পদ ও সন্তান দেওয়া হবে। ৩৮ *
38. সহীহ বুখারীতে হয়ৱত খাৰাব ইবনুল আৱাত্ত (ৱায়ি.) থেকে বৰ্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি মক্কা মুকারৱমায় লৌহ কৰ্মেৰ মাধ্যমে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৱতাম। সেই সুবাদে মুশৰিকদেৱ এক সৰ্দাৱেৰ কাছে আমাৰ কিছু পাওনা সাব্যস্ত হয়েছিল। তাৰ নাম ছিল ‘আস ইবন ওয়াইল। আমি তা চাইতে গেলে সে বলল, তুমি যতক্ষণ পৰ্যন্ত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) অৰীকাৰ না কৱবে ততক্ষণ তোমাৰ টাকা দেব না। আমি বললাম, তুমি যদি মুহাম্মদ তাৰপৰ জীৱিত হও তবুও আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অৰীকাৰ কৱতে পাৱব না। ‘আস ইবন ওয়াইল একথাৰ উন্নৰে বলল, মৃত্যুৰ পৰ আমি পুনৰুজ্জীৱিত হব? তিনি বললেন, অবশ্যই। ‘আস বলল, ঠিক আছে মৃত্যুৰ পৰ যদি আমি জীৱিত হই সেখানেও আমাৰ প্ৰচুৱ অৰ্থ-সম্পদ ও সন্তানাদি থাকবে। কাজেই তখনই আমি তোমাৰ পাওনা পৱিশোধ কৱব। তাৰই পৱিপ্ৰেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।
- 78 তবে কি সে অদৃশ্য জগতে উঁকি মেৰে দেখেছে, না কি সে দয়াময় আল্লাহৰ থেকে কোন প্ৰতিশ্ৰুতি গ্ৰহণ কৱেছে? *
- 79 কখনও নয়। সে যা কিছু বলছে আমি তাও লিখে রাখব এবং তাৰ শাস্তি আৱও বৃদ্ধি কৱে দেব। *
- 80 এবং সে যাৰ কথা বলছে, তাৰ (অৰ্থাৎ সেই ধন ও জনেৱ) ওয়াৱিশ আমিই হব। আৱ সে একাকীই আমাৰ কাছে আসবে। *
- 81 তাৰা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাৰুদ গ্ৰহণ কৱেছে এজন্য, যাতে তাৰা তাদেৱ সহায়ক হতে পাৱে। ৩৯ *
39. মুশৰিকৰা বলত, আমৰা লাত, উষ্যমা প্ৰভৃতি প্ৰতিমা ও অন্যান্য উপস্যদেৱ ইবাদত তো এজন্য কৱি যে, তাৰা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদেৱ জন্য সুপৱিশ কৱবে (সুৱা ইউনুস ১৮ : ১০)। এ আয়াতে তাদেৱ সেই বিশ্বাসেৰ প্ৰতিই ইঙ্গিত কৱা হয়েছে। উন্তৰে বলা হচ্ছে, তাৰা যে সব-দেৱীৰ উপৰ ভৱসা কৱে বসে আছে, কিয়ামতেৰ দিন তাৰা এ কথা সীকাৱাই কৱবে না যে, তাদেৱ ইবাদত কৱা হত। তাৰা সুপৱিশ কৱবে তো দূৱেৱ কথা, বৱং সে দিন তাৰা এ পূজারীদেৱ বিৱোধী হয়ে যাবে। সুৱা নাহলেও (১৬ : ৮৬) এ বিষয়ে আলোকপাত কৱা হয়েছে। সেখানে আৱয কৱা হয়েছিল, খুব সন্তৰ আল্লাহ তাআলা তাদেৱ উপস্যদেৱকে বাকশঙ্কি দান কৱবেন। ফলে তাৰা দ্ব্যুত্থীন ঘোষণা দেবে যে, তাৰা মিথ্যাবাদী। কেননা দুনিয়ায় নিষ্পোণ হওয়াৰ কাৱণে তাদেৱ খবৱই ছিল না যে, তাদেৱ ইবাদত কৱা হচ্ছে। এমনও হতে পাৱে যে, তাৰা তাদেৱ ভাৱ-ভঙ্গি দ্বাৱা একথা বোঝাবে। আৱ শয়তান তো বাস্তিক অৰ্থেই এৱং কথা বলে তাদেৱ সঙ্গে সম্পৰ্কহীনতা প্ৰকাশ কৱবে।
- 82 এসব তাদেৱ ভ্ৰান্ত ধাৰণা। তাৰা তো তাদেৱ ইবাদতকেই অৰীকাৰ কৱবে এবং উল্টো তাদেৱ বিৱোধী হয়ে যাবে। *
- 83 (হে নবী!) তুমি কি জ্ঞাত নও আমি কাফেৱদেৱ প্ৰতি শয়তানদেৱকে ছেড়ে দিয়েছি, যাৰা তাদেৱকে অবিৱত প্ৰৱোচনা দেয়? *
- 84 সুতৰাং তুমি তাদেৱ ব্যাপারে তাড়াছড়া কৱো না। আমি তো তাদেৱ জন্য দিনক্ষণ গুণছি। *
- 85 (সেই দিনকে ভুলো না) যে দিন আমি মুন্তাকীগণকে অতিথিৰূপে দয়াময় (আল্লাহ)-এৰ কাছে একত্ৰ কৱব। *
- 86 আৱ অপৱাধীদেৱকে পিপাসাৰ্ত অবস্থায় হাঁকিয়ে জাহানামেৱ দিকে নিয়ে যাব। ৪০ *

40. অর্থাৎ যেভাবে উট বা অন্য কোন তৃষ্ণার্ত পশুকে পানির দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, ঠিক সে রকমই তৃষ্ণার্ত অবস্থায় লাঞ্ছনার সাথে তাদেরকে জাহাঙ্গামে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। -অনুবাদক

৮৭ মানুষ কারও জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবে না, তারা ছাড়া, যারা দয়াময় (আল্লাহ)-এর নিকট থেকে অনুমতি লাভ করেছে। ❁

৮৮ তারা বলে, দয়াময়ের পুত্র আছে। ❁

৮৯ তোমরা (যারা এরাপ কথা বলছ, তারা) প্রকৃতপক্ষে অতি গুরুতর কথার অবতারণা করেছে। ❁

৯০ অসম্ভব নয় এর কারণে আকাশ ফেটে যাবে, ভূমি বিদীর্ঘ হবে এবং পাহাড় ভেঙ্গে-চুরে পড়বে। ❁

৯১ যেহেতু তারা দয়াময়ের সন্তান আছে বলে দাবী করে। ❁

৯২ অথচ এটা দয়াময়ের শান নয় যে, তার সন্তান থাকবে। ❁

৯৩ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের দরবারে বান্দারাপে উপস্থিত হবে না। ৪১ ❁

41. অর্থাৎ জগতের সকলেই আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর দাস। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী ও শাসনধীন। কিয়ামতের দিন দাসকর্পেই সকলে তাঁর সামনে উপস্থিত হবে। তা কোন দাস তার মনিবের পুত্র হয় কি করে? আবার সকলেরই যিনি শাসক ও প্রতিপালক, তার পুত্রেরই বা কি প্রয়োজন থাকতে পারে? -অনুবাদক

৯৪ নিশ্চয়ই তিনি সকলকে বেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদেরকে ভালোভাবে গুণে রেখেছেন। ❁

৯৫ কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেকে তার কাছে একাকী উপস্থিত হবে। ❁

৯৬ (তবে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে নিশ্চয়ই দয়াময় (আল্লাহ) তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা। ৪২ ❁

42. এখন তো মুসলিমগণ কঠিন সময় অতিক্রম করছে, কাফেরগণ সর্বক্ষণ তাদের শক্রতা করে যাচ্ছে। কিন্তু সে দিন দূরে নয় যে দিন মানব সাধারণের অন্তরে তাদের প্রতি গভীর মহবত ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

৯৭ সুতরাং (হে নবী!) আমি এ কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি এর মাধ্যমে মুন্তাবীদেরকে সুসংবাদ দাও এবং এর মাধ্যমেই বিতণ্ণপ্রবণ লোকদেরকে সতর্ক কর। ❁

৯৮ তাদের আগে আমি কত মানব-গোষ্ঠীকেই ধ্বংস করেছি। তুমি কি হাতড়িয়েও তাদের কারও সন্ধান পাও কিংবা তুমি কি তাদের কোন সাড়া-শব্দ শুনতে পাও? ৪৩ ❁

43. সুতরাং এই হঠকারী অবিশ্বাসীরা সতর্ক হয়ে যাক। তারা তাদের অন্যায়-অনাচার ত্যাগ করে সুপথে ফিরে না আসলে তাদেরকে আগের সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মত যে কোনও সময় ধ্বংস করে দিতে পারি, ফলে ভূ-গৃহে তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত বাকি থাকবে না। - অনুবাদক



♦ ত্বা-হা ♦

১ তোয়া-হা। ১ ❁

1. কোন কোন মুফাসিসের মতে 'তোয়াহ' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নাম। কেউ বলেন, বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে 'আল-হুরাফুল মুকাব্বাত' আছে, ৪৮ ও সেই রকমেরই 'আল-হুরাফুল মুকাব্বাত'। এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

2 আমি তোমার প্রতি কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে, তুমি কষ্ট ভোগ করবে। ৩ *

2. এর দু'টো ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) কাফেরদের পক্ষ হতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে জুলুম ও নির্যাতন করা হত, সেই কষ্টের কথা বলা হয়েছে। এ হিসাবে আয়াতের মর্ম হল, এসব কষ্ট বেশি দিন থাকবে না। অটীরেই আল্লাহ তাআলা এ পরিস্থিতির অবসান ঘটাবেন এবং আপনাকে বিজয় দান করবেন। (দুই) কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিকে সারা রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করতেন। এমনকি তাতে তাঁর মুবারক পা ফুলে যেত। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলছেন, আপনার এত কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে তিনি রাতের প্রথম অংশে ঘুমাতেন এবং শেষ অংশে ইবাদত করতেন।

3 বরং এটা সেই ব্যক্তির জন্য নসীহত, যে ভয় করে ৩ *

3. নিজ কাজ-কর্ম সঠিক হচ্ছে কি না, এই ভয় ও চিন্তা যার আছে তার জন্যই এ উপদেশ ফলপ্রসূ হবে। কিংবা বলা যায়, যার অন্তরে সত্য জানার আগ্রহ আছে, জেদের বশবর্তীতে স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করে না এবং নিজ পরিণাম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকে না, তার মত লোকই এ উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়।

4 এটা সেই সত্তার পক্ষ হতে অল্প-অল্প করে নাযিল করা হচ্ছে, যিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন। *

5 তিনি অতি দয়াময়, আরশে 'ইসতিয়াওয়া' গ্রহণ করেছেন। ৪ *

4. এর ব্যাখ্যা পূর্বে সূরা আরাফ (৭ : ৫৪)-এর ঢাকায় চলে গেছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

6 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, যা-কিছু আছে এ দুয়ের মাঝখানে। আর যা-কিছু ভূ-গর্ভে আছে সব তাঁরই মালিকানাধীন। *

7 তোমরা যদি কোন কথা উচ্চস্বরে বল (বা নিম্নস্বরে), তবে তিনি তো গুপ্ত ও গুপ্ততম সবই জানেন। ৫ *

5. 'গুপ্ততম বিষয়' বলতে মানুষ যা মুখে উচ্চারণ করে না, মনে মনে কল্পনা করে মাত্র, তাই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মনের সেই অব্যক্ত কথা সম্পর্কেও পরিপূর্ণ অবগত।

8 তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মাঝুদ নেই। সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই। *

9 (হে নবী!) মুসার বৃত্তান্ত কি তোমার কাছে পৌঁছেছে? *

10 যখন সে এক আগুন দেখতে পেয়ে তার পরিবারবর্গকে বলেছিল, তোমরা এখানে থাক। আমি এক আগুন দেখেছি। সন্ত্বত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু জ্বলন্ত অংগার নিয়ে আসতে পারব কিংবা সে আগুনের কাছে আমি পথের কোন দিশা পেয়ে যাব। ৬ *

6. এ আয়াতে ঘটনাটি খুব সংক্ষেপে এসেছে। এটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, সূরা কাসাসে। সেখানে আছে, হযরত মসা আলাইহিস সালাম মাদয়ান দীর্ঘকাল অবস্থান করার পর এক সময় আবার মিসরের উদ্দেশ্যে ওয়াপস রওয়ানা হলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও ছিল। সিনাই মরুভূমিতে পৌঁছলে তিনি পথ হারিয়ে ফেললেন। খুব শীতও লাগছিল। কোথায় কিভাবে পথের সন্ধান পাওয়া যায় এবং শীত নিবারণেরই বা কী উপায় হতে পারে এজন্য তিনি বড় পেরেশান হিলেন। এ সময় হঠাৎ দূরে আগুনমত একটা কিছু তাঁর চোখে পড়ল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল এক নূর, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাঁকে দেখানো হচ্ছিল। তখন তিনি স্ত্রীকে সেখানে থাকতে বললেন এবং নিজে আগুনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

11 যখন সে আগুনের কাছে পৌঁছল, ডাক দেওয়া হল হে মুসা! *

12 নিশ্চয় আমিই তোমার প্রতিপালক। ৭ সুতরাং তোমার জুতা খুলে ফেল। কেননা তুমি এখন পরিব্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছো। ৮

✿

7. প্রশ্ন হতে পারে, এ ডাক যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসছিল, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন কি করে? এর উত্তর হল, আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে এই প্রতীতি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তাআলারই সাথে তাঁর বাক্যালাপ হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও এই প্রতায় সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক করে দিয়েছিলেন। কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা প্রকাশ, তিনি যখন সেই আগন্তনের কাছে গেলেন, এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেলেন, তিনি দেখলেন সে আগন্তন একটা গাছে শিখাপাত করছে, অথচ কোন একটি পাতা পুড়ে না। তিনি অপেক্ষা করছিলেন হয়ত কোন স্ফুলিঙ্গ উড়ে তার কাছে আসবে। কিন্তু তাও আসল না। শেষে তিনি কিছু ঘাস-পাতা তুলে নিয়ে তা আগন্তনের দিকে এগিয়ে দিলেন, যাতে আগন্তন ধরে। কিন্তু তাতে আগন্তন ধরল না; বরং আগন্তন পিছনে সরে গেল। আর তখনই ডাক শোনা গেল 'হে মুসা...!' সে আওয়াজ বিশেষ কোন দিক থেকে নয়; বরং চতুর্দিক থেকে অনুভূত হচ্ছিল এবং মুসা আলাইহিস সালামও কেবল কান দ্বারা নয়; বরং সর্বাঙ্গ দ্বারা তা শুনতে পাচ্ছিলেন।

8. 'তুওয়া' তুর পাহাড় সংলগ্ন উপত্যকার নাম। আল্লাহ তাআলা যেসকল স্থানকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন 'তুওয়া' উপত্যকাও তার একটি। এর বিশেষ মর্যাদার কারণেই হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে জুতা খুলে ফেলার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া তখন যেহেতু আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁর কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ হচ্ছিল, তাই সেটা ছিল আদর ও বিনয় প্রদর্শনের উপযুক্ত সময় আর সে কারণেও জুতা খোলা সমীচীন ছিল।

- 13 আমি তোমাকে (নবুওয়াতের জন্য) মনোনীত করেছি। সুতরাং ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যা বলা হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে শোন। ✿
 - 14 নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোন মারুদ নেই। সুতরাং আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর। ✿
 - 15 নিশ্চয়ই কিয়ামত অবশ্যই আসবে। আমি তা (অর্থাৎ তার সময়) গোপন রাখতে চাই। যাতে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিফল লাভ করে। ✿
 - 16 সুতরাং কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এমন কোন ব্যক্তি যেন তোমাকে তা হতে গাফেল করতে না পারে। তা হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। ✿
 - 17 হে মুসা! তোমার ডান হাতে ওটা কী? ✿
 - 18 মুসা বলল, এটা আমার লাঠি। আমি এতে ভর করি, এর দ্বারা আমার মেষপালের জন্য (গাছ থেকে) পাতা ঝাড়ি এবং এর দ্বারা আমার অন্যান্য প্রয়োজনও সমাধা হয়। ✿
 - 19 তিনি বললেন, হে মুসা! ওটা নিচে ফেলে দাও। ✿
 - 20 মুসা সেটি ফেলে দিল। অমনি সেটা ধাবমান সাপ হয়ে গেল। ✿
 - 21 আল্লাহ বললেন, ওটা ধর। ভয় করো না। আমি এখনই ওটা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি। ✿
 - 22 আর তোমার হাত নিজ বগলে রাখ। তা কোনরূপ রোগ ছাড়া শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে বের হবে। ৯ এটা হবে (তোমার নবুওয়াতের) আরেক নির্দশন। ✿
9. অর্থাৎ, বগল থেকে যখন হাত বের করবে, তা শুভ্রতা ঘূলমল করবে। আর সে শুভ্রতা শ্বেতী বা অন্য কোন রোগের কারণে নয়। বরং তা হবে তোমার নবুওয়াত প্রাপ্তির এক উজ্জ্বল নির্দশন।
- 23 (এটা করছি) আমার বড় বড় নির্দশন থেকে কিছু তোমাকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। ✿
 - 24 এবার ফির'আউনের কাছে যাও। সে অবাধ্যতায় সীমালংঘন করেছে। ✿
 - 25 মুসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ খুলে দিন। ✿

- 26 এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। *
- 27 এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। ১০ *
10. হ্যারত মুসা আলাইহিস সালাম শৈশবে এক জুন্নত অঙ্গার মুখে দিয়েছিলেন। তার কারণে তাঁর মুখে কিছুটা তোতলামি ও জড়তা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেটাই দূর করে দেওয়ার দু'আ করেছেন।
- 28 যাতে মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে। *
- 29 আমার স্বজনদের মধ্য হতে একজনকে আমার সহযোগী বানিয়ে দিন। *
- 30 আমার ভাই হারুনকে। *
- 31 তার মাধ্যমে আমার শক্তি দৃঢ় করুন। *
- 32 এবং তাকে আমার কাজে শরীক বানিয়ে দিন। *
- 33 যাতে আমরা বেশি পরিমাণে আপনার তাসবীহ করতে পারি। *
- 34 এবং বেশি পরিমাণে আপনার যিকির করতে পারি। ১১ *
11. তাসবীহ ও যিকির যদিও একাকীও করা যায়, কিন্তু ভালো সঙ্গী-সাথী পেলে ও পরিবেশ অনুকূল হলে তা যিকিরের পক্ষে সহায়ক হয় ও প্রেরণা যোগায়।
- 35 নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের সম্যক দ্রষ্টা। *
- 36 আল্লাহ বললেন, হে মুসা! তুমি যা-কিছু চেয়েছ তা তোমাকে দেওয়া হল। *
- 37 এবং আমি তো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। *
- 38 যখন আমি তোমার মাকে ওহীর মাধ্যমে বলেছিলাম সেই কথা, যা এখন ওহীর মাধ্যমে (তোমাকে) জানানো হচ্ছে *
- 39 তুমি এ (শিশু)কে সিন্দুকের মধ্যে রাখ। তারপর সিন্দুকটি দরিয়ায় ফেলে দাও। ১২ তারপর দরিয়া সে সিন্দুকটিকে তীরে নিয়ে ফেলে দেবে। তাকে তুলে নেবে আমার এক শক্ত এবং তারও শক্ত। ১৩ আমি আমার পক্ষ হতে তোমার প্রতি ভালোবাসা বর্ষণ করেছিলাম ১৪ আর এসব করেছিলাম এজন্য, যাতে তুমি আমার তত্ত্ববধানে প্রতিপালিত হও। ১৫ *
12. কোন জ্যোতিষী ফির'আউনকে বলেছিল, বনী ইসরাইলে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হবে, যার হাতে আপনার রাজ্যের অবসান হবে। তাই সে ফরমান জ্ঞান করল, এখন থেকে বনী ইসরাইলে যত শিশু জন্ম জন্মে নেবে তাদেরকে হত্যা করা হোক। এ রকম পরিস্থিতির ভেতরই হ্যারত মুসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। আইন অনুসারে ফির'আউনের লোকজন তো তাকে হত্যা করে ফেলবে। তাই স্বভাবতই তাঁর মা ভীষণ দুর্ঘটনায় পড়ে গেলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা রদ করবে কে? তিনি হ্যারত মুসা আলাইহিস সালামকে রক্ষা করার জন্য নিজ কুদরতের মহিমা দেখালেন। তাঁর মাকে ইলহামের মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন, শিশুকে একটি সিন্দুকের ভেতর রেখে নীল নদীতে ফেলে দাও।
13. আল্লাহ তাআলা যা বলেছিলেন তাই হল। সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফির'আউনের রাজপ্রাসাদের কাছে এসে ঠেকল। ফির'আউনের কর্মচারীগণ সেটি তুলে দেখল ভেতরে একটি শিশু। তারা কালবিলশ না করে শিশুটিকে ফির'আউনের কাছে নিয়ে আসল। তার স্ত্রী আসিয়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শিশুটির প্রতি তার বড় মায়া ধরে গেল। তিনি তাকে পুত্র হিসেবে লালন-পালন করার জন্য ফির'আউনকে উদ্বৃদ্ধ করলেন।

14. আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চেহারার ভেতর এমন আকর্ষণ দান করেছিলেন যে, যে-কেউ তাঁকে দেখত ভালোবেসে ফেলত। এ কারণেই ফির'আউনও তাঁকে নিজ প্রাসাদে রাখতে সম্মত হয়ে গেল।

15. এমনিতে তো প্রত্যেকেরই প্রতিপালন আল্লাহ তাআলাই করেন। তা সত্ত্বেও হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হবে', বলা হয়েছে তার লালন-পালনের বিশেষছের কারণে। সাধারণত লালন-পালনের দুনিয়াবী ব্যবস্থা হল, পিতা-মাতা নিজেদের খরচায় ও নিজেদের তত্ত্বাবধানে সন্তানের লালন-পালন করে। কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে সে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আল্লাহ তালা তাঁকে ব্যতিক্রমভাবে সরাসরি নিজ তত্ত্বাবধানে রেখে তাঁর শক্তির মাধ্যমে প্রতিপালন করিয়েছেন।

40 সেই সময়ের কথা চিন্তা কর, যখন তোমার বোন ঘর থেকে বের হয়ে চলছে তারপর (ফির'আউনের কর্মচারীদেরকে) বলছে, আমি কি তোমাদেরকে এমন কারো সন্ধান দেব, যে একে লালন-পালন করবে? **১৬** এভাবে আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জড়োয় এবং সে চিন্তিত না থাকে। তুমি এক ব্যক্তিকে মেরে ফেলেছিলে। **১৭** তারপর আমি তোমাকে সে সংকট থেকে উদ্ধার করি। আর আমি তোমাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করি। **১৮** তারপর তুমি কয়েক বছর মাদয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করলে। তারপর হে মূসা! এমন এক সময় এখানে আসলে, যা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল। ♡

16. ফির'আউনের স্ত্রী তো শিশুটিকে লালন-পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল তার দুধ পান করানো নিয়ে। কত ধাত্রীই তালাশ করে আনা হল, কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কোন ধাত্রীরই দুধ মুখে নিচ্ছিলেন না। হযরত আসিয়া এমন কোন মহিলাকে খুঁজে আনার জন্য দাসীদেরকে পাঠিয়ে দিলেন, যার দুধ তিনি গ্রহণ করতে পারেন। ওদিকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মা সন্তানকে নদীতে তো ফেলে দিলেন, কিন্তু এরপর কী হবে সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি মূসা আলাইহিস সালামের বোনকে অনুসন্ধানের জন্য পাঠালেন। তিনি খুঁজতে খুঁজতে ফির'আউনের রাজপ্রাসাদে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে শোঁচে দেখেন তারা শিশুটিকে দুধ পান করানো নিয়ে ঝামেলায় পড়ে গেছে। দাসীরা উপযুক্ত ধাত্রীর সন্ধানে ছোটালুটি করছে। তিনি সুযোগ পেয়ে গেলেন এবং এ দায়িত্ব তার মায়ের উপর ন্যস্ত করার প্রস্তা ব দিয়ে দিলেন। তারপর আর দোরি না করে মাকে সেখানে নিয়েও আসলেন। তিনি যখন দুধ পান করানোর ইচ্ছায় শিশুটিকে বুকে নিলেন অমনি সে মহানন্দে দুধ পান করতে লাগল। এভাবে আল্লাহ তাআলা নিজ ওয়াদা অনুযায়ী তাকে পুনরায় মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন।

17. এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা কাসাসে আসবে। ঘটনার সারমর্ম হল, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এক মজলুম ইসরাইলীকে সাহায্য করতে গিয়ে জালেমকে একটা ঘৃসি মেরেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাকে জুলুম থেকে নির্বান করা, মেরে ফেলা নয়। কিন্তু সেই এক ঘৃসিতে লোকটা মরেই গেল।

18. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রায়ি) একটি দীর্ঘ রেওয়ায়াতে সেসব পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন। মাআরিফুল কুরআনে (৫ম খণ্ড, ৮৪-১০৩) তার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ তুলে দেওয়া হয়েছে।

41 এবং আমি তোমাকে বিশেষভাবে আমার জন্য তৈরি করেছি। ♡

42 তুমি ও তোমার ভাই আমার নির্দশনসমূহ নিয়ে যাও এবং আমার যিকিরে শৈথিল্য করো না। **১৯** ♡

19. এখানে সবক দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সত্যের দাওয়াতদাতাকে সর্বদা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। সব সংকটে সাহায্য চাইতে হবে কেবল তাঁরই কাছে।

43 উভয়ে ফির'আউনের কাছে যাও। সে সীমালংঘন করেছে। ♡

44 তোমরা গিয়ে তার সাথে নম্ব কথা বলবে। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (আল্লাহকে) ভয় করবে। **২০** ♡

20. এর দ্বারা দাওয়াতের পদ্ধতি শোখানো হচ্ছে। দাওয়াতের ভাষা হতে হবে নম্ব, আকর্ষণীয় ও দরদপূর্ণ। মনে আঘাত দিয়ে কথা বলা যাবে না ও অসম্মানজনক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। যত বড় উদ্বিদুত ব্যক্তিই হোক এই আশায় তাকে নম্ব-কোমল ভাষায় দাওয়াত দিতে হবে যে, আল্লাহর মেহেরবানীতে হয়ত তার মন গলবে এবং উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা আল্লাহ তাআলার অপার শক্তি-ক্ষমতা ও তাঁর কঠিন শাস্তির কথা চিন্তা করে কিছুটা হলেও নত ও ভীত হবে। -অনুবাদক

45 তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশক্ষা করি সে কিনা আমাদের উপর অত্যাচার করে অথবা সীমালংঘন করতে উদ্যত হয়। ♡

46 আল্লাহ বললেন, ভয় করো না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি শুনি ও দেখি। ♡

47

সুতরাং তোমরা তার কাছে যাও এবং বল, আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল। কাজেই বনী ইসরাইলকে আমাদের সাথে ঘেতে দাও এবং তাদেরকে শাস্তি দিও না। আমরা তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের নির্দর্শন নিয়ে এসেছি। আর শাস্তি তো তাদেরই প্রতি, যারা হিদায়াত অনুসরণ করে। ১১ ❁

21. এ আয়াতে তিনটি বিষয়ের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে

- (ক) ফিরাউন ও সমস্ত মাখলুকের একজন সৃষ্টিকর্তা ও মালিক আছেন, যিনি মানুষের হিদায়াতের জন্য রাসূল পাঠিয়ে থাকেন।
- (খ) আমরা দু'জন তাঁর রাসূল বিধায় আমাদের নির্দেশনা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার ইবাদত-আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্যিকর্তব্য।
- (গ) বনী ইসরাইল একটি স্বাধীন মানবগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও তোমরা জোরপূর্বক তাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছ। এটা তাদের প্রতি চরম অবিচার। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হল তোমরা তাদেরকে এই অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদের হাতে সমর্পণ কর। তারা তাদের যেখানে ইচ্ছা স্বাধীন জীবন যাপন করুক (-অনুবাদক তাফসীরে উসমানী অবলম্বনে)।

48

আমাদের প্রতি ওই নায়িল করা হয়েছে যে, শাস্তি হবে সেই ব্যক্তির উপর, যে (সত্যকে) অঙ্গীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। ১২ ❁

49

(এসব কথা শুনে) ফিরাউন বলল, হে মূসা! তোমাদের রবক কে? ১৩ ❁

50

মূসা বলল, আমাদের রবক তো তিনি, যিনি প্রত্যেককে তার উপযুক্ত আকৃতি দিয়েছেন, তারপর তার পথ প্রদর্শনও করেছেন। ১৪ ❁

22. অর্থাৎ প্রতিটি সৃষ্টির গঠন-প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হিকমতের মাহাত্ম্য বিদ্যমান। তিনি যাকে যেই আদলে সৃষ্টি করেছেন, সে মোতাবেক নিজ দায়িত্ব আঞ্চাম দেওয়ার নিয়ম-বীতি ও শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন জগতে আলো ও তাপ সরবরাহের জন্য সূর্যকে এক বিশেষ আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেই আকৃতি অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের জন্য তার দরকার ছিল সৌর জাগতিক সুনির্দিষ্ট নিয়মে আপন কক্ষপথে আবর্তিত হতে থাকা। আল্লাহ তাআলা তাকে তা শিখিয়ে দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক প্রাণীকে শিক্ষা দিয়েছেন সে কিভাবে চলবে এবং কিভাবে নিজ জীবিকা সংগ্রহ করবে। মাছের পোনা পানিতে জন্ম নেয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে সাতারও কাটে। এটা তাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? পাখীরা হাওয়ায় ওড়ার তালীম কার কাছে পেয়েছে? মোদ্দাকথা প্রতিটি মাখলুককে তার গঠন-প্রকৃতি অনুযায়ী জীবিত থাকা ও জীবনের রসদ সংগ্রহ করার নিয়ম আল্লাহ তাআলাই শিক্ষা দান করেছেন।

51

ফিরাউন বলল, তাহলে পূর্বে যেসব জাতি গত হয়েছে তাদের অবস্থা কী? ১৫ ❁

23. এ প্রশ্ন দ্বারা ফিরাউন বোঝাতে চাচ্ছিল, আমার আগে এমন বহু জাতি গত হয়েছে, যারা তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল না, তা সত্ত্বেও তারা যত দিন জীবিত ছিল তাদের উপর কোন আঘাত আসেনি। তাওহীদকে অঙ্গীকার করার কারণে মানুষ যদি আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়, তবে তাদের উপর শাস্তি আসল না কেন? হ্যবরত মূসা আলাইহিস সালাম এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তিকে জানেন এবং কে কি কাজ করে তাও তার ভালোভাবেই জানা আছে। তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী ফায়সালা করেন যারা সত্য অঙ্গীকার করে তাদের মধ্যে কাকে ইহকালেই শাস্তি দেওয়া হবে এবং কার শাস্তি আখেরাতের জন্য মওকুফ রাখা হবে। যদি কোন কাফের সম্পদায় দুনিয়ায় নিরাপদ জীবন কাটিয়ে যায় এবং এখানে কোন শাস্তির সম্মুখীন না হয়, তবে তার অর্থ এ নয় যে, সে শাস্তি হতে বেঁচে গেছে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দিতে ভুলে গেছেন (নাউয়ুবিল্লাহ)। বরং তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী দুনিয়ায় তাকে শাস্তি না দেওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাকে শাস্তি দিবেন আখেরাতে জাহানামের আগন্তে।

52

মূসা বলল, তাদের জ্ঞান আমার প্রতিপালকের কাছে এক কিতাবে সংরক্ষিত আছে। আমার রবের কোন বিভ্রান্তি দেখা দেয় না এবং তিনি ভুলেও যান না। ১৬ ❁

53

তিনি সেই সন্তা, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা বানিয়েছেন, তাতে তোমাদের জন্য চলার পথ দিয়েছেন এবং আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন। তারপর আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উত্তি উৎপন্ন করেছি। ১৭ ❁

54

তোমরা নিজেরাও তা খাও এবং তোমাদের গবাদি পশুকেও চরাও। নিশ্চয়ই এসব বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য নির্দর্শন আছে।

55

আমি তোমাদেরকে এ মাটি হতেই সৃষ্টি করেছি, এর মধ্যে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং পুনরায় তোমাদেরকে এরই মধ্য হতে বের করব। ১৮ ❁

56

বন্ধুত আমি তাকে (অর্থাৎ ফিরাউনকে) আমার সমস্ত নির্দর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সে কেবল অঙ্গীকারই করেছে ও অমান্য করেছে। ১৯ ❁

57

সে বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যই এসেছ যে, তোমার যাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের ভূমি থেকে বের করে দেবে? ২০ ❁

- 58** ঠিক আছে, আমরাও তোমার সামনে অবশ্যই অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে কোন উন্মুক্ত স্থানে পরস্পরে মুকাবেলা করার জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট কর, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও না। ♦
- 59** মূসা বলল, যে দিন আনন্দ উদযাপন করা হয়, ২৪ তোমাদের সাথে সে দিনই স্থিরীকৃত রইল এবং এটা স্থির থাকল যে, দিন চড়ে ওঠা মাত্রই মানুষকে সমবেত করা হবে। ♦
24. এটা কোন উৎসবের দিন ছিল, যে দিন ফির'আউনের সম্প্রদায় আনন্দ উদযাপন করত। সে দিন যেহেতু প্রচুর লোক সমাগম হয়, তাই হ্যারত মূসা আলাইহিস সালাম এ দিনকেই বেছে নিলেন, যাতে উপস্থিত জনম-লীর সামনে সত্যকে পরিস্ফুট করা যায় এবং সত্যের জয় সকলে সচক্ষে দেখতে পায়।
- 60** অতঃপর ফির'আউন (নিজ জ্যায়গায়) চলে গেল এবং সে নিজ কৌশলসমূহ একাটা করল। তারপর (মুকাবেলার জন্য) উপস্থিত হল। ♦
- 61** মূসা তাদেরকে (অর্থাৎ যাদুকরদেরকে) বলল ২৫, আফসোস তোমাদের প্রতি! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। ২৬ তা করলে তিনি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দ্বারা নির্মূল করে ফেলবেন। আর যে-কেউ মিথ্যা আরোপ করে, সে নিশ্চিতভাবে ব্যর্থকাম হয়। ♦
25. অর্থাৎ প্রথমেই তিনি নবীসুলভ দায়িত্বপালনে অবতীর্ণ হলেন। প্রতিযোগিতায় জেতা তো বড় কথা নয়; মানুষকে জাহানাম থেকে মুক্তির পথ দেখানোই তার আসল কাজ। সুতরাং প্রথমে তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিলেন। কুফর ও মিথ্যাচারের অশ্বভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করলেন, যাতে তারা হিদায়াত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। -অনুবাদক
26. অর্থাৎ, কুফরের পথ আবলম্বন করো না। কেননা কুফরের সব আকীদা-বিশ্বাসই ভ্রান্ত এবং তা আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যারোপের নামান্তর।
- 62** এর ফলে তাদের মধ্যে নিজেদের করণীয় বিষয়ে বিরোধ দেখা দিল। তারা চুপিসারে পরামর্শ করতে লাগল। ২৭ ♦
27. হ্যারত মূসা আলাইহিস সালামের উপদেশ তাদের কারণ কারণ মনে রেখাপাত করল। তাই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে তারা করণীয় স্থির করার জন্য নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে বসল। কেউ কেউ বলল, তাকে তো ঠিক যাদুকর বলে মনে হয় না। আবার কেউ যাদুকর হওয়ার পক্ষেই মত দিল। তাদের সামনে ফির'আউনের রাজকীয় প্রভাব-প্রতিপাত্তি ও প্রলোভনের ব্যাপারটা তো ছিলই। শেষে তারা তাঁর যাদুকর হওয়ার পক্ষেই প্রকাশ করল। এ ব্যাপারে যে বিবৃতি তারা দিল, পরের আয়াতে তা ব্যক্ত হয়েছে। -অনুবাদক
- 63** (পরিশেষে) তারা বলল, নিশ্চয়ই এ দুজন (অর্থাৎ মূসা ও হারুন) যাদুকর। তারা চায় তোমাদেরকে তোমাদের ভূমি থেকে উৎখাত করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট (ধর্ম) ব্যবস্থার বিলোপ ঘটাতো। ♦
- 64** সুতরাং তোমরা তোমাদের কৌশল সংহত করে নাও, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে এসে যাও। নিশ্চিত জেন, আজ যে জয়ী হবে সেই সফলতা লাভ করবে। ♦
- 65** যাদুকরগণ বলল, হে মূসা! হয় তুমি আগে (নিজ লাঠি) নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। ♦
- 66** মূসা বলল, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাদের যাদু ক্রিয়ায় হঠাৎ মূসার মনে হয়, তাদের রশি ও লাঠিগুলো ছোটাছুটি করছে। ♦
- 67** ফলে মূসা তার অস্তরে কিছুটা ভীতি অনুভব করল। ২৮ ♦
28. এ ভয় ছিল স্বভাবগত। যাদুকরেরা যে ভেঙ্গিবাজী দেখিয়েছিল, আপাতদ্যুষ্টিতে যেহেতু তা অনেকটা হ্যারত মূসা আলাইহিস সালামের দেখানো মুজিয়ার অনুরূপ ছিল, তাই পাছে লোকজন তাঁর মুজিয়াকেও যাদু মনে করে বসে এ ভাবনাই হ্যারত মূসা আলাইহিস সালামের মনে দেখা দিয়েছিল। তার ভয় ছিল এখানেই।
- 68** আমি বললাম, ভয় করো না। নিশ্চিত থাক তুমিই উপরে থাকবে। ♦
- 69** তোমার ডান হাতে যা (অর্থাৎ যে লাঠি) আছে, তা (মাটিতে) নিক্ষেপ কর। সেটি তারা যে কারসাজি করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে।

- তাদের যাবতীয় কারসাজি তো যাদুকরের ভেঙ্গি মাত্র। যাদুকর যেখানেই যাক, সফলকাম হবে না। ❁
- 70** সুতরাং (তাই হল এবং) সমস্ত যাদুকরকে সিজদায় পাতিত করা হল। ২৯ তারা বলতে লাগল আমরা হারন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম। ❁
29. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন তাঁর লাঠিটি মাটিতে ফেললেন, অমনি সেটি আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রূতি অনুসারে বিরাট অজগর হয়ে গেল এবং যাদুকরেরা যে অলীক সাপ তৈরি করেছিল সেগুলোকে এক-এক করে গিলে ফেলল। এ অবস্থা দেখে যাদুকরগণ নিশ্চিত হয়ে গেল, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কোন যাদুকর নন; বরং তিনি আল্লাহ তাআলার রাসূল। এই উপলক্ষ্মি হওয়া মাত্র তারা সিজদায় পড়ে গেল। লক্ষ্যণীয় যে, এস্তে কুরআন মাজীদে 'তারা সিজদায় পড়ে গেল' না বলে বলা হয়েছে 'তাদেরকে সিজদায় পাতিত করা হল'। ইঙ্গিত এ বিষয়ের দিকে যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দেখানো মুজিয়া এমন শক্তিশালী ছিল এবং তার প্রভাব এমন অপ্রতিরোধ্য ছিল, যা দেখার পর তাদের পক্ষে সিজদা না করে থাকা সম্ভব ছিল না। যেন সেই মুজিয়াই তাদেরকে সিজদা করাল।
- 71** ফিরাউন বলল, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলো! আমার বিশ্বাস সেই (অর্থাৎ মূসা) তোমাদের দলপতি, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমিও সংকল্প স্থির করেছি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাচ-শূলে চড়াব। তোমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে আমাদের দু'জনের মধ্যে কার শাস্তি বেশি কঠিন ও বেশি স্থায়ী। ❁
- 72** যাদুকরগণ বলল, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেই সত্তার কসম! আমাদের কাছে যে উজ্জ্বল নির্দর্শনাবলী এসেছে তার উপর আমরা তোমাকে কিছুতেই প্রাধান্য দিতে পারব না। সুতরাং তুমি যা করতে চাও কর। তুমি যাই কর না কেন তা এই পার্থিব জীবনেই হবে। ❁
- 73** আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি, যাতে তিনি ক্ষমা করে দেন আমাদের গুনাহসমূহ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ তাও। ৩০ আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চিরস্থায়ী। ❁
30. অনুমান করে দেখুন ঈমান যখন মানুষের অন্তরে বসে যায় তখন তা মানুষের চিন্তা-চেতনায় কত বড় বিপ্লব সাধিত করে। এরাই তো সেই যাদুকর, যাদের সর্বোচ্চ কামনা ছিল ফিরাউন তাদেরকে পুরস্কৃত করবে এবং নিজ সন্তুষ্টি ও নেকট্য দান দ্বারা তাদেরকে ধন্য করবে। মুকাবেলায় নামার আগে তো ফিরাউনের কাছে তারা এরই প্রার্থনা জানিয়েছিল। বলেছিল, আমরা যদি বিজয়ী হই, তবে আমাদেরকে কী পুরস্কার দেওয়া হবে? (দেখুন সূরা আরাফ ৭ : ১১৩)। কিন্তু যখন তাদের সামনে সত্য উদ্ঘাটিত হল এবং অন্তরে তার প্রতি ঈমান ও ইয়াকীন বসে গেল, তখন আর না থাকল ফিরাউনের অসন্তুষ্টির ভয়, না হাত-পা কাটা যাওয়া ও শূলবিদ্ধ হওয়ার পরওয়া আল্লাহ আকবার!
- 74** বস্তুত যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের কাছে অপরাধী হয়ে আসবে, তার জন্য আছে জাহানাম, যার ভেতর সে মরবেও না, বাঁচবেও না। ৩১ ❁
31. মৃত্যু হবে না এ কারণে যে, সেখানে কোন মৃত্যু নেই আর 'বাঁচবে না' বলা হয়েছে এ কারণে যে, জাহানামে তাদের যে জীবন কাটবে তা মরণ অপেক্ষাও নিরূপিত হবে। তাই তা বেঁচে থাকার মধ্যে গণ্য হওয়ারই উপযুক্ত নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন।
- 75** যে ব্যক্তি তার নিকট মুমিন হয়ে আসবে এবং সে সৎকর্মও করে থাকবে, এরূপ লোকদের জন্যই রয়েছে সমুচ্চ মর্যাদা ❁
- 76** স্থায়ী উদ্যানরাজি, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। এটা যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে তার পুরস্কার। ❁
- 77** আমি মূসার প্রতি ওহী নায়িল করেছিলাম, তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা রওয়ানা হয়ে যাও। ৩২ তারপর তাদের জন্য সাগরের ভেতর এমনভাবে শুকনো পথ তৈরি কর, যাতে পেছন থেকে (শক্র এসে) তোমাকে ধরে ফেলার আশঙ্কা না থাকে এবং অন্য কোন ডয়ও না থাকে। ৩৩ ❁
32. অর্থাৎ, পথে তোমার সামনে সাগরে নিজ লাঠি দ্বারা আঘাত কর, তবে তোমার সম্প্রদায়ের চলার জন্য শুষ্ক পথ তৈরি হয়ে যাবে। সূরা ইউনসেও (১০ : ৮৯-৯২) এটা বিস্তারিত গত হয়েছে। সামনে সূরা শুআরায়ও (২৬ : ৬০-৬৬) আসবে। যেহেতু এ পথ আল্লাহ তাআলা কেবল তোমার জন্যই সৃষ্টি করবেন, তাই ফিরাউনের বাহিনী তা দিয়ে চলে তোমাকে ধরতে পারবে না। কাজেই তোমাদের ধরা পড়ার বাড়ুবে যাওয়ার কোন ভয় থাকবে না।
33. যাদুকরদের বিকল্পে জয়লাভ করার পরও হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বহুকাল মিসরে কাটিয়েছেন। এ সময় ফিরাউনের সামনে তিনি তাওহীদ ও সত্য দীনের তাবলীগ অব্যাহত রাখেন। তাঁর নবুওয়াত ও দাওয়াত যে সত্য তার প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একের পর এক বহু নির্দেশন প্রদর্শিত হতে থাকে। সূরা আরাফে তা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনক্রমেই যখন ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় সত্যের ডাকে সাড়া দিল না; বরং সত্যের বিকল্পে দমননীতি অব্যাহত রাখল, তখন আল্লাহ তাআলা শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দিলেন, যেন বনী ইসরাইলকে নিয়ে রাতারাতি মিসর ত্যাগ করেন।

78 অতঃপর ফির'আউন নিজ সেনাবাহিনীসহ তার পশ্চাদ্বাবন করলে সাগরের যে (ভয়াল) জিনিস তাকে আচম্ভ করার তা তাকে আচম্ভ করল। ৩৪ ♦

34. 'যে জিনিস তাকে আচম্ভ করার তা তাকে আচম্ভ করল', এভাবে আচম্ভকারী বস্তুকে অব্যাখ্যাত রেখে ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, সে জিনিস বর্ণনাতীত বিভীষিকাময়। অর্থাৎ, ফির'আউন ও তার বাহিনী যেভাবে সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল সে দৃশ্য ছিল অতি ভয়াবহ।

79 বস্তুত ফির'আউন তার জাতিকে বিপথগামী করেছিল। সে তাদেরকে সঠিক পথ দেখায়নি। ♦

80 হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শক্তি থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে তুর পাহাড়ের ডান পাশে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আর তোমাদের প্রতি অবর্তীণ করেছিলাম মান ও সালওয়া। ♦

81 যে পবিত্র রিষক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে খাও। তাতে সীমালংঘন করো না। তা করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ বর্ষিত হবে। আর আমার ক্রোধ যার উপর বর্ষিত হয় সে অনিবার্যভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ♦

82 আর এটাও সত্য যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনে, সৎকর্ম করে অতঃপর সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে আমি তার পক্ষে পরম ক্ষমাশীল। ♦

83 এবং (মূসা যখন সঙ্গের লোকজনের আগেই তুর পাহাড়ে চলে আসলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন,) হে মূসা! তুমি তাড়াহুড়া করে তোমার সম্প্রদায়ের আগে আগে কেন আসলে? ৩৫ ♦

35. সিনাই মরুভূমিতে অবস্থানকালে আল্লাহ তাআলা হ্যরত মূসা আলাইহিস সালামকে তুর পাহাড়ে ডেকেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি সেখানে চলিশ দিন ইতিকাফ করবেন, তারপর তাঁকে তাওরাত কিতাব দেওয়া হবে। শুরুতে সিদ্ধান্ত ছিল বনী ইসরাইলের জন্ম কয়েক বাছাইকৃত লোকও তাঁর সাথে যাবে। কিন্তু হ্যরত মূসা আলাইহিস সালাম তাদের আগেই তাড়াতাড়ি রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল বাকি সাথীরাও তাঁর পেছনে পেছনে এসে থাকবে। কিন্তু তারা আসল না।

84 সে বলল, ওই তো তারা আমার পিছনেই আসল বলে। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে তাড়াতাড়ি এসেছি এজন্য, যাতে আপনি খুশী হন। ♦

85 আল্লাহ বললেন, তোমার চলে আসার পর আমি তোমার সম্প্রদায়কে ফিতনায় ফেলেছি আর সামেরী তাদেরকে পথন্ত করে ফেলেছে। ৩৬ ♦

36. সামেরী ছিল এক ধানুকর। সে মুখে মুখে হ্যরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান এনেছিল, যে কারণে সে তাঁর সঙ্গ নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল মুনাফেক।

86 সুতরাং মূসা ক্রুদ্ধ ও শুরু হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? ৩৭ তারপর কি তোমাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে? ৩৮ না কি তোমরা চাচ্ছিলে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ বর্ষিত হোক আর সে কারণে তোমরা আমার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছ? ♦

37. অর্থাৎ, আমার তুর পাহাড়ে গমনের পর তো একটা লম্বা সময় গত হয়নি যে, তোমাদের ধৈর্য হারাতে হবে এবং আমার জন্য অপেক্ষা না করে এই বাছুরকে মাবুদ বানিয়ে নিতে হবে।

38. 'উন্নত প্রতিশ্রুতি' দ্বারা তুর পাহাড়ে তাওরাত দেওয়ার ওয়াদা বোঝানো হয়েছে।

87 তারা বলল, আমরা আপনার সাথে ব্রেচ্ছায় ওয়াদা ভঙ্গ করিনি। বরং ব্যাপার এই যে, আমাদের উপর মানুষের অলংকারের বোঝা চাপানো ছিল। আমরা তা ফেলে দেই। ৩৯ তারপর একইভাবে সামেরীও (কিছু) ফেলে। ৪০ ♦

39. অন্যরা যখন তাদের অলংকার নিষ্কেপ করল, তখন সামেরী তার মুঠোর ভেতর করে কিছু একটা নিয়ে আসল এবং হ্যরত হারান আলাইহিস সালামকে বলল, আমিও কি নিষ্কেপ করব? হ্যরত হারান আলাইহিস সালাম মনে করলেন, তাও কোন অলংকারই হবে। তাই বললেন, নিষ্কেপ কর। তখন সে বলল, আপনি আমার জন্য দু'আ করন নিষ্কেপ কালে আমি যা ইচ্ছা করি তা যেন পূরণ হয়। হ্যরত হারান আলাইহিস সালাম তার মুনাফেকী সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাঁর ধারণায় সে অনন্দের মতই খাঁটি মুমিন ছিল। কাজেই তিনি দু'আ করলেন। প্রকৃতপক্ষে তার মুঠোর ভেতর কোন অলংকার ছিল না। সে এক মুঠো মাটি নিয়ে এসেছিল। হ্যরত হারান আলাইহিস সালামের অনুমতি পেয়ে সে সেই মাটি অলংকারের স্তূপে ফেলে দিল। তাতে সেগুলো গলে গেল। তারপর সে তার দ্বারা একটা বাছুর আকৃতির মৃত্তি তৈরি করল, যা থেকে বাছুরের মত হাস্তা ধ্বনি বের হচ্ছিল।

40. এখানে যে অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে দুটি মত পাওয়া যায়। (এক) কোন কোন মুফাসিসেরের ধারণা এসব অলংকার ছিল গনীমতের। এগুলো ফিরআউনের ধ্বংসপ্রাপ্ত বাহিনী থেকে বনী ইসরাইলের হস্তগত হয়েছিল। সে কালে গনীমত ভোগ করা জায়েয় ছিল না। বরং তখনকার বিধান অনুষ্ঠানী তা খোলা মাঠে রেখে দেওয়া হত। তারপর আসমান থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। তারা যে অলংকারগুলো নিক্ষেপ করেছিল, তা দ্বারা উদ্দেশ্য সম্ভবত এটাই ছিল যে, আসমান থেকে আগুন নেমে তা জ্বালিয়ে দেবে।

(দুই) সাধারণভাবে তাফসীর গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে যে রেওয়ায়ত পাওয়া যায়, তাতে বলা হয়েছে, বনী ইসরাইল মিসর ত্যাগ করার আগে ফিরআউনের সম্পদায় তথা কিবর্তীদের থেকে এসব অলংকার ধার নিয়েছিল। তারা যখন মিসর ছেড়ে রওয়ানা হয়, তখন অলংকারগুলো তাদের সাথেই ছিল। এগুলো যেহেতু অনন্দের আমনত ছিল, তাই মালিকদের বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা বনী ইসরাইলের পক্ষে জায়েয় ছিল না। অন্য দিকে তা ফেরত দেওয়ারও কোন উপায় ছিল না। অগত্যা হ্যবত হারান আলাইহিস সালাম তাদেরকে বলেন, এগুলো এখানে ফেলে দাও এবং শক্রদের থেকে অর্জিত গনীমতের ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন কর, এগুলোর ক্ষেত্রেও তাই কর।

কিন্তু এসব বর্ণনার মধ্যে কোনওটাই তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং এসব অলংকার সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। এমনও হতে পারে যে, সামেরী তার ভোজবাজি দখনোর জন্য মানুষকে বলেছিল, তোমরা নিজ-নিজ অলংকার নিচে রাখ। আমি তোমাদেরকে একটা খেলা দেখাই।

এছলে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, বনী ইসরাইল যে তাদের অলংকার নিক্ষেপ করেছিল তা ব্যক্ত করার জন্য আল্লাহ তাআলা ফের্ম শব্দ ব্যবহার করেছেন আর সামেরীর নিক্ষেপকে বোঝানোর জন্য হ্যাঁ। শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই প্রভেদের দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) এটা করা হয়েছে কেবল বর্ণনায় বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য। (খ) অথবা সামেরীর নিক্ষেপ দ্বারা অলংকার নিক্ষেপ নয়; বরং তার ভোজবাজির কলা-কৌশল প্রয়োগকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে এ কারণে যে, হ্যাঁ। শব্দটি যাদুকরদের তেলেসমাতির জন্যও ব্যবহৃত হয়।

88 তারপর সে তাদের জন্য বের করল একটি বাচুর একটি দেহকাঠামো যার ছিল হাস্তা ধ্বনি। তারা বলল, এই তো তোমাদের মাবুদ এবং মূসারও মাবুদ, কিন্তু মূসা ভুলে গিয়েছে। *

89 তবে কি তাদের নজরে আসেনি যে, তা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোন অপকার বা উপকার করারও ক্ষমতা রাখে না? *

90 হারান তাদেরকে আগেই বলেছিল, হে আমার সম্পদায়! তোমাদেরকে এর (অর্থাৎ এই বাচুরটির) দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের রব তো রহমান। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। ৪১ *

41. বাইবেলের একটি বর্ণনা আছে, হ্যবত হারান আলাইহিস সালাম নিজেও বাচুর পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন (নাউয়বিল্লাহ, দেখুন যাত্রা পুস্তক, ৩২:১-৬)। কুরআন মাজীদের এ আয়াত সুন্পট্টভাবে প্রমাণ করছে বর্ণনাটি সহীহ নয়। তাছাড়া বর্ণনাটি যে সত্যের অপলাপ তা এমনিতেই বোঝা যায়। কেননা হ্যবত হারান আলাইহিস সালাম একজন নবী ছিলেন, কোন নবী শিরকে লিপ্ত হবেন এটা কল্পনাও করা যায় না।

91 তারা বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত মূসা ফিরে না আসে, আমরা এর পূজায় রত থাকব। *

92 মূসা (ফিরে এসে) বলল, হে হারান! তুমি যখন দেখলে তারা বিপথগামী হয়ে গেছে, তখন কোন জিনিস তোমাকে নিবৃত্ত রেখেছিল *

93 যে, তুমি আমার অনুসরণ করলে না? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে? ৪২ *

42. হ্যবত মূসা আলাইহিস সালাম তৃতীয় পাহাড়ে যাওয়ার সময় হ্যবত হারান আলাইহিস সালামকে নিজ স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন, তখন তাকে বলেছিলেন, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আমার সম্পদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, তাদেরকে সংশোধন করবে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না' (আরাফ ৭ : ১৪২)। এখানে তাঁর সেই নির্দেশের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। তাঁর কথার সারমর্ম এই যে, এরা যখন বিপথে চলছিল, তখন আপনার কর্তব্য ছিল অতি দ্রুত আমার কাছে চলে আসা। সেটা করলে এক তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সংশ্লব ত্যাগ করা হত, দ্বিতীয়ত আমার মাধ্যমে তাদেরকে শোধরানোরও চেষ্টা করা যেত।

94 হারান বলল, ওহে আমার মায়ের পুত্র! আমার দাঢ়ি ধরো না এবং আমার মাথাও নয়। আসলে আমি আশঙ্কা করছিলাম তুমি বলবে, 'তুমি বনী ইসরাইলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা আমলে নাওনি। ৪৩ *

43. হ্যবত হারান আলাইহিস সালামের এ বক্তব্যের অর্থ হল, আমি চলে গেলে এরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ত। কিছু লোক তো আমার অনুগামী হত। বাকিরা বিপথগামীদের সঙ্গে থাকত, যারা আমাকে হত্যা পর্যন্ত করার পাঁয়তারা করছিল (যেমন সূরা আরাফে ৭ : ১৫০ হ্যবত হারান আলাইহিস সালামের জবানী বর্ণিত হয়েছে)। সুতরাং আপনি যে বলেছিলেন, 'তাদেরকে সংশোধন করবে', আমার ভয় হয়েছিল সেটা করলে আপনার এই নির্দেশ অমান্য করা হত।

95 মূসা বলল, তা হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কী? *

96

সে বলল, আমি এমন একটা জিনিস দেখেছিলাম, যা অন্যদের নজরে পড়েনি। তাই আমি রাস্তের পদচিহ্ন থেকে একমুঠো তুলে নিয়েছিলাম। সেটাই আমি (বাচ্চুরের মুখে) ফেলে দেই। ^{৪৫} আমার মন আমাকে এমনই কিছু বুঝিয়েছিল। ♦

44. 'রাস্তের পদচিহ্ন' বলে হযরত জিবরাস্টল আলাইহিস সালামের পদচিহ্ন বোঝানো হয়েছে। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের কাফেলায় হযরত জিবরাস্টল আলাইহিস সালাম মানব বেশে একটি ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। সামেরী লক্ষ্য করেছিল, তাঁর ঘোড়ার পা যেখানেই পড়ে সেখানে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সামেরী উপলক্ষ্য করল ঘোড়ার পা ফেলার স্থানে সংজ্ঞিত শক্তি আছে এবং এ শক্তিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। অর্থাৎ, নিষ্পাণ কোন বস্তুতে এ মাটি প্রয়োগ করলে তাতে জৈব বৈশিষ্ট্য সঞ্চার হতে পারে। সুতরাং সে একমুঠো মাটি নিয়ে বাচ্চুরের মৃত্তিতে ঢুকিয়ে দিল। ফলে তার থেকে হাশা-বব বের হতে লাগল। কিন্তু কোন কোন মুফাসিসির, যেমন হযরত মাওলানা হক্কানী (রহ.) তাঁর 'তাফসীরে হক্কানী'-তে (৩ খণ্ড, ২৭২-২৭৩) বলেন, সামেরীর এ বিবৃতি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। আসলে বাচ্চুরের থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল বাতাস চলাচলের কারণে। কুরআন মাজীদ নিজে যেহেতু এ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেনি এবং সহীহ হাদীসও এ সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায় না আবার এটা জানার উপর দীনী জরুরী কোন বিষয়ও নির্ভরশীল নয়, তাই বাচ্চুরটির রহস্য সন্ধানের পেছনে না পড়ে বিষয়টাকে আল্লাহ তাআলার উপর ন্যস্ত করাই শ্রেয় যে, তিনি ভালো জানেন সেটির কী রহস্য।

97

মুসা বলল, তুমি চলে যাও। জীবনভর তোমার কাজ হবে মানুষকে এই বলতে থাকা যে, 'আমাকে ছুঁয়ো না'। ^{৪৬} (তাছাড়া) তোমার জন্য আছে এক প্রতিশ্রুত কাল, যা তোমার থেকে টলানো যাবে না। ^{৪৭} তুমি তোমার এই (অলীক) মাবুদকে দেখ, যার পূজ্যায় তুমি জমে বসেছিলে, আমরা একে জ্বালিয়ে দেব। তারপর একে গুঁড়ো করে সাগরে ছিটিয়ে দেব। ♦

45. 'প্রতিশ্রুত কাল' বলতে আখেরাত বোঝানো হয়েছে, যেখানে তাকে এ অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

46. বাচ্চুর পূজ্যার ক্ষেত্রে সামেরী মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। তাই তাকে এই শাস্তি দেওয়া হল যে, সকলে তাকে বয়কট করে চলবে। কেউ তাকে স্পর্শ করবে না এবং সেও কাউকে স্পর্শ করবে না। অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য থাকবে। অস্পৃশ্য হওয়ার এ শাস্তি দুইভাবে হতে পারে। (ক) হয়ত আইনী হৃকুম জারি করা হয়েছিল, কেউ যেন তাকে স্পর্শ না করে, (খ) অথবা কোন কোন রেওয়ায়াতে যেমন বলা হয়েছে, তার শরীরে এমন কোন রোগ দেখা দিয়েছিল, যদরূপ কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারত না। স্পর্শ করলে তার নিজের ও স্পর্শকারীর উভয়েরই শরীরে জ্বর আসত।

98

প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সকলের মাবুদ তো কেবল এক আল্লাহই, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তাঁর জ্ঞান সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে। ♦

99

(হে নবী!) আমি এভাবে অতীতে যা ঘটেছে তার কিছু সংবাদ তোমাকে অবহিত করি আর আমি তোমাকে আমার নিকট থেকে দান করেছি এক উপদেশশালী। ^{৪৭} ♦

47. হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার পর এ আয়াতে বলা হচ্ছে, একজন উম্মী ও নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও এবং জ্ঞানার্জন ও ইতিহাস সম্পর্কে অবগতি লাভের কোন মাধ্যম হাতে না থাকার পরও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিত্র মুখে এসব ঘটনা বিবৃত হওয়া তাঁর রিসালাতের উজ্জ্বল দলীল। এটা প্রমাণ করে তিনি একজন সত্য রাসূল এবং তিনি যে সব আয়াত পাঠ করেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ।

100

যারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে মস্ত বোঝা। ♦

101

যার (শাস্তির) ভেতর তারা সর্বদা থাকবে। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য এটা হবে নিকৃষ্টতর বোঝা, ♦

102

যেদিন শিঙ্গায় ফুক দেওয়া হবে এবং আমি অপরাধীদের সমবেত করব নীলবর্ণরূপে। ^{৪৮} ♦

48. শব্দটি শব্দার্থে আর্জ রূপ-এর বহুবচন। অর্থ নীল বর্ণবিশিষ্ট। শব্দটি অন্ধ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আয়াতে এর অর্থ দুটোই হতে পারে। হয়ত তাদেরকে কদর্যরূপে দেখানোর জন্য চোখ নীল করে দেওয়া হবে। অথবা তাদেরকে অন্ধকারপেই হাশরের ময়দানে হাজির করা হবে। অবশ্য পরে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যাতে জাহানামের আয়াব প্রত্যক্ষ করতে পারে। যেমন সূরা কাহফে (আয়াত ৫৩) বলা হয়েছে। তা ছাড়া বহু আয়াত ও হাদীছে আছে তাদের চেহারা হবে কালো। -অনুবাদক

103

তাদের নিজেদের মধ্যে চুপিসারে বলাবলি করবে, তোমরা (কবরে বা দুনিয়ায়) দশ দিনের বেশি থাকনি। ^{৪৯} ♦

49. অর্থাৎ, কিয়ামত দিবস তাদের জন্য এমনই বিভীষিকাময় হবে যদরূপ তাদের কাছে দুনিয়ার সমগ্র জীবন অতি সংক্ষিপ্ত মনে হবে। যেন সেটা দিন দশকের ব্যাপার।

104

তারা যে বিষয়ে বলাবলি করবে তার প্রকৃত অবস্থা আমার ভালোভাবে জানা আছে, ^{৫০} যখন তাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা ভালো পথে

ছিল সে বলবে, তোমরা এক দিনের বেশি অবস্থান করনি। ৫১ *

50. অর্থাৎ, যে ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধিমান মনে করা হত, তার কাছে সে সময়টা আরও বেশি সংক্ষিপ্ত মনে হবে। সে বলবে, তোমাদের অবস্থানের পরিমাণ ছিল মাত্র এক দিন। তার বেশি নয়।

51. অর্থাৎ, যে জীবনকে তারা মাত্র দশ দিন গণ্য করছে তার প্রকৃত মেয়াদ কি ছিল তা আমার জানা আছে।

105 লোকে তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (যে, কিয়ামতে তার কী অবস্থা হবে?) বলে দাও, আমার প্রতিপালক তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধূলার মত উড়িয়ে দিবেন। *

106 আর তাকে পরিণত করবেন ৫২ সমতল প্রান্তরে *

52. অর্থাৎ পাহাড়ের স্থানটিকে অথবা ভূমিকে এমন সমতল স্থানে পরিণত করবেন, যাতে স্থাপনা ও গাছপালা থাকবে না। -অনুবাদক

107 যাতে তুমি না কোন বক্রতা দেখতে পাবে না কোন উচ্চতা। *

108 সে দিন সকলে আহ্লানকারীর অনুসরণ করবে এমনভাবে যে, তার কাছে কোন বক্রতা পরিদৃষ্ট হবে না ৫৩ এবং দয়াময় আল্লাহর সামনে সব আওয়াজ শক্ত হয়ে যাবে। ফলে তুমি পায়ের মৃদু আওয়াজ ছাড়া কিছুই শুনতে পাবে না। *

53. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে সমবেত হওয়ার জন্য যথন ফিরিশতা ডাক দিবে, তখন সকল মানুষ এদিক-ওদিক ছোটাছুটি না করে সোজা তার পিছনে পিছনে ছুটবে। ফলে তাদের চলায় তার দ্যুষ্টিতে কোন বক্রতা পরিলক্ষিত হবে না। আহ! আজ ইহজগতেও যদি মানুষ আল্লাহর পক্ষ হতে আহ্লানকারীর ডাকে সাড়া দিয়ে সোজাসুজি তাদের দেখানো পথে চলত! (আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকল বক্রতা থেকে হেফাজত করে সরল সোজা পথে পরিচালিত করুন (আমীন)। -অনুবাদক

109 সে দিন কারও সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, সেই ব্যক্তি (এর সুপারিশ) ছাড়া, যাকে দয়াময় আল্লাহ অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পঞ্চন্দ করবেন। *

110 তিনি মানুষের অগ্র-পশ্চাত সবকিছুই জানেন। কিন্তু তারা তাকে জ্ঞানায়ত করতে পারে না। ৫৪ *

54. অর্থাৎ মানুষের পক্ষে আল্লাহ তাআলাকে পুরোপুরি জানা সম্ভব নয়। তাঁর সন্তাকে তো নয়ই, তাঁর গুণাবলীও সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে না, যেমন তাঁর জ্ঞানের বিষয়টা। তিনি তো নিজ সৃষ্টিজগতের বর্তমান ও ভূত-ভবিষ্যত সবকিছুই পুঁজানুপুঁজি জানেন, কিন্তু তিনি যা কিছু জানেন, মানুষের পক্ষে তা সব জানা সম্ভব নয়। মানুষ জানে তার কিঞ্চিতমাত্র। 'আই সাগর থেকে এক বিন্দু জল' এর সাথেও তাকে তুলনা করা যায় না। তবে বান্দা হিসেবে মাঝেদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যতটুকু জ্ঞান দরকার, আল্লাহ তাআলা নবী-বাসুলগণের মাধ্যমে তা মানুষকে সরবরাহ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে অতটুকু জানাই মানুষের জন্য যথেষ্ট। -অনুবাদক

111 আল-হায়ুল কায়্যমের (অর্থাৎ চিরঙ্গীব, নিয়ন্ত্রক, সেই সন্তার) সামনে সকল চেহারা নত হয়ে থাকবে। আর যে-কেউ জুলুমের ভার বহন করবে, সে-ই ব্যর্থকাম হবে। *

112 আর যে-কেউ সৎকর্ম করবে, সে যদি মুমিন হয়, তবে তার কোন জুলুমের ভয় থাকবে না এবং অধিকার খর্বেরও না। *

113 এভাবেই আমি একে এক আরবী কুরআনরূপে নাযিল করেছি এবং এতে সতর্কবাণী বর্ণনা করেছি বিভিন্নভাবে, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে অথবা তা তাদের ভেতর কিছুটা সচেতনতা উৎপাদন করে। *

114 সুতরাঃ আল্লাহ সমুচ্চ, যিনি প্রকৃত অধিপতি। (হে নবী!) ওহীর মাধ্যমে যথন কুরআন নাযিল হয়, তখন তা শেষ হওয়ার আগে কুরআন পাঠে তাড়াছড়া করো না ৫৫ এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! জ্ঞানে আমাকে আরও উন্নতি দান কর। ৫৬ *

55. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দু'আ শিক্ষা দিয়ে এই মহা সত্য স্পষ্ট করা হয়েছে যে, জ্ঞান এমনই এক মহা সাগর, যার কোন কুল-কিনারা নেই। কাজেই জ্ঞানের কোন স্তরেই পৌঁছে পরিত্থিং বোধ করা উচিত নয় যে, যথেষ্ট হয়েছে। বরং সর্বদাই জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য চেষ্টারত থাকা ও দু'আ করা উচিত। এ দু'আ যেমন স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য করা চাই, তেমনি জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও সঠিক বুঝের জন্যও।

56. হ্যরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম যথন ওহীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরআন মাজীদের আয়ত নাযিল

করতেন, তখন পাছে ভুলে যান এজন্য তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে পড়তে থাকতেন। বলাবাহল্য এতে তাঁর খুব কষ্ট হত। এ আয়তে তাঁকে বলা হচ্ছে, আপনার এত পরিশ্রমের দরকার নেই। আল্লাহ তাআলা নিজেই আপনার বক্ষদেশে কুরআন মাজীদকে সংরক্ষিত করবেন। সূরা কিয়ামত (৭৫ : ১৬-১৮) এ বিষয়টা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

115 আমি ইতঃপূর্বে আদমকে একটা বিষয়ে আদেশ করেছিলাম, কিন্তু সে তা ভুলে গেল এবং আমি তার মধ্যে পাইনি প্রতিজ্ঞা। [৫৭](#) *

57. এখানে যে আদেশের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা বিশেষ এক গাছের ফল না খাওয়ার নির্দেশ বোঝানো হয়েছে। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এবং এ সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহের উত্তর সূরা বাকারায় চলে গেছে (২ : ৩৪-৩৯)। এখানে আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যে বলা হয়েছে ‘আমি তার মধ্যে প্রতিজ্ঞা পাইনি’ তার দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) কোন কোন মুফসিসির বলেছেন, গাছের ফল খেয়ে ফেলার যে ভুল তাঁর দ্বারা ঘটেছিল, তাতে তাঁর প্রতিজ্ঞার কোন ভূমিকা ছিল না। অর্থাৎ, তিনি তা খাওয়ার সংকল্প করেছিলেন বা নাফরমানী করার ইচ্ছায় হৃকুম অমান্য করেছিলেন এমন নয়; বরং অসতর্কতাবশত তার ভুল হয়ে গিয়েছিল।

116 সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা কর। তখন সকলেই সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে অস্বীকার করল। [৫৮](#) *

117 সুতরাং আমি বললাম, হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শক্র। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে জান্মাত থেকে বের করে না দেয়। তাহলে তুমি কষ্টে পড়ে যাবে। [৫৮](#) *

58. এ আয়তকে পরবর্তী আয়তের সাথে মিলিয়ে পড়লে অর্থ হয়, জান্মাতে তো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি জীবনের সকল প্রয়োজনীয় জিনিস বিনা শ্রমেই তোমরা পেয়ে গেছ। কিন্তু জান্মাত থেকে বের হয়ে গেল এসব জিনিস অর্জন করতে প্রচুর কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হবে।

118 এখানে তোমার এই সুবিধা আছে যে, তুমি ক্ষুধার্ত হবে না এবং বিবস্ত্রও না। [৫৯](#) *

119 আর না এখানে তৃষ্ণার্ত হবে, না রোদের তাপ ভুগবে। [৫৯](#) *

120 অতঃপর শয়তান তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, হে আদম! তোমাকে কি এমন একটা গাছের সন্ধান দেব, যা দ্বারা অনন্ত জীবন ও এমন রাজস্ত লাভ হয়, যা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না? [৫৯](#) *

59. এর সাথে শয়তান নিষেধাজ্ঞার এই ব্যাখ্যাও তাদের সামনে পেশ করল যে, এ গাছের ফল খেতে বারণ করা হয়েছিল সাময়িক কালের জন্য। অর্থাৎ, এর ফল খেয়ে হজম করার মত শক্তি তোমাদের তখন ছিল না। যেহেতু তোমরা দীর্ঘদিন জান্মাত বাসের ফলে এর পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে গেছ, তাই এখন আর এ ফল খেতে কোন বাধা নেই।

121 অতঃপর তারা সে গাছ থেকে কিছু খেয়ে ফেলল। ফলে তাদের লজ্জাস্থানসমূহ তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে গেল। তখন তারা জান্মাতের পাতা নিজেদের উপর জুড়তে লাগল। আর (এভাবে) আদম নিজ প্রতিপালকের হৃকুম অমান্য করল ও বিপ্রান্ত হল। [৬০](#) *

60. সূরা বাকারায় আমরা লিখে এসেছি যে, এটা ছিল হযরত আদম আলাইহিস সালামের ইজতিহাদী ভুল। উপরে ১১৪ নং আয়তে এর দিকেই ইশ্রা করে বলা হয়েছে, তার দ্বারা ভুল হয়ে গিয়েছিল। ইজতিহাদী ক্রটি ও ভুলক্রমে যে কাজ করা হয়, তাতে গুনাহ হয় না। কিন্তু নবীদের মর্যাদা যেহেতু অনেক উপরে, তাই ইজতিহাদী ভুল হওয়াও তাদের পক্ষে শোভনীয় নয়, যদিও সাধারণের পক্ষে সেটা গুরুতর বিষয় নয়। এ কারণেই আয়তে তাঁর এ ভুলকে ‘হৃকুম অমান্য করা’ ও ‘বিপ্রান্ত হওয়া’ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তার কারণেও তাওবা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

122 অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন। সুতরাং তার তাওবা করুল করলেন ও তাঁকে পথ দেখালেন। [৬১](#) *

123 আল্লাহ বললেন, তোমরা উভয়ে এখান থেকে নিচে নেমে যাও। তোমরা একে অন্যের শক্র। [৬১](#) অতঃপর তোমাদের কাছে আমার পক্ষ হতে যদি কোন হিদায়াত পৌঁছে, তবে যে আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখগ্রস্ত হবে না। [৬১](#) *

61. অর্থাৎ, মানুষ ও শয়তান একে অন্যের শক্র হবে।

124 আর যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে বড় সংকটময়। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব। [৬২](#) *

62. অর্থাৎ, যখন কবর থেকে তুলে হাশরে নেওয়া হবে তখন তারা অঙ্গ থাকবে। অবশ্য পরে তাদেরকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যেমন সূরা কাহাফের আয়ত দ্বারা জানা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, 'তারা জাহানামের আগুন দেখবে' (১৮ : ৫৩)।

125 সে বলবে, হে রবব! তুমি আমাকে অঙ্গ করে উঠালে কেন? আমি তো চক্ষুস্থান ছিলাম! *

126 আল্লাহ বলবেন, এভাবেই তোমার কাছে আমার আয়তসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজ সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে। *

63. অর্থাৎ তোমার কাছে আমার সুস্পষ্ট, সমুজ্জ্বল আয়ত ও নির্দর্শনাবলী এসেছিল, কিন্তু তুমি তা না দেখার ভান করেছিলে, সে ব্যাপারে অঙ্গস্ত অবলম্বন করেছিলে এবং তা পরিত্যাগ করেছিলে ও ভুলে থেকেছিলে তাই আজ তার শাস্তিস্বরূপ তোমাকে অঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাকে পরিত্যক্ত ও বিস্তৃতরূপে রেখে দেওয়া হবে। -অনুবাদক

127 যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে ও নিজ প্রতিপালকের নির্দর্শনাবলীতে ঈমান আনে না, তাকে আমি এভাবেই শাস্তি দেই। আর আখেরাতের আয়াব বাস্তবিকই বেশি কঠিন ও অধিকতর স্থায়ী। *

128 অতঃপর এ বিষয়টিও কি তাদেরকে হিদায়াতের কোন সবক দিল না যে, আমি তাদের আগে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, যাদের আবাসভূমিতে এরা চলাফেরা করে থাকে? নিশ্চয়ই যারা বিবেকসম্পন্ন, তাদের জন্য এ বিষয়ের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের বহু উপাদান আছে। *

129 তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্ব থেকেই যদি একটা কথা স্থিরীকৃত না থাকত এবং (তার ভিত্তিতে শাস্তির জন্য) একটা কাল নির্ধারিত না থাকত, তবে অবশ্যস্তাৰী শাস্তি (তাদেরকে) লেপটে ধরত। ৬৪ *

64. অর্থাৎ, কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে সময় না আসবে, তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হতে থাকবে। এ কারণেই এত সব নাফরমানী ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও কাফেরদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হচ্ছে না। স্থিরীকৃত কথা বলতে নির্দিষ্ট সময় আসার আগে শাস্তি না দেওয়া বোঝানো হয়েছে। একথা যদি পূর্ব থেকে স্থিরীকৃত না থাকত, তবে তারা যে গুরুতর অপরাধ করছে, সেজন্য তাৎক্ষণিক শাস্তিতে তারা অবশ্যই আক্রান্ত হত।

130 সুতরাং (হে নবী!) তারা যেসব কথা বলে, তাতে সবর কর এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে নিজ প্রতিপালকের তাসবীহ ও হামদে রত থাক এবং রাতের মুহূর্তগুলোতেও তাসবীহতে রত থাক এবং দিনের প্রাতসমূহেও, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। ৬৫ *

65. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, কাফেরগণ আপনার বিরুদ্ধে যে বেহুদা কথাবার্তা বলে তার কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং সবর করতে থাকুন ও আল্লাহ তাআলার তাসবীহ ও গুণকীর্তনে রত থাকুন। এর সর্বোত্তম পদ্মা হল সালাত আদায়। কাজেই সূর্যোদয়ের আগে ফজরের নামায ও সূর্যাস্তের আগে আসরের নামায এবং রাতে ইশ্শা ও তাহাজ্জুদের নামায আদায় করুন আর দিনের প্রাতে পড়ুন মাগরিবের নামায। এ নিয়মে চললে আপনার পরিণাম ভালো হবে এবং আপনি আনন্দ লাভ করবেন। একে তো এ কারণে যে, এর কারণেই আপনাকে যে পুরুষার দেওয়া হবে তা অতি মহিমাপূর্ণ ও সুবিপুল আর দ্বিতীয়ত এ কর্মপন্থা শক্তির বিরুদ্ধে আপনার বিজয়কে নিশ্চিত করবে। তৃতীয়ত এর ফলে আপনি শাফায়াতের মহা মর্যাদায় আসীন হবেন। ফলে উম্মতের নাজাতপ্রাপ্তি আপনার মহানন্দের কারণ হবে।

131 তুমি পার্থিব জীবনের ওই চাকচিক্যের দিকে চোখ তুলে তাকিও না, যা আমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিভিন্ন শ্রেণীকে মজা লেটাইর জন্য দিয়ে রেখেছি, তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। বস্তুত তোমার রবের রিষক সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বাধিক স্থায়ী। *

132 এবং নিজ পরিবারবর্গকে নামাখের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচলিত থাক। আমি তোমার কাছে রিষক চাই না। ৬৬ রিষক তো আমিই দেব। আর শুভ পরিণাম তো তাকওয়ারই। *

66. অর্থাৎ দুনিয়ায় মনিব যেমন তার দাস-দাসীকে আয়-রোজগারের কাজে লাগিয়ে তাদের মেহনত দ্বারা নিজ জীবিকা সংগ্রহ করে, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক সে রকমের নয়। তিনি বান্দার এ রকম বন্দেগী থেকে বেনিয়ায়। বরং তিনি নিজের পক্ষ থেকেই তোমাদেরকে রিষক দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। আয়তাত্তির ব্যাখ্যা একপও করা যেতে পারে যে, আমি তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের রিষক সৃষ্টি করার দায়িত্ব ন্যস্ত করিনি। তোমরা বেশির বেশি যা করে থাক, তা কেবল এই যে, রিষকের জন্য আসবাব-উপকরণ অবলম্বন কর, যেমন মাটিতে বীজ বপন করা। কিন্তু সেই বীজ থেকে চারা ও শশ্য উৎপাদনের কাজ আমি তোমাদের দায়িত্বে ছাড়িনি, বরং আমি নিজেই তা সম্পন্ন করি এবং এভাবে তোমাদের রিষকের ব্যবস্থা করি।

133 তারা বলে, সে (অর্থাৎ নবী!) আমাদের কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন নির্দর্শন নিয়ে আসে না কেন? তবে কি তাদের কাছে পূর্ববর্তী (আসমানী) সহীফাসমূহে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাক্ষ্য আসেনি? ৬৭ *

67. এ আয়তে ধৈর্য (সাক্ষ) দ্বারা কুরআন মাজীদ বোঝানো হয়েছে। 'সহীফা' হল পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব। এ আয়তের ব্যাখ্যা দু'ভাবে করা যায়। (এক) কুরআন এমন এক কিতাব, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে ঘার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হয়েছিল যে, আখেরী যামানায় এ কিতাব নাবিল করা হবে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, সে সব সহীফা কুরআন মাজীদের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ দিয়েছিল। (দুই) কুরআন মাজীদ পূর্ববর্তী আসমানী মুক্তি দ্বারা বর্ণিত বিষয়বস্তুর সমর্থন করে আর এভাবে এ কিতাব সেগুলোর আসমানী কিতাব হওয়ার সমক্ষে সাক্ষ দিচ্ছে, অথচ ঘার মুখে এ বাণী উচ্চারিত হচ্ছে, সেই আখেরী নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন উম্মী। তাঁর কাছে অতীতের কিতাবসমূহ সম্পর্কে জান লাভের কোন মাধ্যম নেই। তা সত্ত্বেও যখন তাঁর পরিত্র মুখে সেসব কিতাবের বিষয়বস্তু বিবৃত হচ্ছে, তখন এটা আপনিই প্রমাণ হয়ে যায় যে, এসব বিষয়বস্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতেই এসেছে এবং কুরআন মাজীদ তাঁরই কিতাব। এরপরও তোমরা মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের পক্ষে আর কী নির্দশন দাবী করছ?

134 আমি যদি তাদেরকে এর আগে (অর্থাৎ কুরআন নায়িলের আগে) কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে তারা অবশ্যই বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠালেন না কেন, তাহলে তো আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার আগে আপনার আয়তসমূহ অনুসরণ করতে পারতাম? *

135 (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, (আমাদের) সকলেই প্রতীক্ষা করছে। সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর। ৬৮ কেননা তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কারা সরল পথের অনুসারী এবং কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত? *

68. অর্থাৎ, দলীল-প্রমাণ তো সবই চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এখন বাকি রয়েছে কেবল আল্লাহ তাআলার ফায়সালা। আমরা তাঁর সেই ফায়সালার অপেক্ষায় আছি। তোমরাও তার অপেক্ষা করতে থাক। সেই সময় দূরে নয়, যখন প্রত্যেকের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে কোনটা খাঁটি আর কোনটা ভেজাল।



♦ আল আম্বিয়া ♦

1 মানুষের জন্য তাদের হিসাবের সময় কাছে এসে গেছে। অথচ তারা উদাসীনতায় বিমুখ হয়ে আছে। *

2 যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নতুন কোন উপদেশ আসে, তখন তারা তামাশারত হয়ে তা এমনভাবে শোনে যে, *

3 তাদের অন্তর ফজুল কাজে মগ্ন থাকে। জালেমগণ চুপিসারে (একে অন্যের সাথে) কানাকানি করে যে, এই ব্যক্তি (অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি তোমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু? তারপরও কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর কথাই শুনে যাবে? *

4 (উত্তরে) নবী বলল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় কথাই আমার প্রতিপালক জানেন। তিনি সর্বশ্রেতা, সর্বজ্ঞ। ১ *

1. কাফেরগণ গোপনে ইসলাম ও ইসলামের নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যেসব কথা বলাবলি করত, কখনও কখনও নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হত এবং তিনি তা তাদের কাছে প্রকাশ করতেন। তখন তারা একে যাদু বলে মন্তব্য করত। নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন, এটা যাদু নয়; বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ ওহী। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু বলা হয় তা ভালোভাবে অবগত আছেন।

5 এতটুকুই নয়; বরং তারা একথাও বলে যে, এটা (অর্থাৎ কুরআন) অসংলগ্ন স্বপ্ন সন্তার; বরং সে নিজে এটা রচনা করেছে। কিংবা সে একজন কবি। ২ তা সে আমাদের সামনে কেন নির্দেশ নিয়ে আসুক না, যেমন পূর্ববর্তী নবীগণ (নির্দেশনসহ) প্রেরিত হয়েছিল। ৩ *

2. 'নির্দেশন' দ্বারা মুজিয়া (অলোকিক বিষয়) বোঝানো হয়েছে। কাফেরদের সামনে মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু মুজিয়াই প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিত-নতুন মুজিয়ার দাবি করত। আল্লাহ তাআলা এ আয়তে জানাচ্ছেন, পূর্বের জাতিসমূহও তাদের মত মুজিয়া দাবি করত। কিন্তু তাদের দাবি অনুযায়ী যখন তাদেরকে মুজিয়া দেখানো হত, তখন যে তারা ঈমান আনত তা নয়; বরং তখন তারা নতুন বাহানা দেখাত। পরিণামে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলার জানা আছে ফরমায়েশী মুজিয়া দেখার পরও যদি ঈমান না আনে, তবে তাদেরকে তিনি ধ্বংস করে দেন। কিন্তু এদেরকে তো এখনই ধ্বংস করা তাঁর অভিপ্রেত নয়। এ কারণেই তিনি তাদেরকে তাদের দাবি অনুযায়ী মুজিয়া দেখাচ্ছেন না।

3. বস্তুত কুরআন মাজীদ আল্লাহ তাআলার কালাম ও অলোকিক বাণী হওয়ার কারণে কোন মানব-রচনার সাথে মেলে না। আরবী সাহিত্যে

পূর্ণ দখল থাকায় এ স্বাতন্ত্র্য তারা ভালোই বুবত এবং মনে মনে ঠিকই উপলক্ষ্মি করত এটা কোন মানুষের রচনা নয়, বরং আল্লাহ তালারই কালাম, কিন্তু পার্থিব হীন স্বার্থের বশবর্তীতে তারা তা স্বীকার করত না। কিন্তু কি বলবে তাও ছির করতে পারত না। কেননা যাই বলা হবে সামান্য দৃষ্টিপাতেই তার সাথে কুরআনের প্রভেদ সুম্পঠ হয়ে উঠবে। তাই একেকবার একেকটা বলে দিত। কখনও বলত ‘অসংগঃ স্বপ্ন-কথা’, কখনও বলত ‘যাদু’ কখনও বলত কাব্য। এতে কুরআনের সত্যতা তো ক্ষুঁশ হত না, উল্টো তাদের সিদ্ধান্তহীনতাই প্রকাশ পেত। - অনুবাদক

6 অথচ তাদের পূর্বে আমি যত জনপদ ধ্বংস করেছি, তারা ঈমান আনেনি। তবে কি এরা ঈমান আনবে? *

7 (হে নবী!) আমি তোমার আগে কেবল পুরুষ মানুষকেই রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম, যাদের প্রতি ওহী নাযিল করতাম। সুতরাং (কাফেরদেরকে বল) তোমরা নিজেরা যদি না জান তবে উপদেশ সম্পর্কে জ্ঞাতদেরকে জিজ্ঞেস কর। ৫ *

4. উপদেশ সম্পর্কে জ্ঞাতদের' দ্বারা কিতাবীদেরকে বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণ সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের যদি জানা না থাকে, তবে কিতাবীদেরকে জিজ্ঞেস কর। তারা এ কথার সমর্থন করবে যে, সমস্ত নবী-রাসূল মানুষই ছিলেন, মানুষের কাছে মানুষকেই নবী করে পাঠানো হয়েছিল এবং তাও নারীকে নয়, পুরুষকেই।

8 এবং আমি তাদের (অর্থাৎ রাসূলদের)-কে এমন দেহবিশিষ্ট বানাইনি, যারা খাবার খাবে না। আর তারা চিরজীবীও ছিল না। *

9 অতঃপর আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা সত্যে পরিণত করি, অর্থাৎ আমি তাদেরকেও রক্ষা করি এবং (তাদের ছাড়া অন্য) যাদেরকে ইচ্ছা করেছিলাম তাদেরকেও। আর যারা সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে করি ধ্বংস। *

10 (পরিশেষে) আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি এমন এক কিতাব, যার ভেতর তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে। ৫ তবুও কি তোমরা বুঝবে না? *

5. এ আয়াতের তরজমা এভাবেও করা যেতে পারে যে, ‘আমি তোমাদের প্রতি এমন এক কিতাব নাযিল করেছি, যার ভেতর তোমাদের সুখ্যাতির ব্যবস্থা আছে’। তখন এর ব্যাখ্যা হল, আমি এ কিতাব আরবী ভাষায় নাযিল করেছি। এতে সরাসরি তোমাদের আরবদেরকেই সম্মোধন করা হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা তোমাদের জন্য অতি মর্যাদার বিষয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সার্বজনীন সর্বশেষ কিতাব তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন এবং তাও তোমাদেরই ভাষায়। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে পৃথিবীর অস্তিত্ব যত দিন থাকবে তত দিন তোমাদের সুনাম-সুখ্যাতিও অব্যহত থাকবে।

11 আমি কত জনপদ পিষ্ট করেছি, যারা ছিল জালেম! তাদের পর আমি অন্যান্য জাতি সৃষ্টি করেছি। *

12 অতঃপর তারা যখন আমার শাস্তির পূর্বাভাষ পেল, তখন তারা দ্রুত সেখান থেকে পালাতে লাগল। *

13 (তাদেরকে বলা হয়েছিল) পালিও না। বরং ফিরে এসো তোমাদের সেই ঘর-বাড়ি ও ভোগ-বিলাসের উপকরণের দিকে, যার মজা তোমরা লুটেছিল। হয়ত তোমাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। ৫ *

6. একথা বলা হয়েছে তাদের প্রতি পরিহাসস্বরূপ। অর্থাৎ তোমরা যখন ভোগ-বিলাসের ভেতর নিমজ্জিত ছিলে, তখন তোমাদের চাকর-বাকর তোমাদের হৃকুম জানতে চাইত, কখন কী করতে হবে তা জিজ্ঞেস করত। সুতরাং এখন পালাও কেন, বাড়িতে ফিরে এসো, এসে দেখ তোমাদের চাকর-বাকর এখনও তোমাদের হৃকুম জানতে চায় কি না। বস্তুত সেই অবকাশ আর নেই। তোমরা ফিরে আসলে তোমাদের ঘর-বাড়ির কোন চিহ্নই খুঁজে পাবে না। তোমাদের বিলাসিতার উপকরণও নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। আর কোথায়ই বা সেই চাকর-বাকর, যারা তোমাদের হৃকুমের অপেক্ষায় থাকত!

14 তারা বলল, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! প্রকৃতপক্ষে আমরাই জালেম ছিলাম। *

15 তাদের এই চিৎকারাই চলতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাদেরকে করে ফেলি কর্তিত শস্য, নির্বাপিত আগুনতুল্য। *

16 আমি আকাশ, পৃথিবী ও এ দুয়ের মাঝখানে যা-কিছু আছে, তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। ৫ *

7. যারা পার্থিব জীবনকেই শেষ কথা মনে করে, আখেরাতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাদের কথার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ তাআলা বিশ্ব জগতকে এমনিই সৃষ্টি করেছেন, এর পেছনে তাঁর বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই। এটা তার একটা খেলা মাত্র। তারা যেন বলছে, এ দুনিয়ায় যা-কিছু ঘটছে পরবর্তীতে কখনও এর কোন ফলাফল প্রকাশ পাবে না। না কেউ তার সৎকাজের কোন পুরস্কার পাবে, না কাউকে তার অসং

কাজের শাস্তি ভোগ করতে হবে। বলার দরকার পড়ে না, আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ গুরুতর বেয়াদবী ও চরম ধৃষ্টতা।

17 আমি যদি কোন খেলার ব্যবস্থা করতে চাইতাম, তবে আমি নিজের কাছ থেকেই তার কোন ব্যবস্থা করে নিতাম একান্ত যদি আমার তা করতেই হত। ✽

8. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কোন রকমের খেলা করতে চাচ্ছেন- এ রকমের ধারণা তাঁর সম্পর্কে করা বেছদা অর্বাচীনতা। এই অসম্ভবকে যদি সম্ভব ধরেও নেওয়া হয় এবং বলা হয় একটু আনন্দ-স্ফূর্তি করাই তার উদ্দেশ্য ছিল (নাউয়াবিল্লাহ), তবে সেজন্য এই বিশ্বাসকর মহাবিশ্ব সৃষ্টির কী প্রয়োজন ছিল? তিনি তো তাঁর নিজের কাছে আগে থেকেই যেসব ফিরিশতা বা অন্যান্য সৃষ্টি আছে তাদের দ্বারাই খেলার কোন ব্যবস্থা করে নিতে পারতেন।

18 বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিষ্কেপ করি, যা মিথ্যার মাথা গুঁড়ো করে দেয় এবং তৎক্ষণাত তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ✽ তোমরা যে সব কথা বলছ, তার জন্য দুর্ভোগ রয়েছে তোমাদেরই। ✽

9. অর্থাৎ খেলাধূলা ও আনন্দ-স্ফূর্তি করা আমার কাজ নয়। আমি যা-কিছু করি তা হক ও সত্যই হয়ে থাকে। তার বিপরীতে কোন কিছু দাঁড়ালে তা হয় বাতিল ও মিথ্যা। আমি হক'-এর দ্বারা বাতিলকে চূর্ণ করি। ফলে বাতিল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

19 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারাই আছে, সকলেই আল্লাহর। আর যারা (অর্থাৎ যে সকল ফেরেশতা) তাঁর কাছে আছে, তারা অহংকারবশত তাঁর ইবাদত থেকে বিমুখ হয় না এবং তারা ক্লান্তিও বোধ করে না। ✽

20 তারা রাত-দিন তার তাসবীহতে লিপ্ত থাকে, কখনও অবসন্ন হয় না। ✽

21 তবে কি তারা যমীন থেকে এমন মারুদ বানিয়েছে, যারা নতুন জীবন দিতে পারে? ✽

10. অধিকাংশ মুফাসিসির 'নতুন জীবন দান'-এর ব্যাখ্যা করেছেন, মৃত্যুর পর জীবন দান করা। অর্থাৎ মুশরিকগণ যেই দেব-দেবীকে প্রভুত্বের মর্যাদা দান করেছে, তারা কি মৃতদেরকে নতুন জীবন দান করার ক্ষমতা রাখে? যদিও মুশরিকগণ মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে স্বীকার করত না, কিন্তু যখন কোন সন্তানে প্রভুত্বের মর্যাদা দেওয়া হবে, তখন যুক্তির দাবি তো এটাই যে, সে সন্তা নতুন জীবন দানেও সক্ষম হবে। তা মুশরিকরা কি দেব-দেবীকে এরূপ ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে? কিন্তু কোন কোন মুফাসিসির নতুন জীবন দানের ব্যাখ্যা করেছেন এরূপ যে, মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল দেব-দেবী ভূমিকে নতুন জীবন দান করে, ফলে তা সুরজ-শ্যামল হয়ে ওঠে তাদের এ বিশ্বাসের ভিত্তি হল 'ঈশ্বর দু'জন' এই মতবাদের উপর। এক শ্রেণীর কাফের বিশ্বাস করত আকাশের ঈশ্বর একজন এবং পৃথিবীর আরেকজন। আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব আকাশে আর দেব-দেবীর পৃথিবীতে। এই অবাস্তব ধারণা থেকেই তাদের এ বিশ্বাসের উৎপত্তি। সেটাকেই রদ করে বলা হয়েছে, তোমরা যাদেরকে পৃথিবীর প্রভু মনে করছ, তারা কি পৃথিবীকে সংজ্ঞাবিত করার ক্ষমতা রাখে?

22 যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্য মারুদ থাকত, তবে উভয়ই ধৰ্মস হয়ে যেত। ✽ সুতরাং তারা যা বলছে, আরশের মালিক আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। ✽

11. এটা তাওহীদের একটি সহজ-সরল প্রমাণ। এর ব্যাখ্যা হল, বিশ্বজগতে যদি একের বেশি প্রভু থাকত, তবে প্রত্যেক প্রভু স্বতন্ত্র প্রভুত্বের অধিকারী হত এবং কেউ কারও অধীন হত না। সে ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের সিদ্ধান্তে আলাদা হতে পারত, ফলে বিরোধ অনিবার্য হয়ে যেত। যখন দু'জনের সিদ্ধান্তে বিরোধ দেখা দিত, তখন তাদের একজন কি অন্যজনের কাছে হার মানত? হার মানলে সে কেমন ঈশ্বর হল, যে অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে? আর যদি কেউ হার না মানে; বরং প্রত্যেকেই আপন-আপন সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সচেষ্ট হয়, তবে পরম্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দ্বারা আসমান-যমীনের শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয়ে যেত। এ দলীলের অন্য রকম ব্যাখ্যাও করা যায়। যেমন, যারা আসমান ও যমীনের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন ঈশ্বরের কথা বলে, তারা কি বিশ্ব জগতের ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? তা করলে তাদের এ আকীদা আপনিই বাতিল সাব্যস্ত হত। কেননা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সমগ্র জগত একই নিয়ম নিয়ে দাঁড়া, একই সৃত্রে গাথা। চন্দ, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র থেকে শুরু করে নদী-সাগর, পাহাড়-পর্বত, উচ্চিদ ও জড় পদার্থ পর্যন্ত সব কিছুই সুসমঞ্জস; কোথাও একটু বৈসাদৃশ্য নেই। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে এগুলো একই ইচ্ছার প্রতিফলন এবং একই পরিকল্পনার অধীনে এরা নিজ-নিজ কাজে নিয়োজিত। আসমান ও যমীনের মালিক আলাদা হলে মহাবিশ্বের এই ঐক্যতান সন্তুষ্ট হত না, সর্বত্র এমন সাজুয়া থাকত না। বরং নানা ক্ষেত্রে নানা রকম অসঙ্গতি দেখা দিত। ফলে বিশ্ব জগতে ঘটত মহা বিপর্যয়।

23 তিনি যা-কিছু করেন, সেজন্য কারও কাছে তাঁর জবাবদিহি করতে হবে না, কিন্তু সকলকেই তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ✽

12. কেননা আল্লাহ তাআলা সকলের মালিক ও মনিব। মালিক নিজ মালিকানাধীন জিনিসে যা ইচ্ছা করতে পারে। আর তিনি যেহেতু সর্বজ্ঞ ও প্রত্যাময় তার নিজ ভৱন-প্রভৃতি অনুযায়ী তিনি যা করেন যথার্থে করে থাকেন। সুতরাং তার কাজে জবাবদিহিতার প্রশ্নই আসে না। পক্ষান্তরে মানুষ যেহেতু তাঁর বাল্দা। তাদের উপর তাঁর পক্ষ হতে বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তাই সে দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। এক হাদীসে আছে, 'জেনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে ডিজেস করা হবে'। -অনুবাদক

24 তবে কি তারা তাকে ছেড়ে অন্য সব মাঝুদ গ্রহণ করেছে? (হে নবী!) তাদেরকে বল, নিজেদের দলীল পেশ কর। এই তো (বর্তমান) রয়েছে (কুরআন, যা) আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশবাণী এবং রয়েছে (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ, যা) আমার পূর্বে যারা ছিল তাদের উপদেশবাণী। ১৩ কিন্তু বাস্তবতা হল, তাদের অধিকাংশেই সত্যে বিশ্বাস করে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। *

13. আল্লাহ তাআলা যে এক, এর এক বৃদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ তো পূর্বের আয়তে বর্ণিত হয়েছে এবং উপরের টীকায় তার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। এবার এ আয়তে নকলী (বর্ণনানির্ভর) দলীল বর্ণিত হচ্ছে যে, সমস্ত আসমানী কিতাবে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে যে বিষয়টা বর্ণিত হয়েছে, তা হল তাওহীদের আকীদা। কুরআন মাজীদে তো বটেই, এর আগেও যত কিতাব নাখিল করা হয়েছে, এ আকীদাই ছিল সবগুলোর প্রধান প্রতিপাদ্য। [এ কালের উপদেশবাণী কুরআনও সামনে আছে। এতে চোখ বুলালে তোমরা তাওহীদের শিক্ষাই পাবে। আর পূর্বে যেসব উপদেশবাণী নাখিল হয়েছিল, যেমন তাওহাত, যাবুর, ইনজীল ইত্যাদি, তাতে হাজারও বিকৃতি সত্ত্বেও ভালোভাবে লক্ষ করলে তাওহীদের কথাই পাবে। তা সত্ত্বেও কিসের ভিত্তিতে তোমরা শিরকের পথে চলছ? উল্লেখ্য, ইন্দুষ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের প্রতি। এ ছাড়া এর ইঙ্গিত তাওহীদের প্রতিও হতে পারে, যে সম্পর্কে আলোচনা চলছে। সে হিসেবে তরজমা হবে ‘ইহাই (অর্থাৎ এই একস্থানের কথাই) আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং ইহাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য’। -অনুবাদক]

25 আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল পাঠাইনি, যার প্রতি আমি এই ওহী নাখিল করিনি যে, ‘আমি ছাড়া অন্য কোন মাঝুদ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।’ *

26 তারা বলে, রহমান (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন ১৪ (আর তাঁর সন্তান হল ফিরিশতাগণ)। সুবহানাল্লাহ! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। *

14. আরবগণ ফিরিশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলত। আয়তে সেটাই রদ করা হয়েছে।

27 তারা তাঁকে ডিঙিয়ে কোন কথা বলে না এবং তারা তাঁর আদেশ মতই কাজ করে। *

28 তিনি তাদের সম্মুখ ও পিছনের সবকিছু জানেন। তারা কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে না, কেবল তাদের ছাড়া, যাদের জন্য আল্লাহর পছন্দ হয়। তারা তাঁর ভয়ে থাকে ভীত। *

29 তাদের মধ্যে কেউ যদি এমন কথা বলেও (যদিও সেটা অসম্ভব) যে, ‘আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন মাঝুদ’, তবে আমি তাকে জাহানামের শাস্তি দেব। এরূপ জালেমদেরকে আমি এভাবেই শাস্তি দেই। *

30 যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা কি জানে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী রূদ্ধ ছিল, তারপর আমি তা উন্মুক্ত করি ১৫ এবং পানি হতে প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করি? ১৬ তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? *

15. এ আয়ত পরিষ্কার করে দিয়েছে, প্রতিটি প্রাণীর সৃজনে পানির কিছু না কিছু ভূমিকা আছে।

16. অধিকাংশ মুফাসিসিরে কেরামের তাফসীর অনুযায়ী ‘আকাশমণ্ডলীর রূদ্ধ থাকা’ এর অর্থ হল, তা থেকে বৃষ্টি বর্ণিত না হওয়া আর ‘পৃথিবীর রূদ্ধ থাকা’ এর অর্থ তাতে কোন কিছু উৎপন্ন না হওয়া। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এ দুটোকে উন্মুক্ত করেছেন, অর্থাৎ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করলেন এবং ভূমিতে বিভিন্ন ফল-ফসল উৎপন্ন করতে লাগলেন। বহু সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। কিন্তু কোন কোন মুফাসিসির তাফসীর করেছেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরম্পর মিলিত ছিল, এদের আলাদা-আলাদা সন্তা ছিল না। প্রবর্তীতে আল্লাহ তাআলা এদেরকে পৃথক করে দেন।

31 আমি পৃথিবীতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত পাহাড় সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে নিয়ে তা দোল না খায় ১৭ এবং তাতে তৈরি করেছি প্রশস্ত রাস্তা, যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। *

17. কুরআন মাজীদ একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছে, প্রথমে যখন পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়, তখন তা দোল খাচ্ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা বড় বড় পাহাড়-পর্বত তার উপর স্থাপিত করেন। ফলে পৃথিবী হিঁর হয়ে যায়। শত-শত বছর পরে এসে আধুনিক বিজ্ঞানও সীকার করছে যে, বড়-বড় মহাদেশ এখনও সাগরের পানিতে মৃদু সঞ্চরণ করছে, কিন্তু সেটা এতই মৃদু যা সাধারণভাবে অনুভব করা যায় না।

32 এবং আমি আকাশকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ। ১৮ কিন্তু তারা আকাশের নির্দশনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। *

18. অর্থাৎ ছাদসমৃদ্ধ আকাশকে এমনই সুরক্ষিত করেছেন, যা ধূসে যাওয়ার বা ভেঙ্গে-চুরে যাওয়ার কোনও সন্তান নেই। এমনিভাবে শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকেও তা সংরক্ষিত। শয়তান তাতে পৌঁছতেই পারবে না।

৩৩ এবং তিনিই সেই সন্তা, যিনি রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকেই কোনও না কোনও কক্ষপথে সাঁতার কাটছে। ১৯ *

১৯. 'কক্ষপথে সাঁতার কাটছে'। কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত শব্দ হল প্লট যার প্রকৃত অর্থ বৃত্ত। এ আয়াত যখন নাফিল হয়েছে, তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমিক মতবাদের জয়-জয়কার। টলেমির মতে চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র আকাশমণ্ডলের সাথে সংস্থাপিত। ফলে আকাশের ঘূর্ণনের সাথে নক্ষত্রাঙ্গিও অনিবার্যভাবে ঘূরছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে যে শব্দমালা ব্যবহার করেছেন, তা টলেমির চিন্তাধারার সাথে পুরোপুরি খাপ খায় না। বরং এ আয়াতের বক্তব্য মতে প্রতিটি নক্ষত্রের নিজস্ব গতিপথ আছে। প্রত্যেকে আপন-আপন গতিপথে সন্তরণ করছে। সন্তরণ করা' শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এর দ্বারা এটাই প্রকাশ যে, তারা শৃণ্যমণ্ডলে আবর্তন করছে। 'গ্রহ-নক্ষত্রেরা শৃণ্যমণ্ডলে আবর্তন করছে' এই যে তত্ত্ব কুরআন মাজীদ বহু পূর্বেই জানিয়ে রেখেছে, বিজ্ঞানের এখানে পৌঁছতে অনেক দিন লেগেছে।

৩৪ (হে নবী!) আমি তোমার আগেও কোন মানুষের জন্য চিরদিন বেঁচে থাকার ফায়সালা করিনি। ২০ সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? *

২০. সুরা 'তুর' (৫২ : ৩০)-এ আছে, মঞ্জার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলত, আমরা তার মৃত্যুর অপেক্ষা করছি। বোঝাতে চাচ্ছিল, তাঁর ইস্তিকালে তারা আনন্দ উদযাপন করবে। তারই উত্তরে এ আয়াত নাফিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মরণ সকলেরই হবে। যারা আনন্দ উদযাপনের জন্য উদ্দীপ্ত হয়ে আছে, তারা নিজেরা কি মৃত্যু এড়াতে পারবে?

৩৫ জীবমাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে মন্দ ও ভালোতে লিপ্ত করি, এবং ২১ তোমাদের সকলকে আমারই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। *

২১. অর্থাৎ আমি যে মানুষকে সুখ ও দুঃখ, বিপদ ও স্বত্তি, সুস্থান্ত্র ও রুগ্নাবস্থা, দৈন্য ও সম্পন্নতা ইত্যাদি ভালো-মন্দ অবস্থাসমূহ দিয়ে থাকি, এর উদ্দেশ্যে মানুষকে পরীক্ষা করা। অর্থাৎ যাচাই করে দেখা কে মন্দ অবস্থায় সবর করে আর ভালো অবস্থায় শুকর করে আর কে মন্দ অবস্থায় অধৈর্য হয়ে তাকদীরকে দোষাবোপ করে ভালো অবস্থায় উল্লিঙ্গিত হয়ে আকৃতভূত ও অহমিকায় লিপ্ত হয়। মোটকথা পরীক্ষার ভেতর আছে সকলেই এবং সে দৃষ্টিতে তোমাদের কেউ কারও অপেক্ষা প্রের্ণ নও। একদিন তোমাদের সকলকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। শ্রেষ্ঠত্ব নিরাপিত হবে সেদিনই। সুতরাং যে ব্যক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, অর্থাৎ ভালো অবস্থায় শুকর ও মন্দ অবস্থায় সবর করবে সেই আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ গণ্য হবে এবং যে ব্যক্তির অবস্থা হবে এর বিপরীত সে দুনিয়ায় যে হালেই থাকুক এবং নিজের ও অন্যদের দৃষ্টিতে যে মান-মর্যাদারই হোক আল্লাহর কাছে তার কোন মূল্য থাকবে না। -অনুবাদক

৩৬ যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তাদের কাজ হয় কেবল তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। (তারা বলে,) এই লোকই কি সেই, যে তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে অর্থাৎ বলে, এদের কোন ভিত্তি নেই। অর্থ তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) অবস্থা হল, তারা 'রহমান'-এর উল্লেখ করার বিরোধী। ২২ *

২২. অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেব-দেবীর প্রভুত্ব যে ভিত্তিহীন একথা প্রচার করলে তারা এটাকে তাঁর একটা বড় দোষ গণ্য করছিল এবং বলছিল, তিনি আমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করেন। অর্থ তাদের নিজেদের অবস্থা হল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ তাআলার 'রহমান' নামটি উল্লেখ করতেন, তখন তারা আপন্তি জানাত এবং বলত, রহমান আবার কী? দেখুন সুরা ফুরকান (২৫ : ৬০)।

৩৭ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ত্বরাপ্রবণ করে। আমি অচিরেই তোমাদেরকে আমার নির্দর্শনাবলী দেখাব। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হুরা চেও না। ২৩ *

২৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়া বা আখেরাতের শাস্তি সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করতেন, তখন কাফেরগণ তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তারা বলত, বেশ তো সেই শাস্তি এখনই নিয়ে এসো না! এ আয়াতসমূহে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে।

৩৮ তারা (মুসলিমদেরকে) বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, (শাস্তির) এ ধরণকি কবে পূর্ণ হবে? *

৩৯ হায়! কাফিরগণ যদি সেই সময়ের কথা জানত, যখন তারা তাদের চেহারা থেকে আগুন ফেরাতে পারবে না এবং তাদের পিঠ থেকেও নয় এবং তারা কোন সাহায্যও লাভ করবে না। *

৪০ বরং তা (অর্থাৎ জাহানামের আগুন) তাদের কাছে আসবে অতর্কিতভাবে এবং তাদেরকে হতভন্ত করে দেবে, ফলে না তারা তা হটাতে পারবে এবং না তাদেরকে কিছুমাত্র অবকাশ দেওয়া হবে। *

৪১ (হে নবী!) তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল। পরিশেষে তারা তাদেরকে যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, সেটাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলে। *

- 42 বল, রাতে ও দিনে কে তোমাদেরকে রহমান (-এর আয়াব) থেকে রক্ষা করবে। বরং তারা নিজ প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ। *
- 43 তবে কি তাদের জন্য আমি ছাড়া এমন কোন মাঝুদও আছে, যে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তারা তো নিজেদেরই কোন সাহায্য করতে পারে না এবং আমার মুকাবিলায় কেউ তাদের সহযোগিতা করার ক্ষমতা রাখে না। *
- 44 প্রকৃত ব্যাপার হল, আমি তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে ভোগ-সন্তার দিয়েছিলাম, এমনকি (এ অবস্থায়ই) তাদের আযুক্তাল হয়ে যায় দীর্ঘ, ২৪ তবে কি তারা দেখতে পাচ্ছে না আমি ভূমিকে তার চতুর্দিক থেকে সঙ্কুচিত করে আনছি? ২৫ *
24. এ আয়াতে যে ভূমি সংকোচনের কথা বলা হয়েছে এই একই কথা সূরা রাদ (১৩ : ৪১)-এও চলে গেছে। এর মানে আরব উপদ্বীপের চতুর্দিক থেকে শিরক ও কুফরের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে এবং ইসলাম ক্রমবিস্তার লাভ করছে ও মুসলিমদের প্রভাব উন্নয়নের বৃদ্ধি পাচ্ছে।
25. অর্থাৎ আমি তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছিলাম, তারা সুদীর্ঘকাল তা দ্বারা মজা লুটতে থাকে। তারা মনে করছিল সেটা তাদের অধিকার এবং তারা যা-কিছু করছে ঠিকই করছে। এই অহমিকা ও আত্মপ্রবর্ধনাই তাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণ।
- 45 বলে দাও, আমি তো কেবল ওহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু যারা বধির, তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা কেন ডাক শোনে না। *
- 46 তোমার প্রতিপালকের শাস্তির একটা ঝাপটাও যদি তাদের লাগত, তবে তারা বলে ওঠত, হায় আমাদের দুর্ভোগ! বাস্তবিকই আমরা জালেম ছিলাম। *
- 47 কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়ানুগ তুলাদণ্ড স্থাপন করব। ২৬ ফলে কারও প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। যদি কোন কর্ম তিনি পরিমাণও হয়, তবে তাও আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট। *
26. এ আয়াত স্পষ্ট জানাচ্ছে, কিয়ামতের দিন কেবল এতটুকুই নয় যে, সমস্ত মানুষের প্রতি ইনসাফ করা হবে, বরং সে ইনসাফ থাতে সমস্ত মানুষের নজরে আসে সে ব্যবস্থাও করা হবে। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা সর্বসমক্ষে তুলাদণ্ড স্থাপন করবেন। তাতে মানুষের আমল পরিমাপ করা হবে এবং আমলের ওজন ভানুসারে মানুষের পরিণাম হিসেবে করা হবে। মানুষ যে আমলই করে, দুনিয়ায় যদিও তার কোন বস্তুগত অস্তিত্ব দেখা যায় না এবং তার কোন ওজনও অনুভূত হয় না, কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ তাআলা পরিমাপের এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যা দ্বারা আমলের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ যদি শীত ও তাপ মাপার জন্য নতুন-নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, মানুষের স্থষ্টি বুঝি তাদের কর্ম পরিমাপের ব্যবস্থা করতে পারবেন না? আলবত পারবেন। তিনি অসীম ক্ষমতার মালিক।
- 48 আমি মূসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম সত্য ও মিথ্যার এক মানদণ্ড, (হিদায়াতের) আলো ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ, ২৭ *
27. অর্থাৎ তাওরাত গ্রন্থ, যা ছিল সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় ও সুপথ-কুপথের পার্থক্যকারী, অজ্ঞতা ও পথপ্রস্তাতায় জ্ঞান ও হিদায়াতের আলোদানকারী এবং যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে চলে, তাদের জন্য উপদেশ-অনুশাসন সরবরাহকারী। -অনুবাদক
- 49 যারা নিজ প্রতিপালককে না দেখেও ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে যারা ভীত। *
- 50 এটা (অর্থাৎ এই কুরআন) বরকতময় উপদেশবাণী, যা আমি নায়িল করেছি, তবুও কি তোমরা একে অস্বীকার কর। *
- 51 এর আগে আমি ইবরাহীমকে দিয়েছিলাম তার (উপযুক্ত) বুদ্ধিমত্তা। আমি তার সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত ছিলাম। *
- 52 সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন সে নিজ পিতা ও নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, এই মুর্তিগুলি কী, যার সামনে তোমরা ধর্ম দিয়ে বসে থাক? *
- 53 তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি। *
- 54 ইবরাহীম বলল, প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের বাপ-দাদাগণ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। *

- 55 তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছ, না আমাদের সাথে পরিহাস করছ? ২৮ *
28. তাদের দেব-দেবী সম্পর্কে একপ কথা কেউ বলতে পারে এটা তাদের কঞ্চায়ও ছিল না। তাই প্রথম দিকে তাদের সন্দেহ হয়েছিল হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম একথা হয়তো পরিহাস ছলে বলছেন।
- 56 ইবরাহীম বলল, না তোমাদের প্রতিপালক তো তিনিই, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক, যিনি এদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করছি। *
- 57 আল্লাহর কসম! তোমরা যখন পিছন ফিরে চলে যাবে, তখন তোমাদের মৃত্তিদের উপর (এমন) কৌশল খাটাব (যা দ্বারা তাদের স্বরূপ উন্মোচন হয়ে যাবে)। *
- 58 সুতরাং সবগুলো মৃত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল তাদের প্রধানটি ছাড়া, যাতে তারা তার কাছে ঝজু করতে পারে। ২৯ *
29. এটা ছিল তাদের কোন উৎসবের দিন, যে দিন সমস্ত নগরবাসী আনন্দ উদয়াপনের জন্য বাইরে চলে যেত, যেমন সূরা সাফাতে আসবে (৩৭ : ৮৮-৮৯)। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদের সাথে যেতে অপারগত প্রদর্শন করেছিলেন। তারপর যখন সকলে শহরের বাইরে চলে গেল, তিনি দেবালয়ে চুক্তে সবগুলো মৃত্তি ভেঙ্গে ফেললেন। শুধু একটি মৃত্তি রেখে দিলেন, যেটি ছিল সকলের বড়। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, যে কুড়ালটি দিয়ে তাদেরকে ভেঙ্গেছিলেন, সেটিও তিনি বড়টির গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদের চোখ খুলে দেওয়া, যাতে তারা নিজে চোখে মৃত্তিদের অক্ষমতা ও অসহায়তা দেখতে পায় এবং তাদের চিন্তা করার সুযোগ হয়, যে মৃত্তি নিজেকেই নিজে রক্ষণ করতে পারে না, সে অন্যের সাহায্য করবে কি করে? বড় মৃত্তিকে কি কারণে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তা ৬৩নং আয়াতে বর্ণিত প্রশ্নেগুরু দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে।
- 59 তারা বলল, আমাদের উপাস্যদের সাথে একপ আচরণ কে করল? নিশ্চয়ই সে ঘোর জালেম। *
- 60 কিছু লোক বলল, আমরা এক ঘুবরককে তাদের সমালোচনা করতে শুনেছি। তাকে 'ইবরাহীম' বলা হয়। *
- 61 তারা বলল, তবে তাকে জনসমক্ষে হাজির কর, যাতে সকলে সাক্ষী হয়ে যায়। *
- 62 (তারপর যখন ইবরাহীমকে নিয়ে আসা হল, তখন) তারা বলল হে ইবরাহীম! আমাদের উপাস্যদের সাথে এটা কি তুমিই করেছ? *
- 63 ইবরাহীম বলল, বরং এটা করেছে তাদের এই বড়টি। এই প্রতিমাদেরকেই জিজ্ঞেস কর না- যদি তারা কথা বলতে পারে। ৩০ *
30. একথা বলে মূলত তাদের বিশ্বাসের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছিল। তারা মনে করত তাদের দেব-দেবীগণ বড় বড় কাজ করার ক্ষমতা রাখে। সর্বপ্রধান প্রতিমাটি সম্পর্কে বিশ্বাস ছিল, ছোটগুলোর উপর সে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রাখে। তারই প্রতি কটাক্ষ করে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, 'এ কাজ করেছে তাদের এই বড়টি।' অর্থাৎ বড়টিকে যখন তোমরা ছোট প্রতিমাদের সর্দার মনে করছ আর সর্দার তো তার অধীনস্থদের রক্ষক হয়ে থাকে, তখন এটা হতেই পারে না যে, অন্য কেউ তাদেরকে ভেঙ্গেছে। কেননা কেউ তাদেরকে ভাঙ্গতে বড় মৃত্তিটি অবশ্যই তাকে বাধা দিত এবং তাদেরকে হেফাজত করত। এটা কখনওই সম্ভব নয় যে, হামলাকারী তাদের এ রকম নাকাল করবে আর বড়টি বসে বসে তামাশা দেখবে। কাজেই তোমাদের বিশ্বাস মতে সন্তুষ্যবান থাকে একটাই। এই বড়টিকে কোন কারণে তাদের উপর নারাজ হয়ে গেছে এবং সেই তাদেরকে ভেঙ্গেছে। এটা যে একটা বিদ্রূপাত্মক কথা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই এ কথার ভেতর বিপ্রাণ্তির কোন কারণ নেই।
অপর দিকে ছোট মৃত্তিগুলোও তাদের বিশ্বাস মতে ছোট হওয়া সত্ত্বেও দেবতা ছিল অবশ্যই। তাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেলেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ। অর্থাৎ, তাদের এতটুকু ক্ষমতা তো থাকা চাই যে, তাদের সাথে যে কা- করা হয়েছে, অন্ততপক্ষে তারা তা তোমাদেরকে বলতে পারবে। কাজেই তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর তাদের এ দশা কে ঘটিয়েছে।
- 64 এ কথায় তারা আপন মনে চিন্তা করতে লাগল এবং (স্বগতভাবে) বলতে লাগল, প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরাই জালেম। *
- 65 অতঃপর তারা তাদের মাথা নুইয়ে দিল এবং বলল, তুমি তো জানই তারা কথা বলতে পারে না। ৩১ *
31. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রতিমাদের প্রকৃত অবস্থা তাদের সামনে পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা অত্যন্ত কার্যকর ছিল। তার ফলে তারা অন্ততপক্ষে এতটুকু চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, আমরা আসলে কী করছি, কাদের পূজায় নিজেদের রত রাখছি। তবে কি আমরা ভুল করছি, আমাদের পূজা-অর্চনা সব কি অন্যায়? পরিশেষে তাদের অন্তর থেকে সাক্ষ্য উদ্দগত হল, যা এসবই অন্যায়, 'মূলত আমরাই জালেম।' তবে যুগ-যুগ ধরে লালিত বিশ্বাস ত্যাগ করার মত মনের জোরও তাদের ছিল না। লা-জবাব হয়ে তারা মাথা তো ঝুঁকিয়ে দিল, কিন্তু মচকাতে চাইল না। ভাব দেখাল যেন কোন ভুল তাদের নেই। বলল, এরা যে কথা বলে না

সেটা তো আমরা আগে থেকেই জানি এবং তোমারও এটা আজানা নয়।

- 66 সে বলল, তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করছ, যা তোমাদের কিছু উপকারণ করতে পারে না এবং তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না? *
- 67 আফসোস তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করছ তাদেরও প্রতি। তোমাদের কি এতটুকু বোধও নেই? *
- 68 তারা (একে অন্যকে) বলতে লাগল, তোমরা তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দাও এবং নিজেদের দেবতাদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমাদের কিছু করার থাকে। *
- 69 (সুতরাং তারা ইবরাহীমকে আগুনে নিষ্কেপ করল) এবং আমি বললাম, হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহীমের পক্ষে শান্তিদায়ক হয়ে যাও। ৩২ *
32. এ মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতের মহিমা প্রকাশ করলেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পক্ষে আগুন ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে গেল। এটা ছিল একটা মুজিয়া বা আল্লাহ তাআলার কুদরতঘটিত অলৌকিক ব্যাপার। যারা মুজিয়াকে অঙ্গীকার করে প্রকারান্তের তারা আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতার অসীমতাকে অঙ্গীকার করে। অথচ আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান থাকলে এটাও স্বীকার করা অপরিহার্য যে, আগুনের ভেতর উত্পাদ ও জ্বালানোর ক্ষমতা তাঁরই সৃষ্টি। তিনি যদি একজন মহান রাসূলকে শক্তির কবল থেকে মুক্তি দানের জন্য আগুনের সে শক্তি কেড়ে নেন তাতে আশ্চর্যের কি আছে?
- 70 তারা ইবরাহীমের বিকল্পে এক দুরভিসন্ধি আঁটল, কিন্তু আমি তাদেরকেই করলাম মহা ক্ষতিগ্রস্ত। *
- 71 এবং আমি তাকে ও লৃতকে উদ্ধার করে এমন এক ভূমিতে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি সমগ্র বিশ্বাসীর জন্য বরকত রেখেছি। ৩৩ *
33. হযরত লৃত আলাইহিস সালাম ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাতিজা। সুরা আনকাবুতের বর্ণনা (২৯ : ২৬) দ্বারা জানা যায় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি তাঁর গোটা সম্প্রদায়ের মধ্যে একা লৃত আলাইহিস সালামই ঈমান এনেছিলেন। ইতিহাসের বর্ণনায় প্রকাশ, তাকে অগ্নিদণ্ড করার পরিকল্পনা নস্যাত হয়ে গেলে নমরাদ মনে মনে ভড়কে গিয়েছিল। সে ক্ষান্ত হয়ে তাঁর পথ ছেড়ে দিল। তিনি আল্লাহ তাআলার হৃকুমে ভাতিজাকে নিয়ে ইরাক থেকে শাম এলাকায় হিজরত করলেন। কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াতে শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলকে বরকতপূর্ণ এলাকা বলা হয়েছে।
- 72 এবং আমি পূরক্ষার স্বরূপ তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। আমি তাদের প্রত্যেককে বানিয়েছিলাম নেককার। *
- 73 আমি তাদেরকে করেছিলাম নেতা, যারা আমার হৃকুমে মানুষকে পথ দেখাত। আমি গুহীর মাধ্যমে তাদেরকে সৎকর্ম করতে, নামায কাষেম করতে ও যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। তারা আমারই ইবাদতগোজার ছিল। *
- 74 আমি লৃতকে হিকমত ও ইলম দিয়েছিলাম এবং এমন এক জনপদ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, যার অধিবাসীরা এক কর্দম কাজ করত। ৩৪ বন্ধুত্ব তারা ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট, নাফরমান সম্প্রদায়। *
34. এমনিতে তো এ জাতি নানা রকম অপকর্মে লিপ্ত ছিল। কিন্তু কুরআন মাজীদ বিশেষভাবে তাদের যে কদাচারের কথা উল্লেখ করেছে, যা তাদের আগে আর কোন জাতির মধ্যে ছিল না, তা হচ্ছে সমকাম বা পুরুষে-পুরুষে যৌনক্রিয়া। পূর্বে সুরা হুদে (১১ : ৭৭-৮৩) তাদের বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে চলে গেছে।
- 75 এবং আমি লৃতকে আমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নেই। নিশ্চয়ই সে ছিল নেক লোকদের একজন। *
- 76 এবং নৃহকেও (হিকমত ও ইলম দিয়েছিলাম)। সেই সময়কে স্মরণ কর, (এ ঘটনার) আগে যখন সে আমাকে ডেকেছিল, আমি তার তাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। *
- 77 এবং যে সম্প্রদায় আমার নির্দশনাবলী অঙ্গীকার করেছিল, তাদের বিকল্পে আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম। বন্ধুত্ব তারা ছিল অতি মন্দ লোক। তাই আমি তাদের সকলকে নিমজ্জিত করি। *

78

এবং দাউদ ও সুলায়মানকেও (হিকমত ও ইলম দিয়েছিলাম), যখন তারা একটি শস্য ক্ষেত্রের ব্যাপারে বিচার করছিল। তাতে রাতের বেলা একদল লোকের মেষপাল প্রবেশ করেছিল। ৩৫ তাদের ফায়সালা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করছিলাম। ♦

35. ঘটনাটি এ রকম, এক ব্যক্তির মেষপাল রাতের বেলা অপর এক ব্যক্তির শস্যক্ষেত্রে ঢুকে সবটা ফসল নষ্ট করে দিয়েছিল। ক্ষেতের মালিক হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের আদালতে মামলা দায়ের করল। তিনি রায় দিলেন, মেষপালের মালিক ভুল করেছে। তার উচিত ছিল রাতে সেগুলো বেঁধে রাখা। কিন্তু সে তা রাখেনি। ফলে ক্ষেতের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন দেখতে হবে তার কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। পঞ্চুর মালিক তার সম্মূল্যের মেষ তাকে প্রদান করবে। অতি সুন্দর ফায়সালা। এটা বিলকুল শরীয়তসম্মত ছিল। কিন্তু এ ফায়সালা নিয়ে তারা যখন বের হয়ে গেল, দরজার সামনে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাত হল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, মহান পিতা কী রায় দিয়েছেন? তারা তাঁকে রায় সম্পর্কে অবাহিত করল। তিনি বললেন, আমার আরেকটি ফায়সালা বুঝে আসছে, যা উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর হবে।

তাঁর এ মন্তব্য হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন, সে ফায়সালাটি কী? হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বললেন, মেষপালের মালিক কিছু কালের জন্য তার মেষপালটি ক্ষেত-মালিকের হাতে সমর্পণ করবে। ক্ষেত-মালিক তা পালন করবে ও তার দুধ খাবে। আর সে তার শস্যক্ষেত্রটি মেষ মালিকের কাছে সমর্পণ করবে। সে তার যত্ন নিতে থাকবে। যখন ক্ষেতের ফসল পূর্ববস্থায় ফিরে যাবে, অর্থাৎ মেষপাল নষ্ট করার আগে তা যে অবস্থায় ছিল, তখন মেষের মালিক ক্ষেতটিকে তার মালিকের হাতে প্রত্যাপণ করবে এবং ক্ষেতওয়ালাও মেষপালটি তার মালিককে বুঝিয়ে দেবে। এটা ছিল এক রকমের আপোসরফা, যার ভেতর উভয়েরই উপকার ছিল। তাই হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের এটা পছন্দ হল এবং উভয় পক্ষ এতে খুশী হয়ে গেল।

79

আমি সুলায়মানকে সে ফায়সালার বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং (এমনিতে তো) আমি উভয়কেই হিকমত ও ইলম দান করেছিলাম। ৩৬ আমি পর্বতসমূহকে দাউদের অধীন করে দিয়েছিলাম, যাতে তারা পাখিদেরকে সাথে নিয়ে তাসবীহরত থাকে। ৩৭ এসব কিছুর কর্তা ছিলাম আমিই। ♦

36. হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম যে রায় দিয়েছিলেন তা ছিল শরীয়তের আইন মোতাবেক আর হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের প্রস্তাবটি ছিল উভয় পক্ষের সম্মতিসাপেক্ষ একটি আপোসরফা। উভয়টিই আপন-আপন স্থানে সঠিক ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা উভয়ের সম্পর্কে বলেছেন, আমি তাদের দুজনকেই ইলম ও হিকমত দান করেছিলাম, কিন্তু হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম আপোসরফার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, আমি সুলায়মানকে সে ফায়সালার বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এর দ্বারা বোঝা যায় মামলা-মোকদ্দমায় আইনগত ফায়সালা অপেক্ষা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আপোসরফার এমন কোন পথ খোঁজা উত্তম, যা উভয় পক্ষের জন্য মঙ্গলজনক।

37. আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে অসাধারণ হৃদয়গ্রাহী কর্তৃত্বের দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁকে মুজিয়া দিয়েছিলেন যে, যখন তিনি আল্লাহ তাআলার যিকিরে করতেন, তখন পাহাড়-পর্বতও তাঁর সঙ্গে যিকিরে মশগুল হয়ে যেত। এমনকি তাঁর যিকিরের আওয়াজ শুনে উড়ন্ত পাখিরাও থেমে যেত এবং তারাও তাঁর সাথে আল্লাহ তাআলার যিকিরে রত হত।

80

তোমাদের কল্যাণার্থে তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম সামরিক পোশাক (বর্ম) তৈরির কারিগরি, যাতে যুদ্ধকালে তা তোমাদেরকে পারস্পরিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ৩৮ এবার বল, তোমরা কৃতজ্ঞ হবে কি? ♦

38. সূরা সাবায় আছে (৩৪ : ১০) আল্লাহ তাআলা তাঁর হাতে লোহাকে নমনীয় করে দিয়েছিলেন। এটা ছিল হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের একটি মুজিয়া। তিনি লোহাকে যেভাবে চাইতেন ঘুরাতে-বাঁকাতে পারতেন। তিনি লোহা দ্বারা এমন নিখুঁত ও পরিমাপ মত বর্ম তৈরি করতে পারতেন, যার অংশসমূহ পরস্পর সুসমঞ্জস হত। উলামায়ে কেরাম এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এর দ্বারা ইশারা পাওয়া যায়, মানুষের উপকারে আসে এমন যে-কোন শিল্প ও কারিগরি বিদ্যা ইসলামে প্রশংসনীয়।

81

এবং আমি ঝড়ো হাওয়াকে সুলায়মানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হৃকুমে এমন ভূমির দিকে প্রবাহিত হত, যেখানে আমি বরকত রেখেছি। ৩৯ আমি প্রতিটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। ♦

39. আল্লাহ তাআলা লোহার মত কঠিন পদার্থকেও হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য নমনীয় করে দিয়েছিলেন আর হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের অধীন করেছিলেন বায়ুর মত কোমল জিনিসকে। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম সিংহাসনে আরোহণ করে বাতাসকে হৃকুম দিতেন অমুক জ্যায়গায় নিয়ে যাও। বাতাস তার হৃকুমমত তাঁকে যথাস্থানে পৌঁছে দিত। সূরা সাবায় আছে (৩৪ : ১২) তিনি ভোরের প্রমণে এক মাসের পথ এবং বিকেলের প্রমণেও এক মাসের পথ অতিক্রম করতেন। আয়াতে যে বরকতপূর্ণ ভূমির কথা বলা হয়েছে, তা হল শার্ম ও ফিলিস্তিন এলাকা। বোঝানো উদ্দেশ্য, তিনি সফর করে বহু দূর-দূরান্তে চলে গেলেও বাতাস তাকে দ্রুতগতিতে তার নিজের বরকতপূর্ণ ভূমি ফিলিস্তিনে ফিরিয়ে নিয়ে আসত।

82

এবং কতক দুষ্ট জিনকেও আমি তার বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তার জন্য দুর্বুরির কাজ করত ৪০ এবং তাছাড়া অন্য কাজও করত। আর আমিই তাদের সকলের দেখাশোনা করেছিলাম। ♦

40. "দুষ্ট জিন" বলতে সেই সকল জিনকে বোঝানো উদ্দেশ্য যারা ঈমান আনেনি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের বশীভূত করে দিয়েছিলেন। তারা তাঁর হৃকুমে সাগরে ঢুব দিয়ে তাঁর জন্য মণি-মুক্তা আহরণ করত। এছাড়া আরও বিভিন্ন কাজ করত, যা বিস্তারিতভাবে সূরা সাবায় আসবে ইনশাআল্লাহ (৩৪ : ১৩)।

83

এবং আয়ুবকে দেখ, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার এই কষ্ট দেখা দিয়েছে এবং তুমি

তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। ৪১ *

41. কুরআন মাজীদে হযরত আয়ুব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কেবল এতটুকুই বলা হয়েছে যে, তিনি কোন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাতে তিনি পরম ধৈর্য ধারণ করেন ও আল্লাহ তাআলাকে ডাকতে থাকেন। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরোগ্য দান করেন। বাকি তার রোগটা কী ছিল কুরআন মাজীদ তা প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করেনি। কাজেই তার অনুসন্ধানে পড়ার কোন দরকার নেই। এ সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও লোকমুখে চালু আছে, কিন্তু তার কোনওটি নির্ভরযোগ্য নয়।

84 অতঃপর আমি তার দু'আ কবুল করলাম এবং সে যে কষ্টে আক্রান্ত ছিল তা দূর করে দিলাম। আর তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সম্পরিমাণ আরও, ৪২ যাতে আমার পক্ষ হতে রহমতের প্রকাশ ঘটে এবং ইবাদতকারীদের লাভ হয় স্বরণীয় শিক্ষা। *

42. হযরত আয়ুব আলাইহিস সালামের অসুস্থতাকালে একমাত্র তাঁর পতিরূপ স্ত্রীই শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পরিবারের অন্য সদস্যগণ এক-এক করে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এ সময় তিনি ধৈর্যের যে পরাবর্ত্তা প্রদর্শন করেন, তার প্রতিফল স্বরাপ আল্লাহ তাআলা তাঁকে কেবল আরোগ্যই দান করেননি, বরং ধনে-জনেও তাঁকে সম্পন্নতা দান করেছিলেন। তাঁর ছেলে-মেয়ে ও নাতী-নাতীর সংখ্যা যারা তাকে ত্যাগ করেছিল তাদেরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

85 এবং ইসমাইল, ইদরীস ও যুলকিফলকে দেখ, তারা সকলেই ছিল ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত। ৪৩ *

43. পূর্বে সূরা মারয়ামে হযরত ইসমাইল ও হযরত ইদরীস আলাইহিস সালামের বৃত্তান্ত গত হয়েছে। হযরত যুলকিফল আলাইহিস সালামের কথা এর আগে আর যায়নি। কুরআন মাজীদে তাঁর কেবল নামই পাওয়া যায়, তাঁর কোন ঘটনা বর্ণিত হয়নি। তিনি নবী ছিলেন কিনা এ সম্পর্কে মতভিন্নতা আছে। কোন কোন মুফাসিসের মতে তিনি নবী ছিলেন আবার কেউ বলেন, নবী নয়, বরং তিনি একজন উচ্চস্তরের গুলী এবং হযরত ইউশা আলাইহিস সালামের খলীফা ছিলেন।

86 আমি তাদেরকে আমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। নিশ্চয়ই তারা নেক লোকদের মধ্যে গণ্য ছিল। *

87 এবং মাছের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি (নবী ইউনুস আলাইহিস সালাম)কে দেখ, যখন সে ক্ষুক্র হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল, আমি তাকে পাকড়াও করব না। অতঃপর সে অন্ধকার থেকে ডাক দিয়েছিল, (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোন মারুদ নেই। তুমি সকল ক্রাটি থেকে পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি অপরাধী। ৪৪ *

44. পূর্বে সূরা ইউনুসে (১০ : ৯৭) হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা চলে গেছে। সেখানে বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পাওয়ার আগেই নিজ এলাকা ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর এ কাজ আল্লাহ তাআলার পছন্দ হয়নি। ফলে তিনি মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তিনি যে নোকায় চড়ে যাচ্ছিলেন, তা থেকে তাঁকে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলে। তিনি তিন দিন সেই মাছের পেটে থাকেন। আয়াতে যে অন্ধকারের কথা বলা হয়েছে, তা হল মাছের পেটের অন্ধকার। সেখানে তিনি আল্লাহ তাআলাকে এই বলে ডাকতে থাকেন -

لَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الظَّالِمِينَ
‘তুমি ছাড়া কোন মারুদ নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি একজন অপরাধী’। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা মাছকে হ্রক্ষ দিলেন সে যেন তাঁকে তীরে নিয়ে নিক্ষেপ করে। এভাবে তিনি সেই মহাবিপদ থেকে মুক্তি লাভ করেন। ইনশাআল্লাহ সূরা আস-সাফাতে তার ঘটনা বিস্তারিত আসবে (৩৭ : ১৩৯-১৪৮)।

88 তখন আমি তার দু'আ কবুল করলাম এবং তাকে সংকট থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। এভাবেই আমি স্মানদারদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। *

89 এবং ঘাকারিয়াকে দেখ, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল, হে আমার রব! আমাকে একা রেখে দিও না, আর তুমই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। ৪৫ *

45. হযরত ঘাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করলেন যেন তাঁকে এক পুত্র সন্তান দান করেন। তাঁর দু'আ কবুল হল এবং হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের মত এক মহান পুত্র তাঁকে দেওয়া হল। এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আলে-ইমরানে গত হয়েছে (৩ : ৩৭-৪০)।

90 সুতরাং আমি তার দু'আ কবুল করলাম এবং তাকে ইয়াহইয়া (-এর মত পুত্র) দান করলাম। আর তার জন্য তার স্ত্রীকে (সন্তান ধারণে) উপযুক্ত করে দিলাম। ৪৬ নিশ্চয়ই তারা সৎকাজে দ্রুতগমন করত এবং আশা ও ভীতির সাথে আমাকে ডাকত আর তাদের অন্তর ছিল আমার সামনে বিনীত। *

46. অর্থাৎ, তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। আল্লাহ তাআলা তাকে সন্তান ধারণের ক্ষমতা দান করলেন।

১১ এবং দেখ সেই নারীকে, যে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিল, তারপর আমি তার ভেতর আমার রুহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকেও তার পুত্রকে সমগ্র জগতবাসীর জন্য এক নির্দশন বানিয়েছিলাম। ৪৭ ❁

৪৭. এ আয়তে বর্ণিত সতী-সাধী নারী হলেন হ্যরত মারযাম আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তাআলা তাঁর পুত্র হ্যরত উসা আলাইহিস সালামকে বিনা পিতায় সৃষ্টি করে তাঁদের মাতা-পুত্রকে নিজ কুদরতের এক মহা নির্দশন বানিয়েছিলেন।

১২ (হে মানুষ!) নিশ্চয়ই এটাই তোমাদের দীন, যা একই দীন ৪৮ (সমস্ত নবী-রাসূল যার দাওয়াত দিত) এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর। ❁

৪৮. অর্থাৎ সমস্ত দীনের মূল কথা একই এক আল্লাহর ইবাদত-আনুগত্য কর। সমস্ত নবীর মূল শিক্ষা ছিল এটাই। তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল কেবল ইবাদত-আনুগত্যের রীতি-নীতি তথা দীনের শাখাগত বিষয়ে যাকে শরীআত বলে। শাখাগত সে পার্থক্য হয়েছে স্থান-কাল ভেদে এবং তাও আল্লাহপ্রদত্ত। আরেখানায় সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য মুহাম্মাদী শরীআত দেওয়া হয়েছে। এখন এরই অনুসরণ অপরিহার্য। কিন্তু শরীআতেরও মূলকথা এক আল্লাহ তাআলার ইবাদত-আনুগত্য, তথা তাওহীদ, যা অন্যন্য ধর্মেরও মূলকথা ছিল। কিন্তু ইয়াহুদী-নাসারা প্রভৃতি সম্প্রদায় তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শিরকের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। ফলে এসব ধর্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। যা পরের আয়তে ব্যক্ত হয়েছে। -অনুবাদক

১৩ কিন্তু মানুষ তাদের দীনকে নিজেদের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করেছে। সকলকেই (একদিন) আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। ❁

১৪ সুতরাং যে ব্যক্তি মুমিন হয়ে সৎকাজ করবে, তার প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করা হবে না এবং আমি সে প্রচেষ্টা লিখে রাখি। ❁

১৫ আর আমি যে জনপদ (-এর মানুষ)-কে ধ্বংস করেছি, তার পক্ষে এটা অসম্ভব যে, তারা (অর্থাৎ তার বাসিন্দাগণ) আবার (দুনিয়ায়) ফিরে আসবে। ৪৯ ❁

৪৯. কাফেরগণ বলত, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া যদি অবধারিত হয়ে থাকে, তবে এ যাবৎকাল যে সকল কাফের মারা গেছে তাদেরকে জীবিত করে এখনই কেন তাদের হিসাব নেওয়া হচ্ছে না? এ আয়ত তাদের সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। বলা হয়েছে, হিসাব-নিকাশ এবং পুরুষার ও শাস্তির জন্য আল্লাহ তাআলা একটি সময় স্থির করে রেখেছেন। তার আগে কারও জীবিত হয়ে ইহলোকে ফিরে আসা সম্ভব নয়।

১৬ পরিশেষে যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে পিছলে নামতে দেখা যাবে। ৫০ ❁

৫০. অর্থাৎ, মৃত্যুর পর মানুষকে যে পুনরায় জীবিত করা হবে, সেটা কিয়ামত কালে। কিয়ামতের বড়-বড় আলামতগুরোর মধ্যে একটি হল ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব। এই বিশাল বর্বর সম্প্রদায় এমন ক্ষিপ্রতায় সভ্য জগতে হামলা চালাবে, মনে হবে যেন তারা উঁচু স্থান থেকে পিছলে নেমে আসছে।

১৭ এবং সত্য ওয়াদা পূরণ হওয়ার কাল সমাসন হবে, তখন অকস্মাৎ যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, তাদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে যাবে (এবং তারা বলবে) হায় আমাদের দুর্ভাগ্য। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম বরং আমরা বড়ই অন্যায় করেছিলাম। ❁

১৮ (হে মুশরিকগণ!) নিশ্চিত জেনে রেখ, তোমরা এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর, সকলেই জাহানামের জ্বালানি হবে। ৫১ তোমাদেরকে সে জাহানামেই গিয়ে নামতে হবে। ❁

৫১. মুশরিকগণ পাথরে গড়া যে সব দেব-দেবীর পূজা করত তাদেরকেও জাহানামে নিশ্চেপ করা হবে। অবশ্য সেটা তাদের শাস্তি হিসেবে নয়; বরং তাদের মুশরিক পূজারীদেরকে হাতেনাতে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য যে, তারা যাদেরকে ক্ষমতাবান মনে করে পূজা-অর্চনা করত, বাস্তবে তারা কতটা অক্ষম ও অসহায়।

১৯ তারা বাস্তবিক মাঝুদ হলে তাতে (অর্থাৎ জাহানামে) যেত না। তারা সকলেই তাতে সর্বদা থাকবে। ❁

২০ সেখানে থাকবে তাদের আর্তনাদ। তারা সেখানে কিছুই শুনতে পাবে না। ❁

২১ অবশ্য যাদের জন্য পূর্ব থেকেই আমার পক্ষ হতে কল্যাণ লেখা হয়েছে (অর্থাৎ যারা নেক ও মুমিন) তাদেরকে তা (অর্থাৎ জাহানাম) থেকে দূরে রাখা হবে। ❁

২২ তারা তার মৃদু শব্দও শুনতে পাবে না। তারা সর্বদা তাদের মনের কাঞ্চিত বন্তরাজির মধ্যে থাকবে। ❁

- 103 তাদেরকে (কিয়ামতের) মহাভীতি দুর্চিন্তাগ্রস্ত করবে না এবং ফিরিশতাগণ তাদেরকে (এই বলে) অভ্যর্থনা জানাবে যে, এটাই তোমাদের সেই দিন, যার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হত। ♦
- 104 সেই দিনকে স্মরণ রাখ, যখন আমি আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব, কাগজের বেলনে লেখাসমূহ গুটানোর মত। আমি পুনরায় তাকে সৃষ্টি করব, যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম। ৫২ এটা এক প্রতিশ্রুতি, যা পূরণ করার দায় আমার। আমি তা অবশ্যই করব। ♦
52. অর্থাৎ প্রথমবার যেমন অতি সহজে সৃষ্টি করেছিলাম পুনর্বার সেই রকম সহজেই সৃষ্টি করব। এমনিভাবে প্রথমবার যেমন তোমাদেরকে বস্ত্রাবীন ও খন্ডাবীন সৃষ্টি করেছিলাম, পুনরায় তোমাদেরকে হাশেরে ময়দানে সেভাবেই উপস্থিত করা হবে। এক হাদিসে আছে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পোশাক পরানো হবে হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সলামকে। -অনুবাদক
- 105 আমি যাবুরে উপদেশের পর লিখে দিয়েছিলাম, ভূমির উত্তরাধিকারী হবে আমার নেক বান্দাগণ। ৫৩ ♦
53. অর্থাৎ আখেরাতে সমগ্র বিশ্বে কোন কাফেরের কিছুমাত্র অংশ থাকবে না; বরং আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগণই সব কিছুর অধিকারী হবে। [অনেকের মতে এখানে رضا অর্থাৎ ভূমি দ্বারা জানাতের ভূমি বোঝানো হয়েছে। -অনুবাদক]
- 106 নিশ্চয়ই এতে (অর্থাৎ কুরআনে) ইবাদতনিষ্ঠদের জন্য ঘরে ঘরে বার্তা রয়েছে। ♦
- 107 (হে নবী!) আমি তোমাকে বিশ্ব জগতের জন্য কেবল রহমত করেই পাঠ্য়েছি। ♦
- 108 বলে দাও, আমার প্রতি এই ওহীই অবর্তীর্ণ হয় যে, তোমাদের প্রভু একই প্রভু। সুতরাং তোমরা আনুগত্য স্বীকার করবে কি? ♦
- 109 তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছি। আমি জানি না তোমাদেরকে যে বিষয়ের (অর্থাৎ যে শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা নিকটবর্তী, না দূরে। ♦
- 110 নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যা উচ্চস্থরে বলা হয় এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর। ♦
- 111 আমি জানি না হয়ত এটা (অর্থাৎ শাস্তিকে বিলাপিত করা) তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত ভোগের অবকাশ। ♦
- 112 (পরিশেষে) রাসূল বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি সত্যের ফায়সালা করে দিন। আমাদের প্রতিপালক অতি দয়াবান, তোমরা যেসব কথা বলছ তার বিপরীতে তিনিই সাহায্য প্রার্থনার স্থল। ♦



♦ আল হাজ্জ ♦

- 1 হে মানুষ! নিজ প্রতিপালকের (ক্রোধকে) ভয় কর। জেনে রেখ, কিয়ামতের প্রকম্পন এক সাংঘাতিক জিনিস। ♦
- 2 যে দিন তোমরা তা দেখতে পাবে, সে দিন প্রত্যেক স্তন্যদ্বারী সেই শিশুকে (পর্যন্ত) ভুলে যাবে, যাকে সে দুধ পান করিয়েছে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত ঘটিয়ে ফেলবে আর মানুষকে তুমি এমন দেখবে, যেন তারা নেশাগ্রস্ত, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বরং (সে দিন) আল্লাহর শাস্তি হবে অতি কঠোর। ♦
- 3 মানুষের মধ্যে কতক এমন আছে, যারা আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে-না বুঝে ঝগড়া করে এবং অনুগমন করে সেই অবাধ্য শয়তানের ♦
- 4 যার নিয়তিতে লিখে দেওয়া হয়েছে, যে-কেউ তাকে বন্ধু বানাবে, তাকে সে বিপথগামী করে ছাড়বে এবং তাকে নিয়ে যাবে প্রজ্ঞানিত জাহানামের শাস্তির দিকে। ♦

5

হে মানুষ! পুনরায় জীবিত হওয়া সম্পর্কে তোমাদের যদি কোন সন্দেহ থাকে, তবে (একটু চিন্তা কর) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, ১ তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে, তারপর এক মাংসপি- থেকে, যা (কখনও) পূর্ণাকৃতি হয় এবং (কখনও) পূর্ণাকৃতি হয় না, ২ তোমাদের কাছে (তোমাদের) প্রকৃত অবস্থা সুম্পষ্টরূপে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি (তোমাদেরকে) যত কাল ইচ্ছা মাত্রগর্ভে রাখি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। তারপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি। তারপর (তোমাদেরকে প্রতিপালন করি) যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের কর্তৃকে (আগেই) দুনিয়া থেকে তুলে নেওয়া হয় এবং তোমাদের কর্তৃকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় হীনতম বয়সে (অর্থাৎ চরম বার্ধক্যে), এমনকি তখন সে সব কিছু জানার পরও কিছুই জানে না। ৩ তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ঠ, তারপর যখন আমি তাতে বারি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও বাড়-বাড়ত হয়ে ওঠে এবং তা উৎপন্ন করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। ৪ *

1. যারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন অসম্ভব বা কঠিন মনে করে, তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা নিজেদের সৃজন প্রক্রিয়া সম্পর্কেই চিন্তা কর না! আল্লাহ তাআলা কী বিশ্বায়কর পন্থায় কর্তগুলো ধাপ পার করে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তোমাদের প্রাণ ছিল না। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। যেই সন্তা তোমাদেরকে সম্পূর্ণ নাস্তি থেকে একপ বিশ্বায়কর পন্থায় সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তোমাদেরকে তোমাদের মৃত লাশে পরিণত হওয়ার পর পুনরায় জীবন দান করতে পারবে না? এটা তোমাদের কেমন ভাবনা?

2. অর্থাৎ, অনেক সময় মাঝের পেটে সেই গোশতের টুকরা পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে পরিণত হয় আবার অনেক সময় তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিপূর্ণতা লাভ করে না। কখনও সেই অপূর্ণ অবস্থায়ই মাঝের গর্ভপাত ঘটে যায় এবং কখনও অপূর্ণ শিশুই জন্মগ্রহণ করে।

3. অর্থাৎ, অতিরিক্ত বৃদ্ধি অবস্থায় মানুষ শৈশবকালের মতই বোধ-বুদ্ধিহীনতার দিকে ফিরে যায়। যৌবনকালে সে যা-কিছু জ্ঞান-বিদ্যা অর্জন করে বৃদ্ধিকালে তা সব অথবা বেশির ভাগই ভুলে যায়।

4. এটা পুনর্জীবন দানের দ্বিতীয় দলীল। ভূমি শুকিয়ে গেলে তা নিষ্পাণ হয়ে যায়। জীবনের সব আলামত তা থেকে মুছে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে তার ভেতর নব জীবন সঞ্চার করেন। ফলে সেই নিষ্পাণ ভূমি নানা রকম বৃক্ষ-লতায় ভরে উঠে, যা দেখে দর্শকের চোখ জুড়িয়ে যায়। যে আল্লাহ এটা করতে সক্ষম তিনি কি তোমাদেরকে পুনর্বার জীবন দান করতে পারবেন না?

6

এসব এজন্য যে, আল্লাহর অস্তিত্বই সত্য ৫ এবং তিনিই প্রাণহীনের ভেতর প্রাণ সঞ্চার করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান। *

5. অর্থাৎ, তোমাদের সৃজনকার্য হোক বা মৃত ভূমিতে উদ্ভিদ উৎপন্ন করার ব্যাপার হোক, সব কিছুরই মূল কারণ কেবল এই যে, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বই সত্যিকারের অস্তিত্ব। তাঁর অস্তিত্ব অন্য কারণ মুখাপেক্ষী নয়। অন্য সকলের অস্তিত্ব তাঁর কুদরত থেকেই প্রাপ্ত। তিনিই সকলকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আন্দোলন করেছেন। এই যে সর্বশক্তিমান সন্তা, তিনি মৃতদেরকে পুনর্বার জীবন দান করারও ক্ষমতা রাখেন।

7

এবং এজন্য যে, কিয়ামত অবশ্যভাবী। তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এজন্য যে, যারা কবরে আছে আল্লাহ তাদের সকলকে পুনর্জীবিত করবেন। ৬ *

6. মানবসৃষ্টির যে প্রক্রিয়ার কথা উপরে বলা হল, একদিকে তো তা আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে, যা দ্বারা প্রমাণ হয় আল্লাহ তাআলা মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম, অন্যদিকে এর দ্বারা পুনর্জীবনের প্রয়োজনীয়তাও প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ দুনিয়ায় মানুষকে যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার ভেতর নব জীবন যাপনের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তার ভেতরই এই দাবী নিহিত রয়েছে যে, তাকে যেন নতুন আরেক জীবন দান করা হয়। কেননা দুনিয়ায় মানুষ দুই ধারায় জীবন নির্বাহ করে। কেউ ভালো কাজ করে, কেউ করে মন্দ কাজ। কেউ হয় জালেম, কেউ মজলুম। এখন মৃত্যুর পর যদি আরেকটি জীবন না থাকে, তবে দুনিয়ায় যারা পুণ্যবান হিসেবে জীবন যাপন করেছে তারা ও পাপাচারীগণ এবং জালেম ও মজলুমগণ একই রকম হয়ে যায়।
বলাবৰ্হল্য আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করেননি যে, এখনে অন্যায়-অবিচারের সফলাব বয়ে যাবে, যার ইচ্ছা সে অন্যের উপর ভুলুম করবে কিংবা পাপাচারের স্তুপে সারা দুনিয়া ভরে ফেলবে আর সেই দুর্বৃত্পন্নার কারণে তার কোন শাস্তি ও ভোগ করতে হবে না। আবার এমনিভাবে যে ব্যক্তি নির্মাণ জীবন যাপন করেছে, অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়নি, তাকেও কোন পুরক্ষার দেওয়া হবে না। না, কোন যুক্তি-বুদ্ধি এটা গ্রাহ্য করে না। আর এর দ্বারা আপনা-আপনিই এই সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে যখন একবার এ দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন, তখন আখেরাতে তাদেরকে আরেকটি জীবন দিয়ে তাদের পুরক্ষার ও শাস্তির ব্যবস্থাও অবশ্যই করবেন।

8

মানুষের মধ্যে কেউ আছে, যে আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে, অথচ তার না আছে জ্ঞান, না হিদায়াত, আর না আছে কোন দীনিদায়ক কিতাব। *

9

সে (অহংকারে) নিজ পার্শ্বদেশে বাঁকিয়ে রাখে, যাতে অন্যদেরকেও আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। একপ ব্যক্তির জন্যই দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে জুলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ করাব। *

10

(বলা হবে,) এটা তোমার সেই কৃতকর্মের ফল, যা তুমি নিজ হাতে সামনে পাঠিয়েছিলে। আর এটা স্থিরীকৃত বিষয় যে, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। *

11 मानुषेर मध्ये केउ केउ एमनও आছे, ये आल्लाहर इवादत करे एक प्रान्ते थेके। यदि (दुनियाय) तार कोन कल्याण लाभ हय, तबे ताते से आश्वस्त हये याय आर यदि से कोन परीक्षार सम्मुखीन हय, तबे से मुख फिरिये (कुफुरेर दिके) चले याय। **एकप ब्यक्ति दुनियाओ हाराय एवं आयेरातও। एटोइ तो सुप्पष्ट क्षति।**

7. मदीना मूनाओराय महानवी सालाल्लाहु आलाइहि ओयासाल्लामेर शुभागमनेर पर इसलाम ग्रहणेर क्षेत्रे एकदल स्वार्थार्थी महलकेओ एगिये आसते देखा याय। तादेरेर इसलाम ग्रहण कोन सदुदेश्ये छिल ना; बरं आशा करेहिल इसलाम ग्रहण करले पार्थिव अनेक सुयोग-सुविधा लाभ हवे। किन्तु यथन तादेरेर से आशा पूर्ण हल ना; बरं कोन परीक्षार सम्मुखीन हल, तथन पुनराय कुफुरेर दिके फिरे गेला। ए आयातेर इशारा तादेरहि दिके। बला हच्छे, तारा सत्यके सत्य बले ग्रहण करहे ता नय; बरं तारा सत्य ग्रहण करहे पार्थिव कोन स्वार्थ। तादेरेर दृष्टान्त सेहि ब्यक्ति र मत, ये कोन रणक्षेत्रेरेर एक प्रान्ते दाँड़िये थाके एवं लक्ष्य करे कोन पक्षेर जयलाभेर सन्तावना बेशि। पूर्व थेके से मनस्त्रि करते पारे ना कोन दले थाकबे। बरं यथन कोनओ एक दलेर पाला भारी देखे, तथन सेहि दले भिड़े याय एवं आशा करे बिजयी दलेर सुयोग-सुविधाय तारण एकटा आशं थाकबे। ए आयातेर शिक्षा देओया हयेहे, पार्थिव कोन स्वार्थ उद्धार हवे एहि आशाय इसलामेर अनुसरण करो ना। बरं इसलामेर अनुसरण करबे ए कारणे ये, इसलाम सत्य दीन। एटोइ आल्लाह ताआलार दासत्वेर दर्वी। पार्थिव सुयोग-सुविधार ये मामला, सेटा मूलत आल्लाह ताआलार एक्तियाराधीन। तिनि निज इकमत अनुसारे याके चान ता दिये थाकेन। एमनও हते पारे ये, इसलाम ग्रहणेर पर पार्थिव कोनओ लाभण हासिल हये याबे, यद्दरुण आल्लाह ताआलार शोकर आदाय करते हवे। आबार कोन परीक्षाओ एसे येते पारे, यथन सबर ओ धैर्यशीलतार परिचय दिते हवे एवं आल्लाह ताआलार काहे दूआ करते हवे, येन तिनि सकल विपद दूर करे देन ओ परीक्षा थेके मुक्ति दान करेन।

12 से आल्लाहके छेड़े एमन किछुके डाके, या तार कोन क्षति करते पारे ना एवं तार कोन उपकारण करते पारे ना। एटोइ तो चरम पथप्रष्टता। **❖**

13 से डाके एमन काउके (अलीक प्रभुके) यार क्षति तार उपकार अपेक्षा बेशि निकटवत्ती। **कृत मन्द एहि अभिभावक एवं कत मन्द ए सहचर।** **❖**

8. बस्तु तादेरेर अलीक उपास्यदेर ना कोन उपकार करार शक्ति आछे, ना कोन अपकार करार। अवश्य तारा अपकारेर कारण बनते पारे। आर ता एभाबे ये, कोन ब्यक्ति तादेरके आल्लाह ताआलार प्रभुत्वे अंशीदार साव्यस्त करले से आल्लाह ताआलार पक्ष हते शास्त्रि र उपयुक्त हवे।

9. यार उपकार अपेक्षा क्षति बेशि, से येमन अभिभावक हওयार योग्यता राखे ना, तेमनि सঙ्गी-साथी हওयारण ना। काजेइ एहेन मृत्तिदेर काहे कोन किछुर आशाबादी हওया चरम निर्बुद्धितारइ परिचायक।

14 यारा ईमान एनेहे ओ संकर्म करेहे आल्लाह अबश्याइ तादेरके दाखिल करबेन एमन उद्यानराजिते, यार तलदेशे नहर प्रवाहित थाकबे। निश्चयइ आल्लाह करेन या चान। **❖**

15 ये ब्यक्ति मने करत आल्लाह दुनिया ओ आखेराते ताके (अर्थां नवीके) साहाय्य करबेन ना, से आकाश पर्वत एकटा रशि टानिये सम्पर्क छिन्न करुक तारपर देखुक तार आक्रोश दूर करे कि ना! **१० ❖**

10. 'रशि टानिये सम्पर्क छिन्न करा' एर दु' रकम ब्याख्या हते पारे। (एक) आरवी बान्धारा अनुयायी एर अर्थ गलाय फाँस लागिये आत्महत्या करार। ए छले यदि ए अर्थ ग्रहण करा हय, येमन हयरत इबने आबास रायियाल्लाहु ताआला आनह थेके बनित आछे, तबे आयातेर ब्याख्या हवे, यार धारणा छिल नवी सालाल्लाहु आलाइहि ओयासाल्लाहु कोन सफलता अर्जन करते पारबेन ना, तार से धारणा तो सम्पूर्णहि द्रास्त प्रमाणित हयेहे, भविष्यतेओ ता सत्य हওयार कोन सन्तावना नेइ। एथन सेहि ग्लानिते यदि तार मने आक्रोश देखा देय, तबे ता प्रश्मित करार जन्य से आकाशेर दिके अर्थां, उपर दिके छाद वा अन्य किछुर साथे एकटा रशि टानिये निजेरे गलाय निजे फाँस दिक आर एभाबे आत्महत्या करे झाल मेटाक।

(दुइ) 'आकाशे रशि टानिये सम्पर्क छिन्न करा'-एर द्वितीय ब्याख्या बर्णित हयेहे हयरत जाबेरेर इबने यायेद रायियाल्लाहु ताआला आनह थेके। महानवी सालाल्लाहु आलाइहि ओयासाल्लाम यत साफल्य ओ कुत्कार्यता लाभ करचेन तार उंत्स हल ओही, या आसमान थेके तार प्रति नायिल हय। अतेहर ताँर साफल्य देखे यदि कारण गात्रदाह हय एवं ताँर से साफल्येर अग्रायात्रा प्रतिहत करते चाय, तबे तार एकटोइ उपाय हते पारे। से एकटा रशि टानिये कोनओ मते आकाशे उठे याक एवं सेहि योगसूत्र छिन्न करे दिक, यार माध्यमे महानवी सालाल्लाहु आलाइहि ओयासाल्लामेर काहे ओही आसहे आर एकेर पर एक सफलता अर्जित हच्छे। किन्तु पारबे कि से ए काज करते? कथनও नय। कारण पक्षेहि एटो कथन ओ सन्तव नय। अतेहर, आयातेर सारांसार हल, एकप विवेषप्रबन्ध लोकेर अर्जन हताशा छाडा आर किछुइ नय। (राहुल माआनी)

16 आमि एभाबेइ एके (अर्थां कुरआनके) सुप्पष्ट निदर्शनरापे अबतीर्ण करेहि। आर आल्लाह याके चान हिदायात दान करेन। **❖**

17 निश्चयइ यारा मुमिन, यारा इयाहुदी, सावी, ख्रिस्टान ओ माजुसी एवं यारा शिरक अबलम्बन करेहे, कियामतेर दिन आल्लाह तादेर सकलेर मध्ये फायसाला करे दिबेन। **११ निश्चयइ आल्लाह प्रतिटि विषयेर साक्षी।** **❖**

11. अर्थां प्रत्येकेहि तो निजेके हकपस्ती ओ अन्यदेरके बातिलपस्ती बले दावि करे एवं से हिसेबे निजेदेरके जानातवासी ओ अन्यदेरके जानातवासी मने करे, किन्तु प्रकृतपक्षे के हकपस्ती ओ से हिसेबे जानातेर अधिकारी ता आल्लाह ताआलाइ जानेन आर तार

মাপকাঠি হিসেবে আসমানী কিতাব নায়িল করেন। প্রত্যেক ঘুগে যারা সমকালীন কিতাবের অনুসরণ করে তারাই হকপঙ্খী আর যারা তা অধিকার করে তারা বাতিলপঙ্খী। আখেরী যমানার সে মানদণ্ড হল কুরআন মাজীদ। যারা এর অনুসরণ করে তারাই অর্থাৎ মুমিন ও মুসলিমগণই এ যমানার হকপঙ্খী আর যারা কুরআন মানে না তারা বাতিলপঙ্খী। এতদসত্ত্বেও যারা হঠকারিতা করে তাদের জন্য চূড়ান্ত ও প্রত্যক্ষ মীমাংসা হবে কিয়ামতের দিন। সেদিন আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে জাহানাতে ও অন্যদেরকে জাহানামে দাখিল করে দেখিয়ে দেবেন দুনিয়ায় প্রকৃত হকপঙ্খী কারা ছিল। -অনুবাদক

- 18 তুমি কি দেখনি আল্লাহর সম্মুখে সিজদা করে যা-কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, যা-কিছু আছে পৃথিবীতে ১২ এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাজি, পাহাড়, বৃক্ষ, জীবজন্ম ও বহু মানুষ? আবার এমনও অনেক আছে, যাদের প্রতি শাস্তি অবধারিত হয়ে আছে। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তার কোন সম্মাননাতা নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ করেন যা তিনি চান। ♦

12. এসব বন্ধুর সিজদা করার অর্থ এরা আল্লাহ তাআলার আজ্ঞাধীন। সব কিছুই তাঁর হৃকুম শিরোধাৰ্য করে আছে, সকলেই তাঁর আদেশের সামনে নতশির। তবে এর দ্বারা ইবাদতের সিজদাও বোঝানো হতে পারে। কেননা বিশ্ব জগতের প্রতিটি বন্ধুর এতটুকু উপলব্ধি আছে যে, তাকে আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন এবং তার কর্তব্য তাঁরই ইবাদত করা। অবশ্য সকল বন্ধুর সিজদা একই রকম নয়। প্রত্যেকে সিজদা করে তার নিজের অবস্থা অনুযায়ী। সমগ্র সৃষ্টি জগতে একমাত্র মানুষই এমন মাখলুক, যার সদস্যবর্গের সকলে ইবাদতের এ সিজদা করে না। তাদের মধ্যে অনেকে এ সিজদা করে এবং অনেকে করে না। এ কারণেই মানুষের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, ‘বহু মানুষও’। অর্থাৎ সকলেই নয়। প্রকাশ থাকে যে, এটি সিজদার আয়ত। যে ব্যক্তি মূল আরবীতে এ আয়ত পড়বে বা শুনবে তার উপর সিজদা করা ওয়াজির হয়ে যাবে।

- 19 এরা (মুমিন ও কাফের) দুটি পক্ষ, যারা নিজ প্রতিপালক সম্পর্কে বিবাদ করছে। সুতরাং (এর মীমাংসা হবে এভাবে যে), যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য তৈরি করা হবে আগুনের পোশাক। তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ট পানি। ♦

- 20 যা দ্বারা তাদের উদ্দৱষ্ট সবকিছু এবং চামড়া গলিয়ে দেওয়া হবে। ♦

- 21 আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি। ♦

- 22 যখনই তারা ঘন্টায় অতিষ্ঠ হয়ে তা থেকে বের হতে চাবে, তখনই তাদেরকে তার ভেতর ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (বলা হবে), জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন কর। ♦

- 23 (অপর দিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জাহানাতে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তাদেরকে সজ্জিত করা হবে সোনার কাঁকন ও মণি-মুক্তা দ্বারা। আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। ♦

- 24 এবং (তার কারণ এই যে,) তাদেরকে পবিত্র কালিমায় (অর্থাৎ কালিমায়ে তাওহীদে) উপনীত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে পৌঁছানো হয়েছিল আল্লাহর পথে, যিনি সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত। ১৩ ♦

13. অথবা এর দ্বারা জাহানাতেরই বৈশিষ্ট্য বোঝানো হয়েছে যে, তাদেরকে এমন স্থানে পৌঁছানো হবে, যেখানে কোন অসার-অহেতুক কথাবার্তা হবে না, প্রত্যেকেই ভালো ও পবিত্র কথা বলবে এবং তাদেরকে পৌঁছানো হবে প্রশংসার্মাণ আল্লাহর পথ তথা মুস্তাকীদের নিবাস জাহানাতে। -অনুবাদক

- 25 নিশ্চয়ই (সেই সব লোক শাস্তির উপযুক্ত) যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে বাধা দিচ্ছে আল্লাহর পথ ও মসজিদুল হারাম থেকে, যাকে আমি সমস্ত মানুষের জন্য সমান করেছি তার স্থানীয় বাসিন্দা হোক বা বহিরাগত। ১৪ আর যে-কেউ এখানে জুলুমে রত হয়ে বাঁকা পথের ইচ্ছা করবে ১৫ আমি তাকে মর্মন্ত্বদ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। ♦

14. মসজিদুল হারাম ও তার আশপাশের স্থানসমূহ, যাতে হজের কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হয়, যেমন সাফা ও মারওয়ার মাঝারানে সায়ী করার স্থান, মিনা, আরাফা ও মুয়দালিফা কারণ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়। বরং এসব স্থান বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য সাধারণভাবে ওয়াকফ। যে-কেউ এখানে অবাধে ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে। এ ব্যাপারে স্থানীয় ও বহিরাগতের কোন প্রভেদ নেই।

15. ‘বাঁকা পথের ইচ্ছা করা’ এর অর্থ কুফুর ও শিরকে লিপ্ত হওয়া, হারাম শরীফের বিধানাবলী অমান্য করা, বরং যে-কোনও রকমের গুনাহে লিপ্ত হওয়া। হারাম শরীফে যেমন যে-কোন সৎকর্মের সংয়াব বহু গুণ বৃদ্ধি পায়, তেমনি এখানে কোন গুনাহ করলে তাও অধিকতর কঠিনরূপে গণ্য হয়, যেমন কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে।

- 26 এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ইবাহীমকে সেই ঘর (অর্থাৎ কাবাগৃহ)-এর স্থান জানিয়ে দিয়েছিলাম। ১৬ (এবং তাকে হকুম দিয়েছিলাম) আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার ঘরকে সেই সকল লোকের জন্য পবিত্র রেখ, যারা (এখানে) তাওহাফ করে, ইবাদতের জন্য দাঁড়ায় এবং কুরু-সিজদা আদায় করে। ♦

16. পূর্বে সুরা বাকারায় (২ : ১২৭) গত হয়েছে যে, বাইতুল্লাহ শরীফ হ্যরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আগেই নির্মিত হয়েছিল এবং কালক্রমে বিধ্বস্ত ও নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলার পুনঃনির্মাণের জন্য তাঁকে তার স্থান জানিয়ে দেন।

27 এবং মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পদযোগে এবং দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রমকারী উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যেগুলো (দীর্ঘ সফরের কারণে) রোগ হয়ে গেছে। *

28 যাতে তারা তাদের জন্য স্থাপিত কল্যাণসমূহ প্রত্যক্ষ করে এবং নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেই সকল পশ্চতে যা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। ১৫ সুতরাং (হে মুসলিমগণ!) সেই পশ্চগুলি থেকে তোমরা নিজেরাও খাও এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকেও খাওয়াও। *

17. হজের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পশু কুরবানী করা অর্থাৎ, হারাম শরীফের এলাকায় আল্লাহ তাআলার নামে পশু ঘবাহ করা। এ আয়াতে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

29 অতঃপর (যারা হজ্জ করে) তারা যেন তাদের মলিনতা দূর করে ও নিজেদের মানত পূরণ করে এবং আতীক গৃহের তাওয়াফ করে। ১৬ *

18. হজের সময় হাজীগণ ইহরাম অবস্থায় থাকে। তখন তার জন্য চুল ও নখ কাটা জায়ে নয়। হজের কুরবানী না করা পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকে। কুরবানী করার পর এসব বৈধ হয়ে যায়। এ আয়াতে যে মলিনতা দূর করতে বলা হয়েছে, তার অর্থ কুরবানী করার পর হাজীগণ তাদের নখগুচ্ছ কাটতে পারবে।

মানত পূরণের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার অর্থ বহু লোক ওয়াজিব কুরবানী ছাড়া এ রকম মানতও করে থাকে যে, হজের সময় নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর নামে কুরবানী করব। তাদের জন্য সে মানত পূরণ করা অবশ্যকর্তব্য।

কুরবানী করার পর বাইতুল্লাহ শরীফের যে তাওয়াফ করার কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা 'তাওয়াফে যিয়ারত' বুঝানো হয়েছে। সাধারণত এ তাওয়াফ করা হয় কুরবানী ও মাথা মুশুন করার পর। এটা হজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোকন।

এছালে বাইতুল্লাহ শরীফকে 'আল-বাইতুল আতীক' বলা হয়েছে। 'আতীক'-এর এক অর্থ প্রাচীন। বাইতুল্লাহ শরীফ এ হিসেবে সর্বপ্রাচীন গৃহ যে, আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য সর্বপ্রথম নির্মিত ঘর এটিই। 'আতীক'-এর আরেক অর্থ মুক্ত। বাইতুল্লাহ শরীফকে আতীক বা 'মুক্ত গৃহ' বলার কারণ এক হাদিসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা এ গৃহকে জালেম ও আগ্রাসন থেকে মুক্ত রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত এর মর্যাদা সম্মুত রাখুন।

30 এসব কথা স্মরণ রেখ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ যেসব জিনিসকে মর্যাদা দিয়েছেন তার মর্যাদা রক্ষা করবে, তার পক্ষে তার প্রতিপালকের কাছে এ কাজ অতি উত্তম। সব চতুর্পদ জন্ম তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, সেই পশ্চগুলো ছাড়া যা বিস্তারিতভাবে তোমাদের পড়ে শোনানো হয়েছে। ১৯ সুতরাং তোমরা প্রতিমাদের কল্যু পরিহার কর এবং মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাক, *

19. পশু কুরবানীর আলোচনা প্রসঙ্গে আরব মুশরিকদের সেই অজ্ঞতাপ্রসূত রসমকেও রদ করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে তারা প্রতিমাদের নামে বহু পশু হারাম সাব্যস্ত করেছিল (বিস্তারিত দেখুন সুরা আনাম খ : ১৩৭-১৪৪)। বলা হয়েছে, এসব পশু তোমাদের পক্ষে হালাল। ব্যতিক্রম কেবল সেগুলো যেগুলোকে কুরআন মাজীদে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে (দেখুন সুরা মায়দা ৫ : ৩)। মুশরিকরা প্রতিমাদেরকে আল্লাহ তাআলার শরীক বলে বিশ্বাস করত এবং তাদের নামে জীবজন্ম ছেড়ে দিত। এই শিরকী কার্যক্রমের ভিত্তিতেই তারা সেসব পশুকে হারাম সাব্যস্ত করত। এ আয়াতে তাদের সেই হারামকরণের ভিত্তিকেই উৎপাটন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা প্রতিমাদের কল্যু ও অলীক-অবাস্তব কথা থেকে বেঁচে থাক।

31 একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর অভিমুখী হয়ে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে। যে-কেউ আল্লাহ সাথে কাউকে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পতিত হল, তারপর পাথি তাকে ছেঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে দূরবর্তী স্থানে নিষেপ করল। ২০ *

20. এ উপমার ব্যাখ্যা এই যে, ঈমান আকাশতুল্য। যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হয়, সে এই আকাশ তথা ঈমানের সমুচ্চ স্থান থেকে নিচে পড়ে যায়। তারপর পাথি তাকে ছেঁ মেরে নিয়ে যায়, অর্থাৎ, তার কুপ্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশী তাকে সরল পথ থেকে বিচ্ছুত করে এদিক-সেদিক নিয়ে যায়। তারপর বাতাস তাকে দূর-দূরান্তে নিয়ে ছুঁড়ে মারে, অর্থাৎ শয়তান তাকে আরও বেশি গোমরাহীতে লিপ্ত করে এবং সে বিপথগামিতায় বহু দূরে নিষিদ্ধ হয়। মোদাকথা এরপ ব্যক্তি ঈমানের উচ্চতর স্থান থেকে অধঃপতিত হয়ে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের দাস হয়ে যায় ও তারা তাকে প্ররোচনা দিয়ে গোমরাহীর চরম সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়।

32 এসব বিষয় স্মরণ রেখ। আর কেউ আল্লাহর 'শাআইর'-কে সম্মান করলে এটা তো অন্তরঙ্গ তাকওয়া থেকেই অর্জিত হয়। ২১ *

21. 'শাআইর'-এর অর্থ এমন সব আলামত ও নির্দশন, যা দেখলে অন্য কোন জিনিস স্মরণ হয়। আল্লাহ তাআলা যেসব ইবাদত ফরয করেছেন, বিশেষত যে সকল স্থান ও বস্তুর সাথে হজের কার্যবলী সম্পৃক্ত, যেমন বায়তুল্লাহ, হরম, কুরবানীর পশু ইত্যাদি সবই আল্লাহ তাআলার শাআইর। কেননা তা দ্বারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ইবাদতের কথা স্মরণ হয়। এসবকে সম্মান করা ঈমান ও তাকওয়ার দাবী।

33 এতে রয়েছে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের নানারকম উপকার। ১১ অতঃপর তাদের হালাল হওয়ার স্থান সেই প্রাচীন গৃহ (কাবা গৃহ)-এর আশেপাশে। *

22. অর্থাৎ, তোমরা কোন পশুকে যতক্ষণ পর্যন্ত হজেজের কুরবানী হিসেবে নির্দিষ্ট না কর ততক্ষণ সে পশুকে যে-কোন কাজে ব্যবহার করতে পার। তাতে সওয়ার হওয়া, তার দুধ পান করা, তার দেহ থেকে পশম সংগ্রহ করা সবই জায়ে। কিন্তু তাকে যখন হজেজের কুরবানী হিসেবে নির্দিষ্ট করে ফেলা হবে, তখন সে পশুকে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তখন এ সবের কোনওটিই করা জায়ে হয় না। বরং হজেজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়ার পর তাকে বাইতুল্লাহ শরীফের আশেপাশে অর্থাৎ, হারাম শরীফের সীমানার মধ্যে যবাহ করে হালাল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। হজেজের জন্য নির্দিষ্ট করার বিভিন্ন আলামত আছে, যা ফিকহী গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

34 আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আল্লাহ তাদেরকে যে চতুর্পদ জন্মসমূহ দিয়েছেন তাতে তার আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের মাবুদ একই মাবুদ। সুতরাং তোমরা তাঁরই আনুগত্য করবে। আর সুসংবাদ দাও বিনীতদেরকে। *

35 যাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর ভীত-কম্পিত হয়, যে-কোন বিপদ-আপদে আক্রান্ত হলে ধৈর্যশীল থাকে এবং ঘারা সালাত কায়েম করে ও আমি তাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। *

36 কুরবানীর উট (ও গরু)কে তোমাদের জন্য আল্লাহর 'শাআইর'-এর অন্তর্ভুক্ত করেছি। তোমাদের পক্ষে তাতে আছে কল্যাণ। সুতরাং যখন তা সারিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়ানো থাকে, তোমরা তার উপর আল্লাহর নাম নেবে। তারপর যখন (যবেহ হয়ে যাওয়ার পর) তা কাত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, তখন তার গোশত থেকে নিজেরাও খাও এবং ধৈর্যশীল অভিব্রগ্নিকেও খাওয়াও এবং তাকেও, যে নিজ অভাব প্রকাশ করে। ১৩ এভাবেই আমি এসব পশুকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। *

23. কুরবানীর গোশত কাকে কাকে দেওয়া হবে, তা বোঝানোর জন্য কুরআন মাজীদ এখানে দ্যুটি শব্দ ব্যবহার করেছে الْقَلْدَانُ وَالْمَعْتَنِي। প্রথম শব্দ 'কানি' দ্বারা এমন লোককে বোঝানো হয়, যে অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজ অভাবের কথা কারও কাছে প্রকাশ করে না। বরং সবরের সাথে দিন গুজরান করে। আর দ্বিতীয় শব্দ 'মুর্তার' দ্বারা বোঝানো হয় এমন ব্যক্তিকে, যে নিজ অভাব-অভিযোগের কথা কথায় বা কাজে অন্যের কাছে প্রকাশ করে।

37 আল্লাহর কাছে তাদের গোশত পৌঁছে না আর তাদের রক্তও না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়াই পৌঁছে। এভাবেই তিনি এসব পশুকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন বলে। ঘারা সুচারুরাপে সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও। *

38 নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতিরক্ষা করেন, ঘারা ঈমান এনেছে। ১৪ জেনে রেখ, আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। *

24. মুক্তা মুকারমায় কাফেরদের পক্ষ হতে মুসলিমদের প্রতি যে জুলুম-নির্যাতন চালানো হত, শুরুতে কুরআন মাজীদ সেক্ষেত্রে তাদেরকে বারবার সবর অবলম্বনের হুকুম দিয়েছে। অতঃপর এ আয়াতে তাদেরকে আশাস দেওয়া হচ্ছে, সবরের যে পরীক্ষা এ যাবৎকাল তারা দিয়ে এসেছে তার পালা এখন শেষ হতে যাচ্ছে। জালেমদেরকে তাদের জুলুমের জবাব দেওয়ার সময় এসে গেছে। সুতরাং পরবর্তী আয়াতে মুসলিমদেরকে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তার আগে সুসংবাদ শোনানো হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা নিজেই মুসলিমদের প্রতিরক্ষা করবেন, তাদের পক্ষ থেকে শক্তির প্রতিরোধ ও দমন করবেন। কাজেই তারা নিভয়ে নিঃসংশ্লিষ্টে যুদ্ধ করুক। কেননা ঘাদের সঙ্গে তাদের লড়াই হবে, তারা হচ্ছে শঠ ও প্রতারক এবং ঘোর অকৃতজ্ঞ। এরপ লোককে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকেই সাহায্য করবেন।

39 যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে (তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পারে)। যেহেতু তাদের প্রতি জুলুম করা হচ্ছে। ১৫ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে জয়যুক্ত করতে পরিপূর্ণ সক্ষম। *

25. মুক্তা মুকারমায় সুন্দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত মুমিনদেরকে সবর ও সংযম অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং তারাও সর্বোচ্চ ত্যাগের সাথে তা পালনে ব্রতী থেকেছেন। যত কঠিন নির্যাতনই করা হোক অস্ত্র দ্বারা তার মোকাবেলা করার অনুমতি ছিল না। ফলে মুসলিমগণ জুলুমের জবাব সবর দ্বারাই দিতেন। অবশেষে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় এবং সর্বপ্রথম এ আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে শক্তির বিরুদ্ধে তরবারি ওঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়।

40 যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি হতে অন্যায়ভাবে কেবল এ কারণে বের করা হচ্ছে যে, তারা বলেছিল, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দল (-এর অনিষ্ট)কে অন্য দলের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তবে ধ্বংস করে দেওয়া হত খানকাহ, গির্জা, ইবাদতখানা ও মসজিদসমূহ। ১৬ যাতে আল্লাহর যিকির করা বেশি। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, ঘারা তার (দীনের) সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। *

26. এ আয়াতে জিহাদের তাৎপর্য বর্ণিত হচ্ছে। দুনিয়ায় যত নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম এসেছেন সকলেই আল্লাহ তাআলার ইবাদত-

বন্দেগী শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যে ইবাদতখানা তৈরি করেছেন। হয়রত টসা আলাইহিস সালামের শরীয়তে এ কাজের জন্য খানকা ও গির্জা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। আরবীতে খানকাকে বলে সাওমাআ হচ্চ বহুবচনে হাতু আর গির্জাকে বলে বীআ হচ্চ বহুবচনে হাতু। হয়রত মূসা আলাইহিস সালামের অনুসারীগণ যে ইবাদতখানা তৈরি করত তাকে বলে সালাওয়াত আর মুসলিমদের ইবাদতখানা হল মসজিদ। সব যুগেই আসমানী দীনের বিরোধীগণ এসব ইবাদতখানা ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। যদি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি না থাকত, তবে তারা দুনিয়া থেকে সকল ইবাদতখানা নিশ্চিহ্ন করে ফেলত।

- 41 তারা এমন যে, আমি যদি দুনিয়ায় তাদেরকে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায করবে, মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে। ২৭ সব কাজে পরিণতি আল্লাহরই হাতে। ♦

27. মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনায় মুমিনদেরকে যে সাহায্যের নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে, প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, এ কাজে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন কী কারণে? এ আয়াতে তারই উত্তর দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, এ সকল লোক পৃথিবীতে ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হলে নিজেদের জান-মাল বায় করে ইবাদত-বন্দেগীর আবহ তৈরি করবে। তারা নিজেরাও ইবাদত করবে, অন্যদেরকেও তা করার জন্য প্রস্তুত করবে। তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের দায়িত্ব পালন করবে। এভাবে এ আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বলে দেওয়া হচ্ছে।

- 42 (হে নবী!) তারা যদি তোমাকে অঙ্গীকার করে, তবে তাদের পূর্বে নৃহের সম্প্রদায় এবং আদ ও ছামুদের সম্প্রদায়ও তো (নিজ-নিজ নবীকে) অঙ্গীকার করেছিল। ♦

- 43 এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় ও নৃতের সম্প্রদায় ♦

- 44 এবং মাদয়ানবাসীরাও। তাছাড়া মূসাকেও অঙ্গীকার করা হচ্ছে। সুতরাং আমি সে কাফেরদেরকে কিছুটা অবকাশ দিয়েছিলাম। তারপর তাদেরকে পাকড়াও করি। এবার দেখ আমার ধরা কেমন ছিল! ♦

- 45 মোদ্দাকথা আমি কত জনপদকেই ধ্বংস করেছি, যখন তারা জুলুমে রত ছিল! ফলে তা ছাদের উপর ধসে পড়েছে, ২৮ কত কুয়া হচ্ছে পরিত্যক্ত এবং কত পাকা মহল (ধ্বংসাবশেষে পরিণত হচ্ছে)! ♦

28. অর্থাৎ, তার ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে প্রথমে ছাদ ধসে পড়ে, তারপর সেই পতিত ছাদের উপর দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে। এভাবে তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। -অনুবাদক

- 46 তবে কি তারা ভূমিতে চলাফেরা করেনি, যা দ্বারা তাদের এমন অন্তকরণ লাভ হত, যা দ্বারা তারা (সত্য) উপলব্ধি করত কিংবা এমন কান লাভ হত, যা দ্বারা তা শুনতে পেত। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় সেই হাদয়, যা বক্ষদেশে বিরাজ করে। ♦

- 47 তারা তোমাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি এনে দিতে বলে, অথচ আল্লাহ কখনই নিজ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। নিশ্চিত জেনে রেখ, তোমার প্রতিপালকের কাছে এক দিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান। ২৯ ♦

29. আল্লাহ তাআলার কাছে এক দিন আমাদের হিসাবের এক হাজার বছরের সমান এ কথার অর্থ কি? এর যথাযথ মর্ম তো আল্লাহ তাআলাই জানেন। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রায়িয়াল্লাহু তাআলা আনহ একে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে আয়াতটির অর্থ বোঝার জন্য এতটুকু ব্যাখ্যাই যথেষ্ট যে, কাফেরদেরকে যখন বলা হত কুফরের পরিগামে তাদেরকে দুনিয়া বা আখেরাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে, তখন তারা একথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং বলত, কই এত দিন পার হয়ে গেল, কোন শাস্তি তো আসল না! যদি সত্যই শাস্তি আসার হয় তবে এখনই কেন আসছে না? এর উত্তরে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা যে ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূরণ হবে। বাকি কখন তা পূরণ হবে সেটা নির্ভর করে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর। তিনি নিজ হিকমত অনুযায়ী তা স্থির করবেন। তোমার যে মনে করছ তা আসতে অনেক বিলম্ব হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তা তোমাদের হিসাবের ব্যাপার। আল্লাহর হিসাব অন্য রকম। তোমাদের হিসাব অনুযায়ী যা এক হাজার বছর আল্লাহর হিসাবের তা একদিন মাত্র। এ আয়াতে আরও ব্যাখ্যা সামনে সূরা মাআরিজ (৭০ : ৩)-এ আসবে ইন্শাআল্লাহ তাআলা।

- 48 আমি কত জনপদকেই তো অবকাশ দিয়েছিলাম, যা ছিল জুলুমরত। অবশেষে আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। আর শেষ পর্যন্ত সকলকে আমারই কাছে ফিরতে হবে। ♦

- 49 (হে নবী!) বলে দাও, আমি তো তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সর্তর্কারী। ♦

- 50 সুতরাং যারা দ্বিমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিষক। ♦

- 51 আর যারা আমার নির্দৰ্শনসমূহকে ব্যর্থ প্রমাণের জন্য দৌড়-বাঁপ করে, তারা হবে জাহানামবাসী। *
- 52 (হে নবী!) তোমার পূর্বে যখনই আমি কোন রাসূল বা নবী পাঠিয়েছি, তার ক্ষেত্রে অবশ্যই এ ঘটনা ঘটেছে যে, যখন সে (আল্লাহর বাণী) পড়েছে শয়তান তার পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে (কাফেরদের অন্তরে) কোন প্রতিবন্ধ ফেলে দিয়েছে। অতঃপর শয়তান যে প্রতিবন্ধ ফেলে আল্লাহ তা অপসারণ করেন তারপর নিজ আয়াতসমূহ সুন্দর করে দেন। ৩০ বন্স্তু আল্লাহ প্রভৃত জ্ঞান ও প্রভৃত হিকমতের মালিক। *
30. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, আপনার বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে যেসব সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে তা নতুন কোন বিষয় নয়। পূর্ব যুগের নবীদের ক্ষেত্রেও এরাপই ঘটেছে। তারা যখন মানুষকে আল্লাহ তাআলা কালাম পড়ে শোনাতেন, তখন শয়তান কাফেরদের অন্তরে নানা রকম সংশয় সন্দেহ সৃষ্টি করত, যে কারণে তারা ঈমান আনত না। কিন্তু তাদের সৃষ্টি সংশয়-সন্দেহ যেহেতু ভিত্তিহীন হত, তাই আল্লাহ তাআলা খাঁটি মুমিনদের অন্তরে তার কোন আছর বাকি থাকতে দিতেন না; বরং তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতেন।
- এ আয়াতের আরেক তরজমাও করা সম্ভব। তা এ রকম, 'আমি তোমার আগে যে-সকল রাসূল বা নবী পাঠিয়েছি তাদের ক্ষেত্রেও এ রকমই ঘটেছে যে, তাদের কেউ যখন কোন আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখন শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় বিপন্তি সৃষ্টি করত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা শয়তানের সৃষ্টি বিপন্তি অপসারণ করে নিজ আয়াতসমূহকে আরও দৃঢ় করতেন। এ তরজমা আনুযায়ী ব্যাখ্যা হবে এ রকম, আবিয়া আলাইহিমুস সালাম নিজ সম্প্রদায়ের ইসলামের জন্য কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করলে প্রথম দিকে শয়তান তাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে বাধা সৃষ্টি করত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার সে বাধা দূর করে নিজ আয়াতসমূহ অধিকরণ মজবুত করে দিতেন এবং নবীগণকে সাহায্য করার সুসংবাদ শোনাতেন। তবে শয়তানের সৃষ্টি বাধা কাফেরদের পক্ষে, যাদের অন্তরে সংশয়-সন্দেহের ব্যাধি ছিল, ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াত। তারা তাকে নবীগণের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করত।
- 53 তা এজন্য যে, শয়তান যে প্রতিবন্ধ ফেলে, আল্লাহ তাকে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাদের অন্তর শক্ত, তাদের জন্য ফিতনায় পরিণত করেন। ৩১ নিশ্চয়ই জালেমগণ বিরোধিতায় বহু দূর পৌঁছে গেছে। *
31. আল্লাহ তাআলা শয়তানকে এরপ প্রতিবন্ধকরণ ও সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করার সুযোগ কেন দেন, ৫৩ ও ৫৪ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এর দ্বারাও উদ্দেশ্য মানুষকে পরীক্ষা করা। এ পরীক্ষায় মুনাফিক ও কাফিরগণ অকৃতকার্য ও মুমিনগণ কৃতকার্য হয়। যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে বলে মুনাফিকদের আর 'যাদের অন্তর শক্ত' বলে ঘোর কাফিরদের বোঝানো হয়েছে। এ পরীক্ষায় তারা মনের ব্যাধি ও কঠিনত্বের কারণে আরও বেশি সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দিকে এগিয়ে যায় আর যার যারা প্রকৃত জ্ঞানী ও মুমিন, সত্যের প্রতি আরও বেশি আস্থাবান হয় তারা নিজেদের ঈমানকে বলিয়ান করে তোলে। -অনুবাদক
- 54 আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জেনে নেয় এটাই (অর্থাৎ এ কালামই) সত্য, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে অতঃপর তারা যেন তাতে ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জন্য সরল পথের হিদায়াতদাতা। *
- 55 যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা এ সম্পর্কে (অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে) অব্যহতভাবে সন্দেহে পতিত থাকবে, যাবৎ না তাদের উপর অক্ষাং কিয়ামত উপস্থিত হয় অথবা তাদের উপর এমন এক দিবসের শাস্তি এসে পড়ে যা (তাদের জন্য) কোনও রকমের ৩২ কল্যাণপ্রসূ নয়। *
32. কিয়ামত দিবসকে عَيْنَ (বন্ধু) বলা হয়েছে এ কারণে যে, কাফেরদের জন্য সেদিন হবে সম্পূর্ণ নিষ্ফল। তা থেকে তারা ভালো কিছু লাভ করবে না। অর্থাৎ তাদের কল্যাণ সাধনের পক্ষে তা যেন বন্ধু। অথবা বন্ধ্যা বলার কারণ, এর পর আর কোনও দিন নেই। প্রতিটি দিন যেন পরের দিনকে জন্ম দেয়। কিয়ামতই যেহেতু দুনিয়ার সর্বশেষ দিন, তাই তা আর কোন দিনকে জন্ম দেবে না। সে হিসেবে তা বন্ধ্যাতুল্য। - অনুবাদক
- 56 সে দিন রাজত্ব হবে কেবল আল্লাহর। তিনি তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা থাকবে নি-আমত-আকীর্ণ জানাতে। *
- 57 আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য থাকবে লাক্ষণাকর শাস্তি। *
- 58 যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, তারপর তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে বা তাদের ইন্তিকাল হয়েছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে উত্তম রিয়ক দান করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ রিয়কদাতা। *
- 59 তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে পৌঁছাবেন, যা পেয়ে তারা খুশী হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞত, পরম সহনশীল। *
- 60 এসব স্থিরীকৃত বিষয় এবং (আরও জেনে রেখ) কোনও ব্যক্তি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যদি ঠিক ততটুকু কষ্ট দেয়, যতটুকু কষ্ট তাকে দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর ফের তার প্রতি অত্যাচার করা হয়, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। ৩৩ নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল। *

33. পূর্বে ৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে সেই সকল কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন যারা তাদের উপর জুলুম-অত্যাচার করেছিল, যদিও এর আগে উপর্যুক্তির তাদেরকে সবর ও ক্ষমা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল। এবার এ স্থলে কেবল যুদ্ধের ক্ষেত্রেই নয়, বরং যে-কোন রকমের অত্যাচার-উৎপীড়নের ক্ষেত্রে প্রতিশেধ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। তবে শর্ত হল যে পরিমাণ জুলুম করা হয়েছে, প্রতিশেধ ঠিক সেই পরিমাণই হতে হবে। তার বেশি নয়। সেই সঙ্গে বলা হচ্ছে, ক্ষমা প্রদর্শনের নীতি যদিও সর্বোত্তম, কিন্তু ইনসাফ রক্ষা সাপেক্ষে প্রতিশেধ গ্রহণও জায়েয় এবং সে ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সাহায্যের ওয়াদা আছে। বরং এখানে আরও অগ্রসর হয়ে বলা হয়েছে, ইনসাফ রক্ষা করে প্রতিশেধ গ্রহণের পর ফের যদি তাদের উপর জুলুম করা হয়, হবে আল্লাহ তাআলা তখনও তাদেরকে সাহায্য করবেন।

61 তা এজন্য যে, আল্লাহ তাআলার শক্তি বিপুল। তিনি) রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান [৩৪](#)
এবং এজন্য যে, আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। *

34. অর্থাৎ এক মণ্ডসুমে যেটা থাকে দিনের অংশ অন্য মণ্ডসুমে আল্লাহ তাআলা তাকে রাত বানিয়ে দেন। আবার এক মণ্ডসুমে যেটা থাকে রাতের অংশ অন্য মণ্ডসুমে তাকে দিন বানিয়ে দেন। চাঁদ-সুরুজের পরিক্রমণকে আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার প্রজ্ঞায় এক অলংকনীয় নিয়ম-নিগড়ে বেঁধে দিয়েছেন। কখনও তাতে এক মুহূর্তের হেরফের হয় না। এমনিতে তো আল্লাহ তাআলার কুদরতের নির্দর্শন অগণ্য। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে দিবা-রাত্রের এই পালা বাদলের বিষয়টাকে উল্লেখ করা হচ্ছে সম্ভবত এ কারণে যে, এখানে আলোচনা চলছে মজলুমের সাহায্য করা সম্পর্কে। সে প্রসঙ্গেই এ দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে, রাত-দিনের সময় যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমনি জালেম-মজলুমের মধ্যেও সময়ের পলাবদল হয়। এক সময় যে ছিল মজলুম, আল্লাহ তাআলা জালেমের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করেন। ফলে সে শক্তিশালী হয় ওঠে ও জালেমের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে। আর যে জালেম এতদিন প্রবল-পরাক্রান্ত ছিল সে এ যাবৎকাল যার উপর জুলুম করেছিল, তার সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়।

62 তা এজন্য যে, আল্লাহই সত্য। আর তারা তাঁকে ছেড়ে যেসব জিনিসের ইবাদত করে তা সবই মিথ্যা। আর আল্লাহই সেই সত্তা, যার মহিমা, সমুচ্চ, মর্যাদা বিপুল। *

63 তুমি কি দেখনি আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, যা দ্বারা ভূমি সবুজ-সজীব হয়ে ওঠে? বস্তুত আল্লাহ অশেষ দয়াবান, সর্ব বিষয়ে অবহিত। [৩৫](#) *

35. অর্থাৎ বান্দাদের রিয়ক দানে দয়াবান আর তাদের অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে জ্ঞাত। এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য পুনরুত্থান সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করা। অর্থাৎ যেই সত্তা এভাবে মৃত ভূমিকে সঞ্চীবিত করেন তিনি মৃত মানব গোষ্ঠীকেও পুনরায় জীবিত করে তুলতে সক্ষম। - অনুবাদক

64 যা-কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা-কিছু আছে পৃথিবীতে সব তাঁরই। নিশ্চিত জেন, আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি সকলের থেকে অনপেক্ষ, প্রশংসার্হ। *

65 তুমি কি দেখনি আল্লাহ ভূমিত্ত সব কিছুকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে রেখেছেন এবং জলায়নসমূহকেও, যা তার আদেশে সাগরে চলাচল করে? এবং তিনি আকাশকে এভাবে ধারণ করে রেখেছেন যে, তা তার অনুমতি ছাড়া পৃথিবীর উপর পতিত হবে না। বস্তুত আল্লাহ মানুষের প্রতি মমতাময় পরম দয়ালু। *

66 তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, তারপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন। সত্যিই মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। [৩৬](#) *

36. কেননা যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তারপর অসংখ্য অগণ্য নি'আমতের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে রেখেছেন, সেই মহাদাতা দয়াময়ের ইবাদত-অনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে অন্যদের সামনে মাথা নোয়াচ্ছে। -অনুবাদক

67 আমি প্রত্যেক উশ্মতের জন্য ইবাদতের এক পদ্ধতি নির্দিষ্ট করেছি, যে অনুসারে তারা ইবাদত করে। [৩৭](#) সুতরাং (হে নবী!) এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে যেন তারা বিতর্কে লিপ্ত না হয়। তুমি নিজ প্রতিপালকের দিকে দাওয়াত দিতে থাক। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথে আছ। *

37. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল বিধি-বিধান পেশ করেছেন, তার মধ্যে কিছু এমনও আছে, যা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের দেওয়া বিধান থেকে আলাদা। এ কারণে কোন কোন কাফেরের আপত্তি ছিল। এ আয়াতে তার উপর দেওয়া হয়েছে। এতে আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন একেক নবীর শরীয়তে ইবাদতের একেক রকম নিয়ম বাতালনো হয়েছে এবং প্রত্যেক যুগের পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে বিধানাবলীর মধ্যেও কিছু প্রভেদ রাখা হয়েছিল। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে যে সব বিধান দেওয়া হয়েছে, তার কোনওটিকে পূর্বেকার শরীয়তসমূহ থেকে পৃথক মনে হলে তাতে আপত্তির কিছু নেই। এবং তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়ারও কোন অবকাশ নেই।

68 তারা তোমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলে বলে দাও, তোমরা যা-কিছু করছ আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। *

- 69 যে সব বিষয়ে তোমরা বিতর্ক করছ, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসা করে দিবেন। ♦
- 70 তুমি কি জান না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানেন? এসব বিষয় একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে। নিশ্চয়ই তা আল্লাহ তাআলার পক্ষে অতি সহজ। ♦
- 71 তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন জিনিসের ইবাদত করে যার (মাঝে হওয়া) সম্পর্কে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবর্তীণ করেননি এবং এমন জিনিসের (ইবাদত করে) যে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। ৩৮ (আখেরাতে) এ রকম জালেমদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। ♦
38. অর্থাৎ, তাদের প্রতিমাণগুলো যে বাস্তবিকই প্রভুত্বের মর্যাদা রাখে এ জ্ঞান অর্জন হতে পারে এমন কোন দলীল তাদের কাছে নেই।
- 72 তাদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয়, তখন তুমি কাফেরদের চেহারায় বিচ্ছিন্ন ভাব দেখতে পাও। যেন তাদেরকে যারা আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনায় তাদের উপর আক্রমণ চালাবে। বল, হে মানুষ! আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে বেশি অপচন্দনীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত করব? ৩৯ তা হল আগুন। আল্লাহ কাফেরদেরকে তার প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন। তা অতি মন্দ ঠিকানা। ♦
39. অর্থাৎ, এখন তো তোমরা কেবল কুরআনের আয়াতসমূহকেই অপচন্দ করছ। আখেরাতে যখন জাহানামের আগুন সামনে এসে যাবে তখন টের পাবে প্রকৃত অপচন্দের জিনিস কাকে বলে?
- 73 হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমরা দু'আর জন্য আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাক, তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, যদিও এ কাজের জন্য তারা সকলে একত্র হয়ে যায়। এমনকি মাছি যদি তাদের থেকে কোন জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাও তারা তার থেকে উদ্ধার করতে পারে না। এরপ দু'আকারীও বড় দুর্বল এবং যার কাছে দু'আ করা হয় সেও। ♦
- 74 তারা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রান্ত। ♦
- 75 আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য হতে তাঁর বার্তাবাহক মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্য হতেও। ৪০ নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। ♦
40. কোন কোন ফিরিশতা নবীগণের কাছে ওয়াইর বার্তা নিয়ে আসবে এবং মানুষের মধ্যে কাকে কাকে নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হবে তা নির্ধারণ আল্লাহ তাআলাই করেন।
- 76 তিনি তাদের সামনের ও পিছনের যাবতীয় বিষয় জানেন। বস্তুত আল্লাহরই কাছে যাবতীয় বিষয় ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ♦
- 77 হে মুমিনগণ! ঝুকু কর, সিজদা কর, তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং সৎকর্ম কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পার।* ♦
- 78 এবং আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। ৪১ তিনি তোমাদেরকে (তাঁর দীনের জন্য) মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। নিজেদের পিতা ইবরাহীমের দীনকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর। তিনিই পূর্বেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন মুসলিম এবং এ কিতাবেও ৪২ (অর্থাৎ কুরআনেও), যাতে এই রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারে আর তোমরা সাক্ষী হতে পার অন্যান্য মানুষের জন্য। ৪৩ সুতরাং নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে আকড়ে ধর। তিনি তোমাদের অভিভাবক। দেখ কত উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কত উত্তম সাহায্যকারী। ♦
41. 'জিহাদ'-এর আভিধানিক অর্থ প্রচেষ্টা চালানো ও মেহনত করা। দীনের পথে যে-কোন মেহনতকেই জিহাদ বলা হয়ে থাকে। সশস্ত্র প্রচেষ্টা তথ্য আল্লাহ তাআলার পথে যুদ্ধ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া শান্তিপূর্ণ মেহনত ও আত্মশুদ্ধিমূলক সাধনাও জিহাদই বটে।
42. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন মুসলিম এবং কুরআন মাজীদেও। এর অর্থ আনুগত্যকারী। অথবা এ নাম হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামেরই রাখা, যেমন তিনি দু'আ করেছিলেন, 'আমার বংশধরদের মধ্যে বানাও এক মুসলিম উম্মত' (বাকারা ২ : ১২৮)। এমনিতে যদিও সমস্ত নবীর অনুসারীগণই মুসলিম ছিল, কিন্তু এখন এটি কেবল মুহাম্মাদী উম্মতেরই উপাধি হয়ে গেছে। কাজেই তাদের উচিত এ উপাধির মর্যাদা রক্ষা করা (-অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী থেকে)।

43. মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উচ্চত সম্পর্কে সাক্ষ দেবেন যে, তারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল আর তাঁর উচ্চত অন্যান্য উচ্চতের ব্যাপারে সাক্ষ দেবে যে, তাদের কাছে তাদের নবীগণ আল্লাহ তাআলার বাণী যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। এ বিষয়টা পূর্বে সুরা বাকারায়ও (২ : ১৪৭) গত হয়েছে। সেখানে এ সম্পর্কে যে ঢীকা লেখা হয়েছে তা দেখে নিতে পারেন।



♦ আল মু'মিনুন ♦

1 নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ ☺

2 যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। ১ ☺

1. এটা খুশু-এর অর্থ। আরবীতে খুয় (عُشْقٌ)-এর অর্থ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নত করা আর খুশু (عُشْقٌ) অর্থ অন্তরকে বিনয়ের সাথে নামাযের অভিমুখী রাখা। এর সহজ পদ্ধা হল, নামাযে মুখে ঘা পড়া হয় তার দিকে ধ্যান রাখা, অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন দিকে খেয়াল গেলে সেটা ধর্তব্য নয়। কিন্তু স্মরণ হওয়া মাত্র ফের নামাযের শব্দাবলীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া চাই।

3 যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। ২ ☺

2. অর্থ অহেতুক কাজ, যাতে না দুনিয়ার কোন ফায়দা আছে, না আখেরাতের।

4 যারা যাকাত সম্পাদনকারী ৩ ☺

3. 'যাকাত'-এর আভিধানিক অর্থ পাক-পবিত্র করা। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর ফরয করেছেন যে, তারা যেন তাদের সম্পদের একটা অংশ গরীবদের দান করে। এটা ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত। পরিভাষায় একে যাকাত বলে। এই আর্থিক ইবাদতকে যাকাত বলার কারণ এর ফলে ব্যক্তির অবশিষ্ট সম্পদ পরিত্র হয়ে যায় এবং পরিশুদ্ধ হয় তার অন্তরণ। এছলে যাকাত দ্বারা যেমন আর্থিক প্রদেয়কে বোঝানো হতে পারে তেমনি বোঝানো হতে পারে 'তাফকিয়া'-ও। তাফকিয়া মানে নিজেকে মন্দ কাজ ও মন্দ চরিত্র থেকে পরিত্র ও পরিশুদ্ধ করা। কুরআন মাজীদ এছলে 'যাকাত আদায়কারী' না বলে যে 'যাকাত সম্পাদনকারী' বলেছে, এ কারণে অনেক মুফাসিসির দ্বিতীয় অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

5 যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে ৪ ☺

4. অর্থাৎ, যেন চাহিদা পূরণের জন্য কোন অবৈধ পদ্ধা অবলম্বন করে না আর এভাবে নিজ লজ্জাস্থানকে তা থেকে হেফাজত করে।

6 নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, ৫ কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। ☺

5. এর দ্বারা এমন দাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা শরয়ী বিধান অনুসারে কারও মালিকানাধীন হয়ে গেছে। অবশ্য বর্তমানে এ রকম দাসীর কোন অস্তিত্ব কোথাও নেই।

7 তবে কেউ এ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করলে তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী। ৬ ☺

6. অর্থাৎ, স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসী ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে লিপ্ত হয়ে যেন চাহিদা পূরণ করা যেহেতু হারাম, তাই কেউ যদি অন্যতে লিপ্ত হতে চায়, তবে সে শরীয়তের সীমা অতিক্রমকারী সাব্যস্ত হবে।

8 এবং যারা তাদের আমানত ৭ ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। ☺

7. 'আমানত' কথাটি অতি ব্যাপক। এর দ্বারা যেমন বান্দার প্রতি আরোপিত আল্লাহর আমানত বোঝানো হয়েছে, যথা ঈমান-আকীদা, ওহীর ইলম, সৃষ্টিগত যোগ্যতা ইত্যাদি, তেমনি মানুষের পারম্পরিক আমানতও, যথা গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ, প্রার্থিত রায় ও পরামর্শ, গোপন কথাবার্তা, অর্পিত পদমর্যাদা ও দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি। -অনুবাদক

৯ এবং ঘারা নিজেদের নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। *

৮. নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ কথাটির অর্থ অতি ব্যাপক। যথাসময়ে নামায পড়া, নামাযের শর্ত, আদব ও অন্যান্য নিয়মাবলী রক্ষায় যত্নবান থাকা, সুন্দর ও সুচারুরূপে নামায আদায় করা, সবই এর অস্তিত্ব।

১০ এরাই হল সেই ওয়ারিশ, *

১১ ঘারা জান্মাতুল ফিরদাউসের মীরাস লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। *

৯. জান্মাতকে মুমিনদের মীরাস বলা হয়েছে এ কারণে যে, মালিকানা লাভের ঘতগুলো সূত্র আছে তার মধ্যে 'মীরাস' সূত্রটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট সম্পদ এ সূত্রে আপনা-আপনি ব্যক্তির মালিকানায় এসে যায় এবং এসে যাওয়ার পর আর সে মালিকানা লুপ্ত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। ইশারা করা হচ্ছে, জান্মাত লাভের পর পাছে তার থেকে তা কেড়ে নেওয়া হয় মুমিন ব্যক্তির এরাপ কোন ভয় থাকবে না। নিচিত মনে সে অনন্তকাল তাতে বসবাস করতে থাকবে।

১২ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির সারাংশ দ্বারা। ১০ *

১০. মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করার এক অর্থ তো এই যে, আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারপর তার ওরস থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় মানুষ ডুম্বলাভ করেছে। অর্থাৎ, সরাসরি মাটির সৃষ্টি কেবল হযরত আদম আলাইহিস সালাম আর বাকি সকলে মাটির সৃষ্টি তাঁর মাধ্যমে। এর দ্বিতীয় অর্থ হল, মানুষ সৃষ্টির সূচনা হয় শুক্রবিন্দু হতে। শুক্রের মূল খাদ্য আর খাদ্য উৎপাদনে মাটির ভূমিকাই প্রধান। সুতৰাং পরোক্ষভাবে সমস্ত মানুষ মাটির সৃষ্টি।

১৩ তারপর তাকে স্থলিত বিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত স্থানে রাখি। ১১ *

১১. সংরক্ষিত স্থান হল মায়ের গর্ভ।

১৪ তারপর আমি সেই বিন্দুকে জমাট রক্তে ১২ পরিণত করি। তারপর সেই জমাট রক্তকে গোশতপিণ্ড বানিয়ে দেই। তারপর সেই গোশতপিণ্ডকে অঙ্গিতে রূপান্তরিত করি। তারপর অঙ্গিরাজিতে গোশতের আচ্ছাদন লাগিয়ে দেই। তারপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি ১৩। বস্তুত সকল কারিগরের শ্রেষ্ঠ কারিগর আল্লাহ কর মহান! *

১২. ১২ এর অর্থ জমাট রক্ত, সংযুক্ত, ঝুলন্ত ইত্যাদি। সাধারণ মুফাসিরগণ এর অর্থ করেছেন জমাট রক্ত। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মতে মাত্রগুরের ক্রণের যে ক্রমবিকাশ হয়, তাতে প্রথম দিকে পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিষ্টাগু মিলিত হয়ে জরায়ুর গায়ে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। এ হিসেবে আলাকা হল সম্মিলিতরূপে শুক্র ও ডিষ্টাগুর জরায়ু-সংলগ্ন সেই অবস্থার নাম। -অনুবাদক

১৫ অতঃপর এসবের পর অবশ্যই তোমাদের মৃত্যু ঘটবে। *

১৬ তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদেরকে পুনরুদ্ধিত করা হবে। *

১৭ আমি তোমাদের উপর সৃষ্টি করেছি সাত স্তরবিশিষ্ট পথ। আর সৃষ্টি সম্বন্ধে আমি উদাসীন নই। ১৪ *

১৩. 'অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি' অর্থাৎ তারপর তার মধ্যে রাহ ফুকে দেই। ফলে সে এক জ্যান্ত-জাগ্রত মানুষে পরিণত হয়। ছিল জড়, হয়ে গেল প্রাণবন্ত, ছিল মৃক হয়ে গেল সবাক, এমনিভাবে হয়ে গেল দ্রষ্টা, শ্রোতা এবং আরও কত কি! তারপর তার মধ্যে শৈশব, কৈশোর, ঘোবন, বার্ধক্যের নানাবিধি অবস্থাগুল ঘটে। -অনুবাদক

১৪. এখানে সাত আকাশকে 'সাত স্তরবিশিষ্ট পথ' বলা হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাগণ আকাশমণ্ডল থেকেই আসা যাওয়া করে। এ হিসেবে আকাশমণ্ডল তাদের পথ। আয়াতের শেষে যে বলা হয়েছে 'আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন নই', এর মানে কোন সৃষ্টির কী প্রয়োজন, তাদের কল্যাণ কিসে নিহিত, সে সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। কাজেই আমার যাবতীয় সৃজনকর্ম সে দিকে লক্ষ রেখেই সম্পাদিত হয়।

১৮ আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে বারি বর্ষণ করি, তারপর তা ভূমিতে সংরক্ষণ করি। ১৫ নিশ্চয়ই আমি তা অপসারণ করতেও সক্ষম। *

15. অর্থাৎ, আকাশ থেকে আমি যে বৃষ্টি বর্ষণ করি তোমাদেরকে যদি তা সংরক্ষণ করার দায়িত্ব দেওয়া হত, তবে তোমাদের পক্ষে তা সম্ভব হত না। আমি এ পানি পাহাড়-পর্বতে বর্ষণ করে বরফ আকারে জমা করে রাখি। তারপর সে বরফ গলে-গলে নদ-নদীর সৃষ্টি হয়। তা থেকে শিরা-উপর্মিকারাপে সে পানি ভূগর্ভে ছড়িয়ে পড়ে এবং মাটির স্তরে-স্তরে তা জমা হয়ে থাকে। কোথাও কুয়া ও প্রস্রবণের সৃষ্টি হয়।
19. তারপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান উৎপন্ন করি, যা দ্বারা তোমাদের প্রচুর ফল অর্জিত হয় এবং তা থেকেই তোমরা খাও। *
20. এবং সৃষ্টি করি সেই বৃক্ষগুলি, যা সিনাই পর্বতে জন্ম নেয় ১৬ এবং যা আহারকারীদের জন্য তেল ও ব্যঞ্জনসহ উৎপন্ন হয়। *
16. এর দ্বারা যায়তুন গাছ বোঝানো হয়েছে। সাধারণত এ গাছ সিনাই পাহাড়ের এলাকাতেই বেশি জন্মায়। এর থেকে যে তেল উৎপন্ন হয়, তা যেমন তেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তেমনি আরব দেশসমূহে রাস্তির সাথে ব্যঙ্গনরাপেও এর বহুল ব্যবহার আছে। এছালে আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে বিশেষভাবে যায়তুন বৃক্ষের উল্লেখ করেছেন এ কারণে যে, এর উপকারিতা বহুবিধি।
21. নিচয়ই তোমাদের জন্য গবাদি পশ্চিমে আছে শিক্ষা। তার উদরে যা আছে তা (অর্থাৎ দুধ) থেকে আমি তোমাদেরকে পান করাই এবং তার মধ্যে তোমাদের জন্য আছে বহু উপকারিতা আর তা থেকে তোমরা খাদ্য গ্রহণ কর। *
22. এবং তাতে ও নৌযানে তোমাদেরকে সওয়ারণ করানো হয়ে থাকে। *
23. আমি নৃকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং সে (তার সম্প্রদায়কে) বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়ি তোমাদের কোন মাঝুদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? *
24. তখন তার সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানগণ (একে অপরকে) বলল, এই ব্যক্তি তোমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া তো কিছু নয়। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়। আল্লাহ চাইলে কোন ফেরেশতাই নায়িল করতেন। আমরা তো এমন কথা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কখনও শুনিনি। *
25. (প্রকৃতপক্ষে এ লোকটির ব্যাপার এই যে,) সে এমনই এক লোক, যার উন্মত্তা দেখা দিয়েছে। সুতরাং তার ব্যাপারে তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা করে দেখ (হয়ত তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে)। *
26. নৃহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! তারা যে আমাকে মিথ্যক সাব্যস্ত করেছে, তাতে তুমিই আমাকে সাহায্য কর। *
27. সুতরাং আমি তার কাছে ওহী পাঠালাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুসারে নৌযান নির্মাণ কর। তারপর যখন আমার হৃকুম আসবে এবং তামুর ১৫ উথলে উঠবে তখন প্রত্যেক জীব থেকে এক-এক জোড়া নিয়ে তা সেই নৌযানে তুলে নিও ১৮ এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তবে যাদের বিরুদ্ধে আগেই সিদ্ধান্ত হিঁর হয়ে গেছে তাদেরকে নয়। ১৯ আর সে জালেমদের সমন্বে আমার সঙ্গে কোন কথা বলবে না। নিচয়ই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হবে। *
17. 'তামুর'-এর এক অর্থ চুলা, অন্য অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কোন কোন বিওয়ায়াতে প্রকাশ যে, হযরত নৃহ আলাইহিস সালামের সময়কার প্লাবন শুরু হয়েছিল চুলা থেকে। একদিন দেখা গেল চুলা থেকে পানি উথলে উঠছে এবং উপর থেকেও বৃষ্টিপাত হচ্ছে। দেখতে দেখতে তা ভয়াবহ প্লাবনের আকার ধারণ করল। হযরত নৃহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হৃদ (১১: ২৫-৪৮)-এ চলে গেছে।
18. প্রত্যেক জীব থেকে এক-এক জোড়া তুলে নিতে বলা হয়েছিল এ কারণে, যাতে মানুষের প্রয়োজনীয় জীব-জন্মের বংশধারা রক্ষা পায়।
19. এর দ্বারা হযরত নৃহ আলাইহিস সালামের খান্দানের যেসব লোক তখনও পর্যন্ত ঈমান আনেনি এবং তাদের নসীবেও ঈমান ছিল না, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যেমন হযরত নৃহ আলাইহিস সালামের পুত্র কিনারান। সূরা হৃদে তার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।
28. তারপর যখন তুমি এবং তোমার সঙ্গীগণ নৌযানে ঠিকঠাক হয়ে বসে যাবে, তখন বলবে, শুকর আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন। *
29. এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অবতরণ করাও বরকতময় অবতারণে। আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী। *

- 30 নিশ্চয়ই এতে আছে বহু নির্দর্শন। আর আমি তো তোমাদেরকে পরীক্ষা করারই ছিলাম। ❖
- 31 অতঃপর আমি তাদের পর অন্য মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করলাম। ❖
- 32 এবং তাদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠালাম, ১০ সে বলেছিল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? ❖
20. 'তাদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠালাম'। ইনি কোন নবী কুরআন মাজীদ তা স্পষ্ট করে বলেন। তবে ঘটনা বিশ্লেষণ করলে এটাই বেশি পরিষ্কার মনে হয় যে, ইনি ছিলেন হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম। তাকে ছামুদ জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। কেননা সামনে ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল বিকট আওয়াজ দ্বারা। আর অন্যান্য সূরায় আছে হযরত সালিহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কেই বিকট আওয়াজ দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। কোন কোন মুফাসিসির এ সম্ভাবনাও ব্যক্তি করেছেন যে, সন্তুষ্ট এখনে হযরত হুদ আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়েছে, যাকে আদ জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। এ হিসেবে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ হবে এমন প্রলয়ক্ষণারী ঝড়, যার সাথে বিকট আওয়াজও ছিল। এ উভয় জাতির ঘটনা সূরা আরাফ (৭ : ৬৫, ৭৩) ও সূরা হুদ (১১ : ৫০, ৬১)-এ বর্ণিত হয়েছে।
- 33 তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফর অবলম্বন করেছিল ও আখেরাতের সাক্ষাৎ কারকে অঙ্গীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সামগ্ৰী দিয়েছিলাম, তারা একে অন্যকে বলল, এই ব্যক্তি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ। তোমরা যা খাও সে তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে। ❖
- 34 তোমরা যদি তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য করে বস, তবে তোমরা নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ❖
- 35 সে কি তোমাদেরকে এই ভয় দেখায় যে, তোমরা যখন মারা যাবে এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবে, তখন তোমাদেরকে পুনরায় (মাটি থেকে) বের করা হবে? ❖
- 36 তোমাদেরকে যে বিষয়ের ভয় দেখান হচ্ছে, সেটা তো সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট ও অকল্পনীয় ব্যাপার। ❖
- 37 জীবন তো এই ইহজীবনই, আর কিছু নয়। (এখানেই) আমরা মরি ও বাঁচি। আমাদেরকে ফের জীবিত করা যাবে না। ❖
- 38 (আর এই যে ব্যক্তি) এ তো এমনই এক লোক, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। আমরা এর প্রতি ঈমান আনার নই। ❖
- 39 নবী বলল, হে আমার প্রতিপালক! তারা যে আমাকে মিথ্যক ঠাওরিয়েছে, সে ব্যাপারে তুমিই আমাকে সাহায্য কর। ❖
- 40 আল্লাহ বললেন, অল্লাকালের ভেতরই তারা নিশ্চিত অনুত্পন্ন হবে। ❖
- 41 সুতরাং সত্যিই ১১ তাদেরকে এক মহানাদ আক্রান্ত করে এবং আমি তাদেরকে আবর্জনায় পরিণত করি। সুতরাং একুপ জালেম সম্প্রদায়ের প্রতি অভিশাপ। ❖
21. 'সত্যিই', অর্থাৎ উপরে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা সত্য ছিল এবং সে অনুযায়ী সত্যিই এক মহানাদ তাদেরকে আঘাত করেছিল। অথবা এর অর্থ, 'এক মহানাদ তাদেরকে আঘাত করেছিল ন্যায্যভাবে। তা তাদের উপর জুলুম ছিল না আঁটো। -অনুবাদক
- 42 অতঃপর আমি তাদের পর অন্যান্য মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করি। ❖
- 43 কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালের আগেও যেতে পারে না এবং তার পরেও থাকতে পারে না। ১২ ❖
22. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তির ধ্বংসের জন্য যে কাল নির্দিষ্ট করেছেন, তারা তাকে আগ-পাছ করতে পারে না।
- 44 অতঃপর আমি আমার রাসূলগণকে পাঠাতে থাকি একের পর এক। যখনই কোন সম্প্রদায়ের কাছে তাদের রাসূল এসেছে, তারা অবশ্যই তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। সুতরাং আমিও তাদের একের পর এককে ধ্বংস করে দেই এবং তাদেরকে পরিণত করি

- কিস্সা-কাহিনীতে। অতএব অভিশাপ সেই সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা ঈমান আনে না। ❁
- 45 অতঃপর আমি মূসা ও তার ভাই হারানকে আমার নির্দর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ❁
- 46 ফির'আউন ও তার সরদারদের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা অহংকার প্রদর্শন করল। বস্তুত তারা ছিল এক দাঙ্গিক সম্প্রদায়। ❁
- 47 অতঃপর তারা বলল, আমরা কি আমাদেরই মত দু'জন মানুষের প্রতি ঈমান আনব, অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করছে? ২৩ ❁
23. হযরত মূসা ও হারান আলাইহিমাস সালামের কওম ছিল বনী ইসরাইল। ফির'আউন তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল।
- 48 এভাবে তারা তাদেরকে অঙ্গীকার করল এবং শেষ পর্যন্ত তারাও ধর্ষণপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হল। ❁
- 49 আর আমি মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, যাতে তারা হেদয়াত লাভ করে। ❁
- 50 এবং আমি মারযামের পুত্র ও তার মাকে (অর্থাৎ হযরত ঈসা ও মারযাম আলাইহিমাস সালামকে) বানিয়েছিলাম এক নির্দশন এবং তাদেরকে এমন এক উচ্চভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলাম, যা ছিল শান্তিপূর্ণ এবং যেখানে প্রবাহিত ছিল স্বচ্ছ পানি। ২৪ ❁
24. হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কুররতের এক নির্দশন স্বরূপ বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ছিল বেথেলহাম। বেথেলহামের রাজা তাঁর ও তাঁর মায়ের শক্র হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদের আত্মগোপনের জন্য এমন একটা জায়গা দরকার ছিল, যা রাজার নজরদারির বাইরে। কুরআন মাজীদ বলছে, আমি তাদেরকে এমন এক উচ্চস্থানে আশ্রয় দিলাম, যা ছিল তাদের জন্য নিরাপদ এবং সেখানে তাঁদের প্রয়োজন সমাধার জন্য ছিল ঝরনার পানি।
- 51 হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হতে (যা ইচ্ছা) খাও ও সৎকর্ম কর। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আমি সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। ❁
- 52 বস্তুত এটাই তোমাদের দীন, (সকলের জন্য) একই দীন! আর আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং আমাকে ভয় কর। ❁
- 53 কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে (বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হয়ে) তাদের দীনকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করে ফেলল। প্রতিটি দল নিজেদের ভাবনা মতে যে পন্থা অবলম্বন করেছে তা নিয়েই উৎফুল্ল। ২৫ ❁
25. অর্থাৎ মৌলিকভাবে সমস্ত নবীর দীন ছিল একই। তারা একই 'আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন, হালাল খাদ্য গ্রহণ ও হারাম খেকে বেঁচে থাকা এবং সৎকর্ম অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল কেবল শাখাগত বিষয়ে অর্থাৎ প্রত্যেকের শরীআত্ম ছিল আলাদা। মৌলিক বিষয়ে যে পার্থক্য, তা মানুষেরই সৃষ্টি। তারাই পরম্পর মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে আলাদা-আলাদা আকীদা-বিশ্বাস তৈরি করে নিয়েছে আর এভাবে বিভিন্ন দল তৈরি হয়ে কেউ হয়েছে ইয়াহুদী, কেউ খ্রিস্টান, কেউ মাজুসী কিংবা মৌলুক, পৌত্রলিক ইত্যাদি। সকলে যদি যথাযথভাবে নবীগনের নির্দেশনা অনুযায়ী চলত, তবে বিশ্বব্যাপী দীন বলতে কেবল ইসলামই থাকত এবং সকলেই হত মুসলিম। -অনুবাদক
- 54 সুতরাং (হে রাসূল!) তাদেরকে নির্দিষ্ট এক কাল পর্যন্ত নিজেদের অঙ্গতার ভেতর নিমজ্জিত থাকতে দাও। ❁
- 55 তারা কি মনে করে আমি তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি ❁
- 56 তা দ্বারা তাদের কল্যাণ সাধনে ত্বরা দেখাচ্ছি? ২৬ না, বরং (প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে) তাদের কোন অনুভূতি নেই। ❁
26. কাফেরগণ দাবি করত তারাই সঠিক পথে আছে আর তারা প্রমাণ হিসেবে বলত, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ধনে-জনে সম্পন্নতা দান করেছেন। এর দ্বারা বোৱা যায় তিনি আমাদের প্রতি খুশী। ফলে আগামীতেও তিনি আমাদেরকে সুখ-স্বচ্ছন্দ্যে রাখবেন। তিনি নারাজ হলে এমন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমাদেরকে দিতেন না। এটা প্রমাণ করে আমরাই সত্যের উপর আছি।
এ আয়াতে তাদের সে দাবির জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, দুনিয়ায় অর্থ-সম্পদের প্রাপ্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি প্রমাণ করে না।
কেননা তিনি কাফের ও নাফরমানকেও রিয়ক দান করেন। বস্তুত তিনি খুশী কেবল সেই সকল লোকের প্রতি যারা ৫৭ থেকে ৬০ নং আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যবলীর অধিকারী। তিনি তাদেরকে উৎকৃষ্ট পরিগাম দান করবেন।

- 57 নিশ্চয়ই যারা নিজ প্রতিপালকের ভয়ে ভীত ❁
- 58 এবং যারা নিজ প্রতিপালকের আয়াতসমূহে ঈমান রাখে ❁
- 59 এবং যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করে না ❁
- 60 এবং যারা যে-কোন কাজই করে, তা করার সময় তাদের অন্তর এই ভয়ে ভীত থাকে যে, তাদেরকে নিজ প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে, ২৫ ❁
27. অর্থাৎ, সৎকর্ম করছে বলে তাদের অন্তরে অহমিকা দেখা দেয় না; বরং তারা এই ভেবে ভীত-কম্পিত থাকে যে, তাদের কর্মে এমন কোন ক্রটি রয়ে যায়নি তো, যা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে!
- 61 তারাই কল্যাণার্জনে তৎপরতা প্রদর্শন করছে এবং তারাই সে দিকে অগ্রসর হচ্ছে দ্রুতগতিতে। ❁
- 62 আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব দেই না। আমার কাছে আছে এক কিতাব, যা (সকলের অবস্থা) যথাযথভাবে বলে দেবে এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। ❁
- 63 কিন্তু তাদের অন্তর এ বিষয়ে উদাসীনতায় নিমজ্জিত। এছাড়া তাদের আরও বহু দুষ্কর্ম আছে, যা তারা করে থাকে। ২৮ ❁
28. অর্থাৎ, কুফর ও শিরক ছাড়াও তাদের বহু দুষ্কর্ম আছে, যা তারা করে থাকে।
- 64 অবশ্যে আমি যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখন তারা আর্তনাদ করে উঠবে। ❁
- 65 এখন আর্তনাদ করো না। আমার পক্ষ হতে তোমরা কোন সাহায্য পাবে না। ❁
- 66 আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পড়ে শোনানো হত। কিন্তু তোমরা পিছন ফিরে সরে পড়তে ❁
- 67 অত্যন্ত অহমিকার সাথে এ সম্পর্কে (অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে) রাতের বেলা বেহুদা গল্প-গুজব করতে। ২৯ ❁
29. প্রি সর্বনাম দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অহমিকা বশে তারা কুরআনের প্রতি তো ঈমান আনতই না, উল্টো রাতের বেলা পরিত্র কাবার চতুর্বে বাস কুরআন সম্পর্কে বাজে কথাবার্তায় মেটে উঠত। কেউ বলত এটা জাদু, কেউ বলত কবিতা এবং আরও কত কি। অথবা 'প্রি' দ্বারা পরিত্র কাবাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পরিত্র কাবার পদচৰ্ষী ও তার সেবায়েত এই অহংকারে তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত। ۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲ -এর আরেক অর্থ হতে পারে এক গল্পকারকে ত্যাগ করছে, অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিস থেকে এমন অবজ্ঞাভরে উঠে যেত, যেন কোন গল্পকারকে ত্যাগ করছে। -অনুবাদক
- 68 তবে কি তারা এ বাণীর ভেতর চিন্তা করেনি নাকি তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি? ❁
- 69 নাকি তারা তাদের রাসূলকে (আগে থেকে) চিনত না, ফলে তাকে অঙ্গীকার করছে? ৩০ ❁
30. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততা ও বিশ্বস্ত সম্পর্কে কোন ব্যক্তির যদি জানা না থাকত তবে তার অন্তরে তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেওয়ার কিংবা তার নবুওয়াতের বিষয়টি বুঝতে বিলম্ব হওয়ার অবকাশ ছিল। কিন্তু মক্কাবাসী তো চল্লিশ বছর যাবৎ তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে পরিচিত। তারা তাঁর উন্নত আখলাক-চরিত্র দেখে অভ্যন্ত। তারা নিশ্চিতভাবে জানে, তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা বলেননি, কখনও কাউকে ঘোঁঁকা দেননি। তা সত্ত্বেও তারা তাঁকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করছে, যেন তারা তাঁকে চেনেই না এবং তাঁর আখলাক-চরিত্র সম্পর্কে কিছু জানেই না।
- 70 নাকি তারা বলে, সে (অর্থাৎ রাসূল) উন্মাদগ্রস্ত? না, বরং (প্রকৃত ব্যাপার হল) সে তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে এবং তাদের অধিকাংশ সত্য পচ্ছন্দ করে না। ৩১ ❁

31. মক্কার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেন অঙ্গীকার করত? তিনি কি অভিনব কোন বিষয় নিয়ে এসেছিলেন, যা পূর্ববর্তী নবীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা? তাঁর মহান আখলাক-চরিত্র কি তাদের অজ্ঞাত ছিল? নাকি তারা সত্য সত্য মনে করত তিনি (নাউয়বিজ্ঞাহ) একজন উমাদ? না, এর কোনওটিই তাদের অঙ্গীকৃতির কারণ নয়। বরং প্রকৃত কারণ ছিল অন্য। তিনি যে সত্যের বাণী নিয়ে এসেছিলেন তা তাদের ইচ্ছা-অভিনবচির বিপরীত ছিল। তা গ্রহণ করলে ইন্দ্রিয়পরবর্শ হয়ে চলা যেত না। তাই তাঁকে অঙ্গীকার করার জন্য একেকবার একেকে বাহানা দেখাত।

71 সত্য যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুগামী হত, তবে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতে বসবাসকারী সবকিছুই বিপর্যস্ত হয়ে যেত।
প্রকৃতপক্ষে আমি তাদের কাছে তাদের উপদেশবাণী নিয়ে এসেছি, কিন্তু তারা নিজেদের উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

❖

72 নাকি (তাদের অঙ্গীকৃতির কারণ এই যে,) তুমি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও? কিন্তু (এটাও তো গলদ। কেননা) তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রতিদানই (তোমার পক্ষে) উৎকৃষ্ট। তিনি শ্রেষ্ঠতম রিধিকদাতা। ৩২ ❖

32. এর দ্বারা মক্কার মুশারিকদের তিরস্কার করা হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তো তারা জ্ঞাত, তারা জানে তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধিতে কোন ক্রটি নেই, সেদিক থেকে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ, বলিষ্ঠ ও অসাধারণ। তিনি যে বিষয়ের দিকে ডাকছেন তাও সত্য সরল ও সুস্পষ্ট। আবার এ দাওয়াতের কারণে তিনি তাদের কাছে কোন বিনিময়েরও প্রত্যাশা করেন না এবং তা প্রত্যাশা করার কোন প্রশ্নও আসে না, যেহেতু আল্লাহ তাআলা দোজাহানের যে নির্মামত তাকে দান করেছেন তা মানুষের পক্ষ হতে কল্পনীয় সকল বিনিময় অপেক্ষা অতুলনীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ। তা সত্ত্বেও তারা কী কারণে ঈমান না এনে কেবল শক্রতাই করে যাচ্ছে? -অনুবাদক

73 বস্তুত তুমি তাদেরকে ডাকছ সরল পথের দিকে। ❖

74 যারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে না, তারা তো পথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। ❖

75 আমি যদি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তারা যে দুঃখ-কষ্টে আক্রন্ত আছে তা দূর করে দেই, তবুও তারা বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদের অবাধ্যতায় গোঁধৰে থাকে। ৩৩ ❖

33. মক্কার মুশারিকদেরকে ঝাকুনি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দু'-একবার দুর্ভিক্ষ ও অর্থসংকটে ফেলেছিলেন। এ আয়াতের ইশারা সে দিকেই।

76 আমি তো তাদেরকে (একবার) শাস্তিতে ধৃত করেছিলাম। তখনও তারা নিজ প্রতিপালকের সামনে নত হয়নি এবং তারা তো কোন রকম অনুনয়-বিনয় করে না। ❖

77 অবশ্যে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেব, তখন সহসা তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়বে। ❖

78 আল্লাহই তো সেই সন্তা, যিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তর সৃষ্টি করেছেন, (কিন্তু) তোমরা বড় কমই শুকর আদায় কর। ৩৪
❖

34. এখান থেকে আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতের বিভিন্ন নির্দর্শনের কথা বর্ণনা করছেন। এসব নির্দর্শনকে মক্কার কাফেরগণও স্বীকার করত। এর দ্বারা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, যেই মহিয়ান সন্তা এ রকম মহা বিম্যকর কাজ করতে সক্ষম, তিনি মানুষের মৃত্যু ঘটানোর পর তাদেরকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না?

79 তিনিই তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তারই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে। ❖

80 তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। রাত ও দিনের পরিবর্তন তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি কাজে লাগাবে না? ❖

81 বরং তারাও সে রকম কথাই বলে, যেমন বলেছিল পূর্বেকার লোকে। ❖

82 তারা বলে, আমরা যখন মারা যাব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমাদেরকে পুনর্জীবিত করে তোলা হবে? ❖

- 83 এই প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে এবং পূর্বে আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও। বস্তুত এটা পূর্ববর্তীদের তৈরি করা উপকথা ছাড়া কিছুই নয়। ❁
- 84 (হে রাসূল! তাদেরকে) বল, এই পৃথিবী এবং এতে যারা বাস করছে তারা কার মালিকনায়, যদি তোমরা জান? ❁
- 85 তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহর। ৩৫ বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? ❁
35. আরবের অবিশ্বাসীগণ এটা স্মীকার করত যে, আসমান, যমীন ও এর বাসিন্দাদের মালিক আল্লাহ তাআলাই। তা সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন মাবুদে বিশ্বাসী ছিল।
- 86 বল, কে সাত আকাশের মালিক এবং মহা আরশের মালিক? ❁
- 87 তারা অবশ্যই বলবে, এসব আল্লাহর। বল, তবুও কি তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করবে না? ❁
- 88 বল, কে তিনি, যার হাতে সবকিছুর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং যিনি আশ্রয় দান করেন এবং তার বিপরীতে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না (বল) যদি জান? ❁
- 89 তারা অবশ্যই বলবে, (সমস্ত কর্তৃত্ব) আল্লাহর। বল, তবে কোথা হতে তোমরা যাদুগ্রস্ত হচ্ছ? ৩৬ ❁
36. আয়াতে তাদের বিভ্রান্তিকে যাদুগ্রস্ততার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি সঠিক বিষয় বুঝতে পারে না, তাই উল্টাপাল্টা কথা বলে, তারাও তেমনি মহাবিশ্বে আল্লাহ তাআলার একচ্ছে কর্তৃত্ব ও আধিপত্য এবং তার জ্ঞান ও শক্তির অসীমত্ব জানা থাকা সত্ত্বেও এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছে না যে, এমন সর্বশক্তিমানের পক্ষে মানুষকে তাদের মাটিতে মিশে যাওয়ার পরও পুনরুজ্জীবিত করা কিছু কঠিন কাজ নয়। উল্টো মন্তব্য করছে যে, এসব পুরাকালের উপকথা। -অনুবাদক
- 90 না, (এটা উপকথা নয়); বরং আমি তাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছি। কিন্তু তারা তো মিথ্যবাদী। ❁
- 91 আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সঙ্গে নেই অন্য কোন মাবুদ। সে রকম হলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ মাখলুক নিয়ে প্রথক হয়ে যেত, তারপর তারা একে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করত। ৩৭ তারা যা বলে, তা হতে আল্লাহ পবিত্র, ❁
37. তাওহীদের এ রকম দলীলই সূরা বনী ইসরাইল (১৭ : ৪২) ও সূরা আলিয়ায় (২১ : ২২) গত হয়েছে। এর ব্যাখ্যার জন্য সেসব আয়াতের টিকা দ্রষ্টব্য।
- 92 (সেই আল্লাহ), যিনি যাবতীয় গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত। সুতরাং তিনি তাদের শিরক থেকে বহু উর্ধ্বে। ❁
- 93 (হে রাসূল!) বল, হে আমার প্রতিপালক! তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) যে আযাবের ধর্মকি দেওয়া হচ্ছে, আপনি যদি আমার চোখের সামনেই তা নিয়ে আসেন ❁
- 94 তবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ওই জালেম সম্পদায়ের অত্তর্ভুক্ত করবেন না। ❁
- 95 আমি তাদেরকে যে বিষয়ে ধর্মক দিচ্ছি, তা তোমার চোখের সামনেই ঘটাতে আমি অবশ্যই সক্ষম। ❁
- 96 (কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে সময় না আসছে) তুমি মন্দকে প্রতিহত করবে এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। ৩৮ তারা যেসব কথা বলছে, তা আমি ভালোভাবে জানি। ❁
38. অর্থাৎ তাদের অসার কথাবার্তা এবং তারা যে দুঃখ-কষ্ট দেয়, যতদূর সম্ভব নম্রতা, সদাচরণ ও চারিত্রিক মাধুর্য দ্বারা তার জবাব দিন।
- 97 এবং দোয়া কর, হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানদের প্ররোচনা হতে আপনার আশ্রয় চাই। ❁

- 98 হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই যাতে তারা আমার কাছেও আসতে না পারে। ♦
- 99 পরিশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন তারা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ওয়াপস পাঠিয়ে দিন ♦
- 100 যাতে আমি যা (অর্থাৎ যে দুনিয়া) ছেড়ে এসেছি সেখানে গিয়ে সৎকাজ করতে পারি। কখনও না। এটা একটা কথার কথা, যা সে মুখে বলছে মাত্র। তাদের (অর্থাৎ মৃতদের) সামনে রয়েছে 'বরঘৎ' ^{৩৯} যা তাদেরকে পুনরুপ্তি করার দিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। ♦
39. মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি যে জগতে থাকে, তাকে 'বরঘৎ' বলে। আয়তে বলা হচ্ছে, মৃতদেরকে তাদের কথার জবাবে বলা হবে, মৃত্যুর পর এখন আর তোমাদের দুনিয়ায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কেননা তোমাদের সামনে রয়েছে বরঘৎের বাধা। এ বাধা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। [এবং] শব্দটি যেমন 'পিছন' অর্থে আসে, তেমনি 'সম্মুখ' অর্থেও আসে।
- 101 অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখন তাদের মধ্যকার কোন আত্মীয়তা বাকি থাকবে না এবং কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করবে না। ^{৪০} ♦
40. দুনিয়ায় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বন্ধব একে অন্যের খোঁজ-খবর নেয়, কেমন আছে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কিয়ামতের অবস্থা এমনই বিভীষিকাময় হবে যে, প্রত্যেকে নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কারও খবর নেওয়ার মত অবকাশ কারও হবে না।
- 102 তখন যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। ♦
- 103 আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই এমন, যারা নিজেদের জন্য লোকসানের ব্যবসা করেছিল। তারা সদা-সর্বদা জাহানামে থাকবে। ♦
- 104 আগুন তাদের চেহারা ঝলসে দেবে এবং তাতে তাদের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে। ^{৪১} ♦
41. আগুনে ঝলসে তাদের চেহারা এমনই বীভৎস হয়ে যাবে যে, তাদের উপরের ঠোঁট কুঠিত হয়ে মাথার তালুতে পৌঁছে যাবে, নিচের ঠোঁট ঝুলে নাভি পর্যন্ত নেমে আসবে এবং মাঝানে বিশাল-বিকট দাঁত বের হয়ে আসবে। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জাহানাম থেকে পানাহ চাই। -অনুবাদক
- 105 (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদেরকে কি আমার আয়তসমূহ পড়ে শোনানো হত না? কিন্তু তোমরা তা অবিশ্বাস করতে। ♦
- 106 তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্য ছেয়ে গিয়েছিল এবং আমরা ছিলাম বিপথগামী সম্প্রদায়। ♦
- 107 হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করুন। অতঃপর পুনরায় যদি আমরা সেই কাজই করি, তবে অবশ্যই আমরা জালেম হব। ♦
- 108 আল্লাহ বলবেন, এরই মধ্যে তোমরা ইন অবস্থায় পড়ে থাক এবং আমার সাথে কথা বলো না। ♦
- 109 আমার বান্দাদের একটি দল দেয়া করত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। ♦
- 110 তোমরা তখন তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিলে। এমনকি তা (অর্থাৎ তাদেরকে উত্তৃকরণ) তোমাদেরকে আমার স্মরণ পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় লিপ্ত থাকতে। ^{৪২} ♦
42. অর্থাৎ, তোমাদের অপরাধ কেবল 'হক্কুল্লাহ'র অমর্যাদা করাই নয়; বরং নেক বান্দাদের প্রতি জুলুম করে হক্কুল ইবাদও পদদলিত করেছিলে। তোমাদেরকে তো এ দিনের ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু সে সতর্কবাণীকে উপহাস করেছিলে। সুতরাং আজ তোমাদের প্রতি কোন দয়া করা হবে না। তোমরা দয়ার উপযুক্ত থাকনি।
- 111 তারা যে সবর করেছিল সে কারণে আজ আমি তাদেরকে এমন প্রতিদান দিলাম যে, তারাই হয়ে গেল কৃতকার্য। ♦

112 (তারপর) আল্লাহ (জাহান্মামীদেরকে) বলবেন, তোমরা পৃথিবীতে বছরের গণনায় কত কাল থেকেছ? *

113 তারা বলবে, আমরা এক দিন বা এক দিনেও কম থেকেছি। ৪৩ (আমাদের ভালো মনে নেই) কাজেই ঘারা (সময়) গুনেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। *

43. আখেরাতের শাস্তি অতি কঠিন হওয়ার কারণে জাহান্মামীদের কাছে দুনিয়ার সুখগুণশাস্তিকে সম্পূর্ণ নাস্তি মনে হবে এবং গোটা ইহকাল একদিন বা তারও কম অনুভূত হবে।

114 আল্লাহ বলবেন, তোমরা অল্পকালই থেকেছিলে। কতই না ভালো হত যদি এ বিষয়টা তোমরা (আগেই) বুঝতে! ৪৪ *

44. অর্থাৎ, এখন তো তোমরা নিজেরাই দেখলে দুনিয়ার জীবন এক দিন না হোক, আখেরাতের তুলনায় অতি সামান্যই তো ছিল। এ কথাই তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় বলা হত, কিন্তু তোমরা তো মানতে প্রস্তুত ছিলে না। আহা! এ সত্য যদি তোমরা তখনই বুঝতে তবে আজ তোমাদের এ পরিণতি হত না।

115 তবে কি তোমরা মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করেছি ৪৫ এবং তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? *

45. যারা আখেরাতের জীবন এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে স্বীকার করে না, তারা যেন বলতে চাচ্ছ, আল্লাহ তাআলা এ জগতকে অহেতুক ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করেছেন। কাজেই এখনে যা ইচ্ছা করতে পারবে। অন্য কোন জগতে এ জগতের কোন কাজের প্রতিফল ভোগ করতে হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বে ঈমান রাখে ও তাঁর হিকমতকে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে একাপ ভ্রান্ত ও বালখিল্য ধারণা পোষণ তার পক্ষে সন্তুষ্ট নয়। কাজেই আখেরাতের প্রতি ঈমান আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমানের এক যৌক্তিক ও অনিবার্য দাবি।

116 অতি মহিমময় আল্লাহ, যিনি প্রকৃত বাদশাহ। তিনি ছাড়া কোন মারুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। *

117 যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মারুদকে ডাকে, যে সম্পর্কে তার কাছে কোন রকম দলীল-প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে। জেনে রেখ, কাফেরগণ সফলকাম হতে পারে না। *

118 (হে রাসূল!) বল, হে আমার প্রতিপালক, আমার ত্রুটিসমূহ ক্ষমা কর ও দয়া কর। তুমি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। *



♦ আন নূর ♦

1 এটি একটি সূরা, যা আমি নায়িল করেছি এবং যা (অর্থাৎ যার বিধানাবলী) আমি ফরয করেছি এবং এতে আমি নায়িল করেছি সুম্পর্ক্ষ আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ প্রহণ কর। *

2 ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত চাবুক মারবে। ১ তোমরা যদি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখ, তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি করণবোধ যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। *

1. 'একশত চাবুক' এটা ব্যভিচারের শাস্তি। কুরআন মাজীদ ব্যভিচারকারী নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য এ শাস্তি নির্ধারণ করেছে। পরিভাষায় এ শাস্তিকে ব্যভিচারের 'হন্দ' বলে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিভিন্ন বাণী ও বাস্তব কর্ম দ্বারা ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, ব্যভিচার কোন অবিবাহিত পুরুষ বা অবিবাহিতা নারী করলে তখনই এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে এ অপরাধ যদি কোন বিবাহিত পুরুষ বা বিবাহিতা নারী করে, তবে সেক্ষেত্রে এ শাস্তি প্রযোজ্য নয়। তাদের শাস্তি হল 'রজম' করা অর্থাৎ, পাথর মেরে হত্যা করা। এ মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানতে হলে আমার রচিত 'আদালতী ফায়সালা' শীর্ষক বইখনি দেখা যেতে পারে।

3 ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারীকেই বিবাহ করে। আর ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করে কেবল সেই পুরুষ যে নিজে ব্যভিচারকারী বা মুশরিক। ২ মুমিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ৩ *

2. অর্থাৎ, বিবাহের জন্য ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে পছন্দ করা মুমিনদের জন্য হারাম। জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গীনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের উচিত চারিত্রিক পৰিত্রাতকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখ। এটা ভিন্ন কথা যে, কেউ কোন ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে

বিবাহ করে ফেললে তার সে বিবাহকে বাতিল করা হবে না এবং বিবাহজনিত সমস্ত বিধান ও দায়-দায়িত্ব সেক্ষেত্রে কার্যকর হবে। কিন্তু সে কেন ভুল নির্বাচন করল, সেজন্য অবশ্যই গুনাহগার হবে। প্রকাশ থাকে যে, এ বিধান কেবল সেই ব্যভিচারীর জন্য, যে ব্যভিচারে অভ্যন্ত হয়ে গেছে এবং তা থেকে তাওবার গরজ বোধ করে না। কেউ যদি ব্যভিচারের পর আন্তরিকভাবে তাওবা করে ফেলে, তার সঙ্গে বিবাহে কোন দোষ নেই।

আয়াতটির উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য ব্যাখ্যাও করা হয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে এ ব্যাখ্যাই বেশি সহজ ও নিখুঁত। 'বয়ানুল কুরআন' গ্রন্থে হযরত হাকীমুল উশ্মত আশরাফ আলী থানীবী (রহ.)ও এ ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

৩. অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ব্যভিচার করতে অভ্যন্ত এবং এ কারণে সে মোটেই লজ্জিত নয় আর না তাওবা করার কোন গুরুত্ব বোধ করে, তার অভিকৃতি হয় কেবল ব্যভিচারী নারীতেই। কাজেই প্রথমত সে বিবাহ নয়, বরং ব্যভিচারের ধান্দায় থাকে। অগত্যা যদি বিবাহ করতেই হয়, তবে এমন কোন নারীকেই খুঁজে নেয়, যে তার মতই একজন ব্যভিচারী, হোক না সে মুশরিক। এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যন্ত, তারও অভিকৃতি হয় কেবল ব্যভিচারী পুরুষে। তাই তাকে বিবাহও করে এমন কোন ব্যক্তি যার নিজেরও ব্যভিচারের অভ্যাস আছে। তার স্ত্রী একজন ব্যভিচারী এ কারণে সে কোন প্লান বোধ করে না। সে নারী নিজেই ওই রকম পুরুষই পছন্দ করে, হোক না সে পুরুষটি মুশরিক।

৪ যারা সতী-সাধী নারীকে অপবাদ দেয়, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না। তাদেরকে আশিটি চাবুক মারবে ৪ এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করবে না। ৫ তারা নিজেরাই তো ফাসেক। *

৪. এটাও মিথ্যা অপবাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির একটা অংশ যে, কোন মামলা-মোকদ্দমায় অপবাদদাতার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

৫. ব্যভিচার যেমন চরম ঘৃণ্য অপরাধ, যে কারণে তার জন্য শাস্তি ও নির্ধারণ করা হয়েছে অতি কঠিন, তেমনি কোন নির্দেশ ব্যক্তিকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়াও অভ্যন্ত গুরুতর অপরাধ। তাই তার জন্যও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি এরূপ অপরাধ করবে তাকে আশিটি দোরো মারা হবে। পরিভাষায় একে 'হৃদে কষফ' বলে।

৫ অবশ্য যারা তারপর তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে, (তাদের জন্য) তো আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬ *

৬. তাওবা দ্বারা মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে ঠিক, কিন্তু উপরে যে শাস্তি বর্ণিত হয়েছে তা অবশ্যই কার্যকর করা হবে।

৬ যারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে অপবাদ দেয়, ৫ আর নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী থাকে না, এরূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য এই যে, সে চারবার আল্লাহর কসম করে বলবে, সে (স্ত্রীকে দেওয়া অভিযোগের ব্যাপারে) অবশ্যই সত্যবাদী। *

৭. কোন স্বামী নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে উপরে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী তাকেও চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। কিন্তু সে যদি তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে নিয়ম অনুযায়ী যদিও আশি দোরোর শাস্তি তার উপরও আরোপ হওয়ার কথা, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ সম্পর্কের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন। পরিভাষায় তাকে 'লিঅন' বলে।

এখান থেকে ৯নং আয়াত পর্যন্ত সেই বিশেষ ব্যবস্থারই বিবরণ। তার সারমর্ম এই যে, কারী (বিচারক) স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেককে পাঁচবার করে কসম করতে বলবে। তাদেরকে কসম করতে হবে কুরআন মাজাদী বর্ণিত পদ্ধতিতে এবং সেই শব্দাবলীতে। তার আগে কারী তাদেরকে নসীহত করবে। তাদেরকে বলবে, দেখ, আখেরাতের আযাব দুনিয়ার শাস্তি আপেক্ষা অনেক কঠিন। কাজেই তোমরা মিথ্যা কসম করো না। তার চেয়ে বরং প্রকৃত ঘটনা স্বীকার করে ফেল।

স্ত্রী কসম না করে নিজ অপরাধ স্বীকার করলে তার উপর ব্যভিচারের 'হৃদ' আরোপ করা হবে। আর যদি স্বামী কসম করার পরিবর্তে স্বীকার করে নেয় যে, সে স্ত্রীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, তবে তার উপর 'হৃদে কষফ' আরোপিত হবে, যা ৪নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যদি উভয়েই কসম করে, তবে দুনিয়ায় তাদের কারও উপর কোন শাস্তি জারি করা হবে না। অবশ্য কারী তাদের মধ্যকার বিবাহ রহিত করে দেবে। অতঃপর সে নারীর কোন সন্তান জন্ম নিলে এবং স্বামী তাকে নিজ সন্তান বলে স্বীকার না করলে তাকে মায়ের সাথেই সম্পৃক্ত করা হবে (অর্থাৎ তার পিতৃ পরিচয় থাকবে না, মায়ের পরিচয়ে সে পরিচিত হবে)।

৭ এবং পঞ্চমবার সে বলবে, সে যদি (তার দেওয়া অভিযোগে) মিথ্যক হয়, তবে তার প্রতি আল্লাহর লানত। *

৮ আর নারীটি হতে (ব্যভিচারের) শাস্তি রদ করার উপায় এই যে, সে চারবার আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দেবে, (কথিত অভিযোগে) তার স্বামী মিথ্যবাদী। *

৯ আর পঞ্চমবার সে বলবে, সে (অর্থাৎ স্বামী) সত্যবাদী হলে তার নিজের প্রতি আল্লাহর গবেষণ পড়ুক। *

১০ তোমাদের প্রতি আল্লাহর ফযল ও তাঁর রহমত না হলে এবং আল্লাহ যে অত্যধিক তাওবা কবুলকারী ও হিকমতের মালিক এটা না হলে (চিন্তা করে দেখ তোমাদের দশা কী হত)। ৮ *

৮. অর্থাৎ, লিঅনের যে ব্যবস্থা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ। অন্যথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সাধারণ নিয়ম কার্যকর হলে মহা মুশকিল দেখা দিত। কেননা সেক্ষেত্রে কোন স্বামী তার স্ত্রীকে অন্যের সাথে পাপকার্যে লিপ্ত দেখলেও যতক্ষণ পর্যন্ত

চারজন সাক্ষী না পেত ততক্ষণ মুখ খুলত না। মুখ খুললে তার নিজেকেই আশি দোরো খেতে হত। লিআনের ব্যবস্থা দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সেই সংকট থেকে উদ্ধার করেছেন।

১১ নিশ্চয়ই, ঘারা এই মিথ্যা অপবাদ রচনা করে এনেছে তারা তোমাদেরই মধ্যকার একটি দল। ৯ তোমরা একে তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। ১০ তাদের প্রত্যেকের ভাগে রয়েছে নিজ কৃতকর্মের গুনাহ। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এর (অর্থাৎ এ অপবাদের) ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। ১১ *

৯. এখান থেকে ২৬ নং পর্যন্ত আয়তসমূহে যে ঘটনার প্রতি ইশারা, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ, মদীনা মুনাওয়ারায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের পর ইসলামের ক্রমবিস্তারে যে গতি সঞ্চার হয়, তা দেখে কুফরী শক্তি ক্ষেভে-আক্রমে দাঁত কিড়মিড করেছিল। কাফেরদের মধ্যে একদল ছিল মুনাফেক, ঘারা মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাদের অন্তর ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্বেষে ভরা। তাদের সার্বক্ষণিক চেষ্টা ছিল কিভাবে মুসলিমদের বদনাম করা যায় এবং কি উপায়ে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা যায়। খোদ মদীনা মুনাওয়ারার ভেতরই তাদের একটি বড়সড় দল বাস করত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনুল মুস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালান তখন তাদের একটি দলও সে অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল। উম্মুল মুমিনীন হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা রায়িয়াল্লাহু তাআলা আনহা এ যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। অভিযান থেকে ফেরার পথে এক জায়গায় শিবিরে ফেলা হয়েছিল। সেখানে হ্যরত আয়েশা রায়িয়াল্লাহু তাআলা আনহার হার হারিয়ে যায়। তিনি তার খোঁজে শিবিরের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। বিষয়টি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানা ছিল না। তিনি সৈন্যদেরকে রওয়ানা হওয়ার হকুম দিলেন। হ্যরত আয়েশা রায়িয়াল্লাহু আনহা ফিরে এসে দেখেন কাফেলা চলে গেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রথর বুক্তিমত্তা ও অসাধারণ সংঘর্ষ শক্তি দিয়েছিলেন। তিনি অস্থির হয়ে এদিক ওদিক ছেটাচুটি না করে সেখানেই বসে থাকলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন টের পাবেন তিনি কাফেলায় নেই, তখন হয় নিজেই তাঁর খোঁজে এখানে আসবেন অথবা অন্য কাউকে পাঠাবেন।

তাছাড়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল এক ব্যক্তিকে কাফেলার পিছনে রেখে আসা। কাফেলা চলে যাওয়ার পর কোন কিছু থেকে গেল কি না তা সেই ব্যক্তি দেখে আসত। এ কাফেলায় এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল হ্যরত সাফওয়ান ইবন মুআত্তাল রায়িয়াল্লাহু আনহুকে। তিনি খোঁজ নিতে গিয়ে যখন হ্যরত আয়েশা রায়িয়াল্লাহু আনহা থেখানে ছিলেন, সেখানে পৌঁছলেন তখন কী দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তা বুঝে ফেললেন। কালবিলম্ব না করে নিজের উটাটি হ্যরত উম্মুল মুমিনীনের সামনে পেশ করলেন। তাতে সওয়ার হয়ে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলেন।

মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই যখন এ ঘটনা জানতে পারল সে তিলকে তাল করে প্রচার করতে লাগল এবং আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় এ মায়ের প্রতি এমন ন্যাক্তারজনক অপবাদ দিল, যা কোন আগ্রাসশীলবোধসম্পন্ন মুসলিমের পক্ষে উচ্চারণ করাও কঠিন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ অপবাদকে এতাই প্রসিদ্ধ করে তুলল যে, জনা কয়েক সেরলমতি মুসলিমও তার প্রচারণার ফাঁদে পড়ে গেল। মুনাফিক শ্রেণী বেশ কিছুদিন এই মাথামু-হীন বিষয় নিয়ে মেতে রইল এবং মদীনা মুনাওয়ারার শান্তিময় পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলল। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা সূরা নূরের এ আয়তসমূহ নাফিল করলেন। এর দ্বারা এক দিকে হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা রায়িয়াল্লাহু আনহার চারিত্রিক নির্মলতার পক্ষে ঐশ্বী সন্দ দিয়ে দেওয়া হল, অন্যদিকে ঘারা চক্রান্তির কই-কাতলা ছিল তাদেরকে জানানো হল কঠোর শাস্তির ঝঁপিয়ারী বার্তা।

10. অর্থাৎ, যদিও আপাতদৃষ্টিতে এ ঘটনাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল, কিন্তু পরিণাম বিচারে এটি তোমাদের পক্ষে বড়ই কল্যাণকর। এক তো এ কারণে যে, ঘারা নৰ্বী-পরিবারের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করেছিল, এ ঘটনা দ্বারা তাদের মুখোশ খুলে গেল। দ্বিতীয়ত এর দ্বারা মানুষের কাছে হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা রায়িয়াল্লাহু আনহার উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তৃতীয়ত এ ঘটনায় মুমিনগণ যে কষ্ট পেয়েছিল, তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রভৃত সওয়াবের অধিকারী হল।

11. এর দ্বারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বোঝানো হয়েছে। সে ছিল মুনাফেকদের সর্দার এবং এ ষড়যন্ত্রে সেই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল।

১২ যখন তোমরা তা শুনলে, তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করলে না এবং বললে না এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা? ১২ *

12. এ আয়তে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, দীন ও ঈমানের ভিত্তিতে সকল মুমিন নর-নারী একান্তই আপনজেন। কাজেই কোন মুমিন-নারী সম্পর্কে কোন মন্দ প্রচারণা শুনলে আপনজেন হিসেবে তাতে কর্ণপাত না করে তার প্রতি সুধারণা রাখা চাই। এবং মিথ্যা অপবাদ' বল তার নিম্না জানানো চাই। যে সকল মুমিন এ নীতি অবলম্বন করেনি, আয়তে তাদেরকে তিরক্ষার করা হয়েছে। তবে অনেকেই এমন ছিলেন, ঘারা সিদ্দীকা সম্পর্কে কি বলছে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ শুনেছি, কিন্তু তা সম্পূর্ণ মিথ্যা! হে আইয়ুবের মা! তুমি কি কখনও একাপ কাজ করবে? স্ত্রী বললেন, আল্লাহর কসম! কক্ষণও নয়। তিনি বললেন, তা হলে আয়েশা তো আল্লাহর কসম তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ! (তাঁর দ্বারা এটা কি করে সন্তু?)- অনুবাদক

১৩ তারা (অর্থাৎ অপবাদদাতাগণ) এ বিষয়ে কেন চারজন সাক্ষী উপস্থিত করল না? সুতরাং তারা যখন সাক্ষী উপস্থিত করল না, তখন আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যক। ১৩ *

১৪ দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হলে তোমরা যে বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন তজজন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করত কঠিন শাস্তি, ১৪ *

- 15** যখন তোমরা নিজ রসনা দ্বারা তা একে অন্যের থেকে প্রচার করছিলে ^{১৩} এবং নিজ মুখে এমন কথা বলছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছু জানা নেই আর তোমরা এ ব্যাপারটাকে মাঝুলি মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে এটা ছিল গুরুতর। ♦
13. নিষ্ঠাবান ও খাঁটি মুমিনদের অধিকাংশেরই বিশ্বাস ছিল এ ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুরুতর অপবাদ। তা সত্ত্বেও মুনাফেকদের সোৎসাহ প্রচারণার ফলে মুমিনদের মজালিসেও এ নিয়ে কথা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ আয়ত সাবধান করছে যে, এরূপ ভিত্তিহীন বিষয়ে মুখ খোলাও কারণ জন্য জায়েয নয়।
- 16** তোমরা যখন একথা শুনেছিলে তখনই কেন বলে দিলে না 'একথা মুখে আনার কোন অধিকার আমাদের নেই; হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র। এটা তো মারাত্মক অপবাদ।' ♦
- 17** আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, এ রকম আর কখনও যেন না কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। ♦
- 18** আল্লাহ তোমাদের সামনে হেদায়াতের বাণী সুস্পষ্টকর্পে বর্ণনা করছেন। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হেকমতেরও মালিক। ♦
- 19** স্মরণ রেখ, যারা মুমিনদের মধ্যে অঞ্চলতার প্রসার হোক এটা কামনা করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। ♦
- 20** যদি না তোমাদের প্রতি আল্লাহর ফযল ও রহমত থাকত এবং না হতেন আল্লাহ অতি মমতাশীল, পরম দয়ালু (তবে রক্ষা পেতে না তোমরাও)। ♦
- 21** হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের অনুগামী হয়ে না। কেউ শয়তানের অনুগামী হলে শয়তান তো সর্বদা অঞ্চল ও অন্যায় কাজেরই নির্দেশ দেবে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর ফযল ও রহমত না হলে তোমাদের মধ্যে কেউ কখনও পাক-পবিত্র হতে পারত না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান পবিত্র করে দেন এবং আল্লাহ সকল কথা শোনেন ও সকল বিষয়ে জানেন। ♦
- 22** তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদ ও স্বচ্ছলতার অধিকারী, তারা যেন এরূপ কসম না করে যে, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছু দেবে না। ^{১৪} তারা যেন ক্ষমা করে ও ঔদ্যোগ্য প্রদর্শন করে। তোমরা কি কামনা কর না আল্লাহ তোমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন? আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ♦
14. যে দু-তিনজন সরলপ্রাণ মুসলিম মুনাফেকদের অপপ্রচারের শিকার হয়েছিল, তাদের একজন মিসতাহ ইবনে উছাছা (রাখি।) ইনি একজন মুহাজির সাহাবী ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রায়িয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। তিনি গরীব ছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবার রায়িয়াল্লাহু আনহু তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। তিনি যখন জানতে পারলেন মিসতাহ রায়িয়াল্লাহু আনহুও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রায়িয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে অনুচিত কথাবার্তা বলছে, তখন শপথ করলেন, আমি ভবিষ্যতে কখনও তাকে আর্থিক সাহায্য করব না।
হযরত মিসতাহ রায়িয়াল্লাহু আনহুর ভুল অবশ্যই হয়েছিল, কিন্তু তিনি সে ভুলের উপরই গোঁধরে বসে থাকেননি; বরং সেজন্য অনুত্তম হয়েছিলেন ও খাঁটিমনে তাওবা করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দেন যে, তাকে আর্থিক সহযোগিতা না করার শপথ করা উচিত নয়। যখন তিনি তাওবা করে ফেলেছেন, তাকে ক্ষমা করা উচিত। [বিশেষত এ কারণেও যে, তোমাদেরও তো কত ভুল-ক্রটি হয়ে থাকে। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তাআলা সেগুলো ক্ষমা করে দিন? তা চাইলে তোমরা অন্যের প্রতি ক্ষমাপ্রবণ হও। তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে তোমরাও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। এ আয়াত নাযিল হলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রায়িয়াল্লাহু আনহু চিৎকার করে বলে ওঠেন, আবশ্যই হে আমাদের রব! আমরা চাই তুমি আমাদের ক্ষমা কর -অনুবাদক] অনন্তর তিনি পুনরায় তার অর্থ সাহায্য জ্ঞারি করে দেন এবং কসমের কাফফারা আদায় করেন। সেই সাথে ঘোষণা করে দেন, আর কখনও এ সাহায্য বন্ধ করব না।
- 23** স্মরণ রেখ, যারা চরিত্রবতী, সরলমতী মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত হয়েছে আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়নক শাস্তি। ♦
- 24** যে দিন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা সাক্ষ্য দেবে ♦
- 25** সে দিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের উপযুক্ত প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন এবং তারা জানতে পারবে আল্লাহই সত্য, তিনিই যাবতীয় বিষয় সুস্পষ্টকরী। ♦
- 26** অপবিত্র নারীগণ অপবিত্র পুরুষদের উপযুক্ত এবং অপবিত্র পুরুষগণ অপবিত্র নারীদের উপযুক্ত। পবিত্র নারীগণ পবিত্র পুরুষদের উপযুক্ত এবং পবিত্র পুরুষগণ পবিত্র নারীদের উপযুক্ত। ^{১৫} তারা (অর্থাৎ পবিত্র নারী-পুরুষ) লোকে যা রাটনা করে তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাদের (অর্থাৎ পবিত্রদের) জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও সম্মানজনক জীবিকা। ♦

15. মূলনীতি বলে দেওয়া হল যে, পরিত্র ও চরিত্রবাতী নারী পরিত্র ও চরিত্রবান পুরুষেরই উপযুক্ত। এর ভেতর দিয়ে এই ইশারাও করে দেওয়া হল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ পরিত্রতা ও আখলাক-চরিত্রের সর্বোচ্চ মার্গে অবস্থিত। কেননা বিশ্বজগতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা বেশি পৃত চরিত্রের অধিকারী আর কে হতে পারে? কাজেই এটা কখনও সম্ভবই নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর স্ত্রী হিসেবে এমন কাউকে মনোনীত করবেন যার চরিত্র পরিত্র ও নিষ্কলুষ নয় (নাউয়ুবিল্লাহ)। কেউ যদি এতটুকু বিষয় চিন্তা করত তবে তার কাছে মুনাফিকদের দেওয়া আপবাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যেত।

27 হে মুমিনগণ! নিজ গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ কর ও তার বাসিন্দাদেরকে সালাম দাও। [১৬](#) এ পন্থাই তোমাদের জন্য শ্রেয়। আশা করা যায়, তোমরা লক্ষ রাখবে। ♦

16. মৌলিকভাবে যেসব কারণে সমাজে অল্লীলতা বিস্তার লাভ করে সেগুলো বৃক্ষ ও নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে এবার কিছু বিধান দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে প্রথম বিধান দেওয়া হয়েছে এই যে, অন্য কারও ঘরে প্রবেশের আগে গৃহকর্তার অনুমতি নেওয়া আবশ্যিক। এর উপকারিতা বহুবিধি। যেমন, এর ফলে অন্যের ঘরে অন্যান্যক প্রবেশ বা অসময় প্রবেশ বৃক্ষ হয়ে যাবে। এরূপ প্রবেশের ফলে গৃহবাসীদের কষ্ট হয়ে থাকে। তাছাড়া বিনা অনুমতিতে প্রবেশের ফলে অন্যায়-অল্লীল কাজ সংঘটিত হওয়া বা তার বিস্তার ঘটার সম্ভাবনা থাকে। অনুমতি গ্রহণ দ্বারা তারও রোধ হবে। অনুমতি কিভাবে গ্রহণ করতে হবে আয়াতে তাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নিয়ম হল, বাহির থেকে আস-সালামু আলাইকুম' বলতে হবে। যদি মনে হয় গৃহবাসী সালাম শুনবে না, তবে করাঘাত করবে বা বেল টিপবে। তারপর গৃহবাসী যখন সামনে আসবে তখন সালাম দেবে।

28 তোমরা যদি তাতে কাউকে না পাও, তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হয়, তাতে প্রবেশ করো না। [১৭](#) তোমাদেরকে যদি বলা হয়, ফিরে যাও' তবে ফিরে যেও। এটাই তোমাদের পক্ষে শুন্দর। তোমরা যা-কিছুই কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত। ♦

17. অর্থাৎ, অন্যের কোন ঘর যদি খালি মনে হয়, তবুও তাতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়েয় নয়। কেননা এমনও তো হতে পারে ভিতরে কোন লোক আছে, যাকে বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। আর যদি কেউ নাও থাকে, তবুও ঘরটি যেহেতু অন্যের তাই তার অনুমতি ছাড়া তাতে প্রবেশ করার অধিকার কারও থাকতে পারে না।

29 যে ঘরে কেউ বাস করে না এবং তার ভেতর তোমাদের কোন উপকার (বা প্রয়োজন) আছে, [১৮](#) তাতে তোমাদের (অনুমতি ছাড়া) প্রবেশে কোন গুনাহ নেই। তোমরা যে কাজ প্রকাশ্যে কর এবং যা গোপনে কর আল্লাহ তা জানেন। ♦

18. এর দ্বারা এমন পাবলিক নিবাস বোঝানো হয়েছে, যা ব্যক্তিবিশেষের মালিকানাধীন নয়; বরং সাধারণভাবে তা যে-কারও ব্যবহার করার অনুমতি আছে, যেমন গণ-মুসাফিরখানা, হোটেলের বহিরাংশ, হাসপাতাল, ডাকঘর, পার্ক, মাদরাসা ইত্যাদি। অনুমতি গ্রহণ-সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধি-বিধানের জন্য 'মা'আরিফুল কুরআন' গ্রন্থে আলোচ্য আয়তসমূহের তাফসীর দেখুন। তাতে বিশদ আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশেষণের সাথে এ সংক্রান্ত জরুরী মাসাইল উল্লেখ করা হয়েছে।

30 মুমিন পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য শুন্দর। তারা যা-কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত। ♦

31 এবং মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজেদের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে, যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া [১৯](#) এবং তারা যেন তাদের ওডুনার আঁচল নিজ বক্ষদেশে নামিয়ে দেয় এবং নিজেদের ভূষণ [২০](#) যেন স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনেয়, আপন নারীগণ, [২১](#) যারা নিজ মালিকানাধীন, [২২](#) ঘোনকামনা নেই এমন পুরুষ খেদমতগরা [২৩](#) এবং নারীদের গোপনীয় অঙ্গ সম্পর্কে অঙ্গ বালক [২৪](#) ছাড়া আর কারও সামনে প্রকাশ না করে। মুসলিম নারীদের উচিত ভূমিতে এভাবে পদক্ষেপ না করা, যাতে তাদের গুপ্ত সাজ জানা হয়ে যায়। [২৫](#) হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওয়া কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর। ♦

19. এখানে ভূষণ দ্বারা শরীরের সেই অংশ বোঝানো হয়েছে, যাতে অলংকার বা আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করা হয়। এভাবে এ আয়াতে নারীদেরকে হৃকুম করা হয়েছে, তারা যেন গায়ের মাহরাম বা পরপুরুষের সামনে নিজেদের গোটা শরীর বড় চাদর বা বোরকা দ্বারা ঢেকে রাখে, যাতে তারা তার সাজসজ্জার অঙ্গসমূহ দেখতে না পায়। তবে শরীরের এ রকম অংশ যদি কাজকর্ম করার সময় আপনিই খুলে যায় বা বিশেষ প্রয়োজনবশত খোলার দরকার পড়ে, তাতে গুনাহ হবে না। সে সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া'। ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হ্যারত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাখিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নারী যে চাদর দ্বারা শরীর ঢাকে, এ ব্যক্তিক্রম দ্বারা সেটাই বোঝানো উদ্দেশ্য, যেহেতু তা আবৃত করা সম্ভব নয়। হ্যারত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাখিয়াল্লাহু আনহু ব্যাখ্যা করেন, বিশেষ প্রয়োজনে যদি চেহারা বা হাত খুলতে হয়, তবে এ আয়াত তার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু চেহারাই যেহেতু রূপ ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল তাই সাধারণ অবস্থায় তা ঢেকে রাখতে হবে, যেমন সূরা আহয়াবে হৃকুম দেওয়া হয়েছে (৩৩ : ৫৯)। হ্যাঁ বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে সেটা ভিন্ন কথা। তখন চেহারাও খোলা যাবে, কিন্তু পুরুষের প্রতি নির্দেশ হল তখন যেন সে নিজ দৃষ্টি অবনমিত রাখে, যেমন এর আগের আয়াতে গেছে।

20. যে সকল পুরুষের সামনে নারীর পর্দা রক্ষা জরুরী নয়, এবার তাদের তালিকা দেওয়া হচ্ছে।

21. 'আপন নারীগণ' কোন কোন মুফাসিসির বলেন, এর অর্থ মুসলিম নারীগণ। সুতরাং অমুসলিম নারীদের সামনে মুসলিম নারীর জন্য পর্দা রক্ষা জরুরী। কিন্তু বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায় নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের স্ত্রীগণের কাছে অমুসলিম নারীর আসা-যাওয়া করত। এর দ্বারা উপরিউক্ত ব্যাখ্যা প্রশংসিত হয়। কাজেই অন্যান্য মুফাসিসির গণ বলেন, 'আপন নারীগণ' বলতে এমন নারীদের বোঝানো হয়েছে, যাদের সঙ্গে মেলামেশা হয়ে থাকে। তা মুসলিম নারী হোক বা অমুসলিম নারী। নারীদের জন্য একাপ নারীর সঙ্গে পর্দা করা জরুরী নয়। ইমাম রায়ী (রহ.) ও আল্লামা আনুসী (রহ.) এ ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন (মাআরিফুল কুরআন)।

22. 'যারা নিজ মালিকানাধীন'-এর দ্বারা দাসীগণকে বোঝানো হয়েছে। দাসী (চাকরানী নয়) মুসলিম হোক বা অমুসলিম, তার সঙ্গে পর্দা করা আবশ্যিক নয়। কোন কোন ফকীহ গোলামকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, অর্থাৎ তার সঙ্গেও পর্দা নেই।

23. 'যৌন কামনা নেই এমন খেদমতগার'। কুরআন মাজীদে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে **عَيْنَ يَمِّ** অর্থাৎ এমন লোক, যে অন্যের অধীন থাকে। অধিকাংশ মুফাসিসির বলেন, এক ধরনের হাবাগোবা লোক থাকে, যারা কোন পরিবারের সঙ্গে লেগে থাকে, তাদের ফুট-ফরমশ খাটে আর তারা কিছু দিলে খায় কিংবা কোন মেহমানের সাথে জুটে যায় এবং বিনা দাওয়াতে হাজির হয়ে যায়। পেটে কিছু খাবার দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন লক্ষ্য নেই। যৌন চাহিদার কোন ব্যাপারও তাদের থাকে না। সেকালেও এ ধরনের লোক ছিল। আয়াতের ইশারা তাদের দিকেই। ইমাম শারী (রহ.) বলেন, এর দ্বারা বয়স্ক চাকর-বাকরকে বোঝানো হয়েছে, বয়সজনিত জরায় যাদের অন্তর থেকে নারী-আসক্তি লোপ পেয়ে গেছে (তাফসীরে ইবনে জারীর)।

24. অর্থাৎ সেই নাবালেগ শিশু, নর-নারীর যৌন সম্পর্কের বিষয়ে যার কোন ধারণা সৃষ্টি হয়নি।

25. অর্থাৎ পায়ে ঘদি নুপুর পরা থাকে, তবে হাঁটার সময় এমনভাবে পা ফেলবে না, যাতে নুপুরের আওয়াজ কেউ শুনতে পায় বা অলংকারের পারম্পরিক ঘর্ষণজনিত আওয়াজ কোন গায়ের মাহৱাম পুরুষের কানে পোঁচে।

32 তোমাদের মধ্যে যারা আবিবাহিত (তারা পুরুষ হোক বা নারী) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের গোলাম ও বাঁদীদের মধ্যে যারা বিবাহের উপযুক্ত, তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। **১৬** আল্লাহ অতি প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। *

26. এ সুরায় অল্লালতা ও ব্যভিচার রোধ করার লক্ষ্য যেমন বিভিন্ন বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে তেমনি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে, সে যেন তার স্বভাবগত যৌনচাহিদা বৈধ পন্থায় পূরণ করে। সে হিসেবেই এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বালেগ নারী-পুরুষ ঘদি বিবাহের উপযুক্ত হয়, তবে অভিভাবকদের উচিত তাদের বিবাহের জন্য চেষ্টা করা। এ ব্যাপারে বর্তমান সামর্থ্যই যথেষ্ট। বিবাহের পর স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে সে অভাবে পড়তে পারে এই আশকায় বিবাহ বিলাসিত করা সম্ভবিত নয়। চরিত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে বিবাহ দিলে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আল্লাহ তাআলাই উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা করে দেবেন। বাকি যাদের বর্তমান অবস্থাও সচ্ছল নয় এবং বিবাহ করার মত অর্থ-সম্পদ হাতে নেই, তারা কী করবে? পরের আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্য দান করেন, ততক্ষণ তারা সংযম অবলম্বন করবে এবং নিজ চরিত্র রক্ষায় যত্নবান থাকবে।

33 যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, তারা সংযম অবলম্বন করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেন। তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে যারা 'মুকাতাবা' করতে চায়, তোমরা তাদের সঙ্গে মুকাতাবা করবে **১৭** ঘদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখ **১৮** এবং (হে মুসলিমগণ!) আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকেও দাও এবং তোমরা নিজ দাসীদেরকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যভিচারে বাধ্য করো না **১৯** ঘদি তারা পুতপবিত্র থাকতে চায়। কেউ তাদেরকে বাধ্য করলে, তাদেরকে বাধ্য করার পর (তারা ক্ষমার আশা রাখতে পারে। কেননা) আল্লাহ তো অতি ক্ষমশীল, পরম দয়ালু। **২০** *

27. দাস-দাসীর প্রচলন থাকাকালে অনেক সময় দাস-দাসীগণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের জন্য মনিবদের সাথে চুক্তিবন্ধ হত। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থধার্য করা হত। তারা যথাসময়ে মনিবকে সে অর্থ পরিশোধ করলে দাসস্ত থেকে মুক্ত হয়ে যেত। মুক্তি লাভের জন্য সম্পাদিত এ চুক্তিকেই 'মুকাতাবা' বা 'কিতাবা' বলা হয়। এ আয়াতে মনিবদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, দাস-দাসীগণ একপ চুক্তি করতে চাইলে তারা যেন তাতে সম্মত হয়। আর অন্যান্য মুসলিমকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে তারা যেন একপ দাস-দাসীর মুক্তির লক্ষ্যে তাদেরকে অর্থসাহায্য করে।

28. আয়াতে বলা হয়েছে, যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখ। অর্থাৎ যদি মনে হয় একপ চুক্তি দাস-দাসীর পক্ষে বাস্তবিকই কল্যাণকর হবে। অর্থাৎ, মুক্তি লাভের পর তারা চুরি, ব্যভিচার, অন্যায়-অপকর্ম করে বেড়াবে না। একপ ক্ষেত্রে আবশ্যিক তাদেরকে মুক্তি লাভের সুযোগ দেওয়া উচিত, যাতে তারা মুক্তি লাভের পর আত্মসংশোধনের পথে উন্নতি লাভ করতে পারে এবং কোথাও বিবাহ করতে চাইলে স্বাধীনভাবে তা করতে সমর্থ হয়; দাসস্তের কারণে ক্ষেত্র সংকুচিত না থাকে -অন্যবাদক তাফসীরে উসমানী থেকে

29. জাহেলী যুগে রেওয়াজ ছিল, দাস-দাসীর মালিকগণ তাদের দাসীদেরকে দিয়ে দেহ বিক্রি করাত এবং এভাবে তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করে অর্থোপার্জন করত। এ আয়াত তাদের সেই ঘৃণ্য প্রথাকে একটি গুরুতর গুনাহ সাব্যস্ত করত সমাজ থেকে তার মূলোৎপাটন করেছে।

30. অর্থাৎ, যেই দাসীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়েছে, সে যদি ব্যভিচার থেকে বাঁচার যথসাধ্য চেষ্টা করে থাকে, তবে সে

যেহেতু আপারগ হয়ে তা করেছে তাই তার কোন গুনাহ হবে না এবং ব্যভিচারের শরণী শাস্তি ও তার উপর আরোপিত হবে না। হাঁ যে ব্যক্তি তার সাথে ব্যভিচার করেছে তাকে অবশ্যই শরণী শাস্তি দেওয়া হবে এবং যেই মনিব তাকে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য করেছে, বিচারক তাকেও উপরুক্ত শাস্তি (তারীর) দেবে।

34 আমি তোমাদের প্রতি নায়িল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্টকারক আয়ত, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের দৃষ্টান্ত এবং মুন্তকীদের জন্য উপকারী উপদেশ। *

35 আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর। ৩১ তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত যেন এক তাক, যাতে আছে এক প্রদীপ। ৩২ প্রদীপটি একটি কাচের আবরণের ভেতর। যেন তা (অর্থাৎ কাচ) নক্ষত্র, মুক্তার মত উজ্জ্বল। প্রদীপটি প্রজ্ঞালিত বরকতপূর্ণ যয়তুন বৃক্ষের তেল দ্বারা, যা (কেবল) পুরেও নয়, (কেবল) পশ্চিমের নয়। ৩৩ মনে হয়, যেন আগুনের ছোঁয়া না লাগলেও তা এমনিই আলো দেবে। ৩৪ নূরের উপর নূর। আল্লাহ যাকে চান তাকে নিজ নূরে উপনীত করেন। আল্লাহ মানুষের কল্যাণার্থে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। *

31. 'আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর' এ বাকের সরল অর্থ তো এই যে, আসমান-যমীনের সমস্ত মাখলুক হেদায়েতের আলো পায় কেবল আল্লাহ তাআলারই নিকট থেকে। [তবে এর আরও গৃহ্য অর্থ ও গভীর তাৎপর্য রয়েছে। এর ভেতর আছে পশ্চিমনক্ষ ব্যক্তিবর্গের চিন্তার খোরাক। আছে তত্ত্বানুসন্ধানীদের জন্য কৌতুহলী অভিযাত্রার আহ্বান।-অনুবাদক] ইমাম গায়ালী (রহ.) এ আয়তের ব্যাখ্যায় একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দর্শনীক ভঙ্গিতে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইমাম রায়ী (রহ.) নিজ তাফসীর গ্রন্থে এ আয়তের অর্থীনে সম্পূর্ণ নিবন্ধটি উদ্ধৃত করেছেন। জ্ঞানপিপাসু পাঠকের তা একবার পড়া উচিত।

32. ইমাম রায়ী (রহ.) বলেন, সূর্যের আলো যদিও প্রদীপের আলো অপেক্ষা অনেক বেশি, তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁর হেদায়াতের আলোকে সূর্যের সাথে নয়; প্রদীপের সাথে তুলনা করেছেন।

এর কারণ, এখানে উদ্দেশ্য হল এমন হেদায়েতের দৃষ্টান্ত দেখানো, যা গোমরাহীর অন্ধকারের মাঝখানে থেকে পথ প্রদর্শন করে। আর সে দৃষ্টান্ত প্রদীপের দ্বারাই হয়। কেননা প্রদীপই সর্বদা অন্ধকারের ভেতর থেকে আলো দান করে। সূর্যের ব্যাপারটা সে রকম নয়। সূর্যের বর্তমানে অন্ধকারের অস্তিত্বেই থাকে না। ফলে অন্ধকারের সাথে তার তুলনা যুগপৎভাবে প্রকাশ পায় না (তাফসীরে কাবীর)।

33. অর্থাৎ, সে বৃক্ষ এমন উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত যে, সূর্য পূর্বে থাকুক বা পশ্চিম দিকে, তার আলো সর্বাবস্থায়ই তাতে পড়ে। এরূপ গাছের ফল খুব ভালো হয়, তা পাকেও ভালো এবং তার তেল খুব স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়।

34. পাকা যয়তুনের তেল খাঁটি হলে তা বড় স্বচ্ছ ও বলমলে হয়। দূর থেকে মনে হয় আলো ঠিকরাচ্ছে।

36 আল্লাহ যে ঘরগুলিকে উচ্চমর্যাদা দিতে এবং তাতে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে আদেশ করেছেন, তাতে সকাল ও সন্ধিয়ায় তাসবীহ পাঠ করে *

37 এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে গাফেল করতে পারে না। ৩৫ তারা ভয় করে সেই দিনকে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি ওলট-পালট হয়ে যাবে। *

35. পূর্বের আয়তে বলা হয়েছিল আল্লাহ তাআলা যাকে চান হিদায়াতের আলোতে উপনীত করেন। এবার যারা হেদায়াতের আলোপ্রাপ্ত হয়, তাদের বৈশিষ্ট্যবলী বর্ণিত হচ্ছে। সুতরাং এ আয়তে বলা হয়েছে, তারা মসজিদ ও ইবাদতখানায় আল্লাহর তাসবীহ ও যিকির করে। মসজিদ ও ইবাদতখানা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার হৃকুম হল, এগুলোকে যেন উচ্চমর্যাদা দেওয়া হয় ও সম্মান করা হয়। যারা এসব ইবাদতখানায় ইবাদত করে, তারা যে দুনিয়ার কাজকর্ম বিলকুল ছেড়ে দেয় এমন নয়; বরং আল্লাহ তাআলার হৃকুম অনুসারে জীবিকা উপার্জনের কাজও করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনায়ও লিপ্ত হয়। তবে ব্যবসায়িক আধ্যাত্মিক পদে তারা আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও তাঁর হৃকুম-আহকাম পালন থেকে গাফেল হয়ে যায় না। তারা গুরুত্ব মত নামায পড়ে, যাকাত ফরয হলে তাও আদায় করে এবং কখনওই একথা ভুলে যায় না যে, এমন একদিন অবশ্যই আসবে, যে দিন জীবনের সব কাজ-কর্মের হিসাব দিতে হবে। সে দিনটি অত্যন্ত বিভীষিকাময়। তখন সমস্ত মানুষের বিশেষত নাফরমানদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাবে, চোখ উল্টে যাবে।

38 ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজের উত্তম বিনিময় দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে অতিরিক্ত আরও কিছু দিবেন। ৩৬ আল্লাহ যাকে চান, তাকে দান করেন অপরিমিত। *

36. 'নিজ অনুগ্রহে অতিরিক্ত আরও কিছু দিবেন'। আল্লাহ তাআলা সৎকর্মের যেসব পুরক্ষার দান করবেন, তার কিছু কিছু তো কুরআন ও হাদিসে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার অনেকে কিছু রাখা হয়েছে অব্যক্ত। এ আয়তে কৌতুহলোদীপক ভাষায় বলা হয়েছে, কুরআন ও হাদিসে যা প্রকাশ করা হয়েছে, পুণ্যবানদের প্রাপ্তব্য পুরক্ষার তার মধ্যেই সীমিত নয়। বরং আল্লাহ তাআলা তার বাইরেও এমন অনেক নির্মাণ দান করবেন, যা কুরআন-হাদিসে তো বশিত হয়েইনি, কারও অন্তর তা কঞ্চন করতেও সক্ষম নয়।

39 এবং (অন্যদিকে) যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি, অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে, তখন বুঝতে পারে তা কিছুই নয়। ৩৭ সেখানে সে পায় আল্লাহকে। আল্লাহ তার হিসাব

পরিপূর্ণরূপে চুকিয়ে দেন। ৩৮ আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহীতা। ♦

37. মরুভূমিতে যে বালুরাশি চিকচিক করে, দুর থেকে তাকে মনে হয় পানি। আসলে তো তা পানি নয়; মরীচিকা। আরবীতে বলে পার্জন্স (সারাব)। সফরকালে মুসাফিরগণ প্রমবশত তাকে পানি মনে করে বসে। কিন্তু বাস্তবে তা কিছুই নয়। ঠিক এ রকমই কাফেরগণ যে ইবাদত ও সৎকর্ম করে আর ভাবে বেশ নেকী কামাচ্ছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তার কিছুই কামাই হয় না, তা মরীচিকার মতই ফাঁকি।

38. যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাওয়াদ্দ ও রিসালাতকে স্বীকার করে না, এটা সেই সকল কাফেরের উপমা। বোঝানো হচ্ছে, কাফেরগণ তাদের সেসব কাজ সম্পর্কে মনে করে আখেরাতে তা তাদের উপকারে আসবে। প্রকৃতপক্ষে তখন তা কোনওই উপকারে আসবে না, মৃত্যুর পর তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ তাআলা তাদের সকল কাজের হিসাব বুবিয়ে দিবেন পুরোপুরি। তারপর দেখা যাবে তারা তাদের কৃতকর্মের কারণে জাহানের নয়; বরং সম্পূর্ণরূপে জাহানামের উপযুক্ত হয়ে গেছে। এভাবে তারা দেখতে পাবে তাদের কর্ম তাদের কোন উপকারে আসেনি বরং ক্ষতিরই কারণ হয়েছে।

40 অথবা (তাদের কার্যাবলী) যেন গভীর সমুদ্রে বিস্তৃত অন্ধকার, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গ, যার উপর আরেক তরঙ্গ এবং তার উপর মেঘরাশি। স্তরের উপর স্তরে বিন্যস্ত আধারপুঞ্জ। কেউ যখন নিজ হাত বের করে, তাও দেখতে পায় না। ৩৯ বস্তুত আল্লাহ যাকে আলো না দেন, তার নসীবে কোন আলো নেই। ♦

39. যেসব কাফের আখেরাতকেও মনে না, এটা তাদের দৃষ্টান্ত। বিশ্বাসের দিক থেকে এরা অধিকতর নিঃস্ব হওয়ার কারণে এরা অতটুকু আলোও পাবে না, যতটুকু প্রথমোন্ত দল পেয়েছিল। তারা তো অন্তত এই আশা করতে পেরেছিল যে, তাদের কর্ম আখেরাতে তাদের উপকারে আসবে, কিন্তু এই দলের সে রকম আশারও লেশমাত্র থাকবে না।
কোন কোন মুফাসির উপমা দুটির পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, কাফেরদের কর্ম দু'রকম হয়ে থাকে। (এক) সেই সকল কাজ, যাকে তারা পুণ্য মনে করে এবং সেই বিশ্বাসেই তা করে। তাদের আশা তা করলে তাদের উপকার হবে। এ জাতীয় কাজের দৃষ্টান্ত হল মরীচিকা। (দুই) এমন সব কাজ যাকে তারা পুণ্য মনে করে না এবং তাতে তাদের উপকারের আশাও থাকে না। এর দৃষ্টান্ত হল পুঁজীভূত অন্ধকার, যাতে আলোর লেশমাত্র থাকে না। এখনে সমুদ্রগর্ভের অন্ধকার হল তাদের কুফরী আকীদা-বিশ্বাসের উপমা। তাতে এক তরঙ্গ তাদের অসৎকর্মের আর দ্বিতীয় তরঙ্গ জেদ ও হঠকারিতার উপমা। এভাবে উপর-নিচ স্তরবিশিষ্ট নিবিড় অন্ধকার পুঁজীভূত হয়ে গেল।
এরূপ ঘন অন্ধকারের ভেতর মানুষ যেমন নিজের হাতও দেখতে পায় না, তেমনিভাবে কুফর ও নাফরমানীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার কারণে তারা নিজেদের স্বরূপও উপলব্ধি করতে পারছে না।

41 তুমি কি দেখনি আসমান ও ঘমীনে যা-কিছু আছে, তারা আল্লাহরই তাসবীহ পাঠ করে এবং পাখিরাও, যারা পাখা বিস্তার করে উড়ছে। প্রত্যেকেরই নিজ-নিজ নামায ও তাসবীহের পদ্ধতি জানা আছে। ৪০ আল্লাহ তাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত। ♦

40. সূরা বনী ইসরাইলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করে। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না (১৭ : ৪৪)। এখনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের তাসবীহের পদ্ধতি আলাদা। বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু আপন-আপন পন্থায় আল্লাহ তাআলার তাসবীহ আদায়ে রত আছে। সূরা বনী ইসরাইলের উল্লিখিত আয়াতের টাকায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, কুরআন মাজীদের বহু আয়াত দ্বারা জানা যায়, দুনিয়ায় আমরা যে সকল বস্তুকে অনুভূতিহীন মনে করি, তাদের মধ্যে কিছু না কিছু অনুভূতি অবশ্যই আছে। এখন তো আধুনিক বিজ্ঞানও একথা ক্রমশ স্বীকার করছে।

42 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজস্ব আল্লাহরই এবং আল্লাহরই দিকে (সকলের) ফিরে যেতে হবে। ♦

43 তোমরা কি দেখনি আল্লাহ মেঘমালা হাঁকিয়ে নেন, তারপর তাকে পরস্পর জুড়ে দেন, তারপর তাকে পুঁজীভূত ঘনঘাটায় পরিণত করেন। তারপর তোমরা তার ভেতর থেকে বৃষ্টি নির্গত হতে দেখ। তিনি আকাশে (মেঘরূপে) যে পর্বতমালা আছে, তা থেকে শিলা বর্ষণ করেন। তারপর তা দ্বারা যাকে চান বিপন্ন করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা হয়, তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়ার উপক্রম করে। ♦

44 আল্লাহ রাত ও দিনকে পরিবর্তিত করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুস্থানদের জন্য শিক্ষা আছে। ♦

45 আল্লাহ ভূমিতে বিচরণকারী প্রতিটি জীব সৃষ্টি করেছেন পানি দ্বারা। তার মধ্যে কতক এমন, যারা পেটে ভর করে চলে, কতক এমন, যারা দু' পায়ে ভর করে চলে এবং কতক এমন, যারা চার পায়ে ভর করে চলে। আল্লাহ যা চান তাই সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সববিষয়ে সক্ষম। ♦

46 নিশ্চয়ই আমি (সত্য) পরিস্ফুটনকারী আয়াতসমূহ নাখিল করেছি। আল্লাহ যাকে চান সরল পথে পৌঁছে দেন। ♦

47 তারা (অর্থাৎ মুনাফিকগণ) বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা অনুগত হয়েছি। অতঃপর তাদের একটি দল এরপরও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (প্রকৃতপক্ষে) তারা মুমিন নয়। ৪১ ♦

41. মুনাফিক শ্রেণী কেবল মুখেই ঈমানের দাবি করত, আন্তরিকভাবে তারা ঈমান আনত না। আর সে কারণেই তারা সর্বদা মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের বিকৃত্বে শক্রতামূলক আচরণে লিপ্ত থাকত। যেমন একবারের ঘটনা, জনেক ইয়াহুদীর সাথে বিশ্র নামক এক মুনাফিকের ঝগড়া লেগে যায়। ইয়াহুদী জনত মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচার সর্বদা ইনসাফভিত্তিক হয়। তাই সে বিশ্রকে প্রস্তাব দিল, চলো নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাই, তিনি আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন। বিশ্র তো মুনাফিক। তার মনে ছিল ভয়। তাই সে মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক বানাতে রাজি হল না। সে প্রস্তাব দিল ইয়াহুদীদের নেতা কাব ইবনে আশরাফের কাছে যাওয়া যাক। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়ত নায়িল হয়েছে ইবনে জারীর তাবারী।

48 তাদেরকে যখন আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, তখন সহসা তাদের একাটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়। ♦

49 আর যদি তাদের হক উসুল করার থাকে, তবে অত্যন্ত বাধ্যগত হয়ে রাসূলের কাছে চলে আসে। ♦

50 তবে কি তাদের অন্তরে কোন ব্যাধি আছে, না কি তারা সন্দেহে নিপতিত, না তারা আশঙ্কাবোধ করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন? না, বরং তারা নিজেরাই জুলুমকারী। ৪২ ♦

42. শরীআতি বিচার-ব্যবস্থায় যাদের আস্থা নেই, যারা তা গ্রহণে প্রস্তুত নয় বা তার যথার্থতা ও উপযোগিতায় সন্দেহ পোষণ করে এসব আয়ত তাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্কবাণী। বলা হচ্ছে, তাদের অন্তরে কি মুনাফিকীর ব্যাধি আছে, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা সম্পর্কে তারা সন্দিহান, নাকি মনে করে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিচার ইনসাফভিত্তিক নয়? বলা বাহ্য্য একপ কোন কারণে কেউ ইসলামী বিচারব্যবস্থাকে অপছন্দ করলে তার ঈমান ও ইসলামের দাবিই প্রশংসিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা একপ লোকদেরকে জালিম সাব্যস্ত করেছেন। তারা আল্লাহ ও রাসূলের বিচারকে উপেক্ষা করে কেবল নিজেদের প্রতিই জুলুম করে না, অনেসলামিক বিচার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখে সমাজেও জুলুম-নির্যাতন বিস্তারের পথ করে দেয়। -অনুবাদক

51 মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, তখন তাদের কথা কেবল এটাই হয় যে, তারা বলে আমরা (হ্রকুম) শুণলাম এবং মনে নিলাম। আর তারাই সফলকাম। ♦

52 যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তার অবাধ্যতা পরিহার করে চলে, তারাই কৃতকার্য হয়। ♦

53 তারা (অর্থাৎ মুনাফিকগণ)। অত্যন্ত জোরালোভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে যে, (হে নবী!) তুমি নির্দেশ দিলে তারা অবশ্যই বের হবে। (তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা শপথ করো না। (তোমাদের) আনুগত্য সকলের জানা। ৪৩ তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ নিশ্চয়ই তার পুরোপুরি খবর রাখেন। ♦

43. যখন জিহাদ থাকত না, মুনাফিকরা তখন কসম করে বড় মুখে বলত, মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলে তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে জিহাদে বের হয়ে পড়বে। কিন্তু জিহাদের ঘোষণা এসে গেলে তারা নানা ছলচুতা দেখিয়ে গা বাঁচাত। এজন্যই বলা হয়েছে, তোমাদের আনুগত্যের স্বরূপ সকলেরই জানা আছে। বহুবার পরিষ্কা হয়ে গেছে সময়কালে তোমরা কেমন আনুগত্য দেখাও। তখন আর কসমের কথা মনে থাকে না।

54 (তাদেরকে) বলে দাও, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের। তথাপি যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখ, তবে রাসূলের দায় ততটুকুই, যতটুকুর দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা হয়েছে। আর তোমাদের উপর যে ভার অর্পিত হয়েছে, তার দায় তোমাদেরই উপর। তোমরা তাঁর আনুগত্য করলে হেদায়াত পেয়ে যাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল পরিষ্কারভাবে পোঁচে দেওয়া। ♦

44. মক্কা মুকাররমায় সাহাবায়ে কেরামকে অশেষ জুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় আসার পরও তারা স্বত্ত্ব পাননি। কাফেরদের পক্ষ থেকে সব সময়ই হামলার আশঙ্কা ছিল। সেই পরিস্থিতিতে জনেক সাহাবী জিঞ্জেস করেছিলেন, এমন কোনও দিন কি আসবে, যখন আমরা অস্ত্র রেখে শাস্তিতে সময় কাটাতে পারব? তার উত্তরে মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, হাঁ, অচিরেই সে দিন আসছে। এ আয়ত সেই প্রেক্ষাপটেই নায়িল হয়েছে। এতে ভবিষ্যদ্বাণী কর হয়েছে, আল্লাহর ঘর্মীনে মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের জন্য একদিন পরিবেশ সম্পূর্ণ অনুকূল হয়ে যাবে। তখন তাদের কোন ভয় থাকবে না। চারদিকে শাস্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। পৃথিবীর ক্ষমতা তখন তাদেরই হাতে থাকবে। তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির অধিকারী হয়ে যাবে। ফলে তারা নির্বি঱ে আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলার এ ওয়াদা পূর্ণ হতে বেশি দিন লাগেনি। মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়ই সমগ্র জায়িরাতুল আরব ইসলামের বাণিজতলে এসে গিয়েছিল। আর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা অর্ধজাহানে বিস্তার লাভ করেছিল।

55 তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে নিজ খলীফা বানাবেন, যেমন খলীফা বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তাদের জন্য তিনি সেই দীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যে দীনকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তারা যে ভয়-ভীতির মধ্যে আছে, তার পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এরপরও

যারা অকৃতজ্ঞতা করবে, তারাই অবাধ্য সাব্যস্ত হবে। ৪৪ *

৫৬ নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। *

৫৭ যারা কুফরের পথ অবলম্বন করেছে তুমি কিছুতেই তাদেরকে মনে করো না প্রথিবীতে (কোথাও পালিয়ে গিয়ে) তারা আমাকে অক্ষম করে দেবে। তাদের ঠিকানা জাহানাম। নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ ঠিকানা। *

৫৮ হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখনও সাবালকস্ত্রে পৌঁছেনি সেই শিশুগণ যেন তিনটি সময়ে (তোমাদের কাছে আসার জন্য) অনুমতি গ্রহণ করে ফজরের নামাযের আগে, দুপুর বেলা যখন তোমরা পোশাক খুলে রাখ এবং ইশার নামাযের পর। ৪৫ এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ ছাড়া অন্য সময়ে তোমাদের ও তাদের প্রতি কোন কঠোরতা নেই। তোমাদের পরম্পরের মধ্যে তো সার্বক্ষণিক যাতায়াত থাকেই। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের কাছে আয়াতসমূহ সুপষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *

45. ২৭-২৯ আয়াতসমূহে হৃকুম দেওয়া হয়েছিল, কেউ যেন অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ না করে। মুসলিমগণ সাধারণভাবে এ হৃকুম মেনে চলছিল। কিন্তু ঘরের দাস-দাসী ও নাবালেগ ছেলে-মেয়েদের যেহেতু বারবার এ ঘর-ও ঘর করতে হয় বা এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাতায়াত করতে হয়, তাই তাদের ব্যাপারে তারা এ নিয়ম রক্ষা করত না। এর ফলে অনেক সময় এমনও ঘটে যেতে যে, কেউ হয়ত আরাম করছে বা একা খোলামেলা অবস্থায় আছে আর এ সময় হঠাত কোন দাস-দাসী বা ছেলে-মেয়ে সেখানে চুকে পড়ল। এতে যে কেবল বিশ্বামূর্তির ব্যাধাত হত তাই নয়, অনেক সময় পর্দাও নষ্ট হত। তারাই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়ত নাফিল হল।

এতে স্পষ্টভাবে বিধান জানিয়ে দেওয়া হল যে, অন্ততপক্ষে তিনটি সময়ে দাস-দাসী ও শিশুদেরকেও অনুমতি নিতে হবে। বিনা অনুমতিতে তারাও অন্য ঘরে বা অন্য কক্ষে প্রবেশ করবে না। বিশেষভাবে এ তিনটি সময় (অর্থাৎ ফজরের পূর্বে, দুপুর বেলা ও ইশার পর)-এর কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, এ সময়গুলোতে মানুষ সাধারণত একা থাকতে ভালোবাসে। একটু খোলামেলা থাকতে স্বচ্ছন্দবোধ করে। তাই একান্ত জরুরী পোশাক ছাড়া অন্য কাপড় খুলে রাখে। এ অবস্থায় হঠাত করে কেউ এসে পড়লে পর্দাহীনতার আশঙ্কা থাকে আর আরাম তো নষ্ট হয়েই। এছাড়া অন্যান্য সময়ে যেহেতু এসব ভয় থাকে না আবার এদের বেশি-বেশি আসা-যাওয়া করারও প্রয়োজন থাকে, তাই হৃকুম শিখিল রাখা হয়েছে। তখন তারা অনুমতি ছাড়াও প্রবেশ করতে পারবে।

৫৯ এবং তোমাদের শিশুরা সাবালকস্ত্রে উপনীত হলে তারাও যেন অনুমতি গ্রহণ করে, যেমন তাদের আগে বয়ঃপ্রাপ্তগণ অনুমতি গ্রহণ করে আসছে। এভাবেই আল্লাহ নিজ আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *

৬০ যে বৃদ্ধা নারীদের বিবাহের কোন আশা নেই, তাদের জন্য এতে কোন গুনাহ নেই যে, তারা নিজেদের (বাড়ি) কাপড় বহির্বাস, গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে খুলে রাখবে, সৌন্দর্য প্রদর্শনের ইচ্ছা ব্যতিরেকে। ৪৬ আর যদি তারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তবে সেটাই তাদের পক্ষে শ্রেয়। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সকল বিষয় জানেন। *

46. চরম বার্ধক্যে পৌঁছার কারণে যারা বিবাহের উপযুক্ত থাকে না, ফলে তাদের প্রতি কারও আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না, এ ধরনের বৃদ্ধা নারীদের জন্যাই এ বিধান। তাদেরকে এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে যে, গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে অন্যান্য নারীদেরকে যেমন বড় কোন চাদর জড়িয়ে বা বোরকা পরে যেতে হয়, তাদের জন্য তা জরুরী নয়। এ রকম বৃদ্ধা নারীগণ তা ছাড়াই পরপুরুষের সামনে যেতে পারবে। তবে শর্ত হল, তারা তাদের সামনে সেজেগুঁজে যেতে পারবে না। এর সাথে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বিধানের এ শিখিলতা কেবলই জায়েয় পর্যায়ে। সুতৰাং তারা যদি বাড়িত সর্তর্কতা অবলম্বন করে এবং অন্যান্য নারীদের মত তারাও পরপুরুষের সামনে পুরোপুরি পর্দা রক্ষা করে চলে তবে সেটাই উত্তম।

৬১ অন্ধের জন্য গুনাহ নেই, খোড়া ব্যক্তির জন্য গুনাহ নেই, অসুস্থ ব্যক্তির জন্য গুনাহ নেই এবং নেই তোমাদের নিজেদের জন্যও, তোমাদের নিজেদের ঘরে আহার করাতে ৪৭ বা তোমাদের বাপ-দাদার ঘরে, তোমাদের মায়েদের ঘরে, তোমাদের ভাইদের ঘরে, ৪৮ তোমাদের বোনদের ঘরে, তোমাদের চাচাদের ঘরে, তোমাদের ফুকুদের ঘরে, তোমাদের মামাদের ঘরে, তোমাদের খালাদের ঘরে বা এমন কোন ঘরে যার চাবি তোমাদের কর্তৃত্বাধীন ৪৯ কিংবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। তোমরা একত্রে খাও বা পৃথক-পৃথক তাতেও তোমাদের কোন গুনাহ নেই। যখন তোমরা ঘরে চুকবে নিজেদের লোকদেরকে সালাম করবে কারণ এটা সাক্ষাতের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত বরকতপূর্ণ ও পবিত্র দোয়া। এভাবেই আল্লাহ আয়াতসমূহ সুপষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। *

47. এ আয়ত নাযিলের প্রেক্ষপট এই যে, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ শ্রেণীর লোক অনেক সময় অন্যদের সাথে খাবার খেতে সঙ্কোচবোধ করত। তারা ভাবত অন্যরা তাদের সাথে বসে খেতে অস্বীকৃত বোধ করে থাকবে। কখনও তাদের এ রকম চিন্তাও হত যে, প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে তারা পাছে অন্যদের তুলনায় বেশি জায়গা আটকে ফেলে কিংবা দেখতে না পাওয়ার ফলে অন্যদের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলে। অপরদিকে অনেক সময় সুস্থ ব্যক্তিরাও মনে করত, মাঝের হওয়ার কারণে তারা হয়ত সুস্থদের সাথে একযোগে চলতে পারবে না; হয়ত কম খাবে, নয়ত খাদ্যের পাত্র থেকে অন্যদের মত নিজ অভিজ্ঞতা বা নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার তুলে নিতে পারবে না।

তাদের এসব অনুভূতির উৎস হল শরীরতের এমন কিছু বিধান, যাতে অন্ধকে কষ্ট দেওয়াকে গুনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে, যাতে নিজের কোন আচার-আচরণ অন্যের পক্ষে অপ্রীতিকর না হয়। সেই সঙ্গে আছে যৌথ জিনিসপত্র ব্যবহারেও সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ। তো এ আয়ত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আপনজনদের হাদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে এতটা হিসাবী দৃষ্টির দরকার নেই।

48. আরব জাতির মধ্যে আল্লাই-স্বজন ও বন্ধু-বন্ধবদের পারম্পরিক চাল-চলনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বড় উদার। উপরে যে সকল আল্লাই-স্বজনের কথা বলা হল, তারা যদি অনুমতি ছাড়া একে অন্যের ঘর থেকে কিছু খেয়ে ফেলত, সেটাকে দোষের তো মনে করা হতই না; বরং তাতে তারা অত্যন্ত খুশী হত। যখন বিধান দেওয়া হল কারণ ডেন্য অন্যের কোনবন্ধু তার আন্তরিক সম্মতি ছাড়া ব্যবহার করা জায়েয় নয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গেলেন। কোন কোন সাহাবী এত কঠোরতা অবলম্বন করলেন যে, যদি কারণ বাড়িতে ঘেটেন আর গৃহকর্ত উপস্থিত না থাকত, তবে সেখানে খাদ্যগ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করতেন। গৃহকর্তা ও তার ছেলেমেয়েরা আতিথেয়তা স্বরূপ কিছু পেশ করলে তারা চিন্তা করতেন, ঘরের আসল মালিক তো উপস্থিত নেই। তার অনুমতি ছাড়া এখানে খাওয়া আমাদের সমীচীন হবে কি? এ আয়ত স্পষ্ট করে দিয়েছে যেখানে এই নিশ্চয়তা থাকে যে, আতিথেয়তা গ্রহণ করলে গৃহকর্তা খুশী হবে, সেখানে তা গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যেখানে বিষয়টি সন্দেহযুক্ত সেখানে সাবধানতাই শ্রেষ্ঠ, তাতে সে যত নিকটাত্মীয়ই হোক (রাহুল মাআনী, মাআরিফুল কুরআন)।

49. অনেকে জিহাদে যাওয়ার সময় ঘরের চাবি এমন কোন মাঝুর ব্যক্তির কাছে দিয়ে যেতে, যে জিহাদে যাওয়ার উপযুক্ত নয়। তাকে বলে যেতে, ঘরের কোন জিনিস খেতে চাইলে আপনি নির্বিধায় থাবেন। কিন্তু একপ অনুমতি থাকা সত্ত্বেও মাঝুর ব্যক্তিগণ সাবধানতা অবলম্বন করতেন এবং খাওয়া হতে বিরত থাকতেন। এ আয়ত তাদেরকে বলছে, এতটা সাবধানতার দরকার নেই। মালিকের পক্ষ হতে যখন চাবি পর্যন্ত সমর্পণ করা হয়েছে এবং অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন খাওয়াতে কোন দোষ থাকতে পারে না।

62 মুমিন তো কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে আন্তরিকভাবে মানে এবং যখন রাসূলের সাথে সমষ্টিগত কোন কাজে শরীক হয়, তখন তার অনুমতি ছাড়া কোথাও যায় না। ৫০ (হে নবী!) যারা তোমার অনুমতি নেয়, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্যিকারভাবে মানে। সুতরাং তারা যখন তাদের কোন কাজের জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায়, তখন তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হয় অনুমতি দিও এবং অন্যান্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দোয়া কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ♦

50. এ আয়ত নাযিল হয়েছিল খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে। এ যুদ্ধে আরবের বেশ কয়েকটি গোত্র একাটা হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা করতে এসেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মদীনা মুনাওয়ারার পাশে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি মুমিনদেরকে একত্র করে খননকার্য বণ্টন করে দিলেন। তারা সকলে কাজ করে যাচ্ছিলেন। কারণ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি নিয়ে যেতেন। কিন্তু মুনাফিকরা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। একে তো তারা এ কাজে অংশ নিতেই অলসতা করত। আর যদি কখনও এসেও পড়ত নানা বাহানায় চলে যেত। অনেক সময় অনুমতি ছাড়াই চুপি চুপি সরে পড়ত। এ আয়তে তাদের নিন্দা জানানো হয়েছে এবং মুখলিস ও নির্ণাবান মুমিনদের, যারা অনুমতি ছাড়া যেত না, প্রশংসা করা হয়েছে।

63 (হে মানুষ!) তোমরা নিজেদের মধ্যে রাসূলের ডাককে তোমাদের পারম্পরিক ডাকের মত (মামুলি) মনে করো না; ৫১ তোমাদের মধ্যে যারা একে অন্যের আড়াল নিয়ে চুপিসারে সরে পড়ে আল্লাহ তাদেরকে ভালো করে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে, তাদের ভয় করা উচিত না জানি তাদের উপর কোন বিপদ আপত্তি হয় অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোন শাস্তি তাদেরকে আক্রমণ করে। ♦

51. সমর্পণায়ের লোক যখন একে অন্যকে ডাকে তখন তার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কাজেই তাতে সাড়া দিয়ে না গেলে যেমন দোষ মনে করা হয় না, তেমনি যাওয়ার পর যদি অনুমতি ছাড়া চলে আসে তাও বিশেষ দূর্ঘাণীয় হয় না। কিন্তু বড়দের ডাকের ব্যাপারটা ভিন্ন। তাদের ডাককে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নেওয়াই নিয়ম। আর সে ডাক যদি হয় রাসূলের, তার গুরুত্ব হয় অপরিসীম। আয়তে বলা হচ্ছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে কোন কাজের জন্য ডাকেন, তখন তাকে তোমাদের আপসের ডাকের মত মামুলি গণ্য করো না যে, চাইলে সাড়া দিলে আর চাইলে দিলে না। বরং তাঁর ডাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে সাড়া দিয়ে পত্রপাঠ ছুটে যাওয়া উচিত। আর যাওয়ার পরও যেন এমন না হয় যে, ইচ্ছা হল আর অনুমতি ছাড়া উঠে গেলো। যদি যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তবেই যাবে। এ আয়তের এ রকম তরজমা করাও সম্ভব যে, 'তোমরা রাসূলকে ডাকার বিষয়টিকে তোমাদের পরম্পরে একে অন্যকে ডাকার মত (মামুলি) গণ্য করো না'। এ হিসেবে ব্যাখ্যা হবে, তোমরা রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে যখন কোন কথা বলবে, তখন তোমরা নিজেরা একে অন্যকে যেমন ডাক দিয়ে থাক, যেমন হে অমুক! শোন, তাকেও সেভাবে ডাক দিও না। সুতরাং তাকে লক্ষ্য করে 'হে মুহাম্মাদ!' বলা কিছুতেই উচিত নয়। বরং তাঁকে সম্মানের সাথে 'ইয়া রাসূলল্লাহ!' বলে সম্মোধন করা চাই।

64 স্বরণ রেখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব আল্লাহরই মালিকানাধীন। তোমরা যে অবস্থায়ই থাক, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। যে দিন সকলকে তার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, সে দিন তিনি তাদেরকে তারা যা-কিছু করত তা জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ♦



♦ আল ফুরকান ♦

১ মহিময় সেই সন্তা, যিনি নিজ বান্দার প্রতি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসাকারী কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে তা বিশ্ববাসীর জন্য হয় সতর্ককারী। ♦

২ সেই সন্তা, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক। যিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেননি এবং রাজস্বে নেই তাঁর কোন অংশীদার। আর যিনি প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করে তাকে দান করেছেন এক সুনির্দিষ্ট পরিমিতি।

১. অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিসকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তার আকার-আকৃতি, গুণাবলী, যোগ্যতা-ক্ষমতা, আয়ু, খাদ্য, অবস্থা ও প্রাসঙ্গিক সবকিছুর একটা পরিমাণ স্থির করে দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ীই তা সংঘটিত হয়। স্থিরাকৃত সে পরিমাণ-পরিধির মধ্যেই প্রতিটি সৃষ্টি বিবাজ-বিচরণ করে, তা অতিক্রম করার সাধ্য নেই কারণ। -অনুবাদক

৩ আর মানুষ তাকে ছেড়ে এমন সব মাঝুদ গ্রহণ করে নিয়েছে, যারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না; বরং খোদ তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। তাদের নেই খোদ নিজেদেরও কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা। আর না আছে কারণ মৃত্যু ও জীবন দান কিংবা কাউকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা।

৪ যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা বলে, এটা (অর্থাৎ কুরআন) এক মনগত জিনিস ছাড়া কিছুই নয়, যা সে নিজে রচনা করেছে এবং অপর এক গোষ্ঠী তাকে এ কাজে সাহায্য করেছে। এভাবে (এ মন্তব্য করে) তারা ঘোর জুলুম ও প্রকাশ্য মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে।

২. মঙ্গা মুকাররমার কতিপয় কাফের অপবাদ দিয়েছিল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীদের কাছ থেকে বিগত কালের নবী-রাসূলের ঘটনাবলী শিখে নিয়েছেন আর সেসব ঘটনা কারণ দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়ে এই কুরআন বানিয়ে নিয়েছেন (নাউয়াবিল্লাহ), অথচ তারা যে সকল ইয়াহুদীর কথা বলত, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তিনি যদি তাদের কাছ থেকে শিখে নেওয়া বিষয়কে আল্লাহর কালাম বলে চালানোর চেষ্টা করতেন, তবে সবার আগে সেই ইয়াহুদীদের কাছেই সে গোমর ফাঁস হয়ে যেত। আর এহেন অবস্থায় তারা তাকে সত্য নবী বলে স্বীকার করে তাঁর প্রতি ঈমান আনে কী করে?

৫ এবং তারা বলে, এটা তো পূর্ববর্তী লোকদের লেখা আখ্যান, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় সেটাই তার সামনে পড়ে শোনানো হয়।

৬ বলে দাও, এটা (এই বাণী) তো নায়িল করেছেন সেই সন্তা, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ঘাবতীয় গুপ্ত রহস্য জানেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭ এবং তারা বলে, এ কেমন রাসূল, যে খাবার খায় এবং হাটে-বাজারেও চলাফেরা করে? তার কাছে কোন ফিরিশতা অবর্তীণ করা হল না কেন, যে তার সঙ্গে থাকত একজন সতর্ককারীরপে? কেন?

৮ অথবা তাকে কোন ধনভাণ্ডারই দেওয়া হত কিংবা তার থাকত কোন বাগান, যা থেকে সে খেতে পারত? জালেমগণ (মুসলিমদেরকে) আরও বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।

৯ (হে নবী!) দেখ, তারা তোমার সম্পর্কে কেমন সব উপমা পেশ করছে! ফলে তারা এমনই বিপ্রান্ত হয়েছে যে, সঠিক পথে আসা তাদের পক্ষে সন্তুষ্ট নয়।

৩. অর্থাৎ কেমন আজব-আজব কথা তৈরি করছে। কখনও বলছে অন্যরা এ কুরআন রচনা করে দিয়েছে। কখনও বলছে, এটা পুরাকালের আখ্যান, কখনও বলছে রাসূল পানাহার করবে কেন, কেনই বা হাটেবাজারে যাবে, কখনও বলছে, সে একজন বড় ধনী হল না কেন, আবার বলছে, সে যাদুগ্রস্ত। কুরআন ও রাসূলের শানে এসব কথা এমনই আজব, যা অবান্তর উপমারই নামান্তর। -অনুবাদক

১০ মহিমময় সেই সন্তা, যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট জিনিস দিতে পারেন। (কেবল একটি নয়) দিতে পারেন এমন বহু বাগান, যার নিচে বহমান থাকবে নদ-নদী এবং তোমাকে বানাতে পারেন বহু অট্টালিকার মালিক।

৪. অর্থাৎ কাফেরদের ফরমায়েশ মত আল্লাহ তাআলা চাইলে আপনাকে বহুমূল্য উদ্যান-অট্টালিকার মালিক বানিয়ে দিতে পারেন। ভূ-পৃষ্ঠের সমুদ্র সম্পদও আপনাকে দিয়ে দিতে পারেন। তাঁর ভাগুরে তো কেন কিছুর অভাব নেই, কিন্তু তা দিচ্ছেন না এ কারণে যে, আপনার রিসালাত প্রমাণের জন্য যে নির্দর্শন দরকার ছিল তা দেওয়া হয়ে গেছে। ঈমান আন্বের ইচ্ছা থাকলে নির্দর্শন হিসাবে তাই যথেষ্ট। ইচ্ছা নেই বলেই তা দেখা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনছে না। কাজেই তাদের চাহিদামত নির্দর্শন দিলেও তারা ঈমান আনবে না। কেনও না কেনও বাহনা দেখিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আর তখন তাদের ধৰ্বস অনিবার্য হয়ে যাবে, কিন্তু তাদেরকে এখনই ধৰ্বস করা যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা নয় তাই তিনি তাদের চাহিদামত নির্দর্শন দেখাচ্ছেন না। -অনুবাদক

১১ প্রকৃত ব্যাপার হল, তারা কিয়ামতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, আর যে-কেউ কিয়ামতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে আমি তার জন্য প্রজ্ঞানিত আগুন তৈরি করে রেখেছি।

৫. অর্থাৎ, তারা যেসব কথা বানাচ্ছে তার প্রকৃত কারণ সত্যসন্ধানী মনোভাব নয় যে, সত্য তালাশ করতে গিয়ে তাদের মনে এসব খটকা জেগেছে এবং খটকাগুলো দূর হলেই তারা ঈমান আনবে। আসল কারণ তাদের অবহেলা, চিন্তাশক্তিকে কাজে না লাগানো। যেহেতু

কিয়ামত ও আখেরাতের উপর তাদের ঈমান নেই, তাই এসব বেহুদা কথা তারা নির্ভর্যে বলতে পারছে। কেননা আখেরাতের উপর ঈমান না থাকার কারণে সেখানে যে এসব কথার কারণে শাস্তিভোগ করতে হতে পারে, সেই চিন্তাই তারা করে না।

- 12 তা যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার ফোঁস-ফোঁসানি ও গর্জনধনি। *
- 13 যখন তাদেরকে ভালোভাবে বেঁধে তার কোন এক সংকীর্ণ স্থানে নিশ্চেপ করা হবে, তখন তারা মৃত্যুকে ডাকবে। *
- 14 (তখন তাদেরকে বলা হবে,) আজ তোমরা মৃত্যুকে কেবল একবার ডেক না; বরং মৃত্যুকে ডাকতে থাক বারবার। ৬ *
6. আয়াতের এ তরজমা করা হয়েছে প্রথ্যাত মুফাসসির আবুস সুয়দ (রহ.)-এর তাফসীরের ভিত্তিতে যা আল্লামা আলুসী (রহ.) ও নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এ হিসেবে আয়াতের মর্ম হল, তোমরা কঠিন শাস্তির কারণে ঘাবড়ে গিয়ে যে মৃত্যুকে ডাকছ, তা তো আর কখনও আসার নয়। বরং তোমাদেরকে নিত্য নতুন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে এবং প্রত্যেকবারই যন্ত্রণার তীব্রতায় তোমাদের মৃত্যু কামনা করতে হবে।
- 15 বল, এই পরিণাম শ্রেষ্ঠ, না স্থায়ীভাবে থাকার জানাত, যার প্রতিশ্রুতি মুত্তাকীদেরকে দেওয়া হয়েছে? তা হবে তাদের পুরক্ষার ও তাদের শেষ পরিণাম। *
- 16 তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসরত থেকে যা চাবে তাই পাবে। এটা এমন এক দায়িত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, যা তোমার প্রতিপালক নিজের প্রতি অবধারিত করেছেন। *
- 17 এবং (তাদেরকে সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দাও) যে দিন আল্লাহ (হাশেরের ময়দানে) একত্র করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকেও। তারপর তিনি তাদের (সেই মাবুদদেরকে) বলবেন, তোমরাই কি আমার ওই বান্দাদেরকে বিপথগামী করেছিলেন, না তারা নিজেরাই বিপথগামী হয়েছিল? *
- 18 তারা বলবে, আপনার সন্তু সকল দোষ-ক্রটি থেকে পবিত্র! আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যান্য অভিভাবক গ্রহণ করতে পারি না। এ কিন্তু ব্যাপার হল, আপনি তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাদেরকে দুনিয়ার ভোগ-সম্ভাবনার দিয়েছিলেন, পরিণামে তারা উপদেশ ভুলে গিয়েছিল। আর (এভাবে) তারা হয়ে গিয়েছিল এক ধৰ্ষস্পান্ত জাতি। *
7. তারা তাদের যে উপাস্যদেরকে প্রভুত্বের মর্যাদা দান করেছিল তারা ছিল বিভিন্ন প্রকার কক্ষক ফেরেশতা, যাদেরকে তারা আল্লাহ তাআলার কন্যা বলে বিশ্বাস করত; খ.কোন কোন নবী ও বৃষ্টির্বর্গ। অনেকে তাদেরকে প্রভুত্বের আসনে বসিয়েছিল এবং তাদের পূজা-অর্চনায় লিপ্ত থাকত। এ দুই শ্রেণীর পক্ষ হতে তো এ উত্তর বোধগম্য যে, ‘আপনাকে ছেড়ে অন্য কাউকে অভিভাবক বানানোর সাধ্য আমাদের ছিল না;’ অর্থাৎ আমরা কি প্রভু হব, আপনাই তো আমাদেরসহ সকল সৃষ্টির প্রভু। ইবাদত তো কেবল আপনারই করা যায় এবং তাতে অন্য কাউকে শরীক করার কোন অবকাশ নেই।
গ.তাদের তৃতীয় প্রকারের উপাস্য হল প্রতিমা, যাদেরকে তারা নিজ হাতে মাটি বা পাথর দ্বারা তৈরি করত। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, পাথরের প্রতিমার কি বাকশক্তি আছে যে, তারা এ রকম জবাব দেবে? এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে (ক) এখানে কেবল সেই সকল মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা বিশেষ মানুষ বা ফেরেশতাকে প্রভুত্বের আসনে বসিয়ে তাদের প্রতীকরণে প্রতিমাদের পূজা করত। (খ) এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তখন মৃত্তিদেরকে কথা বলার শক্তি দান করবেন। ফলে তাদের পক্ষে একথা বলা সম্ভব হবে।
- 19 দেখ, (হে কাফেরগণ!) তোমরা যা বলছ, সে ব্যাপারে তো তারা তোমাদেরকে মিথ্যক সাব্যস্ত করল। সুতরাং (শাস্তি) টলানোর বা সাহায্য লাভের সাধ্য তোমাদের নেই। তোমাদের মধ্যে যে-কেউ জুলুমের কাজে জড়িত, তাকে আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। *
- 20 (হে নবী!) তোমার পূর্বে যত রাসূলই পাঠিয়েছি, তারা সকলে খাবার খেত ও বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের একজনকে অন্যজনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। বল, তোমরা কি সবর করবে? ১৩ তোমার প্রতিপালক সবকিছুই দেখছেন। *
8. কাফেরদের বিভিন্ন আপত্তির উত্তর দেওয়ার পর এবার মুমিনদেরকে লক্ষ করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, তোমাদের বিকল্পবাদীরা নানা রকমের আপত্তি তুলে তোমাদেরকে যে উত্ত্যন্ত করছে, এর কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাধ্যমে তাদেরকে এবং তাদের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেছেন। তাদেরকে পরীক্ষা করেছেন তো এভাবে যে, আল্লাহ তাআলা দেখছেন, সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তারা তা স্বীকার করে নিচ্ছে কি না। আর তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখছেন, তাদের দেওয়া কষ্ট-ক্লেশে তোমরা সবর করছ কি না। তোমাদের সবর দ্বারাই প্রমাণ হবে সত্য গ্রহণে তোমরা কতটুকু আন্তরিক।
- 21 যারা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আশাই করে না, তারা বলে, আমাদের প্রতি ফিরিশতা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? কিংবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাই না কেন? বস্তুত তারা আপন মনে নিজেদেরকে অনেক বড় গণ্য করে ১৪ এবং তারা গুরুতর

অবাধ্যতায় লিপ্ত রয়েছে। *

৭. অর্থাৎ, তারা অহমিকার বশবত্তি হয়েই এসব কথা বলছে। তারা নিজেদেরকে গ্রেটটাই বড় মনে করে যে, নিজেদের হেদায়াতের জন্য কোন নবী-রাসূলের কথা মেনে চলাকে আত্মসম্মানের পরিপন্থী মনে করে। তাদের দাবি হল, আল্লাহ তাআলা নিজে এসে তাদেরকে তাঁর দীন বুঝিয়ে দিন কিংবা এ কাজের জন্য অন্ততপক্ষে কোন ফিরিশতাকেই পাঠিয়ে দিন।

২২ যে দিন তারা ফিরিশতাদের দেখতে পাবে, সে দিন অপরাধীদের আনন্দ করার কোন সুযোগ থাকবে না। বরং তারা বলতে থাকবে, (হে আল্লাহ!) আমাদেরকে দাও, 'এক অলংঘনীয় অন্তরায়।' ১০ *

১০. অর্থাৎ, ফিরিশতাদের দেখতে পারার ক্ষমতাই তাদের নেই। কাফেরগণ ফিরিশতাদেরকে দেখতে পাবে এমন এক সময়, যখন তাদেরকে দেখাটা তাদের পক্ষে প্রীতিকর হবে না। ফিরিশতাগণ তখন তাদের সামনে আসবে তাদেরকে জাহানামে নিষ্কেপ করার জন্য। তাদেরকে দেখামাত্র তারা এমন আশ্রমস্থল কামনা করবে, যেখানে প্রবেশ করলে তারা ফিরিশতাদের দেখা থেকে বক্ষা পাবে। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হওয়ার নয়। [অলংঘনীয় অন্তরায় অর্থাৎ আমাদের ও ফিরিশতাদের মাঝাখানে এমন এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে দাও, যাতে তারা তা পার হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে]

২৩ তারা (দুনিয়ায়) যা-কিছু আমল করেছে, আমি তার ফায়সালা করতে আসব এবং সেগুলোকে শূন্যে বিক্ষিপ্ত ধুলোবালি (-এর মত মূল্যহীন) করে দেব। ১১ *

১১. অর্থাৎ, তারা যে সকল কাজকে পৃণ্য মনে করত, আখেরাতে তা ধুলোবালির মত মিথ্যা মনে হবে। আর তাদের যেসব কাজ বাস্তবিকই ভালো ছিল তার ফল তো তাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আখেরাতে তার বিনিময়ে কিছু পাবে না। কেননা আখেরাতে কোন কাজ গৃহীত হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত। তা তো তাদের ছিল না। তাই সেখানে এসব কোন কাজে আসবে না।

২৪ সে দিন জানাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। *

২৫ যে দিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে এক মেঘকে পথ করে দেবে ১২ এবং ফিরিশতাদেরকে অবতীর্ণ করা হবে লাগাতার। *

১২. কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার পর উপর থেকে মেঘের মত একটা জিনিস নামতে দেখা যাবে। তাতে আল্লাহ তাআলার বিশেষ তাজাজলী থাকবে। আমরা তাকে রাজহত্ত্ব শব্দে ব্যক্ত করতে পারি। এর সাথে থাকবে অসংখ্য ফিরিশতা। তারা লাগাতার আসমান থেকে হাশের মাঠে নামতে থাকবে তাফসীরে উসমানী, সংক্ষেপিত -অনুবাদক

২৬ সে দিন সত্ত্বিকারের রাজত্ব হবে দয়াময় (আল্লাহ)-এর আর সে দিনটি কাফেরদের জন্য হবে অতি কঠিন। *

২৭ এবং যে দিন জালেম ব্যক্তি (মনস্তাপে) নিজের হাত কামড়াবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ ধরতাম ১৩! *

১৩. অর্থাৎ যদি রাসূলের অনুসরণ করতাম এবং তাঁর শিক্ষা মোতাবেক সরল সঠিক পথে চলতাম, তবে আজ এই আয়ার থেকে আমি মুক্তি পেতাম। -অনুবাদক

২৮ হায় আমার দুর্ভোগ! আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! *

২৯ আমার কাছে তো উপদেশ এসে গিয়েছিল, কিন্তু সে (ওই বন্ধু) আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। ১৪ আর শয়তান তো (এমনই চরিত্রের যে, সময়কালে সে) মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যায়। ১৫ *

১৪. অসৎ সঙ্গের পরিণতি যে কি ভয়ঙ্কর এ আয়াত সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। দুনিয়ায় অনেকেরই অবস্থা এমন, যাদের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছে এবং তার মন-মস্তিষ্ক তা কবুলও করে, কিন্তু সঙ্গী-সাথী ভালো ও দীনদার না হওয়ার কারণে সে বাস্তব জীবনে তা প্রতিফলিত করতে পারে না। ফলে তার জীবন ও মরণ হয় তাদেরই একজন হিসেবে। চৈতন্য হবে কিয়ামতে। কিন্তু সেই চৈতন্য তো কোন কাজে আসবে না। তখন আক্ষেপে আঙ্গুল কামড়াবে আর বলবে আহা! আমি যদি ওদেরকে বন্ধু না বানাতাম! ওদের সাথে চলাফেরা করেই তো আমি বিপথগামী হয়েছি। আজকের এ করুণ পরিণতি তো সে কারণেই বস্তুত সঙ্গদোষকে অঙ্গীকার করার কোন উপায় নেই। তাই কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে সৎসঙ্গ গ্রহণের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসেও সৎ ও অসৎ সঙ্গের লাভ-ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। -অনুবাদক

১৫. অর্থাৎ শয়তান, তা মানব শয়তানই হোক বা জিন শয়তান, মানুষকে ধোঁকা ও প্রৱোচনা দিয়ে বিপথগামী করে ঠিকই, কিন্তু মসিবতের সময় তাকে আর ধারে কাছে পাওয়া যায় না। বরং স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। দুনিয়াতেও সে এ রকমই করে আর আধিকারাতেও তাই করবে। তখন তো তার নিজেরও দুর্ভিতির সীমা থাকবে না। -অনুবাদক

- 30** আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্পদায় এ কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল। ১৬ *
16. আলোচনার ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ করলে যদিও বোা যায়, এখানে 'সম্পদায়' বলে কাফেরদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে বক্তব্য আয়তে উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিমদের জন্যও তা ভয়ের কারণ। কেননা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যদি কুরআন মাজীদকে অবহেলা করা হয় এবং জীবনের পথ চলায় তার হেদয়াত ও নির্দেশনাকে আমলে নেওয়া না হয়, তবে এ কঠিন বাক্যটির আওতায় তাদেরও পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে এমনও হতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ না করে উল্টো তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়েই দাঁড়িয়ে যাবেন। (আল্লাহ তাআলা তা থেকে রক্ষা করুন)।
- 31** এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শক্তি বানিয়েছিলাম অপরাধীদেরকে। ১৭ তোমার প্রতিপালকই হেদয়াতকারী ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট। *
17. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, আপনার সঙ্গে মক্কার কাফেরগণ যে শক্রতা করছে, এটা নতুন কোন বিষয় নয়। যত নবী-রাসূল আমি পাঠিয়েছি, প্রত্যেকের সাথেই এ রকম আচরণ করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যাদের ভাগ্যে হেদয়াতে রেখেছেন, তাদেরকে হেদয়াতে গ্রহণের তাওফীক দেন এবং নবীদের সাহায্য করেন।
- 32** কাফেরগণ বলে, তার প্রতি সম্পূর্ণ কুরআন একবারেই নাখিল করা হল না কেন? (হে নবী!) আমি এরূপ করেছি এর মাধ্যমে তোমার অন্তর মজবুত রাখার জন্য। ১৮ আর আমি তো এটা পাঠ করিয়েছি থেমে থেমে। *
18. অর্থাৎ, সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদকে একসঙ্গে নাখিল না করে অল্ল-অল্ল নাখিল করার ফায়দা বহুবিধি। একটা উল্লেখযোগ্য ফায়দা হল, বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হতে আপনাকে যে নিত্য-নতুন কষ্ট দেওয়া হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন-নতুন আয়ত নাখিল করে আপনাকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকি।
- 33** যখনই তারা তোমার কাছে কোন সমস্য নিয়ে হাজির হয়, আমি তোমাকে দান করি (তার) যথাষ্ঠ সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা। ১৯ *
19. এটা কুরআন মাজীদকে অল্ল-অল্ল করে নাখিল করার দ্বিতীয় উপকারিতা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও ইসলাম সম্পর্কে কাফেরগণ নিত্য-নতুন আপত্তি উপ্পাপন করত। তে তারা যখন যে আপত্তি তুলত আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে আয়ত নাখিল করে তার সুস্পষ্ট সমাধান জানিয়ে দিতেন। ফলে একদিকে তাদের আপত্তির অসারতা প্রমাণ হয়ে যেত, অন্য দিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতা হয়ে উঠত পরিস্ফুট।
- 34** যাদেরকে একত্র করে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহানামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদেরই স্থান অতি নিকৃষ্ট এবং পথ সর্বাপেক্ষা দ্রাঘি। *
- 35** নিশ্চয়ই আমি মৃসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার সাথে তার ভাই হারুনকে সহযোগী বানিয়েছিলাম। *
- 36** আমি বলেছিলাম, যে সম্পদায় আমার নির্দর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে, তোমরা তাদের কাছে যাও। পরিশেষে আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেললাম। *
- 37** এবং নৃহের সম্পদায় যখন রাসূলগণকে অঙ্গীকার করল, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিলাম। আমি সে জালেমদের জন্য যত্নগ্রাময় শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। *
- 38** এভাবেই আমি আদ, ছামুদ ও আসহাবুর রাসস ২০ এবং তাদের মাঝখানে বহু সম্পদায়কে ধ্বংস করেছি। *
20. সূরা আরাফে (৭ : ৬৫-৮৪) আদ ও ছামুদ জাতির বৃত্তান্ত চলে গেছে। 'আসহাবুর রাসস'-এর শাব্দিক অর্থ 'কুয়াওয়ালাগণ'। অনুমান করা যায়, তারা কোন কুয়ার আশেপাশে বাস করত। কুরআন মাজীদে তাদের সম্পর্কে কেবল এতটুকুই বলা হয়েছে যে, নাফরমানীর কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। এর বেশি তাদের বিস্তারিত বৃত্তান্ত না কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, না সহীহ হাদীসে। ইতিহাসের বর্ণনায় তাদের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তা এতটো নির্ভরযোগ্য নয়, যার উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তবে এতটুকু বিষয় স্পষ্ট যে, তাদের কাছে কোন একজন নবীকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তারা সে নবীর কথায় কণ্পাত করেনি; বরং উপর্যুপরি তাঁর অবাধ্যতা ও তাঁর সঙ্গে শক্রতা করেছে। পরিমাণে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তারা তাদের নবীকে একটি কুয়ার ভেতর বুলিয়ে ফাঁসি দিয়েছিল আর সে কারণেই তাদের নাম পড়ে গেছে আসহাবুর রাসস বা কুয়াওয়ালা।
- 39** তাদের প্রত্যেককে বোঝানোর জন্য আমি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম। আর (তারা যখন মানেনি তখন) প্রত্যেককেই আমি পিষ্ট করে ফেলি। *

40

তারা (অর্থাৎ মক্ষার কাফেরগণ) সেই জনপদের উপর দিয়ে যাতায়াত করেছে, যার উপর বর্ষণ করা হয়েছিল মন্দ (পাথরের) বৃষ্টি।
১ তারা কি সে জনপদটিকে দেখতে পেত না? (তা সত্ত্বেও তাদের শিক্ষালাভ হয়নি); বরং পুনরুদ্ধিত হওয়ার আশঙ্কাই তারা করত ন্য। *

21. ইশারা হয়ে লৃত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের প্রতি। সূরা হৃদে (১১ : ৭৭-৮৩) তাদের ঘটনা চলে গেছে।

41

(হে রাসূল!) তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা কেবল তোমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপেরই পাত্র বানায়। তারা বলে, এই বুঝি সেই, যাকে আল্লাহ নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন? *

42

আমরা নিজ দেবতাদের প্রতি (ভক্তি-বিশ্বাসে) অবিচলিত না থাকলে সে তো আমাদেরকে প্রায় বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল। (যারা এসব কথা বলে,) তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা জানতে পারবে কে সঠিক পথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। *

43

আচ্ছা বল তো যে ব্যক্তি নিজের কুপ্রবৃত্তিকে আপন মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, (হে নবী!) তুমি কি তার দায়-দায়িত্ব নিতে পারবে। ২২ *

22. নিজ উশ্মতের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মায়া-মমতা ছিল প্রচণ্ড। তার সতত কামনা ও চেষ্টা ছিল যারা কুফর ও শিরকের উপর জিদ ধরে বসে আছে, যেকোন প্রকারে তারাও ঈমান আনুকৃত। তাদের কেউ ঈমান আনলে তিনি বড় খুশী হতেন। আর কেউ যদি ঈমান না আনত তবে তাঁর মানবেদনার সীমা থাকত না। তাই কুরআন মাজীদ তাঁকে মাঝে মধ্যেই সান্ত্বনা দিয়েছে যে, আপনার দায়িত্ব তো সত্য কথা পৌঁছানো পর্যন্তই সীমিত। যারা নিজেদের মনের ইচ্ছাকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, যে কারণে আপনার কথা মানছে না, তাদের দায়-দায়িত্ব আপনার উপর আর্পিত হয়নি।

44

নাকি তুমি মনে কর তাদের অধিকাংশে শোনে অথবা বোঝে? না, তারা তো চতুর্পদ জন্মের মত; বরং তারা তার চেয়েও বেশি বিপথগামী। *

45

তুমি কি নিজ প্রতিপালকের (কুদরতের) প্রতি লক্ষ করনি যে, তিনি কিভাবে ছায়াকে সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে তা স্থির রাখতে পারতেন। অতঃপর আমি সূর্যকে তার পথনির্দেশক বানিয়ে দিয়েছি। *

46

অতঃপর আমি অল্প-অল্প করে তাকে নিজের দিকে গুটিয়ে আনি। ২৩ *

23. এখান থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের কয়েকটি নির্দশনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর প্রত্যেকটি নির্দশনই আল্লাহ তাআলার তাওহীদের প্রমাণ বহন করে। চিন্তাশীল মাত্রাই চিন্তা করলে বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারবে। সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে রোদ ও ছায়ার পরিবর্তনের দিকে। এ পরিবর্তন মানব জীবনের জন্য আত্মীয় জীবন। পৃথিবীতে সর্বক্ষণ রোদ থাকল যেমন মানব জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে, তেমনি সর্বাদ ছায়া থাকলেও জীবনের সব ক্ষেত্রে দেখা দেবে মহা বিপর্যয়। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণার্থে উভয়টিকে এক চমৎকার নিয়ম-নিগড়ে বেঁধে দিয়েছেন। প্রতিদিন মানুষ ক্রমবৃদ্ধি ও ক্রমহ্রাস প্রক্রিয়ায় উভয়টিই পেয়ে থাকে। ভোরবেলা ছায়া থাকে সম্প্রসারিত। তারপর রোদের ক্রমবৃদ্ধির সাথে সাথে ছায়া ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকে। সূর্যকে ছায়ার পথনির্দেশক বানানোর অর্থ গ্রটাই যে, সূর্য যত উপরে ওঠে ছায়া তত কমতে থাকে। এভাবে কমতে কমতে দুপুর সময়ে তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। যে বিষয়টিকে আল্লাহ পাক “নিজের দিকে গুটিয়ে আনি” বলে ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর সূর্য যতই পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ে ছায়া ততই ধীরে ধীরে পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি সূর্যাস্তকালে তা পুরো দিগন্ত ধীরে ফেলে। এভাবে রোদ ও ছায়ার এ পরিবর্তন মানুষ ধীরে লাভ করে। ফলে আকস্মাৎ পরিবর্তনের ক্ষতি থেকে সে রক্ষা পায়।

47

তিনিই রাতকে তোমাদের জন্য করেছেন পোশাক-স্বরূপ এবং ঘুমকে শান্তিময়। আর দিনকে ফের উঠে দাঁড়ানোর মাধ্যম বানিয়েছেন। *

48

তিনিই নিজ রহমত (অর্থাৎ বৃষ্টি)-এর আগে বায়ু পাঠান (বৃষ্টির) সুসংবাদবাহীরাপে এবং আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি পবিত্র পানি *

49

তা দ্বারা মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করা এবং আমার সৃষ্টি বহু জীবজন্ম ও মানুষকে তা পান করানোর জন্য। *

50

আমি মানুষের কল্যাণার্থে তাকে (অর্থাৎ পানিকে) আবর্তমান করে রেখেছি, ২৪ যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কোন কিছুতে সম্মত নয়। *

24. ‘পানিকে আবর্তমান করে রাখা’ এর এক অর্থ, আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে নিজ হেকমত অনুযায়ী এক বিশেষ অনুপাত ও সঙ্গতির সাথে পানি বন্টন করে থাকেন। সেই সঙ্গে এ অর্থও হতে পারে যে, পানির মূল উৎস হল সাগর। সেখান থেকে আল্লাহ তাআলা মেঘের মাধ্যমে তা উপরে তুলে আনেন এবং বরফ আকারে পাহাড়-পর্বতে জমা করেন। তারপর সে পানি গলে গলে নদ-নদীতে পরিণত হয়। নদীর প্রবাহিত জলধারা দ্বারা মানুষ তাদের প্রয়োজন সম্যাধি করে। ফলে স্বচ্ছ ও পবিত্র পানি নষ্ট ও দূষিত হয়ে যায়। তারপর আবার তাদের

ব্যবহাত পানি নদী-নালা হয়ে সাগরে পতিত হয় এবং সাগরের পবিত্র জলরাশির সাথে মিশে তার সমস্ত ক্লেদ খতম হয়ে যায়। ফের সেই পানি মেঘের মাধ্যমে উপরে তুলে আনা হয়।

51 আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে এক স্বতন্ত্র সতর্ককারী (নবী) পাঠাতে পারতাম। ❁

52 সুতরাং (হে নবী!) তুমি কাফেরদের কথা শুনো না; বরং এ কুরআনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তিতে সংগ্রাম চালিয়ে যাও। ২৫
❁

25. অর্থাৎ নবীর আগমন আশচর্যের কোন ব্যাপার নয়। আল্লাহ চাইলে এখনও নবীদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে প্রত্যেক এলাকায় পৃথক-পৃথক নবী পাঠাতে পারতেন, কিন্তু এই আখেরি যমানার জন্য আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত সে রকম নয়। এখন সারা জাহানের সমস্ত মানুষের কল্যাণ একই নবীর অনুসরণে। তাই আপনাকে বিশ্বনবী করে পাঠানো হয়েছে। কাজেই আপনি অবিশ্বাসীদের অঙ্গতাসুলভ অভিযোগ-আপত্তি ও তাদের হঠকারিতাপূর্ণ কৃটকচালিতে কান না দিয়ে পুরোনো আপন কাজ চালিয়ে যান এবং কুরআন হাতে তাদের মুকাবিলা করতে থাকুন। আল্লাহ তাআলা আপনাকেই কৃতকার্য করবেন (-অনুবাদক তাফসীরে উসমানী থেকে)।

53 তিনিই দুই নদীকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, যার একটি মিষ্টি, তস্তিকর এবং একটি লোনা, অত্যন্ত কটু। উভয়ের মাঝখানে রেখে দিয়েছেন এক আড়াল ও অলংঘনীয় প্রতিবন্ধক। ২৬ ❁

26. নদ-নদী ও সাগরের সঙ্গমস্থলে এ রকম দৃশ্য সকলেরই চোখে পড়ে। দুই রকম পানির স্বোত্থারা পাশাপাশি ছুটে চলে, অথচ একটি আরেকটির সাথে মিশ্রিত হয় না। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাদের বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবে চোখে পড়ে। এটাই সেই বিশ্বয়কর প্রতিবন্ধ, যা উভয়ের কোনটিকে অন্যটির সীমানা ভেদ করতে দেয় না।

54 তিনিই পানি দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বংশগত ও বৈবাহিক আত্মীয়তা দান করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান। ❁

55 তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন সব বস্তুর ইবাদত করছে, যা তাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং অপকারও নয়। বস্তুত কাফের ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের ঘোর বিরোধি। ❁

56 (হে নবী!) আমি তো তোমাকে কেবল একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি। ❁

57 বলে দাও, আমি এ কাজের জন্য তোমাদের থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না। তবে যে ইচ্ছা করে, সে তার প্রতিপালকের কাছে পৌঁছার পথ অবলম্বন করুক (সেটাই হবে আমার প্রতিদান)। ❁

58 তুমি নির্ভর কর সেই সন্তার উপর, যিনি চিরঞ্জীব যার মৃত্যু নেই এবং তাঁরই প্রশংসার সাথে তাসবীহ আদায় করতে থাক। নিজ বাল্দাদের গুনাহের খবর রাখার জন্য তিনিই যথেষ্ট। ❁

59 যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তারপর তিনি আরশে 'ইসতিওয়া' ২৭ গ্রহণ করেছেন। তিনি 'রহমান'। তাঁর (মহিমা) সম্পর্কে জিজেস কর কোন ভোজনকে। ❁

27. 'ইসতিওয়া'-এর অভিধানিক অর্থ সোজা হওয়া, দৃঢ়ভাবে আসীন হওয়া। আরশে আল্লাহ তাআলার 'ইসতিওয়া গ্রহণ'-এর ব্যাখ্যা কি এবং তা কিভাবে হয়ে থাকে, আমাদের সীমিত জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা তা বোঝা সম্ভব নয়। তা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত। সুরা আলে-ইমরানের শুরুতে যে 'মুতাশাবিহাত'-এর কথা বলা হয়েছে, এটা তার অন্যতম। সুতরাং আয়াতে যতটুকু বলা হয়েছে ততটুকুর প্রতি স্টীমান রাখাই যথেষ্ট। এর স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা বৃথা। বৃথা চেষ্টায় রং না হওয়াই ভালো।

60 তাদেরকে যখন বলা হয়, 'রহমান'কে সিজদা কর, তারা বলে রহমান কী? তুমি যে-কাউকে সিজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজদা করব? ২৮ এতে তারা আরও বেশি বিমুখ হয়ে পড়ে। ❁

28. মুক্তির মুশরিকগণ আল্লাহ তাআলার সত্ত্ব বিশ্বাসী ছিল বটে, কিন্তু তাঁর 'রহমান' নামকে স্বীকার করত' না। তাই যখন এ নামে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা হত, তারা চরম ধৃষ্টিতার সাথে এ পবিত্র নামকে প্রত্যাখ্যান করত।

61 মহিমময় সেই সন্তা, যিনি আকাশে 'বুরুজ' ২৯ বানিয়েছেন এবং তাতে এক উজ্জ্বল প্রদীপ ও আলো বিস্তারকারী চাঁদ সৃষ্টি করেছেন। ❁

২৯. বুরাজ শব্দটি রুজ (রুং) এর বহুবচন। আয়তে এর বিভিন্ন অর্থ করার অবকাশ আছে, যেমন (ক) তারকারাঙ্গি; (খ) মহাকাশের বিভিন্ন এলাকা, যাকে জ্যোতির্বিদগণ বুরাজ বা কক্ষপথ নামে অভিহিত করে থাকে; (গ) এটাও সন্তুষ্য, যে, বুরাজ বলতে নভোম-লীয় এমন কিছু সৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত যা মানুষের নজরে আসেনি।

- ৬২ এবং তিনিই সেই সন্তা, যিনি রাত ও দিনকে পরম্পরের অনুগামী করে সৃষ্টি করেছেন (কিন্তু এসব বিষয় উপকারে আসে কেবল) সেই ব্যক্তির জন্য, যে উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা রাখে কিংবা কৃতজ্ঞতা ডাক্তান করতে চায়। *
- ৬৩ রহমানের বান্দা তারা, যারা ভূমিতে নম্বভাবে চলাফেরা করে এবং অঙ্গলোক যথন তাদেরকে লক্ষ্য করে (অঙ্গতাসুলভ) কথা বলে, তখন তারা শান্তিপূর্ণ কথা ৩০ বলে। *
৩০. অর্থাৎ, তারা অঙ্গজনদের কটু কথা ও গালিগালাজের জবাব মন্দ কথা দ্বারা দেয় না; বরং ভদ্রোচিত ভাষায় দিয়ে থাকে।
- ৬৪ এবং ঘারা রাত অতিবাহিত করে নিজ প্রতিপালকের সামনে (কখনও) সিজদারত অবস্থায় এবং (কখনও) দণ্ডায়মান অবস্থায়। *
- ৬৫ এবং ঘারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! জাহানামের আয়াব আমাদের থেকে দূরে রাখুন। নিশ্চয়ই তার আয়াব সদা সংলগ্ন হয়ে থাকে। *
- ৬৬ নিশ্চয়ই অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা অতি নিকৃষ্ট। *
- ৬৭ এবং ঘারা ব্যয় করার সময় না করে অপব্যয় এবং না করে কার্পণ্য; বরং তা হয় উভয়ের মাঝখানে ভারসাম্যমান। *
- ৬৮ এবং ঘারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন মাবুদের ইবাদত করে না এবং আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে বধ করে না এবং তারা ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তিই একপ করবে তাকে তার গুনাহের (শান্তির) সম্মুখীন হতে হবে। *
- ৬৯ কিয়ামতের দিন তার শান্তি বৃদ্ধি করে দ্বিগুণ করা হবে এবং সে লাঞ্ছিত অবস্থায় তাতে সদা-সর্বদা থাকবে। ৩১ *
৩১. এর দ্বারা কাফের ও মুশারিকদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা মুমিনগণ জাহানামের স্থায়ী শান্তি ভোগ করবে না। তাদেরকে যদি তাদের গুনাহের কারণে শান্তি দেওয়া হয়, তবে সে শান্তি ভোগের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাদেরকে জানাতে নিয়ে যাওয়া হবে।
- ৭০ তবে কেউ তাওবা করলে, ঈমান আনলে এবং সৎকর্ম করলে, আল্লাহ একপ লোকদের পাপরাশিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। ৩২ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *
৩২. অর্থাৎ, কাফের অবস্থায় তারা যেসব পাপ কাজ করেছে তাদের আমলনামা থেকে তা মুছে ফেলা হবে এবং ইসলাম গ্রহণের নেক কাজসমূহ তদস্থলে ঠাঁই পাবে।
- ৭১ এবং যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে মূলত আল্লাহর দিকে যথাযথভাবে ফিরে আসে। *
- ৭২ এবং (রহমানের বান্দা তারা) ঘারা অন্যায় কাজে শামিল হয় না ৩৩ এবং যথন কোন বেহুদা কার্যকলাপের নিকট দিয়ে যায়, তখন আত্মসম্মান বাঁচিয়ে যায়। ৩৪ *
৩৩. কুরআন মাজীদে এস্থলে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে *روز* (মুর), যার আভিধানিক অর্থ মিথ্যা। তাছাড়া যে-কোন প্রাক্ত ও অন্যায় কাজকেও ‘যুর’ বলে। এ হিসেবে আয়তের অর্থ হচ্ছে, সেখানে কোন অন্যায় ও অবৈধ কাজ হয়, আল্লাহর নেক বান্দাগণ তাতে জড়িত হয় না। আবার এ অর্থও করা যেতে পারে যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।
৩৪. অর্থাৎ, তারা যেমন বেহুদা ও অহেতুক কাজে শরীর হয় না, তেমনি ঘারা সে কাজে জড়িত, তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করে না; বরং তারা মন্দ কাজকে মন্দ জেনে নিজের মান রক্ষা করে সেখান থেকে চলে যায়।
- ৭৩ এবং যখন তাদের প্রতিপালকের আয়ত দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়, তখন তারা বধির ও অন্ধকাপে তার উপর পতিত হয় না। ৩৫ *

35. এর দ্বারা মুনাফিকদেরকে কঠোর্ষ করা হয়েছে। তারা আল্লাহ তাআলার আয়াত শুনে বাহ্যত তার প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করত এবং তার সামনে এমন বিনীত ভাব দেখাত, মনে হত যেন উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা শুনতে তারা মোটেই আগ্রহী ছিল না। সে দিক থেকে তারা চোখগুকান বন্ধ করে অক্ষ ও বাধির সদৃশ হয়ে যেত। ফলে কুরআনের আয়াত দ্বারা তারা উপকৃত হতে পারত না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগণ কুরআনের আয়াতসমূহকে আন্তরিক আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে নেয়। তার বিষয়বস্তু মন দিয়ে শোনে এবং তা যে সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চোখগুকান খোলা রেখে তা বোঝার ও হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে।

74 এবং যারা (এই) বলে (দোয়া করে যে), হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ হতে দান কর নয়নপ্রীতি এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানাও। ৩৬ ♡

36. সাধারণত পিতা তার পরিবারবর্গের নেতা হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদ তাকে এ দোয়া শিক্ষা দিচ্ছে। এর সারমর্ম হল, হে আল্লাহ! পিতা ও স্বামী হিসেবে আমি যখন স্ত্রী ও সন্তানদের নেতা, তখন আপনি আমার স্ত্রী-সন্তানদেরকে মুত্তাকী বানিয়ে দিন, যাতে আমি নেতা হই মুত্তাকীদের এবং তারা হয় আমার জন্য নয়নপ্রীতিকর। এর বিপরীতে আমি না হই ফাসেক ও পাপীদের নেতা, যারা আমার জন্য আয়াব না হয়ে দাঁড়ায়। যারা নিজ পরিবারবর্গের আচার-আচরণে অতিষ্ঠ, তাদের নিয়মিতভাবে এ দোয়াটি করা উচিত।

75 এরাই তারা, যাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্মাতের সুউচ্চ প্রাসাদ দেওয়া হবে এবং সেখানে শুভেচ্ছা ও সালামের সাথে তাদের অভ্যর্থনা করা হবে। ♡

76 তারা তাতে স্থায়ী জীবন লাভ করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা অতি উত্তম। ♡

77 (হে রাসূল! মানুষকে) বলে দাও, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে না ডাকলে তার কিছুই আসে যায় না। ৩৭ আর (হে কাফেরগণ!) তোমরা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করেছ। অচিরেই এ প্রত্যাখ্যান তোমাদের গললগ্ন হয়ে যাবে। ♡

37. এটা বলা হচ্ছে যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী করে তাদেরকে লক্ষ করে। বলা হচ্ছে যে, তোমরা যদি আল্লাহ তাআলার অভিমুখী না হতে এবং তাঁর ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে, তবে আল্লাহ তাআলারও তাতে কিছু আসত যেত না, তিনি এর কোন পরওয়া করতেন না। কিন্তু দয়াময় আল্লাহর প্রকৃত বান্দাগণ, যারা তাঁর ইবাদত-বন্দেগীতে লিঙ্গ থাকে এবং যারা উপরে বর্ণিত সৎকর্মসমূহ আঞ্চাম দেয়, তারা হবে উৎকৃষ্ট পরিণামের অধিকারী, যার মিশাদার আল্লাহ তাআলা নিজেই। তারপর কাফেরদেরকে লক্ষ করে বলা হয়েছে, তোমরা যখন এ মূলনীতি জানতে পারলে এবং তারপরও সত্য প্রত্যাখ্যানের নীতিতেই অটল থাকলে, তখন জেনে রেখ, আল্লাহ তাআলার অনুগত বাস্তাদের মত পরিণাম তোমাদের হতে পারে না। তোমাদের এ কর্মকাণ্ড তোমাদের গলার কাঁটা হয়ে যাবে এবং পরিশেষে আখেরাতের আয়াবকাপে তোমাদেরকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরবে যে, তার থেকে মুক্তিলাভ কখনও সম্ভব হবে না।



♦ আশ শুআরা' ♦

1 তোয়া-সীম-মীম। ১ ♡

1. সূরা বাকারায় শুরুতে বলা হয়েছিল যে, বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে যে বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে, তাকে 'আল-হুরাফুল মুকাব্বাতাত' বলে। এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

2 এগুলি সত্যকে সুস্পষ্টকারী কিতাবের আয়াত। ♡

3 (হে রাসূল!) তারা ঈমান (কেন) আনছে না, এই দুঃখে হয়ত তুমি আত্মবিনাশী হয়ে যাবে। ♡

4 আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে কোন নির্দর্শন অবর্তীর্ণ করতাম, ফলে তার সামনে তাদের ঘাড় নুঘে যেত। ২ ♡

2. অর্থাৎ, তাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করাটা আল্লাহ তাআলার পক্ষে কিছু কঠিন ছিল না। কিন্তু এ দুর্নিয়ায় মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য তো এ নয় যে, তাদেরকে জ্বরদস্তি মূলকভাবে মুমিন বানানো হবে। বরং মানুষের কাছে দাবি হল, কোন রকম জোর-জ্বরদস্তি ছাড়াই তারাই নিজ বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে এবং নির্দশনাবলীর মধ্যে চিন্তা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঈমান আনুক। তারা একাপ করে কিনা সে পরীক্ষার জন্যই আল্লাহ তাআলা মানুষকে এ দুর্নিয়ায় পাঠিয়েছেন। কাজেই তারা যদি ঈমান না আনে, তবে ক্ষতি তাদেরই। সেজন্য আপনার এতটা দুঃখ কাতর হওয়া উচিত নয় যে, আপনি একেবারে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন।

৫ (তাদের অবস্থা তো এই যে,) তাদের সামনে দয়াময় আল্লাহর পক্ষ হতে যখনই নতুন কোন উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ❖

৬ এভাবে তারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, অচিরেই তার প্রকৃত সংবাদ তাদের কাছে এসে যাবে তো। ❖

৩. 'সংবাদ' বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপের শাস্তি বোঝানো হয়েছে, যা তাদেরকে নগদ দুনিয়াতেই কিংবা আখিরাতে দেওয়া হবে। শাস্তিকে 'সংবাদ' বলা হয়েছে একারণে যে, কুরআন সে সম্পর্কে সংবাদ দান করেছে। অথবা সংবাদ দ্বারা যেমন অঙ্গত বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়, তেমনি সেই শাস্তি দ্বারা কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে চাকুষ জ্ঞান লাভ হবে বলে তাকে 'সংবাদ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। -অনুবাদক

৭ তারা কি ভূমির প্রতি লক্ষ্য করেনি, আমি তাতে সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট বস্তু হতে কত কিছু উৎপন্ন করেছি? ❖

৮ নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছে নির্দর্শন। তথাপি তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না। ❖

৯ নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ❖

১০ (সেই সময়ের বৃত্তান্ত শোন), যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বলেছিলেন, তুমি ওই জালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও ❖

১১ ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে। তারা কি আল্লাহকে ভয় করে না? ❖

১২ মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার আশঙ্কা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। ❖

১৩ আমার অন্তর সঙ্গুচিত হয়ে যাচ্ছে এবং আমার জিহ্বাও স্বচ্ছন্দে চলে না। সুতরাং হারানের কাছেও (নবুওয়াতের) বার্তা পাঠান ❖

১৪ আর আমার বিরুদ্ধে তো তাদের একটা অভিযোগও আছে। ৪ তাই আমার ভয়, তারা আমাকে হত্যা করবে। ❖

৪. একবার এক কিবতী এক ইসরাইলীর উপর জুলুম করছিল। ঘটনাটি হয়রত মুসা আলাইহিস সালামের সামনে পড়ে যায়। তিনি মজলুমকে বাঁচানোর জন্য জালেমকে একটি ঘূর্ণি মারেন। সেই এক ঘূর্ণিতে লোকটির মৃত্যু হয়ে যায়। ফলে তার উপর স্থানীয় কিবতীকে হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। আয়াতের ইশারা সে দিকেই। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সামনে সূরা কাসাস (সূরা নং ২৮)-এ আসছে।

১৫ আল্লাহ বললেন, কখনও নয়। তোমরা আমার নির্দর্শনাবলী নিয়ে যাও। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সবকিছু শুনতে থাকব। ❖

১৬ সুতরাং তোমরা ফিরাউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা রাবুল আলামীনের রাসূল। ❖

১৭ (আমরা এই বার্তা নিয়ে এসেছি যে,) তুমি বনী ইসরাইলকে আমাদের সঙ্গে যেতে দাও। ৫ ❖

৫. বনী ইসরাইল অর্থ ইসরাইলের বংশধর। ইসরাইল হয়রত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আরেক নাম। তাঁর বংশধরগণকেই বনী ইসরাইল বলা হয়। তারা ফিলিস্তিনের কানআন এলাকায় বাস করত। কিন্তু হয়রত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন মিসরের শসনক্ষমতা লাভ করেন, তখন তিনি তাঁর খাদ্যান তথা বনী ইসরাইলের সকলকে মিসরে নিয়ে যান। সেখানে তারা দীর্ঘকাল বসবাস করে। সূরা ইউসুফে এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম দিকে তো তারা সম্মান ও শাস্তির সাথেই বসবাস করছিল। কিন্তু হয়রত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পর পরিস্থিতির ত্রুম অবনতি ঘটে। এক পর্যায়ে মিসরের রাজাগণ, যাদেরকে ফিরাউন বলা হত, তাদেরকে দাসরাপে ব্যবহার করতে শুরু করে এবং তাদের প্রতি নানা রকম জুলুম-নির্যাতন চালাতে থাকে।

১৮ ফেরাউন (একথার উত্তরে হয়রত মুসা আলাইহিস সালামকে) বলল, আমরা কি তোমাকে তোমার শিশুকালে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? ৫ তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মাঝেই কাটিয়েছ। ❖

৬. সূরা তোয়াহ (২০ : ৩৯) এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

- 19** আর তোমার যে কা- তুমি করেছিলে সে তো করেছই। ১ বন্তত তুমি একজন অকৃতজ্ঞ লোক। ♦
 7. পূর্বে তন্ম টীকায় যে ঘটনার কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে এ ইঙ্গিত তারই প্রতি।
- 20** মূসা বলল, আমি সে কাজটি এমন অবস্থায় করেছিলাম যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ। ২ ♦
 8. অর্থাৎ, একটা মাত্র ঘুষিতেই লোকটা মারা যাবে সে কথা আমার জানা ছিল না।
- 21** অতঃপর আমি যখন তোমাদেরকে ভয় করলাম, তখন তোমাদের থেকে পালিয়ে গেলাম। তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে হেকমত দান করলেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। ৩ ♦
 9. কিবর্তী হত্যার কারণে হলিয়া জারি হলে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম পালিয়ে মাদইয়ান চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তাকে নবুওয়াত দান করা হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সামনের সূরা কাসাস (সূরা নং ২৮)-এ আসছে।
- 22** আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের খোঁটা দিচ্ছ, তার স্বরূপ তো এই যে, তুমি বনী ইসরাইলকে দাস বানিয়ে রেখেছ। ♦
23 ফেরাউন বলল, রাবুল আলামীন আবার কী? ♦
24 মূসা বলল, তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক যদি তোমাদের বাস্তবিকই বিশ্বাস করার থাকে। ♦
25 ফেরাউন তার আশপাশের লোকদেরকে বলল, তোমরা শুনছ কি না? ১০ ♦
 10. ফেরাউন যে প্রশ্ন করেছিল তার সারমর্ম ছিল, 'রাবুল আলামীন' এর স্বরূপ কী, তা ব্যাখ্যা কর। আর হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দেওয়া উত্তরের সারমর্ম হল, আল্লাহ তাআলার সন্তা কেমন, তাঁর স্বরূপ কী, তা জানা কারণ পক্ষে সন্তুষ্ট নয়। হাঁ, তাঁকে চেনা যায় তাঁর সিফাত বা গুণাবলীর দ্বারা। তাই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম উত্তরে আল্লাহ তাআলার সিফাতই উল্লেখ করেছেন। তা শুনে ফিরাউন মন্তব্য করল, এ লোকটা বদ্ধ পাগল। প্রশ্ন করেছি কী, আর উত্তর দেয় কী! প্রশ্ন ছিল স্বরূপ সম্পর্কে, কিন্তু উত্তরে তাঁর গুণ বর্ণনা করছে। [অথবা এর অর্থ, দেখ তার ধৃষ্টতা! কেবল আসমান-যমীনের রব বলেই ক্ষান্ত হচ্ছে না। তাকে আমার ও আমাদের বাপ-দাদাদেরও রব বলছে। পাগল না হলে কেউ আমার মুখের উপর এমন ভয়ংকর কথা বলতে পারে? -অনুবাদক]
- 26** মূসা বলল, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক। ♦
27 ফেরাউন বলল, তোমাদের এই রাসূল, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, একেবারেই উন্মাদ! ১১ ♦
 11. অর্থাৎ তোমরা শুনছ সে কী বলছে, আসমান-যমীনে আমি ছাড়া আরও নাকি রব আছে! তোমরা কি বিশ্বাস কর তার এ কথা? এই বলে সে তাদেরকে উত্তেজিত করতে চাচ্ছিল।
- 28** মূসা বলল, তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রতিপালক এবং এ দুয়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুরও যদি তোমরা বুদ্ধির সম্ব্যবহার কর। ১২ ♦
 12. অর্থাৎ তোমার আমাকে উন্মাদ বলছ কি, নিজেদের আকলের খবর নাও। বুদ্ধি সুস্থ থাকলে সৃষ্টিকে প্রস্তা বানাতে না। বরং বুত্তে পারতে এই মহাবিশ্ব ও এর অন্তর্গত অগণ্য সৃষ্টির সুষ্ঠু-সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা যিনি করেন, রব কেবল তিনিই। আর এ কাজ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। সুতরাং তাকে ছাড়া আর কাউকে রব বানিয়ে তার ইবাদত করারও কোন বৈধতা নেই। এই যুক্তিপূর্ণ বন্ধব্য শুনে ফিরাউন সম্পূর্ণ নিরন্তর হয়ে গেল। অগত্যা ক্ষমতাদর্পী শাসকেরা যা করে থাকে, সেও তাই করল। হুমকি দিল মূসা আলাইহিস সালাম এসব কথা থেকে ক্ষান্ত না হলে সে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। -অনুবাদক
- 29** সে বলল, (মনে রেখ) তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাঝে বলে গ্রহণ কর, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই যারা জেলে পড়ে আছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত করব। ♦
30 মূসা বলল, আমি যদি (সত্যকে) পরিস্ফুটকারী কোন জিনিস তোমার নিকট উপস্থিত করি, তবুও কি? ♦

- 31 ফেরাউন বলল, আচ্ছ, তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে তা উপস্থিত কর। ❁
- 32 সুতরাং মূসা তার লাঠি নিষ্কেপ করল, তৎক্ষণাত তা সাক্ষাৎ অজগর হয়ে গেল। ❁
- 33 এবং সে তার হাত (বগলের ভেতর থেকে) টেনে বের করল, অমনি তা দর্শকদের সামনে সাদা হয়ে গেল। ১৩ ❁
13. 'সাদা হয়ে গেল' মানে উজ্জ্বল হয়ে গেল।
- 34 ফেরাউন তার আশপাশের নেতৃবর্গকে বলল, নিশ্চয়ই সে একজন সুদক্ষ যাদুকর। ❁
- 35 সে তার যাদুবলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে উৎখাত করতে চায়। এবার বল, তোমাদের অভিমত কী? ১৪ ❁
14. ঈরাত্ত্বী একনায়ক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মতামত চাওয়া দ্বারা হয়ত তাদের মনোরঞ্জন করা উদ্দেশ্য ছিল। কেননা তার ভয় হয়েছিল, মূসা আলাইহিস সালামের মহা মুজায়া দেখে মিসরবাসী তার প্রতি বিশ্বাসী ও তার অনুসারী হয়ে যেতে পারে। -অনুবাদক
- 36 তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছুটা সময় দিন এবং নগরে-নগরে সংবাদবাহক পাঠিয়ে দিন ❁
- 37 যারা যত সুদক্ষ যাদুকর আছে, তাদেরকে আপনার কাছে নিয়ে আসবে (তারপর মূসা ও তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধিতা হোক)। ❁
- 38 সুতরাং নির্ধারিত এক দিন সুনির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদের একত্র করা হল। ❁
- 39 এবং মানুষকে বলা হল, তোমরা সমবেত হচ্ছ তো? ❁
- 40 হয়ত আমরা যাদুকরদের অনুগামী হতে পারব যদি তারাই জয়ী হয়। ❁
- 41 তারপর যখন যাদুকরগণ আসল, তখন তারা ফির'আউনকে বলল, এটা তো নিশ্চিত যে, আমরা বিজয়ী হলে আমাদের জন্য কোন পুরস্কার থাকবে? ❁
- 42 ফির'আউন বলল, হাঁ এবং তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠজনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ১৫ ❁
15. অর্থাৎ কেবল আর্থিক পুরস্কারই নয়, পারিষদ হিসেবে বিশেষ মর্যাদাও তোমাদের দেওয়া হবে। -অনুবাদক
- 43 মূসা যাদুকরদেরকে বলল, তোমাদের যা নিষ্কেপ করার তা নিষ্কেপ কর। ১৬ ❁
16. এটা ছিল আল্লাহ-নির্ভরতাপ্রসূত আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ। অর্থাৎ সূচনা তোমরাই কর এবং তোমাদের যতদূর যা করার ক্ষমতা আছে, তা কর। আমি ওসবের কোন পরওয়া করি না। আল্লাহর সত্য নবী হিসেবে আমার এ বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহ তাআলাই আমাকে সাহায্য করবেন এবং সত্যেরই জয় হবে। -অনুবাদক
- 44 তখন তারা তাদের রশি ও লাঠি মাটিতে ফেলে দিল ১৭ এবং বলল, ফির'আউনের ইজ্জতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হব। ❁
17. সূরা তোয়াহায় (২০ : ৬৬) বর্ণিত হয়েছে, যাদুকরগণ যে রশি ও লাঠিগুলো নিষ্কেপ করেছিল, তাদের যাদুর কারসাজিতে হঠাৎ মনে হচ্ছিল, যেন তা দৌড়ানোড়ি করছে।
- 45 অতঃপর মুসা নিজ লাঠি মাটিতে নিষ্কেপ করল। অমনি তা (অজগর হয়ে) তারা মিছামিছি যা তৈরি করেছিল তা গ্রাস করতে লাগল। ❁

46

অনন্তর যাদুকরদেরকে সিজদায় পাতিত করা হল। ১৮ ❁

18. লক্ষ্য করার বিষয় হল, কুরআন মাজীদ এছলে 'তারা সিজদায় পাতিত হল' না বলে, ভাষা ব্যবহার করেছে 'তাদেরকে সিজদায় পাতিত করা হল'। এটা করা হয়েছে এজন্য যে, এর দ্বারা তাদের সিজদার প্রকৃতির দিকে ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা এমনিতেই সিজদা করেনি। হ্যারত মুসা আলাইহিস সালামের মুজিয়াই তাদেরকে সিজদা করিয়েছে। সে মুজিয়া এতই শক্তিশালী ছিল যে, তার প্রভাবে তারা সিজদা করতে বাধ্য হয়ে যায়।

47

তারা বলতে লাগল, আমরা ঈমান আনলাম রাখুল আলামীনের প্রতি ❁

48

যিনি মুসা ও হারনের প্রতিপালক। ❁

49

ফেরাউন বলল, আমি অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই সে তোমাদের সকলের গুরু, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। আচ্ছা, তোমরা এখনই জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের এক দিকের হাত ও অন্য দিকের পা কেটে ফেলব এবং তোমাদের সকলকে শুলে চড়িয়ে ছাড়ব। ❁

50

যাদুকরণ বলল, আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আমরা বিশ্বাস করি, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব। ❁

51

আমরা আশা করি, আমাদের প্রতিপালক এ কারণে আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন যে, আমরা সকলের আগে ঈমান এনেছি। ❁

52

আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে তুমি রাতারাতি রওয়ানা হয়ে যাও। তোমাদের কিন্তু অবশ্যই পশ্চাদ্বাবন করা হবে। ❁

53

অতঃপর ফির'আউন শহরে শহরে সংবাদবাহক পাঠিয়ে দিল ❁

54

(এই বলে যে,) তারা (অর্থাৎ বনী ইসরাইল) ছোট্ট একটা দলের অল্পকিছু লোক। ❁

55

নিশ্চয়ই তারা আমাদের প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে! ❁

56

আর আমরা সতর্ক (সশস্ত্র) একটি বড় দল (সুতরাং সকলে সম্মিলিতভাবে তাদের পশ্চাদ্বাবন কর)। ❁

57

এভাবে আমি তাদেরকে বের করে আনলাম উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হতে ❁

58

এবং ধনভাণ্ডার ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহ থেকে। ❁

59

এ রকমই হয়েছিল তাদের ব্যাপার। আর (অন্য দিকে) আমি বনী ইসরাইলকে বানিয়ে দিলাম তার উত্তরাধিকারী। ১৯ ❁

19. এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ১৩৭)-এর টীকা। [এর দুই অর্থ হতে পারে (ক) ফির'আউন ও তার সম্প্রদায় উদ্যানরাজি, প্রস্রবণ ইত্যাদি পার্থিব যে নি'আমতরাজী ভোগ করছিল এবং শেষ পর্যন্ত যা পেছনে ফেলে গিয়ে সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল, অনুরূপ নি'আমত পরবর্তীকালে আমি বনী ইসরাইলকে দান করেছিলাম। তারা শামের বরকতপূর্ণ ভূমিতে এসব নি'আমতের অধিকারী হল। (খ) কোন কোন মুফাসিসের মতে বনী ইসরাইলকে ফির'আউনী সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পদেরই উত্তরাধিকারী করা হয়েছিল। অর্থাৎ তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাইল মিসরে প্রত্যাবর্তন করে সেখানে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর ঐতিহাসিকভাবে এটা প্রমাণিত না হলেও আরও পরে মিসর যখন হ্যারত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়, তখন প্রকারান্তরে তা বনী ইসরাইলেরই অধিকারে আসে। হ্যারত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তো বনী ইসরাইলেরই নবী ও বাদশাহ ছিলেন। -অনুবাদক, তাফসীরে উসমানীর বরাতে, দেখুন সূরা আরাফ ৭ : ১৩৭; সূরা শুআরা (২৬ : ৫৯) ও সূরা দুখান (৪৪ : ২৮)-এর টীকাসমূহ]

60

সারকথা সুর্যোদয় মাত্রই তারা তাদের পশ্চাদ্বাবনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল। ❁

৬১ তারপর যখন উভয় দল একে অন্যকে দেখতে পেল, তখন মুসার সঙ্গীগণ বলল, এখন আমরা নির্ঘাত ধরা পড়ব। ১০ *

20. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে চলতে থাকলেন। এক পর্যায়ে তাদের সামনে সাগর বাধা হয়ে দাঁড়াল। অপর দিকে ফিরাউনও তার বাহিনী নিয়ে তাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীগণ উপলক্ষ্মি করল এখন আর বাঁচার কোন পথ নেই। হতাশ হয়ে তারা বলল উঠল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।

৬২ মুসা বলল, কখনও নয়। আমার সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই আমার প্রতিপালক আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। *

৬৩ সুতরাং আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত কর। ফলে সাগর বিদীর্ঘ হল এবং প্রত্যেক ভাগ বড় পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে গেল। ১১ *

21. আজ্ঞাহ তাআলা পানিকে কয়েক ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগকে পাহাড়ের মত উঁচু করে দিলেন। ফলে তার ফাঁকে ফাঁকে শুকনো পথ তৈরি হয়ে গেল।

৬৪ অন্য দলটিকেও আমি সেথায় উপনীত করলাম। ১২ *

22. ফিরাউনের বাহিনী সাগরের বুকে রাস্তা দেখতে পেয়ে মনে করল তারাও তা দিয়ে পার হয়ে যাবে। যেই না তারা মধ্য সাগরে পৌঁছল, আজ্ঞাহ তাআলা সাগরকে তার আসল অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। ফলে ফিরাউন গোটা বাহিনীসহ তাতে ঢুবে মরল। এ ঘটনা সূরা ইউনুসে (১০ : ৯১, ৯২) বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

৬৫ এবং মূসা ও তার সঙ্গী সকলকে রক্ষা করলাম। *

৬৬ তারপর অন্যদেরকে করলাম নিমজ্জিত। *

৬৭ নিশ্চয় এর মধ্যে শিক্ষার বিষয় রয়েছে। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না। *

৬৮ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু ১৩ *

23. এসব নবী ও তাঁর সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত দ্বারা একাদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, অত্যন্ত মমতার সাথে আপন সম্প্রদায়কে দীনের দাওয়াত দান ও তার বিপরীতে কওমের পক্ষ হতে দুঃখ-কষ্ট ভোগের এ ধারা প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে, এটা আপনার জন্য অভিনব কিছু নয়। সুতরাং নিজ সম্প্রদায়ের আচরণে আপনি বেশি দুঃখিত হবেন না। সেই সঙ্গে পুনরাবৃত্তির সঙ্গে জানানো হয়েছে যে, এসব ঘটনার মধ্যে মানুষের জন্য যথার্থ শিক্ষা আছে। কিন্তু অল্লসংখ্যক লোকই তা দেখে ঈমান আনে আর অধিকাংশেই আনে না। কিন্তু আপনার প্রতিপালক তো পরাক্রমশালী ও দয়াময়। সুতরাং তিনি ঈমানদারদের প্রতি দয়াবরবশ হয়ে চূড়ান্ত বিজয় তাদেরকেই দান করেন। আর সেই দয়ার কারণেই অবিশ্বাসীদেরকেও প্রথমেই শাস্তি দান করেন না; বরং তাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ দেন। শেষ পর্যন্ত কোনওক্রমেই যখন ঈমান আনে না, তখন নিজ পরাক্রমশালীতার প্রকাশ ঘটান এবং তাদেরকে চূড়ান্ত শাস্তি দান করেন। -অনুবাদক

৬৯ (হে নবী!) তাদেরকে শোনাও ইবরাহীমের বৃত্তান্ত। *

৭০ যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কিসের ইবাদত কর। *

৭১ তারা বলল, আমরা প্রতিমাদের ইবাদত করি এবং তাদেরই সামনে ধর্ণা দিয়ে থাকি। *

৭২ ইবরাহীম বলল, তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তখন তারা কি তোমাদের কথা শোনে? *

৭৩ কিংবা তারা কি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? *

৭৪ তারা বলল, আসল কথা হল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এমনই করতে দেখেছি। *

75 ইবরাহীম বলল, তোমরা কি কখনও গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখছ তোমরা কিসের ইবাদত করছ? *

76 তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণ? ২৪ *

24. অর্থাৎ তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষ যে প্রতিমাদের উপাসনা করছ তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ তারা ইবাদত লাভের উপযুক্ত কিনা? একটু যদি চিন্তা করতে, স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারতে, নিজ হাতে গড়া জড়প্রতিমার পূজা করা চরম মূর্খতা ও নিরুদ্ধিতার কাজ এবং তখন তোমরা নিজেরাই ঘৃণাভূতে তাদের পরিয়োগ করতে। -অনুবাদক

77 এরা সব আমার শক্ত এক রাবুল আলামীন ছাড়া। *

78 যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনিই আমার পথপ্রদর্শন করেন। *

79 এবং আমাকে খাওয়ান ও পান করান। *

80 এবং আমি যখন পীড়িত হই, আমাকে শেফা দান করেন। ২৫ *

25. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আদব-কায়দা লক্ষ্য করুন। অসুস্থতাকে তো নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলছেন, 'আমি পীড়িত' হই। কিন্তু আরোগ্য দানকে আল্লাহ তাআলার কাজরূপে উল্লেখ করে বলেন, 'তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন'। এর দ্বারা এদিকেও ইশারা হতে পারে যে, রোগ-ব্যাধি মানুষের কোন ক্রটির কারণে হয়ে থাকে আর শেফা সরাসরি আল্লাহ তাআলার দান।

81 এবং যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, ফের আমাকে জীবিত করবেন। *

82 এবং যার কাছে আমি আশা রাখি, হিসাব-নিকাশের দিন তিনি আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। *

83 হে আমার প্রতিপালক! আমাকে হেকমত দান করুন এবং আমাকে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। *

84 এবং পরবর্তীকালীন লোকদের মধ্যে আমার পক্ষে এমন রসনা সৃষ্টি করুন, যা আমার সততার সাক্ষ্য দেবে। ২৬ *

26. অর্থাৎ এমন সৎকর্ম ও সুকীর্তির তাওফীক দান করুন, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম আমার সুখ্যাতি করে ও আমার অনুসরণ করতে আগ্রহী হয়। অথবা এর অর্থ, শেষ যমানায় যেন আমার বংশধরদের মধ্যে নবী ও আমার অনুসারী হয়, যারা আমার দীনকে নবজীবন দান করবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ দুআ এমনভাবে করুল করেছেন যে, আজ সকল আসমানী ধর্মের অনুসারীরা এমনকি যারা তার আদর্শ হতে বিচ্যুত, তারা পর্যন্ত তার অকৃষ্ণ প্রশংসন করে এবং নিজেদেরকে তার দীনের পরিচয়ে পরিচিত করতে গর্ববোধ করে। শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিও ওয়াসাল্লাম তো নিজেকে তাঁরই দুআর ফসল বলে প্রকাশ করতেন এবং তিনি ও তার অনুসারীগণ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এমনই স্মৃতিচরণকারী যে, পাঁচ ওয়াক্তের নামায়ে তারা নিত্যদিন উচ্চারণ করেন
كما صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
كما تَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
(-অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী অবলম্বনে)

85 এবং আমাকে সেই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা হবে নি'আমতপূর্ণ জান্মাতের অধিকারী। *

86 এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই তিনি পথপ্রষ্টদের একজন। ২৭ *

27. সূরা মারয়ামে (১৯ : ৮৭) গেছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পিতার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে তার মাগাফিরাতের জন্য দোয়া করবেন। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা আসল এবং তিনি জোনতে পারলেন, পিতা কখনও ঈমান আনবে না, তখন তিনি ক্ষমান্ত হয়ে গেলেন এবং তার সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কচেদ ঘোষণা করলেন। যেমন সূরা তাওবায় বলা হয়েছে (৯ : ১১৪)।

87 এবং আমাকে সেই দিন লাঞ্ছিত করবেন না, যে দিন মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে। *

- 88 যে দিন কোন অর্থ-সম্পদ কাজে আসবে না এবং সন্তান-সন্ততিও না। ❁
- 89 তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সুস্থ মন নিয়ে (সে মুক্তি পাবে)। ❁
- 90 জাহানাতকে মুক্তাকীদের কাছে নিয়ে আসা হবে। ❁
- 91 এবং জাহানামকে পথভ্রষ্টদের সামনে উন্মুক্ত করা হবে। ❁
- 92 এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যাদের ইবাদত করতে তারা কোথায়? ❁
- 93 আল্লাহকে ছেড়ে তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারবে কিংবা পারবে কি তারা আত্মরক্ষা করতে? ❁
- 94 অতঃপর তাদেরকে ও পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখী করে নিশ্চেপ করা হবে জাহানামে ১৮ ❁
28. অর্থাৎ বিপথগামীদের সাথে তাদের মিথ্যা উপাস্যদেরকেও জাহানামে নিশ্চেপ করা হবে। তাদের মধ্যে কতক তো এমন যারা নিজেরাও নিজেদেরকে উপাস্য বলে দাবি করেছিল, যে কারণে তারা জাহানামে যাওয়ারই উপযুক্ত। আর কতক হল পাথরের মৃত্তি। সেগুলোকে জাহানামে নিশ্চেপ করা হবে পূজারীদেরকে দেখানোর জন্য যে, তোমরা যাদেরকে মাঝুদ মনে করতে, দেখে নাও তাদের দশা কী হয়েছে।
- 95 এবং ইবলীসের সমস্ত বাহিনীকেও। ১৯ ❁
29. 'ইবলীসের বাহিনী' হল দুষ্ট জিনের অথবা জিন ও ইনসানের মধ্যে যারা তার অনুসরণ করে তারা। -অনুবাদক
- 96 সেখানে তারা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ে (তাদের উপাস্যদেরকে) বলবে ❁
- 97 আল্লাহর কসম! আমরা তো সেই সময় স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম ❁
- 98 যখন আমরা তোমাদেরকে 'রাবুল আলামীনের' সমকক্ষ গণ্য করতাম। ❁
- 99 আমাদেরকে তো বড় বড় অপরাধীরাই বিদ্রোহ করেছিল। ২০ ❁
30. অপরাধী বলে কাফেরদের বড় বড় নেতাদের বোঝানো হয়েছে, যারা নিজেরাও কুফর ধরে রেখেছে, অন্যদেরকেও তাতে উৎসাহিত করেছে এবং তাদের দেখাদেখি আরও অনেকে কুফরের পথ বেছে নিয়েছে।
- 100 পরিণামে আমাদের না আছে কোন রকম সুপারিশকারী। ❁
- 101 আর না এমন কোন সহাদয় বন্ধু। ❁
- 102 হায়! আমাদের যদি একবার (দুনিয়ায়) ফিরে যাওয়ার সুযোগ লাভ হত, তবে আমরা অবশ্যই মুমিন হয়ে যেতাম। ২১ ❁
31. এটা হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সেই ভাষণ যা তিনি নিজ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে দিয়েছিলেন। ঘটনার অবশিষ্টাংশ এস্তলে উল্লেখ করা হয়নি। পূর্বে সূরা আম্বিয়ায় (২১ : ৫১) তা বিস্তারিত চলে গেছে। কিছুটা সামনে সূরা সাফফাতে (৩৭ : ৮৩) আসছে।
- 103 নিশ্চয়ই এর মধ্যে শিক্ষার বিষয় আছে। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশে ঈমান আনে না। ❁

- 104 নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ♡
- 105 নৃহের সম্পদায় রাসূলগণকে অঙ্গীকার করেছিল ♡
- 106 যখন তাদের ভাই নৃহ তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না? ♡
- 107 নিশ্চয়ই আমি তোমদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। ♡
- 108 সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ♡
- 109 আমি এ কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান বিশ্বজগতের প্রতিপালক নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। ♡
- 110 সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান। ♡
- 111 তারা বলল, আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব, অথচ তোমার অনুসরণ করছে কেবল নিম্নস্তরের লোকজন? ♡
- 112 নৃহ বলল, তারা কী কাজ করে তার আমি কি জানি? ৩২ ♡
32. কাফেরগণ সর্বদা হযরত নৃহ আলাইহিস সালামকে তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে খোঁচাত। বলত, তাঁর অনুসারীরা সব নিম্নস্তরের লোক। ক্ষুদ্র পেশায় নিয়োজিত থাকার কারণে তাদের কোন সামাজিক মান নেই। হযরত নৃহ আলাইহিস সালাম জবাবে বলতেন, তাদের পেশা কী ও কী কাজ করে তার সাথে আমার কী সম্পর্ক। আমার তা জানার ও তার খোঁজ নেওয়ার কী দরকার? তারা ঈমান এনেছে এটাই বড় কথা। আল্লাহ কারও পেশা কী তা জিজ্ঞেস করবেন না? তিনি জিজ্ঞেস করবেন ঈমান ও আমল সম্পর্কে।
- 113 তাদের হিসাব নেওয়া অন্য কারও নয়, কেবল আমার প্রতিপালকেরই কাজ। ৩৩ হায়! তোমরা যদি বুঝতে! ♡
33. কাফেরদের উপরিউক্ত আপত্তির ভেতর এই ইঙ্গিতও ছিল যে, নিম্নস্তরের লোক হওয়ায় ওদের বুদ্ধিশুদ্ধিও কম। কাজেই কিছু চিন্তা-ভাবনা করে যে ঈমান এনেছে এমন নয়; বরং উপস্থিত কোন সুবিধা দেখেছে আর আপনার সাথে জুটে গেছে। এ বাকে তাদের সে মন্তব্যের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, যদি ধরেও নেওয়া যায় তারা খাঁটি মনে ঈমান আনেনি, তাদের অন্তরে অন্য কোন ভাবনা আছে, তবুও আমি তাদের তাড়াতে পারি না; বরং মুমিন হিসেবে তাদের মূল্যায়ন করা আমার কর্তব্য। কেননা মনে কি আছে না আছে তা যাচাই করার দায়িত্ব আমার নয়। তার হিসাব আল্লাহ তাআলাই নিবেন।
- 114 আমি মুমিনদেরকে আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। ♡
- 115 আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র, যে (তোমাদের সামনে) সত্য সুস্পষ্ট করে দিচ্ছি। ♡
- 116 তারা বলল, হে নৃহ! তুমি যদি ক্ষান্ত না হও, তবে পাথরের আঘাতে নিহতদের অস্তর্ভুক্ত হবে। ♡
- 117 নৃহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্পদায় আমাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়েছে। ♡
- 118 সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ফায়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার মুমিন সঙ্গীদেরকে রক্ষা করুন। ♡
- 119 অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে বোঝাই নৌকায় রক্ষা করলাম। ♡
- 120 তারপর অবশিষ্ট সকলকে নিমজ্জিত করলাম। ৩৪ ♡

- 121 নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছে শিক্ষার বিষয়। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না। *
- 122 নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। *
- 123 আদ জাতি রাসূলগণকে অঙ্গীকার করেছিল। *
- 124 তাদের ভাই হৃদ যখন তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না? *
- 125 নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। *
- 126 সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মান। *
- 127 আমি এ কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। *
- 128 তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে স্থৃতিস্তু নির্মাণ করার অহেতুক কাজ করছ। ৩৫ *
35. 'অহেতুক কাজ করছ' এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) প্রতিটি উঁচু স্থানে স্থৃতিস্তু নির্মাণের কাজটা একটা নির্বর্ধক কাজ। কেননা এর পেছনে মহৎ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কেবল মানুষকে দেখানো ও বড়স্বরূপ ফলানোর উদ্দেশ্যেই এসব নির্মাণ করা হত। (খ) হযরত দাহহাক (রহ.) সহ কতিপয় মুফাসসির থেকে এর ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে যে, তারা উঁচু ইমারতের উপর থেকে নিচের যাতায়াতকারীদের সাথে অশোভন আচরণ করত। সেটাকেই আয়াতে 'অহেতুক কাজ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। (রহুল মাআনী)
- 129 আর তোমরা এমন শিল্পমণ্ডিত ইমারত নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরজীবী হয়ে থাকবে। ৩৬ *
36. আয়াতে ব্যবহৃত হৃত্তচূড় শব্দটির মূল অর্থ এমন সব জিনিস, যা শৈল্পিক দক্ষতার প্রদর্শনীস্বরূপ নির্মাণ করা হয়। কাজেই শান-শওকত ও জাকজমকপূর্ণ ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা, দুর্গ, দীর্ঘ, রাস্তায়টি ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত; যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে দর্প দেখানো ও বাহাদুরি ফলানো। আদ জাতি এসব করত বলে হযরত হৃদ আলাইহিস সালাম আপন্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি বোঝাচ্ছিলেন যে, এটা কেমন কথা তোমরা নাম-ডাক কামানো ও বড়স্বরূপ ফলানোকেই জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছ এবং যত দোড়-বাঁপ, তা একে কেন্দ্র করেই করছ। ভাবখানা এই, যেন তোমরা চিরকাল এই দুনিয়ায় থাকবো। কখনও তোমাদের মৃত্যু হবে না এবং আল্লাহ তাআলার সামনে তোমাদের কখনও দাঁড়াতে হবে না।
- 130 আর যখন কাউকে ধূত কর, তখন তাকে ধূত কর কঠোর অত্যাচারীকণে। ৩৭ *
37. অর্থাৎ, একদিকে তো তোমরা খ্যাতি কুড়ানোর উদ্দেশ্যে ওইসব ইমারত তৈরি করছ ও তার পেছনে পানির মত অর্থ ঢালছ, অন্যদিকে গরীবদেরকে শোষণ করছ ও তাদের প্রতি চরম দলন-নিপীড়ন চালাচছ। নানা ছল-ছুতায় তাদের ধর-পাকড় কর এবং কাউকে ধরলে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে ফেল। কুরআন মাজীদ হযরত হৃদ আলাইহিস সালামের এ উক্তি উদ্ধৃত করে আমাদেরকে সাবধান করছে, আমাদের কার্যকলাপ যেন তাদের মত না হয়। আমরাও যেন দুনিয়ার ডাঁটফাটকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে আখেরাত থেকে গাফেল না হই এবং অর্থ-সম্পদের নেশায় পড়ে গরীবদেরকে নির্যাতনের যাতাকলে পিষ্ট না করি।
- 131 এখন তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। *
- 132 এবং ভয় কর তাঁকে, যিনি এমন সব জিনিস দ্বারা তোমাদের শক্তিবৃদ্ধি করেছেন যা তোমরা জান। *
- 133 তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন গবাদি পশু ও সন্তান-সন্ততি। *

- 134 এবং উদ্যানরাজি ও প্রস্তবণ। ❁
- 135 প্রকৃতপক্ষে আমি তোমাদের ব্যাপারে ভয় করি এক মহা দিবসের শাস্তির। ❁
- 136 তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও বা না দাও আমাদের জন্য উভয়ই সমান। ❁
- 137 এটা তো সেই বিষয়ই, যাতে পূর্ববর্তীগণ অভ্যন্ত ছিল। ৩৮ ❁
38. 'যাতে পূর্ববর্তীগণ অভ্যন্ত ছিল' এর দুই ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) তুমি দুনিয়ার জাঁকজমকের প্রতি বীতম্পৃষ্ঠা করে আমাদেরকে আখেরোত্মুর্ধী হতে বলছ এটা নতুন কোন বিষয় নয়। পূর্বেও যুগে-যুগে বহু লোক এভাবে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করেছে এবং তোমার মত এ জাতীয় কথাবার্তা বলেছে। সুতরাং তোমার এসব কথা একটা গতানুগতিক বিষয়, যা কর্ণপাতযোগ্য নয়। (দুই) অথবা এর এ ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, আমরা যা কিছু করছি, তা নতুন কোন ব্যাপার নয়। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ এ রকম করে আসছে। অর্থাৎ, এটাই মানুষের স্বাভাবিক নিয়ম। কাজেই এটা দূষনীয় নয় এবং এর উপর আপত্তি তোলা সঙ্গত নয়।
- 138 আমরা আদৌ শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার নই। ❁
- 139 মোটকথা তারা হৃদকে অঙ্গীকার করে। ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দেই। ৩৯ নিশ্চয়ই এর ভেতর আছে শিক্ষার বিষয়। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই স্টীমান আনে না। ❁
39. আদ জুতি ও হযরত হৃদ আলাইহিস সালামের বৃত্তান্ত পূর্বে বিস্তারিতভাবে চলে গেছে। দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৬৫) ও সূরা হৃদ (১১ : ৫০-৫৯), টীকাসহ।
- 140 নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ❁
- 141 ছামুদ জাতি রাসূলগণকে অঙ্গীকার করেছিল। ৪০ ❁
40. ছামুদ জাতি ও তাদের নবী হযরত সালেহ (আ.)-এর বৃত্তান্ত পূর্বে বিস্তারিত গত হয়েছে। দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৭৩) ও সূরা হৃদ (১১ : ৬১-৬৮) এবং সংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ।
- 142 যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না? ❁
- 143 নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। ❁
- 144 সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ❁
- 145 আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। ❁
- 146 এখানে যেসব নি'আমত আছে, তোমাদেরকে কি তার ভেতর সর্বদা নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে? ❁
- 147 উদ্যানরাজি ও প্রস্তবণসমূহের ভেতর? ❁
- 148 এবং ক্ষেত্-খামার ও এমন খেজুর বাগানের ভেতর, যার গুচ্ছ পরম্পর সন্নিবিষ্ট? ❁
- 149 তোমরা কি (সর্বদা) জাঁকজমকের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করতে থাকবে? ❁

- 150 এবার আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে মেনে চল। *
- 151 সীমালঙ্ঘনকারীদের কথা মত চলো না *
- 152 যারা যমীনে অশান্তি বিস্তার করে এবং সংশোধনমূলক কাজ করে না। *
- 153 তারা বলল, নিশ্চয়ই যাদের উপর কঠিন যাদু করা হয়েছে, তুমি তাদেরই একজন। *
- 154 তোমার স্বরূপ তো এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ। সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে কোন নির্দর্শন হাজির কর। ৪১ *
41. 'কোন নির্দর্শন হাজির কর' অর্থাৎ মুজিয়া দেখাও। তারা নিজেরাই ফরমায়েশ করেছিল যে, পাহাড়ের ভেতর থেকে একটি উটনী বের করে দাও। সুতরাং তাদের কথামত আল্লাহ তাআলার নির্দেশে পাহাড় থেকে একটি উটনী বের হয়ে আসল।
- 155 সালেহ বলল, (নাও) এই যে এক উটনী। এর জন্য থাকবে পানি পানের পালা আর তোমাদের জন্য থাকবে পানি পানের পালা এক নির্ধারিত দিনে। ৪২ *
42. উটনী বের করে আনার মুজিয়াটি যেহেতু তারাই চেয়ে আনিয়েছিল, তাই তাদেরকে বলা হয়, এ উটনীটির কিন্তু কিছু অধিকার থাকবে। তার মধ্যে একটা অধিকার হল, তোমাদের কুয়া থেকে একদিন কেবল সে পানি পান করবে এবং একদিন তোমরা পান করবে। এভাবে তার ও তোমাদের মধ্যে পালা বণ্টন থাকবে। তবে তোমাদের পালার দিন তোমরা যত ইচ্ছা পানি পাত্রাদিতে ভরে রাখতে পারবে।
- 156 আর কোন অসন্দুদ্দেশ্যে একে স্পর্শ করো না। অন্যথায় এক মহাদিবসের শান্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করবে। *
- 157 অতঃপর (এই ঘটল যে) তারা উটনীটির পায়ের রগ কেটে ফেলল। তারপর তারা অনুতপ্ত হল। ৪৩ *
43. তাদের সে অনুতাপ তওবার উদ্দেশ্যে ছিল না। আল্লাহ তাআলার হৃকুম অমান্য করেছিল বলে যে তাদের মনে অনুশোচনা জেগেছিল তা নয়; বরং উটনী হত্যার কারণে যে শীঘ্রই আঘাত এসে যাবে, আর বেশিদিন দুনিয়ার মজা লোটা যাবে না, সে কারণেই অনুতপ্ত হয়েছিল। - অনুবাদক
- 158 অতঃপর শান্তি তাদেরকে পাকড়াও করল। ৪৪ নিশ্চয়ই এর মধ্যে শিক্ষার বিষয় আছে। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না। *
44. সূরা হুদ (১১ : ৬৮)-এ বলা হয়েছে, ছামুদ জাতিকে যে শান্তি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল, তা ছিল এক ভয়াল-বিরাট আওয়াজ, যার ধাক্কায় তাদের কলিজা ফেটে গিয়েছিল। আর সূরা আরাফে আছে, তাদেরকে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আক্রান্ত করা হয়েছিল। বস্তুত তাদের উপর উভয় রকম শান্তিই আপত্তি হয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আরাফে (৭ : ৭৩-৭৯) চলে গেছে। সে সূরার ৩৯নং টীকা দেখুন।
- 159 নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। *
- 160 লৃতের সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্তীকার করেছিল। *
- 161 যখন তাদের ভাই লৃত তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না? *
- 162 নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। *
- 163 সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। *
- 164 আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। *

- 165** বিশ্বজগতের সমস্ত মানুষের মধ্যে তোমরাই কি এমন, যারা পুরুষে উপগমন কর। [৪৫](#) *
45. হয়রত লৃত আলাইহিস সালামকে যে জাতির কাছে নবী করে পাঠানো হয়েছিল, তাদের পুরুষগণ বিকৃত ঘোনাচারে লিপ্ত ছিল। তারা স্বভাবসম্মত নিয়মের বিপরীতে পুরুষ-পুরুষে মিলিত হয়ে ঘোন চাহিদা মেটাত। তাদের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদ (১১: ৭৭-৮৩) ও সূরা হিজর (১৫: ৫৮-৭৬)-এ চলে গেছে। আমরা সূরা আরাফে এ সম্প্রদায় ও হয়রত লৃত আলাইহিস সালামের পরিচিতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। (দ্রষ্টব্য ৭: ৮০)
- 166** আর বর্জন করে থাক তোমাদের স্ত্রীগণকে, যাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন? প্রকৃতপক্ষে তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। *
- 167** তারা বলল, হে লৃত! তুমি যদি ক্ষান্ত না হও, তবে জনপদ থেকে যাদেরকে বহিক্ষার করা হয়, তুমিও তাদের একজন হয়ে যাবে। *
- 168** লৃত বলল, জেনে রেখ, যারা তোমাদের এ কাজকে ঘৃণা করে, আমি তাদেরই একজন। *
- 169** হে আমার প্রতিপালক! তারা যে কার্যকলাপ করছে আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে তা থেকে রক্ষা করুন। [৪৬](#) *
46. অর্থাৎ এ জাতীয় ঘণ্য কার্যকলাপে কাউকে লিপ্ত হতে দেখলে যে দুঃখ-বেদনা সৃষ্টি হয় তা থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিন এবং এ অপকর্মের কারণে সে জাতির উপর যে শাস্তি অবর্তীণ হওয়ার ছিল তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।
- 170** সুতরাং আমি তাকে ও তার পরিবারের সকলকে রক্ষা করলাম *
- 171** এক বৃন্দাকে ছাড়া, যে পেছনে অবস্থানকারীদের মধ্যে থেকে গেল। [৪৭](#) *
47. ‘এক বৃন্দা’ বলতে হয়রত লৃত আলাইহিস সালামের স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে নবী-পত্নী হয়েও নবীর প্রতি ঈমান তো আনেইনি, উল্লেট তাঁর সম্প্রদায়ের কদর্য কাজে সে তাদের সহযোগিতা করছিল। আবাব আসার আগে যখন হয়রত লৃত আলাইহিস সালামকে শহর ত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল, তখন সে পিছনে রয়ে গিয়েছিল। কাজেই আবাব আপত্তিত হলে জনপদবাসীদের সাথে সেও তার শিকার হয়ে যায়।
- 172** তারপর অবশিষ্ট সকলকে আমি ধ্বংস করে দিলাম। *
- 173** তাদের উপর বর্ষণ করলাম এক মারাত্মক বৃষ্টি। [৪৮](#) যাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের জন্য তা ছিল অতি মন্দ বৃষ্টি। *
48. অর্থাৎ পাথরের বৃষ্টি। সূরা হিজরে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে পাথরের বৃষ্টি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল।
- 174** নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছে শিক্ষা। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না। *
- 175** জেনে রেখ, তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। *
- 176** আয়কাবাসীগণ রাসূলগণকে অঙ্গীকার করেছিল। [৪৯](#) *
49. ‘আয়কা’ অর্থ নিবিড় বন। হয়রত শুআইব (আ.)কে যে সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছিল, তারা এ রকম বনের পাশেই বাস করত। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ জনপদেরই নাম ছিল ‘মাদইয়ান’। কারণও মতে ‘আয়কা’ ও ‘মাদইয়ান’ এক নয়; বরং স্বতন্ত্র দুটি জনপদ। হয়রত শুআইব আলাইহিস সালাম উভয়ের প্রতিই প্রেরিত হয়েছিলেন। এ সম্প্রদায়ের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আরাফে চলে গেছে (৭: ৮৫-৯৩)। ঢাকাসহ দ্রষ্টব্য।
- 177** যখন শুআইব তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না? *
- 178** নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। *

- 179 সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান। ✶
- 180 আমি এ কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান তো জগতসমূহের প্রতিপালক নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। ✶
- 181 তোমরা মাপে পুরোপুরি দিও। যারা মাপে ঘাটতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ৫০ ✶
50. আয়কাবাসীগণ কুফর ও শিরকে তো লিপ্ত ছিলই। সেই সঙ্গে তাদের আরেকটি দোষ ছিল, তারা বেচাকেনায় মানুষকে ঠকাত, মাপে হেরফের করত।
- 182 ওজন করো সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। ✶
- 183 মানুষকে তাদের মালামাল কমিয়ে দিও না এবং যদীনে অশান্তি বিস্তার করে বেড়িও না। ৫১ ✶
51. তাদের আরও একটি অপরাধ ছিল, তারা দস্যুবৃন্তি করত। রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে পথিকদের মালামাল লুট করত।
- 184 এবং সেই সন্তাকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মকেও। ✶
- 185 তারা বলল, নিশ্চয়ই যাদের উপর কঠিন যাদু করা হয়েছে তুমি তাদেরই একজন। ✶
- 186 তুমি তো আমাদের মত একজন মানুষই। তোমার সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস এটাই যে, তুমি মিথ্যবাদীদের একজন। ✶
- 187 তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের উপর আকাশের একটি খণ্ড ফেলে দাও। ✶
- 188 শুভাইব বলল, আমার প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন তোমরা যা করছ। ৫২ ✶
52. অর্থাৎ, তোমরা যে আকাশের একটি খণ্ড ফেলে তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমাকে বলছ, এটা আমার এখতিয়ারে নয়। শাস্তি দান আল্লাহ তাআলার কাজ। কাকে কখন কী শাস্তি দেওয়া হবে সে ফায়সালা তাঁরই হাতে। তিনি যখন যে রকম শাস্তি দিতে চান, তা ঠিকই দেবেন। কেননা তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ তাঁর ভালোভাবে জানা আছে।
- 189 মোটকথা তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল। পরিণামে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করল। ৫৩ নিশ্চয়ই তা ছিল এক ভয়ানক দিনের শাস্তি। ✶
53. একটানা কয়েক দিন প্রচণ্ড গরমের পর তাদের জনপদের কাছে একখণ্ড মেঘ এসে পৌঁছল। প্রথম দিকে তার নিচে শীতল হাওয়া বইছিল। সে হাওয়ায় দেহ জুড়ানোর আশায় জনপদের সমস্ত লোক মেঘখণ্ডির নিচে জড়ে হল। অনন্তর হঠাৎ করে সেই মেঘ তাদের উপর অগ্নিবর্ষণ শুরু করল। এভাবে তাদের সকলকে ধ্বংস করে দেওয়া হল।
- 190 নিশ্চয়ই এর ভেতর আছে শিক্ষা। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই ঈমান আনে না। ✶
- 191 জেনে রেখ, তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ✶
- 192 নিশ্চয়ই এ কুরআন রাবুল আলামীনের পক্ষ হতে অবতীর্ণ। ✶
- 193 রহুল-আমীন তা নিয়ে অবতরণ করেছে। ৫৪ ✶
54. 'রহুল-আমীন' হয়রত জিবরীল (আ.)-এর উপাধি। অর্থ 'বিশ্বস্ত আত্মা'।

194 (হে নবী!) তোমার অন্তরে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের (অর্থাৎ নবীদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। *

195 নাফিল হয়েছে এমন আরবী ভাষায়, যা বাণীকে সুস্পষ্ট করে দেয়। ৫৫ *

55. এর দ্বারা বোঝা গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে কুরআন মাজীদের কেবল 'ভাব' নাফিল করা হয়নি, যা তিনি নিজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। বরং ভাবের সাথে এর বিশুদ্ধ, অলংকারপূর্ণ আরবী ভাষাও তাঁর প্রতি ওহী মারফত নাফিল করা হয়েছে। - অনুবাদক

196 পূর্ববর্তী (আসমানী) কিতাবসমূহেও এর (অর্থাৎ এই কুরআনের) উল্লেখ রয়েছে। ৫৬ *

56. অর্থাৎ, তাওরাত, যাবুর ও ইনজীলসহ আরও যে সমস্ত কিতাব পূর্ববর্তী রাসূলগণের প্রতি নাফিল হয়েছিল, তাতে আধেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ও তাঁর প্রতি কুরআন নাফিল হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। সেসব কিতাবের অনেক বিষয় রদবদল করে ফেলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী এখনও পর্যন্ত তাতে দেখতে পাওয়া যায়। হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ কীরানবী (রহ.) তাঁর 'বিখ্যাত ইজহারুল হক' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে সেসব ভবিষ্যদ্বাণী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এই লেখক (আল্লামা তাকী উসমানী)-এর হাতে গ্রন্থখানি উর্দূ ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তাতে প্রয়োজনীয় টাকাগুটিঙ্গনীও সংযোজন করা হয়েছে। অনেক দিন হল তা 'বাইবেল সে কুরআন তাক' নামে পাঠকের হাতে পৌঁছে গেছে।

197 বনী ইসরাইলের উলামা এ সম্পর্কে অবগত আছে এটা কি তাদের জন্য একটা প্রমাণ নয়? ৫৭ *

57. বনী ইসরাইলের যে ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা তো স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করতই যে, ইয়াহুদী ও নাসারাদের কিতাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে সুস্থিত জানানো হয়েছে এবং তাঁর আলামতসমূহও উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি বনী ইসরাইলের যে সকল আলেম ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারাও মাঝে-মধ্যে একস্তু আলাপচারিতার সময় এ সত্য স্বীকার করত, যদিও প্রকাশে তার নানা রকম অপব্যাখ্যা করত এবং এখনও করে যাচ্ছে।

198 আমি যদি এ কিতাব কোন আয়মী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ করতাম *

199 আর সে তাদের সামনে তা পড়ে দিত, তবুও তারা তাতে ঈমান আনত না। ৫৮ *

58. অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ যে একটি মুজিয়া ও মনুষ্যশক্তির উর্ধ্বের বিষয় তা আরও বেশি পরিষ্কার এভাবে করা যেত যে, আরবী ভাষায় এই কিতাবকে অন্য কোন ভাষাভাষী ব্যক্তির প্রতি নাফিল করা হত আর অন্যান্য সেই লোক আরবী ভাষা না জানা সত্ত্বেও আরবী কুরআন পড়ে শুনিয়ে দিত। কিন্তু সেটা করলেই কি এসব লোক ঈমান আনত? কখনও আনত না। কেননা বিষয়টা তো এমন নয় যে, কুরআন মাজীদের সত্যতা সম্পর্কিত দলীল-প্রমাণে কোনরূপ দুর্বলতা আছে আর সে কারণেই তারা ঈমান আনছে না। বরং তাদের ঈমান না আনার কারণ কেবল তাদের জেদী মানসিকতা। তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়ে যেত শক্তিশালী দলীলই সামনে আসুক না কেন তারা কিছুতেই ঈমান আনবে না।

200 এভাবেই আমি অপরাধীদের অন্তরে তা চুকিয়ে দিয়েছি। ৫৯ *

59. অর্থাৎ, যদিও কুরআন মাজীদ হেদায়াতের কিতাব এবং সত্যসন্ধানীদের অন্তরে এর প্রভাবও অপরিসীম, যে কারণে এ কিতাব তাদের হেদায়াত লাভের মাধ্যম হয়ে যায়, কিন্তু কাফেরগণ তো সত্যের সন্ধানী নয়; বরং তারা সত্য কবুল করবে না বলে জিদ ধরে আছে, তাই আমিও তাদের অন্তরে কুরআন এভাবেই প্রবেশ করাই যে, তার কোন আছর তাতে পড়ে না।

201 তারা তাতে ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাময় শাস্তি দেখতে পাবে। *

202 এবং তা তাদের সামনে এমন আকস্মিকভাবে এসে পড়বে যে, তারা বুঝতেই পারবে না। *

203 তখন তারা বলে উঠবে, আমাদেরকে কিছুটা অবকাশ দেওয়া হবে কি? *

204 তারা কি আমার শাস্তির জন্য তড়িঘড়ি করছে? ৬০ *

60. উপরে যে আয়াবের কথা বলা হয়েছে কাফেরগণ তাতে মোটেই বিশ্বাস করত না। তারা ঠাট্টাচ্ছলে বলত, আমাদেরকে যদি শাস্তি দেওয়া হয়, তবে এখনই দেওয়া হোক না! এ আয়াতে তারাই জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, কাটকে যে তড়িঘড়ি করে শাস্তি দেওয়া হয় না এটা

কেবল আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনি অবাধ্যদেরকে প্রথমে সতর্ক করেন। সে উদ্দেশ্যে তাদের কাছে পথপ্রদর্শক পাঠান। তাদেরকে সুযোগ দেন, যাতে পথপ্রদর্শকের দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে ও সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হতে পারে।

- 205 আচ্ছা বল তো, আমি যদি একটানা কষেক বছর তাদেরকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ দিতে থাকি। ♦
- 206 তারপর তাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখানো হচ্ছে তা তাদের নিকট এসে পড়ে ♦
- 207 তবে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ তাদেরকে দেওয়া হচ্ছিল, তখন (অর্থাৎ শাস্তির সময়) তা তাদের কোন উপকারে আসবে কি? ৬১ ♦
61. শীঘ্ৰ শাস্তি না আসার কারণে কাফেরগণ বলত, আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে বেশ সুখগুণশাস্তিতে রেখেছেন। আমরা ভ্রান্ত পথে থাকলে তিনি আমাদেরকে সুখে রাখবেন কেন? এ আয়তে জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা দ্রুত শাস্তি দেন না তোমাদেরকে শুধুরে যাওয়ার সুযোগ দানের লক্ষ্যে। তিনি একটা কাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রাখেন। এর ভেতর কিছু লোক শুধুরে গেলে তো ভাল। অন্যথায় যখন সময় শেষ হয়ে যাবে তখন তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কি কাজের তা বুবাতে পারবে। দুনিয়ায় সর্বোচ্চ অবকাশ দেওয়া হয় মৃত্যু পর্যন্ত। মৃত্যুর পর যখন শাস্তি সামনে এসে যাবে, তখন জাগতিক প্রাচুর্য কোন কাজেই আসবে না। আখেরাতের বিপরীতে দুনিয়ার জীবন তো নিতান্তই মূল্যহীন তখন এটা ভালো করেই বুঝে আসবে। কিন্তু সেই সময়ের বুবা কী উপকার দেবে?
- 208 আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করিনি, এ ব্যতিরেকে যে, (পূর্বে) তাদের জন্য ছিল সতর্ককারী। ♦
- 209 যাতে তারা তাদেরকে উপদেশ দান করে। আমি তো জালিম নই। ♦
- 210 আর এ কুরআন নিয়ে শয়তানগণ অবতরণ করেনি। ৬২ ♦
62. কুরআন মাজীদ সম্পর্কে কাফেরগণ যেসব কথা বলত এবার তা রদ করা হচ্ছে। মৌলিকভাবে তাদের দাবি ছিল দু'টি। (এক) কেউ কেউ বলত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন কাহেন বা অতীন্দ্রিয়বাদী। (দুই) কারও দাবি ছিল তিনি একজন কবি এবং কুরআন মাজীদ একখানি কাব্যগ্রন্থ (নাউয়াবিল্লাহ)। আল্লাহ তাআলা এখান থেকে তাদের দু'টো দাবিই খণ্ডন করছেন।
কাহেন (অতীন্দ্রিয়বাদী) বলা হত সেইসব লোককে যাদের দাবি ছিল, তাদের হাতে জিন্ন আছে, যারা তাদের বশ্যতা স্থিকার করে এবং গায়েরী সংবাদ তাদেরকে এনে দেয়। এ আয়তে আল্লাহ তাআলা কাহেনদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন যে, তাদের কাছে যে সকল জিন্ন আসে, তারা মূলত শয়তান। কুরআন মাজীদে যেসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তা শয়তানদের জন্য আদৌ প্রীতিকর নয়, তারা তা কখনও কামনা করতে পারে না। [অর্থাৎ জিন শয়তানের স্বভাবই হল অসং পথে চলা, ফিতনা-ফাসাদ বিস্তার করা ও অন্যকে বিপথগামী করা। অপরদিকে কুরআন হল সৎপথের নির্দেশনা ও অন্ধকারের আলোক-বর্তিকা। অর্থাৎ তাদের স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই এর ভারবহন করা ও নবী-রাসূলদের কাছে একে নিয়ে আসার কাজটি তাদের স্বভাব-চরিত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। -অনুবাদক] তাছাড়া এতে যেসব পুণ্যের কথা আছে, তা বলার মত ক্ষমতাও তাদের নেই। কবি সংক্রান্ত দাবির রদ সামনে ২২৪ নং আয়তে আসছে।
- 211 এটা তাদের জন্য সংগত নয় এবং তারা এর ক্ষমতাও রাখে না। ♦
- 212 তাদেরকে তো (ওহী) শোনা থেকেও দূরে রাখা হয়েছে। ♦
- 213 সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে মারুদ মানবে না, পাছে তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হও, যারা হবে শাস্তিপ্রাপ্ত। ♦
- 214 এবং (হে নবী!) তুমি তোমার নিকটতম খান্দানকে সতর্ক করে দাও। ৬৩ ♦
63. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দীনের তাবলীগ ও প্রকাশ্যে প্রচারকার্য চালানোর নির্দেশ সর্বপ্রথম যে আয়ত দ্বারা দেওয়া হয়, এটাই সেই আয়ত, এতে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী খান্দান থেকে তাবলীগের সূচনা করতে বলা হয়েছে। সুতরাং এ আয়ত নাযিল হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ে উঠে নিজ খান্দানের নিকটবর্তী লোকদেরকে ডাক দিলেন এবং তারা সেখানে সমবেত হলে, সত্য দীনের প্রতি তাদেরকে দাওয়াত দিলেন। এ আয়তে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যারা ইসলামী দাওয়াতের কাজ করবে, তাদের কর্তব্য প্রথমে নিজ পরিবার ও খান্দান থেকেই তা শুরু করা।
- 215 আর যে মুমিনগণ তোমার অনুসরণ করে, তাদের জন্য বিনয়ের সাথে মমতার ডানা নুইয়ে দাও। ♦

- 216** আর তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তবে বলে দাও, তোমরা যা-কিছু করছ তার সাথে আমার কোন সম্মত নেই। ❁
- 217** আর ভরসা রাখ মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (আল্লাহ)-এর প্রতি ❁
- 218** যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (ইবাদতের জন্য) দাঁড়াও। ❁
- 219** এবং দেখেন সিজদাকরীদের মধ্যে তোমার যাতায়াতকেও। ❁
- 220** নিশ্চয়ই তিনিই সব কথা শোনেন, সকল বিষয় জানেন। ❁
- 221** আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব শয়তানেরা কার কাছে অবতরণ করে? ❁
- 222** অবতরণ করে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির কাছে, যে চরম মিথ্যক, ঘোর পাপিষ্ঠ। ❁
- 223** তারা শোনাকথা তাদের দিকে ছাঁড়ে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যবাদী। ৬৪ ❁
64. অর্থাৎ, শয়তানদের কথায় ভরসা কোন ভালো মানুষ করে না। মিথ্যক ও পাপিষ্ঠ কিসিমের লোকই তাদেরকে বিশ্বাস করে। আর তারা গায়েবী বিষয় জানে, শয়তানদের এ দাবি বিলকুল মিথ্য। তাদের জন্য তো আসমানে যাওয়ার পথই বন্ধ। কাজেই তারা গায়েব জানবে কোথেকে? যা ঘটে তা এই যে, তারা ফেরেশতাদের কথা চুরি করে শুনতে চেষ্টা করে। কদাচিত কোন কথা তাদের কানে পড়ে যায় আর অমনি সেটা লুফে নেয় এবং তার সাথে আরও শতটা মিথ্য্য মিশ্রিত করে। তারপর সেগুলো তাদের ভঙ্গদেরকে এসে শোনায়। এই হল তাদের গায়েব জানার রহস্য, মিথ্যাই যার সারাংস্বার।
- 224** আর কবিগণ তাদের অনুগামী হয় তো যতসব বিপথগামী লোক। ❁
- 225** তুমি দেখনি তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? ৬৫ ❁
65. এটা কাফেরদের দ্বিতীয় মন্তব্যের রদ। তারা বলত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন কবি এবং কুরআন মাজীদ একখানি কাব্যগ্রন্থ (নাউয়ুবিল্লাহ)। আল্লাহ তাআলা বলছেন, কবিত্ব তো এক কাল্পনিক জিনিস। অনেক সময় বাস্তবের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না বরং তারা কল্পনার জগতে ঘোরাঘুরি করে। সে ঘোরাঘুরির কোন দিক-ভান্ডান থাকে না। থাকে না গত্ত-বস্তু বোধ। নানা রকম অতিশয়োক্তি করে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও প্রতীক-রূপকের প্রয়োগে তাদের বাঢ়াবাঢ়ির কোন সীমা থাকে না। কাজেই যারা কবিত্বকেই নিজেদের প্রম আরাধ্য বানিয়ে নেয়, তাদেরকে কেউ নিজের দীনী অভিভাবক বানায় না। আর বানালেও বানায় এমন শ্রেণীর লোক যারা বিপথগামিতাই পছন্দ করে এবং বাস্তব জগত ছেড়ে কল্পনার জগত নিয়েই মেতে থাকতে চায়।
- 226** আর তারা এমন কথা বলে যা নিজেরা করে না। ৬৬ ❁
66. অর্থাৎ, বড়ু জাহির ও মুকুর্বিগিরি ফলানোর জন্য এমন দাবি করে, এমন সব কথাবার্তা বলে, যার কোন প্রতিফলন তাদের নিজেদের জীবনে থাকে না।
- 227** তবে সেই সকল লোক ব্যতিক্রম, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করেছে এবং নিজেরা নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। ৬৭ যারা জুলুম করেছে তারা অচিরেই জানতে পারবে কোন পরিণামের দিকে ফিরে যাচ্ছে। ❁
67. এই ব্যতিক্রমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কাব্য চৰ্চা যদি উপরে বর্ণিত দোষ থেকে মুক্ত থাকে, তাতে থাকে ঈমানের বলক ও 'আমলে সালেহ'-এর ব্যঞ্জনা আর কবি তার কাব্য প্রতিভাকে দীন ও ঈমানের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করে, তার কবি-কল্পনা বেদীনী কার্যকলাপে ইন্ধন না যোগায়, তবে এমন কাব্যচৰ্চায় দোষ নেই। জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, সেকালে প্রচারণার সর্বাপেক্ষা কার্যকর মাধ্যম ছিল কবিতা। কোন কবি কারণ বিরুদ্ধে একটা ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে দিত আর অমনি তা মানুষের মুখে মুখে রটে যেত। এমনটাই করেছিল কোন কোন দুর্মুখ কাফের কবি। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে এ জাতীয় কিছু কবিতা চালিয়ে দিয়েছিল। হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রায়ি) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রায়ি) প্রমুখ সাহাবী কবি তার জবাব দেওয়াকে নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব মনে করলেন। সুতরাং তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কাসীদা রচনায় লেগে পড়লেন। তাঁরা তার মাধ্যমে যেমন কাফেরদের ব্যঙ্গ ও আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন, তেমনি কাফেরগণ আসলে কী বস্তু সেটাও উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন। তাদের

সে কবিতাগুলো শক্তির বিরুদ্ধে তীরের চেয়েও বেশি কার্যকর হয়েছিল। এ আয়তে তাঁদের সে কবিতার সমর্থন করা হয়েছে।



♦ আন নাম্বুল ♦

- 1 তোয়া-সীন-। এগুলো কুরআন ও এমন এক কিতাবের আয়াত, যা সত্যকে সুস্পষ্ট করে। *
- 2 এটা হেদায়াত ও সুসংবাদরপে এসেছে মুমিনদের জন্য *
- 3 যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর তারাই আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। *
- 4 বস্তুত যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না, আমি তাদের কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে মনোরম বানিয়ে দিয়েছি। ১ ফলে তারা উদ্ধ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। *
- 5 1. অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা যেহেতু এই জিদ ধরে বসে আছে যে, তারা কোন অবস্থাতেই ঈমান আনবে না ও কুফর ত্যাগ করবে না, তাই আমি তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি। যার ফলশ্রুতিতে তারা তাদের যাবতীয় কাজকর্ম, তা বাস্তবে যতই নিকৃষ্ট হোক না কেন, উত্তম মনে করে। আর এ কারণেই তারা হেদায়াতের পথে আসছেন।
তারাই এমন লোক, যাদের জন্য আছে নিকৃষ্ট শান্তি এবং তারাই আখেরাতে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। *
- 6 2. অর্থাৎ কাফেরদের অভিযোগ-আপন্তিতে কর্ণপাত করো না। তাদেরকে তাদের গোমরাহির মধ্যে পড়ে থাকতে দাও। যে যাই বলুক, এ কুরআন সর্বজ্ঞ প্রত্নাময় আল্লাহর তরফ থেকেই অবর্তীণ, যিনি হেকমত ও প্রজ্ঞার সাথে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও পরিচালনা করছেন এবং তিনি ভালোভাবেই জানেন কিসে মানুষের কল্যাণ ও সফলতা। আর তারাই ভিত্তিতে তিনি কল্যাণের নির্দেশনা সম্বলিত এ মহাগ্রন্থ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন।
এ আয়াতটি সূরার পরবর্তী আলোচনার ভূমিকাব্ধিরূপ। এরপর অতীতের বিভিন্ন নবী ও জাতিসমূহের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যা একদিকে আল্লাহ তাআলার অপার হিকমত ও তানের পরিচয় বহন করে এবং অন্যদিকে তাঁর ভেতর মুমিনদের জন্য রয়েছে ঈমানী শক্তি সঞ্চয়ের রসদ ও অবিশ্বাসীদের জন্য অশুভ পরিপতির সর্তর্কবাণী। -অনুবাদক
এবং (হে নবী!) নিশ্চয়ই এ কুরআন তোমাকে দেওয়া হয়েছে সেই সত্তার পক্ষ হতে যিনি প্রত্নাময়, সর্বজ্ঞ ২। *
- 7 3. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন মুসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিল, আমি এক আগুন দেখতে পেয়েছি। আমি শীঘ্ৰই সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসছি কিংবা তোমাদের কাছে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। ৩ *
- 8 4. ঘটনাটি এখানে কেবল ইশারা হিসেবে এসেছে। বিস্তারিত এর পরবর্তী সূরা অর্থাৎ সূরা কাসাসে আসছে।
সুতরাং যখন সে সেই আগুনের কাছে পৌঁছল, তাকে ডাক দিয়ে বলা হল, বরকত হোক যে আগুনের ভেতর আছে তার প্রতি এবং যে তার আশপাশে আছে তার প্রতিও। ৪ আল্লাহ পবিত্র, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। *
- 9 5. প্রকৃতপক্ষে এটা আগুন ছিল না; বরং নূর ছিল এবং তার ভেতর ছিল ফিরিশতা। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বরকতের শুভেচ্ছা জানানো হল সেই ফিরিশতাকেও এবং হ্যরত মুসা আলাইহিস সালামকেও, যিনি তার আশপাশেই ছিলেন।
- 10 6. হে মুসা! কথা হচ্ছে, আমিই আল্লাহ, অতি পরাক্রমশালী, অতি হেকমতওয়ালা। *
7. তোমার লাঠি নিচে ফেলে দাও। অনন্তর সে যখন দেখল সেটি এমনভাবে নড়াচড়া করছে, যেন সেটি একটি সাপ, আমনি সে পেছন দিকে পালাতে লাগল, আর ফিরে তাকাল না। (বলা হল) হে মুসা ভয় পেও না। যাকে নবী বানানো হয়, আমার নিকটে তার কোন ভয় থাকে না। *

11 তবে কেউ কোন সীমালঙ্ঘন করলে, **তাৰপৰ** মন্দ কাজেৰ পৰ তাৰ বদলে ভালো কাজ কৰলে, আমি তো অতি ক্ষমাশীল, পৰম দয়ালু। **✿**

5. অৰ্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সমাপ্তে কোন নবীৰ কোন রকম ক্ষতি হতে পাৰে, এমন আশঙ্কা থাকে না। অবশ্য কাৰণ দ্বাৰা যদি কোন ক্রটি ঘটে যায়, তবে তাৰ জন্য ভয় রয়েছে হয়ত আল্লাহ তাআলা নাৱাজ হয়ে যাবেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিও যদি অনুতপ্ত হয়ে তাওৰা কৰে, ক্ষমা চায় ও নিজেৰ ইসলাহ কৰে নেয়, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা কৰে দেন।

12 এবং তোমাৰ হাত নিজ জায়ব (জামাৰ সামনেৰ ফোকৱ)-এৰ ভেতৱ ঢোকাও, তা শুভ হয়ে বেৰ হবে কোন ৰোগ ছাড়া। এ দুটি সেই নব-নিৰ্দৰ্শনেৰ অন্তৰ্ভুক্ত, যা (তোমাৰ মাধ্যমে) ফির'আউন ও তাৰ সম্প্ৰদায়েৰ কাছে পাঠানো হচ্ছে। **৬** বন্তত তাৰা অবাধ্য সম্প্ৰদায়। **✿**

6. 'নব-নিৰ্দৰ্শন' দ্বাৰা যে সকল নিৰ্দৰ্শনেৰ প্ৰতি ইঙ্গিত কৰা হয়েছে, সূৱা আৱাফে (৭ : ১৩০-১৩৩) তাৰ বিবৰণ চলে গেছে।

13 তাৰপৰ যখন তাদেৱ নিকট আমাৰ নিৰ্দৰ্শনসমূহ পৌঁছল, যা ছিল দৃষ্টি উন্মোচনকাৰী, তখন তাৰা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। **৭** **✿**

7. অৰ্থাৎ এসব নিৰ্দৰ্শন তো এমন, যা দ্বাৰা তাদেৱ দৃষ্টি খুলে যাওয়াৰ কথা ছিল, ফলে তাৰা হিদায়াতেৰ পথ চিনতে পাৰত ও মিথ্যা হতে সত্যেৰ পাৰ্থক্য চাকুৰ দেখতে পেত। কিন্তু তাৰা এমনই অহংকাৰী ও হঠকাৰী সম্প্ৰদায় যে, সে নিৰ্দৰ্শন দ্বাৰা শিক্ষাগ্ৰহণ তো কৰলাই না, উল্লেটা তাকে যাদু ঠাওৰিয়ে প্ৰত্যাখ্যান কৰল। -অনুবাদক

14 তাৰা সীমালঙ্ঘন ও অহমিকাবশত তা সব অঙ্গীকাৰ কৰল, যদিও তাদেৱ অন্তৱ সেগুলো (সত্য বলে) বিশ্বাস কৰে নিয়েছিল। সুতৰাং দেখে নাও ফাসাদকাৰীদেৱ পৰিণাম কেমন হয়েছিল! **৮** **✿**

8. তাদেৱ সে পৰিণামেৰ বিস্তাৱিত ব্যাখ্যাৰ জন্য দেখুন সূৱা ইউনুস (১০ : ৯০-৯২) ও সূৱা শুআৰা (২৬ : ৬০-৬৬)।

15 আমি দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দিয়েছিলাম। তাৰা বলেছিল, সমস্ত প্ৰশংসা আল্লাহৰ, যিনি আমাদেৱকে তাৰ বহু মুমিন বান্দাৱ উপৱ শ্ৰেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। **✿**

16 সুলাইমান দাউদেৱ উত্তোলিকাৰ লাভ কৰল **৯** এবং সে বলল, হে মানুষ! আমাদেৱকে পাখিদেৱ বুলি শেখানো হয়েছে **১০** এবং আমাদেৱকে সমস্ত (প্ৰয়োজনীয়) জিনিস দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা (আল্লাহ তাআলাৰ) সুস্পষ্ট অনুগ্ৰহ। **✿**

9. প্ৰকাশ থাকে যে, নবী-ৱাসূলগণেৰ বেখে যাওয়া সম্পত্তি তাৰ ওয়াৱিশদেৱ মধ্যে বণ্টন হয় না। একটি সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টভাৱেই তা বলা আছে। কাজেই এ আয়াতে যে উত্তোলিকাৰ প্ৰাপ্তিৰ কথা বলা হয়েছে, তাৰ মানে সম্পত্তিৰ উত্তোলিকাৰ নয়; বৱং এৰ অৰ্থ হয়েৱত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নবুওয়াত ও রাজত্বে তাৰ মহান পিতা হয়েৱত দাউদ আলাইহিস সালামেৰ স্থলাভিষিক্ত হন।

10. আল্লাহ তাআলা হযৱত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে পাখিৰ ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন। ফলে কোন পাখি কী বলছে তা বুলো ফেলতেন; বৱং সামনে পিঁপড়েদেৱ যে ঘটনা আসছে তা দ্বাৰা বোৰা যায় তিনি অন্যন্য জীব-জন্মৰ ভাষাও বুৱাতেন। নবীগণেৰ মধ্যে এটা তাৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বলাবহুল্য, তাৰ পাখিৰ ভাষা বুৱাতে পাৰাটা প্ৰতীকী অৰ্থে নয়; বৱং প্ৰকৃত অৰ্থেই বলা হয়েছে। আৱ আল্লাহ তাআলাৰ অসীম ক্ষমতা দৃঢ়ে এটা অসম্ভব ব্যাপৱ নয়। আধুনিক কোন কোন মুফাসিসেৰ কী জ্ঞানি কেন এ বিষয়টা মেনে নিতে বড় কষ্ট হয়েছে, যে কাৱণে তাৰ এৰ দূৰ-দূৱাস্তেৰ ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা কৰেছেন আৱ এভাৱে তাৰা কুৱানী আয়াতেৰ অবাস্তৱ ব্যাখ্যাদানেৰ দুয়াৱ খুলেছেন। অথচ এটা স্পষ্ট বিষয় যে, পশু-পাখিৰ ও একটা বুলি আছে, যা দ্বাৰা তাৰা পৱন্পৱেৰ ভাৱ বিনিময় কৰে থাকে। আমাদেৱ পক্ষে যতই অৰোধগম্য হোক না কেন, যেই মহান প্ৰষ্ঠা তাদেৱকে সৃষ্টি কৰেছেন এবং তাদেৱ মুখে বুলিঙ দিয়েছেন, তিনি তো তাদেৱ বুলি জানেন ও বোঝেন! সুতৰাং তিনি যদি সে বুলি তাৰ কোন নবীকেও শিখিয়ে দেন, তাতে অবাক হওয়াৰ কী আছে?

17 সুলাইমানেৰ জন্য তাৰ সমস্ত সৈন্য সমবেত কৰা হয়েছিল যা ছিল জিন, মানুষ ও পাখি-সম্বলিত। তাদেৱকে রাখা হত নিয়ন্ত্ৰণে। **১১** **✿**

11. বোঝানো উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলা সুলাইমান আলাইহিস সালামকে যে রাজত্ব দিয়েছিলেন, তা কেবল মানুষেৰ মধ্যেই সীমিত ছিল না; বৱং জিন ও পশু-পাখিৰ উপৱও তা ব্যক্তি ছিল। তিনি যখন কোন দিকে বেৱ হতেন, তখন তাৰ সেনাদলে যেমন থাকত মানুষ, তেমনি থাকত জিন ও পাখিৰ দল। এভাৱে তাৰ বাহিনীৰ সদস্য সংখ্যা এত বিপুল হয়ে যেত যে, তাদেৱকে নিয়ন্ত্ৰণে রাখাৰ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্ৰহণ কৰতে হত। তাই বলে যে তাদেৱ মধ্যে কখনও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত এমন নয়; বৱং তাদেৱ মধ্যে সৰ্বদা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকত।

18 একদিন যখন তাৰা পিঁপড়েৰ উপত্যকায় পৌঁছল, তখন এক পিঁপড়ে বলল, ওহে পিঁপড়েৱো! নিজ ঘৱে দুকে পড়, পাছে সুলাইমান ও তাৰ সৈন্যৱা তাদেৱ অজ্ঞতসাৱে তোমাদেৱকে পিষে ফেলে। **✿**

19 তার কথায় সুলাইমান স্থিথ হেসে দিল এবং বলে উঠল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফীক দাও, যেন শুকর আদায় করতে পারি সেই সকল নি'আমতের, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং করতে পারি এমন সৎকাজ, যা তুমি পছন্দ কর আর নিজ রহমতে তুমি আমাকে নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। ❖

20 এবং সে (একবার) পাখিদের সন্ধান নিল। বলল, কী ব্যাপার! হৃদহৃদকে দেখছি না যে? সে কি অনুপস্থিত না কি? ❖

21 আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা তাকে ঘবাহ করে ফেলব যদি না সে আমার কাছে স্পষ্ট কোন কারণ দর্শায়। ১১ ❖

12. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম পাখিদের দ্বারা বিভিন্ন কাজ নিতেন, যেমন আকাশপথে সফরকালে উপরে এক ঝাঁক পাখি ডানা বিস্তার করে ছায়া দিত। কোন পাখি দ্বারা পানির সন্ধান নেওয়া হত এবং কোনওটি দ্বারা চিঠি পাঠানো হত। হৃদহৃদ পাখি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, কোথাও মাটির নিচে পানি থাকলে সে তা বুঝতে পারে। এক-আধা হাত নিচে কেঁচো থাকলে সে তা টের পায় এবং মাটি ঝুঁড়ে তা বের করে ফেলে। আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান। তিনি বিশেষ-বিশেষ সৃষ্টিকে বিশেষ-বিশেষ ক্ষমত ও অনুভব-শক্তি দান করতেই পারেন, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই (-অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী অবলম্বনে)।

22 তারপর হৃদহৃদ বেশি দেরি করল না এবং (এসে) বলল, আমি এমন বিষয় জেনেছি, যা আপনার জানা নেই। আমি আপনার কাছে সাবা দেশ থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। ১৩ ❖

13. সাবা একটি জাতির নাম। ইয়ামানের একটি অঞ্চলে তারা বসবাস করত। সেই জাতির নাম অনুসারে অঞ্চলটিকেও সাবা বলা হত। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্বকালে এক রাণী সে দেশ শাসন করত। ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে তার নাম বলা হয়েছে, 'বিলকীস'।

23 আমি সেখানে এক নারীকে সেখানকার লোকদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। ১৪ তাকে সর্বপ্রকার আসবাব- উপকরণ দেওয়া হয়েছে। আর তার একটি বিরাট সিংহাসনও আছে। ❖

14. হৃদহৃদের কাছে অবাক লেগেছে এ কারণে যে, একজন নারী গোটা একটা সম্প্রদায়কে শাসন করে একপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন সে আর কখনও হয়নি। তার কাছে এটা যেন স্বভাব-প্রকৃতিরও বিপরীত মনে হচ্ছিল। হাদীসেও আছে 'সেই জাতি কখনও সফল হতে পারে না, যে তার শাসনভার কোন নারীর হাতে ন্যস্ত করে।' -অনুবাদক

24 আমি সেই নারী ও তার সম্প্রদায়কে দেখেছি আল্লাহর পরিবর্তে সুর্যের সিজদা করছে। শয়তান তাদের কাছে, তাদের কার্যকলাপকে শোভনীয় করে দেখিয়েছে। এভাবে সে তাদেরকে সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছে, ফলে তারা হেদয়াত পাচ্ছে না। ❖

25 (সে তাদেরকে নিবৃত্ত রেখেছে), যাতে তারা সিজদা না করে আল্লাহকে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গুপ্ত বিষয়াবলী প্রকাশ করেন এবং তোমরা যা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর সবই জানেন। ❖

26 আল্লাহ তিনি, যিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, তিনি মহা আরশের অধিপতি।* ❖

27 সুলাইমান বলল, আমি এখনই দেখছি তুমি সত্য বলেছ, নাকি তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন হয়ে গেছ। ❖

28 আমার এ চিঠি নিয়ে যাও। এটি তাদের সামনে ফেলে দেবে তারপর তাদের থেকে সরে যাবে এবং লক্ষ্য করবে তারা এর জবাবে কী করে। ❖

29 (সুতরাং হৃদহৃদ তাই করল। তারপর) রাণী (তার দরবারের লোকদেরকে) বলল, হে জাতির নেতৃবর্গ! আমার সামনে একটি মর্যাদাসম্পন্ন চিঠি ফেলা হয়েছে।

30 তা এসেছে সুলাইমানের পক্ষ থেকে। তা শুরু করা হয়েছে আল্লাহর নামে, যিনি রহমান ও রাহীম। ❖

31 (তাতে সে লিখেছে) আমার উপর অহমিকা দেখিও না। বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে চলে এসো। ১৫ ❖

15. অনুমান করা যায়, ইয়ামানের এ অঞ্চলটিও হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু কোনও এক সময়ে এ নারী সেখানে নিজ কর্তৃত প্রতিষ্ঠার জন্য গোপন চেষ্টা চালান এবং তাতে সফলতাও লাভ করেন। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম হৃদহৃদের মাধ্যমে এ খবর জানতে পেরে, যেমনটা কুরআন মাজীদ বলছে, এই সংক্ষিপ্ত অথচ দ্ব্যুর্থহীন ও দৃঢ়ভাষ পত্রখনি লেখেন। বিস্তারিত কোন

বক্তব্য নয়; বরং এতে তিনি বিলকীস ও তাঁর সম্পদায়কে অবাধ্যতা পরিহার করে আনুগত্য স্বীকার করার হকুম দিয়েছেন। [এমন সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ ও তেজস্বী পত্র কদাচ কেউ লিখে থাকবে তাফসীরে উচ্চমানী]

- 32 রাণী বলল, ওহে জাতির নেতৃবৃন্দ! যে সমস্যাটি আমার সামনে দেখা দিয়েছে, এ বিষয়ে তোমরা আমাকে সিদ্ধান্তমূলক পরামর্শ দাও। আমি কোন বিষয়ে চৃড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না, যতক্ষণ না তোমরা আমার কাছে উপস্থিত থাক। ❁
- 33 তারা বলল, আমরা শক্তিশালী লোক এবং প্রচণ্ড লড়াকু। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার আপনার। সুতরাং ভেবে দেখুন কি হকুম দেবেন। ❁
- 34 রাণী বলল, প্রকৃত ব্যাপার হল, রাজা-বাদশাগণ যখন কোন জনপদে ঢুকে পড়ে, তখন তাকে ঘেরবার করে ফেলে এবং তার মর্যাদাবান বাসিন্দাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়ে। এরাও তো তাই করবে। ❁
- 35 বরং আমি তাদের কাছে উপটোকন পাঠাব। তারপর দেখব দূতেরা কী উত্তর নিয়ে ফেরে। ১৬ ❁
16. সম্ভবত নবুওয়াতী পত্রের অসামান্য শক্তি বিলকীসের অন্তরে এক অনিব্যবহৃত প্রভাব বিস্তার করেছিল। পত্রের এতটা শৌর্য যে কেবল রাজকীয় বলবত্তা থেকে উৎসারিত নয়; বরং এর উৎস অন্য কোথাও, সে রকম কিছু হয়তো তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। সেই বোধ থেকেই তিনি উপহার-সামগ্ৰী পাঠানোৱ সিদ্ধান্ত নিলেন। ইচ্ছা পৰীক্ষা করে দেখা হয়েত সুলাইমান (আ.) তা কবুল করেন কিনা। কবুল করলে বোঝা যাবে তিনি কেবলই একজন রাজা এবং রাজাদের মতোই অর্থ ও ক্ষমতার মোহ দ্বারা তিনি চালিত। সে মতে তার সাথে বোঝা পড়া করার সুযোগ থাকবে। পক্ষান্তরে তিনি যদি তা প্রত্যাখ্যান করেন, তবে বুঝতে হবে তিনি পার্থিব লোভ-লালসার উর্ধ্বে এবং কোন ঐশ্বরিক যোগাযোগ তার মধ্যে ক্রিয়াশীল। সে ক্ষেত্রে বোঝা পড়ার চিন্তা তাগ করে নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশই হবে সুবুদ্ধির পরিচায়ক। - অনুবাদক
- 36 তারপর দৃত যখন সুলাইমানের কাছে উপস্থিত হল, সে বলল, তোমরা কি অর্থ দ্বারা আমার সাহায্য করতে চাও? বস্তুত আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উৎকৃষ্ট, অথচ তোমরা তোমাদের উপহার-সামগ্ৰী নিয়ে উৎফুল্ল। ❁
- 37 ফিরে যাও তাদের কাছে। আমি তাদের কাছে এমন এক সেনাদল নিয়ে আসব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই এবং আমি তাদেরকে সেখান থেকে লাঞ্ছিতভাবে বের করে দেব আর তারা হয়ে যাবে অবনমিত। ❁
- 38 সুলাইমান বলল, ওহে দৰবাৰীগণ! কে আছে তোমাদের মধ্যে, যে তারা বশ্যতা স্বীকার করে আসার আগেই আমার কাছে তার সিংহাসন নিয়ে আসবে? ১৭ ❁
17. হয়রত সুলাইমান আলাইহিস সালাম রাণীর সামনে একটা মুজিয়া প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি রাণীর সিংহাসনটিকেই বেছে নেন। রাণী এসে পৌঁছার আগেই যদি তাঁর বিশাল ভারী সিংহাসনটি হয়রত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারে হাজির হয়ে যায়, তবে এক অলৌকিক কাণ্ড হিসেবে তা রাণীকে অবশ্যই প্রভাবিত করবে এবং তাঁর নবুওয়াতের শক্তি ও সত্যতা তাঁর সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠবে।
- 39 এক বলিষ্ঠদেহী জীন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার আগেই আমি সোচি আপনার কাছে নিয়ে আসব। নিশ্চয়ই আমি একাজে সক্ষম, (এবং আমি) বিশ্বস্তও বটে। ১৮ ❁
18. যে বক্তি বলেছিল হয়রত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবার শেষ হওয়ার আগেই সিংহাসনটি তাঁর কাছে এনে দেবে, সে ছিল জিন। সে হয়রত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে এই বলে আশ্চৰ্ত করেছিল যে, সিংহাসনটি এনে দেওয়ার মত ক্ষমতা তো তার আছেই। সেই সঙ্গে সে আমানতদারও বটে। কাজেই তাতে যে সোনা-রূপা, হীরা-জহরত আছে তার কোনৱোপ এদিক-সেদিক হবে না।
- 40 যার কাছে ছিল কিতাবের ইলম, সে বলল, আমি আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই তা আপনার সামনে এনে দেব। ১৯
অনন্তর সুলাইমান যখন সিংহাসনটি নিজের সামনে রাখা অবস্থায় দেখল, তখন বলে উঠল, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। তিনি আমাকে পৰীক্ষা করতে চান যে, আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করি, না অকৃতজ্ঞতা করি? যে-কেউ কৃতজ্ঞতা আদায় করে, সে তো কৃতজ্ঞতা আদায় করে নিজেরই উপকারার্থে। আর কেউ অকৃতজ্ঞতা করলে আমার প্রতিপালক তো ঐশ্বর্যশালী, মহানুভব। ❁
19. 'যার কাছে ছিল কিতাবের ইলম', কে ছিল এই ব্যক্তি? কুরআন মাজীদ এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলেনি। এটাই বেশি প্রকাশ যে, কিতাবের ইলম দ্বারা তাওরাতের ইলম বোঝানো হয়েছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, ইনি ছিলেন হয়রত সুলাইমান আলাইহিস সালামের মন্ত্রী আসাফ ইবনে বারখিয়া। তাঁর 'ইসমে আয়ম' জানা ছিল আর সেই শক্তিতেই দাবি করেছিলেন, চোখের পলকের ভেতর তিনি সিংহাসনটি এনে দিতে পারবেন। অপর দিকে ইয়াম রাণী (বহু)-সহ অনেকে এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, ইনি ছিলেন খোদ হয়রত সুলাইমান আলাইহিস সালাম। কেননা কিতাবের ইলম তাঁর যেমনটা ছিল সে পরিমাণ তখন আর কারওই ছিল না। প্রথমে তিনি দৰবাৰী লোকজন বিশেষত জিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, এমন কে আছে, যে বিলকীস এসে পৌঁছার আগেই তাঁর সিংহাসনটি আমার কাছে এনে দিতে

পারবে? বস্তু এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জিন্মদের দর্পচূর্ণ করা। সুতরাং যখন একজন জিন্ম দর্পভরে বলে উঠল, আমি আপনার দরবার শেষ হওয়ার আগেই সেটি এনে দেব, তখন তার কথার পিঠে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নিজেই বললেন, তুমি তো দরবার শেষ হওয়ার কথা বলছ। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আমি মুজিযাব্বুর প সেটি তোমার চোখের পলকের ভেতর এখানে নিয়ে আসব। খুব সম্ভব এই বলে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলেন এবং আল্লাহ তাআলা সেই মুহূর্তে বিলকীসের সিংহাসনটি সেখানে আনিয়ে দিলেন।

41 সুলাইমান (তাঁর অনুচরদেরকে) বলল, তোমার রাণীর সিংহাসনটিকে তার পক্ষে অচেনা বানিয়ে দাও, ১০ দেখি সে এর দিশা পায়, না কি সে যারা সত্যে উপনীত হতে পারে না তাদের অন্তর্ভুক্ত? ♦

20. 'এটিকে অচেনা বানিয়ে দাও', অর্থাৎ, এর আকৃতিতে এমন কোন পরিবর্তন আন, যাতে এটি চিনতে তার কষ্ট হয় এবং এর দ্বারা তার বুদ্ধিমত্তা যাচাই করা যায়।

42 পরিশেষে সে যখন আসল, জিজ্ঞেস করা হল, তোমার সিংহাসনটি কি এ রকম? সে বলল, যেন এটি সেটিই। ১১ আমাদেরকে তে এর আগেই (আপনার সত্যতা সম্পর্কে) জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল এবং আপনার আনুগত্যও স্বীকার করেছিলাম। ১২ ♦

21. বিলকীস বুঝে ফেললেন সিংহাসনটির আকৃতিতে কিছুটা রদবদল করা হয়েছে। তাই এক দিকে তো তিনি নিশ্চিত করে বলেননি যে, 'এটি সেটিই'; বরং 'যেন' শব্দ ব্যবহার করে এক মাত্রার সন্দেহ রেখে দিয়েছেন। অপর দিকে বাকভঙ্গি অবলম্বন করেছেন এমন, যা দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি সিংহাসনটি ঠিকই চিনতে পেরেছেন।

22. অর্থাৎ, আপনি যে সত্য নবী তা বুঝাবার জন্য এ মুজিয়া দেখার কোন প্রয়োজন আমার ছিল না; বরং আপনার দৃতদের মারফত আপনার যে খবরাখবর পেয়েছিলাম, তা দ্বারাই আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম আপনি একজন সত্য নবী এবং তখনই আমি ইচ্ছা করেছিলাম আপনার আনুগত্য স্বীকার করব।

43 সে আল্লাহর পরিবর্তে যার পূজা করত তাই তাকে (ঈমান আনা হতে) নিবৃত্ত রেখেছিল এবং সে ছিল এক কাফের সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত। ১৩ ♦

23. বিলকীস যে বলেছিলেন, 'আমাদেরকে তে এর আগেই আপনার সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল', এটা ছিল তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও সত্যনির্ণয়ের পরিচায়ক। তাই আল্লাহ তাআলাও তাঁর প্রশংসা করছেন যে, বস্তুত সে এক বুদ্ধিমতি নারীই ছিল। তা সন্ত্রেণ যে এ পর্যন্ত ঈমান আনেনি, সেটা ছিল পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাব। তার সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষ ছিল কাফের। এ রকম পরিবেশে থাকলে মানুষ কোন রকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সকলের দেখাদেখি কাজ করে। সকলে সূর্যের পূজা করত, ব্যস সেও তাই করত। কিন্তু বুঝ-সময় যেহেতু ভালো ছিল, তাই যখন সত্যের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল, তখন আর দেরি করল না। পত্রপাঠ সত্য মনে নিল।

44 তাকে বলা হল, এই মহলে প্রবেশ কর। ১৪ যখন সে তা দেখল, তাকে জলাশয় মনে করল। তাই সে (কোপড় উঁচিয়ে) নিজ গোছা খুলে ফেলল। সুলাইমান বলল, এটা তো স্বচ্ছ শিশার ঢালাইকৃত মহল। রাণী বলল, হে আমার প্রতিপালক! বস্তুত (এ পর্যন্ত) আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। এক্ষণে আমি সুলাইমানের সাথে আল্লাহ রাবুল আলামীনের আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম। ১৫ ♦

24. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম দুনিয়া-প্রেমী লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্যে এক জমকালো শিশমহল নির্মাণ করেছিলেন। তার সামনের চতুরে ছিল একটি জলাশয়। যার উপরে স্বচ্ছ শিশার ছাদ ঢালাই করে দিয়েছিলেন। গভীরভাবে লক্ষ্য না করলে শিশার ছাদটি চোখে পড়ত না। সরাসরি পানির উপরই নজর পড়ত এবং মনে হত সেটি একটি উন্মুক্ত জলাশয়। মহলে প্রবেশ করতে হত সেই জলাশয়ের উপর দিয়েই। সুতরাং বিলকীস যখন তাতে প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে চললেন, সামনে সেই জলাশয়টি পড়ল। সেটি যেহেতু গভীর ছিল না, তাই তিনি এগিয়ে যেতেই থাকলেন আর যাতে পরিধানের কাপড় ভিজে না যায়, তাই তা একটু উঁচিয়ে ধরলেন। তাতে তার পায়ের নলা ক্ষাপিকটা থুলে গেল। তখন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁকে বললেন, কাপড় উঁচিনোর দরকার নেই। জলাশয়ের উপরে শিশাডালা ছাদ রয়েছে। উপর দিয়ে গেলে ভেজার কোন আশঙ্কা নেই।

25. রাণী বিলকীস তো আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম সত্য নবী। তারপর যখন এই জমকালো শিশমহল দেখলেন তখন এই ভেবে অভিভূত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তাআলা নবুওয়াতের সাথে দুনিয়ার দিক থেকেও তাঁকে কতটা শান-শওকত দান করেছেন। এতে তাঁর অন্তরে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। কাজেই কালক্ষেপণ না করে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করলেন। আল্লাহ তাআলা এ ঘটনা উল্লেখ করে বান্দাকে বোঝাতে চাচ্ছেন, তাঁর প্রকৃত বান্দাগণ দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ এবং রাজত্ব ও ক্ষমতা লাভ করার পর আকৃতঙ্গ হয়ে যায় না; বরং তারা তাঁকে কৃতজ্ঞ ও অনুগত হয়ে ওঠে। দুনিয়ার ভোজবাজি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী থেকে গাফেল করে দেয় না; বরং তারা যত পায় তত বেশি ইবাদতমগ্ন হয়ে ওঠে। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁর জাঙ্গল্যমান দৃষ্টান্ত।

45 আমি ছামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে বার্তা দিয়ে পাঠালাম যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। ১৬ অমনি তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে বিতর্কে লিপ্ত হল। ♦

26. ছামুদ জাতি ও হ্যরত সালেহ আলাইহিস সালামের বৃত্তান্ত পূর্বে সুরা আরাফ (৭ : ৭২) ও সুরা হুদ (১১ : ৬১-৬৮)-এ চলে গেছে।

46 সালেহ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভালোর আগে মন্দকে কেন তাড়াতাড়ি চাচ্ছ? ^{২৭} তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়? ♦

27. 'ভালো' দ্বারা ঈমান ও 'মন্দ' দ্বারা আঘাত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, উচিত তো ছিল প্রথমে ঈমান এনে কল্যাণ হাসিল করা। কিন্তু তোমরা ঈমান আনার পরিবর্তে তোমাদেরকে শীত্ব শাস্তি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছ।

47 তারা বলল, আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীরদেরকে অশুভ মনে করি। ^{২৮} সালেহ বলল, তোমাদের অশুভতা আল্লাহর হাতে। বস্তুত তোমার এমনই এক সম্প্রদায়, যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে। ^{২৯} ♦

28. অর্থাৎ, তুমি নবুওয়াতের দাবি যখন করানি তখন আমরা সংঘবন্ধ ছিলাম, আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। কিন্তু তোমার নবুওয়াত দাবির পর আমাদের মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে। আমাদের জাতি দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আমরা মনে করি এটা তোমার অশুভত্ব। কোন কোন বর্ণনায় প্রকাশ, তারা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল এবং এটাকেও তারা হ্যরত সালেহ আলাইহিস সালামের অপযোগ্য সাব্যস্ত করেছিল।

29. অর্থাৎ, এটা তোমাদের কর্মেরই অশুভ পরিণতি, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে। এসেছে এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান, বিপদ-আপদে তোমরা আল্লাহর শরণাপন্ন হও, নাকি নিজেদের দুর্ক্ষর্মে অবিচলিত থাক।

48 এবং নগরে নয়জন লোক ছিল এমন, যারা যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়াত, ইসলাহের কাজ করত না। ^{৩০} ♦

30. এ নয়জন ছিল হ্যরত সালেহ আলাইহিস সালামের জাতির নেতা। এদের প্রত্যেকের ছিল স্বতন্ত্র একেকটি দল। মুজিয়া হিসেবে পাহাড় থেকে যে উট্টনী জন্ম নিয়েছিল, সেটিকে হত্যা করেছিল তারাই। এ হত্যার পরিণামে যখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ফায়সালা হল এবং হ্যরত সালেহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে শাস্তি সম্পর্কে সর্তর্ক করলেন, তখন তারা ফন্দী আঁটল খোদ হ্যরত সালেহ আলাইহিস সালামকেই হত্যা করে ফেলবে; সঙ্গে তার পরিবারবর্গকেও। তারা শপথ করল রাতের বেলা একযোগে তাদের উপর হামলা চালাবে।

49 তারা (একত্র হয়ে একে অন্যকে) বলল, সকলে শপথ কর, আমরা রাতের বেলা সালেহ ও তার পরিবারবর্গের উপর হামলা চালাব, তারপর তার ওয়ারিশকে বলব, আমরা তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ডের সময় উপস্থিত ছিলাম না। বিশ্বাস কর আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী। ♦

50 তারা তো এই চাল চালল আর আমিও এক চাল চাললাম কিন্তু তারা টেরও পেল না। ^{৩১} ♦

31. অর্থাৎ তাদের চক্রবান্ত এমনভাবে নস্যাং করা হল যে, তারা কিছু বুঝে উঠতে পারল না। তা কিভাবে তাদের চক্রবান্ত ব্যর্থ করা হয়েছিল? কুরআন মাজীদ সে বিবরণ পেশ করেনি। কোন কোন বর্ণনায় প্রকাশ, তারা যখন চক্রবান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল, পর্যবেক্ষণে পাথরের এক বিশালাকার চাঁই তাদের উপর গড়িয়ে পড়ল এবং তার নিচে চাপা পড়ে সকলেই ধ্বংস হয়ে গেল। তারপর সম্প্রদায়ের সকলের উপর আঘাত আসল। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তারা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে যখন হ্যরত সালেহ আলাইহিস সালামের বাড়িতে পৌঁছল, তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে ফেলল। এ অবস্থায় ফেরেশতাদের হাতেই তারা বিনাশ হয়। আবার কোন কোন মুফাসির বলেন, তারা তাদের চক্রবান্তমত কাজ করার সুযোগই পায়নি। তার আগেই গোটা সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি এসে যায় এবং অন্যদের সাথে তারাও ধ্বংস হয়ে যায়।

51 সুতরাং লক্ষ্য কর তাদের চালাকির পরিণাম কেমন হল। আমি তাদেরকে ও তাদের গোটা জাতিকে ধ্বংস করে ফেললাম। ♦

52 ওই তো তাদের ঘর-বাড়ি, যা তাদের জুলুমের কারণে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ^{৩২} নিশ্চয়ই যারা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য এতে আছে শিক্ষা। ♦

32. হ্যরত সালেহ আলাইহিস সালামের বসতি আরব এলাকার অস্তর্ভুক্ত এবং মদীনা মুনাওয়ারা হতে কিছুটা দূরে অবস্থিত। আরববাসী শামের সফরকালে এ বসতির উপর দিয়েই যাতায়াত করত। তাই কুরআন মাজীদ সেদিকে এমনভাবে ইশারা করেছে, যেন তা চোখের সামনে। তাদের সেই বিবাগ জনপদ ও তার ধ্বংসাবশেষ এখনও 'মাদাইন সালেহ' নামে প্রসিদ্ধ এবং এখনও তা জ্ঞানীজ্ঞনের জন্য উপদেশের রসদ জোগায়।

53 আর যারা ঈমান এনেছিল ও তাকওয়া অবলম্বন করেছিল, তাদেরকে আমি রক্ষা করেছি। ♦

54 এবং আমি লৃতকে (নবী বানিয়ে পাঠালাম)। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি চাক্ষুষ দেখেও অশ্বীল কাজ করছ? ♦

55 এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, তোমরা কামচাহিদা পূরণের জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে যাও? বস্তুত তোমরা অতি মূর্খতাসুলভ কাজ করছ। *

56 তার সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল কেবল এই যে, তারা বলল, নৃতের পরিবারবর্গকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। তারা এমন লোক, যারা বড় পরিভ্রাতা জাহির করছে। *

57 তারপর এই ঘটল যে, আমি লুত ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম, তবে তার স্ত্রীকে নয়, যার সম্পর্কে আমি স্থির করেছিলাম, সে যারা পিছনে থেকে যাবে তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। *

58 আর আমি তাদের উপর বর্ষণ করলাম এক মারাত্মক বৃষ্টি। যাদেরকে আগে থেকেই সতর্ক করা হয়েছিল তাদের প্রতি বর্ষিত সে বৃষ্টি ছিল কতই না মন্দ! ৩৩ *

33. হয়রত লুত আলাইহিস সালামের ঘটনা পূর্বে বিস্তারিতভাবে সূরা হৃদ (১১ : ৭৭-৮৩) ও সূরা হিজর (১৫ : ৫৫-৭৬)-এ গত হয়েছে। কিছুটা সূরা শুআরায়ও (২৬ : ১৬০-১৭৫) বর্ণিত হয়েছে। আমরা সূরা আরাফে (৭ : ৮০) তাদের পরিচিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

59 (হে নবী!) বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই এবং সালাম তাঁর সেই বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। ৩৪ বল তো, আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, নাকি যাদেরকে তারা (আল্লাহর প্রভুত্বে) অংশীদার বানিয়েছে তারা? *

34. বিভিন্ন নবী-রাসূলের ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা এবার তাঁর তাওহীদের দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। এটা এমনই এক আকীদা, সমস্ত নবী-রাসূল যা প্রচার করে গেছেন। এটা সকল দীনের এক সাধারণ বিষয় এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রধানতম ধারা। বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার অপার কুদরতের যে নির্দেশনাবলী সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে, যেই মহিমময় সন্তু এই মহাজগত সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বিশ্বকর নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন করে দিয়েছেন, তাঁর কি নিজ প্রভুত্বে কোন অংশীদারের প্রয়োজন থাকতে পারে? জগত পরিচালনায় তাঁর কি কোন সাহায্যকারীর দরকার আছে? তাওহীদ সম্পর্কে এটা অতিরিক্ত বলিষ্ঠ ও তৎপর্যূৰ্ণ এক ভাষণ। তরজমার মাধ্যমে এর ওজন্বিতা অন্য কোন ভাষায় প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। তথাপি এর মর্মবাণী যাতে তরজমার ভেতর এসে যায় সে চেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু এ ভাষণটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই মানুষের কাছে পৌঁছেছে, তাই এর শুরুতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি এর সূচনা করেন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম পাঠেন মাধ্যমে। এভাবে মানুষকে বক্তৃতা করার এই আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কেউ বক্তৃতা করলে তা শুরু করবে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও নবী-রাসূলগণের প্রতি সালাম পাঠ দ্বারা।

60 তবে কে তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন? তারপর আমি সে পানি দ্বারা উদ্গত করেছি মনোরম উদ্যন্নরাজি। তার বৃক্ষরাজি উদ্গত করা তোমাদের পক্ষে সন্তুষ্টি ছিল না। (তবুও কি তোমরা বলছ,) আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন প্রভু আছে? ৩৫ না; বরং তারা (সত্যপথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে রাখে। *

35. প্রকাশ থাকে যে, মক্কার কাফেরগণ আল্লাহ তাআলাকেই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করত। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা একথাও বলত যে, তিনি জগতের একেকটি বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব একেক দেবতার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাই দেবতাদেরও পূজা-অর্চনা করা জরুরি।

61 তবে কে তিনি, যিনি পৃথিবীকে বানিয়েছেন অবস্থানের জায়গা, তার মাঝে-মাঝে সৃষ্টি করেছেন নদ-নদী, তার (স্থিতির) জন্য (পর্বতমালার) কীলক গেড়ে দিয়েছেন এবং তিনি দুই সাগরের মাঝখানে স্থাপন করেছেন এক অন্তরায়? ৩৬ (তবুও কি তোমরা বলছ,) আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন প্রভু আছে? না, বরং তাদের অধিকাংশেই (প্রকৃত সত্য) জানে না। *

36. দুটি নদী বা দুটি সাগরের সঙ্গমস্থলে আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক অপূর্ব মহিমা লক্ষ্য করা যায়। উভয়ের জলধারা পাশাপাশি বয়ে যায়, কিন্তু একটির সাথে আরেকটি মিশ্রিত হয় না। কী এক অলক্ষ্য অন্তরায় উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান যে, দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে, অথচ এক ধারার পানি অন্য ধারায় চুক্তে পারে না!

62 তবে কে তিনি, যিনি কোন আর্ত যখন তাকে ডাকে, তার ডাকে সাড়া দেন ও তার কষ্ট দূর করে দেন এবং যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা বানান? (তবুও কি তোমরা বলছ,) আল্লাহর সঙ্গে অন্য প্রভু আছেন? তোমরা অতি অল্লাই উপদেশ গ্রহণ কর। *

63 তবে কে তিনি, যিনি স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখান এবং যিনি নিজ রহমতের (বৃষ্টির) আগে (বৃষ্টির) সুসংবাদবাহীরাপে বাতাস পাঠান? (তবুও কি তোমরা বলছ,) আল্লাহর সঙ্গে অন্য প্রভু আছেন? না, বরং তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে। *

64 তবে কে তিনি, যিনি সমস্ত মাখলুককে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তারপর তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং যিনি আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের রিষক সরবরাহ করেন? (তবুও কি তোমরা বলছ,) আল্লাহর সাথে অন্য কোন প্রভু আছেন? বল, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর যদি সত্যবাদী হও। *

৬৫ বলে দাও, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না। ৩৭ এবং মানুষ জানে না তাদেরকে কখন পুনর্জীবিত করা হবে। ❁

37. আল্লাহ তাআলা ওয়াইর মাধ্যমে নবীদেরকে বিভিন্ন গায়েবী বিষয় সম্পর্কে অবহিত করতেন। গায়েবী খবরাখবর সর্বাপেক্ষা বেশি জানানো হয়েছিল আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গায়েবের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তিনি গভৰ্ত ছিলেন না। পরিপূর্ণ গায়েবী জ্ঞান কেবল আল্লাহ তাআলারই আছে। সুতরাং তাকে ছাড়া অন্য কাউকে 'আলেমুল গায়েব' বলা যায় না।

৬৬ বরং আখেরাত সম্পর্কে তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) জ্ঞান সম্পূর্ণ অপারগ হয়ে গেছে; বরং তারা সে সম্বন্ধে সন্দেহে নিপত্তি; বরং তারা সে সম্পর্কে অঙ্গ। ❁

৬৭ যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা বলে, আমরা ও আমাদের বাপ-দাদাগণ যখন মাটি হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে সত্যি সত্যিই (কবর থেকে) বের করা হবে? ❁

৬৮ আমাদেরকে ও আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এ রকমের প্রতিশ্রুতি আগেও শোনানো হয়েছিল, (কিন্তু) প্রকৃতপক্ষে এসব পূর্ববর্তীদের কিস্সা-কাহিনী ছাড়া কিছুই নয়। ❁

৬৯ বলে দাও, পৃথিবীতে প্রমণ করে দেখ অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? ❁

৭০ (হে নবী!) তুমি তাদের প্রতি দুঃখ করো না। আর তারা যে চক্রান্ত করছে, তার জন্য কুণ্ঠাবোধ করো না। ❁

৭১ তারা (তোমাকে) বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে (বল,) এ ওয়াদা পূরণ হবে কখন? ❁

৭২ বলে দাও, অসন্তোষ নয় তোমরা যে আঘাত তাড়াতাড়ি চাচ্ছ, তার কতক তোমাদের একদম কাছেই। ৩৮ ❁

38. অর্থাৎ, কুফরের আসল শাস্তি তো আখেরাতেই হবে, তবে তার অংশবিশেষ তোমাদেরকে ইহকালেও ভোগ করতে হতে পারে। তা করতে হয়েছিল বৈকি! বদরের ঘুচে কুরাইশের বড়-বড় সৰ্দার মারা পড়েছিল আর বাকিদেরকে বরণ করতে হয়েছিল গ্লানিকর পরাজয়।

৭৩ বস্তুত তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল কিন্তু তাদের অধিকাংশেই শুকর আদায় করে না। ❁

৭৪ এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাদের অন্তর যা-কিছু গোপন রাখে তাও জানেন এবং তারা যা-কিছু প্রকাশ করে তাও। ❁

৭৫ আসমান ও যমীনে এমন কোন গুপ্ত বিষয় নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নয়। ৩৯ ❁

39. 'সুস্পষ্ট কিতাব' দ্বারা 'লাওহে মাহফুজ' বোঝানো হয়েছে।

৭৬ বস্তুত এ কুরআন বন্নি ইসরাইলের সামনে (যথার্থক্রমে) বিবৃত করে দেয় তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ করে তার অধিকাংশ। ৪০ ❁

40. কুরআন মাজীদ যে আল্লাহ তাআলার সত্য কিতাব, তার অন্যতম এক প্রমাণ হল বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা দান, বিশেষত বনী ইসরাইলের বিতর্কিত বিষয়। তাদের বড়-বড় পশ্চিমগণ যুগ-যুগ ধরে যেসব বিষয়ে বিতর্ক করে আসছে এবং কোন মীমাংসায় পৌঁছাতে পারছিল না, কুরআন মাজীদ সেসব বিষয়ের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছে। স্পষ্ট করে দিয়েছে কোনটা সত্য, কোনটা প্রান্ত। [যেমন হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে তাদের মধ্যে নানা মত। কেউ তাকে ঈশ্বর বা তার অবতার সাব্যস্ত করছে আবার কেউ তাকে মিথ্যক বলছে। কুরআন মাজীদ মীমাংসা করে দিয়েছে যে, তাদের উভয় ধারণাই গলদ। প্রকৃত সত্য হচ্ছে তিনি একজন মানুষ ছিলেন এবং ছিলেন আল্লাহ তাআলার মনোনীত বান্দা ও বনী ইসরাইলের প্রতি প্রেরিত তাঁর রাসূল। -অনুবাদক]

৭৭ নিশ্চয়ই এটা ঈমানদারদের জন্য হেদয়াত ও রহমত। ❁

৭৮ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাদের মধ্যে নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। তিনি অতি ক্ষমতাবান, সর্বজ্ঞ। ❁

- 79** সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। নিশ্চয়ই তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ♦
- 80** স্মরণ রেখ, তুমি মৃতদেরকে (তোমার কথা) শোনাতে পারবে না এবং বধিরকেও পারবে না ডাক শোনাতে, যখন তারা পেছন ফিরে চলে যায়। ♦
- 81** আর তুমি অন্ধদেরকেও তাদের পথপ্রদ্রষ্টা হতে মুক্ত করে সঠিক পথে আনতে পারবে না। তুমি তো কথা শোনাতে পারবে কেবল তাদেরকেই যারা আমার আয়তসমূহে ঈমান আনে অতঃপর তারাই হবে আনুগত্য স্বীকারকারী। ♦
- 82** যখন তাদের সামনে আমার কথা পূর্ণ হওয়ার সময় এসে পড়বে, ৪১ তখন তাদের জন্য ভূমি থেকে এক জন্ম বের করব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, যেহেতু মানুষ আমার আয়তসমূহে ঈমান আনছিল না। ৪২ ♦
41. এটা কিয়ামতের বিলকুল শেষ দিকের একটি আলামত। কিয়ামত যখন একেবারে কাছে এসে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা ভূমি থেকে অদ্ভুত রকমের একটি জীব সৃষ্টি করবেন। সেটি মানুষের সাথে কথা বলবে। কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় সে জীবটির আবির্ভাবের পর তাওবার দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে এবং অবিলম্বেই কিয়ামত হয়ে যাবে।
42. অর্থাৎ, যখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় কাছে এসে যাবে। কিয়ামতকে لقول 'বা 'বাণী' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে রূপকার্থে, যেহেতু কিয়ামত, তার আলামতসমূহ ও তার বিভিন্নিকা সম্পর্কে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন বাণীতে বা ব্যক্ত হয়েছে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে সেসব বাণীর সত্যতা প্রমাণ হবে। -অনুবাদক
- 83** এবং সেই দিনকে ভুলো না, যখন আমি প্রত্যেক উন্নত থেকে একেকটি দলকে সমবেত করব, যারা আমার আয়তসমূহ অঙ্গীকার করত। তারপর তাদেরকে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে। ♦
- 84** পরিশেষে যখন সকলেই এসে পৌঁছবে, তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি ভালোভাবে না জেনেই আমার আয়তসমূহ অঙ্গীকার করেছিলে কিংবা তোমরা আসলে কী করেছিলে? ৪৩ ♦
43. আল্লাহ তাআলা ভালোভাবেই জানেন তারা কি করেছিল, তা সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন তিরক্ষারস্থরূপ। প্রথমে তিরক্ষার করবেন কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা না করে ও ভালোভাবে না বুঝে কেন তারা সত্যের বাণী প্রত্যাখ্যান করল সেজন্য। অর্থাৎ তারা যদি একটু মাথা খাটোত তবে তো তার সত্যতা বুবাতে পারত এবং ঈমান আনার পক্ষে তা সহায়ক হত তার তা হলে আধিরাতে এই দূরবস্থার সম্মুখীন হতে হত না। তারপর তিরক্ষার করবেন তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে যে, চিন্তা-ভাবনা না করে আমার বাণী প্রত্যাখ্যান তো করেছেই, তা ছাড়াও তো আরও কত অন্যায়-অপরাধ তোমরা করেছ। তা বল তো তোমরা আর কি কি করেছ? পরের আয়তে জানানো হয়েছে, আধিরাতের বিভিন্নিকা দেখে তাদের পক্ষে এর কোন জবাব দেওয়া সম্ভব হবে না। -অনুবাদক
- 85** তারা জুলুম করেছিল, সে কারণে তাদের প্রতি শাস্তিবাণী কার্যকর হয়ে যাবে। ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না। ♦
- 86** তারা কি দেখেনি আমি রাত সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা তখন বিশ্রাম নিতে পারে আর দিন সৃষ্টি করেছি এমনভাবে, যাতে তখন সবকিছু দৃষ্টিগোচর হয়। নিশ্চয়ই যে সকল লোক ঈমান আনে তাদের জন্য এর ভেতর বহু নির্দশন আছে। ৪৪ ♦
44. অর্থাৎ রাত-দিনের পরিবর্তনের মধ্যে চিন্তা করলে তাওহীদ, রিসালাত ও আধিরাত সম্পর্কে শিক্ষালাভ হয়। কেননা একই নিয়মের অধীনে যেভাবে রাত-দিনের নিরবচ্ছিন্ন পালাবদল হচ্ছে তা এক লা-শারীক সর্বজ্ঞিমান সত্তার ইচ্ছা ছাড়া সম্ভব নয়। এরূপ একাধিক সন্তা থাকলে এ শৃঙ্খলায় ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে যেত। এটা তাওহীদের প্রমাণ রিসালাতের শিক্ষালাভ হয় এভাবে যে, যেই আল্লাহ অন্ধকার রাতের পর দিনের আলো দিয়ে মানুষের দৈহিক ও বাহ্যিক প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছেন, তিনি তাদের আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ পালন-পরিচর্চার জন্য হিদায়তের আলো দান করবেন না এটা কি করে সম্ভব। বস্তুত সেই আলো বিতরণের জন্যই নবী-রাসূল প্রেরণের ধারা চালু করেছেন যার সর্বশেষ জ্যোতিষ্ঠ হয়রত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর আধিরাতের শিক্ষালাভ এভাবে হয় যে, রাতের বেলা মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম মৃত্যুসন্দুষ্ট একটা অবস্থা। দিনের আলো ফুটলে আল্লাহ তাআলা মানুষকে ঘুমের সাময়িক মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলেন। ঠিক এভাবেই তিনি আয়ু শেষের আসল মৃত্যু থেকেও মানুষকে একদিন পুনর্জীবিত করবেন। সেটাই আধিরাত। মোটকথা চিন্তাভাবনা করলে বিশ্ববাসীগণ এর থেকে দীন ও ঈমানের বহু শিক্ষা লাভ করতে পারে (-অনুবাদক, তাফসীরে উচ্চমানী অবলম্বনে)।
- 87** যে দিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, সে দিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই ঘাবড়ে যাবে, আল্লাহ যাদের ব্যাপারে ইচ্ছা করবেন তারা ছাড়া ৪৫ এবং সকলেই আনত হয়ে তার সামনে উপস্থিত হবে। ♦
45. 'আল্লাহ যাদের ব্যাপারে ইচ্ছা করবেন তারা ছাড়া' এর ব্যাখ্যা সামনে ৮৯ নং আয়তে আসছে। অর্থাৎ এরা সেইসব লোক, যারা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে সৎকর্ম নিয়ে। কোন কোন বর্ণনায় প্রকাশ, এরা হল আল্লাহর পথে যারা প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে, সেই শহীদগণ।
- 88** তোমরা (আজ) পাহাড়কে দেখে মনে কর তা আপন স্থানে অচল, অথচ (সে দিন) তা সঞ্চরণ করবে, যেমন সঞ্চরণ করে

মেঘমালা। এসবই আল্লাহর কর্ম-কুশলতা, যিনি সকল বস্তু সুদৃঢ়ভাবে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তোমরা যা-কিছু কর তিনি তা সম্যক অবহিত। ♦

৪৯ যে-কেউ সৎকর্মসহ আসবে, সে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রতিফল পাবে। [৪৬](#) তারা সে দিন সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি হতে নিরাপদ থাকবে। ♦

46. আল্লাহ তাআলার ওয়াদা হল তিনি প্রতিটি সৎকর্মের সওয়াব দিবেন তার দশগুণ।

৫০ আর যে-কেউ মন্দকর্ম নিয়ে আসবে, তাদেরকে উল্টো-মুখে করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদেরকে তো কেবল তোমরা যা করতে তারই শাস্তি দেওয়া হবে। ♦

৫১ (হে রাসূল! তাদেরকে বলে দাও) আমাকে তো কেবল এ হৃকুমই দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন এই নগরের প্রতিপালকের ইবাদত করি, যিনি এ নগরকে র্যাদা দান করেছেন। তিনিই সবকিছুর মালিক এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যেন আমি আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। ♦

৫২ এবং আমি যেন কুরআন তিলাওয়াত করি। যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথে আসবে, সে হেদায়াতের পথে আসবে নিজেরই কল্যাণার্থে। আর কেউ পথপ্রস্তুতা অবলম্বন করলে বলে দাও, আমি তো সতর্ককারীদেরই একজন। ♦

৫৩ এবং বলে দাও, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তিনি তোমাদেরকে নিজ নির্দর্শনসমূহ দেখাবেন। অতঃপর তোমরা তা চিনতেও পারবে। [৪৭](#) তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে অনবহিত নন। ♦

47. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা ও আপন কুদরতের বহু নির্দর্শন মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন এবং মানুষ তা প্রত্যক্ষণও করেছে, যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যা মানুষ বাস্তবায়িত হতে দেখেছে। সামনে সূরা 'রুম'-এর শুরুতে এর একটা উদাহরণ আসছে। আয়াতে নির্দর্শনাবলী বলতে এ জাতীয় নির্দর্শনও বোঝানো হতে পারে আবার এটাও সম্ভব যে, এর দ্বারা কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কিয়ামত তো একদিন সংঘটিত হবেই আর যখন তা সংঘটিত হবে, তখন অবিশ্বাসীরাও চিনতে ও বুঝতে পারবে যে, তা কিয়ামত। কিন্তু তখন বুঝে তো কোন লাভ হবে না, যেহেতু ঈমান আনার সময় পার হয়ে গেছে।



♦ আল ক্রাসাস ♦

- ১ তোয়া-সীন-মীম। ♦
- ২ এগুলো (সত্যকে) পরিস্ফুটকারী কিতাবের আয়াত। ♦
- ৩ আমি যে সকল লোক ঈমান আনে তাদের কল্যাণার্থে মূসা ও ফির'আওনের কিছু বৃত্তান্ত তোমাকে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি। ♦
- ৪ বস্তু ফির'আওন ভূমিতে ঔদ্ধৃত প্রকাশ করেছিল এবং সে তার অধিবাসীদেরকে পৃথক-পৃথক দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের একটি শ্রেণীকে সে অত্যন্ত দুর্বল করে রাখেছিল, যাদের পুত্রদেরকে সে ঘবাহ [১](#) করত ও তাদের নারীদেরকে জীবিত ছেড়ে দিত। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল ফাসাদ বিস্তারকারীদের একজন। ♦

১. পূর্বে সূরা তোয়া (২০ : ৩৬)-এর টাকায় বলা হয়েছে, কোন এক জ্যোতিষী ফির'আওনকে বলেছিল, বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তির হাতে আপনার রাজত্বের অবসান হবে। তাই সে ফরমান জারি করেছিল, এখন থেকে বনী ইসরাইলে যত শিশু জন্ম নেবে তাদেরকে যেন হত্যা করা হয়। হ্যারত মূসা আলাইহিস সালাম যখন জন্মগ্রহণ করলেন তাঁর মা এই ভেবে ভীষণ দুর্শিক্ষায় পড়ে গেলেন যে, ফির'আওনের গুপ্তচরেরা তো তাকেও হত্যা করে ফেলবে, তাদের হাত থেকে শিশুকে বক্ষ করার উপায় কী? এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে ইলাহাম করলেন যে, শিশুটিকে একটি বাক্সের ভেতর রেখে নীল নদীতে ফেলে দাও। তিনি তাই করলেন। বাক্সটি ভাসতে ফির'আওনের রাজপ্রাসাদের কাছে পৌঁছে গেল। রাজকর্মচারীগণ কোতুলবশে সেটি তুলে আনল। খুলে দেখল তার ভেতর একটি মানবশিশু। তারা শীঘ্ৰ তাকে ফির'আওনের কাছে নিয়ে গেল। তার পঞ্জী হ্যারত আছিয়া (আ.) শিশুটির মায়ায় পড়ে গেলেন। তিনি তাকে পুত্র হিসেবে লালন-পালন করার জন্য ফির'আওনকে উদ্বৃদ্ধ করলেন। সামনে ৬-৯ নং আয়াতে এ ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে।

৫ আর আমি চাচ্ছিলাম সেদেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতা বানাতে এবং

- তাদেরকেই (সে দেশের ভূমি ও সম্পদের) উত্তরাধিকারী বানাতে। *
- ৬ এবং সে দেশে তাদেরকে ক্ষমতাসীন করতে আর ফির'আওন, হামান ও তাদের সৈন্যদেরকে সেই জিনিস দেখিয়ে দিতে, যার আশঙ্কা তারা তাদের (অর্থাৎ বনী ইসরাইলের) দিক থেকে করছিল। *
২. বনী ইসরাইলের কোন এক শিশু বড় হয়ে তার পতন ঘটাবে এই ভবিষ্যত্বাণী শুনে ফির'আওন ভীষণভাবে শক্তি হয়ে পড়েছিল। সে তা থেকে বাঁচার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি তাকে দেখাতে চাচ্ছিলাম কিভাবে তার সকল ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং যার জন্য সে শক্তি ছিল তা সত্য হয়ে সামনে দেখা দেয়।
- ৭ আমি মূসার মায়ের প্রতি ইলহাম করলাম, তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাক। যখন তার ব্যাপারে কোন আশঙ্কা বোধ করবে তখন তাকে নদীতে ফেলে দিও। আর ভয় পেও না ও দৃঢ় করো না। বিশ্বাস রেখ, আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলগণের মধ্য হতে একজন রাসূল বানিয়ে দেব। *
- ৮ অতঃপর ফির'আওনের লোকজন তাকে (অর্থাৎ শিশু মূসা আলাইহিস সালামকে) তুলে নিল। এর পরিণাম তো ছিল এই যে, সে হবে তাদের শক্তি ও তাদের দুঃখের কারণ। নিশ্চয়ই ফির'আওন, হামান ও তাদের সৈন্যরা বড়ই ভুলের উপর ছিল। *
৩. 'তারা ভুলের উপর ছিল' এর দুই ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) তারা ভুল পথের অনুসারী ছিল। তারা ছিল কাফের ও গুনাহগার। (খ) অর্থাৎ এর অর্থ তারা শিশুটিকে তুলে ভুল করেছিল। কেননা তারা সৈমান না আনার ফলে সেই শিশুই শেষ পর্যন্ত তাদের পতন ও ধ্বংসের কারণ হয়েছিল।
- ৯ ফেরাউনের স্ত্রী (ফির'আওনকে) বলল, এ শিশু আমার ও তোমার পক্ষে নয়নপ্রীতিকর। একে হত্যা করো না হয়ত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্রও বানাতে পারি। আর (এ সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে) তারা পরিণাম বুবাতে পারছিল না। *
- ১০ এদিকে মূসার মায়ের মন ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। সে তো রহস্য ফাঁস করেই দিচ্ছিল যদি না আমি তার অন্তরকে সংযত রাখতাম (আমার ওয়াদার প্রতি) দৃঢ় বিশ্বাসী থাকার জন্য। *
৪. অর্থাৎ, শিশু মূসার মা যখন জানতে পারলেন তাঁর কলিজার টুকরা শক্ররই হাতে গিয়ে পড়েছে তখন উদ্বেগ-উৎকষ্ঠার কি কিয়ামত তার উপর দিয়ে যাচ্ছিল তা তার মতো কোন ভুক্তভোগী মায়ের পক্ষেই অনুমান করা সম্ভব। তখন হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি প্রায় বলেই ফেলছিলেন যে, 'এটি আমার বাচ্চা! কিংবা হায় 'আমার যাদুধন' বলে চীৎকার দিয়েই ফেলছিলেন যদি না আল্লাহ তাআলা তাকে আটকে রাখতেন। আল্লাহ তাআলার তো নিজ ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার ছিল। তিনি শিশুকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়ার ও তাকে নবী বানানোর ওয়াদাও করেছিলেন। সে ওয়াদায় যাতে মায়ের ঈমান পাকাপোক্ত থাকে তাই তিনি তার অন্তরে সবর ও সংযম দেলে দিচ্ছিলেন, যদরূপ রহস্য ফাঁস করতে গিয়েও নিজেকে সামান দিয়ে ফেলেন। -অনুবাদক
- ১১ সে মূসার বোনকে বলল, শিশুটির একটু খেঁজ নাও। সে তাকে দূর থেকে এমনভাবে দেখছিল যে, তারা টের পাচ্ছিল না। *
- ১২ আমি পূর্ব থেকেই ধাত্রীদুঃখ গ্রহণে তার প্রতি নিরোধ আরোপ করে দিয়েছিলাম। শেষে মূসার বোন বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব, যারা তোমাদের পক্ষ হতে এ শিশুর লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার কল্যাণকামী? *
৫. ফির'আওনের স্ত্রী শিশুটিকে লালন-পালন করার সিদ্ধান্ত নিলে তাকে দুধ পান করানোর জন্য একজন ধাত্রীর দরকার হল, সুতরাং ধাত্রী খেঁজা শুরু হল। কিন্তু হ্যরত মূসা আলাইহিস সালাম কোন ধাত্রীর দুধই মুখে নিচ্ছিলেন না। হ্যরত আছিয়া (আ.) একজন উপযুক্ত ধাত্রী খুঁজে আনার জন্য তাঁর দাসীদেরকে চারদিকে পাঠিয়ে দিলেন। ওদিকে হ্যরত মূসা আলাইহিস সালামকে নদীতে ফেলে দেওয়ার পর তাঁর মা অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত কী হয় তা দেখার জন্য হ্যরত মূসা আলাইহিস সালামের বোনকে পাঠিয়ে দিলেন। বোন খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় এসে দেখে রাণীর দাসীগণ বড় প্রেরণার তারা উপযুক্ত ধাত্রী খুঁজে পাচ্ছে না। সে এটাকে এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ মনে করল। প্রস্তাব দিল এ দায়িত্ব তার মাকে দেওয়া যেতে পারে। তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে নিয়েও আসল। তিনি যখন শিশুটিকে বুকে নিয়ে দুধ খাওয়াতে শুরু করলেন, শিশু মহানন্দে খেতে লাগল। এভাবে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা মত শিশু তার মায়ের কোলে ফিরে আসল।
- ১৩ এভাবে আমি মূসাকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে চিন্তিত না থাকে এবং যাতে সে ভালোভাবে জানতে পারে আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। *
৬. অর্থাৎ, আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েই থাকে, কিন্তু তার আগে পরীক্ষাস্বরূপ নানা চড়াই-উৎডাই দেখা দিয়ে থাকে। ঈমান মজবুত না থাকার কারণে অধিকাংশ মানুষ তাতে দৈর্ঘ্য রাখতে পারে না। আগেই হাল ছেড়ে দিয়ে ওয়াদার সত্যতায় সন্দিহান হয়ে পড়ে। -অনুবাদক
- ১৪ যখন মূসা বলবত্তায় উপনীত হল ও হয়ে গেল পূর্ণ ঘুরা, যখন আমি তাকে দান করলাম হিকমত ও ইলম। আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পূরক্ষিত করে থাকি। *

15

এবং (একদা) সে নগরে এমন এক সময় প্রবেশ করল, যখন তার বাসিন্দাগণ ছিল অসতর্ক। ^১ সে দেখল সেখানে দু'জন লোক মারামারি করছে। একজন তো তার নিজ দলের এবং আরেকজন তার শক্রপক্ষের। যে ব্যক্তি ছিল তার নিজ দলের, সে তার শক্রপক্ষের লোকটির বিকৃতে তাকে সাহায্যের জন্য ডাকল। তখন মুসা তাকে একটি ঘুষি মারল আর তা তার কর্ম সাবাড় করে দিল। ^২ (তারপর) সে (আক্ষেপ করে) বলল, এটা শয়তানের কাণ্ড। মূলত সে এক প্রকাশ্য শক্র, যার কাজই ভুল পথে নিয়ে যাওয়া। ^৩

7. হযরত মুসা আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল কেবল লোকটির অত্যাচার থেকে ইসরাইলী ব্যক্তিকে রক্ষা করা, হত্যা করার কোন অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। কিন্তু নিয়তি বলে কথা! এক ঘুষিতেই তার জীবন সাঙ্গ হয়ে গেল।

8. অর্থাৎ, সময়টা ছিল দুপুর। অধিকাংশ লোক বেথবর হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

16

বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজ সত্তার প্রতি জুলুম করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। ^১ সুতরাং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ^২

9. বাস্তবে তো হযরত মুসা আলাইহিস সালামের কোন দোষ ছিল না। কেননা তিনি বুঝে শুনে তাকে হত্যা করেননি। হত্যা করার কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না, কিন্তু তারপরও নিরহত্যা যেহেতু একটি গুরুতর ব্যাপার এবং তিনি মনে করেছিলেন অনিচ্ছাকৃত হলেও আপাতদৃষ্টিতে তাতে তাঁর কিছুটা ভূমিকাও রয়েছে, যা আগামী দিনের একজন নবীর পক্ষে শোভনীয় নয়, তাই তিনি খুবই অনুত্পন্ন হলেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এ আয়াত দ্বারা জানা গেল, যেখানে মুসলিম ও অমুসলিম শান্তি পূর্ণভাবে সহাবস্থান করে সেখানে অমুসলিমকে হত্যা করা বা তার জান-মালের কোন রকম ক্ষতিসাধন করা তার জন্য জায়েয় নয়।

17

মুসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাই ভবিষ্যতে আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। ^{১০} ^৩

10. হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এতদিন ফির'আওনের সাথেই থাকছিলেন এবং তার সাথেই আসা-যাওয়া করছিলেন। কিন্তু এই যে ঘটনাটি ঘটল, এটি তার অন্তর্জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল। তিনি উপলক্ষ্মি করলেন এসব কলহ-বিবাদ মূলত ফির'আওনের দুঃশাসনেরই প্রতিফল। তার বৈরাচারাই মিসরবাসীকে ইসরাইলীদের উপর জুনুম-নির্যাতন করতে উৎসাহ যুগিয়েছে। সুতরাং এ ঘটনার পর তিনি মনস্তির করে ফেললেন ফির'আওন ও তার আমলাদের সঙ্গে তিনি আর কোন রকম সংশ্রব রাখবেন না। তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরস্থ বজায় রেখে চলবেন, যাতে তাদের অন্যায়-অনাচারে তার কোন রকম পরোক্ষ ভূমিকাও না থাকে।

18

অতঃপর সে সকাল বেলা ভীতাবস্থায় নগরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। হঠাৎ সে দেখতে পেল গতকাল যে ব্যক্তি তার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, সেই ব্যক্তিই তাকে ফের সাহায্যের জন্য ডাকছে। মুসা তাকে বলল, বোঝা গেল তুমি এক প্রকাশ্য দুষ্ট লোক। ^{১১} ^৪

11. অর্থাৎ, বাগড়া-বিবাদ করাটা মনে হচ্ছে তোমার প্রাত্যহিক কাজ। গতকাল একজনের সাথে মারামারি করছিলে আবার আজ করছ অন্য একজনের সাথে।

19

অতঃপর যে (ফেরাউনী) ব্যক্তি তাদের উভয়ের শক্র মুসা যখন তাকে ধরতে উদ্যত হল, তখন সে (অর্থাৎ ইসরাইলী ব্যক্তি) বলল, হে মুসা! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, আমাকেও কি তুমি সেভাবে হত্যা করতে চাও? ^{১২} তোমার উদ্দেশ্য তো এছাড়া কিছুই নয় যে, তুমি ভূমিতে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চাও আর তুমি শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাও না। ^৫

12. হযরত মুসা আলাইহিস সালাম মূলত মিসরীয় কিবতী লোকটিকে জুলুম থেকে নিযুক্ত করার জন্য তার দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু ইসরাইলী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে যেহেতু তিনি বলেছিলেন, 'তুমি এক প্রকাশ্য দুষ্ট লোক', তাই সে মনে করল তাকে মারার জন্যই তিনি হাত বাড়িয়েছেন আর সে কারণেই সে ভয় পেয়ে বলে উঠেছিল, গতকালের লোকটির মত কি তুমি আমাকেও হত্যা করতে চাও?

20

(তারপরের বৃত্তান্ত এই যে,) নগরের বিলকুল দূর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসল ও বলল, হে মুসা! নেতৃবর্গ তোমাকে হত্যা করার জন্য পরামর্শ করছে। সুতরাং তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। বিশ্বাস কর, আমি তোমার কল্যাণকামীদের একজন। ^৬

21

সুতরাং মুসা ভীতাবস্থায় পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখে নগর থেকে বের হয়ে পড়ল। বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের থেকে রক্ষা কর। ^৭

22

যখন সে মাদইয়ান অভিমুখে যান্না করল, তখন বলল, আমার পূর্ণ আশা আছে, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন। ^{১৩} ^৮

13. মাদইয়ান ছিল হযরত শুআবে আলাইহিস সালামের জনপদ, যা ফির'আওনের শাসন ক্ষমতার বাইরে ছিল। তাই হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সেখানে যেতে মনস্তির করলেন। কিন্তু তাঁর সম্মত পথ চেনা ছিল না। কেবল অনুমানের ভিত্তিতেই চলেছিলেন। তাই আশা বাদ ব্যক্ত

করলেন যে, আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথে চালাবেন।

23

যখন সে মাদইয়ানের কুয়ার কাছে পৌঁছল, সেখানে একদল মানুষকে দেখল, যারা তাদের পশুগুলোকে আগলিয়ে রাখছে। মূসা তাদেরকে বলল, তোমরা কী চাও? তারা বলল, আমরা আমাদের পশুগুলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না সমস্ত রাখাল তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে চলে যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। ১৪ *

14. অর্থাৎ, আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে নিজে পশুকে পানি পান করাতে আসতে পারেন না। আবার আমরা যেহেতু নারী, তাই পুরুষদের ভীড়ের মধ্যে তুকে পানি পান করাতে পারি না। তাই অপেক্ষা করছি কখন পুরুষ রাখালগণ চলে যাবে ও কুয়ার পাড় খালি হয়ে যাবে। তখন আমরা আমাদের পশুগুলোকে ওখানে নিয়ে পানি পান করাব। প্রকাশ থাকে যে, এই নারীদ্বয়ের পিতা ছিলেন বিখ্যাত নবী হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম। মাদইয়ানবাসীদের হোয়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবী করে পাঠিয়েছিলেন। সুরা আরাফ, সুরা হুদ প্রভৃতি সূরায় তাঁর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে।

এ ঘটনা দ্বারা জানা যায়, প্রয়োজনে নারীদের বাইরে গমন জায়েষ। তবে পুরুষ যদি সে কাজ করে দিতে পারে তবে ভিন্ন কথা। তখন পুরুষদেরই সেটা করা উচিত। এ কারণেই হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের কন্যাদ্বয় তাদের বাইরে আসার কারণ বলেছেন যে, আমাদের পিতা অত্যন্ত বুড়ো মানুষ। তাছাড়া ঘরে অন্য কোন পুরুষও নেই। এজন্যই এ কাজে আমাদের আসতে হয়েছে। এর দ্বারা আরও জানা গেল, নারীদের সাথে কথা বলা জায়েষ, বিশেষত তাদেরকে কোন সঞ্চাটের সম্মুখীন দেখলে তখন তাদের সাহায্যার্থে অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া এবং যথাসন্তু তাদের সাহায্য করা আবশ্য কর্তব্য। তবে কোন ফেতনা তথা চারিত্রিগত কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সর্তর্ক আবলম্বনও জরুরি।

24

তখন মূসা তাদের সম্মানার্থে তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিল। ১৫ তারপর একটি ছায়াস্ত্রলে ফিরে আসল। তারপর বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ বর্ষণ করবে আমি তার ভিত্তিরী। ১৬ *

15. তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ বর্ষণ করবে আমি তার ভিত্তিরী হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সংক্ষিপ্ত দোয়া আল্লাহ তাআলার প্রতি তাঁর আবদ্ধিয়াত ও দাসত্ববোধের এক চমৎকার অভিভ্যন্তি। একদিকে তো আল্লাহ তাআলার সমীক্ষে নিজের অভাব ও অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরেছেন, জানাচ্ছেন যে, এই বিদেশ বিভুঁইয়ে নিজের পরিচিত কোন লোক নেই, জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কোন কিছুরই ব্যবস্থা নেই। অপর দিকে নিজের পক্ষ থেকে ঠিক কি-কি বস্তু চাই তা ঠিক করে দিচ্ছেন না; বরং বিষয়টা আল্লাহ তাআলার উপর ছেড়ে দিচ্ছেন যে, আপনি আমার জন্য কল্যাণকর যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করবেন এবং উপর থেকে আমার প্রতি যে অনুগ্রহই বর্ষণ করবেন, আমি তারই কাঙ্গাল এবং আমি তাই আপনার কাছে চাচ্ছি। নিজের পক্ষ হতে সুনির্দিষ্টভাবে কোন কিছু চাব, সেই অবস্থায় আমি নেই।

16. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রায়ি) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নারীদ্বয়কে জিজেস করেছিলেন, এখানে কি আর কোনও কুয়া আছে? তারা বললেন, আরেকটি কুয়া আছে বটে, কিন্তু একটি বিশাল পাথর পড়ে সেটির মুখ আটকে আছে। আর সে পাথরটি সরানোও খুব সহজ নয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সেখানে গেলেন এবং পাথরটি সরিয়ে তাদের মেষগুলোকে পানি পার করিয়ে দিলেন (রহুল মাআনী, আবদ ইবনে হুমায়দ-এর বরাবে ২০ খণ্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)।

25

কিছুক্ষণ পর সেই দুই নারীর একজন লাজুক ভঙ্গিমায় হেঁটে হেঁটে তার কাছে আসল। ১৭ সে বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি যে আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন, তার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য। ১৮ সুতরাং যখন সে নারীদ্বয়ের পিতার কাছে এসে পৌঁছল এবং তাকে তার সমস্ত বৃত্তান্ত শোনাল, তখন সে বলল, কোন ভয় করো না। তুমি জালেম সম্পদায় হতে মুক্তি পেয়ে গিয়েছ। *

17. যদিও উপকার করার পর তার প্রতিদান আনতে যাওয়াটা ভদ্রতা ও আত্মর্যাদাবোধের পরিপন্থী, বিশেষত হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মত একজন মহান রাসূলের পক্ষে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গেলেন এজন্য যে, তিনি এটাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে একটি অনুগ্রহ মনে করেছিলেন, তিনি তো একটু আগেই আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন, হে প্রতিপালক! তোমার পক্ষ হতে আমার প্রতি যে অনুগ্রহই বর্ষিত হবে আমি তার কাঙ্গাল। এ নারীর নিমন্ত্রণ তো সে অনুগ্রহ বর্ষণেরই পূর্বাভাব। তিনি ভেবেছিলেন, এ নিমন্ত্রণ দ্বারা এ জনপদের একজন সম্মানিত লোকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গেল। বোঝাই যাচ্ছে তিনি একজন শরীফ ও বুর্যুগ লোক। কেননা উপকারী বিদেশীকে দেকে আনার জন্য তিনি কন্যাকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাজেই এ নিমন্ত্রণ অগ্রহ্য করা উচিত হবে না। করলে তা নাশকীর্তি এবং সেই আবদ্ধিয়াত ও দাসত্ববোধের পরিপন্থী হবে, যাতে উজ্জীবিত হয়ে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন। এমনও তো হতে পারে, এই মহান ব্যক্তির কাছে উপযুক্ত কোন পরামর্শ পাওয়া যাবে, যা এই বিদেশ বিভুঁইয়ে বড় কাজে আসবে। সুতরাং তিনি দাওয়াত গ্রহণ করে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন।

ইবনে আসাকিরের এক বর্ণন্যায় আছে আবু হায়িম (রহ.) বলেন, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন সেখানে পৌঁছলেন, হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম তাঁর সামনে খাবার পেশ করলেন, কিন্তু তিনি বললেন, আমি এর থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাই। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম জিজেস করলেন, কেন? আপনার কি ক্ষুধা নেই? হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, ক্ষুধা আছে বটে, কিন্তু আমার সন্দেহ আমি যে মেষপালকে পানি পান করিয়ে দিয়েছিলাম, এটা হয়ত তারই প্রতিদান। আমি সে প্রতিদান নিতে রাজি নই। কেননা আমি সে কাজ করেছিলাম আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আর আমি এভাবে যে কাজ করি তার কোন বিনিময় গ্রহণ করি না, হোক না তা দুনিয়া ভূতি সোনা। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ তাআলার কসম! বিষয়টা সে রকম নয়। বরং এটা অতিথিসেবা। এটা আমাদের বংশীয় রেওয়াজ যে, মেহমান আসলে আমরা তার সেবা-যত্ন করে থাকি। এ চরিত্র আমরা পুরুষানুক্রমে পেয়েছি। এ কথায় হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আশ্বস্ত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে খেতে বসে গেলেন (রহুল মাআনী, পূর্বোক্ত বরাবে)। এ বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত শুআইব আলাইহিস সালামের কন্যা যে বলেছিলেন, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি আমাদের যে কাজ করে দিয়েছেন, তার বিনিময় দেওয়ার জন্য, এটা ছিল তার নিজ ধারণাপ্রসূত। হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম নিজে একপ কথা বলেননি।

18. বোঝা গেল, কুরআন মাজীদ পর্দা সংক্রান্ত যে বিধানাবলী দিয়েছে, সেকালে থথারীতি এসব বিধান না থাকলেও নারীগণ তখনও তাদের পোশাক-আশাক ও চাল-চলনে শালীনতাবোধের পরিচয় দিত এবং পুরুষদের সাথে কথবার্তা ও আচার-আচরণের সময় লজ্জা-শরমের প্রতি পুরোপুরি খেয়াল রাখত। ইবনে জায়ির তাবারী (রহ.) ইবনে আবী হাতিম (রহ.) ও সাঈদ ইবনে মানসুর (রহ.) হয়রত উমর (রাষ্ট্রি) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হয়রত মুসা আলাইহিস সালামের কাছে আসার সময় হয়রত শুআইব আলাইহিস সালামের কন্যা জামার হাতা দ্বারা চেহারা ঢেকে রেখেছিলেন।

26 নারীদ্বয়ের একজন বলল, আবাজী! আপনি একে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন কাজ দিন। আপনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কারও থেকে কাজ নিতে চাইলে সেজন্য এমন ব্যক্তিই উত্তম, যে শক্তিশালী হবে এবং আমান্তদারও। ১৯ *

19. ইনি হয়রত শুআইব আলাইহিস সালামের সেই কন্যা, যিনি হয়রত মুসা আলাইহিস সালামকে ডাকতে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল সাফুরা। হয়রত মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে তাঁরই বিবাহ হয়েছিল। বাইরের কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য হয়রত শুআইব আলাইহিস সালামের পরিবারে একজন পুরুষের দরকার ছিল, যাতে মেষ চরানো ও তাদেরকে পানি পান করানোর জন্য ঘরের মেয়েদের বাইরে যেতে না হয়। এজনাই হয়রত সাফুরা (রাষ্ট্রি) তার পিতার কাছে প্রস্তাব দিলেন, যেন তিনি এই যুবককে কাজে নিযুক্ত করেন এবং যথারীতি তার পারিশ্রমিকও ধার্য করে দেন।

তিনি যে বললেন, আপনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কারও থেকে কাজ নিতে চাইলে সেজন্য এমন ব্যক্তিই উত্তম, যে শক্তিশালী হবে এবং বিশ্বস্তও। এটা তার গভীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ক। আল্লাহ তাআলা তার এ বাক্যটি বিবৃত করে কর্মচারী নিয়োগদার' সংক্রান্ত চমৎকার মাপকাঠি দিয়ে দিয়েছেন। আমরা এর দ্বারা জানতে পারি, যে-কোন কাজে যাকে নিয়োগ দান করা হবে, মৌলিকভাবে তার মধ্যে দুটি গুণ থাকতে হবে। (ক) যে দায়িত্ব তার উপর অপর্ণ করা হবে, তা আঙ্গাম দেওয়ার মত দৈহিক ও মানসিক শক্তি এবং (খ) আমান্তদারী। হয়রত মুসা আলাইহিস সালাম যে উভয় গুণের অধিকারী সে অভিভূত শুআইব-তনয়া লাভ করেছিলেন। পানি পান করানোর জন্য তিনি যে কাজ করেছিলেন তা তার দৈহিক ও মানসিক কর্মক্ষমতার পরিচয়ক ছিল। রাখালেরা কখন পানি খাওয়ানো শেষ করবে সেই প্রতীক্ষাজ্ঞনিত পীড়া হতে নারীদ্বয়কে মুক্তিদানের জন্য তিনি পৃথক একটি কুয়ায় চলে যান এবং তার মুখে পড়ে থাকা বিশাল পাথর খণ্ডিতকে কারও সাহায্য ছাড়া একাই সরিয়ে ফেলেন। তার এ বুদ্ধি ও শক্তি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল।

আর তিনি যে একজন বিশ্বস্ত লোক তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এভাবে যে, হয়রত মুসা আলাইহিস সালাম যখন শুআইব-তনয়ার সাথে তাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাকে বলেছিলেন, আপনি আমার পেছনে থাকুন এবং কোন দিকে যেতে হবে তা বলে দিন। এভাবে তিনি সে মহিয়সীর লজ্জাশীলতা, পবিত্রতা ও চরিত্রবত্তার প্রতি সম্মান দেখালেন। এ জাতীয় আমান্তদারী যেহেতু কদাচ নজরে পড়ে, তাই তিনি উপলক্ষ্মি করলেন, আমান্তদারী ও বিশ্বস্ততা এই ব্যক্তির একটি বিশেষ গুণ।

27 তার পিতা বলল, আমি আমার এই দুই মেয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই, এই শর্তে যে তুমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আট বছর আমার এখানে কাজ করবে ২০ আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সেটা তোমার নিজ এখতিয়ার। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সচাদারীদের একজন পাবে। *

20. একথা বলার সময় হয়রত শুআইব আলাইহিস সালাম যদিও নির্দিষ্ট করেননি কোন মেয়েকে তাঁর সাথে বিবাহ দেবেন, কিন্তু যখন বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তখন যথারীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করার দ্বারা বকরী চরানোর কাজ বোঝানো হয়েছে। অনেক ফকীহ ও মুফাসিসের মতে হয়রত শুআইব আলাইহিস সালাম ছাগল চরানোকে কন্যার মোহরানা স্থির করেছিলেন। কিন্তু এর উপর প্রশ্ন আসে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর কোন কাজ করে দেওয়াটা কি তার মোহরানা হিসেবে গ্রহ হতে পারে? এ মাসআলায় ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে। তদুপরি এ ঘটনায় চুক্তি তো স্ত্রীর কাজ নয়; বরং স্ত্রীর পিতার কাজ করা সম্পর্কে হয়েছিল। যারা এটাকে মোহরানা সাব্যস্ত করতে চান, তারা এর উন্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু লক্ষ্য করলে ধরা পড়ে সে চেষ্টায় জবরদস্তির ছাপ স্পষ্ট। এর বিপরীতে কোন কোন মুফাসিস ও ফকীহের অভিমত হল, আসলে এখানে বিষয় ছিল দুটো। হয়রত শুআইব আলাইহিস সালাম হয়রত মুসা আলাইহিস সালামের সাথে সে দুটো বিষয়েই সিদ্ধান্ত স্থির করতে চেয়েছিলেন। একটি তো এই যে, তিনি চাচ্ছিলেন হয়রত মুসা আলাইহিস সালাম তার মেষপাল চরাবেন এবং সেজন্য আলাদাভাবে মজুরি ধার্য করা হবে আর দ্বিতীয়টি হল, মুসা আলাইহিস সালাম তার কন্যাকে বিবাহও করুন, যার জন্য নিয়ম মাফিক মোহরানা স্থির করা হবে। উভয়টির ব্যাপারে তিনি হয়রত মুসা আলাইহিস সালামের মর্জি জানতে চাচ্ছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যে উভয়টিই আলোচনায় এনেছিলেন, যদি উভয়টিতে তিনি সম্মত থাকেন, তবে প্রত্যেকটি তার আপন-আপন রীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে। বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যা কোনটি তা স্থির করা হবে, সাক্ষী রাখা হবে এবং মোহরানাও ধার্য করা হবে। আর চাকুরির ক্ষেত্রে যথার্থ নিয়ম অনুসূরণ করা হবে এবং তার জন্য স্বতন্ত্র মজুরি ধার্য করা হবে। উভয় চুক্তি অনুষ্ঠিত হবে তো পরে, তবে এই মুহূর্তে তার জন্য উভয় পক্ষ হতে ওয়াদা হয়ে যাক। এই শোষেক্ত ব্যাখ্যাটি খুবই যুক্তিমুক্ত। এ অবস্থায় একটি চুক্তিকে আরেকটি চুক্তির সাথে শর্তযুক্ত করার প্রশ্নও আসে না। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) উমদাতুল কারী গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন (দ্রষ্টব্য উন্নত গ্রন্থ কিতাবুল ইজারাত, ১২ খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা)।

28 মুসা বলল, আমার ও আপনার মধ্যে এ বিষয়টা স্থির হয়ে গেল। আমি দুই মেয়াদের যেটিই পূর্ণ করি তাতে আমার প্রতি কোন বাড়াবাড়ি চলবে না। আর আমরা যে কথা বলছি, আল্লাহই তার রক্ষাকর্তা। *

29 মুসা যখন মেয়াদ পূর্ণ করল এবং নিজ স্ত্রীকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল, ২১ তখন তিনি তুর পাহাড়ের দিকে এক আগুন দেখতে পেলেন। তিনি নিজ পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর। আমি এক আগুন দেখেছি, হয়ত আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে আনতে পারব কোন সংবাদ ২২ অথবা আগুনের একটা জ্বলন্ত কাঠ, যাতে তোমরা উত্তাপ গ্রহণ করতে পার। *

21. মুফাসিসের গবেষণা বলেন, রাতটা ছিল শীতের। তিনি পথও হারিয়ে ফেলেছিলেন। প্রচণ্ড বাতাসে তার সঙ্গে আনা মেষপালও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এদিকে স্ত্রীর প্রসববেদনে শুরু হয়ে গিয়েছিল। এসব কারণে তার স্বতন্ত্র মজুরি ধার্য করা হল। কাজেই তিনি দূরে আগুন দেখতে পেয়ে স্ত্রী ও খাদেমকে (কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী সঙ্গে দুজন পুত্রও ছিল) বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। ওই যে আগুন দেখা যাচ্ছে ওখানে হয়ত মানুষজন আছে। আমি ওখানে যাই। হয়ত তারা আমকে পথ বলে দিতে পারবে। অন্ততপক্ষে আগুন তো নিয়ে আসতে পারব, যা তোমাদের অনেক কাজে লাগবে। -অনুবাদক

22. কোন কোন বর্ণনায় প্রকাশ, হয়রত মূসা আলাইহিস সালাম হয়রত শুআইব আলাইহিস সালামের বাড়িতে পূর্ণ দশ বছর কাজ করেছিলেন। খুব সম্ভব তারপর তিনি নিজ মা ও অন্যান্য আগুনীয়-ব্রজনের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য মিসরে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি মনে করে থাকবেন, কিংবতী হত্যার ঘটনা এখন সকলে ভুলে গেছে। কাজেই মিসরে ফিরে গেলে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।

30. সুতরাং সে যখন আগুনের কাছে পৌঁছল, তখন ডান উপত্যকার কিনারায় অবস্থিত বরকতপূর্ণ ভূমির একটি বৃক্ষ থেকে ডেকে বলা হল, হে মূসা! আমিই আগ্নাহ জগতসমূহের প্রতিপালক। *

31. আরও বলা হল, তোমার লাঠিটি নিচে ফেলে দাও। অতঃপর সে যখন লাঠিটিকে দেখল সাপের মত ছোটাছুটি করছে, তখন সে পিছন দিকে ঘুরে পালাতে লাগল এবং সে ফিরেও তাকাল না। ২৩ (তাকে বলা হল,) হে মূসা! সামনে এসো। ভয় করো না। তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। *

23. এটা মানুষের স্বভাবগত ভয়, যা নবুওয়াতের পরিপন্থী নয়।

32. তুমি তোমার হাত জামার সামনের ফোকড়ের ভেতর ঢোকাও। তা কোন রোগ ব্যতিরেকে সমুজ্জ্বলরাপে বের হয়ে আসবে। ভয় দূর করার জন্য তোমার বাছ নিজ শরীরে চেপে ধর। ২৪ এ দুটি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে বলিষ্ঠ প্রমাণ, ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি। তারা ঘোর অবাধ্য সম্প্রদায়। *

24. লাঠিটির সাপে পরিগত হওয়া ও হাত থেকে অকস্মাত আলো ঠিকরানোর কারণে হয়রত মূসা আলাইহিস সালামের অন্তরে যে ভীতি দেখা দিয়েছিল, তা ছিল একটি স্বভাবগত ব্যাপার। সে ভীতি দূর করার জন্য আগ্নাহ তাআলা ব্যবস্থাও দিলেন বিশ্বায়কর। বললেন, বগলের ভেতর থেকে বের করার কারণে যে হাত চমকাতে শুরু করেছিল, তাকে পুনরায় নিজ দেহের সাথে জড়াও। দেখবে সে ভীতি সহসাই দূর হয়ে গেছে।

33. মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাদের একজন লোককে হত্যা করেছিলাম। তাই আমি আশংকা করি তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে। *

34. আমার ভাই হারানের ঘবান আমা অপেক্ষা বেশি স্পষ্ট। ২৫ তাকেও আমার সঙ্গে আমার সাহায্যকারীরাপে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে আমার সমর্থন করে। আমার আশঙ্কা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। *

25. পূর্বে সুরা তোয়াহায় (২০ : ২৫) গত হয়েছে যে, হয়রত মূসা আলাইহিস সালাম তার শৈশবকালে জ্বলন্ত আগুন মুখে দিয়েছিলেন। যদরুণ তার মুখে কিছুটা তোত্তলামি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই তিনি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যেন তাঁর ভাই হয়রত হারান আলাইহিস সালামকেও তাঁর সাথে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়। কেবল তার ঘবান বেশি স্পষ্ট।

35. আগ্নাহ বললেন, আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাছ শক্তিশালী করে দিচ্ছি এবং তোমাদের উভয়কে এমন প্রভাব দান করছি যে, আমার নির্দশনাবলীর বরকতে তারা তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না। তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরাই জয়ী হয়ে থাকবে। *

36. যখন মূসা আমার সুস্পষ্ট নির্দশনসমূহ নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হল, তখন তারা বলল, এটা আর কিছুই নয়, কেবল বানোয়াট যাদু। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে এরূপ কথা শুনিন। *

37. মূসা বলল, আমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন কে তার নিকট থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং পরিণামে কে লাভ করবে উৎকৃষ্ট ঠিকানা। ২৬ এটা নিশ্চিত যে, জালেমগণ সফলকাম হবে না। ২৭ *

26. হয়রত মূসা (আ.)-এর মুজিয়াকে তারা যাদু ঠাওরালে তিনি সংক্ষেপে যে উত্তর দিলেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার উত্তরের ভেতর দিয়ে মুজিয়া ও যাদুর স্বরূপ ও উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বললেন, আমার ববই জানেন, কে তার নিকট থেকে হিদায়াত নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ, আমি যা নিয়ে এসেছি তা কেন মিথ্যা তেলেসমাতি নয় যে, ভোজভাজিতেই শেষ হয়ে যাবে, কারও জন্য কেনও কল্যাণ বয়ে আনবে না এবং মুক্তির কোন পথ-নির্দেশ করবে না। বরং এটা আগ্নাহপ্রদত্ত নির্দশন। এটা সত্যের নির্দেশনা দেয়। এতে বিশ্বাস আনলে মুক্তির পথ লাভ হয়, যে পথে চললে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জিত হয়। আর এটা প্রত্যাখ্যান করলে সত্যকেই প্রত্যাখ্যান করা হয়। সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা মহা জুলুম ও অবিচার। যারা তা করে, তারা কখনও সফল হয় না। -অনুবাদক

27. 'ঠিকানা' দ্বারা দুনিয়াও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ, আগ্নাহ তাআলাই ভালো জানেন দুনিয়ায় ভালো পরিণাম কার হবে, কে ঈমান নিয়ে মারা যাবে। আবার আখেরাতও বোঝানো হতে পারে। অর্থাৎ, আখেরাতে কে উৎকৃষ্ট পরিণামের অধিকারী তথা জান্মাতবাসী হবে তাও তিনিই জানেন।

38 ফির'আউন বলল, হে পারিষদবর্গ! আমি তো আমার নিজেকে ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মাঝুদ আছে বলে জানি না। আর হে হামান! তুমি আমার জন্য আগুন দিয়ে মাটি জ্বালাও (অর্থাৎ ইট তৈরি কর) এবং আমার জন্য একটি উঁচু ইমারত তৈরি কর, যাতে আমি তার উপর উঠে মুসার প্রভুকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। ১৮ আমার পূর্ণ বিশ্বাস সে একজন মিথ্যাবাদী। *

28. এসব কথা বলে সে মূলত ঠাট্টা করছিল।

39 বস্তুত ফির'আউন ও তার বাহিনী ভূমিতে অন্যায় অহমিকা প্রদর্শন করেছিল। তারা মনে করেছিল তাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না। *

40 সুতরাং আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে ধৃত করে সাগরে নিশ্চেপ করলাম। এবার দেখ জালেমদের পরিণতি কী হয়েছে। *

41 আমি তাদেরকে বানিয়েছিলাম নেতা, যারা মানুষকে জাহানামের দিকে ডাকত। কিয়ামতের দিন তারা কারও সাহায্য পাবে না। *

42 দুনিয়ায় আমি তাদের পেছনে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি আর কিয়ামতের দিন তারা হবে সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যাদের অবস্থা হবে অতি মন্দ। *

43 আমি পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধূংস করার পর মুসাকে দিয়েছিলাম এমন এক কিতাব, যা ছিল মানুষের জন্য জ্ঞান-তত্ত্বসমূহ এবং হেদয়াত ও রহমত, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ১৯ *

29. এর দ্বারা তাওরাত গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে।

44 (হে রাসূল!) আমি যখন মুসার উপর বিধানাবলী অর্পণ করেছিলাম, তখন তুমি (তুর পাহাড়ের) পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না এবং যারা তা প্রত্যক্ষ করছিল, তুমি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলে না। ৩০ *

30. এখান থেকে ৬১নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআন মাজীদের সত্যতা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য। প্রথম দলীল দেওয়া হয়েছে এই যে, কুরআন মাজীদে হ্যারত মুসা আলাইহিস সালামের বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যেমন তুর পাহাড়ের পশ্চিম পার্শ্বে তাওরাত দান করা, সিনাই মরুভূমিতে তাওরাত দেকে নবুওয়াত দান করা, দীর্ঘকাল মাদাইয়ানে অবস্থান, সেখানে তাঁর বিবাহ ও তারপর মিসরে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি। এসব ঘটনা যখন ঘটে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনি এসবের প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না, তাছাড়া এগুলো জানার মত কোন মাধ্যমও তাঁর কাছে ছিল না। তা সত্ত্বেও এমন বিস্তারিত ও যথাযথভাবে তিনি এগুলো বর্ণনা করেছেন কি করে? এর জবাব এছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, তাঁর কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী নার্যিল হয়েছে এবং সেই সুত্রে অবগত হয়েই তিনি এসব মানুষকে জানিয়েছেন। সুতরাং তিনি একজন সত্য নবী এবং কুরআন মাজীদও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবর্তীর্ণ এক সত্য কিতাব।

45 বস্তুত আমি তাদের পর বহু মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি, যাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তুমি মাদাইয়ানবাসীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলে না যে, তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে; বরং আমিই (তোমাকে) রাসূলুরূপে প্রেরণ করেছি। *

46 এবং আমি যখন (মুসাকে) ডাক দিয়েছিলাম তখন তুমি তুর পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুত এটা তোমার প্রতিপালকের রহমত (যে, তোমাকে ওহীর মাধ্যমে এসব বিষয় অবহিত করা হচ্ছে) যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের কাছে তোমার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি। হয়ত তারা উপদেশ গ্রহণ করবে। *

47 এবং তাদের কৃতকার্যের কারণে তাদের উপর কোন মুসিবত আসলে তারা যাতে বলতে না পারে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কাছে কোন রাসূল পাঠালেন না কেন? তাহলে আমরা আপনার আয়াতসমূহ অনুসরণ করতাম এবং আমরাও ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। *

48 অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ হতে সত্য এসে গেল, তখন তারা বলতে লাগল, মুসা (আলাইহিস সালাম)কে যেমনটা দেওয়া হয়েছিল, সে রকম জিনিস একে (অর্থাৎ এই রাসূলকে) কেন দেওয়া হল না? ৩১ পূর্বে মুসাকে যা দেওয়া হয়েছিল, তারা কি পূর্বেই তা প্রত্যাখ্যান করেনি? তারা বলেছিল, এ দুটোই যাদু, যার একটি অন্যটিকে সমর্থন করে। আমরা এর প্রত্যেকটিই অঙ্গীকার করি। ৩২ *

31. অর্থাৎ যখন তাওরাত সম্পর্কে তারা জানতে পেরেছিল তা মূর্তি-পূজার বিরোধিতা করে এবং এমন সব আলামত বর্ণনা করে, যা হয়রত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতকে প্রমাণ করে, তখন সেটিও প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং বলেছিল তাওরাত ও কুরআন দুটোই যাদুর বই (নাউফুবিল্লাহ), যার একটি অন্যটিকে সমর্থন করে। তাই আমরা সবটাই অঙ্গীকার করি। -অনুবাদক

32. অর্থাৎ, হয়রত মূসা আলাইহিস সালামকে সম্পূর্ণ তাওরাত ঘেমন একবারেই দেওয়া হয়েছিল, তেমনিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পূর্ণ কুরআন কেন একেবারেই নাখিল করা হল না? সামনে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে, তোমরা তাওরাতের প্রতি কতটুকু ঈমান এনেছিলে যে, কুরআন সম্পর্কে একপ দাবি করছ?

- 49 (তাদেরকে) বল, আচ্ছা, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লার পক্ষ থেকে এমন কোন কিতাব আনয়ন কর, যা এ দুটি অপেক্ষা বেশি হেদায়াত সম্বলিত। তাহলে আমি তার অনুসরণ করব। ❁
- 50 তারা যদি তোমার ফরমায়েশ মত কাজ না করে, তবে বুঝবে, তারা মূলত তাদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে আগত হেদায়াত ছাড়া কেবল নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার চেয়ে বেশি পথব্রহ্ম আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না। ❁
- 51 এটা এক বাস্তবতা যে, আমি তাদের কল্যাণার্থে একের পর এক (উপদেশ) বাণী পাঠাতে থাকি, ৩৩ যাতে তারা সতর্ক হয়ে যায়। ❁

33. সম্পূর্ণ কুরআন কেন একবারেই নাখিল করা হল না? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে যে, কুরআন মাজীদকে অল্ল-অল্ল নাখিল করা হয়েছে তোমাদেরই কল্যাণার্থে। কেননা এর ফলে তোমাদের প্রতিটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত দিক-নির্দেশনা করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া একের পর এক উপদেশ-বাণী নাখিলের ফলে তোমরা সত্য সম্পর্কে তাজা-তাজা চিন্তা করার ফুরসত পেয়েছে এবং এভাবে তোমাদেরকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, কোনও একটা কথা তো কবুল করে নাও!

- 52 আমি কুরআনের আগে যাদেরকে আসমানী কিতাব দিয়েছি, তারা এর (অর্থাৎ কুরআনের) প্রতি ঈমান আনে। ৩৪ ❁
34. এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কুরআন মাজীদের সত্যতার আরেকটি দলীল। বলা হয়েছে, পূর্বে যাদেরকে আসমানী কিতাব দেওয়া হয়েছিল, সেই ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের মধ্যকার সত্যের সন্ধানীগণ এর প্রতি ঈমান এনেছে। তারা স্থীকার করেছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ও কুরআন মাজীদের অবতরণ অপ্রত্যাশিত ব্যোপার নয়। পূর্বের কিতাবসমূহে এ সম্পর্কে ভবিষ্যত্বাণী রয়েছে। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের আগে থেকেই তারা তাঁকে ও কুরআন মাজীদকে স্থীকার করত।
- 53 তাদেরকে যখন তা পড়ে শোনানো হয়, তখন বলে আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম। নিশ্চয়ই এটা সত্য বাণী, যা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। আমরা তো এর আগেও অনুগত ছিলাম। ৩৫ ❁
35. অর্থাৎ কুরআন নাখিল হওয়ার আগেও আমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিলাম, তাঁর আনুগত্য করতাম এবং বিশ্বাস করতাম শেষ নবীরক্ষে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব হবে, যার প্রতি শেষ কিতাব কুরআন মাজীদ নাখিল করা হবে। -অনুবাদক

- 54 একপ ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে দ্বিগুণ। কেননা তারা সবর অবলম্বন করেছে, ৩৬ তারা মন্দকে প্রতিহত করে ভালোর দ্বারা ৩৭ এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছে, তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। ❁

36. অর্থাৎ, তাদের সাথে কেউ মন্দ আচরণ করলে তার বিপরীতে তারা ভালো আচরণ করে।

37. পূর্বে থেকে যে ব্যক্তি কোন একটি দীন অনুসরণ করে এবং এক আসমানী কিতাবের অনুসারী হওয়ার কারণে সে গর্বিতও বটে, তার পক্ষে নতুন কোন দীন গ্রহণ করা নিশ্চয়ই কঠিন কাজ। এক তো এ কারণে যে, মানুষের পক্ষে তার পুরানো অভ্যাস ছাড়া কঠিন হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত স্বধর্মীয়গণ বিরোধিতা করে ও জুলুম-নির্যাতন চালায়। সে জুলুম-নির্যাতনকে অগ্রহ করে সত্য দীনকে মেনে নেওয়ার সৎ সাহস সকলে দেখাতে পারে না, কিন্তু যে সকল সত্যসন্ধানী ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সে সৎ সাহস দেখাতে পেরেছে, সকল জুলুম-নির্যাতনের মুখে সবরের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে ও সত্যের উপর অবিচলিত থেকেছে, তারা দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।

- 55 তারা যখন কোন বেছদা কথা শোনে, তা এড়িয়ে যায় এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদেরকে সালাম। ৩৮ আমরা অঙ্গদের সাথে জড়িত হতে চাই না। ❁

38. অর্থাৎ, আমরা তোমাদের সাথে তর্ক-বিতর্কে জড়াতে চাই না। দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দেন এবং সেই সুবাদে তোমরা নিরাপত্তা লাভ করব।

- 56 (হে রাসূল!) সত্যি কথা হল, তুমি নিজে যাকে ইচ্ছা করবে তাকে হেদায়াতপ্রাপ্ত করতে পারবে না; বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন। কারা হেদায়াত কবুল করবে তা তিনিই ভালো জানেন। ❁

57

তারা বলে, আমরা যদি তোমার সাথে হেদয়াতের অনুসরণ করি, তবে আমাদেরকে নিজ ভূমি থেকে উৎখাত করা হবে। ৩৯ আমি কি তাদেরকে এমন এক নিরাপদ হরমে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত রিয়কস্বরূপ সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী করা হয়? কিন্তু তাদের অধিকাংশেই জানে না! *

39. কোন কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ না করার পক্ষে এই অজুহাত দেখাত যে, ইসলাম গ্রহণ করলে সারা আরববাসী আমাদের বিরোধী হয়ে যাবে। তারা এ যাবৎকাল আমাদেরকে যে ইজ্জত-সম্মান করে আসছে, তা তো ছেড়ে দেবেই, উল্টো তারা লুটতারজ চালিয়ে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে আমাদের বাস্তিটা থেকে উৎখাত করেও ছাড়বে। কুরআন মাজীদ তাদের এ কথার তিনটি উত্তর দিয়েছে। প্রথম উত্তর তো এ আয়াতেই দেওয়া হয়েছে যে, তারা কাফের হওয়া সত্ত্বেও আমি তাদেরকে পবিত্র হরমের ভেতর নিরাপদ রেখেছি। সারা আরবের সর্বত্র আরাজক পরিস্থিতি চলছে, সব জায়গায় মারামারি-হানাহানি, কিন্তু হরমের ভেতর যারা বাস করছে তাদেরকে কেউ কিছু বলে না। পরন্তু চারদিক থেকে তাদের কাছে সব রকমের ফলমূল আবাধে আমদানী হচ্ছে এবং তারা তা নির্বিঘে খাচ্ছ-দাচ্ছে। হরমের দিকে যারা মালমাল নিয়ে আসে, তারাও কোন রকম লুঠনের শিকার হয় না। কুফর সত্ত্বেও যখন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এতটা নিরাপত্তা দান করেছেন, তখন ঈমান আনার পর বুঝি তোমাদের এ নিরাপত্তা তিনি তুলে নিবেন এবং তখন তিনি তোমাদের হেফাজত করবেন না? ৫৮নং আয়াতে দ্বিতীয় উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, ধৰ্ম ও বিপর্যয় তো আসে আল্লাহ তাআলা নাফরমানী করার ফলে। তোমাদের পূর্বে যে সকল জাতি নাফরমানী করেছে শেষ পর্যন্ত তারা ধৰ্ম হয়ে গেছে। যারা ঈমান এনেছিল তাদের কিছুই হয়নি। দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জগতেই তারা সফলতা লাভ করেছে।

সবশেষে ৬০নং আয়াতে তৃতীয় উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের কারণে ইহকালে যদি তোমাদের কিছুটা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়ও, তাতে এত ভয় কেন? আখেরাতের দুর্ভোগের তুলনায় এ কষ্ট কোন হিসেবেই আসে না।

58

আমি এমন কত জনপদ ধৰ্ম করেছি, যার বাসিন্দাগণ তাদের অর্থ-সম্পদের বড়াই করত। ওই তো তাদের বাস্তিটা (যা তোমাদের সামনে রয়েছে), তাদের পর সামান্য কিছুকাল ছাড়া তা আর আবাদ হতে পারেনি। ৪০ আমিই হয়েছি তার উত্তরাধিকারী।

*

40. অর্থাৎ ধৰ্মস্প্রাপ্ত হওয়ার পর সেসব জনপদে স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেনি, যারা কুদরতের নির্দশন ও নাফরমানির দৃষ্টান্তমূলক পরিণাম দেখার জন্য সেখানে যায় কিংবা যাতায়াত পথে যে দ্রমণকারীয়া যাত্রাবিবরতি দেয় কেবল তারাই দু-এক দিন বা আরও অল্প সময়ের জন্য সেখানে অবস্থান করে। -অনুবাদক

59

তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি জনপদসমূহকে ধৰ্ম করে দিবেন তার কেন্দ্ৰভূমিতে আমার আয়াতসমূহ তাদেরকে পড়ে শোনানোর জন্য কোন রাসূল প্রেরণ না করেই। আমি জনপদসমূহ কেবল তখনই ধৰ্ম করি যখন তার বাসিন্দাগণ জালেম হয়ে যায়। ৪১ *

41. ইসলাম গ্রহণ না করার পক্ষে কাফেরদের প্রদর্শিত অজুহাতের যে তিনটি উত্তর দেওয়া হয়েছে, তার মাঝখানে এ আয়াতে তাদের একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। তারা বলত, আল্লাহ তাআলা যদি আমাদের ধৰ্ম ও কর্মপন্থা অপচন্দ করে থাকেন তবে যেসব জাতিকে ধৰ্ম করা হয়েছে বলে পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মত আমাদেরকেও কেন ধৰ্ম করছেন না? এর জবাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, বিষয়টা এমন নয় যে, মানুষকে ধৰ্ম করে আল্লাহ তাআলা খুব মজা পান (নাউয়ুবিল্লাহ)। তিনি মানুষকে ধৰ্ম করেন কেবল তখনই, যখন তারা জুলুমের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। তার আগে তিনি তাদেরকে শুধরে যাওয়ার সব রকম ব্যবস্থা করেন। সর্বপ্রথম তিনি তাদের কেন্দ্ৰস্থলে কোন রাসূল পাঠান। রাসূল তাদেরকে সৱল-সঠিক পথের দাওয়াত দেন। তিনি বারবার তাদেরকে ডাকতে ও সম্মানে থাকেন, যাতে তারা কোনও ক্রমে সৱল পথে এসে যায় এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কোন প্রয়োজন না থাকে। যদি তারা রাসূলের ডাকে সাড়া দেয় ও গোমরাহী কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়, তবে তাদেরকে ধৰ্ম করা হয় না।

পক্ষান্তরে তারা যদি জিদ ধরে বসে থাকে এবং রাসূলের ডাকে সাড়া না দিয়ে নিজেদের বৈরাচারী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখে, তবে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধৰ্ম করে দেওয়া হয়। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার এ নীতিই কার্যকর ছিল এবং তোমাদের ক্ষেত্রেও তাই বলবৎ আছে। আমার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সত্যের পথে ডেকে যাচ্ছেন এবং তোমাদেরকে তাতে সাড়া দেওয়ার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে। এখন সেই সুযোগকে কাজে না লাগিয়ে তোমরা যদি উল্টো বুঝ বোঝ এবং মনে কর তিনি তোমাদের উপর খুশী এবং তিনি কখনওই তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন না, তবে সেটা হবে তোমাদের চরম নিরুদ্ধিতার পরিচায়ক।

60

তোমাদেরকে যা-কিছুই দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের পুঁজি ও তার শোভা। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তথাপি কি তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে না? *

61

আচ্ছা বল তো আমি যাকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, অতঃপর সে তা অবশ্যই লাভ করবে, সে কি সেই ব্যক্তির সমান হতে পারে, যাকে আমি পার্থিব জীবনের কিছুটা ভোগ-উপকরণ দিয়েছি, অতঃপর কিয়ামতের দিন সে হবে সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে ধূত করে আনা হবে? *

62

এবং সেই দিন (-কে কখনও ভুলো না), যখন আল্লাহ তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবেন, কোথায় আমার (প্রভুত্বের) অংশীদারগণ, যাদের (অংশীদার হওয়ার) দাবি তোমরা করতে? ৪২ *

42. এর দ্বারা সেই সকল শয়তানকে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে কাফেরগণ নিজেদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল।

63

যাদের বিরুদ্ধে (আল্লাহর) বাণী চূড়ান্ত হয়ে গেছে, ৪৩ তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই তারা যাদেরকে আমরা বিপথগামী করেছিলাম, তাদেরকে বিপথগামী করেছিলাম সেভাবেই, যেমন আমরা নিজেরা বিপথগামী হয়েছিলাম। ৪৪ আমরা

আপনার সামনে তাদের সাথে সম্পর্কচেছে ঘোষণা করছি। বস্তুত তারা আমাদের ইবাদত করত না। ৪৫ ❁

43. এর দ্বারাও কাফেরদের সেই সকল শয়তান উপাস্যদের বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে তারা উপকার ও অপকার করার এখতিয়ারসম্পন্ন মনে করত, ‘আল্লাহর বাণী চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া’-এর অর্থ তাঁর এই ইরশাদ যে, যে সকল শয়তান অন্যদেরকে বিপথগামী করবে তাদেরকে পরিণামে জাহানামে নিক্ষেপ করা হবে। বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলার সেই ফরমান মোতাবেক যখন শয়তানদের জাহানামে যাওয়ার সময় এসে যাবে তখন তারা একথা বলবে, যা পরবর্তী বাক্যে বিবৃত হয়েছে।

44. অর্থাৎ, আমরা যেমন নিজ ইচ্ছাক্রমে বিপথগামিতা অবলম্বন করেছিলাম, তেমনি তারাও বিপথগামিতা বেছে নিয়েছিল নিজেদের ইচ্ছাতেই। নচেৎ তাদের উপর আমাদের এমন কোন কর্তৃত্ব ছিল না যে, তারা আমাদের কথা মানতে বাধ্য থাকবে।

45. অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে তারা আমাদের ইবাদত করত না; বরং তারা নিজ খেয়াল-খুশীরই দাসত্ব করত।

64 এবং তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) বলা হবে, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছিলে তাদেরকে ডাক। সুতরাং তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। তারা তখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। আহা! যদি তারা হেদায়াত কবুল করত। ❁

65 এবং সেই দিন (-কে কিছুতেই ভুলো না) যখন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা নবীগণকে কী উত্তর দিয়েছিলে? ❁

66 সে দিন যাবতীয় সংবাদ (যা তারা নিজেদের পক্ষ হতে তৈরি করত) বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ৪৬ ফলে তারা একে অন্যকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না। ❁

46. অর্থাৎ তারা অন্তসারশূন্য যে-সব দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি-তর্ক খাড়া করত, তার কিছুই তাদের মনে পড়বে না। সব বিষয়ে তারা গভীর অন্ধকারে পড়ে যাবে। কী বলবে তা বুঝতে পারবে না। ভয়-বিহুলতায় নিজেদের মধ্যেও একে অন্যকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবে না। - অনুবাদক

67 তবে যারা তাওয়া করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, পূর্ণ আশা রাখা যায় তারা সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ❁

68 তোমার প্রতিপালক যা চান সৃষ্টি করেন এবং (যা চান) বেছে নেন। তাদের কোন এখতিয়ার নেই। ৪৭ আল্লাহ তাদের শিরক হতে পরিত্র ও সমুচ্চ। ❁

47. কাফেরদের প্রশ্ন ছিল, আমাদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ও বিস্তবান, তাদের মধ্য হতে কাউকে কেন নবী বানানো হল না? এ আয়াতে তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে। উত্তরের সারমর্ম এই যে, এ বিশ্বজগত আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে বাহাইকরণের এখতিয়ারও তাঁরই। কাকে তিনি নবী-রাসূল বানাবেন তা তিনিই ভালো জানেন। এ বিষয়ে ওই সকল প্রশ্নকর্তার কোন এখতিয়ার নেই।

69 তোমার প্রতিপালক তাদের অন্তর যে সব কথা গোপন করে তাও জানেন এবং তারা যা প্রকাশ করে তাও। ❁

70 তিনিই আল্লাহ। তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। প্রশংসা তাঁরই, দুনিয়ায়ও এবং আখেরাতেও। বিধান কেবল তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ❁

71 (হে রাসূল! তাদেরকে) বল, আচ্ছা তোমরা কী মনে কর? আল্লাহ যদি তোমাদের উপর রাতকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন মাবুদ আছে কি, যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে? তবে কি তোমরা শুনতে পাও না? ❁

72 বল, তোমরা কী মনে কর? আল্লাহ যদি তোমাদের উপর দিনকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন মাবুদ আছে কি, যে তোমাদেরকে এমন রাত এনে দিবে, যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার? তবে কি তোমরা কিছুই বোঝ না? ❁

73 তিনিই নিজ রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন বানিয়েছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পার ও আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার ৪৮ এবং যাতে তোমরা শুকর আদায় কর। ❁

48. এখানে আল্লাহ তাআলার এক মহা নি'আমতের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি রাত্রিকালকে আরাম ও বিশ্রাম গ্রহণের সময় বানিয়ে দিয়েছেন। এ সময় তিনি বিস্তৃত অন্ধকারে আদিগন্ত আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। ফলে শয্যাগ্রহণ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে। তা না হলে বিশ্রামের জন্য সকলের ঐক্যমত্যে কোন একটা সময় নির্ধারণ করা সম্ভব হত না। ফলে এ নিয়ে মহা জটিলতা দেখা দিত। একজন

বিশ্রাম নিতে চাইলে অন্য একজন তখন কোন কাজ করতে চাইত আর সে কাজে লিপ্ত হলে প্রথম ব্যক্তির বিশ্রামে ব্যাঘাত সৃষ্টি হত। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা দিনকে তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান অর্থাৎ কামাই-রোজগারের সময় বানিয়েছেন, যাতে তখন সকলে কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকে। যদি সবটা সময় দিন থাকত, তবে বিশ্রাম গ্রহণ কঠিন হয়ে যেত আবার সবটা সময় রাত হলে কাজ-কর্ম করা অসম্ভব হয়ে পড়ত এবং মানুষ মহা সংকটের সম্মুখীন হত।

74 এবং সেই দিন (-কে ভুলো না) যখন তিনি তাদেরকে (অর্থাৎ মুশারিকদেরকে) ডেকে বলবেন, কোথায় আমার (প্রভুরে) শরীকগণ, যাদের শরীক হওয়ার দাবি তোমরা করতে? *

75 আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী বের করে আনব তারপর বলব, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। তখন তারা উপলক্ষ্মি করতে পারবে যে, সত্য কথা ছিল আল্লাহরই। আর তারা মিথ্যা যা-কিছু উত্তোলন করেছিল, তাদের থেকে তা অস্তর্জিত হয়ে যাবে। *

76 কারান ছিল মুসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি। ৪৯ কিন্তু সে তাদেরই প্রতি জুলুম করল। ৫০ আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম, যার চাবিগুলি বহন করা একদল শক্তিমান লোকের পক্ষেও কষ্টকর ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, বড়াই করো না। যারা বড়াই করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। *

49. এতটুকু বিষয় তো খোদ কুরআন মাজীদই জানিয়ে দিয়েছে যে, কারান হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় অর্থাৎ বনী ইসরাইলের লোক ছিল। কোন কোন বর্ণনায় প্রকাশ, সে ছিল হযরত মুসা আলাইহিস সালামের চাচাত ভাই এবং হযরত মুসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত লাভ করলেন আগে ফিরআউন তাকে বনী ইসরাইলের নেতা বানিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর যখন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম নবুওয়াত লাভ করলেন আর হযরত হারান আলাইহিস সালামকে তাঁর নায়েব বানানো হল, তখন কারানের মনে ঈর্ষা দেখা দিল। কোন কোন বর্ণনায় আছে, সে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের কাছে দাবি জানিয়েছিল, তাকে যেন কোন পদ দেওয়া হয়। কিন্তু তাকে কোন পদ দেওয়া হোক এটা আল্লাহ তাআলার পছন্দ ছিল না। তাই হযরত মুসা আলাইহিস সালাম অপারগত প্রকাশ করলেন, এতে তার হিংসার আগুন আরও তীব্র হয়ে উঠল এবং তা চারিতাৰ্থ করার জন্য মুনাফেকীর পন্থা অবলম্বন করল।

50. কুরআন মাজীদ এখানে যে শব্দ ব্যবহার করেছে তার দুই অর্থ হতে পারে। (ক) জুলুম ও সীমালঙ্ঘন করা এবং (খ) দন্ত ও বড়াই করা। বর্ণিত আছে যে, ফিরআউনের পক্ষ থেকে তার উপর যখন বনী ইসরাইলের নেতৃত্ব-ভার অর্পণ করা হয়, তখন সে তাদের উপর জুলুম করেছিল।

77 আল্লাহ তোমাকে যা-কিছু দিয়েছেন তার মাধ্যমে আখেরাতের নিবাস লাভের চেষ্টা কর ৫১ এবং দুনিয়া হতেও নিজ হিস্য অগ্রাহ করো না। ৫২ আল্লাহ যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও (অন্যদের প্রতি) অনুগ্রহ কর। ৫৩ আর পৃথিবীতে ফাসাদ বিস্তারের চেষ্টা করো না। জেনে রেখ, আল্লাহ ফাসাদ বিস্তারকারীদের পছন্দ করেন না। *

51. অর্থাৎ, অর্থ-সম্পদকে আল্লাহ তাআলার বিধান মোতাবেক ব্যবহার কর। পরিণামে তুমি আখেরাতে পরম শান্তির জান্মাতি নিবাসে পৌঁছুতে পারবে।

52. অর্থাৎ, আখেরাতের নিবাস সন্ধানের মানে এ নয় যে, দুনিয়ার প্রয়োজনসমূহ বিলকুল অগ্রাহ করা হবে। দুনিয়ার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ও তা রাখাতে দোষের কিছু নেই। হাঁ দুনিয়ার কামাই-রোজগারে এভাবে নিমজ্জিত হয়ে না, যদরূপ আখেরাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

53. ইশারা করা হয়েছে যে, দুনিয়ায় তুমি যে অর্থ-সম্পদ লাভ করেছ, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলাই তার মালিক। তিনি অনুগ্রহ করে তোমাকে তা দান করেছেন। তিনি যখন এভাবে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তখন তুমিও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর এবং তাঁর প্রদত্ত অর্থ-সম্পদে তাদেরকে শরীক কর।

78 সে বলল, এসব তো আমি আমার জ্ঞানবলে লাভ করেছি। সে কি এতটুকুও জ্ঞানত না যে, আল্লাহ তার আগে এমন বহু মানবগোষ্ঠীকে ধর্স করেছিলেন, যারা শক্তিতে তার অপেক্ষা প্রবল ছিল ৫৪ এবং জনসংখ্যায়ও বেশি ছিল? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেসও করা হয় না। ৫৫ *

54. একদিকে তো কারান দাবি করেছিল, আমি এ ধন-সম্পদের মালিক হয়েছি নিজ বিদ্যা-বুদ্ধির বলে, অন্য দিকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, তার উচ্চস্থরের জ্ঞান তে দূরের কথা, এই মাঝুলি জ্ঞানটুকুও ছিল না যে, সে যদি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই অর্থোপর্জন করে থাকে, তবে সেই জ্ঞান-বুদ্ধি সে কোথায় পেল? কে তাকে তা দান করেছিল? সেই সঙ্গে সে এ বিষয়টাও অনুধাবন করছে না যে, তার আগেও তো তার মত, বরং তার চেয়েও ধন-জনে শক্তিমান কত লোক ছিল, আজ তারা কোথায়? তারাও তার মত দর্প দেখাত এবং তার মত দাবি করে বেড়াত। পরিণামে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধর্স করে দিয়েছেন।

55. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা অপরাধীদের অবস্থা ভালো করেই জানেন। কাজেই তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য তাদেরকে তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন নেই। হাঁ, আখেরাতে যে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সেটা তাদের সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে নয়; বরং তাদের অপরাধ তাদের দৃষ্টিতে সম্প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই করা হবে।

79 অতঃপর (একদিন) সে তার সম্প্রদায়ের সামনে নিজ জাঁকজমকের সাথে বের হয়ে আসল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা (তা দেখে) বলতে লাগল, আহা! কারুনকে যা দেওয়া হয়েছে, অনুরূপ যদি আমাদেরও থাকত! বস্তুত সে মহা ভাগ্যবান। ♦

80 আর যারা (আল্লাহর পক্ষ হতে) জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে! (তোমরা এরূপ কথা বলছ, অর্থাৎ) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সওয়াব কতই না শ্রেয়! আর তা লাভ করে কেবল ধৈর্যশীলগণই। ৫৬ ♦

56. 'সবর' শব্দটি কুরআন মাজীদের একটি পরিভাষা। নিজের ইন্দ্রিয় চাহিদাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রেখে আল্লাহ তাআলার আনুগতে অবিচলিত থাকাকে সবর বলা হয়।

81 পরিণামে আমি তাকে ও তার বাড়িটি ভূগর্ভে ধসিয়ে দিলাম। অতঃপর সে এমন একটি দলও পেল না, যারা আল্লাহর বিপরীতে তার কোন সাহায্য করতে পারে এবং নিজেও পারল না আত্মরক্ষা করতে। ♦

82 আর গতকালই যারা তার মত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিল, তারা বলতে লাগল, দেখলে তো! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিয়ক প্রশংস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকীর্ণ করে দেন। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে তিনি আমাদের ভূগর্ভে ধসিয়ে দিতেন। দেখলে তো কাফেরগণ সফলতা লাভ করে না। ♦

83 ওই পরকালীন নিবাস তো আমি সেই সকল লোকের জন্যই নির্ধারণ করব, যারা পৃথিবীতে বড়স্ব দেখাতে ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না। শেষ পরিণাম তো মুস্তাকীদেরই অনুকূলে থাকবে। ♦

84 যে ব্যক্তি কোন পুণ্য নিয়ে আসবে সে তদপেক্ষা উত্তম জিনিস পাবে আর কেউ কোন মন্দকর্ম নিয়ে আসলে, যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে কেবল তাদের কৃতকর্ম অনুপাতেই শাস্তি দেওয়া হবে। ♦

85 (হে নবী!) যেই সন্তা তোমার প্রতি এই কুরআনের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন, তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন (তোমার) প্রিয়ভূমিতে। ৫৭ বল, আমার প্রতিপালক ভালো জানেন কে হেদয়াত নিয়ে এসেছে এবং কে স্পষ্ট বিশ্রান্তিতে লিপ্ত। ♦

57. কুরআন মাজীদে এ স্থলে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ১৫০ যা কোন কোন মুফাসিসের মতে ১৫১ থেকে নির্গতি। ১৫১ অর্থ অভ্যাস। সে হিসেবে ১৫০ এর অর্থ হবে এমন ভূমি, মানুষ যেখানে বসবাস করে অভ্যন্ত হয়ে গেছে ফলে তা তার প্রিয়ভূমিতে পরিগত হয়েছে। আবার অনেকের মতে এর অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। উভয় অবস্থায়ই এর দ্বারা মুক্তা-মুক্তারমাকে বোঝানো উদ্দেশ্য।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম যখন মুক্তা মুক্তারমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান এবং জুহফার কাছাকাছি যেখান থেকে মুক্তা মুক্তারমার পথ আলাদা হয়ে গেছে সেই মোড়ে গিয়ে পৌঁছান, তখন দেশ ছেড়ে যাওয়ার বেদনা তাঁর অনুভূতিতে বড় বাজছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে সান্তনা দানের জন্য এ আয়ত নাখিল করেন এবং এতে ওয়াদা করেন যে, এ ভূমিতে আপনাকে একদিন বিজয়ী হিসেবে ফিরিয়ে আনা হবে। পরিশেষে আট বছরের মাধ্যমে এ ওয়াদা পূরণ করা হয়েছিল। ঠিকই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম তাঁর প্রিয় মাতভূমিতে বিজেতারূপে ফিরে আসেন। কোন কোন মুফাসিসির ১৫০ (প্রিয়ভূমি বা প্রত্যাবর্তনস্থল)-এর ব্যাখ্যা করেছেন জান্নাত। অর্থাৎ, এ দুনিয়ায় যদিও আপনাকে নানা রকম দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, কিন্তু আপনার শেষ ঠিকানা তো জান্নাত। এক সময় ক্ষণস্থায়ী এ কষ্টের অবসান হবে এবং চির সুখের সেই ঠিকানায় আপনি পৌঁছে যাবেন।

86 (হে রাসূল!) পূর্ব থেকে তোমার এ আশা ছিল না যে, তোমার প্রতি কিতাব নাখিল করা হবে। কিন্তু এটা তোমার প্রতিপালকের রহমত। ৫৮ সুতরাং তুমি কখনও কাফেরদের সাহায্যকারী হয়ে না। ♦

58. অর্থাৎ তোমাকে নবুওয়াত দান করা হবে ও তুমি নবী হবে এই আশা তোমার ছিল না এবং এ লক্ষে তুমি কোনও রকম সাধনাও করনি। তোমার অপ্রত্যাশিতভাবেই আমি তোমাকে নবী বানিয়েছি। কাজেই তোমার কাজ হল এ মহা নিয়ামতের কদর বুঝে মানুষকে শিরক ও কুফরের ক্ষতি বোঝানো ও তাদেরকে দীন ও ঈমানের দিকে ডাকা। তারা যে অধর্মের উপর আছে তাতে তাদের কোনও রকম সহযোগিতা করা বা এ ব্যাপারে তাদের সাথে কোনওরকম আপস করার বিন্দুমুক্ত অবকাশ তোমার নেই। এ আয়ত প্রমাণ করে নবুওয়াত কোন সাধনালোক বিষয় নয় বরং এটা আল্লাহর তাআলারই দান। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে এ মহার্মাদ্যায় অভিষিক্ত করে থাকেন। সেই সঙ্গে এ আয়তের শিক্ষা হল, নবুয়তী ইলমের উত্তরাধিকার যারা লাভ করেছে, কোনও রকম বেদীনী কর্মকাণ্ডের সাথে আপস করা তাদের শান নয়। -অনুবাদক

87 তোমার প্রতি আল্লাহর আয়তসমূহ নাখিল হওয়ার পর তারা যেন কিছুতেই তোমাকে এর (অনুসরণ) থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পাবে। তুমি নিজ প্রতিপালকের দিকে মানুষকে ডাকতে থাক এবং কিছুতেই মুশারিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না। ♦

88 এবং আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন মাবুদকে ডেক না। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সবকিছুই ধূঃসশীল, কেবল আল্লাহর সত্তাই ব্যতিক্রম। শাসন কেবল তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ♦



♦ আল আনকাবুত ♦

- 1 আলিফ-লাম-মীম। ♦
- 2 মানুষ কি মনে করে 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে? ♦
- 3 অথচ তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছি। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যনির্ণায়ক পরিচয় দিয়েছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন কারা মিথ্যাবাদী। ইঁ
1. কে অনুগত হবে আর কে অবাধ্য তা তো আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই জানেন, কিন্তু শাস্তি ও পুরস্কার দানের বিষয়টাকে তিনি তাঁর সেই অনাদি জ্ঞানের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ করেন না; বরং তিনি প্রমাণ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে মানুষকে অবকাশ দান করেন, যাতে তারা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে হেদায়াত বা গোমরাহীর পথ বেছে নেয়। তো কে কোন পথ গ্রহণ করে নেয়, প্রকৃতপক্ষে সেটাই দেখা উদ্দেশ্য।
- 4 যারা মন্দ কার্যাবলীতে লিপ্ত তারা কি মনে করে তারা আমার উপর জিতে যাবে? তারা যা অনুমান করছে তা কতই না মন্দ! ♦
- 5 যারা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশা রাখে, তাদের নিশ্চিত থাকা উচিত আল্লাহর নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে ইঁ এবং তিনিই সব কথা শোনেন, সবকিছু জানেন। ♦
2. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আখিলাতে বিশ্বাস রাখে ও তার সওয়াবের আশা রাখে তার কর্তব্য দুনিয়ায় সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ইবাদত-অনুগতে আবিচলিত থাকা এবং যে কোনও পারিস্থিতিতে চরম ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া যাবৎ না আল্লাহ তাআলার সাথে মিলিত হয়। মিলনের সে সময় অবশ্যই আসবে এবং তখন তার প্রত্যাশিত, বরং আশাতীত পুরস্কার সে আল্লাহর তাআলার কাছে লাভ করবে। -অনুবাদক
- 6 আর আমার পথে যে ব্যক্তিই শ্রম-সাধনা করে, সে তো শ্রম-সাধনা করে নিজেরই কল্যাণার্থে। ইঁ নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্ব-জগতের সকল থেকে অনপেক্ষ। ♦
3. দীনের পথে করা হয় এমন যে-কোনও মেহনতই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন নফসকে দমন করার সাধনা, শয়তানকে মোকাবেলা করার প্রচেষ্টা, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত, আল্লাহ তাআলার পথে যুদ্ধ ইত্যাদি।
- 7 যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি অবশ্যই তাদের মনসমূহ তাদের থেকে মিটিয়ে দেব এবং তারা যা করছে তার উৎকৃষ্টতম প্রতিদান তাদেরকে অবশ্যই দেব। ♦
- 8 আমি মানুষকে আদেশ করেছি তারা যেন পিতা-মাতার সাথে সম্বুদ্ধ করে। তারা যদি আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করার জন্য তোমার উপর বলপ্রয়োগ করে, যার সম্পর্কে তোমার কাছে কোন প্রমাণ নেই, তবে সে ব্যাপারে তাদের কথা মানবে না। ইঁ আমারই কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে অবহিত করব তোমরা কী করতে। ♦
4. এ আয়তে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও সন্তানের কর্তব্য তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা। তাদেরকে অসমান করা বা তাদের মনে কষ্ট দেওয়া কোন মুসলিমের কাজ হতে পারে না। তবে তারা যদি কুফর ও শিরকে লিপ্ত হতে বাধ্য করতে চায়, তা কিছুতেই মান যাবে না।
- 9 যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত করব। ইঁ ♦
5. এর দুই অর্থ হতে পারে। (ক) তাদেরকে পুণ্যবানদের দলভুক্ত করব, তাদের একজন হিসেবে তাকে গণ্য করব। (খ) তাদেরকে পুণ্যবানদের স্থানে অর্থাৎ জান্মাতে দাখিল করব। -অনুবাদক
- 10 মানুষের মধ্যে কতক লোক এমন আছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর যখন আল্লাহর পথে তাদের কোন কষ্ট-ক্লেশ দেখা দেয়, তখন তারা মানুষের দেওয়া কষ্টকে আল্লাহর আযাব তুল্য গণ্য করে। ইঁ আবার যদি কখনও তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (মুসলিমদের জন্য) কোন সাহায্য আসে, তখন তারা বলবেই, আমরা তো তোমাদেরই সাথে ছিলাম। ইঁ বিশ্ব-জগতের সমস্ত মানুষের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ কি তা ভালোভাবে জানেন না? ♦
6. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার আযাব যেমন কঠিন, তারা মানুষ-প্রদত্ত কষ্ট-ক্লেশকেও তেমনি কঠিন মনে করে। আর এ কারণেই কাফেরদের কথা শুনে পুনরায় কুফরের পথে ফিরে যায়, কিন্তু সে কথা মুসলিমদের কাছে প্রকাশ করে না। এভাবে তারা দীন ও ঈমানের ব্যাপারে

মুনাফেক হয়ে যায়।

৭. অর্থাৎ, যখন মুসলিমগণ বিজয় লাভ করবে এবং সেই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের বিভিন্ন সুফল তারা পেতে শুরু করবে, তখন মুনাফেকরা তাদেরকে বলবে, আমরা আন্তরিকভাবে তো তোমাদেরই সাথে ছিলাম। কাজেই আমাদের প্রতি কাফেরদের মত আচরণ না করে বিজয়ের সুফলে তোমরা আমাদেরকেও শরীক রাখ।

১১ আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা ঈমান এনেছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন কারা মুনাফেক। ৷ ❁

৮. পূর্বের ১নং টীকা দেখুন।

১২ যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা মুমিনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর, তাহলে আমরা তোমাদের গুনাহের বোঝা বহন করব, অথচ তারা তাদের গুনাহের বোঝা আদৌ বহন করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। ❁

১৩ তারা অবশ্যই তাদের নিজেদের গুনাহের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা। ৷ তারা যা-কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ❁

৯. অর্থাৎ, তারা যাদেরকে বিপথগামী করেছে তাদের পাপের বোঝাও তাদেরকে বইতে হবে। এর মানে এ নয় যে, সেই বিপথগামীরা গুনাহের শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। বরং এর অর্থ, তাদের গুনাহ তো তাদের থাকবেই, সেই সঙ্গে তাদের সমপরিমাণ গুনাহ, যারা তাদেরকে বিপথগামী করেছিল তাদের উপরও বর্তাবে।

১৪ আমি নৃহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল পঞ্চাশ কম হাজার বছর। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করল, যেহেতু তারা ছিল জালেম। ❁

১৫ অতঃপর আমি নৃহকে ও নৌকারোহীদেরকে রক্ষা করলাম এবং এটাকে জগদ্বাসীদের জন্য একটি নির্দশন বানিয়ে দিলাম। ৷ ❁

১০. হযরত নৃহ আলাইহিস সালামের ঘটনা পূর্বে সূরা হুদ (১১: ২৫)-এ বিস্তারিত গত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

১৬ এবং আমি ইবরাহীমকে পাঠালাম, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ। ❁

১৭ তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল প্রতিমাদেরই পূজা করছ এবং রচনা করছ মিথ্যা ১১। তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর, তারা তোমাদেরকে রিয়ক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং আল্লাহর কাছে রিয়ক সন্ধান কর, তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় কর। তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ❁

১১. অর্থাৎ বিভিন্ন মিথ্যা আকীদা-বিশ্বাস তৈরি করছ ও সেই অনুযায়ী কাজ করছ। যেমন দেব-দেবীদের প্রতি ঐশ্বরিক গুণ আরোপ করে তাদের পূজা-অর্চনায় লিপ্ত হচ্ছ। বর্তমানকালের কবর-পূজার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। -অনুবাদক

১৮ তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তবে তোমাদের পূর্বেও বহু জাতি নবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। সুস্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছানো ছাড়া রাসূলের আর কোন দায়িত্ব থাকে না। ❁

১৯ তবে কি তারা লক্ষ্য করেনি, আল্লাহ কিভাবে মাখলুককে প্রথমবার সৃষ্টি করেন? অতঃপর তিনিই তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আল্লাহর পক্ষে এ কাজ অতি সহজ। ❁

২০ বল, পৃথিবীতে একটু দ্রুণ করে দেখ, আল্লাহ কিভাবে মাখলুককে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তারপর আল্লাহই (তাদেরকে) আখেরাতকালীন উত্থানে উপ্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ❁

২১ তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, যার প্রতি ইচ্ছা দয়া করবেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ❁

২২ তোমরা ভূমিতেও তাঁকে (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না এবং আকাশেও না। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই। ❁

23 যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাতকে অঙ্গীকার করেছে, তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। ১২ তাদের জন্য আছে ঘন্টণাদায়ক শাস্তি। ♦

12. অর্থাৎ আখিরাতে তারা যখন আয়াব দেখতে পাবে তখন আল্লাহর রহমত লাভ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে এবং বুরাতে পারবে তাদের মৃত্তিলাভের কোন উপায় নেই। আর এটা যেহেতু নিশ্চিত, সব রকম সংশয় সন্দেহের উর্ধ্বে তাই অতীত ক্রিয়ায় ব্যক্ত করা হয়েছে। -
অনুবাদক

24 কিন্তু ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের উত্তর এ ছাড়া কিছুই ছিল না যে, তারা বলেছিল, তোমরা তাকে হত্যা করে ফেল অথবা তাকে জুলিয়ে দাও। অনন্তর আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে, তাদের জন্য এ ঘটনার ভেতর বহু শিক্ষা আছে। ১৩ ♦

13. হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা জানার জন্য দেখুন সুরা আবিয়া (২১ : ৫১)।

25 ইবরাহীম আরও বলেছিল, তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে মৃত্তিগুলোকেই (প্রভৃতি) মেনেছ, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারম্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষার লক্ষ্য। ১৪ পরিশেষে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যকে অঙ্গীকার করবে এবং একে অন্যকে লান্ত করবে। ১৫ তোমাদের ঠিকানা হবে জাহানাম এবং তোমাদের কোন রকম সাহায্যকারী লাভ হবে না। ♦

14. এর দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে (এক) যারা মৃত্তিপূজা করে, তারা সে মৃত্তিপূজার ভিত্তিতেই নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষা করছে। (দুই) দ্বিতীয় এই ব্যাখ্যা হতে পারে যে, তোমরা যে মৃত্তিপূজা অবলম্বন করেছ, তা আসলে বুঝেশুনে করনি; বরং অন্যের দেখাদের্থি করেছে। নিজ ভাই বা বন্ধুদের দেখেছ মৃত্তিপূজা করছে, বাস তোমরা তা গ্রহণ করে নিয়েছ। এর উদ্দেশ্য কেবল তাদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখা। এর দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যেখানে হক ও বাতিলের প্রশ্ন, সেখানে কেবল আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বন্ধুরের খাতিরে কোন পথ অবলম্বন করা উচিত নয়; বরং এসব পিছুটান থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা করে, বুঝে-শুনে সত্য-সঠিক পথকেই বেছে নেওয়া উচিত।

15. অর্থাৎ আখিরাতে অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যাবে। তখন এই পার্থিব বন্ধুত্বের স্থলে পরম্পরের মধ্যে চরম বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তখন একে অন্যের সাথে কোনৱাপ সম্পর্ক না থাকার ঘোষণা দেবে এবং একে অন্যের দেখাদের্থি বা অন্যের প্রোচনায় বিপর্যাপ্তি হওয়ার কারণে একে অন্যকে লান্ত করবে। -অনুবাদক

26 অতঃপর লৃত তার প্রতি ঈমান আনল। ১৬ ইবরাহীম বলল, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে হিজরত করছি। ১৭ নিশ্চয়ই তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ♦

16. হ্যরত লৃত আলাইহিস সালাম ছিলেন হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভাতিজা। হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি তাঁর মাত্তভূমি ইরাকে এক লৃত আলাইহিস সালাম ছাড়া আর কেউ ঈমান আনেনি। শেষ পর্যন্ত হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে তিনিও দেশ থেকে হিজরত করেন। অবশ্য পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাঁকেও নবী বানান এবং সান্দুবাসীদের হেদায়াতের জন্য তাঁকে প্রেরণ করেন।

17. অর্থাৎ, আমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

27 আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (-এর মত সন্তান) দান করলাম এবং তার বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাবের ধারা চালু রাখলাম এবং দুনিয়ায় তাকে তার পুরুষার দান করলাম ১৮ আর নিশ্চয়ই আখিরাতে সে সালেহীনের মধ্যে গণ্য হবে। ♦

18. অর্থাৎ সুনাম-সুখ্যাতি দান করলাম। সকল আসমানী দীনের অনুসারীগণ তার প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা প্রকাশ করে থাকে। -অনুবাদক

28 এবং আমি লৃতকে পাঠালাম, যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, বস্তুত তোমরা এমনই অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বজগতের আর কেউ করেনি। ♦

29 তোমরা কি পুরুষদের কাছে উপগমন কর ১৯ এবং পথে-ঘাটে ডাকাতি কর আর তোমাদের ভরা মজলিসে অন্যায় কাজে লিপ্ত হও? অতঃপর তার সম্প্রদায়ের লোকদের উত্তর এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বলল, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের উপর আল্লাহর আয়াব নিয়ে এসো। ♦

19. অর্থাৎ, তোমরা কি নারীদের পরিবর্তে পুরুষদের মাধ্যমে ঘোন চাহিদা পূরণ কর?

30 লৃত বলল, হে আমার প্রতিপালক! ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন। ♦

- 31 যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ ইবরাহীমের কাছে (তার পুত্র জন্ম নেওয়ার) সুসংবাদ নিয়ে পৌঁছল, ২০ তখন তারা বলেছিল, আমরা এই জনপদবাসীদেরকে ধ্বংস করব। কেননা এর অধিবাসীগণ বড় জালেম। ❁
20. 'হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পুত্র সন্তান জন্ম নেবে' এ সুসংবাদ নিয়ে যে ফিরিশতাগণ তাঁর কাছে এসেছিল তাদেরকেই হযরত লৃত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে শান্তি দানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। বিস্তারিত জ্ঞাতার্থে দ্রষ্টব্য সূরা হৃদ (১১ : ৬৯) ও সূরা হিজর (১৫ : ৫১)।
- 32 ইবরাহীম বলল, সে জনপদে তো লৃত রয়েছে। ফিরিশতাগণ বলল, আমাদের ভালোভাবেই জানা আছে, সেখানে কারা আছে। আমরা তাকে ও তার পরিবারবর্গকে অবশ্যই রক্ষা করব, তবে তার স্ত্রীকে ছাড়। সে যারা পেছনে থেকে যাবে তাদের মধ্যে থাকবে। ❁
- 33 যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ লৃতের কাছে আসল, তখন তাদের জন্য সে বিষম হয়ে পড়ল এবং তাদের ব্যাপারে তার অন্তর কুণ্ঠিত হল। ফিরিশতাগণ বলল, আপনি ভয় করবেন না এবং দুর্ঘট্য করবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার সাথে সম্পৃক্তদেরকে রক্ষা করব, তবে আপনার স্ত্রীকে ছাড়, যে থেকে যাবে যারা পেছনে থাকবে তাদের মধ্যে। ❁
- 34 এ জনপদের বাসিন্দাগণ যে কুকর্ম করে যাচ্ছে, তার পরিণামে আমরা তাদের উপর আসমান থেকে আঘাত নাফিল করব। ❁
- 35 আমি বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রেখে দিয়েছি এ জনপদের কিছু স্পষ্ট নির্দশন। ২১ ❁
21. অর্থাৎ, সে জনপদটির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে, যা দেখে মানুষ শিক্ষা নিতে পারে আল্লাহর তাত্ত্বিক অবাধ্যতা করলে তার পরিণাম কী হয়।
- 36 মাদইয়ানে পাঠালাম তাদের ভাই শুআইবকে। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং শেষ দিবসকে ভয় কর আর ভূমিতে আরাজিকতা বিস্তার করে বেড়িও না। ❁
- 37 অতঃপর এই ঘটল যে, তারা শুআইবকে মিথ্যাবাদী ঠাওরাল, পরিণামে ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত হানল এবং তারা নিজ-নিজ গৃহে মুখ খুবড়ে পড়ে থাকল। ২২ ❁
22. দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৮৪) ও সূরা হৃদ (১১ : ৮৩)।
- 38 আমি আদ ও ছামুদকেও ধ্বংস করলাম। তাদের ঘরবাড়ি দ্বারাই তাদের ধ্বংসপ্রাপ্তি তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে আছে। ২৩ শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে মনোরম বানিয়ে দিয়ে তাদেরকে সরল পথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছিল, অথচ তারা ছিল বিচক্ষণ। ২৪ ❁
23. দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৬৪, ৭২) ও সূরা হৃদ (১১ : ৮৯, ৬০)।
24. অর্থাৎ, পার্থিব বিষয়ে বড় সমঝুদার ও বিচক্ষণ ছিল, কিন্তু আখেরাত সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও গাফেল।
- 39 আমি কারুন, ফিরাওন ও হামানকে ধ্বংস করেছিলাম। ২৫ মুসা তাদের কাছে উজ্জ্বল নির্দশন নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা দেশে বড়ত্ব প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু তারা তো (আমার উপর) জিততে পারেনি। ❁
25. দেখুন সূরা কাসাস (২৮ : ৩৭, ৭৫)।
- 40 আমি তাদের প্রত্যেককে তার অপরাধের কারণে ধৃত করি। তাদের কেউ তো এমন, যার বিরুদ্ধে পাঠাই পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো-বঝঁঝা, ২৬ কেউ ছিল এমন যাকে আক্রান্ত করে মহানাদ, ২৭ কেউ ছিল এমন, যাকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেই ২৮ এবং কেউ ছিল এমন, যাকে করি নিমজ্জিত। ২৯ বস্তুত আল্লাহ এমন নন যে, তাদের প্রতি জুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল। ❁
26. এভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল আদ জাতিকে। দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৬৪)।
27. ছামুদ জাতি এভাবে ধ্বংস হয়েছিল। দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৭২)।

28. ইশারা কারনের প্রতি, যাকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেখুন সূরা কাসাস (২৮ : ৭৫)।

29. হযরত নৃহ আলাইহিস সালামের কওম মহাপ্লাবনে পানিতে ডুবে ধ্বংস হয়েছিল। ফির আওন ও তার সম্প্রদায়কেও সাগরে ডুবিয়ে নিপাত করা হয়েছিল।

41 যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য অভিভাবক গ্রহণ করেছে, তাদের দৃষ্টান্ত হল মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর বানায় আর নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল মাকড়সার ঘরই হয়ে থাকে। আহা! তারা যদি জানত। ৩০ ♦

30. অর্থাৎ, তারা যদি জানত তারা যে উপাস্যদের উপর ভরসা করে তা কত দুর্বল! তারা তো মাকড়সার জালের চেয়েও বেশি দুর্বল। তারা তাদের কোন রকম উপকার করার ক্ষমতাই রাখে না।

42 আল্লাহ ভালো করেই জানেন তারা আল্লাহকে ছেড়ে কাকে কাকে ডাকে। তিনি ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক। ♦

43 আমি মানুষের কল্যাণার্থে এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি, কিন্তু তা বোবে কেবল তারাই, যারা জ্ঞানবান। ♦

44 আল্লাহ আকশমণ্ডলী ও প্রথিবীকে যথার্থ (উদ্দেশ্য) সৃষ্টি করেছেন। ৩১ বস্তুত ঈমানদারদের জন্য এর মধ্যে অবশ্যই নির্দশন আছে। ♦

31. অর্থাৎ, এ দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল মানুষকে এর দ্বারা পরীক্ষা করা অতঃপর তার কর্ম অনুসরে তাকে পুরস্কৃত করা বা শাস্তি দেওয়া। যদি আখেরাত না থাকে এবং মানুষকে সে জীবনের সমুদ্ধীন হতে না হয়, তবে তো জগত সৃজনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। বলা বাছল্য, আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য ব্যর্থ যেতে পারে না। আর তা যখন ব্যর্থ যেতে পারে না, তখন না মেনে উপায় নেই যে, আখেরাত অবশ্যঙ্গাবী।

45 (হে নবী!) ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব নায়িল করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর ও নামায কায়েম কর। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। ৩২ আর আল্লাহর যিকিরই তো সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস ৩৩। তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ তা জানেন। ♦

32. অর্থাৎ, মানুষ যদি যথাযথভাবে নামায আদায় করে এবং তার উদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগী থাকে, তবে তা অবশ্যই তাকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। কেননা মানুষ নামাযে সর্বপ্রথম তাকবীর বলে আল্লাহ তাআলার মহত্ব ও বড়স্বর্গ ঘোষণা করে। তার মানে সে আল্লাহ তাআলার হৃকুমকে সবকিছুর উপরে বলে বিশ্বাস করে। এর বিপরীতে কারও কোন কথাকে সে ভ্রক্ষেপযোগ্য মনে করে না। তারপর সে প্রতি রাকাতে আল্লাহ তাআলার সামনে স্থিরান করে যে, হে আল্লাহ! আমি আপনারই বন্দেগী করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য চাই, এভাবে সে জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার অনুগত হয়ে চলার জন্য ওয়াদাবদ্ধ হয়। কাজেই যে ব্যক্তি পূর্ণ ধ্যানের সাথে নামায পড়ে তার অন্তরে কোন গুনাহের প্রতি ঝোঁক দেখা দিলে তখন অবশ্যই তার সেই ওয়াদার কথা মনে পড়বে, ফলে সে সচকিত হয়ে যাবে এবং সে আর গুনাহের দিকে অগ্রসর হবে না। তাছাড়া ঝুক, সিজদা, ওঠা-বসা ও নামাযের অন্যান্য কার্যবলী দ্বারা ইবাদত করে নামাযী ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ তাআলার সামনে একজন বাধ্য ও অনুগত বান্দারপে পেশ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি অনুধ্যানের সাথে নামায পড়বে এবং নামাযের হাকীকিতের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে যথাযথভাবে তা আদায় করবে তার নামায তাকে অবশ্যই অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে।

33. 'আল্লাহর যিকির ও স্বরণই সর্বাপেক্ষা বড়'। অর্থাৎ এটাই সকল ইবাদত-বন্দেগীর প্রাণবন্ত। বরং সমস্ত ইবাদত-বন্দেগী করাই হয় আল্লাহর স্মরণার্থে। যেমন ইরশাদ হয়েছে 'সালাত কায়েম কর আমার স্মরণার্থে। বরং নিয়মিত ইবাদসমূহের বাইরেও সর্বাবস্থায় সকল কাজে যিকরেন নির্দেশ রয়েছে' (দ্র. নিসা ৪ : ১৪)। সে যিকরেন পদ্ধতি হল কাজের শুরুতে ও শেষে দুয়া পড়া এবং মাঝাখনে অন্তরে আল্লাহর ধ্যান জাগ্রত রাখা সর্বাবস্থায় সকল কাজে আল্লাহ তাআলার হৃকুম মেনে চলা। এভাবে ইবাদতে ও ইবাদতের বাইরে যিকিরে রত থাকার দ্বারা একদিকে ইবাদত হয় যথার্থ ও প্রাণবন্ত অন্যান্য কাজ ও পায় ইবাদতের মহিমা। এ অবস্থায় গুনাহের অবকাশ কোথায়? সুতরাং যিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস। এর দ্বারা মানুষের পূর্ণ জিন্দেগীই বন্দেগী হয়ে ওঠে। -অনুবাদক

46 (হে মুসলিমগণ!) কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না উত্তম পন্থা ছাড়া। তবে তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করে, তাদের কথা স্বতন্ত্র ৩৪ এবং (তাদেরকে) বল, আমরা ঈমান এনেছি সেই কিতাবের প্রতি যা আমাদের উপর নায়িল করা হয়েছে এবং যে কিতাব তোমাদের উপর নায়িল করা হয়েছে তার প্রতিও। আমাদের মাঝুদ ও তোমাদের মাঝুদ একই। আমরা তাঁরই অনুগত্যকারী। ♦

34. এমনিতে তো ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সর্বব্রহ্ম তা মার্জিত ও ভদ্রোচিতভাবে পেশ করা চাই। কিন্তু এ আয়াতে বিশেষভাবে আহলে কিতাব তথা ইয়াহুন্দী ও খিস্টানদেরকে দাওয়াত দেওয়ার সময় এদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য তাকীদ করা হয়েছে। কেননা তারা যেহেতু আসমানী কিতাবে বিশ্বাস রাখে, তাই পৌত্রলিঙ্গদের তুলনায় তারা মুসলিমদের বেশি নিকটবর্তী। অবশ্য তাদের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি করা হলে তখন তুরুক জবাব দেওয়ারও অনুমতি রয়েছে।

47 (হে রাসূল!) এভাবেই আমি তোমার প্রতি কিতাব নায়িল করেছি। সুতরাং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এতে ঈমান আনে

এবং তাদের (অর্থাৎ মৃত্তিপূজকদের) মধ্যেও কেউ কেউ এতে ঈমান আনছে। বস্তুত আমার আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করে কেবল কাফেররাই। ♦

48 তুমি তো এর আগে কোন কিতাব পড়নি এবং নিজ হাতে কোন কিতাব লেখগুনি। সে রকম কিছু হলে প্রান্তপথ অবলম্বনকারীরা সন্দেহ করতে পারত। ৩৫ ♦

35. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উশ্মী বানিয়েছেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন না। এ আয়াতে তার রহস্য বলে দেওয়া হয়েছে যে, উশ্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মুখে কুরআন শরীফের মত কিতাব উচ্চারিত হওয়াটা এক বিরাট মুজিয়া। যে ব্যক্তি লেখাপড়া বলতে কিছু জানে না তিনি মানুষের সামনে পেশ করছেন এমন এক সাহিত্যালঙ্কারপূর্ণ কিতাব, সমগ্র আরব জাতি যার তুলনা উপস্থিত করতে অক্ষম, এটা কি প্রমাণ করে না, এ কিতাব কোন মানুষের রচনা নয় এবং এর বাহক আল্লাহ তাআলার একজন সত্য রাসূল? কুরআন মাজীদ বলছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘন্ডি লেখাপড়া জানা থাকত, তবে বিরুদ্ধবাদীগণ কিছু না কিছু বলার সুযোগ পেয়ে যেত। তারা বলে বসত, তিনি কোথাও থেকে পড়াশুনা করে এ কিতাব সংকলন করে নিয়েছেন। ঘন্ডিও তখনও এটা ফজুল কথাই হত, কিন্তু এখন তো তাও বলার সুযোগ থাকল না।

49 প্রকৃতপক্ষে এ কুরআন এমন নির্দর্শনাবলীর সমষ্টি, যা জ্ঞানপ্রাপ্তদের অন্তরে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। আমার আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করে কেবল জালেমগণই। ♦

50 তারা বলে, তার প্রতি (অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কেন নির্দর্শনাবলী অবর্তীণ করা হল না? ৩৬ (হে রাসূল! তাদেরকে) বল, নির্দর্শনাবলী তো আল্লাহরই কাছে। আমি একজন স্পষ্ট সর্তকারী মাত্র। ♦

36. অর্থাৎ, আমরা যেসব মুজিয়া দাবি করছি তাকে তা কেন দেওয়া হল না? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বহু মুজিয়া দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মক্কার কাফেরগণ নিত্য-নতুন মুজিয়া দাবি করে যাচ্ছিল। সূরা বনী ইসরাইলে (১৭ : ১৩) এটা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। জবাব দেওয়া হয়েছে যে, মুজিয়া দেখানোর বিষয়টা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার এখতিয়ারে। আমি তোমাদেরকে কেবল সর্তক করার জন্যই এসেছি। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদ নিজেই একটি বড় মুজিয়া। একজন সত্য সন্ধানীর জন্য এর পর অন্য কোন মুজিয়ার প্রয়োজন থাকে না।

51 তবে কি তাদের জন্য এটা (অর্থাৎ এই নির্দর্শন) যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাখিল করেছি, যা তাদেরকে পড়ে শোনানো হচ্ছে? নিশ্চয়ই যে সমস্ত লোক বিশ্বাস করে তাদের জন্য এতে রয়েছে রহমত ও উপদেশ। ♦

52 বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্য দানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই জানেন। যারা প্রান্ত বিষয়ে ঈমান এনেছে ও আল্লাহকে অঙ্গীকার করেছে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ♦

53 তারা তোমাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি এনে দিতে বলে। যদি (শাস্তির জন্য) এক নির্দিষ্ট সময় না থাকত, তবে তাদের উপর অবশ্যই শাস্তি এসে যেত। আর তা অবশ্যই তাদের উপর এমন অতর্কিংভাবে আসবে যে তারা টেরও পাবে না। ♦

54 তারা তোমাকে শাস্তি তাড়াতাড়ি এনে দিতে বলে। নিশ্চয়ই জাহানাম কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে, ♦

55 সেই দিন, যে দিন আয়াব তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে উপর দিক থেকেও এবং তাদের পায়ের নিচ থেকেও। আর তিনি বলবেন, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর। ♦

56 হে আমার মুমিন বান্দাগণ! নিশ্চয়ই আমার ভূমি অতি প্রশংস্ত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। ৩৭ ♦

37. সুরাটির পরিচিতিতে বলা হয়েছে যে, এ সুরাটি নাখিল হয়েছিল মক্কী জীবনে মুসলিমদের এক চরম সংক্ষটকালে। মক্কার কাফেরগণ তাদের উপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছিল। পরিস্থিতি এমনই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, মুমিনদের জীবন সেখানে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় তারা কী করবে সে নিয়ে তারা বড় পেরেশান ছিল। সুরাটির শুরুতে তো তাদেরকে সবর ও অবিচলতার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। এবার এ আয়াতে বলা হচ্ছে, মক্কা মুকাররমায় দীন রক্ষা করা কঠিন হলে আল্লাহর ভূমি তো সংকীর্ণ নয়। তোমরা হিজরত করে এমন কোন স্থানে চলে যাও, যেখানে শাস্তি ও নিরাপত্তার সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে পারবে।

57 জীব মাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তারপর তোমাদের সকলকে আমারই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। ৩৮ ♦

38. অর্থাৎ, ‘আল্লায়-স্বজন ও বন্ধু-বন্ধনদেরকে ছাড়তে হবে’ এই অনুভূতিই যদি তোমাদের হিজরতের পক্ষে বাধা হয়, তবে চিন্তা কর না কেন একদিন তাদেরকে ছেড়ে যেতেই হবে। কেননা একদিন না একদিন প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তারপর যখন তোমরা সকলে আমার কাছে ফিরে আসবে, তখন তোমাদের মধ্যে স্থায়ী মিলন ঘটবে। তারপর আর কখনও বিচ্ছেদ-বেদনা তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না।

58 যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে অবশ্যই জানাতের এমন বালাখানায় বসবাস করতে দেব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সদা-সর্বদা থাকবে। অতি উৎকৃষ্ট প্রতিদান সেই কর্মশীলদের জন্য! *

59 যারা সবর অবলম্বন করেছে এবং তারা নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে। *

60 এমন কত জীবজন্তু আছে, যারা নিজেদের খাদ্য সঙ্গে বয়ে বেড়ায় না। আল্লাহই তাদেরকে রিষক দান করেন এবং তোমাদেরকেও। ৩৯ তিনিই সব কথা শোনেন, সকল কিছু জানেন। *

39. হিজরতের পক্ষে এই চিন্তা অন্তরায় হতে পারত যে, এখানে তো আমাদের আয়-রোজগারের একটা না একটা ব্যবস্থা আছে। অন্য কোথাও যাওয়ার পর উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা পাওয়া যাবে কি না কে জানে! এখানে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় কত প্রাণী আছে, যারা নিজেদের খাদ্য সাথে বয়ে বেড়ায় না; বরং তারা যেখানেই যায় আল্লাহ তালা সেখানেই তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেন। সুতরাং এটা কি করে সন্তুষ্য যে, আল্লাহই তাআলার হৃকুমের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে যারা দেশ ছাড়বে, আল্লাহই তাআলা তাদের রিষকের ব্যবস্থা করবেন না? অবশ্যই করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। হাঁ, এটা ভিন্ন কথা যে, তিনি কাউকে রিষক বেশি দেন এবং কাউকে কম দেন। এই কম-বেশি করাটা সম্পূর্ণই তাঁর হেকমতের উপর নির্ভরশীল। কাকে কতটুকু দিবেন তা তিনিই নিজ হেকমত অনুযায়ী স্থির করেন।

61 তুমি যদি তাদেরকে জিজেস কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! তাহলে তারা দিকপ্রাপ্ত হয়ে কোন দিকে ফিরে যাচ্ছে? ৪০ *

40. অর্থাৎ, তারা যখন স্বীকার করছে আল্লাহ তাআলাই এসব করছেন, তখন এর স্বাভাবিক দাবি ছিল, তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁরই অনুগত থাকবে, অন্য কারও নয়। কিন্তু তা সন্ত্বেও তাদের কি হল যে, এই যুক্তিসংজ্ঞত দাবি অগ্রহ্য করে তারা শিরকী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে?

62 আল্লাহ নিজ বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিষক প্রশংস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। *

63 তুমি যদি তাদেরকে জিজেস কর, কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন অতঃপর তা দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সঞ্চাবিত করেছেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! বল, ‘আলহামদুলিল্লাহ’। ৪১ কিন্তু তাদের অধিকাংশেই বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। *

41. আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তারা নিজেদের মুখেই স্বীকার করে নিয়েছে, এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা কেবল আল্লাহ তাআলা, অন্য কেউ নয়। এ স্বীকারোক্তির অনিবার্য ফল হল, তাদের অংশীবাদীসূলভ আকীদা-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বিলকুল বাতিল।

64 এই পার্থিব জীবন খেলাধুলা ছাড়া কিছুই নয়। ৪২ বস্তুত আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত! *

42. অর্থাৎ, খেলাধুলা কোন স্থায়ী জিনিস নয়, তার আনন্দ ক্ষণিকের। কিছুক্ষণ খেলাধুলা চলার পর এক সময় সব ফুর্তি শেষ হয়ে যায়। দুনিয়ার জীবনটাও এ রকমই। এর কোন সুখ ও কোন আনন্দই স্থায়ী নয়। সবই অতি ক্ষণস্থায়ী। কিছুকাল পর সব খতম হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আখেরাতের জীবন স্থায়ী ও অনিঃশেষ। তাই তার আনন্দ ও নিয়ামত চিরস্থায়ী। তার বসন্ত সদা অল্পান। সুতরাং প্রকৃত জীবন কেবল আখেরাতেরই জীবন।

65 তারা যখন নৌকায় চড়ে, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। ৪৩ তারপর তাদেরকে উদ্ধার করে যখন স্থলে নিয়ে আসেন, অমনি তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। *

43. আরব মুশরিকদের রীতি ছিল বড় আজব। যখন সাগরে তরঙ্গ-বেষ্টিত হয়ে পড়ত এবং সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হত, তখন তাদের কোনও মৃত্যির কথা ঘৰণ হত না, দেব-দেবীর কথাও না; তখন সাহায্যের জন্য কেবল আল্লাহ তাআলাকেই ডাকত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার রহমতে যখন প্রাণ নিয়ে তীরে পোঁচ্ছতে সক্ষম হত, তখন তাঁকে ছেড়ে আবার সেই প্রতিমাদের পূজায়ই লিপ্ত হত।

66 আমি তাদেরকে যে নিয়ামত দিয়েছি, তারা তার অকৃতজ্ঞতা করতে থাকুক এবং লুটে নিক কিছু মজা! সেই সময় দূরে নয়, যখন তারা সবই জানতে পারবে। *

67 তারা কি লক্ষ্য করেনি, আমি (তাদের নগরকে) এক নিরাপদ হরম বানিয়ে দিয়েছি, অথচ তাদের আশপাশের লোকদের উপর হয় অতর্কিত হামলা। ৪৪ তারপরও কি তারা অলীক বস্তুর প্রতি বিশ্বাস রাখছে ও আল্লাহর নিয়ামতের নাশোকরী করছে? *

44. পূর্বের সূরা অর্থাৎ সূরা কাসাস (২৮ : ৫৭)-এ গত হয়েছে, মুশরিকগণ তাদের ঈমান না আনার পক্ষে অজুহাত খাড়া করত, যেই আরববাসী এখন আমাদেরকে ইজ্জত-সম্মান করে, ঈমান আনলে তারা আমাদের শক্ত হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের মাত্তভূমি থেকে বের করে দেবে। এ আয়াতে তাদের সে অজুহাতের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাই তো মক্কা মুকাররমাকে নিরাপদ হরম

বানিয়েছেন। ফলে এখানে কেউ লুটতরাজ ও খুন-খারাবি করার সাহস পায় না, অথচ এর আশেপাশেই দিনে-দুপুরে ডাকাতি, দস্যুবৃত্তি চলে। সেখানে মানুষের জান-মালের কোন নিরাপত্তা নেই, যে নিরাপত্তা হরমের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে তোমরা পাছছ। তো আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করা সত্ত্বেও যখন তিনি এরূপ স্বত্ত্বির ভীবন দান করেছেন, তখন তাঁর আনন্দগত্য স্বীকারের পর কি তিনি তোমাদেরকে এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করবেন?

দ্বিতীয়ত এ আয়তে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, মক্কা মুকাররমাকে নিরাপত্ত হরম কি কোন প্রতিমা বা দেব-দেবী বানিয়েছেন যে, তোমরা তাদের পূজা-অর্চনায় লিপ্ত রয়েছ? এ ভুক্তিকে এরূপ মর্যাদা তো আল্লাহ তাআলাই দান করেছেন, যা তোমরাও স্বীকার কর। সুতরাং চিন্তা করে দেখ, ইবাদত-বদ্দেগীর উপযুক্ত আসলে কে?

68 তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে কিংবা যখন তার কাছে সত্য বাণী পৌঁছে, তখন তা প্রত্যাখ্যান করে? (এরূপ) কাফেরদের ঠিকানা কি জাহানামে নয়? ♦

69 যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে উপনীত করব। ৪৫ নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন। ♦

45. যারা নিজেরা দীনের উপর চলে ও অন্যকে চালানোর চেষ্টা করে, তাদের জন্য এটা এক মহা সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা হল, যারা দীনের পথে চেষ্টারত থাকবে এবং কখনও হতাশ হয়ে পিছিয়ে যাবে না, তিনি অবশ্যই তাদেরকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবেন। সুতরাং পথের কষ্ট-ক্লেশের কাছে হার না মেনে প্রতিটি বাঁক থেকে নতুন উদ্যম ও প্রত্যেক সংকট থেকে নতুন হিমতের রসদ নিয়ে অগ্রযাত্রা আব্যাহত রাখা চাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর তাওফিক দান করুন। আমীন।



♦ আর রুম ♦

1 আলিফ-লাম-মীম। ♦

2 রোমকগণ পরাজিত হয়েছে, ♦

3 কিন্তু নিকটবর্তী অঞ্চলে তারা তাদের পরাজয়ের পর বিজয় অর্জন করবে ♦

4 বছর কয়েকের মধ্যেই। ১ সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই, পূর্বেও এবং পরেও। সে দিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে ♦

1. এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সুরাটির পরিচিতিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, 'কয়েক বছর' বোঝানোর জন্য কুরআন মাজীদ স্বতন্ত্রে শব্দ ব্যবহার করেছে। এর অর্থ 'কয়েক' করা হলেও আরবীতে এ শব্দটি 'তিন' থেকে 'নয়' পর্যন্ত বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে কারণে উবাই ইবনে খালফ হয়রত আবু বকর (রায়ি)-এর সাথে যে বাজি ধরেছিল, তাতে সে প্রথমে বলেছিল, রোমকগণ যদি তিন বছরের মধ্যে জয়লাভ করতে পারে, তবে সে হয়রত আবু বকর (রায়ি)-কে দশটি উট দেবে, আর যদি তা না পারে তবে হয়রত আবু বকর (রায়ি) তাকে দশটি উট দেবে। হয়রত আবু বকর (রায়ি) যখন এ বাজির কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন, তিনি বললেন, কুরআন মাজীদে তো শুধু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা তিন থেকে নয় বছরের পর্যন্তের অবকাশ রাখে। কাজেই তুমি উবাই ইবনে খালফের সাথে দশের স্থলে একশতটি উটের বাজি ধর এবং মেয়াদ তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর করে দাও। হয়রত আবু বকর (রায়ি) তাই করলেন। যেহেতু বাহ্য দৃষ্টিতে রোমকদের জয়লাভের দূর-দূরান্তের কোন সম্ভাবনাও ছিল না তাই উবাই ইবনে খালফও তাতে সহজেই রাজি হয়ে গেল। সেমতে বাজির শর্ত দাঁড়াল, যদি রোমকগণ নয় বছরের ভেতর ইরানীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে, তবে উবাই ইবনে খালফ হয়রত আবু বকর (রায়ি)-কে একশতটি উট দেবে আর তা না হলে হয়রত আবু বকর (রায়ি) তাকে একশ উট দেবেন। পূর্বে বলা হয়েছে, তখনও পর্যন্ত এরূপ বাজি ধরাকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হয়ে যায় তত দিনে এটা হারাম হয়ে গিয়েছিল। কাজেই উবাই ইবনে খালফের পুত্রগণ একশ উট হয়রত আবু বকর (রায়ি)-কে আদায় করলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হৃকুম দিলেন, উটগুলো সদকা করে দাও।

5 আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ের কারণে। ২ তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। তিনিই ক্ষমতার মালিক, পরম দয়ালুও বটে। ♦

2. পূর্বে সুরার পরিচিতিতে বলা হয়েছে, এটা একটা স্বতন্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী, যা বদরের যুদ্ধে মুমিনদের জয়লাভ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছিল।

6 এটা আল্লাহর কৃত ওয়াদা। আল্লাহ নিজ ওয়াদার বিপরীত করেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। ♦

7 তারা পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য দিকটাই জানে ত আর আখেরাত সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গাফেল। *

3. 'তারা পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য দিকটাই জানে' অর্থাৎ পার্থিব জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধি করার জন্য যা কিছু দরকার, যথ্য কৃষি কার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, গৃহ-নির্মাণ, রাস্তা-বাস্তা, পোশাক তৈরি, ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, ঘোগাযোগ ব্যবস্থা, এসব কিছুর আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তিকরণ এবং সেই লক্ষ্যে কল-কারখানা তৈরি ও যন্ত্রপাতি আবিক্ষার ইত্যাদি বিষয়গুলো তারা জানে এবং নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে এসবই আঙ্গাম দিতে পারে। কিন্তু বলা বাহ্য এসবই ইহজীবনের প্রকাশ্য দিক তথা খোলস মাত্র; সারবস্তু নয়। সারবস্তু হল এর ভেতর দিয়ে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করা এবং তিনি কী উদ্দেশ্যে মানুষসহ গোটা মহাজগত সৃষ্টি করেছেন তা উপলব্ধি করা। সৃষ্টি নিচয়ের মধ্যে লক্ষ্য করলে উপলব্ধি করা যায় জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং এ জগত চিরস্থায়ী নয়। এর একটা পরিণতি আছে। ইহজগতে মানুষ প্রেরণ দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরীক্ষা করা, সে জগতের বস্তুনিচের মাঝে নিজ জীবনকে কিভাবে পরিচালনা করে। সে কি এই ইহজীবনকেই প্রকৃত জীবন মনে করে তার ভোগ-উপভোগেই নিমজ্জিত থাকে, না এর পরিণতি তথা আধিরাতের জীবনকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে সেই অনুযায়ী ইহজীবন নির্বাহ করে। আয়াতের শেষবাক্যে জানানো হয়েছে যে, অবিশ্বাসীগণ পরিণামদর্শী নয়। তারা ইহজীবনে মন্ত থেকে আধিরাত সম্পর্কে গাফিল হয়ে আছে। অর্থাৎ শাঁসের বদলে খোসাতেই তারা সন্তুষ্ট। -অনুবাদক

8 তবে কি তারা নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখেনি? আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে এবং এতদুভয়ের মাঝে বিদ্যমান জিনিসকে যথাযথ উদ্দেশ্য ও নির্দিষ্ট মেয়াদ ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেননি। ত কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই নিজ প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়াকে অঙ্গীকার করে। *

4. অর্থাৎ আখেরাতকে স্থীকার না করলে তার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ তাআলা এ বিশ্ব-জগতকে এমনি-এমনিই সৃষ্টি করেছেন। এর সৃষ্টির পেছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই। এখানে যার যা-ইচ্ছা হয় করতে পারে। জালেম কেন জুলুম করল, পাপিষ্ঠ কেন পাপাচার করল কোনও দিন তার হিসাব নেওয়া হবে না এবং ভালো লোকে ভালো কাজ করলে সেজন্ম কখনও পুরস্কার লাভ করবে না। অর্থাৎ ভাল-মন্দের কোনও রকম নিষ্পত্তি ছাড়াই এ বিশ্ব-জগত অনন্ত-আসীম কাল এ রকম উদ্দেশ্যবিহীন চলতে থাকবে।

9 তারা কি ভূমিতে চলাফেরা করেনি, তাহলে দেখতে পেত তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে? তারা শক্তিতে ছিল তাদের চেয়ে প্রচণ্ডতর এবং তারা জমি চাষ করত এবং তা আবাদ করত তাদের আবাদ অপেক্ষা বেশি। ত তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল। বস্তুত আল্লাহ এমন নন যে, তাদের প্রতি জুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। *

5. অর্থাৎ 'আদ, ছামুদ প্রভৃতি জাতি মক্কাবাসীদের তুলনায় অনেকে বেশি শক্তিশালী ছিল, কৃষিকার্য ও নির্মাণ শিল্পে অনেক বেশি দক্ষ ছিল। কিন্তু দক্ষতা ও শক্তিমন্তা তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। নবীগণকে অঙ্গীকার করার পরিণামে তাদেরকে ধ্বংস হতে হয়েছে। তাদেরই যখন এই পরিণতি হয়েছে তখন মক্কার কাফিরগণ কিসের ভরসায় আছে? ঈমান না আনলে একই পরিণাম তাদেরকেও ভোগ করতে হবে। - অনুবাদক

10 অতঃপর যারা মন্দ কাজ করেছিল, তাদের পরিণামও মন্দই হয়েছে। কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করেছিল এবং তারা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিন্দুপ করত। *

11 আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তিনিই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। ত তারপর তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। *

6. যারা মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করত এবং বলত, পচে-গলে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর তাকে পুনরায় জীবিত করা কী করে সম্ভব, এ আয়াতে তাদের জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারে এটা একটা সাধারণ নিয়ম যে, তা প্রথমবার তৈরি করাই বেশি কঠিন হয়ে থাকে, কিন্তু কোনওক্রমে তা একবার তৈরি করে ফেলতে পারলে তারপর সে রকম আরও তৈরি করা সহজ হয়ে যায়। এ আয়াত বলছে, বিশ্ব জগতের প্রতিটি বস্তু প্রথমবার তো আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন, কাজেই পুনর্বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে কঠিন হবে কেন?

12 যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন অপরাধীরা নিরাশ হয়ে যাবে। *

13 তারা যাদেরকে আল্লাহর শরীক মেনেছিল, তাদের মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশকারী হবে না এবং তারা নিজেরাও তাদের শরীকদের অঙ্গীকারকারী হয়ে যাবে। ত *

7. অর্থাৎ, এক পর্যায়ে মুশারিকরা সুস্পষ্ট মিথ্যা বলে দেবে। বলবে, দুনিয়ায় আমরা কখনও কোন শিরক করিনি। সূরা আনআমে আল্লাহ তাআলা তাদের সে উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, ﴿كَمْ تَرَى مَا يَنْبَغِي لِلّهِ﴾ আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, আমরা মুশারিক ছিলাম না (আনআম ৬ : ২৩)।

14 এবং যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। *

- 15** সুতরাং যারা ঈমান এনেছিল ও সৎকর্ম করেছিল তাদেরকে জান্মাতে আনন্দ দান করা হবে, (যা তাদের চেহারা থেকে বিচ্ছুরিত হবে)। *
- 16** আর যারা কুফর অবলম্বন করেছিল এবং আমার আয়াতসমূহ ও আখেরাতের সাক্ষাতকারকে অঙ্গীকার করেছিল তাদেরকে আয়াবে ধৃত করা হবে। *
- 17** সুতরাং আল্লাহর তাসবীহতে লিপ্তি থাক যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন তোমরা ভোরের সম্মুখীন হও। *
- 18** এবং তারই প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে [৮](#) এবং বিকাল বেলায় (তার তাসবীহতে লিপ্তি হও) এবং জুহরের সময়ও। *
8. এটি একটি অন্তর্বর্তী বাক্য। এর অর্থ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলেই মাখলুক, তাদের কেউ উপাস্য হওয়ার উপযুক্ত নয়; বরং তারা তাদের প্রষ্ঠা এক আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। সুতরাং হে বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ! তোমারও শিরক ও কুফর পরিহার করে সকালে, সন্ধ্যায়, বিকেলে ও জুহরে আল্লাহ তাআলার তাসবীহ ও মহিমা ঘোষণা কর। মুফাসিসরগণ বলেন, সকাল দ্বারা ফজরের নামায, সন্ধ্যা দ্বারা মাগরিব ও ইশার নামায, বিকাল দ্বারা আসরের নামায ও জুহর দ্বারা জুহরের নামাযের প্রতি ইশারা পাওয়া যায়। -অনুবাদক
- 19** তিনি প্রাণহীন থেকে প্রাণবানকে বের করে আনেন এবং প্রাণবান থেকে প্রাণহীনকে বের করে আনেন। [৯](#) আর তিনি ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সংজীবিত করেন। এভাবেই তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে। *
9. প্রাণহীন থেকে প্রাণবানকে বের করার দৃষ্টান্ত হল ডিম থেকে মুরগি-ছানা বের করা আর প্রাণবান থেকে প্রাণহীনকে বের করার দৃষ্টান্ত হল মুরগি থেকে ডিম বের করা। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ভূমির দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন যে, খড়ার কারণে ভূমি শুকিয়ে অনুর্বর হয়ে যায়, তখন তা কোন কিছুই উৎপন্ন করার ক্ষমতা রাখে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে সেই মৃত ভূমিতে আবার জীবন দান করেন, ফলে তা থেকে নানা রকম উদ্ভিদ উদ্গত হয়। এর দ্বারা বৌদ্ধানো হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকেও তার মৃত্যুর পর এভাবে পুনরায় জীবিত করে তুলবেন।
- 20** তাঁর (কুদরতের) একটি নির্দর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা দেখতে না দেখতে মানবরূপে (ভূমিতে) ছড়িয়ে পড়লে। [১০](#) *
10. এখান থেকে ৩৭ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা। দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বিশ্ব-জগতে বিবাজমান সেই সকল নির্দর্শনের প্রতি, যা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে প্রমাণ করে। কোন ব্যক্তি যদি সত্য জ্ঞানের আগ্রহে ন্যায়নিষ্ঠ মন নিয়ে এসব নির্দর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবে সে নিশ্চিত দেখতে পাবে, এর প্রতিটিই আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এর প্রত্যেকটি জানান দেয়, যেই সত্তা এই মহাবিশ্বকে মহা-বিশ্বাকরণ নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে পরিচালনা করেছেন, নিজ প্রভুত্বে তার না কোন অংশীদার আছে আর না তা থাকার দরকার আছে। তাছাড়া এটা কোন যুক্তির কথা নয় যে, যেই মহান সত্তা একা এত বড় জগত সৃষ্টি করেছেন, ছোট-ছোট কাজ আঞ্চাম দেওয়ার জন্য তার আবার আলাদা-আলাদা শরীকের প্রয়োজন হবে।
- 21** তাঁর এক নির্দর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের পরম্পরার মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। [১১](#) নিশ্চয়ই এর ভেতর নির্দর্শন আছে সেই সব লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে। *
11. বিবাহের আগে দ্বার্মী-স্ত্রী সাধারণত আলাদা-আলাদা পরিবেশে লালিত-পালিত হয়। পরম্পরার মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু বিবাহের পর তাদের মধ্যে এমন গভীর বন্ধন ও ভালোবাসা গড়ে উঠে যে, তারা অতীত জীবনকে ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে একে অন্যের হয়ে যায়। হঠাৎ করেই তাদের মধ্যে এমন এক প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এখন আর একজন অন্যজন ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। যৌবনকালে না হয় এ ভালোবাসার পেছনে জৈব তাগিদের কোন ভূমিকাকে দাঁড় করানো যাবে, কিন্তু বৃদ্ধিকালে কোন সে তাড়না এ ভালোবাসাকে স্থিত রাখে? তখন তো দেখা যায়, একের প্রতি অন্যের টান ও মমতা আরও বৃদ্ধি পায়। এটাই কুদরতের সেই নির্দর্শন, যার প্রতি আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।
- 22** এবং তাঁর নির্দর্শনাবলীর মধ্যে আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নির্দর্শন আছে জ্ঞানবানদের জন্য। *
- 23** এবং তাঁর নির্দর্শনাবলীর মধ্যে আছে রাত ও দিনে তোমাদের ঘুম এবং তোমাদের কর্তৃক তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান। [১২](#) নিশ্চয়ই এর মধ্যে নির্দর্শন আছে সেই সকল লোকের জন্য, যারা কথা শোনে। *
12. রাতে ঘুমানো আর দিনে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ সন্ধান অর্থাৎ জীবিকা অঘৰে এই যে সাধারণ নিয়ম, এটা আল্লাহ তাআলাই মানব স্বত্বাবের মধ্যে নিহিত রেখেছেন। দুনিয়ার মানুষ একাটা হয়ে এর জন্য কোন চুক্তি সম্পাদন করেনি। যদি এটা মানুষের বৃদ্ধি-বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হত তবে ফাসাদ লেগে যেত। কিছু লোক একটা সময় স্থির করে তখন ঘুমাতে চাইত আর কিছু লোক ঠিক সেই সময় কাজ-কর্মে লিপ্তি থেকে তাদের ঘুম নষ্ট করে দিত। মহান আল্লাহ সেই ফাসাদ থেকে রক্ষণ করে মানুষের জন্য কর্ত নির্বিঘ্নে আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

24 এবং তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে দেখান বিজলী, ভয় ও আশা সঞ্চারকরণে ১৩ এবং আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, অনন্তর তা দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সংশোধিত করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন আছে, সেই সব লোকের জন্য, যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। ❁

13. ভয় তো দেখা দেয় যে, না-জ্ঞানি সেই বিদ্যুতের স্পর্শে কার কি ক্ষতি হয়ে যায়। আর আশা জাগে এই যে, হয়ত এর ফলে রহমতের বারিধারা নেমে আসবে।

25 তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁরই হৃকুমে প্রতিষ্ঠিত আছে। তারপর তিনি যখন মাটি থেকে (উঠে আসার জন্য) তোমাদেরকে একবার ডাক দিবেন সঙ্গে-সঙ্গে তোমরা বের হয়ে আসবে। ❁

26 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব তাঁরই মালিকানাধীন। সকলে তাঁরই আজ্ঞাবহ। ❁

27 তিনিই সেই সন্তা, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন। তারপর তিনিই তাকে পুনর্জীবিত করবেন আর এটা তার জন্য সহজতর। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁরই মহিমা সর্বোচ্চ। তিনিই ক্ষমতার মালিক, প্রজাময়। ❁

28 তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য হতেই একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আমি তোমাদেরকে যে রিষক দিয়েছি, তোমাদের দাস- দাসীদের মধ্যে কেউ কি তাতে তোমাদের এমন অংশীদার আছে যে, তোমরা ও তারা তাতে সম-মর্যাদার এবং তোমরা তাদেরকে ঠিক সে রকমই ভয় কর, যেমন ভয় করে থাক তোমরা পরম্পরে একে অন্যকে? ১৪ যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য আমি এভাবেই নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টকরণে বিবৃত করি। ❁

14. কোন ব্যক্তি এটা মনে নিতে পারে না যে, তার কোন গোলাম তার অর্থ-সম্পদে একদম তার সমান হয়ে যাবে এবং কাজ-কারবারে দুজন স্বাধীন লোক যেমন একে অন্যের অংশীদার হয় ও একে অন্যকে ভয় করে চলে, সেই গোলামও তেমনি তার অংশীদার হয়ে যাবে এবং তাকেও তার সেই রকম ভয় করতে হবে। কোন মুশারিক যদি নিজের জন্য এ বিষয়টা মানতে না পারে, তবে আল্লাহ তাআলার জন্য কিভাবে এটা মনে নিচ্ছে? কিভাবে তাঁর প্রভৃতে অন্যকে অংশীদার বানাচ্ছে?

29 কিন্তু জালেমগণ অজ্ঞানতাবশত তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে। কাজেই আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেছেন, কে তাকে হেদায়াত দিতে পারে? ১৫ এরূপ লোকের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। ❁

15. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কাউকে যদি তার জিদ ও হঠকারিতাপূর্ণ কার্যকলাপের কারণে হেদায়াতের তাওফীক থেকে বঞ্চিত রাখেন, তবে তাকে হেদায়াত দান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

30 সুতরাং তুমি নিজ চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে এই দীনের অভিমুখী রাখ। আল্লাহর সেই ফিতরত অনুষায়ী চল, যে ফিতরতের উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ১৬ আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। ১৭ এটাই সম্পূর্ণ সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। ❁

16. আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষের ভেতর এই যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন যে, সে চাইলে নিজ সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে চিনতে পারবে, তাঁর তাওফীকে বুঝতে ও মানতে পারবে এবং তাঁর নবী-রাসূলগণ যে দীন ও হেদায়াত নিয়ে আসেন তার অনুসরণ করতে সক্ষম হবে। মানুষের মজ্জাগত এই যে যোগ্যতা ও ক্ষমতাএকেই কুরআন মাজীদে ফিতরাত শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

17. অর্থাৎ এই যে মজ্জাগত যোগ্যতা, যা আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষকে দান করেছেন, একে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। মানুষ পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাবে ভুল পথে যেতে পারে, কিন্তু তাতে তার জন্মগত সে ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। এ কারণেই কখনও যদি সে তার জিদ পরিত্যাগ করে এবং সত্য সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গ নিয়ে চিন্তা করে, তবে এ যোগ্যতার ফল সে অবশ্যই পাবে এবং সত্য তাকে অবশ্যই ধরা দেবে। এটা ভিন্ন কথা যে, কোন ব্যক্তি যদি একাধারে জিদ দেখাতে থাকে, কোনওক্রমেই সত্য শুনতে রাজি না হয় এবং প্রাপ্ত পথকেই আঁকড়ে থেরে রাখে, তবে আল্লাহ তাআলা নিজেই তার অন্তরে মোহর করে দেন। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়টা স্পষ্ট করা হয়েছে, দেখুন সূরা বাকারা (২ : ৭)। পিছনে ২৯ নং আয়াতেও এ বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।

31 (ফিতরতের অনুসরণ করবে) তাঁরই (অর্থাৎ আল্লাহরই) অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় করবে, নামায কায়েম করবে এবং অন্তর্ভুক্ত হবে না মুশারিকদের ❁

32 যারা নিজেদের দীনকে খণ্ড-খণ্ড করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রতিটি দল আপন-আপন পক্ষে নিয়ে উৎফুল্ল। ১৮ ❁

18. সর্বপ্রথম পৃথিবীতে যখন মানুষের আগমন ঘটে, তখন সে তার এই মজ্জাগত যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে সত্য দীনই অবলম্বন করেছিল। কিন্তু মানুষ কালক্রমে আলাদা-আলাদা পথ সৃষ্টি করে নেয় এবং নিজেদেরকে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করে ফেলে। তাদের এ

আচরণকেই কুরআন মাজীদ দীনকে খণ্ড-খণ্ড করা' ও 'বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া' শব্দমালায় ব্যক্ত করেছে।

- 33 মানুষকে যখন কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হয়ে তাঁকেই ডাকে, তারপর তিনি যখন নিজের পক্ষ হতে তাদেরকে কোন রহমতের স্বাদ গ্রহণ করান, অমনি তাদের একদল নিজ প্রতিপালকের সাথে শিরক শুরু করে দেয়। *
- 34 আমি তাদেরকে ঘা-কিছু দিয়েছি তার না-শোকরি করার জন্য। ঠিক আছে! কিছুটা মজা লুটে নাও, শীঘ্ৰই তোমরা সবকিছু জানতে পারবে। *
- 35 আমি কি তাদের উপর এমন কোন দলীল নাফিল করেছি, যা তারা আল্লাহর সঙ্গে যে শিরক করছে তাদেরকে তা করতে বলে? *
- 36 আমি মানুষকে যখন রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন তারা তাতে উৎফুল্ল হয়। পক্ষান্তরে তাদেরই কৃতকর্মের কারণে যখন তাদের কোন অনিষ্ট সাধিত হয়, অমনি তারা হতাশ হয়ে পড়ে। *
- 37 তারা কি দেখেনি আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিয়ক প্রশংস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকীর্ণ করে দেন? ১৯ নিশ্চয়ই এর মধ্যে নির্দেশন আছে সেই সব লোকের জন্য, যারা ঈমান আনে। *
19. যারা দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হলে হতাশাগ্রস্ত হয়, তাদেরকে বলা হচ্ছে, দুঃখ-কষ্টের সময় না-শোকরীতে লিপ্ত না হয়ে চিন্তা করা উচিত সম্পদের প্রাচুর্য ও সংকীর্ণতা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। তিনি মানুষের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজ হেকমত অনুসারে স্থির করে থাকেন কাকে কখন প্রাচুর্য ও সংকীর্ণতা দান করবেন। এমন কোন কথা নেই যে, এটা স্থির হবে প্রত্যেকের আপন-আপন চাহিদা অনুসারে। আবার এটাও জরুরি নয় যে, এ ব্যাপারে তিনি যা করেন তা সকলের বুঝেও এসে যাবে। কাজেই এসবের পিছনে না পড়ে বরং প্রাচুর্য ও সংকীর্ণতা যখন আল্লাহ তাআলারই হাতে তখন প্রত্যেকের উচিত জীবন-যাত্রায় কোন সংকট দেখা দিলে তাঁরই শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাওয়া।
- 38 সুতরাং আল্লাহকে তার হক দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্তকে ও মুসাফিরকেও। ২০ যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম। *
20. পূর্বে বলা হয়েছে রিয়ক ও অর্থ-সম্পদ আল্লাহ তাআলারই দান। কাজেই তিনি ঘা-কিছু দান করেন তা তাঁরই হৃকুম মোতাবেক ও তাঁরই নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তাতে গৱীব-মিসকীন ও আল্লাহ-ব্রজনের যে হক আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেছেন তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। আদায়কালে যেন অন্তরে এই আশঙ্কা না জাগে যে, এর ফলে সম্পদ কমে যাবে। কেননা পূর্বের আয়তে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ তাআলার হাতে। তোমরা যদি তাঁর হৃকুম মোতাবেক তা ব্যয় কর এবং তাঁর আরোপিত হক আদায় কর, তবে এর ফলে তিনি তোমাদের সম্পদ কমিয়ে দেবেন তা কখনওই হতে পারে না। সুতরাং আজ পর্যন্ত দেখা যাবানি কেউ তার অর্থ-সম্পদ থেকে অন্যের হক আদায় করার কারণে নিঃস্ব হয়ে গেছে।
- 39 তোমরা যে সুদ দাও, যাতে তা মানুষের সম্পদে (যুক্ত হয়ে) বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। ১১ পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তো যারা তা দেয় তারাই (নিজেদের সম্পদ) কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে নেয়। ১২ *
21. প্রকাশ থাকে যে, সূরা রামের এ আয়ত নাফিল হয়েছিল মুক্তি মুকারেমায় এবং এটাই প্রথম আয়ত, যাতে সুদের নিন্দা করা হয়েছে। তখনও পর্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবায় সুদ হারাম করা হয়নি, তবে ভবিষ্যতে কখনও যে এটা হারাম হয়ে যেতে পারে এ আয়ত তার একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বহন করে। বলা হয়েছে, সুদের আয় আল্লাহর কাছে বাঢ়ে না। অর্থাৎ সুদগ্রহীতা তো আশা করে তা দ্বারা তার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে তা আদো বৃদ্ধি পায় না। কেননা প্রথমত দুনিয়ায়ও হারাম উপার্জনে বরকত হয় না, তা অঙ্গে যতই বেশি হোক না কেন। অর্থ-সম্পদের সার্থকতা তো এখানেই যে, মানুষ তা দ্বারা শাস্তি ও স্বষ্টি লাভ করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, হারাম পদ্ধতি উপার্জনকারী যত বড় অঙ্গের সম্পদই অর্জন করক, সুখগুশাস্তি তার নসীব হয় না। অধিকাংশ সময়ই সে নানা রকম উদ্বেগ-উৎকর্ষায় জর্জরিত থাকে। দ্বিতীয়ত তার যে বাহিক প্রবৃদ্ধি লাভ হয় তা আখেরাতে কোন কাজে আসবে না। পক্ষান্তরে দান-সদকা আখেরাতে অভাবনীয় উপকার দেবে। এ বিষয়টিই সূরা বাকারায় আল্লাহ তাআলা এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, (আল্লাহ সুদ মিটিয়ে দেন ও সদকা বৃদ্ধি করেন) (২ : ২৭৬)।
উল্লেখ্য, এ আয়তে যে ১৩। শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর প্রসিদ্ধ অর্থ তো সুদ, কিন্তু এর আরেক অর্থ হল এমন উপহার যা অধিকতর মূল্যবান উপহার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন বিবাহ-শাদিতে নিম্নলিখিতের পক্ষ হতে যে উপহার দেওয়া হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য এটাই হয়ে থাকে। বহু মুফাসির এখানে ১৩-এর অর্থ এটাই গ্রহণ করেছেন এবং এর ভিত্তিতে তারা 'নেওতা' (অর্থাৎ অধিক প্রাপ্তির আশায় বিবাহ-শাদিতে উপহারর পে নগদ অর্থ প্রদানের) রেওয়াজকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। অধিক মূল্যবান উপহার লাভের প্রত্যাশায় যে উপহার দেওয়া হয়, সূরা মুদ্দাচ্ছিরেও তাকে নাজায়ে বলা হয়েছে (আয়ত নং ৭৬ : ৬)।
22. সূরা বাকারায় জানানো হয়েছে সদাকার সওয়াব সাতশ' গুণ বৃদ্ধি করা হয়; বরং আল্লাহ তাআলা যার জন্য ইচ্ছা তা আরও বহু গুণ বৃদ্ধি করে দেন (২ : ২৬১)।

- 40** আল্লাহ সেই সন্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদেরকে রিয়ক দিয়েছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান, তারপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছ, তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে এর কোনওটি করতে পারে? তিনি পবিত্র ও সেই শিরক থেকে সমুচ্ছ, যাতে তারা লিপ্ত রয়েছে। ♡
- 41** মানুষ নিজ হাতে যা কামায়, তার ফলে স্থলে ও জলে অশাস্তি ছড়িয়ে পড়ে, ১৩ আল্লাহ তাদেরকে তাদের কতক কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করাবেন বলে, হয়ত (এর ফলে) তারা কিনে আসবে। ♡
23. অর্থাৎ দুনিয়ায় যে ব্যাপক বালা-মুসিবত দেখা দেয়, যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ভূমিকম্প, শক্রর আগ্রাসন, জালিমের আধিপত্য ইত্যাদি, এসবের প্রকৃত কারণ ব্যাপকভাবে আল্লাহ তাআলার হৃকুম অমান্য করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। এভাবে এসব বিপদাপদ মানুষের আপন হাতের কামাই হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর এসব বিপদাপদ চাপান এজন্য, যাতে মানুষের মন কিছুটা নরম হয় এবং দুষ্কর্ম থেকে নির্বাস্ত হয়। প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ায় যেসব বিপদাপদ দেখা দেয়, অনেক সময় তার বাহ্যিক কারণও থাকে যা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী আপন কার্য প্রকাশ করে। কিন্তু এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই কারণও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি এবং বিশেষ সময় ও বিশেষ স্থানে তার সক্রিয় হওয়াটাও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি নিজের সে ইচ্ছা সাধারণত মানুষের পাপাচারের ফলেই কার্যকর করবেন। এভাবে এ আয়ত শিক্ষা দিচ্ছে, সাধারণ বালা-মুসিবতের সময় নিজেদের গুনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওয়া ও ইস্তিগফারে লিপ্ত হওয়া চাই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তা বাহ্যিক কোন কারণ ঘটিত বিষয়।
- 42** (হে রাসূল!) তাদেরকে বল, ভূমিতে বিচরণ করে দেখ পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের পরিণাম কী হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। ♡
- 43** সুতরাং তুমি নিজ চেহারা বিশুদ্ধ দীনের দিকে কায়েম রাখ, সেই দিন আসার আগে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা টলবার কোন সন্তানবানাই নেই। সে দিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। ♡
- 44** যে ব্যক্তি কুফর করেছে, তার কুফরের শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। আর যারা সৎকর্ম করেছে, তারা নিজেদের জন্য পথ তৈরি করছে। ♡
- 45** ফলে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালবাসেন না। ♡
- 46** এবং তাঁর (কুদরতের) একটি নির্দশন এই যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন (বৃষ্টির) সুসংবাদবাহীরূপে, তোমাদেরকে তাঁর রহমত আস্থাদন করানোর জন্য এবং যাতে নৌযান তাঁর নির্দেশে (পানিতে) চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান কর ১৪ এবং তার শোকর আদায় কর। ♡
24. আল্লাহ তাআলা মানুষের বহুবিধ উপকারার্থে বাতাস প্রবাহিত করে থাকেন, যেমন এক উপকার হল, বাতাস বৃষ্টির সুসংবাদ নিয়ে আসে এবং যেখানে বৃষ্টির দরকার সেখানে মেঘমালা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে বাতাস বৃষ্টি বর্ষণের বাহ্যিক কারণ হয়ে থাকে। আরেকটি ফায়দা হল, তা সাগর ও নদীতে নৌযান চলাচলে সাহায্য করে। পালের জাহাজ তো বায়ু প্রবাহের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। যান্ত্রিক নৌযানও কোনও না কোনওভাবে বাতাসের কাছে ঢেকা। আর সাগর নদীতে নৌযান চলাচলের উপকার বলা হয়েছে এই যে, মানুষ তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারে। পূর্বে একাধিকবার বলা হয়েছে, ‘আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ সন্ধান’ হল কুরআন মাজীদের একটি পরিভাষা। এর দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়- উপার্জনের অন্যান্য উপায় অবলম্বন বোঝানো হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদ ইশ্শারা করেছে যে, যদি এই বায়ু প্রবাহ না থাকত, যার সাহায্যে সাগর ও নদীতে নৌযান চলাচল করে, তবে তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে যেত। কেননা আন্তর্জাতিক সকল ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত নৌপথেই পরিচালিত হয়ে থাকে। আমদানি-রফতানীর সিংহভাগই জাহাজযোগে সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং এ বায়ু প্রবাহ তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার এক মহা করুণা।
- 47** (হে রাসূল!) আমি তোমার আগেও বহু রাসূল পাঠিয়েছি তাদের আপন-আপন সম্প্রদায়ের কাছে। তারা তাদের কাছে সুম্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। অতঃপর যারা অন্যায়-অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। আর মুমিনদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব আমি নিজের উপর রেখেছি। ♡
- 48** আল্লাহই সেই সন্তা, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন। সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চালন করে। তারপর তিনি যেভাবে চান তা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে কয়েক স্তর বিশিষ্ট (ঘনঘটা) বানিয়ে দেন। ফলে তোমরা দেখতে পাও তার ভেতর থেকে বৃষ্টি নির্গত হয়। যখন তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট ইচ্ছা হয় সে বৃষ্টি পৌঁছিয়ে দেন, তখন সহসাই তারা হয়ে ওঠে আনন্দোৎফুল্ল। ♡
- 49** অর্থে তার আগে যতক্ষণ তাদের উপর বৃষ্টিপাত করা হয়নি, ততক্ষণ তারা ছিল হতাশাগ্রস্ত। ♡
- 50** আল্লাহর রহমতের ফল লক্ষ্য কর, তিনি কিভাবে ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। বস্তুত তিনি মৃতদের জীবনদাতা এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ♡

51 আমি যদি (ক্ষতিকর) বায়ু প্রবাহিত করি, ২৫ ফলে তারা তাদের শস্যক্ষেত্রকে পীতবর্ণ দেখতে পায়, এরপর তারা অকৃতজ্ঞতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। *

25. হং^{৩৫} শব্দটি^{হং} এর বহুবচন। অর্থ বায়ু। কুরআন মাজীদে যেখানে শব্দটি বহুবচনে হং^{৩৫} ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে এর দ্বারা উপকারী বাতাস বোঝানো হয়েছে আর যেখানে একবচনে হং^{৩৫} ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে বোঝানো হয়েছে ক্ষতিকর বাতাস।

52 (হে রাসূল!) তুমি তো মৃতদেরকে কোন কথা শোনাতে পারবে না এবং বধিরকেও পারবে না ডাক শোনাতে, যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়। *

53 এবং তুমি অন্ধদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত করে সঠিক পথে আনতে পারবে না। ২৬ তুমি তো কেবল তাদেরকেই নিজের কথা শোনাতে পারবে, যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে অতঃপর হয়ে যায় আজ্ঞানুবর্তী। *

26. এখানে অন্ধ বলে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে কারণ পথপ্রদর্শনকে গ্রহণ করে না।

54 আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তোমাদের স্থিতি (শুরু) করেছেন দুর্বল অবস্থা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দান করেন শক্তি, ফের শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। *

55 যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সে দিন অপরাধীরা কসম করে বলবে যে, তারা (বরযথে) মুহূর্ত কালের বেশি অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা (দুনিয়ায়ও) উল্লেখ মুখে চলত। *

56 আর যাদেরকে ইলম ও ঈমান দেওয়া হয়েছিল তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহর লেখা (তাকদীর) অনুসারে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত (বরযথে) অবস্থান করেছ। এটাই সেই পুনরুত্থান-দিবস। কিন্তু তোমরা তো বিশ্বাস করতে না। *

57 যারা জুলুমের পথ অবলম্বন করেছিল, সে দিন তাদের ওজর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি দূর করতেও বলা হবে না। *

58 বস্তুত এ কুরআনে আমি মানুষ (-কে বোঝানো)-এর জন্য সব রকম বিষয় বিবৃত করেছি এবং (হে রাসূল!) তুমি যদি তাদের কাছে কোনও নির্দর্শন নিয়েও আস, কাফেরগণ তথাপি বলবে, তোমরা ভ্রান্ত পথেই আছ। *

59 যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, আল্লাহ এভাবেই তাদের অন্তরে মোহর করে দেন। *

60 সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা ইয়াকীন করে না, তারা যেন কিছুতেই তোমাকে দিয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করাতে না পারে। ২৭ *

27. অর্থাৎ কাফেরদের হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তা ও গুরুত্বপূর্ণ আচরণে হতোদ্যম না হয়ে আপনি নবীসুলভ ধৈর্য-স্তৈর্যের সাথে আপন দায়িত্ব-পালনে বর্ত থাকুন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে বিজয় ও কৃতকার্য্যতাৰ প্রতিক্রিতি দিয়েছেন তা সত্য। তা অবশ্যই পূরণ হবে। সুতরাং তাদের প্রতি মনঃকষ্টে দাওয়াতী কার্যক্রমে যেন বিন্দুমাত্র শিথিলতা প্রদর্শন না করেন। -অনুবাদক



♦ লুক্মান ♦

1 আলিফ-লাম-মীম। *

2 এগুলো হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত *

3 যা সৎকর্মশীলদের জন্য হেদায়াত ও রহমতস্বরূপ। *

৪ (সেই সকল লোকের জন্য,) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে। *

৫ তারাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তারাই সফলকাম। *

৬ কৃতক মানুষ এমন, যারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্ছুত করার জন্য খরিদ করে এমন সব কথা, ^১ যা আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন করে দেয় ^২ এবং তারা আল্লাহর পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিন্দুপ করে। তাদের জন্য আছে লাঞ্ছনিক শাস্তি। *

১. কুরআন মাজীদের দুর্বার আকর্ষণের কারণে, তখনও যারা ঈমান আনেনি তারা পর্যন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে তার তেলাওয়াত শুনত এবং এর ফলশ্রুতিতে অনেকে ইসলামও গ্রহণ করত। কাফেরগণ এ পরিস্থিতিকে নিজেদের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করত। তাই তারা কুরআন মাজীদের বিপরীতে এমন কোন আকর্ষণীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাচ্ছিল, যাতে মানুষ কুরআন মাজীদ শোনা বন্ধ করে দেয়। সেই চেষ্টার অংশ হিসেবেই মুক্ত মুক্তির মারমার ব্যবস্থায় নায়র ইবনে হারিচ, যে বাণিজ্য ব্যাপদেশে দেশ-বিদেশে প্রমণ করত, ইরান থেকে সেখানকার রাজা-বাদশাহদের কাহিনী সম্বলিত বই-পুস্তক কিনে আনল। কোন কোন বর্ণনায় আছে, সে ইরান থেকে ভালো গাইতে জানে এমন একজন দাসীও কিনে এনেছিল। দেশে ফিরে এসে সে মানুষকে বলল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) তোমাদেরকে আদ ও ছামুদ জাতির কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে আরও বেশি আকর্ষণীয় কাহিনী শোনাব এবং শোনাব চমৎকার গান। এতে কিছু সাড়া পাওয়া গেল। লোকজন তার আসরে উপস্থিত হতে শুরু করল। আয়াতের ইশারা এ ঘটনারই দিকে। এতে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের চিন্তিবিনোদনের জন্য এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ জায়ে নয়, যা মানুষকে তাদের দীনী দায়িত্ব পালন থেকে গাফেল করে তোলে। খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কাজ কেবল এমনটাই জায়ে, যাতে দেহ-মনের কোন ব্যায়াম হয়, ক্লান্তি দূর হয়, যা দ্বারা কারও কোন ক্ষতি হয় না এবং যার ফলে মানুষ তার দীনী দায়িত্ব পালন থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে না।

২. ^{وَلِهُوَ الْحَدِيثُ} ^{وَلِهُوَ الْحَدِيثُ} যামাখশারী বলেন, কল্যাণকর কাজ থেকে উদাসীন করে রাখে এমন কিসমা-কাহিনী, রম্য-রসাত্তুক আলাপ-আলোচনা এবং অন্যথক ও অনুচিত কথাবার্তাকে ^{وَلِهُوَ الْحَدِيثُ} ^{وَلِهُوَ الْحَدِيثُ} বলে। হযরত ইবন মাসউদ (রাখি.)-এর মতে এর দ্বারা ‘গান’ বোঝানো হয়েছে। হাসান বসরী (রহ.) বলেন, এ আয়াত নায়িল হয়েছে গান-বাদ্য সম্পর্কে। -অনুবাদক

৭ একপ ব্যক্তির সামনে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে দন্তভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে তা শুনতেই পায়নি, যেন তার কান দুঃটিতে বধিরতা আছে। সুতরাং তাকে এক যন্ত্রণাদ্যায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। *

৮ কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য আছে নি'আমতপূর্ণ উদ্যানরাজি। *

৯ তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটা আল্লাহর সত্য ওয়াদা। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *

১০ তিনি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্তন্ত্র ছাড়া আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন ^৩ এবং তিনি পৃথিবীতে পাহাড়ের ভার স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাদের নিয়ে দোল না খায় ^৪ আর তিনি তাতে ছাড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীবজন্ম। আমি আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেছি তারপর তাতে (অর্থাৎ পৃথিবীতে) সর্বপ্রকার মূল্যবান উদ্ভিদ উদ্গত করেছি। *

৩. আকাশমণ্ডলীকে এমন কোন স্তন্ত্রের উপর স্থাপিত করা হয়নি, যা কারও নজরে আসতে পারে বরং আল্লাহ তাআলা তাকে স্থাপিত করেছেন এক অদৃশ্য স্তন্ত্রের উপর, আর তা হচ্ছে তাঁর কুরদত ও শক্তি, যা দৃষ্টিগ্রাহ্য জিনিস নয়। আয়াতের একপ ব্যাখ্যা হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে। সূরা রাদ (১৩ : ২)-এও একপ গত হয়েছে।

৪. ভূমি যাতে পানির উপর দোল না খায় তাই তাতে পাহাড়-পর্বত স্থাপিত করে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়টিও কুরআন মাজীদের বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত হয়েছে। দেখুন সূরা রাদ (১৩ : ৩), সূরা হিজর (১৫ : ১৯), সূরা নাহল (১৬ : ১৫), সূরা আম্বিয়া (২১ : ৩১), সূরা নামল (২৭ : ৬১), সূরা হামাদ (৪১ : ১০), সূরা কাফ (৫০ : ৭) ও সূরা মুরাসালাত (৭৭ : ২৭)।

১১ এই হল আল্লাহর সৃষ্টি। এবার তিনি ছাড়া অন্যরা কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। প্রকৃতপক্ষে এ জালেমগণ সুস্পষ্ট বিপ্রাণ্তিতে লিপ্ত রয়েছে। *

১২ আমি লুকমানকে দান করেছিলাম জ্ঞানবত্তা ^৫ (এবং তাকে বলেছিলাম) যে, আল্লাহর শোকর আদায় করতে থাক। ^৬ যে-কেউ শোকর আদায় করে, সে তো কেবল নিজ কল্যাণার্থেই শোকর আদায় করে আর কেউ না-শোকরী করলে আল্লাহ তো অতি বেনিয়ায, প্রশংসাযোগ্য। *

৫. হযরত লুকমান সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মত এটাই যে, তিনি নবী ছিলেন না; বরং একজন জ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি কোন কালের কোন দেশের লোক ছিলেন, সে ব্যাপারে বর্ণনা বিভিন্ন রকম, যা দ্বারা চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ মুশকিল। কোন কোন বর্ণনায় আছে তিনি ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন এবং হযরত হুদ আলাইহিস সালামের যে সকল সঙ্গী শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তিনিও তাদের একজন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন হাবশা (আবিসিনিয়া)-এর বাসিন্দা। কুরআন মাজীদ যে উদ্দেশ্যে হযরত লুকমানের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছে তার জন্য এসব খুঁটিনাটি বিষয় জানা অপরিহার্য নয়। এটা তো পরিকল্পনা যে, আরববাসী তাঁকে একজন মহাজ্ঞানী রাপে জানত। তাঁর

জ্ঞানগৰ্ভ বাণী তাদের মুখে মুখে চালু ছিল। প্রাক-ইসলামী ঘৃণের কবি-সাহিত্যিকগণ ব্যাপকভাবে তার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কাজেই আরববাসীর সামনে তাঁর বাণীসমূহকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করার যথেষ্ট ঘোষিত করা রয়েছে।

6. আল্লাহ তাআলা অনেক সময় নবী-রাসূল ছাড়াও তাঁর বিশেষ বিশেষ বান্দার প্রতি ইলহাম করে থাকেন। নবীগণের প্রতি যে ওহী নায়িল হয়, ইলহাম তার মত প্রামাণিক মর্যাদা রাখে না বটে, কিন্তু ওহী-ভিত্তিক কোন বিধানের পরিপন্থী না হলে তার মাধ্যমে মানুষকে হেদয়াত ও নসীহত করা যেতে পারে।

13 এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, হে বাঢ়া! আল্লাহর সাথে শিরক করো না।
নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। ১ ❁

7. ‘জুলুম’ অর্থ একজনের হক কেড়ে নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেওয়া। এ হিসেবে শিরক চরম জুলুম বৈকি! কেননা ইবাদত কেবল আল্লাহ তাআলার হক। শিরককারী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার এ হক তাঁকে না দিয়ে তাঁর নিজেরই কোন মাখলুক ও বান্দাকে দিয়ে থাকে।

14 আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছি (কেননা) তার মা কষ্টের পর কষ্ট সয়ে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু' বছরে তুমি শোকর আদায় কর আমার এবং তোমার পিতা-মাতার। ২ আমারই কাছে (তোমাদেরকে) ফিরে আসতে হবে। ৩

8. হযরত লুকমানের উপদেশমালার মাঝখানে এটা একটা অন্তবর্তী বাক্য। এতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে বিশেষভাবে পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিরক পরিহারের নির্দেশের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, হযরত লুকমান তে নিজ পুত্রকে শিরক থেকে বেঁচে থাকার ও তাওহীদকে আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিচ্ছিলেন, অপর দিকে মক্কা মুকাররমার মুশারিকগণ হযরত লুকমানকে একজন মহাজনানী লোক হিসেবে স্বীকার করা সত্ত্বেও, যখন তাদের সন্তানগণ তাওহীদী আকীদা অবলম্বন করল, তখন তারা তাদেরকে তা থেকে ফেরানোর এবং পুনরায় শিরকে লিপ্ত করার জন্য জোরদার চেষ্টা করছিল। তাদের মুমিন সন্তানগণ এক্ষেত্রে পিতা-মাতার সঙ্গে কিরণ আচরণ করবে তা নিয়ে বেজায় পেরেশান ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে পথনির্দেশ করছেন যে, আমিই মানুষকে আদেশ করেছি, তারা যেন আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের পিতা-মাতারও শুরু আদায় করবে। কেননা যদিও তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা কিন্তু বাহ্যিক কারণ হিসেবে তাদের দুনিয়ায় আগমনের পেছনে পিতা-মাতার ভূমিকাই প্রধান। পিতা-মাতার মধ্যেও আবার বিশেষভাবে মায়ের কষ্ট-মেহনতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মা কর্তৃ না কষ্টের সাথে তাকে নিজ গর্ভে ধারণ করে রাখে। তারপর একটানা দু'বছর তাকে দুধ পান করায়। বলাবাহল্য শিশুর লালন-পালনের সুন্দীর্ঘ সময়ের ভেতর দুধ পানের সময়টাই মায়ের জন্য বেশি কষ্ট-ক্লেশের হয়ে থাকে। এসব কারণে মাই সন্তানের পক্ষ হতে সম্ব্যবহারের বেশি হকদার হয়ে থাকে। কিন্তু এই সম্ব্যবহারের অর্থ এ নয় যে, মানুষ তার দীন ও ঈমানের প্রশ্নে আল্লাহ তাআলার হৃকুমকে পাশ কাটিয়ে পিতা-মাতার হৃকুম মানতে শুরু করে দেবে। এ বিষয়টা স্মরণে রাখার জন্য আয়তে পিতা-মাতার শুরু আদায়ের নির্দেশ দেওয়ার আগে আল্লাহ তাআলার শুরু আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা পিতা-মাতা তো এক বাহ্যিক ‘কারণ’ ও মাধ্যম মাত্র। মানুষের প্রতিপালনের ব্যবস্থা হিসেবে এ কারণ আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃত স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ তাআলাই। কাজেই এই বাহ্যিক কারণ ও মাধ্যমের গুরুত্ব কখনওই প্রকৃত স্রষ্টা ও আসল প্রতিপালকের গুরুত্ব অপেক্ষা বেশি হতে পারে না।

15 তারা যদি এমন কাউকে (প্রভুত্বে) আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে সন্তুবে থাকবে। ১ এমন ব্যক্তির পথ অবলম্বন করো, যে একান্তভাবে আমার অভিমুখী হয়েছে। ২ অতঃপর তোমাদের সকলকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে অবহিত করব তোমরা যা-কিছু করতে। ৩

9. অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে পিতা-মাতা কোন অন্যায় কথা বললে তা মানা তো জায়েয় হবে না, কিন্তু তাদের কথা এমন পশ্চায় রদ করা যাবে না, যা তাদের জন্য কষ্টদায়ক হয় বা যাতে তারা নিজেদেরকে আপমানিত বোধ করে। বরং তাদেরকে নম্র ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, আমি আপনাদের কথা মানতে অপারগ। কেবল এতেকুই নয়; বরং সাধারণভাবে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। তাদের খেদমত করতে হবে, আর্থিকভাবে তাদের সাহায্য করতে হবে এবং তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের সেবা-যত্ন করতে হবে ইত্যাদি।

10. মাতা-পিতা যেহেতু প্রান্ত পথে আছে তাই তাদের পথ অবলম্বন করা যাবে না কিছুতেই; বরং পথ অবলম্বন করতে হবে কেবল তাদেরই, যারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। অর্থাৎ কেবল তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্য করে। এর ভেতর এই ইঙ্গিতও রয়েছে যে, দীনের অনুসরণ কেবল নিজ বুদ্ধি-বিবেচনার ভিত্তিতে করা ঠিক নয়; বরং যারা আল্লাহ তাআলার আশেক ও তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত বলে পরিকল্পনারভাবে জান আছে, দেখতে হবে তারা দীনের অনুসরণ করে কিভাবে এবং তাদের আমলের ধরণ কী? তারা যে কাজ যেভাবে করেন ঠিক সেভাবেই তা সম্পাদন করা চাই। সমস্ত আমলে তাদেরই পথ অনুসরণ করা চাই। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে এবং যথার্থেই বলা হয়ে থাকে যে, ব্যক্তিগত পড়াশোনার ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের এমন কোন ব্যাখ্যা করা ও তা থেকে এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কিছুতেই সমীচীন নয়, যা উম্মতের উলামায়ে কিরাম ও বুয়ুর্গানে দীন থেকে প্রাপ্ত ব্যাখ্যার পরিপন্থী।

16 (লুকমান আরও বলেন) হে বাঢ়া! কোন কিছু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয় এবং তা থাকে কোন পাথরের ভেতর কিংবা আকাশমণ্ডলীতে বা ভূমিতে, তবুও আল্লাহ তা উপস্থিতি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন। ১ ❁

11. এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের কথা বোঝানো হয়েছে। যারা আখেরাতকে অঙ্গীকার করত, তারা বলত, মৃত্যুর পর তো

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচে-গলে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সেই বিক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিভাবে একত্র করা সম্ভব হবে? হযরত লুকমান তাঁর পুত্রকে লক্ষ করে বলেন, মুদ্দাতিক্ষুদ্র কোন কণাও যদি আসমান-যমীনের কোন গুপ্ত স্থানে লুকানো থাকে, তবে সে সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলা খবর রাখেন। তিনি তা সেখান থেকে বের করে আনতে সক্ষম। উভাত্বয় যে, বুরুর্গানে দীনের কেউ কেউ বলেছেন, কারও কোন বন্ধ হারিয়ে গেলে সে যদি এগার বার ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে, তারপর সূরা লুকমানের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতে থাকে, তবে আশা করা যায়, সে বন্ধটি পেয়ে যাবে। সাধারণত পাওয়া যেয়ে থাকে। এ বিষয়ে বান্দারও বেশ অভিজ্ঞতা আছে।

17 বাছা! নামায কায়েম কর, মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ। ১২ ♡

12. অর্থাৎ সালাত কায়েম তথা সমস্ত নিয়ম রক্ষা করে ওয়াক্ত মত জামাতের সাথে নামায আদায়ে যত্নবান থাকা, যথাযথ নিয়মে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা এবং আপত্তি সকল পরিস্থিতিতে দৈর্ঘ্যবারণ করা খুব বেশি সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্য আটুট সংকল্প ও দৃঢ় মনোবল দরকার। সেই সংকল্প ও মনোবল নিষেই তোমাকে এ নির্দেশ তিনটি পালন করে যেতে হবে। এর এক অর্থ হতে পারে, ‘এগুলো বাধ্যতামূলক বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত।’ অর্থাৎ এ বিষয় তিনটি তোমাদের প্রতি অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে। এগুলো ঐচ্ছিক ব্যাপার নয় যে, পালন না করলেও চলবে। বরং নিজের দীন ও মানবিক পূর্ণতাবিধানের জন্য সালাত, অন্যকে দীন ও মানবিকতায় পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এবং সকল পরিস্থিতিতে নীতি-নৈতিকতায় প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সবর অবলম্বন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবশ্য পালনীয় হকুম। এ হিসেবে **عزم المزعوم** অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। যি من الامور المزعومة! -অনুবাদক

18 এবং মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিও না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দর্পিত অহংকারীকে পসন্দ করেন না। ♡

19 নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর ১৩ এবং নিজ কর্তৃত্বের সংযত রাখ। ১৪ নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর। ♡

13. অর্থাৎ মানুষের চলার গতি হওয়া উচিত মাঝামাঝি; না এতটা দ্রুত যে, মনে হবে দৌড়াচ্ছে আর না এতটা শ্লথ, যা আলস্যের পর্যায়ে পড়ে। এমনকি যে ব্যক্তি জামাতাতে নামায আদায়ে যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও দৌড়াতে নিষেধ করে দিয়েছেন। বলেছেন, সে যেন শাস্তিভাবে মর্যাদাপূর্ণ গতিতে হেঁটে যায়।

14. কর্তৃত্বের সংযত রাখার অর্থ এ নয় যে, মানুষ অতি ক্ষীণ স্বরে কথা বলবে, যা শ্রোতাকে কষ্ট করে শুনতে হবে। বরং এর অর্থ হল, যাকে শোনানো উদ্দেশ্য, সে শুনতে পায় এতটুকু আওয়াজে কথা বলবে। এর বেশি চিংকার করবে না। সেটা ইসলামী আদবের খেলাফা। এমনকি যে ব্যক্তি পাঠ দান করে বা ওয়াজ করে, তার আওয়াজও প্রয়োজনের বেশি উঁচু করা ঠিক নয়। শ্রোতাদেরকে শোনানোর ও বোঝানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই উঁচু করবে। তার বেশি বড় করাকে বুরুর্গণ এ আয়াতের আলাকে অপছন্দ করেছেন। যারা অপ্রয়োজনে মাইক ব্যবহার করে মানুষকে কষ্ট দেয়, এ আদেশটির প্রতি তাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

20 তোমরা কি লক্ষ্য করনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে ঘা-কিছু আছে আল্লাহ সেগুলোকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত রেখেছেন ১৫ এবং তিনি তার প্রকাশ্য ও গুপ্ত নি'আমতসমূহ তোমাদের প্রতি পরিপূর্ণভাবে বর্ষণ করেছেন? তথাপি মানুষের মধ্যে কতক এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কে নিষ্পত্তি হয়, অথচ তাদের কাছে না আছে কোন জ্ঞান, না কোন হেদায়াত আর না কোন দীনিত্বান্বয় কিতাব, (যা তাদেরকে বিভ্রান্তির অন্ধকারে কোনরূপ আলো দেখাতে পারে)। ♡

21 যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, না, বরং আমরা তো আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যে পথে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। যদি শয়তান তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের বাপ-দাদাদেরকে) জ্বলন্ত আগুনের দিকে ডাকে তবুও কি (তারা তাদেরই অনুগামী হবে)? ১৬ ♡

15. বোঝা গেল কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক বাপ-দাদাগণ সঠিক পথের অনুসরী হয়ে থাকলে তাদের পথে চলা দৃষ্টিয়ে নয়। বরং হিদায়াতের উপর চলার জন্য হিদায়াতপ্রাপ্তদের অনুসরণই বেশি নিরাপদ। সুতরাং কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা হিদায়াতপ্রাপ্ত জামাতের উল্লেখপূর্বক বলেন, তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। কাজেই তুমি তাদের পথের অনুসরণ কর (সূরা আনআম ৬ : ৯০)। - অনুবাদক

22 যে ব্যক্তি আজগাবহ হয়ে নিজ চেহারাকে আল্লাহর অভিমুখী করে এবং সে হয় সৎকর্মশীল, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি আঁকড়ে ধরল এক মজবুত হাতল। সকল বিষয়ের শেষ পরিণাম আল্লাহরই উপর ন্যস্ত। ♡

23 (হে নবী!) কোন ব্যক্তি কুফর অবলম্বন করলে তার কুফর যেন তোমাকে ব্যথিত না করে। শেষ পর্যন্ত তো তাদেরকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তাদেরকে অবহিত করব তারা যা করেছে। নিশ্চয়ই অন্তরে যা কিছু লুকানো) আছে তাও আল্লাহ পুরোপুরি জানেন। ♡

- 24 আমি তাদেরকে কিছুটা মজা লুটতে দিচ্ছি। অতঃপর আমি তাদেরকে এক কঠিন শাস্তির দিকে টেনে নিয়ে ঘাব। ♦
- 25 তুমি যদি তাদেরকে জিজেস কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! বল, আলহামদুল্লাহ! তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশই জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। ১৭ ♦
16. অর্থাৎ আলহামদুল্লাহ! তারা অন্ততপক্ষে এই সত্যটুকু তো স্বীকার করেছে যে, এই বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টিকর্তা কেবলই আল্লাহ তাআলা। কিন্তু এই স্বীকারোভিতের সুস্পষ্ট দাবি তো ছিল এই যে, তারা যখন স্বীকার করছে সৃষ্টিকূলের প্রস্তা কেবলই আল্লাহ, তখন এটাও স্বীকার করে নেবে যে, ইবাদতের উপযুক্তও কেবল তিনিই। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য তারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগাচ্ছে না; বরং বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুকরণে শিরককে গ্রহণ করে নিয়েছে।
- 26 যা-কিছু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তা আল্লাহরই। নিশ্চয়ই আল্লাহই এমন সত্তা, যিনি সকল থেকে অনপেক্ষ, সকল প্রশংসার উপযুক্ত। ♦
- 27 ভূমিতে যত বৃক্ষ আছে তা যদি কলম হয়ে যায় এবং এই যে সাগর, এর সাথে যদি এ ছাড়া আরও সাত সাগর মিলে যায় (এবং তা কালি হয়ে আল্লাহর গুণাবলী লিখতে শুরু করে) তবুও আল্লাহর কথামালা নিঃশেষ হবে না। ১৮ বস্তুত আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ♦
17. অর্থাৎ সেই কলম ও কালি তো ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর যে বিশ্বকর সৃষ্টিমালা তাঁর অপার কুদরত ও মহিমা প্রকাশ করে তা লিখে শেষ করা যাবে না। কেননা আল্লাহর গুণ ও মহিমা অনন্ত-অসীম, কিন্তু মাখলুক সসীম, লেখকও সসীম ও লেখার উপকরণও সসীম। সসীম উপকরণ দ্বারা আল্লাহর অসীম গুণ ও মহিমা লিখে শেষ করা কীভাবে সম্ভব? -অনুবাদক
- 28 তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা ও পুনর্জীবিত করা (আল্লাহর পক্ষে) একজন মানুষ (-কে সৃষ্টি করা ও পুনর্জীবিত করা)-এর মতই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু দেখেন। ♦
- 29 তুমি দেখনি আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বিচরণশীল এবং (তুমি কি জান না) আল্লাহ তোমরা যা-কিছু করছ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত? ♦
- 30 এসব এজন্য যে, আল্লাহ তিনিই সত্য (মাবুদ) এবং তারা (অর্থাৎ মুশরিকগণ) তাঁর পরিবর্তে যেসব (মাবুদ)কে ডাকে তা ভিত্তিহীন। আর আল্লাহ সমুচ্চ, মহিমাময়। ♦
- 31 তুমি কি দেখনি জলযানসমূহ আল্লাহর অনুগ্রহে সাগরে বিচরণ করে, তিনি তোমাদেরকে নিজের কিছু নিদর্শন দেখাবেন বলে? নিশ্চয়ই এর ভেতর আছে সেই ব্যক্তির জন্য বহু নিদর্শন, যে প্রচণ্ড ধৈর্যশীল, পরম কৃতজ্ঞ। ♦
- 32 তরঙ্গমালা যখন মেঘচায়ার মত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে তখন তারা আল্লাহকে ডাকে ভক্তি-বিশ্বাসকে তাঁরই জন্য খালেস করে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে নিয়ে আসেন, তখন তাদের কিছু সংখ্যক সরল পথে থাকে। (অবশিষ্ট সকলে পুনরায় শিরকে নিষ্পত্তি হয়) আমার আয়তসমূহ অস্বীকার করে কেবল প্রত্যেক এমন লোক, যে ঘোর বিশ্বাসঘাতক, চরম অকৃতজ্ঞ। ♦
- 33 হে মানুষ! নিজ প্রতিপালক (এর অসন্তুষ্টি) থেকে বেঁচে থাক এবং সেই দিনকে ভয় কর, যখন কোন পিতা তার সন্তানের উপকারে আসবে না এবং কোন সন্তানেরও সাধ্য হবে না তার পিতার কিছুমাত্র উপকার করার। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকায় ফেলতে না পারে এবং সর্বাপেক্ষা বড় প্রতারক (শয়তান)-ও যেন আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকা দিতে না পারে। ♦
- 34 নিশ্চয়ই কিয়ামত (-এর ক্ষণ) সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে আছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন মাত্রগর্ভে কী আছে। ১৯ কোন প্রাণী জানে না সে আগামীকাল কী আর্জন করবে এবং কোন প্রাণী এটাও জানে না যে, কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, সবকিছু সম্পর্কে পরিপূর্ণ খবর রাখেন। ♦
18. অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তানটি ছেলে, না মেয়ে, ভাগ্যবান (দীনদার) হবে, না হতভাগা (বদদীন), তার আয়ু কী হবে এবং জীবিকা কী? প্রভৃতি বিষয়ে তার সম্পর্কে সামগ্রিক ততান আল্লাহ ছাড়া কারও নেই। মানুষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কিছু কিছু বিষয়ে হয়তো জানতে পারে, কিন্তু তার সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে জানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। -অনুবাদক



♦ আস সিজদাহ ♦

1 আলিফ-লাম-মীম। ♦

2 এটি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই। ♦

3 লোকে কি বলে নবী নিজে এটা রচনা করে নিয়েছে? না, (হে নবী!) এটা তো সত্য, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, যাতে তুমি এর মাধ্যমে সতর্ক কর এমন এক সম্প্রদায়কে, যাদের কাছে তোমার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি, যাতে তারা সঠিক পথে এসে যায়। ♦

1. মুক্তা মুকাররমায় মৃত্তিপূজার সূচনা কাল থেকে কোন নবী-রাসূলের আগমন ঘটেনি। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ তালীম ও তাবলীগের কাজ করছিলেন বটে, কিন্তু তারা কেউ নবী ছিলেন না। এ সময়ের ভেতর এখানে কোন নবী প্রেরিত হননি।

4 আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এর মধ্যবর্তী যাবতীয় বস্তু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং নেই কোন সুপারিশকারী। তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? ♦

2. 'ইসতিওয়া'-এর অভিধানিক অর্থ সোজা হওয়া, আসন গ্রহণ করা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কিভাবে আরশে ইসতিওয়া গ্রহণ করেন, আমাদের পক্ষে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বিষয়টা আমাদের বুঝ-সমর্থের অতীত। কাজেই এর তত্ত্ব-তালাশের পেছনে পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। পড়লেও অকাট্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে এতটুকু ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, কুরআন মাজীদ যা-কিছু বলেছে তা সত্য।

3. আরববাসী মৃত্তিপূজা করত এই বিশ্বাসে যে, মৃত্তিরা আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করে তাদের পার্থিব প্রয়োজনাদি সমাধা করে দেবে। সুরা ইউনুসে আল্লাহ তাআলা তাদের এ বিশ্বাসের কথা তুলে ধরেছেন। (ইউনুস ১০ : ১৮)

5 আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত প্রতিটি কাজের ব্যবস্থাপনা তিনি নিজেই করেন। তারপর সে কাজ এমন এক দিনে তার কাছে উপরে পৌঁছে, তোমাদের গণনা অনুযায়ী যার পরিমাণ হাজার বছর। ♦

4. আল্লাহ তাআলার কাছে এক দিন মানুষের গণনা অনুযায়ী হাজার বছর হয় এ কথার অর্থ কী? এর প্রকৃত ব্যাখ্যা তো আল্লাহ তাআলাই জানেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রাযি) একে মুতাশাবিহাত (অর্থাৎ এমন সব দ্বার্থবোধক বিষয়, যার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন; কিন্তু মুফাসিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। যেমন এর এক ব্যাখ্যা হল, এ দিন দ্বারা কিয়ামতের দিন তাদের সকলকে আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। এর আরেক ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তা কার্যকর করার জন্য যে সময় স্থির করেন, সেই স্থিরীকৃত সময়েই তা কার্যকর করা হয়ে থাকে। সৃত্রাং কোন কোন বিষয় কার্যকর করতে মানুষের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছরও লেগে যায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে সেই এক হাজার বছরও দীর্ঘ কিছু সময় নয়; বরং এক দিনের সমতুল্য। সুরা হাজেজ (২৩ : ৪৭) বলা হয়েছে, কাফেরদেরকে যখন বলা হত, কুফরের কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদের উপর দুনিয়া বা আধ্যাতলে অবশ্যই কোন আয়াব আসবে, তখন তারা একথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত এবং বলত এত দিন চলে গেল, কই কোন আয়াব তো আসল না। সতিই যদি কোন আয়াব আসার হয়, তবে এখনই কেন তা আসছে না? তার উত্তরে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই পূরণ হবে। বাকি সেটা কখন পূরণ হবে, তা নির্ধারিত হবে আল্লাহ তাআলার নিজ হেকমত অনুযায়ী। তোমরা যে মনে করছ তার আগমন অনেক বিলম্বিত হয়ে গেছে, আসলে বিশ্বটা তা নয়। তোমরা যাকে এক হাজার বছর গণ্য কর, আল্লাহ তাআলার কাছে তা এক দিনের সমান। এ আয়াত সম্পর্কে কিছুটা বিশদ আলোচনা সুরা মাতারিজ (৭০ : ৩)-এ আসবে।

6 তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য বস্তুর জ্ঞাতা। তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ♦

7 তিনি যেসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তার প্রত্যেকটিকে করেছেন সুন্দর। আর মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদা হতে। ♦

8 অতঃপর তার বংশধারা চালু করেছেন নিঃসারিত তুচ্ছ পানি থেকে। ♦

9 তারপর তাকে ঠিকঠাক করত তার ভেতর নিজ রাহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং (হে মানুষ!) তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কান, চোখ ও অন্তর। তোমরা অল্লাহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ♦

৫. আল্লাহ তাআলা মানুষকে নিজের সাথে সম্বন্ধসূচক করেছেন একথার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য যে, মানুষের আত্মা (روح) অত্যন্ত মর্যাদাবান, তা এক বিশ্বাসকর সৃষ্টি এবং আল্লাহ তাআলার কাছে অপরাপর প্রাণীর আত্মা অপেক্ষা তার এক বিশেষ মহিমা ও গুরুত্ব আছে। - অনুবাদক

- ১০ তারা বলে, আমরা যখন মাটিতে মিশে হারিয়ে যাব, তখনও কি আমরা এক নতুন জন্ম লাভ করব? প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হওয়াকে অঙ্গীকার করে। ❁
- ১১ বলে দাও, মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে, সে তোমাদেরকে পুরোপুরি উসুল করে নেবে। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ❁
- ১২ এবং হায়! তুমি যদি সেই দৃশ্য দেখতে, যখন অপরাধীরা নিজ প্রতিপালকের সামনে মাথা নুইয়ে (দাঁড়িয়ে) থাকবে (এবং বলবে!) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা (এবার প্রকৃত বিষয়) দেখলাম ও শুনলাম। সুতরাং আমাদের পুনরায় (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দিন। তাহলে আমরা সৎকাজ করব। আমরা যথার্থ বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছি। ❁
- ১৩ আমি চাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে (প্রথমেই) তার হেদায়াত দিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার পক্ষ হতে কথা স্থিরীকৃত হয়ে গেছে যে, আমি জাহানামকে জিন ও মানব দ্বারা অবশ্যই ভরে ফেলব। ৷ ❁
৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মানুষকে জেরপূর্বক হেদায়াত দিতে চাইলে তা অবশ্যই দিতে পারতেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে পরীক্ষা করার যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য সফল হত না। মানুষের পরীক্ষা তো এরই মধ্যে যে, তারা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে নবী-রাসূলগণের কথায় ঈমান আনবে। কিন্তু তারা যখন জাহানাম ও জাহানাম ব্রহ্মকে দেখে নেবে তখনকার সেই জবরদস্তিমূলক ঈমানের ভেতর কোন পরীক্ষা থাকে না। তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি এই পরীক্ষা নেওয়ার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করার পর সেই প্রথম দিনেই স্থির করে রেখেছিলাম যে, যারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে নবীদের প্রতি ঈমান আনবে না ও তাদের কথা বিশ্বাস করবে না, এবং তাদেরকে মিথ্যক ঠাওরাবে, তাদের দ্বারা জাহানাম ভরে ফেলব।
- ১৪ এবার (জাহানামের) স্বাদ ভোগ কর, যেহেতু তোমরা তোমাদের এ দিনটি ভুলে গিয়েছিলে, আমিও তোমাদেরকে ভুলে গিয়েছি। তোমরা যা-কিছু করছিলে তার বিনিময়ে এখন স্থায়ী আয়াবের স্বাদ ভোগ করতে থাক। ❁
- ১৫ আমার আয়াতসমূহে তো ঈমান আনে কেবল তারা, যারা এর দ্বারা যখন উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তখন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং নিজ প্রতিপালকের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে। আর তারা অহংকার করে না। ৷ ❁
৭. এটা সিজদার আয়াত। এটা তিলাওয়াত করলে বা শুনলে সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।
- ১৬ (রাতের বেলা) তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায় ৷ এবং তারা নিজ প্রতিপালককে ভয় ও আশার (মিশ্রিত অনুভূতির) সাথে ডাকে। ৷ আর আমি তাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে। ❁
৮. অর্থাৎ তারা রাতের বেলা নামায পড়ে। এর দ্বারা যেমন ইশার নামায বোঝানো হয়েছে, যা কি না ফরয, তেমনি তাহাজ্জুদের নামাযও, যা একটি সুন্নত বিধান।
৯. অর্থাৎ তাদের মনে এই ভয়ও আছে যে, যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটে যায়, পাছে তার কারণে তাদের ইবাদত নামঝুর হয়ে যায়। আবার আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রতি লক্ষ্য করে এই আশাও লালন করে যে, তিনি তা কবুল করে সওয়াব ও পুরস্কার দান করবেন।
- ১৭ সুতরাং কোন ব্যক্তি জানে না একাপ লোকদের জন্য তাদের কর্মফল স্বরূপ চোখ জুড়ানোর কত কি উপকরণ লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ১০ ❁
১০. অর্থাৎ একাপ সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ তাআলার অদৃশ্য ভাণ্ডারে যেসব নিয়ামত লুকানো আছে তা মানুষের কল্পনারও অতীত।
- ১৮ আচ্ছা বল তো, যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে ফাসেক? (বলাবাহল্য) তারা সমান হতে পারে না। ❁
- ১৯ যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী বসবাসের উদ্যান, যা তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারে প্রাথমিক আতিথেয়তাস্ত্রুপ দেওয়া হবে। ❁

20 আর ঘারা অবাধ্যতা করেছে তাদের স্থায়ী আবাসন হল জাহানাম। যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাবে, তাদেরকে তাতেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে অঙ্গীকার করতে তার মজা ভোগ কর। ♦

21 এবং সেই বড় শাস্তির আগে আমি তাদেরকে অবশ্যই লঘু শাস্তির স্বাদও প্রহণ করাব। ১১ হয়ত তারা ফিরে আসবে। ♦

11. আধ্যাতের বড় শাস্তির আগে দুনিয়ায় মানুষের যে ছোট-ছোট বিপদ-আপদ আসে তার প্রতি ইশ্বরা করা হয়েছে। এসব মুসিবত আসে মানুষকে সতর্ক করার জন্য। যাতে তারা নিজেদের আমল ও অবস্থা বিচার করে দেখে এবং গুনাহ হতে নিবৃত্ত হয়। এ আয়াতের শিক্ষা হল, দুনিয়ার জীবনে কখনও কোন মুসিবত দেখা দিলে আল্লাহ তাআলার দিকে রঞ্জু হয়ে নিজ গুনাহ হতে তাওবা করা এবং নিজ আমল ও অবস্থা সংশোধন করে ফেলা উচিত। তাহলে সেটা যেমন মুসিবত থেকে মুক্তির কারণ হবে, তেমনি আধ্যাতেও নাজাতের উসিলা হবে।

22 সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়তসমূহ দ্বারা নসীহত করা হয়েছে আর সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমি অবশ্যই একপ জালেমদের থেকে বদলা নিয়ে ছাড়ব। ♦

23 নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তার সাক্ষাত সম্পর্কে কোন সন্দেহ থেকো না। ১২ আমি সে কিতাবকে বনী ইসরাইলের জন্য বানিয়েছিলাম পথ-নির্দেশ। ♦

12. 'তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থেকো না' এ কথাটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে, যথা (ক) হয়রত মুসা আলাইহিস সালাম যে তাওয়াতের সাক্ষাত পেয়েছিলেন অর্থাৎ তাওয়াত প্রাপ্ত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করো না। (খ) হয়রত মুসা আলাইহিস সালামকে যেমন কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তেমনি তোমাকেও কিতাব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ কিতাব যে তুমি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে লাভ করেছ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করো না। আর তুমি যখন কিতাবপ্রাপ্ত রাসূল তখন কাফেরগণ কী বলে না বলে তা নিয়ে পেরেশান হয়ে না, তাতে ব্যথিত হয়ে না। (গ) কাফেরগণ যে অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ করো না। (ঘ) মিরাজের রাতে তুমি যে মুসার সাক্ষাত লাভ করেছিলে, তা বাস্তব সত্য। সে বিষয়ে সন্দেহ করো না। -অনুবাদক]

24 আর আমি তাদের মধ্যে কিছু লোককে, যখন তারা সবর করল, এমন নেতা বানিয়ে দিলাম, ঘারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত এবং তারা আমার আয়তসমূহে গভীর বিশ্বাস রাখত। ১৩ ♦

13. অর্থাৎ সবর অবলম্বন এবং আমার আয়তসমূহে গভীর বিশ্বাসের বদৌলতে বনী ইসরাইলকে যেমন নেতৃত্ব দান করেছিলাম, তেমনি তোমরাও যদি সর্বতোভাবে সবর অবলম্বন কর ও সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়ে যাও, তবে তোমাদের সঙ্গেও একই রকম আচরণ করা হবে। আল্লাহ তাআলা সাহাবীদের যুগে তার এ প্রতিশ্রুতি পূরণ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন -অনুবাদক। (তফসীরে উসমানীর ভাবাবলম্বনে)

25 নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেই সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন, যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করছিল। ♦

26 তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) কি কোন পথ-নির্দেশ লাভ করেনি এ বিষয় দ্বারা যে, তাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসভূমি দিয়ে তারা চলাফেরা করে থাকে? ১৪ নিশ্চয়ই এর মধ্যে তাদের জন্য আছে বহু নির্দর্শন। তবে কি তারা শোনে না? ♦

14. যেমন ছামুদ জাতি। আরববাসী তাদের বাসভূমির উপর দিয়ে প্রচুর যাতায়াত করত ও তাদের ঘর-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করত।

27 তারা কি দেখে না আমি উষর ভূমির দিকে পানি টেনে নিয়ে যাই তারপর তা দ্বারা উদগত করি শস্য, যা থেকে খায় তাদের গবাদি পশু এবং তারা নিজেরাও? তবে কি তারা কিছু উপলক্ষ্মি করতে পারে না? ♦

28 তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (বল,) এ মীমাংসা করবে হবে? ♦

29 বলে দাও, যে দিন মীমাংসা হবে, সে দিন অঙ্গীকারকারীর জন্য তাদের ঈমান আনয়ন কোন উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশও দেওয়া হবে না। ১৫ ♦

15. অর্থাৎ এখনও সময় আছে। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং সেই দিন যাতে মুক্তি লাভ করতে পার তার চেষ্টা কর। অন্যথায় সেই দিনটি এসে গেলে তখন ঈমান আনার দ্বারা কোন কাজ হবে না। তখন শাস্তি দেরি করা হবে না এবং ভবিষ্যতে সংশোধন হয়ে আসার সুযোগও দেওয়া হবে না। কাজেই এখনকার সুযোগকে কাজে লাগাও। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে সময় নষ্ট করো না। মীমাংসার সে সময় স্থির হয়ে আছে। একদিন তা অবশ্যই আসবে। কেউ তা টলাতে পারবে না। কাজেই তা কখন আসবে, মীমাংসা কখন হবে এটা একটা ফয়ল প্রশ্ন (-অনুবাদক, তফসীরে উসমানী থেকে)।



♦ আল আহ্মাব ♦

1 হে নবী! আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং কাফের ও মুনাফেকদের আনুগত্য করো না। ১ নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। *

1. কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের প্রস্তাব পেশ করত। বলত, আপনি যদি আমাদের এ কথাটা মেনে নেন, তবে আমরাও আপনার কথা মানব। মুনাফেকরাও তাদের সমর্থন করে বলত, এটা তো ভালো প্রস্তাব। এটা করলে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়বে ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে। অথচ তাদের এ প্রস্তাব ছিল ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। ঈমানের সঙ্গে তার সহাবস্থান কখনওই সম্ভব নয়। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে আশ্বস্ত করেন যে, আপনি যদি তাদের এসব প্রস্তাবে কান না দিয়ে নিজ কাজে লেগে থাকেন ও আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রাখেন, তবে আল্লাহ তাআলা নিজেই সবকিছু ঠিকঠাক করে দেবেন। কেননা কর্মবিধায়ক হিসেবে তিনিই যথেষ্ট।

2 তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যে ওহী পাঠানো হচ্ছে তার অনুসরণ কর। তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ নিশ্চিতভাবে সে সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত। *

3 এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখ। কর্মবিধানের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। *

4 আল্লাহ কারও অভ্যন্তরেই দু'টো হৃদয় সৃষ্টি করেননি। ১ আর তোমরা তোমাদের যে স্ত্রীদেরকে মায়ের পিঠের সাথে তুলনা কর, তাদেরকে তোমাদের মা বানাননি। ২ আর তোমাদের মুখের ডাকা পুত্রদেরকে তোমাদের প্রকৃত পুত্র সাব্যস্ত করেননি। এটা তো তোমাদের মুখের কথামাত্র। আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। *

2. স্ত্রীকে মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করাকে পরিভাষায় জিহার বলা হয়। সামনে সূরা মুজাদালায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

3. এই অসাধারণ বাক্যটির সম্পর্ক যেমন পূর্বের আয়াতের সাথে, তেমনি সামনের আয়াতের সাথেও। পূর্বের আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক একই, কাফের ও মুনাফেকরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের সামনে প্রস্তাব পেশ করত যে, তিনি যেন আল্লাহ তাআলাকেও খুশী রাখেন এবং তাদের দাবি মেনে তাদেরকেও খুশী করে দেন, অথচ আল্লাহ তাআলা মানুষের সিনার ভেতর হৃদয় সৃষ্টি করেছেন মাত্র একটিই। সে হৃদয় যখন আল্লাহ তাআলার হয়ে যায়, তখন তার সন্তুষ্টির বিপরীতে অন্য কাউকে খুশী রাখার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। এটা তো সম্ভব নয় যে, মানুষ একটি হৃদয় দেবে আল্লাহকে এবং আরেকটি দেবে অন্য কাউকে, যেহেতু হৃদয় তার দু'টি নেই-ই।

পরের আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, আরবে একটা কুপথা ছিল, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলত, আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠ যেমন, তুমি আমার পক্ষে ঠিক সেই রকম, তবে স্ত্রীকে তার জন্য তার মায়ের মত হারাম মনে করা হত। এমনিভাবে কেউ যদি কাউকে পোষ্যপুত্রদের গ্রহণ করত, তবে তাকে নিজের ষষ্ঠির পুত্রের মত মনে করা হত এবং ষষ্ঠির পুত্রের মতই তার ক্ষেত্রে মীরাছ ইত্যাদির বিধান জারি করা হত। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলছেন, মানুষের বুকের ভেতর যেমন দুটি অন্তর থাকতে পারে না, তেমনি মানুষের দুজন মা হতে পারে না এবং হতে পারে না দু' রকমের পুত্র, এক তো সেই, যে তার ষষ্ঠিসে জন্ম নিয়েছে এবং আরেক সেই যাকে মৌখিক ঘোষণা দ্বারা পুত্র বানিয়ে নেওয়া হয়েছে।

5 তোমরা তাদেরকে (পোষ্যপুত্রদেরকে) তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক। ১ এ পদ্ধতিই আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। তোমরা যদি তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই ও তোমাদের বন্ধু। ২ তোমাদের দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে সেজন্য তোমাদের কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের অন্তর ইচ্ছা পোষণ করে (তা করলে তোমাদের গুনাহ হবে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৩ *

4. অর্থাৎ পোষ্যপুত্রদেরকে যদি আপন পুত্রের মত মহবত কর ও সেই মত আচরণ তাদের সাথে কর, তাতে তো কোন দোষ নেই কিন্তু তাদের পিতৃ-পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে তখন নিজেদের পরিচয়ে পরিচিতি না করে বরং তাদের আপন আপন জন্মদাতার পরিচয়ই দান করবে।

5. অর্থাৎ পোষ্যপুত্রের প্রকৃত পিতা কে তা যদি জানা না থাকে, তখনও তাকে তোমার নিজ পুত্র না বলে দীনী ভাই বা গোত্রীয় বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিও।

6. পোষ্যপুত্রকে ভুলবশত পুত্র বললে কিংবা প্রতীকী অর্থে পুত্র বলে সংবোধন করলে তাতে গুনাহ নেই। আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করে দেন। কিন্তু বুঝে শুনে সত্যি সত্যি যখন পিতৃ-পরিচয় দেওয়া হয়, তখন তাকে নিজ পুত্র বলে প্রকাশ করা কিছুতই জায়েয় নয়।

6

মুমিনদের পক্ষে নবী তাদের নিজেদের প্রাণ অপেক্ষাও বেশি ঘনিষ্ঠ। আর তাদের স্ত্রীগণ তাদের মা। তথাপি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী অন্যান্য মুমিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা গর্ভ-সূত্রের আত্মীয়গণ (মীরাছের ব্যাপারে) একে অন্যের উপর অগ্রাধিকার রাখে। তবে তোমরা যদি তোমাদের বক্র-বাঞ্ছবের (পক্ষে কোন অসিয়ত করে তাদের) প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন কর সেটা ভিন্ন কথা। একথা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। *

7. এখানে আল্লাহ তাআলা এই বাস্তবতা তুলে ধরছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও সমস্ত মুসলিমের কাছে তাদের নিজ প্রাণ অপেক্ষাও বেশি প্রিয় এবং তার পবিত্র স্ত্রীগণকে তারা নিজেদের মাঝে গণ্য করে, কিন্তু তাই বলে মীরাছের ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে তার কাছে তার আত্মীয়বর্গের উপর অগ্রাধিকার রাখেন না। কাজেই কারও ইন্তিকাল হয়ে গেলে তার মীরাছে তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যেই বণ্টন করা হয়ে থাকে; মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে তা থেকে কোন অংশ দেওয়া হয় না, অথচ দীনী দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মুমিনীনগণকে তাদের দীনী সম্পর্ক সত্ত্বেও কারও মীরাছে শরীক রাখা হয়নি, তখন পোষ্যপুত্রকে কেবল মুখে পুত্র বলে দেওয়ার অভ্যুত্তে কী করে মীরাছে অংশীদার বানানো যেতে পারে? হাঁ, তাদের প্রতি যদি সৌজন্য প্রদর্শনের ইচ্ছা হয়, তবে নিজের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের ভেতর তাদের পক্ষে অসিয়ত করার সুযোগ আছে।

7

এবং (হে রাসূল!) সেই সময়কে স্মরণ রাখ, যখন আমি সমস্ত নবী থেকে প্রতিশ্রূতি নিয়েছিলাম এবং তোমার থেকেও এবং নৃহ, ইবরাহিম, মুসা ও ঈসা ইবনে মারয়াম থেকেও আর আমি তাদের থেকে নিয়েছিলাম অতি কঠিন প্রতিশ্রূতি, ^৮ *

8. পেছনের আয়াতে বলা হয়েছিল নবী প্রত্যেক মুমিনের কাছে তার প্রাণ অপেক্ষাও বেশি ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়। এ আয়াতে বলা হচ্ছে, নবীগণের দায়িত্বও অতি বড়, অনেক কঠিন। তাদের থেকে কঠিন প্রতিশ্রূতি নেওয়া হয়েছিল, তারা যেন আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী মানুষের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দেন এবং তাদের পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আঞ্চাম দেন।

8

সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য ৯ এবং কাফেরদের জন্য তো তিনি এক যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। *

9. নবীগণের থেকে এ প্রতিশ্রূতি গ্রহণ করা হয়েছিল এজন্য, যাতে মানুষের কাছে আল্লাহ তাআলার বার্তা যথাযথভাবে পৌঁছে যায় এবং তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যায়, ফলে কারও একথা বলার সুযোগ না থাকে যে, আমরা তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাইনি; তা পেলে আমরা ঠিকই ঈমান আনতাম। তাদের থেকে এ প্রতিশ্রূতি নেওয়ার ফলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মানুষকে জিজ্ঞেস করবেন, তারা কতটা সততার সাথে আল্লাহর তাআলার আনুগত্য করেছিল? নবীগণ যদি আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত প্রতিশ্রূতি মোতাবেক তাদের কাছে তাঁর পয়গাম যথাযথভাবে না পৌঁছাতেন, তবে তাদের প্রতি আল্লাহর প্রমাণ চূড়ান্ত হত না আর সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতেন না। কেননা প্রমাণ চূড়ান্ত করা ছাড়া কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সেটা আল্লাহ তাআলার ইন্সাফের পরিপন্থী হত।

9

হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের প্রতি সেই সময় কীরুপ অনুগ্রহ করেছিলেন তা স্মরণ কর, যখন বহু সৈন্য তোমাদের প্রতি চড়াও হয়েছিল, তারপর আমি তাদের বিরুদ্ধে এক ঝড়ো হাওয়া পাঠাই এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখতে পাওনি। ^{১০} আর তোমরা যাকিছু করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন। *

10. এখান থেকে আহ্যাবের যুদ্ধ বর্ণিত হচ্ছে। ২৭ নং আয়াত পর্যন্ত এ যুদ্ধের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যুদ্ধের ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ-

প্রসিদ্ধ ইয়াহুদী গোত্র বনু নাজীরের চক্রান্তে কুরাইশ পৌত্রলিঙ্গগণ সিদ্ধান্ত স্থিতি করেছিল যে, তারা আরবের বিভিন্ন গোত্রকে একান্ত্র করে সকলে যৌথভাবে মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা চালাবে। সেমতে কুরাইশ গোত্র ছাড়াও বনু গাতফান, বনু আসলাম, বনু মুররা, বনু আশজা, বনু কিনানা ও বনু ফাত্যারা এ গোত্রসমূহ সম্প্রতিভাবে এক বিশ্বাস কীর্তন করে ফেলল। তাদের সংখ্যা বার হাজার থেকে পনের হাজার পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এই বিপুল সশস্ত্র সেনাদল পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পাওয়া মাত্র সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে প্রারম্ভ বসলেন। হযরত সালমান ফারসী (রায়ি) প্রারম্ভ দিলেন, মদীনা মুনাওয়ারার উত্তর দিকে, যে দিক থেকে হানাদার বাহিনী আসতে পারে, একটি গভীর পরিখা খনন করা হোক, যাতে তারা নগরে প্রবেশ করতে সক্ষম না হয়। সুতরাং সমস্ত সাহাবী কাজে লেগে গেলেন। মাত্র ছয় দিনে তারা সাড়ে তিনি মাইল দীর্ঘ ও পাঁচ গজ গভীর একটি পরিখা খনন করে ফেললেন। মুসলিমদের পক্ষে এ যুদ্ধটি পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধ অপেক্ষা বেশি কঠিন ছিল। শক্র সৈন্য ছিল তাদের চার গুণেরও বেশি। আবার গোদের উপর বিষফেঁড়া ঋরপ কুখ্যাত ইয়াহুদী গোত্র বনু কুরাইশ সম্পর্কে খবর পাওয়া গেল, তারা মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে হানাদারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা যেহেতু ছিল মুসলিমদের প্রতিবেশী, তাই তাদের দিক থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল অনেক বেশি। তখন ছিল প্রচণ্ড শীত কাল। খাদ্য সামগ্ৰীরও ছিল অভাব। এটো দীর্ঘ পরিখা খনন কার্যে দিন-রাত ব্যস্ত থাকার দরুণ রোজগারেও কেন সুযোগ মেলেনি। ফলে খাদ্য সংকট তীব্রাকার ধারণ করল। এ অবস্থায় হানাদার বাহিনী পরিখাৰ কিনারায় এসে শিবিৰ ফেলল। অতঃপর উভয় পক্ষে তীর ও পাথর ছোড়াচুড়ি চলতে থাকল। লাগতার প্রায় এক মাস এ অবস্থা চলল। রাত-দিন একটানা পাহারা দিতে দিতে মুজাহিদগণ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। পরিশেষে এক সময় সুদীর্ঘ এ কঠিন পরিক্ষার অবসান হল আর তা এভাবে যে, আল্লাহ তাআলা হানাদারদের ছাউনির উপর দিয়ে এক হিমশীলত তীব্র ঝড়ো হাওয়া বহয়ে দিলেন। তাতে তাদের তাঁবু ছিড়ে গেল, হাড়-পাতিল সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল, চুল নিভে গেল এবং সওয়ারীর পশ্চগুলো ভয় পেয়ে চারদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। এভাবে তাদের গোটা শিবিৰ জেরবাৰ হয়ে গেল। অগত্যা তাদেরকে অবরোধ ত্যাগ করে ব্যর্থতাৰ প্লান নিয়ে ফিরে যেতে হল। আলোচ আয়াতে এই ঝড়ো হাওয়াৰ কথাই বলা হয়েছে। আয়াতে যে অদৃশ্য সেনাদলের কথা বলা হয়েছে, তা হল ফেরেশতার বাহিনী। তারাই বহুমুখী তৎপৰতা দ্বারা শক্রবাহিনীকে নাকাল করে ফেলেছিল। পরিশেষে তারা সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যমুক্ত হয়ে পড়ে এবং উপায়ান্তর না দেখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

10

স্মরণ কর যখন তারা তোমাদের উপর চড়াও হয়েছিল উপর দিক থেকেও এবং নিচের দিক থেকেও ^{১১} এবং যখন চোখ বিস্ফারিত

হয়েছিল এবং প্রাণ মুখের কাছে এসে পড়েছিল আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকমের ভাবনা ভাবতে শুরু করেছিলে। ১১ ❁

11. এ রকম কঠিন পরীক্ষার সময়ে অন্তরে নানা রকমের ওয়াসওয়াসা ও ভাবনা জেগে থাকে। এর দ্বারা এমন সব ভাবনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যা দ্বারা সৈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

12. উপর দিকে যারা চড়াও হয়েছিল, তারা ছিল সম্মিলিত বাহিনী। তারা পরিখার ওপর থেকে অবরোধ করে রেখেছিল। আর 'নিচের দিক থেকে' বলে বনু কুরাইজার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তারা ভেতর থেকে মুসলিমদের উপর হামলা চালানোর চক্রান্ত করেছিল।

11. তখন মুমিনগণ কঠিনভাবে পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তাদেরকে তীব্র প্রকম্পনে কাঁপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ❁

12. এবং স্মরণ কর যখন মুনাফেকগণ এবং ঘাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। ১৩ ❁

13. বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় আছে, হয়রত সালমান ফারসী (রায়ি) যে স্থানে পরিখা খনন করেছিলেন, সেখানে একটি কঠিন পাথরের চাঁই বের হয়ে এসেছিল। সেটি কোনক্রমেই ভাঙ্গা যাচ্ছিল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিস্যটা অবগত করা হলে তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হন এবং হাতে কোদাল নেন। তিনি প্রথমে পাঠ করলেন, **‘وَتَمْتَ كُلَّ مُتْبَرٍ’** “এবং তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্যিকারভাবে পূর্ণতা লাভ করল”। তারপর পাথরটির উপর কোদাল মারলেন। তাতে পাথরটির এক-তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেল। সেই সঙ্গে তা থেকে আগন্তের এমন এক ফুলকি ছুটল, যার আলোয় তিনি ইয়ামান ও কিসরার অট্টালিকাসমূহ দেখতে পেলেন। তারপর তিনি আবার পাঠ করলেন, **‘وَتَمْتَ كُلَّ مُتْبَرٍ’** “এবং তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্যিকার ও ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণতা লাভ করল”। এই বলে তিনি দ্বিতীয় বার কোদাল মারলেন। তাতে পাথরটির দ্বিতীয় অংশ ভেঙ্গে গেল এবং সেই সঙ্গে আগন্তের এমন এক ফুলকি ছুটল, যার আলোয় তিনি রোমের অট্টালিকাসমূহ দেখতে পেলেন। তারপর তৃতীয় আঘাত হানলেন এবং তাতে সম্পূর্ণ পাথরটি ভেঙ্গে খান হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, ইয়ামান, ইরান ও রোমের অট্টালিকাসমূহ দেখিয়ে আমাকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, এসব দেশ আমার উশ্মতের করতলগত হবে। মুনাফেকরা তো একথা শুনে হেসেই খুন। তারা ব্যঙ্গ করে বলল, যারা নিজেদের নগর রক্ষা করতেই হিমশিম খাচ্ছে, তারা কিনা রোম ও ইরান জয়ের স্বপ্ন দেখছে। মুফাসিরগণ বলেন, এ আয়তে মুনাফেকদের সেই সব মন্তব্যের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

13. এবং যখন তাদেরই মধ্যকার কতিপয় লোক বলছিল, হে ইয়াসরিববাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই। সুতরাং ওয়াপস চলে যাও এবং তাদেরই মধ্যে কিছু লোক (বাড়ি যাওয়ার জন্য) এই বলে নবীর কাছে অনুমতি চাইল যে, আমাদের ঘর অরক্ষিত, ১৪ অর্থ তা অরক্ষিত ছিল না; বরং তাদের অভিপ্রায় ছিল কেবল (কোনও উপায়ে) পালিয়ে যাওয়া। ❁

14. এরা ছিল মুনাফেকদের একটি দল। তারা তাদের ঘর-বাড়ি অরক্ষিত থাকার বাহানা দেখিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে চাচ্ছিল।

14. মদীনার চারদিক থেকে যদি তাদের কাছে শক্রদের প্রবেশ ঘটত আর তাদেরকে বিদ্রোহে যোগ দিতে বলা হত, তবে তারা অবশ্যই তাতে যোগ দিত এবং তখন গৃহে অবস্থান করত অল্লাই। ১৫ ❁

15. অর্থাৎ এখন তো মুনাফেকরা তাদের বাড়ির প্রাচীর নিচু হওয়ার ও তা অরক্ষিত থাকার বাহানা দেখাচ্ছে, কিন্তু শক্র সৈন্য যদি চারদিক থেকে মদীনায় ঢুকে পড়ে এবং তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রয়োচনা দেয়, তবে শক্রদের পাল্লা ভারি দেখে তারা অবশ্যই তাদের সঙ্গে যুদ্ধে হবে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে। তখন আর তাদের ঘর-বাড়ি অরক্ষিত থাকার কথা খেয়াল থাকবে না।

15. বস্তুত তারা পূর্বে আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ❁

16. (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর, তবে সে পলায়ন তোমাদের কোন কাজে আসবে না এবং সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে (জীবনের) আনন্দ ভোগ করতে দেওয়া হবে অতি সামান্যই। ❁

17. বল, এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করতে পারে, যদি তিনি তোমাদের কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন অথবা (এমন কে আছে, যে তার রহমত ঠেকাতে পারে), যদি তিনি তোমাদের প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করেন? তারা আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। ❁

18. আল্লাহ তাদেরকে ভালো করেই জানেন, তোমাদের মধ্যে যারা (জিহাদে) বাধা সৃষ্টি করে এবং নিজ ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে চলে এসো ১৬ আর তারা নিজেরা তো যুদ্ধে আসে অতি সামান্যই। ❁

16. এর দ্বারা বিশেষ এক মুনাফেকের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সে নিজ ঘরে পানাহারে মশগুল থাকত আর তার যে অকুত্রিম মুসলিম ভাই যুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হত তাকে তা থেকে ফেরানোর চেষ্টা করত। তাকে হতোদ্যম করার জন্য বলত, নিজেকে নিজে মুসিবতে ফেলতে যাচ্ছে কেন? তার চেয়ে আমার কাছে চলে এসো এবং আমার সাথে নিশ্চিন্তে পানাহারে শরীক হয়ে যাও। (ইবনে জারীর তাবারী)

19

(এবং তাও) তোমাদের প্রতি লালায়িত হয়ে। ১৭ সুতরাং যখন বিপদ এসে পড়ে, তখন তুমি তাদেরকে দেখবে মৃত্যু ভয়ে মৃচ্ছিত ব্যক্তির মত তোমার দিকে ঘূর্ণিত চোখে তাকাচ্ছে। অতঃপর যখন বিপদ কেটে যায় তখন তারা অর্থের লোভে তীক্ষ্ণ ভাষায় তোমাদেরকে বিন্দু করে। ১৮ তারা আদৌ ঈমান আনেনি। ফলে আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন আর এটা তো আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ। *

17. অর্থাৎ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও কঠোর ভাষায় মুসলিমদের কাছে গনীমতের অংশ দাবি করত।

18. অর্থাৎ নামের জন্য কিছুক্ষণের জন্য যদি যুদ্ধে অংশ নেয়ও, তবে তার উদ্দেশ্য থাকে কেবল অর্থপ্রাপ্তি। অর্থাৎ মুসলিমগণ গনীমত লাভ করলে তা থেকে তারাও একটা অংশ পাবে।

20

তারা মনে করছে সম্মিলিত বাহিনী এখনও চলে যায়নি। তারা (পুনরায়) এসে পড়লে তারা কামনা করবে, যদি তারা দেহাতীদের মধ্যে গিয়ে বসবাস করত (এবং সেখানে থেকেই) তোমাদের খবরাখবর জেনে নিত। ১৯ আর তারা যদি তোমাদের মধ্যে থাকত, তবু যুদ্ধে আল্লাই অংশগ্রহণ করত। *

19. অর্থাৎ কাফের বাহিনী পরাস্ত হয়ে ফিরে যাওয়া সত্ত্বেও কাপুরুষ মুনাফেকরা তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারা এমনই ভীরু যে, কাফেরদের বাহিনী পুনরায় ফিরে এসে হামলা করলে এদের কামনা হবে নগর ত্যাগ করে কোন দেশে চলে যাওয়া এবং যতদিন যুদ্ধ চলে সেখানেই বসবাস করতে থাকা আর যুদ্ধ পরিস্থিতি কী এবং মুসলিমদেরই বা অবস্থা কী সে সম্পর্কে খবর নিতে থাকা। (-অনুবাদক, তাফসীরে উসমানীর ভাবাবলম্বনে)

21

বস্তুত রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। *

22

মুমিনগণ যখন (শক্রদের) সম্মিলিত বাহিনীকে দেখেছিল, তখন তারা বলেছিল, এটাই সেই বিষয় যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। আর এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আনুগত্যের চেতনাকে আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। *

23

এই ঈমানদারদের মধ্যেই এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা তাদের নজরানা আদায় করেছে এবং আছে এমন কিছু লোক, যারা এখনও প্রতীক্ষায় আছে ২০ আর তারা (তাদের ইচ্ছার ভেতর) কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটায়নি। *

20. নজরানা আদায়ের অর্থ যুদ্ধের ময়দানে শাহাদত বরণ করা। প্রকৃত মুমিনগণ আল্লাহ তাআলার সঙ্গে ওয়াদা করেছিল, তারা তাঁর পথে প্রাপ্ত উৎসর্গ করতে দেরি করবে না। তারপর তাদের মধ্যে কতিপয় তো প্রাণের নজরানা পেশ করে শাহাদতের পেয়ালা পান করে ফেলল এবং কতিপয় এমন যে, তারা জিহাদে তো অংশগ্রহণ করেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত শাহাদত লাভের সুযোগ হয়নি। তারা প্রচণ্ড আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষায় আছে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদের সেই শুভক্ষণ কখন নসীব হবে, যখন তারা জান কুরবানী দিতে পারবে।

24

(এ ঘটনা ঘটানোর কারণ) আল্লাহ সত্যনির্ণয়দেরকে তাদের সততার পুরক্ষার দেবেন এবং মুনাফেকদেরকে ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন অথবা তাদের তাওবা কবুল করবেন। ২১ নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

21. অর্থাৎ যে সকল মুনাফেক তাদের মুনাফেকী হতে খাঁটি মনে তাওবা করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করে নেবেন।

25

আর আল্লাহ কাফেরদেরকে তাদের ক্ষেত্র সহকারে এমনভাবে ফিরিয়ে দিলেন যে, তারা কোন সুফল অর্জন করতে পারল না। মুমিনদের পক্ষ হতে যুদ্ধের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। *

26

কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে (অর্থাৎ মুসলিমদের শক্রদেরকে) সাহায্য করেছিল, আল্লাহ তাদেরকে তাদের দুর্গ থেকে অবতরণে বাধ্য করলেন ২২ এবং তাদের অন্তরে এমন ভীতি সঞ্চার করলেন যে, (হে মুসলিমগণ!) তাদের কতকক্ষে তো তোমরা হত্যা করছিলে আর কতকক্ষে করছিলে বন্দী। *

22. এর দ্বারা বন্দু কুরাইজার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এটা ছিল ইয়াহুদীদের একটি গোত্র। এ গোত্রটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য চুক্তিবদ্ধ ছিল। কিন্তু আহযাবের যুদ্ধকালে তারা চুক্তি ভঙ্গ করে হানাদারদের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল এবং তারা পিছন দিক থেকে মুসলিমদের উপর আঘাত হানার পরিকল্পনা করেছিল। সঙ্গত কারণেই আহযাবের যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার হস্তে তাদের উপর আক্রমণ চালান। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা তাদের সুরক্ষিত দুর্গের ভেতর আশ্রয় নেয়। মুসলিমগণ দীর্ঘ এক মাস তাদেরকে অবরোধ করে রাখে। পরিশেষে তারা দুর্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং হ্যরত সাদ ইবনে মুআয় (রাখি.) তাদের সম্পর্কে যে ফায়সালা দেবেন তা মেনে নেবে বলে সম্মতি জানায়। হ্যরত সাদ ইবনে মুআয় (রাখি.) রায় দিলেন, তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধক্ষম পুরুষ তাদেরকে হত্যা করা হোক এবং নারী ও শিশুদেরকে কয়েদী বানিয়ে রাখা হোক। সুতরাং এরপরই করা হল।

27 আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়ারিশ বানিয়ে দিলেন তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ি ও অর্থ-সম্পদের এবং এমন ভূমির, যা (এখনও পর্যন্ত) তোমরা পদান্ত করন। [১৩](#) আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ♦

23. এর দ্বারা খায়বারের জমির দিকে ইশারা করা হয়েছে। খায়বারে বহু সংখ্যক ইয়াহুদী বাস করত এবং সেখান থেকে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা রকম চক্রান্ত করত। এ আয়ত মুসলিমদেরকে সুসংবাদ শেনাচ্ছে যে, কিছু কালের মধ্যে খায়বারও তাদের অধিকারে চলে আসবে। সুতরাং এমনই হয়েছিল। হিজরী সপ্তম সনে সমগ্র খায়বার মুসলিমদের দখলে চলে আসে।

28 হে নবী! নিজ স্ত্রীদেরকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার শোভা চাও, তবে এসো আমি তোমাদেরকে কিছু উপহার সামগ্রী দিয়ে সৌজন্যের সাথে বিদায় দেই। ♦

29 আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতের নিবাস কামনা কর, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীলা, তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। [১৪](#) ♦

24. এ আয়তসমূহের পটভূমি এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবর্তী স্তুগণ সম্পর্কে সকলেরই জানা তারা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি পরম নিবেদিতপ্রাপ ছিলেন। কোন রকম কষ্টের অভিযোগ তাদের মধ্যে কখনও উচ্চারিত হয়নি। আহয়াব ও বনু কুরাইজার যুদ্ধের পর কেবল এতটুকু ঘটেছিল যে, এসব যুদ্ধ জয়ের ফলে যখন মুসলিমদের কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হল, তখন উশ্মত মাতাদের অন্তরে খেয়াল জাগল, এতদিন তারা যে দৈন্যদশার ভেতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, এখন তার ভেতর কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে। সুতরাং একবার তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীক্ষাপে বিষয়টা উত্থাপনও করলেন। কথা প্রসঙ্গে তারা কায়সার ও কিসরার রাণীদের উদাহরণও টানলেন যে, তারা কতটা জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করে এবং তাদের প্রত্যেকের কত সেবক-সেবিকা রয়েছে। এখন যখন মুসলিমদের আর্থিক স্বচ্ছন্দ্য এসে গেছে, তখন আমাদের খোরপোষও কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। যদিও নবী-পন্নীদের অন্তরে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের এতটুকু চাহিদা জাগা কোন গুনাহের বিষয় ছিল না, কিন্তু শ্রেষ্ঠতম নবীর জীবনসঙ্গী হওয়ার সুবাদে তারা যে উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এরূপ চাহিদা পেশকে তাদের পক্ষে শোভন মনে করা হয়নি। সেই সঙ্গে রাজা-রাণীদের উদাহরণ টানায়ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে কষ্ট লেগে থাকবে যে, তারা নিজেদেরকে রাণীদের সঙ্গে তুলনা করার মত অর্মান্দাকর উচ্চি কেন করলেন। এ প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের এ আয়তসমূহ দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশনা দান করলেন যে, আপনি আপনার স্তুগণকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিন, তারা যদি নবীর সঙ্গে থাকতে চায়, তবে তাদের জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন করতে হবে। অন্যান্য নারীদের মত দুনিয়ার ডাটফাট যেন তাদের লক্ষ্যবস্তু না হয়; বরং তাদের লক্ষ্যবস্তু থাকতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং তার ফলশ্রুতিতে আখেরাতের সফলতা। সেই সঙ্গে তাদের সামনে এ বিষয়টাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যদি দুনিয়ায় ভোগ-সামগ্রী কামনা করে তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তাদেরকে তিঙ্গুতার সাথে বিদায় দেবেন তা নয়; বরং সুন্নত মোতাবেক উপটোকনাদি দিয়ে অত্যন্ত সৌজন্যের সাথেই তাদেরকে বিদায় দেবেন।

সুতরাং এ আয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ স্তুগণের সামনে এ প্রস্তাবনা রাখলেন, কিন্তু তারা ও তাঁর নবী-পন্নী। নবীর নুরানী সামৃদ্ধে থেকে থেকে ইতোমধ্যেই তো পার্থিব মোহম্মদু তাদের অর্জিত হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার ও তাঁর নবীর মহবতে তাদের অন্তর ছিল প্লাবিত। কাজেই তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামৃদ্ধে থাকাকেই প্রাধান্য দিলেন আর সেজন্য যত দৈন্য ও দুঃখের সম্মুখীন হতে হোক না কেন তাকে তারা তুচ্ছ গণ্য করলেন।

30 ওহে নবী পন্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে তার শাস্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। আর আল্লাহর পক্ষে তা অতি সহজ। ♦

31 আর তোমাদের মধ্যে যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে থাকবে ও সৎকর্ম করবে আমি তাকে পুরস্কারও দেব দ্বিগুণ এবং আমি তার জন্য সম্মানজনক জীবিকা প্রস্তুত করে রেখেছি। ♦

32 হে নবী পন্নীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মত নও যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। [১৫](#) সুতরাং তোমরা কোমল কঢ়ে কথা বলো না, পাছে অন্তরে ব্যাধি আছে এমন ব্যক্তি লালায়িত হয়ে পড়ে। আর তোমরা বলো ন্যায়সংজ্ঞ কথা। [১৬](#) ♦

25. এ আয়ত নারীদেরকে গায়রে মাহরাম বা প্র-পুরুষের সাথে কথা বলার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছে। বলা হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের সাথে মধুর ও আকর্ষণীয় ভাষ্য কথা বলা উচিত নয়। তাঁই বলে তিক্ত ও রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করাও ঠিক নয়; বরং সাদামাটাভাবে প্রয়োজনীয় কথাটুকু বলে দেবে। এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, সাধারণ কথাবার্তায়ও যখন নারীদেরকে এরূপ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তখন প্র-পুরুষের সামনে সুব দিয়ে কবিতা পড়া বা গান-বাদ্য করা কী পরিমাণ গর্হিত হবে।

26. অর্থাৎ নবী-পন্নীগণের মর্যাদা সাধারণ নারীদের অনেক উর্ধ্বে। কাজেই তাকওয়া অবলম্বন করলে তারা সওয়াবও লাভ করবেন অন্যদের দ্বিগুণ। আবার তারা যদি কোন গুনাহ করে ফেলেন, তবে তার শাস্তি ও দ্বিগুণই হবে। এর দ্বারা শিক্ষা লাভ হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যার ঘনিষ্ঠতা যত বেশি হবে তাকে সাবধানতাও তত বেশি অবলম্বন করতে হবে।

33 নিজ গৃহে অবস্থান কর [১৭](#) (প্র-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হত [১৮](#) এবং নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার (আহলে বাইত)! [১৯](#) আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে মণিনতা দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে সর্বতোপ্রকারে পবিত্রতা দান করতে। ♦

27. এ আয়ত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নারীর আসল জায়গা হল তার ঘর। এর অর্থ এমন নয় যে, ঘর থেকে বের হওয়া তার জন্য একদম

জায়েয় নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, প্রয়োজনে তারা পর্দার সাথে বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু এ আয়াত মূলনীতি বলে দিয়েছে যে, নারীর আসল কাজ তার গৃহে। পরিবার গঠনই তার মূল দায়িত্ব। যেসব তৎপরতা এ দায়িত্ব পালনে বিন্য ঘটায় তা নারী জীবনের মৌল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এবং তা দ্বারা সমাজের ভারসম্য নষ্ট হয়।

28. প্রাচীন জাহেলিয়াত দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাক-আবির্ভাব কালকে বোঝানো হয়েছে। সেকালে নারীরা নির্জে সাজ-সজ্জার সাথে নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়ত। 'প্রাচীন জাহেলিয়াত' শব্দটি ইঙ্গিত করছে নব্য জাহেলিয়াত বলে একটা জিনিসও আছে, যা এক সময় আসবে। অন্ততপক্ষে অশ্লীলতার দিক থেকে তো সে রকমের এক জাহেলিয়াত আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এ নব্য জাহেলিয়াতের অশ্লীলতা এতটাই উগ্র যে, তার সামনে প্রাচীন জাহেলিয়াত কবেই হার মনেছে।

29. 'আহলে বাইত' বলতে এ স্থলে সরাসরি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণকে বোঝানো হয়েছে, যেহেতু এর আগে-পরে তাদেরই সম্পর্কে আলোচনা। কিন্তু শার্দিক ব্যাপকতার কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণ ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিও এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত ফাতেমা, হযরত আলী, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রায়িয়াল্লাহু আলাল্লাহু আনহুম)কে নিজ চাদর দ্বারা জড়িয়ে নিলেন। তারপর এ আয়াত পাঠ করলেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, তিনি তখন একথাও বলেছিলেন যে, 'হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত' (ইবনে জারীর)। প্রকাশ থাকে যে, পরিপূর্ণ পবিত্রতার অর্থ তারাও নবীগণের মতো মাছুম (নিষ্পাপ) হয়ে যাবেন, তা নয়; বরং এর অর্থ তারা অত্যন্ত তাকওয়া-পরহেজগারীর অধিকারী হয়ে যাবেন। ফলে গুনাহের পক্ষিলতা তাদের থেকে দূর হয়ে যাবে।

34 এবং তোমাদের গৃহে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ ও হেকমতের কথা পাঠ করা হয়, তা স্মরণ রাখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সৃক্ষমদর্শী এবং সর্ববিষয়ে অবহিত। ♦

35 নিশ্চয়ই আনুগত্য প্রকাশকারী পুরুষ ও আনুগত্য প্রকাশকারী নারী, ৩০ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, ইবাদতগোজার পুরুষ ও ইবাদতগোজার নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, আন্তরিকভাবে বিনীত পুরুষ ও আন্তরিকভাবে বিনীত নারী, ৩১ সদকাকারী পুরুষ ও সদকাকারী নারী, রোয়াদার পুরুষ ও রোয়াদার নারী, নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও হেফাজতকারী নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী আল্লাহ এদের সকলের জন্য মাগফেরাত ও মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। ♦

30. এটা 'الْخَيْرُ نِعْلَمْ' (যা হতে নির্গত)-এর তরজমা। এর অর্থ ইবাদতকালে যাদের অন্তর বিনয়-বিগলিত হয়ে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাকে। সুরা 'মুমিনুন'-এর দ্বিতীয় আয়াতে এর ব্যাখ্যা গত হয়েছে।

31. কুরআন মাজীদে মুসলিমদেরকে যখনই কোন বিষয়ের হুকুম করা হয়েছে বা কোন সুসংবাদ শোনানো হয়েছে, তাতে সাধারণত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে পুঁলিঙ্গের, যদিও নারীগণও সে হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (যেমন পার্থিব আইন-কানুনেও ভাষাগত রেওয়াজ এ রকমই), কিন্তু কোন কোন মহিলা সাহাবীর অন্তরে এই আগ্রহ দেখা দিল যে, আল্লাহ তাআলা যদি বিশেষভাবে স্ত্রীলঙ্গের শব্দেও নারীদের সম্পর্কে কোন সুসংবাদ দিতেন! তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

36 আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যথন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোন এ্যথত্বার বাকি থাকে না। ৩২ কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমারাইতে পতিত হল। ♦

32. এ আয়াত নাযিল হয়েছে এমন কয়েকটি ঘটনার পটভূমিতে, যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীর সঙ্গে কয়েক নারীর বিবাহ সম্পন্ন করেছিলেন, কিন্তু সে বিবাহে সেই নারী বা তার অভিভাবকগণ প্রথম দিকে সম্মত থাকেন। হাফেজ ইবনে কাহীর (রহ) সেসব ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। সবগুলো ঘটনারই সাধারণ অবস্থা ছিল এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই-যেই সাহাবীর সঙ্গে বিবাহের পয়গাম দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বিশেষ কোন দোষ ছিল না, কিন্তু সংশ্লিষ্ট নারী বা তার আত্মীয়গণ কেবল বংশীয় বা আর্থিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে প্রথম দিকে প্রস্তাৱ গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছিল। অন্যদিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সম্ভব বংশীয় ও বিত্তগত অহমিকা নির্মূল করতে চাহিলেন, যাতে মানুষ এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের কারণে বিবাহের ভালো-ভালো প্রস্তাৱ গ্রহণ থেকে পিছিয়ে না থাকে। শরীয়ত যদিও বর-কণের মধ্যকার সমতা ও কাফাআতের বিষয়টিকে মোটামুটিভাবে বিবেচনায় রেখেছে, কিন্তু আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠার আরও বড় কোন আকর্ষণ ঘন্টি বৰ্তমান থাকে, তবে কেবল এই বিবেচনায় প্রস্তাৱ প্রত্যাখ্যান করা কিছুতেই সমীচীন নয় যে, খান্দানী শৰাফতের দিক থেকে বৰপক্ষ কণে পক্ষের সমপাল্লার নয়। সুতৰাং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবগুলো ঘটনায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তাৱ গ্রহণ করে নেওয়া হয় এবং তাঁর ইচ্ছামতই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য হল হযরত যায়দ ইবনে হারিছা (রায়ি)-এর বিবাহের ঘটনা। প্রথম দিকে হযরত খাদিজা (রায়ি)-এর গোলাম ছিলেন। তিনি তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করে দেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গোলামীর জীবনে বহাল রাখেননি; বরং আয়াদ করে তাকে নিজের পোষ্যপুত্র বানিয়ে নেন। প্রথম আয়াতের টীকায় এটা বিস্তারিত আসছে। আরও পরে যখন তার বিবাহের সময় আসল তখন তিনি নিজ ফুফাত বোন হযরত যায়ন বিনতে জাহাশ (রায়ি)-এর সাথে তার বিবাহের প্রস্তাৱ দিলেন। হযরত যায়ন (রায়ি) ছিলেন উঁচু খান্দানের মেয়ে। সেকালে কোন মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের সাথে একেপ উঁচু ঘরের মেয়ের বিবাহকে ভালো চোখে দেখা হত না। স্বাভাবিকভাবেই হযরত যায়ন এ প্রস্তাৱে সম্মত হতে পারেননি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি পত্রপাঠ প্রস্তাৱটি গ্রহণ করে নেন এবং হযরত যায়দ ইবনে হারেছা (রায়ি)-এর সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে যায়। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের পর কারও নিজের মতামত খাটিনোর অধিকার থাকে না।

এবং (হে রাসূল!) স্মরণ কর, যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং তুমিও অনুগ্রহ করেছিলে, **৩৩** তাকে যখন তুমি বলছিলে, তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজ বিবাহে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। **৩৪** তুমি নিজ অস্তরে এমন কথা গোপন করছিলে, আল্লাহ যা প্রকাশ করে দেওয়ার ছিলেন। **৩৫** তুমি মানুষকে ভয় করছিলে অর্থচ আল্লাহই এ বিষয়ের বেশি হকদার যে, তুমি তাকে ভয় করবে। অতঃপর যায়দ যখন নিজ স্ত্রীর সাথে সম্পর্কচ্ছদ ঘটাল তখন আমি তার সাথে তোমার বিবাহ সম্পন্ন করলাম, যাতে মুসলিমদের পক্ষে তাদের পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীগণকে বিবাহ করাতে কোন সমস্যা না থাকে, যখন তারা তাদের সাথে সম্পর্ক শেষ করে ফেলবে। আর আল্লাহর আদেশ তো কার্যকর হওয়ারই ছিল। *

33. এর দ্বারা হযরত যায়দ ইবনে হারেছা (রায়ি.)কে বোঝানো হয়েছে। তার প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ তো ছিল এই যে, তিনি তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে পৌঁছে দেন ও ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দান করেন। তিনি ছিলেন সেই চার সাহাবীর একজন, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের স্টোর্ভাগ্য লাভ করেছিলেন। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছিলেন, তার ব্যাখ্যা এই যে, তিনি আট বছর বয়সে নিজ মায়ের সাথে নানাবাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে কায়ন গোত্রের লোক হামলা চালিয়ে তাকে গোলাম বানিয়ে ফেলে এবং উকাজের মেলায় হযরত হাকীম ইবনে হিয়াম (রায়ি.)-এর কাছে বিত্তি করে ফেলে। তিনি তার এ শিশু গোলামটিকে নিজ ফুফু হযরত খাদীজাতুল কুবুরা (রায়ি.)কে দিয়ে দেন। অতঃপর যখন হযরত খাদীজা (রায়ি.)-এর সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হয়, তখন হযরত খাদীজা (রায়ি.) তাকে তাঁর খেদমতে পেশ করেন। হযরত যায়দ (রায়ি.)-এর বয়স তখন পনের বছর। এর কিছুকাল পর তার পিতা ও চাচা জানতে পারে যে, তাদের সন্তান মক্কা মুকাররমায় আছে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে আসল এবং আরজ করল আপনি যে কোনও বিনিময় চান আমরা দিতে রাজি আছি, তবু আমাদের সন্তানকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন। তিনি বললেন, আপনাদের ছেলে যদি আপনাদের সাথে যেতে চায়, তবে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই তাকে আপনাদের হাতে ছেড়ে দেব। কিন্তু সে যদি যেতে সম্মত না হয়, তবে আমি তাকে যেতে বাধ্য করতে পারব না। একথা শুনে তারা অত্যন্ত খুশী হল। তারপর হযরত যায়দ (রায়ি.)কে ডাক হল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এখতিয়ার দিলেন যে, তিনি চাইলে নিজ পিতা ও চাচার সঙ্গে যেতে পারেন এবং চাইলে থেকেও যেতে পারেন, কিন্তু হযরত যায়দ (রায়ি.) এই বিশ্বাসকর উত্তর দিলেন যে, আমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। একথা শুনে তার পিতা ও চাচা হতবিহুল হয়ে গেল। কী বলে তাদের ছেলে: স্বাধীনতার চেয়ে দাসত্বকেই সে বেশি পছন্দ করছে? নিজ পিতা ও চাচার উপর এক অনাঞ্জীয় ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দিচ্ছে? কিন্তু হযরত যায়দ (রায়ি.) তার কথায় অন্ধ। তিনি বললেন, আমি আমার এ প্রভুর আচার-ব্যবহার দেখেছি। আমি তার যে ব্যবহার পেয়েছি তারপর দুনিয়ার কোনও ব্যক্তিকেই আমি তার উপর প্রাধান্য দিতে পারব না। প্রকাশ থাকে যে, এটা সেই সময়ের ঘটনা, যখনও পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করেননি। শেষ পর্যন্ত তার পিতা ও চাচা তাকে ছাড়াই ফিরে গেল, তবে আশ্চর্ষ হয়ে গেল যে, তাদের ছেলে এখানে ভালো থাকবে। অনন্তর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আজাদ করে দিলেন এবং পবিত্র কাবার কাছে গিয়ে কুরাইশের লোকজনের সামনে ঘোষণা করে দিলেন ‘আজ থেকে সে আমার পুত্র! আমি তাকে দন্তক গ্রহণ করলাম। এরই ভিত্তিতে লোকে তাকে যায়দ ইবনে মুহাম্মদ ‘মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র’ বলে ডাকত।

34. হযরত যায়নব (রায়ি.)-এর সাথে হযরত যায়দ (রায়ি.)-এর বিবাহ হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু স্ত্রীর সম্পর্কে হযরত যায়দ (রায়ি.)-এর সব সময়ই অভিযোগ ছিল যে, তার অস্তর থেকে জাত্যাভিমান সম্পূর্ণ লোপ পায়নি এবং খুব সন্তু সে কারণেই তার পক্ষ থেকে হযরত যায়দ (রায়ি.)-এর প্রতি মাঝে-মধ্যে ঝাত আচরণ হয়ে যেতে। হযরত যায়দ (রায়ি.)-এর এ অভিযোগ ক্রমে তীব্র হয়ে উঠল এবং এক সময় তিনি তাকে তালাক দেওয়ার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পরামর্শও চাইলেন। তিনি তাকে স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে নিষেধ করলেন এবং তাকে নিজের কাছে রাখার জন্য উপদেশ দিলেন। বললেন, আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। কেননা তালাক জিনিসটি আল্লাহ তাআলার পছন্দ নয়। স্ত্রীর যেসব হক তোমার উপর রয়েছে তা আদায় করতে থাক।

35. হযরত যায়দ (রায়ি.) তালাক সম্পর্কে পরামর্শ চাওয়ার আগেই আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহী মারফত জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যায়দ কোনও না কোনও দিন যমনবকে তালাক দেবেই এবং তারপর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুসারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে যাবে, যাতে পোষ্যপুত্রের বিবাহকে দূর্পীয় মনে করার যে কুসংস্কার আরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে চিরতরে তার মূলোৎপাটন হয়ে যায়। বস্তুত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এটা ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। কেননা একে তো হযরত যায়দ (রায়ি.)-এর সঙ্গে হযরত যায়নব (রায়ি.)-এর বিবাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পীড়াপীড়িতেই সম্পন্ন হয়েছিল। দ্বিতীয়ত তালাকের পর তিনি স্বয়ং তাকে বিবাহ করলে বিকুণ্ঠবাদীদের এই অপচারের করার সুযোগ হয়ে যাবে যে, দেখগুদেখ এ নবী তার পেষ্যপুত্রের বউকে বিবাহ করে ফেলেছে। এ কারণেই হযরত যায়দ (রায়ি.) যখন তালাকের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন, তখন তিনি হয়ত চিন্তা করেছিলেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত নির্দেশ আসলে তা তো শিরোধৰ্য করতেই হবে, কিন্তু এখনও যেহেতু চূড়ান্ত কোন নির্দেশ আসেনি, তাই এখন যায়দকে এমন পরামর্শই দেওয়া চাই, যেমনটা স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের ক্ষেত্রে সাধারণত দেওয়া হয়ে থাকে, যেমন বলা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তু মিলেমিশে থাক, তালাক দিতে যেও না, আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর এবং একে অন্যের হক আদায় কর। সুতরাং তিনি এ রকমই পরামর্শ দিলেন। তিনি একথা প্রকাশ করলেন না যে, আল্লাহ তাআলার ফায়সালা হল হযরত যায়দ (রায়ি.) একদিন তার স্ত্রীকে তালাক দেবেই এবং তারপর যায়নব (রায়ি.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহাধীনে চলে আসবে। এ বিষয়টাকেই আল্লাহ তাআলা এ আয়তে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ‘তুমি নিজ অস্তরে এমন কথা গোপন করছিলে, আল্লাহ যা প্রকাশ করে দেওয়ার ছিলেন।’ সহীহ রেওয়ায়াতসমূহের আলোকে এ হাদিসের সঠিক তাফসীর এটাই ইসলামের শর্করা ভিত্তিহীন কিছু বর্ণনাকে অবলম্বন করে আয়তের যে ব্যাখ্যা করেছে তা সম্পূর্ণ গলত। এ প্রসঙ্গে সেসব রেওয়ায়েত নিশ্চিতভাবেই অযোক্তিক এবং তা আদৌ ক্রমেপযোগ্য নয়।

আল্লাহ নবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন, তা করাতে তার প্রতি আপত্তির কিছু নেই। পূর্বে যারা গত হয়েছে, তাদের (অর্থাৎ সেই নবীদের) ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহর নীতি। আল্লাহর ফায়সালা মাপাজোখা, সুনির্ধারিত হয়ে থাকে। *

(নবী তো তারা,) যারা আল্লাহর প্রেরিত বিধানাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়, তাঁকেই ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। *

40 (হে মুমিনগণ!) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, কিন্তু সে আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে সর্বশেষ। [৩৬](#) আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ তত্ত্ব। *

36. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়দ ইবনে হারেছা (রায়ি)কে যেহেতু নিজের পুত্ররূপে ঘোষণা করেছিলেন, তাই লোকে তাকে যায়দ ইবনে মুহাম্মাদ (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র) বলে ডাকত। পূর্বে যেহেতু পোষ্যপুত্রকে নিজের আপন পুত্রের মত পরিচিত করতে নিষেধ করা হয়েছে, তাই হযরত যায়দকেও যায়দ ইবনে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। এ আয়াতে বলা হয়েছে, তিনি কোন পুরুষের জন্মদাতা পিতা নন। (কেননা তাঁর জীবিত সন্তান ছিল কেবল কন্যাগণই। পুত্রগণ সকলে শৈশবেই ইন্সেকাল করেছিলেন।) কিন্তু আল্লাহর রাসূল হওয়ার সুবাদে তিনি সমগ্র উম্মতের রুহানী পিতা। আর তিনি যেহেতু সর্বশেষ রাসূল, কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না তাই নিজ কর্ম দ্বারা জাহেলী যুগের সমস্ত রসম-রেওয়াজ নির্মূল করার দায়িত্ব তাঁরই উপর বর্তায়।

41 হে মুমিনগণ! আল্লাহকে স্মরণ কর অধিক পরিমাণে। *

42 এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তার তাসবীহ পাঠ কর। *

43 তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোতে নিয়ে আসার জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু। *

44 মুমিনগণ যে দিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, সেদিন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হবে সালাম দ্বারা। আল্লাহ তাদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ পুরক্ষার প্রস্তুত করে রেখেছেন। *

45 হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সর্তর্কারীরূপে *

46 এবং আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্লানকারী ও আলো বিস্তারকারী প্রদীপরূপে। *

47 মুমিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে মহা অনুগ্রহ। *

48 কাফের ও মুনাফেকদের আনুগত্য করো না এবং তাদের পক্ষ থেকে যে কষ্ট-ক্লেশ তোমাকে দেওয়া হয়, তা অগ্রাহ্য কর এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখ। কর্মবিধায়করণে আল্লাহই যথেষ্ট। *

49 হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিন নারীদেরকে বিবাহ করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের উপর কোন ইদত ওয়াজিব নয়, যা তোমাদেরকে গণনা করতে হবে। [৩৭](#) সুতরাং তাদেরকে কিছু উপহার সামগ্রী দিবে [৩৮](#) এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে। *

37. 'তাদেরকে কিছু উপহার সামগ্রী দিবে', অর্থাৎ তালাকের মাধ্যমে বিদায় দানকালে এক জোড়া কাপড় দিবে। পরিভাষায় একে 'মুতআ' বলা হয়। মুতআ মোহরানার অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তার অতিরিক্ত। তালাক নিবিড় সাক্ষাতের আগে হোক বা পরে সর্বাবস্থায়ই স্ত্রীকে এটা দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। আয়াতে বোঝানো উদ্দেশ্য যে, কোন অবস্থাতেই যদি স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনাও সন্তু বা হয় এবং তালাক দেওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়, তবে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়টি শক্রতামূলকভাবে ও কলহপূর্ণ পরিবেশে ঘটানো উচিত নয়; বরং শান্তিপূর্ণভাবে ও সৌজন্যের সাথেই সম্পন্ন করা চাই।

38. বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে নিবিড় সাক্ষাতের পর তালাক হলে স্ত্রীকে ইদত পালন করতে হয়। সুরা বাকারায় (২: ২২৮) এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এরূপ নারীর ইদত হল তিন হায়েজ। তিন হায়েজ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার অন্যত্র বিবাহ জায়েয়। যদি স্বামীর সঙ্গে নিবিড় সাক্ষাত না হয়ে থাকে, তবে কী হৃকুম এ আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে নারীর উপর ইদত পালন ওয়াজিব নয়; বরং তালাকের পরপরই তার অন্যত্র বিবাহ জায়েয় হয়ে যায়। আয়াতে 'স্পর্শ' দ্বারা নিবিড় সাক্ষাত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এমন নিভৃত সাক্ষাত, যখন তারা 'মিলন' করতে চাইলে নির্বিন্দে করতে পারে, তাতে কোন বাধা থাকে না। এরূপ নিবিড় সাক্ষাত ঘটলে ইদত ওয়াজিব হয়ে যায়, তাতে মিলন হোক বা নাই হোক।

50 হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার সেই স্ত্রীগণকে, যাদেরকে তুমি তাদের মোহরানা আদায় করে দিয়েছ। [৩৯](#) তাছাড়া আল্লাহ গন্মিতের যে সম্পদ তোমাকে দান করেছেন তার মধ্যে যে দাসীগণ তোমার মালিকানায় এসেছে তাদেরকেও (তোমার জন্য হালাল করেছি) এবং তোমার চাচার কন্যাগণ, ফুফুর কন্যাগণ, মামার কন্যাগণ ও খালার কন্যাগণকেও, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে। [৪০](#) তাছাড়া কোন মুমিন নারী বিনা মোহরানায় নিজেকে নবীর নিকট (বিবাহের জন্য) পেশ করলে, নবী যদি তাকে বিবাহ করতে চায়, তাকেও (হালাল করেছি)। [৪১](#) বিশেষভাবে তোমারই জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়। মুমিনদের স্ত্রীগণ ও তাদের দাসীদের সম্পর্কে তাদের প্রতি যে বিধান আমি আরোপ করেছি, তা আমার ভালোভাবেই জানা আছে। [৪২](#) (আমি তা থেকে

তোমাকে ব্যতিক্রম রেখেছি এজন্য), যাতে তোমার কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহ অতি ক্ষমশীল, পরম দয়ালু। ♦

39. ৫০ ও ৫১ নং আয়াতে বিশেষভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত বিধানবলী বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম বিধান হল স্ত্রীর সংখ্যা সম্পর্কে। সাধারণ মুসলিমদের জন্য একত্রে চারের অধিক বিবাহ জায়ে নয়। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য চারের অধিক বিবাহের অনুমতি রয়েছে। এ অনুমতির অনেক তাৎপর্য আছে। বিস্তারিত জানতে 'মাআরিফুল কুরআনে' দেখা যেতে পারে।

40. এটা দ্বিতীয় বিধান, যা রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বিশেষ; সাধারণ মুসলিমগণ এতে শরীক নয়। বিধানটি এই যে, সাধারণভাবে মুসলিমগণ মুসলিম ও আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান)-এর যে-কোনও নারীকেই বিবাহ করতে পারে, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান নারীকে বিবাহ করার অনুমতি ছিল না। তাছাড়া মুসলিম নারীদের মধ্যেও যারা মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেছে কেবল তাদেরকেই তিনি বিবাহ করতে পারতেন। হিজরত করেনি এমন কোন নারীকে বিবাহ করা তার জন্য জায়ে ছিল না।

41. এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তৃতীয় বিশেষ বিধান। সাধারণভাবে মুসলিমদের জন্য কোন নারীকে বিনা মোহরানায় বিবাহ করা জায়ে নয়, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যতিক্রম ছিলেন। কোন নারী যদি নিজের থেকেই বিনা মোহরানায় বিবাহের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে নিজেকে নিবেদন করত, তবে তিনি চাইলে তাকে সেভাবে বিবাহ করতে পারতেন। প্রকাশ থাকে যে, যদিও কুরআন মাজীদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিশেষ অনুমতি দান করেছে, কিন্তু সমগ্র জীবনে একবারও তিনি এ অনুমতিকে কাজে লাগিয়ে কোন সুবিধা ভোগ করেননি।

42. অর্থাৎ স্ত্রীদের খোরপোশ, মাহর, বিবাহকালে সাক্ষী রাখা, একত্রে চারের বেশি বিবাহ না করা প্রভৃতি বিষয়গুলো সাধারণভাবে মুমিনদের প্রতি ফরয করেছি, কিন্তু আপনার জন্য এসবের বাধ্যবাধকতা নেই। -অনুবাদক

51 তুমি স্ত্রীদের মধ্যে যার পালা ইচ্ছা কর মুলতবি করতে পার এবং যাকে চাও নিজের কাছে রাখতে পার। তুমি ঘাদেরকে পৃথক করে দিয়েছ, তাদের মধ্যে কাউকে ওয়াপস গ্রহণ করতে চাইলে তাতে তোমার কোন গুনাহ নেই, [৪৩](#) এ নিয়মে বেশি আশা করা যায়, তাদের চোখ জুড়াবে, তারা বেদনাহত হবে না এবং তুমি তাদেরকে যা-কিছু দেবে তাতে তারা সকলে সন্তুষ্ট থাকবে। [৪৪](#) তোমাদের অন্তরে যা-কিছু আছে আল্লাহ সে সম্মত অবহিত এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। ♦

43. এটা চতুর্থ বিধান যা বিশেষভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য প্রযোজ্য ছিল। সাধারণভাবে মুসলিমদের জন্য বিধান হল, কারও একাধিক স্ত্রী থাকলে প্রতিটি বিষয়ে তাদের মধ্যে সমতা বক্ষ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। কাজেই এক স্ত্রীর সঙ্গে সে যত রাত যাপন করবে, সম্পরিমাণ রাত অন্য স্ত্রীর সঙ্গে যাপন করতে হবে। এটা ফরয। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে একপ পালা নির্ধারণের আবশ্যিকতা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল। তাকে অনুমতি দেওয়া হয় যে, তিনি চাইলে কোন স্ত্রীর পালা মুলতবি করতে পারেন। প্রকাশ থাকে যে, এটাও এমন এক অনুমতি, যা দ্বারা সমগ্র জীবনে একবারও তিনি কোন সুবিধা ভোগ করেননি। তিনি সর্বদা স্ত্রীদের মধ্যে সব ব্যাপারেই সমতা বক্ষ করে চলেছেন।

44. অর্থাৎ উশুল মুমিনগণ যখন পরিষ্কারভাবে জানতে পারবেন আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি স্ত্রীদের মধ্যে পালা নির্ধারণের দায়িত্ব আরোপ করেননি, তখন তাঁর পক্ষ হতে যতটুকুই সদাচরণ করা হবে, তারা তাকে আশাতীত ও প্রাপ্যের অধিক মনে করে খুশী থাকবেন।

52 এরপর অন্য নারী তোমার পক্ষে হালাল নয় এবং এটাও জায়ে নয় যে, তুমি এদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করবে, যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুন্ধ করে। [৪৫](#) অবশ্য তোমার মালিকানায় যে দাসীগণ আছে (তারা তোমার জন্য হালাল)। আল্লাহ সর্বকিছুর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। ♦

45. এ আয়াত পূর্বের দুই আয়াতের কিছুকাল পরে নাযিল হয়েছে। পর্বে ২৮ ও ২৯ নং আয়াতে উশুল মুমিনগণকে যে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল, তার উত্তরে তো তারা সকলেই দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার উপর আখেরাতের জীবন ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যকেই প্রাথান্য দিয়েছিলেন। তার পুরুষার্থকর্প আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাঁর নবীর প্রতি এমন দুটি নির্দেশ জারি করেন, যা পুরোপুরিই তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুকূল্যের পরিচায়ক। (ক) প্রথম নির্দেশ এই যে, বর্তমান স্ত্রীদের অতিরিক্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না। (খ) আর দ্বিতীয় নির্দেশ হল, বর্তমান স্ত্রীগণের মধ্যে কাউকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না। কোন কোন মুফাসির অন্য রকম তাফসীরও করেছেন, কিন্তু উপরে যে তাফসীর করা হল তা হয়েরত আনাস (রায়ি) ও হয়েরত ইবনে আবুবাস (রায়ি)। সহ আরও অনেকের থেকে বর্ণিত আছে (রুহুল মাআনী, বায়হাকী ও অন্যান্য গল্পের বরাতে)। তাছাড়া আয়াতের শব্দাবলীর প্রতি লক্ষ্য করলে অন্যান্য তাফসীর অপেক্ষা এ তাফসীরই বেশি পরিষ্কার মনে হয়।

53 হে মুমিনগণ! নবীর ঘরে (অনুমতি ছাড়া) প্রবেশ করো না। অবশ্য তোমাদেরকে আহাৰের জন্য আসার অনুমতি দেওয়া হলে ভিন্ন কথা। তখন এভাবে আসবে যে, তোমরা তা প্রস্তুত হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকবে না। কিন্তু যখন তোমাদেরকে দাওয়াত করা হয় তখন ঘাবে। তারপর যখন তোমাদের খাওয়া হয়ে যাবে তখন আপন-আপন পথ ধরবে; কথাৰ্ত্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না। [৪৬](#) বস্তুত তোমাদের এ আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, কিন্তু সে তোমাদেরকে (তা বলতে) সংকোচবোধ করবে। আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। নবীর স্ত্রীগণের কাছে তোমরা কিছু চাইলে পদার আড়াল থেকে চাবে। [৪৭](#) এ পহ্লা তোমাদের অন্তর ও তাদের অন্তর অধিকতর পবিত্র রাখার পক্ষে সহায়ক হবে। নবীকে কষ্ট দেওয়া তোমাদের জন্য জায়ে নয় এবং এটাও জায়ে নয়

যে, তার (মৃত্যুর) পর তোমরা তার স্ত্রীদেরকে কখনও বিবাহ করবে। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা গুরুতর ব্যাপার। ♦

46. এ আয়াতে সামাজিক কিছু আদব-কেতা বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত যফিন্ব (রাষ্টি.)কে বিবাহ করার পর ওলিমার অনুষ্ঠান করেন, সেই সময়ে এ আয়াত নাখিল হয়েছে। তখন ঘটেছিল এই যে, কিছু লোক খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার অনেক আগেই এসে বসে থাকল। আবার কিছু লোক খাওয়া-দাওয়ার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত নবীগুহে বসে গল্লে লিপ্ত থাকল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেকটি মূহূর্ত ছিল মহা মূল্যবান। অতিথিদের দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে তাঁকেও তাদের সঙ্গে বসে থাকতে হল, যাতে তাঁর অনেক কষ্ট হল। ঘটনাটি যেহেতু ঘটেছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাই আয়াতে বিশেষভাবে তাঁর ঘরের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এর বিধানাবলী সাধারণভাবে সকলের জন্যই প্রযোজ্য। এতে আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, (ক) কারণ ঘরে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যাবে না। (খ) কেউ খাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত সময়ের অনেক আগে গিয়ে বসে থাকবে না। আবার খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ বসে আলাপ-সালাপে মেতে থাকবে না। এতে নিম্নলিখিত সময়ের অনেক আগে গিয়ে বসে থাকবে না। আবার খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ বসে আলাপ-সালাপে মেতে থাকবে না। এতে নিম্নলিখিত কাজকর্ম বিস্তৃত হয় ও সে কষ্ট পায়। এসব ইসলামী তাহবীব ও আদব-কায়দার পরিপন্থী।

47. এটা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এর মাধ্যমে নারীর জন্য পর্দা ফরয করা হয়েছে। এখানে ঘদিও উম্মুল মুমিনীনদেরকেই সরাসরি সম্মোধন করা হয়েছে, কিন্তু বিধানটি সাধারণ, যেমন সামনে ৫৯ নং আয়াতে স্পষ্টভাবেই আসছে।

54 তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর বা তা গোপন রাখ, আল্লাহ তো প্রতিটি বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। ♦

55 নবীর স্ত্রীগণের জন্য তাদের পিতাগণ, তাদের পুত্রগণ, তাদের ভাইগণ, তাদের ভাগিনাগণ, তাদের আপন নারীগণ [৪৮](#) ও তাদের দাসীগণের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ তাদের সামনে পর্দাহীনভাবে আসাতে) কোন গুনাহ নেই এবং (হে নারীগণ!) তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর প্রত্যক্ষকারী। ♦

48. 'তাদের আপন নারীগণ' সূরা নুরের ২৪ : ৩১ এরপ গত হয়েছে। কোন কোন মুফাসিসের মতে এর দ্বারা মুসলিম নারীগণকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং অমুসলিম নারীদের থেকেও পর্দা করা জরুরী। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন হাস্তিস দ্বারা জানা যায়, অমুসলিম নারীগণ উম্মুল মুমিনীনদের কাছে যাতায়াত করত, তাই ইমাম রায়ী (রহ.) ও আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেন, 'আপন নারী' হল সেই সকল নারী, যাদের সাথে মেলামেশ করা হয়, তারা মুসলিম হোক বা অমুসলিম। এরপ নারীদের সাথে নারীদের পর্দা করা ওয়াজিব নয়। এছাড়া আরও যাদের সঙ্গে পর্দা ওয়াজিব নয়, তার বিস্তারিত বিবরণ সূরা নুরের ২৪ : ৩১ নং আয়াতের টীকায় গত হয়েছে।

56 নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরুদ পাঠাও। [৪৯](#) হে মুমিনগণ! তোমরাও তার প্রতি দরুদ পাঠাও এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাও। ♦

49. 'দরুদ পাঠান' কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত শব্দ হল সালাত। 'নবীর প্রতি সালাত' এর অর্থ হল নবীর প্রতি দয়া ও মমতা দেখানো, তাঁর প্রশংসা করা ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এই সালাত পাঠানো তথা নবীর প্রতি দয়া ও মমতা দেখানো এবং প্রশংসা করা ও সম্মান প্রদর্শনকে বুঝতে হবে এর কর্তৃত শান মোতাবেক। এ আয়াতে বলা হয়েছে সালাত পাঠানোর কাজটি আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ করেন, তারপর মুমিনদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তোমরাও নবীর প্রতি সালাত পাঠাও। তাহলে সালাত পাঠানোর এক কর্তা তো আল্লাহ তাআলা, দ্বিতীয় কর্তা ফেরেশতাগণ এবং তৃতীয় কর্তা মুমিনগণ। এ তিনের প্রত্যেকের শান মোতাবেকই সালাতের মর্ম নির্ধারিত হবে। উল্লামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহর সালাত হল রহমত বর্ষণ, ফেরেশতাদের সালাত হল রহমত বর্ষণের দুআ (- অনুবাদক তাফসীরে উসমানী থেকে সংক্ষেপিত)।

57 যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের উপর লানত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন লাঞ্ছনিক শাস্তি। ♦

58 যারা মুমিন নর ও মুমিন নারীদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দান করে, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। ♦

59 হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, তোমার কন্যাদের ও মুমিন নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের (মেখের) উপর নামিয়ে দেয়। [৫০](#) এ পন্থায় তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। [৫১](#) আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ♦

50. এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পর্দার হুকুম কেবল নবী-পত্নীদের জন্য বিশেষ নয়; বরং সমস্ত মুসলিম নারীদের জন্য ব্যাপক। তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যখন কোন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যায়, তখন যেন তাদের চাদর মুখের উপর টেনে দেয় এবং এভাবে তাদের চেহারা ঢেকে রাখবে। এর এক পদ্ধতি তো এই হতে পারে যে, যে কাপড় দ্বারা সমগ্র শরীর ঢাকা যায়, তার একাংশ চেহারায় এমনভাবে পেচিয়ে দেওয়া হবে, যাতে চোখ ছাড়া আর কিছু খোলা না থাকে। আবার এমনও হতে পারে যে, এজন্য আলাদা নেকাব ব্যবহার করা হবে।

51. একদল মুনাফেক রাস্তাঘাটে মুমিন নারীদেরকে উত্যক্ত করত। এ আয়াতে পর্দার সাথে চলাফেরা করার একটা উপকার এই নির্দেশ করা হয়েছে যে, পর্দার সাথে চলাফেরা করলে সকলেই বুঝতে পারবে তারা শরীফ ও চরিত্রবৃত্তি নারী। ফলে মুনাফেকরা তাদেরকে উত্যক্ত করার

সাহস করবে না। যারা বেপর্দা চলাফেরা করে ও সেজেগুজে বের হয় তারাই রাস্তাঘাটে বেশি ঝুট-ঝামেলার শিকার হয়। আল্লামা ইবনে হাইয়্যান আয়াতটির একাপ ব্যাখ্যা করেছেন (আল-বাহরুল মুহীত)।

60 মুনাফেকগণ, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটিয়ে বেড়ায় তারা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করাব, ফলে তারা এ নগরে তোমার সাথে অন্ন কিছুদিনই অবস্থান করতে পারবে **❖**

61 অভিশপ্তুরপে। অতঃপর তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে এবং তাদেরকে এক-এক করে হত্যা করা হবে। **❖**

52. এ আয়াতে মুনাফেকদেরকে সাবধান করা হয়েছে যে, এখন তো তাদের মুনাফেকী গোপন আছে, কিন্তু তারা যদি নারীদেরকে উত্ত্বক করা ও ভিত্তিহীন গুজব রটনা করে বেড়ানো ইত্যাদি অশোভন কার্যকলাপ থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া হবে এবং তখন তাদের সাথেও কাফের শক্তির মত আচরণ করা হবে।

62 এটা আল্লাহর রীতি, যা পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও কার্যকর ছিল। তুমি কখনই আল্লাহর রীতিতে কোনোরূপ পরিবর্তন পাবে না। **❖**

53. আল্লাহ তাআলার রীতি দ্বারা এস্তে বোঝানো উদ্দেশ্য যে, যারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে বেড়ায়, তাদেরকে প্রথমে সাবধান করা হয়, তারপরও তারা বিরত না হলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।

63 লোকে তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে আছে। তোমার কী করে জানা থাকবে? হয়ত কিয়ামত নিকটেই এসে পড়েছে। **❖**

64 নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদেরকে তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন। **❖**

65 তাতে তারা সর্বদা এভাবে থাকবে যে, তারা কোন অভিভাবক পাবে না এবং সাহায্যকারীও না। **❖**

66 যে দিন আগুনে তাদের চেহারা ওলট-পালট করে ফেলা হবে, তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের কথা মানতাম! **❖**

67 এবং বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও আমাদের গুরুজনদের আনুগত্য করেছিলাম, তারাই আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্ছুত করেছে। **❖**

68 হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি লান্ত করুন, মহা লান্ত। **❖**

69 হে মুমিনগণ! তাদের মত হয়ে না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল, অতঃপর আল্লাহ তারা যা রটনা করেছিল, তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করেন। **❖** সে ছিল আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান। **❖**

54. বনী ইসরাইল হয়রত মূসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে নানা রকমের কথা প্রচার করত ও ভিত্তিহীন সব অভিযোগ তার সম্পর্কে উত্থাপন করত। এভাবে তারা তাকে কষ্ট দিয়ে বেড়াত। এই উত্থাপনকে বলা হচ্ছে, তাদের মত আচরণ যেন তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে না করে।

70 হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বল। **❖**

71 তাহলে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী শুধরে দেবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে মহা সাফল্য অর্জন করল। **❖**

72 আমি আমান্ত পেশ করেছিলাম আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতের সামনে। তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল ও তাতে শক্তি হল আর তা বহন করে নিল মানুষ। **❖** প্রস্তুত সে ঘোর জালেম, ঘোর অজ্ঞ। **❖** **❖**

55. এস্তে আমান্ত অর্থ নিজের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার যিশ্মাদারী গ্রহণ। বিশ্বজগতে

আল্লাহ তাআলার কিছু বিধান তে সৃষ্টিগত বা প্রাকৃতিক (তাকবীনি), যা মেনে চলতে সমস্ত সৃষ্টি বাধ্য; কারও পক্ষে তা অমান্য করা সম্ভবই নয়। যেমন জীবন ও মৃত্যু সংক্রান্ত ফায়সালা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা চাইলেন এমন কিছু বিধান দিতে যা সৃষ্টি তার স্বাধীন ইচ্ছা বলে মান্য করবে। এজন তিনি তার কোন-কোন সৃষ্টির সামনে এই প্রস্তাবনা রাখলেন যে, কিছু বিধানের ব্যাপারে তাদেরকে এখতিয়ার দেওয়া হবে। চাইলে তারা নিজ ইচ্ছায় সেসব বিধান মেনে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করবে কিংবা চাইলে তা অমান্য করবে। মান্য করলে তারা জান্মাতের স্থায়ী নি'আমত লাভ করবে আর যদি অমান্য করে তবে তাদেরকে জাহানামে শাস্তি দেওয়া হবে। যখন এ প্রস্তাব আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে রাখা হল, তারা এ যিস্মাদারী গ্রহণ করতে ভয় পেয়ে গেল ফলে তারা এটা গ্রহণ করল না। ভয় পেল এ কারণে যে, এর পরিণতিতে জাহানামে ঘাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু যখন মানুষকে এ প্রস্তাব দেওয়া হল, তারা এটা গ্রহণ করে নিল। আসমান, যমীন ও পাহাড় আপাতদৃষ্টিতে যদিও এমন বন্ধ, যদের কোন বৈধশক্তি নেই, কিন্তু কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত দ্বারা জানা যায়, তাদের মধ্যে এক পর্যায়ের বৈধশক্তি আছে, যেমন সূরা বনী ইসরাইলে (১৭ : ৪৪) গত হয়েছে। সুতরাং এসব সৃষ্টিকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সেটা যদি প্রতীকী অর্থে না হয়ে বাস্তব অর্থে হয় এবং তাদের অঙ্গীকৃতিতে হয় একই অর্থে, তাতে আপস্তির কোন আবকাশ নেই। অবশ্য এটা ও সম্ভব যে, আমান্ত গ্রহণের প্রস্তাব দান ও তাদের প্রত্যাখ্যান প্রতীকী অর্থে হয়েছিল। অর্থাৎ আমান্ত বহনের যোগ্যতা না থাকাকে প্রত্যাখ্যান শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূরা আরাফের ১৭২ নং আয়াত (৭ : ১৭২) ও তার টীকা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

56. একথা বলা হয়েছে তাদের সম্পর্কে যারা আমান্তের এ ভার বহন করার পর আর আদায় করেনি, অর্থাৎ সে অনুযায়ী কাজ করেনি ও আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের সাথে জীবন যাপন করেনি। এরা হল কাফের ও মুনাফেক শ্রেণী। তাই পরের আয়াতে তাদেরই পরিণাম বর্ণিত হয়েছে।

73 পরিণামে আল্লাহ মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তিদান করবেন আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ♦



♦ সাবা' ♦

1 সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এমন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সব তাঁরই এবং আখেরাতেও প্রশংসা তাঁরই। তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত। ♦

2 তিনি সেই সব কিছু জানেন, যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা থেকে নির্গত হয়, যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং যা তাতে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, অতি ক্ষমাশীল। ♦

1. ভূমিতে প্রবেশ করে বৃষ্টির পানি, গুপ্তধন, মরদেহ প্রভৃতি; তা থেকে নির্গত হয় উত্তিদ, খনিজ সম্পদ, বর্ণাধারা প্রভৃতি; আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় বৃষ্টি, ফিরিশতা, রহমত, ওহী প্রভৃতি এবং তাতে উত্থিত হয় মানুষের সৎকর্ম, দু'আ, ফিরিশতা, রাহ প্রভৃতি। এসব কিছুই আল্লাহ তাআলা বিশদভাবে জানেন। -অনুবাদক

3 যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলে দাও, কেন আসবে না? আমার আলিমুল গায়েব প্রতিপালকের কসম! তোমাদের উপর তা অবশ্যই আসবে। অণু পরিমাণ কোন জিনিসও তার দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না। না আকাশমণ্ডলীতে এবং না পৃথিবীতে। আর না তার চেয়ে ছেট কোন বস্তু আর না বড় কিছু। সবই এক সুস্পষ্ট কিতাবে (অর্থাৎ লাওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ আছে। ♦

2. যে সকল কাফের আখেরাতের জীবনকে অঙ্গীকার করত, তারা বলত, মানুষ তো মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাদের নতুনভাবে জীবন দান করা কিভাবে সম্ভব? এ আয়তসমূহে তাদের সে প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও শক্তিকে মানুষের জ্ঞান-শক্তির সাথে তুলনা করছ। আল্লাহ তাআলার জ্ঞান তো সর্বব্যাপী। বিশ্ব জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুও তাঁর জ্ঞান দ্বারা বেষ্টিত। যেই সত্তা আসমান-যমীনের মত বিপুলায়তন মাখলুককে সম্পূর্ণ নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করতে পারেন, তার পক্ষে মাটিতে মিশে যাওয়া মানব দেহের অণু-পরমাণুকে একক করে তাতে নতুন জীবন দান করা কঠিন হবে কেন?

3 নং আয়াতে পরকালীন জীবনের যৌক্তিক প্রয়োজনও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদি এ দুনিয়াই সবকিছু হয় এবং দ্বিতীয় আর কোন জীবন না থাকে তবে তার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগত ও অবাধ্যদের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখেননি, অথচ প্রভেদ থাকা আপরিহার্য। আর সে কারণেই আখেরাতের জীবন জরুরি। সেখানে অনুগতদেরকে তাদের সৎকর্মের পুরুষার দেওয়া হবে এবং অবাধ্যদেরকে তাদের অসৎকর্মের শাস্তি দেওয়া হবে।

4 (কিয়ামত আসবে) এজন্য যে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে পুরুষ করবেন। একাপ লোকদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত এবং মর্যাদাপূর্ণ রিয়ক। ♦

5 আর যারা আমার আয়তসমূহকে ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তাদের জন্য আছে মুসিবতের যন্ত্রণাময় শাস্তি। ♦

6 (হে নবী!) যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা ভালো করেই বোঝে তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা নাফিল করা হয়েছে তা সত্য এবং তা সেই সন্তার পথ দেখায় যিনি ক্ষমতারও মালিক, সমস্ত প্রশংসারও উপযুক্ত। ♦

7 কাফেরগণ (একে অন্যকে) বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা জানাব, যে তোমাদেরকে সংবাদ দেয় যে, তোমরা (মৃত্যুর পর) যখন ছিন ভিন্ন হয়ে যাবে, তারপরও তোমরা এক নতুন জীবন লাভ করবে? ♦

8 (কে জানে) সে কি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে না কি সে বিকারগ্রস্ত? না, বরং যারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে না তারা আযাব ও ঘোর বিপ্রাণ্তিতে রয়েছে। ☺

3. এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কাফেরদের উল্লেখিত মন্তব্যের জবাব। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে দুটি সন্তান উল্লেখ করেছিল। একটি এই যে, তিনি আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছেন, যা আল্লাহর শাস্তিকে ডেকে আনার নামান্তর। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আযাবকে ডেকে আনার মত কোন কাজ করেননি। এর বিপরীতে যারা আখেরাতকে অবিশ্বাস করছে তারাই বরং আযাবের কাজ করছে। কাফেরগণ দ্বিতীয় সন্তান ব্যক্ত করেছিল এই যে, তিনি বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছেন আর উন্মাদ অবস্থায় যদিও শাস্তি দেওয়া হয় না, কিন্তু এরপ ব্যক্তি তো অবশ্যই বিপথগামী হয়ে থাকে। এর উভয়ের বলা হয়েছে, বিপথগামী তিনি নন; বরং যারা আখেরাত অবিশ্বাস করে তারাই চরম গোমরাহীতে লিপ্ত।

9 তবে কি তারা আসমান ও যমীনের প্রতি লক্ষ করেনি, যা তাদের সামনেও বিদ্যমান আছে এবং পিছনেও? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ভূমিতে ধসিয়ে দেব অথবা তাদের উপর আকাশের কিছু খণ্ড ফেলে দেব। বস্তুত এর মধ্যে নির্দর্শন আছে প্রত্যেক এমন বান্দার জন্য, যে আল্লাহর দিকে ঝুঁজু হয়। ♦

10 নিশ্চয়ই আমি দাউদকে বিশেষভাবে আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম। হে পাহাড়-পর্বত! তোমরাও দাউদের সঙ্গে আমার তাসবীহ পড় এবং হে পাখিরা তোমরাও। ☺ আর আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। ♦

4. হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম অত্যন্ত মধুরকণ্ঠি ছিলেন, আল্লাহ তাআলা পাহাড়-পর্বত ও পাখিদেরকেও তার সাথে তাসবীহ পাঠে রত থাকার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছিলেন। ফলে তারাও তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠে রত থাকত। এতে পরিবেশ এক অপৌর্ব সুর-মৃহূর্নায় আচম্ভ হয়ে পড়ত। পাহাড় ও পাখীদের তাসবীহ পাঠের ক্ষমতা লাভ ছিল হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের এক বিশেষ মুজিয়া।

11 যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি কর এবং কড়াসমূহ জোড়ার ক্ষেত্রে পরিমাপ রক্ষা কর। ☺ তোমরা সকলে সৎকর্ম কর। তোমরা যা-কিছুই কর আমি তার দ্রষ্টা। ♦

5. এটা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের আরেকটি মুজিয়ার বর্ণনা। সেকালে শক্রুর অস্ত্রের আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে বর্ম পরিধান করা হত তা তৈরি করার বিশেষ নৈপুণ্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছিলেন, এ শিল্পে তাঁর বিশেষত্ব ছিল এই যে, লোহা তার হাতের স্পর্শ মাত্র মোমের মত নরম হয়ে যেত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা বাঁকাতে পারতেন। এ আয়তে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে একখণ্ড উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, তিনি হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যেন বর্মের কড়াসমূহের ভেতর পারম্পরিক পরিমাণ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করেন। এর ভেতর আমাদের জন্য এই শিক্ষা রয়েছে যে প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি শিল্পে ঘোগ্যতার স্বাক্ষর রাখা এবং তাতে যথাযথ পরিমাণ ও ভারসাম্য রক্ষা করা আল্লাহ তাআলার পছন্দ।

12 আমি বায়ুকে সুলায়মানের আজগাধীন করে দিয়েছিলাম। তার ভোরের সফর হত এক মাসের দূরত্বে এবং সন্ধ্যার সফরও হত এক মাসের দূরত্বে। ☺ আর আমি তার জন্য গলিত তামার এক প্রস্তরণ প্রবাহিত করেছিলাম। ☺ কতক জিন ছিল, যারা তার প্রতিপালকের নির্দেশে তার সামনে কাজ করত। ☺ (আমি তাদের কাছে একখণ্ড পরিক্ষার করে দিয়েছিলাম যে,) তাদের মধ্যে যে-কেউ আমার আদেশ অমান্য করে বাঁকা পথ অবলম্বন করবে আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ করাব। ♦

6. এটা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে প্রদত্ত একটি মুজিয়া। আল্লাহ তাআলা বাতাসকে তার আজগাবহ করে দিয়েছিলেন। তিনি বাতাসের গতিকে কাজে লাগিয়ে দূর-দূরান্তের সফর সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতর সেবে ফেলতেন। কুরআন মাজীদ এ মুজিয়ার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, তার সিংহাসনকে বাতাসে উড়ে চলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ফলে সাধারণত যে সফর করতে এক মাস সময় ব্যয় হত, তিনি তা এক সকাল বা এক বিকালেই অতিক্রম করতে পারতেন।

7. এটাও হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে প্রদত্ত আল্লাহ তাআলার আরেকটি নির্মাত। তামার একটি খনি তাঁর হস্তগত ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য সে তামাকে তরল করে দিয়েছিলেন। ফলে অতি সহজেই তামার আসবাবপত্র তৈরি হয়ে যেত।

8. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের আরেকটি মুজিয়া হল তাঁর প্রতি জিমদের আনুগত্য। যে সকল দুষ্ট জিন কারও বশ মানত না আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের আজগাবহ বানিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁকে বিভিন্ন রকমের সেবা দান করত। তাদের সেবার কিছু নমুনা সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রকাশ থাকে যে, জিমদেরকে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের বশীভূত করে দিয়েছিলেন আল্লাহ তাআলা নিজেই। আজকাল যে লোকে বিভিন্ন বশীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে জিমদেরকে বশ বানানোর দাবি করে থাকে, মনে রাখতে হবে সাধারণভাবে তা কিছুতেই জায়ে নয়। যদি সে দাবি সঠিক হয় এবং বশীকরণের জন্য কোন অবৈধ পদ্ধা অবলম্বন করা না হয়ে থাকে, তবে এটা কেবল এ অবস্থায়ই বৈধ হতে

পারে যখন উদ্দেশ্য হবে দুষ্ট জিন্দের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা। অন্যথায় ক্ষতিকর নয় এমন কোন স্বাধীন জিন্মকে দাস বানিয়ে রাখা কি করে জায়ে হতে পারে?

13. সুলায়মান যা চাইত, তারা তার জন্য তা বানিয়ে দিত উঁচু উঁচু ইমারত, ছবি, হ হাউজের মত বড় বড় পাত্র এবং ভূমিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত দেগ। হে দাউদের খান্দান! তোমরা (ইবাদত-আনুগত্যের) কাজ কর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে। আমার বান্দাদের মধ্যে শোকরণ্জার লোক অল্পই। *

9. প্রকাশ থাকে যে, এসব ছবি হত নিষ্পাণ বস্তুর, যেমন গাছপালা, ইমারত ইত্যাদি। কেননা তাওরাত দ্বারা জানা যায়, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের শরীয়তেও প্রাপ্তির ছবি আঁকা জায়ে ছিল না।

14. অতঃপর আমি যখন সুলায়মানের মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিলাম তখন জিন্দেরকে তার মৃত্যু বিষয়ে জানাল কেবল মাটির পোকা, যারা তার লাঠি খাচিল। ১০ সুতৰাং যখন সে পড়ে গেল তখন জিন্রা বুঝতে পারল, তারা যদি গায়েবের জ্ঞান রাখত তবে এই লাঙ্গনাকর কষ্টে পড়ে থাকত না। *

10. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কার্যে জিন্দেরকে নিযুক্ত করেছিলেন। সে জিনগুলো ছিল অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতির ও অবাধ্য। তারা কেবল হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের তত্ত্ববধানেই কাজ করত। অন্য কাউকে মানত না। তাই আশঙ্কা ছিল হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের জীবন্দশ্য যদি বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কার্য শেষ না হয়, তবে পরে এ কাজ সম্পূর্ণ করা কঠিন হয়ে যাবে। কেননা জিন্রা কাজ ছেড়ে দেবে। অথচ সুলাইমান আলাইহিস সালামের আয়ুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করলেন যে, মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি জিন্দের চোখের সামনে নিজ ইবাদতখানায় একটি লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে তারা মনে করে তিনি যথারীতি তদারকি করছেন। তাঁর ইবাদতখানা ছিল স্বচ্ছ কাঁচিনির্মিত। বাইরে থেকে সব দেখা যেত। দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁর ওফাত হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে লাঠিতে ভররত অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। জিন্রা মনে করছিল তিনি জীবিতই আছেন এবং তদারকি করছেন। কাজেই তারা একটানা কাজ করতে থাকল এবং নির্মাণকার্য এক সময় সম্পূর্ণ হয়ে গেল। ইতোমধ্যে আল্লাহ তাআলা তাঁর লাঠিতে উইপোকা লাগিয়ে দিলেন। তারা লাঠিটি খেতে থাকল। ফলে সেটি দুর্বল হয়ে ভেঙ্গে গেল এবং সুলাইমান আলাইহিস সালামের দেহ মাটিতে পড়ে গেল। তখন জিন্রা উপলক্ষ্য করতে পারল, তারা যে নিজেদেরকে আদৃশ্যের জান্তা মনে করত তা কত বড় ভুল ছিল! গায়েব জানলে তাদেরকে এতদিন পর্যন্ত ভুলের মধ্যে থেকে নির্মাণকার্যের কষ্ট পোহাতে হত না।

15. নিশ্চয়ই সাবা সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন। ১১ ডান ও বাম উভয় দিকে ছিল বাগানের সারি। নিজ প্রতিপালকের দেওয়া রিষক খাও এবং তাঁর শোকর আদায় কর। একদিকে তো উৎকৃষ্ট নগর, অন্যদিকে ক্ষমাশীল প্রতিপালক! *

11. সাবা সম্প্রদায় ইয়ামানে বাস করত। এক কালে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এ জাতি অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কুরআন মাজীদের ভাষ্য মতে তাদের ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর। প্রচুর ফসল তাতে জন্মাত। তাদের মহা সড়কের দুপাশে ছিল সারি ফলের বাগান এবং তা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অর্থ-সম্পদে যেমন ছিল সমৃদ্ধ তেমনি রাজনৈতিকভাবেও ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু কালক্রমে তারা ভোগ-বিলাসিতায় এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়ল যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গেল, তাঁর বিধি-বিধান পরিত্যাগ করল এবং শিরকী কর্মকাণ্ডকে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সতর্ক করার জন্য তাদের কাছে কয়েকজন নবী পাঠালেন। হাফেজ ইবনে কাহার (রহ.)-এর বর্ণনা মতে তাদের কাছে একের পর এক তেরজন নবীর আগমন হয়েছিল। নবীগণ তাদেরকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এবং তারা যাতে সুপথে চলে আসে সেজন্য মেহনত করতে থাকলেন, কিন্তু তারা তাঁদের কথা মানল না। পরিশেষে তাদের উপর শাস্তি আসল। 'মাআরিব' নামক স্থানে একটি বাঁধ ছিল। সেই বাঁধের পানি দিয়ে তাদের জমি চাষাবাদ করা হত। আল্লাহ তাআলা সেই বাঁধটি ভেঙ্গে দিলেন। ফলে গোটা জনপদ পানিতে ভেসে গেল এবং বাগান গেল ধৰ্মস হয়ে।

16. তা সত্ত্বেও তারা (হেদয়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল। ফলে আমি তাদের উপর বাঁধভাঙ্গা বন্যা ছেড়ে দিলাম এবং তাদের দুপাশের বাগান দুটিকে এমন দুটি বাগান দ্বারা পরিবর্তিত করে দিলাম, যা ছিল বিস্তাদ ফল, ঝাউ গাছ ও সামান্য কিছু কুল গাছ সম্বলিত। *

17. আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম এ কারণে যে, তারা অকৃতজ্ঞতায় লিপ্ত হয়েছিল। আর আমি তো শাস্তি দেই কেবল ঘোর অকৃতজ্ঞদেরকেই। *

18. আমি তাদের এবং যে সকল জনপদে বরকত দান করেছিলাম, ১২ তাদের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত করেছিলাম, (দূর থেকে) দৃশ্যমান বহু জনপদ এবং তার মধ্যে ভ্রমণকে মাপাজোখা বিভিন্ন ধাপে বণ্টন করে দিয়েছিলাম ১৩ (এবং বলেছিলাম) এসব জনপদে দিনে ও রাতে নিরাপদে ভ্রমণ কর। *

12. এর দ্বারা শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ অঞ্চলকে বাহ্যিকভাবে যেমন মনোরম ও সবুজ-শ্যামল করেছেন, তেমনি একে আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ভূমি হিসেবেও বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

13. এটা সাবা সম্প্রদায়ের উপর বর্ষিত আরেকটি অনুগ্রহ। তারা বাণিজ্য ব্যাপদেশে ইয়ামান থেকে শামের সফর করত। আল্লাহ তাআলা তাদের ভ্রমণের সুবিধার্থে ইয়ামান থেকে শাম পর্যন্ত গোটা অঞ্চলকে অত্যন্ত সুষমভাবে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। জনপদগুলি ছিল অল্প-অল্প দূরত্বে স্থাপিত। সফরকালে একটু পর-পর একেকটা বসতি নজরে আসত। এর ফলাফল ছিল বহুবিধি। যেমন এর ফলে সফরকে সুবিধাজনক মনজিলে বণ্টন করা যেত। মুসাফির যেখানে ইচ্ছা পানাহ ও বিশ্রামের জন্য থেমে যেতে পারত। তাছাড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা ছিল এই

যে, একের পর এক বসতি থাকার কারণে চুরি-ডাকাতি ও পথ হারানোর ভয় ছিল না এবং খাদ্য-সামগ্ৰী শেষ হয়ে গেলে সহজেই তার ব্যবস্থা হতে পারত। তাদের তো উচিত ছিল আল্লাহ তাআলার এসব অনুগ্রহের কদর করা এবং এজন্য তার শোকর আদায়ে রাত থাকা। কিন্তু তারা তো তা করলাই না, উল্টো আল্লাহ তাআলাকে বলতে লাগল, জনপদসমূহের একপ ক্রমবিন্যসের কারণে আমরা যায়তেক্ষণের মজাটাই হারাচ্ছি। কাজেই এসব বসতি তুলে দিয়ে মনজিলসমূহের দূরত্ব বাড়িয়ে দিন, যাতে বন-জঙ্গল ও মরুভূমিতে সফরের ভেতর যে আতঙ্ক-ঘেরা আনন্দ আছে আমরা তা আবাদন করতে পারি।

১৯ তারা বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের (মনজিলসমূহের) মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে দাও। আর এভাবে তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করল, যার পরিণামে আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তু বানিয়ে দিলাম এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-ভিন্ন করে বিক্ষিপ্ত করে ফেললাম। ১৪ নিশ্চয়ই এ ঘটনার মধ্যে প্রত্যেক ধৈশীল, শোকরণ্ডজার লোকের জন্য বহু নির্দশন আছে।

✿

14. অর্থাৎ আয়াবের আগে সাবা সম্পদায় তো একই জায়গায় মিলেমিশে বসবাস করত, কিন্তু আয়াবের পর তারা সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

২০ বন্তত ইবলিস তাদের সম্পর্কে নিজ ধারণাকে সঠিক পেল। সুতোং তারা তার অনুগামী হল, কেবল মুমিনদের একটি দল ছাড়া। ১৫
✿

15. অর্থাৎ হ্যরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার সময় ইবলিস ধারণা করেছিল সে তাঁর আওলাদকে বিপথগামী করতে পারবে। তো এই অবাধ্যদের সম্পর্কে তার ধারণা সত্যেই পরিণত হল যে, তারা তার অনুসারী হয়ে গেল।

২১ তাঁদের উপর ইবলিসের কোন আধিপত্য ছিল না। তবে (মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা আমি তাকে এজন্য দিয়েছিলাম যে,) আমি দেখতে চাচ্ছিলাম কে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে আর কে সে সম্বন্ধে থাকে সন্দেহে পতিত। ১৬ তোমার প্রতিপালক সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। ✿

16. অর্থাৎ আমি ইবলিসকে তো এমন কোন শক্তি দেইনি যে, সে মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদেরকে নাফরমানীতে লিপ্ত হতে বাধ্য করবে। আমি তাকে কেবল প্রোচনা দেওয়ার শক্তি দিয়েছিলাম। তাতে অন্তরে গুনাহ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয় ঠিকই, কিন্তু কেউ গুনাহ করতে বাধ্য হয়ে যায় না। কেউ যদি নিজের জগন-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় এবং শরীয়তের উপর আবিচ্ছিন্তাকার সংকল্প করে নেয় তবে শয়তান তার কিছুই করতে পারে না। প্রোচনা দেওয়ার শক্তিও তাকে এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরিক্ষা করতে চান, কে আখেরাতের জীবনকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে শয়তানের প্রোচনাকে প্রত্যাখ্যান করে আর কে দুনিয়াকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে শয়তানের কথা মেনে নেয়।

২২ (হে রাসূল! ওই কাফেরদেরকে) বলে দাও, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্য মনে করতে তাদেরকে ডাক। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তারা অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয় এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (কোনও বিষয়ে আল্লাহর সাথে) তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের মধ্যে কেউ তাঁর সাহায্যকারীও নয়। ✿

২৩ যার জন্য তিনি (সুপারিশের) অনুমতি দেন, তার ছাড়া (অন্য কারও) কোন সুপারিশ আল্লাহর সামনে কাজে আসবে না। পরিশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর করে দেওয়া হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন? তারা উত্তর দেয়, সত্য (কথা বলেছেন) এবং তিনিই সমুচ্ছ, মহান। ১৭ ✿

17. ২২ ও ২৩ নং আয়াতে মুশকিরদের বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস রদ করা হয়েছে। কতক মুশরিক তাদের হাতে গড়া প্রতিমাকে ইশ্বর মনে করত এবং তাদের সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করত যে, তারা সরাসরি আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করে। তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্য ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তারা আসমান ও যমীনে অণু পরিমাণ কোন জিনিসেরও মালিক নয় এবং আসমান ও যমীনের কোনও বিষয়ে তাদের কোনৱে অংশীদারিত্ব নেই।

অপর এক শ্রেণীর মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল, এসব প্রতিমা আল্লাহ তাআলাকে তাঁর কাজকর্মে সাহায্য করে। তাদেরকে রদ করার জন্য ইরশাদ হয়েছে, ‘তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর সাহায্যকারী নয়’।

আবার এক শ্রেণীর মুশরিক দেব-দেবীকে আল্লাহর প্রভুত্বে অংশীদার বা তার সাহায্যকারী মনে করত না বটে, কিন্তু বিশ্বাস রাখত যে, তারা আল্লাহ তাআলার দরবারে তাদের জন্য সুপারিশ করবে। তাদের ধারণা খণ্ডনের জন্য ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আল্লাহ যাকে অনুমতি দেন তারা ছাড়া অন্য কারও সুপারিশ তাঁর সামনে কোন কাজে আসবে না’। অর্থাৎ দেব-দেবীর সম্পর্কে তোমাদের তো বিশ্বাস ‘তারা আল্লাহর অতি ঘনিষ্ঠ ও সমানুত, ফলে তাঁর দরবারে তাদের সুপারিশ করার এখতিয়ার আছে, অথচ আল্লাহর দরবারে না আছে তাদের কোন ঘনিষ্ঠতা ও গ্রহণযোগ্যতা এবং না আছে তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে সুপারিশ করার যোগ্যতা। যাদের বাস্তবিকই ঘনিষ্ঠতা আছে, সেই ফেরেশতাগগণ তো আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া কারও পক্ষে কোন সুপারিশ করতে পারে না।

তারপর বলা হয়েছে, সেই ফেরেশতাদের অবস্থা তো এই যে, তারা সর্বদাই আল্লাহ তাআলার ভয়ে তটিষ্ঠ থাকে। এমনকি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদেরকে যখন কোন হৃকুম দেওয়া হয়, কিংবা সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হয়, তখন তারা এতটাই ভয় পায় যে, বেহুশ মত হয়ে যায়। যখন ভয় কেটে যায় তখন একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ কী বলেছেন? তারপর তারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মত কাজ করেন। যখন সেই ঘনিষ্ঠ ও নেকট্যোপ্তু ফেরেশতাদের অবস্থাই এমন, তখন এসব হাতে গড়া মূর্তি, যাদের কোন মর্যাদা ও নৈকট্য আল্লাহর কাছে নেই, তারা কিভাবে তাঁর দরবারে সুপারিশ করতে পারে?

২৪ বল, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে তোমাদেরকে রিয়ক দান করে? বল, তিনি আল্লাহ। এবং আমরা অথবা তোমরা হয়ত

হেদায়াতের উপর আছি অথবা স্পষ্ট গোমরাহীতে। ১৮ ❁

18. এটা তো জানা কথা যে, ঘারা আল্লাহর ইবাদত করে তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত আর ঘারা কোন মাখলুকের পূজা করে তারা বিপথগামী। তা সত্ত্বেও আয়াতে বিষয়টিকে অমীমাংসিতরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে ন্যায়নির্ণ্যাতার পরাকার্তাস্বরূপ। এর দ্বারা সুক্ষমভাবে তাদেরকে সত্যগ্রহণের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং প্রচলনভাবে জানানো হয়েছে যে, তারাই গোমরাহীতে লিপ্ত। সরাসরি বলা অপেক্ষা এরূপ ইঙ্গিতে বলার ধার অনেক বেশি হয়ে থাকে। যেমন প্রতিপক্ষের মিথ্যক হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও বলা হয়ে থাকে, ‘তোমার ও আমার মধ্যে যে মিথ্যক তার প্রতি আল্লাহর লান্ত’। এটা সরাসরি মিথ্যক বলা অপেক্ষা চের তীক্ষ্ণ। -অনুবাদক

- 25 বল, আমরা যে অপরাধ করেছি সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না এবং তোমরা যা করছ সে সম্পর্কেও আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না। ❁
 - 26 বল, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করবেন তারপর আমাদের মধ্যে ন্যায় ফায়সালা করবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, সর্বজ্ঞ। ❁
 - 27 বল, আমাকে দেখাও, তারা কারা, যাদেরকে তোমরা শরীক বানিয়ে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছ? কক্ষণও নয়, (তাঁর কোন শরীক নেই); বরং তিনিই আল্লাহ, যিনি পরাক্রমশালী, প্রভাগময়। ❁
 - 28 এবং (হে নবী!) আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের জন্য একজন সুসংবাদদাতা ও সর্তর্কারীরূপেই পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বুঝছে না। ❁
 - 29 এবং তারা (তোমাকে) বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে (বল কিয়ামতের) এ প্রতিশ্রূতি করে পূরণ হবে? ❁
 - 30 বলে দাও, তোমাদের জন্য এমন এক দিনের মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা থেকে তোমরা এক মুহূর্ত পিছাতে পারবে না এবং সামনেও যেতে পারবে না। ❁
 - 31 ঘারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা বলে, আমরা কখনও এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতিও নয়। তুমি যদি সেই সময়ের দৃশ্য দেখতে যখন জালেমদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে আর তারা একে অন্যের কথা রাদ করবে। (দুনিয়ায়) যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়েছিল তারা ক্ষমতা-দর্পণদেরকে বলবে, তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই মুমিন হয়ে যেতাম। ❁
 - 32 ঘারা ক্ষমতাদর্পণ ছিল তারা, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে, হেদায়াত তোমাদের কাছে এসে যাওয়ার পর আমরাই কি তোমাদেরকে তা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি? প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে। ❁
 - 33 যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়েছিল তারা ক্ষমতাদর্পণদেরকে বলবে, না, বরং এটা তো তোমাদের দিবা-রাত্রের চক্রান্তই ছিল (যা আমাদেরকে হেদায়াত থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল), যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ করছিলে আমরা যেন আল্লাহর কুফরী করি এবং তাঁর সাথে (অন্যদেরকে) শরীক সাব্যস্ত করি। তারা যখন আঘাত দেখবে তখন তারা অনুত্তাপ গোপন করবে ১৯ এবং ঘারা কুফরী অবলম্বন করেছিল আমি তাদের সকলের গলায় বেড়ি পরাব। তাদেরকে তো কেবল তাদের কৃতকর্মেরই প্রতিদান দেওয়া হবে। ❁
19. অর্থাৎ তারা উভয় পক্ষই প্রকাশ্যে তো একে অন্যকে দোষাবোপ করবে, কিন্তু মনে মনে ঠিকই বুঝবে যে, প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই সমান অপরাধী। এ উপলক্ষ্মির কারণে তারা প্রত্যেকেই মনে মনে অনুত্পন্ন হবে, কিন্তু প্রথমে তা প্রকাশ করবে না।
- 34 আমি যে জনপদেই কোন সর্তর্কারী (নবী) পাঠিয়েছি, তার বিত্তশালী লোকেরা বলেছে, তোমরা যে বার্তাসহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। ❁
 - 35 আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে তোমাদের চেয়ে বেশি আর আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার নই। ❁
 - 36 বলে দাও, আমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা করেন রিয়ক প্রশংস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকীর্ণ করে দেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা বোঝে না। ৩০ ❁
20. প্রকৃত বিষয় না বোঝার কারণেই তাদের ধারণা হয়েছে, দুনিয়ায় যখন আমরা ধনে-জনে অন্যদের উপরে, তখন বোঝাই যাচ্ছে আমরা আল্লাহ তাআলার প্রিয় বাস্তু। অথচ দুনিয়ায় অর্থ-সম্পদ দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর মাপকাটি এই নয় যে, যে আল্লাহর যত বেশি প্রিয় হবে

তাকে তত বেশি সম্পদ দেওয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা নির্ভর করে কেবলই আল্লাহর ইচ্ছার উপর। এখানে তিনি নিজ ইচ্ছা ও হেকমত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা বেশি সম্পদ দেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন। তাঁর প্রিয় হওয়া বা না হওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

- 37 তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয়, যা তোমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, এরপ ব্যক্তিবর্গ তাদের কর্মের দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে এবং তারা (জাহাতের) প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। ♦
- 38 আর যারা আমার আয়তসমূহকে ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করে, তাদেরকে শাস্তিতে প্রে�তার করা হবে। ♦
- 39 বল, আমার প্রতিপালক নিজ বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিষকের প্রাচুর্য দান করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) তা সংকীর্ণ করে দেন। তোমরা যা-কিছুই ব্যয় কর, তিনি তদস্থলে অন্য জিনিস দিয়ে দেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিষিকদাতা। ♦
- 40 সেই দিন (-কে ভুলে যেও না), যখন আল্লাহ সকলকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশতাদেরকে বলবেন, সত্যিই কি এরা তোমাদের ইবাদত করত? ♦
- 41 তারা বলবে, আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমাদের সম্পর্ক আপনার সাথে; তাদের সাথে নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা জিনদের ইবাদত করত। ১ তাদের অধিকাংশ তাদেরই প্রতি বিশ্বাসী ছিল। ♦
21. এখানে জিন দ্বারা শয়তানদেরকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা শয়তানদের দ্বারা নিজেদের বহু কাজ-কর্ম করিয়ে নেয় এবং তাদের কথা অনুযায়ী চলে। শয়তানরাই তাদেরকে শিরকী আকীদা-বিশ্বাসের প্রয়োচনা দিয়েছে। কাজেই তারা প্রকৃত প্রস্তাবে শয়তানদেরই পূজারী ছিল।
- 42 সুতরাং আজ তোমরা পরম্পরে একে অন্যের কোন উপকার করতে পারবে না এবং অপকারও নয়। আর যারা জুলুমে লিপ্ত হয়েছিল, তাদেরকে বলব, তোমরা আস্তাদন কর আগুনের শাস্তি, যা তোমরা অবিশ্বাস করতে। ♦
- 43 তাদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়তসমূহ পড়ে শোনানো হয়, তখন তারা (আমার রাসূল সম্পর্কে) বলে, এই ব্যক্তি আর কিছুই নয়, কেবল এটাই চায় যে, সে তোমাদেরকে তোমাদের সেই মাঝুদদের থেকে ফিরিয়ে দেবে, যাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদা পূজা করে আসছে এবং তারা বলে, এ কুরআন এক মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যখন কাফেরদের কাছে সত্যের বাণী এসে গেল, তখন তারা সে সম্পর্কে বলল, এটা সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়। ♦
- 44 অথচ আমি তাদেরকে (এর আগে) এমন কোন কিতাব দেইনি, যার পঠন-পাঠন তারা করে এবং (হে নবী!) তোমার আগে আমি তাদের কাছে কোন সতর্ককারী (নবী) পাঠাইনি। ২ ♦
22. অর্থাৎ কাফেরগণ কুরআনকে মনগড়া কিতাব বলছে (নাউয়বিল্লাহ) অথচ মনগড়া তো খোদ তাদের ধর্ম। কেননা এর আগে তাদের কাছে না কোন আসমানী কিতাব এসেছে না কোন নবী। সুতরাং তারা যে ধর্ম তৈরি করে নিয়েছে, সেটা তো সম্পূর্ণই তাদের মনগড়া। তাছাড়া তাদেরকে এই প্রথমবারের মত কিতাব ও নবী দেওয়া হয়েছে। এর তো দাবি ছিল তারা এই নিয়ামতের কদর করবে, অথচ উল্লেখ তারা এর বিরোধী হয়ে গেছে।
- 45 তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও (নবীদেরকে) অঙ্গীকার করেছিল। তাদেরকে আমি যা (অর্থ-সম্পদ) দিয়েছিলাম এরা (অর্থাৎ আরবের মুশরিকগণ) তার এক-দশমাংশেও পৌঁছতে পারেনি। তা সত্ত্বেও তারা আমার রাসূলগণকে অঙ্গীকার করেছিল। সুতরাং (তুমি দেখে নাও) আমার প্রদত্ত শাস্তি কেমন (কঠোর) ছিল। ♦
- 46 (হে রাসূল!) তাদেরকে বল, আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। তা এই যে, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু-দু'জন অথবা এক-একজন করে দাঁড়িয়ে যাও, ৩ তারপর চিন্তা কর (তা করলে অবিলম্বেই বুঝে এসে যাবে যে,) তোমাদের এ সাধীর (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) মধ্যে কোন বিকারগ্রস্ততা নেই। সে তো সুকৃতিন এক শাস্তির আগে তোমাদের জন্য এক সতর্ককারী মাত্র। ♦
23. 'দাঁড়িয়ে যাও' দ্বারা বিশেষ গুরুত্ব ও মনোযোগ দানের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, তোমরা তো এখনও পর্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাই করনি। তাই এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলছ। আর মন্তব্য করছ যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উর্মাদ (নাউয়বিল্লাহ)। মুক্ত মনে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তার দাবি হল, প্রথমে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবে এবং আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে চিন্তা করবে। কখনও একাকী চিন্তা করলেই ভালো ফল পাওয়া যাব আবার কখনও সমষ্টিগত চিন্তাই ফলপ্রসূ হয়। তাই উভয় পন্থায় চিন্তা করতে বলা হয়েছে।

47 বল, আমি এ কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইলে তা তোমাদেরই থাকুক। আমার পারিশ্রমিক তো কেবল আল্লাহরই কাছে। তিনি সমস্ত কিছুর দ্রষ্টা। ♦

48 বলে দাও, আমার প্রতিপালক উপর থেকে সত্য পাঠাচ্ছেন। ২৪ তিনি গায়েবের যাবতীয় বিষয় ভালোভাবে জানেন। ♦

24. 'সত্যকে উপর থেকে পাঠাচ্ছেন' এর মানে সত্য বাণী ওহীর মাধ্যমে উপর থেকে আসছে। এর দ্বিতীয় অর্থ হল, আল্লাহ তাআলা উপর থেকে সত্য নাখিল করে তাকে মিথ্যার উপর প্রবল করে তুলছেন। সুতরাং তোমরা যতই বিরোধিতা কর না কেন মিথ্যা ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সত্য হবে জয়যুক্ত।

49 বলে দাও, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা না পারে কিছু শুরু করতে, না পুনরাবৃত্তি করতে। ♦

50 বলে দাও, আমি যদি বিপথগামী হয়ে থাকি, তবে আমার বিপথগামিতার ক্ষতি আমাকেই ভোগ করতে হবে আর আমি যদি সরল পথ পেয়ে থাকি, তবে এটা সেই ওহীরই বদৌলতে, যা আমার প্রতিপালক আমার প্রতি অবর্তীণ করছেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর শ্রোতা, সকলের নিকটবর্তী। ♦

51 (হে নবী!) তুমি যদি সেই দৃশ্য দেখতে, যখন তারা ভীত-বিহুল হয়ে পড়বে এবং পালিয়ে যাওয়ার কোন জায়গা থাকবে না আর তাদেরকে নিকট থেকেই পাকড়াও করা হবে। ♦

52 এবং (তখন তারা) বলবে, আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম। কিন্তু এতটা দূরবর্তী স্থান থেকে তারা কোন জিনিসের নাগাল পাবে কী করে? ২৫ ♦

25. অর্থাৎ ঈমান আনার আসল জায়গা ছিল দুনিয়া। তা এখন বহু দূরে। সেখানে থেকে এতদূর এই আধ্যেরাতে পোঁচ্ছার পর সেই ঈমানের নাগাল তোমরা পেতে পার না, যা দুনিয়াতেই তোমাদের কাছে কাম্য ছিল। সেখানে তো এটাই দেখার ছিল যে, দুনিয়ার রঙ-চঙের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যাও, না সর্বাবস্থায় তাঁকে স্মরণ রাখ। এখন আধ্যেরাতের সকল দৃশ্য সামনে এসে যাওয়ার পর ঈমান আনার ভেতর কৃত্ত্ব কিসের যে, তার ভিত্তিতে তোমাদেরকে ক্ষমা করা হবে?

53 তারা তো পূর্বে তাকে অঙ্গীকার করেছিল এবং অনেক দূরবর্তী স্থান থেকে অদৃশ্য বিষয়ে অনুমানে তিল ছুঁড়ত। ♦

54 তখন তারা যার (অর্থাৎ যে ঈমানের) আকাঙ্ক্ষা করবে তার ও তাদের মধ্যে অন্তরাল করে দেওয়া হবে, যেমন করা হয়েছিল তাদের পূর্বে তাদের অনুকূপ লোকদের সাথে। প্রকৃতপক্ষে তারা এক বিভ্রান্তকর সন্দেহে পতিত ছিল। ♦



♦ ফাত্তির ♦

1 সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি ফেরেশতাদেরকে বার্তাবাহীকরণে নিযুক্ত করেছেন, যারা দু-দুটি, তিন-তিনটি ও চার-চারটি পাখা বিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে ঘা-ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। ১ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাবিষয়ে সর্বশক্তিমান। ♦

1. পূর্বের বাক্যের সাথে মিলিয়ে দেখলে এর অর্থ হয় এই যে, আল্লাহ তাআলা যে ফেরেশতার পাখা-সংখ্যা বাড়াতে চান বাড়িয়ে দেন। সুতরাং হাদিস দ্বারা জ্ঞান যায়, হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের ছয়শত পাখা আছে। কিন্তু শব্দ সাধারণ হওয়ায় যে-কোনও সৃষ্টিই এর অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির যাকে ইচ্ছা হয় তাকে বিশেষ কোন গুণ বেশি দান করেন।

2 আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই, আর যা তিনি রহম করেন, এমন কেউ নেই যে তারপর তা উন্মুক্ত করতে পারে। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ♦

3 হে মানুষ! আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে নিআমত বর্ষণ করেছেন তা স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া আর কোন খালেক আছে কি, যে আসমান ও যমীন থেকে তোমাদেরকে রিষক দান করে? তিনি ছাড়া কোন মাঝুদ নেই। সুতরাং তোমরা বিপথগামী হয়ে কোন দিকে যাচ্ছ? ♦

4 এবং (হে রাসূল!) তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। যাবতীয় বিষয়

- শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ♦
- ৫ হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং এই পার্থিব জীবন ঘেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে এবং আল্লাহর সম্পর্কেও ঘেন মহা ধোঁকাবাজ (শয়তান) তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। ♦
- ৬ নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শক্তি। সুতরাং তাকে শক্তি গণ্য করো। সে তার অনুসারীদেরকে দাওয়াত দেয় কেবল এ জন্যই, যাতে তারা জাহানামবাসী হয়ে যায়। ♦
- ৭ যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য আছে মাগফিরাত ও মহা পুরক্ষার। ♦
- ৮ তবে কি যার দৃষ্টিতে তার মন্দ কাজগুলো সুদৃশ্য করে দেখানো হয়েছে, ফলে সে তার মন্দ কাজকে ভালো মনে করে, (সে কি সৎকর্মশীল ব্যক্তির সমান হতে পারে?)। বস্তুত আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন আর যাকে চান সঠিক পথে পরিচালিত করেন। ☺ সুতরাং (হে নবী!) এমন ঘেন না হয় যে, তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) জন্য আফসোস করতে করতে তোমার প্রাণটাই চলে যায়। নিশ্চয়ই তারা যা-কিছু করছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ জ্ঞাত। ♦
2. এর মানে এ নয় যে, আল্লাহ তাআলা যাকে চান জোরপূর্বক বিপথগামী করেন। বরং এর অর্থ হল, যখন কেউ হঠকারিতা করে নিজেই বিপথগামিতাকে বেছে নেয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বিপথগামিতায় লিপ্ত রেখে তার আন্তরে মোহর করে দেন। দেখুন সূরা বাকারা (২ : ৭)।
- ৯ আল্লাহই সেই সন্তা, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, তারপর তা মেঘ সঞ্চারিত করে, তারপর আমি তা চালিয়ে নিয়ে যাই এমন নগরের দিকে, যা (খরার কারণে) নিজীব হয়ে গেছে। তারপর আমি তা (অর্থাৎ বৃষ্টি) দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সংজীবিত করি। এভাবেই পুনরুত্থান হবে। ♦
- ১০ যে ব্যক্তি মর্যাদা লাভ করতে চায় (সে জেনে রাখুক) সমস্ত মর্যাদা আল্লাহরই হাতে। পবিত্র কালেমা তাঁরই দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাকে উপরে তোলে। ☺ যারা মন্দ কাজের ষড়যন্ত্র করে, তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি আর তাদের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। ♦
3. ‘পবিত্র কালেমা’ বলতে মানুষ যা দ্বারা নিজ ঈমানের স্বীকারোক্তি দেয়, সেই কালেমাকে বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার যিকির সম্পর্কিত অন্যান্য শব্দাবলীও এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলার দিকে তার আরোহণ করার অর্থ তা তাঁর কাছে কবুল হয়ে যায়। আর সৎকর্ম যে তাকে উপরে তোলে তার মানে সৎকর্মের অভিলাষ পবিত্র কালেমাসমূহ পরিপূর্ণরূপে কবুল হয়।
- ১১ আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন তারপর শুক্রবিন্দু দ্বারা। তারপর তোমাদেরকে জোড়া-জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন। নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং যা সে প্রসব করে তা আল্লাহর জ্ঞাতসারেই করে। কেন দীর্ঘায়ু ব্যক্তিকে যে আয়ু দেওয়া হয় এবং তার আয়ুতে যা হ্রাস করা হয়, তা সবই এক কিংতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ☺ বস্তুত এসব কিছুই আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ। ♦
4. এর ইশারা ‘লাওহে মাহফুজ’-এর প্রতি।
- ১২ দুটি দরিয়া সমান নয়। একটি মিঠা, তৃষ্ণা নিবারক, সুপেয় আর অন্যটি অতি লোনা। প্রত্যেকটি থেকেই তোমরা খাও (মাছের) তাজা গোশত ও আহরণ করে এবং যা সে প্রসব করে তা আল্লাহর জ্ঞাতসারেই করে। কেন তোমরা জলানসমূহকে দেখ তা (দরিয়ার) পানি চিরে চলাচল করে, যাতে তোমরা অনুসন্ধান করতে পার আল্লাহর অনুগ্রহ ☺ এবং যাতে তোমরা শোকর আদায় কর। ♦
5. পূর্বে একাধিকবার বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদের পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ সন্ধানের অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা আহরণ করা। এ পরিভাষার ভেতর ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ যা কামাই-রোজগার করে, তাকে তারা তাদের মেহনতের ফসল মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনি অনুগ্রহ না করলে তাদের যাবতীয় মেহনত বৃথা যেত, তাদের অর্জিত হত না কিছুই। সুতরাং যা-কিছু রোজগার হয়, তার জন্য আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা উচিত।
- ১৩ তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং দিনকে প্রবিষ্ট করান রাতের মধ্যে। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। (এর) প্রত্যেকটি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পরিদ্রমণ করে। ইনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। সকল রাজত্ব তাঁরই। তাঁকে ছেড়ে যাদেরকে (অর্থাৎ ঘেসব অলীক প্রভুকে) তোমরা ডাক, তারা খেজুর বীচির আবরণের সমানও কিছুর অধিকার রাখে না। ♦
- ১৪ তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবেই না আর শুনলেও তোমাদেরকে কোন সাড়া দিতে পারবে না। কিয়ামতের দিন তারা নিজেরাই তোমাদের শিরককে অস্তীকার করবে। যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত সন্তার মত সঠিক সংবাদ তোমাকে আর কেউ দিতে পারবে না। ♦

15 হে মানুষ! তোমরা সকলেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি আপনিই প্রশংসার উপযুক্ত। ৬ ❁

6. অর্থাৎ কেউ তাঁর ইবাদত করুক বা না করুক, তাঁর প্রশংসায় লিঙ্গ হোক বা না হোক তার কোন ঠেকা আল্লাহ তাআলার নেই। তিনি এসবের মুখাপেক্ষী নন। তিনিই বেনিয়ায় এবং তিনি সন্তাগতভাবেই প্রশংসার উপযুক্ত।

16 তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং অস্তিত্বে আনয়ন করতে পারেন এক নতুন সৃষ্টিকে। ❁

17 আর এ কাজ আল্লাহর জন্য কিছুমাত্র কঠিন নয়। ❁

18 কোন ভার বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না এবং যার উপর ভারী বোঝা চাপানো থাকবে সে অন্য কাউকে তা বহন করার জন্য ডাকলে, তা থেকে কিছুই বহন করা হবে না যদিও সে (অর্থাৎ যাকে বোঝা বহনের জন্য ডাকা হবে সে) কোন নিকটান্তীয় হয়। (হে নবী!) তুমি তো কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং যারা নামায কায়েম করে। কেউ পবিত্র হলে সে তো নিজেরই কল্যাণার্থে পবিত্র হয়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই কাছে (সকলের) প্রত্যাবর্তন। ❁

19 অন্ধ ও চক্ষুঘান সমান হতে পারে না ❁

20 এবং অন্ধকার ও আলোও না। ❁

21 আর না ছায়া ও রোদ। ❁

22 এবং সমান হতে পারে না জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কথা শুনিয়ে দেন। যারা কবরে আছে, তুমি তাদেরকে কথা শোনাতে পারবে না। ৭ ❁

7. যারা জিদ ও হঠকারিতার দ্বারা নিজেদের জন্য সত্য গ্রহণের সকল দুয়ার বন্ধ করে রেখেছে, তাদেরকে প্রথমত অঙ্গের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং তাদের কুফরীকে অন্ধকারের সাথে। এর শাস্তি স্঵রূপ তাদেরকে জাহানামের যে শাস্তি ভোগ করতে হবে তাকে তুলনা করা হয়েছে রোদের সাথে। এর বিপরীতে সত্যের অনুসরীদেরকে চক্ষুঘানের সাথে, তাদের দীনকে আলোর সাথে এবং জানাতে তারা যে নিয়ামত লাভ করবে তাকে ছায়ার দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, যারা সত্য গ্রহণের ঘোগ্যতা খ্তম করে ফেলেছে তারা তো মৃত্যুল্য। মৃত্যুদেরকে আপনি নিজ এক্ষতিয়ারে কিছু শোনাতে পারবেন না। এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তারা সত্য কবুল না করলে আপনি সেজন্য আক্ষেপ করবেন না। তাছাড়া তাদের দ্বারা কবুল করানোর কোন দায়িত্বও আপনার উপর অর্পিত হয়নি।

23 তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। ❁

24 আমি তোমাকে সত্যবাণীসহ প্রেরণ করেছি একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন জাতি নেই, যাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসেনি। ❁

25 তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের আগে যারা ছিল, তারাও (অর্থাৎ সেই কাফেরগণও রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে এসেছিল সুস্পষ্ট নির্দর্শনাবলী, সহীফা ও দীপ্তিমান কিতাবসহ। ❁

26 অতঃপর যারা অস্বীকৃতির পন্থ অবলম্বন করেছিল আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। সুতরাং দেখ আমার শাস্তি কেমন (ভয়ানক) ছিল। ❁

27 তুমি কি দেখনি আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন, তারপর আমি তা দ্বারা বিচ্ছি বর্ণের ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছি? আর পাহাড়ের মধ্যেও আছে বিচ্ছি বর্ণের অংশ সাদা, লাল ও নিকষ কালো। ❁

28 এবং মানুষ, পশু ও চতুর্পদ জন্তুর মধ্যেও আছে অনুরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য। আল্লাহকে তো কেবল তারাই ভয় করে, যারা জানের অধিকারী। ৮ নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল। ❁

8. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য ও গৌরব সম্পর্কে যাদের জ্ঞান ও উপলব্ধি আছে কেবল তারাই বিশ্ব-জগতের এসব আশ্চর্যজনক সৃষ্টি দেখে এর দ্বারা তাঁর অপার শক্তি ও তাঁর তাওহীদের সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করে এবং এর ফলশুভিতে তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয়

এবং তারা তাঁর প্রতি বিনয়-বিগলিত হয়। আর যাদের সেই জগন ও উপলক্ষ্মি নেই তারা সৃষ্টিজগতের এসব বিস্ময়কর বস্তুরাজির গভীরে পৌঁছা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও তাঁর তাওহীদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

২৯ যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমন ব্যবসায়ের আশাবাদী, যাতে কখনও লোকসান হয় না, ♦

৩০ যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী। ♦

৩১ (হে নবী!) আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব নাখিল করেছি তা সত্য, যা তার পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সমর্থকরণে এসেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজ বান্দাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত, সবকিছুর দ্রষ্টা। ♦

৩২ অতঃপর আমি এ কিতাবের ওয়ারিশ বানিয়েছি আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে, যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। ১ তাদের মধ্যে কতক তো নিজের প্রতি অত্যচারী, কতক মধ্যপন্থী এবং কতক এমন যারা আল্লাহর ইচ্ছায় সৎকর্মে অগ্রগামী। এটা (আল্লাহর) বিরাট অনুগ্রহ। ♦

৭. এর দ্বারা মুসলিমদেরকে বোঝানো হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এ কুরআন সরাসরি তো নাখিল হয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের প্রতি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এর ওয়ারিশ বানিয়েছেন মুসলিমগণকে, যাদেরকে তিনি এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনার জন্য মনোনীত করেছেন। কিন্তু ঈমান আনার পর এরা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি দল তো এমন, যারা ঈমান আনার পর তার দাবি অনুযায়ী পুরোপুরি কাজ করেন। তারা তাদের কোন-কোন দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে এবং বিভিন্ন গুনাহে লিঙ্গ হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তারা নিজেদের প্রতি জুলুম ও অত্যচার করেছে। কেননা ঈমানের তো দাবি ছিল তারা প্রথম যাত্রাতেই জান্মাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু তারা গুনাহ করে নিজেদেরকে শাস্তির উপরুক্ত বানিয়ে ফেলেছে। ফলে আইন অনুযায়ী তাদেরকে প্রথমে নিজেদের গুনাহের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারপর তারা জান্মাতে যাবে। দ্বিতীয় দল, যাদেরকে মধ্যপন্থী বলা হয়েছে, তারা হল সেই সকল মুসলিম, যারা ফরয ও ওয়াজিবসমূহ নিয়মিত আদায় করে এবং গুনাহ হতেও বেঁচে থাকে, কিন্তু নফল ইবাদত ও মুস্তাহব আমল তেমন একটা করে না। আর তৃতীয় দল হল সেইসব লোকেরা যারা কেবল ফরয ও ওয়াজিব পালন করেই ক্ষান্ত থাকে না, বরং তারা নফল ইবাদত ও মুস্তাহব আমলেও অত্যন্ত যত্নবান থাকে। এ তিনিও প্রকারের লোক মুসলিমদেরই। তারা সকলেই জান্মাতে যাবে ইনশাআল্লাহ। যারা গুনাহগার নয় তারা তো প্রথমেই, আর যারা গুনাহগার তারা মাগফিরাত লাভের পর।

৩৩ স্থায়ী বসবাসের জান্মাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে সোনার বালা ও মোতির দ্বারা অলংকৃত করা হবে আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশম। ♦

৩৪ তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের থেকে সমস্ত দুঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী। ♦

৩৫ যিনি স্থীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী অবস্থানের নিবাসে এনে দাখিল করেছেন, যেখানে আমাদেরকে কখনও কোনও কষ্ট স্পর্শ করবে না এবং কোন ক্লান্তিও আমাদের দেখা দেবে না। ♦

৩৬ যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্মামের আগুন। সেখানে তাদের কর্ম সাবাড় করা হবে না যে, তাদের মৃত্যু ঘটবে এবং তাদের থেকে জাহান্মামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ (কাফের)কে আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। ♦

৩৭ তারা তাতে আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে মুক্তি দান করুন, আমরা আগে যে কাজ করতাম তা ছেড়ে ভালো কাজ করব। (উত্তরে তাদেরকে বলা হবে) আমি কি তোমাদেরকে এমন দীর্ঘ আয়ু দেইনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? এবং তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। ১০ সুতরাং এখন মজা ভোগ কর। কেননা এমন জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই। ♦

১০. মানুষকে গড়ে যে আয়ু দেওয়া হয় তা কম দীর্ঘ নয়। এ আয়ুতে মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন ধাপ পার হয়। এসব ধাপের বাঁকে-বাঁকে তার জন্য শিক্ষা গ্রহণের বহু উপাদান আছে। সে সত্যে উপর্যুক্ত হতে চাইলে এ আয়ু তার জন্যে যথেষ্ট। তদুপরি এ আয়ুর ভেতর তার কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একের পর এক সতর্ককারীও আসতে থাকে। সাধারণভাবে সতর্ককারী বলে আবিষ্যা আলাইহিমুস সালামকে এবং এ উম্মতের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে বোঝানো হয়েছে। তারা মানুষকে আখেরাত সম্পর্কে সতর্ক করার কাজে কোন ক্রটি করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের পর তাঁর সাহায্যকারী এবং প্রতি যুগে উলামায়ে কেরামও এ দায়িত্ব পালন করছেন। কোন কোন মুফাসির 'সতর্ককারী'-এর ব্যাখ্যা করেন যে, মানুষ তাঁর জীবনের ধাপে-ধাপে মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মত যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হয় সেটাই তার সতর্ককারী। সুতরাং বার্ধক্যের সূচনায় যখন চুল পাকতে শুরু করে, তখন সেটাও তার জন্য সতর্ককারী হয়ে আসে। কারও যথন নাতি-নাতনি জন্ম নেয়, তখন তা তাকে সতর্ক করে দেয় যে, তোমার মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসছে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে মানুষ যে রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, সেসবও মানুষকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ও সাবধান করে যে, এখনই

আখেরাতের সাফল্য লাভের ব্যবস্থা করে নাও, সময় কিন্তু ফুরিয়ে গেল!

- 38 নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গুপ্ত বিষয়ে জ্ঞাত। নিশ্চয়ই অন্তরে লুকায়িত বিষয়াবলী সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। *

39 তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে (পূর্ববর্তীদের) স্থলাভিষিক্ত করেছেন। যে ব্যক্তি কুফর করবে তার কুফর তারই উপর পতিত হবে। কাফেরদের জন্য তাদের কুফরী তাদের প্রতিপালকের ক্ষেত্রে ছাড়া কিছু বৃদ্ধি করে না এবং কাফেরদের জন্য তাদের কুফরী ক্ষতি ছাড়া কিছু বৃদ্ধি করে না। *

40 (হে নবী!) তাদেরকে বল, আচ্ছা তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যেই মনগড়া শরীকদের পূজা করছ তাদের বিষয়টা ভেবে দেখেছ কি? আমাকে একটু দেখাও তো তারা পৃথিবীর কোন অংশটা তৈরি করেছে? কিংবা আকাশমণ্ডলীতে (অর্থাৎ তার সূজনে) তাদের কী অংশদারিত্ব আছে? নাকি আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি, যার সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনার উপর তারা প্রতিষ্ঠিত আছে? ১১ না, বরং এসব জালেম একে অন্যকে কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে। *

11. যে-কোন দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার জন্য পস্তা দুটিই হতে পারে (এক) বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে তার পক্ষে কোন যুক্তি পেশ করা, (দ্বিতীয়) যার হৃকুম মানা অবশ্য কর্তব্য, এমন কোন সন্তান তরফ থেকে সে দাবির সমক্ষে আদেশ লাভ। আল্লাহর সঙ্গে যারা মনগড়া মাঝে দাঁড় করিয়েছে, তাদের কাছে এ দুটোর কোনওটিই নেই। না কোনও যুক্তি আছে, যেহেতু কোনওভাবেই তারা প্রমাণ করতে পারবে না তাদের মনগড়া প্রভুগণ আসমান-যমীনের কোন অংশ তৈরি করেছে বা তার সূজনে কোনওভাবে শরীক থেকেছে। আর না আছে তাদের কাছে কোন আসমানী কিতাব, যা দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেছেন তারা যেন অমুক অমুক দেবতাকে আল্লাহর শরীক মেনে তাদের পূজায় লিপ্ত থাকে।

41 বস্তুত আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ধরে রেখেছেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত হতে না পারে। যদি তারা স্থানচ্যুত হয়, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তাদের ধরে রাখতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল। *

42 (পূর্বে) তারা অত্যন্ত জোরালো শপথ করেছিল যে, যদি তাদের কাছে কোন সতর্ককারী (নবী) আসে তবে তারা অন্যান্য উচ্চত অপেক্ষা অধিকতর হেদায়াত প্রয়োগ করে না এবং কিন্তু যখন তাদের কাছে এক সতর্ককারী আসল, তখন তার আগমন তাদের সত্য-বিমুখতাই বৃদ্ধি করল *

12. সম্ভবত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে কুরাইশ কাফেরগণ ইয়াহুদী ও নাসারাদের সাথে বিতর্ক প্রসঙ্গে জোরদার কসম খেয়েছিল যে, আমাদের কাছে কোন নবী আসলে আমরা অন্য সব জাতি অপেক্ষা হেদায়াতে বেশি করুল করব ও তাঁর অনুসরণে সবার অগ্রগামী থাকব, কিন্তু যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ঘটল তখন তারা তাঁর কথায় একদম ঝুঁক্ষেপ করল না; উল্লেখ তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকমের চক্রান্ত আঁটতে থাকল।

43 পৃথিবীতে তাদের আত্মগর্ব এবং সত্যের বিরোধিতায় তাদের) কুট চক্রান্তের কারণে, অথচ কুট-চক্রান্ত খোদ তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে নেয়। ১৩ তবে কি তারা পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে যা কার্যকর হয়েছিল সেই নিয়মেরই অপেক্ষা করছে? ১৪ কিন্তু তোমরা আল্লাহর স্থিরীকৃত নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না এবং তোমরা আল্লাহর স্থিরীকৃত নিয়মকে কখনও টলতেও দেখবে না। ১৫ *

13. দূরভিসন্ধি মূলকভাবে কারও বিরুদ্ধে অন্যায় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুনিয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বুমেরাং হয়ে থাকে। পরের জন্য কুয়া খুদে সাধারণত নিজেদেরকেই তাতে পড়তে হয়। সুতরাং কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র করেছিল শেষ পর্যন্ত তার কুফল তাদের নিজেদেরকেই ভোগ করতে হয়েছে আর দুনিয়ায় কদাপি তার ক্ষতি থেকে বেঁচে গেলেও আখেরাতের শাস্তি তো অবধারিত আর সে শাস্তি দুনিয়ার শাস্তির চেয়ে অনেক বেশি কঠিন।

14. অর্থাৎ বিগত জাতিসমূহের মধ্যে যারা তাদের নবীর বিরুদ্ধাচারণ করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দান করেছেন। বিরুদ্ধাচারীর ব্যাপারে এটাই তাঁর নিয়ম। চাই সে শাস্তি দুনিয়ায় দেওয়া হোক বা আখেরাতে। তা এসব কাফেরও কি আল্লাহ তাআলার সেই নিয়ম কার্যকর হওয়ারই অপেক্ষা করছে? ঈমান আনার জন্য কি তারা আয়াবের প্রতীক্ষায় আছে?

15. নিয়মে পরিবর্তনের অর্থ হল, কাফেরদেরকে আয়াবের পরিবর্তে সওয়াব দেওয়া। আর নিয়ম টলার অর্থ কাফেরদের স্থলে মুমিনদেরকে শাস্তি দেওয়া। আল্লাহ তাআলার নিয়মে এর কোনওটিই হওয়া সম্ভব নয়।

44 তারা কি পৃথিবীতে কখনও সফর করেনি, তাহলে তারা দেখতে পেত তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল, যদিও তারা এদের অপেক্ষা বেশি শক্তিমান ছিল? আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন বস্তু তাকে ব্যর্থ করতে পারে। তিনিই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিশালী। *

45

আল্লাহ মানুষকে তাদের প্রতিটি কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতে শুরু করলে ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কাউকে ছাড়তেন না। বস্তুত তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। যখন তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহ স্বয়ং তাঁর বাস্তাদের দেখে নিবেন। ❁



♦ ইয়াসীন ♦

1 ইয়া-সীন। ❁

2 হেকমতপূর্ণ কুরআনের শপথ! ❁

3 নিশ্চয়ই তুমি রাসূলগণের একজন। ❁

4 সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। ❁

5 এ কুরআন অবতীর্ণ করা হচ্ছে সেই সত্তার পক্ষ হতে, যিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ❁

6 যাতে তুমি সতর্ক কর এমন এক সম্প্রদায়কে, যাদের বাপ-দাদাদেরকে পূর্বে সতর্ক করা হয়নি। ১ ফলে তারা উদাসীনতায় নিপত্তি। ❁

1. অর্থাৎ মুক্তা মুকাররমা ও তার আশপাশে বহু কাল থেকে কোন নবী-রাসূলের আগমন হয়নি।

7 বস্তুত তাদের অধিকাংশের ব্যাপারে কথা পূর্ণ হয়ে আছে। ২ সুতরাং তারা ঈমান আনবে না। ❁

2. অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে তাকদীরে লেখা আছে, তারা ঈমান আনবে না। তাকদীরের সে কথাই পূর্ণ হচ্ছে যে, তারা ঈমান আনছে না। প্রকাশ থাকে যে, তাকদীরে লিপিবদ্ধ থাকার কারণে তারা কুফর করতে বাধ্য হয়ে গেছে একথা ঠিক না। কেননা তাকদীরে লেখা আছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঈমান আনার সুযোগ দেবেন এবং এখতিয়ারও দেবেন, কিন্তু তারা নিজেদের এখতিয়ারক্রমে ও আপন ইচ্ছায় জিদ ধরে বসে থাকবে। ফলে ঈমান আনবে না।

8 আমি তাদের গলায় চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি। ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। ৩ ❁

3. এ বঙ্গবাটি প্রতীকী। এর দ্বারা তাদের জিদ ও হঠকারিতা যে কী পরিমাণ সেটাই বোঝানো হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, সত্য সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা এমন জিদ ধরে বসে আছে যে, নিজেদেরকে সত্য দেখা থেকে বঞ্চিত রাখার সকল ব্যবস্থা করে রেখেছে, যেন তাদের গলায় বেড়ি পরানো আছে, ফলে মাথা উপরমুখো হয়ে আছে আর তাদের চারদিক প্রাচীর বেষ্টিত, যদেরণ তারা কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তাদের সে বেড়ি ও অন্তরাল হল সামাজিক রসম-রেওয়াজ, প্রজন্ম-প্ররম্পরায় চলে আসা সংস্কার, অর্থ ও প্রতিপন্থির মোহ, বাপদাদার অন্ধ অনুকরণ, অভিত্তাপ্রসূত জাতীয়ভিমান ও অহঙ্কার অহমিকা ইত্যাদি। এসব তাদেরকে এমনভাবে আঢ়েপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল যে, মুক্তমনে কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা করা ও সত্যগ্রহণের তাগিদে কোন দিকে ফিরে তাকানোর অবকাশ তাদের ছিল না। -অনুবাদক)

9 এবং আমি তাদের সামনে এক অন্তরাল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি এবং পিছনেও এক অন্তরাল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি আর এভাবে তাদেরকে সব দিক থেকে ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা কোন কিছু দেখতে পায় না। ❁

10 তুমি তাদেরকে সতর্ক কর অথবা সতর্ক নাই কর উভয়টাই তাদের জন্য সমান। তারা ঈমান আনবে না। ❁

11 তুমি তো কেবল এমন ব্যক্তিকেই সতর্ক করতে পার, যে উপদেশ অনুযায়ী চলে এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। সুতরাং এরূপ ব্যক্তিকে সুসংবাদ শোনাও মাগফিলাত ও সম্মানজনক পুরস্কারের। ❁

12 নিশ্চয়ই আমিই মৃতদেরকে জীবিত করব এবং তারা যা কিছু সামনে পাঠায় তা লিখে রাখি আর তাদের কর্মের যে ফলাফল হয়

তাও। ৪ এক সুস্পষ্ট কিতাবে প্রতিটি বিষয় সংরক্ষণ করে রেখেছি। *

4. অর্থাৎ তাদের সমস্ত দুষ্কর্মও লিখে রাখা হচ্ছে এবং সেসব দুষ্কর্মের যে কুফল তাদের মৃত্যুর পর বাকি থেকে যায় তাও।

13 এবং (হে রাসূল!) তুমি তাদের সামনে দৃষ্টান্ত পেশ কর এক জনপদবাসীর, যখন তাদের কাছে এসেছিল রাসূলগণ। ৫ *

5. কুরআন মাজীদে না এ জনপদটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে আর না সেই রাসূলগণের নাম, যারা এ জনপদে প্রেরিত হয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে এ জনপদটি হল শামের প্রসিদ্ধ শহর 'আনতাকিয়া'। কিন্তু সেসব বর্ণনা তেমন শক্তিশালী নয় এবং ঐতিহাসিকভাবেও তা সমর্থিত নয়। অন্যদিকে আরবী ভাষায় রাসূল (প্রেরিত) শব্দটি দ্বারা এমন যে-কোন লোককে বোঝানো হয়, যে কারও বার্তা নিয়ে অন্য কারও কাছে যায়। কিন্তু কুরআন মাজীদে এ শব্দটি সাধারণত আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবী-রাসূলগণের জন্যাই ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটাই বেশি প্রকাশ যে, এস্তে যে তিনজনের কথা বলা হয়েছে তারা নবী ছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে তাদের নাম বলা হয়েছে 'সাদিক', সাদূক ও শালুম বা শামউন। কিন্তু এসব রেওয়ায়াতও তেমন শক্তিশালী নয়। কোন কোন মুফাসিসেরের ধারণা তাঁরা নবী ছিলেন না; বরং তাঁরা ছিলেন হ্যরত ঈসা আলাইহিস সালামই তাঁদেরকে ওই জনপদে তাবলীগের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মতে ঈসাঁ শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে তাঁদেরকে প্রেরণের কাজটিকে যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। তাই এটাই বেশি স্পষ্ট মনে হয় যে, তাঁরা নবীই ছিলেন। প্রথমে দু'জন নবী পাঠানো হয়েছিল, তারপর তৃতীয় আরেকজনকে। যাই হোক, এস্তে কুরআন মাজীদ যে সবক দিতে চাচ্ছে তা সে জনপদটির নাম জানা এবং প্রেরিত ব্যক্তিগৰ্গের পরিচয় লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদের নাম জানানন্ব। আমাদেরও এর অনুসন্ধানের পেছনে পড়ার কোন দরকার নেই।

14 যখন আমি তাদের কাছে (প্রথমে) পাঠিয়েছিলাম দু'জন রাসূল, তখন তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল। তারপর তৃতীয়জনের মাধ্যমে আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম। তারপর তারা সকলে বলল, নিশ্চয়ই আমাদেরকে তোমাদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। *

15 তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মত মানুষই। দয়াময় আল্লাহ কিছুই নাখিল করেননি। তোমরা সম্পূর্ণ মিথ্যাই বলছ। *

16 রাসূলগণ বলল, আমাদের প্রতিপালক ভালোভাবেই জানেন যে, আমাদেরকে বাস্তবিকই তোমাদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। *

17 আর আমাদের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছিয়ে দেওয়া। *

18 জনপদবাসী বলল, আমরা তোমাদের মধ্যে অশুভতা লক্ষ করছি। ৬ তোমরা নিবৃত্ত না হলে আমরা অবশ্যই তোমাদের উপর পাথর নিষ্কেপ করব এবং অবশ্যই আমাদের হাতে তোমাদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি ভোগ করতে হবে। *

6. কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, রাসূলগণ যখন সে জনপদে এসে সত্য দীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, তখন জনপদবাসী প্রচণ্ডভাবে তাদের বিরোধিতা করল। তাই সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে খরায় আক্রান্ত করলেন। কিন্তু তারা এটাকে শাস্তি গণ্য না করে উল্লে রাসূলগণকে দোষারোপ করল এবং বলল, তারা অশুভ বলেই খরা দেখা দিয়েছে। এমনও হতে পারে, তাদের দাওয়াতের ফলে যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল সেটাকেই তারা তাদের অশুভতা সাব্যস্ত করেছে।

19 রাসূলগণ বলল, তোমাদের অশুভতা খোদ তোমাদেরই সঙ্গে রয়েছে। ৭ তোমাদের কাছে উপদেশ-বাণী পৌঁছেছে বলেই কি (তোমরা একথা বলছ?) প্রকৃতপক্ষে তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। *

7. অর্থাৎ তোমাদের অশুভতার মূল কারণ তো কুফর ও শিরক, যাতে তোমরা লিপ্ত রয়েছ।

20 শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল। ৮ সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর। *

8. বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় এই ব্যক্তির নাম 'হাবীব নাজিজার'। তিনি পেশায় ছিলেন কাঠমিন্ডি। রাসূলগণের দাওয়াতে প্রথমেই তিনি ঈমান এনেছিলেন। নগরের এক প্রান্তে নিভৃতচারী হয়ে তিনি ইবাদত-বন্দেশীতে মশগুল থাকতেন। তিনি খবর পেলেন তাঁর সম্প্রদায়ের লোক রাসূলগণের ডাকে সাড়া না দিয়ে বরং তাঁদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিচ্ছে। খবর পেয়েই তিনি দ্রুত সেখান থেকে ছুটে আসলেন এবং সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে যে হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন সেটাই কুরআন মাজীদে এস্তে উদ্ধৃত হয়েছে।

21 অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চায় না এবং যারা সঠিক পথে আছে। *

- 22 আমার কী যুক্তি আছে যে, আমি সেই সত্ত্বার ইবাদত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন? এবং তারই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ♦
- 23 আমি কি তাকে ছেড়ে এমন সব মাঝুদ গ্রহণ করব, দয়াময় আল্লাহ আমার কোন অনিষ্ট করতে চাইলে যাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং যারা আমাকে উদ্ধারণ করতে পারবে না? ♦
- 24 তা করলে নিঃসন্দেহে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হব। ♦
- 25 আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং তোমরা আমার কথা শোন। ♦
- 26 (শেষ পর্যন্ত জনপদবাসী তাকে হত্যা করে ফেলল ^১ এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাকে) বলা হল, জানাতে প্রবেশ কর। ^{১০} সে (জানাতের নি'আমত রাজি দেখে) বলল, আহা! আমার সম্পদায় যদি জানতে পারত ♦
9. কোন কোন বর্ণনায় আছে, নিষ্ঠুর সম্পদায়টি তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ উপদেশের জবাবে তাঁকে লাখি-ঘূষি ও পাথর মেরে-মেরে শহীদ করে ফেলল।
10. জানাতের আসল প্রবেশ তো হাশরের হিসাব-নিকাশের পর হবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদেরকে বরঘৎ (মৃত্যু থেকে হাশরের মধ্যবর্তী) জগতেও জানাতের কিছু নি'আমত দান করে থাকেন। এখানে তাঁকে এক দিকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর স্থান হল জানাত, অন্যদিকে জানাতের কিছু নি'আমত বরঘৎের জগতেই তাঁকে দিয়ে দেওয়া হল, যা দেখে তাঁর আবার নিজ সম্পদায়ের কথা মনে পড়ল এবং তাঁদের কল্যাণকামিতায় উজ্জীবিত হয়ে বলল, আহা! তারা যদি জানতে পারত আমাকে কি-কি নি'আমত দান করা হয়েছে, তাহলে হয়ত তাদের চোখ খুলত।
- 27 আল্লাহ কিভাবে আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন! ♦
- 28 সেই ব্যক্তির পর আমি তার সম্পদায়ের বিরুদ্ধে আসমান থেকে কোন বাহিনী পাঠাইনি এবং আমার তা পাঠানোর প্রয়োজনও ছিল না। ^{১১} ♦
11. অর্থাৎ সেই জালেম ও নাফরমান সম্পদায়কে ধ্বংস করার জন্য আমার আসমান থেকে ফেরেশতাদের কোন বাহিনী পাঠানোর দরকার ছিল না। ব্যস, মাত্র একজন ফেরেশতা একটি বিকট আওয়াজ করল এবং তাতেই সম্পদায়ের সমস্ত মানুষ কলঙ্গে ফেটে মারা গেল এবং সে জনপদটি এমন হয়ে গেল, যেন আগুন নিভে ছাইয়ের স্তুপ হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।
- 29 তা ছিল কেবল একটি মহানাদ, যাতে তারা সব নিভে নিথর হয়ে গেল। ♦
- 30 আফসোস এসব বান্দার প্রতি! তাদের কাছে যে রাসূলই এসেছে তাকে নিয়ে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। ♦
- 31 তারা কি দেখেনি তাদের পূর্বে আমি কত সম্পদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা তাদের কাছে ফিরে আসছে না? ♦
- 32 এবং যত লোক আছে তাদের সকলকে অবশ্যই একত্র করে আমার সামনে হাজির করা হবে। ♦
- 33 আর তাদের জন্য একটি নির্দর্শন হল মৃত ভূমি, যাকে আমি জীবন দান করেছি এবং তাতে শস্য উৎপন্ন করেছি অতঃপর তারা তা থেকে খেয়ে থাকে। ♦
- 34 আমি সে ভূমিতে সৃষ্টি করেছি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তা থেকে উৎসারিত করেছি পানির প্রস্তরণ ♦
- 35 যাতে তারা তার ফল খেতে পারে। তাতে তাদের হাত তৈরি করেনি। ^{১২} তবুও কি তারা শোকের আদায় করবে না? ♦
12. দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে এদিকে যে, মানুষ যখন ক্ষেত-খামার করে তখন তার সমস্ত দৌড়-ঝাপের সারাংশ তো কেবল এই যে, সে মাটি প্রস্তুত করে ও তাতে বীজ বপন করে, কিন্তু সেই বীজকে পরিচর্যা করে তা থেকে মাটি ফাটিয়ে অঙ্গুর উদ্দগত করা, তারপর তাকে পরিপুষ্ট করে বৃক্ষের রূপ দেওয়া, অবশ্যে তাতে ফল-ফলাদি জন্মানো এসব তো মানুষের কাজ নয়। এটা কেবল আল্লাহ তাআলার রূবিয়াত

গুণেরই কারিশমা। গোটা উদ্ভিদ জগতে যা প্রতিনিয়ত ঘটে, সেই মহা গুণই তার প্রকৃত নিয়ামক।

36 পবিত্র সেই সন্তা, যিনি প্রতিটি জিনিস জোড়া-জোড়া সৃষ্টি করেছেন ভূমি যা উৎপন্ন করে তাও এবং তাদের নিজেদেরকেও আর তারা (এখনও) যা জানে না তাও। ১৩ *

13. কুরআন মাজীদ বহু স্থানে এই সত্য প্রকাশ করেছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুকে জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জোড়া তো নর-নারী রূপে সেই শুরু থেকেই চলে আসছে, যা সকলেই বোঝে। কিন্তু কুরআন মাজীদ বলছে, খ্রী-পুরুষের ব্যাপারটা উদ্ভিদের মধ্যেও আছে। এ তত্ত্ব কিন্তু বিজ্ঞান জেনেছে বহু পরে। সামনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় জানাচ্ছেন যে, বহু জিনিস এমনও আছে, যার মধ্যে যুগল থাকার বিষয়টা এখনও পর্যন্ত তামরা জানতে পারনি। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমান্বয়ে যেসব যুগল আবিষ্কার করে চলেছে, যেমন বিদ্যুতের ভেতর নেগেটিভ-পজেটিভ, এটমের ভেতর ইলেকট্রন-প্রোটন ইত্যাদি সবই কুরআন মাজীদের এই সাধারণ বয়ানের অন্তর্ভুক্ত।

37 তাদের জন্য আরেকটি নির্দশন হল রাত, যা থেকে আমি দিনের আবরণ সরিয়ে নেই, অমনি তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ১৪ *

14. এখানে আল্লাহ তাআলা আরেকটি সত্য প্রকাশ করেছেন। তা এই যে, জগতে অন্ধকারাই মূল অবস্থা। আল্লাহ তাআলা তা দূর করার জন্য সুর্যের আলো সৃষ্টি করেছেন। সূর্য যখন উদ্বিত হয়, তখন সে জগতের অংশ-বিশেষের উপর আলোর একটি চাদর বিছিয়ে দেয়, ফলে জগতের সেই অংশ আলোকিত হয়ে ওঠে। অতঃপর যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন আলোর সেই চাদর সরে যায়, অমনি আবার মূল অন্ধকার ফিরে আসে।

38 সূর্য আপন গন্তব্যের দিকে পরিপ্রমণ করছে। এসব পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ সন্তার স্থিরীকৃত (ব্যবস্থাপনা)। *

39 আর চাঁদের জন্য আমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি বিভিন্ন মনজিল। পরিশেষে তা (নিজ মনজিলসমূহ অতিক্রম করে) ফিরে আসে পুরানো খেজুর ডালার মত (সরু হয়ে)। ১৫ *

15. অর্থাৎ পূর্ণ মাসের পরিপ্রমণ শেষে এক-দু' রাত তো চাঁদের দেখাই পাওয়া যায় না। তারপর যখন দ্বিতীয় প্রমণ শুরু করে তখন সেটা খেজুর ডালে পুরানো হলে যেমন সরু ও বাঁকা হয়ে যায় ঠিক সে রকমই সরু ও বাঁকা হয়ে যায়।
[আয়তের তরজমায় যদিও 'উরজুন' অর্থ করা হচ্ছে 'খেজুর ডাল', কিন্তু এর প্রকৃত আভিধানিক অর্থ হল সেই ডাঁটা, যার সাথে খেজুরের কাঁদি ঝুলে থাকে। এ ডাঁটা শুকালে সরু হয়ে বাঁকিয়ে যায়। শেষ মনজিলের চাঁদকে তারাই সাথে তুলনা করা হচ্ছে। -অনুবাদক]

40 সূর্য পারে না ১৬ চাঁদকে গিয়ে ধরতে আর রাতও পারে না দিনকে অতিক্রম করতে। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সাঁতার কাটে। *

16. এর এক অর্থ তো এই যে, চাঁদ ও সুরক্ষ উভয়টি আপন-আপন কক্ষপথে ছুটে চলছে। সূর্যের সাধ্য নেই যে, সে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করবে। দ্বিতীয় অর্থ হল সূর্যের সাধ্য নেই রাতের বেলা যখন আকাশে চাঁদ ঝুলজুল করে তখন উদ্বিত হয়ে রাতকে দিন বানিয়ে দেবে।

41 তাদের জন্য আরেকটি নির্দশন এই যে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌয়ানে আরোহন করিয়েছিলাম। ১৭ *

17. সন্তানদের কথা বিশেষভাবে বলা হচ্ছে এ কারণে যে, সেকালে আরববাসী তাদের যুবক সন্তানদেরকে বাণিজ্য ব্যাপদেশে সামুদ্রিক প্রমণে পাঠাত।

42 আমি তাদের জন্য অনুরূপ আরও জিনিস সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা সওয়ার হয়ে থাকে। ১৮ *

18. নৌয়ানের অনুরূপ সৃষ্টি বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? সাধারণত মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যা করেছেন উটের দ্বারা। কেননা আরববাসী উটকে মরুভূমির জাহাজ বলে থাকে। কিন্তু কুরআন মাজীদের শব্দ সাধারণ। নৌকার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যে-কোনও বস্তুই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বরং আরবী ব্যাকরণ অনুসারে আয়তের তরজমা এভাবেও করা যাবে যেতে পারে, আমি তাদের জন্য এর মত অন্য জিনিসও সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা (ভবিষ্যতে) আরোহন করবে। এ হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত যত যানবাহন আবিস্কৃত হবে সবই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেমন বিভিন্ন রকমের আধুনিক জলযান। উড়োজাহাজও এক দিক থেকে পানির জাহাজ তুল্য। একটা সাতার কাটে পানিতে, অনাটা বায়ুতে।

43 আমি চাইলে তাদেরকে নির্মজ্জিত করতে পারি, তখন তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং তাদের প্রাণ রক্ষা সম্ভব হবে না *

44 তবে আমার পক্ষ হতে এক রহমত এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত (জীবনের) আনন্দ ভোগের সুযোগ হিসেবে (আমিই তাদেরকে রক্ষা করে থাকি)। *

45

যখন তাদেরকে বলা হয়, বাঁচ তা হতে (সেই শাস্তি হতে) যা তোমাদের সামনে আছে এবং যা আছে তোমাদের পেছনে, **১৫** যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয় (তখন তারা তা গ্রহণ করে না)। ❁

19. এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে (ক) 'যা আছে তোমাদের সামনে' অর্থাৎ মৃত্যুর আগে ইহজীবনে যে শাস্তি তোমাদেরকে দেওয়া হতে পারে। আর 'যা আছে তোমাদের পেছনে' অর্থাৎ যে শাস্তি তোমাদের পেছনে লেগে রয়েছে, মৃত্যুর পর তার সম্মুখীন তোমরা হবে। (খ) 'যা আছে সামনে' অর্থাৎ অতীত জটিসমূহকে প্রদত্ত শাস্তি, যা তোমাদের সামনে ইতিহাস হয়ে আছে; (গ) 'যা আছে সামনে' অর্থাৎ আগামী দিনসমূহে গুনাহ হতে বেঁচে থেকে তার শাস্তি হতে আত্মরক্ষা কর আর 'যা আছে পেছনে' মানে বিগত দিনে কৃত গুনাহ হতে তওবা করে তার শাস্তি হতে বাঁচ; (ঘ) যা আছে সামনে মানে আধিরাত্রের শাস্তি আর যা আছে পেছনে মানে নিজেদের কৃতকর্ম। অর্থাৎ যখন বলা হয় আধিরাত্রের শাস্তি ও নিজেদের দুষ্কর্মের পরিণাম থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা কর, তা হলে তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা দয়াপ্রবণ হবেন, তখন তারা সে উপর্যুক্ত বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করে না। -অনুবাদক

46

এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের কাছে এমন কোন নির্দশন আসে না, যা থেকে তারা মুখ ফেরায় না। ❁

47

যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছেন তা থেকে (গরীবদের জন্যও) ব্যয় কর, তখন কাফেরগণ মুসলিমদেরকে বলে, আমরা কি তাদেরকে খাওয়াব, যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজেই খাওয়াতেন? (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের অবস্থা এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ে রয়েছ। **২০** ❁

20. অর্থাৎ কাফিরগণ বলে, হে মুমিনগণ! তোমরা স্পষ্ট বিপ্রাস্তিতে আছ। একদিকে বলছ, আল্লাহ তাআলাই রিয়ক দান করেন। তিনি সকলকেই রিয়ক দিতে সক্ষম। আবার আমাদেরকে বলছ, আমরা যেন গরীবকে অন্ধদান করি। তা জীবিকা যদি আল্লাহর হাতেই থাকে তবে তিনিই তো তাদেরকে খাওয়াতে পারেন। আমাদেরকে কেন অন্ধদান করতে বলছ? আর যদি তিনি ইচ্ছাকৃতই তাদেরকে অভুক্ত রেখে থাকেন, তবে আমরা কেন তার ইচ্ছার বিপরীতে তাদেরকে খাওয়াতে যাব?

প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের মৃচ্ছা। আল্লাহ তাআলা জীবিকাদাতা এর অর্থ এই নয় প্রত্যেককে তাঁর সরাসরি জীবিকা দিতে হবে। অন্যের মাধ্যমে দেওয়ালে সেটাও তাঁরই দেওয়া। মূলত মানুষকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তিনি কাউকে ধনী ও কাউকে গরীব বানান। তিনি দেখতে চান ধনী কতটা শোকর আদায় করে আর গরীব কতটা সবর করে। সবরের দাবি হল গরীব সহজে কারও কাছে হাত পাতবে না আর শোকরের দাবি হল গরীবের প্রতি সহমর্মী হয়ে ধনী নিজ ধনের একটা অংশ তাদের পেছনে ব্যয় করবে। তা করলেই সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল আর এরই জন্য তাকে আদেশ করা হচ্ছে 'তোমাদের জীবিকা থেকে অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া ধন থেকে গরীবদের জন্য ব্যয় কর।' -অনুবাদক

48

এবং তারা বলে, (কিয়ামতের) এ প্রতিশ্রুতি কবে পূর্ণ হবে? (হে মুসলিমগণ!) তোমরা সত্যবাদী হলে এটা বলে দাও। ❁

49

(প্রকৃতপক্ষে) তারা একটি মহানাদেরই অপেক্ষায় আছে, যা তাদেরকে পাকড়াও করবে তাদের বিতর্কে লিপ্ত থাকা অবস্থায়। **২১** ❁

21. অর্থাৎ তারা বেচাকেনা, লেনদেন ও পার্থিব কাজ-কারবার নিয়ে প্রস্পরে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত থাকবে আর এ অবস্থায় হ্যবরত ইসরাফীল (আ.) শিঙ্গায় ফুক দেবেন। তার ভয়াল আওয়াজে সকলেই আপন-আপন স্থানে ধ্বংস হয়ে যাবে। কেউ সেখান থেকে ঘর-বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাবে না এবং ওসিয়ত করার মতো অবকাশও কারণও থাকবে না। -অনুবাদক

50

তখন আর তারা কোন আসিয়ত করতে পারবে না এবং পারবে না নিজ পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যেতে। ❁

51

এবং শিঙ্গায় (দ্বিতীয়) ফুঁ দেওয়া হবে। অমনি তারা আপন-আপন কবর থেকে বের হয়ে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে চলবে। ❁

52

তারা বলতে থাকবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠাল? (উত্তর দেওয়া হবে,) এটা সেই জিনিস, যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য কথা বলেছিল। ❁

53

আর কিছুই নয়, কেবল একটি মহানাদ হবে, অমনি তাদের সকলকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। ❁

54

সুতরাং সে দিন কোন ব্যক্তির উপর জুলুম করা হবে না এবং তোমাদেরকে কেবল তোমাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হবে। ❁

55

নিশ্চয়ই সে দিন জান্মাতবাসীগণ আপন ব্যস্ততায় মগ্ন থাকবে। ❁

56

তারা ও তাদের স্ত্রীগণ নিবিড় ছায়ায় আরামদায়ক আসনে হেলান দিয়ে থাকবে। ❁

- 57 সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল এবং তারা যা কিছুর ফরমায়েশ করবে তাই তারা পাবে। ❁
- 58 দয়াময় প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে সালাম বলা হবে। ❁
- 59 আর (কাফেরদেরকে বলা হবে) হে অপরাধীগণ! আজ তোমরা (মুমিনদের থেকে) পৃথক হয়ে যাও। ❁
- 60 হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বলিনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্তি? ❁
- 61 এবং তোমরা আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ? ❁
- 62 বস্তুত শয়তান তোমাদের মধ্য হতে একটি বড় দলকে গোমরাহ করেছিল। তবুও কি তোমরা বোঝানি? ❁
- 63 এটাই সেই জাহানাম, যার ভয় তোমাদেরকে দেখানো হত। ❁
- 64 আজ এতে প্রবেশ কর। যেহেতু তোমরা কুফর করতে। ❁
- 65 আজ আমি তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেব। ফলে তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের। ১১ ❁
22. কাফেরগণ যখন তাদের শিরক ও অন্যান্য অপরাধের কথা অধীকার করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের হাত-পা'কে বাকশক্তি দান করবেন। তখন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, তারা অমুক-অমুক গুনাহ করেছিল। বিশয়টা বিস্তারিতভাবে সূরা নূর (২৪ : ২৪) ও সূরা হা-মীম আস-সাজদায় (৪১ : ২০) বর্ণিত আছে।
- 66 আমি চাইলে (ইহকালেই) তাদের চোখ লোপ করে দিতে পারতাম। তখন তারা পথের সন্ধানে ছোটাছুটি করত, কিন্তু তারা কোথায় কি দেখতে পেত? ❁
- 67 আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্ব-স্ব স্থানে বসিয়ে তাদেরকে বিকৃত (পঙ্চু) করে দিতে পারতাম ফলে তারা সামনে অগ্রসর হতে পারত না এবং পিছনেও ফিরে আসতে পারত না। ❁
- 68 আমি যাকে দীর্ঘায়ু দান করি সৃষ্টিগতভাবে তাকে উল্লিখ্যে দেই। ১৩ তথাপি কি তারা উপলক্ষ্মি করবে না? ❁
23. মানুষ যখন অতদ্বিক বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তার শক্তিসমূহ নিঃশেষ হয়ে যায়। তার আর দেখার, শোনার, বলার ও বোঝার মত ক্ষমতা থাকে না, থাকলেও তা এতই সামান্য, যা বিশেষ কাজে আসে না। একদম শিশুর মত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলছেন, মানুষ তো তাদের শারীরিক এসব পরিবর্তন হর-হামেশাই প্রত্যক্ষ করে। এর দ্বারা তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে যখন এ রকম শারীরিক পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা রাখেন, তখন গুনাহের কারণে তাদেরকে তো বিলকুল অঙ্গু করে দিতে এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত করেও ফেলতে পারেন।
- 69 আমি তাকে (অর্থাৎ রাসূলকে) কাব্য চর্চা করতে শিখাইনি এবং তা তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। ১৪ এটা তো এক উপদেশবাণী এবং এমন কুরআন যা (সত্যকে) সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে। ❁
24. মুশ্রিকদের মধ্যে অনেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলত, তিনি একজন কবি এবং কুরআন মাজীদ তার রচিত কাব্যগ্রন্থ (নাউয়ুবিল্লাহ)। এ আয়ত তাদের সে দাবি বদ করছে।
- 70 যাতে প্রত্যেক জীবিতজনকে সতর্ক করে ১৫ দেয় এবং যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যায়। ❁
25. 'জীবিতজনকে সতর্ক করে' অর্থাৎ যার অন্তর জীবিত ও সচেতন এবং সত্যে উপনীত হতে আগ্রহী তাকে। এরপ ব্যক্তিকে জীবিত বলার দ্বারা ইশারা করা হচ্ছে, যে ব্যক্তি সত্যের সন্ধানী নয় এবং গাফলতির ভেতর জীবন অতিবাহিত করছে, সে মৃত্যুল্য। সে জীবিত অভিধায় অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত নয়।

- 71 তারা কি দেখেন যে, আমি নিজ হাতে সৃষ্টি বস্তু রাজির মধ্যে তাদের জন্য চতুর্পদ জন্ম সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তারাই তার মালিক হয়ে গেছে? *
- 72 আমি সে জন্মগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। সুতরাং সেগুলোর কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে। *
- 73 এবং তাদের জন্যে এর মধ্যে আছে আরও বহু উপকারিতা এবং আছে পানীয় বস্তু। তথাপি কি তারা শোকর আদায় করবে না? *
- 74 তারা আল্লাহ ছাড়া বহু মাঝুদ প্রহণ করেছে এই আশায় যে, হয়ত তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। *
- 75 (অর্থাৎ) তারা তাদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না; বরং তারা তাদের জন্য এমন এক বিরোধী সৈন্য হয়ে যাবে, যাদেরকে (কিয়ামতের দিন তাদের সামনে) উপস্থিত করা হবে। ১৬ *
26. অর্থাৎ যেসব মনগড়া উপাস্য সম্পর্কে তারা আশাবাদী ছিল যে, তারা তাদের সাহায্য করবে, তারা তাদের সাহায্য তো করতে পারবেই না, উল্লেখ কিয়ামতের দিন তাদের গোটা দল তাদের পৃজনীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, যেমন সূরা সাবা (২৪ : ৮০) ও সূরা কাসাস (২৮ : ৬৩)-এ বর্ণিত হয়েছে।
- 76 সুতরাং (হে রাসূল!) তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। আমি অবশ্যই জানি তারা কী গোপন রাখছে আর কী প্রকাশ করছে। *
- 77 মানুষ কি লক্ষ করেনি আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু দ্বারা? অতঃপর সহসাই সে প্রকাশ্য বিতণ্গাকারী হয়ে গেল। *
- 78 আমার সম্পর্কে সে উপমা রচনা করে, অর্থাত সে নিজ সৃজনের কথা ভুলে বসে আছে। সে বলে, কে এই অঙ্গগুলিকে জীবিত করবে এগুলো পচে-গলে ঘাওয়া সত্ত্বেও? *
- 79 বলে দাও, সেগুলোকে জীবিত করবেন সেই সত্তা, যিনি তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত। *
- 80 তিনিই সবুজ-সতেজ বৃক্ষ হতে তোমাদের জন্য আগুন সৃষ্টি করেছেন। ১৭ অনন্তর তোমরা তা হতে প্রজ্বলনের কাজ নাও। *
27. 'সবুজ-সতেজ বৃক্ষ হতে আগুন সৃষ্টি করেছেন' আরবে 'র্মাখ' ও 'আফার' নামে দুরকম বৃক্ষ জন্মায়। আরববাসী তা দ্বারা চকমকির কাজ নেয়। তার একটিকে অন্যটির সাথে ঘষা দিলে আগুন জ্বলে ওঠে। বলা হচ্ছে যে, যেই মহান সত্তা এক তাজা গাছ থেকে আগুন সৃষ্টি করতে পারেন, তার পক্ষে অন্যান্য জড় পদার্থে জীবন দান করা কঠিন হবে কেন?
- 81 তবে কি যে সত্তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ (পুনরায়) সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? কেন নয়? তিনি তো মহাপ্রস্তা, সর্বজ্ঞ! *
- 82 তাঁর ব্যাপার তো এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন, 'হয়ে যা'। অমনি তা হয়ে যায়। *
- 83 অতএব পরিত্র সেই সত্তা, যার হাতে প্রতিটি জিনিসের শাসন-ক্ষমতা এবং তাঁরই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। *



♦ আছ ছাফুফাত ♦

- 1 শপথ তাদের, যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। ১ *

1. নিজের কোন কথাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তাআলার শপথ করার দরকার পড়ে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআন মাজীদে তিনি বিভিন্ন বন্ধুর শপথ করেছেন। মুফাসিসিরগণ বলেন, শপথ হচ্ছে আরবী ভাষালক্ষারের একটি বিশেষ শৈলী। এর দ্বারা কথা শক্তিশালী হয় এবং এর ফলে কথার আছর সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত যেসব ডিনিসের শপথ করা হয়েছে, লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তা সেই বিষয়বন্ধুর সপক্ষে প্রমাণ হয়ে থাকে, যার উল্লেখ শপথের পর করা হয়।

2. অধিকাংশ তাফসীরবিদের মত অনুযায়ী এর দ্বারা ফেরেশতাদের কথা বেরানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদতকালে বা আল্লাহ তাআলার আদেশ শোনার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু আয়াতে ফেরেশতাদের নাম নেওয়া হয়নি। সন্তুষ্ট এর কারণ এই যে, এর দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, কোন সমষ্টিগত কাজের সময় বিশ্বজ্ঞলক্ষণে একত্র হওয়া আল্লাহ তাআলার পছন্দ নয়। বরং একপ ক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে দাঁড়ালে সেটাই আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। এ কারণেই নামাযেও সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর তাকীদ রয়েছে। জিহাদের সময় বৃহৎ রচনার গুরুত্ব তো সর্বজনবিদিত।

2 তারপর তাদের, যারা কঠোরভাবে বাধা প্রদান করে। ☺

3. অর্থাৎ সেই ফেরেশতাগণ যারা শয়তানদেরকে উৎর্বর্জিতে প্রবেশ ও দুষ্কর্ম করতে বাধা প্রদান করে।

3 তারপর তাদের, যারা 'ঘিকর'-এর তেলাওয়াত করে। ☺

4. এর দ্বারা কুরআন মাজীদের তেলাওয়াতও বেরানো হতে পারে এবং আল্লাহ তাআলার ঘিকরে রত থাকাও। কুরআন মাজীদের এক নাম ঘিকর (উপদেশবাণী)।

সুরার প্রথম তিন আয়াতে বর্ণিত গুণগুলি ফেরেশতাদের। এর ভেতর ইবাদত-বন্দেগীর সবগুলো পদ্ধতি এসে গেছে। অর্থাৎ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা, তাগুত ও শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং আল্লাহ তাআলার কালাম তেলাওয়াত করা ও তার ঘিকরে মশগুল থাকা।

এ সবের শপথ করে বলা হয়েছে, সত্য মাবুদ কেবলই আল্লাহ তাআলা। তাঁর কোন শরীক নেই এবং তাঁর সন্তান-সন্তির কোন প্রয়োজন নেই। ফেরেশতাদের এসব গুণের শপথ করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি ফেরেশতাদের এসব অবস্থার ভেতর চিন্তা কর তবে অবশ্যই বুঝতে পারবে তারা সকলে আল্লাহ তাআলার বন্দেগীতে লিপ্ত আছে। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পিতা-পুত্রীর নয়; বরং আবেদ ও মাবুদের।

4 নিশ্চয়ই তোমাদের মাবুদ একই। ☺

5 যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর মালিক এবং তিনি মালিক নক্ষত্ররাজি উদয়স্থলেরও। ☺

6 নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী আকাশকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি (বিভিন্ন) নকশা দ্বারা অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডলী দ্বারা। ☺

5. এর দ্বারা মহাকাশে একক বা গুচ্ছকারে নক্ষত্ররাজির যে বিভিন্ন নকশা ও আকৃতি লক্ষ করা যায় সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরিষ্কার আকাশে খালি চোখেও তা দেখা যায়। আর শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে তো সে অপরূপ শোভা দেখে মুঢ়-মোছিত দর্শক মনের অজ্ঞানে বলে ওঠে, হে মহান প্রষ্ঠা! তুমি এসব অহেতুক সৃষ্টি করানি। প্রকাশ থাকে যে, আয়াতের এ তরজমা করা হয়েছে এ হিসেবে যে, **الكون** **بِزِينَةِ الكواكب** **وَبِدُلْهِ** থেকে দৃঢ় হয়েছে। কোনও কোনও পাঠে **بِزِينَةِ الكواكب** কে ইযাফতের সাথে পড়া হয়। সে হিসেবে তরজমা হবে আমি নিকটবর্তী আকাশকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি নক্ষত্ররাজির শোভা দ্বারা। বিস্তারিত দেখুন 'আল-কাশশাফ'। - আনুবাদক

7 এবং প্রত্যেক দুষ্ট (শয়তান) থেকে হেফাজতের মাধ্যম বানিয়েছি। ☺

8 তারা উৎর্বর্জিতের কথাবার্তা শুনতে পারে না এবং সকল দিক থেকে তাদের উপর মার আসে। ☺

9 তাদেরকে করা হয় বিতাড়িত এবং (আখেরাতে) তাদের জন্য আছে স্থায়ী শাস্তি। ☺

10 তবে কেউ কোন কিছু ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে চাইলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্বাবন করে। ☺

6. এ সম্পর্কে সুরা হিজর (১৫ : ১৬, ১৭)-এর টীকায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

11 সুতরাং তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) জিজেস কর, তাদেরকে সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না আমার অন্যান্য মাখলুককে? এ আমি

তো তাদেরকে সৃষ্টি করেছি আঠাল কাদা হতে। ♦

7. অর্থাৎ আসমান, যমীন ও চন্দ্ৰ-সূর্যের সৃজন তাদের সৃজন অপেক্ষা বেশি কঠিন। আল্লাহ তাআলা যখন সেই কঠিন মাখলুকসমূহকেই আতি সহজে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, তখন কাদা দ্বারা সৃষ্টি মানুষকে একবার মৃত্যু দানের পর পুনরায় জীবিত করে তোলা তার পক্ষে মুশকিল হবে কেন?

12 (হে রাসূল!) তুমি তো (তাদের কথায়) বিশ্বায়বোধ করছ, কিন্তু তারা করছে বিন্দুপ। ♦

13 তাদেরকে যখন উপদেশ দেওয়া হয়, তখন তারা উপদেশ গ্রহণ করে না। ♦

14 আর যখন কোন নির্দশন দেখে, তখন ব্যঙ্গ করে। ♦

15 তারা বলে, এটা এক প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছুই নয়। ♦

16 তবে কি আমরা মরে মাটি ও অস্থিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে? ♦

17 এমন কি পূর্বেকার আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও? ♦

18 বলে দাও, হ্যাঁ এবং তোমরা লাঞ্ছিতও হবে। ♦

19 ব্যস, তা তো একটি মাত্র মহানাদ হবে, আর অমনি তারা (যত সব বীভৎস দৃশ্য) দেখতে শুরু করবে। ♦

20 এবং বলবে, হায়, আমাদের দুর্ভোগ! এটা তো হিসাব-নিকাশের দিন। ♦

21 (জী হ্যাঁ!) এটাই সেই মীমাংসার দিন, যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে। ♦

22 (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে,) যারা জ্ঞান করেছিল, তাদেরকে ঘেরাও করে নিয়ে এসো এবং তাদের সঙ্গীদেরকেও এবং তারা যাদের ইবাদত করত তাদেরকেও। ♦

23 আল্লাহকে ছেড়ে, তারপর তাদেরকে জাহানামের পথ দেখাও। ♦

24 এবং তাদেরকে একটু দাঁড় করাও। কেননা তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। ♦

25 তোমাদের কী হল যে, একে অন্যকে সাহায্য করছ না? ♦

26 বরং আজ তারা সকলে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে। ♦

27 তারা একে অন্যের অভিমুখী হয়ে পরম্পরে সওয়াল-জওয়াব করবে। ♦

28 (অধীনস্থরা তাদের নেতৃবর্গকে) বলবে, তোমরাই তো অত্যন্ত শক্তিমানরূপে আমাদের কাছে আসতে। ৳ ♦

8. অর্থাৎ আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে যেন আমরা কিছুতেই ঈমান না আনি। (আরবীতে اليمين শব্দটি শক্তি ও ক্ষমতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।)

- 29 তারা বলবে, না, বরং তোমরা নিজেরাই ঈমান আনার ছিলে না। *
- 30 আর তোমাদের উপর আমাদের কোন আধিপত্যও ছিল না। বস্তুত তোমরা নিজেরাই ছিলে এক অবাধ্য সম্প্রদায়। *
- 31 ফলে আমাদের উপর আমাদের প্রতিপালকের একথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, আমাদের সকলকেই শাস্তিভোগ করতে হবে। *
- 32 ফলে আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছি আর আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত। ✝ *
৭. অর্থাৎ আমরা নিজেরা যেহেতু বিভ্রান্ত ছিলাম, তাই আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম ঠিক, কিন্তু আমরা বিভ্রান্ত করেছি বলে তোমরা কুফর করতে বাধ্য হয়ে যাওনি। তোমরা নিজেরা বিপথগামী না হলে তোমাদের উপর আমাদের জোর খাটিত না।
- 33 মোটকথা সে দিন শাস্তিতে তারা সকলে একে অন্যের শরীক হবে। *
- 34 আমরা অপরাধীদের সাথে এ রকমই করে থাকি। *
- 35 তাদের অবস্থা তো ছিল এই যে, তাদেরকে যখন বলা হত, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তখন তারা অহমিকা প্রদর্শন করত। *
- 36 এবং বলত, আমরা কি এমন নাকি যে, এক উন্মাদ কবির কারণে আপন উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? *
- 37 অথচ সে (অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য নিয়ে এসেছিল এবং সে অন্যান্য রাসূলগণেরও সমর্থন করেছিল। *
- 38 সুতরাং (তাদেরকে বলা হবে), তোমাদের সকলকে মর্মন্তদ শাস্তির মজা ভোগ করতেই হবে। *
- 39 আর তোমাদেরকে কেবল তোমাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হবে। *
- 40 তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ ব্যতিক্রম। *
- 41 তাদের জন্য আছে স্থিরীকৃত রিষক *
- 42 ফলমূল আর তাদেরকে করা হবে সম্মানিত। *
- 43 নিআমতপূর্ণ উদ্যানে *
- 44 তারা উঁচু আসনে সামনা-সামনি বসা থাকবে। *
- 45 তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে এমন স্বচ্ছ সুরাপাত্র *
- 46 যা হবে সাদা রংয়ের, পানকারীদের জন্য সুস্থাদু। *
- 47 তাতে মাথা ঘুরবে না এবং তাতে তারা হবে না মাতাল। *

48

তাদের কাছে থাকবে ডাগর চোখের নারী, যাদের দৃষ্টি (আপন-আপন স্বামীতে) থাকবে নিবন্ধ। ১০ ❁

10. এ আয়তসমূহে যে নারীদের ছবি আঁকা হয়েছে, তারা হল জান্মাতের হর। তাদের দৃষ্টি আপন-আপন স্বামীতেই আবন্ধ থাকবে। অন্য কারণ দিকে তারা চোখ তুলে তাকাবে না। আয়াতের আরও একটি ব্যাখ্যা আছে। কোন কোন মুফাসিসির বলেন, তারা (এমনি তো অকল্পনীয় রূপসী হবেই, তাছাড়াও) আপন-আপন স্বামীদের চোখে এতটাই সুন্দরী হবে যে, তারা তাদের অন্য কোন নারীর দিকে আকৃষ্টই হতে দেবে না।

49

(তাদের নিখুঁত অস্তিত্ব এমন) যেন তারা (ধূলোবালি হতে) লুকিয়ে রাখা ডিম। ❁

50

অতঃপর জান্মাতবাসীগণ একে অন্যের সামনা-সামনি হয়ে পরম্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ❁

51

তাদের এক বক্তা বলবে, আমার ছিল এক সাথী, ❁

52

সে (আমাকে) বলত, সত্যিই কি তুমি তাদের একজন, যারা (আখেরাতের জীবনকে) সত্য মনে করে? ❁

53

আমরা যখন মরে মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবো, তখন কি বাস্তবিকই আমাদেরকে (আমাদের কৃতকর্মের) প্রতিফল দেওয়া হবে?
❁

54

সেই জান্মাতি (অন্য জান্মাতাদেরকে) বলবে, তোমরা কি উকি মেরে (আমার সেই সাথীকে) দেখতে চাও? ❁

55

তারপর সে নিজে (জাহানামে) উঁকি মারবে, তখন সে তাকে দেখতে পাবে জাহানামের মাঝখানে। ❁

56

সে (তাকে) বলবে, আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে একেবারেই বরবাদ করে দিচ্ছিলে! ❁

57

আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে অন্যদের সাথে আমিও ধূত হতাম। ❁

58

(তারপর সে আনন্দাতিশয়ে তার জান্মাতি সঙ্গীদেরকে বলবে) আচছা, আমাদের কি আর মৃত্যু নেই, ❁

59

আমাদের প্রথমে যে মৃত্যু এসেছিল সেটি ছাড়া? এবং আমাদের শাস্তি ও হবে না? ❁

60

প্রকৃতপক্ষে এটাই মহা সাফল্য। ❁

61

এ রকম সাফল্যের জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিত। ❁

62

বল তো, এই আতিথেয়তা উত্তম, না যাক্কুম গাছ? ❁

63

আমি সে গাছকে জালেমদের জন্য এক পরীক্ষার বিষয় বানিয়ে দিয়েছি। ১১ ❁

11. কুরআন মাজীদ যখন জানাল, জাহানামে যাক্কুম গাছ থাকবে এবং তা হবে জাহানামবাসীদের খাদ্য, কাফেরগণ তা শুনে হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দিল। তারা বলতে লাগল, আগুনের মধ্যে গাছ থাকবে কি করে? আল্লাহ তাআলা বলছেন, যাক্কুম গাছের কথা উল্লেখ করে কাফেরদেরকে একটা পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হচ্ছে। দেখা হচ্ছে, তারা আল্লাহ তাআলার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, না তাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়।

64

বস্তুত সেটি এমন গাছ, যা জাহানামের তলদেশ থেকে উদ্গত হয়। ❁

65 তার মোচা এমন, যেন তা শয়তানদের মাথা। ১১ *

12. এর এক তরঙ্গমা করা হয়েছে শয়তানের মাথা। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন, আমরা যাকে ফনিমনসা গাছ বলি সেটাই হল যাক্কুম গাছ।

66 সুতরাং জাহানামবাসীগণ তা থেকেই খাবে এবং তা দ্বারাই পেট ভরবে। *

67 তদুপরি তারা পাবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। ১৩ *

13. অর্থাৎ বিষ্঵াদ যাক্কুম গাছ, পুঁজ ইত্যাদির সাথে থাকবে গরম পানি মেশানো।

68 তারপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে সেই জাহানামেরই দিকে। ১৪ *

14. অর্থাৎ এত কিছু শান্তি ভোগের পরও তারা যে জাহানাম থেকে বের হতে পারবে তা নয়; বরং কোথাও ফিরবে তো সেই জাহানামেই ফিরবে। জাহানামই হবে তাদের অনন্তকালীন নিবাস।

69 তারা তাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছিল বিপথগামীরূপে। *

70 সুতরাং তারা লাফিয়ে লাফিয়ে তাদেরই পদচাপ ধরে চলতে থাকে। ১৫ *

15. 'লাফিয়ে-লাফিয়ে চলা'-এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, তারা ষ্঵েচ্ছায়-সানন্দে পূর্বসুরীদের পথ অনুসরণ করেছিল। নিজেদের বুদ্ধি-বিবেককেও কাজে লাগায়নি এবং নবী-রাসূলদের কথায়ও কর্ণপাত করেনি।

71 তাদের পূর্ববর্তীদের অধিকাংশও পথভ্রষ্ট হয়েছিল। *

72 আমি তো তাদের কাছে সতর্ককারী (রাসূল)দেরকে পাঠিয়েছিলাম। *

73 সুতরাং দেখে নাও, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে। *

74 তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ (নিরাপদ ছিল)। *

75 নৃহ আমাকে ডেকেছিল (লক্ষ করে দেখ), আমি কত উন্ম সাড়াদানকারী। *

76 আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে নাজাত দিয়েছিলাম মহাসংকট থেকে। *

77 আর আমি তার বংশধরকেই (দুনিয়ায়) বাকি রেখেছি। *

78 পরবর্তীদের মধ্যে তার সম্পর্কে এই ঐতিহ্য চালু করেছি *

79 (যে, তারা বলবে), জগদ্বাসীদের মধ্যে নৃহের প্রতি সালাম (শান্তি বর্ষিত হোক)। *

80 আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। *

81 নিশ্চয়ই সে আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। *

82 অতঃপর আমি অন্যদেরকে পানিতে নিমজ্জিত করি। ১৬ ❁

16. হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও তার কওমের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা ছদে (১১ : ৩৬) গত হয়েছে।

83 এবং তারই অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ইবরাহীমও। ❁

84 যখন সে তার প্রতিপালকের কাছে উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধ অন্তরে। ❁

85 যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কোন জিনিসের ইবাদত করছ? ❁

86 তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে অলীক উপাস্যদেরকে কামনা করছ? ❁

87 তো যেই সন্তা সমস্ত জগতের প্রতিপালক তার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা? ❁

88 এর (কিছুকাল) পর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকাল। ❁

89 এবং বলল, আমি অসুস্থ। ১৭ ❁

17. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তার কওমের লোকজন এক মেলায় নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। এক তো তিনি সে মেলায় শরীক হতে চাচ্ছিলেন না, দ্বিতীয়ত তার অভিপ্রায় ছিল, যখন লোকজন সব মেলায় চলে যাবে এবং মন্দির খালি হয়ে যাবে, তখন সেই সুযোগে তিনি মূর্তিগুলি ভেঙ্গে ফেলবেন, যাতে তারা যাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছে, তাদের অসহায়ত্ব নিজ চোখে দেখে নেয়। তাই তিনি অসুস্থ থাকার ওজর দেখালেন। হতে পারে তখন বাস্তবিকই তার মন-মেজাজ ভালো ছিল না। কিংবা তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন, তোমাদের কুফর ও শিরক দেখে রাহান্নীভাবে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।

90 সুতরাং তারা পৃষ্ঠ ঘুরিয়ে তার কাছ থেকে চলে গেল। ❁

91 তারপর সে তাদের (হাতেগড়ি) উপাস্যদের (অর্থাৎ মূর্তিদের) কাছে চুকে পড়ল এবং (তাদেরকে) বলল, তোমরা যে খাচ্ছ না? ❁

92 কী ব্যাপার, তোমরা কথা বলছ না যে? ❁

93 অতঃপর সবলে আঘাত হানতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ❁

94 অনন্তর তারা (কওমের লোকজন) তার কাছে দৌড়ে আসল। ❁

95 ইবরাহীম বলল, তোমরা কি নিজেরা যা বানাও তার পূজা কর? ❁

96 অথচ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা-কিছু তৈরি কর তাদেরকেও। ❁

97 তারা বলল, ইবরাহীমের জন্য একটি ইমারত বানাও এবং তাকে (তার ভেতর) জুলন্ত আগুনে নিষ্কেপ কর। ❁

98 এভাবে তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে এক দূরভিসন্ধি করতে চাইল। কিন্তু আমি তাদেরকে হেঁয় করে ছাড়লাম। ১৮ ❁

18. অর্থাৎ তারা যে আগুন জ্বালিয়েছিল, আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্য তা শীতল করে দিলেন। এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আম্বিয়ায় (২১ : ৩২) চলে গেছে। টীকাসহ দ্রষ্টব্য।

99

ইবরাহীম বলল, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। ১৯ *

19. হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মূল নিবাস ছিল ইরাক। এ ঘটনার পর তিনি শামে হিজরত করলেন।

100

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন পুত্র দান কর, যে হবে সৎলোকদের একজন। *

101

সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। ২০ *

20. এর দ্বারা হ্যরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে।

[এখান থেকে পরবর্তী আয়তসমূহ দ্বারা জানা যায়, হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পুত্র সন্তানের জন্য দুআ করেছিলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ করুল করেছিলেন এবং সে পুত্রকেই কুরবানীর জন্য পেশ করা হয়েছিল। বর্তমান তাওরাত দ্বারাও প্রমাণ হয় হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দুআর ফলে যে পুত্র জন্ম নিয়েছিলেন, তিনি হ্যরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। দুআর ফসল হওয়ার কারণেই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল ইসমাঈল। কেননা ইসমাঈল দুটি শব্দের যৌগিক রূপ। 'সামা' ও 'ঈল'। 'সামা' অর্থ 'শোনা' ও 'ঈল' অর্থ 'আল্লাহ'। অর্থাৎ আল্লাহ হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দুআ শুনলেন। তাওরাতে আছে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন, ইসমাঈলের ব্যাপারে আমি তোমার কথা শুনলাম।]

সুতরাং এ আয়তসমূহে তাঁর যে পুত্রের কথা বলা হচ্ছে তিনি হ্যরত ইসহাক নন; বরং হ্যরত ইসমাঈল। তাছাড়া যবাহর বৃত্তান্ত বর্ণনা করার পর হ্যরত ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ ব্যতীতভাবে দেওয়া হয়েছে, যেমন সামনে এ সূরাতেই ইরশাদ হয়েছে 'এবং আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের, যে হবে একজন নবী-নেককরাদের অন্তর্ভুক্ত' (আয়ত-১১২)। এটা নির্দেশ করে 'আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম একজন সহনশীল পুত্রের' (আয়ত-১০১)-এর দ্বারা যে পুত্রের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং সূরা হৃদে সেই সঙ্গে পৌত্র হ্যরত ইয়াকুবের জন্মেরও সুসংবাদ রয়েছে। এ অবস্থায় কী করে ধারণা করা যায় যে, যবীহ (যাকে যবাহের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল, তিনি) ছিলেন ইসহাক? তাহলে তো তার অর্থ দাঁড়ায় নবী বানানো ও ইয়াকুবের পিতা হওয়ার আগেই তাকে যবাহ করে দেওয়া হবে।

কাজেই এটা অনন্বীক্ষিকার্য যে, যবীহ হ্যরত ইসমাঈল (আ.)-ই, আন্য কেউ নন, যার জন্মের সুসংবাদ দানের সাথে নবী বানানো ও সন্তান দানের সুসংবাদ দেওয়া হয়নি, যদিও পরবর্তীকালে তিনি উভয়ই লাভ করেছিলেন। আর যবীহ যেহেতু ছিলেন তিনি সে কারণেই তাঁর কুরবানীর আরকরাপে কুরবানী দানের প্রথা বরাবর তাঁরই বংশধরদের মধ্যে চলে আসছে এবং আজও এ প্রথা তাঁর রাহনী সন্তান তথ্য মুসলিমগণই পালন করে যাচ্ছে।

বর্তমান তাওরাতে স্পষ্ট আছে, কুরবানীর স্থান ছিল মূরা বা 'মুরয়া'। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ টেনে কষে এর বিভিন্ন সন্তানবনা বের করার চেষ্টা করেছে, অথচ এটা অতি পরিষ্কার যে, শব্দটি পরিত্রক কাবা সংলগ্ন 'মারওয়া'কেই নির্দেশ করে...। তাওরাতে আরও আছে, হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেন তার একমাত্র পুত্রকে যবাহ করেন। দু' পুত্রের মধ্যে হ্যরত ইসমাঈল ছিলেন বড়, ইসহাক ছোট। হ্যরত ইসমাঈলের বর্তমানে হ্যরত ইসহাক একমাত্র পুত্র নন যে, আমরা তাকে যবীহ সাব্যস্ত করব। যবাহকালে হ্যরত ইসমাঈল ছিলেন হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর একমাত্র পুত্র। সুতরাং সর্ব বিচারে তিনিই যবীহ -অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী অবলম্বনে।।

102

অতঃপর সে পুত্র যখন ইবরাহীমের সাথে চলাফেরা করার উপযুক্ত হল, তখন সে বলল, বাছা! আমি স্বপ্নে দেখছি যে, তোমাকে যবাহ করছি। এবার চিঞ্চা করে বল, তোমার অভিমত কী। পুত্র বলল, আবুজাজী! আপনাকে যার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আপনি সেটাই করুন। ২১ ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের একজন পাবেন। *

21. যদিও এটা ছিল এক স্বপ্ন, কিন্তু নবীগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। তাই হ্যরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম তাকে আল্লাহ তাআলার আদেশ সাব্যস্ত করলেন।

103

সুতরাং (সেটা ছিল এক বিশ্যকর দৃশ্য) যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল। ২২ *

22. পিতা-পুত্র উভয়ে তো নিজেদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলার হৃকুম তামিল প্রসঙ্গে এটাই ধরে নিয়েছিলেন যে, পিতা পুত্রকে যবাহ করবেন। তাই হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পুত্রকে কাত করে শোয়ালেন, যাতে ছুরি চালানোর সময় চেহারা নজরে না পড়ে, পাছে পুত্র বাংসল্যে মন টলে যায়।

104

আর আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম! *

105

তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরুষ্কৃত করে থাকি। *

106

নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। *

107

এবং আমি এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে সে শিশুকে মুক্ত করলাম। ২৩ *

23. পিতা-পুত্র উভয়ে যেহেতু আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনের জন্য তাদের এখতিয়ারাধীন সবকিছুই করে ফেলেছিলেন, তাই তাদের

পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। অনন্তর আগ্নাহ তাআলা তাঁর কুদরতের এক কারিশমা দেখালেন। ছুরি হয়রত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের স্থলে একটি দুশ্মার উপর চলল। আগ্নাহ তাআলা সোটিকে নিজ কুদরতে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হয়রত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম জীবিত ও নিরাপদ থাকলেন।

- 108 এবং পরবর্তীদের মধ্যে এই ঐতিহ্য চালু করলাম ॥
- 109 যে, (তারা বলবে,) সালাম হোক ইবরাহীমের প্রতি, ॥
- 110 আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। ॥
- 111 নিশ্চয়ই সে আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ॥
- 112 আর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের, যে নেককারদের মধ্যে একজন নবী হবে। ॥
- 113 আমি তার প্রতি বরকত নাখিল করলাম এবং ইসহাকের প্রতিও। তাদের আওলাদের মধ্যে কিছু লোক সৎকর্মশীল এবং কিছু লোক নিজ সত্তার প্রতি প্রকাশ্য জুলুমকারী। ॥
- 114 নিশ্চয়ই আমি মূসা ও হারুনের প্রতিও অনুগ্রহ করেছিলাম। ॥
- 115 আমি তাদেরকে ও তাদের কওমকে এক মহা সংকট থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। ॥
- 116 আর তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারাই হয়েছিল বিজয়ী। ॥
- 117 আর আমি তাদেরকে এক সুস্পষ্ট কিতাব দিয়েছিলাম। ॥
- 118 আর তাদেরকে প্রদর্শন করেছিলাম সরল পথ। ॥
- 119 আর পরবর্তীদের মধ্যে এই ঐতিহ্য চালু করলাম ॥
- 120 যে, (তারা বলবে) সালাম হোক মূসা ও হারুনের প্রতি। ॥
- 121 নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করি। ॥
- 122 নিশ্চয়ই তারা ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। ॥
- 123 নিশ্চয়ই ইলিয়াসও রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৪ ॥

24. কুরআন মাজীদ হয়রত ইলিয়াস আলাইহিস সালামের বৃত্তান্ত সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দেয়ানি। ঐতিহাসিক ও ইসরাইলী বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হয়রত সুলাইমান আলাইহিস সালামের পর বনী ইসরাইল ব্যাপকভাবে কুফর ও শিরাকে লিপ্ত হয়ে পড়লে তাদের হেদায়াতের জন্য হয়রত ইলিয়াস আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়। বাইবেলের 'রাজাবলী' পুস্তকে আছে, রাজা আর্থিআবের পক্ষী 'ইয়াবীল' 'বাল' নামক এক প্রতিমার পূজা শুরু করেছিল। হয়রত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম তাকে প্রতিমা পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং মুজিয়াও দেখালেন। কিন্তু অবাধ্য কওম তাঁর কথা গ্রাহ্য তো করলই না, উপরন্তু তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটল। আগ্নাহ তাআলা তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে উল্লেটো তাদের উপর বালা-মুসিবত চাপিয়ে দিলেন। আর হয়রত ইলিয়াস আলাইহিস সালামকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। ইসরাইলী বর্ণনায় আরও আছে, তাকে আসমানে জীবিত তুলে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা দ্বারা এটা সমর্থিত নয়। বিস্তারিত দ্র. মাতারিফুল কুরআন।

- 124 যখন সে নিজ কওমকে বলেছিল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না? ❁
- 125 তোমরা কি 'বাল' (নামক মূর্তি)-এর পূজা করছ এবং পরিত্যাগ করছ শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টাকে? ❁
- 126 সেই আল্লাহকে, যিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও, যারা পূর্বে গত হয়েছে? ❁
- 127 তারপর এই হল যে, তারা ইলিয়াসকে মিথ্যাবাদী বলল; এর ফলে তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন করা হবে। ❁
- 128 তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ ছাড়া (তারা থাকবে নিরাপদ)। ❁
- 129 আর পরবর্তীদের মধ্যে এই ঐতিহ্য চালু করলাম ❁
- 130 যে, (তারা বলবে) সালাম হোক ইলিয়াসীনের ২৫ প্রতি। ❁
25. 'ইলিয়াসীন' এটা হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর আরেক নাম অথবা এটা 'ইলিয়াস'-এর বহুবচন। অর্থাৎ ইলিয়াস ও তার অনুসারীগণ - অনুবাদক।
- 131 নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। ❁
- 132 নিশ্চয়ই সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। ❁
- 133 নিঃসন্দেহে লৃত ছিল রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। ❁
- 134 যখন আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গের সকলকে রক্ষা করেছিলাম (আয়াব থেকে)। ❁
- 135 এক বৃদ্ধাকে ছাড়া, যে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২৬ ❁
26. এ বৃদ্ধা হল হযরত লৃত আলাইহিস সালামের স্ত্রী। শেষ পর্যন্ত সে কাফেরদের সাথেই থাকে এবং তাদের সঙ্গে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। হযরত লৃত (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে (১১ : ৭৭) গত হয়েছে।
- 136 তারপর অন্যদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেললাম। ❁
- 137 (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমরা তো তাদের (বসতিসমূহের) উপর দিয়ে ঘাতাঘাত করে থাক (কখনও) ভোর বেলা। ❁
- 138 এবং (কখনও) রাতের বেলা। ২৭ তা সত্ত্বেও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? ❁
27. আরববাসীগণ যখন বাণিজ্য উপলক্ষে শামের সফর করত, তখন হযরত লৃত আলাইহিস সালামের কওমকে যেখানে ধ্বংস করা হয়, সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত বসতিসমূহের উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করত।
- 139 নিশ্চয়ই ইউনুসও ছিল রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। ❁
- 140 যখন পালিয়ে একটি বোঝাই নৌকায় পৌঁছল। ২৮ ❁
28. হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা সূরা ইউনুসেও (১০ : ৯৮) সংক্ষেপে চলে গেছে এবং কিছুটা সূরা আম্বিয়ায়ও (২১ : ৮৭)। তিনি

ইরাকের নিনেভা' অঞ্চলে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজ কওমকে দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই যখন তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না, তখন তিনি তাদেরকে সাবধান করে দিলেন, তিনি দিনের ভেতরেই তোমাদের উপর আঘাত আসবে। কওমের লোক বলাবলি করল, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম তো কখনও মিথ্যা কথা বলেন না, কাজেই তিনি যদি এলাকা ছেড়ে চলে যান, বুবেবে তিনি সত্য বলেছেন। অতঃপর তিনি আঘাত তাআলার হৃকুমে বসতি ছেড়ে চলে গেলেন। এদিকে বসতির লোকে যখন দেখল তিনি সেখানে নেই এবং শাস্তির কিছু পূর্বাভাসও নজরে পড়ল, তখন তারা অনুতপ্ত হল ও তাওয়া করল। ফলে আঘাত তাআলা তাদের আঘাত সরিয়ে নিলেন।

তাদের তাওয়ার কথা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের জানা ছিল না। তিনি যখন দেখলেন তিনি দিন গত হওয়ার পরও আঘাত আসল না, তখন ভয় পেয়ে গেলেন এবং আশঙ্কায় বোধ করলেন এলাকায় ফিরে গেলে কওমের লোক তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে, এমনকি তারা তাকে হত্যাও করে ফেলতে পাবে। এই আশঙ্কায় তিনি আঘাত তাআলার হৃকুম আসার আগেই সাগরের দিকে অগ্রসর হলেন। এলাকায় আর ফিরে আসলেন না। সাগর পার হওয়ার জন্য তিনি একটি নৌকাটি ছিল যাত্রীতে বোঝাই।

তিনি যেহেতু আঘাত তাআলার এক মহা মর্যাদাবান নবী, তাই আদেশ পাওয়ার আগেই তাঁর এলাকা ত্যাগ আঘাত তাআলার পছন্দ হল না। জানা কথা, বড় মানুষের তুচ্ছ ভুলও ধরা হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁকেও ধরা হল। যাত্রী বেশী হওয়ার কারণে নৌকাটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কাজেই বোঝা হালকা করার জন্য দরকার পড়েছিল একজনকে নৌকা থেকে ফেলে দেওয়ার। কিন্তু কাকে ফেলা হবে এটা নিষ্পত্তির জন্য লটারী ধরা হল। কয়েক বারই তা ধরা হল, কিন্তু প্রতিবারই নাম উঠেছিল হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের। অগত্যা তাকেই পানিতে ফেলে দেওয়া হল। যেখানে ফেলা হয়েছিল আঘাত তাআলার হৃকুমে সেখানে একটি মাছ তাঁর অপেক্ষায় ছিল। মাছটি সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গিলে ফেলল। তিনি কিছুকাল তার পেটে থাকলেন। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় তার মেয়াদ ছিল তিনি দিন। কোন কোন বর্ণনায় কয়েক ঘণ্টার কথাও বলা হয়েছে, যেমন সূরা আশ্রিয়ায় বলা হয়েছে। তিনি মাছের পেটে তাসবীহ পড়েছিলেন

○ أَنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ

‘তুম ছাড়া কোন মারুদ নেই। তুম মহান, পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি একজন অপরাধী।’

141 অতঃপর সে লটারিতে শরীক হল এবং তাতে পরাভৃত হল। *

142 তারপর মাছ তাকে গিলে ফেলল, যখন সে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল। *

143 সুতরাং সে যদি তাসবীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হত *

144 তবে মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করার দিন পর্যন্ত সে সেই মাছেরই পেটে থাকত। *

145 অতঃপর আমি তাকে পীড়িত অবস্থায় একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে নিষ্কেপ করলাম। ১৯ *

29. তাসবীহ পাঠের বরকতে আঘাত তাআলা মাছকে হৃকুম দিলেন যেন হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে একটি খোলা মাঠের কিনারায় নিয়ে ফেলে দেয়। সুতরাং তাই হল। তখন তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কোন-কোন বর্ণনায় আছে, তার শরীরে তখন আর কোন পশম বাকি ছিল না। আঘাত তাআলা একটি বৃক্ষ উদ্গত করে তার উপর বিস্তার করে দিলেন। কোন-কোন বর্ণনায় আছে, সেটি ছিল লাউ গাছ। তিনি তার ছায়া লাভ করছিলেন এবং সন্তুষ্ট তার ফলকে তার জন্য ঔষধও বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে আঘাত তাআলা তাঁর কাছে একটি বক্রীও পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তার দুধ খেতে থাকেন এবং এক সময় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

146 এবং তার উপর উদ্গত করলাম একটি লতাযুক্ত গাছ। *

147 তাকে রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম এক লাখ, বরং তারও কিছু বেশি লোকের কাছে। *

148 অতঃপর তারা ঈমান এনেছিল। ৩০ ফলে আমি তাদেরকে একটা কাল পর্যন্ত জীবন ভোগ করতে দেই। *

30. যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা ইউনুস (১০ : ৯৮)-এও চলে গেছে যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কওম আঘাতের লক্ষণ দেখেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল এবং আঘাত আসার আগেই ঈমান এনেছিল। ফলে আঘাত তাদের থেকে আঘাত সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং তার ঈমান আনার পর কিছুকাল জীবিত ছিল।

149 সুতরাং তাদেরকে (মক্কার মুশারিকদেরকে) জিজ্ঞেস কর, তোমার প্রতিপালকের জন্যই কি রয়েছে কন্যা সন্তান আর তাদের জন্য পুত্র সন্তান? ৩১ *

31. সূরার শুরুতে বলা হয়েছিল যে, মক্কা মুকারামার মৃত্তিপূজকগণ ফেরেশতাদেরকে আঘাত তাআলার কন্যা বলত। এবার তাদের সেই বেহুদা আকীদা খণ্ডন করা হচ্ছে। সেই মৃত্তিপূজকরা নিজেদের জন্য কিন্তু কন্যা সন্তান পছন্দ করত না; বরং এতটাই ঘৃণা করত যে, তাদের অনেকে তো কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তাকে জ্যান্ত পুত্রে ফেলত। আঘাত তাআলা প্রথমত বলছেন, এটা কেমন বেইনসাফী যে, তোমরা নিজেদের জন্য কন্যা অপছন্দ কর, অথচ আঘাত সম্পর্কে বিশ্বাস কর 'তার কন্যা সন্তান আছে?' তারপর বলেছেন, আঘাত তাআলার কোন

সন্তানের প্রয়োজন নেই না পুত্র সন্তানের, না কন্যা সন্তানের।

- 150 নাকি আমি যখন ফেরেশতাদেরকে নারী বানিয়েছিলাম, তখন তারা তা প্রত্যক্ষ করছিল? *
- 151 মনে রেখ, তারা তাদের মনগড়া কথার কারণে বলে *
- 152 আল্লাহর কোন সন্তান আছে। বস্তুত তারা নিশ্চিতভাবেই মিথ্যবাদী। *
- 153 আল্লাহ কি পুত্রের পরিবর্তে কন্যাদেরই বেছে নিয়েছেন? *
- 154 তোমাদের হল কী? তোমরা কেমন বিচার করছ? *
- 155 তোমরা কি এতটুকুও অনুধাবন কর না? *
- 156 না কি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ আছে? *
- 157 তবে নিয়ে এসো তোমাদের সেই কিতাব যদি তোমরা সত্যবাদী হও। *
- 158 তারা আল্লাহ ও জিনদের মধ্যেও বংশীয় সম্পর্ক স্থির করেছে। ৩২ অর্থচ স্বয়ং জিনরোও জানে, তাদেরকে অপরাধীরাপে হাজির করা হবে। *
32. এর দ্বারা মুশারিকদের আরেকটি বেহুদা বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বলত, জিনদের যারা সর্দার, তাদের কন্যাগণ হল ফেরেশতাদের মা, যেন তারা আল্লাহ তাআলার স্ত্রী নাউয়ুবিল্লাহ।
- 159 (কেননা) তারা যা-কিছু বলে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। *
- 160 তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ (নিরাপদ থাকবে)। *
- 161 কেননা তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদত কর তারা *
- 162 তোমরা কেউ আল্লাহ সম্পর্কে কাউকে বিভ্রান্ত করতে পার না *
- 163 সেই ব্যক্তিকে ছাড়া, যে জাহানামে প্রবেশ করবে। *
- 164 আর (ফেরেশতাগণ তো বলে) আমাদের প্রত্যেকেরই আছে এক নির্দিষ্ট স্থান। *
- 165 আর আমরা তো (আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে) সারিবদ্ধ হয়ে থাকি। *
- 166 এবং আমরা তো তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় রত থাকি। ৩৩ *
33. অর্থাৎ ফেরেশতাগণ নিজেরা তো নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলে না; বরং নিজেদের দাসত্বই প্রকাশ করে।

167 তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) পূর্বে তো বলত ❁

168 আমাদের কাছে যদি পূর্ববর্তী লোকদের মত উপদেশবাণী থাকত ❁

169 তবে আমরাও আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। ৩৪ ❁

34. মূর্তিপূজকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের আগে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বলত, আমাদের উপর যদি কোন আসমানী কিতাব নাখিল হত, তবে আমরা তা তোমাদের অপেক্ষা বেশি বিশ্বাস করতাম এবং তার অনুসরণে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী থাকতাম। এ আয়াতে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ বিষয়বস্তু সূরা ফাতিরেও (৩৪ : ৪২) গত হয়েছে।

170 তা সত্ত্বেও তারা তার কুফরীতে লিপ্ত হল। সুতরাং তারা অচিরেই জানতে পারবে। ❁

171 আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে পূর্বেই আমার একথা স্থিরীকৃত রয়েছে ❁

172 যে, নিশ্চিতভাবেই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। ❁

173 এবং নিশ্চয়ই আমার বাহিনীই হবে জয়যুক্ত। ❁

174 সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি কিছু কাল পর্যন্ত তাদেরকে উপেক্ষা করে চল। ❁

175 এবং তাদেরকে দেখতে থাক। অচিরেই তারা নিজেরাও দেখতে পাবে। ❁

176 তবে কি তারা আমার শাস্তির জন্য তাড়াহড়া করছে? ৩৫ ❁

35. কাফেরগণ ঠাট্টাচ্ছলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত, আপনি আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন, তা তাড়াতাড়ি আসছে না কেন? এ আয়াতে তার উন্নত দেওয়া হয়েছে।

177 তাদের আঙ্গিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তাদের প্রভাত হবে অতি মন্দ। ❁

178 তুমি কিছু কালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা কর। ❁

179 এবং দেখতে থাক, অচিরেই তারা নিজেরাও দেখতে পাবে। ❁

180 তোমার প্রতিপালক, যিনি ক্ষমতার মালিক, তারা যা বলছে, তা হতে পবিত্র। ❁

181 আর সালাম রাসূলদের প্রতি। ❁

182 এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। ❁



♦ ছুব---দ ♦

১ সোয়াদ, কসম উপদেশপূর্ণ কুরআনের। *

১. এটা সেই আল-হুরফুল মুকাভাত্তাত (বিভিন্ন হরফসমূহ)-এর একটি, যার অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। সূরা বাকারার প্রথম আয়াতের টীকা দেখুন। কুরআন মাজীদে যেসব বস্তু দ্বারা শপথ করা হয়েছে, তার তাৎপর্যসম্পর্কে দেখুন সূরা আস-সাফাত-এর ১নং টীকা।

২ যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা কেবল (এ কারণেই তা অবলম্বন করেছে যে, তারা) আত্মনিরিতা ও হঠকারিতায় লিপ্ত রয়েছে। *

২. আল্লামা আলুসী (রহ.) হেজা (বেশি স্পষ্ট) বলে আয়াতের যে তারকীব (বিন্যাস প্রণালী) বর্ণনা করেছেন (রাহুল মাআনী, ২৩ খণ্ড ২১৭ পৃষ্ঠা) সে হিসেবেই এ তরজমা করা হয়েছে।

৩ আমি তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকেই ধ্বংস করেছি! তখন তারা আর্তচিকার করেছিল, কিন্তু তখন তো মুক্তি পাওয়ার সময়ই ছিল না। *

৪ তারা (কুরাইশ কাফেরগণ) এ কারণে বিম্যবোধ করেছে যে, তাদের কাছে একজন সতর্ককারী এসেছে তাদেরই মধ্য হতে! এবং কাফেরগণ বলে, সে মিথ্যাচারী ঘাদুকর। *

৫ সে কি সমস্ত মাবুদকে এক মাবুদে পরিণত করেছে? এটা তো বড় আজব কথা! *

৬ তাদের মধ্যকার নেতৃবর্গ এই বলে সরে পড়ল যে, চল এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এটা এক উদ্দেশ্যমূলক বিষয়। *

৩. উদ্দেশ্যমূলক বলে তারা ইশারা করেছিল, অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসবের মাধ্যমে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চান (নাউয়ুবিল্লাহ)।

৭ আমরা তো অন্য ধর্মে এরাপ কথা শুনিনি। আসলে এটা এক মনগড়া কথা। *

৮ এই উপদেশ-বাণী আমাদের পরিবর্তে তার উপর নাফিল করা হল? বস্তুত তারা আমার উপদেশ সম্পর্কে সন্দেহে পতিত; বরং তারা এখনও পর্যন্ত আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি। *

৯ তবে কি তাদের কাছে তোমার সেই রবের রহমতের ভাগ্নারসমূহ রয়েছে যিনি ক্ষমতাময়, মহাদাতা? *

১০ নাকি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছুর রাজস্ব তাদের হাতে? তা থাকলে তারা যেন রশি টানিয়ে উপরে আরোহণ করে। *

৪. অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত সম্পর্কে এভাবে প্রশ্ন তুলছে, যেন নবুওয়াত, যা কিনা আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ রহমত, তাদের মুঠোয় ও তাদের এখতিয়ারে। তারা যাকে চাবে নবী বানানো হবে আর যাকে অপছন্দ করবে, তাকে নবুওয়াত দেওয়া হবে না।

৫. অর্থাৎ তাদের যদি এতটাই ক্ষমতা, তবে তো রশি টানিয়ে আকাশে চড়ার ক্ষমতাও তাদের থাকার কথা। অথচ সে ক্ষমতা তাদের নেই। তা যখন নেই, তখন আসমান ও যমীনের বিষয়াবলী সম্পর্কে তাদের কী এখতিয়ার থাকতে পারে, যার ভিত্তিতে তারা রায় দেবে যে, অমুককে নবী না বানিয়ে অমুককে বানানো হোক?

১১ (তাদের অবস্থা তো এই যে,) তারা যেন বিরোধী দলসমূহের একটি বাহিনী, যারা ওখানেই পরাম্পরা হবে। *

৬. বোঝানো উদ্দেশ্য যে, পূর্বে যে বড়-বড় সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের তুলনায় এরা তো ক্ষুদ্র এক বাহিনী তুল্য, যারা নিজ দেশেই পরাভূত হবে। এটা মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী। ঘটনা সে রকমই ঘটেছিল। এতসব বড়ইকারী এ সম্প্রদায়টি মক্কা মুকাররমায়, নিজ বাসভূমিতে এমনভাবে পর্যন্ত হল যে, এখানে তাদের কোন ক্ষমতাই অবশিষ্ট থাকল না।

12 তাদের আগে নৃহের সম্প্রদায়, আদ জাতি এবং কীলকবিশিষ্ট ফির'আউনও ১ নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। *

7. কীলক বিশিষ্ট দ্বারা বোঝানো হয়েছে, সে ছিল মহাক্ষমতাবান। তার ছিল বিশাল বাহিনী। কেউ বলেন, ফির'আউনকে এ নামে অভিহিত করার কারণ হল, সে যাকে শাস্তি দিতে চাইত, তাকে গ্রেপ্তার করে তার হাত-পায়ে চারটি কীলক গেঁথে বুলিয়ে রাখত আর এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। কারণ মতে অর্থ জমকালো অট্টালিকা। ফির'আউন মিসরে বড় বড় স্থাপনা বিশেষত পিরামিড তৈরি করে রেখেছিল বলেই তাকে দ্বারা আওলাদ বা 'বিশাল স্থাপনার স্থপতি' বলা হয়েছে। আবার এর দ্বারা তার রাজত্বের দীর্ঘস্থায়িত্বের প্রতিও ইঙ্গিত হতে পারে। - অনুবাদক

13 এবং ছামুদ জাতি, লৃতের সম্প্রদায় এবং আয়কাবাসীগণও। ৮ তারা ছিল বিরোধী দলসমূহের লোক। ৯ *

8. 'আয়কা' অর্থ বন-বনানী, এর দ্বারা হ্যারত শুআয়ব (আ.)-এর এলাকাকে বোঝানো হয়েছে। -অনুবাদক

9. বিরোধী দল বলে বোঝানো হয়েছে, এসব জাতি আপন-আপন কালে সংঘবদ্ধ হয়ে নবী-রাসূলগণের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছিল। পরিণামে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। -অনুবাদক

14 তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেনি। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছে যথাযথভাবে। *

15 এবং তারাও (অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ) এমন এক মহা নাদ-এর অপেক্ষা করছে, যাতে কোন বিরতি থাকবে না। ১০ *

10. এর দ্বারা শিঙ্গার ফুঁৎকার ধ্বনি বোঝানো উদ্দেশ্য, যার সাথে-সাথে কিয়ামত হয়ে যাবে।

16 এবং তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিবসের আগেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে নগদ দিয়ে দিন। ১১ *

11. 'আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে নগদ দিয়ে দিন' এটা কাফেরদের সেই দাবি, যার কথা পূর্বে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলত, আমাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে বলে শোনানো হচ্ছে তা এখনই কেন দেওয়া হচ্ছে না?

17 (হে রাসূল!) তারা যা-কিছু বলে তাতে সবর কর এবং স্মরণ কর আমার বান্দা দাউদ (আলাইহিস সালাম)কে, যে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। ১২ নিশ্চয়ই সে ছিল অত্যন্ত আল্লাহ-অভিমুখী। *

12. কাফেরদের যেসব কথায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যিত হতেন, সূরার শুরুতে তা খণ্ডন করা হয়েছিল। এবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে, তাদের এসব বেহুদা কথা অগ্রহ্য করুন, সবর অবলম্বন করুন এবং নিজ কাজে লেগে থাকুন। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা দ্বারা তিনি সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন। সর্বপ্রথম বর্ণিত হচ্ছে হ্যারত দাউদ আলাইহিস সালামের ঘটনা।

18 আমি পর্তমালাকে নিয়োজিত করেছিলাম, যাতে তারা তার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ও সুর্যোদয়কালে তাসবীহ পাঠ করে। *

19 এবং পাখিদেরকেও, যাদেরকে একত্র করে নেওয়া হত। তারা তার সঙ্গে মিলে আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকত। ১৩ *

13. সূরা আম্বিয়ায় (২১ : ৭৯) বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা হ্যারত দাউদ আলাইহিস সালামকে সুমধুর কর্তৃ দিয়েছিলেন। তাঁর বিশেষ মুজিয়া ছিল, তিনি যখন আল্লাহ তাআলার যিকির করতেন, তখন পাহাড়ও তাঁর সাথে যিকির ও তাসবীহ পাঠে রত হত। এমনকি উড়ন্ত পাখিয়াও থেমে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যিকিরে মশগুল হয়ে যেত।

20 আমি তার রাজত্বকে করেছিলাম সুন্দর এবং তাকে দান করেছিলাম জ্ঞানবন্তা ও মীমাংসাকর বাগ্মিতা। *

21 তোমার কাছে কি সেই মোকদ্দমাকরীদের সংবাদ পৌঁছেছে, যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে ইবাদতখানায় প্রবেশ করেছিল? ১৪ *

14. এখান থেকে ২৪ নং আয়ত পর্যন্ত যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তার সারমর্ম এরপ, হ্যারত দাউদ আলাইহিস সালামের দ্বারা কোনও একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা সে ব্যাপারে তাকে সতর্ক করতে চাইলেন। তাই তাঁর কাছে দু'জন লোককে অস্বাভাবিকভাবে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তখন নিজ ইবাদতখানায় ছিলেন। আগস্তকৃত্ব তাদের একটা বিবাদের ব্যাপারে তাঁর কাছে বিচার চাইল। তিনি বিচার করে দিলেন, কিন্তু সাথে সাথে তিনি বুরো ফেললেন, আল্লাহ তাআলা-এর মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি তখনই

সিজদায় পড়ে গেলেন এবং তাওবা ও ইস্তিগফারে লিপ্ত হলেন।

তাঁর দ্বারা কি ভুল হয়ে গিয়েছিল, কুরআন মাজীদ তা ব্যান করেনি এবং মোকদ্দমা দ্বারা তিনি সে বিষয়ে সচকিতই-বা হলেন কিভাবে তারও ব্যাখ্যা দেয়নি। কুরআন মাজীদ কেবল এই সবক দিতে চেয়েছে যে, ভুলক তো মানুষের স্বভাবেই আছে। বড়-বড় বৃষ্টি এমনকি নবীগণের দ্বারা মাঝে-মধ্যে মামুলি ধরনের ভুল-বিচ্ছিন্ন ঘটে গেছে, কিন্তু তারা কখনও আপন ভুলের উপর গোঁধরে বেস থাকেন না, একই ভুল ব্যাবার করেন না; বরং তাদের কাছে নিজের ভুল স্পষ্ট হয়ে যাওয়া মাঝেই আল্লাহ তাআলার দিকে রজু হন এবং তাওবা- ইস্তিগফারে লিপ্ত হন। এ

শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টা হ্যারত দাউদ আলাইস সালামের ঘটনা বিশদভাবে জানার উপর নির্ভরশীল নয়, যদিও অনেকে এর বিশদ

অনুসন্ধানের পথে পদেছেন। মুফাসিসিরগণ এ সম্পর্কে নানা কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন কিসসা-কাহিনীও রচিত হয়েছে।

একটা বেহুদা কিসসা তো বাইবেলেও বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, হ্যারত দাউদ আলাইস সালাম ‘উরিয়া’ নামক তার এক সেনাপতির স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন (নাউয়বিল্লাহ)। এসব কিসসা বর্ণনার উপর নয়। একজন মহান নবী, কুরআন মাজীদের বর্ণনা মোতাবেক যিনি আল্লাহ তাআলার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং যিনি অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতেন, তাঁর সম্পর্কে

এ জাতীয় গল্প যে বিলকুল মনগড় তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কোন কোন মুফাসিসির বর্ণনা করেছেন সেকালে কারও বিবাহ করার আগ্রহ প্রকাশ করে দ্বামীকে যদি অনুরোধ করা হত সে যেন তাকে তালাক দিয়ে দেয়, সেটাকে দৃষ্টীয় মনে করা হত না। সেকালে এর ব্যাপক রেওয়াজ ছিল। তাই এরূপ করলে তাকে কেউ খারাপ মনে করত না। উরিয়ার স্ত্রী ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তাই হ্যারত দাউদ আলাইস সালাম সেকালের রেওয়াজ অনুযায়ী উরিয়াকে অনুরোধ করলেন যেন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, যাতে তিনি নিজে তাকে বিবাহ করতে পারেন। এরপ অনুরোধ তাঁর পক্ষে কোন গুনাহের কাজ ছিল না, যেহেতু তা রক্ষা করা না করার সম্পর্ক খেতিয়ার উরিয়ার ছিল। তাছাড়া সমাজের প্রচলন অনুযায়ী সেটা দোষেরও ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটা যেহেতু একজন মহান নবীর শান মোতাবেক ছিল না, তাই আল্লাহ তাআলা আয়াতে বর্ণিত সূক্ষ্ম পন্থায় তাকে সতর্ক করে দিলেন। সুতরাং তিনি এজন্য তাওবা-ইস্তিগফার করলেন। তিনি আর সে বিবাহ করলেন না। এ ব্যাখ্যা বাইবেলের কিসসার মত অবাস্তর নয় বটে, কিন্তু কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা এটা প্রমাণিত নয়। আসল কথা হচ্ছে, তাঁর ভুল যাই হোক না কেন আল্লাহ তাআলা তাঁর সে মহান নবীকে যে কেবল ক্ষমা করেছেন তাই নয়; বরং সে ভুলটিকে সম্পূর্ণরূপে পর্দার আড়ল করে রেখেছেন। কুরআন মাজীদে কোথাও সেটি উল্লেখ করেননি। সুতরাং আল্লাহ তাআলা নিজে যে ঘটনা গোপন রেখেছেন, তার অনুসন্ধানে লেগে পড়া কিছুতেই একজন মহান নবীর মর্যাদার অনুকূল নয়। তাছাড়া এর কোন প্রয়োজনও নেই। কুরআন যেমন বিষয়টাকে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে, আমাদেরও তেমনি অস্পষ্ট রেখে দেওয়া উচিত। কেননা কুরআন মাজীদ যে শিক্ষা দিতে চায় তা ঘটনা জানা ছাড়াও পুরোপুরি হাসিল হয়ে যায়।

22 যখন তারা দাউদের কাছে পৌঁছল, সে তাদের দেখে ঘাবড়ে গেল। তারা বলল, ভয় পাবেন না। আমরা বিবাদমান দুটি পক্ষ। আমাদের একে অন্যের প্রতি জুলুম করেছে। সুতরাং আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করে দিন এবং অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ-নির্দেশ করুন। *

23 এ আমার ভাই। তার নিরানবইটি দুঃখ আছে। আর আমার আছে একটি মাত্র দুঃখ। সে বলছে, এটিও আমার যিস্মায় দিয়ে দাও এবং সে কথার জোরে আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে। *

24 দাউদ বলল, সে তার দুষ্পাদের সাথে মেলানোর জন্য তোমার দুষ্পাটিকে দাবি করে নিশ্চয়ই তোমার উপর জুলুম করেছে। যাদের মধ্যে অংশীদারিত্ব থাকে, তাদের অনেকেই একে অন্যের প্রতি জুলুম করে থাকে। ব্যতিক্রম কেবল তারা, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। কিন্তু তারা বড় কম। তখন দাউদ উপলক্ষ্মি করল যে, মূলত আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। কাজেই সে তার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ল আর আল্লাহর অভিমুখী হল। ১৫ *

15. এটি সিজদার আয়ত। যে ব্যক্তি আরবীতে এটি পড়বে বা শুনবে তার উপর সিজদা ওয়াজির হয়ে যাবে।

25 অনন্তর আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে রয়েছে তার বিশেষ নৈকট্য ও উন্নত ঠিকানা। *

26 হে দাউদ! আমি পৃথিবীতে তোমাকে খলীফা বানিয়েছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করো এবং খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না। অন্যথায় তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি, যেহেতু তারা হিসাব দিবসকে বিস্তৃত হয়েছিল। *

27 আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এর মাঝখানে যা-কিছু আছে, তা নির্ধক সৃষ্টি করিনি। এটা যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের ধারণা মাত্র। সুতরাং কাফেরদের জন্য রয়েছে ধ্বংস জাহানামকরণে। *

28 যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি কি তাদেরকে সেই সব লোকের সমান গণ্য করব, যারা পৃথিবীতে অশাস্তি বিস্তার করে? না কি আমি মুভাকীদেরকে পোপাচারীদের সমান গণ্য করব? ১৬ *

16. আখেরাত যে অপরিহার্য এটা তার দলীল। পূর্বের আয়তসমূহের সাথে এর যোগসূত্র এই যে, আল্লাহ তাআলা হ্যারত দাউদ আলাইস সালামকে আদেশ করেছিলেন, তাকে যখন তাঁর খলীফা বানানো হয়েছে, তখন তিনি যেন মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করেন। আল্লাহ তাআলা যেন বলেছেন, আমি আমার খলীফাকে যখন ন্যায়বিচারের আদেশ করেছি, তখন আমি নিজে কি করে অবিচার করতে পারি? এই ন্যায়বিচারের জন্যই আখেরাত হবে এবং সেখানে ভালো-মন্দের হিসাব-নিকাশ হবে। তা না হলে অর্থ দাঁড়াবে, আমি ভালো লোক ও মন্দ লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখিনি এবং দুনিয়ায় কোন ব্যক্তি যতই ভালো কাজ করুক কিংবা যতই মন্দ কাজ করুক, সেজন্য কোন জিজ্ঞাসাবাদ হবে না এবং সৎকর্মশীলদেরকেও দেওয়া হবে না কোন পুরুষকার। এরূপ বেইনসাফী আমি কী করে করতে পারি?

29 (হে রাসূল!) এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাফিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতের মধ্যে চিন্তা করে এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে। ১৭ ❁

17. অর্থাৎ আখেরাতও ও হিসাব-নিকাশের আবশ্যিকতা যখন বুঝে আসল, তখন এটাও বুঝে নাও যে, মানুষকে আগেভাগে সতর্ক করার জন্য তাদেরকে হেদায়াতের বাণী দান করা তাঁর ইনসাফেরই দাবি, যাতে মানুষ সেই হেদায়াত অনুযায়ী কাজ করে নিজ আখেরাতকে নির্মাণ করতে পারে। তাই আল্লাহ তাআলা এই বরকতময় গ্রন্থ আল-কুরআন নাফিল করেছেন।

30 আমি দাউদকে দান করলাম সুলাইমান (-এর মত পুত্র)। সে ছিল উত্তম বান্দা। নিশ্চয়ই সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। ❁

31 (সেই সময়টি স্মরণীয়) যখন সন্ধ্যাবেলো তার সামনে উৎকৃষ্ট প্রজাতির ভালো-ভালো ঘোড়া পেশ করা হল। ❁

32 তখন সে বলল, আমি আমার প্রতিপালকের স্মরণার্থেই এই সম্পদকে ভালোবেসেছি। অবশেষে তা পর্দার আড়াল হয়ে গেল। ❁

33 (অনন্তর সে বলল,) ওগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর সে (তাদের) পায়ের গোছা ও ঘাড়ে হাত বুলাতে লাগল। ১৮ ❁

18. জিহাদের জন্য যে উৎকৃষ্ট প্রজাতির ঘোড়া সংগ্রহ করা হয়েছিল, যেগুলো দ্বারা তাঁর রাজ-ক্ষমতার জৌনুসও প্রকাশ পাচ্ছিল, একদিন সেগুলো তাঁর সামনে পেশ করা হল। কিন্তু সেই জমকালো দৃশ্য দেখে যে তিনি আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গেলেন এমন নয়; বরং তিনি বললেন, আমি তো এগুলোকে ভালোবাসি আল্লাহরই জন্য। এজন্য নয় যে, এর দ্বারা আমার ক্ষমতার পৌরব প্রকাশ পাচ্ছে। এগুলো তো সংগ্রহই করা হয়েছে জিহাদের জন্য আর জিহাদ করা হয় আল্লাহ তাআলার ভালোবাসায়। অতঃপর ঘোড়াগুলো এগুতে এগুতে তাঁর চোখের আড়ালে চলে গেল। তিনি সেগুলোকে আবারও তার সামনে আনতে বললেন। এবার তিনি সেগুলোর পায়ের গোছা ও গর্দানে আদর বুলিয়ে দিলেন। কুরআন মাজীদ এ ঘটনাটি উল্লেখ করে মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, দুনিয়ার ধন-দৌলত অর্জিত হলে সেজন্য আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত। এমন যেন না হয় যে, তার মোহ ব্যক্তিকে গর্বিত করে তুলন এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দিল; বরং বিনয়ের সাথে তাকে এমন কাজেই ব্যবহার করা চাই, যা হবে আল্লাহ তাআলার আদেশ মোতাবেক।

আয়াতের উপরিউক্ত তাফসীর হ্যারত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রাখ.) থেকে বর্ণিত আছে এবং এটা আয়াতের শব্দাবলীরও বেশি কাছাকাছি। ইবনে জাবির (রহ.) ইমাম রায়ি (রহ.) প্রমুখ এ তাফসীরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মুফাসিসেরদের একটি বড় দল আয়াতের আরও একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সে ব্যাখ্যাই বেশি প্রসিদ্ধ। তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঘোড়াগুলি দেখতে দেখতে তাঁর নামায কায়া হয়ে গিয়েছিল, যে কারণে তাঁর খুব আফসোস হল। তিনি বলে উঠলেন, দেখা যাচ্ছে, এই অর্থ-সম্পদের মহবত আমাকে আল্লাহ তাআলার মহবত থেকে গাফেল করে দিয়েছে। কাজেই তিনি ঘোড়াগুলিকে আবার তাঁর সামনে আনতে বললেন। এবার তিনি সেগুলো কুরবানী করে দিতে মনস্ত করলেন এবং সে উদ্দেশ্যে তরবারি দ্বারা তাদের পায়ের গোছা ও গর্দান কাটা রে দিলেন। এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের তরজমা করতে হবে এ রকম, ‘যখন তার সামনে উৎকৃষ্ট প্রজাতির ভালো-ভালো ঘোড়া পেশ করা হল, তখন তিনি বললেন, এই ধন-দৌলতের ভালোবাসা আমাকে আল্লাহর মহবত থেকে গাফেল করে দিয়েছে। পরিশেষে ঘোড়াগুলি যখন তার চোখের আড়ালে চলে গেল, তখন তিনি বললেন, সেগুলো ফিরিয়ে আন। তারপর তিনি সেগুলোর পায়ের গোছা ও গর্দানে (তরবারি দ্বারা) হাত চালাতে লাগলেন।’

34 অবশ্যই আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তার সিংহাসনে একটি ধড় এনে ফেলে দিয়েছিলাম। ১৯ অনন্তর সে (আল্লাহর) অভিমুখী হল। ❁

19. এটি আরেকটি ঘটনা। কুরআন মাজীদে এ ঘটনারও বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসেও এমন কোন ঘটনা পাওয়া যায় না, যাকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় পেশ করা যায়। এর তাফসীরে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, তা নেহাত দুর্বল অথবা সম্পূর্ণ অবাস্তর। কিংবা তা এ আয়াতের তাফসীর হিসেবে প্রমাণিত নয়। সুতরাং নিরাপদ পথ হল যে বিষয়টাকে খোদ কুরআন মাজীদ আড়াল রেখে দিয়েছে, তাকে আড়ালেই রেখে দেওয়া। যে উদ্দেশ্যে ঘটনার বরাত দেওয়া হয়েছে, ঘটনার বিশদ জানা ছাড়াও তা হাসিল হয়ে যায়। বোঝানো উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা হ্যারত সুলাইমান আল-ইহিস সালামকে কোন একটা পরীক্ষা করেছিলেন, যার পর তিনি আল্লাহরই দিকে ঝুঁজু হন।

35 সে বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজস্ব দান কর, যা আমার পর অন্য কারও জন্য বাঞ্ছনীয় হবে না। ২০ নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা। ❁

20. হ্যারত সুলাইমান আল-ইহিস সালাম যে রাজস্ব লাভ করেছিলেন, তা বাতাস, জিন্ন জাতি ও পার্যাদের উপরও ব্যাপ্ত ছিল। এরূপ রাজস্ব তাঁর পরে কেউ কখনও লাভ করেনি।

36 সুতরাং আমি বাতাসকে তার অধীন করে দিলাম, যা তার আদেশে সে যেখায় চাইত মন্ত্র গতিতে বয়ে যেত। ২১ ❁

21. এর ব্যাখ্যা সুবা আশ্বিয়ায় (২১ : ৮১) চলে গেছে।

37 এবং দুষ্ট জিনদেরকেও তাঁর আজগাধীন করে দিয়েছিলাম, যার মধ্যে ছিল সব রকমের নির্মাতা ও ডুবুরি। ❁

38

এবং এমন কিছু জিনকেও, যারা শিকলে বাঁধা ছিল। ১১ ❁

22. এসব জিন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের কী কী কাজ করত তা বিস্তারিতভাবে সূরা সাবায় (৩৪ : ১৩, ১৪) গত হয়েছে। এখানে অতিরিক্ত জানানো হয়েছে যে, তারা সাগরে দুব দিয়ে তাঁর জন্য মণি-মুক্তা সংগ্রহ করত। কিছু জিন ছিল অতি দুষ্ট। মানুষকে তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

39

(তাকে বলেছিলাম) এসব আমার দান। চাইলে তুমি অনুগ্রহ করে কাউকে (এর থেকে) কিছু দান করতে পার অথবা নিজের কাছে রেখেও দিতে পার, কোন হিসাবের দায় ছাড়। ১২ ❁

23. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে এ রাজত্ব দান করা হয়েছিল মানিকানা হিসেবে। তাঁকে এই এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, যা ইচ্ছা তিনি নিজে রাখতে পারেন এবং যা ইচ্ছা অন্যকে দানও করতে পারেন।

40

বন্তত আমার কাছে তার রয়েছে বিশেষ নৈকট্য ও উত্তম ঠিকানা। ❁

41

আমার বান্দা আয়ুবকে স্মরণ কর, যখন সে নিজ প্রতিপালককে দেকে বলেছিল, শয়তান আমাকে দুঃখ ও কষ্টে জড়িয়েছে। ১৩ ❁

24. সূরা আবিস্তায় বলা হয়েছে (২১ : ৮৪) হযরত আয়ুব আলাইহিস সালাম দীর্ঘকালীন এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি সবরের সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাকে শেফা দান করেন। ৪২ নং আয়াতে তাঁর শেফা লাভের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে পা দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে বললেন। তিনি মাটিতে আঘাত করলেন। অমনি সেখান থেকে একটি প্রস্তরণ উৎসারিত হল। আল্লাহ তাআলা তাকে সেই পানি দ্বারা গোসল করতে ও তা পান করতে হস্তুম করলেন। তিনি তাই করলেন। ফলে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।

42

(আমি তাকে বললাম) তুমি তোমার পা দ্বারা মাটিতে আঘাত কর। নাও, এই তো গোসলের ঠাণ্ডা পানি, এবং পানীয়। ❁

43

এবং (এভাবে) আমি তাকে দান করলাম তার পরিবারবর্গ এবং তাদের সাথে অনুরূপ আরও ১৫ তার প্রতি আমার রহমত এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য উপদেশস্বরূপ। ❁

25. রোগোক্রান্ত অবস্থায় তাঁর বিশ্বস্ত স্ত্রী ছাড়া সকলেই তাঁকে ত্যাগ করেছিল। কিন্তু সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তারা সকলে তো ফিরে এসেছিলই, সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরও বহু নাতি-নাতনী দান করেছিলেন। আর এভাবে তার খান্দানের লোক সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেল।

44

(আমি তাকে আরও বললাম) তোমার হাতে এক মুঠো তণ নাও এবং তা দ্বারা আঘাত কর আর শপথ ভঙ্গ করো না। ১৬ বন্তত আমি তাকে পেয়েছি একজন সবরকারী। সে ছিল অতি উত্তম বান্দা। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল অত্যন্ত আল্লাহ-অভিমুখী। ❁

26. একবার শয়তান হযরত আয়ুব আলাইহিস সালামের স্ত্রীকে এভাবে প্রোচনা দিল যে, সে এক চিকিৎসকের বেশে তার কাছে আসল। স্বামীর রুগ্নাবস্থার কারণে তিনি খুবই প্রেরশান ছিলেন। কাজেই শয়তানকে সত্যিকারের চিকিৎসক মনে করে বললেন, আমার স্বামীর চিকিৎসা করুন। আসলে তো সে ছিল শয়তান। কাজেই এখানেও সে শয়তানী চাল চালল। বলল, চিকিৎসা করতে রাজি আছি। তবে শর্ত হল, আরোগ্য লাভের পর তোমাকে বলতে হবে, এই চিকিৎসকই তাকে ভালো করে দিয়েছে। তিনি যেহেতু স্বামীর অসুস্থতার কারণে প্রেরশান ছিলেন, তাই তার কথা মানার প্রতি তার মনে ঝোঁক সৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি বিষয়টা হযরত আয়ুব আলাইহিস সালামকে জানালে তিনি খুবই মর্মান্ত হলেন। তাঁর মনে আক্ষেপ জাগল যে, শয়তান তার স্ত্রীর কাছেও পৌঁছে গেল এবং এমনকি স্ত্রীর মনে তার কথা মানার প্রতি ঝোঁকও সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে! এই বেদনান্ত অবস্থায় তিনি কসম খেয়ে ফেললেন, আরোগ্য লাভের পর আমি স্ত্রীকে একশত বেগাঘাত করব। কিন্তু যখন তিনি আরোগ্য লাভ করলেন, তখন এ কসমের জন্য তাঁর খুব অনুশোচনা হল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, এ রকম অসাধারণ বিশ্বস্ত স্ত্রীকে তিনি কিভাবে শাস্তি দেবেন? আর যদি শাস্তি না দেন তবে তো কসম ভেঙ্গে যাবে! তাঁর এ রকম কিংকর্তব্যবিমৃত অবস্থায় আল্লাহ তাআলা মেহেরবানী করলেন। ওইর মাধ্যমে তাকে হস্তুম দেওয়া হল, তিনি যেন একশ তণের একটি মুঠো নিয়ে তা দ্বারা স্ত্রীকে মাত্র একবার আঘাত করেন। এ পন্থায় তার কসমও রক্ষা করা হবে আবার স্ত্রীও তাতে বিশেষ কষ্ট পাবে না।

45

আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা স্মরণ কর, যারা (সৎকর্মশীল) হাত ও (দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন) চোখের অধিকারী ছিল। ❁

46

আমি একটি বিশেষ গুণের জন্য তাদেরকে বেছে নিয়েছিলাম। তা ছিল (আখেরাতের) প্রকৃত নিবাসের স্মরণ। ❁

47

প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল আমার কাছে মনোনীত, উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত। ❁

48

এবং স্মরণ কর ইসমাইল, আল- ইয়াসা ও যুল-কিফলকে। ২৫ তারা সকলে ছিল উন্নত ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত। *

27. আল-ইয়াসা আলাইহিস সালাম একজন নবী। কুরআন মাজীদে মাত্র দু' জায়গায় তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক তো এই স্থানে এবং আরেক সুরা আনআমে (৬ : ৮৬)। উভয় স্থানে তার শুধু নামই বলা হয়েছে। বিস্তারিত কোন তথ্য দেওয়া হয়নি। ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ দ্বারা জানা যায় তিনি ছিলেন বনী ইসরাইলের একজন নবী এবং হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালামের চাচাত ভাই। বাইবেলের 'রাজাবলী' পুস্তকের ১৯ নং পরিচ্ছেদে তাঁর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

এমনিভাবে হযরত যুলকিফল আলাইহিস সালামের নামও কেবল দু' জায়গায়ই পাওয়া যায়। এখানে এবং সুরা আনআমে (২১ : ৮৫)। কোন কোন মুফাসিসির তাঁকে হযরত আল-ইয়াসা আলাইহিস সালামের খলীফা বলেছেন। কারও মতে তিনি নবী নন, বরং একজন ওলী ছিলেন।

49

এসব হল উপদেশ-বাণী। নিশ্চয়ই যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য রয়েছে উৎকৃষ্ট ঠিকানা *

50

অর্থাৎ স্থায়ী বসবাসের জান্মাত, যার দরজাসমূহ তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত থাকবে। *

51

সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসে বহু ফলমূল ও পানীয়ের ফরমায়েশ করবে। *

52

আর তাদের কাছে থাকবে এমন সমবয়স্কা নারী, যাদের দৃষ্টি (আপন-আপন স্বামীতে) নিবন্ধ থাকবে। *

53

এটাই তাই (অর্থাৎ নিআমতপূর্ণ জীবন), হিসাব দিবসের জন্য তোমাদেরকে যার প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়েছিল। *

54

নিশ্চয়ই এটা আমার এমন দান, যা কখনও নিঃশেষ হবে না। *

55

একদিকে তো এই। (অন্যদিকে) যারা অবাধ্য নিশ্চয়ই তাদের জন্য আছে নিকৃষ্ট ঠিকানা। *

56

অর্থাৎ জাহানাম, যাতে তারা প্রবেশ করবে। অতঃপর তা হবে তাদের নিকৃষ্ট বিছানা। *

57

এই হচ্ছে গরম পানি ও পুঁজি! সুতরাং তারা এর স্বাদ গ্রহণ করুক। *

58

আরও আছে অনুরূপ বিভিন্ন রকমের শাস্তির ব্যবস্থা। *

59

(যখন তারা তাদের অনুগামীদেরকে আসতে দেখবে, তখন তারা একে অপরকে বলবে,) এই আরেকটি দল, যারা তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করেছে। তাদের জন্য অভিনন্দন নেই। এরা সকলেই আগুনে জৃলবে। *

60

তারা (আগমনকারীরা) বলবে, না, বরং অভিনন্দন নেই তোমাদের জন্য। তোমরাই তো আমাদের সম্মুখে এ মুসিবত নিয়ে এসেছ। কত নিকৃষ্ট থাকার জায়গা এটি। *

61

(তারপর তারা আল্লাহ তাআলাকে বলবে,) হে আমাদের প্রতিপালক! যে ব্যক্তিই আমাদের সামনে এ মুসিবত এনেছে তাকে জাহানামে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। *

62

এবং তারা (একে অপরকে) বলবে, কী ব্যাপার! আমরা যাদেরকে মন্দ লোকদের মধ্যে গণ্য করতাম, সেই লোকগুলোকে যে (জাহানামে) দেখতে পাচ্ছি না? ২৮ *

28. এর দ্বারা মুমিনদেরকে বোঝানো হয়েছে। কাফেরগণ দুনিয়ায় তাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করত এবং তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তারা তাদেরকে জাহানামে না দেখে এসব কথা বলবে।

63

আমরা কি তবে তাদেরকে (অন্যায়ভাবে) ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানিয়েছিলাম, নাকি তাদেরকে দেখার ব্যাপারে আমাদের চোখের বিচুতি ঘটেছে? *

- 64 জাহানামবাসীদের এই বাক-বিতণ্ণ। এটা নির্ঘাত সত্য। *
- 65 (হে রাসূল!) বলে দাও, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, যিনি এক, সকলের উপর প্রবল। *
- 66 যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক, যার ক্ষমতা সবকিছু জুড়ে ব্যাপ্ত, যিনি অতি ক্ষমাশীল। *
- 67 বলে দাও, এটা এক মহা (সত্যের) সংবাদ। *
- 68 যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে রেখেছ। ২৯ *
29. নবীদের ঘটনাবলী ও কিয়ামতের অবস্থাদি বর্ণনার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে, কাফেরদেরকে বলুন, তোমরা এসব ঘটনার মধ্যে চিন্তা করলে এর ভেতর আমার নবুওয়াতের প্রমাণ পাবে। কেননা আমার কাছে এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভের আর কোন মাধ্যম নেই। আমি যা কিছু বলছি নিঃসন্দেহে তা ওহীর মাধ্যমেই জানতে পেরেছি। কিন্তু তোমরা তো ওহী দ্বারা প্রাপ্ত এ উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছ।
- 69 উর্ধ্বর্জগতে তারা (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) যখন সওয়াল-জওয়াব করছিল, সে সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না, ৩০ *
30. এর দ্বারা ইশারা ফেরেশতাদের সেই কথাবার্তার প্রতি, যা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির সময় তারা বলেছিলেন। তা বিস্তারিত সূরা বাকারায় (২ : ৩১) বর্ণিত হয়েছে। সামনেও কিছুটা আসবে।
- 70 আমার কাছে ওহী আসে কেবল এজন্য যে, আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। *
- 71 স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি কাদা দ্বারা এক মানুষ সৃষ্টি করতে চাই। *
- 72 আমি যখন তাকে সম্পূর্ণরূপে তৈরি করে ফেলব এবং তার ভেতর আমার রাহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যেও। *
- 73 অতঃপর সমস্ত ফেরেশতাই তো সিজদা করল *
- 74 কিন্তু ইবলীস করল না। সে অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। *
- 75 আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা করতে কোন জিনিস তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহংকার করলে, নাকি তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কিছু? *
- 76 সে বলল, আমি তার (অর্থাৎ আদম) চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা দ্বারা। *
- 77 আল্লাহ বললেন, তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। কেননা তুই বিতাড়িত। *
- 78 নিশ্চিতভাবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোর প্রতি থাকল আমার লানত। *
- 79 সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আপনি আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যে দিন মানুষকে পুনর্জীবিত করবা হবে। *
- 80 আল্লাহ বললেন, তথাপি, তোকে অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হল। *

81 (কিন্তু) নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত। ৩১ *

31. এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সূরা বাকারায় গত হয়েছে (দেখুন ২ : ৩১-৩৬)। শয়তান যে অবকাশ চেয়েছিল সেটা ছিল হাশের দিবস পর্যন্ত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে সে প্রতিশ্রূতি দেননি; বরং বলে দিয়েছেন 'তোকে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া যাচ্ছে'। নির্দিষ্ট সে সময় হল শিঙ্গার প্রথম ঝুঁৎকারে যখন সমস্ত সৃষ্টি মারা যাবে, তখন শয়তানেরও মৃত্যু ঘটবে, যেমন সূরা হিজর (১৫ : ৩৮)-এ বলা হয়েছে।

82 সে বলল, তবে আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সকলকে বিপর্যাপ্তি করে ছাড়ব। *

83 তবে তাদের মধ্যকার আপনার মনোনীত বান্দাদের ছাড়া। *

84 আল্লাহ বললেন, তবে সত্য কথা হল আর আমি তো সত্যই বলে থাকি *

85 আমি তোকে দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুগামী হবে তাদের সকলের দ্বারা জাহানাম ভরে ফেলব। *

86 (হে রাসূল! মানুষকে) বল, আমি এর (ইসলামের দাওয়াতের) কারণে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না এবং আমি ভন্তিকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। *

87 এটা তো জগত্বাসীদের জন্য এক উপদেশ মাত্র। *

88 এবং কিছুকাল পরেই তোমরা এর সংবাদ জানতে পারবে। ৩২ *

32. অর্থাৎ হে মানুষ! মৃত্যুর পর তোমরা চাক্ষুস দেখে জানতে পারবে নবী-রাসূলের মাধ্যমে তোমাদেরকে যে সংবাদ ও উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তা কতটা সত্য। এটা একটা ধর্মকি ও সর্তর্কবণী। -অনুবাদক



♦ আয়-যুমার ♦

1 এ কিতাব নাফিল করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি মহা ক্ষমতাবান, হেকমতওয়ালা। *

2 (হে রাসূল!) নিশ্চয়ই আমিই এ কিতাব তোমার প্রতি নাফিল করেছি সত্যসহ। সুতরাং তুমি আল্লাহর ইবাদত কর তাঁর জন্য আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। *

3 স্মরণ রেখ, খালেস আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যসব অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে (এই কথা বলে যে,) আমরা তাদের উপাসনা করি কেবল এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে, আল্লাহ তাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন যার মাঝে তারা মতবিরোধ করছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে পথে আনেন না, যে চরম মিথ্যক, ঘোর কাফের। *

1. আরবের মুশারিকগণ সাধারণভাবে আল্লাহ তাআলাকেই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করত, কিন্তু তারা মনগড়া কিছু দেব-দেবীর প্রতিমা বানিয়ে তাদের সম্পর্কে এই বিশ্বাস জন্ম দিয়েছিল যে, আমরা এদের উপাসনা করলে এরা খুশী হয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারব। কুরআন মাজীদে এটাকেও শিরক সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা এক তো ওসব দেব-দেবীর কোন বাস্তবতা নেই। দ্বিতীয়ত ইবাদত কেবল আল্লাহ তাআলারই হক। অন্য কারও ইবাদত যে নিয়তেই করা হোক না কেন তা শিরক। এর দ্বারা জানা গেল, কোন ব্যক্তি যদি বাস্তবিকই আল্লাহর ওলী ও বুয়ুর্গ হয়, তবুও তার ইবাদত করা শিরক। তা এ নিয়তে করলেও যে, তার ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে পারবে।

4 আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে নিজ সৃষ্টির মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারতেন, (কিন্তু) তিনি (এ বিষয় হতে) পবিত্র (যে, তার কোন সন্তান থাকবে)। তিনি তো আল্লাহ, এক এবং প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী। *

5 তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাতকে দিনের উপর বিছিয়ে দেন এবং দিনকে রাতের উপর বিছিয়ে দেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রতিটি নির্দিষ্ট এক মেয়াদ পর্যন্ত সঞ্চরণ করছে। অরণ রেখ, তিনি অশেষ ক্ষমতার মালিক, পরম ক্ষমাশীল। ♦

6 তিনি তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে, আর তার জোড়া বানিয়েছেন তারই থেকে। আর তোমাদের জন্য চতুর্পদ জন্ম হতে আটটি জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভে এভাবে সৃষ্টি করেন যে, তিনি অন্ধকারের মধ্যে তোমরা একের পর এক সৃজন স্তর অতিক্রম কর। তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। সমস্ত রাজত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই, তারপরও কে কোথা হতে তোমাদের মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছে? ♦

2. 'তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে' অর্থাৎ হ্যরত আদম আলাইহিস সালাম হতে। আর তাঁর জোড়া হলেন হ্যরত হাওয়া আলাইহাস সালাম, যাকে হ্যরত আদম আলাইহিস সালামের পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

3. 'আট জোড়া' দ্বারা উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল বোঝানো হয়েছে। এর প্রত্যেকটির নর ও মাদী মিলে আটটি হয়। এছলে এগুলোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, সাধারণত এস পশ্চাই মানুষের বেশি কাজে আসে। সূরা আনআমেও এ আটটির কথাই বর্ণিত হয়েছে (৬ : ১৪৩)।

4. 'তিনি অন্ধকারের ভেতর' মাতৃগর্ভে মানব শিশু তিনটি অন্ধকারের মধ্যে থাকে (ক) পেটের অন্ধকার; (খ) গর্ভাশয়ের অন্ধকার ও (গ) শিশু যে পাতলা আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে তার অন্ধকার। 'একের পর এক সৃজন-স্তর অতিক্রম কর', তার মানে মানুষ প্রথম থাকে শুক্রবিন্দুর পে। তারপর তা রক্তে পরিণত হয়। সেই রক্ত হয়ে যায় মাংসপি-। তারপর অস্থি সৃষ্টি হয়। এভাবে একের পর এক ধাপ পার হয়ে সে পরিপূর্ণ মানব আকৃতি লাভ করে। এটা বিশেষভাবে সূরা হজজ (২২ : ৫) ও সূরা মুমিনুনে (২৩ : ১৪) গত হয়েছে। সামনে সূরা 'গাফির' (৪০ : ৬৭)-এও আসবে।

7 তোমরা কুফর অবলম্বন করলে নিশ্চিত জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি নিজ বান্দাদের জন্য কুফর পছন্দ করেন না। আর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে, তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করবেন। কোনও বোঝা বহনকারী অন্য কারও বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের সকলকে তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের কথাও ভালোভাবে জানেন। ♦

8 মানুষকে যখন কোন কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে নিজ প্রতিপালককে তাঁরই অভিমুখী হয়ে ডাকে। অতঃপর তিনি মানুষকে যখন নিজের পক্ষ থেকে কোন নিআমত দান করেন, তখন সে তা (অর্থাৎ সেই কষ্টের কথা) ভুলে যায়, যে জন্য সে ইতঃপূর্বে আল্লাহকে ডাকছিল। আর তখন সে আল্লাহর জন্য শরীক সাব্যস্ত করে, যার ফলে সে অন্যকেও আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে। বল, কিছুদিন নিজ কুফরের মজা ভোগ করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি জাহানামবাসীদের অস্তর্ভুক্ত। ♦

9 তবে কি (এরূপ ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে,) যে রাতের মুহূর্তগুলোতে ইবাদত করে, কখনও সিজদাবস্থায়, কখনও দাঁড়িয়ে, যে আধেরাতকে ভয় করে এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা করে? বল, যারা জানে আর যারা জানে না উভয়ে কি সমান? (কিন্তু) উপদেশ গ্রহণ তো কেবল বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই করে। ♦

5. আধেরাতের হিসাব-নিকাশ না থাকলে তার অর্থ দাঁড়ায় মুমিন ও কাফের এবং পুণ্যবান ও পাপী সব সমান। এটা আল্লাহ তাআলার হেকেমত ও ইনসাফের পরিপন্থী। (অর্থাৎ জ্ঞানী ও অজ্ঞানী যেমন সমান নয়, তেমনি পুণ্যবান ও পাপীও সমান নয়। -অনুবাদক)

10 বল, হে আমার মুমিন বান্দাগণ! অন্তরে তোমাদের প্রতিপালকের ভয় রাখ। যারা এ দুনিয়াতে ভালো কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আল্লাহর যমীন প্রশংস্ত। যারা সবর অবলম্বন করে তাদেরকে তাদের সওয়াব দেওয়া হবে অপরিমিত। ♦

6. ইশারা করা হয়েছে, নিজ দেশে দীনের উপর চলা সম্ভব না হলে অথবা অত্যন্ত কঠিন হলে হিজরত করে এমন কোন স্থানে চলে যাও, যেখানে দীনের উপর চলা সহজ হবে। আর দেশত্যাগ করতে যদি কষ্ট হয় তবে সবর কর। কেননা সবর করলে অপরিমিত সওয়াব পাবে।

11 বলে দাও, আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে, যেন আল্লাহর ইবাদত করি তার জন্য আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। ♦

12 এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেন আমি হই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী। ♦

7. এতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্যকে কোন ভালো কাজের দাওয়াত দেবে তার কর্তব্য প্রথমে সে ভালো কাজটি নিজে করা।

13 বলে দাও, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমার ভয় রয়েছে এক মহা দিবসের শাস্তির। ♦

14. বলে দাও, আমি তো আল্লাহর ইবাদত করি নিজ আনুগত্যকে তারই জন্য খালেস করে। ❁
15. অতএব, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ঘার ইচ্ছা ইবাদত কর। ^৮ বলে দাও, (ব্যবসায়ে) ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই, যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের প্রাণ ও নিজেদের পরিবারবর্গের সবই হারাবে। মনে রেখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। ❁
8. এর অর্থ এ নয় যে, কাফেরদেরকে কুফর করার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেবল পরের বাকেই তো পরিক্ষার বলা হয়েছে, এটা লোকসানের ব্যবসা এবং পূর্বে ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ কুফরকে পছন্দ করেন না। বরং এর অর্থ হল, তোমাদেরকে স্বাধীন ক্ষমতা অবশ্যই দেওয়া হয়েছে। তোমরা যদি কুফর অবলম্বন করতে চাও, তবে তা করার ক্ষমতা তোমাদের আছে। তোমাদেরকে জোরপূর্বক মুমিন বানানো হবে না। কিন্তু তার পরিণাম হবে এই যে, তোমরা কিয়ামতের দিন সবকিছু হারাবে। হযরত ইবন আবুবাস (রা.) বলেন, জামাতে প্রত্যেকের জন্য বাড়ি, পরিবার ও দাস-দাসী আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে সে তা পাবে আর যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে সে জাহানামে যাওয়ার কারণে তা হারাবে। -অনুবাদক
16. তাদের জন্য তাদের উপর দিক থেকেও থাকবে আগুনের মেঘ এবং তাদের নিচের দিকেও থাকবে অনুরূপ মেঘ। এটাই সেই জিনিস যা দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। সুতরাং হে আমার বান্দাগণ অন্তরে আমার ভয় রাখ। ❁
17. যারা তাগুতের পূজা পরিহার করেছে ^৯ ও আল্লাহর অভিমুখী হয়েছে, সুসংবাদ তাদেরই জন্য। সুতরাং আমার সেই বান্দাদেরকে সুসংবাদ শোনাও। ❁
9. 'তাগুত' অর্থ শয়তান এবং যে-কোনও ভ্রান্ত জিনিস।
18. যারা কথা শোনে মনোযোগ দিয়ে, অতঃপর তার মধ্যে যা-কিছু উত্তম তার অনুসরণ করে, ^{১০} তারাই এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন। ❁
10. অর্থাৎ তারা শোনে তো সবকিছুই, কিন্তু অনুসরণ করে কেবল তার মধ্যে যে কথা উৎকৃষ্ট তার (রহস্য মাআনী, আয়-যাজ্ঞাজের বরাতে)।
19. তবে কি যার উপর শাস্তি-বাণী অবধারিত হয়ে গেছে, তুমি রক্ষা করতে পারবে তাকে, যে আগুনের ভেতর পৌঁছে গেছে? ❁
20. তবে যারা অন্তরে নিজ প্রতিপালকের ভয় রাখে, তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ, যেগুলোর উপরে নির্মিত বহু প্রাসাদ, যার নিচে বয়ে চলে নদ-নদী। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। ❁
21. তুমি কি দেখনি আল্লাহ আকাশ থেকে বারিপাত করেছেন, তারপর তা ভূমির নির্বারে প্রবাহিত করেছেন? ^{১১} তারপর তা দ্বারা বিভিন্ন রংয়ের ফসল উৎপন্ন করেন। তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি দেখতে পাও তা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। তারপর তিনি তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য উপদেশ আছে। ❁
11. এর এক অর্থ তো এই হতে পারে যে, আকাশ থেকে পাহাড়ে বৃষ্টি বর্ষণ হয় তারপর সেখান থেকে তা গলে-গলে নদ-নদীর রূপ ধারণ করে এবং ভূমিতে যেসব প্রস্ববণ আছে তাতে গিয়ে মিলিত হয়। আরেক অর্থ হতে পারে এ রকম, আল্লাহ তাআলা নিখিল-সৃষ্টির সূচনা করেছেন পানি সৃষ্টির মাধ্যমে। তিনি আকাশ থেকে তা নামিয়ে সরাসরি ভূমির প্রস্ববণে পৌঁছিয়ে দেন (রহস্য মাআনী)।
22. আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ খুলে দিয়েছেন, ফলে সে তার প্রতিপালকের দেওয়া আলোতে এসে গেছে (সে কি কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের সমতুল্য হতে পারে?) সুতরাং ধ্বংস সেই কঠোরপ্রাপ্তদের জন্য, যারা আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখ। তারা সুস্পষ্ট বিদ্রোহিতে নিপত্তি। ❁
23. আল্লাহ নাখিল করেছেন উত্তম বাণী এমন এক কিতাব যার বিষয়বস্তুসমূহ পরম্পর সুসামঞ্জস্য, (যার বক্তব্যসমূহ) পুনরাবৃত্তিকৃত ^{১২}, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এর দ্বারা তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তারপর তাদের দেহ-মন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটা আল্লাহর হেদায়াত, যার মাধ্যমে তিনি যাকে চান সঠিক পথে নিয়ে আসেন আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তাকে সঠিক পথে আনার কেউ নেই। ❁
12. অর্থাৎ যার বিধানবলী, উপদেশসমূহ, দৃষ্টান্তসমূলক ঘটনাবলী ও প্রমাণাদি বিভিন্নস্থানে ঘূরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সে পুনরাবৃত্তি পাঠ করলে ক্লান্তি ও অবসাদ জন্মায় না; বরং প্রতিটি স্থানে নতুন নতুন স্বাদ যোগায় এবং গ্রহণ ও অনুসরণের প্রেরণা দান করে। -অনুবাদক
24. (সেই ব্যক্তির অবস্থা কতই না মন্দ হবে) যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার চেহারা দ্বারা নিকৃষ্ট শাস্তি ঠেকাতে চাবে? ^{১৩} জালেমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা অর্জন করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর। ❁

13. এটা জাহানামের এক ভয়াবহ অবস্থার চিত্রাঙ্কণ। সাধারণ মানুষ কোন কষ্টদায়ক জিনিসকে নিজের দিকে আসতে দেখলে তা নিজের হাত বা পা দ্বারা ঠেকানোর চেষ্টা করে, কিন্তু জাহানামে তা সম্ভব হবে না, যেহেতু তখন হাত-পা থাকবে বাঁধা। তাই মানুষ আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চেহারাকেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে। কিন্তু বলাবাহল্য, এ চেষ্টা তার কোন কাজে আসবে না। কেননা কষ্ট তো চেহারাতেই বেশি অনুভূত হয়।

25 তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও (তাদের নবীগণকে) অস্বীকার করেছিল। পরিণামে এমন দিক থেকে শাস্তি তাদের কাছে আসল যা তারা ধারণাও করতে পারছিল না। ❖

26 আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনেই লাঞ্ছনা ভোগ করালেন আর আখেরাতের শাস্তি তো আরও বড় যদি তারা জানত। ❖

27 বস্তুত আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সব রকমের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে। ❖

28 এটা আরবী কুরআন, নয় বক্রতাপূর্ণ, যাতে মানুষ তাকওয়া অবলম্বন করে। ১৪ ❖

14. অর্থাৎ কুরআনের ভাষা নয় প্যাঁচানো এবং বিষয়বস্তু নয় জটিল ও বিসদৃশ, যা কারও পক্ষে বোঝা ও মানা কষ্টসাধ্য হবে। মানার ইচ্ছায় পাঠ করলে যে কেউ এর দ্বারা অনুপ্রেরণা লাভ করবে, পথের সন্ধান পাবে এবং তাকওয়া অবলম্বনে প্রস্তুত হয়ে যাবে। -অনুবাদক

29 আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন এই যে, এক ব্যক্তি (অর্থাৎ এক গোলাম) এমন, যার মধ্যে কয়েক ব্যক্তি অংশীদার; যারা পরম্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন আর অপর ব্যক্তি (অন্য গোলাম) এমন, যে সম্পূর্ণরূপে একই ব্যক্তির মালিকানায়। এ উভয় ব্যক্তির অবস্থা একই রকম হতে পারে? ১৫ আলহামদুলিল্লাহ! (এ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশেই বোঝে না। ❖

15. যে গোলাম রৌখভাবে একাধিক ব্যক্তির মালিকানায় থাকে আর মালিকগণও এমন যে, তাদের মধ্যে বিবাদ ও রেষারেষি লেগেই থাকে, সে সব সময় এই দুর্ভাবনায় থাকে যে, কার কথা মেনে তাকে খুশী করব আর কার কথা না মেনে তাকে নারাজ করব? পক্ষান্তরে যে গোলাম একজন মাত্র মনিবের মালিকানাধীন, তার এই পেরেশানী থাকে না। সে একনিষ্ঠভাবে নিজ মনিবের আনুগত্য করতে পারে। এভাবেই যে ব্যক্তি তাওহীদে বিশ্বাসী সে সর্বদা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকেই ডাকে এবং তারই ইবাদত করে। অপর দিকে যারা বহু মাঝে বানিয়ে নিয়েছে তারা কখনও এক দেবতার আশ্রয় নেয়, কখনও অন্য দেবতার। তারা কখনও একাগ্রচিত্ত হতে পারে না, পায় না মনের শাস্তি। এটা যেমন তাওহীদের দলীল, তেমনি তার তাৎপর্যও বটে।

30 (হে রাসূল!) নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও অবশ্যই মরণশীল। ❖

31 অবশ্যে তোমরা সকলে কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালকের সামনে বাদামুবাদ করবে। ১৬ ❖

16. অর্থাৎ বিদ্রান্তকারী নেতৃবর্গ ও তাদের অনুসারীগণ পরম্পরকে দোষারোপ করবে এবং দীন ও দুনিয়ার যে সব বিষয়ে দুনিয়ায় মানুষ পরম্পরবিরোধী অবস্থান নিয়ে থাকে, আল্লাহ তাআলার আদালতে তারা তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে এবং পরিশেষে আল্লাহ তাআলা কে ন্যায়ের উপর এবং কে অন্যায়ের উপর তার মীমাংসা করে দেবেন। -অনুবাদক

32 সুতরাং বল, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে আর যখন তার কাছে সত্য কথা আসে তা প্রত্যাখ্যান করে? কাফেরদের ঠিকানা কি জাহানামে নয়? ❖

33 আর যে ব্যক্তি সত্য কথা নিয়ে আসে এবং নিজেও তা বিশ্বাস করে, একপ লোকই মুত্তাকী। ১৭ ❖

17. অর্থাৎ আল্লাহভীরদের পরিচয় হল, তারা সদা সত্য বলে, সত্য উপস্থিত করে এবং অন্যের উপস্থাপিত সত্যকে বিশ্বাস করে। আয়াতটির আরেক অর্থ হতে পারে, 'যে ব্যক্তি সত্য কথা নিয়ে আসে (অর্থাৎ নবী-রাসূল) এবং যে তা বিশ্বাস করে (অর্থাৎ নবীর অনুসারী) এই উভয় শ্রেণীর লোকই মুত্তাকী। -অনুবাদক

34 তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে পাবে বাঞ্ছিত সবকিছু- এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান। ❖

35 তা এজন্য যে, তারা যে মন্দকাজ করেছিল আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন আর যেসব উৎকৃষ্ট কাজে রত ছিল তাদেরকে তার পুরক্ষার দান করবেন। ❖

- 36** (হে রাসূল!) আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? তারা তোমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ভয় দেখায়। ১৮ আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তাকে পথে আনার কেউ নেই! ♦
18. কুরায়শের লোকেরা বলেছিল, মুহাম্মাদ যদি আমাদের দেব-দেবীর নিল্দা করা হতে বিরত না হয়, তবে তারা প্রতিশোধ নেবে। হয় তাকে উন্নাদ বানিয়ে দেবে, নয়তো কোনো কঠিন রোগে আক্রান্ত করবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাখিল করেন এবং এর মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আশৃষ্ট করে দেন যে, ওই পাথরের মূর্তির তো কোনো ক্ষমতাই নেই, আপাতদৃষ্টিতে যাদের কিছুটা ক্ষমতা আছে সেই পৌত্রিক, এমনকি সারা জাহানও যদি তার বিরুদ্ধে চলে যায়, তাতেও চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা নিজ বান্দা ও রাসূলের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা আছেন। তিনিই তাঁর হেফাজতের জন্য যথেষ্ট। -অনুবাদক
- 37** আর আল্লাহ যাকে সুপথে আনেন, তাকে বিপথগামী করারও কেউ নেই। আল্লাহ কি পরাক্রান্ত, শাস্তিদাতা নন? ♦
- 38** তুমি যদি তাদেরকে জিজেস কর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা আবশ্যই বলবে, আল্লাহ! (তাদেরকে) বল, তোমরা বল তো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের (অর্থাৎ যেই প্রতিমাদের)কে ডাক, আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান, তবে তারা কি তাঁর সেই রহমত ঠেকাতে পারবে? বল, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীগণ তো তাঁরই উপর ভরসা করে। ♦
- 39** বলে দাও, হে আমার কওম! তোমরা আপন নিয়ম অনুসারে কাজ করতে থাক, আমিও (আমার নিয়মে) কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে ♦
- 40** কার প্রতি আসে এমন শাস্তি, যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে এবং কার প্রতি অবতীর্ণ হয় স্থায়ী শাস্তি। ♦
- 41** (হে রাসূল!) আমি মানুষের কল্যাণার্থে তোমার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব নাখিল করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি সঠিক পথে এসে যাবে সে আসবে নিজেরই কল্যাণার্থে আর যে ব্যক্তি পথপ্রস্তুতা অবলম্বন করবে, সে তার পথপ্রস্তুতা দ্বারা নিজেরই ক্ষতি করবে। তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও। ♦
- 42** আল্লাহ রহস্যমূহকে কবয় করেন তাদের মৃত্যুকালে আর এখনও যার মৃত্যু আসেনি তাকেও (কবয় করেন) তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার সম্পর্কে তিনি মৃত্যুর ফায়সালা করেছেন, তাকে রেখে দেন আর অন্যান্য রহকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ছেড়ে দেন। ১৯ নিশ্চয়ই এর মধ্যে বহু নির্দেশন আছে সেই সকল লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে। ♦
19. নির্দ্বাবস্থাও মানুষের রাহ এক পর্যায়ের কবয় হয়ে যায়। কিন্তু সেটা যেহেতু চূড়ান্ত পর্যায়ের নয়, তাই সেটা মৃত্যুক্ষণ না হলে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আবার ফিরে আসে। আর যার মৃত্যুক্ষণ এসে গেছে তার রাহ পরিপূর্ণভাবে কবয় করা হয়।
- 43** তবে কি তারা আল্লাহ (-এর অনুমতি) ছাড়া সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে। (তাদেরকে) বল, তাদের (অর্থাৎ সেই সুপারিশকারীদের) কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং তারা কোন বোধবুদ্ধি না রাখলেও (তাদেরকে সুপারিশকারী মানতে থাকবে)? ২০ ♦
20. এর দ্বারা মুশারিকদের সেই সকল মনগড়া দেব-দেবীকে বোঝানো হয়েছে, যাদের তারা আল্লাহ তাআলার সামনে তাদের পক্ষে সুপারিশকারী মনে করত।
- 44** বল, সমস্ত সুপারিশ তো আল্লাহরই এখতিয়ারে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজস্ব তাঁরই হাতে। পরিশেষে তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ♦
- 45** যখন এক আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের অন্তর বিরক্ত হয় আর যখন তাঁকে ছাড়া অন্যের কথা বলা হয়, অমনি তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ♦
- 46** বল, হে আল্লাহ! হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্লট্ট! সমস্ত অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা! তুমিই তোমার বান্দাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে সেই বিষয়ে যা নিয়ে তারা মতবিরোধে লিপ্ত। ♦
- 47** যারা জুলুমে লিপ্ত হয়েছে, যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ তাদের থাকে এবং তার সম্পরিমাণ আরও, তবে কিয়ামতের দিন নিকৃষ্টতম শাস্তি হতে বাঁচার জন্য তা সবই মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে দেবে। আর আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের সামনে এমন কিছু প্রকাশ পাবে, যা তারা কল্পনাও করেনি। ২১ ♦
21. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন তা তাদের সামনে প্রকাশ পাবে। সে শাস্তি এমনই

বিভীষিকাময়, যা ইহজগতে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। এটা চরম সতর্কবাণী। এরচে' কঠিন হৃশিয়ারি আর কিছু হতে পারে না।
পুরঙ্কারের সুসংবাদের ক্ষেত্রে এর দৃষ্টান্ত হল 'কেউ জানে না, তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুক্ষায়িত রাখা হয়েছে।' (সূরা সাজদা ৩২ : ১৭) -
অনুবাদক

- 48 তারা যা-কিছু অর্জন করেছিল, তার মন্দ ফল তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে যাবে এবং তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিন্দুপ করত, তা তাদেরকে চারদিক থেকে বেঁচে করে ফেলবে। ❁
- 49 মানুষকে যখন কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকে ২২ তারপর যখন আমি আমার পক্ষ হতে তাকে কোন নি'আমত দান করি, তখন সে বলে, এটা তো আমি লাভ করেছি (আমার) জ্ঞানবলে। না, বরং এটা একটা পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশেই জানে না। ❁
22. অর্থাৎ কাফেরগণ একদিকে তো তাওহীদকে অঙ্গীকার করে, অন্যদিকে তারা কোন দুঃখ-কষ্টে পড়লে তখন দেব-দেবীকে নয়; বরং আমাকেই ডাকে।
23. কারন একথাই বলেছিল যে, আমার যত অর্থ-সম্পদ, তা আমি নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা অর্জন করেছি। দেখুন সূরা কাসাস (২৮ : ৭৮)।
- 50 একথাই বলেছিল তাদের পূর্ববর্তী (কিছু) লোক। ২৩ ফলে, তারা যা অর্জন করত, তা তাদের কোন কাজে আসল না। ❁
- 51 এবং তারা যা অর্জন করেছিল তার মন্দ ফল তাদের উপর আপত্তি হয়েছে এবং তাদের (অর্থাৎ আরবদের) মধ্যে যারা জুলুম করেছে তাদের কৃতকর্মের মন্দফলও অচিরে তাদের উপর আপত্তি হবে এবং তারা (আল্লাহকে) ব্যর্থ করতে পারবে না। ❁
- 52 তারা কি জানে না আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিষক প্রশস্ত করে দেন এবং তিনিই সঙ্কুচিতও করেন? নিশ্চয়ই এর মধ্যে বহু নির্দশন আছে সেই সব লোকের জন্য, যারা দ্রুত আনন্দ আনে। ❁
- 53 বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজ সন্তুর উপর সীমালংঘন করেছে, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। ২৪ নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ❁
24. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি সারাটা জীবন কুফর, শিরক কিংবা অন্যান্য গুনাহের ভেতর কাটিয়ে দেয়, তবে এই ভেবে তার হতাশ হওয়ার কারণ নেই যে, এখন আর তার তাওবা করুল হবে না; বরং আল্লাহ তাআলার রহমত এমন যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যখনই কোন মানুষে নিজেকে সংশোধনের পাকা নিয়ত করে ফেলে এবং তারপর নিজের পূর্ব জীবনের সমস্ত গুনাহের জন্য ক্ষমা চায় ও তাওবা করে তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন।
- 54 তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হয়ে যাও এবং তাঁর সমীক্ষাপে আনুগত্য প্রকাশ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার আগে, যার পর আর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। ❁
- 55 এবং তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের উপর উত্তম যা-কিছু অবর্তীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ কর তোমাদের কাছে অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার আগে, অথচ তোমরা তা জানতেও পারবে না। ❁
- 56 যাতে কাউকে বলতে না হয় যে, হায়! আল্লাহর ব্যাপারে আমি যে অবহেলা করেছি তার জন্য আফসোস! প্রকৃতপক্ষে আমি (আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান নিয়ে) ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ❁
- 57 অথবা কাউকে বলতে না হয় যে, আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়াত দিতেন তবে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। ❁
- 58 অথবা শাস্তি চাক্ষুষ দেখার পর যেন কাউকে বলতে না হয়, আহা! আমার যদি একটিবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ হত, তবে আমি সৎকর্মশীলদের একজন হয়ে যেতাম। ❁
- 59 অবশ্যই (তোমাকে হেদায়াত দেওয়া হয়েছিল)। আমার নির্দশনাবলী তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে এবং অহমিকা দেখিয়েছিলে আর তুমি ছিলে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। ❁
- 60 কিয়ামতের দিন তুমি দেখবে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, তাদের চেহারা কালো হয়ে গেছে। এরূপ অহংকারীদের

- ठिकाना कि जाहानामे नय? *
- 61 यारा ताकওया अबलष्वन करेहे, आल्लाह तादेरके मुक्ति देबेन तादेर आमलसह। कोन कष्ट तादेरके स्पर्श करवे ना एवं तादेर थाकवे ना कोन दुःख। *
- 62 आल्लाह सबकिछुर स्रष्टा एवं तिनि समस्त किछुर रक्षक। *
- 63 आकाशमण्डली ओ पृथिवीर कुञ्जिराशि ताँरइ निकट। यारा आल्लाहर आयातसमूह अस्तीकार करेहे ताराइ तो क्षतिग्रस्त। *
- 64 बले दाओ, हे अज्ञ ब्यक्तिराइ! तारपराओ कि तोमरा आमाके आल्लाह छाड़ा अन्येर इबादत करते बल? *
- 65 निश्चयइ तोमाके एवं तोमार पूर्वेर नवीगणके ओहीर माध्यमे जानिये देओया हयेछिल, तुमि यदि शिरक कर, तबे निर्घात तोमार समस्त कर्म निष्फल हये यावे एवं तुमि अबश्याइ क्षतिग्रस्तदेर अन्तर्भुक्त हये यावे। *
- 66 बरं तुमि आल्लाहरइ इबादत कर एवं कृतज्ञदेर अन्तर्भुक्त थाक। *
- 67 तारा आल्लाहके मर्यादा देयानि ताँर यथोचित मर्यादा, अथच कियामतेर दिन गोटा पृथिवी थाकवे तार मुठ्ठोर भेतर एवं आकाशमण्डली गुटानो अवस्थाय थाकवे तार डान हाते। तिनि पवित्र एवं तारा ये शिरक करे ता थेके तिनि बह उर्ध्वे। *
- 68 एवं शिङ्गाय फुँक देओया हवे। फले आल्लाह याके इच्छा करवेन से छाड़ा २५ आकाशमण्डली ओ पृथिवीते यारा आचे सकलेइ मूर्छित हये पड़वे। तारपर ताते द्वितीय फुँक देओया हवे, अमनि तारा द-यामन हये ताकिये थाकवे। *
25. अर्थां शिङ्गार प्रथम फुके सकलेइ मूर्छित हये पड़वे जिबराईल, इसराफील ओ मालाकृत-माओत छाड़ा ताँरा मूर्छित हवे ना। केउ केउ नवी-रासूल ओ शहीददेरकेओ एर अन्तर्भुक्त करेहेन। मूलत आल्लाह ताआलाइ भालो जानेन के के व्यातिक्रम थाकवे। -अनुवादक
- 69 एवं पृथिवी निज प्रतिपालकेर आलोय उद्भासित हये उर्ठवे, आमलनामा सामने रेखे देओया हवे एवं नवीगणके ओ साक्षीगणके उपस्थित करा हवे आर मानुषेर मध्ये न्यायविचार करा हवे। तादेर उपर कोन जुलुम करा हवे ना। *
- 70 प्रत्येकके तार कृतकर्मेर पूर्ण प्रतिफल देओया हवे। आर तारा या करे से सम्पर्के आल्लाह परिपूर्ण ज्ञात। *
- 71 यारा कुफर अबलष्वन करेहिल तादेरके जाहानामेर दिके हाँकिये नेओया हवे दले दले। यथन तारा तार निकट पौँछवे, तार दरजासमूह खुले देओया हवे एवं तार रक्षीरा तादेरके बलवे, तोमादेर काछे कि तोमादेर निजेदेर मध्य हते रासूलगण आसेनि, यारा तोमादेरके तोमादेर प्रतिपालकेर आयातसमूह पढ़े शोनात एवं तोमादेरके एই दिनेर साक्षात सम्पर्के सतर्क करत? तारा बलवे निश्चयइ एसेछिल, किन्तु काफेरदेर प्रति शास्त्रिर कथा बास्तवायित हये गेछे। *
- 72 बला हवे, जाहानामेर दरजासमूहे प्रवेश कर ताते स्थायीभावे थाकार जन्य। यारा अहमिका प्रदर्शन करे तादेर ठिकाना कत मन्द! *
- 73 आर यारा तादेर प्रतिपालकके भय करे चलेहे, तादेरके दले दले जानातेर दिके निये याओया हवे। यथन तारा सेखाने पौँछवे एवं तादेर जन्य तार दरजासमूह पूर्व हतेह उन्मुक्त थाकवे (तथन बड़ आनन्दघन दृश्य हवे)। तार रक्षीगण तादेरके बलवे, आपनादेर प्रति सालाम। आपनारा सुर्थी थाकुन। आपनारा एते प्रवेश करन स्थायीभावे थाकार जन्य। *
- 74 तारा (अर्थां जानातबासीगण) बलवे, समस्त शोकर आल्लाहर, यिनि आमादेर सঙ्गे निज ओयादा सत्ये परिणत करेहेन एवं आमादेरके (जानातेर) भूमिर एमन अधिकारी बानियेहेन ये, आमरा जानातेर येथाने इच्छा हय ठिकाना बानाते पारि। सुतरां संकरमणीलदेर पुरक्षार कत उत्तम! *
- 75 तुमि फेरेशतादेरके देखते पावे, तारा आरशेर चारपाश घिरे तादेर प्रतिपालकेर प्रशंसार साथे ताँर तासबीह पाठ कराहे एवं मानुषेर मध्ये न्यायविचार करे देओया हवे आर बला हवे समस्त प्रशंसा आल्लाहर, यिनि जगतसमूहेर प्रतिपालक। *



♦ আল মু'মিন ♦

1 হা-মীম। ♦

2 এ কিতাব নাখিল করা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি মহা ক্ষমতাবান, সর্বজ্ঞানের অধিকারী। ♦

3 যিনি গুনাহ ক্ষমাকারী, তাওবা করুলকারী, কঠিন শাস্তিদাতা, অত্যন্ত শক্তিমান। তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। তাঁরই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে। ♦

4 যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারাই আল্লাহর আয়াতে বিতর্ক সৃষ্টি করে। সুতরাং নগরে-নগরে তাদের (আয়েশী) পরিভ্রমণ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলো। ১ ♦

1. অর্থাৎ কাফেরগণ তাদের কুফর সত্ত্বেও যে আরাম-আয়েশে আছে তা দেখে কেউ যেন এই ধোঁকায় না পড়ে যে, তাদের বুঝি কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

5 তাদের পূর্বে নৃহের সম্প্রদায় এবং তাদের পর বহু দল (নবীগণকে) অস্তিকার করেছিল। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ রাসূলকে গ্রেফতার করার অভিসন্ধি করেছিল এবং তারা মিথ্যাকে আশ্রয় করে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তার মাধ্যমে সত্যকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। পরিণামে আমি তাদেরকে ধূত করি। সুতরাং (দেখ) আমার শাস্তি কেমন (কঠোর) ছিল। ♦

6 এভাবেই যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের এই কথা অবধারিত হয়ে গেছে যে, তারা জাহানামী হবে। ♦

7 যারা (অর্থাৎ যে ফেরেশতাগণ) আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা তাঁর চারপাশে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাঁর তাসবীহ পাঠ করে ও তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করে (যে), হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রহমত ও জ্ঞান সমস্ত কিছু জুড়ে ব্যাস্ত। সুতরাং যারা তাওবা করেছে ও তোমার পথের অনুসারী হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদেরকে জাহানামের আযাব থেকে রক্ষা কর। ♦

8 হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্মাতে, যার ওয়াদা তুমি তাদের সাথে করেছ এবং তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেক লোক তাদেরকেও। নিশ্চয়ই তুমই পরাক্রমালী, প্রজ্ঞাময়। ২ সে দিন তুমি যাকে সব মন্দ থেকে রক্ষা করবে, তার প্রতি তুমি অবশ্যই দয়া করলো। আর এটাই মহাসাফল্য। ♦

2. 'মন্দ বিষয়' দ্বারা জাহানামের কষ্ট বোঝানো হয়েছে অথবা তারা দুনিয়ায় যেসব মন্দ কাজ করেছে তা। দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হবে, তাদেরকে দুনিয়ায় কৃত মন্দ কাজের পরিণাম থেকে রক্ষা কর, তথা সেগুলো ক্ষমা করে দাও।

10 যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে, (আজ) তোমাদের নিজেদের প্রতি নিজেদের যে ক্ষোভ হচ্ছে, ৩ তার ক্ষেত্রে বেশি ক্রোধ হত আল্লাহর, যখন তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হত আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে। ♦

3. একথা বলা হবে সেই সময়, যখন কাফেরগণ জাহানামে পৌঁছে শাস্তি ভোগ করতে শুরু করবে। তখন তারা নিজেরা নিজেদের প্রতি ক্ষুঁক্ষ হবে যে, আমরা দুনিয়ায় কেন কুফরের পথ অবলম্বন করেছিলাম!

11 তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছ ৪ এবং দু'বার জীবন দিয়েছ। এবার আমরা আমাদের গুনাহের কথা স্মীকার করছি। কাজেই (আমাদের জাহানাম থেকে) নিষ্কৃতির কোন পথ আছে কি? ♦

4. 'দু'বার মৃত্যু দিয়েছ' প্রথমবারের মৃত্যু দ্বারা অস্তিহীনতার কথা বোঝানো হয়েছে। মানুষ তার জন্মের আগে নাস্তির ভেতর ছিল, যেন সে মৃত ছিল। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হল সেই মৃত্যু, যা জীবনের অবসানে ঘটে থাকে। কাফেরগণ একথা দ্বারা বোঝাতে চাবে যে, আমরা দুনিয়ায় বিশ্বাস করতাম জন্মের আগে আমরা অস্তিত্বহীন ছিলাম এবং এটাও বিশ্বাস করতাম যে, শেষ পর্যন্ত একদিন মৃত্যু আসবে, কিন্তু দ্বিতীয়বারের জীবনকে বিশ্বাস করতাম না। এবার আমাদের মনে সেই দ্বিতীয় জীবনেরও ইয়াকীন সৃষ্টি হয়ে গেছে।

- 12 (উত্তর দেওয়া হবে,) তোমাদের এ অবস্থার কারণ হল, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত, তখন তোমরা তাকে অস্বীকার করতে। আর যদি তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করা হত, তোমরা তাতে বিশ্বাস করতে। অতএব এখন ফায়সালা কেবল আল্লাহরই, যিনি সমুচ্চ, সুমহান। ❁
- 13 তিনিই তোমাদেরকে নিজ নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিয়ক অবতীর্ণ করেন। উপদেশ তো সেই গ্রহণ করে, যে (হেদায়াতের জন্য) আন্তরিকভাবে রুজু হয়। ❁
- 14 সুতরাং (হে মানুষ!) তোমরা আল্লাহকে ডাক তার জন্য আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, তা কাফেরদের পক্ষে যতই অশ্রীতিকর হোক। ❁
- 15 তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নিজ হৃকুমে রাহ (অর্থাৎ ওহী) নাখিল করেন। ☺ এই জন্য যে, সে সাক্ষাত দিবস সম্পর্কে সতর্ক করবে ❁
5. ওহীকে রাহ বলা হয় এ কারণে যে, তা মানবাত্মায় সঞ্চারিত হয়, যেমন রাহ সঞ্চারিত হয় মানুষের দেহে। অতঃপর দেহ যেমন রাহের দ্বারা জীবন লাভ করে তেমনি মানবাত্মাও ওহীর হিদায়াত দ্বারা সংজ্ঞাবিত হয়ে ওঠে। বস্তুত ওহীর স্পর্শবিহীন মানুষ তার দেহ ও আত্মাসমেত নিষ্প্রাণ জড়পিণ্ড তুল্য। তাতে সত্যিকারের মানবিক প্রাণসঞ্চারের জন্যই আল্লাহ ‘ওহী’ নামক রাহের ব্যবস্থা করেন এবং ডাক দিয়ে বলেন, ‘তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে ডাক দেন সেই জিনিসের দিকে যা তোমাদেরকে প্রাণবান করে তুলবে’ (সূরা আনফাল ৮ : ২৪)। -অনুবাদক
- 16 যে দিন তারা সকলে প্রকাশ্যে এসে যাবে। আল্লাহর কাছে তাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না। ☺ (বলা হবে) আজ রাজত্ব কার? (উত্তর হবে একটিই যে,) কেবল আল্লাহর, যিনি এক, পরাক্রমশালী। ❁
6. আল্লাহ তাআলার কাছে তো কোনও দিনই কারও কিছু গোপন থাকে না, তা সত্ত্বেও হাশর দিবস সম্পর্কে বিশেষভাবে একথা বলা হয়েছে এজন্য যে, দুনিয়ায় মানুষ গুপ্তস্থানে, প্রাচীরের ভেতর, ঘরের মধ্যে বা এরকম লোকচক্ষুর আড়ালে যেসব কাজ করে সে সম্পর্কে মনে করে কেউ তা দেখছে না। কিন্তু হাশরের ময়দানে এ রকম কোনো আড়াল থাকবে না। সকলেই উন্মুক্ত স্থানে সমবেত হয়ে থাকবে। ফলে এদিন কেউ এ রকম কিছু ভাবতে পারবে না। সকলেই নিশ্চিত থাকবে যে, তাদের সব কিছুই আল্লাহ তাআলার দৃষ্টির সামনে রয়েছে। -অনুবাদক
- 17 আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে। আজ কোন জুলুম হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ❁
- 18 (হে রাসূল!) তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন বেদম কচ্ছে মানুষের প্রাণ কঢ়াগত হয়ে যাবে। জালেমদের থাকবে না কোন বন্ধু এবং কোন সুপারিশকারী, যার কথা গ্রহণ করা হবে। ❁
- 19 আল্লাহ জানেন চোখের অসাধুতা এবং সেইসব বিষয়ও, যা বক্ষদেশ লুকিয়ে রাখে। ❁
- 20 আল্লাহ ন্যায়বিচার করেন। আর তারা তাকে ছেড়ে যাদেরকে (অর্থাৎ যেই মিথ্যা উপাস্যদেরকে) ডাকে তারা কোন কিছুর বিচার করতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহই এমন, যিনি সব কথা শোনেন, সবকিছু দেখেন। ❁
- 21 তারা কি ভূমিতে বিচরণ করে দেখেনি, তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের কী পরিণাম হয়েছে? তারা শক্তিতেও ছিল তাদের অপেক্ষা প্রবলতর এবং পৃথিবীতে রেখে যাওয়া কীর্তিতেও। অতঃপর আল্লাহ তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে ধূত করেন। তাদের এমন কেউ ছিল না, যে তাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করবে। ❁
- 22 তা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসলে তারা তাদেরকে অস্বীকার করত। ফলে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর। ❁
- 23 আমি মুসাকে আমার নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম, ❁
- 24 ফিরআউন, হামান ও কারানের কাছে কিন্তু তারা বলল, সে তো একজন যাদুকর ঘোর মিথ্যবাদী। ❁
- 25 অতঃপর সে যখন আমার পক্ষ হতে সত্য নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হল, ☺ তখন তারা বলল, তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদেরকে হত্যা কর এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রেখে দাও। অথচ কাফেরদের চক্রান্ত পরিণামে তো ব্যর্থই হয়। ❁

৭. অর্থাৎ যখন তিনি সত্য দীনের ডাক নিয়ে জনসাধারণের কাছে গেলেন এবং বহু লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনল, তখন ফির'আউনের লোকজন প্রস্তাব রাখল, যেসব পুরুষ লোক ঈমান এনেছে তাদের প্রদ্রেকে হত্যা করে ফেল আর নারীদেরকে জীবিত রাখ, যাতে দাসী হিসেবে তাদেরকে ব্যবহার করা যায়। এ রকম একটা নির্দেশ হয়েরত মুসা আলাইহিস সালামের জন্মের আগেও দেওয়া হয়েছিল, যা বিস্তারিতভাবে সুরা 'তোয়া-হা' ও সুরা 'কাসাস'-এ বর্ণিত হয়েছে। সে নির্দেশের কারণ ছিল এক জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী। জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, বনী ইসরাইলে এমন একটি শিশুর জন্ম হবে, বড় হওয়ার পর ঘার হাতে ফির'আউনের সিংহসন উল্টে যাবে। তাই ফির'আউন ফরমান জারি করেছিল, এখন থেকে বনী ইসরাইলে যত পুত্র সন্তান জন্ম নেবে তাদেরকে হত্যা করা হোক। তার পক্ষ হতে দ্বিতীয়বার এরূপ ফরমান জারি হয়েছিল হয়েরত মুসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত লাভের পর, যখন মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান আনতে শুরু করে। প্রদ্রেকে হত্যা করার লক্ষ্য ছিল যাতে মুমিনদের বংশ বিস্তার হতে না পারে। তাছাড়া এর দ্বারা মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করাও উদ্দেশ্য ছিল। কেননা মানুষ সাধারণত পুত্র হত্যার ফলে বেশি দুঃখ পেয়ে থাকে। কাজেই প্রদ্রেকে হত্যা করা শুরু হলে কেউ আর ভয়ে ঈমান আনবে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সামনে ইরশাদ করেছেন, কাফেরদের এ জাতীয় ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলা যা ফায়সালা করেন সেটাই প্রবল থাকে। সুতরাং তাই হল। শেষ পর্যন্ত ফির'আউন সাগরে ডুবে মরল এবং বনী ইসরাইল জয়লাভ করল।

২৬ ফির'আউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মৃসাকে হত্যা করব আর সে তার রবকে ডাকুক। **১** আমার আশঙ্কা সে তোমাদের দীন বদলে ফেলবে অথবা দেশে অশান্তি বিস্তার করবে। *

৮. অর্থাৎ সে তার রব সম্পর্কে যা বলে গুসব নিয়ে তোমরা ভেব না। কারণ তার কোন বাস্তবতা নেই। বড় রব তো আমিই। তোমরা বল তো এখনই আমি তাকে খত্ম করে দেই। আর সে তার রবকে ডাকু। দেখি সে তাকে আমার হাত থেকে কেমন করে বাঁচায়। এতদিন কেবল তোমাদের দিকে তাকিয়েই তাকে কিছু বলিনি। আসলে সে একথা বলছিল তাদের মনোরঞ্জন ও নিজের মান রক্ষার বাহানায়। প্রকৃতপক্ষে সে হয়েরত মুসা (আ.)-কে হত্যা করতে চাইল না। কেননা তাঁর মহা মুজিয়া দেখে তার মনে বিশ্বাস জয়েছিল যে, তিনি সত্য নবী। কাজেই তাঁকে হত্যা করলে নিজের পক্ষে পরিণাম ভয়ঙ্কর হতে পারে। কিন্তু মহাদর্পিত একন্যায়কে প্রজাসাধারণের কাছে মুখরক্ষাও তো করতে হবে। তাই ভাব দেখাচ্ছিল যে, তাদের পক্ষ হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েই যেন সে হত্যা করা হতে বিরত থাকছে। এমনও হতে পারে যে, সে এসব কথা বলছিল তামাশাচ্ছলে। -অনুবাদক

২৭ মুসা বলল, হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে আমি সেই সন্তান আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। *

২৮ ফির'আউনের খান্দানের এক মুমিন ব্যক্তি, **১** যে এ পর্যন্ত নিজ ঈমানের কথা গোপন রেখেছিল, বলে উঠল, তোমরা কি একজন লোককে কেবল এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ? অর্থ সে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে উজ্জ্বল নির্দশন নিয়ে এসেছে। সে মিথ্যাবাদী হলে তো তার মিথ্যাবাদীতার জন্য সেই দায়ী হবে। **১০** আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শান্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছে, তার কিছু তো তোমাদের উপর অবশ্যই আপত্তি হবে। আল্লাহ কোন সীমালংঘনকারী, মিথ্যককে হেদায়াত দান করেন না। *

৯. এই ব্যক্তি কে ছিলেন, কী তার নাম কুরআন মাজীদে তা উল্লেখ করা হয়নি। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, তিনি ছিলেন ফির'আউনের চাচাত ভাই এবং তার নাম ছিল শামআন।

১০. অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তাকে লাঞ্ছিত করেন। কাজেই সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে আল্লাহ তাআলা নিজেই তাকে লাঞ্ছিত করবেন। তোমাদের কোন দরকার নেই তাকে হত্যা করার।

২৯ হে আমার সম্প্রদায়! আজ তো রাজস্ত তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল। কিন্তু আমাদের উপর যদি আল্লাহর আয়াব এসে পড়ে, তবে এমন কে আছে, যে তাঁর বিপরীতে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফির'আউন বলল, আমি যা সঠিক মনে করি সেই রায়ই তো তোমাদেরকে দেব। আমি তো তোমাদেরকে কেবল সঠিক পথই দেখিয়ে থাকি। *

৩০ যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল, সে বলল, হে আমার কওম! আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর অনুরূপ দিনের (শাস্তির)। *

৩১ (এবং না জানি তোমাদের অবস্থাও সে রকম হয়) যেমন অবস্থা হয়েছিল নৃহ (আলাইহিস সালাম)-এর কওমের, আদ ও ছামুদের এবং তাদের পরবর্তী কালে যারা এসেছিল তাদের। আল্লাহ তো বান্দাদের প্রতি জুলুম করতে চান না। *

৩২ হে আমার কওম! আমি তোমাদের জন্য ভয় করি আর্তনাদ-দিবসের। **১১** *

১১. অর্থাৎ কিয়ামত-দিবসের, যে দিনটি হবে অত্যন্ত বিভীষিকাময়। মানুষ ভয়ে আর্তনাদ করবে। অপরাধীরা মৃত্যু ও ধৰ্মসকে ডাকবে। কারণ মতে এর দ্বারা লোহিতসাগরে ফির'আওনী সম্প্রদায়ের ডুবে মরার দিনকে বোঝানো হয়েছে, মৃত্যুর বিভীষিকায় যখন তারা আর্তনাদ করছিল ও পরম্পরে ডাকাডাকি করছিল। -অনুবাদক

- 33 যে দিন তোমরা পিছন ফিরে পালাতে চাইবে, (কিন্তু) আল্লাহ হতে তোমাদের কোন রক্ষাকারী থাকবে না। আল্লাহ যাকে বিপ্রান্ত করেন, তার কোন পথ-প্রদর্শক থাকে না। ♦
- 34 বস্তুত এর আগে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) তোমাদের কাছে এসেছিলেন উজ্জ্বল নির্দর্শনাবলী নিয়ে। ১২ তখনও তোমরা তার নিয়ে আসা বিষয়ে সন্দেহে পতিত ছিলে। তারপর যখন তার ওফাত হয়ে গেল, তখন তোমরা বললে, তারপর আর আল্লাহ কোন রাসূল পাঠাবেন না। ১৩ এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে পথভ্রষ্টতায় ফেলে রাখেন, যে হয় সীমালংঘনকারী, সন্দিহান। ♦
12. মুমিন ব্যক্তি একথা বলেছিলেন ফির'আউনের কওম অর্থাৎ কিবর্তীদের লক্ষ্য করে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কিবর্তীদের মধ্যে হেদায়াতের বাণী প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তারা তা গ্রাহ্য করেনি।
13. অর্থাৎ প্রথমে তো তোমরা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নবুওয়াতকেই মাননি। অতঃপর যখন তার ওফাত হয়ে গেল, তখন তাঁর কীর্তিসমূহ স্মরণ করে তোমরা বললে, তিনি যদিও রাসূল ছিলেন, কিন্তু এখন আর তার মত মানুষ জন্ম নেবে না। এভাবে তোমরা ভবিষ্যতের জন্যও নবীর প্রতি ঈমান আনার দরজা নিজেদের জন্য বন্ধ করে ফেললে।
- 35 যারা তাদের কাছে কোন প্রমাণ আসা ছাড়াই আল্লাহর আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের এ কাজ আল্লাহর কাছে অতি ঘৃণার্থ এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের কাছেও। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর করে দেন। ♦
- 36 এবং ফির'আউন (তার মন্ত্রীকে) বলল, হে হামান! আমার জন্য একটি উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি সেই সব পথে পৌঁছতে পারি। ♦
- 37 যা আসমানের পথ। তারপর আমি উঁকি মেরে মূসার মাবুদকে দেখব। ১৪ আমি অবশ্যই তাকে মিথ্যক মনে করি। ১৫ এভাবেই ফির'আউনের দুষ্কর্মকে তার দৃষ্টিতে শোভন করে তোলা হয়েছিল এবং তাকে সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল। ১৬ ফির'আউনের ষড়যন্ত্র তো সম্পূর্ণ নস্যাত হয়ে গিয়েছিল। ♦
14. এটাই প্রকাশ যে, ফির'আউন একথা বলেছিল ঠাট্টাচ্ছলে। কেননা সে নিজেই নিজেকে খোদা বলে দাবি করত এবং সে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলেছিল, আমাকে ছাড়া আন্য কাউকে খোদা মানলে তোমাকে বন্দী করব (দেখুন সূরা শুআরা ২৬ : ২৯)।
15. অর্থাৎ সে যে নিজেকে রাসূল বলে দাবি করে তাতেও আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি এবং তার এই কথায়ও যে, বিশ্ব-জগতের আরও একজন মাবুদ আছে। আমি তো নিজেকে ছাড়া আর কোন মাবুদ দেখছি না। যেমন সূরা কাসাসে আছে, 'আমি তো আমার নিজেকে ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মাবুদ আছে বলে জানি না (কাসাস ২৮ : ৩৮)। -অনুবাদক
16. অর্থাৎ তার মনের খেয়াল-খুশী তাকে সরল পথের অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল। তাকে বুঝিয়েছিল, তুমি যে কাজ করছ তা খুবই ভালো।
- 38 যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল, সে বলল, হে আমার কওম! আমার কথা মান। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব। ♦
- 39 হে আমার কওম! এই পার্থিব জীবন তো তুচ্ছ ভোগ মাত্র। নিশ্চয়ই আখেরাতই অবস্থিতির প্রকৃত নিবাস। ♦
- 40 যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করবে, তাকে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, তা সে নর হোক বা নারী, যদি সে মুমিন হয়ে থাকে, তবে এরাপ লোকই প্রবেশ করবে জান্মাতে, সেখানে তাদেরকে রিয়ক দেওয়া হবে অপরিমিত। ♦
- 41 হে আমার সম্প্রদায়! কী ব্যাপার, আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে ডাকছি আর তোমরা আমাকে ডাকছ আগুনের দিকে? ♦
- 42 তোমরা আমাকে দাওয়াত দিচ্ছ যেন আমি আল্লাহকে অঙ্গীকার করি এবং তাঁর সঙ্গে এমন বস্তুকে শরীক করি, যাদের সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। অপর দিকে আমি তোমাদেরকে সেই সত্ত্বার দিকে ডাকছি যিনি অতি ক্ষমতাবান, পরম ক্ষমাশীল। ♦
- 43 সত্য তো এই যে, তোমরা যার দিকে আমাকে ডাকছ, তা কোন ডাকের উপযুক্তই নয়, না দুনিয়ায় এবং না আখেরাতে। ১৭ প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকলকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে আর যারা সীমালংঘনকারী, তারা হবে অগ্নিবাসী। ♦

17. এর দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে (ক) তোমরা যে প্রতিমাদের পূজা কর তারা যে তাদের পূজা করার জন্য কাউকে ডাকবে সে ক্ষমতাই তাদের নেই। (খ) তোমরা যাদের পূজা করার দাওয়াত আমাকে দিচ্ছ, তারা এ দাওয়াতের উপর্যুক্ত নয় আদো।

44 আমি তোমাদেরকে যা বলছি তোমরা অচিরেই তা স্মরণ করবে। আমি আমার বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা। ♦

45 অতঃপর তারা যেসব নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র করেছিল, আল্লাহ তাকে (সেই মুমিন ব্যক্তিকে) তা হতে রক্ষা করলেন আর ফির'আউনের সম্প্রদায়কে পরিবেষ্টন করল নিকৃষ্টতম শাস্তি। ♦

46 আগুন, যার সামনে তাদেরকে প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। ১৮ আর যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন (আদেশ করা হবে) ফির'আউনের সম্প্রদায়কে কঠিনতম শাস্তিতে প্রবেশ করাও। ♦

18. মৃত্যুর পর কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের রাহ যে জগতে থাকে, তাকে 'বরযথের জগত' বলে। এ আয়াতে জানানো হয়েছে যে, ফির'আউন ও তার অনুসারীদেরকে বরযথের জগতে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় জাহানামের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে তারা জানতে পারে তাদের ঠিকানা কোথায়।

47 এবং সেই সময়কে স্মরণ রাখ, যখন তারা জাহানামে একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করবে। সুতরাং (দুনিয়ার) দুর্বলগণ আত্মগবীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুগামী ছিলাম। তা তোমরা কি আমাদের থেকে আগুনের কিছু অংশ প্রতিহত করবে? ♦

48 যারা আত্মগবী ছিল তারা বলবে, আমরা সকলেই জাহানামে আছি। আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করে ফেলেছেন। ♦

49 যারা আগুনের ভেতর থাকবে, তারা জাহানামের প্রহরীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে দুআ কর, তিনি যেন আমাদের এক দিনের শাস্তি লাঘব করেন। ♦

50 তারা বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দর্শনাবলী নিয়ে আসেনি? জাহানামীগণ বলবে, অবশ্যই (তারা একের পর এক এসেছিল)। তারা বলবে, তাহলে তোমরাই দুআ কর। আর কাফেরদের দুআ তো নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ♦

51 নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে এবং মুমিনদেরকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করি এবং সেই দিনও করব, যে দিন সাক্ষীগণ দাঁড়িয়ে যাবে ১৯ ♦

19. অর্থাৎ মানুষের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্যদানের জন্য যখন সাক্ষীদের ডাকা হবে তখন সাক্ষীগণ দাঁড়িয়ে যাবে। এ সাক্ষী ফেরেশতাও হতে পারেন এবং নবী-রাসূল ও অন্যান্যাও হতে পারেন।

52 যে দিন জালেমদের ওজর-আপন্তি কোন কাজে আসবে না। তাদের জন্য রয়েছে লানত এবং তাদের জন্য আছে নিকৃষ্ট নিবাস। ♦

53 আমি মূসাকে দান করেছিলাম পথনির্দেশ আর বনী ইসরাইলকে করেছিলাম সেই কিতাবের ওয়ারিশ ♦

54 যা বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য ছিল হেদয়াত ও নসীহত। ♦

55 সুতরাং (হে রাসূল!) সবর অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং নিজ ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর ২০ এবং সকাল ও সন্ধ্যায় নিজ প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করতে থাক। ♦

20. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গুনাহ থেকে পবিত্র বানিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি অত্যধিক ইস্তিগফার করতেন। কুরআন মাজীদেও তাঁকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে ইস্তিগফার করতে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য উম্মতকে শিক্ষা দেওয়া যে, যখন মাচুম হওয়া সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এমন সব কাজের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, যা প্রকৃতপক্ষে গুনাহ নয়, বরং তিনি নিজ সমুচ্চ মর্যাদার কারণে তাকে গুনাহ বা অন্যায় মনে করতেন, তখন যারা মাচুম নয়, তাদের তো অনেক বেশি ইস্তিগফার করা উচিত।

56 নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি করে, অথচ তাদের কাছে (তাদের দাবির সপক্ষে) কোন প্রমাণ আসেনি, তাদের

অন্তরে অহমিকা ছাড়া আর কিছুই নেই, যাতে তারা কখনও সফল হওয়ার নয়। ১ সুতরাং তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।
নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বদ্বিষ্ট। ♦

21. অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে তাদের ধারণা তারা অনেক উচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ গলত। বর্তমানেও যেমন তারা বিশেষ কোন মর্যাদার অধিকারী নয়, তেমনি ভবিষ্যতেও তারা কখনও বিশেষ মর্যাদা লাভে সফল হবে না।

57 নিশ্চয়ই মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি বেশি কঠিন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এতেরুকু কথাও) বোঝে না। ২২ ♦

22. আরবের মুশারিকগণ আল্লাহ সম্পর্কে এটা স্বীকার করত যে, তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এতেরুকু কথাও তাদের বুঝে আসছে না, যেই মহান সন্তা এমন বিশাল সব বস্তুকে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনয়ন করতে পারেন, তার পক্ষে মানুষকে পুনরায় অস্তিতে আনা কঠিন হবে কেন? এই সহজ কথাটা বোঝে না বলেই তারা আখেরাত ও পুনরুত্থানকে অঙ্গীকার করে।

58 অন্ধ ও চক্ষুঘান সমান নয় এবং তারাও না, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং যারা অসৎকর্মশীল। (কিন্তু) তোমরা খুব কমই অনুধাবন কর। ♦

59 কিয়ামতকাল অবশ্যই আসবে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না। ♦

60 তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই আহংকারবশে যারা আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহানামে প্রবেশ করবে। ♦

61 আল্লাহই তো, যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার আর দিনকে বানিয়েছেন দেখার জন্য। বস্তুত আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর আদায় করে না। ♦

62 তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক, প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং কোথা হতে কোন বস্তু তোমাদেরকে বিপথগামী করছে? ♦

63 এমনিভাবে (পূর্বে) যারা আমার আয়তসমূহ অঙ্গীকার করত, তারাও বিপথগামী হয়েছিল। ♦

64 আল্লাহই তো, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন অবস্থানশূল এবং আকাশকে করেছেন (উচু গম্বুজধরণ) এক ছাদ এবং তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সুন্দর আর উৎকৃষ্ট বস্তু হতে তোমাদেরকে রিয়ক দান করেছেন। তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। তিনি অতি বরকতময়, জগতসমূহের প্রতিপালক। ♦

65 তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা তাঁকে ডাক, তাঁর জন্য আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। ♦

66 (হে রাসূল! কাফেরদেরকে) বলে দাও, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে যখন আমার কাছে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুম্পষ্ট নির্দেশনাবলী এসে গেছে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে আনুগত্য স্বীকার করি। ♦

67 তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, তারপর শুক্রবিন্দু হতে, তারপর জমাট রক্ত হতে। তারপর তিনি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করেন তারপর (তোমাদেরকে প্রতিপালন করেন,) যাতে তোমরা উপনীত হও পূর্ণ বলবত্তায় তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কতক এমনও আছে, যারা তার আগেই মারা যায় এবং যাতে তোমরা এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পোঁছ এবং যাতে তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাও। ♦

68 তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তিনি যখন কোনও বিষয়ে ফায়সালা করেন, তখন কেবল বলেন, 'হয়ে যাও', অমনি তা হয়ে যায়। ♦

69 তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহর আয়তসমূহে বিতর্ক সৃষ্টি করে? কে কোথা হতে তাদের মুখ ফিরিয়ে দেয়? ♦

70 এরাই তারা, যারা অঙ্গীকার করেছে এ কিতাব এবং আমার রাসূলগণকে যা সহ প্রেরণ করেছিলাম তাও। সুতরাং তারা অচিরেই

- জানতে পারবে। ❁
- ৭১ যখন তাদের গলায় থাকবে বেড়ি ও শিকল, তাদেরকে ইঁচড়ানো হবে, ❁
- ৭২ গরম পানিতে, তারপর আগুনে দক্ষ করা হবে। ❁
- ৭৩ তারপর তাদেরকে বলা হবে, কোথায়, যাদেরকে তোমরা (তাঁর প্রভুত্বে) শরীক করতে? ❁
- ৭৪ আল্লাহ ছাড়া তারা (অর্থাৎ তোমাদের সেই মাঝেরণ), তারা বলবে, তারা তো আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে; বরং পূর্বে আমরা কোন কিছুকে ডাকতামই না। ২৩ এভাবে আল্লাহ কাফেরদেরকে বিশ্রান্ত করেন। ❁
23. 'আমরা পূর্বে কোন কিছুকে ডাকতামই না' আখেরাতের বিভীষিকাময় অবস্থা দেখে কাফেরগণ এভাবে মিথ্যা বলবে এবং সাফ জানিয়ে দেবে তারা কোন রকম শিরক করত না, যেমন সূরা আনআমে (৬ : ২৩) বর্ণিত হয়েছে। এর একপ ব্যাখ্যাও করা যায় যে, আখেরাতে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, আমরা দুনিয়ায় দেব-দেবী, প্রতিমা ইত্যাদিকে যে ডাকতাম সেটা আমাদের মারাত্মক ভুল ছিল। এখন আমরা বুঝতে পেরেছি সেগুলোর কোন বাস্তবতা ছিল না। মূলত আমরা কোন বাস্তব জিনিসের নয়; বরং কতগুলো অবাস্তব বস্তুরই পূজা করছিলাম।
- ৭৫ এসব হয়েছে এ কারণে যে, পৃথিবীতে তোমরা অন্যায় বিষয় নিয়ে উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা অহমিকা দেখাতে। ২৪ ❁
24. সরাসরিভাবে ঘদিও এ সতর্কবণী কাফেরদের সম্পর্কে উচ্চারিত, কিন্তু এ দোষ যেসব মুমিনদের মধ্যেও আছে, যারা শরীআতবিরোধী মত ও পথ নিয়ে উল্লাস করে, হারাম রোজগার ও নিষিদ্ধ পানাহার নিয়ে ফুর্তি করে এবং অহমিকাপূর্ণ আচার-আচরণ করে, তারাও এর আওতায় পড়ে যায়। সুতরাং সাবধান হওয়া দরকার সকলেরই। -অনুবাদক
- ৭৬ যাও, জাহানামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। কেননা অহংকারীদের ঠিকানা বড়ই মন্দ। ❁
- ৭৭ সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আমি তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) যার (অর্থাৎ যে শাস্তির) ভয় দেখাচ্ছি, আমি তার কিছুটা তোমাকে (তোমার জীবনে) দেখিয়ে দেই অথবা (তার আগেই) তোমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেই, সর্বাবস্থায় তাদেরকে আমার কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে। ❁
- ৭৮ বস্তুত আমি তোমার পূর্বেও বহু রাসূল পাঠিয়েছি। তাদের মধ্যে কতক এমন, যাদের কতিপয়ের বৃত্তান্ত আমি তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি আর কতক এমন যাদের বৃত্তান্ত তোমাকে জানাইনি। কোন রাসূলের এই এখতিয়ার নেই যে, সে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন মুজিয়া পেশ করবে। ২৫ অতঃপর যখন আল্লাহর আদেশ আসবে, তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা হয়ে যাবে। আর মিথ্যার অনুসারীরা তখন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ❁
25. মুক্তার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইই ওয়াসাল্লামের কাছে নিত্য-নতুন মুজিয়ার ফরমায়েশ করত এবং পীড়াপীড়ি করত, তারা যে মুজিয়া দাবি করছে তাদেরকে যেন সেটাই দেখানো হয়। কিন্তু এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবলই কালক্ষেপণ করা। কেননা তিনি তো তাদেরকে বহু মুজিয়া দেখিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়নি। তাই এছলে উত্তর শেখানো হচ্ছে যে, তাদেরকে বলুন, মুজিয়া দেখানো কোন নবীর নিজ এখতিয়ারের বিষয় নয়। তা কেবল আল্লাহ তাআলার হৃকুমেই দেখানো যেতে পারে। সুতরাং আপনি তাদেরকে পরিষ্কার বলে দিন, আমি তোমাদের নতুন-নতুন ফরমায়েশ পূরণ করতে অক্ষম।
- ৭৯ তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন চতুর্পদ জন্ম, যাতে তার কতকে তোমরা আরোহণ কর। আর কতক তোমরা খাও। ❁
- ৮০ আর তাতে আছে তোমাদের প্রচুর উপকার এবং তার উদ্দেশ্য এটাও যে, তোমাদের অন্তরে (কোথাও যাওয়ার) যে প্রয়োজন আছে, তা পূরণ করতে পার। আর তোমাদেরকে সেই সব পশ্চিমে এবং নৌযানে চাঁড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ❁
- ৮১ আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ নির্দর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা কোন কোন নির্দর্শন অঙ্গীকার করবে? ❁
- ৮২ তবে কি তারা ভূমিতে বিচরণ করে দেখেনি, তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে? তারা সংখ্যায় তাদের চেয়ে বেশি ছিল এবং শক্তিতে ও পৃথিবীতে রেখে যাওয়া কীর্তিতেও তাদের উপরে ছিল। তা সত্ত্বেও তারা যা অর্জন করত তা তাদের কোন

କାଜେ ଆସେନି। ♦

- 83 ସୁତରାଂ ତାଦେର ରାସୂଳଗଣ ସଥିନ ତାଦେର କାହେଁ ସୁମ୍ପଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନାବଲୀ ନିଯେ ଆସଲ, ତଥିନେ ତାରା ତାଦେର କାହେଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଛିଲ ତାରଇ ବଡ଼ାଇ କରତେ ଲାଗଲ। ଫଳେ ତାରା ଯା ନିଯେ ଠାଟ୍ଟା-ବିନ୍ଦୁପ କରତ ତାଇ ତାଦେରକେ ପରିବେଷ୍ଟନ କରେ ଫେଲଲ। ♦
- 84 ଅନ୍ତର ତାରା ସଥିନ ଆମାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରଲ, ତଥିନ ବଲଲ, ଆମରା ଏକ ଆଲ୍ଲାହର ଉପର ଝାମାନ ଆନଲାମ ଆର ଆମରା ସାଦେରକେ ଆଲ୍ଲାହର ଶରୀକ କରତାମ ତାଦେରକେ ଅସ୍ତିକାର କରଲାମ। ♦
- 85 କିନ୍ତୁ ତାରା ସଥିନ ଆମାର ଆୟାବ ଦେଖେ ଫେଲଲ, ତଥିନ ଆର ତାଦେର ଝାମାନ ଉପକାରେ ଆସାର ଛିଲ ନା। ଜେନେ ରେଖ, ଏଟାଇ ଆଲ୍ଲାହର ରୀତି, ଯା ତାର ବାନ୍ଦାଦେର ମଧ୍ୟେ ପୂର୍ବ ଥିକେ ଚଲେ ଆସଛେ। ଆର ସେକ୍ଷେତ୍ରେ କାଫେରଗଣ ହେଁଛେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ♦



♦ ହା-ମୀମ ଆସ-ସିଜଦାହ୍ (ଫୁଛଚିଲାତ) ♦

- 1 ହା-ମୀମ। ♦
- 2 ଏ ବାଣୀ ସେଇ ସନ୍ତାର ପକ୍ଷ ହତେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ଯିନି ସକଳେର ପ୍ରତି ଦୟାବାନ, ପରମ ଦୟାଲୁ। ♦
- 3 ଆରବୀ କୁରଆନରୂପେ ଏଟି ଏମନ କିତାବ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନକାରୀଦେର ଜନ୍ୟ ଯାର ଆୟାତସମୂହ ବିଶଦଭାବେ ବିବୃତ ହେଁଛେ। ♦
- 4 ଯା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ସୁସଂବାଦଦାତା ଓ ସତର୍କକାରୀରୂପେ। ତା ସନ୍ତ୍ରେ ତାଦେର ଅଧିକାଂଶଇ ମୁଖ ଫିଲିଯେ ରେଖେଛେ। ଫଳେ ତାରା ଶୁନତେ ପାଯ ନା। ♦
- 5 (ରାସୂଳ ସାଲାହାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲାହମକେ) ତାରା ବଲେ, ତୁମି ଆମାଦେରକେ ଯାର ଦିକେ ଡାକଛ, ମେ ବିଷୟେ ଆମାଦେର ଅନ୍ତର ଗିଲାଫେ ତାକା, ଆମାଦେର କାନ ବଧିର ଏବଂ ଆମାଦେର ଓ ତୋମାର ମାର୍ଯ୍ୟାଧାନେ ଆହେ ଏକ ଅନ୍ତରାଳ। ସୁତରାଂ ତୁମି ଆପନ କାଜ କରତେ ଥାକ ଆମରା ଆମାଦେର କାଜ କରାଛି। ♦
- 6 (ହେ ରାସୂଳ!) ବଲେ ଦାଓ, ଆମି ତୋ ତୋମାଦେରଇ ମତ ଏକଜନ ମାନୁଷ। (ଅବଶ୍ୟ) ଆମାର ପ୍ରତି ଓହି ନାଯିଲ ହୟ ସେ, ତୋମାଦେର ମାବୁଦ ଏକଇ ମାବୁଦ। ସୁତରାଂ ତୋମରା ତାଁରି ଅଭିମୁଖୀ ଥାକ ଏବଂ ତାଁରି କାହେଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଧର୍ମ ମୁଶରିକଦେର ଜନ୍ୟ ♦
- 7 ଯାରା ଯାକାତ ଆଦ୍ୟ କରେ ନା। ୧ ଆବାର ତାରା ଆଖେରାତେର ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିଶ୍ଵାସୀ। ♦
1. ଏ ସୁରାଟି ମଙ୍ଗୀ। ଏ ଛାଡ଼ା ଆରଓ କିଛୁ ମଙ୍ଗୀ ସୁରାୟ ଯାକାତ ଆଦ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରେଖେଛେ। ଏର ଦ୍ୱାରା ବୋବା ଯାଇ, ଯାକାତ ମଙ୍ଗୀ ମୁକାରରମାଯାଇ ଫରଯ ହେଁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏର ବିନ୍ଦୁରିତ ବିଧି-ବିଧାନ ଦେଉୟା ହେଁଛେ ମଦୀନା ମୁନାୟାରାୟ।
- 8 ନିଶ୍ଚଯିତେ ଯାରା ଝାମାନ ଏନେହେ ଓ ସଂକର୍ମ କରେଛେ, ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଆହେ ନିରବଚିନ୍ନ ପୁରକ୍ଷାର। ♦
- 9 ବଲେ ଦାଓ, ସତିଇ କି ତୋମରା ସେଇ ସନ୍ତାର ସାଥେ କୁଫରୀ ପଞ୍ଚା ଅବଲମ୍ବନ କରଛ, ଯିନି ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେନ ଦୁଇନେ ଏବଂ ତାର ସାଥେ ଅନ୍ୟକେ ଶରୀକ କରଛ? ତିନି ତୋ ଜଗତସମୁହେର ପ୍ରତିପାଲକ! ♦
- 10 ତିନି ଭୂମିତେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେନ ଅବିଚିଲିତ ପାହାଡ଼, ଯା ତାର ଉପର ଉପ୍ରିତ ରେଖେଛେ। ଆର ତାତେ ଦିଯେଛେନ ବରକତ ୧ ଏବଂ ତାତେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେନ ସୁଷମଭାବେ (ସବକିଛୁଇ) ଚାରଦିନେ ୨ ସକଳ ଯାଚନାକାରୀର ଜନ୍ୟ ସମାନ। ୩ ♦
2. ଭୂମିତେ ବରକତ ଦେଉୟାର ଅର୍ଥ, ତିନି ଭୂମିତେ ସୁଷମାଜିର ଜନ୍ୟ ଉପକାରୀ ଓ କଲ୍ୟାଣକର ବନ୍ତୁ ନିହିତ ରେଖେଛେନ ଏବଂ ଏର ଜନ୍ୟ ଏମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା କରେଛେନ ସେ, ତା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଯୋଜନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିମିତ ଆକାରେ ଉଦ୍‌ଗତ ହୟ।
3. 'ସବକିଛୁଇ ଚାରଦିନେ' ଏର ଭେତର ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଇନିଂ ରେଖେଛେ, ସେମନ ପୂର୍ବେର ଆୟାତେ ବଲା ହେଁଛେ, 'ତିନି ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେନ ଦୁଇନେ।'

অর্থাৎ তিনি দুদিনে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী এবং দুদিনে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত, খাদ্য প্রভৃতি মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুরাজি। এভাবে পৃথিবী ও পৃথিবীর অন্তর্গত সমুদয় জিনিস মোট চারদিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর দুদিনে সৃষ্টি করা হয়েছে সাত আসমান। সুতরাং মোট ছয় দিনে সমগ্র বিশ্বজগতের সৃজন পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন সুরা আরাফ (৭ : ৫৪), সুরা ইউনুস (১০ : ৩), সুরা হুদ (১১ : ৭), সুরা ফুরকান (২৫ : ৫৯), সুরা আলিফ-লাম-মীম সাজদা (৩২ : ৮) ও সুরা হাদীদ (৫৭ : ৮)-এ বলা হয়েছে। আমরা সুরা আরাফে বলে এসেছি, এটা সেই সময়ের কথা, যখন দিনের হিসাব সূর্যের উদয়-অন্ত দ্বারা নয়, বরং অন্য কোন মাপকাঠি দ্বারা করা হত, যার থথাযথ জ্ঞান আল্লাহ তাআলারই আছে। যদিও আল্লাহ তাআলার এক মুহূর্তের মধ্যেই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তা না করে এভাবে দীর্ঘ সময় লাগানোর মাধ্যমে তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, তারা যেন কোন কাজে তাড়াহড়া না করে; বরং ধীর-স্থিরভাবেই যেন সবকিছু আঙ্গাম দেয়। তাছাড়া এর মধ্যে আরও কত রহস্য নিহিত আছে, তা কেবল আল্লাহ তাআলারই জানা আছে।

৪. 'সকল যাচনাকারীর জন্য সমান' এ বাক্যটির দুটি অর্থ হতে পারে। (এক) যে ব্যক্তিই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, তাদের সকলের জন্যই এই একই রকম উত্তর।

(দুই) এছলে যাচনাকারী বলতে সমস্ত মাখলুক বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ, জিন, পশু-পাখি যে-কেউ ভূমি থেকে খাদ্য পেতে চাইবে আল্লাহ তাআলা সকলকেই সমান সুযোগ দিয়েছেন যে, প্রত্যেকেই তা থেকে নিজ-নিজ খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবে। মুফাসিরগণ এ বাক্যটির এ দুরকম তাফসীরই করেছেন। তরজমায়ও উভয়ের অবকাশ আছে।

১১ তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দান করলেন, যা ছিল ধোঁয়া রূপে। এ তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা চলে এসো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। উভয়ে বলল, আমরা ইচ্ছাক্রমেই আসলাম। ৬ ✿

৫. প্রথম দিকে আল্লাহ তাআলা আকাশের মূল উপাদান সৃষ্টি করেছিলেন, যা ছিল ধোঁয়ার আকাশে। তারপর দুদিনে তাকে সাত আকাশের রূপ দান করেন এবং তার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা স্থির করে দেন।

৬. 'চলে এসো' এর অর্থ আমার আজ্ঞাধীন হয়ে যাও। সেই সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হল যে, তোমরা যদি স্বেচ্ছায় আমার আজ্ঞাধীন হতে না চাও, তবুও তোমাদেরকে জোরপূর্বক আমার আদেশ মানতে বাধ্য করা হবে। আমার হৃকুমের বাইরে তোমরা যেতে পারবে না। অর্থাৎ আসমান ও যমীন কাজ সেটাই হবে, যার নির্দেশ আমি নিজ হেকমত অনুযায়ী সৃষ্টিগতভাবে করব। তোমাদের মধ্যে এই ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি যে, তোমরা আমার সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিক আদেশের বিরোধিতা করবে। সুতরাং তোমরা আপন খুশিতে করতে না চাইলেও জবরদস্ত মূলকভাবে করতে হবে সেটাই, যা আমার আদেশ হবে।

এর দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে, মানুষের ব্যাপার সৃষ্টি জগতের অন্য সব মাখলুক থেকে আলাদা। মানুষ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে দুরকম বিধান পেয়েছে। এক তো তাকবীনী বা প্রাকৃতিক বিধান, যেমন সে কখন জন্ম নেবে, কত বয়স পাবে, তার কি কি রোগ হবে, তার সন্তান-সন্ততি কত হবে, কেমন হবে ইত্যাদি। এসব বিষয় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। এক্ষেত্রে মানুষের আর অন্যান্য মাখলুকে কোন তফাত নেই। অন্যদের মত মানুষও আল্লাহ তাআলার হৃকুম অনুযায়ী চলতে বাধ্য। এছলে আসমান-যমীনের সাথে আল্লাহ তাআলার এ কথাবার্তা আক্ষরিক অর্থেও হতে পারে এবং প্রতীকী অর্থেও হতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক না কেন এর দ্বারা মানুষকে বলা উদ্দেশ্য হল, প্রাকৃতিক বিধানের ক্ষেত্রে যেহেতু সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার হৃকুম মত চলতে বাধ্য, তাই তারা সে অনুযায়ী ইচ্ছায় চলুক বা অনিচ্ছায়, হবে সেটাই যা আল্লাহ তাআলা চান। সুতরাং একজন বান্ধা হিসেবে মানুষের উচিত সেই পশ্চাই অবলম্বন করা, যা অবলম্বন করেছে আসমান-যমীন। তারা বলেছিল, আমরা খুশী মনে আল্লাহ তাআলার আজ্ঞাধীন হয়ে থাকব। সুতরাং মানুষেরও কর্তব্য যেসব বিষয়ে নিজ ইচ্ছার কোন ভূমিকা নেই, সেসব বিষয়কে আল্লাহ তাআলার হৃকুম মনে করে অস্তপক্ষে বৌদ্ধিকভাবে খুশী থাক।

আল্লাহ তাআলার দ্বিতীয় রকমের বিধান হল শরীয়তগত। অর্থাৎ কোন জিনিস হালাল, কোনটি হারাম এবং আল্লাহ তাআলা কোন কাজ পছন্দ করেন ও কোন কাজ অপছন্দ করেন এ সংক্রান্ত বিধানবলী। মানুষকে আদেশ করা হয়েছে, সে যেন আল্লাহ তাআলার যা পছন্দ সেই কাজই করে, কিন্তু এজন তাকে প্রাকৃতিক বিধানবলীর মত বাধ্য করে দেওয়া হয়নি যে, চাক বা না চাক তা না করে সে পারবে না। বরং এসব বিধান দেওয়ার পর তাকে এই এ্যথত্যারণ দেওয়া হয়েছে যে, চাইলে সে তা পালন করবে আর চাইলে করবে না। এভাবে তার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, সে স্বেচ্ছায় আনুগত্য করে না অবাধ্যতা করে। এর পরিণামে হয় জান্মাত লাভ করবে, নয়ত জাহানামে যাবে। অন্যান্য সৃষ্টিকে যেহেতু এ রকম পরীক্ষায় ফেলা হয়নি, তাই তাদেরকে শরীয়তগত বিধানও দেওয়া হয়নি এবং অবাধ্যতা করার ক্ষমতাও নয়। মানুষের কর্তব্য এ জাতীয় বিধানকেও স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে মেনে চল। কেননা তার স্থায়ী জীবনের সাফল্য এর উপর নির্ভরশীল।

১২ অতঃপর তিনি নিজ ফায়সালা অনুযায়ী দুদিনে তাকে সাত আকাশে পরিণত করলেন এবং প্রতি আকাশে তার উপযোগী আদেশ প্রেরণ করলেন। এ আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সাজিয়েছি এবং তাকে করেছি সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)-এর পরিমিত ব্যবস্থাপনা। ✿

৭. অর্থাৎ আকাশমণ্ডলীর নিয়ম-শৃঙ্খলা বক্ষার জন্য যেসব বিধান উপযোগী ছিল, সংশ্লিষ্ট মাখলুকদেরকে তা প্রদান করলেন।

১৩ তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করেছি তেমনি বজ্র সম্পর্কে, যেমন বজ্র অবতীর্ণ হয়েছিল আদ ও ছামুদ (জাতি)-এর উপর। ✿

১৪ এটা সেই সময়ের কথা, যখন তাদের কাছে রাসূলগণ এসেছিল (কখনও) তাদের সম্মুখ দিক থেকে এবং (কখনও) তাদের পিছন দিক থেকে, এই বার্তা নিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। তারা বলেছিল, আমাদের প্রতিপালক চাইলে ফেরেশতাদেরকে পাঠাতেন। সুতরাং তোমাদেরকে যে বিষয়সহ পাঠানো হয়েছে আমরা তা মানতে অস্বীকার করছি। ✿

৮. এটা একটা বাকশেলী। বোঝানো উদ্দেশ্য, রাসূলগণ তাদেরকে সকল পশ্চায় বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন।

- 15 অতঃপর আদের ঘটনা তো এই ঘটল যে, তারা পৃথিবীতে অন্যায় দম্প প্রদর্শন করতে লাগল এবং বলল, শক্তিতে আমাদের উপরে কে আছে? তবে কি তারা অনুধাবন করল না যে, যেই আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শক্তিতে তিনি তাদের অনেক উপরে? আর তারা আমার আয়াতসমূহ অবীকার করতে থাকল। ❁
- 16 সুতরাং আমি অশুভ কতক দিনে তাদের উপর পাঠালাম প্রচণ্ড ঝড়ে হাওয়া, তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করানোর জন্য। ❁ আর আখেরাতের শাস্তি তো আরও বেশি লাঞ্ছনাকর এবং তারা পাবে না কোন সাহায্য। ❁
9. কুরআন-হাদীছের বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, যেহেতু সবগুলো দিন আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি, তাই এমনিতে এর কোনও দিনই সাধারণভাবে অশুভ নয়। এস্বলে অশুভ দিন দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, সে দিনগুলো বিশেষভাবে তাদের পক্ষে বড় অশুভ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
- 17 আর ছামুদের ঘটনা হল আমি তাদেরকে সরল পথ দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সরল পথ অবলম্বনের চেয়ে বিস্রান্ত থাকাকেই বেশি পছন্দ করল। সুতরাং তারা যা অর্জন করেছিল তার ফলে তাদেরকে আঘাত হানল লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র। ❁
- 18 অপর দিকে যারা ঈমান এনেছিল ও তাকওয়া অবলম্বন করেছিল, আমি তাদেরকে রক্ষা করলাম। ❁
- 19 সেই দিনকে স্মরণ রাখ, যে দিন আল্লাহর শক্রদেরকে একত্র করে আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে আর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে। ❁ ❁
10. অর্থাৎ একেক ধরনের অপরাধীদেরকে একেকটি দলে ভাগ করে দেওয়া হবে। তারপর তাদেরকে জাহানামের কাছে অপেক্ষায় রাখা হবে যাতে সমস্ত দল সেখানে সমবেত হয়ে যায় (-অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী থেকে গৃহীত)।
- 20 অবশ্যে যখন তারা তার (অর্থাৎ আগুনের) কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। ❁ ❁ ❁
11. মুশরিকগণ প্রথম দিকে আতঙ্কিত অবস্থায় মিথ্যা বলে দেবে যে, আমরা কখনও শিরক করিনি, যেমন সূরা আনআমে (৬ : ২৩) বর্ণিত হয়েছে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়াবেন।
- 21 তারা তাদের চামড়াকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, আল্লাহ আমাদেরকে বাকশক্তি দান করেছেন, যিনি বাকশক্তি দান করেছেন প্রতিটি জিনিসকে। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ❁
- 22 এবং (গোনাহ করার সময়) তোমরা তো তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের কান, চোখ ও চামড়ার সাক্ষ্যদান থেকে আত্মগোপন করতে সক্ষম ছিলে না। বরং তোমাদের ধারণা ছিল আল্লাহ তোমাদের কর্মের বহু কিছুই জানেন না। ❁ ❁ ❁
12. বুখারী শরীফের এক হাদীছে আছে, কতক নির্বোধ কাফের মনে করত, তারা গোপনে কোন গোনাহ করলে আল্লাহ তাআলা তা জানতে পারেন না। তখন তাদের বিশ্বাস ছিল, তাদের সে গোনাহের কোন সাক্ষীও থাকবে না এবং আল্লাহ তাআলা তা জানতেও পারবেন না (নাউয়ুবিল্লাহ)। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজেই যে তাদের কর্মের প্রত্যক্ষদর্শী এবং খোদ তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে যাবে সেটা তাদের কল্পনায় ছিল না।
- 23 আপন প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। পরিণামে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ। ❁
- 24 এখন তারা ধৈর্য ধারণ করলেও জাহানামই হবে তাদের ঠিকানা আর যদি অজুহাত প্রদর্শন করে, তবে যাদের অজুহাত গৃহীত হবে, তাদের অন্তর্ভুক্ত এদেরকে করা হবে না। ❁
- 25 আমি (দুনিয়ায়) তাদের পেছনে কিছু সহচর লাগিয়ে দিয়েছিলাম, যারা তাদের সম্মুখ ও পিছনের সমস্ত কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শেভন করে দিয়েছিল। ❁ ফলে তাদের পূর্বে অতিবাহিত জিন্ন ও মানব জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্তরূপে তাদের উপরও (শাস্তির) কথা সত্যে পরিণত হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। ❁
13. এ আয়তে যে সহচরের কথা বলা হয়েছে, তারা দু'রকমের। (এক) একদল শয়তান (দুষ্ট জিন), যারা মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করার জন্য নানা রকম প্রয়াণ পেশ করে এবং অন্যকেও তাতে বিশ্বাসী করে তোলার চেষ্টা করে।

- 26 এবং কাফেরগণ (একে অন্যকে) বলে, এই কুরআন শুনো না এবং এর (পাঠের) মাঝে হট্টগোল কর, যাতে তোমরা জয়ী থাক। ❦
- 27 সুতরাং ওই কাফেরদেরকে আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব এবং তারা (দুনিয়ায়) যে নিকৃষ্ট কাজ করত, তার পরিপূর্ণ প্রতিফল দেব। ❦
- 28 আগুনরাপে এটাই আল্লাহর শক্তিদের শাস্তি। তারই মধ্যে হবে তাদের স্থায়ী ঠিকানা, আমার আয়তসমূহকে যে তারা অঙ্গীকার করত তার প্রতিফলস্বরূপ। ❦
- 29 কাফেরগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যে সকল জিন ও মানুষ আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দাও। আমরা তাদেরকে আমাদের পায়ের নিচে রেখে এমনভাবে দলিত করব, যাতে তারা চরম লাঞ্ছিত হয়। ১৪ ❦
14. দুনিয়ায় যে সব সাথী-সঙ্গী মানুষকে দ্বীন থেকে গাফেল ও বিপথগামী করে তোলে তারা যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি সেই শয়তানও, যে তাকে সব সময় প্ররোচনা দেয়। এ উভয় সম্পর্কে জাহানামী ব্যক্তি বলবে, তাদেরকে আজ দেখতে পেলে পায়ের নিচে রেখে মাড়াতাম ও লাঞ্ছিত করতাম।
- 30 (অপর দিকে) যারা বলেছে, আমাদের রক্ষ আল্লাহ! তারপর তারা তাতে থাকে অবিচলিত, নিশ্চয়ই তাদের কাছে ফেরেশতা অবর্তীর্ণ হবে (এবং বলবে) যে, তোমরা কোন ভয় করো না এবং কোন কিছুর জন্য চিন্তিত হয়ো না আর আনন্দিত হয়ে যাও সেই জানাতের জন্য, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হত। ❦
- 31 আমরা পার্থিব জীবনেও তোমাদের সাথী ছিলাম এবং আখেরাতেও থাকব। জানাতে তোমাদের জন্য আছে এমন সব কিছুই, যা তোমাদের অন্তর চাবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে এমন সব কিছুই যার ফরমায়েশ তোমরা করবে, ❦
- 32 অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (আল্লাহ)-এর পক্ষ হতে প্রাথমিক আতিথেয়তাস্বরূপ। ❦
- 33 তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আনুগত্য স্বীকারকারীদের একজন। ❦
- 34 ভালো ও মন্দ সমান হয় না। তুমি মন্দকে প্রতিহত কর এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। ১৫ ফলে যার ও তোমার মধ্যে শক্তা ছিল, সে সহসাই হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ❦
15. অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে, যদিও তার সাথে অনুরূপ মন্দ আচরণ করা তোমার জন্য জায়েয়, কিন্তু শ্রেষ্ঠ পন্থা সেটা নয় কিছুতেই। শ্রেষ্ঠ পন্থা হল, তুমি তার মন্দ আচরণের বিপরীতে ভালো ব্যবহার করবে। এরূপ করলে তোমার ঘোর শক্তি একদিন তোমার পরম বন্ধু হয়ে যাবে। আর তুমি তার মন্দ আচরণে যে ধৈর্য ধারণ করবে তার উৎকৃষ্ট সওয়াব তো তুমি আখেরাতে পাবেই।
- 35 আর এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয়, যারা সবর করে এবং এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয় যারা মহাভাগ্যবান। ❦
- 36 যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তোমার কখনও কোন খোঁচা লাগে, তবে (বিতাড়িত শয়তান থেকে) আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো। ১৬ নিশ্চয়ই তিনি সকল কথার শ্রেতা, সকল বিষয়ের জ্ঞাতা। ❦
16. 'শয়তানের খোঁচা' অর্থ তার প্ররোচনা। অর্থাৎ শয়তান যদি তোমাকে কখনও কোন গোনাহের কাজে প্ররোচনা দেয়, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে। এর সর্বেত্তম পন্থা হল *الرَّجِيمُ مِنَ الشَّيْطَانِ* *أَعْلَمُ بِهِ* পড়া।
- 37 তাঁরই নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হল রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না এবং চন্দ্রকেও না। বরং সিজদা করো আল্লাহকে, যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন যদি বাস্তবিকই তোমরা তাঁর ইবাদত করে থাক। ❦
- 38 তারপরও যদি তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) অহমিকা প্রদর্শন করে, তবে (তা করতে থাকুক) তোমার প্রতিপালকের কাছে যারা (অর্থাৎ যেই ফেরেশতাগণ) আছে, তারা রাত-দিন তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না। ১৭ ❦
17. এটি সিজদার আয়ত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ আয়ত তেলাওয়াত করবে বা কাউকে তেলাওয়াত করতে শুনবে একটি সিজদা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে।

39 তাঁর আরেকটি নিদর্শন হল, তুমি ভূমিকে শুঙ্করাপে দেখতে পাও, তারপর যখন আমি তাতে বারি বর্ষণ করি, অমনি তা আলোড়িত হয় ও বেড়ে ওঠে। বস্তুত যিনি ভূমিতে প্রাণ সঞ্চার করেন, তিনিই মৃতদেরকেও জীবিত করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ❁

40 আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে যারা বাঁকা পথ অবলম্বন করে, ১৮ তারা আমার অগোচর নয়। আচ্ছা বলতো, যে ব্যক্তিকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, সে উত্তম, না সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে নির্ভয়-নিরাপদে? তোমরা যা ইচ্ছা করে নাও। জেনে রেখ, তোমরা যা করছ তিনি সবই দেখছেন। ❁

18. বাঁকা পথ অবলম্বনের অর্থ, আয়াত না মানা কিংবা তার ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া। আয়াতে যে শাস্তির ধর্মক দেওয়া হয়েছে, তা উভয় অবস্থায়ই প্রযোজ্য।

41 যারা উপদেশবাণী (কুরবান)-কে অঙ্গীকার করেছে তাদের কাছে তা আসার পর (তারা নেহাহ মন্দ কাজ করেছে), অথচ এটি অতি মর্যাদাপূর্ণ কিতাব। ❁

42 কোন মিথ্যা এর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, না এর সম্মুখ দিক থেকে এবং না এর পেছন থেকে। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ (আল্লাহ)-এর পক্ষ থেকে অবর্তীর্ণ। ❁

43 (হে রাসূল!) তোমাকে তো সেসব কথাই বলা হচ্ছে, যা তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণকে বলা হয়েছিল। ১৯ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল এবং মর্মন্তদ শাস্তিদাতা। ❁

19. অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা আপনার সঙ্গে যে আচরণ করছে সব যুগের অবিশ্বাসীরা তাদের নবীদের সঙ্গে এ রকম আচরণই করেছে। নবীগণ তো সর্বদা তাদের কল্যাণ কামনা করেছেন, আর তার বিপরীতে অবিশ্বাসীরা তাদেরকে কথায় ও কাজে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। সুতরাঃ নবীগণ যেমন সেক্ষেত্রে সবর করেছিলেন, আপনিও তেমনি সবর করতে থাকুন। পরিণামে কিছু লোক তাওবা করে সুপথে এসে যাবে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন আর কিছু লোক তাদের বক্রতা ও জিদের উপরই থেকে যাবে। পরিশেষে তারা যত্নগ্রাময় শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে (-অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী থেকে গৃহীত)।

44 আমি যদি এ কুরআনকে অনারবী কুরআন বানাতাম, তবে তারা অবশ্যই বলত, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হল না কেন? এটা কেমন কথা যে, কুরআন অনারবী এবং রাসূল আরবী? ২০ বল, যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এটা হেদায়ত ও উপশেমের ব্যবস্থা। আর যারা ঈমান আনে না, তাদের কানে ছিপি লাগানো আছে। তাদের জন্য এটা (অর্থাৎ কুরআন) বিভ্রান্তির কারণ। এরূপ লোকদেরকে বহু দূর-দূরান্ত হতে ডাকা হচ্ছে। ২১ ❁

20. মুক্তার কোন কোন কাফের কুরআন মাজীদ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলত যে, এ কিতাব আরবী ভাষায় নাখিল করা হল কেন? অন্য কোন ভাষায় হলে তো এটা অনেক বড় মুজ্যা ও অলোকিক ব্যাপার হয়ে যেত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো অন্য কোন ভাষা জানেন না। তাই তার প্রতি অন্য কোন ভাষায় ওহী নাখিল করা হলে স্পষ্ট হয়ে যেত যে, তা আল্লাহ তাআলারই পক্ষ থেকে এসেছে। এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, এ জাতীয় প্রশ্ন ও আপন্তির সিলসিলা কখনও শেষ হওয়ার নয়। কুরআন যদি অন্য কোন ভাষায় নাখিল করা হত, তবে তারা বলত, আরবী নবীর উপর অনারবী কুরআন কেন নাখিল করা হল? কথা যদি মানারই ইচ্ছা না থাকে, তবে বাহনার কোন অভাব হয় না।

21. কাউকে দূর থেকে ডাকা হলে অনেক সময় সে মনেই করে না যে, তাকে ডাকা হচ্ছে এবং দূরের আওয়াজকে অনেক সময় গুরুত্বও দেওয়া হয় না। সেভাবেই কাফেরগণ কুরআনী দাওয়াতকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং তার প্রতি মনোযোগী হচ্ছে না।

45 ৪৫. আমি মুসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম। তারপর তাতেও মতভেদ হয়েছিল। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটি কথা পূর্ব থেকেই ছিঁরীকৃত না থাকলে তাদের ব্যাপারে চুকিয়ে দেওয়া হত। প্রকৃতপক্ষে তারা বিভ্রান্তির সন্দেহে নিপত্তি। ❁

46 ৪৬. কেউ সৎকর্ম করলে তা নিজেরই কল্যাণার্থে করে আর কেউ অসৎ কাজ করলে, তার ক্ষতিও তার নিজেরই। তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। ❁

47 কিয়ামতের জ্ঞান তারই দিকে ফেরানো হয়। ২২ আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন ফল তার আবরণ থেকে বের হয় না এবং কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না। যে দিন তিনি তাদেরকে (অর্থাৎ মুশারিকদেরকে) ডেকে বলবেন, কোথায় আমার সেই শরীকগণ? তারা বলবে, আমরা আপনার কাছে আরজ করছি যে, আমাদের মধ্যে এখন কেউ এ কথার সাক্ষী নয় (যে, আপনার কোন শরীক আছে)। ❁

22. অর্থাৎ কিয়ামত কোন বছর কত তারিখে হবে নির্দিষ্টভাবে আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানেনা। এ সম্পর্কে তিনি কাউকে অবহিত করেননি। যত বড় জ্ঞানীই হোক তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে এর জ্ঞানকে আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরিয়ে দেবে, বলবে তিনিই জানেন। -অনুবাদক

48 পূর্বে তারা যাদেরকে (অর্থাৎ যেই মিথ্যা উপাস্যদেরকে) ডাকত এখন আর তারা তাদের কোন হদিস পাবে না। তারা উপলক্ষ্মি করবে যে, তাদের আর নিষ্কৃতি নেই। *

49 মানুষ মঙ্গল প্রার্থনায় ক্লান্ত হয় না। আর তাকে যদি কোন অমঙ্গল স্পর্শ করে, তখন চরম হতাশ হয়ে পড়ে, সব আশা ছেড়ে দেয়। *

50 তাকে যে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছিল, তারপর যদি আমি আমার পক্ষ হতে তাকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে অবশ্যই বলবে, এটা তো আমার প্রাপ্য ছিল এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমাকে যদি আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নেওয়াও হয়, তবে আমার বিশ্বাস তাঁর কাছেও আমার কল্যাণই লাভ হবে। আমি কাফেরদেরকে অবশ্যই অবহিত করব, তারা যা-কিছু করেছে এবং তাদেরকে অবশ্যই কঠোর শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। *

51 আমি মানুষের প্রতি যখন কোন অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও পার্শ্ব পরিবর্তন করে দূরে সরে যায়। আবার তাকে যখন কোন অমঙ্গল স্পর্শ করে, তখন সে লম্বা-চওড়া দুআকারী হয়ে যায়। *

52 (হে রাসূল! কাফেরদেরকে) বলে দাও, তোমরা ভেবে দেখেছ কি এ কুরআন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে, তারপরও তোমরা এটাকে অস্বীকার কর, তবে যে ব্যক্তি (এর) ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত থাকে, তার চেয়ে বেশি বিপ্রান্ত আর কে হতে পারে? *

53 আমি আমার নির্দর্শনাবলী তাদেরকে দেখাব বিশ্বজগতেও এবং খোদ তাদের অস্তিত্বের ভেতরও, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটাই সত্য। ২৩ তোমার প্রতিপালকের একথা কি যথেষ্ট নয় যে, তিনি সকল বিষয়ের সাক্ষী? *

23. অর্থাৎ কুরআন যে আল্লাহর সত্য কিভাব এর অপরাপর দলীল-প্রমাণ তো আপন স্থানে আছেই। এবার আমি এর সপক্ষে আমার কুদরতের নির্দর্শন দেখাব তাদের নিজ অস্তিত্বের ভেতরও এবং তাদের আশপাশে সমগ্র আরব এলাকায়, এবং সারা জাহানে। তা দ্বারা কুরআন ও কুরআনের বাহকের সত্যতা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। কী সে নির্দর্শন? তা হচ্ছে ইসলামের আজিমুশান দিঘিজয়, যা কুরআনী ভবিষ্যত্বাণী অনুযায়ী বাহ্যিক আসবাব-উপকরণের সম্পূর্ণ বিপরীত, অত্যন্ত বিশ্বাসকরভাবে সাধিত হয়েছিল। সুতরাং মক্কার কাফেরগণ বদরের যুদ্ধে খোদ নিজেদের অস্তিত্বের ভেতর, মক্কা বিজয়ে আরব জাহানের কেন্দ্রভূমিতে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সমগ্র বিশ্বে এ নির্দর্শন নিজেদের চোখে দেখে নিয়েছে।

এমনও হতে পারে যে, এ আয়াতে যে নির্দর্শনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, তা হল সেই সব সাধারণ নির্দর্শন, যা চিন্তাশীল ব্যক্তি তার নিজ অস্তিত্ব ও বিশ্ব চরাচরের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে দেখতে পায়। তা দ্বারা যেমন আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি কুরআন মাজীদে প্রদত্ত বক্তব্যসমূহেরও সত্যতা প্রতিভাত হয়। কেননা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কুরআনের সব কথা বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার যে শাশ্বত বিধান ও প্রাকৃতিক নিয়ম-বীতি কার্যকর রয়েছে, তার সাথে শতভাগ সঙ্গতিপূর্ণ, আর তা নিয়-নতুনভাবে মানুষের সামনে পরিস্ফুট হচ্ছে। আর এসব বিষয় যেহেতু মানুষের কাছে একসঙ্গে প্রকাশ পায় না; এবং এক-এক করে ক্রমান্বয়ে তার উপর থেকে পর্দা উন্মোচিত হচ্ছে তাই আল্লাহ তাআলা বিষয়টাকে 'আমি আমার নির্দর্শনাবলী দেখাব' শব্দে ব্যক্ত করেছেন (-অনুবাদক তাফসীরে উসমানী থেকে)।

54 জেনে রেখ, তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে আছে। জেনে রেখ, তিনি অবশ্যই প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন। *



♦ আশ্-শূরা ♦

1 হা-মীম। *

2 আইন-সীন-কাফ। *

3 (হে রাসূল!) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ এভাবেই ওহী নায়িল করেন তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তী (রাসূলগণ)-এর প্রতি। *

4 যা-কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা-কিছু আছে পৃথিবীতে তা তাঁরই। তিনিই সমুচ্চ, মর্যাদাবান। *

5 আকাশমণ্ডলী উপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, ১ ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করে

এবং পৃথিবীবাসীর জন্য ইসতিগফার করে। মনে রেখ, আল্লাহই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ♡

1. অর্থাৎ আকাশমণ্ডলে এত বিপুল সংখ্যক ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল আছে, যেন তাদের ভাবে আকাশমণ্ডল ভেঙ্গে পড়বে।

6 যারা তাকে ছাড়া অন্যকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, আল্লাহ তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। আর তুমি নও তাদের ধিমাদার। ♡

7 এভাবেই আমি তোমার উপর নায়িল করেছি আরবী কুরআন, যাতে তুমি সতর্ক কর কেন্দ্রীয় জনপদ (মক্কা) ও তার আশপাশের মানুষকে এবং সতর্ক কর সেই দিন সম্পর্কে, যে দিন সকলকে একত্র করা হবে, যে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। একদল যাবে জানাতে এবং একদল প্রজ্বলিত আগুনে। ♡

8 আল্লাহ চাইলে তাদের সকলকে একই দল বানাতে পারতেন। ১ কিন্তু তিনি যাকে চান নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করেন। আর যারা জালেম তাদের নেই কোন অভিভাবক, না কোন সাহায্যকারী। ♡

2. অর্থাৎ জোরপূর্বক সকলকে মুসলিম বানাতে পারতেন, কিন্তু মানুষকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল তাদেরকে পরীক্ষা করা যে, কে বিনা চাপে ষ্঵েচ্ছায় বুঝে-শুনে সত্য গ্রহণ করে আর কে তা থেকে বিমুখ থাকে। এ পরীক্ষার উপরই আধ্যাতলের পুরস্কার ও শাস্তি নির্ভর করে। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কাউকে জোরপূর্বক মুসলিম বানান না।

9 তারা কি তাঁকে ছেড়ে অন্য অভিভাবক গ্রহণ করেছে? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তো অভিভাবক। তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। ♡

10 তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর তার মীমাংসা আল্লাহরই উপর ন্যস্ত। তিনিই আল্লাহ, যিনি আমার প্রতিপালক। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হয়েছি। ♡

11 তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুর্পদ জন্মদের মধ্যেও সৃষ্টি করেছেন জোড়া। এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোনও জিনিস নয় তার অনুরূপ। তিনিই সব কথা শোনেন, সবকিছু দেখেন। ♡

12 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কুণ্ডি তাঁরই হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছে করেন রিয়ক প্রশংসন করে দেন এবং (যার জন্য চান) সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর জ্ঞাতা। ♡

13 তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেই পন্থাই স্থির করেছেন, যার হৃকুম দিয়েছিলেন তিনি নৃহকে ২ এবং (হে রাসূল!) যা আমি ওইর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠিয়েছি এবং যার হৃকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে, তোমরা দীন কায়েম কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না। (তা সন্ত্তোষ) তুমি মুশারিকদেরকে যে দিকে ডাকছ তা তাদের কাছে অত্যন্ত কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে চান বেছে নিয়ে নিজের দিকে ঢানেন। আর যে-কেউ তার অভিমুখী হয় তাকে নিজের কাছে পৌঁছে দেন। ♡

3. নবুওয়াতের ধারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হলেও সর্বপ্রথম রাসূল ছিলেন হযরত নৃহ আলাইহিস সালাম। প্রকৃতপক্ষে শরয়ী বিধি-বিধানের সিলসিলা তাঁর থেকেই শুরু হয়। আর নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারা শেষ হয়েছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের মাধ্যমে। হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম মাঝখনের বিখ্যাত নবী। এ আয়াতে জানানো হচ্ছে, সমস্ত নবী-রাসূলের মূল দীন ছিল একই। আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-আখলাক ইত্যাদিতে মৌলিকভাবে একই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সকল দীনে। পার্থক্য কেবল শাখাগত বিষয়ে, যা কালভেদে বিভিন্ন রকম হয়েছে (-অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী অবলম্বনে)।

14 এবং মানুষ তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই কেবল পারম্পরিক শক্রতার কারণে (দীনের ভেতর) বিভেদ সৃষ্টি করেছে। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যদি একটি কথা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পূর্বেই স্থিরীকৃত না থাকত, তবে তাদের বিষয়ে ফায়সালা হয়ে যেত। ৩ তাদের পর যাদেরকে কিতাবের ওয়ারিশ বানানো হয়েছে, তারা এ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পড়ে আছে। ♡

4. অর্থাৎ পূর্ব থেকেই একথা স্থির রয়েছে যে, শাস্তি দিয়ে সকলকে এক সঙ্গে ধ্বংস করা হবে না; বরং অবকাশ দেওয়া হবে, যাতে কেউ চাইলে দুইমান আনতে পারে।

15 সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি ওই বিষয়ের দিকেই মানুষকে ডাকতে থাক এবং তুমি অবিচলিত থাক (এ দীনের উপর), যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে। আর তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। বলে দাও, আমি তো আল্লাহ যে কিতাব নায়িল করেছেন তার প্রতি দুইমান এনেছি আর আমাকে তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের রবব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে (এখন) কোন বিতর্ক নেই। আল্লাহ

- আমাদের সকলকে একত্র করবেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে। ❁
- 16** যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি করে, লোকে তাঁর কথা মেনে নেওয়ার পরও, তাদের বিতর্ক তাদের প্রতিপালকের কাছে বাতিল। তাদের উপর (আল্লাহর) গজব এবং তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। ❁
- 17** তিনিই আল্লাহ, যিনি সত্য সম্বলিত এ কিতাব ও ন্যায়ের তুলাদণ্ড অবর্তীণ করেছেন। **৫** তুমি কী জান, কিয়ামত হয়ত নিকটেই। ❁
5. জড়বন্ধ মাপার জন্যও আল্লাহ তাআলা তুলাদণ্ড দিয়েছেন এবং আকীদ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, বিচার-বিবেচনা ও মতামত মাপারও তুলাদণ্ড দিয়েছেন, সে তুলাদণ্ড হল মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এবং তারও উপরে দীন ও কিতাব। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যেখানে ন্যায্য মীমাংসা দান করতে ব্যর্থ হয়ে যায়, সেখানে আল্লাহর কিতাবই যথার্থ মীমাংসা দান করতে পারে। -অনুবাদক
- 18** যারা তাতে ঈমান রাখে না, তারাই তার জন্য তাড়াহুড়া করে। আর যারা ঈমান এনেছে তারা তার ব্যাপারে ভীত থাকে এবং তারা জানে তা সত্য। জেনে রেখ, যারা কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা ঘোর গোমরাহীতে পতিত। ❁
- 19** আল্লাহ নিজ বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। তিনি যাকে চান রিয়ক দান করেন এবং তিনিই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। ❁
- 20** যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, তার জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি (কেবল) দুনিয়ার ফসল কামনা করে, তাকে আমি তা থেকেই খানিকটা দান করি। **৬** আখেরাতে তার কোন অংশ নেই। ❁
6. এই একই কথা সুরা বনী ইসরাইলেও (১৭ : ১৮) বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কেবল দুনিয়ার মঙ্গল চায়, তাকে কেবল দুনিয়ার নি'আমত দেওয়া হয় এবং তাও তার বাঞ্ছিত সবকিছু নয়; বরং আল্লাহ যাকে যতটুকু দিতে চান ততটুকুই দিয়ে থাকেন।
- 21** তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) কি এমন শরীক আছে, যারা তাদের জন্য এমন দীন স্থির করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (আল্লাহর পক্ষ হতে) যদি মীমাংসাকর বাণী স্থিরীকৃত না থাকত তবে তাদের ব্যাপারটা চুকিয়েই দেওয়া হত। অবশ্যই জালেমদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। ❁
- 22** (তখন) জালেমদেরকে দেখবে, তারা যা অর্জন করেছে তার (পরিণামের) ব্যাপারে শক্তি থাকবে। আর তা তো তাদের উপর আপত্তি হবেই। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা থাকবে জানাতের কেয়ারিতে। তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে যা চাবে তাই পাবে। এটাই বিরাট অনুগ্রহ। ❁
- 23** এরই সুসংবাদ আল্লাহ তার সেই সকল বান্দাকে দান করেন, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। (হে রাসূল! কাফেরদেরকে) বলে দাও, আমি এর (অর্থাৎ তাবলীগের) বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না আভীয়ের সৌহার্দ্য ছাড়। **৭** যে-কেউ সৎকর্ম করবে আমি তার জন্য সে সৎকর্মে অতিরিক্ত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করব। **৮** নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী। ❁
7. মুক্তার কুরাইশদের সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আভীয়তা ছিল তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে, আমি তোমাদের কাছে তাবলীগের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু অন্তর্পক্ষে তোমাদের সঙ্গে আমার আভীয়তার বিষয়টা তো লক্ষ রাখ এবং সেই আভিতে আমাকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাক ও আমার কাজে বাধা সৃষ্টি হতে নিবৃত্ত থাক।
8. অর্থাৎ সেই সৎকর্মের কারণে যতটুকু প্রতিদান তার প্রাপ্য তা অপেক্ষা বেশি দেব।
- 24** তবে কি তারা বলে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেছে? অথচ আল্লাহ চাইলে তোমার অন্তরে মোহর করে দিতে পারেন। আল্লাহ তো মিথ্যাকে মিটিয়ে দেন ও সত্যকে নিজ বাণীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। **৯** নিশ্চয়ই তিনি অন্তরে লুকায়িত বিষয়াবলীও জানেন। ❁
9. অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি নিজের পক্ষ থেকে এ কুরআন রচনা করতেন (নাউয়ুবিল্লাহ) তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে মোহর করে দিতেন, ফলে তাঁর পক্ষে এরূপ বাণী পেশ করা সম্ভবই হত না। কেননা আল্লাহ তাআলার রীতিই হল মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারকে সফল হতে না দেওয়া। যখনই কেউ মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করে, তিনি তার কথাবার্তাকে অকার্যকর করে দেন এবং তার মিথ্যাচারকে মিটিয়ে দেন। পক্ষান্তরে যার নবুওয়াত দাবি সত্য হয়, তাকে নিজ বাণীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেন।
- 25** এবং তিনিই নিজ বান্দাদের তাওবা করুল করেন ও গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর তোমরা যা-কিছু কর তা তিনি জানেন। ❁

- 26 যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের দুভাঁ তিনি শোনেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশি দান করেন। আর কাফেরদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। *
- 27 আল্লাহ যদি তার সমস্ত বান্দার জন্য রিয়ককে বিস্তার করে দিতেন, তবে পৃথিবীতে তারা তার অবাধ্যতায় লিপ্ত হত, কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা তা অবর্তীর্ণ করে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি নিজ বান্দাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জানেন, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। *
- 28 তিনিই মানুষ হতাশ হয়ে ঘাওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং নিজ রহমত বিস্তার করেন। তিনিই (সকলের) প্রশংসাযোগ্য অভিভাবক। *
- 29 তাঁর অন্যতম নির্দর্শন হল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজন এবং সেই সকল জীবজন্তু যা তিনি এ দু'য়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই এদেরকে সমবেত করতে সক্ষম। *
- 30 তোমাদের যে বিপদ দেখা দেয়, তা তোমাদের নিজ হাতের কৃতকর্মেরই কারণে দেখা দেয়। আর তিনি তোমাদের অনেক কিছুই (অপরাধ) ক্ষমা করে দেন। *
- 31 পৃথিবীতে (আল্লাহকে) ব্যর্থ করে দেওয়ার ক্ষমতা তোমাদের নেই এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, নেই সাহায্যকারীও। *
- 32 তাঁর অন্যতম নির্দর্শন হল সাগরে (বিচরণকারী) পর্বত প্রমাণ জাহাজ। *
- 33 তিনি চাইলে বায়ুকে স্তুক করে দিতে পারেন। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠে তা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নির্দর্শন আছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য। *
- 34 কিংবা (আল্লাহ চাইলে) মানুষের কোন কৃতকর্মের কারণে জাহাজগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন এবং পারেন অনেককে ক্ষমাও করতে। *
- 35 এবং যারা আমার আয়তসমূহে বিতর্ক সৃষ্টি করে, তারা বুঝতে পারত, তাদের জন্য নিষ্কৃতির কোন স্থান নেই। *
- 36 তোমাদেরকে যা-কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ। আল্লাহর কাছে যা আছে, তা অনেক শ্রেয় ও স্থায়ী তাদের জন্য, যারা ঈমান এনেছে ও নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে। *
- 37 এবং যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কর্ম পরিহার করে এবং যখন তাদের ক্রেতান দেখা দেয়, তখন ক্ষমা প্রদর্শন করে। *
- 38 এবং যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিয়েছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাদের কাজকর্ম পারম্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয় এবং আমি তাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তা থেকে (সৎকর্মে) ব্যয় করে। *
- 39 এবং যখন তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হয় তখন তারা তা প্রতিহত করে। ১০ *
10. কারও প্রতি জুলুম করা হলে সামর্থ্য অনুযায়ী তা প্রতিহত করাও ঈমানের দাবি। কেননা জুলুম সয়ে ঘাওয়ার অর্থ নিজেকে অপমানিত করা। নিজেকে অপমানিত করা কোন মুমিনের জন্য শোভন নয়। তা ছাড়া জুলুমকে প্রতিহত করা না হলে জুলুমকারী স্পর্ধিত হয়ে ওঠে। ফলে তার জুলুমের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময় সে ব্যক্তি-বিশেষকেই নয়; বরং গোটা মুসলিম সমাজকেই নিজ অত্যাচারে জর্জিরিত করে তোলে এমনকি আল্লাহ তাআলার দীনও তার সীমালংঘনের শিকার হয়। যাতে এই পর্যায়ে পৌঁছতে না পারে তাই প্রথম যাত্রাতেই তাকে থামিয়ে দেওয়া উচিত। তবে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে প্রতিশোধ গ্রহণ সীমালংঘনে পর্যবসিত না হয়, যেমন প্রবর্তী আয়তে বলা হয়েছে (-অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী, কুরতুবী, রহুল মাআনী প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থ অবলম্বনে)।
- 40 মন্দের বদলা অনুরূপ মন্দ। ১১ তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও সংশোধনের চেষ্টা করে, তার সওয়াব আল্লাহর যিম্মায়। নিশ্চয়ই তিনি জালেমদেরকে পছন্দ করেন না। *
11. অর্থাৎ কারও উপর কোন জুলুম করা হলে, সেই মজলুমের এ অধিকার আছে যে, জালেম তাকে যে পরিমাণ কষ্ট দিয়েছে, সেও তাকে

সেই পরিমাণ কষ্ট দেবে। কিছুতেই তার বেশি কষ্ট দেওয়া যাবে না। আর এ প্রতিশোধ গ্রহণ তার অধিকার মাত্র। পরের বাক্যে জানানো হয়েছে যে, প্রতিশোধ না নিয়ে যদি সবর করে ও জালেমকে ক্ষমা করে দেয়, তবে সেটা খুবই ফর্যালতের কাজ।

- 41 যারা নিজেদের উপর জুলুম হওয়ার পর (সম্পরিমাণে) বদলা নেয়, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। ♦
- 42 অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর জুলুম করে ও পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। এরপ লোকদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। ♦
- 43 প্রকৃতপক্ষে যে সবর অবলম্বন করে ও ক্ষমা প্রদর্শন করে, তো এটা অবশ্যই অত্যন্ত হিমতের কাজ। ♦
- 44 আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তারপর তার কোনো অভিভাবক নেই। জালেমগণ যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তুমি তাদেরকে বলতে দেখবে, ফিরে যাওয়ার কি কোন পথ আছে? ♦
- 45 তুমি তাদেরকে দেখবে, তাদেরকে জাহানামের সামনে এভাবে পেশ করা হবে যে, তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অস্ফুট চোখে তাকাচ্ছ। আর মুমিনগণ বলবে, বাস্তবিকই সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা কিয়ামতের দিনে নিজেদেরকে এবং পরিবারবর্গকে ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। মনে রেখ, জালেমগণ স্থায়ী আয়াবের ভেতর থাকবে। ♦
- 46 তারা এমন কোন অভিভাবক পাবে না, যারা আল্লাহর বিপরীতে তাদের কোন সাহায্য করতে পারবে। আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তার (নিষ্ঠিতির) কোন পথ থাকবে না। ♦
- 47 (হে মানুষ!) তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও সেই দিন আসার আগেই, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে রদ করা যাবে না। ১২ সে দিন তোমাদের কেন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের কেন আপত্তিরও সুযোগ থাকবে না। ১৩ ♦
12. অর্থাৎ একবার যখন আল্লাহ তাআলা সেদিনটি সংঘটিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন, তারপর আর তাঁর পক্ষ হতে তা রদ করা হবে না, তা হয়ে যাবে তার অট্টল ফয়সালা। অথবা ﴿مِنْ أَنْ يَرَى مِنْ أَنْ يَرَى﴾ এর সম্পর্ক তৈরি এর সাথে, অর্থ হবে ‘আল্লাহর পক্ষ হতে সেই দিন আসার আগেই, যা রদ করা হবে না (-অনুবাদক, আল-কাশশাফ অবলম্বনে)।
13. অর্থাৎ কারও আল্লাহ তাআলাকে একথা জিজ্ঞেস করার সাধ্য হবে না যে, তাকে একপ শাস্তি কেন দেওয়া হচ্ছে? কেননা তার আগেই তো প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যথাযথ দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। [ইবনে কাহীর বাক্যটির অর্থ করেছেন, কেউ এমন কোন জ্ঞান পাবে না, যেখানে সে অপরিচিত থেকে যাবে -অনুবাদক]
- 48 (হে রাসূল!) তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমি তোমাকে তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি। (বাণী) পৌঁছানো ছাড়া তোমার কোন দায়িত্ব নেই এবং (মানুষের অবস্থা হল) আমি যখন মানুষকে আমার পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন তারা তাতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে আবার যখন তাদের নিজেদের হাতের কামাইয়ের কারণে তাদের কোন বিপদ দেখা দেয়, তখন সেই মানুষই ঘোর অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। ♦
- 49 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। ♦
- 50 অথবা পুত্র ও কন্যা উভয় মিলিয়ে দেন। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্য করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। ♦
- 51 কোন মানুষের এ যোগ্যতা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ১৪ (সামনা সামনি), তবে ওহীর মাধ্যমে (বলতে পারেন) অথবা কোন পর্দার আড়াল থেকে কিংবা তিনি কোন বার্তাবাহী (ফেরেশতা) পাঠিয়ে দেবেন, যে তাঁর নির্দেশে তিনি যা চান সেই ওহীর বার্তা পৌঁছে দেবে। নিশ্চয়ই তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাময়। ♦
14. এ দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলা কোন মানুষের সাথে সামনা সামনি কথা বলেন না। কেননা মানুষের তা সহ্য করার ক্ষমতা নেই। মানুষের সাথে কথা বলার জন্য তিনি তিনটি পদ্ধতির কোনও একটি গ্রহণ করেন। (এক) একটি পদ্ধতিকে তিনি ‘ওহী’ নামে অভিহিত করেছেন। তার মানে তিনি যে কথা বলতে চান, তা কারও অন্তরে ঢেলে দেন। (দুই) দ্বিতীয় পদ্ধতি হল পর্দার আড়াল থেকে বলা। অর্থাৎ কে বলছে তা দেখা ছাড়াই তার কথা কানের মাধ্যমেই শুনতে পাওয়া। যেমন হয়রত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে এভাবে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছিলেন। (তিনি) নিজ বাণী কোন ফেরেশতার মাধ্যমে কোন নবীর কাছে পাঠানো।

৫২ এভাবেই আমি আমার নির্দেশে তোমার প্রতি ওহীকাপে নাযিল করেছি এক রাহ। ১৫ ইতঃপূর্বে তুমি জানতে না কিতাব কী এবং (জানতে) না টেমান। কিন্তু আমি একে (অর্থাৎ কুরআনকে) বানিয়েছি এক নূর, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্য হতে থাকে চাই হেদয়াত দান করি। নিশ্চরই তুমি মানুষকে দেখাচ্ছ হেদয়াতের সেই সরল পথ ✪

15. 'রাহ' দ্বারা এ আয়াতে কুরআন মাজীদ ও তার বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। কেননা এর দ্বারা মানুষের মৃত আত্মায় প্রাণ সঞ্চার হয়, তার রুহানী জীবন সঞ্চাবিত হয়। এটাও সম্ভব যে, রাহ দ্বারা হযরত জিবরান্তেল আলাইহিস সালামকে বোঝানো উদ্দেশ্য। তাঁকে রুহল কুদসও বলা হয়। কুরআন মাজীদ নাযিল করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকেই মাধ্যম বানিয়েছিলেন।

৫৩ যা আল্লাহর পথ, যার মালিকানায় রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই। জেনে রেখ, যাবতীয় বিষয় শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই কাছে ফিরবে। ✪



♦ আয়-যুখরুফ ♦

১ হা-মীম। ✪

২ শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। ✪

৩ আমি একে বানিয়েছি আরবী কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। ✪

৪ প্রকৃতপক্ষে এটা আমার নিকট মূল গ্রন্থ (অর্থাৎ লাওহে মাহফুজে) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, হেকমত- পূর্ণ কিতাব। ☰ ✪

1. উম্মুল-কিতাব বা মূলগ্রন্থ হল লাওহে মাহফুজ (সুরক্ষিত ফলক)। কুরআন মাজীদসহ সমস্ত আসমানী কিতাব দুনিয়ায় নাযিল হওয়ার আগে লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল। তাই তাকে উম্মুল-কিতাব বলা হয়ে থাকে। -অনুবাদক

2. কুরআন মাজীদ অনাদি কাল থেকেই 'লাওহে মাহফুজে' বিদ্যমান ছিল। সেখান থেকে তা এক সঙ্গে সম্পূর্ণটা দুনিয়ার আসমানে এবং সেখান থেকে পর্যাপ্তভাবে প্রয়োজন অনুপাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়।

৫ আমি কি বিমুখ হয়ে তোমাদের থেকে এ কিতাব প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? ☰ ✪

3. এটা আল্লাহ তাআলার অপার রহমতের দাবি যে, যারা অবাধ্যতায় সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে তাদেরকেও হেদয়াতের পথ দেখানো হবে। বোঝানো হচ্ছে, তোমরা পছন্দ কর বা নাই কর, আমি তোমাদেরকে হেদয়াতের পথ জানানো ও উপদেশ দান থেকে বিরত হব না।

৬ আমি তো পূর্ববর্তীদের মাঝেও কত নবী পাঠিয়েছি! ✪

৭ তাদের কাছে এমন কোন নবী আসেনি, যাকে তারা ঠাণ্ডা-বিদ্রূপ করত না। ✪

৮ অতঃপর যারা এদের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের) অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী ছিল। তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। আর সেই পূর্ববর্তীদের অবস্থা তো গত হয়েছে। ☰ ✪

4. অর্থাৎ পূর্ববর্তী কত অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ধ্বংসের দৃষ্টান্ত গত হয়েছে এবং পূর্বে বলা হয়েছে, তারা শক্তিমত্তায় তোমাদের চেয়ে উপরে ছিল। তোমরা তা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার যে, আল্লাহর ধরা থেকে যখন তারাই বাঁচতে পারেনি, তখন তোমরাও বাঁচতে পারবে না? (-অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী থেকে।)

৯ তুমি যদি তাদেরকে (মুশারিকদেরকে) জিজেস কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে, তবে তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন সেই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)। ✪

10 যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বানিয়েছেন বিছানা এবং তোমাদের জন্য তাতে বিভিন্ন পথ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। *

11 যিনি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। তারপর আমি তার মাধ্যমে এক মৃত অঞ্চলকে নতুন জীবন দান করি। এভাবেই তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করে নতুন জীবন দান) করা হবে। *

12 এবং যিনি সর্বপ্রকার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য নৌযান ও চতুর্পদ জন্ম সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহন করে থাক। ✎ *

৫. মানুষ যেসব বাহনে আরোহণ করে তা দুরকম। (এক) এমন সব বাহন, যার নির্মাণে মানুষের কোনও না কোনও রকমের ভূমিকা থাকে। নৌযান দ্বারা এ জাতীয় বাহনের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

(দুই) দ্বিতীয় প্রকারের বাহন এমন, যার তৈরিতে মানুষের কোনও রকম ভূমিকা থাকে না, যেমন ঘোড়া, উট ও সওয়ারীর অন্যান্য জন্ম। চতুর্পদ জন্ম বলে এ জাতীয় বাহনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আয়তে বোঝানো উদ্দেশ্য যে, উভয় প্রকারের যানবাহন মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নি'আমত। মানুষ যেসব পশুতে আরোহণ করে, তা মানুষ অপেক্ষা অনেকে বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে মানুষের এমন বশীভৃত করে দিয়েছেন যে, একটি শিশুও লাগাম ধরে তাদেরকে বেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে।

যে সকল যানবাহন তৈরিতে মানুষের কিছুটা ভূমিকা থাকে, যেমন নোকা, জাহাজ, রেলগাড়ি প্রভৃতি, তার কাঁচামালও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলাই মানুষকে এমন যোগ্যতা ও ক্ষমতা দান করেছেন, যার বলে সে তা দ্বারা এসব যানবাহন তৈরি করতে পারছে।

13 যাতে তোমরা তার পিঠে চড়তে পার, তারপর যখন তোমরা তাতে চড়ে বস, তখন তোমাদের প্রতিপালকের নি'আমত স্মরণ কর এবং বল, পবিত্র সেই সন্তা, যিনি এই বাহনকে আমাদের বশীভৃত করে দিয়েছেন। অন্যথায় একে বশীভৃত করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। *

14 নিশ্চয়ই আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে। ✎ *

৬. এটা যানবাহনে চড়ার দুআ। চড়ার সময় এ দুআ পড়তে হয়। এতে প্রথমত স্বীকার করা হয়েছে যে, যানবাহন আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। তিনি এ নি'আমত দান না করলে মানুষের পক্ষে একে আয়ত করা সম্ভব ছিল না আর সেক্ষেত্রে মানুষকে অশেষ কষ্টের সম্মুখীন হতে হত। দ্বিতীয়ত দুআর শেষ বাকে এ দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, যে-কোনও সফরকালে তাকে মনে রাখতে হবে, তার একটি আখেরী সফরও আছে, যখন তাকে এ দুনিয়া ছেড়ে নিজ প্রতিপালকের কাছে চলে যেতে হবে। তখন তাঁর কাছে নিজের সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে। কাজেই এখানে থাকা আবস্থায় এমন কোন কাজ করা উচিত হবে না, বদরূণ সেখানে লজ্জিত হতে হয়।

15 এবং তারা (অর্থাৎ মুশরিকগণ) তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ (অর্থাৎ সন্তান) স্থির করে নিয়েছে। ✎ নিশ্চয়ই মানুষ প্রকাশ্য অকৃতজ্ঞ। *

৭. আরবের মুশরিকরা বিশ্বাস করত ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার কন্যা। এখান থেকে তাদের সেই বিশ্বাস খণ্ডন করা হচ্ছে। তাদের এ বিশ্বাস যে ব্রাত্ত, সামনের আয়তসমূহে (২১নং আয়াত পর্যন্ত) সে সম্পর্কে চারটি দলীল পেশ করা হয়েছে। (এক) আল্লাহ তাআলার কোন সন্তান থাকা সম্ভব নয়। কেননা সন্তান পিতা-মাতার অংশ হয়ে থাকে। কারণ সন্তান তাদের শুক্র ও ডিশানু দ্বারা সৃষ্টি হয়। কাজেই আল্লাহ তাআলার কোন অংশ থাকতে পারে না। তিনি সর্বপ্রকার অংশস্তুত হতে পবিত্র। সুতরাং তার কোন সন্তান থাকা অসম্ভব।

(দুই) মুশরিকদের নিজেদের অবস্থা হল, তারা নিজেদের জন্য কন্যা সন্তানের জন্মকে লজ্জার ব্যাপার গণ্য করে। কারণও কন্যা সন্তান জন্ম নিলে সে যারপরনাই দুঃখিত হয়। আজেব ব্যাপার হল, যারা নিজেদের জন্য কন্যা সন্তানকে প্লানিকর মনে করে, তারাই আবার আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে যে, তার কন্যা সন্তান আছে।

(তিনি) তাদের এই বিশ্বাস অনুযায়ী ফেরেশতাগণ নারী সাব্যস্ত হয়। অথচ তারা নারী নয়।

(চারি) যদিও প্রকৃতপক্ষে নারী হওয়াটা লজ্জার কোন বিষয় নয়। কিন্তু সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা নারীর যোগ্যতা কম হয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টি থাকে বেশ-ভূয়া ও অলংকারাদির দিকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা নিজের কথাটাও ভালোভাবে স্পষ্ট করতে পারে না। সুতরাং কথার কথা যদি আল্লাহ তাআলার কোন সন্তান গ্রহণের ইচ্ছা থাকতও, তবে নারীকে কেন বেছে নেবেন?

16 তবে কি আল্লাহ আপন মাখলুকের মধ্য হতে নিজের জন্য কন্যা বেছে নিয়েছেন আর তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন পুত্র? *

17 অথচ তাদের কাউকে যখন তার (অর্থাৎ কন্যা জন্মের) সুসংবাদ দেওয়া হয়, যাকে তারা দয়াময় আল্লাহর প্রতি আরোপ করে রেখেছে, ✎ তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে মনে মনে তাপিত হতে থাকে। *

৮. আক্ষরিক অর্থ হবে 'যাকে তারা দয়াময় আল্লাহর অনুরূপ সাব্যস্ত করেছে'। অর্থাৎ তারা ফিরিশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে তাদেরকে তাঁর সদৃশ বানিয়ে দিয়েছে, যেহেতু সন্তান পিতা সদৃশ হয়ে থাকে, সেই সন্তান অর্থাৎ কন্যা সন্তানেরই জন্মের সুসংবাদ তাদেরকে দেওয়া হলে তাদের মুখ কালো হয়ে যায়। -অনুবাদক

18 তাছাড়া (আল্লাহ কি এমন সন্তান পছন্দ করেছেন) যে অলংকারের ভেতর লালিত-পালিত হয় এবং যে তর্ক-বিতর্কে নিজের কথা

- খুলে বলতে পারে না? *
- 19 অধিকন্তু তারা ফেরেশতাদেরকে, যারা কিনা আল্লাহর বান্দা, নারী গণ্য করেছে। তবে কি তাদের সূজনকালে তারা উপস্থিত ছিল? তাদের এ দাবি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। *
- 20 এবং তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ চাইলে আমরা তাদের (ফেরেশতাদের) ইবাদত করতাম না। তাদের এ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই। তাদের কাজ কেবল অনুমানে টিল ছোঁড়া। *
- 21 আমি কি এর আগে তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছিলাম, যা তারা আঁকড়ে ধরে আছে? ১ *
৭. আল্লাহ তাত্ত্বাল সম্পর্কে কোন আকীদা-বিশ্বাস পোষণের ভিত্তি হতে পারে দুটি (এক) বিষয়টি এমন সুস্পষ্ট ও সর্বজন বোধগম্য হওয়া যে, বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই তার বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য থাকে; (দুই) বিষয়টি সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাত্ত্বাল পক্ষ হতে কেবল আসমানী কিতাবের মাধ্যমে সুস্পষ্ট বিবৃতি থাকা। মুশারিকরা যেসব আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করত, তার এ রকম কোন ভিত্তি ছিল না। বরং তা ছিল সম্পূর্ণ ঘূর্ণ-বিরুদ্ধ। তাদের কোন আসমানী কিতাবও ছিল না, যার ভেতর সেসব আকীদার বিবরণ থাকবে।
- 22 না, বরং তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে একটা মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরা তাদের পদচাপ ধরে সঠিক পথেই চলছি। *
- 23 এবং (হে রাসূল!) আমি তোমার পূর্বে যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী (রাসূল) পাঠিয়েছি, তখন সেখানকার বিত্তবানেরা একথাই বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে একটা মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরা তাদেরই পদচাপ অনুসরণ করে চলছি। *
- 24 নবী বলল, তোমরা তোমাদের বাপ- দাদাদেরকে যে মতাদর্শের উপর পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের কাছে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট হেদয়াতের বাণী নিয়ে আসি (তবুও কি তোমরা সেই মতাদর্শই অনুসরণ করবে)? তারা উন্নত দিল, তোমাদেরকে যে বাণীসহ পাঠানো হয়েছে, আমরা তা অঙ্গীকার করি। *
- 25 ফলে আমি তাদেরকে শান্তি দান করলাম। সুতরাং দেখে নাও, অবিশ্বাসীদের পরিণাম কেমন হয়েছে? *
- 26 সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা যাদের ইবাদত কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, *
- 27 সেই সন্তোষ্য ব্যতিরেকে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনিই আমাকে পথ দেখান। *
- 28 ইবরাহীম এ বিশ্বাসকে এমনই এক বাণী বানিয়ে দিল, যা তার আওলাদের মধ্যে স্থায়ী হয়ে থাকল, ১০ যাতে মানুষ (শিরক থেকে) ফিরে আসে। *
১০. অর্থাৎ তাওলাদের বিশ্বাস ও ঘূঁঁ ঘূঁঁ ঘূঁঁ এর বাণীকে জোরদার প্রচার ও উসিয়তের মাধ্যমে নিজ বংশধরদের মধ্যে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আওলাদের মধ্যে একদল না একদল দৃঢ়ভাবে এ বাণীকে আঁকড়ে ধরে রাখবে। সুতরাং বিশেষভাবে তার পুত্র হ্যায়েত ইসমাইল 'আলাইহিস সালামের মহান বংশধর শেষ নবী মুহাম্মাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বব্যাপী এ বাণীর এমনই জয়ড়ক্ষা বাজিয়ে দিয়েছেন যে, বিশ্বাসে, উচ্চারণে ও কর্মে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য এর পরাক্রম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। - অনুবাদক
- 29 (তা সন্তোষ বহু লোক ফিরে আসল না) তথাপি আমি তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাদেরকে জীবন ভোগ করতে দেই। পরিশেষে তাদের কাছে আসল সত্য এবং সুস্পষ্ট হেদয়াত দানকারী রাসূল। *
- 30 যখন সে সত্য তাদের কাছে আসল, তখন তারা বলল, এটা তো যাদু। আমরা এটা অঙ্গীকার করি। *
- 31 এবং বলল, এ কুরআন দুই জনপদের কোন বড় ব্যক্তির উপর নাফিল করা হল না কেন? ১১ *
১১. 'দুই জনপদ' দ্বারা 'মৰ্কা মুকাররমা' ও 'তায়েফ' বোঝানো হয়েছে। এতদৰ্থে এ দুটিই ছিল বড় শহর। তাই মুশারিকরা বলল, এ দুই শহরের কোন বিত্তবান সর্দারের উপরই কুরআন নাফিল হওয়া উচিত ছিল।

32 তবে কি তারাই তোমার প্রতিপালকের রহমত বণ্টন করবে? ১২ পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকাও তো আমিই বণ্টন করেছি এবং আমিই তাদের একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি, যাতে তাদের একে অন্যের দ্বারা কাজ নিতে পারে। তোমার প্রতিপালকের রহমত তো তারা যা (অর্থ-সম্পদ) সঞ্চয় করে, তা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ১৩ ♣

12. এখানে রহমত দ্বারা নবুওয়াত বোঝানো উদ্দেশ্য। বলা হচ্ছে যে, তারা যে বলছে, কুরআন নাযিল হওয়া উচিত ছিল মঙ্গা বা তামেফের কোন বড় ব্যক্তির উপর, তার অর্থ দাঁড়ায়, তারা যেন বলতে চাচ্ছে, নবুওয়াত কাকে দান করা হবে আর কাকে দান করা হবে না, এর ফায়সালা করার অধিকার তাদেরই।

13. এখানে রহমত বলতে নবুওয়াত বোঝানো হচ্ছে। বোঝানো হচ্ছে, নবুওয়াত তো বহু উচ্চ স্তরের জিনিস। এটা বণ্টনের দৃঘৃত তো তাদের উপর ন্যস্ত করার প্রশ্নই আসে না। এমনকি পার্থিব অর্থ-সম্পদ, যা নবুওয়াত অপেক্ষা অনেক নিউন্সের জিনিস, তা বণ্টনের দায়িত্বও আমি তাদের উপর ছাড়িনি। কেননা তারা এরও যোগ্য ছিল না। বরং আমি নিজেই এর জন্য এমন ব্যবস্থা করেছি যদ্দের তাদের প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজন সমাধার জন্য অন্যের কাছে ঠেকা থাকে। এই পারম্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে মানুষের রোজগারের মধ্যেও তারতম্য রাখা হচ্ছে। সেই তারতম্যের কারণেই এক ব্যক্তি অন্যের প্রয়োজন সমাধা করে দেয়। আয়তে যে বলা হচ্ছে ‘যাতে তাদের একে অন্যের দ্বারা কাজ নিতে পারে, তার মর্ম এটাই। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ‘মাআরিফুল কুরআনে’ এ আয়তের ব্যাখ্যায় যে আলোচনা করা হচ্ছে, তা দেখা যেতে পারে।

33 সমস্ত মানুষ একই মতাবলম্বী (অর্থাৎ কাফের) হয়ে যাবে এই আশঙ্কা না থাকলে, যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে, আমি তাদের ঘরের ছাদও করে দিতাম রূপার এবং তারা যে সিঁড়ি দিয়ে চড়ে তাও। ♣

34 আর তাদের ঘরের দরজাগুলি এবং সেই পালকগুলিও, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসে। ♣

35 বরং করতেন সোনার তৈরি। প্রকৃতপক্ষে এসব পার্থিব জীবনের সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়। ১৪ আর তোমার প্রতিপালকের নিকট মুত্তাকীদের জন্য আছে আখেরাত। ♣

14. বোঝানো উদ্দেশ্য, দুনিয়ার ধন-দৌলত আল্লাহ তাআলার কাছে অতি তুচ্ছ জিনিস। তা এতই মূল্যহীন যে, কাফেরদের প্রতি অসম্পৃষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি সোনা-রূপা দিয়ে তাদের আভিনা ভরে দিতে পারেন। মানুষ সোনা-রূপার হীনতা বুঝতে না পেরে কাফেরদের ধন-সম্পদ দেখে নিজেরাও কাফের হয়ে যাবে এই আশঙ্কা না থাকলে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের ধর-বাড়ি ও সমস্ত আসবাবপত্র সোনা-রূপার বানিয়ে দিতেন। কেননা তা তো ধূংস ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার বস্ত। প্রকৃত সম্পদ হল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও আখেরাতের স্থায়ী জীবনের সুখশোষণি আর তা কেবল মুত্তাকীগণই লাভ করবে। সুতরাং কুরআন কোন বিত্তবান ব্যক্তির উপর নাযিল হোক এটা বিলকুল অসার দাবি।

36 যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিকির থেকে অন্ধ হয়ে যাবে, তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, যে তার সঙ্গী হয়ে যায়। ১৫ ♣

15. এর দ্বারা জানা গেল নিশ্চিন্তে পাপ করতে থাকা ও সেজন্য অনুত্পন্ন না হওয়া অতি গুরুতর ব্যাপার। তার একটা কুফল এই যে, শয়তান তার উপর চড়াও হয় এবং তাকে পুণ্যের কাজে আসতে না দিয়ে সর্বদা পাপ-কর্মে মশ রাখে। এভাবে সে একজন পাপিষ্ঠরাপে জীবন যাপন করতে থাকে আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন।

37 তারা (অর্থাৎ শয়তানেরা) তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে আর তারা মনে করে আমরা সঠিক পথেই আছি। ♣

38 পরিশেষে একপ ব্যক্তি যখন আমার কাছে আসবে তখন (সে তার সঙ্গী শয়তানকে) বলবে, আহা! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত। কেননা তুমি বড় মন্দ সঙ্গী ছিলে। ♣

39 আজ একথা কিছুতেই তোমাদের কোন উপকারে আসবে না, যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করেছিলে। তোমরা শাস্তিতে একে অন্যের অংশীদার। ১৬ ♣

16. দুনিয়ার নিয়ম হল একই কষ্ট একত্রে একাধিক ব্যক্তি ভোগ করলে তাতে প্রত্যেকের মনে কষ্টের অনুভূতি একটু লাঘব হয়। এই ভেবে প্রত্যেকে একটু সান্ত্বনা বোধ করে যে, কষ্ট আমি একা পাচ্ছি না, অন্যেও আমার সঙ্গে শরীর আছে। কিন্তু জাহানামের ব্যাপার এর বিপরীত। সেখানে প্রত্যেকের কষ্ট এত বেশি হবে যে, সেই শাস্তিতে অন্যকে লিপ্ত দেখলেও কষ্টবোধ বিন্দুমাত্র লাঘব হবে না।

40 সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে কিংবা অন্ধ এবং যারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত তাদেরকে সুপথে আনতে পারবে? ♣

41 সুতরাং আমি হয়ত তোমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেব, তারপর তাদেরকে শাস্তিদান করব ♣

- 42 কিংবা তোমাকেও তা (অর্থাৎ সেই শান্তি) দেখিয়ে দেব, যার ওয়াদা আমি তাদের সাথে করেছি। তাদের উপর তো আমার (দুটির যে-কোনটি করার) পূর্ণ ক্ষমতা আছে। ❁
- 43 সুতরাং তোমার প্রতি যে ওহী নাখিল করা হয়েছে, তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথে আছ। ❁
- 44 বস্তুত এ ওহী তোমার ও তোমার কওমের জন্য সুখ্যাতির উপায়। তোমাদের সকলকে জিজ্ঞেস করা হবে (তোমরা এর কী হক আদায় করেছ?)। ❁
- 45 তোমার আগে আমি যে রাসূলগণকে পাঠিয়েছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, ^{১৭} আমি কি দয়াময় আল্লাহ ছাড়া আরও কোন মাবুদ স্থির করেছিলাম, যাদের ইবাদত করা যায়? ❁
17. অর্থাৎ তোমার পূর্ববর্তী নবীগণের উপর যে কিতাব নাখিল হয়েছিল, তা দেখে নাও যে, তাদেরকে কী শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল? (নিঃসন্দেহে তোমার মত তাদেরকেও তাওহীদেরই শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কোন নবীর শিক্ষায় শিরকের কোন স্থান নেই। -অনুবাদক)
- 46 আমি মূসাকে আমার নির্দর্শনাবলীসহ ফির'আউন ও তার অমাত্যবর্গের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে তাদেরকে বলেছিল, আমি রাবুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল। ❁
- 47 অনন্তর সে যখন তাদের সামনে আমার নির্দর্শনসমূহ পেশ করল, অমনি তারা তা নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগল। ❁
- 48 আমি তাদেরকে যে নির্দর্শনই দেখাতাম, তা তার আগের নির্দর্শন অপেক্ষা বড় হত। আমি তাদেরকে শান্তিও দিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে। ^{১৮} ❁
18. মিসরবাসীকে উপর্যুক্তি বিভিন্ন বালা-মুসিবতে আক্রান্ত করা হয়েছিল। আয়াতের ইশারা তারই দিকে। সূরা আরাফে (৭ : ১৩৩-১৩৫) তা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।
- 49 তারা বলতে লাগল, হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালক তোমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার অঙ্গে দিয়ে তাঁর কাছে আমাদের জন্য দুআ কর। নিশ্চয়ই আমরা সুপথে চলে আসব। ❁
- 50 অতঃপর আমি যখন তাদের থেকে শান্তি অপসারিত করতাম, অমনি তারা ওয়াদা ভঙ্গ করত। ❁
- 51 ফির'আউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা করল, হে আমার কওম! মিসরের রাজত্ব কি আমার হাতে নয়? এবং (দেখ) এইসব নদ-নদী আমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না? ^{১৯} ❁
19. অর্থাৎ তোমরা কি দেখছ না কত বড় আমার রাজত্ব ও ঐশ্বর্য এবং কী বিপুল আমার ক্ষমতা আর আমার বিপরীতে কত ক্ষুদ্র এই মূসা? এবার তোমরাই বল, তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কী আমার মতো সম্মাটের পক্ষে শোভা পায় এবং এটা কি কোনো ঘৃণ্ণিত কথা? বস্তুত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের মোহ এভাবেই মানুষের অস্তর্দৃষ্টিকে আচম্ভ করে রাখে। ফলে সত্যগ্রহণের নবীর তার হয় না। -অনুবাদক
- 52 বরং আমিই ওই ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে অতি হীন এবং পরিষ্কার করে কথা বলাও যার পক্ষে কঠিন। ❁
- 53 আচ্ছা, (সে যদি নবী হয়, তবে) তাকে কেন সোনার কাঁকন দেওয়া হল না। কিংবা তার সাথে দলবদ্ধভাবে ফেরেশতা আসল না কেন? ❁
- 54 এভাবেই সে নিজ সম্প্রদায়কে বেকুব বানাল এবং তারাও তার কথা মেনে নিল। প্রকৃতপক্ষে তারা সকলে ছিল পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়। ^{২০} ❁
20. এ আয়তে যেমন ফির'আউনকে, তেমনি তার কওমকেও গুনাহগার বলা হয়েছে। ফির'আউনকে গুনাহগার বলার কারণ, সে তার রাজত্বকে ঈশ্বরত্বের নির্দর্শন সাব্যস্ত করে নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছিল এবং এভাবে সে নিজ সম্প্রদায়কে বেকুব বানিয়েছিল। তার সম্প্রদায়কে গুনাহগার বলা হয়েছে এ কারণে যে, তারা এরাপ চরম বিব্রান্ত ব্যক্তিকে নিজেদের রাজা মেনেনিয়েছিল এবং যাবতীয় গোমরাহী কাজে তার অনুসরণ করেছিল। এর দ্বারা জানা গেল, কোন পথপ্রেষ্ঠ লোক যদি কোন জাতির উপর আর্থিপত্য বিস্তার করে আর তারা তার পতন ঘটানোর চেষ্টা করার পরিবর্তে তার প্রতিটি অন্যায় কাজে তার আনুগত্য করে যায়, তবে তার মত তারাও সমান অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

- 55 তারা যখন আমাকে অসন্তুষ্ট করল আমি তাদেরকে শান্তি দিলাম এবং তাদেরকে করলাম নিমজ্জিত। *
- 56 এবং তাদেরকে বানিয়ে দিলাম এক বিগত জাতি এবং অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত। *
- 57 যখন (ঈসা) ইবনে মারয়ামের উদাহরণ দেওয়া হল, অমনি তোমার সম্প্রদায় তা নিয়ে হৈ-চৈ শুরু করে দিল। ১১ *
21. মূর্তিপূজকদেরকে লক্ষ করে যখন সুরা আবিয়ার এক আয়তে বলা হল, ‘নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে যে উপাস্যদের পূজা তোমার কর, সকলেই জাহানামের ইন্ধন (২১: ৯৮), তখন এক কাফের তার উপর প্রশংস তুলল, বহু লোক হযরত ঈসা আলাইহিস সালামেরও উপাসনা করে। এ আয়তের দাবি অনুযায়ী তিনিও কি তবে জাহানামের ইন্ধন? অথচ মুসলিমদের বিশ্বাস তিনি আল্লাহ তাআলার একজন মনোনীত নবী ছিলেন। তার এ কথা শুনে অন্যান্য কাফেরগণ আনন্দে হংস্য করে উঠল যে, এই ব্যক্তি বড় খাসা প্রশংস করেছে। অথচ তার প্রশংসটি ছিল একেবারেই অবাস্তুর। কেননা আয়তের সম্মৌল ছিল মূর্তিপূজকদের প্রতি, খিস্টানদের প্রতি নয় এবং তাতে মূর্তি ছাড়া এমন লোকও আয়তের অনুরূপ ছিল, যারা মানুষকে নিজেদের উপাসনা করতে বলত। সুতরাং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কথা এর মধ্যে আসেই না। সে ঘটনার পটভূমিতেই আলোচ্য আয়তসমূহ নায়িল হয়েছিল।
এর শানে নুয়ুল সম্পর্কে অন্য রকম বর্ণনাও আছে। যেমন, এক কাফের বলেছিল, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে যেমন আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা হয়েছে, তেমনি মহানবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামও একদিন নিজেকে আল্লাহর পুত্র বলে ঘোষণা করবেন। তার সে মন্তব্যেও অন্যান্য কাফেরগণ খুশীতে চি�ৎকার করে উঠেছিল। তার জবাবে এ আয়ত নায়িল হয়। তবে উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই।
অসম্ভব নয় যে, উভয় ঘটনাই ঘটেছিল এবং আল্লাহ তাআলা এ আয়তের মাধ্যমে একত্রে উভয়েরই জবাব দিয়েছেন।
- 58 তারা বলল, আমাদের উপাস্যগণ শ্রেষ্ঠ, না সে? তারা কেবল কৃটকর্কের জন্যই এ দৃষ্টান্ত তোমার সামনে পেশ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা কলহপ্রিয় লোক। *
- 59 সে (অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম) তো আমার এক বান্দাই ছিল, যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং বনী ইসরাইলের জন্য তাকে বানিয়েছিলাম এক দৃষ্টান্ত। *
- 60 আমি চাইলে তোমাদের মধ্য হতে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে একে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকত। ১২ *
22. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রসঙ্গ আসলে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিলেন যে, তিনি কখনও নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করেননি এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজ পুত্রও সাব্যস্ত করেননি; বরং তিনি তাকে নিজ কুদরতের এক নির্দশনরূপে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন বিনা পিতায়। খিস্টান সম্প্রদায় এ কারণেই তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে, অথচ বিনা পিতায় জন্ম নেওয়া স্টোরগুলোর প্রমাণ নয়। হযরত আদম আলাইহিস সালাম তো পিতা ও মাতা উভয় ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছিলেন। তাঁকে তো কেউ খোদা বলে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্ম ছিল আল্লাহ তাআলার কুদরতের প্রকাশ। আল্লাহ তাআলা চাইলে এর চেয়েও আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটাতে পারেন। তিনি মানুষ থেকে ফেরেশতার জন্ম দিতে পারেন, যারা মানুষেরই মত একে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হবে।
- 61 নিশ্চয়ই সে (অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম) কিয়ামতের এক আলামত। ১৩ সুতরাং তোমরা সে সম্বন্ধে সন্দেহ করো না এবং আমার অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ। *
23. অর্থাৎ বিনা পিতায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম নেওয়াটা কিয়ামতে মানুষের পুনরায় জীবিত হওয়ারও একটা দলীল। কেননা পুনরায় জীবিত হওয়াকে কাফেরগণ কেবল এ কারণেই অঙ্গীকার করত যে, এটা অত্যন্ত বিশ্বয়কর ও অঙ্গীকারিক ব্যাপার। তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যে বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেছেন এটাও একটা বিশ্বয়কর ও অঙ্গীকারিক ব্যাপার ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরতে এটা ঘটেছে। এভাবেই আল্লাহ তাআলার কুদরতে মৃতগণ পুনরায় জীবিত হয়ে উঠেবে। এটা আয়তের এক ব্যাখ্যা। হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.) ‘বয়ানুল কুরআন’ গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। অনেক মুফসিসির আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন এ রকম যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কিয়ামতের অন্যতম আলামত। অর্থাৎ তিনি কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে আসমান থেকে পুনরায় পৃথিবীতে নেমে আসবেন। তাঁর পুনরায় আগমন দ্বারা বোৱা যাবে কিয়ামত খুব কাছে এসে গেছে।
- 62 শয়তান যেন কিছুতেই তোমাদেরকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারে। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্তি। *
- 63 যখন ঈসা সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী নিয়ে আসল, তখন সে (মানুষকে) বলল, আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি জ্ঞানের কথা এবং এসেছি তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ কর, তা তোমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। *
- 64 নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সরল পথ। *
- 65 তারপরও তাদের মধ্যে কয়েকটি দল মতভেদ সৃষ্টি করল। সুতরাং সে জালেমদের জন্য আছে দুর্ভেগ যন্ত্রণাময় দিবসের শান্তির।

- ✿
- 66 তারা কেবল কিয়ামতের অপেক্ষা করছে যা এমন অকস্মাৎ তাদের সামনে এসে যাবে যে, তারা টেরও পাবে না।✿
- 67 সে দিন বঙ্গুর্বগ্র একে অন্যের শক্তি হয়ে যাবে। কেবল মুত্তাকীগণ ছাড়া ✿
- 68 (যাদেরকে লক্ষ করে বলা হবে) হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা হবে না দুঃখিতও।✿
- 69 (আমার সেই বান্দাগণ,) যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান এনেছিল এবং ছিল অনুগত!✿
- 70 তোমরা জানাতে প্রবেশ কর এবং তোমাদের স্ত্রীগণও আনন্দোজ্জ্বল চেহারায়।✿
- 71 সোনার পেয়ালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদের সামনে ঘোরাঘুরি করা হবে এবং সে জানাতে তাদের জন্য এমন সব কিছুই থাকবে, যার চাহিদা মনে জাগবে এবং যা দ্বারা চোখ প্রীতি লাভ করবে। আর এই জানাতে তোমরা সর্বদা থাকবে।✿
- 72 এটাই সেই জানাত তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের বিনিময়ে।✿
- 73 এখনে রয়েছে তোমাদের জন্য পর্যাপ্ত ফল, যা থেকে তোমরা খাবে।✿
- 74 তবে অপরাধীগণ স্থানীভাবে জাহানামে থাকবে।✿
- 75 সে শাস্তি তাদের জন্য লাঘব করা হবে না এবং তারা সেখানে হতাশ হয়ে পড়বে।✿
- 76 আমি তাদের উপর জুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল জালেম।✿
- 77 তারা (জাহানামের প্রধান ফেরেশতাকে) ডেকে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রতিপালক আমাদের জীবন সাঙ্গ করে দিন।১৪ সে বলবে, তোমাদেরকে এ অবস্থায়ই থাকতে হবে।✿
24. জাহানামের তত্ত্বাবধান কার্যে ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়েছে, তার নাম মালেক। জাহানামবাসীগণ শাস্তি সইতে না পেরে মালেককে বলবে, আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের জন্য আবেদন করুন, যেন তিনি আমাদের মৃত্যু দিয়ে দেন। আমরা এ আয়াব সইতে পারছি না। উত্তরে মালেক বলবে, তোমাদেরকে এরূপ শাস্তি ভোগরত অবস্থায়ই জাহানামে জীবিত থাকতে হবে।
- 78 আমি তো তোমাদের কাছে সত্য উপস্থিত করেছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশেই সত্য অপচন্দ করে।✿
- 79 তবে কি তারা কিছু করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে? তাহলে আমিও কিছু করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলবো।১৫✿
25. মঙ্গা মুকাররমার কাফেরগণ গোপনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে একের পর এক ঘড়্যন্ত্র করে যাচ্ছিল। কখনও পরিকল্পনা করছিল তাঁকে গ্রেফতার করবে, কখনও ফল্দি আঁটছিল যে, তাকে হত্যা করবে, যেমন সূরা আনফালে (৮ : ৩০) বর্ণিত হয়েছে। এ রকমই কোন ঘড়্যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাফিল হয়েছিল। এতে জানানো হয়েছে, তারা যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কিছু করার ঘড়্যন্ত্র করে থাকে, তবে আল্লাহ তাআলারও সিদ্ধান্ত রয়েছে, সে ঘড়্যন্ত্র বুমেরাং হয়ে তাদেরই বিরুদ্ধে যাবে।
- 80 তারা কি মনে করেছে আমি তাদের গোপন কথাবার্তা ও তাদের কানাকানি শুনতে পাই না? অবশ্যই পাই? তাছাড়া আমার ফেরেশতাগণ তাদের কাছেই রয়েছে, যারা (সবকিছু) লিপিবদ্ধ করছে।✿
- 81 (হে রাসূল!) বলে দাও, দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান থাকলে আমিই সর্পথম ইবাদতকারী হতাম।১৬✿

26. এর মানে এ নয় যে, আল্লাহ তাআলার সন্তান হওয়ার সন্তান আছে। বরং এটা একটা কথার কথা হিসেবে বলা হয়েছে (যদিও বাস্তবে তা অসম্ভব)। এর মানে হচ্ছে, তোমাদের আকীদা-বিশ্বাসকে অবীকার করছি দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে; হঠকারিতা ও জিদের বশে নয়। কাজেই যদি দলীল-প্রমাণ দ্বারা আল্লাহ তাআলার কোন সন্তান থাকা সাব্যস্ত হত, তবে আমি কখনওই তা অবীকার করতাম না। বরং আমিই সর্বপ্রথম সেই সন্তানের প্রতি বিশ্বাসী ও তার ইবাদতকারী হতাম।

- 82 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক এবং আরশের মালিক তারা যা-কিছু বলছে তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। ♦
- 83 সুতরাং (হে রাসূল!) তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও, তারা ওই সব কথায় মেতে থাকুক ও হাসি-তামাশা করতে থাকুক, যতক্ষণ না তারা সেই দিনের সম্মুখীন হয়, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। ♦
- 84 তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহই) আসমানেও মাঝে এবং ঘরীণেও মাঝে এবং তিনিই হেকমতের মালিক, জ্ঞানেরও মালিক। ♦
- 85 মহিমান্বিত তিনি, যার হাতে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এ দু'য়ের অস্তর্গত সবকিছুর রাজস্ব। তাঁরই কাছে আছে কিয়ামতের জ্ঞান এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ♦
- 86 তারা তাঁকে ছেড়ে যেসব উপাস্যকে ডাকে তাদের সুপারিশ করার কোন এখতিয়ার থাকবে না, তবে যারা জেনেশুনে সত্যের সাক্ষ দিয়েছে, তারা ব্যতীত। ১৭ ♦

27. অর্থাৎ 'আল্লাহ তাআলার দরবারে তারা সুপারিশ করবে' এই বিশ্বাসে যারা প্রতিমাদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বের অংশীদার বানিয়েছে, তাদের জেনে রাখা উচিত, প্রকৃতপক্ষে ওদের সুপারিশ করার কোন এখতিয়ার নেই। হাঁ যে ব্যক্তি কারও সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য দেবে এবং পরিপূর্ণভাবে জেনেশুনে বলবে যে, সে বাস্তবিকই মুমিন ছিল, তার সাক্ষ্য অবশ্যই গৃহীত হবে। এ আয়তের আরেক ব্যাখ্যা এ রকম, 'যারা সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে', অর্থাৎ যারা ঈমান এনে আল্লাহ তাআলার একত্ব ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। এরপ লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন এবং তাদের সুপারিশ করুল হবে।

- 87 তুমি যদি তাদেরকে জিজেস কর, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! এতদসত্ত্বেও কে কোথা হতে তাদেরকে উল্টো দিকে চালাচ্ছে? ♦

- 88 (আল্লাহ রাসূলের) একথা সম্পর্কেও অবগত যে, হে আমার রবব! এরা এমন সম্প্রদায়, যারা ঈমান আনবে না। ১৮ ♦

28. এ আয়াতটির দ্বারা স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, কাফেরদের উপর আল্লাহ তাআলার গবব নাযিল হওয়ার পক্ষে বড় বড় কারণ বর্তমান রয়েছে। একদিকে তো তাদের কঠিন-কঠিন অপরাধ, শাস্তি নাযিলের জন্য যার যে-কোন একটাই যথেষ্ট। অন্যদিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এহেন অভিযোগ। যিনি রহমাতুল লিল আলামীন ও শাফিউল মুখ্যনবীন হয়ে জগতে এসেছেন, তিনিই যখন সুপারিশের বদলে অভিযোগ করছেন, তখন বোঝাই যাচ্ছে, তারা তাঁকে কী পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট দিয়ে থাকবে। অন্যথায় দয়ার নবী কিছুতেই এমন ব্যথাতুর অভিযোগ করতেন না।

- 89 সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তাদেরকে অগ্রহ্য করো এবং বলে দাও, 'সালাম।' ১৯ কেননা অচিরেই তারা সব জোনতে পারবে। ♦

29. এস্থলে 'সালাম' বলার দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য, তাদের সাথে সম্পর্কের সম্পর্ক ছিন্ন করা চাই। অর্থাৎ তোমাদের এরূপ কৃট-তর্ক ও হঠকারিতার পর তোমাদের সাথে বাড়তি আলোচনার কোন অর্থ নেই। সুতরাং সৌজন্যের সাথে তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি।



♦ আদ-দুখান ♦

- 1 হা-মীম। ♦

- 2 শপথ কিতাবের, যা (সত্যের) সুস্পষ্টকারী। ♦

- 3 আমি এটা নাযিল করেছি এক মুবারক রাতে। ১ (কেননা) আমি মানুষকে সতর্ক করার ছিলাম। ♦

1. এর দ্বারা 'শবে কদর' বোঝানো উদ্দেশ্য। কেননা এ রাতেই কুরআন মাজীদকে লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশে নাফিল করা হয়। তারপর সেখান থেকে অল্প-অল্প করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামের কাছে পাঠানো হতে থাকে।

4 এ রাতেই প্রতিটি প্রজ্ঞাজনোচিত বিষয় স্থির করা হয়। ☺

2. অর্থাৎ প্রতি বছর কোন ব্যক্তি জন্ম নেবে, তাকে কী পরিমাণ রিয়ক দেওয়া হবে, কার মৃত্যু হবে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয় এবং তা কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

5 (তাছাড়া) আমার নির্দেশে, আমি (এক) রাসূল পাঠাবার ছিলাম, ☺

6 তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে রহমত স্বরূপ। নিশ্চয় তিনিই সকল কথা শোনেন, সবকিছু জানেন। ☺

7 যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রব যদি বাস্তবিকই তোমরা বিশ্বাসী হও। ☺

8 তিনি ছাড়া কোন মারুদ নেই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যুও ঘটান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং পূর্বে গত তোমাদের বাপ-দাদাদেরও প্রতিপালক। ☺

9 (তা সত্ত্বেও কাফেরগণ ঈমান আনে না); বরং তারা সন্দেহে নিপতিত থেকে খেল-তামাশা করছে। ☺

10 সুতরাং সেই দিনের অপেক্ষা কর, যখন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়াচন্ন হয়ে দেখা দেবে ☺

11 যা মানুষকে আচম্ন করবে। ☺ এটা এক যন্ত্রণাময় শাস্তি। ☺

3. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়ি.) থেকে এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে সতর্ক করার জন্য তাদেরকে এক কঠিন দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলেছিলেন। প্রচণ্ড খাদ্য সংকটে মানুষের মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। ক্ষুধার্ত মানুষ যখন আকাশের দিকে তাকাত তখন তার মনে হত সারা আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে। এ আয়াতে সেই দুর্ভিক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, শাস্তি হিসেবে কাফেরদেরকে এমন দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলা হবে যে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় তারা আকাশে শুধু ধোঁয়া দেখতে পাবে। তখন তারা ওয়াদা করবে, এই দুর্ভিক্ষ কেটে গেলে আমরা আবশ্যই ঈমান আনব। কিন্তু যখন তাদেরকে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি দেওয়া হল, তখন সে ওয়াদার কথা ভুলে পুনরায় শিরকে লিপ্ত হল।

12 (তখন তারা বলবে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে এই শাস্তি অপসারণ করুন। আমরা আবশ্যই ঈমান আনব। ☺

13 কোথায় তারা উপদেশ গ্রহণ করে? অথচ তাদের কাছে এসেছে এমন রাসূল, যে সত্য স্পষ্ট করে দেয়। ☺

14 তারপরও তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখল এবং বলল, একে তো শেখানো হয়েছে, সে তো উন্মাদ। ☺ ☺

4. অর্থাৎ তারা তো কুরআনের প্রতি ঈমান আনল না এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকেও স্বীকার করল না, উল্টো বলতে লাগল, এ কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে পাঠানো নয়; বরং তিনি কোন এক মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাই আমাদের শোনাচ্ছেন (নাউয়ুবিল্লাহ)। সেই সঙ্গে তারা তাকে পাগলও বলত - অনুবাদক।

15 আমি কিছু কালের জন্য শাস্তি অপসারণ করছি। এটা নিশ্চিত যে, তোমরা আবার এ অবস্থায়ই ফিরে আসবে। ☺

16 যে দিন আমি ধরব সর্ববৃহৎ ধরায়, সে দিন আমি আবশ্যই শাস্তি দেব। ☺ ☺

5. অর্থাৎ এখন তো এ শাস্তি তাদের থেকে দূর করা হবে, কিন্তু কিয়ামতে যখন তাদেরকে ধরা হবে, তখন তাদেরকে পুরোপুরি শাস্তি ভোগ করতে হবে।

- 17 তাদের আগে ফির'আউনের সম্প্রদায়কে আমি পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের কাছে এসেছিল এক মর্যাদাবান রাসূল। *
- 18 (সে বলেছিল) আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে সমর্পণ কর। **৬** আমি তোমাদের কাছে এক বিশ্বস্ত রাসূল হয়ে এসেছি। *
6. ইশ্বারা বনী ইসরাইলের প্রতি, ফির'আউন যাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছিল। বিস্তারিত দেখুন সূরা তোয়াহ (২০ : ৮৭)।
- 19 আরও বলল, আল্লাহর বিরুদ্ধে গুরুত্ব প্রদর্শন করো না। আমি তোমাদের সামনে এক স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছি। *
- 20 তোমরা যে আমাকে পাথর মেরে হত্যা করবে, তার থেকে আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের। **৭** *
7. ফির'আউন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর দাওয়াতের জবাবে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল। এটা তারই উত্তর।
- 21 তোমরা যদি আমার প্রতি ঈমান না আন, তবে তোমরা আমার থেকে দূরে থাক। **৮** *
8. অর্থাৎ তোমরা যদি আমার উপর ঈমান না আন, তবে অন্ততপক্ষে আমাকে ছেড়ে দাও, যাতে আমি আল্লাহর বান্দাদের কাছে সত্যের বার্তা পৌঁছাতে পারি এবং যাদের ঈমান আনার যোগ্যতা আছে তারা ঈমানের দাওয়াত পেতে পারে। সুতরাং আমাকে কষ্ট দেওয়া ও আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করা হতে বিরত থাক।
- 22 তারপর সে নিজ প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলল, এরা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়। *
- 23 (আল্লাহ তাআলা বললেন,) তা হলে তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের ভেতর রওয়ানা হয়ে যাও। অবশ্যই তোমাদের পশ্চাদ্বাবন করা হবে। *
- 24 তুমি সাগরকে স্থির থাকতে দাও। **৯** নিশ্চয়ই তারা এমন এক বাহিনী যা নিমজ্জিত হবে। *
9. অর্থাৎ পথে তোমার সামনে যখন সাগর পড়বে, তখন আল্লাহ তাআলা সাগরকে থামিয়ে দেবেন এবং তোমার জন্য তার মধ্য দিয়ে পথ করে দেবেন। সাগর পার হয়ে যাওয়ার পর তোমার আর এই চিন্তা করার দরকার নেই যে, সাগরের সেই পথ তো ফির'আউনের বাহিনীকেও উপকার দেবে এবং তা দিয়ে পার হয়ে তারা যথারীতি আমাদের পশ্চাদ্বাবন করতে থাকবে। বরং তুমি সাগরকে সেভাবেই স্থির থাকতে দাও। আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদেরকে ডোবানোর জন্য সাগরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন। ফলে তারা সব ধ্বংস হবে। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সূরা ইউনুস (১০ : ৯০-৯২) ও সূরা শুআরায় (২৬ : ৫৬-৬৭) গত হয়েছে।
- 25 তারা পিছনে রেখে গিয়েছিল কত বাগান ও প্রস্ত্রবণ। *
- 26 কত শস্যক্ষেত্র ও সুরোম্য বসতবাড়ি। *
- 27 এবং কত বিলাস সামগ্রী, যার ভেতর তারা আনন্দ-ফুর্তিতে ছিল। *
- 28 ওই রকমই হল তাদের পরিণাম। আর আমি এসব জিনিসের ওয়ারিশ বানিয়ে দিলাম অপর এক সম্প্রদায়কে। **১০** *
10. অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে। এক বর্ণনা অনুযায়ী ফির'আউন সসৈন্যে নিমজ্জিত হওয়ার পর সমগ্র মিসরে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় আর এভাবে আল্লাহ তাআলা নিপীড়িত সম্প্রদায়টিকে তাদের উৎপীড়ক জাতির স্থানে অধিষ্ঠিত করে দেন (দেখুন সূরা আরাফ ৭ : ১৩৭, শুআরা ২৬ : ৫৯)। -অনুবাদক
- 29 অতঃপর তাদের জন্য না আসমান কাঁদল, না ঘমীন **১১** এবং তাদেরকে কিছুমাত্র অবকাশও দেওয়া হল না। *
11. অর্থাৎ তাদের জুলুম-অত্যাচারে গণমানুষ এমনই অতিষ্ঠ ছিল যে, তাদের নিদারুণ উচ্ছেদ কারও অন্তরে করুণা সঞ্চার করল না, তাদের প্রতি কেউ কণামাত্র বিয়োগ বেদনা অনুভব করল না। -অনুবাদক

- 30 আর বনী ইসরাইলকে উদ্ধার করলাম লাঙ্গনাকর শাস্তি হতে। *
- 31 অর্থাৎ ফির'আউনের থেকে। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত এক উদ্ধত ব্যক্তি। *
- 32 আমি তাদেরকে জেনেশুনেই বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। *
- 33 এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম এমন নির্দর্শন, যার ভেতর ছিল সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। ১২ *
12. এর দ্বারা সেই সব নি'আমতের কথা বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে বনী ইসরাইলকে দান করেছিলেন, যেমন মান্ন ও সালওয়া অবতীর্ণ করা, পাথর থেকে পানির ধারা চালু করা ইত্যাদি। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য সূরা বাকারা (২ : ৪৭-৫৮)।
- 34 নিশ্চয়ই তারা বলে থাকে *
- 35 আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই। এবং আমরা পুনরায় জীবিত হওয়ার নই। *
- 36 তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে তুলে আন। *
- 37 তারা শ্রেষ্ঠ, না তুর্কা'র সম্প্রদায় ১৩ ও তাদের পূর্ববর্তীগণ? আমি তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। (কেননা) তারা অবশ্যই অপরাধী ছিল। *
13. 'তুর্কা' ছিল ইয়ামানের রাজাদের উপাধি। এস্তে কোন তুর্কা'কে বোঝানো উদ্দেশ্য কুবআন মাজীদ তা স্পষ্ট করেনি। হাফেজ ইবনে কাহীর (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, এস্তে যে তুর্কা'কে বোঝানো উদ্দেশ্য তার নাম ছিল আসআদ আবু কুরাইব। তাঁর রাজত্বকাল ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সাতশ' বছর আগে। তিনি হযরত মুসা আলাইহিস সালামের দীনের উপর ঈমান এনেছিলেন। তখন সেটাই ছিল সত্য দীন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় পরবর্তীকালে পৌত্রলিকতা গ্রহণ করেছিল, যার পরিণামে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়।
- 38 আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তার অন্তর্গত বস্তু নিচয় ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। *
- 39 আমি তা সৃষ্টি করেছি যথার্থ উদ্দেশ্যে। ১৪ কিন্তু তাদের অধিকাংশেই বোঝে না। *
14. আখেরাতকে অঙ্গীকার করা হলে তার অর্থ দাঁড়ায়, এমন কোনদিন আসবে না, যে দিন সৎকর্মশীলদেরকে তাদের সৎকর্মের পুরস্কার এবং অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধের শাস্তি দেওয়া হবে আর তার ফলাফল হয় এই যে, আল্লাহ তাআলা বিশ্ব-জগতকে এমনিই তামাশা স্থরূপ সৃষ্টি করেছেন (নাউয়ুবিন্নাহ)। [এ আয়াতে তার উন্নত দেওয়া হয়েছে যে, না, আমি বিশ্ব-জগতকে তামাশা করার জন্য সৃষ্টি করিনি; বরং এর যথার্থ এক উদ্দেশ্য আছে। তা হল, মানুষকে পরীক্ষা করা, সে এখানে ব্রেচায় ভালো কাজ করে, না মন্দ কাজ। তারপর একদিন আসবে, যখন তাকে তার ভালো-মন্দ কাজ অনুসারে ফলাফল দেওয়া হবে। ভালো লোক যাবে জাহানে এবং মন্দ লোক জাহানামে - অনুবাদক]।
- 40 বস্তুত মীমাংসা দিবসই তাদের সকলের জন্য নির্ধারিত কাল। *
- 41 যে দিন এক মিত্র অপর মিত্রের কিছুমাত্র কাজে আসবে না এবং তাদের কারও কোনও সাহায্য করা হবে না, *
- 42 আল্লাহ যার প্রতি রহম করেন, সে ব্যতীত। নিশ্চয়ই তিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক, পরম দয়ালু। *
- 43 নিশ্চয়ই যাক্তুম গাছ হবে *
- 44 গুনাহগারদের খাবার *

45 তেলের তলানি-সদৃশ। তা তাদের পেটে উঠলাতে থাকবে ❁

46 গরম পানির উঠলানোর মত। ❁

47 (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে,) তাকে ধর এবং হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জাহানামের মাঝখানে নিয়ে যাও। ❁

48 তারপর তার মাথার উপর উত্পন্ন পানির শাস্তি চেলে দাও। ❁

49 (বলা হবে,) স্বাদ গ্রহণ কর। তুই-ই তো সেই মহা ক্ষমতাবান, মহা সম্মানী ব্যক্তি। ১৫ ❁

15. অর্থাৎ তুই দুনিয়ায় নিজেকে বড় ক্ষমতাশালী ও মর্যাদাবান লোক মনে করতি আর সেজন্য তোর অহংকারের সীমা ছিল না। আজ দেখে নে, অহমিকা ও বড়াইয়ের পরিণাম কী এবং সত্য অঙ্গীকার করার শাস্তি কেমন!

50 এটাই সেই জিনিস, যে সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করতে। ❁

51 (অপর দিকে) মুত্তাকীগণ অবশ্যই নিরাপদ স্থানে থাকবে ❁

52 উদ্যানরাজিতে ও প্রস্তবণে! ❁

53 তারা 'সুন্দুস' ও 'ইসতাবরাক' ১৬- এর পোশাক পরিহিত অবস্থায় সামনা সামনি বসা থাকবে। ❁

16. 'সুন্দুস' ও 'ইসতাবরাক' দুই ধরনের রেশমি কাপড়। সুন্দুস হয় মিহি আর ইস্তাবরাক মোটা। এটা তো দুনিয়ার হিসেবে, কিন্তু জান্মাতের সুন্দুস ও ইস্তাবরাক যে আসলে কেমন হবে তা আঙ্গাহ তাআলাহ জানেন।

54 তাদের সাথে এ রকমই ব্যবহার করা হবে। আমি ডাগর-ডাগর চোখের ভুদের সাথে তাদের বিবাহ দেব। ❁

55 সেখানে তারা অত্যন্ত নিশ্চিন্তে সব রকম ফলের ফরমায়েশ করবে। ❁

56 (দুনিয়ায়) তাদের যে মৃত্যু প্রথমে এসেছিল, তা ছাড়া সেখানে (অর্থাৎ জান্মাতে) তাদেরকে কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে না এবং আঙ্গাহ তাদেরকে জাহানামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন, ❁

57 তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে অনুগ্রহ স্বরূপ। (মানুষের জন্য) এটাই মহা সাফল্য। ❁

58 (হে রাসূল!) আমি এ কুরআনকে তোমার মুখে সহজ করে দিয়েছি, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে। ❁

59 সুতরাং তুমি অপেক্ষা কর, তারাও অপেক্ষায় আছে। ১৫ ❁

17. তারা অর্থাৎ কাফেরগণ তো অপেক্ষা করছে এ হিসেবে যে, তারা কিয়ামতকে স্বীকারই করে না। মহানবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে তাতে ঈমান ও বিশ্বাসের কারণে। উভয় পক্ষের অপেক্ষার পর সত্যিই যখন কিয়ামত এসে যাবে, তখন প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হয়ে যাবে এবং তখন কাফেরদেরকে তাদের আবিশ্বাসের পরিণামে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।



♦ আল জাচ্ছিয়াহ ♦

- 1** হা-মীম। *
- 2** এ কিতাব নাখিল করা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *
- 3** প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসীদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে বহু নির্দর্শন আছে। *
- 4** এবং খোদ তোমাদের সূজন ও সেইসব জীবের মধ্যেও, যা তিনি (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে সেইসব লোকের জন্য আছে বহু নির্দর্শন। *
- 5** (তাছাড়া) রাত-দিনের পরিবর্তনের মধ্যে, আল্লাহ আকাশ থেকে জীবিকার যে মাধ্যম অবতীর্ণ করেছেন, তারপর তা দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর নতুন জীবন দান করেছেন, তার মধ্যে এবং বায়ুর পরিবর্তনের মধ্যে বহু নির্দর্শন আছে সেইসব লোকের জন্য যারা বোধশক্তিকে কাজে লাগায়। *
- 6** এসব আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমাকে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহের পর এমন কোন জিনিস আছে, যার উপর তারা ঈমান আনবে? *
- 7** দুগ্রতি হোক প্রত্যেক এমন মিথ্যক পাপিঠের *
- 8** যে আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনে, যখন তাকে পড়ে শোনানো হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ঔদ্ধাত্যের সাথে এমনভাবে (কুফরের উপর) অটল থাকে, যেন আয়াতসমূহ শোনেইনি। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে যত্নপাময় শাস্তির সুসংবাদ (?) শোনাও। *
- 9** যখন আমার আয়াতসমূহের মধ্য হতে কোন আয়াত তার জ্ঞানগোচর হয়, তখন সে তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। এরূপ ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। *
- 10** তাদের সামনে আছে জাহানাম। তারা যা-কিছু অর্জন করেছে তা তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়েছে তারাও না। তাদের জন্য আছে এক মহাশাস্তি। *
- 11** এটা (অর্থাৎ কুরআন আদ্যোপান্ত) হেদয়াত। যারা নিজ প্রতিপালকের আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করেছে তাদের জন্য আছে মহামুসিবতের মর্মন্তদ শাস্তি। *
- 12** তিনিই আল্লাহ, যিনি সাগরকে তোমাদের কাজে নিযুক্ত করেছেন, যাতে তাঁর নির্দেশে তাতে চলে জলযান এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। এবং যাতে তোমরা তাঁর শোকের আদায় কর। *
1. পূর্বে বহু জায়গায় বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদের পরিভ্রান্ত আল্লাহ তাআলার 'অনুগ্রহ সন্ধান'-এর অর্থ 'জীবিকা সন্ধান ও আয়-রোজগারে লিপ্ত হওয়া। এখানে ব্যবসা উপলক্ষে সামুদ্রিক সফর বোঝানো হয়েছে।
- 13** আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা সবই তিনি নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বহু নির্দর্শন আছে সেই সব লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে। *
2. এম 'নিজের পক্ষ থেকে' অর্থাৎ নিজ অনুগ্রহেই তিনি এসব করেছেন এবং তিনি একাই করেছেন। এতে অন্য কেউ তার শরীক নেই। - অনুবাদক
- 14** (হে রাসূল!) যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বল, যারা আল্লাহর দিনসমূহের ভয় রাখে না, তাদেরকে যেন ক্ষমা করে। এইজন্য যে, আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দান করবেন। কেবল। *
3. 'আল্লাহর দিনসমূহ' দ্বারা আল্লাহ তাআলা যেসব দিনে মানুষকে তাদের কর্মের পুরস্কার বা শাস্তি দেন, সেইগুলোকে বোঝানো হয়েছে, তা দুনিয়ায় হোক বা আখেরাতে। বলা হচ্ছে যে, যারা এরূপ দিন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ চিন্তাহীন; বরং এরূপ দিনের আগমনকে অঙ্গীকার করে তাদেরকে ক্ষমা কর।
4. 'ক্ষমা করা' দ্বারা এখনে বোঝানো উদ্দেশ্য, তারা যে দুঃখ-কষ্ট দেয়, তার প্রতিশোধ না নেওয়া। এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মক্কী জীবনে।

তখন মুসলিমদেরকে উপর্যুপরি ক্ষমা প্রদর্শনের আদেশ ও শক্তিদের উপর হাত তুলতে নিষেধ করা হয়েছিল।

৫. অর্থাৎ মুমিনদেরকে বলা হচ্ছে, কাফেরদের জুলুম-নিপীড়নের কোন প্রতিশেধ এখনও নিঃ না। কেননা আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তা এ দুনিয়াতেই হোক বা আখেরাতে। সেই সঙ্গে আয়তে আরও বোঝানো হচ্ছে, যারা আল্লাহ তাআলার এ আদেশ অনুযায়ী সবর করবে ও প্রতিশেধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আখেরাতের নিয়ামত দ্বারা এর বদলা দান করবেন।

১৫. যে ব্যক্তিই সৎকর্ম করে সে তা করে নিজের কল্যাণার্থে আর যে-কেউ মন্দ কর্ম করে, সে নিজেরই ক্ষতি করে। অবশেষে তোমাদের সকলকে তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরিয়ে নেওয়া হবে। ♦
১৬. আমি বনী ইসরাইলকে কিতাব, রাজস্ব ও নবুওয়াত দান করেছিলাম, তাদেরকে উৎকৃষ্ট বস্তু সমূহের রিয়ক দিয়েছিলাম এবং জগত্বাসীর উপর তাদেরকে দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব। ♦
১৭. আর তাদেরকে দিয়েছিলাম দীনের সুস্পষ্ট বিধানাবলী। অতঃপর তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই, কেবল তাদের পারম্পরিক বিদ্বেষবশত। ৬ তারা যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করে, তোমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তার মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন। ♦
৬. অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে তাওরাতের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল। তা সন্ত্রেও তারা একে অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে তাদের আপসের মধ্যে অনেক্য ও বিভক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়।
১৮. (হে রাসূল!) আমি তোমাকে দীনের এক বিশেষ শরীয়তের উপর রেখেছি। সুতরাং তুমি তারই অনুসরণ কর এবং যারা প্রকৃত জ্ঞান রাখে না, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। ♦
১৯. আল্লাহর বিপরীতে তারা তোমার কিছুমাত্র কাজে আসবে না। বস্তুত জালেমগণ একে অন্যের বন্ধু আর আল্লাহ বন্ধু মুক্তাকীদের। ♦
২০. এটা (কুরআন) সমস্ত মানুষের জন্য প্রকৃত জ্ঞানের সমষ্টি এবং যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত। ♦
২১. যারা অসৎ কার্যাবলীতে লিপ্ত হয়েছে, তারা কি ভেবেছে আমি তাদেরকে সেই সকল লোকের সম গণ্য করব, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, ফলে তাদের জীবন ও মরণ একই রকম হয়ে যাবে? ৭ তারা যা সিদ্ধান্ত করে রেখেছে তা কতই না মন্দ! ♦
৭. এর দ্বারা আখেরাতের জীবনের অপরিহার্যতা বর্ণনা করা হচ্ছে। আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়টা না থাকলে ভালো-মন্দ সকল মানুষ সমান হয়ে যায় এবং যারা দুনিয়ায় শরীয়ত অনুযায়ী চলতে গিয়ে অনেক শ্রম-সাধনা করেছে ও বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হতে নানা রকম জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছে, মৃত্যুর পর তারা এ ত্যাগের বিনিময়ে কোন পুরস্কার না পাওয়ার কারণে তাদের জীবন ও মরণ বিলকুল সমান হয়ে যায়। বলাবাহ্য একপ বে-ইনসাফী আল্লাহ তাআলা করতে পারেন না। সুতরাং পরের আয়তে বলা হয়েছে, আমি এ বিশ্ব-জগতকে এই ন্যায়ানুগ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি যে, প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হবে।
২২. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তা করেছেন এজন্য যে, প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে যখন তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। ৮ ♦
৮. আয়াতে نَفْسٌ كُلُّ نَفْسٍ تَحْمِلُ مَثْقُولًا-এর অবস্থাজ্ঞাপক ধরে সে অনুযায়ীই তরজমা করা হয়েছে।
২৩. তুমি কি দেখেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজ মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং জ্ঞান থাকা সন্ত্রেও আল্লাহ তাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছেন ৯ এবং তার কান ও অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন আর তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন? অতএব, আল্লাহর পর এমন কে আছে, যে তাকে সুপথে নিয়ে আসবে? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? ♦
৯. অর্থাৎ সত্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সন্ত্রেও সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং উপর্যুপরি তার বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত থেকেছে, ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে তার বিপথগামিতার মধ্যেই ফেলে রেখেছেন। -অনুবাদক
২৪. তারা বলে, জীবন বলতে যা-কিছু তা ব্যস আমাদের এই পার্থিব জীবনই। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি, আর আমাদেরকে কেবল কালই ধৰ্মস করে, অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণাই করে। ♦

- 25 যখন আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে পড়ে শোনানো হয়, তখন তাদের কোন ঘৃণ্ণি থাকে না এই কথা বলা ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে (জীবিত করে) নিয়ে এসো। ♡
- 26 বলে দাও, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদের সকলকে সমবেত করবেন, ১০ যে বিষয়ে কোন রকম সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোকে বোঝে না। ♡
10. অর্থাৎ আখেরাতে বিশ্বসের মানে হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্র করবেন। এমন নয় যে, তিনি এ দুনিয়াতেই মৃত্যুরকে জীবিত করবেন। সুতরাং আখেরাতের আকীদার বিপরীতে তোমাদের এই দাবি বিলকুল অবাস্তুর যে, ‘আমাদের বাপ-দাদাদেরকে জীবিত করে আন।’ বাকি এই প্রশ্ন যে, মৃত্যুর পুনরায় জীবিত হওয়া তো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, এর উত্তর হল, যেই আল্লাহ তোমাদেরকে প্রথমবার সম্পূর্ণ নাস্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, তার পক্ষে তোমাদের জান কবয় করার পর পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? বিশেষত যখন এই মহা বিশ্বের রাজত্ব কেবল তারই হাতে?
- 27 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন বাতিলপছ্তীগণ কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ♡
- 28 আর তুমি প্রত্যেক দলকে দেখবে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে আছে ১১ এবং প্রত্যেক দলকে তাদের আমলনামার দিকে ডাকা হবে (এবং বলা হবে,) আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হবে। ♡
11. কিয়ামতের বিভিন্ন ধাপের মধ্যে একটা ধাপ এমনও আসবে যে, তার বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখে মানুষ অবচেতনভাবে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে যাবে বা বসে পড়বে।
- 29 এটা আমার (লিপিবদ্ধ করানো) দফতর, যা তোমাদের সম্পর্কে সত্য বলছে। তোমরা যা-কিছু করতে আমি তা সবই লিপিবদ্ধ করাতাম। ♡
- 30 সুতরাং যারা স্টোর এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তো তাদের প্রতিপালক নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করবেন। এটাই সুস্পষ্ট সফলতা। ♡
- 31 আর যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পড়া হত না? তা সত্ত্বেও তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্পদায়। ♡
- 32 এবং যখন তোমাদেরকে বলা হত, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত এমন এক বাস্তবতা, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে, আমরা জানি না কিয়ামত কী? এ সম্পর্কে আমরা মনে করি এটা একটা ধারণা মাত্র। এ সম্পর্কে আমরা বিলকুল বিশ্বাসী নই। ♡
- 33 এবং তারা যা কিছু করেছিল (তখন) তার মন্দত্ব তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে যাবে। আর তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিন্দুপ করত, তা তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলবে। ১২ ♡
12. অর্থাৎ কাফেরগণ জাহানামের যে আয়াব নিয়ে হাসি-তামাশা করত, সেই আয়াবই তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলবে।
- 34 তাদেরকে বলা হবে, আজ আমি সেইভাবেই তোমাদেরকে বিস্তৃত হব, যেমন তোমরা তোমাদের এই দিবসের সম্মুখীন হওয়াকে বিস্তৃত হয়েছিলে। তোমাদের ঠিকানা আগুন এবং তোমাদের কোন রকমের সাহায্যকারী থাকবে না। ♡
- 35 তা এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টা-বিন্দুপের বস্তু বানিয়েছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। সুতরাং আজ এরূপ লোকদেরকে তা থেকে বের করা হবে না এবং তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করতেও বলা হবে না। ১৩ ♡
13. মৃত্যু পর্যন্ত সারা জীবন মানুষের তাওবার দুয়ার খোলা থাকে ও ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ থাকে। কিন্তু মৃত্যুর পর এ দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়। তখন ক্ষমা প্রার্থনার কোন ফায়দা থাকে না। তাই আখেরাতে কাউকে বলা হবে না যে, ক্ষমা চেয়ে নাও। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সে পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করবেন।
- 36 মোদাকথা সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডলীর মালিক, পৃথিবীর মালিক, জগতসমূহেরও মালিক। ♡



♦ আল আংস্ফাফ ♦

1 হা-মীম। ♦

2 এ কিতাব নাযিল করা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ♦

3 আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝের বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিনি যথার্থ উদ্দেশ্য ও সুনির্দিষ্ট মেয়াদ ছাড়া । যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা তাদেরকে যে বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে বিমুখ হয়ে আছে। ♦

1. অর্থাৎ মহাবিশ্বকে আমি অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এর সৃষ্টির পেছনে আমার যথার্থ উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য হল একে আমার একত্র ও আমার অপার জ্ঞান-কুররতের নির্দর্শনকাপে পেশ করা। আর জগতকে আমি অনন্তকালের জন্য সৃষ্টি করিনি। এর জন্য একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। সে মেয়াদ উন্নীর্ণ হলে এ জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। -অনুবাদক

4 তুমি তাদেরকে বল, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাক, তাদের নিয়ে কি কখনও চিন্তা করেছে? আমাকে একটু দেখাও তো তারা পৃথিবীর কোন জিনিসটা সৃষ্টি করেছে? অথবা আকাশ- মণ্ডলীর (সূজনের) মধ্যে তাদের কি কোন অংশ আছে? তোমরা এর পূর্বে কোন কিতাব বা জ্ঞানভিত্তিক কোন বর্ণনা থাকলে তা আমার সামনে নিয়ে এসো । যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ♦

2. এ আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, নিজেদের শিরকী আকীদা-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুশরিকদের কাছে না কোন যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ আছে, না আছে বর্ণনা নির্ভর দললীল। তারা যে মাঝেদের পূজা করে, তারা যে আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বে কোনও রকমের অংশীদারিত্ব রাখে এর সমক্ষে তাদের কোনও যুক্তি নেই। বর্ণনা নির্ভর দললীল দুরকম হতে পারে। (ক) আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন কিতাব থাকা, যাতে তাদের উপাস্যদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বের অংশীদার সাব্যস্ত করা হয়েছে। মুশরিকদেরকে বলা হচ্ছে, এমন কোন কিতাব থাকলে তা এনে দেখাও। (খ) বর্ণনা নির্ভর দললীলের দ্বিতীয় প্রকার হল, কোন নবীর পক্ষ হতে কোন উক্তি থাকা এবং সে উক্তির সমক্ষে জ্ঞানভিত্তিক কোন সনদ থাকা যে, বাস্তবিকই সেটা নবীর কথা। 'জ্ঞানভিত্তিক কোন বর্ণনা' বলে এই দ্বিতীয় প্রকার দললীলের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। মোদাকথা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের সমক্ষে মুশরিকদের কাছে না আছে কোন আসমানী কিতাব আর না আছে কোন নবীর উক্তি, যা নির্ভরযোগ্যভাবে তাঁর উক্তি হিসেবে স্বীকৃত।

5 তার চেয়ে বড় পথপ্রস্ত আর কে হতে পারে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন কাউকে (অর্থাৎ মনগড়া দেবতাকে) ডাকে, যে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয় এবং তাদের ডাক সম্পর্কে তাদের খবর পর্যন্ত নেই। ♦

6 এবং মানুষকে (হশেরের মাঠে) যখন একত্র করা হবে, তখন তারা তাদের শক্ত হয়ে যাবে এবং তারা তাদের ইবাদতকেই অঙ্গীকার করবে। ৩ ♦

3. অর্থাৎ মুশরিকরা যাদের পূজা করে, আখেরাতে তারা সকলে ঘোষণা করবে, মুশরিকদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। এবং তারা তাদের ইবাদত করত না। সূরা কাসাসেও (২৮ : ৬৩) এ কথা বর্ণিত হয়েছে। এর বিশদ এই যে, মুশরিক কয়েক রকমের হয়ে থাকে। (এক) এক শ্রেণীর মুশরিক কোন কোন ব্যক্তিকে মাঝেদ বানিয়ে তাদের পূজা করে থাকে। অনেক সময় সেই সকল ব্যক্তির খবরও থাকে না যে, তাদের পূজা করা হচ্ছে। তাই তারা তাদের পূজা করার কথা অঙ্গীকার করবে। আর যাদের খবর আছে, তারা বলবে, প্রকৃতপক্ষে তারা আমাদের নয়; বরং নিজেদের ধেয়াল-ধূলীরই পূজা করত। (দুই) কতক মুশরিক ফেরেশতাদের পূজা করত। তাদের সম্পর্কে সূরা সাবায় (৩৪ : ৪০, ৪১) বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজেস করবেন, তারা কি তোমাদের ইবাদত করত? তখন তারা বলবে, তারা তো জিন ও শয়তানদের ইবাদত করত। কেননা তারাই তাদেরকে সে কাজে লিঙ্গ করেছিল। (তিনি) তৃতীয় শ্রেণীর মুশরিক তারা, যারা মাটি-পাথরের প্রতিমার পূজা করে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তাআলা সেই মুশরিকদেরকে দেখানোর জন্য প্রতিমাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন। দুনিয়ায় তারা যেহেতু নিষ্প্রাণ বস্তু, তাই বাস্তবিকই তাদের খবর থাকে না যে, তাদের পূজা করা হয়। তাই তারাও বলবে, তারা আমাদের ইবাদত করত না। এ বর্ণনা যদি প্রমাণিত না হয়, তবে তাদের একথা বলার অর্থ তারা তাদের অবস্থা দ্বারা বোঝাবে যে, আমরা তো নিষ্প্রাণ পাথর। কাজেই তারা যে আমাদের পূজা করত তার খবর আমাদের কি করে থাকবে (কুছু মাআনী)।

7 যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে পড়া হয়, তখন কাফেরগণ তাদের কাছে সত্য পৌঁছে যাওয়ার পরও বলে, এটা তো পরিষ্কার যাদু। ♦

8 তাদের কথা কি এই যে, নবী তা নিজের পক্ষ থেকে রচনা করেছে? বলে দাও, আমি যদি এটা নিজের পক্ষ হতে রচনা করে থাকি, তবে আল্লাহর ধরা হতে তোমরা আমাকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে না।^১ তোমরা যেসব কথায় লিপ্ত আছ, তা তিনি ভালোভাবে জানেন। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হওয়ার জন্য তিনিই যথেষ্ট এবং তিনিই অতি ক্ষমশীল, পরম দয়ালু। ♦

4. আল্লাহ তাআলার রীতি হল, কোন ব্যক্তি যদি নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করে এবং নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা রচনা করে বলে, এটা আল্লাহর বাণী, তবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তাকে লাঞ্ছিত করেন। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে, আপনি বলুন, আমি যদি এ বাণী নিজে রচনা করে থাকি, তবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই আমাকে শাস্তি দান করবেন আর তাঁর শাস্তি হতে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

9 বল, আমি রাসূলগণের মধ্যে অভিনব নই। আমি জানি না আমার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে এবং এটাও (জানি) না যে, তোমাদের সঙ্গে কী আচরণ করা হবে।^২ আমি তো কেবল আমার প্রতি যে ওহী নায়িল করা হয়, তারই অনুসরণ করি। আর আমি তো কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। ♦

5. এ ব্যক্তিকে পরের বাকেয়ের সাথে মিলিয়ে পড়া চাই। এতে বলা হচ্ছে, আমি এমন অভিনব রাসূল নই যে, আমার আগে কোন রাসূল আসেনি এবং আমি এ রকম অস্বাভাবিক দাবি করছি না যে, আমি আলেমুল গায়েব, আদ্যশ্রেণী সবকিছু আমি জানি। আমি যা-কিছু পেয়েছি কেবল ওহীর মাধ্যমেই পেয়েছি। এমনকি ওহী ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আমার এটাও জানা সম্ভব নয় যে, দুনিয়া ও আখেরাতে আমার বা তোমাদের সাথে কি রকম ব্যবহার হবে।

10 বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা (অর্থাৎ কুরআন) আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর তোমরা তাকে অঙ্গীকার কর। অন্যদিকে বনী ইসরাইলের কোন সাক্ষী এ রকম বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং সে তার প্রতি ঈমানও আনে^৩ আর তোমরা নিজেদের অহমিকায় লিপ্ত থাক (তবে এটা কি মারাত্মক অবিচার হবে না?)। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন না। ♦

6. ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে কিছু লোক কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান আনবে। যেমন পরবর্তীতে ইয়াহুদীদের মধ্যে হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রায়ি) ও খ্রিস্টানদের মধ্যে হয়রত আদী ইবনে হাতিম (রায়ি) ও নাজাশী (রহ.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, এ রকমই কিতাব হয়রত মুসা আলাইহিস সালামের উপর নায়িল করা হয়েছিল এবং মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকে কুরআন মাজীদ তারই মত কিতাব। মুক্তা মুকাররমার পৌত্রলিঙ্কদেরকে বলা হচ্ছে, পূর্বে ঘাদের আসমানী কিতাব ছিল তারা তো ঈমান আনার দিক থেকে তোমাদের সামনে চলে যাবে আর তোমরা আত্মাভিমান নিয়ে বসে থাকবে এটা কতই না জুলুমের কথা হবে।

11 যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা মুমিনদের সম্পর্কে বলে, এটা (ঈমান আনয়ন) যদি ভালো কিছু হত, তবে তারা এর প্রতি আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারত না^৪ এবং কাফেরগণ যখন এর দ্বারা নিজেরা হেদায়াত লাভ করল না, তখন তো এটাই বলবে যে, এটা সেই পুরানো দিনের মিথ্যা। ♦

7. এটা হল কাফেরদের অহমিকা। তারা মনে করত, ভালো যা-কিছু সব আমাদের মধ্যেই আছে আর যারা ঈমান এনেছে আমাদের সামনে তাদের কোন মর্যাদা নেই। কাজেই ইসলাম কোন ভালো জিনিস হলে আমরা আগে গ্রহণ করতাম। তারা আমাদেরকে পেছনে ফেলতে পারত না।

12 এর আগে মুসার কিতাব এসেছে পথপ্রদর্শক ও রহমত হয়ে। আর এটা (অর্থাৎ কুরআন) আরবী ভাষায় অবতীর্ণ কিতাব, যা তাকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়, ^৫ যাতে এটা জালেমদেরকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মশীলদের জন্য হয় সুসংবাদ। ♦

8. কুরআন আরবী ভাষায় হওয়ার কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করার দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, পূর্বে আরবী ভাষায় কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়নি এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতেন না। তা সত্ত্বেও তিনি আরবী ভাষায় পূর্ববর্তী এমন সব কিতাবের কথা বর্ণনা করছেন, যা জানার জন্য ওহী ছাড়া তাঁর আর কোন মাধ্যম ছিল না। এটাই প্রমাণ যে, তাঁর উপর ওহী নায়িল হয়।

13 নিশ্চয়ই যারা বলেছে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তারপর এতে অবিচল থেকেছে, ^৬ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দৃঃখ্যতও হবে না। ♦

9. 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ' একথার উপর অবিচলিত থাকার অর্থ মূল্য পর্যন্ত ঈমানের উপর থাকা এবং তার দাবি অনুযায়ী জীবন ধাপন করা।

14 তারা হবে জান্নাতবাসী। সেখানে তারা থাকবে সর্বদা। তারা যা করত তার প্রতিদানবন্ধকর্প। ♦

15 আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সম্মত্বার করার হকুম দিয়েছি। ^৭ তার মা তাকে অতি কষ্টের সাথে (গর্ভে) ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তাকে (গর্ভে) ধারণ ও দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ হয় ত্রিশ মাস। ^৮ অবশেষে সে যখন তাঁর পূর্ণ সক্ষমতায় পৌঁছে এবং চালিশ বছর বয়সে উপনীত হয়, ^৯ তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফীক দান করুন, যেন

আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নি'আমত দিয়েছেন তার শোকর আদায় করতে পারি এবং এমন সৎকর্ম করতে পারি, যাতে আপনি খুশী হন এবং আমার জন্য আমার সন্তানদেরকেও (সেই) যোগ্যতা দান করুন। আমি আপনার কাছে তাওৰা কৱছি এবং আমি আনুগত্য প্রকাশকাৰীদেৱ অন্তৰ্ভুক্ত। ১৩ ❁

10. ঈমানেৰ উপৰ অবিচলিত থাকাৰ একটা দাবি এইও যে, মানুষ তাৰ পিতা-মাতাৰ সাথে সদ্ব্যবহাৰ কৱবৈ। তাছাড়া সূৱাৰ পৰিচিতিতে যেমন বলা হয়েছে, কোন কোন পৰিবাৰে পুত্ৰ ইসলাম গ্ৰহণ কৱেছিল, কিন্তু পিতা-মাতা ছিল কাফেৰ, সেক্ষেত্ৰে প্ৰশ্ন দেখা দিত, সেই কাফেৰ পিতা-মাতাৰ সাথে কি রকম আচৰণ কৱা হবে? এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সন্তানেৰ প্ৰতি পিতা-মাতাৰ অনুগ্ৰহ বিপুল। তাই সৰ্বদা তাদেৱ সাথে ভালো ব্যবহাৰ কৱতে হবে। তবে আকীদা-বিশ্বাসে কখনও তাদেৱ অনুসৃণ কৱা যাবে না এবং কোন গুণাহেৰ ব্যাপাৰেও তাদেৱ কথা মানা উচিত হবে না। সূৱা আনকাবুতে (২৯ : ৮) এ বিষয়টা পুৱোপুৱি স্পষ্ট কৱে দেওয়া হয়েছে।

11. মানব শিশুৰ জীৱিত জন্মগ্ৰহণেৰ সৰ্বনিম্ন মেয়াদ হল ছয় মাস আৱ দুধ পান কৱানোৰ সৰ্বোচ্চ মেয়াদ দু' বছৰ। এভাবে ত্ৰিশ মাস বা আড়াই বছৰ কাল শিশুৰ জন্য মাকে অতিৰিক্ত কষ্ট কৱতে হয়।

12. সাধাৱণত মানুষ চালিশ বছৰ বয়সে জ্ঞান-বুদ্ধি ও আখলাক-চাৰিত্ৰে পৰিপৰ্কতা লাভ কৱে। এ জন্য নবীগণকে চালিশ বছৰ বয়সেই নবুওয়াত দেওয়া হত। (-অনুবাদক, তাফসীৰে উছমানী থকে)

13. কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বাৰা জানা যায়, এ আয়াতেৰ ইশাৰা হয়েত আবু বকৰ সিদ্দীক (ৱায়.)-এৰ প্ৰতি। কেননা একপ দুআ কৱেছিলেন তিনিই। [সব মুমিনেৰই কৰ্তব্য আল্লাহৰ কাছে একপ দুআ কৱা]

16. এৱাই তাৰা, আমি যাদেৱ উৎকষ্ট কাজসমূহ কৱুল কৱব এবং তাদেৱ মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা কৱব। (ফলে) তাৰা জান্নাতবাসীদেৱ অন্তৰ্ভুক্ত হবে, তাদেৱকে যে সত্য প্ৰতিশ্ৰুতি দেওয়া হত তাৰ বদৌলতে। ❁

17. অপৰ এক ব্যক্তি এমন, যে তাৰ পিতা-মাতাকে বলল, আফসোস তোমাদেৱ প্ৰতি! তোমোৱা কি আমাকে এই প্ৰতিশ্ৰুতি দাও যে, আমাকে জীৱিত কৱে কৱব থেকে ওঠানো হবে, অথচ আমাৱ আগে বহু মানবগোষ্ঠী গত হয়েছে? পিতা-মাতা আল্লাহৰ কাছে ফাৰিয়াদ কৱে (এবং পুত্ৰকে বলে,) আফসোস তোৱ প্ৰতি! ঈমান আন। নিশ্চয়ই আল্লাহৰ ওয়াদা সত্য। তখন সে বলে, প্ৰকৃতপক্ষে এসব পূৰ্ববৰ্তীদেৱ থেকে বৰ্ণিত হয়ে আসা উপকথা ছাড়া কিছুই নয়। ❁

18. এৱাই তাৰা, যাদেৱ সম্পর্কে তাদেৱ পূৰ্বে গত জিন ও মানব জাতিসমূহেৰ মত (শাস্তিৰ) বাণী চূড়ান্ত হয়ে গেছে। প্ৰকৃতপক্ষে তাৱাই ক্ষতিগ্ৰস্ত। ❁

19. আপন কৃতকৰ্মেৰ কাৱণে প্ৰত্যেক (দল)-এৰ রয়েছে বিভিন্ন স্তৱ এবং তা এই জন্য যে, আল্লাহ তাদেৱকে তাদেৱ কৰ্মেৰ পুৱোপুৱি প্ৰতিফল দেবেন এবং তাদেৱ প্ৰতি কোন জুলুম কৱা হবে না। ❁

20. এবং সেই দিনকে অৱৰণ রেখ, যে দিন কাফেৰদেৱকে আগুনেৰ সামনে পেশ কৱা হবে (এবং বলা হবে,) তোমোৱা নিজেদেৱ অংশেৰ উৎকষ্ট জিনিসমূহ পাৰ্থিব জীৱনে (ভোগ কৱে) নিঃশেষ কৱে ফেলেছ ১৪ এবং তা বেজায় ভোগ কৱেছ। সুতৰাং আজ বিনিময়কৰণে তোমোৱা পাবে লাঞ্ছনাকৰ শাস্তি, যেহেতু তোমোৱা পৃথিবীতে নাহক গৌৱব কৱতে এবং যেহেতু তোমোৱা নাফৰমানি কৱতে। ❁

14. অৰ্থাৎ দুনিয়ায় তোমোৱা কিছু ভালো কাজ কৱে থাকলেও আমি দুনিয়াতেই তোমাদেৱকে তাৰ বদলা দিয়ে দিয়েছিলাম। ফলে তোমোৱা সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেৰ ভেতৰ জীৱন কাটিয়েছ এবং ভোগ-বিলাসে মন্ত থেকে নিজেদেৱ প্ৰাপ্য অংশ দুনিয়াতেই নিঃশেষ কৱে ফেলেছ।

21. এবং আদ জাতিৰ ভাই (হয়েত হৃদ আলাইহিস সালাম)-এৰ বৃত্তান্ত উল্লেখ কৱ, যখন সে তাৰ সম্পদায়কে আঁকা-বাঁকা টিলাময় ভূমিতে ১৫ সতৰ্ক কৱেছিল এবং এ রকম সতৰ্ককাৰী গত হয়েছিল তাৰ আগেও এবং তাৰ পৱেও (সে তাদেৱকে বলেছিল) যে, আল্লাহ ছাড়া কাৰও ইবাদত কৱো না। আমি তোমাদেৱ জন্য ভয় কৱছি এক মহা দিবসেৰ শাস্তিৰ। ❁

15. ১৫. শব্দটি-আছান্তি-এৰ বহুবচন, দীৰ্ঘ বক্ষিম টিলা শ্ৰেণীকে আছান্তি বলে। আদ জাতি যে অঞ্চলে বাস কৱত, সেখানে এ রকমেৰ বহু টিলা ছিল। কাৰও মতে আহকাৰ সেই অঞ্চলটিৰই নাম। এটা ইয়ামানে অবস্থিত। বৰ্তমানে সেখানে কোন লোকবসতি নেই। আদ জাতিৰ কাছে হয়েত হৃদ আলাইহিস সালামকে নবী কৱে পাঠানো হয়েছিল। [কিন্তু তাৰ তাৰ প্ৰতি ঈমান আনেনি। ফলে তাদেৱ যে পৱিণাম হয়েছিল সেটাই এ আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে -অনুবাদক]। এ জাতিৰ পৱিচয় পূৰ্বে সূৱা আৱাফেৰ (৭ : ৬৫) টীকায় গত হয়েছে।

22. তাৰা বলল, তুমি কি আমাদেৱ কাছে এজন্যই এসেছ যে, আমাদেৱকে আমাদেৱ উপাস্যদেৱ থেকে বিমুখ কৱে দেবে? আচ্ছা তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদেৱকে যে শাস্তিৰ ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো। ❁

- 23 সে বলল, (সে আয়াব কখন আসবে এর) যথাযথ জ্ঞান তো আল্লাহরই কাছে। আমাকে যে বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমি তো তোমাদের কাছে তাই পৌঁছাচ্ছি। তবে আমি দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায় (-এর মত কথাবার্তা বলছ)। ♦
- 24 অতঃপর তারা যখন তাকে (অর্থাৎ আয়াবকে) একটি মেঘখণ্ড রাপে তাদের উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল, তখন তারা বলল, এটা মেঘ, যা আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে।' না, বরং এটাই সেই জিনিস, যার জন্য তোমরা তাড়াহড়া করছিলে, এক ঝড়ে হাওয়া, যার মধ্যে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। ♦
- 25 যা তার প্রতিপালকের হৃকুমে সবকিছু তচ্ছন্ত করে ফেলবে। অনন্ত তারা এমন হয়ে গেল যে, তাদের আবাসস্থল ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। অপরাধী সম্প্রদায়কে আমি এ রকমই শাস্তি দিয়ে থাকি। ♦
- 26 এবং (হে আরববাসী!) আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যার ক্ষমতা তোমাদেরকে দেইনি এবং আমি তাদেরকে কান, চোখ ও হৃদয় সবকিছুই দিয়েছিলাম, কিন্তু না তাদের কান ও চোখ তাদের কোন উপকারে আসল আর না তাদের হৃদয়, যেহেতু তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করত। আর তারা যে জিনিস নিয়ে ঠাট্টা-বিন্দুপ করত, তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল। ♦
- 27 আমি তোমাদের আশপাশের অন্যান্য জনপদকেও ধ্বংস করেছি। ১৬ আমি বিভিন্ন রকমের নির্দশন (তাদের) সামনে এনেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে। ♦
16. এর দ্বারা ছামুদ জাতি ও হযরত লৃত আলাইহিস সালামের কওম যেসব এলাকায় বাস করত তার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। শামের যাতায়াতকালে সেসব জনপদ আরববাসীর পথে পড়ত।
- 28 তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ছাড়া যেসব জিনিসকে মারুদরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা তাদের সাহায্য করল না কেন? বরং তারা সব তাদের থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। বস্তুত এটা ছিল তাদের মিথ্যা অপবাদ এবং যা তারা রচনা করেছিল। ♦
- 29 এবং (হে রাসূল!) স্মরণ কর, যখন আমি এক দল জিনকে কুরআন শোনার জন্য তোমার অভিমুখী করে দিয়েছিলাম। ১৭ যখন তারা সেখানে পৌঁছল, (একে অন্যকে) বলল, চুপ কর। তা পড়া হয়ে গেলে তারা আপন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। ♦
17. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে জিন জাতির কাছেও নবী করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমন করেন, তারপর তাদের থেকে সাড়া ন পেয়ে, উপরন্তু তাদের পক্ষ হতে বর্ণনাতীত নিপীড়নের শিকার হয়ে মুক্ত মুকাররমার উদ্দেশ্যে ফেরত রওয়ানা হন, তখন পথিমধ্যে নাখলা নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটেছিল। তিনি নাখলায় বিশামের জন্য থেমেছিলেন। সেখানে যখন ফজরের নামাযে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করেছিলেন, তখন সেখান দিয়ে একদল জিন কোথাও যাচ্ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের তেলাওয়াত শুনে তারা সেখানে থেমে গেল এবং মন দিয়ে শোনার জন্য একে অন্যকে চুপ থাকতে বলল। একে কুরআন মাজীদের আবেদনপূর্ণ বাণী, আবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের কংগ্রে তার তেলাওয়াত। সুতরাং জিনদের দলটি তাতে গভীরভাবে প্রভাবিত হল। এমনকি তারা নিজ সম্প্রদায়ের কাছেও এর দাওয়াত নিয়ে গেল। তাদের সে দাওয়াতে কাজও হল। বিভিন্ন সময়ে তাদের কয়েকটি প্রতিনিধি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিল। তিনি তাদের মধ্যে তাবলীগ ও তালীমের দায়িত্ব আঞ্চাম দিয়েছিলেন। যে সকল রাতে জিনদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিকে 'লাইলাতুল জিন' বা জিনদের সাথে সাক্ষাতের রাত বলে। তার মধ্যে এক রাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রায়ি)-ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের সঙ্গে ছিলেন। জিনদের ইসলাম গ্রহণের বৃত্তান্ত সূরা জিনে বিস্তারিতভাবে আসবে ইনশাআল্লাহ তাআলা।
- 30 তারা বলল, হে আমাদের কওম! নিশ্চয়ই জেনে রেখ, আমরা এমন এক কিতাব (-এর পাঠ) শুনেছি, যা মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর পর অবতীর্ণ হয়েছে, তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থকরণে, যা পথ-নির্দেশ করে সত্ত্বের ও সরল পথের। ♦
- 31 হে আমাদের কওম! আল্লাহর পথে আহ্লানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না, সে পৃথিবীর কোথাও গিয়ে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না ১৮ এবং আল্লাহ ছাড়া সে কোনও রকমের অভিভাবকও পাবে না। এরপ লোক সুস্পষ্ট পথপ্রস্তায় লিপ্ত। ♦
18. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাকে ব্যর্থ করতে পারবে না। তিনি যখন তাকে শাস্তি দিতে চাইবেন, তখন সে কোথাও পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। -অনুবাদক
- 33 তারা কি অনুধাবন করেনি যে, যেই আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃজনে তাঁর বিন্দুমাত্র ক্লান্তি দেখা দেয়নি, তিনি নিঃসন্দেহে মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম? কেনইবা হবেন না? নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ♦

৩৪ যে দিন কাফেরদেরকে আগুনের সামনে উপস্থিত করা হবে, (সে দিন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে,) এটা (অর্থাৎ জাহানাম) কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ! এটা বাস্তবিকই সত্য। আল্লাহ বলবেন, তাহলে তোমরা যে কুফর অবলম্বন করেছিলে তার বিনিময়ে শাস্তি ভোগ কর। ❖

৩৫ সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর, যেমন সবর অবলম্বন করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তুমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিষয়ে তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, তা যে দিন তারা দেখবে, সে দিন (তাদের মনে হবে) তারা যেন (দুনিয়ায়) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেন। ১৯ এটাই সেই বার্তা, যা পৌঁছিয়ে দেওয়া হল। অতঃপর ধ্বংস তো হবে কেবল এমন সব লোক, যারা অবাধ্য। ❖

১৯. অর্থাৎ আখেরাতে কাফেরগণ যখন সেই শাস্তির সম্মুখীন হবে, যে সম্পর্কে তাদের বারবার সাবধান করা হয়েছিল, তখন তার বিভীষিকা দেখে তারা হতবিহুল হয়ে পড়বে এবং দুনিয়ার গোটা জীবন তাদের কাছে অতি সংক্ষিপ্ত মনে হবে, যেন তা এক দিনের ভগ্নাংশ মাত্র।



♦ মুহাম্মাদ ♦

১ যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দান করেছে, আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্কল করে দিয়েছেন। ১ ❖

১. কাফেরগণ দুনিয়ায় যেসব ভালো কাজ করে, যেমন গরীব-দুঃখীর সাহায্য, আর্তের সেবা ইত্যাদি, এর প্রতিদান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইহকালেই দিয়ে দেন। আখেরাতে তারা কিছুই পাবে না। কেননা আখেরাতের পুরুষার পাওয়ার জন্য ঈমান শর্ত। তাই আখেরাতের হিসেবে তাদের কর্ম সম্পূর্ণ নিষ্কল হয়ে যায়।

২ আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি যা-কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আর সেটাই তো তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য তা আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন। ❖

৩ তা এইজন্য যে, যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা মিথ্যার অনুসরণ হয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্যের অনুসরণ করেছে। এভাবেই আল্লাহ মানুষের কাছে তাদের অবস্থাদি বর্ণনা করেন। ২ ❖

২. -এর অর্থ দৃষ্টান্ত পেশ করা। বোঝানো হয়েছে, মুমিনদের কর্তৃক সত্যের অনুসরণ ও তাদের সফলতা লাভ এবং কাফেরদের কর্তৃক মিথ্যার অনুসরণ ও তাদের অকৃতকার্যতা দুই সম্প্রদায়ের এই দুই অবস্থা চমৎকারিত্বের দিক থেকে দৃষ্টান্তবর্ণন। আল্লাহ তাআলা তাদের সেই অবস্থা মানুষের কাছে বর্ণনা করেন, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। আয়াতের দ্বিতীয় তরজমা এভাবেও করা যেতে পারে যে, 'এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত পেশ করেন।' তখন প্রশ্ন হবে এ স্থলে সে দৃষ্টান্ত কোথায়? উত্তর হল, কাফেরদের কুফরী কাজের দৃষ্টান্ত হল মিথ্যার অনুসরণ। আর মুমিনদের কর্মপ্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত সত্যের অনুসরণ। -অনুবাদক

৪ যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের সাথে যখন তোমরা মুকাবেলা কর, তখন তাদের গর্দানে আঘাত করবে। অবশেষে তোমরা যখন তাদের শাস্তি চূর্ণ করবে, তখন তাদেরকে শক্তভাবে গ্রেফতার করবে। তারপর চাইলে (তাদেরকে) মুক্তি দেবে অনুকম্পা দেখিয়ে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে। ৩ (তোমাদের প্রতি এটাই নির্দেশ), যাৰ না যুদ্ধ তার অন্তর্বে রেখে দেয় ৪ (অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়)। (তাদের ব্যাপারে) তোমাদের প্রতি এই নির্দেশ। আল্লাহ চাইলে নিজেই তাদেরকে শাস্তি দিতেন, কিন্তু (তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন এজন্য যে), তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। ৫ আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম নিষ্কল করবেন না। ৬ ❖

৩. বদরের যুদ্ধে কাফেরদের সন্তুরজন লোক বন্দী হয়েছিল। মহানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শক্রমে তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটা আল্লাহ তাআলার পচন্দ ছিল না, যে কারণে সুরা আনফালে (৮ : ২২-২৩) ইরশাদ হয়েছিল, কাফেরদের শক্তি ঘটক্ষণ সম্পূর্ণার্থে চূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তিপণের বিনিময়েও তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া সঠিক ব্যবস্থা নয়। কেননা এ অবস্থায় শক্রদের ছেড়ে দিলে, তাদেরকে আরও বেশি শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়া হয়। সুরা আনফালের সে আয়াতসমূহ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপর্যুক্ত হওয়ার অবকাশ ছিল যে, ভবিষ্যতেও বোধ হয় যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তি দেওয়া জায়ে হবে না। তাই এ আয়াতে বিশয়টা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। বোঝানো হচ্ছে যে, তখনকার পরিস্থিতি বন্দী মুক্তির অনুকূল ছিল না, যেহেতু তখনও পর্যন্ত তাদের শক্তি ভালোভাবে চূর্ণ হয়নি। আর সে কারণেই মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অসম্মোহ প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন যেহেতু তাদেরকে বেশ পর্যন্ত করা হয়েছে, তাই তাদেরকে মুক্তি দানে কোন ক্ষতি নেই। এখন মুসলিম শাসকের পক্ষে দুটো পছ্যার যে-কোনওটি অবলম্বন করা জায়ে নেই। চাইলে কোন রকম মুক্তিপণ ছাড়াই সম্পূর্ণ অনুকম্পাৰ ভিত্তিতে তাদেরকে ছেড়ে দেবে অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেবে। সুতরাং এ আয়াতের আলোকে ইসলামী সরকার কিরিমের খ্রিস্তীয় সংরক্ষণ করে। (এক) বন্দীদেরকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দিয়ে তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা। (দুই) মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া। বন্দী বিনিময়ও এর অন্তর্ভুক্ত। (তিনি) তাদেরকে জীবিত ছেড়ে দেওয়ার ভেতর যদি এই আশঙ্কা থাকে যে, তারা মুসলিমদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তবে তাদেরকে হত্যা করারও অবকাশ আছে, যেমন সুরা আনফালে (৮ : ২২-২৩) বলা হয়েছে। (চার) যদি তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, জীবিত রাখা হলে তারা মুসলিমদের জন্য বিপজ্জনক হবে না; বরং তারা মুসলিমদের পক্ষে অনেক উপকারী হবে এবং তারা বিভিন্ন

রকমের সেবা দান করতে পারবে, তবে তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখা যাবে আর সেক্ষেত্রে ইসলাম তাদের প্রতি যে সদাচরণের হকুম দিয়েছে তা পুরোপুরি রক্ষা করে তাদেরকে ভাস্তুরে মর্যাদা দান করতে হবে।

উপরিউক্ত চার পন্থার কোনওটিই বাধ্যতামূলক নয়; বরং ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থা অনুযায়ী সরকার যে-কোনও পন্থা অবলম্বন করতে পারে। তবে এ এখতিয়ার সেই সময়ই প্রযোজ্য, যখন যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে শুভ্রপক্ষের সাথে কোনও রকম চুক্তি না থাকে। চুক্তি থাকলে সে অনুযায়ী কাজ করা অপরিহার্য। বর্তমানকালে আন্তর্জাতিকভাবে অধিকাংশ রাষ্ট্র এই চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছে যে, তারা যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করতে বা দাস বানাতে পারবে না। যেসব রাষ্ট্র এ চুক্তিতে শরীক আছে, তারা যত দিন শরীক থাকবে তাদের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতেও এর অন্তরণ করা অপরিহার্য।

4. অর্থাৎ অমুসলিমকে হত্যা বা বন্দী করা জায়ে কেবল যুদ্ধাবস্থায়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন উভয় পক্ষে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়ে যাবে, তখন আর কাউকে হত্যা বা বন্দী করা জায়ে হবে না।

5. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের উপর কোন আয়াব নাফিল করে সরাসরিও তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু তা না করে যে তোমাদের উপর জিহাদের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল তোমাদেরকে পরীক্ষা করা। তিনি দেখতে চান দীনের জন্য তোমরা জান-মালের কুরবানী করতুক দাও এবং যে-কোনও পরিস্থিতিতে অবিচলিত থেকে করতবড় ঝুঁকি গ্রহণে প্রস্তুত থাক। সেই সঙ্গে কাফেরদেরকেও পরীক্ষা করতে চান যে, তারা আল্লাহর সাহায্য দেখে দীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, না কুফরকেই আঁকড়ে ধরে রাখে।

6. যারা যুদ্ধে শহীদ হয়ে যায়, তাদের সম্পর্কে কারও ধারণা হতে পারে, তারা যেহেতু জয়লাভের আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছে, তাই তারা বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং তাদের শ্রম পণ্ড হয়ে গেছে। তাই এ আয়াত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তারা ব্যর্থ হয়নি। দীনের পথে যেহেতু তারা কুরবানী দিয়েছে, তাই তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাদের শ্রমকে নিষ্ফল করবেন না, বরং তাদেরকে তাদের আসল ঠিকানা জানাতে পোর্চিয়ে দেবেন।

5. তিনি তাদেরকে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেবেন এবং (আধিরাতে) তাদের অবস্থা ভালো রাখবেন। ♦

6. তাদেরকে দাখিল করবেন জানাতে, যা তাদেরকে ভালোভাবে চিনিয়ে দিয়েছিলেন ষ ♦

7. এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে দুনিয়াতেই তাদেরকে জানাত চিনিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তারা জানাতের যে পরিচয় জানতে পেরেছিল এ জানাত সে অনুযায়ীই হবে। (দুই) তবে অধিকাংশ মুফাসিসির এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। তা এই যে, প্রত্যেক জানাতবাসীই তার জানাতের ঠিকানা সহজেই খুঁজে পাবে। আপন-আপন ঠিকানা খুঁজে পেতে তাদের কোন রকম কষ্ট করতে হবে না। আল্লাহ তাআলা সেজন্য অত্যন্ত সহজ ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ফলে বিনা তালাশেই সকলে নিজ-নিজ জ্ঞানগায় পৌঁছে যাবে।

7. হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দীন)-এর সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন। ♦

8. আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে ধ্বংস। আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন। ♦

9. তা এই জন্য যে, তারা আল্লাহ যা নাফিল করেছেন তা অপচন্দ করেছিল। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন। ♦

10. তবে কি তারা ভূমিতে বিচরণ করে দেখেনি তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর (মক্কার) কাফেরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম। ♦

11. তা এই জন্য যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক আর কাফেরদের কোন অভিভাবক নেই। ♦

12. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশে নহর বহমান থাকবে। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা (দুনিয়ায়) মজা লুটছে এবং চতুর্পদ জন্ম যেভাবে খায়, সেভাবে খাচ্ছে। তাদের শেষ ঠিকানা জাহানাম। ♦

13. এমন কত জনপদ ছিল, যা তারা তোমাকে তোমার যে জনপদ থেকে বের করে দিয়েছে তা অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী ছিল, এ আমি তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তখন তাদের কোন সাহায্যকারী ছিল না। ♦

8. মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে তাঁর ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করেছিল। এ

ଆয়াতের ইশারা সেই দিকে। বলা হচ্ছে, তাদের সেই জলুমবাজি দেখে কেউ যেন মনে না করে তারা শক্তিশালী হওয়ার কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তো তাদের চেয়ে অনেকে বেশি শক্তিমান জাতিকেও ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের তুলনায় এরা তো হিসাবেই আসে না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই জয়লাভ করবেন।

- 14** সুতরাং (বল তো), যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক উজ্জ্বল পথে রয়েছে, সে কি তাদের মত হতে পারে যাদের দুষ্কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে তোলা হয়েছে এবং যারা তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে? ❁
- 15** মুত্তাকীদের যেই জান্মাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা এই যে, তাতে আছে এমন পানির নহর, যা কখনও নষ্ট হওয়ার নয়, আছে এমন দুধের নহর, যার স্বাদ থাকবে অপরিবর্তনীয়, আছে এমন সুরার নহর, যা পানকারীদের জন্য অত্যন্ত সুস্নাদু, আছে এমন মধুর নহর যা থাকবে পরিশোধিত এবং তাতে তাদের জন্য থাকবে সব রকম ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত। তারা কি ওইসব লোকের মত হতে পারে, যারা স্থায়ীভাবে জাহানামে থাকবে এবং তাদেরকে পান করানো হবে উত্তপ্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে? ❁
- 16** (হে রাসূল!) তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা তোমার কথা কান পেতে শোনে, কিন্তু যখন তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায়, তখন যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, এইমাত্র তিনি (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কী বললেন? ❁ এরা এমন লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন এবং যারা অনুসরণ করে নিজেদের খেয়াল-খুশীর। ❁
9. এটা মুনাফেকদের বৃত্তান্ত। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসে তাঁর কথা শোনার ভান করত, কিন্তু বাইরে গিয়ে অন্যকে জিজ্ঞেস করত, তিনি কি-কি কথা বলেছেন। এর মানে দাঁড়ায় আমরা মজলিসে বসে তার কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনিনি। খুব সন্তুষ্ট তাদের সমন্মানেরকে এর দ্বারা বোঝাতে চাইত, আমরা তাঁর (অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কথাবার্তাকে গুরুত্ব দেওয়ার মত কোন বিষয় মনে করি না (নাউয়ুবিল্লাহ)।
- 17** যারা হেদায়াতের পথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াতে উৎকর্ষ দিয়েছেন এবং তাদেরকে দান করেছেন তাদের (প্রয়োজনীয়) তাকওয়া। ❁
10. এর আরেক অর্থ হতে পারে তাদেরকে দান করেছেন তাদের তাকওয়ার পুরুষার। -অনুবাদক
- 18** তবে কি তারা (কাফেরগণ) কেবল এরই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের উপর আকস্মিকভাবে আপত্তি হবে? (যদি সেই অপেক্ষায়ই থাকে) তবে তার আলামতসমূহ তো এসে গেছে। অতঃপর তা যখন তাদের সামনে এসেই পড়বে, তখন তাদের উপদেশ গ্রহণের সুযোগ থাকবে কোথায়? ❁
- 19** সুতরাং (হে রাসূল!) জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই আর ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজ ক্রটি-বিচুতির জন্য ❁ এবং মুসলিম নর-নারীর জন্যও। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও তোমাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে জানেন। ❁
11. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসম ছিলেন। তাঁর দ্বারা গুনাহের কোন কাজ হতেই পারত না। তবে তাঁর কোন কোন রায় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে, তা তাঁর উচ্চ মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না (যেমন বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তটি, যে সম্পর্কে সুরা আনফালে [৮ : ২২-২৩] বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে)। তাছাড়া মানবীয় স্বভাব অনুযায়ী কখনও কখনও তাঁর দ্বারা নামায়ের রাকাআত ইত্যাদিতেও ভুল হয়ে গেছে। এ জাতীয় বিষয়কেই এ আয়াতে 'ক্রটি-বিচুতি' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাহ নয় এমন ছোট-ছোট বিষয়ের কারণেও যখন ইস্তিগ্ফার করতেন তখন তাঁর উম্মতের তো তাওবা ইস্তিগ্ফারে অনেক বেশি যত্নবান থাকা উচিত, যেহেতু তাদের দ্বারা ছোট-বড় গুনাহ হর-হামেশাই হয়ে থাকে।
- 20** আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, কোন (নতুন) সুরা নায়িল হয় না কেন? ❁ অতঃপর যখন যথোচিত কোন সুরা নায়িল হয় এবং তাতে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তুমি তাদেরকে দেখবে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে মৃত্যুভয়ে মৃর্চিত ব্যক্তির তাকানোর মত। তাদের জন্য রয়েছে চরম ধ্বংস। ❁
12. কুরআন মাজীদের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ছিল পরম আসক্তি। তাই যাতে নতুন-নতুন সুরা নায়িল হয় সেজন্য তারা সর্বদা প্রতীক্ষারত থাকতেন, বিশেষত যারা জিহাদের জন্য উদ্দীগী ছিলেন, তারা অপেক্ষা করছিলেন কখন তাদেরকে নতুন কোন সুরার মাধ্যমে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হবে। মুনাফেকরাও তাদের দেখাদেখি কখনও তাদের সামনে এ রকম আগ্রহ প্রকাশ করে থাকবে। কিন্তু যখন জিহাদের আয়ত আসল, তখন তাদের আসল চেহারা প্রকাশ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলছেন, কেবল মুখে-মুখে আগ্রহ প্রকাশে লাভ কী? যখন সময় আসে, তখন যদি আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকারকে সত্যে পরিণত করে দেখায়, তাতেই তাদের মঙ্গল।
- 21** তারা আনুগত্য জাহির করে ও ভালো-ভালো কথা বলে। ❁ যখন (জিহাদের) আদেশ চূড়ান্ত হয়ে যায়, তখন যদি তারা আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতার পরিচয় দিত, তবে তাদের জন্য ভালো হত। ❁

13. এর অন্য অর্থ হতে পারে, (হে মুহাম্মদ!) তোমার প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং তোমার সাথে উত্তম ও ন্যায়নির্ণ কথাই তাদের পক্ষে
উত্তম। -অনুবাদক

22 অতঃপর তোমরা (জিহাদ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলে কি তোমাদের দ্বারা ভূমিতে অশান্তি বিস্তার এবং রক্তের আত্মীয়তা ছিন্ন করার
সম্ভাবনা আছে? ১৪ ❁

14. জিহাদের এক উদ্দেশ্য হল দুনিয়ায় ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যেসলামিক শাসন দ্বারা যে অন্যায়-অনাচার বিস্তার লাভ
করেছে তার অবসান ঘটানো। আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা জিহাদ থেকে বিমুখ হলে প্রথমীতে ব্যাপক অশান্তি দেখা দেবে এবং আল্লাহ
তাআলার আদেশ অমান্য করার পরিণামে চারদিকে অন্যায়-অনাচার বিস্তার লাভ করবে। তার একটা দিক এইও যে, আত্মীয়-স্বজনের হক
পদদলিত করা হবে।

[আয়াতটির অন্য অর্থ হতে পারে, 'ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে কি তোমাদের দ্বারা ভূমিতে অশান্তি বিস্তার ও রক্তের আত্মীয়তা ছিন্ন করার
সম্ভাবনা আছে?' যেমনটা ক্ষমতার মদমন্তে বেসামাল লোকদের দ্বারা হয়ে থাকে। -অনুবাদক]

23 এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ লাভ করেছেন (অর্থাৎ তাঁর রহমত থেকে দূর করে দিয়েছেন।) ফলে তাদেরকে বধির বানিয়ে
দিয়েছেন এবং তাদের চোখ অঙ্গ করে দিয়েছেন। ❁

24 তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না, নাকি অন্তরে লেগে আছে তার (সংশ্লিষ্ট) তালা? ১৫ ❁

15. 'অন্তরের তালা' কথাটি প্রতীকী। তার মানে তাদের অন্তরে ঈমানের আলো ও কুরআনের উপলক্ষ্মি থেকে বঞ্চিত। এটা তাদের একটানা
কুফর করে যাওয়ার পরিণাম। কুরআন বোঝার তাওয়াকীক হলে তারা বুঝতে পারত জিহাদের ভেতর দুনিয়া ও আখেরাতের কতই না কল্যাণ
নিহিত। -অনুবাদক।

25 প্রকৃতপক্ষে যারা তাদের সামনে হেদায়াত পরিস্ফুট হয়ে যাওয়ার পরও পেছন ফিরিয়ে চলে যায়, শয়তান তাদেরকে ফুসলানি
দিয়েছে এবং তাদেরকে অসম্ভব আশা দিয়েছে। ❁

26 তা এজন্য যে, যারা আল্লাহর নায়িলকৃত বিষয়কে অপচন্দ করে তাদেরকে তারা (অর্থাৎ মুনাফেকগণ) বলেছে, কোন কোন বিষয়ে
আমরা তোমাদের কথাও মানব। ১৬ আল্লাহ তাদের গুপ্ত কথাসমূহ ভালোভাবে জানেন। ❁

16. অর্থাৎ মুনাফেকরা ইয়াহুদী ও অন্যান্য কাফেরদেরকে বলত যদিও আমরা প্রকাশে মুসলিম হয়ে গেছি, কিন্তু আমরা তাদের সাথে মিলে
তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ব না; বরং সুযোগ পেলে তোমাদের সাহায্য করব এবং এ জাতীয় কাজে তোমাদের কথা মানব-অনুবাদক (তাফসীরে
উসমানী থেকে গৃহীত)।

27 ফেরেশতাগণ যখন তাদের চেহারায় ও পেছন দিকে আঘাত করতে করতে তাদের জ্ঞান কবজ করবে, তখন তাদের দশা কী হবে?
❁

28 তা এজন্য যে, তারা এমন পথ অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে নারাজ করে এবং তারা আল্লাহর সন্তোষ সাধনকে অপচন্দ করেছে।
তাই আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্কাল করে দিয়েছেন। ❁

29 যাদের অন্তরে (মুনাফেকীর) ব্যাধি আছে, তারা কি মনে করে আল্লাহ তাদের (অন্তরে) লুকায়িত বিদ্বেষ কখনও প্রকাশ করে দেবেন
না? ❁

30 আমি চাইলে তোমায় তাদেরকে দেখিয়ে দিতাম, ফলে তুমি লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনে ফেলতে এবং (এখনও) তুমি কথা বলার
ধরন দেখে তাদেরকে অবশ্যই চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের কার্যবলী ভালোভাবেই জানেন। ❁

31 (হে মুসলিমগণ!) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে দেখে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল
এবং যাতে তোমাদের অবস্থানি যাচাই করে নিতে পারি। ❁

32 নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে এবং রাসূলের
বিরুদ্ধাচারণ করেছে, তাদের সামনে সৎপথ সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তারা কখনই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।
অচিরেই তিনি তাদের যাবতীয় কর্ম নস্যৎ করে দেবেন। ১৭ ❁

17. এর এক অর্থ হতে পারে, তারা আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র করছে, আল্লাহ তাআলা তা পণ্ড করে দেবেন। দ্বিতীয় অর্থ হতে

পারে, তারা যা-কিছু ভালো কাজ করে আখেরাতে তার কোন সওয়াব পাবে না, যেমন সূরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে।

- 33 হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বরবাদ করো না। ﴿
- 34 যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নির্বাপ্ত করেছে, তারপর কুফর অবস্থাই মারা গেছে, আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না। ﴿
- 35 সুতরাং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা মনোবল হারিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিও না। ১৮ তোমরাই উপরে থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে। তিনি কখনই তোমাদের কর্মফল খর্ব করবেন না। ১৯ ﴿

18. অর্থাৎ ভীরুতার কারণে শক্তির কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিও না। এমনিতে সন্ধি নিষিদ্ধ নয়। সূরা আনফালে (৮ : ৬১) আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘তারা যদি সন্ধির দিকে ঝোঁকে তবে তোমরাও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে।’ অর্থাৎ সন্ধি প্রস্তাব যদি কাপুরুষতার কারণে না হয়ে অন্য কোন উপযোগিতা বিবেচনায় হয়ে থাকে, তবে তা দূষনীয় নয়; বরং তা জায়ে হবে।

19. এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) তোমরা আল্লাহ তাআলার দীনকে বিজয়ী করার জন্য জিহাদ ইত্যাদির মাধ্যমে যে প্রচেষ্টা চালাবে, আল্লাহ তাআলা তা নিষ্ফল যেতে দেবেন না। সে প্রচেষ্টার বদৌলতে তোমরাই প্রবল ও জয়যুক্ত হবে। (দুই) দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে, তোমরা যে-কোনও ভালো কাজ করবে, জিহাদও যার অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদেরকে তার পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন, যদিও তোমরা দুনিয়ায় বাহ্যিকভাবে জয়যুক্ত না হও। অর্থাৎ তোমাদের প্রচেষ্টা বাহ্যিকভাবে সফল হয়নি বলে যে তোমরা ব্যর্থ হয়ে গেলে বা সে কারণে তোমাদের সওয়াব কিছুমাত্র কম হবে তা নয় মোটেই।

- 36 পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা মাত্র। তোমরা যদি ঈমান আন ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পূরক্ষার দান করবেন এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের অর্থ-সম্পদ চাবেন না। ﴿

- 37 তিনি যদি তোমাদের কাছে তা চান এবং তোমাদেরকে সবকিছুই দিতে বলেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তখন তিনি তোমাদের মনের অসন্তোষ প্রকাশ করে দেবেন। ২০ ﴿

20. আনুগত্যের তো দাবি ছিল, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের সমুদয় সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করার হৃকুম দিলে তোমরা তাতেও খুশী থাকবে এবং অবিলম্বে তাই করবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানেন এ রকম নির্দেশ তোমাদের কাছে দুর্বল মনে হবে এবং তাতে তোমাদের মনে অসন্তোষ দেখা দেবে। তাই তিনি এ রকম আদেশ করেননি। তবে তিনি তোমাদেরই কল্যাণার্থে তোমাদের সম্পদের অংশবিশেষ জিহাদে ব্যয় করতে বলেছেন। কাজেই এটা করতে তোমাদের কার্পণ্য করা উচিত নয়।

- 38 দেখ, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য ডাকা হচ্ছে অতঃপর তোমাদের মধ্যে কিছু লোকে কার্পণ্য করছে। আর যে-কেউ কার্পণ্য করে, সে তো কার্পণ্য করে নিজেরই প্রতি। ২১ আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তোমাদের স্থানে অন্য কোন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করবেন অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না। ﴿

21. কেননা আল্লাহ তাআলার আদেশ মত যদি অর্থ ব্যয় না কর তবে তার ক্ষতি তোমাদের নিজেদেরকেই ভোগ করতে হবে। প্রথমত এ কারণে যে, অর্থ ব্যয় না করলে জিহাদ সংঘটিত হবে না। ফলে শক্তি তোমাদের উপর প্রবল থাকবে। কিংবা যদি যাকাত না দাও, তবে ব্যাপক অভাব-অন্টন লেগে থাকবে। আর দ্বিতীয়ত এ কারণে যে, আখেরাতে এ অবাধ্যতার কারণে তোমাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।



♦ আল ফাত্হ ♦

- 1 (হে রাসূল!) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি, ১ ﴿

1. সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী এ আয়াত হৃদায়বিয়ার সন্ধির পর নায়িল হয়েছে। সূরার পরিচিতিতে ঘটনাটি সংক্ষেপে গত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সন্ধির শর্তসমূহ এমন ছিল না, যাকে প্রকাশ্য বিজয় বলা যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যেই পরিস্থিতিতে এ সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিল, তার প্রতি লক্ষ্য করলে নিঃসন্দেহে এটি এক সুস্পষ্ট ও মহা বিজয়ের পটভূমি এবং শেষ পর্যন্ত এরই ফলশ্রুতিতে মঙ্গল মুকাররমা বিজিত হবে।

- 2 যাতে আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করেন, ২ তোমার প্রতি তাঁর নি'আমত পূর্ণ করেন এবং তোমাকে

সরল পথে পরিচালিত করেন। ৩ *

২. পূর্বে সুরা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ১৯ নং আয়াতের টাকায় বলা হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁর দ্বারা কোনও রকম গুণাহ সংঘটিত হতে পারত না। তা সত্ত্বেও মামুলি কিসিমের ভুল-ক্রটি হয়ে গেলেও তিনি তাকে নিজের অপরাধ গণ্য করতেন এবং সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এখানে সে রকম ভুল-ক্রটি বোঝানো উদ্দেশ্য।

৩. অর্থাৎ দীনের প্রচারকার্য ও তার পরিপূর্ণ অনুসরণের পথে এ পর্যন্ত কাফেরদের পক্ষ থেকে নানা রকম বাধা-বিষ্ণু সৃষ্টি করা হচ্ছিল। এবার এ বিজয়ের পর সে বাধা দূর হয়ে যাবে এবং সরল পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

৩ এবং (যাতে আল্লাহ) তোমাকে সাহায্য করেন, বলিষ্ঠ সাহায্য। *

৪ তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন, ^৪ যাতে তাদের ঈমানে অধিকতর ঈমান যুক্ত হয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *

৪. সুরার পরিচিতিতে বলা হয়েছে, হৃদায়বিয়ার সন্ধিকালে কাফেরদের আচরণে মুমিনগণ ঘারপরাই ক্ষুঁক্ষু ছিলেন, যে কারণে তারা জিহাদের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন এবং সন্ধির শর্তাবলী কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না, কিন্তু সন্ধি স্থাপিত করাই যেহেতু তখন আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিল, তাই তিনি তাঁদের অন্তরে সাকীনাহ ও প্রশান্তি সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে তারা সর্বান্তকরণে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা মেনে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে শিরোধার্য করে নিলেন।

৫ যাতে তিনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দাখিল করেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশে প্রবহমান রয়েছে নহর, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে এবং যাতে তাদের থেকে মিটিয়ে দেন তাদের মন্দসমূহ। আল্লাহর কাছে এটাই মহাসাফল্য। *

৬ আর যাতে সেই মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী এবং মুশারিক পুরুষ ও মুশারিক নারীদেরকে শাস্তি দান করেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করে। মন্দের ফের তাদেরই উপর নিপত্তি ^৫ এবং আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্টি, তিনি তাদেরকে নিজ রহমত থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহানাম প্রস্তুত করে রেখেছেন আর তা আতি মন্দ ঠিকানা। *

৫. অর্থাৎ তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা রকম নিকৃষ্ট পরিকল্পনা করছে, কিন্তু জানে না যে, সে সব নিকৃষ্ট পরিকল্পনার ফেরে তারা নিজেরাই পড়ে রয়েছে। কেননা এক দিকে তাদের সব পরিকল্পনাই ভেন্টে যাবে, অন্যদিকে এর পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৭ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *

৮ (হে রাসূল!) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদাদাতা ও সতর্ককারীরাপে। *

৯ যাতে (হে মানুষ!) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁকে সাহায্য কর ও তাঁকে সম্মান কর এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ কর। *

১০ (হে রাসূল!) যারা তোমার কাছে বায়আত গ্রহণ করছে প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কাছে বায়আত গ্রহণ করছে। ^৬ আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। এরপর যে-কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তার অঙ্গীকার ভঙ্গের পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। আর যে-কেউ পূরণ করবে, সেই অঙ্গীকার যা সে আল্লাহর সঙ্গে করছে, আল্লাহ তাকে মহাপুরুষার দান করবেন। *

৬. ইশারা বায়আতে রিষওয়ানের প্রতি, যা হয়রত উসমান রায়িসাল্লাহু আনহূর শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে পড়লে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়েছিলেন। সুরার পরিচিতিতে সে ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

১১ যেসব দেহাতী (হৃদায়বিয়ার সফরে) পেছনে থেকে গিয়েছিল, ^৭ তারা শীঘ্ৰই তোমাকে বলবে, আমাদের অর্থ-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছিল। তাই আমাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করুন। তারা তাদের মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। (তাদেরকে) বল, আল্লাহ যদি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চান বা তোমাদের কোন উপকার করতে চান, তবে কে তোমাদের বিষয়ে আল্লাহর সামনে কিছু করার ক্ষমতা রাখে? ^৮ বরং তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। *

৭. হৃদায়বিয়ার সফরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে নিষ্ঠাবান সকল সাহাবী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আশঙ্কা ছিল কুরাইশী কাফেরগণ পথে বাধা সৃষ্টি করবে, ফলে যুদ্ধও লেগে যেতে পারে। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বড়-সড় দল সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মদীনা মুনাওয়ারার আশপাশের

দেহাতগুলোতেও ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, তারাও যেন এতে অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে যারা আকৃত্রিম মুমিন ছিলেন, তারা তো তাঁর সঙ্গে এসে যোগদান করলেন, কিন্তু দেহাতীদের মধ্যে অনেক মুনাফেকও ছিল। তারা চিন্তা করল, যুদ্ধ লেগে গেলে তো আমাদেরও তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাই তারা নানা আজুহাতে পাশ কাটাল। 'যেসব দেহাতী পেছনে থেকে গিয়েছিল' বলে এই মুনাফেকদের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসবেন, তখন তারা এসে আজুহাত দেখাবে যে, আমরা ঘর-বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আপনার সঙ্গে যেতে পারিনি।

৪. অর্থাৎ তোমরা তো এই মনে করেই ঘরে থেকে গিয়েছিলে যে, ঘরে থাকাতেই ফায়দা। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাওয়া ক্ষতিকর। অথচ লাভ-ক্ষতি সব আল্লাহ তাআলারই হাতে। তিনি কারও উপকার বা ক্ষতি করার ইচ্ছা করলে তা ঠেকানোর সাধ্য নেই কারও।

12 বস্তুত তোমরা মনে করেছিলে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং অন্যান্য মুসলিমগণ কখনও তাদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে আসতে পারবে না। **১** আর এ কথাই তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল এবং তোমরা নানা রকম কু-ধারণা করেছিলে। বস্তুত তোমরা ছিলে এক ধৰ্মসমুখী সম্প্রদায়। *

৭. মুনাফেকদের ধারণা ছিল মুসলিমগণ উমরা পালনের উদ্দেশ্যে গেলেও, কুরাইশের লোকজন তাদেরকে বাধা না দিয়ে ছাড়বে না। ফলে যুদ্ধ অবধারিত। আর যুদ্ধ যদি হয়েই, তবে কুরাইশ বাহিনীর শক্তি এমন অমিত যে, মুসলিমগণ তাদের সামনে টিকিবে না। তারা বেঘোরে প্রাণ হারাবে। কেউ জান নিয়ে পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারবে না।

13 কেউ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান না আনলে (সে জেনে রাখুক), আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুন। *

14 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গোটা রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

15 (হে মুসলিমগণ!) তোমরা যখন গণীমতের মাল সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন (হৃদায়বিয়ার সফর থেকে) যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল তারা বলবে, তোমরা আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যেতে দাও। **১০** তারা আল্লাহর কথা পাল্টে দিতে চাবে। **১১** বলে দিও, তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথে যাবে না। আল্লাহ আগেই এ রকম বলে রেখেছেন। **১২** তখন তারা বলবে, প্রকৃতপক্ষে তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর। **১৩** না; বরং তারা বড় অল্পই বোঝে। *

10. হৃদায়বিয়ার সফরে সাহাবায়ে কেরাম যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আনুগত্যের পরাকার্ষা প্রদর্শন করেছিলেন, তার পুরুষার ব্রহ্ম আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছিলেন, মুক্তা বিজয়ের আগে তাদের আরও একটি বিজয় অর্জিত হবে এবং সে বিজয়ে তাদের প্রচুর গন্নীমত লাভ হবে। তার দ্বারা ইশারা ছিল খায়বার বিজয়ের প্রতি। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ৭ম হিজরীতে খায়বার অভিযানের জন্য রওয়ানা হচ্ছিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরামের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আল্লাহ তাআলার ওয়াদা অনুসারে খায়বার অবশ্যই বিজিত হবে এবং তাতে প্রচুর গন্নীমতও লাভ হবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, সেই সময় যখন আসবে, হৃদায়বিয়ার সফরে যেসব মুনাফেক নানান ছল-ছুতায় ঘরে থেকে গিয়েছিল, তারাও কিন্তু তখন সঙ্গে যেতে চাইবে। কেননা তোমাদের মত তাদেরও বিশ্বাস থাকবে যে, খায়বার অবশ্যই বিজিত হবে এবং তাতে প্রচুর গন্নীমত অর্জিত হবে। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে, তাদের এ খাইশে পূরণ করবেন না এবং তাদেরকে আপনার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দেবেন না।

11. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগেই হৃকুম দিয়েছিলেন, খায়বার অভিযানে যেন কেবল যারা হৃদায়বিয়ার সফরে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদেরকেই যোগদানের অনুমতি দেন। এ আয়াতে 'আল্লাহর কথা' বলে সেই হৃকুমের দিকেই ইশারা করা হয়েছে।

12. প্রকাশ থাকে যে, 'যারা হৃদায়বিয়ার সফরে অংশগ্রহণ করেছিল, খায়বার অভিযানে কেবল তারাই যোগদান করবে' আল্লাহ তাআলার এ হৃকুমের কথা কুরআন মাজীদের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। মূলত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমেই এ হৃকুম দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি তা মানুষের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরআনের বাইরেও ওহী নায়িল হত এবং সেই ওহী মারফত যে হৃকুম দেওয়া হত, তাও আল্লাহ তাআলারই হৃকুম মত। কাজেই 'হাদীছ অস্তীকারকারী সম্প্রদায়' যে বলে, কুরআন ছাড়া অন্য কোন ওহীর কোন প্রমাণ নেই, এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে তা খণ্ডন করছে।

13. অর্থাৎ তোমরা হিংসাবশতই আমাদেরকে গন্নীমতের মালে অংশীদার বানাতে চাও না।

16 যে সকল দেহাতী পেছনে থেকে গিয়েছিল, তাদেরকে বলে দিও, অচিরেই তোমাদেরকে এমন এক সম্প্রদায়ের দিকে (যুদ্ধের জন্য) ডাকা হবে, যারা অত্যন্ত কঠিন লড়াকু হবে। হয় তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আনুগত্য স্বীকার করবে। **১৪** তখন তোমরা (জিহাদের এ নির্দেশের সামনে) আনুগত্য করলে আল্লাহ তোমাদেরকে উন্নত পুরুষার দান করবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, যেমন পূর্বে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দান করবেন। *

14. যে সকল দেহাতী হৃদায়বিয়ার সফরে শরীক হয়নি, তাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য খায়বারে অভিযানে যোগদানের তো অনুমতি নেই, তবে এর পরে আরেকটা সময় আসছে, যখন তোমাদেরকে এক কঠিন লড়াকু গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ডাকা হবে। তখন যদি তোমরা সাচ্চা মুমিন হয়ে দৈর্ঘ্য-ছৈরের পরিচয় দিতে পার, তবে তোমাদের এখনকার এ গুনাহ ধূয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে প্রভৃতি সওয়াব দান করবেন। এ আয়াতে যে লড়াকু গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা বিশেষ কোন গোষ্ঠীকে বোঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং পরবর্তীকালে মুসলিমগণ যে সকল বড়-বড় শক্তির সাথে মুকাবেলা করেছে এবং তাতে অংশগ্রহণের জন্য দেহাতীদেরকে ডাকা হয়েছে, এ রকম প্রতিটি যুদ্ধই এর অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারাকে আয়ম (রাষ্ট্র)-এর ঘুণে মুসায়লিমা কায়্যাব, কায়্যাসার ও কিসরার বিরুদ্ধে যেসব অভিযান পরিচালিত হয়েছে, তাতে অংশগ্রহণের জন্য দেহাতী লোকদেরকে ডাকা হয়েছিল এবং কোন কোন দেহাতী তাওয়া করে তাতে অংশগ্রহণও করেছিল।

17 (যুদ্ধ না করাতে) অন্ধের জন্য কোন গুনাহ নেই, খোঁড়া ব্যক্তির জন্য কোন গুনাহ নেই এবং রুগ্ণ ব্যক্তির জন্যও কোন গুনাহ নেই। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জানাতে, যার তলদেশে প্রবহমান থাকবে নহর। আর যে-কেউ মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাকে ঘন্টাগাময় শাস্তি দেবেন। ১৫ ❁

18 নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি খুশী হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে তোমার কাছে বায়আত গ্রহণ করছিল। তাদের অন্তরে যা-কিছু ছিল সে সম্পর্কেও তিনি অবগত ছিলেন। ১৫ তাই তিনি তাদের উপরে অবতীর্ণ করলেন প্রশাস্তি এবং পুরুষারব্ধরূপ তাদেরকে দান করলেন আসন্ন বিজয়। ১৫ ❁

15. এ আয়াতের ইশারা বায়আতে রিষওয়ানের প্রতি, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হৃদায়বিয়ায় অবস্থানকালে সাহাবায়ে কেরাম থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং সুরাটির পরিচিতিতে যা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, তারা সে বায়আত আন্তরিকভাবে দৃঢ় সংকল্পের সাথে করেছিলেন। তারা মুনাফেকদের মত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দাতা ছিলেন না।

16. ইশারা খায়বার বিজয়ের প্রতি। এর আগে মুসলিমগণ দক্ষিণ ও উত্তর দুই দিক থেকেই আশক্ষাগ্রস্ত ছিল। দক্ষিণ দিক থেকে ভয় ছিল যে, কুরাইশ কাফেরগণ যে কোনও সময় মদীনায় হামলা চালাতে পারে। হৃদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সে পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। আর উত্তর দিকে ছিল খায়বারের ইয়াহুদীগণ। তারা সর্বদাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘড়িয়ে জাল বুনত। আল্লাহ তাআলা বলছেন, হৃদায়বিয়ায় মুসলিমগণ আজ্ঞোৎসর্গ ও আনুগত্যের যে জ্যবা দেখিয়েছে, তার পুরুষার হিসেবে আমি তাদেরকে খায়বারের বিজয় দান করলাম। এর দ্বারা উত্তর দিক থেকে হামলারও পথ বন্ধ হয়ে যাবে। সেই সাথে প্রচুর গন্নামতের মাল অর্জিত হবে। ফলে আর্থিক দিক থেকে তাদের স্বচ্ছলতা লাভ হবে।

19 এবং বিপুল পরিমাণ গন্নামতের মালও, যা তারা হস্তগত করবে। আল্লাহ প্রাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ❁

20 আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রচুর গন্নামতের, যা তোমরা হস্তগত করবে। ১৫ তিনি তোমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে এই বিজয় দান করেছেন এবং মানুষের হাতকে তোমাদের থেকে নিবারিত করেছেন, ১৫ যাতে এটা মুমিনদের জন্য হয় এক নির্দশন এবং যাতে তিনি তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে। ❁

17. এর দ্বারা খায়বার ছাড়া অন্যান্য বিজয়সমূহের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

18. আর্থাত্ এ বিজয়ে খায়বারের ইয়াহুদী ও তাদের মিত্রগণ যে বাধার সৃষ্টি করতে পারত আল্লাহ তাআলা তা ঠেকিয়ে রেখেছেন।

21 আছে আরও একটি বিজয়। যাতে তোমরা এখনও পর্যন্ত সক্ষম হওনি, আল্লাহ তা নিজ আয়ত্তাফীন রেখে দিয়েছেন। ১৫ আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান। ❁

19. এর দ্বারা মক্কা বিজয় এবং তার পরবর্তী হৃনায়ন ও অন্যান্য স্থানের বিজয়সমূহ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা জ্ঞাত রয়েছেন যে, মুসলিমগণ যদিও এখন মক্কা মুকাররমা জয় করার মত অবস্থায় নেই, কিন্তু সেদিন দূরে নয়, যখন কুরাইশ কাফেরগণ নিজেরাই হৃদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে মুসলিমদের জন্য মক্কা বিজয়ের পথ খুলে দেবে। তারপর হৃনায়ন প্রভৃতিও জয় হয়ে যাবে।

22 কাফেরগণ যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত, তবে অবশ্যই তারা পেছন ফিরে পালাত। অতঃপর তারা কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পেত না ২০ ❁

20. আর্থাত্ হৃদায়বিয়ায় যে কাফেরদের সাথে সন্ধি স্থাপিত করানো হয়েছে, তার কারণ মুসলিমদের দুর্বলতা নয়। বিষয়টা এমন নয় যে, যুদ্ধ হলে মুসলিমদেরকে পরাজয় বরণ করতে হত। বরং যুদ্ধ হলে কাফেরগণই পরাস্ত হত এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাত। আসল ব্যাপার হচ্ছে, সন্ধির ভেতর বহুবিধ মঙ্গল নিহিত ছিল, যা আল্লাহ তাআলা জানতেন আর সে কারণেই তিনি যুদ্ধ আটকে দিয়ে সন্ধি স্থাপিত করিয়েছেন। সামনে ২৫ নং আয়াতে সন্ধি স্থাপনের একটা ফায়দা বর্ণিত হবে।

23 এটাই আল্লাহর নিয়ম, যা পূর্ব হতে চলে আসছে। তুমি আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না। ১৫ ❁

21. প্রচীন কাল থেকে আল্লাহ তাআলার এই নিয়ম চলে আসছে যে, যারা সত্যের উপর থাকে এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সাহায্য প্রাপ্তির শর্তাবলী পূরণ করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বাতিলপন্থীদের উপর বিজয় দান করেন। কোথাও যদি বাতিলপন্থীদেরকে বিজয়ী হতে দেখা যায়, তবে বুবাতে হবে, সত্যপন্থীদের বিশেষ কোন গ্রন্তি ছিল, যার পরিণামে তারা আল্লাহ তাআলার সাহায্য থেকে বঞ্চিত থেকেছে।

24. আল্লাহই মক্কা উপত্যকায় তাদের হাতকে তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছা হতে এবং তোমাদের হাতকে তাদের পর্যন্ত পৌঁছা হতে নিবৃত্ত রেখেছেন, তাদের উপর তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করার পর। ১১ তোমরা যা-কিছু করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন। ♦

22. হযরত উসমান রায়িয়াল্লাহু আনহু যখন মক্কা মুকাররমায় গিয়ে কুরাইশদেরকে সন্ধির প্রস্তাৱ দিচ্ছিলেন, তখন মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ একটি দূৰভিসন্ধি এঁটেছিল। তারা গোপনে তাদের পঞ্চাশজন লোককে এই মতলবে পাঠিয়েছিল যে, তারা গুপ্ত আক্ৰমণ চালিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের সে দূৰভিসন্ধি নস্যাত করে দিয়েছিলেন। তিনি সে দলটিকে মুসলিমদের হাতে গ্রেফতার করিয়ে দেন। কুরাইশীয়া যখন তাদের গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার খবর শুনল, তারা হযরত উসমান (রায়ি) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে মক্কায় আটকে ফেলল। মুসলিমগণ তখন সেই পঞ্চাশজনকে হত্যা করলে পাল্টা জবাবে কুরাইশগণও হযরত উসমান (রায়ি) ও তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করত। আর তার ফল হত অনিবার্য যুদ্ধ।

সুতৰাং আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের মনোভাবকে বন্ধী হত্যা না করার অনুকূল করে দিলেন এবং তাদের হাতকে বন্ধীদের হত্যা করা হতে নিবৃত্ত রাখলেন। অথচ বন্ধীগণ তাদের আয়তান্ধীন ছিল এবং মুসলিমগণ তাদেরকে হত্যা করতে পরিপূর্ণ সক্ষম ছিল। অপর দিকে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করা হতে কুরাইশদের হাতকে আল্লাহ তাআলা এভাবে রুখে দিলেন যে, তিনি তাদের অন্তরে মুসলিমদের প্রতি ভীতি সঞ্চার করলেন। ফলে তারা যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধিতেই রাজি হয়ে গেল, অথচ তারা হযরত উসমান (রায়ি)কে সাফ জানিয়ে দিয়েছিল যে, কিছুতেই সন্ধি করবে না।

25. এরাই তো তারা, যারা কুফুর অবলম্বন করেছে, তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে নিবৃত্ত করেছে এবং আবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়ানো কুরবানীর পশ্চগুলিকেও যথাস্থানে পৌঁছতে বাধা দিয়েছে। ১৩ যদি (মক্কায়) কিছু মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী না থাকত, যাদের সম্পর্কে তোমরা জান না যে, তোমরা তাদেরকে পিষে ফেলতে, ফলে তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে ১৪ (তবে আমি ওই কাফেরদের সাথে সন্ধির পরিবর্তে তোমাদেরকে যুদ্ধে লিপ্ত করতাম। কিন্তু আমি যুদ্ধ রোধ করেছি) এজন্য যে, আল্লাহ যাকে চান নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করেন। ১৫ (অবশ্য) সেই মুসলিমগণ যদি সেখান থেকে সরে যেত তবে আমি তাদের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের) মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দিতাম। ১৬ ♦

23. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে ঘাঁটিলেন, তাই কুরবানী করার উদ্দেশ্যে সাথে পশ্চও নিয়েছিলেন, যেগুলোকে হরমে পৌঁছে কুরবানী করা বিধেয় ছিল। কাফেরদের বাধার কারণে সেগুলোকে হৃদায়বিয়াতেই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। যে স্থানে নিয়ে কুরবানী করার কথা, সেখানে সেগুলোকে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

24. মুসলিমদের যে সকল হিত বিবেচনায় তখন যুদ্ধকে সমীচীন মনে করা হয়নি, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তার একটা বর্ণনা করেছেন। বলা হচ্ছে যে, তখন মক্কা মুকাররমায় বহু মুসলিম অবস্থান করছিল। সবশেষে হযরত উসমান (রায়ি) ও তাঁর সঙ্গীগণও সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ হলে তো পুরোপুরিভাবেই হত এবং সেই ঘোরতর লড়াইয়ের ভেতর মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত মুসলিমদের খোদ মুসলিমদেরই হাতে তাদের অজ্ঞাতসারে কোন ক্ষতি হয়ে যেতে পারত, যদরূপ প্রবর্তীতে খোদ মুসলিমদেরই অনুশোচনা করতে হত। মুসলিমদের যেন এহেন ক্ষতির শিকার হতে না হয় এবং সেই ক্ষতির জন্য প্রবর্তীতে গুণবোধ করতে না হয়, তাই আল্লাহ তাআলা যুদ্ধ রুখে দেন ও সন্ধি স্থাপিত করেন।

25. আল্লাহ তাআলা মক্কা মুকাররমার মুসলিমদের প্রতি রহমত করেন যে, তাদেরকে হতাহতের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করলেন আর মদীনা মুনাওয়ারার মুসলিমদের প্রতিও রহমত করেন যে, তাদের হাতকে তাদের দীনী ভাইদের রক্তে রঞ্জিত হওয়া ও প্রবর্তীতে সেজন্যে অনুতপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত রাখলেন।

26. অর্থাৎ মক্কা মুকাররমায় যে সকল মুসলিম কাফেরদের হাতে জুলুম-নির্যাতন ভোগ করছিল, তারা যদি সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে যেত, তবে আমি কাফেরদের সাথে মুসলিমদেরকে যুদ্ধে লিপ্ত করতাম। ফলে মুসলিমদের হাতে তাদের শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হত।

26. কাফেরগণ যখন তাদের অন্তরে অহমিকাকে স্থান দিল যা ছিল জাহেলী যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ তা রাসূল ও মুসলিমদের উপর নিজ প্রশাস্তি বর্ষণ করলেন ১৭ এবং তাদেরকে তাকওয়ার বিষয়ে স্থিত করে রাখলেন ১৮ আর তারা তো এরই বেশি হকদার ও এর উপযুক্ত ছিল। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। ♦

27. কুরাইশ পক্ষ যদিও শেষ পর্যন্ত সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়েছিল, কিন্তু যখন সন্ধিপত্র লেখার সময় আসল, তখন তারা কেবল জাহেলী অহমিকা ও আত্মশূরিতার কারণে এমন কিছু বিষয়ে বাড়াবাড়ি করছিল, যা সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে চৰম অপ্রীতিকর ছিল। যেমন সন্ধিপত্রের শুরুতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তাতে আপ্তি করল এবং গোঁধে বসল যে, بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ লিখতে হবে। এমনিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের সাথে এল্লাرَسُولُ লেখা হয়েছিল। তারা তা মোছানোর জন্য জোরাজুরি করল। এসব কারণে সাহাবায়ে কেরাম খুবই ক্ষুঁতি ছিলেন, কিন্তু সন্ধি স্থাপিত করাই যেহেতু ছিল আল্লাহ তাআলার অভিপ্রেত, তাই আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে বাড়তি সহিষ্ণুতা সঞ্চার করলেন। সেই সহিষ্ণুতাকেই এখানে 'সাকীনা' (প্রশাস্তি) শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

28. 'তাকওয়ার বিষয়' ছিল এটাই যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা হবে, তাতে আনুগত্যের বিষয়টি যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। সাহাবায়ে কেরাম তাই করেছিলেন।

27

বস্তুত আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যা ছিল সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত। আল্লাহ চান তো তোমরা আবশ্যই মসজিদুল হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে, এমন অবস্থায় যে, তোমরা (কিছু সংখ্যক) মাথা কামানো থাকবে এবং (কিছু সংখ্যক) থাকবে চুল ছাঁটা। ১৯ তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না, আল্লাহ এমন সব বিষয় জানেন, যা তোমরা জান না। সুতরাং সে স্বপ্ন পূরণ হওয়ার আগে স্থির করে দিলেন এক আসন্ন বিজয়। ৩০ ♦

29. সূরার পরিচিতিতে বলা হয়েছে যে, হৃদায়বিয়ার সফরের আগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি উমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছেন। এ স্বপ্নের পরেই তিনি সমস্ত সাহবীকে উমরার জন্য রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হৃদায়বিয়ার পৌঁছার পর যখন সন্ধি স্থাপিত হল এবং উমরা আদায় ছাঁটাই সকলকে ইহরাম খুলতে হল, তখন কারও কারও মনে খটকা লাগল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন তো ওই হয়ে থাকে, কিন্তু এখন উমরা আদায় ব্যতিরেকে ফিরে যাওয়ার সাথে সেই স্বপ্নের মিল কোথায়? এ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, সে স্বপ্ন সন্দেহে সত্য ছিল। কিন্তু তাতে মসজিদুল হারামে প্রবেশের কোন সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি। এখনও সে স্বপ্ন সত্যই আছে। এ সফরে যদিও উমরা পালন করা যায়নি, কিন্তু ইনশাআল্লাহ তাআলা সে স্বপ্ন পূরণ হবেই। সুতরাং পরবর্তী বছর তা পূরণ হয়েছিল। মহানবী হ্যারত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহবীগণ নির্বিমে, নিরাপদে উমরা পালন করেছিলেন।

30. ইশারা খায়বার বিজয়ের প্রতি। ১৮ নং আয়াত ও তার ঢীকায় তা বর্ণিত হয়েছে।

28

তিনিই নিজ রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, অন্য সমস্ত দীনের উপর তাকে জয়যুক্ত করার জন্য। আর (এর) সাক্ষ্য দানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ♦

29

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। ৩১ তাঁর সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং আপসের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ। তুমি তাদেরকে দেখবে (কখনও) ঝুকুতে, (কখনও) সিজদায়, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধানে রত। তাদের আলামত তাদের চেহারায় পরিস্ফুট, সিজদার ফলে। এই হল তাদের সেই গুণবলী, যা তাওরাতে বর্ণিত আছে। ৩২ আর ইনজিলে তাদের দৃষ্টান্ত এই, যেন এক শস্যক্ষেত্র, যা তার কুঁড়ি বের করল, তারপর তাকে শক্ত করল। তারপর তা পুষ্ট হল। তারপর তা নিজ কাণ্ডের উপর এভাবে সোজা দাঁড়িয়ে গেল যে, তা কৃষকদেরকে মুক্ত করে ফেলে। ৩৩ এটা এইজন্য যে, আল্লাহ তাদের (উন্নতি) দ্বারা কাফেরদের অন্তর্দাহ সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ♦

31. পূর্বে ২৭ নং ঢীকায় বলা হয়েছে যে, সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করার সময় কাফেরগণ আপত্তি করেছিল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা যাবে না। শেষ পর্যন্ত লিখতে হয়েছিল 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ'। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' বলে ইশারা করেছেন যে, কাফেরগণ স্বীকার করুক আর নাই করুক মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। এটা বাস্তব সত্য। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে এ সত্যের উপর কিয়ামত পর্যন্তের জন্য সীলমোহর করে দিয়েছেন।

32. যদিও তাওরাতে অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছে, কিন্তু তারপরও তাতে এখনও পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহবায়ে কেরামের এসব গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাহিবেলের যেসব পুস্তককে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় 'তাওরাত' বলে স্বীকার করে এবং উভয় ধর্মেই যা 'তাওরাত' নামে অভিহিত, তার মধ্যে একখানি পুস্তকের নাম হল 'দ্বিতীয় বিবরণ'। এ পুস্তকের (৩৩:২-৩) একটি স্বকর্ম সম্পর্কে বেশ জোর দিয়েই বলা যায় যে, কুরআন মাজীদের ইশারা সেদিকেই। তাতে আছে, 'প্রভু সিনাই থেকে আসলেন সেয়ার থেকে তাদের উপর আলো দিলেন এবং পারন পাহাড় থেকে তাঁর আলো ছড়িয়ে পড়ল। তিনি দশ হাজার ভক্ত পরিবৃত হয়ে আসলেন। তার ডান হাতে তাদের জন্য রয়েছে আগুন ভরা আইন। তিনি নিঃসন্দেহে জাতিসমূহকে ভালোবাসেন। তার পবিত্র লোকসমূহ তার অধীন এবং তারা সবাই তাঁর পায়ে নত হয়ে আছে। তারই কাছে তারা হৃকুম পায়।' (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২-৩)

প্রকাশ থাকে যে, এটা হ্যারত মুসা আলাইহিস সালামের শেষ বক্তৃতা। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার ওহী সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে সিনাই পাহাড়ে। এ ওহী দ্বারা তাওরাত বোঝানো হয়েছে। তারপর অবতীর্ণ হবে সেয়ার পাহাড়ে। এটা ইনজিলের প্রতি ইঙ্গিত। কেননা সেয়ার ছিল হ্যারত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রচার কেন্দ্র। বর্তমানে এর নাম 'জাবাল আল-খালীল'। তারপর বলা হয়েছে, তৃতীয় ওহী অবতীর্ণ হবে পারন পর্যন্তে। এর দ্বারা কুরআন মাজীদ বোঝানো হয়েছে। কেননা পারন বলে হেরা পাহাড়কে। এর গুহায়ই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বপ্রথম ওহী নায়িল হয়েছিল। মুক্তা বিজয় কালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহবী সংখ্যা ছিল বার হাজার। সুতরাং তিনি দশ হাজার ভক্ত-পরিবৃত হয়ে আসলেন-এর দ্বারা সাহবায়ে কেরামের দিকেই ইশারা করা হয়েছে। (উল্লেখ তাওরাতের প্রাচীন মুদ্রণসমূহে সংখ্যা বলা হয়েছে দশ হাজার, কিন্তু বর্তমানে কোন কোন মুদ্রণে তা পরিবর্তন করে 'লাখগুলাখ' শব্দ লেখা হয়েছে।)

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'সাহবীগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর।' দ্বিতীয় বিবরণে বলা হয়েছে, 'তার হাতে তাদের জন্য রয়েছে আগুন ভরা আইন।' কুরআন মাজীদে আছে, 'তারা আপসের ভেতর একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ।' আর দ্বিতীয় বিবরণে বলা হয়েছে, 'তিনি নিঃসন্দেহে জাতিসমূহকে ভালোবাসেন।' সুতরাং এখানে ধারণা মোটেই অবাস্তুর নয় যে, কুরআন মাজীদের ইশারা তাওরাতের উপরিউক্ত স্বকর্মটিরই দিকে, যা পরিবর্তন হতে হতে 'দ্বিতীয় বিবরণ'-এর বর্তমান রূপে পোঁচেছে।

33. মার্কোর ইনজিলে এই একই উপর্যা এভাবে প্রদত্ত হয়েছে যে, প্রভুর রাজত্ব এ রকম, একজন লোক জমিতে বীজ বপন করল। তারপর সে রাতে ঘুমিয়ে ও দিনে জেগে থেকে সময় কাটাল। ইতোমধ্যে সেই বীজ হতে চারা গজিয়ে বড় হল। কিন্তু কিভাবে হল তা সে জানল না। জামি

নিজে নিজেই ফল জন্মাল প্রথমে চারা, পরে শীষ এবং শীষের মাথায় পরিপূর্ণ শস্যের দানা। দানা পাকলে পর সে কাস্টে লাগাল। কারণ ফসল কাটার সময় হয়েছে (মার্ক ৪:২৬-২৯)। অনুরূপ উপমা লুক (১৩-১৮, ১৯) ও মার্ক (১৩-৩১)-এর ইনজিলেও আছে।



♦ আল হজুরাত ♦

- ১ হে মুমিনগণ! (কোনও বিষয়ে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের থেকে আগ বেড়ে যেও না। ১ আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। *

১. সুরার প্রথম পাঁচটি আয়াত এক বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাখিল হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতিনিধি দল আসত। তিনি প্রতিটি প্রতিনিধি দলের একজনকে ভবিষ্যতের জন্য তাদের গোত্রের আমীর বানিয়ে দিতেন। একবার তাঁর কাছে তামীর গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আসল। তাদের মধ্যে কাকে গোত্রের আমীর বানানো হবে সে সম্পর্কে কোন কথা শুরু না হতেই বা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সম্বন্ধে পরামর্শ চাওয়ার আগেই হয়রত আবু বকর সিদ্দীক ও হয়রত উমর (রায়ি) নিজেদের পক্ষ হতে প্রস্তাবনা শুরু করে দিলেন। হয়রত আবু বকর (রায়ি) এক ব্যক্তির নাম নিয়ে বললেন, তাকে আমীর বানানো হবে আর হয়রত উমর (রায়ি) অন্য এক ব্যক্তির পক্ষে রায় দিলেন। তারপর উভয়ে আপন-আপন প্রস্তাবের সমক্ষে এভাবে যুক্তি-তর্ক শুরু করে দিলেন যে, তা কিছুটা বাক-বিত্তগুর রূপ নিয়ে নিল এবং তাতে উভয়ের আওয়াজও চড়া হয়ে গেল। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম তিন আয়াত নাখিল হয়।

প্রথম আয়াতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, যেসব বিষয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই কোন সিদ্ধান্ত নেবেন, সেসব বিষয়ে তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত পরামর্শ না চান, ততক্ষণ পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করবে। যদি নিজেরা আগে বেড়ে কোন রায় স্থির করে নেওয়া হয় এবং তার পক্ষে যুক্তি-তর্কের অবতারণা বা তা মানানোর জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়, তবে তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আরবের খেলাফ কাজ হবে। যদিও প্রথম আয়াতটি এই বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাখিল হয়েছে, কিন্তু এতে শৰ্ক ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ, যাতে এটা সকলের জন্য একটা মূলনীতি হয়ে যায়। মূলনীতিটির সারকথা হল, কোনও বিষয়েই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আগে বেড়ে যাওয়া কোন মুসলিমের জন্য জায়ে নয়। এমনকি তার সঙ্গে যখন একট্রে চলাফেরা করা হবে, তখনও তার সামনে সামনে হাঁটা যাবে না। তাছাড়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি যে সীমারেখা স্থির করে দিয়েছেন তা অতিক্রম করার চেষ্টাও তার সঙ্গে বেয়দবীর শামিল। কাজেই তা খেকেও বিরত থাকতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসা থাকাকালে নিজ কঠস্বরকে তাঁর কঠস্বর অপেক্ষা উঁচু করা উচিত নয় এবং তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলতে হলে তাও উঁচু আওয়াজে বলা ঠিক নয়; বরং তাঁর মজলিসে নিজ কঠস্বর নিচু রাখার চেষ্টা করতে হবে।

- ২ হে মুমিনগণ! নিজের আওয়াজকে নবীর আওয়াজ থেকে উঁচু করো না এবং তার সাথে কথা বলতে গিয়ে এমন জোরে বলো না, যেমন তোমরা একে অন্যের সাথে জোরে বলে থাক, পাছে তোমাদের কর্ম বাতিল হয়ে যায়, তোমাদের অজ্ঞাতসারে। *

- ৩ জেনে রেখ, যারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে নিজেদের কঠস্বর নিচু রাখে, তারাই এমন লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ ভালোভাবে যাচাই করে তাকওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মহা পুরুষ্কার। *

- ৪ (হে রাসূল!) তোমাকে যারা হজুরার বাইরে থেকে ডাকে, তাদের অধিকাংশেরই বুদ্ধি নেই। ২ *

২. উপরে তামীর গোত্রে যে প্রতিনিধি দলের কথা বলা হল, তারা মদীনা মুনাওয়ারায় পোঁচে ছিল দুপুর বেলা, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্রাম করছিলেন। তারা তাঁর সঙ্গে আচার-আচরণের আদব-কায়দা সম্পর্কে অবগত ছিল না। ফলে তাদের মধ্যে কিছু লোক ঘরের বাইরে থেকে তাঁকে ডাকতে শুরু করে দিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাখিল হয় এবং এতে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, এভাবে ডাক দেওয়া আদবের পরিপন্থী।

- ৫ তুমি নিজেই বাইরে বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত, সেটাই তাদের জন্য শ্রেয় হত। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

- ৬ হে মুমিনগণ! কোন ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে, ও যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বস। ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়। *

৩. এ আয়াতের শানে নৃমূল সম্পর্কে হাফেজ ইবনে জারীর (রহ) ও অন্যান্য মুফাসিসের গণ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটির সারমর্ম নিম্নরূপ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়রত ওয়ালীদ ইবনে উকবা (রায়ি)কে আরবের বিখ্যাত গোত্র বনু মুস্তালিকের কাছে যাকাত উসুল করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন তাদের কাছাকাছি পোঁচলেন, দেখতে পেলেন লোকালয়ের বাইরে তাদের বহু লোক জড়ে হয়ে আছে। আসলে তারা এসেছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত দৃত হিসেবে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। কিন্তু ওয়ালীদ ইবনে উকবা (রায়ি) মনে করলেন, তারা হামলা করার জন্য বের হয়ে এসেছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তাঁর ও বনু মুস্তালিকের মধ্যে জাহেলী ঘৃণে কিছুটা শক্রতাও ছিল। তাই হয়রত ওয়ালীদ (রায়ি)-এর ভয় হল তারা সেই পুরানো শক্রতার জ্বর ধরে তাকে

আক্রমণ করবে। সুতরাং তিনি মহল্লায় প্রবেশ না করে সেখান থেকেই মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসলেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন, বনু মুস্তালিক যাকাত দিতে অঙ্গীকার করেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাষ্য.)কে ঘটনা তদন্ত করে দেখতে বললেন এবং নির্দেশ দিলেন, যদি প্রমাণিত হয় সতিই তারা অবাধ্যতা করেছে, তবে তাদের সাথে জিহাদ করবে। তদন্ত করে দেখা গেল, আসলে তারা অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বের হয়েছিল। যাকাত দিতে তারা আদৌ অঙ্গীকার করেনি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়ত নাখিল হয়েছে।

উপরিউক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে কেউ কেউ বলেন, আয়তে যে ফাসেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার দ্বারা ওয়ালীদ ইবনে উকবা (রাষ্য.)কে বোঝানো হয়েছে। পশ্চ ওর্টে যে, একজন সাহাবীকে 'ফাসেক' সাব্যস্ত করলে তা দ্বারা তো সাহাবায়ে কেরামের 'আদালত' (বিশ্বস্ততা)-এর বিষয়টা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, কোন কোন সাহাবীর দ্বারা কদাচিত গুনাহ হয়ে গেলেও তাদেরকে তাওবার তাওফীক দেওয়া হয়েছে। কাজেই তা দ্বারা সমষ্টিগতভাবে তাদের আদালত নষ্ট হয়ে যায় না। তবে বাস্তব কথা হল, এ ঘটনা সম্পর্কে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, প্রথমত তা সনদের দিক থেকে শক্তিশালী নয়, তাও আবার একেক বর্ণনা একেক রকমের। দ্বিতীয়ত এ ঘটনার ভিত্তিতে হযরত ওয়ালীদ (রাষ্য.)কে ফাসেক সাব্যস্ত করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। কেননা এ ঘটনায় তিনি বুঝে শুনে কোন মিথ্যা বলেননি। তিনি যা করেছিলেন তা কেবলই ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারে আব এ রকম কাউকে ফাসেক বলা যাতে পারে না।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ব্যাপারটা হয়ত এ রকম হয়েছিল যে, হযরত ওয়ালীদ (রাষ্য.) যখন বনু মুস্তালিকের এলাকায় পৌঁছলেন আব ওদিকে গোত্রের বহু লোক সেখানে জড়ো হচ্ছিল, তখন কোন দৃষ্ট লোক তাকে বলে থাকবে, এবা আপনার সাথে লড়বার জন্য জড়ো হয়েছে।

আয়তে সেই দৃষ্ট লোকটাকেই ফাসেক বলা হয়েছে। আব হযরত ওয়ালীদ (রাষ্য.)কে সতর্ক করা হয়েছে যে, একা সেই দৃষ্ট লোকটার দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ তাঁর ঠিক হয়নি। উচিত ছিল তার আগে বিষয়টা ঘাঁচাই করে নেওয়া। একটি রেওয়ায়াত দ্বারাও এ ব্যাখ্যার পক্ষে সমর্থন মেলে। হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন এবং তাতে আছে, **فَحَدَّثَنَا الشَّيْطَانُ أَنَّهُ يَرِيدُ دُونَ قَتْلِهِ شَيْতَانَ تَأْكِيلَةً** তাকে জানালো যে, তারা তাকে হত্যা করতে চায়' (তাফসীরে ইবনে জারীর, ২২ খণ্ড, ২৮৬ পৃ.)। বোঝ যাচ্ছে, শয়তান কোন মানুষের বেশে এসে তাকে এই মিথ্যা তথ্য দিয়েছিল। কাজেই আয়তের 'ফাসেক' শব্দটিকে অথবা একজন সাহাবীর উপর খাটোনোর কী দরকার, যখন তিনি যা করেছিলেন সেটা কেবলই তার বুঝার ভুল ছিল? বরং শব্দটিকে যে সংবাদদাতা হযরত ওয়ালীদ (রাষ্য.)কে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিল তার উপর খাটোনোই বেশি যুক্তিযুক্ত।

তবে ঘটনা যাই হোক না কেন, কুরআন মাজীদের রীতি হল, আয়তের শানে ন্যুনে বিশেষ কোন ঘটনা থাকলেও তাতে ব্যবহৃত শব্দাবলী হয়ে থাকে সাধারণ, যাতে তা দ্বারা মূলনীতিক্রমে কোন বিধান জানা যায়। এ আয়তের সে সাধারণ বিধান হল, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কোন ফাসেক ব্যক্তির দেওয়া সংবাদের উপর আস্থা রাখা উচিত নয়, বিশেষত সে সংবাদের ফলে যদি কারণ ক্ষতির সন্তান থাকে।

7 ভালোভাবে জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল আছেন আব বহু বিষয়ে সে যদি তোমাদের কথা মেনে নেয়, তবে তোমরা নিজেরাই সংকটে পড়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন এবং তাকে তোমাদের অন্তরে করে দিয়েছেন আকর্ষণীয়। আব তোমাদের কাছে কুফর, গুনাহ ও অবাধ্যতাকে ঘৃণ্য বানিয়ে দিয়েছেন। **৪** এরূপ লোকেরাই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছে ✪

4. সূরার শুরুতে যে বিধান দেওয়া হয়েছিল এবং যার ব্যাখ্যা ১২ং টাকায় গত হয়েছে, তার অর্থ এ নয় যে, সাহাবায়ে কেরাম কখনও কোনও বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পারবেন না। বরং তাতে মত প্রকাশ দৃষ্টব্য নয়। শুধু মনে রাখতে হবে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কারণ মত অনুযায়ী কাজ করা জরুরি নয়। বরং তিনি বিচার-বিবেচনা করে যা ভালো মনে হয় সেই সিদ্ধান্ত দান করবেন। সে সিদ্ধান্ত তোমাদের মতামতের বিপরীত হলেও তোমাদের কর্তব্য তা খুশী মনে মেন নেওয়া। কেননা তোমাদের প্রতিটি কথা গ্রহণ করে নিলে তাতে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। যেমন হযরত ওয়ালীদ ইবনে উকবা (রাষ্য.)-এর ঘটনায় হয়েছে। তিনি তো মনে করেছিলেন বনু মুস্তালিক যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে, তাই তাঁর মত তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পক্ষেই থাকবে, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মত অনুযায়ী কাজ করলে মুসলিমদের কত বড়ই না ক্ষতি হয়ে যেত। সুতরাং এর পরেই আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করে বলছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ঈমানের মহবত সঞ্চার করেছেন। তাই তারা আনুগত্যের এ নীতিই অনুসরণ করে থাকে।

8 আল্লাহর পক্ষ হতে দান ও অনুগ্রহস্বরূপ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ✪

9 মুসলিমদের দুটি দল আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাঢ়ি করে, তবে যে দল বাড়াবাঢ়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং যদি ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সংজ্ঞতভাবে মীমাংসা করে দিও এবং (প্রতিটি বিষয়ে) ইনসাফ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। ✪

10 প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মুসলিম ভাই-ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দু' ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও, আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত করা হয়। ✪

11 হে মুমিনগণ! পুরুষগণ যেন অপর পুরুষদেরকে উপহাস না করে। তারা (অর্থাৎ যাদেরকে উপহাস করা হচ্ছে) তাদের চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং নারীগণও যেন অপর নারীদেরকে উপহাস না করে। তারা (অর্থাৎ যে নারীদেরকে উপহাস করা হচ্ছে) তাদের চেয়ে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অন্যকে দোষারোপ করো না এবং একে অন্যকে মন্দ উপাধিতে ডেক না। ঈমানের পর গুনাহের নাম যুক্ত হওয়া বড় খারাপ কথা। **৫** যারা এসের থেকে বিরত না হবে তারাই জালেম। ✪

5. যেসব কারণে সমাজে ঝগড়া-বিবাদ দেখা দেয়, এ আয়তসমূহে সেগুলো পূর্ণঙ্গরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল কাউকে কোন খারাপ নাম দিয়ে দেওয়া, যা তার জন্য পীড়িদায়ক হয়। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এরূপ করা গুনাহ আব এটা যে করবে সে নিজে গুনাহগার (ফাসেক) হয়ে যাবে। তার নাম পড়ে যাবে যে, সে একজন ফাসেক (গুনাহগার)। ঈমান আনার পর কোন মুসলিমের ফাসেক

নামে অভিহিত হওয়াটা খুবই খারাপ কথা। এর ফল দাঢ়াবে এই যে, তুমি তো অন্যকে মন্দ নাম দিচ্ছিলে আখচ নিজেই একটা মন্দ নামে অভিহিত হয়ে গেলে।

12 হে মুমিনগণ! অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কোন কোন অনুমান গুনাহ। ৬ তোমরা কারও গোপন ক্রটির অনুসন্ধানে পড়বে না ৭ এবং তোমাদের একে অন্যের গীবত করবে না। ৮ তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত থেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি তাওবা করুলকারী, পরম দয়ালু।



6. অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কারও সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা গুনাহ।

7. এ আয়তে বলছে, অন্যের দ্বিদাঁধেণ করা ও তার গোপন দোষ খুঁজে বেড়ানোও একটা গুনাহের কাজ। তবে কোন বিচারক যদি আপরাধীকে খুঁজে বার করার জন্য অনুসন্ধান চালায়, তবে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

8. গীবত কাকে বলে, তা মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীছে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, 'তুমি তোমার ভাই সম্পর্কে এমন আলোচনা করবে, যা তার পছন্দ নয়।' এক সাহাবী জিজেস করলেন যদি তার মধ্যে বাস্তবিকই সে দোষ থাকে (তা উল্লেখ করাও গীবত)? তিনি বললেন, তার মধ্যে বাস্তবিকই যদি সে দোষ থাকে, তবে সেটাই তো গীবত। আর না থাকলে তো সেটা অপবাদ। যার গুনাহ দ্বিগুণ।

13 হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। ৯ প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

9. এ আয়ত সাম্যের এক মহা মূলনীতি বর্ণনা করেছে। বলা হয়েছে, কারও মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি তার জাতি, বংশ বা দেশ নয়; বরং এর একমাত্র মাপকাঠি হল তাকওয়া। সমস্ত মানুষ একই পুরুষ ও নারী অর্থাৎ হ্যবরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম থেকে সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যে বিভিন্ন জাতি ও বংশ বানিয়ে দিয়েছেন তা এজন্য নয় যে, এর ভিত্তিতে একজন অন্যজনের উপর বড়াই করবে; বরং এর উদ্দেশ্য কেবলই পরিচয়কে সহজ করা, যাতে অসংখ্য মানুষের ভেতর জাতি-বংশের উল্লেখ দ্বারা পরম্পরে সহজে পরিচিত হতে পারে।

14 দেহাতীরা বলে আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে বল, তোমরা ঈমান আননি। তবে এই বল যে, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। ১০ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি সত্যাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদের কর্মের (সওয়াবের) ভেতর কিছুমাত্র কম করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

10. দেহাতের কিছু লোক মৌখিকভাবে কালেমা পড়েই নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করছিল, অথচ তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল মুসলিমদের মত আধিকার লাভ করা। মদীনা মুনাওয়ারায় এসে তারা রাস্তাঘাটও নষ্ট করে ফেলেছিল। এ আয়তসমূহে তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সাচ্চা মুসলিম হওয়ার জন্য কেবল মুখে কালেমা পড়ে নেওয়া যথেষ্ট নয়। বরং মনে প্রাণে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসমূহ স্থাকার করে নেওয়া এবং নিজেকে ইসলামী বিধানবলীর অধীন বানিয়ে নেওয়া জরুরি।

15 মুমিন তো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্তর দিয়ে স্থীকার করেছে, তারপর কোনও সন্দেহে পড়েনি এবং তাদের জ্ঞান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই তো সত্যবাদী।

16 (হে রাসূল! ওই দেহাতীদেরকে) বল, তোমরা কি আল্লাহকে নিজেদের দীন সম্পর্কে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ যা-কিছু আকাশমণ্ডলীতে ও যা-কিছু পৃথিবীতে আছে, সবই জানেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।

17 তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমার উপকার করেছে বলে মনে করে। তাদেরকে বলে দাও, তোমরা তোমাদের ইসলাম দ্বারা আমাকে উপকৃত করেছ বলে মনে করো না; বরং তোমরা যদি বাস্তবিকই (নিজেদের দাবিতে) সত্যবাদী হও, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে ঈমানের হেদায়াত দান করেছেন।

18 বস্তুত আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত বিষয় জানেন। আর তোমরা যা-কিছু করছ আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখছেন।



♦ কাফ ♦

1. কাফ, কুরআন মাজীদের কসম (কাফেরগণ যে নবীকে অঙ্গীকার করছে, তা কোন দলীলের ভিত্তিতে নয়); *
2. বরং কাফেরগণ এই কারণে বিশ্বাসবোধ করছে যে, খোদ তাদেরই মধ্য হতে তাদের কাছে একজন সতর্ককারী (কিভাবে) আসল? সুতরাং কাফেরগণ বলে, এটা তো বড় আজব ব্যাপার! *
3. আমরা যখন মরে যাব এবং মাটিতে পরিণত হব তখনও কি (আমাদেরকে আবার জীবিত করা হবে? সে প্রত্যাবর্তন (আমাদের বুঝ সম্বা থেকে) বহু দূরে। *
4. বস্তুত আমি জানি ভূমি তাদের কতটুকু ক্ষয় করে । এবং আমার কাছে আছে এক সংরক্ষণকারী কিতাব। । *

 1. এর দ্বারা লাওহে মাহফুজ বোঝানো হয়েছে। যা সব কিছুর সংখ্যা, নাম, মাটিতে তাদের ক্ষয় ইত্যাদি সব কিছু সংরক্ষণ করে।
 2. এটা তাদের গুই কথার উত্তর যে, আমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাব, তখন আমাদের যে অংশগুলো মাটিতে খেয়ে ফেলবে তা পুনরায় একত্র করে তাতে জীবন দান কী করে সম্ভব? আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমাদের শরীরের কোন কোন অংশ মাটিতে ক্ষয় হয়ে যায় সে সম্পর্কে আমার পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে। কাজেই তাকে আবার আগের মত করে ফেলা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

5. বস্তুত তারা তখনই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যখন তা তাদের কাছে এসেছিল। সুতরাং তারা পরম্পর বিরোধী উক্তির মধ্যে পড়ে আছে। । *

 3. ‘পরম্পর বিরোধী উক্তির মধ্যে পড়ে আছে’ অর্থাৎ তারা কুরআন মাজীদ সম্পর্কে কখনও বলে, এটা শান্ত কখনও বলে, এটা অতীপ্রিয়বাদীদের কথা আবার কখনও বলে, এটা কবিতার বই (নাউয়ুবিল্লাহ)। এমনিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাহু ওয়াসাল্লামকেও কখনও কবি আবার কখনও উন্মাদ বলত।

6. তবে কি তারা তাদের উপর দিকে আকাশমণ্ডলীকে দেখেনি যে, আমি তাকে কিভাবে নির্মাণ করেছি, তাকে শোভা দান করেছি এবং তাতে কোন রকমের ফাটল নেই? *
7. আর ভূমিকে আমি বিস্তার করে দিয়েছি, তাতে স্থাপিত করেছি পর্বতমালার নোঙ্গর। আর তাতে সব রকম নয়নাভিরাম বস্তু উদগত করেছি *
8. যাতে তা হয় আল্লাহ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য জ্ঞানবত্তা ও উপদেশস্বরূপ। *
9. আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করেছি বরকতপূর্ণ পানি তারপর তার মাধ্যমে উদগত করেছি উদ্যানরাজি ও এমন শস্য, যা কাটা হয়ে থাকে *
10. এবং উঁচু-উঁচু খেজুর গাছ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ দানা, *
11. বান্দাদের জীবিকাস্ত্ররূপ এবং (এমনিভাবে) আমি সেই পানি দ্বারা এক মৃত নগরকে সংজ্ঞীবিত করেছি। এভাবেই হবে (কবর থেকে মানুষের) উত্থান। । *

 4. যেভাবে আল্লাহ তাআলা এক মৃত, পরিত্যক্ত ভূমিকে বৃষ্টির মাধ্যমে সংজ্ঞীবিত করে তোলেন, ফলে তাতে বোনা বীজ থেকে নানা রকম ফলমূল ও তরি-তরকারি জন্ম নেয়, সেভাবেই যারা কবরে মাটিতে মিশে গেছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও নতুন জীবন দান করতে সক্ষম।

12. তাদের আগেও নৃহের কওম, রাসসবাসী । ও ছামুদ জাতি (এ বিষয়কে) প্রত্যাখ্যান করেছিল। *

 5. 5-الرس -এর অর্থ কুয়া। ইয়ামামা এলাকায় এ কুয়াকে ঘিরে একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল। তাদেরকে ‘আসহাবুর-রাসস’ বা কুয়াওয়ালা বলা হয়। তারা ছিল ছামুদ জাতির একটি শাখা। তাদের কাছে যে নবীকে পাঠানো হয়েছিল তারা তাকে এ কুয়ার মধ্যে চাপা দিয়ে হত্যা করেছিল। - অনুবাদক

13 তাছাড়া আদ জাতি, ফির'আউন এবং লুতের সম্পদায় ❁

14 এবং আয়কাবাসী শুও তুবো' এর সম্পদায়ও। এরা সকলেই রাসূলগণকে অঙ্গীকার করেছিল। ফলে আমি যে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলাম, তা সত্ত্বে পরিণত হয়। ❁

6. 'তুবো' ইয়ামানের হিমায়ার বংশীয় রাজাদের উপাধি। কুরআন মাজীদে যে 'তুবো'র কথা বলা হয়েছে তিনি ছিলেন এ বংশের সর্বপ্রধান শাসক। তার মূল নাম হাসসান ইবনে আস'আদ। তাঁর শাসনকাল ছিল খৃ.পু. দশম শতাব্দীতে। তিনি একজন ঈমানদার শাসক ছিলেন। নিজ কওমকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেনি। বলা হয়ে থাকে তিনিই সর্বপ্রথম পবিত্র কাবায় গিলাফ পরিয়েছিলেন। - অনুবাদক

7. **ةـ**-এর অর্থ ঘন বৃক্ষ-সম্পদিত বন। হযরত শু'আয়ব (আ)-এর কওমকে 'আসহাবুল-আয়কা' বলা হয়, যেহেতু তারা যে এলাকায় বাস করত, সেখানে প্রচুর গাছপালা ও ঘন বন-বনানী ছিল। অনেকেরই মতে আয়কারই অপর নাম মাদয়ান। কেউ বলেন, এ দুটি আলাদা জনপদ। মাদয়ান ছিল নগর এবং আয়কা পল্লী। হযরত শু'আয়ব (আ.) ছিলেন উভয় স্থানেরই নবী -অনুবাদক

15 তবে কি আমি প্রথমবার সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? ❁ না। বস্তুত তারা পুনঃসৃষ্টি সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে। ❁

8. যে-কোন জিনিস নতুনভাবে সৃষ্টি করা অর্থাৎ তাকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনা সর্বাদা কঠিন হয়ে থাকে। তাকে পুনরায় তৈরি করা সে রকম কঠিন হয় না। তো প্রথমবার সৃষ্টি করতে যখন আল্লাহ তাআলার কোনরূপ কষ্ট বা ক্লান্তি লাগেনি, তখন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে কষ্ট হবে কেন?

16 প্রকৃতপক্ষে আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তরে যেসব ভাবনা-কল্পনা দেখা দেয়, সে সম্পর্কে আমি পরিপূর্ণরূপে অবগত এবং আমি তার গলদেশের শিরা অপেক্ষাও তার বেশি নিকটবর্তী, ❁

17 সেই সময়ও, যখন (কর্ম) লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয় লিপিবদ্ধ করে ❁ একজন ডান দিকে এবং একজন বাম দিকে বসা থাকে। ❁

9. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মানুষের সমস্ত ভালো-মন্দ কাজের বেকার্ড রাখার জন্য দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। তারা সর্বদা তার ডান ও বাম পাশে উপস্থিত থাকে। এ ব্যবস্থা কেবল এজন্যই করা হয়েছে যে, যাতে কিয়ামতের দিন প্রমাণ হিসেবে মানুষের সামনে তার সে আমলনামা পেশ করা যায়। নচেৎ মানুষের কর্ম সম্পর্কে জানার জন্য আল্লাহ তাআলার অন্য কারও সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষের অন্তরে যেসব কল্পনা জাগে সে সম্পর্কেও অবহিত। তিনি মানুষের গলদেশের শিরা অপেক্ষাও তার বেশি কাছে [আয়াতের তরজমা করা হয়েছে এ হিসেবে যে, ১।] শব্দটি ৩৪-এর কালাধিকরণ ফর্ফত, যেমন রাহুল মাত্রান্বীতে বলা হয়েছে।

18 মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে, যে (লেখার জন্য) সদা প্রস্তুত। ❁

19 মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যিই আসবে। (হে মানুষ!) এটাই সে জিনিস যা থেকে তুমি পালাতে চাইতে। ❁

20 এবং শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে। এটাই সেই দিন যে সম্পর্কে সতর্ক করা হত। ❁

21 সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি এমনভাবে আসবে যে, তার সাথে থাকবে একজন চালক ও একজন সাক্ষী। ১০ ❁

10. অর্থাৎ মানুষ যখন কবর থেকে বের হয়ে হাশেরের মাঠের দিকে যাবে, তখন প্রত্যেকের সাথে দু'জন ফেরেশতা থাকবে। তাদের মধ্যে একজন তাকে হাঁকিয়ে হাশেরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাবে আর অন্য ফেরেশতা হিসাব-নিকাশের সময় তার কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ দুজন সেই ফেরেশতা, যারা দুনিয়ায় তার আমলনামা লিখত।

22 প্রকৃতপক্ষে তুমি এ দিন সম্পর্কে ছিলে উদাসীন। এখন তোমার থেকে উন্মোচন করেছি, তোমার (উপর পড়ে থাকা) পর্দা। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর। ❁

23 এবং তার সঙ্গী বলবে, এই তো তা (অর্থাৎ সেই আমলনামা), যা আমার কাছে প্রস্তুত রয়েছে। ১১ ❁

11. সঙ্গী দ্বারা সেই ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে, যে সর্বদা মানুষের সঙ্গে থেকে তার আমল লিপিবদ্ধ করত এবং কবর থেকে তার সঙ্গে সাক্ষীরূপে এসেছিল।

- 24 (হুকুম দেওয়া হবে) তোমরা দুজন ১৪ প্রত্যেক ঘোর কাফের ও সত্যের চরম শক্তিকে জাহানামে নিষ্কেপ কর, **✿**
12. অর্থাৎ সেই ফেরেশতাদ্বয়কে হুকুম দেওয়া হবে, যারা তার সঙ্গে এসেছিল।
- 25 যে (অন্যকে) কল্যাণে বাধা দানে অভ্যন্ত, সীমালংঘনকারী ও (সত্য কথার ভেতর) সন্দেহ সৃষ্টিকারী ছিল; **✿**
- 26 যে আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে মাঝে বানিয়ে নিয়েছিল। সুতরাং আজ তোমরা তাকে কঠিন শাস্তি নিষ্কেপ কর। **✿**
- 27 তার সঙ্গী বলবে, ১৫ হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে বিপথগামী করিনি; বরং সে নিজেই চরম বিভ্রান্তিতে নিপত্তি ছিল। **✿**
13. এখানে ‘সঙ্গী’ বলে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে। কেননা সেও মানুষকে বিপথগামী করার জন্য সর্বদা তার সঙ্গে লেগে থাকত। কাফেরগণ চাইবে তাদের প্রাপ্য শাস্তি যেন তাদের নেতৃবর্গ ও শয়তানকে দেওয়া হয় এবং এর পক্ষে যুক্তি হিসেবে বলবে, আমাদেরকে তারাই বিপথগামী করেছিল। এর উত্তরে শয়তান বলবে, আমি বিপথগামী করিনি। কেননা তোমাদের উপর আমার এমন কোন আর্থিপত্য ছিল না যে, তোমাদেরকে প্রান্ত পথে চলতে বাধ্য করব। আমি বড়জোর তোমাদেরকে প্রোচনা দিয়েছিলাম ও ভুল পথে চলতে উৎসাহ যুগিয়েছিলাম, কিন্তু সে পথে তোমরা চলেছিলে তো স্বেচ্ছায়। শয়তানের এ উত্তর বিস্তারিতভাবে সূরা ইবরাহীমে গত হয়েছে (১৪ : ২২)।
- 28 আল্লাহ (তাআলা) বলবেন, তোমরা আমার সামনে ঝগড়া করো না। আমি পূর্বেই তো তোমাদের কাছে শাস্তির সতর্কবাণী পাঠিয়েছিলাম। **✿**
- 29 আমার সামনে কথার কোন রদবদল হতে পারে না ১৬ এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুম করি না। **✿**
14. অর্থাৎ সতর্কবাণীতে ব্যক্ত এই কথা যে, কুফর অবলম্বনকারী ও তার উৎসাহদাতা উভয়েই জাহানামের উপযুক্ত। এর কোন পরিবর্তন নেই।
- 30 সেই সময় স্মরণ রাখ, যখন আমি জাহানামকে বলব, তুমি কি ভরে গেছ? সে বলবে, আরও কিছু আছে কি? ১৭ **✿**
15. অর্থাৎ জাহানাম বলবে, আমি আরও মানুষ গ্রাস করতে প্রস্তুত আছি।
- 31 আর মুত্তাকীদের জন্য জান্মাতকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে, কোন দুরত্বই থাকবে না। **✿**
- 32 (এবং বলা হবে,) এটাই তা যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হত প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী (গুনাহ থেকে) আত্মরক্ষাকারীর জন্য, ১৮ **✿**
16. অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কাজ করা হতে নিজেকে রক্ষা করে।
- 33 যে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে তাঁকে না দেখেই এবং আল্লাহর দিকে ঝড়ুকারী অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হয়। **✿**
- 34 তোমরা এতে প্রবেশ কর শাস্তির সাথে। সেটা হবে অনন্ত জীবনের দিন। **✿**
- 35 এবং তারা (অর্থাৎ জান্মাতবাসীগণ) তাতে পাবে এমন সবকিছু, যা তারা চাবে এবং আমার কাছে আছে আরও বেশি কিছু। ১৯ **✿**
17. আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে জান্মাতের নি'আমতরাজি সম্পর্কে মোটামুটিভাবে আলোকপাত করেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার অবকাশ এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে নেই। কেননা অনন্ত বসবাসের সে জান্মাতে আল্লাহ তাআলা যে অফুরান নি'আমতের ব্যবস্থা রেখেছেন একটি ‘হাদীসে কুদসী’তে তার দিকে এভাবে ইশারা করা হয়েছে যে, ‘আল্লাহ তাআলা জান্মাতে এমন সব নি'আমত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন ব্যক্তির অন্তর তা কল্পনাও করেনি, এ আয়াতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় আল্লাহ তাআলা সেসব নি'আমতের প্রতি ইশারা করেছেন যে, ‘আমার কাছে আছে আরও বেশি কিছু’। সেই নি'আমতসমূহের মধ্যে এক বিরাট নি'আমত হল আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ। আরও দেখুন সূরা ইউনুস (১০ : ২৬)।

- 36** আমি তাদের (অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফেরদের) আগে কত জোতিকে ধ্বংস করেছি, যারা শক্তিতে তাদের চেয়ে প্রবল ছিল। তারা নগরে-নগরে ঘুরে বেড়িয়েছিল। ১৮ তাদের কি পালানোর কোন জায়গা ছিল? ❁
18. অর্থাৎ খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তারা নগরে-নগরে ঘুরে বেড়াত। আয়াতটির এক অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, তারা শান্তি থেকে আত্মরক্ষার্থে বিভিন্ন শহরে দৌড়াদৌড়ি করেছিল, কিন্তু তারা আল্লাহর ধরা থেকে বাঁচতে পারেনি।
- 37** নিশ্চয়ই এর ভেতর এমন ব্যক্তির জন্য উপদেশ রয়েছে, যার আছে অন্তর কিংবা যে মনোযোগ দিয়ে কর্ণপাত করে। ❁
- 38** আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী জিনিস সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে আর এতে আমাকে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। ❁
- 39** সুতরাং (হে রাসূল!) তারা যা-কিছু বলছে, তুমি তাতে সবর কর এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে প্রশংসার সাথে নিজ প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ করতে থাক। ❁
- 40** তাঁর তাসবীহ পাঠ কর রাতের অংশসমূহেও ১৯ এবং সিজদার পরেও। ২০ ❁
19. 'সিজদা' দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য ফরয নামায এবং তারপর 'তাসবীহ পাঠ' দ্বারা নফল নামাযে লিঙ্গ হতে বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রাখি.) থেকে এ রকম তাফসীরই বর্ণিত আছে (রাহুল মাতানী)।
20. এখনে 'তাসবীহ' দ্বারা নামায বোঝানো উদ্দেশ্য। সুতরাং 'সূর্যোদয়ের আগে' বলে 'ফজরের' নামায এবং সূর্যাস্তের আগে বলে 'জুহর' ও 'আসরের' নামায বোঝানো হয়েছে আর 'রাতের অংশসমূহে' বলে মাগরিব, ইশা ও তাহজুদের নামায বোঝানো হয়েছে।
- 41** এবং মনোযোগ দিয়ে শোন, যে দিন এক আহ্লানকারী নিকটবর্তী একস্থান থেকে ডাক দেবে, ২১ ❁
21. অর্থাৎ প্রত্যেকের কাছে মনে হবে ঘোষণাকারী খুব নিকটবর্তী স্থান থেকেই ঘোষণা করছে। খুব সন্তু এই ঘোষণাকারী হবেন হযরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম, যিনি মৃতদেরকে কবর থেকে বের হয়ে আসার জন্য ডাক দেবেন।
- 42** যে দিন তারা সত্যি সত্যি আওয়াজ শুনবে, ২২ সেটাই (কবর থেকে) বের হওয়ার দিন। ❁
22. এর দ্বারা ঘোষণাকারীর ঘোষণার আওয়াজও বোঝানো হতে পারে এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার আওয়াজও।
- 43** নিশ্চয়ই আমিই দান করি জীবন এবং মৃত্যুও। শেষ পর্যন্ত আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। ❁
- 44** সে দিন ভূমি তাদের (উপর) থেকে ফেটে যাবে এবং তারা (কবর থেকে) অতি দ্রুত বের হয়ে আসবে। এভাবে সকলকে একত্র করে ফেলা আমার পক্ষে খুবই সহজ। ❁
- 45** তারা যা-কিছু বলছে আমি তা ভালোভাবেই জানি এবং (হে রাসূল!) তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও। ২৩ আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে এমন প্রত্যেককে তুমি কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দিতে থাক। ❁
23. [নানাভাবে বোঝানো সম্ভেদ কাফেরগণ তাঁর ডাকে সাড়া না দেওয়ায়, উপরন্তু তাঁর ও কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন রকম অশোভন উক্তি করায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে বড় ব্যথা ছিল এবং এত কিছুর প্রাপ্ত তারা যেন ঈমান আনে, সেজন্য তার অন্তরে অবগুণ্য জ্ঞান ছিল।] তাই এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, জবরদস্তিমূলকভাবে মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার কাজ কেবল তাদের কাছে উপদেশ বাণী পোঁচিয়ে দেওয়া। যার অন্তরে কিছুটা হলেও আল্লাহর ভয় থাকবে, সে আপনার কথা মনে নেবে। আর যে মানবে না তার ব্যাপারে আপনার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। [এ ধরনের লোকে যে সব মন্তব্য করছে আমার তা জানা আছে। আমি সময় মত তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেব।]



♦ আয়-যারিয়াত ♦

১ কসম সেই সবের (অর্থাৎ সেই বায়ুর), যা ধূলোবালি উড়িয়ে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, *

২ তারপর সেই সবের, যা (মেঘের) ভার বহন করে, *

৩ তারপর সেই সবের, যা সচ্ছন্দ গতিতে চলাচল করে, *

৪ তারপর সেই সবের, যা বন্তরাজি বণ্টন করে। *

১. এখানে দুটি বিষয় বুঝে রাখা প্রয়োজন। (এক) নিজের কোন কথা বিশ্বাস করানোর জন্য আল্লাহ তাআলার কোন কসম করার প্রয়োজন নেই। নিজের কোন কথা সম্পর্কে কসম করা হতে তিনি বেনিয়াধ। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে যে বিভিন্ন বিষয়ে কসম করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য কথাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত, অলঙ্কারপূর্ণ ও বিলিষ্ঠ করে তোলা। অনেক সময় এ দিকটার প্রতি লক্ষ্য থাকে যে, যেই জিনিসের কসম করা হচ্ছে, তার ভেতর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, তা তার পরবর্তীতে যে বক্তব্য আসছে তার সত্যতার প্রমাণ বহন করে। আলোচ্য স্থলে কসমের পরে যে বক্তব্য আসছে তা হল, কিয়ামত অবশ্যই আসবে এবং পুরুষার ও শাস্তি সম্পর্কিত ফায়সালা অবশ্যই হবে। এখানে কসম করা হয়েছে বাতাসের, যা ধূলোবালি উড়িয়ে নিয়ে যায়, মেঘের বোঝা বয়ে তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায় এবং যখন সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তখন তার পানি মৃত ভূমিতে জীবন সঞ্চার করে তার উৎপাদন থেকে সৃষ্টির জীবিকা বণ্টন করে এবং এভাবে তা সৃষ্টি রাজির জন্য নতুন জীবনের কারণে পরিণত হয়। তো এই বাতাসের কসম করে বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, যেই আল্লাহ এই বাতাসকে এবং তার প্রভাবে বর্ষিত বৃষ্টির পানিকে নতুন জীবনের মাধ্যম বানান, নিশ্চয়ই তিনি মৃত মানুষকে পুনর্জীবন দান করতে সক্ষম। আয়তের এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ হিসেবে যে, আয়তে যে চারটি জিনিসের কসম করা হয়েছে, তার সবগুলো দ্বারাই বায়ুকে বোঝানো হয়েছে, যার সঙ্গে বায়ুর চারটি বিশেষ উল্লেখ করা হচ্ছে।

(দুই) এই আয়তসমূহের আরও একটি তাফসীর বর্ণিত আছে। তা এই যে, প্রথম বিশেষণটি অর্থাৎ ‘ধূলোবালি উড়ানো’-এর সম্পর্ক বাতাসের সঙ্গে বটে, কিন্তু বাকিগুলো বাতাসের বিশেষণ নয়; বরং দ্বিতীয়টি দ্বারা বোঝানো হয়েছে মেঘপুঁজকে, যা পানির ভার বহন করে। তৃতীয় বিশেষণটি জলান্ধের, যা পানিতে সচ্ছল্নে চলাচল করে আর চতুর্থ বিশেষণটি হল ফেরেশতাদের, যা সৃষ্টির মাঝে জীবিকা ইত্যাদি বণ্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি একটি ছাদীছে খোদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। তবে বর্ণনাটি সম্পর্কে আল্লামা হায়ছামী (রহ.) বলেন, এটি বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইবনে আবী সাবা, যিনি একজন ফরাইফ ও পরিত্যক্ত রাবী (মাজমাউদ যাওয়ায়েদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৪৪২৪৫ পৃষ্ঠা, তাফসীর অধ্যায়, হাদীছ নং ১১৩৬৫)। তারপরও যেহেতু এ তাফসীরটির এক রকম সম্পর্ক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রয়েছে, তাই বহু মুফাসিসির এটাই গ্রহণ করেছেন।

আর আর্মি যে তরজমা করেছি, তা থেকে বন্ধনীর অংশটুকু বাদ দিলে এর ভেতর ওই ব্যাখ্যারও অবকাশ থাকে। এ তাফসীর অনুযায়ী এ কসমের সাথে আখেরাতের সম্পর্ক দৃশ্যত এভাবে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রয়োজনাদি সমাধার জন্য এসব ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্যহীনভাবে করেননি। এসবের উদ্দেশ্য হল মানুষকে পরীক্ষা করা, তারা আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতসমূহ যথাযথ পদ্ধতায় ব্যবহার করে, না অন্যায় পদ্ধতা অবলম্বন করে। যারা এর যথাযথ ব্যবহার করবে তাদেরকে পুরুষ্ট করা হবে আর যারা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। সুতৰাং সৃষ্টি জগতের এসব বন্তর দাবি হল যে, এমন একদিন অবশ্যই আসুক, যে দিন পুরুষার ও শাস্তি দানের ফায়সালাকে কার্যকর করা হবে।

৫ তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা নিশ্চিত সত্য *

৬ এবং কর্মের প্রতিফল অবশ্যভাবী। *

৭ কসম বহু পথবিশিষ্ট আকাশের, *

২. এখানে ‘পথ’ বলে আমাদের দৃষ্টির অগোচর পথ বোঝানো হয়েছে, যে পথ দিয়ে ফেরেশতাগণ চলাচল করে। কেউ কেউ বলেন, السماء (আকাশ) বলতে অনেক সময় উপরের যে-কোনও বন্তকেও বোঝায়। এখানে উপরের শূন্যমণ্ডল বোঝানো হয়েছে, যাতে তারকারাজির জন্য গতিপথ নির্দিষ্ট করা আছে।

৮ তোমরা পরম্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। *

৩. ‘পরম্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত’, অর্থাৎ একদিকে তো স্থীকার কর আল্লাহ তাআলাই বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা, অন্য দিকে তিনি যে মানুষকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করতে সক্ষম, তাঁর এ শক্তিকে মানতে রাজি নও, এর চেয়ে স্ববিরোধিতা আর কী হতে পারে?

৯ এর (অর্থাৎ আখেরাতের বিশ্বাস) থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে কেবল সেই যে সম্পূর্ণরূপে সত্যবিমুখ। *

৪. সত্য সন্ধানী ব্যক্তির পক্ষে আখেরাতকে স্থীকার করা মোটেই কঠিন নয়। এ সত্যকে স্থীকার করে কেবল তারাই যাদের মনে সত্যের অনুসন্ধিৎসা নেই; বরং তারা সত্যের প্রতি বীতশ্বাস।

- 10** আল্লাহর 'মার' হোক (আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে) অনুমান নির্ভর উক্তিকারীদের প্রতি। ❁
- 11** যারা উদাসীনতায় নিমজ্জিত থেকে সব কিছু বিস্মৃত হয়ে আছে। ❁
- 12** জিজ্ঞেস করে, কর্মফল দিবস কবে? ✎ ❁
5. তারা এ প্রশ্ন সত্য জানার উদ্দেশ্যে নয়; বরং উপহাস করার জন্যই করত।
- 13** তা সেই দিন, যে দিন তাদেরকে আগন্তনে দন্ধ করা হবে। ❁
- 14** (বলা হবে) নিজেদের দুষ্কর্মের মজা ভোগ কর। এটাই সেই জিনিস, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চাচ্ছিলে। ✎ ❁
6. কাফেরদেরকে যখন আখেরাতের শান্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হত, তখন তারা বলত, সে শান্তি এখনই আসছে না কেন?
- 15** মুত্তাকীগণ অবশ্যই উদ্যানরাজি ও প্রস্তবণসমূহের ভেতর থাকবে। ❁
- 16** তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ঘা-কিছু দেবেন, তারা তা উপভোগ করতে থাকবে। তারা তো এর আগেই সৎকর্মশীল ছিল। ❁
- 17** তারা রাতের অল্প সময়ই ঘুমাত ❁
- 18** এবং তারা সাহরীর সময় ইস্তিগফার করত। ✎ ❁
7. অর্থাৎ রাতের বেশির ভাগ ইবাদতে কাটানোর পরও তারা নিজেদের আমল নিয়ে অহংকার বোধ করে না, বরং না-জানি ইবাদতের ভেতর কত ভুল-ক্রটি হয়ে গেছে, যদরূপ তা আল্লাহ তাআলার কাছে কবুলের উপযুক্ত হবে না, এই চিন্তা তাদের ভেতর কাজ করে। ফলে সাহরীকালে আল্লাহ তাআলার দরবারে বিনয় প্রকাশ করে ও কাকুতি-মিনতির সাথে ইস্তিগফার করে।
- 19** তাদের ধন-সম্পদে ঘাচক ও বঞ্চিতের (যথারীতি) হক থাকত। ✎ ❁
8. (ঘাচক) দ্বারা সেই অভাবগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যে মুখে তার অভাবের কথা প্রকাশ করে আর المحروم (বঞ্চিত) দ্বারা বোঝানো হয়েছে তাকে, যে অভাব থাকা সত্ত্বেও কারও কাছে কিছু চায় না। এ আয়তে 'হক' শব্দটি ব্যবহার করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ধৰ্মী ব্যক্তি গরীবদেরকে যে ঘাকাত-ফিতরা দেয়, সেটা তাদের প্রতি তার কোন দয়া নয়; বরং তা তাদের প্রাপ্য, যা তাদেরকে দেওয়াই তার কর্তব্য ছিল। কেননা ধন-সম্পদ আল্লাহ তাআলার দান। এটা তাঁরই নির্দেশ যে, তাতে গরীব-দুঃখীর অংশ আছে।
- 20** যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, তাদের জন্য পৃথিবীতে আছে বহু নির্দশন। ❁
- 21** এবং স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেও! তবুও কি তোমরা অনুধাবন করতে পার না? ❁
- 22** আসমানেই আছে তোমাদের রিষক এবং তোমাদেরকে ঘার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাও। ✎ ❁
9. এখানে আসমান দ্বারা উর্ধ্বজগত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের রিষকের ফায়সালাও উর্ধ্বজগতে হয়ে থাকে এবং তোমাদেরকে জানাত ও জাহানামের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ে থাকে তার ফায়সালাও সেখানেই হয়।
- 23** সুতরাং আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই এটা সত্য, যেমন (সত্য) তোমাদের কথা বলাটা। ✎ ❁
10. অর্থাৎ 'তোমরা কথা বলছ' এটা যেমন সত্য, তেমনি আখেরাতের যে কথা বলা হচ্ছে তাও নিশ্চিত সত্য। কেননা এটা বিশ্ব জগতের স্বষ্টা নিজে বলেছেন।

- 24 (হে রাসূল!) তোমার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত অতিথিদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? ১১ ❁
11. সে অতিথিগণ মূলত ফেরেশতা ছিলেন। তারা এসেছিলেন দু'টি কাজে। (ক) হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এই সুসংবাদ দানের জন্য যে, ইসহাক নামে তার এক পুত্র সন্তান জন্ম নেবে। (খ) হযরত লৃত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে শাস্তি দানের জন্য। তাদের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হৃদ (১১ : ৬৯-৮৩) ও সূরা হিজর (১৫ : ৫১-৭৭)-এ গত হয়েছে।
- 25 যখন তারা ইবরাহীমের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল সালাম, তখন ইবরাহীমও বলল, সালাম (এবং সে মনে মনে চিন্তা করল যে,) এরা তো অপরিচিত লোক। ❁
- 26 তারপর সে চুপিসারে নিজ পরিবারবর্গের কাছে গেল এবং একটি মোটাতাজা বাচ্চুর (-ভাজা) নিয়ে আসল। ❁
- 27 এবং তা সেই অতিথিদের সামনে এগিয়ে দিল এবং বলল, আপনারা খাচ্ছেন না যে? ❁
- 28 এতে তাদের সম্পর্কে ইবরাহীমের মনে ভয় দেখা ১২ দিল। তারা বলল, ভয় পাবেন না। অতঃপর তারা তাকে এক মস্ত জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিল। ❁
12. ফেরেশতাগণ যেহেতু পানাহার করেন না, তাই তারা সে খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছিলেন, কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দেশীয় প্রথা অনুযায়ী মনে করেছিলেন, তারা তার শক্র (কেননা প্রথা অনুযায়ী শক্রই মেয়বানের বাড়িতে খাদ্য গ্রহণ করে না)। তারপর তারা যখন পুত্র জন্মের সংবাদ দিলেন, তখন তিনি বুবাতে পারলেন, তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা। সুতরাং ৩০ নং আয়াতে তারা তাঁর সাথে সে হিসেবেই কথা বলেছেন।
- 29 তখন তার স্ত্রী উচৈঃস্বরে বলতে বলতে সামনে আসল এবং সে তার গাল চাপড়িয়ে বলতে লাগল, এক বৃদ্ধা বন্ধ্যা (বাচ্চা জন্ম দেবে)? ❁
- 30 অতিথিগণ বলল, তোমার প্রতিপালক এ রকমই বলেছেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি হেকমতওয়ালা, সর্বজ্ঞ। ❁
- 31 ইবরাহীম বলল, ওহে আল্লাহ-প্রেরিত ফেরেশতাগণ! তোমাদের গুরু কাষটি কী? ❁
- 32 তারা বলল, আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে। ❁
- 33 যেন তাদের উপর নিষ্কেপ করি পাকা মাটির ঢেলা। ❁
- 34 যাতে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ চিহ্ন দেওয়া আছে সীমালংঘনকারীদের জন্য। ❁
- 35 অতঃপর সেই জনপদে যেসব মুমিন ছিল আমি তাদেরকে সেখান থেকে বের করলাম। ❁
- 36 এবং সেখানে একটি পরিবার ১৩ ছাড়া আর কোন মুসলিম পাইনি। ❁
13. ইশারা হযরত লৃত আলাইহিস সালামের পরিবারের প্রতি। তিনি ও তার দুই কন্যা ছাড়া আর কোনো মুসলিম সে জনপদে ছিল না।
- 37 আমি তাতে (শিক্ষা গ্রহণের জন্য) এক নির্দর্শন রেখে দিয়েছি তাদের জন্য, যারা যত্নাময় শাস্তিকে ভয় করে। ❁
- 38 এবং মূসার ঘটনায়ও (আমি এ রকম নির্দর্শন রেখেছি), যখন আমি তাকে এক প্রকাশ্য দলীলসহ ফির'আউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম। ❁
- 39 ফির'আউন তার ক্ষমতার দর্পে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, সে একজন যাদুকর অথবা উন্মাদ। ❁

40 সুতরাং আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং সকলকে সাগরে নিষ্কেপ করলাম। সে তো ছিলই তিরঙ্গার ঘোগ্য। ❁

41 এবং আদ জাতির মধ্যেও (আমি অনুরূপ নির্দশন রেখেছিলাম), যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম এমন ঝঞ্চা বায়ু, যা সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকে বন্ধ্য ছিল। ১৪ ❁

14. অর্থাৎ তা ছিল শাস্তির ঝড়ো হাওয়া, যে কারণে সাধারণত বাতাসের মধ্যে যেসব উপকার থাকে তার মধ্যে তা ছিল না, আদ জাতির বৃত্তান্ত সূরা আরাফে (৭ : ৬৫) এবং ছামুদ জাতির বৃত্তান্ত সূরা আরাফে (৭ : ৭৩) গত হয়েছে।

42 তা যা-কিছুর উপর দিয়েই বয়ে যেত তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রেখে যেত। ❁

43 এবং ছামুদ জাতির মধ্যেও (অনুরূপ নির্দশন রেখেছিলাম), যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, কিছু কালের জন্য মজা লুটে নাও (এর মধ্যে নিজেদের না শোধালে শাস্তি ভোগ করতে হবে)। ❁

44 কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। ফলে তাদেরকে আক্রান্ত করল বজ্র এবং তারা তা দেখেছিল। ১৫ ❁

15. হযরত সালিহ 'আলায়হিস সালাম তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদেরকে তিনদিন পর চরম শাস্তি দেওয়া হবে। আগামীকাল তোমাদের চেহারা হলুদ হয়ে যাবে। তার পরের দিন হবে লাল এবং তৃতীয় দিন কালো। পরদিন ভোরে আসবে আসল শাস্তি। তারা যখন এসব আলামত দেখতে পাচ্ছিল তখন উচিত তো ছিল তওবা করা, তা না করে উল্টো তারা হযরত সালিহ 'আলায়হিস সালামকেই হত্যা করতে উদ্যত হল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে রক্ষা করলেন এবং চতুর্থদিন ভোরে বজ্রাঘাত ও অগ্নিবর্ষণ দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। -অনুবাদক

45 ফলে তারা না পারল উঠে দাঁড়াতে আর না ছিল তারা আত্মরক্ষায় সক্ষম। ❁

46 তারও আগে আমি নূহের সম্প্রদায়কে পাকড়াও করেছিলাম। ১৬ নিশ্চয়ই তারা ছিল এক অবাধ্য সম্প্রদায়। ❁

16. হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে (১১ : ২৫-৪৮) গত হয়েছে।

47 আমি আকাশকে নির্মাণ করেছি (আমার) ক্ষমতাবলে এবং নিশ্চয়ই আমি বিস্তৃতি দাতা। ১৭ ❁

17. কোন কোন মুফাসিসির এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে মানুষের রিয়কে বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য দান করেছেন। কোন কোন মুফাসিসির বাক্যটির তরজমা করেছেন, 'আমার ক্ষমতা অতি বিস্তৃত'। এর এরাপ অর্থও করা যেতে পারে যে, 'আমি আকাশকেই বিস্তৃতি দান করেছি'।

48 আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি। সুতরাং আমি কত উত্তম করে বিছাই! ❁

49 আমি প্রতিটি বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, ১৮ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ❁

18. কুরআন মাজীদ একাধিক স্থানে এই বাস্তবতা তুলে ধরেছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুর মধ্যে ত্রী ও পুরুষের যুগল সৃষ্টি করেছেন। বিজ্ঞান আগে এ সত্য জানতে পারেনি, তবে আধুনিক বিজ্ঞান এই কুরআনী তত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েছে।

50 সুতরাং ধাবিত হও আল্লাহর দিকে। ১৯ নিশ্চয়ই আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী (হয়ে এসেছি)। ❁

19. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মনোনীত দীনের উপর ঈমান আনা ও তার দাবি অনুযায়ী কাজ করার জন্য দ্রুত এগিয়ে চল।

51 আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে মাঝে বানিও না। নিশ্চয়ই আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী (হয়ে এসেছি)। ❁

52 এমনিভাবে তাদের আগে যারা ছিল, তাদের কাছেও এমন কোন রাসূল আসেনি, যার সম্পর্কে তারা বলেনি যে, সে একজন যাদুকর বা উন্মাদ। ❁

- 53 তারা কি পরম্পরে এ কথার অসিয়ত করে আসছে? না, বরং তারা এক উদ্ধৃত সম্প্রদায়। ১০ ❁
20. অর্থাৎ পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদেরকে এই ওসিয়ত করে যায় নি যে, তারাও যেন তাদের মত রাসূলদেরকে অঙ্গীকার করে। বরং পূর্ববর্তীদের মত তারাও অত্যন্ত উদ্ধৃত এক জাতি। ষষ্ঠ্যাই পূর্ববর্তীদেরকে অবিশ্বাস ও অবাধ্যতায় প্ররোচিত করেছিল। আর সেই একই চারিত্বের কারণে এরাও তাদের মত কর্মকাণ্ড করছে। -অনুবাদক
- 54 সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তাদেরকে অগ্রহ্য কর। কেননা তুমি নিন্দাযোগ্য নও। ❁
- 55 এবং উপদেশ দিতে থাক। কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে। ❁
- 56 আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে। ❁
- 57 আমি তাদের কাছে কোন রকম রিয়ক চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাবার দিক। ❁
- 58 আল্লাহ নিজেই তো রিয়কদাতা এবং তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। ❁
- 59 যারা জুলুম করেছে তাদেরও (শাস্তির) সেই পালা আসবে, যেমন পালা এসেছিল তাদের (পূর্ববর্তী) অনুরূপ লোকদের ক্ষেত্রে।
সুতরাং তারা যেন আমার কাছে তাড়াহুড়া করে (শাস্তি) না চায়। ❁
- 60 যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ সেই দিনের, যে দিনের প্রতিশ্রূতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। ❁
-



♦ আত্মবুরুশ ♦

- 1 কসম তুর পাহাড়ের, ❁
- 2 এবং সেই কিতাবের, ❁
- 3 যা লেখা আছে খোলা পাতায়। ❁
- 4 এবং কসম 'বায়তুল মামুর'-এর ❁
- 5 এবং উন্নীত ছাদের ❁
- 6 এবং উত্তাল সাগরের ❁
- 7 তোমার প্রতিপালকের আয়াব অবশ্যভাবী। ১ ❁

1. পূর্বের সূরায় কুরআন মাজীদের কসমসমূহ সম্পর্কে যে টীকা লেখা হয়েছে, এখানেও তা দেখে নেওয়া চাই। এখানে আল্লাহ তাআলা কসম করেছেন চারটি জিনিসের। (এক) তুর পাহাড়ের। এ পাহাড়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে হ্যারত মৃসা আলাইহিস সালামের কথোপকথন হয়েছিল এবং আল্লাহ তাআলা তাকে তাওরাত দান করেছিলেন। এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, আখেরাতে অবাধ্যদের শাস্তি দানের ঘোষণাটি অভিনব কিছু নয়; বরং তুর পাহাড়ে হ্যারত মৃসা আলাইহিস সালামকে যে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাও একথার সাক্ষ্য দেয়। (দুই) দ্বিতীয় কসম করা হয়েছে একখানি কিতাবের, যা খোলা পাতায় লেখা। কোন কোন মুফাসিসের বলেন, এর দ্বারা তাওরাত বোবানো হয়েছে। সে হিসেবে আখেরাতের আয়াবের সাথে এ কসমের সম্পর্কও ঠিক সেই রকমেরই যেমনটা তুর পাহাড় সম্পর্কে বলা হয়েছে। তবে

অপর কতক মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা আমলনামা বোঝানো উদ্দেশ্য। সে হিসেবে এর ব্যাখ্যা এই যে, সদা-সর্বদা মানুষের যে আমলনামা লেখা হচ্ছে তা প্রমাণ করে একদিন না একদিন হিসাব-নিকাশ হবেই এবং তখন অবাধ্যদেরকে অবশ্যই তাদের আপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

(তিনি) তৃতীয় কসম করা হয়েছে 'বায়তুল মামুর'-এর। এটা উর্ধ্ব জগতের একটি ঘর, ঠিক দুনিয়ার বাইতুল্লাহ শরীফের মত। উর্ধ্ব জগতের এ ঘর হল ফেরেশতাদের ইবাদতখনা। এ ঘরের কসম করে বলা হচ্ছে, ফেরেশতাগণ যদিও মানুষের মত বিধি-বিধানপ্রাপ্ত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ইবাদতে মশগুল থাকে। মানুষকে তো বিধি-বিধান দেওয়াই হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ তাআলার ইবাদতে লিপ্ত থাকবে। অন্যথায় তারা শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে।

(চার) চতুর্থ কসম করা হয়েছে উঁচু ছাদের অর্থাৎ আকাশে।

(পাঁচ) আর পঞ্চম কসমটি হল পরিপ্লুত সাগরের। এ কসম দুটি দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়টি না থাকলে উপরে আকাশ ও নিচে সাগর বিশিষ্ট এ জগত সৃষ্টি অহেতুক হয়ে যায়। এর দ্বারা আরও বোঝানো হচ্ছে যে, যেই মহান সন্তা এত বড় বড় বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম, নিশ্চয়ই তিনি মানুষকে পুনর্জীবিত করারও ক্ষমতা রাখেন।

- 8 তা রোধ করতে পারে এমন কেউ নেই। *
- 9 যে দিন আকাশ কেঁপে উঠবে থরথর করে, *
- 10 এবং পর্বতমালা সঞ্চলন করবে ভয়ানক ভাবে *
- 11 সে দিন মহা দুর্ভোগ হবে, সত্য প্রত্যাখ্যান কারীদের, *
- 12 যারা বৃথা কথাবার্তায় নিমজ্জিত থেকে খেল-তামাশা করছে। *
- 13 সে দিন যখন তাদেরকে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে জাহানামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। *
- 14 (এবং বলা হবে) এই সেই আগুন, যাকে তোমরা আবিশ্বাস করতে। *
- 15 এটা কি যাদু না কি তোমরা (এখনও) কিছু দেখতে পাচ্ছ না? *
- 16 তোমরা এতে প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধর বা নাই ধর তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান। তোমাদেরকে কেবল সেই সব কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হবে, যা তোমরা করতে। *
- 17 নিশ্চয়ই মুত্তাকীগণ উদ্যানরাজি ও নি'আমতের ভেতর থাকবে। *
- 18 তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা-কিছু দান করবেন এবং তাদের প্রতিপালকই তাদেরকে যেভাবে জাহানামের আঘাত থেকে রক্ষা করবেন, তারা তা উপভোগ করবে। *
2. 'আল্লামা আলুসী (রহ.) আয়াতটির বিন্যাসগত যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন সেই আলোকেই এর তরজমা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ﴿وَمَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْأَجْحِنْمَ﴾ -এর উপর, যদি ۱۰ শব্দটিকে مَصْدَرِيَّة (ক্রিয়ামূল বোধক) ধরা হয় (বাক্যটির বিশিষ্ট রূপ এ রকম ফাকহিন বায়তাতে রবে ও কাতাতে উদাব জাহিন
- 19 (তাদেরকে বলা হবে,) তপ্তি সহকারে পানাহার কর, তোমরা যা করতে তার পুরস্কার স্বরূপ। *
- 20 তারা সারিবদ্ধভাবে সাজানো আসনে হেলান দেওয়া অবস্থায় থাকবে এবং আমি ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব। *
- 21 যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের সন্তান-সন্ততিগণ ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুগামী হয়েছে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে তাদের সাথে মিলিয়ে দেব এবং তাদের কর্ম হতে কিছুমাত্র হ্রাস করব না। وَ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের বিনিময়ে বন্ধক রয়েছে। *

3. رہین مانے بند کر کر، اर�ِ خدا پریشادہر نیکھڑا سوکر پیدے بست بند کر رکھے خانگے لئے دن دن ہے۔ آلاہ تا آلما پریتی مانوں کے پیدے یوگی تا دن کر رہے تا تاکے پردیت آلاہ تا آلما کا خدا۔ اے خانگے دا یہ پکے سے کے بول تکھنے مُعکس پتے پارے، یخن سے تا ری یوگی تاکے آلاہ تا آلما کا ہر کوئی موتا بکے بیکھار کر رہے۔ دُنیا یا تاریخ تاریخ پرمادھ ہے جیمان آنا و سدکر کر رہا ڈوارا۔ اے خانگے دا یہ پرتوک بستیں ساتھا امداد بند کر رکھا آچے ہے، سے یادی جیمان و سدکر میرے مادھیمے نیج دنے پریشاد کر رہے پارے، تا بے آخہ را تے تاریخ مُعکس و خانگی نتالا بند ہے۔ سے جا ٹھاٹے سوکھ گشانتی تے بس باس کر رہے۔ پکھا نتھے سے یادی ا دنے شوڈ نا کرے، تا بے جا ہانمے بندی خاکتے ہے۔

ଆয়াতে এ বাক্যটি উল্লেখ করে বোঝানো হচ্ছে যে, যেই ঈমানদারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা জানাতে প্রস্তুত হবে এবং তাদের মুমিন সন্তানদেরকেও তাদের স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে, তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে নিজেদের দেনা শোধ করে ফেলেছে এবং নিজেদেরকে আটকাবস্থা থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। কিন্তু কারও সন্তান যদি মুমিনই না হয়, তবে পিতা-মাতার ঈমান আনার দ্বারা তার কোন উপকার হবে না। কেননা যে জন্য তার সন্তা বন্ধক রাখা ছিল তা সে পরিশোধ করেনি। তাই তাকে জাহানামে আটক হয়ে থাকতে হবে। এ স্থলে বাক্যটির আরও এক তাৎপর্য থাকা সন্তু। তা এই যে, পিতার পুণ্যের কারণে তার সন্তানের মর্যাদা তো বৃদ্ধি করা হবে, কিন্তু সন্তানের দুষ্কর্মের কারণে পিতাকে কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। কেননা প্রত্যেকের সন্তা তার নিজ কর্মের বিনিময়েই বন্ধক রাখা আছে, অন্যের কর্মের বিনিময়ে নয়।

৪. অর্থাৎ নেককারদের সন্তান-সন্ততিগণ যদি মুমিন হয়, তবে আমল দিয়ে তারা পিতার মত জান্মাতের উচ্চ স্তর লাভ করতে না পারলেও আল্লাহ তাআলা পিতাকে খুশী করার জন্য সন্তানদেরকেও সেই স্তরে পৌঁছিয়ে দেবেন। পিতার স্তর কমিয়ে সন্তানদের সঙ্গে ঘৃন্ত করা হবে না।

22 আমি তাদেরকে তাদের চাহিদামত একের পর এক ফল ও গোশত দেব, *

23 সেখানে তারা (বন্ধুত্বপূর্ণভাবে) কাড়াকাড়ি করবে সূরা পাত্র নিয়ে, যা পান করার দ্বারা কোন অনর্থ ঘটবে না এবং হবে না কোন গুণাঙ্গ।

5. 'কাঢ়াকাঢ়ি' শব্দ দ্বারা এমন প্রীতিপূর্ণ খুন্সুটি বোঝানো হচ্ছে, যা কোন উপভোগ্য বস্তুর স্বাদ গ্রহণের জন্য বন্ধুজনদের মধ্যে হয়ে থাকে এবং যাতে কারও মনে কষ্ট হয় না; বরং তাতে মজলিসের মাধুর্য আরও বেড়ে যায়। সুতরাং বলা হচ্ছে যে, সেই সুরাপাত্র থেকে পান করার দ্বারা কোনও রকম অনর্থ ঘটবে না এবং গুনাহের কোন কাজও হবে না, যা সাধারণত দুনিয়ার সুরাখোরদের মধ্যে হয়ে থাকে। সে সুরায় এমন নেশা থাকবে না, যার দ্রুত মানব অশোভন কাজে উৎসাহ পায়।

২৪ তাদের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করবে এমন কিশোররা, যারা তাদের (সেবার) জন্য নিয়োজিত থাকবে, তারা (এমন রূপবান) যেন লক্ষিয়ে রাখা মজ্জা।

২৫ তারা একে অন্যের দিকে ফিরে অবস্থাদি জিঞ্জেস করবে। *

২৬. বলবে. আমরা পর্বে আমাদের পরিবারবর্গের মধ্যে (অর্থাৎ দনিয়ায়) বড় ভয়ের ভেতর ছিলাম।

২৭ অবশ্যে আলাহ আমাদের পতি অনগ্রহ করবেন্তেন. এবং আমাদেরকে বক্ষা করবেন্তেন উত্তপ্ত বায়ুর শাস্তি থেকে।

২৮ আমরা এর আগে তার কাছে দস্তা করতাম। বস্তুত তিনি অতি অনগঢ়শীল পূর্য দয়াল। *

২৯ সংস্কৰণাং (তে বাসলা) তথ্য উপর্যুক্ত দিত থাক। কেননা তথ্য কোমার প্রতিপালকের আনগতে নথি ভাস্তুনিধিগুলি এবং নথি উন্মাদ। *

30. তারা কি বলে মে একজন কবি যাব জন্য আমাৰা কালাচ কৰ আপেক্ষায় আছি?

৬. আরবী ব্যাকরণ অনুসারে বাক্যটির অর্থ এ রকমও করা যায় যে, 'সে একজন কবি, আমরা যার মৃত্যু ঘটার অপেক্ষা করছি।' আল্লামা সুযুভী (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশের কতিপয় নেতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলত, সে তো একজন কবি মাত্র এবং অন্যান্য কবিরা যেমন মরে শেষ হয়ে গেছে এবং তাদের কবিত্বও তাদের মৃত্যুর সাথে দাফন হয়ে গেছে, তেমনি এরও একদিন মৃত্যু ঘটবে এবং এর সব কথাবার্তাও কবরে চলে যাবে। সুতরাং আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি। আয়তে তাদের এ কথারই জবাব দেওয়া হয়েছে।

৩১ বলে দাও, অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান আছি। *

32 তাদের বুদ্ধি কি তাদেরকে এসব করতে বলে, নাকি তারা এক অবাধ্য সম্প্রদায়। ৫ ❁

7. অর্থাৎ তারা তো নিজেদেরকে খুবই বুদ্ধিমান বলে দাবি করে। তা তাদের বুদ্ধির কি এমনই দশা যে, একেবারে সামনের বিষয়টাও তারা বুঝতে পারছে না? ফলে এ রকম আবোল তাবোল কথা বলছে? না কি সত্য কথা তারা ঠিকই উপলক্ষ্মি করতে পারে, কিন্তু স্বভাবগত অবাধ্যতার কারণে তা তারা মানতে পারছে না?

33 তারা কি বলে, সে এটা (এই কুরআন) নিজে রচনা করে নিয়েছে? না, বরং তারা (জিদের কারণে) ঈমান আনছে না। ৬ ❁

34 তারা সত্যবাদী হলে এর মত কোন বাণী (নিজেরা রচনা করে) নিয়ে আসুকু। ৭ ❁

8. কুরআন মাজীদ কয়েক জায়গায় এ রকম চ্যালেঞ্জ দিয়েছে যে, তোমরা যদি কুরআনকে মানব রচিত বল, তবে তোমাদের মধ্যেও তো বড়-বড় কবি-সাহিত্যিক ও অলঙ্কারবিদ আছে, সকলে মিলে এ রকম কোন বাণী তৈরি করে আন তো দেখি! (দেখুন সূরা বাকারা ২ : ২৩, সূরা ইউনুস ১০ : ৩৮; সূরা হুদ ১১ : ১৩ ও সূরা বনী ইসরাইল ১৭ : ৮৮)। কিন্তু এই খোলা চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য তাদের কেউ এগিয়ে আসতে পারেনি।

35 তারা কি কারও ছাড়া আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না কি তারাই (নিজেদের) স্রষ্টা? ৮ ❁

36 না কি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তারা সৃষ্টি করেছে? না; বরং (মূল কথা হচ্ছে) তারা বিশ্বাসই রাখে না। ৯ ❁

37 তোমার প্রতিপালকের ভাগ্নার কি তাদের কাছে, নাকি তারাই (সবকিছুর) নিয়ন্ত্রক? ১০ ❁

9. মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ বলত, আল্লাহ তাআলার যদি কোন নবী পাঠানোর দরকারই ছিল, তবে মক্কা মুকাররমা বা তামেফের কোন বড় সর্দারকে কেন নবী বানালেন না? (দেখুন সূরা মুখরফ ৪৩ : ৩১)। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আল্লাহ তাআলার রহমতের ভাগ্নার, কাউকে নবী বানানোও যার অন্তর্ভুক্ত, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন নাকি যে, তারা যাকে ইচ্ছা করবে তাকেই নবী বানানো হবে?

38 না কি তাদের কাছে আছে কোন সিঁড়ি, যাতে চড়ে তারা এটা (উর্ধ্ব জগতের কথাবার্তা) শুনতে পায়। তাই যদি হয়, তবে তাদের মধ্যে যে শোনে, সে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ উপস্থিত করুক। ১১ ❁

10. মক্কার মুশরিকগণ এমন কিছু বিশ্বাস পোষণ করত, যার সম্পর্ক ছিল উর্ধ্ব জগতের সাথে, যেমন (ক) আল্লাহ তাআলার সহযোগিতার জন্য অনেক ছোট-ছোট খোদা রয়েছে। তাদের হাতে তিনি বহু এখতিয়ার দিয়ে রেখেছেন। (খ) আল্লাহ তাআলা কোন নবী পাঠাননি। (গ) ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার কন্যা। পরের আয়তে তাদের এই শেষোক্ত বিশ্বাসের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এই উর্ধ্ব জগতের বিষয়বলী তোমরা কোথা হতে জানতে পারলে? তোমাদের কাছে কি এমন কোন সিঁড়ি আছে, যাতে চড়ে তোমরা সে জগতের জ্ঞান অর্জন কর?

39 তবে কি কন্যা সন্তান পড়ল আল্লাহর ভাগে আর পুত্র সন্তান তোমাদের ভাগে? ১২ ❁

40 নাকি তুমি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছ, যে কারণে তারা জরিমানা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে? ১৩ ❁

41 নাকি তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান আছে, যা তারা লিপিবদ্ধ করছে? ১৪ ❁

11. পূর্বের টীকায় মুশরিকদের যেসব আকীদা উল্লেখ করা হয়েছে, তা সবই অদৃশ্য জগতের সাথে সম্পৃক্ত। তাই বলা হচ্ছে, তাদের কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে, যে জ্ঞান তারা লিখে সংরক্ষণ করছে?

42 নাকি তারা কোন ষড়যন্ত্র করতে চাচ্ছে। তবে যারা কুফরী করেছে পরিণামে সে ষড়যন্ত্র তাদেরই বিরুদ্ধে যাবে। ১৫ ❁

12. ইশারা সেই সব ষড়যন্ত্রের দিকে, যা কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে চালাত।

43 তাদের কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাঝুদ আছে? তারা যে শিরক করে, তা হতে আল্লাহ পবিত্র! ১৬ ❁

44

তারা যদি আকাশের কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখে, তবে বলবে, এটা জমাট মেঘ। ১৩ ❁

13. মুক্তার মুশারিকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিত্য-নতুন মুজিয়া দেখানোর দাবি জানাত। যেমন বলত, আমাদেরকে আকাশের একটা খণ্ড ভেঙ্গে এনে দেখাও। আল্লাহ তাআলা বলছেন, তাদের এসব দাবি-দাওয়া সত্য সন্ধানের প্রেরণা থেকে উদ্ভৃত নয়। সত্য লাভের কোন ইচ্ছাই আসলে তাদের নেই। তারা এসব দাবি করছে কেবল জিদ ও বিদ্রববশত। তাদের দাবি অনুযায়ী তাদেরকে এ রকম কোন মুজিয়া দেখানো হলেও তারা তাতে বিশ্বাস করবে না। বরং তারা বলে দেবে, এটা আকাশের কোন খণ্ড নয়; বরং জমাট বাঁধা মেঘের খণ্ড।

45

সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তাদেরকে (আপন অবস্থায়) ছেড়ে দাও, যাবত না তারা সেই দিনের সম্মুখীন হয়, যে দিন তারা অচেতন হয়ে পড়বে। ❁

46

যে দিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তারা কোন সাহায্যও লাভ করবে না। ❁

47

তার পূর্বেও এ জালেমদের জন্য এক শাস্তি আছে। ১৪ কিন্তু তাদের অধিকাংশেই তা জানে না। ❁

14. অর্থাৎ আখেরাতে জাহানামের যে শাস্তি আছে, তার আগে এ দুনিয়াতেই কাফেরদেরকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং তাদের অনেককেই বদরের যুদ্ধে নিহত হতে হয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত তো আরব উপনিষদের কোথাও তাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকেনি।

48

তুমি নিজ প্রতিপালকের আদেশের উপর অবিচলিত থাক। কেননা তুমি আমার দৃষ্টির মধ্যে রয়েছ। ১৫ আর তুমি যখন ওঠ, তখন প্রশংসার সাথে নিজ প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ কর। ১৬ ❁

15. এর এক অর্থ হতে পারে এই যে, আপনি যখন তাহাজ্জুদের জন্য ওঠেন তখন তাসবীহ পাঠ করন। আরেক অর্থ হতে পারে, আপনি যখন কোন মজলিস থেকে উঠবেন, তখন তা তাসবীহের মাধ্যমে শেষ করে উঠবেন। এক হাদিসে আছে, মজলিসের শেষে দুআ হল **إِنَّمَا تُنْهَىٰ عَنِ الْمُحْكَمِ إِذَا حَانَتْ أَسْنَتُهُ فَرِزْقٌ وَّأَنْوَاعٌ إِلَيْكُمْ**, হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তোমার প্রশংসা প্রশংসন করছি। কোন মজলিস শেষে এ দুআ পড়া হলে তা সে মজলিসের জন্য কাফফারা হয়ে যায় (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২১৬)। অর্থাৎ মজলিসে দীর্ঘ দিক থেকে কোন ভুল-ক্রটি হয়ে গেলে এ দুআ দ্বারা তার প্রতিকার হয়ে যায়।

16. এর দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত মেহসিন্ত ভাষায় সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, আপনি নিজ কাজে লেগে থাকুন। কেউ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা আপনার প্রতি আমার নজর রয়েছে। আমিই আপনাকে হেফাজত করব।

49

এবং রাতের কিছু অংশেও তার তাসবীহ পাঠ কর এবং যখন তারকারাজি অস্ত যায়, তখনও। ১৭ ❁

17. এর দ্বারা সাহরী বা ফজরের ওয়াক্ত বোঝানো হয়েছে, যখন তারকারাজি অস্ত যেতে থাকে।



♦ আন-নাজ্ম ♦

1

কসম নক্ষত্রের, যখন তা পতিত হয়। ১ ❁

1. নক্ষত্রের পতন দ্বারা তার অস্ত যাওয়া বোঝানো হয়েছে। সূরার পরিচিতিতে বলা হয়েছে যে, এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত। তাই সূরার শুরুতে তাঁর প্রতি অবর্তীণ ওহী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা এক নির্ভরযোগ্য ফেরেশতা আসমান থেকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। তার আগে নক্ষত্রের কসম দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, নক্ষত্র যেমন আলো দান করে এবং তা দেখে আরবের লোক পথ চেনে, তেমনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মানুষের জন্য হেদায়াতের আলো। মানুষ তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পথ চিনতে সক্ষম হবে। তাছাড়া নক্ষত্রার্জির চলার জন্য আল্লাহ তাআলা যে পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারা সে পথ থেকে বিন্দু পরিমাণ এদিক-ওদিক যায় না এবং বিপথগামিতার শিকারও হয় না। তেমনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়তে বলা হয়েছে, তিনি পথ ভুলে যাননি এবং বিপথগামীও হননি। আবার নক্ষত্র যখন অস্ত যাওয়ার উপক্রম করে তখন তার দ্বারা পথ চেনা বেশি সহজ হয়, তাই অস্তগামী নক্ষত্রের কসম করা হয়েছে। তাছাড়া নক্ষত্রের অস্তগমন পথকের জন্য একটি বার্তাও বটে। সে যেন ঢেকে বলে, আমি বিদ্যায় নিলাম। কাজেই আমার দ্বারা শীঘ্ৰ পথ জেনে নাও। তেমনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ছিলেন এক অস্তগামী নক্ষত্রের মত। দুনিয়ায় তাঁর অবস্থান কাল দীর্ঘ ছিল না। যেন বলা হচ্ছে, তাঁর মাধ্যমে যারা হেদায়াত লাভ করতে চাও, শীঘ্ৰ তা করে নাও। কালক্ষেপণের কিন্তু সময় নেই।

২ (হে মঙ্কাবাসীগণ!) তোমাদের সঙ্গী পথ ভুলে যায়নি এবং বিপথগামীও হয়নি। ১ ❁

২. 'তোমাদের সঙ্গী' বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বোঝানো উদ্দেশ্য। তাঁর জন্য এ শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলা একটি সত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বোঝানো হচ্ছে যে, তিনি বাইর থেকে এসে নবুওয়াতের দাবি করেননি; বরং শুরু থেকেই তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তার গোটা জীবন উম্মুক্ত গ্রন্থের মত তোমাদের সামনে বিদ্যমান। তোমরা দেখেছ, জীবনে কখনও তিনি মিথ্যা বলেননি, কখনও কাউকে ধোঁকা দেননি। তোমাদের দ্বারাই তিনি সাদিক (সত্যবাদী) ও আমীন (বিশ্বস্ত) খেতাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এ অবস্থায় এটা কি করে সন্তুষ্য যে, জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রসমূহে যিনি মিথ্যা থেকে এতটা দূরে থাকলেন, তিনি আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মিথ্যা বলে দেবেন?

৩ সে তার নিজ খেয়াল-খুশী থেকে কিছু বলে না। ❁

৪ এটা তো খালেস ওই, যা তাঁর কাছে পাঠ্নো হয়। ❁

৫ তাকে শিক্ষা দিয়েছে এক প্রচণ্ড শক্তিমান (ফেরেশতা) ❁

৬ যে ক্ষমতার অধিকারী। ১ সুতরাং সে আত্মপ্রকাশ করল, ❁

৩. এর দ্বারা হযরত জিবরাস্তল আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওই নিয়ে আসতেন। বিশেষভাবে তার শক্তির কথা উল্লেখ করে কাফেরদের মনের এই সন্তাব্য ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে যে, কোন ফেরেশতা যদি তাঁর কাছে ওই নিয়ে এসেও থাকেন, তবে মাঝপথে যে কোন শয়তানী কারসাজী হয়নি তার কী নিশ্চয়তা আছে? এ আয়ত জানাচ্ছে, ওইবাহী ফেরেশতা এমনই শক্তিশালী যে, অন্য কারও পক্ষে তাকে বিপ্রান্ত করা বা তার মিশন থেকে নিরান্ত করা সন্তুষ্য নয়।

৭ যখন সে ছিল উর্ধ্ব দিগন্তে। ১ ❁

৪. কাফেরদের প্রশ্ন ছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যে ফেরেশতা ওই নিয়ে আসেন, তিনি তো মানব আকৃতিতেই আসেন। কাজেই তিনি কী করে বুঝালেন যে, তিনি মানুষ নন, ফেরেশতা? এ আয়তসমূহে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ফেরেশতাকে অন্ততপক্ষে দুবার তার প্রকৃতরূপে দেখেছেন। তার মধ্যে একবারের ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ঘটনা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত জিবরাস্তল আলাইহিস সালামকে ফরমায়েশ করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর আসল আকৃতিতে তাঁর সামনে আসেন। সুতরাং হযরত জিবরাস্তল আলাইহিস সালাম স্ব-মূর্তিতে আকাশ-দিগন্তে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখলেন।

৮ তারপর সে নিকটে আসল এবং ঝুঁকে গেল। ❁

৯ এমনকি দুই ধনুকের দূরত্ব পরিমাণ কাছে এসে গেল, ১ বরং তার চেয়েও বেশি নিকটে। ❁

৫. এটি আরবী ভাষার একটি বাগধারা। যখন দুজন লোক পরম্পরে মৈত্রী চুক্তি করত তখন উভয়ে তাদের ধনুক দুটি মিলিয়ে দিত। এরই থেকে অতি নৈকট্য প্রকাশ করার জন্য বলা হয়ে থাকে, তারা দুই ধনুকের দূরত্ব পরিমাণ নিকটবর্তী হয়ে গেল।

১০ এভাবে নিজ বান্দার প্রতি আল্লাহর যে ওই নায়িল করার ছিল তা নায়িল করলেন। ❁

১১ সে যা দেখেছে, তার অন্তর তাতে কোন ভুল করেনি। ১ ❁

৬. অর্থাৎ এমন হয়নি যে, চোখ প্রকৃতপক্ষে যা দেখেছিল, মন তা বুঝতে ভুল করেছে।

১২ তবুও কি সে যা দেখেছে তা নিয়ে তোমরা তার সঙ্গে বিতণ্ণ করবে? ❁

১৩ বস্তুত সে তাকে (ফেরেশতাকে) আরও একবার দেখেছে। ❁

১৪ সিদরাতুল মুনতাহা (সীমান্তবর্তী কুলগাছ)-এর কাছে। ❁

15 তারই কাছে অবস্থিত জান্মাতুল মাওয়া। ১ ❁

7. এটা হযরত জিবরাস্টেল আলাইহিস সালামকে তার আসল আকৃতিতে দেখার দ্বিতীয় ঘটনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাজ সফরে এটা ঘটেছিল। এ সময়ও তিনি তাকে তার স্ব-মূর্তিতে দেখেছিলেন। ‘সিদরাতুল মুনতাহা’ উর্ধ্বর্জগতের একটি বিশাল বরই গাছ। তারই কাছে জান্মাত অবস্থিত। তাকে ‘জান্মাতুল মাওয়া’ বলা হয়েছে এ কারণে যে, ‘মাওয়া’ অর্থ ঠিকানা। আর জান্মাত হল মুমিনদের ঠিকানা।

16 তখন সেই কুল গাছটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই জিনিস যা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ২ ❁

8. একথাও একটি আরবী বাগধারা অনুযায়ী বলা হয়েছে। তরজমার মাধ্যমে এর প্রকৃত মর্ম তুলে আনা কঠিন। বোঝানো হচ্ছে যে, যে জিনিস সে গাছটিকে আচ্ছন্ন করেছিল তা বর্ণনার অতীত। হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনার যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা দ্বারা জানা যায় যে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা সোনার প্রজাপতি আকারে সেই গাছের উপর একত্র হয়েছিল।

17 (রাসূলের) চোখ বিদ্রান্ত হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। ৩ ❁

9. অর্থাৎ দেখার ব্যাপারে চোখ ধোঁকায় পড়েনি এবং আল্লাহ তাআলা তার জন্য যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তা লংঘনও করেনি যে, তার সামনে কি আছে তা দেখতে যাবে।

18 বাস্তবিকপক্ষে, সে তার প্রতিপালকের বড়-বড় নির্দর্শনের মধ্য হতে বহু কিছু দেখেছে। ৪ ❁

10. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উর্ধ্বর্জগতে আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হিকমতের বড় বড় নির্দর্শন নিজ চোখে দেখেছেন। যেমন সিদরাতুল মুনতাহা, বায়তুল মামুর, জান্মাত, জাহানাম, হযরত জিবরীল (আ.)-কে ছয়শ' ডানাসহ তার প্রকৃত রূপে, দিগন্তজোড়া সবুজ রফরফ প্রভৃতি। -অনুবাদক

19 তোমরা কি লাত ও উঁঁয়া (এর স্বরূপ) সমন্বে চিন্তা করেছ? ৫ ❁

20 তৃতীয় আরেকটি সমন্বে যার নাম মানাত? ৬ ❁

11. লাত, মানাত ও উঁঁয়া তিনটিই মূর্তির নাম। আরবের বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন স্থানে এসব মূর্তি স্থাপন করেছিল। তারা এদের মাবুদ মনে করত এবং এদের পূজা-অর্চনা করত। কুরআন মাজীদ বলছে, তোমরা কি ভোবে দেখেছ এগুলো আসলে কী? এগুলো কি পাথর ছাড়া অন্য কিছু? এসব নিষ্প্রাণ পাথরের পূজায় লিপ্ত হওয়া কত বড়ই না মূর্খতা!

21 তবে কি তোমাদের থাকবে পুত্র সন্তান আর আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান? ৭ ❁

12. মক্কার মুশারিকগণ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলত। তাদের এ বিশ্বাস রদ করে বলা হচ্ছে, তোমরা নিজেদের জন্য তো কন্যা সন্তান পছন্দ কর না, অথচ আল্লাহর জন্য পছন্দ করছ, এটা তোমাদের কেমন বিচার? এটা কী রকমের বণ্টন? নিঃসন্দেহে এটা অতি নিকৃষ্ট বণ্টন।

22 তাহলে তো এটা বড় অন্যায় বণ্টন! ৮ ❁

23 (এদের স্বরূপ এর বেশি কিছু নয় যে,) এগুলি কতক নাম মাত্র, যা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদাগণ রেখেছ। আল্লাহ এর সমক্ষে কোন প্রমাণ নাফিল করেননি। প্রকৃতপক্ষে তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) কেবল ধারণা এবং মনের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। অথচ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের কাছে এসে গেছে পথ-নির্দেশ। ৯ ❁

24 মানুষ যা-কিছু কামনা করে, তাই কি তার প্রাপ্য? ১০ ❁

13. মুশারিকরা তাদের মনগড়া উপাস্যদের সম্পর্কে বলত, তারা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে (দেখুন সূরা ইউনুস ১০ : ১৮)। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এটা তো তোমাদের কামনা, কিন্তু মানুষ যা চায়, তাই পায় নাকি?

25 (না) কেননা আখেরাত ও দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহরই এখতিয়ারে। ১১ ❁

26 আকাশমণ্ডলীতে কত ফেরেশতা আছে, যাদের সুপারিশ (কারও) কোন কাজে আসে না। তবে আল্লাহ যার জন্য চান যদি অনুমতি দেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন তারপরই তা কাজে আসতে পাবে। ১৪ ❁

14. অর্থাৎ ফেরেশতাগণও যখন আল্লাহ তাআলার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ছাড়া কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে না, তখন এসব মনগড়া উপাস্যরা কিভাবে সুপারিশ করবে?

27 যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না, তারা ফেরেশতাদের নাম রাখে নারীদের নামে। ১৫ ❁

15. অর্থাৎ তারা তাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা সাব্যস্ত করে।

28 অথচ তাদের এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণার পিছনে চলে। প্রকৃতপক্ষে সত্যের ব্যাপারে ধারণা কিছুমাত্র কাজে আসে না। ❁

29 সুতরাং (হে রাসূল!) যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কিছু কামনাই করে না, তুমি তাকে অগ্রাহ্য কর। ❁

30 তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই। ১৬ তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন কে তার পথ পেয়ে গেছে। ❁

16. এর দ্বারা যারা এই পার্থিব জীবনকেই সবকিছু মনে করে, আখেরাতের কথা চিন্তা করে না, তাদের স্বরূপ তুলে ধরা হচ্ছে। বলা হয়েছে যে, বেচারাদের দৌড় তো এ পর্যন্তই। তাই এর বেশি কিছু তারা ভাবতে পারে না।

31 যা-কিছু আকাশমণ্ডলীতে ও যা-কিছু পৃথিবীতে আছে তা আল্লাহরই। সুতরাং যারা মন্দ কাজ করেছে, তিনি তাদেরকেও তাদের কাজের প্রতিফল দেবেন এবং যারা ভালো কাজ করেছে তাদেরকে উন্নত প্রতিদান দান করবেন। ❁

32 সেই সব লোককে, যারা বড়-বড় গুনাহ ও অশ্রীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে, অবশ্য কদাচিং পিছলে পড়লে সেটা ভিন্ন কথা। ১৭ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রশংসন ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত আছেন যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মাত্রগর্ভে জ্ঞানপে ছিলে। সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না। তিনি ভালোভাবেই জানেন মুন্তাকী কে। ১৮ ❁

17. এ আয়াতে নিজেকে নিজে পবিত্র ও মুন্তাকী মনে করতে এবং আত্মপ্রশংসায় লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। [দ্রষ্টব্য আকর্ষণ করা হয়েছে যে, মূলত তুমি মাটির সৃষ্টি, মাত্রগর্ভে নাপাক রক্ত দ্বারা পালিত, বহুবিধ অপবিত্রতা ও মলিনতা এবং নানা রকম দুর্বলতা তোমার মধ্যে বিদ্যমান, যার অনেক কিছুই সকলে জানে, যা অন্যে জানে না তা তুমি নিজে জান আর আল্লাহ তাআলা তোমার আদি-অন্তরের সবই জানেন। কাজেই অহংকার ও আত্মশাস্ত্রায় লিপ্ত না হয়ে বিনোদ হয়ে থাক এবং তাকওয়ার মাধ্যমে আত্মোৎকর্ষ লাভের চেষ্টা কর। - অনুবাদক]

18. কুরআন মাজীদে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। اللهم 'এর আভিধানিক অর্থ 'সামান্য কিছু'। মুফাসিসিরগণ সাধারণভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন, 'ছোট-ছোট গুনাহ, যা কদাচিং হয়ে যায়'। এর এক অর্থ 'নিকটবর্তী হওয়া'-ও। সে হিসেবে কোন কোন মুফাসিসির এর ব্যাখ্যা করেছেন, মানুষ যদি কোন গুনাহের কাছাকাছি চলে যায়, কিন্তু তাতে লিপ্ত না হয়, তবে সেজন্য তাকে ধরা হবে না।

33 (হে রাসূল!) তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ❁

34 যে সামান্য কিছু দান করেছে, তারপর থেমে গেছে? ১৯ ❁

19. হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) সহ অন্যান্য মুফাসিসিরগণ এ আয়াতসমূহের পটভূমি বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক কাফের কুরআন মাজীদের কিছু আয়াত শুনে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তা দেখে তার এক বন্ধু তাকে বলল, তুমি তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করছ কেন? সে উন্নত দিল, আমি আখেরাতের আয়াকে ভয় করছি। বন্ধু বলল, তুমি যদি আমাকে কিছু অর্থ দাও, তবে তার বিনিময়ে আমি এই দায়িত্ব নিয়ে নেব যে, আখেরাতে যখন দেখব তোমার শাস্তি হতে যাচ্ছে, তখন সে শাস্তি আমি আমার মাথায় তুলে নেব এবং তোমাকে তা থেকে রক্ষা করব। সুতরাং সে ব্যক্তি কিছু অর্থ তাকে দিয়ে দিল। কিছুদিন পর সে আরও চাইল। সে আরও দিল। পরে আবারও চাইলে সে দেওয়া বন্ধু করে দিল। কোন কোন বর্ণনায় আছে, সে এ সম্পর্কে একটি দলীলও লিখে দিল। এ আয়াতসমূহে তাদের নির্বাচিতা তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বলেছিল, আমি তোমাকে আখেরাতের আয়াকে থেকে রক্ষা করব, তার কাছে কি অদৃশ্য-জ্ঞান আছে, যা দ্বারা সে জানতে পেরেছে যে, এটা করতে সে সক্ষম হবে? দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলা সাধারণ নিয়ম জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি অন্য কারও গুনাহের বোবা বহন করতে পারবে না। আর একথা এই প্রথম বলা হচ্ছে না; বরং পূর্বে হয়রত ইবরাহিম ও হয়রত মুসা আলাইহিমস সালামের উপর যে সহীফসমূহ নায়িল হয়েছিল, তাতেও একথা লিখে দেওয়া হয়েছিল।

35 তার কাছে কি অদৃশ্য-জ্ঞান আছে, যা সে দেখতে পাচ্ছে? *

36 তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মুসার সহীফাসমূহে *

37 এবং ইবরাহীমের সহীফাসমূহেও, যে পরিপূর্ণ আনুগত্য করেছিল? ১৩ *

20. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিপূর্ণ আনুগত্য সম্পর্কিত বিবরণের জন্য দেখুন সূরা বাকারা (২ : ১২৩)।

38 সে সহীফাসমূহে যা ছিল, তা এই যে, কোন বহনকারী অন্য কারও (গুণাহের) বোঝা বহন করতে ১৫ পারে না। *

21. অদ্যাবধি বাইবেলের হিয়কীল পুস্তকে এ মূলনীতিটি সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে (দেখুন হিয়কীল ১৮:২০)।

39 আর এই যে, মানুষ নিজের প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কোন কিছুর (বিনিময় লাভের) হকদার হয় না। ১৫ *

22. অর্থাৎ মানুষের অধিকার থাকে কেবল নিজ কর্মের সওয়াবে। অন্য কারও আমলের সওয়াবে তার কোন অধিকার নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে কাউকে যদি অন্যের আমল দ্বারা উপকৃত করেন ও তার সওয়াবে তাকে অংশীদার করেন, তবে সেটা কেবলই তাঁর রহমত। এতে কোনও রকমের বাধ্যবাধকতা নেই। সুতরাং আল্লামা ইবনে তাহিমিয়া (রহ.) বলেন, ঈসালে সওয়াব অর্থাৎ নিজের সওয়াব অন্য কাউকে দান করা বৈধ। বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে জীবিতের দান করা সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছান। কেননা সাধারণত কোন ব্যক্তি অন্যকে ঈসালে সওয়াব করে কেবল তখনই, যখন সেই ব্যক্তি তার সাথে কোন ভালো আচরণ করে কিংবা অন্য কোন সৎকর্ম করে যায়।

40 এবং এই যে, তার চেষ্টা অচিরেই দেখা যাবে। ১৩ *

23. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তার আমল তার সামনে পেশ করা হবে, আমলনামা খুলে দেওয়া হবে, তার সামনেই তা দাঢ়িপাল্লায় ওজন করা হবে। এর দ্বারা মুমিনকে সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা তার সৎকর্ম দেখিয়ে দিয়ে তাকে খুশী করবেন আর কাফেরকেও তা দেখানো হবে। ফলে তার দুঃখগুরুত্বস্তা আরও বেড়ে যাবে। -অনুবাদক

41 তারপর তার প্রতিফল তাকে পুরোপুরি দেওয়া হবে। *

42 এবং এই যে, (সকলের) শেষ গন্তব্য তোমার প্রতিপালকেরই কাছে। *

43 এবং এই যে, তিনিই হসান ও কাঁদান *

44 এবং এই যে, তিনিই মৃত্যু ঘটান ও জীবন দান করেন। *

45 এবং এই যে, তিনিই পুরুষ ও নারীর ঘুগল সৃষ্টি করেছেন। *

46 (তাও কেবল) একটি বিন্দু দ্বারা, যখন তা স্থলিত করা হয়। ১৪ *

24. অর্থাৎ শুক্র তো একই। কিন্তু তা থেকেই কখনও পুরুষ সৃষ্টি হয়, কখনও নারী। যেই আল্লাহ শুক্রের ক্ষুদ্র বিন্দু দ্বারা পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করার জন্য তার ভেতর আলাদা-আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেন, তিনি কি সেই পুরুষ ও নারীকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করার ক্ষমতা রাখেন না?

47 এবং এই যে, দ্বিতীয় জীবন দেওয়ার দায়িত্ব তাঁরই। *

48 এবং এই যে, তিনিই ধনবান বানান এবং সম্পদ সংরক্ষিত করান। ১৫ *

25. --এর আরেক অর্থ করা হয়ে থাকে 'গরীব বানান'। হয়রত ইবন আবাস (রা.) আয়াতটির অর্থ করেছেন, 'তিনিই ধনবান বানান ও সন্তুষ্ট করেন'। -অনুবাদক

49 এবং এই যে, তিনিই শি'রা নক্ষত্রের প্রতিপালক। ২৬ *

26. 'শি'রা' এক নক্ষত্রের নাম। জাহেলী যুগে আরবের লোক তার পূজা করত। তারা বিশ্বাস করত, নক্ষত্রটি তাদের কোন উপকার করে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, নক্ষত্রটি তো একটি সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলাই তার প্রতিপালক। কাজেই সে পূজার উপযুক্ত হয় কী করে?

50 এবং এই যে, তিনিই 'প্রথম 'আদ'-কে ধ্বংস করেছেন। ২৭ *

27. 'প্রথম 'আদ' বলা হয় হয়রত হৃদ 'আলাইহিস সালামের কওমকে। এ জাতি (খ.প. আনুমানিক ২০০-খ. প. ১৭০০) দক্ষিণ আরবের ইয়ামান ও হায়রামাণ্ডত অঞ্চলে বাস করত। তাদেরকে 'আদ ইরাম'ও বলা হয়। তারা অত্যন্ত শক্তিশালী জাতি ছিল। নাগরিক সভ্যতায় প্রভৃত উন্নতি লাভ করেছিল। কিন্তু ছিল ঘোর অবাধ্য ও দুরাচার। হয়রত হৃদ ('আ.)-এর সব রকম দাওয়াতী মেহনতকে তারা চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করে। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা টানা সাত রাত, আট দিনের বড়-বাল্লাহ দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। মুক্তিমেয় ঘারা ঈমান এনেছিল তারা আবারের আগে সে অঞ্চল ত্যাগ করে ইজ্জায এলাকায় চলে যায়। তাদের বংশধরদেরকে বলা হয় দ্বিতীয় 'আদ। -অনুবাদক

51 এবং ছামুদ (জাতি)-কেও। কাউকে বাকি রাখেননি। *

52 এবং তার আগে নুহের জাতিকেও (ধ্বংস করেছেন)। নিশ্চয়ই তারা ছিল সর্বাপেক্ষা বড় জালেম ও অবাধ্য। *

53 যে জনপদসমূহ উল্টে পড়ে গিয়েছিল, ২৮ সেগুলোকেও তিনিই তুলে নিষ্কেপ করেছিলেন। *

28. এর দ্বারা হয়রত লুত আলাইহিস সালামকে যে জনপদসমূহে প্রেরণ করা হয়েছিল তার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তাদের উপর্যুক্তি পাপাচারের কারণে শেষ পর্যন্ত জনপদগুলিকে আকাশের দিকে তুলে উল্টিয়ে নিষ্কেপ করা হয়েছিল। বিস্তারিত দেখুন সূরা হৃদ (১১: ৭৭-৮২)।

54 অতঃপর যে (ভয়াবহ) বন্ত তাকে আচম্ন করল, তা তাকে আচম্ন করে ছাড়ল। ২৯ *

29. অর্থাৎ সে জনপদবাসীদেরকে যে বিভীষিকাময় শাস্তি দান করা হয়েছিল, তা বর্ণনার অতীত। -অনুবাদক

55 সুতরাং (হে মানুষ!) তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিআমতে সন্দেহ পোষণ করবে? ৩০ *

30. অর্থাৎ হে মানুষ! আল্লাহ তোমাদেরকে সেই শাস্তি হতে রক্ষা করে যেসব নিআমতের মধ্যে তোমাদেরকে রেখেছেন, তারপর তোমাদের হেদায়েতের জন্য কুরআন মাজীদ বিচিত্র বর্ণনাধারায় যেভাবে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছে ও সতর্ক করছে, সেই সঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মহবত ও দরদের সাথে বুঝিয়ে-সমবিয়ে তোমাদেরকে আবাব থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন, এসব বড়-বড় নিআমতের মধ্যে কোনটার ব্যাপারে তুমি সন্দেহ করবে?

56 সে (অর্থাৎ রাসূল)-ও পূর্ববর্তী সর্তর্ককারীদের মত একজন সর্তর্ককারী। *

57 আসন্ন কাল তো নিকটে এসে গেছে। *

58 আল্লাহ ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তা রোধ করতে পারে। *

59 তবে কি তোমরা এ কথায়ই বিশ্বয়বোধ করছ? *

60 এবং (একে উপহাসের বিষয় বানিয়ে) হাসি-ঠাট্টা করছ এবং কান্নাকাটি করছ না; *

61 এবং তোমরা স্পর্ধিত ঔদাসিন্যে লিপ্ত রয়েছ? *

62 এখন (ও সময় আছে) আল্লাহর সামনে খুঁকে পড় এবং তাঁর বন্দেগীতে লিপ্ত হও। ৩১ *

31. এটা সিজদার আয়াত। যে ব্যক্তি আরবীতে এ আয়াত পড়বে বা শুনবে তার উপর সিজদা করা ওয়াজির হয়ে যাবে।



♦ আল ক্রামার ♦

1 কিয়ামত কাছে এসে গেছে এবং চাঁদ ফেটে গেছে। ১ *

1. কিয়ামতের অন্যতম একটি আলামত হল চাঁদের দু'টুকরো হওয়া। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে এ মুজিয়ার প্রকাশ ঘটেছিল। ঘটনার বিবরণ এই যে, এক চাঁদনি রাতে মক্কা মুকাররমার একদল কাফের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি মুজিয়া দাবি করল। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর হাতে এই মহা বিশ্বকর মুজিয়া প্রকাশ করলেন যে, চাঁদ দু'টুকরো হয়ে গেল। এক টুকরো চলে গেল পশ্চিম দিকে, অন্যটুকরো পূর্ব দিকে। উভয়ের মাঝখনে পাহাড়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, 'দেখে নাও।' উপস্থিত সকলে খোলা চোখে এ বিশ্বকর দৃশ্য দেখে এ বিষয়টাকে অঙ্গীকার করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু তারা এই বলে মুখ ফিরিয়ে নিল যে, এটা একটা যাদু। পরবর্তীতে বাহির থেকে যেসব কাফেলা মক্কা মুকাররমায় এসেছে, তারাও সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তারা চাঁদকে দু'টুকরো হতে দেখেছে। ভারতের 'তারীখগুই-ফিরিশতা' নামক গ্রন্থেও আছে যে, 'গোয়ালিয়র'-এর রাজা নিজে চাঁদের দু'টুকরো হওয়ার ব্যাপারটা দেখেছিলেন।

2 (তাদের অবস্থা হল), তারা যখন কোন নির্দশন দেখে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো এক চলমান যাদু। ২ *

2. এর এক অর্থ হতে পারে এই যে, এ রকমের যাদু বহুকাল চালু আছে। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, এটা এমন এক যাদু, যার প্রভাব শীঘ্ৰই খতম হয়ে যাবে।

3 তারা প্রত্যাখ্যান করল এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুগামী হল। প্রতিটি বিষয় শেষ পর্যন্ত এক পরিণতিতে পৌঁছবেই। ৩ *

3. অর্থাৎ প্রতিটি কাজেরই একটা পরিণাম থাকে। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা-কিছু বলছেন এবং যা-কিছু বলছে কাফেরগণ, তার পরিণাম শীঘ্ৰই জানা যাবে।

4 এবং তাদের (অর্থাৎ অতীত জাতিসমূহের) কাছে এমন সব সংবাদ পৌঁছেছিল, যার ভেতর সতর্কবাণী ছিল। *

5 এমন জ্ঞানগর্ভ কথা, যা স্বদয়ে পৌঁছে যায়। তা সত্ত্বেও সতর্কবাণীসমূহ তাদের কোন কাজে আসেনি। *

6 সুতরাং (হে রাসূল!) তুমিও তাদেরকে অগ্রহ্য কর। ৪ যে দিন আহ্লানকারী আহ্লান করবে এক অগ্রীভূত জিনিসের দিকে, *

4. অর্থাৎ আপনি যেহেতু তাবলীগের দায়িত্ব পালন করছেন, তাই তাদের আচার-আচরণে বেশি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না।

7 সে দিন তারা অবনমিত চোখে কবর থেকে এভাবে বের হয়ে আসবে, যেন চারদিকে বিক্ষিপ্ত পঙ্চপাল। *

8 ধারমান থাকবে সেই আহ্লানকারীর দিকে। এই কাফেরগণই (যারা কিয়ামতকে অঙ্গীকার করত) বলবে, এটা তো অতি কঠিন দিন। *

9 তাদের আগে নৃহের সম্প্রদায়ও অবিশ্বাস করেছিল। তারা আমার বান্দাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল এবং বলল, সে একজন উন্মাদ এবং তাকে হৃষকি-ধৰ্মকি দেওয়া হয়েছিল। *

- 10 ফলে সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলল, আমি অসহায় হয়ে পড়েছি। এবার আপনিই ব্যবস্থা নিন। ❁
- 11 সুতরাং আমি ভেঙ্গে নামা পানি দ্বারা আকাশের দুয়ার খুলে দিলাম। ❁
- 12 এবং ভূমিকে ফাটিয়ে প্রস্তবণে পরিণত করলাম আর এভাবে (উভয় প্রকারের) সমুদয় পানি মিলে গেল এক স্থিরীকৃত কাজের জন্য। ❁ ❁
5. অর্থাৎ আকাশ থেকে মুষলধারায় বৃষ্টি নামল এবং ভূমি ফেটেও পানি উৎসারিত হল। এভাবে উভয় রকমের পানি মিলে মহা প্লাবনের সৃষ্টি হল, যা দ্বারা সে সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত ছিল। তাদের বিস্তারিত বৃত্তান্তের জন্য দেখুন সূরা হৃদ (১১ : ৮০) ও সূরা মুমিনূন (২৩ : ২৭)।
- 13 এবং আমি নৃহকে আরোহণ করালাম এক তন্ত্র ও কীলক-নির্মিত নৌকায়, ❁
- 14 যা চলছিল আমার তত্ত্বাবধানে, যার অকৃতজ্ঞতা করা হয়েছিল তার (অর্থাৎ সেই রাসূলের) পক্ষে বদলা গ্রহণের জন্য। ❁ ❁
6. অর্থাৎ হয়রত নৃহ (আ.) ছিলেন তাঁর কওমের জন্য আগ্লাহ তাআলার এক মহা নিয়ামত। কিন্তু তারা এ নিয়ামতের কদর করেনি। তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাঁর দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করে তারা চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিল, তারই বদলা নেওয়ার জন্য তাদেরকে মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করা হয়েছিল। -অনুবাদক
- 15 আমি একে বানিয়ে দিয়েছি এক নিদর্শন। আছে কি কেউ যে উপদেশ গ্রহণ করবে? ❁
- 16 সুতরাং চিন্তা করে দেখ, কেমন ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী। ❁
- 17 বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে? ❁
- 18 আদ জাতিও অবিশ্বাস করেছিল। সুতরাং দেখে নাও, কেমন ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী। ❁
- 19 আমি তাদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলাম প্রচণ্ড ঝড় হাওয়া একটানা অশুভ দিনে। ❁ ❁
7. বিস্তারিত জ্ঞাতার্থে দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৬৫)।
- 20 যা মানুষকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছিল উৎপাতিত খেজুর কাণ্ডের মত। ❁
- 21 চিন্তা করে দেখ, কেমন ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী। ❁
- 22 বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে? ❁
- 23 ছামুদ জাতিও সতর্ককারীদেরকে অবিশ্বাস করেছিল। ❁
- 24 সুতরাং তারা বলতে লাগল, আমরা কি আমাদেরই মধ্যকার একা এক ব্যক্তির অনুগামী হব? এরূপ করলে নিঃসন্দেহে আমরা ঘোর বিপ্রাণ্তি ও উম্মাদগ্রস্ততায় নিপত্তি হব। ❁
- 25 আমাদের এত লোকের মধ্যে কি কেবল তার উপর উপদেশবাণী নায়িল করা হল? না; বরং সে একজন চরম মিথ্যাবাদী, দাস্তিক। ❁

- 26 আমি নবী সালেহ আলাইহিস সালামকে বললাম,) আগামীকালই তারা জানতে পারবে, কে চরম মিথ্যাবাদী, দান্তিক। ❁
- 27 আমি তাদের পরীক্ষার্থে তাদের কাছে একটি উট পাঠাচ্ছি। সুতরাং তুমি তাদেরকে দেখতে থাক এবং সবর অবলম্বন কর। ❁
- 28 এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, (কুয়ার) পানি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। পানির প্রতি পালায় উপস্থিত হবে তার হকদার। ❁ ❁
8. এ উটনীটি সৃষ্টি করা হয়েছিল তাদেরই দাবি অনুযায়ী। অতঃপর তাদেরকে বলা হয়েছিল, মহল্লার কুয়া থেকে একদিন উটনীটি পানি পান করবে এবং একদিন মহল্লাবাসী। এভাবে পালা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে কুয়া থেকে একের পালায় অন্যে পানি পান না করে। কিন্তু ছামুদ জাতি এ নিয়ম রক্ষা করেনি। বিস্তারিত দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৭৩) ও তার টীকা।
- 29 অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে ডাকল। সুতরাং সে হাত বাড়াল এবং (উটনীটিকে) হত্যা করল। ❁ ❁
9. বর্ণিত হয়েছে, লোকটির নাম ছিল কুদার। সে-ই উটনীটি হত্যা করেছিল।
- 30 চিন্তা করে দেখ, কেমন ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী। ❁
- 31 আমি তাদের উপর পাঠালাম একটি মাত্র মহানাদ। ফলে তারা হয়ে গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারীর শুঙ্খ বিচূর্ণ কাঁটার মতো। ❁ ❁
10. যে ব্যক্তি খোয়াড় তৈরি করে। আরববাসী ছাগলের সুরক্ষার জন্য কাঁটাদার গাছের ডালপালা দিয়ে খোয়াড় তৈরি করত, যাতে হিংস্র পশু তা শিকার করে না নিয়ে যায়। সেই ডালপালা থেকে যা শুকিয়ে নিচে পড়ত এবং ছাগলের পায়ে দলিত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত শিশিম বলে তাকেই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর আয়াবে ছামুদ জাতি দলিত-মাথিত হয়ে এরকমই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। -অনুবাদক
- 32 বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে? ❁
- 33 লুতের সম্প্রদায়(ও) সতর্ককারীদেরকে অস্থীকার করল। ❁
- 34 আমি তাদের উপর বর্ষণ করলাম পাথরের বৃষ্টি, লুতের পরিবারবর্গ ছাড়া, যাদেরকে আমি সাহরীর সময় রক্ষা করেছিলাম। ❁
- 35 এটা ছিল আমার পক্ষ থেকে এক নি'আমত। যারা কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করে আমি তাদেরকে এভাবেই পুরুষ্ট করি। ❁
- 36 লুত তাদেরকে আমার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, কিন্তু তারা সব রকম সতর্কবাণী নিয়ে বিতণ্ণ করতে থাকল, ❁
- 37 তারা লুতকে তার অতিথিদের ব্যাপারে ফুসলানোর চেষ্টা করল। ❁ ফলে আমি তাদের চোখ অন্ধ করে দিলাম। 'আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ কর।' ❁
11. এটা বিস্তারিতভাবে সূরা হৃদে (১১ : ৭৮) গত হয়েছে। হযরত লুত আলাইহিস সালামের কাছে কঘেকজন ফেরেশতা এসেছিলেন সুদূর্শন কিশোর বেশে। তাঁর সম্প্রদায় সমকামের ব্যাধিতে লিঙ্গ ছিল। তাই তারা হযরত লুত আলাইহিস সালামের কাছে দাবি করল, তিনি যেন অতিথিদেরকে তাদের হাতে ছেড়ে দেন, যাতে তারা তাদের বদ চাহিদা পূরণ করতে পারে। এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদের চোখে পর্দা ফেলে দিয়েছিলেন। ফলে তারা অতিথিদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি (আদ-দুরুল মানছুব)।
- 38 ভোরবেলা তাদেরকে আঘাত করল, (একটানা) স্থায়ী শাস্তি। ❁
- 39 ভোগ কর আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণীর মজা। ❁
- 40 বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি এমন কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে? ❁

- 41 ফির আউনের খান্দানের কাছেও সতর্কবাণী এসেছিল। ❁
- 42 তারা আমার সমস্ত নির্দশন প্রত্যাখ্যান করল। ফলে আমি তাদেরকে ধরলাম, যেমনটা হয়ে থাকে এক প্রচণ্ড শক্তিমানের ধরা। ১১
❁
12. সূরা হৃদে বলা হয়েছে, তাদের গোটা জনপদকে উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
- 43 তোমাদের মধ্যকার কাফেরগণ কি তাদের চেয়ে উত্তম, নাকি তোমাদের জন্য (আল্লাহর) কিতাবসমূহে কোন ছাড়পত্র লিখা আছে?
১৩
❁
13. অতীত জাতিসমূহের বৃত্তান্ত উল্লেখ করার পর মুক্তাবাসী কাফেরদেরকে বলা হচ্ছে, যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে তাদের চেয়ে ভালো কোন দিক আছে, যার প্রতি লক্ষ করে তোমাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে? নাকি তোমাদের সম্পর্কে কোন আসমানী কিতাবে ছাড়পত্র লিখে দেওয়া হয়েছে কিংবা ওয়াদা করা হয়েছে যে, তোমাদের কোন কাজকে অপরাধ গণ্য করা হবে না?
- 44 নাকি তারা বলে, আমরা আত্মরক্ষায় সমর্থ এক সংঘবন্ধ দল? ১৪
❁
14. মুক্তা মুকাররমার কাফেরদেরকে যখন আল্লাহ তাআলার আযাব সম্পর্কে ভয় দেখানো হত, তখন তারা বলত, আমাদের দল বড় শক্তিশালী। কেউ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।
- 45 (সত্য কথা এই যে,) এই দল অচিরেই পরাস্ত হবে এবং তারা পিছন ফিরে পালাবে। ১৫
❁
15. এ ভবিষ্যত্বাণীটি এমন এক সময় করা হয়েছিল, যখন কাফেরদের বিপরীতে মুমিনগণ খুবই কমজোর ছিল। এমনকি নিজের কাফেরদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা পর্যন্ত করতে পারত না, কিন্তু জগত দেখতে পেয়েছে, কিভাবে আল্লাহ তাআলার এ ভবিষ্যত্বাণী বদরের রণাঙ্গনে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। এ সময় মুক্তা মুকাররমার বড়-বড় কাফের ও কাফেরদের সর্দারগণ মুমিনদের হাতে কতল হয়েছে, তাদের সতরজন গ্রেফতার হয়েছে এবং বাকিরা জান নিয়ে পালিয়েছে।
- 46 (এতেকুই নয়); বরং তাদের প্রকৃত প্রতিশ্রুত কাল তো কিয়ামত। কিয়ামত তো আরও বেশি কঠিন, অনেক বেশি তিক্ত। ❁
❁
- 47 বস্তুত এসব অপরাধী বিভ্রান্তি ও বিকারগ্রস্ততায় ১৬ পতিত রয়েছে। ❁
❁
16. পূর্বে ২৪ নং আয়াতে ছামুদ জাতির যে কথা উদ্ধৃত হয়েছে, এটা তার উভূর। মুক্তা মুকাররমার কাফেরগণও তাদের মত কথা বলত। তাই তাদের সম্পর্কে একথা ইরশাদ হয়েছে।
- 48 যে দিন তাদেরকে উপুড় করে আগনের দিকে টেনে নেওয়া হবে (সে দিন তাদের চৈতন্য হবে এবং তাদেরকে বলা হবে), জাহানামের স্পর্শ-স্বাদ ভোগ কর। ❁
❁
- 49 আমি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছি মাপজোপের সাথে। ১৭
❁
17. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রতিটি জিনিসের পরিমাপ ও প্রতিটি কাজের একটা সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সুতরাং কিয়ামতও তার জন্য স্থিরীকৃত সময়েই আসবে।
- 50 আমার আদেশ একবার মাত্র চোখের পাতা ফেলার মত (মুহূর্তের মধ্যে পূর্ণ) হয়ে যায়। ❁
❁
- 51 তোমাদের সহমত পোষণকারীদের আমি আগেই ধ্বংস করেছি। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে? ❁
❁
- 52 তারা ঘা-কিছু করেছে, সবই আমলনামায় আছে। ❁
❁
- 53 এবং প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয় লিপিবন্ধ আছে। ❁
❁

54 তবে ঘারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তারা থাকবে উদ্যানরাজি ও নহরে *

55 সত্যিকারের মর্যাদাপূর্ণ আসনে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহা সম্মাটের সান্নিধ্যে। *



♦ আর রহমান ♦

1 তিনি তো রহমানই, *

1. মক্কার মুশরিকগণ আল্লাহ তাআলার 'রহমান' নামকে স্বীকার করত না। তারা বলত, রহমান কী তা আমরা জানি না, যেমন সূরা ফুরকানে (২৫ : ৬০) বর্ণিত হয়েছে। 'রহমান' নামটি তাদের এত অসহ্য হওয়ার কারণ সন্তুষ্টি এই যে, 'সর্বপ্রকার রহমত আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট' একথা বিশ্বাস করলে তাদের মনগড়া উপাস্যদের হাতে এমন কিছু থাকে না, যার ভিত্তিতে তারা তাদের কাছে ধরনা দেবে এবং মনক্ষাম পূরণের জন্য তাদের পৃজা-অচন্না করবে। আর এভাবে রহমানকে মেনে নিলে আপনা-আপনিই তাদের শিরকের মূলোৎপাটন হয়ে যায়। এ সূরায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, রহমান সেই আল্লাহরই নাম, যার রহমত বিশ্ব-জগত জুড়ে ব্যাপ্ত। তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তোমাদেরকে রিয়ক, সন্তান বা অন্য কোন নিআমত দিতে পারে। তাই ইবাদতের হকদার কেবল তিনিই, অন্য কেউ নয়।

2 যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন *

3 মানুষকে সৃষ্টি করেছেন *

4 তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন *

5 সূর্য ও চন্দ্র একটি হিসাবের সাথে আবদ্ধ আছে। *

2. অর্থাৎ উভয়ের উদয়, অন্ত, হ্রাস-বৃদ্ধি বা একই অবস্থায় থাকা, অতঃপর তার মাধ্যমে ঝাতু-মওসুমের পরিবর্তন ঘটা ও জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলা এসব কিছুই বিশেষ এক হিসাব ও পরিপক্ব নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীনে নিষ্পন্ন হয়। সেই হিসাব ও নিয়ম-বৃত্তের বাইরে যাওয়ার কোন ক্ষমতা এদের নেই (-অনুবাদক, তাফসীরে উচ্চমানী থেকে সংক্ষেপিত)।

6 তৃণলতা ও বৃক্ষ তাঁর সম্মুখে সিজদা করে। *

3. তৃণলতা ও গাছপালার এ সিজদা প্রকৃত অর্থেও হতে পারে। কুরআন মাজীদে কয়েক জায়গায় ইরশাদ হয়েছে, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই কিছু না কিছু অনুভূতি আছে (দেখুন সূরা বনী ইসরাইল ১৭ : ৪৮)। আবার এ অর্থেও হতে পারে যে, এরা সব আল্লাহ তাআলার হৃকুম মেনে চলে।

7 এবং তিনিই আকাশকে উঁচু করেছেন এবং তুলাদণ্ড স্থাপন করেছেন, *

8 যাতে তোমরা পরিমাপে জুলুম না কর। *

9 এবং ইনসাফের সাথে ওজন ঠিক রাখ এবং পরিমাপে কম না দাও। *

10 এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টজীবের জন্য। *

11 তাতে আছে ফলমূল এবং চুমিরিযুক্ত খেজুর গাছ। *

12 এবং খোসা বিশিষ্ট শস্যদানা ও সুগন্ধযুক্ত ফুল। *

13. সুতরাং (হে মানুষ ও জিন্ম!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? ☺
4. এ আয়াত শুনে বলা উচিত এঁকুঁ পাল পুরুকু দ্যেশ্যে মুন্ম নুমক হে আমদের প্রতিপালক! আমরা তোমার কোনও নি'আমতকেই অঙ্গীকার করি না সকল প্রশংসা তোমারই (তিরমিঝী, হাকিম)। -অনুবাদক
14. তিনিই মানুষকে পোড়া মাটির মত ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। ☺
15. আর জিন্মদেরকে সৃষ্টি করেছেন আগনের শিখা দ্বারা। ☺
16. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? ☺
17. তিনিই দুই মাশরিক (উদয়চল) ও দুই মাগরিব (অস্তাচল)-এর প্রতিপালক। ☺
5. 'মাশরিক' মূলত আকাশের যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় সেই দিগন্তকে বলে। এমনিভাবে মাগরিবও বলে সেই দিগন্তকে যেখানে গিয়ে সূর্য অস্ত যায়। যেহেতু শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়ার স্থান বদল হয়ে যায়, তাই সে স্থানসমূহকে দুই মাশরিক ও দুই মাগরিব নামে অভিহিত করা হয়েছে।
18. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? ☺
19. তিনিই দুই সাগরকে এভাবে প্রবাহিত করেন যে, তারা পরস্পর মিলিত হয়, ☺
20. কিন্তু (তা সত্ত্বেও) তাদের মধ্যে থাকে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। ☺
6. দুই নদী বা দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে যে-কেউ আল্লাহ তাআলার কুদরতের এ মাহাত্ম্য দেখতে পাবে যে, উভয়টির পানি পাশাপাশি বয়ে চলে অর্থচ একটির পানি অন্যটির ভেতর ঢেকে না। উভয়ের মাঝখানে এক সূক্ষ্ম রেখার মত থেকে যায়, যা দ্বারা বোঝা যায়, সেখানে দু'টো নদী বা সাগর পাশাপাশি বহমান।
21. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? ☺
22. উভয় সাগর থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও পলা। ☺
23. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? ☺
24. সাগরে উঁচু পাহাড়ের মত চলমান জাহাজসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। ☺
25. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? ☺
26. ভূ-পৃষ্ঠে যা-কিছু আছে, সবই ধ্বংস হবে। ☺
27. বাকি থাকবে কেবল তোমার প্রতিপালকের গৌরবময়, মহানুভব সত্তা। ☺
28. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? ☺
29. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সকলে তাঁরই কাছে (আপন-আপন প্রয়োজন) যাচনা করে। তিনি প্রত্যহ একেকটি শানে থাকেন। ☺

7. অর্থাৎ প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ তিনি সৃষ্টি জগতের নিয়ন্ত্রণ ও সৃষ্টি নিচয়ের প্রয়োজন সমাধার্থে নিজের কোন না কোন শান ও গুণ প্রকাশ করছেন।

30 সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? ✶

31 ওহে দুই ওজনদার সৃষ্টি! ✶ আমি শীঘ্ৰই তোমাদের (হিসাব নেওয়াৱ) জন্য মুক্ত হয়ে যাব। ✶ ✶

8. এখানে 'মুক্ত হওয়া' কথাটি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বোঝানো হচ্ছে, এখন তো আল্লাহ তাআলা জগতের অন্যান্য কাজ আঞ্চাম দিচ্ছেন। এখন তিনি হিসাব গ্রহণের দিকে মনোযোগ দেননি। তবে সেই সময় আসুন, যখন তিনি হিসাব গ্রহণের দিকে মনোযোগী হবেন। প্রকাশ থাকে যে, ৪৪ নং আয়াত পর্যন্ত জাহানামীদের আয়াব সম্পর্কে আলোচনা। অথচ তার সাথেও প্রতিটি স্থানে বলা হয়েছে, 'সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমত অঙ্গীকার করবে?' প্রশ্ন হয় একেবেলে নি'আমত কী? উত্তর এই যে, আল্লাহ তাআলা যে সেই বিভীষিকাময় শাস্তি সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন, এটাই তার এক বিৱাট নি'আমত। তোমরা এ নি'আমত অঙ্গীকার করো না। তাছাড়া এই যে শাস্তিৰ কথা বলা হচ্ছে, এটা আল্লাহ তাআলার নি'আমতকে অঙ্গীকার কৰার পরিণাম। এ পরিণাম জানা সত্ত্বেও কি তোমরা তার নি'আমতসমূহ অঙ্গীকার করে যাবে?

9. অর্থ দু'টি ভাবী, ওজনদার বস্ত। এখানে মানুষ ও জিনকে বোঝানো হয়েছে। তারা ওজনদার, মানে সকলের অপেক্ষা মর্যাদাবান। কেননা সৃষ্টিজগতের মধ্যে কেবল এ দুই সৃষ্টিকেই জ্ঞান-বুদ্ধি দানের সাথে আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান বইবার যোগ্যতা দান করা হয়েছে।

32 সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? ✶

33 হে মানুষ ও জিন সম্প্রদায়! তোমাদের যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীৰ সীমানা অতিক্রম কৰার সামর্থ্য থাকে, তবে তা অতিক্রম কৰ। তোমরা প্রচণ্ড শক্তি ছাড়া তা অতিক্রম কৰতে পারবে না। ✶ ✶

10. অর্থাৎ তোমাদের সেই সামর্থ্য নেই, যা দ্বাৰা তোমরা আল্লাহ তাআলার জিঙ্গাসাবাদ ও আয়াব থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।

34 সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? ✶

35 তোমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে আগুনের শিখা এবং তাম্ববর্ণের ধোঁয়া। তখন তোমরা পারবে না আত্মুরক্ষা কৰতে। ✶

36 সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? ✶

37 (সেই সময় অবশ্যভাবী) যখন আকাশ ফেটে যাবে এবং তা লাল চামড়াৰ মত লাল-গোলাপী হয়ে যাবে। ✶

38 সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? ✶

39 সেই দিন না কোন মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কৰা হবে, না কোন জিনকে। ✶ ✶

11. অর্থাৎ প্রশ্ন-উত্তর ও হিসাব-নিকাশের বিষয়টা তো আগেই শেষ হয়ে গেছে, যখন তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ চূড়ান্ত কৰার জন্য তাদেরকে জিঙ্গাসাবাদও কৰা হয়েছিল। এখন তো তাদেরকে জাহানামে নিক্ষেপের সময়। কাজেই এখন তাদেরকে জাহানামে নিক্ষেপের জন্য তারা কি কি গুনাহ কৰেছিল তা জিজ্ঞেস কৰার কোন প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার হবে না। কেননা তিনি নিজেই সব জানেন। আৱ ফেরেশতাদেরও জিঙ্গাসার প্রয়োজন হবে না। কাৰণ পৰেৱ আয়াতে আসছে যে, অপৱাধীদেৱকে তাদেৱ চেহারার আলামত দেখেই চেনা যাবে।

40 সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? ✶

41 অপৱাধীদেৱকে তাদেৱ আলামত দ্বাৰা চেনা যাবে। ✶ তাৰপৰ তাদেৱকে পাকড়াও কৰা হবে তাদেৱ পা ও মাথাৰ অগ্ৰভাগেৰ চুল ধৰে। ✶

12. অর্থাৎ তাদের চেহারায় থাকবে বিষণ্ণতার ছাপ, চেহারার রং হবে কালো, চোখ হবে নীল। এ আলামত দেখেই বোৰা যাবে তারা অপরাধী। এর বিপরীতে মুমিনদের ওয়ুর অংগগুলো থাকবে উজ্জ্বল এবং চেহারায় থাকবে সিজদার চিহ্ন। -অনুবাদক

- 42 সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *
- 43 এই সেই জাহানাম, অপরাধীরা যা অবিশ্বাস করত। *
- 44 তারা এর আগুন ও ফুটন্ট পানির মধ্যে ছোটাছুটি করবে। *
- 45 সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *
- 46 (দুনিয়ায়) যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখত, তার জন্য থাকবে দু'টি উদ্যান। *
- 47 সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *
- 48 উভয় উদ্যান শাখা-প্রশাখায় পরিপূর্ণ। *
- 49 সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *
- 50 উভয় উদ্যানে দু'টি প্রস্তবণ প্রবাহিত থাকবে। *
- 51 সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *
- 52 তাতে প্রত্যেক ফল থাকবে দু' দু'প্রকার। ১৩ *
13. অর্থাৎ এক প্রকার দুনিয়ার পরিচিত ফল এবং আরেক প্রকার এমন যা দুনিয়ায় দেখেনি। এভাবে দুনিয়ায় যত প্রকারের ফল আছে, তার প্রত্যেকটিই এক অপরিচিত প্রকারও জানাতে থাকবে। -অনুবাদক
- 53 সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *
- 54 তারা (অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণ) সেখানে এমন বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, যাতে থাকবে পুরু রেশমের আস্তর এবং উভয় উদ্যানের ফল তাদের কাছে ঝোঁকা থাকবে। *
- 55 সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *
- 56 সেই উদ্যানসমূহের মধ্যে থাকবে এমন আনত নয়না (নারী) যাদেরকে জান্নাতবাসীদের আগে না কোন মানুষ স্পর্শ করেছে, না কোন জিন। *
- 57 সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *
- 58 তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল। *
- 59 সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *

60 উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া আর কী হতে পারে? *

61 সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *

62 এবং সেই উদ্যন্ত দু'টি অপেক্ষা কিছুটা নিম্নস্তরের আরও দু'টি উদ্যন্ত থাকবে। ১৪ *

14. অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে পূর্বে ৪৬ নং আয়তে যে দু'টি উদ্যানের কথা বলা হয়েছিল, সে দু'টি হবে উচ্চ স্তরের মুমিন বান্দাদের জন্য, যেমন সামনে সুরা ওয়াকি'আয় এর বিস্তারিত বিবরণ আসছে। এখন ৬২ নং আয়ত থেকে যে দু'টি জান্মাত সম্পর্কে বলা হচ্ছে তা সাধারণ মুমিনদের জন্য।

63 সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *

64 উদ্যন্ত দু'টি (অত্যধিক সবুজ হওয়ার কারণে) কৃষ্ণভ দেখা যাবে। ১৫ *

15. সবুজ রং বেশি গাঢ় ও গভীর হলে দূর থেকে তা ঈষৎ কালো মনে হয়। জান্মাতের এ উদ্যন্ত দু'টি সে রকমই হবে।

65 সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *

66 উভয় উদ্যন্তে থাকবে দু'টি উচ্চলিত প্রস্তরণ। *

67 সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *

68 তাতে থাকবে ফলমূল, খেজুর ও আনার। *

69 সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *

70 তাতে থাকবে সচরিত্রা, সুন্দরী নারী। *

71 সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *

72 এমন ভৱ, যাদেরকে তাঁরুতে হেফাজতে ১৬ রাখা হয়েছে। *

16. সে সব তাঁরু কেমন হবে? বুখারী শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, তা হবে বিশাল লম্বা-চওড়া মুক্তার তৈরি।

73 সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *

74 তাদেরকে তাদের (অর্থাৎ জান্মাতবাসীদের) পূর্বে না কোন মানুষ স্পর্শ করেছে, না কোন জিন। *

75 সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? *

76 তারা (অর্থাৎ জান্মাতবাসীগণ) সবুজ রফরফ ১৭ ও অদ্ভুত সুন্দর গালিচায় হেলান দিয়ে বসা থাকবে। *

17. 'রফরফ' কারুকার্য খচিত কাপেট। প্রকাশ থাকে যে, এখানে জান্মাতের নি'আমতরাজির মধ্যে যেগুলোর কথা উল্লেখ করা হল, যদিও দুনিয়ায়ও এই একই নামের দ্রব্য-সামগ্রী রয়েছে, কিন্তু আকৃতি-প্রকৃতি ও স্বাদে-আনন্দে উভয়ের মধ্যে কোন তুলনা চলে না। এ নামে দুনিয়ায়

যা-কিছু আছে, তার চেয়ে জান্মাতেরগুলো অতুলনীয়ভাবে উৎকৃষ্ট হবে। সহীহ হাদীছে আছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদের জন্য এমন সব নি'আমত তৈরি করে রেখেছেন, যা আজ পর্যন্ত কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কারও অন্তর তা কল্পনাও করেনি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তা লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন আমীন।

77 সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নি'আমতকে অঙ্গীকার করবে? ♦

78 বড় মহিয়ান তোমার প্রতিপালকের নাম, যিনি গৌরবময়, মহানুভব! ♦



♦ আল ওয়াক্রিয়াহ ♦

1 যখন অবশ্যস্তাবী ঘটনা ঘটবে, ১ ♦

1. এ আয়াতে কিয়ামতকে 'ওয়াকিআ' বা ঘটনা শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আজ তো কাফেরগণ কিয়ামতকে অবিশ্বাস করছে। কিন্তু যে দিন সে ঘটনা ঘটবে, সে দিন কেউ তা অঙ্গীকার করতে পারবে না।

2 তখন এর সংঘটনকে অঙ্গীকার করার কেউ থাকবে না। ♦

3 তা নিচু ও উঁচুকারক জিনিস। ৩ ♦

2. অর্থাৎ একদলকে নিচে নামাবে এক দলকে উঁচুতে নেবে। দুনিয়ায় যারা অহংকার করত, যাদেরকে বড় উঁচু তবকার লোক মনে করা হত, তাদেরকে ধ্বংসের তলদেশে জাহানামের গর্তে নিয়ে যাবে আর যারা বিনয় অবলম্বন করত, যাদেরকে নিচ তলার মানুষ মনে করে ছোট চোখে দেখা হত, ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে তারা জান্মাতের উচ্চ স্তরে পৌঁছে যাবে। -অনুবাদক

4 যখন পৃথিবীকে প্রবল কম্পনে কাঁপিয়ে দেওয়া হবে। ♦

5 এবং পর্বতসমূহকে পিষে চূর্ণ করা হবে। ♦

6 ফলে তা বিক্ষিপ্ত ধূলোকণায় পরিণত হবে। ♦

7 এবং (হে মানুষ!) তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে। ♦

8 সুতরাং যারা ডান হাত বিশিষ্ট, ৫ আহা, কেমন যে সে ডান হাত বিশিষ্টগণ! ♦

3. 'ডান হাত বিশিষ্টগণ' হল সেই ভাগ্যবান মুমিনগণ, যারা তাদের ডান হাতে আমলনামা লাভ করবে। সেটা প্রমাণ করবে যে, তারা ঈমানদার এবং তারা জান্মাতে যাবে। [এর এক তরজমা হতে পারে "ডান দিকের দল"]। অর্থাৎ যারা আরশের ডান দিকে থাকবে এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহণকালে যাদেরকে হ্যরত আদম আলাইহিস সালামের ডান পাঁজর থেকে বের করা হয়েছিল। এদের সম্পর্কে মিরাজের হাদীসে আছে, হ্যরত আদম আলাইহিস সালাম তাঁর ডান দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন -অনুবাদক, তাফসীরে উচ্চমানী থেকে সংক্ষেপিত।]

9 আর যারা বাম হাত বিশিষ্ট, ৫ কী (হতভাগ্য) সে বাম হাত বিশিষ্টগণ! ♦

4. 'বাম হাতবিশিষ্ট' তারা, যাদের আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে। এটা হবে তাদের কুফরের আলামত। [এর অন্য তরজমা হতে পারে 'বাম দিকের দল', অর্থাৎ যারা আরশের বাম দিকে থাকবে। প্রতিশ্রুতি গ্রহণকালে তাদেরকে হ্যরত আদম আলাইহিস সালামের বাম পাঁজর থেকে বের করা হয়েছিল। এদেরই সম্পর্কে মিরাজের হাদীসে আছে, হ্যরত আদম আলাইহিস সালাম যখন তাঁর বাম দিকে তাকাচ্ছিলেন, তখন কাঁদছিলেন -অনুবাদক, তাফসীরে উচ্চমানী থেকে গৃহীত।]

10 আর যারা অগ্রগামী, তারা তো অগ্রগামীই! ☺

5. অগ্রগামীদের দ্বারা নবী-রাসূলগণ ও এমন সব মুত্তাকীকে বোঝানো হয়েছে, যারা তাকওয়া-পরহেজগারীর সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত।

11 তারাই আল্লাহর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। ☺

12 তারা থাকবে নি'আমতপূর্ণ উদ্যানে। ☺

13 বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে ☺

14 এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য ঘু হতে। ☺

6. অর্থাৎ, সর্বোচ্চ স্তরের লোকদের অধিকাংশই হবে প্রাচীন কালের নবী-রাসূল ও মুত্তাকীগণ। পরবর্তীকালের লোকদের মধ্যেও সেই স্তরের লোক থাকবে বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা হবে কম। [পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে ঠিক কাদের বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে দুটি মত আছে। (ক) পূর্ববর্তী হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বের উম্মতগণ আর পরবর্তী হচ্ছে তাঁর উম্মত। এ হিসেবে অর্থ দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের মুত্তাকীর সংখ্যা বেশি ছিল। তাদের সংখ্যা এই উম্মতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম। (খ) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয়ই এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, এই উম্মতের প্রথম দিকের লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের মুত্তাকীর সংখ্যা পরবর্তীকালের লোকদের চেয়ে বেশি। ইবনে কাছীর (রহ.) এই সম্ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। রাহুল মাআনীতে তাবারানীর বরাতে হযরত আবু বাকরা (রাখি.) বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়ত সম্পর্কে বলেন, তারা উভয়ই এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া এক প্রসিদ্ধ হাদীস আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ এবং তারপর তাদের পরবর্তী যুগ। ইতিহাসও প্রমাণ করে, সাহাবায়ে কেরাম তো সকলেই এবং তাদের পরে তাবেরীন ও তাবে তাবেরীনের যুগে এত বেশি সংখ্যক মানুষ তাকওয়া-পরহেজগারীর সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যেমনটা তাদের পরে দেখা যায়নি এবং সে সংখ্যা ক্রমশ কমেই আসছে। সুতরাং এটাই বেশি সঠিক মনে হয় যে, আয়াতে এ উম্মতেরই প্রথম দিকের ও শেষের দিকের মানুষকে বোঝানো হয়েছে (-অনুবাদক, তাফসীরে রাহুল মাআনী ও তাফসীরে উচ্চমানী অবলম্বনে)।

15 সোনার তারে বোনা উঁচু আসনে ☺

16 তারা পরম্পর সামনাসামনি হেলান দিয়ে থাকবে। ☺

17 তাদের সামনে (সেবার জন্য) ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা, ☺

18 এমন পান-পাত্র, জগ ও প্রস্তরণ-নিস্তৃত স্বচ্ছ সূরা পাত্র নিয়ে, ☺

19 যা পানে তাদের মাথা ব্যথা হবে না এবং তারা চেতনা হারাবে না ☺

20 এবং তাদের পচ্চন্দমত ফল নিয়ে, ☺

21 এবং তাদের চাহিদা মত পাথির গোশত নিয়ে ☺

22 এবং তাদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা হুর ☺

23 যেন তারা লুকিয়ে রাখা মুক্তা। ☺

24 তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানব্রুণ। ☺

25 তারা সে জান্নাতে শুনবে না কোন অহেতুক কথা এবং না কোন পাপের কথা। ☺

26 তবে সেখানে হবে কেবল শান্তিপূর্ণ কথা, কেবলই শান্তিপূর্ণ কথা। *

27 আর যারা ডান হাত বিশিষ্ট, আহা, কেমন যে সে ডান-হাত বিশিষ্টগণ! *

28 (তারা আয়েশে থাকবে) কাঁটাবিহীন কুল গাছের মাঝে ✎ *

7. পূর্বে বলা হয়েছে, আমাদেরকে বোঝানোর জন্য জান্মাতের ফলসমূহের নাম রাখা হয়েছে এই দুনিয়ায় ফল-ফলাদির নামেই। কিন্তু সে ফলের আকার-আকৃতি ও স্বাদ-সুবাস দুনিয়ার ফল অপেক্ষা অচিন্তনীয়রূপে উৎকৃষ্ট হবে। এক হাদীসে আছে, এক দেহাতী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল, কুল গাছ তো সাধারণত কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে এ গাছের কথা আসল কেন? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা কি বলেননি, সে গাছে কাঁটা থাকবে না? আল্লাহ তাআলা প্রতিটি কাঁটার স্থানে একটি ফল সৃষ্টি করবেন। প্রতিটি ফলে থাকবে বাহাতুর রকম স্বাদ। এক স্বাদ অন্য স্বাদের সাথে মিলবে না (রহুল মাআনী, হাকিম ও বায়হাকীর বরাতে। হাকিম (রহ.) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)।

29 এবং কাঁদি ভরা কলা গাছ, *

30 সুদূর বিস্তৃত ছায়া, *

31 প্রবহমান পানি *

32 এবং প্রচুর ফলমূলের ভেতর। *

33 যা কখনও শেষ হবে না এবং যাতে কোন বাধাও দেওয়া হবে না। *

34 আর তারা থাকবে উঁচুতে রাখা ফরাশে। ✎ *

8. কুরআন মাজীদের একাধিক জায়গায় বলা হয়েছে, জান্মাতীদের আসন হবে উঁচুতে। সেই আসনে থাকবে ফরাশ বিছানো। তাই বলা হয়েছে, তারা থাকবে উঁচুতে রাখা ফরাশে।

35 নিশ্চয়ই আমি সে নারীদেরকে দিয়েছি নব উত্থান। ✎ *

9. কুরআন মাজীদ জান্মাতের নারীদেরকে বোঝানোর জন্য চমৎকার পদ্মা অবলম্বন করেছে। সরাসরি তাদের নাম না নিয়ে কেবল সর্বনামের মাধ্যমে তাদের প্রতি ইশারা করে দিয়েছে। এর ভেতর যেমন সাহিত্যলংকারের স্বাদ রয়েছে, তেমনি নারীদের পর্দাশীলতার মর্যাদাও অক্ষুণ্ণ আছে। কোন কোন মুফাসিসের মতে, জান্মাতবাসীদের জন্য যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে বা সৃষ্টি করা হবে, এখানে সেই ছুরদের কথাই বোঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেন, এরা হলেন নেককার লোকদের সেই জীবন সঙ্গীগণ, যারা নিজেরাও পুণ্যবর্তী। আখেরাতে তাদেরকে যে 'নব উত্থান' দেওয়া হবে, তার মানে দুনিয়ায় তাদের রূপ-লাবণ্য যেমনই থাকুক না কেন, আখেরাতে তাদেরকে তাদের স্বামীদের জন্য অপরাপ সুন্দরী বানিয়ে দেওয়া হবে, যেমন এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একপ বর্ণিত আছে। এমনিভাবে দুনিয়ায় যেসব নারীর বিবাহ হয়নি, তাদেরকেও নতুন জীবন দিয়ে কোন না কোন জান্মাতবাসীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হবে। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, উভয় শ্রেণীর নারীই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ হুরগণও এবং দুনিয়ার পুণ্যবর্তী নারীগণও বিস্তারিত দ্রষ্টব্য রাখুন মাআনী।

36 সুতরাং তাদেরকে বানিয়েছি কুমারী। ✎ *

10. কোন কোন হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, তাদের কুমারীত্ব কখনও ক্ষুণ্ণ হবে না।

37 (স্বামীদের পক্ষে) প্রেমময়ী ও সমবয়স্কা। ✎ *

11. এর এক অর্থ হতে পারে এই যে, তারা তাদের স্বামীদের সমবয়স্কা হবে। কেননা সম বয়সীর সাথেই প্রণয়-প্রীতি জমে ভালো, সখ্য বেশি সুখকর হয়। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, তারা সকলে পরম্পরার সমবয়স্কা হবে। কোন কোন হাদীসে আছে, জান্মাতবাসীদেরকে তেব্রিশ বছর বয়সী করে দেওয়া হবে। এটাই পূর্ণ যৌবনের বয়স (তিরমিয়ী, হমরত মুআফ [রায়ি.] থেকে)।

38 সবই ডান হাত বিশিষ্টদের জন্য। *

39 (যাদের মধ্যে) অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে *

40 এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে। ১২ *

12. অর্থাৎ এই স্তরের মুমিন আগের যামানার লোকদের মধ্যও অনেক হবে এবং পরের যামানার লোকদের মধ্যও অনেক।

41 আর যারা বাম হাতবিশিষ্ট, কী হতভাগ্য সে বাম-হাত বিশিষ্টগণ! *

42 তারা থাকবে উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত পানিতে। *

43 কালো ধুয়ার ছায়ায় *

44 যা হবে না শীতল, না উপকারী। *

45 ইতঃপূর্বে তারা ছিল আরাম-আয়েশের ভেতর। *

46 অতি বড় পাপের উপর অনড় থাকত। ১৩ *

13. অতি বড় পাপ হল কুফর ও শিরক।

47 এবং বলত, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও অস্তিতে পরিণত হব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে? *

48 এবং আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও, যারা পূর্বে গত হয়ে গেছে? *

49 বলে দাও, নিশ্চয়ই আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে *

50 নির্দিষ্ট এক দিনের স্থিরীকৃত সময়ে একত্র করা হবে। *

51 অতঃপর হে অবিশ্বাসী পথপ্রস্তরগণ! অবশ্যই তোমরা *

52 এমন এক গাছ থেকে খাবে, যার নাম যাকুকুম। ১৪ *

14. জাহানামে এ গাছের বিবরণ পূর্বে সুরা সাফাফাত (৩৭ : ৬২) ও সুরা দুখানে (৪৪ : ৪৩) গত হয়েছে।

53 অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। *

54 তদুপরি পান করবে ফুটন্ত পানি। *

55 পানও করবে সেইভাবে, যেভাবে পান করে তৃষ্ণার রোগে আক্রান্ত উট। ১৫ *

15. এর দ্বারা শোধ রোগে আক্রান্ত উটকে বোঝানো হয়েছে। এমন উট বারবার পানি পান করে, কিন্তু কিছুতেই পিপাসা মেটে না।

- 56 এটাই বিচার দিবসে তাদের আপ্যায়ন। *
- 57 আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমরা কেন বিশ্বাস করছ না? *
- 58 আচ্ছা বল তো, তোমরা যে বীর্য স্থলন কর *
- 59 তা কি তোমরা সৃষ্টি কর না আমিই তার স্ফটা? ১৬ *
16. এর দ্বারা খোদ বীর্য সৃষ্টিও বোঝানো হতে পারে, যাতে মানুষের কোন হাত নেই অথবা বীর্য দ্বারা যে মানব শিশুর জন্ম হয়, তার সৃষ্টিও বোঝানো যেতে পারে। কেননা বীর্যের একটা বিন্দুকে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করিয়ে মানুষের রূপ দান করা, তাতে প্রাণ সঞ্চার করা এবং তাকে দেখা, শোনা ও বোঝার শক্তি দান করা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কার পক্ষে সন্তুষ্ট?
- 60 আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যুর ফায়সালা করে রেখেছি এবং এমন কেউ নেই, যে আমাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে *
- 61 এ ব্যাপারে যে, আমি তোমাদের স্থলে তোমাদের মত অন্য লোক আনয়ন করব এবং তোমাদেরকে এমন কোন রূপ দান করব, যা তোমরা জান না। ১৭ *
17. বলা হচ্ছে যে, মানুষের সৃজন যেমন আল্লাহ তাআলারই কাজ, তেমনি তার মৃত্যু দানও তিনিই করে থাকেন। তারপর তাকে পুনরায় যে-কোনও আকৃতিতে জীবিত করে তোলার ক্ষমতাও তাঁর আছে। এ কাজে তাঁকে ব্যর্থ করে দেওয়ার শক্তি কারও নেই।
- 62 তোমরা তো তোমাদের প্রথম সৃজন সম্পর্কে অবগত আছ। তা সত্ত্বেও তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ কর না? ১৮ *
18. অর্থাৎ অন্ততপক্ষে এতটুকু কথা তো তোমরাও জান যে, তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি কেবল আল্লাহ তাআলাই করেছেন। অন্য কারও তাতে কোনও অংশীদারিত্ব নেই। যখন এটা তোমরা জান, তখন কেবল তাকে মাঝে বলে স্মীকার করাতে তোমাদের বাধা কীসের এবং তিনি যে তোমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন এটা বিশ্বাস করতে কেন তোমাদের এত কুর্বা?
- 63 তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা জমিতে ঘা-কিছু বোন, *
- 64 তা কি তোমরা উদগত কর, না আমিই ১৯ তার উদগতকারী? *
19. অর্থাৎ তোমরা তো জমিতে কেবল বীজ ফেল। অতঃপর সেই বীজ থেকে অঙ্গুরোদগম ঘটিয়ে তাকে চারা বানানো তারপর সেই চারাকে গাছ বানিয়ে তা থেকে তোমাদের উপকারী ফল বা ফসল জন্মানোর মত ক্ষমতা কি তোমাদের ছিল? আল্লাহ তাআলা ছাড়া এমন কে আছে, যে তোমাদের বোনা বীজকে এই পরিণতিতে পৌঁছাতে পারেন?
- 65 আমি ইচ্ছা করলে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারি, ফলে তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে *
- 66 যে, আমরা তো দায়গ্রস্ত হয়ে পড়লাম, *
- 67 বরং আমরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হলাম ২০! *
20. অর্থাৎ এর বীজ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় যে খরচ হয়েছে, একে তার দেনা মাথায় চাপল, তার ফসল না পাওয়ায় জীবিকা থেকেও বঞ্চিত হলাম! এখন তো না খেয়ে কাটাতে হবে। -অনুবাদক
- 68 আচ্ছা বল তো, এই যে পানি তোমরা পান কর *
- 69 মেঘ থেকে তা কি তোমরা বর্ষণ করাও, না আমিই তার বর্ষণকারী? *

- 70 আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কি তোমরা শোকর আদায় কর না? *
- 71 আচ্ছা বল তো, এই যে আগুন তোমরা জ্বালাও, *
- 72 তার বৃক্ষ কি তোমরা সৃষ্টি ১১ কর, না আমিই তার স্রষ্টা? *
21. এর দ্বারা ইশারা 'মারখ' ও 'আফার' গাছের দিকে। এসব গাছ আরব দেশসমূহে জন্মায়। এর ডালা ঘষলে আগুন জ্বলে ওঠে। আরববাসী এর দ্বারা চকমকি পাথর বা দিয়াশলাইয়ের কাজ নিত। সুরা ইয়াসীনেও (৩৬ : ৮০) এর উল্লেখ রয়েছে।
- 73 আমিই তাকে বানিয়েছি উপদেশের উপকরণ এবং মরুচারীদের জন্য উপকারী বস্তু। ১২ *
22. উপদেশের উপকরণ বলা হয়েছে এ কারণে যে, এর ভেতর চিন্তা করলে আল্লাহ তাআলার কুদরত উপলক্ষ্মি করা যায়। কিভাবে তিনি তাজা গাছ থেকে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন! দ্বিতীয়ত এর দ্বারা জাহান্মারের আগুনের কথাও স্মরণ হয়, ফলে তা থেকে বাঁচার চিন্তা জাগ্রত হয়। এ গাছ যদিও সকলের জন্যই আগুন জ্বালানোর কাজে আসে, কিন্তু এক সময় মরুভূমিতে যারা সফর করত, তাদের জন্য এটা অতি বড় নিয়ামত ছিল। প্রমগকালে যখন আগুন জ্বালানোর প্রয়োজন হত, তখন তারা এর দ্বারা সে প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলত। এ কারণেই বিশেষভাবে মরুচারীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- 74 সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নাম নিয়ে তার তাসবীহ পাঠ কর। *
- 75 যে সকল স্থানে নক্ষত্র পতিত হয় ১৩ আমি তার শপথ করে বলছি, *
23. এখান থেকে কুরআন মাজীদের সত্যতা এবং এটা যে আল্লাহ তাআলার কালাম, তা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য। মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ অনেক সময় বলত, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন অতীন্দ্রিয়বাদী এবং এ কুরআন মূলত অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথা (নাউয়ুবিল্লাহ)। অতীন্দ্রিয়বাদীরা যেসব ভবিষ্যত্বাণী করত, তাতে তারা জিন ও শয়তানদের সাহায্য নিত। কুরআন মাজীদ বিভিন্ন স্থানে জানিয়ে দিয়েছে যে, শয়তানদেরকে আকাশের কাছে গিয়ে স্থেখানকার কথাবার্তা শোনার আর সুযোগ দেওয়া হয় না। কোন শয়তান সে চেষ্টা করলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড (بَقْبَقْ بَقْبَقْ)-কে 'নক্ষত্রের পতন' শব্দে ব্যঙ্গ করা হয়, তাই কুরআন মাজীদ নক্ষত্রের উল্লেখ করত একথাও জানিয়ে দিয়েছে যে, তাকে শয়তানদের থেকে হেফাজতের জন্যও ব্যবহার করা হয় (সুরা সাফতান ৩৭ : ১৮; সুরা সাফতান ৩৭ : ১০)। সাধারণ কথাবার্তায় পর্যন্ত পৌঁছতেই পারে না, তখন তাদের পক্ষে কুরআনের মত পরিপক্ষ ও সত্ত্ব বাণী পেশ করাই সম্ভব নয়। সেই প্রসঙ্গেই এখানে নক্ষত্রের পতন স্থলসমূহের শপথ করে ইশারা করা হয়েছে যে, তোমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা কর, তবে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে, কুরআন মাজীদ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বাণী। কোন অতীন্দ্রিয়বাদী এরূপ বাণী কখনও তৈরি করতে পারবে না। কেননা অতীন্দ্রিয়বাদী যা বলে তা শয়তানদের সাহায্য নিয়ে বলে। আর এসব নক্ষত্র শয়তানদেরকে উর্ধ্ব জগতে পৌঁছা হতে নিবৃত্ত রাখে।
- 76 আর তোমরা যদি বোঝ, তো এটা এক মহা শপথ, ১৪ *
24. এটি একটি অন্তর্বর্তী বাক্য। এতে নক্ষত্র পতনের শপথ যে বিশেষ তৎপর্যপূর্ণ সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা এ শপথের মাধ্যমে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে যে, নক্ষত্র পতনের স্থানসমূহ সাক্ষ দেয় কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর পক্ষে এরূপ বাণী তৈরি করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত নক্ষত্রাজির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা অত্যন্ত পরিপক্ষ ও সুসংহত। এর ভেতর কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। কুরআন মাজীদও তার মত এক পরিপক্ষ ও সুবিন্যস্ত বাণী, যা এক সুচারু ব্যবস্থাপনার অধীনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নায়িল করা হয়েছে।
- 77 নিশ্চয়ই এটা অতি সম্মানিত কুরআন, *
- 78 যা এক সুরক্ষিত কিতাবে (পূর্ব থেকেই) লিপিবদ্ধ আছে। *
- 79 একে স্পর্শ করে কেবল তারাই, যারা অত্যন্ত পবিত্র, ১৫ *
25. শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। কাফেরগণ প্রশংস করত, আমরা কিভাবে বিশ্বাস করব, এ কুরআন কোনরূপ রদ বদল ছাড়া তার প্রকৃত কাপেই আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, মাঝানে শয়তান বা অন্য কেউ এতে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করেনি? এ আয়াতসমূহ দ্বারা তার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ আছে এবং তা পবিত্র ফেরেশতাগণ ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এখানে অত্যন্ত পবিত্র দ্বারা যদিও ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে যে, উর্ধ্বজগতে যেমন পবিত্র ফেরেশতাগণই একে স্পর্শ করে, তেমনি দুনিয়ায়ও একে কেবল তাদেরই স্পর্শ করা উচিত, যারা পাক-পবিত্র। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে একে

বিনা অযুতে স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

- 80 এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অল্প অল্প করে অবর্তী। ♦
- 81 তবুও কি তোমরা এ বাণীকে অবহেলা কর? ♦
- 82 এবং তোমরা (এর প্রতি) অবিশ্বাসকেই তোমাদের উপজীব্য বানিয়ে নিয়েছ? ♦
- 83 অতঃপর এমন কেন হয় না যে, যখন (কারণ) প্রাণ কঠাগত হয়, ♦
- 84 এবং তোমরা (বিমর্শ মনে তার দিকে) তাকিয়ে থাক, ♦
- 85 এবং তোমাদের চেয়ে আমিই তার বেশি কাছে থাকি, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। ♦
- 86 যদি তোমাদের হিসাব-নিকাশ হওয়ার না-ই থাকে, ♦
- 87 তবে তোমরা সেই প্রাণকে ফিরিয়ে আনছ না কেন যদি তোমরা সত্যবাদী হও? ১৬ ♦
26. কাফেরগণ যে কুরআন মাজীদের উপর ঈমান আনতে অঙ্গীকার করত, তার একটা বড় কারণ ছিল ‘আমরা মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হব না’ তাদের এই দাবি। এ সূরারই ৪৫ নং আয়াতে এটা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এস্টেল সে বিষয়েই আলোকপাত করছেন। বলা হচ্ছে, এ দুনিয়ায় যে-ই আসে, একদিন তার মৃত্যু ঘটে। এটা বাস্তব সত্য, যা তোমরাও স্বীকার কর। তো যখন কারণ মৃত্যু আসে, তখন তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও তার চিকিৎসক সর্ব প্রয়ত্নে যে-কোনও উপায়ে তাকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে, কিন্তু মৃত্যু এসেই যায় এবং সকলে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, যদি মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার ও হিসাব-নিকাশ হওয়ার ব্যাপার না-ই থাকে, তবে প্রতিটি মানুষকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ কেন করতে হয়? এবং তোমরা তাকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতে কেন এত অপারগ? দুনিয়ায় জীবন ও মৃত্যুর এই যে অমোগ বিধান কাষকর রয়েছে, এটাই প্রমাণ করে, জীবন ও মৃত্যুর মালিক বিশ্বজগতকে অহেতুক সৃষ্টি করেননি। তিনি সৃষ্টি করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষকে জীবন ভরের জন্য অবকাশ দিয়ে পরিশেষে হিসাব নেওয়া হবে সে সেই অবকাশকে কী কাজে লাগিয়েছে।
- 88 অতপর সে (মৃত ব্যক্তি) যদি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের একজন হয়, ♦
- 89 তবে (তার জন্য) শুধু আরাম, সুরভি ও নি'আমতপূর্ণ জান্মাত। ♦
- 90 আর যদি হয় ডান হাত বিশিষ্টদের অস্তর্ভুক্ত, ♦
- 91 তবে (তাকে বলা হবে যে,) তোমার জন্য রয়েছে শান্তি, যেহেতু তুমি ডান হাত বিশিষ্টদের অস্তর্ভুক্ত। ♦
- 92 আর যদি হয় সেই পথব্রহ্মদের অস্তর্ভুক্ত, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করত, ♦
- 93 তবে (তার জন্য আছে) ফুটন্ত পানির আপ্যায়ন, ♦
- 94 আর জাহানামে প্রবেশ। ♦
- 95 এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটাই যথার্থ সুনিশ্চিত বিষয়। ১৭ ♦

27. অর্থাৎ হে নবী! পুণ্যবান ও পাপিষ্ঠদের এই যে পরিণাম আপনাকে জানালাম, আর্থিরাতে নেককারদের যে পুরক্ষার ও বদকারদের যে

শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করলাম, এটা সন্দেহাতীত সত্য, যা অবীকার করার কোনো উপায় নেই। -অনুবাদক

১৬ সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নাম নিয়ে তার তাসবীহ পাঠ কর। ♦



♦ আল হাদীদ ♦

১ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। ১ তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ♦

১. দেখুন সূরা বনী ইসরাইল (১৭ : ৪৪)।

২ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব তারই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি প্রতিটি বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান। ♦

৩ তিনিই আদি, তিনিই অন্ত এবং তিনিই ব্যক্তি ও তিনিই গুপ্ত। ২ তিনি সবকিছু পরিপূর্ণভাবে জানেন। ♦

২. আল্লাহ তাআলা আদি। অর্থাৎ তার আগে কোন কিছুই ছিল না। তাঁর নিজের কোন শুরু নেই। তিনি সর্বদাই ছিলেন। আর তিনি ‘অন্ত’ এই অর্থে যে, যখন বিশ্ব-জগতের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন বাকি থাকবে কেবল তাঁরই সত্তা। তাঁর নিজের কোন শেষ নেই। তিনি সর্বদাই থাকবেন।

তিনি ‘ব্যক্তি’। অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর শক্তি ও তাঁর হেকমতের নিদর্শন বিশ্ব-জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। জগতের প্রতিটি জিনিস সাক্ষ্য দেয়, তিনি আছেন। আর তিনি ‘গুপ্ত’ এই অর্থে যে, তিনি অস্তিমান হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার এ চোখ দিয়ে তাকে দেখা যায় না। এভাবে তিনি ব্যক্তি ও এবং গুপ্তও।

৪ তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে স্থাপ্তি করেছেন। তারপর আরশে ইসতিগ্যা ও গ্রহণ করেছেন। তিনি এমন প্রতিটি জিনিস জানেন, যা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে বের হয় এবং জানেন এমন প্রতিটি জিনিস, যা আকাশ থেকে নেমে আসে এবং যা তাতে উপর্যুক্ত হয়। তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সাথে আছেন এবং তোমরা যা-কিছুই কর, তা তিনি দেখেন। ♦

৩. এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৫৪), সূরা ইউনুস (১০ : ৩) ও সূরা রাদ (১৩ : ২)। কুরআন মাজীদ এ বিষয়টা সূরা তোয়াহ (২০ : ৫), সূরা ফুরকান (২৫ : ৫৯), সূরা তানুষীল আস-সাজ্দা (৩২ : ৪) ও সূরা হা-মীম আস-সাজ্দায় (৪১ : ১১)-ও বর্ণনা করেছে।

৫ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। ♦

৬ তিনি রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের ভেতর ৪ এবং মনের মধ্যকার সবকিছু সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত। ♦

৪. সূরা আলে ইমরানে এর ব্যাখ্যা চলে গেছে (৩ : ২৭)। আরও দেখুন সূরা হজজ (২২ : ৬১), সূরা লুক্মান (৩১ : ২৯) ও সূরা ফাতির (৩৫ : ১৩)।

৭ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ এবং আল্লাহ যে সম্পদে তোমাদেরকে প্রতিনিধি ৫ করেছেন, তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে, তাদের জন্য আছে মহা প্রতিদান। ♦

৫. ধন-দৌলতে মানুষকে প্রতিনিধি বানানোর কথা বলে দুটি মহা সত্ত্বের দিকে ইশারা করা হয়েছে। (এক) ধন-দৌলত যা-ই হোক না কেন, তার প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলাই। তিনিই তা সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে তা দান করেছেন তাদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য। তাই মানুষ এর মালিকানায় আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি। মানুষ যখন এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি তখন তার কর্তব্য আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও হৃকুম মোতাবেক তা ব্যয় করা।

(দুই) মানুষ যে সম্পদই অর্জন করে, তা তার আগে অন্য কারও মালিকানায় থাকে। সেখান থেকে ক্রয়, উপহার বা উত্তরাধিকার সূত্রে তা তার কাছে এসেছে। এ হিসেবে সে তাতে তার প্রাক্তন মালিকের স্থলাভিষিক্ত। এর দ্বারা বোবানো হচ্ছে, এ সম্পদ যেমন তোমার পূর্ববর্তী মালিকের কাছে স্থায়ী হয়ে থাকেনি, বরং তার কাছ থেকে তোমার কাছে চলে এসেছে, তেমনি তোমার কাছেও তা চিরদিন থাকবে না; বরং অন্য কারও হাতে চলে যাবে। যখন এ সম্পদ চিরকাল তোমার কাছে থাকার নয়, অন্য কারও না কারও কাছে অবশ্যই চলে যাবে, তখন তোমার উচিত এমন কারও কাছেই তা হস্তান্তর করা, যাকে তা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা হৃকুম করেছেন।

8

তোমাদের এমন কী কারণ আছে, যদরুচি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে না, ৫ অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান রাখার জন্য আহ্বান করছে এবং তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে ৬ যদি বাস্তবিকই তোমরা মুমিন হও। ৭ *

6. কোন কোন মুফাসির বলেন, এটা বলা হচ্ছে কাফেরদেরকে লক্ষ করে। কিন্তু অনেকের মতে মুমিনদেরকেই লক্ষ করে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এমন মুমিনদেরকে, যাদের ঈমানে কোন রকমের দুর্বলতা লক্ষ করা যাচ্ছিল, যদরুচি তারা আল্লাহ তাআলার পথে অর্থ ব্যয় করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আয়াতের পূর্বাপর লক্ষ করলে দ্বিতীয় মতই বেশি সঠিক মনে হয়।

7. এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কর্তা যদি মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হন, তবে বিভিন্ন সময়ে তিনি আনুগত্য প্রদর্শন, আল্লাহ তাআলার পথে অর্থ ব্যয় এবং অন্যান্য ঈমানী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর যদি এর কর্তা আল্লাহ তাআলা হন, তবে তিনি মানব প্রকৃতির ভেতর ঈমানের যে বৌজ নিহিত রেখেছেন এবং বিশ্ব জগতে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও কুদরতের যে নির্দেশনাবলী উশুক্ত করে রেখেছেন, যার প্রতি মুক্তমনে চিন্তা করলে ঈমানের অনুপেক্ষণীয় আহ্বান উপলব্ধি করা যায়, তাকেই 'প্রতিশ্রুতি গ্রহণ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া কুহানী জগতে আল্লাহ তাআলা মানবাংলাদের থেকে যে তাঁর 'রাবুবিয়াত' সম্বন্ধে স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন, যার কিছু না কিছু আছর সকল মানুষের অন্তরেই বিদ্যমান আছে, তার প্রতিও ইশারা হতে পারে (-অনুবাদক, রহল মাআনী ও তাফসীরে উসমানী অবলম্বনে)।

8. অর্থাৎ তোমরা যদি ঈমান আনতে ইচ্ছুক হও বা যারা ঈমান এনেছে তারা তাতে অবিচলিত থাকার গরজ বোধ কর, তবে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান এবং আল্লাহ তাআলা বা তদীয় রাসূল গৃহীত প্রতিশ্রুতি সঙ্গেও সে পথে কোন জিনিস তোমাদের জন্য বাধা হতে পারে এবং তাতে আলস্য ও গড়িমসি করার কী কারণ থাকতে পারে? (-অনুবাদক, প্রাগুক্ত)

9

আল্লাহই তো নিজ বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নায়িল করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে বের করে আনার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। *

10

কী কারণে তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না, অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত মীরাছ আল্লাহরই জন্য। তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা (পরবর্তীদের) সমান নয়। মর্যাদায় তারা সেই সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যারা (মক্কা বিজয়ের) পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। ১ তবে আল্লাহ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সকলকেই, তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত। *

9. মক্কা বিজয় (০৮ হিজরী)-এর আগে মুমিনদের লোক সংখ্যা ও যুদ্ধসামগ্রী কম ছিল এবং শক্রদের জনবল ও অস্ত্রবল ছিল অনেক বেশি। যে কারণে তখন যারা জিহাদ করেছেন ও আল্লাহ তাআলার পথে অর্থ ব্যয় করেছেন, তাদের ত্যাগ-তিক্ষাণ বেশি ছিল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সওয়াব ও সম্মানণ দেশি দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের পর অবস্থা ছিল এর বিপরীত। তখন মুসলিমদের লোক সংখ্যা ও যুদ্ধসামগ্রী বৃদ্ধি পায় এবং শক্র দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই মক্কা বিজয়ের পর যারা জিহাদ ও দান-সদকা করেছেন, তাদের এত বড় ত্যাগ-তিক্ষাণ সম্মুখীন হতে হয়নি। কাজেই তারা সেই স্তরের মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। তবে পরের বাকেই আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কল্যাণ তথ্য জানাতের নি'আমত লাভ করবে উভয় দলই।

11

কে আছে, যে আল্লাহকে ঝণ দেবে, উত্তম ঝণ? ১০ তাহলে তিনি দাতার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তার জন্য রঘেছে মহা প্রতিদান। *

10. আল্লাহ তাআলার কোন অর্থ-সম্পদের দরকার নেই। কাজেই কারণ থেকে তার ঝণ নেওয়ার কোনও প্রশ্ন আসে না। তিনি সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে। কিন্তু মানুষ যা-কিছু দান- খয়রাত করে কিংবা জিহাদ ও দীনী কাজে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহ তাআলা নিজ কৃপায় তাকে ঝণ নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ ঝণগ্রহীতা যেই গুরুত্বের সাথে ঝণ পরিশেধ করে আল্লাহ তাআলাও সেই রকম গুরুত্বের সাথে দাতাকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বদলা দান করেন। উত্তম ঝণ দ্বারা সেই অর্থ ব্যয়কে বোঝানো হয়েছে, যা পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে কেবল আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সম্পাদন করা হয়, মানুষকে দেখানোর জন্য করা হয় না। সূরা বাকারা (২: ২৪৫) ও সূরা মায়েদায় (৫: ১২)-ও এভাবে উত্তম ঝণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

12

সে দিন তুমি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবে, তাদের নূর তাদের সামনে ও তাদের ডান দিকে ধাবিত হচ্ছে ১১ (এবং তাদেরকে বলা হবে,) তোমাদের জন্য আজ এমন সব উদ্যানের সুসংবাদ, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে, যাতে তোমরা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য। *

11. খুব সন্তুষ্ট এটা সেই সময়ের কথা যখন মানুষ পুলসিরাত পার হতে শুরু করবে। তখন প্রত্যেকের ঈমান তার সামনে আলো হয়ে পথ দেখাবে।

13

সে দিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীগণ মুমিনদেরকে বলবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে তোমাদের নূর থেকে আমরাও কিছুটা আলো গ্রহণ করতে পারি। ১২ তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও, তারপর নূর তালাশ কর। ১৩ তারপর তাদের মাঝখানে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর। তার মধ্যে থাকবে একটি দরজা, যার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি। *

12. অর্থাৎ কে আলো পাবে আর কে পাবে না, সে ফায়সালা পিছনে হয়ে গেছে। কাজেই পিছনে গিয়ে আলো পাওয়ার জন্য আবেদন কর।

13. মুনাফিকরা দুনিয়ায় যেহেতু নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করত, তাই আখেরাতেও তারা প্রথম দিকে মুসলিমদের সঙ্গে নেবে, কিন্তু প্রকৃত মুসলিমগণ যখন দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, তখন তাদের সঙ্গে তাদের নূরও সামনে চলে যাবে। ফলে মুনাফেকরা পিছনে অন্ধকারে পড়ে যাবে। তখন তারা নিজেদের বাহ্যিক ইসলামের দোহাই দিয়ে অগ্রগামী মুসলিমদেরকে ডাক দিয়ে বলবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে তোমাদের নূর দ্বারা আমরাও উপকার লাভ করতে পারি।

14. তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? মুমিনগণ বলবে, হা, ছিলে বটে, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদে ফেলেছ। তোমরা অপেক্ষা করছিলে, ^{১৪} সন্দেহে নিপত্তি ছিলে এবং মিথ্যা আশা তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল ^{১৫} যতক্ষণ না আল্লাহর হৃকুম আসল। আর সেই মহা প্রতারক (অর্থাৎ শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতরিত করে যাচ্ছিল। ♦

14. অর্থাৎ মুনাফেকদের আন্তরিক আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল মুসলিমগণ যেন শক্রদের হাতে সম্পূর্ণরূপে পর্যন্ত হয় আর এভাবে ইসলাম চিরতরে নির্মূল হয়ে যায় (নাউয়বিল্লাহ)।

15. অর্থাৎ অপেক্ষায় ছিলে কখন মুসলিমদের উপর কোন মুসিবত আসবে আর সেই অবকাশে তোমরা তোমাদের কুফর প্রকাশ করবে।

15. সুতরাং আজ তোমাদের থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের থেকেও না, যারা (প্রকাশে) কুফর অবলম্বন করেছিল। তোমাদের ঠিকানা জাহানাম। তা-ই তোমাদের আশ্রয়স্থল এবং তা অতি মন্দ পরিণাম। ♦

16. যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য কি এখনও সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের অন্তর বিগলিত হবে? এবং তারা তাদের মত হবে না, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল অতঃপর যখন তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হল, তখন তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেল এবং (আজ) তাদের আধিকাংশই আবাধ্য। ♦

17. জেনে রেখ, আল্লাহই ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। ^{১৬} আমি তোমাদের জন্য নির্দর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাও। ♦

16. অর্থাৎ যে সকল মুসলিমের দ্বারা কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে এবং তারা ঈমানের সব দাবি পূরণ করতে পারেনি, তাদের হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ তাআলা যেভাবে মৃত ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন, তেমনিভাবে তিনি তাওবাকারীদেরকেও তাদের তাওবা কবুল করে নতুন জীবন দান করেন।

18. নিশ্চয়ই যারা দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে ঝণ দিয়েছে, উন্নত ঝণ, তাদের জন্য তা (অর্থাৎ সেই দান) বহু গুণ বৃদ্ধি করা হবে এবং তাদের জন্য আছে সম্মানজনক প্রতিদান। ♦

19. যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে, তারাই তাদের প্রতিপালকের কাছে সিদ্ধীক ও শহীদ। ^{১৭} তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান ও তাদের নূর। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং আমার নির্দর্শনসমূহ অঙ্গীকার করেছে, তারাই জাহানামবাসী। ♦

17. 'সিদ্ধীক' বলে এমন ব্যক্তিকে, যে কথা ও কর্মে সাচ্ছা। নবী-রাসূলগণের পর এটা তাকওয়া-পরহেজগারীর সর্বোচ্চ স্তর। যেমন সূরা নিসায় (৪ : ৭০) গত হয়েছে। 'শহীদ'-এর আভিধানিক অর্থ সাক্ষী। কিয়ামতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের পরহেজগার ব্যক্তির্বর্গ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের পক্ষে সাক্ষ দেবে, যেমন সূরা বাকারায় (২ : ১৪৩) বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ রত অবস্থায় যারা প্রাপ বিসর্জন দিয়েছে, তাদেরকেও শহীদ বলে। এস্থলে মুনাফেকদের বিপরীতে বলা হচ্ছে যে, কেবল মৌখিক দাবির মাধ্যমে কেউ সিদ্ধীক ও শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। বরং সে মর্যাদা অর্জিত হয় কেবল তাদেরই, যারা অন্তর থেকে পরিপক্ষ ঈমান আনে, ফলে তাদের ঈমানের আছর ও আলামত তাদের যাপিত জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়।

20. জেনে রেখ, পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, বাহ্যিক সাজসজ্জা, তোমাদের পারম্পরিক অহংকার প্রদর্শন এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে একে অন্যের উপরে থাকার প্রতিযোগিতারই নাম। ^{১৮} তার উপর তুমি দেখতে পাও তা হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে। অবশেষে তা চূর্ণ-বিচৰ্ণ হয়ে যায়। আর আখেরাতে (এক তো) আছে কঠিন শাস্তি এবং (আরেক আছে) আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়। ♦

18. এখনে আল্লাহ তাআলা মানুষের বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক জিনিসের উল্লেখ করেছেন। মানুষ তার জীবনের একেক পর্যায়ে একেকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, যেমন শৈশবে তার আকর্ষণ থাকে খেলাধুলার দিকে, শৌবনকালে সাজসজ্জা, বেশভূষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং সেই সাজসজ্জা ও পার্থিব অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামে একে অন্যের উপর চলে যাওয়ার ও তা নিয়ে অহমিকা দেখানোর আগ্রহ দেখা দেয়। তারপর আসে বার্ধক্য। তখন মানুষের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা আবর্তিত হয় সম্পদ ও সন্তানকে কেন্দ্র করে। তখনকার চেষ্টা একটাই কিভাবে সম্পদে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবে এবং সন্তানের দিক থেকেও অন্যের উপরে থাকবে। প্রতিটি স্তরে মানুষ যে জিনিসকে তার আকর্ষণ ও চাহিদার সর্বোচ্চ শিখ মনে করে, পরবর্তী স্তরে সেটাই তার কাছে বিলকুল মূল্যহীন হয়ে যায়। বরং অনেক সময় মানুষ এই ভেবে মনে মনে হাসে

যে, আমি কোন জিনিসকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিলাম! অবশেষে যখন আখেরাত আসবে, তখন মানুষ উপলব্ধি করবে, আসলে দুনিয়ার আকর্ষণীয় সবকিছুই ছিল মূল্যহীন। প্রকৃত অর্জনীয় জিনিস তো ছিল এই আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই।

21 তোমরা একে অন্যের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্মাত লাভের জন্য, যার প্রশংসন্তা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশংসন্তা তুল্য। তা প্রস্তুত করা হয়েছে এমন সব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে চান দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। ♫

22 পৃথিবীতে অথবা তোমাদের প্রাণের উপর যে মুসিবত দেখা দেয়, ১৯ তার মধ্যে এমন কোনওটিই নেই, যা সেই সময় থেকে এক কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই, যখন আমি সেই প্রাণসমূহ সৃষ্টি করিনি। ২০ নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষে এটা অতি সহজ। ♫

19. 'কিতাব' দ্বারা লাওহে মাহফুজ বোঝানো উদ্দেশ্য। কিয়ামত পর্যন্ত যা-কিছু ঘটবে সবই তাতে পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ আছে।

20. 'পৃথিবীতে যে মুসিবত দেখা দেয়' বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে, আর প্রাণের উপর আপত্তি মুসিবত হল রোগ-ব্যাধি, অভাব-অন্টন, প্রিয়জনের মৃত্যু ইত্যাদি। -অনুবাদক

23 তা এই জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ, তার জন্য যাতে দুঃখিত না হও এবং যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন তার জন্য উল্লিখিত না হও। ২১ আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না, যে দর্প দেখায় ও বড়ত্ব প্রকাশ করে। ♫

21. প্রত্যেক মুমিনের জন্যই এ বিশ্বাস জরুরি যে, দুনিয়ায় যা-কিছু ঘটে, লাওহে মাহফুজে লিখিত সেই তাকদীর অনুযায়ীই তা ঘটে। এ বিশ্বাস যে পোষণ করে সে কোনও রকমের অস্ত্রীকর ঘটনায় এতটা দুঃখিত হয় না যে, সেই দুঃখ তার স্থায়ী অশান্তি ও পেরেশানীর কারণ হয়ে যাবে। বরং সে এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করে যে, তাকদীরে যা লেখা ছিল তাই হয়েছে। আর এটা তো কেবল দুনিয়ারই কষ্ট। আখেরাতের নিরামতের সামনে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট কোন গ্রাহ করার বিষয় নয়। এমনিভাবে যদি তার কোন খুশির ঘটনা ঘটে, তবে সে উল্লিখিত হয় না ও বড়ত্ব দেখায় না। কেননা সে জানে এ ঘটনা আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী ও তার সৃজনেই ঘটেছে। এর জন্য অহমিকা না দেখিয়ে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করাই কর্তব্য।

24 তারা এমন লোক, যারা কৃপণতা করে এবং অন্যকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয়। ২২ কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ সকলের থেকে অনপেক্ষ, তিনি আপনিই প্রশংসন্ন উপযুক্ত। ♫

22. এ সূরায় যেহেতু মানুষকে আল্লাহ তাআলার পথে অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তাই এখানে বলা হচ্ছে, যারা তাকদীরে ঈমান রাখে না, তারা তাদের সম্পদকে কেবল নিজেদের চেষ্টার ফসল মনে করে আর সে কারণে অর্থ বলের দর্প দেখায় এবং সৎকাজে ব্যয় করতে কার্য্য করে।

25 বস্তু আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নির্দশনাবলীসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে নাখিল করেছি কিতাব ও তুলাদণ্ড, ২৩ যাতে মানুষ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আমি অবর্তীর করেছি লোহা, যার ভেতর রয়েছে রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধি কল্যাণ। ২৪ এটা এই জন্য যে, আল্লাহ জানতে চান, কে তাকে না দেখে তাঁর (দীনের) ও তাঁর রাসূলগণের সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক। ২৫ ♫

23. 'তুলাদণ্ড' বলে এমন বস্তুকে, যা দ্বারা কোন জিনিসকে মাপা হয়। তা অবর্তীর করার অর্থ, আল্লাহ তাআলা তা সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তা দ্বারা ন্যায়নুগ পরিমাপ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার হৃকুম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীগণ ও তাঁর কিতাবের সাথে তুলাদণ্ডের উল্লেখ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, মানুষের উচিত তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও পরিমিতি বক্ষ করা। সেই ভারসাম্য ও পরিমিতির শিক্ষাই নবী-রাসূলগণের কাছে ও আসমানী কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

24. লোহা এমনই এক ধাতু, সব শিল্পেই যার দরকার পড়ে। কাজেই এর সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার একটি বড় নিরামত। আবিষ্যা আলাইহিমুস সালাম, আসমানী কিতাব ও তুলাদণ্ডের পর লোহার উল্লেখ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, মানব সমাজের সংস্কার- সংশোধনের প্রকৃত উপায় আবিষ্যা আলাইহিমুস সালামের জীবনাদর্শ ও তাদের আনীত কিতাব। এর যথাযথ অনুসরণ দ্বারাই দুনিয়ায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু জগতে অপশক্তি কর নেই, যা এসব শিক্ষা দ্বারা সমাজ সংস্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করে, সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করে এবং সর্বত্র অন্যায়-অনাচার ও দুর্ঘর্মের বিস্তার ঘটিয়ে সমাজ দেহকে কল্পিত করে। সেই সব অপশক্তির শিরোদের জন্য আল্লাহ তাআলা লোহা সৃষ্টি করেছেন। তা দ্বারা বিভিন্ন রকমের সমরাস্ত্র তৈরি হয় এবং পরিশেষে তা জিহাদে ব্যবহার করা যায়।

25. অর্থাৎ আল্লাহর তাআলার শক্তি ও ক্ষমতা অপরিসীম। কোন অপশক্তিকে দমন করার জন্য কোন মানুষের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন তার নেই। তা সন্ত্রেণ তিনি যে মানুষকে জিহাদের হৃকুম দিয়েছেন, তার উদ্দেশ্য মানুষকে পরীক্ষা করা। আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দেখাতে চান কে তাঁর দীনের সাহায্য করার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে আর কে তাঁর হৃকুম অমান্য করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে।

26 আমি নৃহ ও ইবরাহীমকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাবের ধারা চালু করেছিলাম।

অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তো হেদয়াতপ্রাপ্ত হল আর বিপুল সংখ্যকই অবাধ্য হয়ে থাকল। *

27

অতঃপর আমি তাদেরই পদাঙ্গনুসারী করে পাঠাই আমার রাসূলগণকে এবং তাদের পেছনে পাঠালাম ঈসা ইবনে মারওয়ামকে। আর তাকে দান করলাম ইনজিল। যারা তার অনুসরণ করল, আমি তাদের অন্তরে দিলাম মমতা ও দয়া। ২৬ আর রাহবানিয়াতের যে বিষয়টা, তা তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছিল। আমি তাদের উপর তা বাধ্যতামূলক করিনি। ২৭ বস্তুত তারা (এর মাধ্যমে) আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানই করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি। ২৮ তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমি তাদের প্রতিদান দিয়েছিলাম। আর তাদের বহু সংখ্যক হয়ে থাকল অবাধ্য। *

26. এমনিতে তো মমতা ও করণার বিষয়টা সমস্ত নবীর শিক্ষায়ই ছিল, কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষায় এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া তার শরীরতে যেহেতু যুদ্ধ-বিগ্রহের বিধান ছিল না, তাই তাঁর অনুসারীদের মধ্যে দয়া-মায়ার দিকটি বেশি প্রতীয়মান ছিল।

27. 'রাহবানিয়াত' অর্থ 'বৈরাগ্য' তথা দুনিয়ার সব আনন্দ ও বিষয়ভোগ পরিহার করা। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নেওয়ার ব্রহ্মকাল পরে খ্রিস্টান সম্প্রদায় এমন এক আশ্রমিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল, যাতে কোন ব্যক্তি আশ্রমে চুকে পড়ার পর সংসার জীবন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করত। বিয়ে-শাদী করত না এবং পার্থিব কোনও রকমের স্বাদ ও আনন্দে অংশগ্রহণ করত না। তাদের এই আশ্রমিক ব্যবস্থাকেই 'রাহবানিয়াত' বলে। এ ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল এভাবে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের উপর বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ জুলুম-নির্যাতন চালাতে থাকলে তারা নিজেদের দীন রক্ষার তাগিদে শহুরের বাইরে গিয়ে বসবাস শুরু করল, যেখানে জীবন-যাপনের সাধারণ সুবিধাসমূহ পাওয়া যেত না। কালক্রমে তাদের কাছে জীবন-যাপনের এই কঠিন ব্যবস্থাই এক স্বতন্ত্র ইবাদতের রূপ পরিগ্রহ করে। পরবর্তীকালের লোকেরা জীবন-যাপনের উপকরণাদি হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও এই মনগড়া ইবাদতের জন্য তা পরিহার করতে থাকল। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি তাদেরকে এরপ কঠিন জীবন্যাত্রার নির্দেশ দেইনি। তারা নিজেরাই এর প্রবর্তন করেছে।

28. অর্থাৎ বৈরাগ্যবাদের এ প্রথম দিকে তো তারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই অবলম্বন করেছিল, কিন্তু প্রবর্তীকালে তারা এটা পুরোপুরিভাবে রক্ষা করতে পারেনি। রক্ষা করতে না পারার দুটো দিক আছে। (এক) আল্লাহ তাআলার নির্দেশের অনুবর্তী না থাকা। আর এভাবে আল্লাহ তাআলা যে জিনিসকে তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেননি, তারা সেটাকে নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিল। মনে করল, এরূপ না করলে তাদের একটা মহা ইবাদত ছুটে যাবে। অথচ দীনের মাঝে নিজেদের পক্ষ থেকে কোন জিনিসকে এ রকম জরুরি মনে করা যে, তা না করলে অপরাধ হবে, সম্পূর্ণ নাজায়ে।
(দুই) প্রবর্তিত বিষয়কে যথাযথরূপে পালন না করা। তারা রাহবানিয়াতের যে ব্যবস্থা চালু করেছিল, প্রবর্তীকালে কার্যত তার যথাযথ অনুসরণ করতে পারেনি। যেহেতু ব্যবস্থাটাই ছিল স্বভাবের পরিপন্থী, তাই স্বভাবিকভাবেই মানব-প্রকৃতির সাথে তার সংঘাত দেখা দিল এবং ধীরে ধীরে মানব প্রকৃতির কাছে তা হেরে গেল। নানা বাহানায় প্রকাশ্যে বা গোপনে বিষয়-ভোগ শুরু হয়ে গেল। বিবাহেও নিষেধাজ্ঞা ছিল, যে কারণে ঘোন সন্তোগের জন্য তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হতে লাগল এবং এক সময় তাদের আশ্রমগুলিতে তা মহামারি আকার ধারণ করল। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে তারা রাহবানিয়াতের প্রবর্তন করেছিল তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে গেল।

28

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমতের দুটি অংশ দান করবেন। ২৯ তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন এমন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে ৩০ এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

29. অর্থাৎ তোমরা যেখানেই যাবে, সে আলো তোমাদের সঙ্গে থাকবে। অথবা এর অর্থ, সে আলো পুলসিরাতকে তোমাদের জন্য আলোকিত করে তুলবে, যার উপর দিয়ে তোমরা সহজে চলতে পারবে।

30. এটা বলা হচ্ছে সেই সকল কিতাবীকে, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল। সূরা কাসাস (২৮ : ৫৪)-এও তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। কেননা প্রথমে তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অথবা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান এনেছিল, পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরও ঈমান এনেছে।

29

তা এজন্য যে, যাতে কিতাবীগণ জানতে পারে, ৩১ আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে তাদের কিছুমাত্র এখতিয়ার নেই ৩২ এবং সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। *

31. কিতাবীদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বাক্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। (এক) যে সকল ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনেনি, তাদের মধ্যে একটা বড় অংশের ঈমান না আনার কারণ ছিল কেবলই ঈর্ষাকাতরতা। তাদের কথা ছিল শেষ নবী বনী ইসরাইলদের মধ্যে না এসে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশে কেন আসবেন? তাদেরকে বলা হচ্ছে, নবুওয়াত আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। এ অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। এটা তোমাদের এখতিয়ারাধীন বিষয় নয় যে, তোমরা যাকে ইচ্ছা কর তাকেই দিতে হবে।

(দুই) খ্রিস্টানদের মধ্যে এক সময় রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের পাদী অর্থের বিনিময়ে পাপ থেকে মানুষের মুক্তিপত্র লিখে দিত। মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তির সঙ্গে তা কবের দাফন করে দেওয়া হত। মনে করা হত, পাদীর দেওয়া মুক্তিপত্রের কারণে সেই ব্যক্তির পাপ মোচন হয়ে গেছে। কাজেই আল্লাহ তাআলার কাছে সে ক্ষমা পাবে। এ আল্লাহ তাআলার করুণা কেবলই তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। এতে কোন বান্দার কিছুমাত্র এখতিয়ার নেই। আল্লাহ তাআলা কাকে ক্ষমা করবেন, কে তাঁর রহমত-ঠাত হবে আর কে তার ক্ষমা ও রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে একচেতনাবে সে ফায়সালা তিনিই করবেন।

32. এবং -এর অর্থ হরফটি অতিরিক্ত, যা বাক্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিন্তু কোনো অর্থ দেয় না। সুতরাং ললা বল এর অর্থ হবে



♦ আল মুজাদালাহ ♦

১ (হে নবী!) আল্লাহ সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে। ২ আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। ♦

১. আয়াতের শানে নুয়ুলঃ হযরত খাওলা (রাষ্টি) একজন মহিলা সাহবী এবং তিনি ছিলেন হযরত আওস ইবনুস সামিত (রাষ্টি)-এর স্ত্রী। হযরত আওস বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। একবার রাগের বশে স্ত্রীকে বলে ফেললেন, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত (অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত হারাম করলাম)। স্ত্রীকে লক্ষ করে এরূপ বলাকে জিহার বলা হয়। সেকালে এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যেত। তারপর আর তাদেরকে মিলানোর কোন উপায় থাকত না। হযরত আওস ইবনুস সামিত (রাষ্টি) যদিও উত্তেজিত হয়ে জিহার করে ফেলেছিলেন, কিন্তু একটু পরেই তিনি এজন্য অনুত্পন্ন হন। ফলে হযরত খাওলা (রাষ্টি) পেরেশান হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে যান এবং এ বিষয়ে তাঁর কাছে বিধান চান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আমার কাছে কোন বিধান আসেনি। তবে সন্তাবনা এটাই প্রকাশ করলেন যে, তিনি তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছেন। হযরত খাওলা (রাষ্টি) বললেন, আমার স্বামী তো আমাকে তালক দেয়নি। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই একই সন্তাবনা প্রকাশ করলেন আর হযরত খাওলা (রাষ্টি)-ও প্রতিবার একই প্রতিউত্তর করলেন। তার এই বারবার একই কথা বলে যাওয়াকে কুরআন মাজীদে বাদানুবাদ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে হযরত খাওলা (রাষ্টি) আল্লাহ তাআলার কাছেও ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি আমার এই বিপদে। আমার বাচ্চারা সব ছেট-ছোট। তারা তো ধৰ্ষণ হয়ে যাবে। তিনি বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকলেন, হে আল্লাহ! আমি আমার এ বিপদের কথা তোমাকেই জানাই। তিনি এভাবে ফরিয়াদ করে যাচ্ছিলেন, এরই মধ্যে আয়ত নাফিল হয়ে গেল এবং জিহারের বিধান ও জিহার প্রত্যাহার করার নিয়ম জানিয়ে দেওয়া হল (তাফসীরে ইবনে কাসীর হতে সংক্ষেপিত)।

২ তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে, (তাদের এ কাজ দ্বারা) তাদের সে স্ত্রীগণ তাদের মা হয়ে যায় না। তাদের মা তো তারাই যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা এমন কথা বলে, যা অতি মন্দ ও মিথ্যা। ৩ নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি মার্জনাকারী, অতি ক্ষমাশীল। ♦

২. অর্থাৎ এরূপ কথা বলা গুনাহ। তবে পরের আয়াতেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেউ এরূপ গুনাহ করার পর তা হতে তাওবা করলে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন।

৩ যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে, তারপর তারা তাদের সে কথা প্রত্যাহার করে নেয়, তাদের কর্তব্য একটি গোলাম আযাদ করা তারা (স্বামী-স্ত্রী) একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে। ৪ এই উপদেশ তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত। ♦

৩. এবার জিহারের বিধান জানানো হচ্ছে। জিহার করার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অন্তরঙ্গ কার্যাবলী, যথা চুষন, আলিঙ্গন, সহবাস ইত্যাদি জায়েয় থাকে না। হাঁ, জিহার প্রত্যাহার করে নিলে পূর্বেকার অবস্থা ফিরে আসে এবং এসব আবার জায়েয় হয়ে যায়। তবে সেজন্য কাফফারা দেওয়া জরুরি। কী কাফফারা দিতে হবে? আয়াতে বলা হয়েছে, কারণ পক্ষে যদি একটি গোলাম আযাদ করা সন্ত্ব হয়, তবে তাকে গোলাম আযাদের দ্বারা কাফফারা আদায় করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে তা সন্ত্ব না হয়, (যেমন আজকাল গোলামের কোন অস্তিত্বই নেই) তবে তাকে একটানা দুমাস রোয়া রাখতে হবে। আর যদি বার্ধক্য, অসুস্থতা ইত্যাদির কারণে কারণ পক্ষে রোয়া রাখাও সন্ত্ব না হয়, তবে সে ষাটজন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে খানা খাওয়াবে; এর দ্বারাও কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। কাফফারা আদায়ের পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য হালাল হয়ে যায়।

৪ যে ব্যক্তি এ সামর্থ্য রাখে না, তাকে একটানা দু'মাস রোয়া রাখতে হবে তারা (স্বামী-স্ত্রী) একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে। যে ব্যক্তি সে ক্ষমতাও রাখে না তার কর্তব্য ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো। এটা এজন্য, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। ৫ এটা আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা (বিধান)। আর কাফেরদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। ♦

৪. অর্থাৎ জিহারের সম্পর্কে এই যে বিধান দেওয়া হল তা এ জন্য, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া বিধান মেনে নিয়ে তাদের প্রতি প্রকৃত ঈমানের পরিচয় দাও এবং জাহিলী যুগের প্রথা মেনে নিজ ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত না কর। -অনুবাদক

৫ নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে, যেমন লাঞ্ছিত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীগণ। আমি সুস্পষ্ট আয়তসমূহ নাফিল করেছি। কাফেরদের জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। ♦

৬ সেই দিন, যে দিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনর্জীবিত করবেন, তারপর তারা যা-কিছু করত সে সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করবেন। আল্লাহ তা গুণে গুণে সংরক্ষণ করেছেন। আর তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ সবকিছুর সাক্ষী। ♦

৫. মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথাকার ইয়াহুদীদের সাথে শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চুক্তি সম্পদন করেছিলেন। কিন্তু ইয়াহুদীদের অন্তরে মুসলিমদের প্রতি যে হিংসা-বিষয়ে বদ্ধমূল ছিল, সে কারণে তারা তাদের বিরুদ্ধে নানা রকম আপত্তি প্রতি চালাত ও তাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করত। মুসলিমদেরকে উত্তৃত্ব করার একটা কৌশল তাদের এই ছিল যে, মুসলিমদেরকে দেখলেই তারা পরস্পরে এমনভাবে কানাকানি করত ও ইশারা দিত, যা দেখে মুসলিমদের মনে হত তাদের বিরুদ্ধে বড়বড় করা হচ্ছে। কোন কোন মুনাফেকও এ রকম করত। এতে যেহেতু মুসলিমদের কষ্ট হত, তাই তাদেরকে এরাপ করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা এরাপ করেই যাচ্ছিল। তারাই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়ত নাফিল হয়।

৭ তুমি কি দেখনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহ জানেন? কখনও তিনজনের মধ্যে এমন কোন গোপন কথা হয় না, যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত না থাকেন। এবং কখনও পাঁচ জনের মধ্যে এমন কোনও গোপন কথা হয় না, যাতে ষষ্ঠিজন হিসেবে তিনি উপস্থিত না থাকেন। এমনিভাবে তারা এর কম হোক বা বেশি, তারা যেখানেই থাকুক, আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন। **এ** অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে অবহিত করবেন তারা যা-কিছু করত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। *

৮ তুমি কি দেখনি তাদেরকে, যাদেরকে কানে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছিল, তারপরও তারা তাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল তাই করে? তারা পরস্পরে এমন বিষয়ে কানাকানি করে, যা গুনাহ, সীমালংঘন ও রাসূলের অবাধ্যতা এবং (হে রাসূল!) তারা তোমার কাছে যখন আসে, তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন জানায়, যা দ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন জানাননি **এ** এবং তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলছি সেজন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছেন না কেন? **এ** জাহানামই তাদের (শাস্তি দানের) জন্য যথেষ্ট। তারা তাতেই গিয়ে পৌঁছবে এবং তা অতি নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল। *

৬. উপরে বর্ণিত অপকর্মগুলো তো করতই, সেই সঙ্গে আরও বলত, আমাদের এসব কাজ অন্যায় হলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এজন্য শাস্তি দেন না কেন? আমাদেরকে যেহেতু শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, তার দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় আমরা অন্যায় কিছু করছি না; আমরা ন্যায়ের উপরই আছি।

৭. ইয়াহুদীদের আরেকটি দুঃক্রম ছিল এরাপ, তারা মুসলিমদের সঙ্গে সাক্ষাতকালে 'আস-সালামু আলাইকুম' না বলে বলত 'আস-সামু আলাইকুম'। 'আস-সালামু আলাইকুম'-এর অর্থ 'তোমার প্রতি শাস্তি বর্ষিত হোক'। আর 'আস-সামু আলাইকুম'-এর অর্থ 'তোমার মরণ হোক'। উভয়ের মধ্যে শুধুমাত্র 'লা'-এর প্রভেদ থাকায় শ্রোতা সাধারণত তা উপলব্ধি করতে পারত না। ফলে সে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলে জবাব দিত। এতে তারা নিজেদের মধ্যে হেসে গড়াগড়ি খেতে আর এভাবে নিজেদের মনের ঝাল মেটানোর চেষ্টা করত। এ আয়তে তাদের সেই ইতরামির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৯ হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরে যখন কানে কথা বল, তখন এমন বিষয়ে কানাকানি করবে না, যাতে গুনাহ, সীমালংঘন ও রাসূলের অবাধ্যতা হয়। বরং কানাকানি করবে সৎকর্ম ও তাকওয়া সম্বন্ধে এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার কাছে তোমাদেরকে একত্র করে নিয়ে যাওয়া হবে। *

১০ এরাপ কানাকানি হয় শয়তানের প্ররোচনায়, যাতে সে মুসলিমদেরকে দৃঢ় দিতে পারে। কিন্তু সে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না। মুসলিমদের উচিত কেবল আল্লাহরই উপর ভরসা করা। *

১১ হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে যখন বলা হয়, মজলিসে অন্যদের জন্য স্থান সংরূপণ করে দাও, তখন স্থান সংরূপণ করে দিও। **এ** আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান সংরূপণ করে দেবেন এবং যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন উঠে যেও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান প্রেরণে ও যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অবগত। *

৮. এ আয়তের প্রেক্ষাপট নিম্নরূপ, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীর চতুর্বে, যাকে 'সুফফা' বলা হয়ে থাকে, অবস্থন করছিলেন। তার আশপাশে বহু সাহাবীও বসা ছিলেন। এ অবস্থায় আরও কয়েকজন সাহাবী এসে উপস্থিত হলেন, যারা বদরের যুদ্ধে শরীর ছিলেন এবং তাদের উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মনে করা হত। মজলিসে বসার জায়গা না পেয়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসের লোকদেরকে বললেন, তারা যেন চাপাচাপি করে বসে আগন্তুকদেরকে বসার সুযোগ করে দেয়। তারপরও যখন তাদের বসার মত যথেষ্ট জায়গা হল না, তখন তিনি কাউকে কাউকে বললেন, তারা যেন উঠে জায়গা খালি করে দেয়। মজলিসে কিছু মুনাফেকও ছিল। তাদের কাছে বিষয়টা খারাপ লাগল। বসা লোককে উঠিয়ে অন্যকে বসতে দেওয়া হবে এটা তারা মানতে পারতিল না। বস্তুত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের সাধারণ নিয়মও এরাপ ছিল না। স্বত্বত সে দিন মুনাফেকরা আগত সাহাবীগণকে বসতে দিতে পারে নি। তাদেরকে উঠিয়ে দিয়ে থাকবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়ত নাফিল হয়। এতে এক তো সাধারণ নিয়ম বলে দেওয়া হয়েছে যে, মজলিসে উপস্থিত লোকদের উচিত আগন্তুকদেরকে বসার সুযোগ করে দেওয়া। দ্বিতীয় হুকুম দেওয়া হয়েছে, মজলিস-প্রধান যদি আগন্তুকদের জন্য জায়গা খালি করার প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আগে থেকে বসা লোকদেরকেও তিনি উঠে যাওয়ার হুকুম দিতে পারেন। আর তখন তাদের কর্তব্য হয়ে যাবে নিজেরা উঠে গিয়ে আগন্তুকদেরকে বসতে দেওয়া। তবে নতুন আগমনকারী নিজে থেকে কাউকে উঠিয়ে দেওয়ার এখতিয়ার রাখে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে এ রকমই শিক্ষা দিয়েছেন।

১২ হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নবীর সঙ্গে নিভৃতে কোন কথা বলতে চাবে, তখন নিভৃতে কথা বলার আগে কিছু সদকা দিয়ে দেবে। **এ** এটা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট ও পরিত্রাত্ম পদ্ধতি। তবে তোমাদের কাছে সদকা করার মত, কিছু না থাকলে তো আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *

৯. যারা নিভৃতে কথা বলার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সময় চাইত, অনেক সময় তারা অহেতুকভাবে তাঁর থেকে বেশি সময় নিয়ে নিত। তাঁর নীতি ছিল, কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বললে, তিনি নিজে থেকে তার কথা কেটে দিতেন না। কেউ কেউ এর থেকে অন্যায় সূঘর্ষ গ্রহণ করত। কিছু মুনাফেকও এদের মধ্যে ছিল। তাই এ আয়তে হুকুম দেওয়া হয়েছিল, কেউ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে চাইলে সে যেন তার আগে গরীবদেরকে কিছু দান-খয়রাত করে আসে। সেই সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, কারও দান-খয়রাত করার সামর্থ্য না থাকলে তার কথা আলাদা। সে এই হুকুমের আওতায় পড়বে না। কী পরিমাণ সদকা করতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। অবশ্য হযরত আলী (রাযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে একপ সময় নিলে এক দীনার সদকা করেছিলেন। এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে কেউ অপ্রয়োজনীয় কাজে তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করতে না পারে এবং যাদের সত্ত্বিকারের প্রয়োজন থাকে, কেবল তারাই তাঁর থেকে সময় গ্রহণ করে, তবে পরবর্তীতে এ হুকুমটি রহিত করে দেওয়া হয়, যেমন সামনের টাকায় আসছে।

১৩ তোমরা নিভৃতে কথা বলার আগে সদকা করতে কি ভয় পাচ্ছ? তোমরা যখন তা করতে পারনি এবং আল্লাহ তাআলাও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন নামায কায়েম করতে থাক, যাকাত দিতে থাক এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে যাও। ১০ তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অবগত। *

১০. পূর্বের আয়তে সদকা করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এ আয়ত তা মানসুখ (রহিত) করে দিয়েছে। কেননা যে উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা পূরণ হয়ে গিয়েছিল। লোকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে সময় নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। মুনাফেকরাও বুবে ফেলেছিল, এরপরও তারা আগের মত দুর্দৃষ্টি চালাতে থাকলে তাদের মুখ্যে খুলে দেওয়া হবে। কাজেই এ আয়ত জানাচ্ছে, এখন আর সদকা করা জরুরি নয়। তবে অন্যান্য দীনী কার্যবলী, যথা নামায, যাকাত ইত্যাদি করে যেতে থাক।

১৪ তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি করুন্ন হয়েছেন তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে? তারা তাদের দলেরও নয় এবং তোমাদের দলেরও নয়। ১১ তারা জেনে শুনে মিথ্যা বিষয়ের উপর কসম করে। *

১১. ইশারা মুনাফেকদের প্রতি। তারা ইয়াহুদীদের সাথে বন্ধুত্বের গাঁটছড়া রেঁধে রেখেছিল এবং তারাই ফলশ্রূতিতে সর্বদা মুমিনদের বিরুদ্ধে বড়বন্ধন লিপ্ত থাকত।

১৫ আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রস্তুত তারা যে কাজ করত তা অতি মন্দ। *

১৬ তারা তাদের কসমসমূহকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, ১২ অতঃপর তারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। সুতরাং তাদের জন্য লাঞ্ছনিক শাস্তি। *

১২. অর্থাৎ ঢাল দ্বারা যেমন তরবারীর আঘাত প্রতিহত করা হয়, তেমনি তারা বড়বন্ধন চালাতে থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা কসমের মাধ্যমে মুমিনদের কাছে নিজেদেরকে তাদের অকৃত্রিম বন্ধু ও তাদেরই দলের লোক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায় এবং এভাবে নিজেদেরকে তাদের পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ হতে রক্ষা করে।

১৭ আল্লাহর মোকাবেলায় তাদের অর্থ-সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না। তারা হবে জাহানামবাসী। তারা সর্বদাই তাতে থাকবে। *

১৮ যে দিন আল্লাহ তাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন, সে দিন তাঁর সামনেও তারা এভাবে কসম করবে, যেমন তোমাদের সামনে কসম করে। তারা মনে করবে কোন (উপকারী) জিনিস পেয়ে গেছে। ১৩ মনে রেখ, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। *

১৩. অর্থাৎ দুনিয়ায় যেমন মিথ্যা কসম দ্বারা উপকার লাভ করেছে, নিজেদেরকে কতল থেকে রক্ষা করে ফেলেছে, মনে করবে আর্থিকভাবেও সে রকম মিথ্যা কসম করে বেঁচে যাবে, কি করে বাঁচতে পারবে, যখন আল্লাহ তাআলা আলেমুল-গায়েব। মনের গুপ্ত কুফরী তিনি ঠিকই জানেন। কিন্তু মিথ্যা বলতে অভ্যন্তর হয়ে যাওয়ায় এই সোজা কথাটাও তাদের মাথায় আসবে না। ফলে আল্লাহ তাআলাকে মানুষের কাতারে ফেলে মনে করবে মিথ্যা কসম দ্বারা স্থানেও উপকার পেয়ে যাবে। -অনুবাদক

১৯ শয়তান তাদের উপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। ফলে সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছে। তারা শয়তানের দল। মনে রেখ, শয়তানের দলই অকৃতকার্য হয়। *

২০ নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হীনতম লোকদের অন্তর্ভুক্ত। *

২১ আল্লাহ লিখে দিয়েছেন, আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই জয়যুক্ত হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি শক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। *

22

যে সব লোক আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে ঈমান রাখে, তাদেরকে তুমি এমন পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেছে। হোক না তারা তাদের পিতা বা তাদের পুত্র বা তাদের ভাই কিংবা তাদের স্বগোত্রীয়। ১৪ তারাই এমন, আল্লাহ যাদের অন্তরে ঈমানকে খোদাই করে দিয়েছেন এবং নিজ রাহ দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন। ১৫ তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জানাতে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর দল। স্মরণ রেখ, আল্লাহর দলই কৃতকার্য হয়। ♦

14. অমুসলিমদের সাথে কী রকম বন্ধুত্ব জায়ে ও কী রকম বন্ধুত্ব জায়ে নয়, তা বিস্তারিতভাবে সূরা আলে ইমরান (৩ : ২৮)-এর টীকায় লেখা হয়েছে।

15. অর্থাৎ অদৃশ্য নূর দান করেছেন, যা দ্বারা তারা এক বিশেষ বকমের অতীন্দ্রিয় জীবন লাভ করে। অথবা রাহুল কুদস (হ্যারত জিবরাউল আলাইহিস সালাম)-এর দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন (-অনুবাদক, তাফসীরে উচ্চমানী হতে গৃহীত)।



♦ আল হাশুর ♦

1

যা কিছু আকাশমণ্ডলী ও যা-কিছু পৃথিবীতে আছে, সবই তার তাসবীহ পাঠ করে। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ♦

2

তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছেন। ১ (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কল্পনাও করনি তারা বের হয়ে যাবে। তারাও মনে করেছিল তাদের দুর্গুলি তাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছে এমন দিক থেকে আসলেন যা তারা ধারণাও করতে পারেন। ২ আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। ফলে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে ফেলছিল এবং মুসলিমদের হাতেও। ৩ সুতরাং হে চক্ষুঘানেরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। ♦

1. 'প্রথম সমাবেশ'-এর দু'রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসিসির বলেন, এর দ্বারা মুসলিম বাহিনীর সমাবেশ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইয়াহুদীদের সাথে তাদের যুদ্ধের দরকার হয়নি; বরং প্রথমে যখন তারা তাদেরকে উৎখাতের জন্য সমবেত হয়, তখনই তারা পরাজয় মেনে নেয়। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসিসিরের মতে এর দ্বারা নির্বাসিত হওয়ার জন্য বনু নাজীরের ইয়াহুদীদের নিজেদের সমাবেশকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাসিত হওয়ার জন্য এটাই ছিল ইয়াহুদীদের প্রথম সমাবেশ। এর আগে তাদের কখনও একান্প সমাবেশের দরকার পড়েনি। এর ভেতর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটা ছিল তাদের প্রথম নির্বাসন। এরপর তাদেরকে আরও এক নির্বাসনের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং হ্যারত উমর (রায়ি)-এর আমলে তাদেরকে পুনরায় খায়বার থেকে নির্বাসিত করা হয়।

2. অর্থাৎ আল্লাহ তাঁ'আলার মার ও শাস্তি তাদের উপর এমনভাবে আসল, যা তারা কল্পনাও করতে পারেন। এক শাস্তি তো তাদের মনের ভেতর দিয়েই আসল। আল্লাহ তাঁ'আলা তাদের অন্তরে এমনই ভীতি সঞ্চার করে দিলেন যে, নির্দেশ মাত্র তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেল। অন্য শাস্তি আসল তারা যাদেরকে হিসেবেই আন্ত না, সেই বাহ্যিক সহায়-সংশ্লিষ্ট মুসলিমদের পক্ষ থেকে। তাদের আকস্মিক আক্রমণকে প্রতিহত করার হিস্মতই তাদের হল না। -অনুবাদক

3. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ইয়াহুদীদেরকে তাদের পক্ষে যে মালামাল সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই তারা এমনকি ঘরের দরজা পর্যন্ত খুলে নিয়েছিল।

3

আল্লাহ যদি তাদের ভাগ্যে নির্বাসন না লিখতেন, তবে দুনিয়াতেই তাদেরকে শাস্তি দিতেন। ৪ অবশ্য পরকালে তাদের জন্য জাহানামের শাস্তি রয়েছে। ♦

4. অর্থাৎ মুসলিমদের হাতে তাদেরকে নিপাত করাতেন।

4

তা এই জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে শক্রতা করেছে। কেউ আল্লাহর সাথে শক্রতা করলে আল্লাহ তো কঠোর শাস্তিদাতা। ♦

5

তোমরা যে খেজুর গাছ কেটেছ কিংবা যেগুলি মুলের উপর খাড়া রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই হুকুমে ছিল ৫ এবং তা এজন্য যে, আল্লাহ অবাধ্যদেরকে লাষ্টিত করতে চেয়েছিলেন। ♦

5. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম যখন বনু নাজীরের দুর্গ অবরোধ করেন, তখন আশপাশের কিছু খেজুর গাছ কাটতে হয়েছিল। এতে কিছু লোক এই বলে আপত্তি জানায় যে, ফলের গাছ কাটা সমীচীন হয়নি। তারই জবাবে এ আয়ত নামিল হয়েছে। এতে বলা হচ্ছে, যেসব গাছ কাটা হয়েছে, তা আল্লাহ তাঁ'আলার হুকুমেই কাটা হয়েছে। কোন ন্যায়সঙ্গত জিহাদে যুদ্ধ কৌশল হিসেবে যদি একান্প করতে হয়,

তবে তা দোষের নয়।

৬ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাদের যে সম্পদ 'ফায়' হিসেবে দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা না ঘোড়া হাঁকিয়েছ, না উট, কিন্তু আল্লাহ নিজ রাসূলগণকে ঘার উপর ইচ্ছা আধিপত্য দান করেন। **১** আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান। *

৬. বিনা যুক্ত শক্তিপক্ষ যে মালামাল ছেড়ে যায় তাকে 'ফায়' বলে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাজীরের ইয়াহুদীদেরকে তাদের মালামাল সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। কাজেই তাদের পক্ষে যা-কিছু নেওয়া সম্ভব ছিল তা নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জমি-জমা তো নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই তা ছেড়ে গেল। এ জমি-জমাই 'ফায়' রূপে মুসলিমদের হস্তগত হয়। আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে তাঁর এই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি মুসলিমদেরকে এ সম্পদ সম্পূর্ণ বিনা মেহনতে দান করেছেন। এটা অর্জন করার জন্য তাদের কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হয়নি। আয়াতে যে ঘোড়া ও উট হাঁকানোর কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা যুদ্ধ-কার্যক্রম বোঝানো উদ্দেশ্য। অতঃপর 'ফায়'-এর মালামাল কাদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে, পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার তালিকা প্রদান করেছেন।

৭ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জনপদবাসীদের থেকে 'ফায়' হিসেবে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, (রাসূলের) আত্মীয়বর্গের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের ও মুসাফিরদের প্রাপ্য, যাতে সে সম্পদ তোমাদের মধ্যকার কেবল বিস্তোবানদের মধ্যেই আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয়, তা গ্রহণ কর আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। *

৮ (তাছাড়া 'ফায়'-এর সম্পদ) সেই গরীব মুহাজিরদের প্রাপ্য, যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি ও অর্থ-সম্পদ থেকে উচ্চেদ করা হয়েছে। **১** তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি সন্ধান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই সত্যাশ্রয়ী। *

৭. অর্থাৎ সেই সাহাবীগণ, যাদেরকে কাফেরের গণ মক্কা মুকাররমা ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছে, ফলে তাঁরা তাদের ঘর-বাড়ি ও জমি থেকে বাঞ্ছিত হয়ে গেছেন।

৯ (এবং 'ফায়'-এর সম্পদ) তাদেরও প্রাপ্য, যারা পূর্ব থেকেই এ নগরে (অর্থাৎ মদীনায়) ঈমানের সাথে অবস্থানরত আছে। **১** যে-কেউ হিজরত করে তাদের কাছে আসে, তাদেরকে তারা ভালোবাসে এবং যা-কিছু তাদেরকে (অর্থাৎ মুহাজিরদেরকে) দেওয়া হয়, তার জন্য নিজেদের অন্তরে কোন চাহিদা বোধ করে না এবং তাদেরকে তারা নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের অভাব-অন্টন থাকে। **১** যারা স্বভাবগত কার্য হতে মুক্তি লাভ করে, তারাই তো সফলকাম। *

৮. এর দ্বারা আনসার সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে, যারা মদীনা মুনাওয়ারার মূল বাসিন্দা ছিলেন এবং আগত মুহাজিরদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন।

৯. বস্তুত সমস্ত আনসারই ঈছার (পরার্থপরায়ণতা)-গুণের অধিকারী ছিলেন, সর্বদা নিজের উপর অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতেন। হাদীসগ্রন্থসমূহে বিশেষভাবে এক সাহাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর ঘরে সামান্য কিছু খাবার ছিল, তা সন্ত্রেণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে নিজ-নিজ বাড়িতে মেহমান নিয়ে যেতে ও তাদেরকে আপ্যায়ন করতে উৎসাহ দিলে, তিনিও কয়েকজন মেহমান বাড়িতে নিয়ে আসলেন। তারপর নিজেরা অভুক্ত থেকে মেহমানদের খাওয়ালেন আর তাদের অভুক্ত থাকার বিষয়টা যাতে মেহমানগণ টের না পান সেই লক্ষে খাওয়ার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বাতি নিভিয়ে রাখলেন। এ আয়াতে তাদের সেই ঈছারেরই প্রশংসা করা হয়েছে।

১০ এবং (ফায়-এর সম্পদ) তাদেরও প্রাপ্য, যারা তাদের (অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারদের) পরে এসেছে। **১** তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা কর আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু। *

১০. এর দ্বারা এক তো যারা সাহাবায়ে কেরামের পরে জন্মগ্রহণ করেছেন বা তাদের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। তাদেরকেও 'ফায়' থেকে অংশ দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত এর অর্থ এটাও যে, 'ফায়'-এর যে পরিমাণ বায়তুল মালে সংরক্ষিত থাকবে, তা পরবর্তী কালের মুসলিমদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। হ্যারেত উমর ফারাক (রায়ি) এ আয়াতের ভিত্তিতেই ইরাকের জমি-জিরাত মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন না করে তার উপর খারাজ (কর) ধার্য করেছিলেন, যাতে তা বায়তুল মালে জমা হয়ে সমস্ত মুসলিমের কাজে আসে। এ মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান জন্য 'মাআরিফুল কুরআন' এবং বান্দার রচিত 'মিলকিয়াতে যমীন কী শরয়ী হায়ছিয়াত' পুস্তকাখনি পড়া যেতে পারে।

১১ তুমি কি দেখনি মুনাফেকদেরকে যারা কিতাবীদের মধ্যকার তাদের কাফের ভাইদেরকে বলে, তোমাদেরকে যদি বহিষ্কার করা হয়, তবে আমরাও তোমাদের সাথে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের সম্পর্কে কখনও অন্য কারও কথা মানব না আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ করা হয়, তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করব। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তারা বিলকুল মিথ্যক। *

১২ বস্তুত তাদেরকে (অর্থাৎ কিতাবীদেরকে) বহিষ্কার করা হলে তারা (অর্থাৎ মুনাফেকগণ) তাদের সাথে বের হবে না **১** এবং তাদের

সাথে যুদ্ধ করা হলে তারা তাদেরকে সাহায্যও করবে না আর যদি সাহায্য করতে আসেও, তবে অবশ্যই পিছন ফিরে পালাবে।
অতঃপর তারা কোন সাহায্য পাবে না। ❖

11. অর্থাৎ মুনাফেকরা ইয়াহুদীদেরকে যখন সাহায্য করার নিশ্চয়তা দিচ্ছিল তখনও সাহায্য করার কোন ইচ্ছা তাদের মনে ছিল না এবং
ভবিষ্যতেও এরূপ কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে তখন তারা কারও সাহায্য করবে না। আসলে কারও সাহায্য করার হিমতই তারা রাখে না।

13 (হে মুসলিমগণ!) প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশি। তা এজন্য যে, তারা এমনই এক সম্প্রদায়,
যাদের বুঝ-সম্বুঝ নেই। ❖

12. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার গৌরব-গরিমা সম্পর্কে তাদের কোনো বুঝ নেই। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কেও কোনো জ্ঞান নেই, যে কারণে
আল্লাহ তাআলার চেয়ে তোমাদেরকে বেশি ভয় করে। সেই বুঝ থাকলে তারা তাঁকেই বেশি ভয় করত এবং মুনাফিকী ছেড়ে খাঁটি মনে
ঢেমান আনত। -অনুবাদক

14 তারা সকলে একাটো হয়েও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, তবে এমন জনপদে (করবে), যা প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত অথবা (করবে)
দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে। তাদের আপসের মধ্যে বিরোধ প্রচণ্ড। তুমি তাদেরকে ঐক্যবন্ধ মনে কর, অথচ তাদের অন্তর বহুধা
বিভক্ত। ❖ তা এজন্য যে, তারা এমনই এক সম্প্রদায় যাদের আকল-বুদ্ধি নেই। ❖

13. কাতাদা (রহ.) বলেন, "বাতিলপস্তীগণ পরম্পরে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-চেতনা পোষণ করে। তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও ভিন্ন-ভিন্ন এবং তাদের
'আকীদা-বিশ্বাসেও দুষ্টর ব্যবধান। তা সত্ত্বেও মুসলিমদের সাথে শক্রতায় তারা সব একাটো।"
এই অন্তঃসারশূন্য গাঁটছড়ার বিপরীতে ওহে হকপস্তীগণ! এক 'আকীদা, এক চেতনা ও এক উদ্দেশ্যের হয়েও তোমরা কেন একত্ববন্ধ হতে
পারবে না? -অনুবাদক

15 তাদের অবস্থা তাদের সামান্য পূর্বে যারা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করেছে, তাদেরই মত। ❖ আর তাদের জন্য আছে
যন্ত্রণাময় শাস্তি। ❖

14. ইশ্বারা বনৃ কায়নুকা নামক আরেকটি ইয়াহুদী গোত্রের প্রতি। তারাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান
ও পারম্পরিক সাহায্য-সহযোগিতামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা সে চুক্তি ভঙ্গ করে নিজেরাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু
করেছিল এবং তাতে পরাস্তও হয়েছিল। তাদেরকেও মদীনা মুনাওয়ারা হতে উচ্ছেদ করা হয়েছিল।

16 তাদের তুলনা হল শয়তান। সে মানুষকে বলে, কাফের হয়ে যা। তারপর যখন সে কাফের হয়ে যায়, তখন বলে, তোর সাথে
আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি আল্লাহকে ভয় করি, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। ❖

15. শয়তানের খাসলত হল প্রথমে মানুষকে কুফর ও গোনাহে লিপ্ত হতে প্রয়োচনা দেওয়া। তার দ্বারা প্রয়োচিত হয়ে কেউ যখন কোন
গোনাহ করে ফেলে এবং সে কারণে তাকে কোন দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়, তখন আর শয়তান তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। এরূপ
এক ঘটনা সূরা আনফালে (৮ : ৪৮) বাদের যুদ্ধ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। আখেরাতে তো সে কাফেরদের দায়-দায়িত্ব নিতে সরাসরি অঙ্গীকার
করবে, যেমন সূরা ইবরাহীমে (১৪ : ২২) গত হয়েছে। মুনাফেকদের চিরত্বও ঠিক সে রকমই। শুরুতে তারা ইয়াহুদীদেরকে মুসলিমদের
বিরুদ্ধে উক্তানি দিতে থাকে। কিন্তু ইয়াহুদীদের যখন সাহায্যের প্রয়োজন হল, তখন এমনই ডিগবাজি খেল, যেন তাদেরকে চেনেই না।

17 সুতরাং তাদের উভয়ের পরিণাম এই যে, তারা জাহানামবাসী হবে, যাতে তারা স্থায়ী হয়ে থাকবে। এটাই জালেমদের শাস্তি। ❖

18 হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে এবং আল্লাহকে
ভয় কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা-কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি অবগত। ❖

19 তোমরা তাদের মত হয়ে না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল, ফলে আল্লাহ তাকে আত্মভোলা করে দেন। ❖ বস্তুত তারাই অবাধ্য।
❖

20. অর্থাৎ তাদের নিজেদের জন্য কোনটা উপকারী ও কোনটা ক্ষতিকর সে ব্যাপারে গাফেল ও উদাসীন হয়ে যায় আর সেই উদাসীনতার
ভোগের এমন সব কাজ করতে থাকে, যা তাদের জন্য ধৰ্মসকর।

20 জাহানামবাসী ও জান্মাতবাসীগণ সমান হতে পারে না। জান্মাতবাসীগণই কৃতকার্য। ❖

21 আমি যদি এ কুরআনকে অবতীর্ণ করতাম কোন পাহাড়ের উপর, তবে তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে অবনত ও বিদীর্ণ হয়ে
গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য এ কারণে বর্ণনা করি যে, তারা যেন চিন্তা-ভাবনা করে। ❖

17. এ আয়ত দ্বারা কুরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনার সাথে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হে মানুষ! কুরআনের ওজন ও মহামর্যাদায় যেখানে পাহাড়ের মত বিশাল ও সুকঠিন, অথচ এক জড় সৃষ্টির যথন অবনত ও বিদীর্ঘ হয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে এক ক্ষুদ্র ও কোমল, অথচ জ্ঞানবান সৃষ্টি হিসেবে এর দ্বারা তোমার তো অনেক বেশি প্রভাবিত হওয়ার কথা। কিন্তু তুমি ঠিক কতটুকু তা উপলব্ধি করছ? -আনুবাদক

22 তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মাঝুদ নেই। তিনি গুণ্ঠ ও প্রকাশ্য সব কিছুর জ্ঞাতা। তিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু। *

23 তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মাঝুদ নেই। তিনি বাদশাহ, পবিত্রতার অধিকারী, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, সকলের রক্ষক, মহাক্ষমতাবান, সকল দেষ-ক্রটির সংশোধনকারী, গৌরবাপ্তি, তারা যে শিরক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। *

24 তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিকর্তা, অস্তিত্বদাতা, রূপদাতা, ১৮ সর্বাপেক্ষা সুন্দর নামসমূহ তাঁরই, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং তিনিই ক্ষমতাময়, হেকমতের মালিক। *

18. এখানে আল্লাহ তাআলার 'আল-আসমাউল হুসনা' (সুন্দরতম নামসমূহ)-এর মধ্য হতে কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা তার তরজমা লিখেছি, কিন্তু তরজমা নাম নয়। মূল নাম তাই, যা আয়তে প্রদত্ত হয়েছে, অর্থাৎ আর রহমান, আর রাহীম, আল-মালিক, আল-কুদুস, আস-সালাম, আল-মুমিন, আল-মুহায়মিন, আল-আবীয়, আল-জাবার, আল-মুতাকাবির, আল-খালিক, আল-বারি, আল-মুসাউরিবির। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার নিরানবইটি নাম বর্ণনা করেছেন। সেগুলোকে 'আল-আসমাউল হুসনা' বলা হয়।



♦ আল মুম্তাহিনাহ ♦

1 হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য (ঘর থেকে) বের হয়ে থাক, তবে আমার শক্র ও তোমাদের নিজেদের শক্রকে এমন বন্ধু বানিও না যে, তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তা এমনই প্রত্যাখ্যান করেছে যে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকেও কেবল এই কারণে (মুক্তি হতে) বের করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব কর, অথচ তোমরা যা-কিছু গোপনে কর ও যা-কিছু প্রকাশ্যে কর আমি তা ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হল। *

১. হ্যারত হাতিব ইবনে আবু বালতাতা (রায়ি)-এর যে ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়তসমূহ নায়িল হয়েছে, তা সূরার পরিচিতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়তে পরিক্ষার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাফেরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো যাবে না। তাদের সাথে বন্ধুত্বের সীমাবেধ কী হবে, তা বিস্তারিতভাবে সূরা আলে ইমরান (৩ : ২৮)-এর টাঁকায় বর্ণিত হয়েছে।

2 তোমাদেরকে বাগে পেলে তারা তোমাদের শক্র হয়ে যাবে এবং নিজেদের হাত ও মুখ বিস্তার করে তোমাদেরকে কষ্ট দেবে। তাদের কামনা এটাই যে, তোমরা কাফের হয়ে যাও। *

3 কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আল্লাহই তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। তোমরা যা-কিছু করছ আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখছেন। *

4 তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে, যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করছ তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের (আকীদা-বিশ্বাস) অঙ্গীকার করি। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শক্রতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। তবে ইবরাহীম তার পিতাকে অবশ্য বলেছিল, আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য অবশ্যই মাগফিরাতের দুআ করব, যদিও আমি আল্লাহর সামনে আপনার কোন উপকার করার এখতিয়ার রাখি না। ১ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই দিকে আমরা ঝুঁ হয়েছি এবং আপনারই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। *

২. অর্থাৎ হ্যারত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যদিও নিজ সম্প্রদায় ও জ্ঞাতী-গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কচেছেন, কিন্তু প্রথম দিকে নিজ পিতার মাগফিরাতের জন্য দুআ করার ওয়াদাও করেছিলেন। তবে যখন তাঁর জানা হয়ে গেল তাঁর পিতা স্থায়ীভাবেই আল্লাহ তাআলার শক্র এবং তার ভাগ্যে ঈমান নেই, তখন তিনি তার জন্য দুআ করা থেকেও ক্ষান্ত হয়ে যান। বিষয়টা সূরা তাওবায় (৯ : ১১৪) গত হয়েছে।

5 হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের পরীক্ষার পাত্র বানাবেন না এবং হে আমাদের প্রতিপালক!

আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই কেবল আপনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ❁

6 (হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তাদের (কর্মপন্থার) মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ, প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে (সে যেন মনে রাখে), আল্লাহ সকলের থেকে অনপেক্ষ, আপনিই প্রশংসার্হ। ❁

7 অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের এবং যাদের সঙ্গে তোমাদের শক্রতা আছে, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ❁ ❁

3. অর্থাৎ মক্কা মুকাররমায় যারা এখন শক্রতা করে যাচ্ছে, আশা করা যায় তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমান আনবে এবং তারা শক্রতার বদলে বন্ধুত্ব শুরু করে দেবে। বাস্তবিকই মক্কা বিজয়ের পর এদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং দীনের সেবায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল।

8 যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিক্ষার করেনি, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। ❁ ❁

4. অর্থাৎ যেসব অমুসলিম মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তাদেরকে অন্য কোনওভাবে কষ্টও দেয় না, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা ও ইনসাফের পরিচয় দেওয়া আল্লাহ তাত্ত্বালার আদৌ অপচন্দ নয়; বরং মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের সাথেই ইনসাফ রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।

9 আল্লাহ তোমাদেরকে কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করার কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারাই জালেম। ❁

10 হে মুমিনগণ! মুমিন নারীগণ হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নিও। তাদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। অতঃপর তোমরা যদি জানতে পার তারা মুমিন, তবে তোমরা তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। তারা কাফেরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফেরগণও তাদের জন্য বৈধ নয়। ❁ তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ মোহরানা বাবদ তাদের জন্য) যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিও। ❁ আর তাদেরকে তোমাদের বিয়ে করাতে কোন গুনাহ নেই, যখন তোমরা তাদেরকে তাদের মোহরানা প্রদান করবে। তোমরা কাফের নারীদের সম্মত নিজেদের কবজ্যায় রেখে দিও না। ❁ তোমরা (তাদের মোহরানা বাবদ) যা ব্যয় করেছিলে তা (তাদের নতুন স্বামীদের থেকে) চেয়ে নাও ❁ এবং তারাও (তাদের ইসলাম গ্রহণকারী স্ত্রীদের উপর) যা কিছু ব্যয় করেছিল তা (তাদের নতুন মুসলিম স্বামীদের থেকে) চেয়ে নিক। এটা আল্লাহর ফায়সালা। তিনিই তোমাদের মধ্যে ফায়সালা দান করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ❁

5. এ আয়াত দ্ব্যথাহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছে, কোন মুসলিম নারী অমুসলিম পুরুষের বিবাহধীন থাকতে পারে না। কাজেই কোন অমুসলিম ব্যক্তির স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলে তার স্বামীকেও ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেওয়া হবে। সে স্ত্রীর ইদতের ভেতর ইসলাম গ্রহণ করলে তার বিবাহ বলবৎ থাকবে। কিন্তু সে যদি এই সময়ের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ না করে তবে মুসলিম স্ত্রীর সাথে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। ইদতের পর সে স্ত্রী কোন মুসলিম পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে।

6. কোন বিবাহিতা নারী ইসলাম গ্রহণের পর মদ্দিনা মুনাওয়ারায় চলে আসলে স্বামীদের সাথে তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে যেত। তবে তখন যেহেতু মক্কা মুকাররমার কাফেরদের সাথে সম্মত চুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা মোহরানা বাবদ স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছিল, তা ফেরত চাবে। কাজেই নতুন স্বামীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, স্ত্রীকে তার যে মোহরানা প্রদেয় হবে তা তার স্ত্রীর প্রাক্তন অমুসলিম স্বামীকে দিয়ে দেবে।

7. অর্থাৎ মক্কায় অবস্থিত কাফের স্ত্রীদের সম্মত তথ্য তাদের সাথে তোমাদের বিবাহকে নিজেদের কবজ্যায় রেখ না। কেননা দেশ ভিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে সেই অমুসলিম নারীদের সাথে তোমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বাতিল হয়ে গেছে। এখন আর তারা তোমাদের স্ত্রী নয়। কুরতুবী (রহ.) বলেন, এছলে এর বহুবচন) দ্বারা বিবাহ বোঝানো হয়েছে। -অনুবাদক

8. এ আয়াত নায়লের আগে বহু সাহবী এমন ছিলেন, যারা নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের স্ত্রীগণ কাফেরই থেকে গিয়েছিল; কিন্তু তা সম্মত তাদের বিবাহ বলবৎ ছিল। অবশেষে এ আয়াত নায়ল হয়ে স্পষ্ট হৃকুম দিয়ে দিল যে, এখন আর কোন মৃত্পৃজারিণী কোন মুসলিম ব্যক্তির স্ত্রীর পক্ষে থাকতে পারবে না। পূর্বে মুশারিকদের ব্যাপারে যেমন হৃকুম দেওয়া হয়েছিল যে, তারা তাদের ইসলাম গ্রহণকারী স্ত্রীদেরকে যে মোহরানা দিয়েছিল, তা তাদেরকে ফেরত দিতে হবে, তেমনিভাবে মুসলিমদের সাথে তাদের যে অমুসলিম স্ত্রীদের বিবাহ বাতিল হয়ে গেল, তাদের ক্ষেত্রেও একই রকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এ ক্ষেত্রেও ইনসাফের দাবি ছিল যে, মুসলিম স্বামীগণ তাদেরকে যে মোহরানা দিয়েছিল, তাদের নতুন স্বামীগণ তা প্রাক্তন স্বামীদেরকে ফিরিয়ে দেবে। তাই মুসলিম স্বামীদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা তাদের প্রাক্তন স্ত্রীদের নতুন স্বামীদের কাছে মোহরানা ফেরত চাবে। সুতরাং এ আয়াত নায়ল হওয়ার পর এক্ষেপ সাহবীগণ তাদের অমুসলিম স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিলেন, কিন্তু তাদেরকে যেসব মুশারিক পুরুষ বিবাহ করেছিল তারা মুসলিমদেরকে মোহরানা ফেরত

দেয়নি। তাই পরবর্তী বাক্যে আদেশ করা হয়েছে, যে সকল মুসলিমের স্ত্রীগণ কাফের থাকার কারণে কাফেরদের সাথে বিবাহ সম্পন্ন করে নিয়েছে এবং তাদের নতুন স্বামীগণ তাদের প্রাক্তন স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দেয়নি, তারা তাদের প্রাপ্ত উস্তুল করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করতে পারে যে, কোন নারী ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসলে এবং কোন মুসলিম ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ হয়ে গেলে, এই নতুন স্বামীর কাছ থেকে তা চেয়ে নেবে। অর্থাৎ এই স্বামীর তো করণীয় ছিল সে মোহরানা তার স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামীকে দিয়ে দেওয়া, কিন্তু এখন সে তা তাকে না দিয়ে, সেই মুসলিমকে দিয়ে দেবে, যার স্ত্রী কাফের হওয়ার কারণে কোন কাফের ব্যক্তিকে বিবাহ করেছে এবং তার নতুন স্বামী সেই মুসলিমকে উপরে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে মোহরানা ফেরত দেয়নি। এভাবে মুসলিম ব্যক্তি তার প্রাপ্ত অর্থ পেয়ে যাবে আর কাফেরগণ তাদের নিজেদের মধ্যে আপসরণ করে নেবে।

11 তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ যদি তোমাদের হাতচাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে চলে যায়, তারপর তোমাদের সুযোগ আসে **১** তবে যাদের স্ত্রীগণ চলে গেছে, তাদেরকে, তারা (তাদের স্ত্রীদের জন্য) যা ব্যয় করেছিল, তার সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দেবে। **২** আল্লাহকে ভয় করে চলো, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী। ♦

৭. এটা বলা হচ্ছে সেই সকল মুসলিমকে, যারা ইসলাম গ্রহণকারী বিবাহিতা নারীদেরকে বিবাহ করেছে এবং তাদের প্রাক্তন স্বামীদের প্রদত্ত মোহরানা ফিরিয়ে দেওয়া তাদের অবশ্য করণীয় হয়ে গেছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তারা মোহরানার অর্থ প্রাক্তন স্বামীদেরকে ফেরত না দিয়ে, বরং তা থেকে যে সকল মুসলিমের স্ত্রী কাফেরদের কাছে চলে গেছে, অথচ কাফেরগণ তাদের মোহরানা ফেরত দেয়নি, সেই মুসলিমদেরকে তাদের প্রদত্ত মোহরানার সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দেবে।

10. অর্থাৎ তোমাদের প্রদত্ত মোহরানা সেই নারীদের নতুন স্বামীদের কাছ থেকে উস্তুল করে নেওয়ার সুযোগ আসে।

12 হে নবী! মুসলিম নারীগণ যখন তোমার কাছে এই মর্মে বায়আত করতে আসে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনও জিনিসকেই শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, এমন কোন অপবাদ রটাবে না, যা তারা নিজেদের হাত-পায়ের মাঝখান থেকে রচনা করেছে **১** এবং কোন ভালো কাজে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তখন তুমি তাদের বায়আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দুआ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ♦

11. ‘হাত-পায়ের মাঝখান থেকে অপবাদ রচনা করা’ কথাটি একটি আরবী বাগধারা। এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) ব্রেচায় সজ্ঞানে কারও উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। (দুই) অন্যের ওরসজাত সন্তানকে নিজ স্বামীর সন্তান বলে পরিচয় দেওয়া। জাহেলী যুগে কোন কোন নারী অন্যের সন্তানকে নিয়ে এসে বলত, এ আমার স্বামীর সন্তান অথবা ব্যভিচার করত এবং তাতে যে অবৈধ সন্তানের জন্ম হত, তাকে নিজ স্বামীর সন্তান বলে পরিচয় দিত। এছলে এই মৃণ্য অপরাধ থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রূতি নেওয়া বোঝানো হয়েছে।
প্রকাশ থাকে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইস্সি ওয়াসাল্লাম যখন কোন নারীর বায়আত গ্রহণ করতেন, তখন কিছুতেই তার হাত স্পর্শ করতেন না। তিনি নারীর বায়আত কেবল মৌখিকভাবেই গ্রহণ করতেন।

13 হে মুমিনগণ! আল্লাহ যাদের প্রতি ক্রুদ্ধ, তোমরা সে সম্পদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা আখেরাতে সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেছে। যেমন কাফেরগণ কবরে দাফনকৃত লোকদের সম্পর্কে হতাশ। **১** ♦

12. অর্থাৎ মৃত বাপ-দাদা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বন্ধুর কোন রকম সাহায্য করবে এ ব্যাপারে কাফেরগণ যেমন হতাশ, তেমনিভাবে তারা আখেরাতের জীবন সম্পর্কেও হতাশ। কোন কোন মুফাসিসির আয়াতটির তরজমা করেছেন এ রকম, ‘তারা আখেরাতে সম্পর্কে সে রকমই হতাশ হয়ে গেছে, যেমন হতাশ সেই সব কাফের, যারা কবরে পোঁছে গেছে’। এ হিসেবে এর ব্যাখ্যা হল, যে সকল কাফের কবরে গিয়ে পোঁছেছে, তারা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে আখেরাতের সুখশুণ্যান্তিতে তাদের কোন ভাগ নেই। ফলে তারা সে ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে গেছে, ঠিক তেমনিভাবে এই জীবিত কাফেরগণও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে পুরোপুরি হতাশ।



♦ আস সাফ ♦

1 যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলী ও যা-কিছু আছে পৃথিবীতে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করেছে। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। **১** ♦

1. ‘সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জিনিস আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করে (অর্থাৎ তার পবিত্রতা ঘোষণা করে)’ এ কথাটি পূর্বে একাধিক স্থানে গত হয়েছে, যেমন সূরা নূর (২৪ : ৩৬, ৪১) ও সূরা হাশর (৫৯ : ২৪)। সূরা বনী ইসরাইল (১৭ : ৪৪)-এ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না। পূর্বে সূরা হাদীদ (৫৭), সূরা হাশর (৫৯) এবং সামনে সূরা জুমুআ (৬২) ও সূরা তাগাবুন (৬৪)-কে আল্লাহ তাআলা এই সত্য বর্ণনার মাধ্যমেই শুরু করেছেন যে, সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। বাহ্যত এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য যে, তোমাদেরকে তাওইদের উপর দ্বিমান আনয়ন ও ইবাদত-বন্দেগী করার নির্দেশ দানের ভেতর আল্লাহ তাআলার নিজের কোন ফায়দা নেই। কেননা তাঁর কোন কিছুর প্রতি ঠেকা নেই। তোমরা তাঁর ইবাদত কর আর নাই কর বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু তাঁর সামনে নতুনির হয়ে আছে।

২ হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা কর না? ☺

২. ইমাম আহমাদ (রহ.) ও বাগবী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, কোন কোন সাহাবী নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিলেন, কোন কাজ আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি পছন্দ তা যদি জনতে পারতাম, তবে তার জন্য প্রয়োজনে প্রাণ দিয়ে দিতাম। একথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের সামনে এসুরাটি পাঠ করলেন (তাফসীরে মাঝহারী ও ইবনে কাহীর)। এতে প্রথমে তাদেরকে কথা বলার এই আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, একপ কোন কথা বলা উচিত নয়, যা দ্বারা দাবি মত কিছু বোঝা যায়। অর্থাৎ শুনলে মনে হয় দাবি করছে, অমুক কাজটি সে অবশ্যই করবে, অথচ সে কাজটি তো তার পক্ষে করা সম্ভব নাও হতে পারে। ফলে তার দাবি মিথ্যা হয়ে যাবে এবং সকলের কাছে প্রমাণ হবে, লোকটি যা বলেছিল তা করতে পারেনি। হাঁ যদি নিজের উপর ভরসা না করে বিনয়ের সঙ্গে কোন কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়, তাতে কোন দোষ নেই। অতঃপর তাদের কামনা অনুযায়ী জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, জিহাদের কাজটি আল্লাহ তাআলার বড় পছন্দ এবং এর জন্য আল্লাহ তাআলা যে পুরস্কার ছিল করে রেখেছেন তাও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন ও হাদিসে বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয়। আপাতদৃষ্টিতে তা পরম্পর বিরোধী মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা অবস্থা, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ব্যক্তিভুক্ত একেকবার একেকটি কাজকে সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন যখন জিহাদ চলতে থাকে, তখনকার জন্য সেটাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় কাজ। আবার কখনও পিতা-মাতার খেদমত বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তখন সেটাই সবচেয়ে উত্তম কাজ সাব্যস্ত হবে।

৩ আল্লাহর কাছে এ বিষয়টা অতি অপচন্দনীয় যে, তোমরা এমন কথা বলবে, যা তোমরা কর না। ☺

৪ বস্তুত আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা শিশাচালা প্রাচীর। ☺

৫ সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, অথচ তোমরা জান আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল হয়ে এসেছি? ৩ অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। ৪ আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে হেদয়াতপ্রাপ্ত করেন না। ☺

৩. অর্থাৎ তারা যে বুঝে-শুনেই জিদ ধরেছিল ও হঠকারিতা প্রদর্শন করেছিল, আল্লাহ তাআলা তার শাস্তি স্বরূপ তাদের অন্তর বাঁকা করে দিলেন। ফলে এরপর আর সত্য গ্রহণ করার কোন সুযোগই তাদের থাকল না।

৪. হ্যরত মুসা আলাইহিস সালামকে তার সম্প্রদায় কতভাবে কষ্ট দিয়েছিল তা বিস্তারিতভাবে সুরা বাকারায় (২ : ৫৯) গত হয়েছে।

৬ এবং স্মরণ কর সেই সময়কে, যখন ঈসা ইবনে মারযাম বলেছিল, হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল হয়ে এসেছি, আমার পূর্বে যে তাওরাত (নাফিল হয়ে)- ছিল, তার সমর্থনকারীরূপে এবং সেই রাসূলের সুসংবাদদাতারূপে, যিনি আমার পরে আসবেন এবং যার নাম হবে 'আহমাদ'। ৫ অতঃপর সে যখন সুস্পষ্ট নির্দর্শনাবলীসহ আসল তখন তারা বলতে লাগল, এ তো এক স্পষ্ট যাদু। ☺

৫. 'আহমাদ' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই নাম। হ্যরত ঈসা আলাইহিস সালাম এ নামেই তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। অনেক বিকৃতি সত্ত্বেও ইওহোনার ইনজিলে অদ্যবধি এ রকম একটি সুসংবাদ দেখতে পাওয়া যায়। ইওহোনার ইনজিলে আছে, হ্যরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর হাওয়ারী (শিশবর্গ্য)-কে বলছেন, "আমি পিতার নিকট চাহিব আর তিনি তোমাদের নিকটে চিরকাল থাকিবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠাইয়া দিবেন" (ইওহোনা ১৪:১৬)। এখনে যে শব্দের অর্থ করা হয়েছে সাহায্যকারী, হিন্দু ভাষায় সে মূল শব্দটি ছিল 'পারাল্লীত' (Perichlytas) করে ফেলা হয়েছে, যার অর্থ হল 'প্রশংসনীয় ব্যক্তি', যা কিনা 'আহমাদ'-এরই আভিধানিক অর্থ। কিন্তু শব্দটিকে পরিবর্তন করে (Perichlytas) করে ফেলা হয়েছে, যার অর্থ সাহায্যকারী। কোন কোন অনুবাদে এর অর্থ করা হয়েছে 'প্রতিনিধি' বা 'সুপারিশকারী'। পারাল্লীত শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করলে শ্লোকটির তরজমা হবে, "তিনি তোমাদের নিকটে সেই প্রশংসনীয় ব্যক্তি (আহমাদ)-কে পাঠিয়ে দিবেন, যিনি সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন"। এর দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কোন অঞ্চল বা বিশেষ কোন কালের জন্য প্রেরিত হবেন না; বরং তার নবুওয়াত কিয়ামত পর্যন্ত সর্বাঞ্চলের মানুষের জন্য কার্যকর থাকবে। তাছাড়া বার্ণবাসের ইনজিলে বেশ কয়েক জোয়গায় দেখতে পাওয়া যায় যে, হ্যরত ঈসা আলাইহিস সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নিয়েই সুসংবাদ দিয়েছেন। থিস্টান জাতি যদিও এ ইনজিলকে নির্ভরযোগ্য মনে করে না, কিন্তু আমাদের কাছে প্রসিদ্ধ চার ইনজিল অপেক্ষা বার্ণবাসের ইনজিলই বেশি নির্ভরযোগ্য। আমি এর বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ 'ঈসাইয়্যাত কিয়া হ্যায়' নামক পুস্তকে উল্লেখ করেছি। [বইটি 'খ্রিস্টধর্মের স্বরূপ' নামে বাংলায় অনুদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।]

৭ সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, অথচ তাকে ইসলামের দিকে ডাকা হয়? ৬ আল্লাহ এরাপ জালেম সম্প্রদায়কে হেদয়াতপ্রাপ্ত করেন না। ☺

৬. যাকে ইসলামের দিকে ডাকা হয়, আর সে কোন রাসূলের রিসালাতকে অঙ্গীকার করে, সে মূলত আল্লাহ তাআলা সম্পর্কেই মিথ্যা রচনা করে। কেননা আল্লাহ তাআলা তাকে নবী বানিয়েছেন, আর সে বলছে তাকে নবী বানানো হয়ানি, এটা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা ছাড়। আর কী?

৮ তারা তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে অবশ্যই পরিপূর্ণ করবেন, তা কাফেরদের জন্য ঘটই অগ্রীতিকর হোক। ☺

৯ তিনিই তো নিজ রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, তাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করার জন্য, এ তা মুশরিকদের জন্য যতই অপ্রতিকর হোক। *

৭. দলীল-প্রমাণের ময়দানে তো ইসলাম সর্বদা বিজয়ীই আছে এবং থাকবেও। আর বাহ্যিক শক্তিতে মুসলিমদের বিজয়ী থাকার বিষয়টা বিভিন্ন শর্তের সাথে যুক্ত। সে সকল শর্ত বিদ্যমান থাকায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তারপরও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ সকলের উপর বিজয়ী ছিল। অতঃপর তাদের দ্বারা সে সব শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণে বিজয়ও তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পরিশেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যত্বাণী মোতাবেক শেষ যামানায় আবার ইসলাম ও মুসলিম জাতি সারা বিশ্বে বিজয় লাভ করবে।

১০ হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? ✝ *

৮. ব্যবসায়ে দ্বিপাক্ষিক লেনদেন থাকে। অর্থাৎ এক পক্ষ অপর পক্ষকে কোন মাল দিয়ে বিনিময়ে তার মূল্য গ্রহণ করে। সে রকমই মুমিনগণ নিজের জ্ঞান-মাল আল্লাহ তাআলাকে সমর্পণ করে এবং আল্লাহ তাআলা বিনিময়ে তাকে জ্ঞানাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতবাসী বানান। এটা বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি নিজের দেওয়া জ্ঞান-মালকেই ক্রেতা হিসেবে জান্নাতের বিনিময়ে গ্রহণ করেন। দেখুন সূরা তাওবা (৯ : ১১১)।

১১ (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের পক্ষে শ্রেয় যদি তোমরা উপলক্ষ্মি কর। *

১২ এর ফলে আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসগৃহে, যা স্থায়ী জান্নাতে অবস্থিত। এটাই মহা সাফল্য। *

১৩ এবং তোমাদেরকে দান করবেন তোমাদের পছন্দনীয় আরও একটি জিনিস (আর তা হল) আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয় এবং (হে রাসূল!) মুমিনদেরকে (এর) সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। *

১৪ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর (দীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মারয়াম (আলাইহিস সালাম) হাওয়ারীদেরকে ঝুঁ বলেছিলেন, আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলল, আমরা আল্লাহর (দীনের) সাহায্যকারী। তারপর বনী ইসরাইলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফর অবলম্বন করল। সুতরাং যারা ঈমান এনেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শক্তির বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হল। *

৯. হাওয়ারী বলা হয় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীগণকে, যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীগণকে সাহায্য বলে।



♦ আল জুমুআহ ♦

১ যা কিছু আকাশমণ্ডলীতে ও যা-কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, যিনি বাদশাহ, পবিত্রতার অধিকারী, পরাক্রমশালী; প্রজ্ঞাময়। *

২ তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে তাঁর আয়তসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেবে, যদিও তারা এর আগে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিপত্তি ছিল। ১ *

১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ায় পাঠানোর যে চারটি উদ্দেশ্য এ আয়তে বর্ণিত হয়েছে, এগুলিই পূর্বে সূরা বাকারা (২ : ১২৯) ও সূরা আলে ইমরানেও (৩ : ১৬৩) উল্লেখ করা হয়েছে।

৩ এবং (এ রাসূলকে যাদের কাছে পাঠানো হয়েছে) তাদের মধ্যে আরও কিছু লোক আছে, যারা এখনও তাদের সাথে এসে যোগ দেয়নি ২ এবং তিনি অতি ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়। *

২. এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেবল সেই আরববাসীর জনাই রাসূল করে পাঠানো হয়নি, যারা তাঁর আমলে বর্তমান ছিল: বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য রাসূল হয়ে এসেছেন।

৪ এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। তিনি মহা অনুগ্রহশীল। ৩ ❁

৩. ইয়াহুদীদের কামনা ছিল শেষ নবী যেন তাদেরই মধ্যে অর্থাৎ বনী ইসরাইলের মধ্যে আসেন আর আরবের মুর্তিপূজারীরা বলত, আল্লাহ তাআলার যদি কোন নবী পাঠানোর দরকার হত, তবে আমাদের বড়-বড় নেতাদের মধ্য হতেই কাউকে বেছে নিলেন না কেন? (দেখুন সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩১)। আল্লাহ তাআলা বলছেন, নবুওয়াত ও রিসালাত আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই দিয়ে থাকেন। এ বিষয়ে অন্য কারও কোনও রকম হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই।

৫ যাদের উপর তাওরাতের ভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা সে ভার বহন করেনি, ৪ তাদের দৃষ্টান্ত হল গাধা, যে বহু কিতাব বয়ে রেখেছে। যারা আল্লাহর কিতাবকে অঙ্গীকার করে তাদের দৃষ্টান্ত কর্তই না মন্দ। আল্লাহ এরপ জালেম লোকদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন না। ❁

৪. অর্থাৎ তাওরাতের বিধানাবলী পালন করার যে দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছিল, তারা তা আদায় করেনি। শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার হুকুমও তার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তারা তাঁর উপর ঈমান আনেনি।

৬ (হে রাসূল!) বল হে ইয়াহুদীগণ, যদি তোমাদের দাবি এই হয় যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানুষ নয়। তবে মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ৫ ❁

৫. এই একই কথা সূরা বাকারায়ও বলা হয়েছে (২ : ৯৫)। ইয়াহুদীদের জন্য এটা খুবই সহজ চ্যালেঞ্জ ছিল। তাদের পক্ষে সামনে এসে একথা বলে দেওয়া কিছু কঠিন ছিল না যে, ‘আমরা মৃত্যু কামনা করছি।’ কিন্তু তাদের কেউ একথা বলার জন্য সামনে আসল না। কারণ তারা জানত, এ চ্যালেঞ্জ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে। কাজেই মৃত্যু কামনা করলে তা পূরণে দেরি হবে না, সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের মরতে হবে।

৭ কিন্তু তারা নিজ হাতে যা সামনে পাঠিয়েছে, তার কারণে তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ ওই জালেমদেরকে ভালোভাবেই জানেন। ❁

৮ বল, তোমরা যে মৃত্যু হতে পালাচ্ছ, তা তোমাদের সাথে সাক্ষাত করবেই। অতঃপর তোমাদেরকে তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার) কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি সমস্ত গুপ্ত ও প্রকাশ্য সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা-কিছু তোমরা করতে। ❁

৯ হে মুমিনগণ! জুম'আর দিন যখন নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। ৬ এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। ❁

৬. জুম'আর প্রথম আয়ানের পর জুম'আর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ জায়ে নেই। এমনিভাবে জুম'আর নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেচাকেনা করাও জায়ে নয়। আল্লাহর যিকির দ্বারা খুতবা ও নামায বোঝানো হয়েছে।

১০ অতঃপর নামায শেষ হয়ে গেলে তোমরা যমীনে ছাড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর, ৭ এবং আল্লাহকে স্মরণ কর বেশি বেশি যাতে তোমরা সফলকাম হও। ❁

৭. পেচনে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদের পরিভাষায় আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান দ্বারা ব্যবসা বা অন্য কোন উপায়ে জীবিকা উপর্যুক্তে বোঝানো হয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ হল, আয়ানের পর বেচাকেনার উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল জুম'আর নামায শেষ হলে তা তুলে নেওয়া হয়। ফলে বেচাকেনা জায়ে হয়ে যায়।

১১ কতক লোক যখন ব্যবসায় অথবা কোন খেলা দেখল, তখন তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সে দিকে ছুটে গেল। ৮ বলে দাও, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা ব্যবসা ও খেলা অপেক্ষা অনেক শ্রেয়। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। ৯ ❁

৮. এটা তো ছিল সাহাবায়ে কিরামের কারও কারও প্রথমদিকের কথা। কিন্তু এই সতর্কীকরণের পর তাদের জীবনে যে পরিবর্তন এসেছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্য হল -
لَا تَلْهُنْهُمْ تَجَارِبٌ وَلَا يَنْبَغِي عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الرِّزْكِ وَالْأَنْوَادِ -
‘তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় হতে বিরত রাখে না। (সূরা নূর ২৪ : ৩৭) - অনুবাদক

৯. হাফেজ ইবনে কাহীর (রহ.) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিকে খুতবা দিতেন জুম'আর নামাযের পরে। একবার জুম'আর নামায শেষে যখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক বাণিজ্য কাফেলা পণ্য-সামগ্ৰী নিয়ে উপস্থিত হল এবং ঢেল পিটিয়ে তার ঘোষণাও দেওয়া হচ্ছিল। তখন মদীনা মুনাওয়ারায় খাদ্য-সামগ্ৰী বড় অভাব আছিল। কাজেই উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই খুতবা ছেড়ে সেই কাফেলার দিকে ছুটে গেলেন। সামান্য কিছু সংখ্যক মসজিদে অবশিষ্ট থাকলেন। এ আয়তে যারা চলে গিয়েছিলেন তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, খুতবা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। কেননা এটা জায়ে ছিল না। এর দ্বারা জানা গেল জুম'আর নামায পড়লেই দায়িত্ব



♦ আল মুনাফিকুন ♦

- ১ যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে তখন বলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন মুনাফিকরা মিথ্যবাদী। ♦

২ তারা তাদের শপথগুলিকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে। অতঃপর তারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত রাখে। বস্তুত তারা যা করছে তা অতি মন্দ! ♦

৩ ১. ঢাল দ্বারা ঘেমন তরবারির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা হয়, তেমনি তারা নিজেদের রক্ষার জন্য শপথ করে। তারা মনে করে শপথের মাধ্যমে যদি নিজেদের মুমিন বলে বিশ্বাস করানো যায়, তবে দুনিয়ায় কাফেরদেরকে যে শোচনীয় পরিগাম ভোগ করতে হয়, তা থেকে তারা বেঁচে যাবে।

৪ ১. তা এ কারণে যে, তারা (শুরুতে বাহ্যিকভাবে) ঈমান এনেছে, তারপর আবার কুফর অবলম্বন করেছে। তাই তাদের অন্তরে মোহর করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা (সত্য) বোঝেই না। ♦

২. তুমি যখন তাদেরকে দেখ, তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার কাছে বড় ভালো লাগে এবং তারা যখন কথা বলে তুমি তাদের কথা শুনতে থাক, তারা যেন (কোন কিছুতে) ঠেকনা দেওয়া কাঠ। তারা যে-কোন হাঁক-ডাককে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই (তোমাদের) শক্ত। তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করুন। তারা বিদ্রোহ হয়ে কোন দিকে চলছে।

৩. অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক গড়ন-পেটন ও বেশভূষা বড়ই আকর্ষণীয়। কথা অত্যন্ত মধুর, শুধু শুনতেই মনে চায়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মুনাফেকীর কর্দমতায় আচ্ছন্ন। বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই দৈহিক দিক থেকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় পুরুষ ছিল। তার কথাবার্তাও ছিল বেশ অলঙ্কারপূর্ণ। কিন্তু ছিল তো মুনাফেকদের সর্দার।

৪. অর্থাৎ কাঠ যদি কোন প্রাচীরের সাথে হেলান দেওয়ানো অবস্থায় থাকে, তবে দেখতে যতই চমৎকার লাগুক না কেন, তা দিয়ে কোন উপকার হয় না। এ রকমই মুনাফেকদেরকে যতই সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে হোক, প্রকৃতপক্ষে তারা সম্পূর্ণ অকেজো। তাদের দিয়ে কোন উপকার হয় না। তারা যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসত তখন তাদের শরীর মজলিসে থাকত বটে, কিন্তু মন-মস্তিষ্ক তাঁর অভিমুখী থাকত না। এ হিসেবেও তাদেরকে নিষ্পাণ কাঠের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৫. অর্থাৎ তাদের অন্তর যেহেতু অপরাধী ছিল তাই মুসলিমদের মধ্যে কোন শোরগোল হলেই তারা মনে করত তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা হচ্ছে।

৬. অর্থাৎ মুনাফিকরা আপনার ও মুমিনদের ঘোর শক্ত, যদিও তারা মুখে ইসলাম প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা কাফেরদের গুপ্তচর। কাজেই তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকুন। তাদেরকে একদম বিশ্বাস করবেন না। -অনুবাদক

৫. যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করবেন, তখন তারা মাথা মোচড় দেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখবে তারা অহংকার বশে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ♦

৬. মহেসুসু^ل-এর অর্থ মাথা ফিরানোও হতে পারে এবং মাথা নাড়ানোও হতে পারে। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) সন্তুত এ কারণেই এর অর্থ করছেন মাথা মোচড় দেওয়া। এর দ্বারা এক রকম প্রতারণার ধারণা সৃষ্টি হয় আর এটাই তাদের চরিত্রের সঠিক চিত্রাঙ্কন।

(হে রাসূল!) তুমি তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ কর বা না কর উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ এমন অবাধ্যদেরকে কিছুতেই হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন না। ♦

৭. অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের মুনাফেকী থেকে তাওবা করে প্রকৃত মুমিন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

7 তারাই বলে, যারা রাস্তালু়াহর কাছে আছে, তাদের জন্য ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই সরে পড়ে, অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিকরা বোঝে না। *

8. সূরার পরিচিতিতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, এটা তারাই অংশ। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার সঙ্গীদেরকে বলেছিল, মুসলিমদের পেছনে অর্থ ব্যয় বন্ধ করে দাও। তাহলে দেখবে কিছুদিন পর তাঁর (অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সাহাবীগণ তাকে ছেড়ে চলে যাবে (নাউয়ুবিল্লাহ)।

8 তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে, যারা মর্যাদাবান তারা হীনদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে। অথচ মর্যাদা তো কেবল আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদেরই আছে। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না। *

9. এটাই সে কথা যা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অবশ্যই বলেছিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করা হলে সাফ অঙ্গীকার করে দিয়েছিল, যেমন সূরার পরিচিতিতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

9 হে মুমিনগণ! তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে গাফেল করতে না পারে। যারা এ রকম করবে (অর্থাৎ গাফেল হবে) তারাই (ব্যবসায়) ক্ষতিগ্রস্ত। *

10 আমি তোমাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর হৃকুম অনুযায়ী) ব্যয় কর, এর আগে যে, তোমাদের কারও মৃত্যু এসে যাবে আর তখন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে কিছু কালের জন্য সুযোগ দিলে না কেন, তাহলে আমি দান-সদকা করতাম এবং নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। *

11 যখন কারও নির্ধারিত কাল এসে যাবে তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দিবেন না। আর তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবহিত। *



♦ আত তাগাবুন ♦

1 যা কিছু আকাশমণ্ডলীতে ও যা-কিছু পৃথিবীতে আছে, তা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। *

2 তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের ও কেউ মুমিন। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখছেন। *

3 তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন। তাঁরই দিকে শেষ পর্যন্ত (সকলকে) ফিরে যেতে হবে। *

4 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর তাও তিনি পরিপূর্ণরূপে জানেন এবং আল্লাহ আন্তরের বিষয়াবলী পর্যন্ত ভালোভাবে জ্ঞাত আছেন। *

5 তোমাদের নিকট কি পৌঁছেনি তাদের বৃত্তান্ত, যারা তোমাদের পূর্বে কুফর অবলম্বন করেছিল, অতঃপর তারা তাদের কর্মের পরিণাম ভোগ করেছে এবং (ভবিষ্যতে) তাদের জন্য আছে এক যন্ত্রণাময় শাস্তি? *

6 তা এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা বলেছিল, (আমাদের মত) মানুষই কি আমাদেরকে হেদায়াত দেবে? মোটকথা তারা কুফর অবলম্বন করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল। আর আল্লাহও তাদেরকে অপ্রয়োজনীয় ঠাওরালেন। বস্তুত আল্লাহ অভাবমুক্ত, আপনিই প্রশংসাযোগ্য। *

7 যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা দাবি করে, তাদেরকে কখনওই পুনর্জীবিত করা হবে না। বলে দাও, কেন নয়? আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই পুনর্জীবিত করা হবে। তারপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে তোমরা যা-কিছু করতে। আর এটা আল্লাহর জন্য অতি সহজ। *

8 সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই আলোর প্রতি যা আমি নাফিল করেছি। তোমরা যা-কিছু করছ আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবহিত। ♦

9 (দ্বিতীয় জীবন হবে সেই দিন), যে দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন একত্রীকরণের দিনে। সেটা কিছু লোক কর্তৃক অন্যদেরকে আক্ষেপে ফেলার দিন। আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জানাতে, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য। ♦

1. কুরআন মাজীদে এখানে **تغابن** (তাগাবুন) শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। এর অর্থ একে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, আক্ষেপে ফেলা। কিয়ামতকে 'তাগাবুনের দিন' বলা হয়েছে এ কারণে যে, সে দিন যারা জানাতে যাবে তাদেরকে দেখে জাহান্নামীর আক্ষেপ করে বলবে, আহা! আমরা যদি দুর্নিয়ায়- জানাতীদের মত আমল করতাম, তবে আজ আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হত না, আমরাও তাদের মত জানাতের নিয়ামত লাভ করতে পারতাম। হযরত শাহ আবদুল কাদের (রহ.) এর তরজেমা করেছেন 'হারজিতের দিন'। এর দ্বারা বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে পরিষ্কার হয়ে যায়।

10 আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা হবে জাহান্নামবাসী। তাতে তারা সর্বদা থাকবে এবং তা অতি মন্দ ঠিকানা। ♦

11 কোন মুসিবতই আল্লাহর হৃকুম ছাড়া আসে না। যে-কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়াত দান করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত। ♦

2. বিপদাপদের সময় আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে স্থিরচিত্ত রাখেন। তারা চিন্তা করে যে-কোন বিপদ আল্লাহ তাআলার হৃকুমেই আসে। এর মধ্যে কোনও না কোনও মঙ্গল নিহিত আছে, তা আমাদের বুঝে আসুক বা নাই আসুক। বিষয়টা এভাবে চিন্তা করার ফলে মুমিনদের পক্ষে সে বিপদ অসহনীয় হয়ে ওঠে না; বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তারা সবরের তাওফীক লাভ করে। 'অন্তরকে হিদায়াত দান' দ্বারা একথাই বোঝানো হয়েছে।

12 তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (জেনে বেখ) আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্ট ভাষায় পৌঁছে দেওয়া। ♦

13 আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহরই উপর নির্ভর করা। ♦

14 হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শক্ত। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। যদি তোমরা মার্জিনা কর ও উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ☺

3. যেই স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করতে উৎসাহিত করে, তারা শক্রতুল্য। তবে তারা যদি অনুত্পন্ন হয় ও তাওবা করে তবে তাদেরকে ক্ষমা করা উচিত এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত [তখন যদি তাদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করা হয় কিংবা তাদের বিরক্তে শাস্তি-শৃঙ্খলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তবে দুনিয়ার শাস্তি-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যাবে। যুক্তি-বুদ্ধি ও শরীয়তের বিচারে যতটুকু সম্ভব তাদের নির্বাক্তাকে উপেক্ষা করা ও তাদের দোষ-ক্রতৃ ক্ষমা করা চাই।] যে ব্যক্তি তাদের প্রতি এরাপ মহানুভবতার পরিচয় দিবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দয়া করবেন ও তার ক্রতৃ-বিচুতি ক্ষমা করবেন। প্রকাশ থাকে যে, সব স্ত্রী ও সকল সন্তান-সন্ততিই এ রকম নয়। এমন বহু নারী আছে, যারা তাদের স্বামীদের দীন ও ঈমান হেফাজত করে এবং নেক কাজে তাদের সৎ পরামর্শক ও উত্তম সহযোগী হয়। এমনিভাবে অনেক সৌভাগ্যবান সন্তান রয়েছে, যারা তাদের পিতা-মাতার জন্য স্থায়ী পুণ্য হয়ে থাকে -অনুবাদক, তাফসীরে উচ্চমানী অবলম্বন]।

15 তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। ☺ আল্লাহরই কাছে আছে মহা প্রতিদান। ♦

4. অর্থাৎ তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হয় যে, তোমরা অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালোবাসায় মগ্ন হয়ে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নির্বেচনের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যাও কি না। যে ব্যক্তি এরাপ গাফেলতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে, আল্লাহ তাআলার কাছে তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

16 সুতরাং তোমরা যথসাধ্য আল্লাহকে ভয় করে চলো ☺ এবং শোন ও মান। আর (আল্লাহর হৃকুম অনুযায়ী) অর্থ ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম। যারা তাদের অন্তরের লোভ-লালসা থেকে মুক্তি লাভ করেছে তারাই সফলকাম। ♦

5. এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, মানুষকে যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির আদেশ করা হয়েছে, তা তার সাধ্যানুপাতেই করা হয়েছে। অর্থাৎ কারও উপর তার সাধ্যাত্তীত কোন বিধান চাপানো হয়নি। এই একই বিষয় গত হয়েছে সূরা বাকারায় (২ : ২২৩, ২৮৬); সূরা আনআমে (৬ : ১৫২); সূরা আরাফে (৭ : ৪২) ও সূরা মুমিনুনে (২৩ : ৬২)।

17

তোমরা যদি আল্লাহকে উন্নতভাবে খণ্ড দাও, তবে আল্লাহ তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। **৬** আল্লাহ অতি গুণগ্রাহী, মহা সহনশীলতার অধিকারী। **✿**

৬. 'আল্লাহ তা আলাকে খণ্ড দেওয়ার' অর্থ হল, আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সৎকাজে অর্থ ব্যয় করা। বিষয়টাকে এ ভাষায় প্রকাশ করার দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, কাউকে খণ্ড দেওয়ার সময় খণ্ডাতা যেমন আশ্চর্ষ থাকে যে, এক সময় সে তা ফেরত পাবে, তেমনিভাবে সৎকাজে অর্থ ব্যয়ের সময়ও এই বিশ্বাস থাকা চাই যে, আল্লাহ তা আলা এর বিনিময়ে অবশ্যই উন্নত পুরুষার দান করবেন। 'উন্নতভাবে খণ্ড দেওয়া' এর অর্থ নেক কাজে ইখলাস ও খাঁটি নিয়তে অর্থ ব্যয় করা। লোক দেখানো ও সুনাম কুড়ানো উদ্দেশ্য থাকবে না। সৎকর্মে অর্থব্যয়কে সূরা বাকারা (২ : ২৪৫), সূরা মায়েদা (৫ : ১২), সূরা হাদীদ (৫৭ : ১১, ১৮) ও সূরা মুয়াম্বিলেও (৭৩ : ২০) 'কর্জে হাসানা' (উন্নত খণ্ড) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

18

তিনি সকল গুপ্ত বিষয় ও সকল প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা এবং অত্যন্ত ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময়। **✿**



♦ আত ত্বালাক ♦

1

হে নবী! তোমরা যখন নারীদেরকে তালাক দাও, তখন তাদেরকে তাদের ইন্দতের সময়ে তালাক দিও । এবং ভালোভাবে ইন্দতের হিসাব রেখ এবং আল্লাহকে ভয় করো, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করো না এবং তার নিজেরাও যেন বের না হয় যদি না তারা সুস্পষ্ট কোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। **২** এটা আল্লাহর (স্থিরীকৃত) সীমারেখা। কেউ আল্লাহর (স্থিরীকৃত) সীমারেখা লংঘন করলে সে তো তার নিজের উপরই জুলুম করল। তুমি জান না, হয়ত আল্লাহ এরপর কোন নতুন বিষয় সৃষ্টি করে দেবেন। **৩** **✿**

১. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাকের মাধ্যমে বিছেড়ে ঘটার পর স্বামী যদি নতুন স্বামী গ্রহণ করতে চায়, তবে সেজন্য তাকে কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষার সেই মেয়াদকেই 'ইন্দত' বলে। সূরা বাকারায় (২ : ২২৮) বলা হয়েছে, তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইন্দত হল, তালাকের পর তিনটি খতু অভিব্যক্তি হওয়া। এ আয়াতে তালাকদাতা স্বামীকে আদেশ করা হয়েছে, স্ত্রীকে তালাক নিতে চাইলে এমন সময় দেবে, যার পরপর সে ইন্দত শুরু করতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা করেছেন এই যে, স্ত্রীকে তার খতু চলাকালে তালাক দেবে না; বরং এমন পরিব্রতার মেয়াদে দেবে, যেই মেয়াদের ভেতর সে তার সাথে সহবাস করেন। এ নির্দেশের বহু তাৎপর্য আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি এই যে, (এক) ইসলাম চায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা আটুট থাকুক। যদি কখনও তালাকের মাধ্যমে তা ছিন্ন করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা যেন ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে ভদ্রোচিত পদ্ধত্য হয় এবং তাতে কোন পক্ষই অন্যের জন্য অহেতুক কাট্টের কারণ না হয়। খতুকালে তালাক দিলে এই সন্তাবনা থাকে যে, স্বামী স্ত্রীর অশুলি অবস্থার কারণে সাময়িক ঘৃণার বশে তালাক দিয়ে দিয়েছে। কিংবা যেই পরিব্রতার মেয়াদে সেই মেয়াদের ভিত্তির তালাক দিলেও হতে পারে স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ কর্ম যাওয়ার কারণে তালাক দিয়েছে। পক্ষান্তরে যে পরিব্রতার মেয়াদে একবারও সহবাস হয়নি, সেই মেয়াদের ভিত্তির তালাক দিলে বোৱা যায় এ তালাক কোন সাময়িক অনাগ্রহের ফল নয়। কেননা এরপ সময়ে সাধারণত স্ত্রীর প্রতি পূর্ণ আগ্রহ ও আকর্ষণ থাকে, তা সত্ত্বেও যখন তালাক দিচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই এর যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আছে।

(দ্বৈ) খতুকালে তালাক দিলে স্ত্রীর ইন্দত অহেতুক দীর্ঘ করা হয়। কেননা যেই খতুতে তালাক দেওয়া হয়েছে, সেটি তো ইন্দতের মধ্যে হিসাবে ধরা হবে না। তার ইন্দত হিসাব করা হবে সেই খতু থেকে পাক হওয়ার পর যখন পরবর্তী খতু শুরু হবে তখন থেকে। এর ফলে স্ত্রীকে অস্থা কষ্ট দেওয়া হবে। তাই ছুরুম দেওয়া হয়েছে, তালাক নিতে হবে পরিব্রতার মেয়াদে এবং তাও সেই মেয়াদে, যার ভেতর সহবাস হয়নি। অধিকাংশ মুফাসিসের আয়াতের তাফসীর এভাবেই করেছেন। কয়েকটি সহী হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কোন কোন মুফাসিসের এর অন্য রকম তাফসীরও করেছেন। তারা আয়াতের তরজমা করেছেন এ রকম, 'তাদেরকে তালাক দাও ইন্দতের জন্য।' তারা এর ব্যাখ্যা করেন যে, আয়াতে আল্লাহ তা আলা পুরুষদেরকে উৎসাহিত করেছেন, তাদের যদি স্ত্রীদেরকে তালাক দেওয়ার দরকার পড়ে, তবে যেন রজ্জু তালাক দেয়। অর্থাৎ এমন তালাক দেয়, যার পর ইন্দতকালে স্ত্রীকে ফেরত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেন তালাক দেওয়া হবে ইন্দতকালের সময় পর্যন্ত। এ সময়কালে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ হবে এবং অবস্থা অনুকূল মনে হলে তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া যাবে, যেমন পরের আয়াতে বলা হয়েছে।

২. ইন্দতকালে স্বামীর দায়িত্ব তার তালাক দেওয়া স্ত্রীকে নিজ ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া। স্ত্রীরও দায়িত্ব স্বামীর ঘরেই ইন্দতকাল কাটানো, অন্য কোথাও না যাওয়া, অবশ্য স্ত্রী যদি প্রকাশ্য কোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, সেটা ভিন্ন কথা। এর এক অর্থ তো ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া আর দ্বিতীয় অর্থ ঝগড়া-বিবাদে অশ্লীল কথাবার্তা বলা। এ রকম অবস্থায় স্বামী-গৃহে ইন্দত পালন জরুরি নয়।

৩. ইশারা করা হচ্ছে, অনেক সময় পারম্পরিক ঝগড়ার কারণে উত্তেজনাবশত তালাক দিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তা আলা উভয়ের মধ্যে আপসরফা করে দেন আর এ অবস্থায় বৈচিত্র্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু সেটা সন্তু কেবল তখনই যখন তালাক হবে রজ্জু। তাই আয়াতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তালাক যদি দিতেই হয়, তবে যেন রজ্জু তালাকই দেওয়া হয়। কেননা 'বায়েন' তালাকের পর স্বামীর হাতে প্রত্যাহারের কোন ক্ষমতা থাকে না। তখন স্ত্রীকে ফেরত নিতে চাইলে পুনরায় বিবাহ করা জরুরি। আর যদি তিনি তালাক দিয়ে ফেলে তবে তো সেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনর্বিবাহের সুযোগও শেষ হয়ে যায়।

২

অতঃপর তাদের ইন্দতের মেয়াদ শেষ পর্যায়ে পৌঁছলে তোমরা হয় তাদেরকে যথাবিধি (নিজেদের বিবাহধীন) রেখে দেবে অথবা তাদেরকে যথাবিধি বিচ্ছিন্ন করে দেবে। **৪** আর নিজেদের মধ্য হতে ন্যায়নিষ্ঠ দু'জন লোককে সাক্ষী রাখবে। **৫** তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও। **৬** (হে মানুষ!) এটা এমন বিষয়, যার দ্বারা তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আর্খেরাত দিবসের প্রতি ইমান

রাখে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের কোন পথ তৈরি করে দেবেন।

৪. এটা রজষ্ট তালাক সংক্রান্ত বিধান। স্বামী যদি স্ত্রীকে রজষ্ট তালাক দেয় আর স্ত্রী ইদত পালন করতে থাকে, তবে ইদত শেষ হওয়ার আগেই স্বামীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে কি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করবে, না এখনও বিচ্ছেদকেই সে সমীচীন মনে করে। উভয় অবস্থায় নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, সে যাই করতে চায়, তা যেন ভালোভাবে করে, ন্যায়সঙ্গতভাবে করে। যদি দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে চায়, তবে তালাক প্রত্যাহার করে নিক এবং এরপর থেকে স্ত্রীর সাথে প্রীতিপূর্ণ আচরণ-আচরণ করে চলুক আর যদি বিচ্ছেদকেই বেছে নেয়, তবে ভদ্রোচিত পন্থায়, সন্তাবে স্ত্রীকে বিদায় করুক।

৫. তালাক প্রত্যাহার করতে চাইলে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, স্বামী যেন দুজন সাক্ষীর সামনে বলে, আমি তালাক প্রত্যাহার করে নিলাম। সাক্ষীদের হতে হবে ন্যায়নিষ্ঠ, সৎলোক। এটাই প্রত্যাহারের উত্তম পন্থা। তবে প্রত্যাহারের জন্য সাক্ষী রাখা অপরিহার্য শর্ত নয়। এমনিভাবে স্বামী যদি মুখে কিছু না বলে, বরং স্ত্রীর সাথে প্রীতি-ঘনিষ্ঠ আচরণ করে কিংবা চুম্বনাই করে, তাতেও প্রত্যাহার হয়ে যাবে।

৬. এটা বলা হচ্ছে সাক্ষীদেরকে, যাদের সামনে স্বামী তালাক প্রত্যাহার করেছে। নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, কখনও যদি প্রত্যাহারকে প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে যেন সঠিকভাবে সাক্ষ্য দেয়।

৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে যথাযথভাবে ভয় করবে, স্বাভাবিকভাবেই সে তাঁর বিধানাবলী মেনে চলতে সচেষ্ট থাকবে। এরপ ব্যক্তি যত সমস্যারই সম্মুখীন হোক আল্লাহ তা'আলা তার সমাধান করে দেবেন। সে যত বড় বিপদেই পড়ুক, তা থেকে মুক্তির পথ করে দেবেন। তাকে অকল্পনীয়ভাবে ক্ষুধায় অন্ন যোগাবেন এবং দুনিয়া-আর্থিকাতের সফলতা দান করবেন। -অনুবাদক

৩ এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিয়ক দান করবেন, যা তার ধারণার বাইরে। যে-কেউ আল্লাহর উপর নির্ভর করে, আল্লাহই তার (কর্ম সম্পাদনের) জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ পূরণ করেই থাকেন। (অবশ্য) আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

৮. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে, আল্লাহ তাআলা তার কাজ পূর্ণ করে দেন। তবে কাজ পূর্ণ করার ধরন ও তার সময় আল্লাহ তা'আলা নিজেই নির্ধারণ করেন। কেননা তিনি প্রতিটি জিনিসের এক মাপজেখকৃত পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। প্রকাশ থাকে যে, উপায় অবলম্বন করা তাওয়াকুকুলের পরিপন্থী নয়। বরং তা অবলম্বন করাও আল্লাহর হস্তুম। কিন্তু ভরসা রাখতে হবে আল্লাহ তা'আলার উপর, উপায়ের উপর নয়।

৪ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের খুতু আসার কোন আশা নেই, তোমাদের যদি (তাদের ইদত সম্পর্কে) সন্দেহ হয়, তবে (জেনে রাখ) তাদের ইদত হল তিন মাস। ^{১০} আর এখনও পর্যন্ত যারা খুতুমতীই হয়নি, তাদেরও ইদত এটাই। যারা গর্ভবতী, তাদের ইদতের মেয়াদ হল তাদের সন্তান প্রসব। যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ সহজে সমাধান করে দেন।

৯. সুরা বাকারায় (২ : ২২৮) বলা হয়েছিল তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদতকাল তিনটি খুতু। এতে কারও মনে প্রশ্ন দেখা দিল, যাদের বয়স বেশি হওয়ার কারণে খুতু আসা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের ইদত কী হবে? এ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হচ্ছে যে, তাদের ইদতকাল তিন খুতুর স্থানে তিন মাস হবে। এমনিভাবে নাবালেগ মেয়ে, যার এখনও পর্যন্ত খুতু দেখা দেয়নি, তার ইদতও তিন মাস। যাদেরকে গর্ভবস্থায় তালাক দেওয়া হচ্ছে, তার ইদত ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে, যতক্ষণ না সন্তান প্রসব হয় বা কোন কারণে গর্ভপাত ঘটে, তা তিন মাসের আগেই হোক বা তার পরে।

৫ এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাফিল করেছেন। যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তাঁর পাপরাশি মার্জনা করবেন এবং তাকে দিবেন মহা পুরক্ষার।

৬ তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দাও, যেখানে তোমরা নিজেরা বাস কর। তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য কষ্ট দিও না। ^{১১} তারা গর্ভবতী হলে তাদের জন্য ব্যয় করতে থাক, যতক্ষণ না তারা সন্তান প্রসব করে। ^{১২} তারপর তারা যদি তোমাদের জন্য শিশুদের দুধ পান করায়, তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দিও। আর (পারিশ্রমিক নির্ধারণের জন্য) উত্তম পন্থায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিও। তোমরা যদি একে অন্যের জন্য সংকট সৃষ্টি কর, তবে অন্য কোন নারী তাকে দুধ পান করাবে।

১০. অর্থাৎ স্বামী যেন একপ চিন্তা না করে যে, স্ত্রীকে যথন বিদ্যাই দিতে হবে তখন আচ্ছা মত জ্ঞালিয়ে নেই। বরং তার উচিত হবে, যত দিন স্ত্রী তার ঘরে ইদত পালন করবে, ততদিন তার সাথে ভালো ব্যবহার করা। এ আয়াত দ্বারাই হানাফী ফুকাহায়ে কেরাম প্রমাণ করেন, তালাক রজষ্ট হোক বা বায়েন, ইদতকালে স্ত্রীর ব্যবহার স্বামীকেই বহন করতে হবে। কেননা খোরপোষ না দেওয়াটা তাকে কষ্ট দানেরই নামান্তর, যা এ আয়াতে নিষেধ করা হচ্ছে।

১১. সাধারণ অবস্থায় ইদত তো মাস তিনেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু গর্ভকাল যেহেতু আরও বেশি দিন থাকতে পারে, তাই গর্ভবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে হস্তুম দেওয়া হচ্ছে, গর্ভবতীর খরচ তার সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত চালু থাকবে, তা যত দিনই দীর্ঘ হোক।

12. তালাকপ্রাপ্তা নারী তার শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য তার প্রাক্তন স্বামী ও শিশুর পিতার কাছে পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে। আয়তে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, পারিশ্রমিক যেন উভয় পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে ঠিক করে নেয়। স্বামীও যেন এক্ষেত্রে কার্পণ্য না করে এবং স্ত্রীও যেন ন্যায় পারিশ্রমিকের বেশি দাবি না করে। কেননা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না যায় এবং স্বামী কার্পণ্য করে, তবে তো অন্য কোন নারীকে দিয়ে দুধ খাওয়াতে হবে আর সেই নারী রেওয়াজমত পারিশ্রমিকই চাবে, তার কমে রাজি হবে না। তে অন্য নারীকে যখন রেওয়াজ মোতাবেক পারিশ্রমিকই দিতে হবে, তখন সেই পারিশ্রমিক শিশুর মা'কেই দেওয়া হোক না! এটাই তো বেশি ঘৃন্তিযুক্ত। আবার মা' যদি রেওয়াজের বেশি পারিশ্রমিক দাবি করে, তবে শিশুর পিতা অন্য কাউকে দিয়ে দুধ খাওয়াতে বাধ্য হবে। আর মায়ের পক্ষে এটা কিছুতেই শোভনীয় নয় যে, সে কেবল টাকার লোভে নিজ সন্তানকে দুধ খাওয়ানো হতে বিরত থাকবে এবং এ দায়িত্ব অন্য কোন নারীর হাতে ছেড়ে দেবে।

7 প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খরচা দেবে আর যার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে, (অর্থাৎ যে গরীব) সে, আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে খরচা দেবে। আল্লাহ যাকে যতটুকু দিয়েছেন তার বেশি ভার তার উপর অর্পণ করেন না। ১৩
আল্লাহ সংকটের পর স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করে দেবেন। ১৪ ♦

13. এটা গরীবদের জন্য একটা সুসংবাদ যে, আল্লাহ তাআলা তাকে যতটুকুই দিয়েছেন, তা থেকেই সে যদি বিধিমতো খরচ করে, তবে একদিন আল্লাহ তাআলা তার অর্থকষ্ট ঘূঁটিয়ে দেবেন। -অনুবাদক

14. স্বামীর উপর যে স্ত্রী ও সন্তানদের খরচা বহন ওয়াজিব, এটা তার আর্থিক অবস্থা অনুপাতেই হয়ে থাকে, তার বেশি নয়।

8 এমন কত জনপদ রয়েছে, যেগুলো নিজ প্রতিপালক ও তাঁর রাসূলগণের আদেশ অহংকার বশে অমান্য করেছিল। ফলে আমি তাদের হিসাব নেই কঠোরভাবে এবং তাদেরকে শাস্তি দেই, অদৃষ্টপূর্ব শাস্তি। ♦

9 এভাবে তারা তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করল। বস্তুত ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণতি। ♦

10 (আর আখেরাতে) আল্লাহ তাদের জন্য এক কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। সুতরাং হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, যারা ঈমান এনেছে! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। ১৫ আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এক উপদেশ ♦

15. এটা কুরআন মাজীদের এক বিশেষ বাকশেলী। কুরআন যখনই যে বিধান দেয়, তার আগে-পরে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়, তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার সামনে অবশ্যই একদিন জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং সেই চেতনার সাথে তাকে ভয় করে চল। এটা এমন এক চেতনা, যা তোমাদের জন্য তাঁর সমস্ত আদেশ-নিষেধের অনুসরণকে সহজ করে দেবে।

11 অর্থাৎ এমন এক রাসূল, যে তোমাদের সামনে পাঠ করে আল্লাহর আলোকপাতকারী আয়াত, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে অনুকরণ হতে আলোতে আনার জন্য। যে-কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে, যাতে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ এরূপ ব্যক্তির জন্য উৎকৃষ্ট বিষয়কের ব্যবস্থা রেখেছেন। ♦

12 আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ এবং তার অনুরূপ পৃথিবীও। ১৬ তাদের মাঝে আল্লাহর হৃকুম অবতীর্ণ হতে থাকে, যাতে তোমরা জানতে পার আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ শক্তি রাখেন এবং আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। ♦

16. বিভিন্ন হাদীস দ্বারা এর যে অর্থ বোঝা যায়, তা হচ্ছে আকাশমণ্ডলীর মত পৃথিবীও সাতটি। কিন্তু কুরআন ও হাদীস এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেনি। অর্থাৎ সাত পৃথিবী স্তরে-স্তরে গ্রহিত, না এর পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব আছে? দূরত্ব থাকলে তা কোথায়-কোথায় অবস্থিত? এসব জানানো হয়নি। কিন্তু একথাও সত্য যে, মহা বিশ্বে এখনও এমন অসংখ্য বস্তু রয়েছে, মানব-জ্ঞান যে পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। কেবল আল্লাহ তাআলাই তা জানেন। কুরআন মাজীদ যে উদ্দেশ্যে নথিল হয়েছে তা পূরণের জন্য এসব জ্ঞান জরুরিও নয়। এ আয়াতের মূল উদ্দেশ্য এই যে, মহাবিশ্বের সৃষ্টিনিচয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ তাআলার অসীম শক্তি ও অপার হেকমতের উপর ঈমান আনাই সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির দাবি।



♦ আত তাহরীম ♦

1 হে নবী! আল্লাহ যে জিনিস তোমার জন্য হালাল করেছেন, তুমি নিজ স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য তা হারাম করছ কেন? ১ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ♦

১. মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা নিয়ম ছিল, তিনি প্রতিদিন আসরের পর প্রত্যেক স্তুর কাছে কিছুক্ষণের জন্য যেতেন। নিয়ম অনুসারে একদিন তিনি হযরত যয়নাব (রাযি)-এর ঘরে গেলেন। হযরত যয়নাব (রাযি) তাকে মধু খেতে দিলেন। তিনি তা থেলেন। তারপর তিনি হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রাযি)-এর ঘরে গেলেন। তারা দুজনেই জিভেস করলেন, আপনি কি মাগাফিল খেয়েছেন? (মাগাফিল এক জাতীয় উত্তিদ, যাতে কিছুটা দুর্গন্ধ আছে)। তিনি বললেন, না তো! তারা বললেন, তাহলে আপনার মুখে এ গন্ধ কিসের? তখন তাঁর সন্দেহ হল, হযরত তিনি যে মধু পান করেছেন, মৌমাছি তাতে মাগাফিলের রসও রেখেছিল! মুখে গন্ধ থাকাটা তাঁর কাছে খুবই অপছন্দের ছিল। কাজেই তিনি কসম করলেন, আর কখনও মধু পান করবেন না। তারই প্রেক্ষাপটে এ আয়ত নাযিল হয়।

২ আল্লাহ তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা দান করেছেন। **আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনিই সর্বজ্ঞ, পরিপূর্ণ হেকমতের মালিক।**

২. মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু না খাওয়া সম্পর্কে যে কসম করেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়ত তাকে নির্দেশ দিচ্ছে, তিনি যেন কসম ভেঙ্গে ফেলেন এবং তার জন্য কাফফারা আদায় করেন। হাদীসে আছে, কেউ যদি কোন অনুচিত কসম করে, তবে সে যেন তা ভেঙ্গে ফেলে ও কাফফারা আদায় করে। এর কাফফারা সেটাই, যা সূরা মায়েদার (৫ : ৮৯) বর্ণিত হয়েছে।

৩ এবং স্মরণ কর, যখন নবী তার কোন এক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিল। **তারপর সেই স্ত্রী যখন সে কথা (অন্য কাউকে) বলে দিল** **এবং আল্লাহ তা নবীর কাছে প্রকাশ করে দিলেন**, তখন সে তার কিছু অংশ জানাল এবং কিছু এড়িয়ে গেল। **যখন নবী তা তার সেই স্ত্রীকে জানাল**, তখন সে বলতে লাগল, আপনাকে একথা কে জানাল? নবী বলল, আমাকে জানিয়েছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবগত।

৩. গোপন কথাটি ছিল এই যে, ‘আমি আর মধু খাব না বলে কসম করেছি।’ মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি হযরত হাফসা (রাযি)কে বলে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সাবধান করেছিলেন, তিনি যেন একথা কারও কাছে ফাঁস না করেন। কেননা তাহলে হযরত যয়নাব (রাযি) যার ঘরে তিনি মধু খেয়েছিলেন, মনে কষ্ট পাবেন।

৪. অর্থাৎ হযরত হাফসা (রাযি) সে কথা হযরত আয়েশা (রাযি)কে বলে দিলেন।

৫. হযরত হাফসা (রাযি) যে গোপন কথাটি হযরত আয়েশা (রাযি)-এর কাছে ফাঁস করে দিয়েছেন, মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কথা তাকে বললেন, কিন্তু সবচুক্রু বললেন না। কেননা তা বললে হযরত হাফসা বড় বেশি লজ্জা পাবেন।

৪ (হে নবী পন্নীগণ!) তোমরা যদি আল্লাহর কাছে তাওবা কর (তবে তাই হবে উচিত কাজ), কেননা তোমাদের অন্তর ঝুঁকে পড়েছে। **কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরক্তে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে (জেনে রেখ) তার সঙ্গী আল্লাহ, জিবরাইল ও সৎকর্মশীল মুমিনগণ। তাছাড়া ফেরেশতাগণ তার সাহায্যকারী।**

৬. একথা বলা হচ্ছে হযরত আয়েশা (রাযি) ও হযরত হাফসা (রাযি) উভয়কে। অধিকাংশ মুফাসসির এর ব্যাখ্যা করেছেন ‘তোমাদের অন্তর সত্য থেকে অন্য দিকে ঝুঁকে পড়েছে।’ অর্থাৎ সত্য-সঠিক পথ থেকে সরে গিয়েছে। কিন্তু কারও কারও মতে এর ব্যাখ্যা হল তোমাদের অন্তর তাওবার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কাজেই তোমাদের তাওবা করে ফেলা উচিত।

৫ সে যদি তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে শীঘ্ৰই তাকে দিতে পারেন এমন স্ত্রী, যারা হবে তোমাদের চেয়ে উত্তম, মুসলিম, মুমিন, অনুগত, তাওবাকারী, ইবাদতগোজার, রোষাদার, পূর্বীবিবাহিতা বা কুমারী।

৬ হে মুমিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে, যার ইন্দ্রন হবে মানুষ ও পাথর। **তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কর্তৃন হস্তয ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর কোন হৃকুমে তাঁর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়।**

৭. ‘পাথর’ দ্বারা পাথর নির্মিত প্রতিমা বোঝানো হয়েছে, মৃত্তিপূজকরা যাদের পূজা করে থাকে। তাদেরকে জাহানামে ফেলে তার পূজারীদের শিক্ষা দেওয়া হবে যে, দেখ তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আজ তাদের কী শোচনীয় পরিণাম হয়েছে।

৭ হে কাফেরগণ! আজ তোমরা অজুহাত দেখিও না। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।

৮ হে মুমিনগণ! আল্লাহর কাছে খাঁটি তাওবা কর। অসম্ভব নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ তোমাদের থেকে মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে নহর বহমান থাকবে, সেই দিন, যে দিন আল্লাহ নবীকে এবং তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও তাদের ডান পাশে ধাবিত হবে। **তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এ আলোকে পরিপূর্ণ করে দিন** **এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।**

৪. অর্থাৎ এ আলো শেষ পর্যন্ত স্থায়ী রাখুন। সূরা হাদীদে গেছে, মুনাফেকরাও প্রথম দিকে সে আলো দ্বারা উপকৃত হবে, কিন্তু পরে তাদের থেকে তা সরিয়ে নেওয়া হবে।

৫. এর দ্বারা খুব সন্তুষ্ট সময়কে বোঝানো হয়েছে, যখন সমস্ত মানুষকে পুলসিরাত পার হতে বলা হবে। সে দিন প্রত্যেক মুমিনের ঈমান তার সামনে আলো হয়ে তাকে পথ দেখাবে, যেমন সূরা হাদীদে (৫৭ : ১২) গত হয়েছে।

৬. হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ^{১০} এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে যাও। তাদের ঠিকানা জাহানাম। তা অতি মন্দ ঠিকানা। ♦

৭. জিহাদ-এর প্রকৃত অর্থ চেষ্টা ও মেহনত করা। দীনী দাওয়াতের যে-কোন শাস্তিপূর্ণ প্রচেষ্টাও এর অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে দীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে যেসব নির্বিরোধী কর্মপদ্ধা গ্রহণ করা হয় তাও। আবার শক্তির মোকাবেলায় যে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত হয় তাও জিহাদ। তবে সশস্ত্র সংগ্রাম কেবল কাফেরদের বিরুদ্ধেই হতে পারে। মুনাফেকরা যেহেতু নিজেদেরকে মুমিন বলে পরিচয় দিত তাই দুনিয়ায় তাদের সাথে মুমিনদের মত আচরণই করা হত। সাধারণ অবস্থায় তাদের সঙ্গে ঘুর্ঞ করা হত না, তবে তারা বিদ্রোহ করলে সেটা ভিন্ন কথা।

৮. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদের জন্য নৃহের স্ত্রী ও লৃতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। তারা আমার অত্যন্ত নেককার দু'জন বান্দার বিবাহধীন ছিল। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ^{১১} ফলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তারা তাদের কোন কাজে আসল না এবং তাদেরকে (অর্থাৎ স্ত্রী দু'জনকে) বলা হল, অন্যান্য প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও জাহানামে প্রবেশ কর। ♦

৯. হযরত নৃহ আলাইহিস সালামের স্ত্রী তার মহাত্মা স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করত এবং তাঁকে পাগল বলত। তাঁর গোপনীয় বিষয় সে মানুষের কাছে ফাঁস করে দিত। আর হযরত লৃত আলাইহিস সালামের স্ত্রীও ছিল স্বামীর অবাধ্য। সেও তাঁর শক্তিদের সাহায্য করত (রহুল মাআনী)। এ দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ তাআলা বোঝাচ্ছেন, মানুষ নিজে মুমিন না হলে, নিকটতম আত্মায়ের ঈমান দ্বারাও উপকৃত হতে পারবে না।

১০. আর আল্লাহ মুমিনদের জন্য পেশ করছেন ফির'আউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত, ^{১২} যখন সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য আপনার কাছে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করুন এবং আমাকে ফির'আউন ও তার কর্ম হতে মুক্তি দিন। আর আমাকে নাজাত দিন জালেম সম্প্রদায় হতে। ♦

১১. ফির'আউনের স্ত্রীর নাম ছিল আসিয়া। আল্লাহ তাআলা যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে যানুকরদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করেছিলেন, তখন যানুকরদের সঙ্গে তিনিও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান এনেছিলেন। এ কারণে ফির'আউন তার উপর অনেক নিপীড়ন চালিয়েছিল। সেই নিপীড়ন ভোগ কালেই তিনি এই দুআ করেছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে, ফির'আউন তার হাত-পায়ে পেরেক গেঁথে উপর থেকে পাথর নিষ্কেপে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু তার আগে-আগেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে মৃত্যু দান করেন (রহুল মাআনী)। [এ দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝানো হচ্ছে নিজে ঈমানদার হলে স্বামী বা অন্য কোনও প্রিয়জনের কুরুক্ষে আবিরামে তার কোনো ক্ষতি হবে না। -অনুবাদক]

১২. তাছাড়া ইমরান কন্যা মারয়ামকেও (দৃষ্টান্ত রূপে পেশ করছেন), যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ^{১৩} ফলে আমি তার মধ্যে আমার রাহ ফুঁকে দিলাম। ^{১৪} আর সে নিজ প্রতিপালকের বাণী ও তার কিতাবসমূহকে সত্য বলে স্বীকার করেছিল এবং সে ছিল আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ^{১৫} ♦

১৩. এর দ্বারা ইয়াহূদীদের দেওয়া অপবাদ খণ্ডন হয়ে গেছে। তারা হযরত মারয়াম 'আলায়হস সালামের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছিল। তাদের ধারণা হযরত ঈসা 'আলায়হিস সালামের জন্ম সেই ব্যভিচার থেকেই (নাউয়ুবিল্লাহি মিন ঘালিক)। -অনুবাদক

১৪. সেই রাহ থেকেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল। তাই তাকে 'রহুলল্লাহ' বলা হয়।

১৫. এর দ্বারাও মুমিনদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে যে, নিজ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক কাফের হওয়া সত্ত্বেও একজন নারীকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আবিরামে কি বিপুল মর্যাদার অধিকারী করেছেন। বোঝা গেল দোজাহানের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য নিজ ঈমানই আসল জিনিস। কাজেই সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজ ঈমান রক্ষায় যত্নবান থাকা চাই। -অনুবাদক



♦ আল মুল্ক ♦

- 1 মহিমাময় সেই সন্তা, ঘার হাতে গোটা রাজস্ব। তিনি সবকিছুর উপর পরিপূর্ণশক্তিমান। *
- 2 যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কর্মে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম। তিনিই পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক, অতি ক্ষমাশীল। *
- 3 যিনি উপর-নীচ স্তর বিশিষ্ট সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তুমি দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি পাবে না। ফের দৃষ্টিপাত করে দেখ, কোন ফাটল দেখতে পাও কি? *
1. 'অসঙ্গতি'-এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুকে এক বিশেষ সৌষভ্য ও সাযুজের সাথে সৃষ্টি করেছেন। এর কোথাও কোন বৈসাদৃশ্য নেই।
- 4 অতঃপর বারবার দৃষ্টিপাত কর। দৃষ্টি ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। *
- 5 আমি নিকটবর্তী আকাশকে সাজিয়েছি উজ্জ্বল প্রদীপ দ্বারা এবং সেগুলোকে শয়তানের উপর নিক্ষেপের উপকরণও বানিয়েছি।
আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি ভুলত্ত আগুনের শাস্তি। *
2. প্রদীপ দ্বারা তারকারাজি ও নভোম-লীয় বস্তরাজিকে বোঝানো হয়েছে, যা রাতের বেলা আকাশকে সুশোভিত করে তোলে। তাছাড়া শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপ করার কাজেও এগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা হিজর (১৫ : ১৮)-এর টীকা।
- 6 যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে কুফরী আচরণ করেছে, তাদের জন্য আছে জাহানামের শাস্তি। তা অতি মন্দ ঠিকানা। *
- 7 যখন তাদেরকে তাতে ফেলা হবে, তারা তার গর্জন শুনতে পাবে আর তা হবে উদ্বেলিত। *
- 8 মনে হবে যেন তা রোষে ফেটে পড়ছে। যখনই তাতে (কাফেরদের) কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তার প্রহরী তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি? *
- 9 তারা বলবে, হাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, কিন্তু আমরা (তাকে) মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়েছি এবং বলেছি, আল্লাহ কোন কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা কেবল বিরাট গোমরাহীতেই নিপতিত। *
- 10 এবং তারা বলবে, আমরা যদি শুনতাম এবং বুদ্ধিকে কাজে লাগাতাম, তবে (আজ) আমরা জাহানামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না। *
- 11 এভাবে তারা নিজেরা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহানামীদের জন্য! *
- 12 (পক্ষান্তরে) যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেই ভয় করে নিঃসন্দেহে তাদের জন্য আছে মাগফিরাত ও মহা প্রতিদান। *
- 13 তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল বা প্রকাশ্যে বল (সবই তাঁর জানা। কেননা) তিনি তো অন্তর্যামী। *
- 14 যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জানবেন না? অথচ তিনি সৃষ্মদশী, সম্যক জ্ঞাত! *
- 15 তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে বশ্য করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তার কাঁধে চলাফেরা কর ও তাঁর (দেওয়া) রিষক খাও। তাঁরই কাছে তোমাদেরকে পুনর্জীবিত হয়ে যেতে হবে। ও *
3. অর্থাৎ ভূমির সমস্ত জিনিস তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তবে এসব ব্যবহার কালে ভুলে যেও না, এখানে তোমরা চিরকাল থাকতে পারবে না। একদিন এখান থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে চলে যেতে হবে। তখন তাঁর কাছে এসব নিঃআমতের হিসাব দিতে হবে। সুতরাং এখানকার প্রতিটি জিনিস আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী ব্যবহার কর।

16 তোমরা কি আসমানওয়ালার থেকে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদেরকে ভূমিতে ধসিয়ে দেবেন না, যখন তা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে থাকবে? ☺

4. আখেরাতের আয়াব তো যথাস্থানে আছেই। আল্লাহ তাআলা তোমাদের দুষ্কর্মের কারণে এখানেও শান্তি দিতে পারেন, যেমন তিনি কারানকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি তোমাদেরকে ধসিয়ে দিতে পারেন আর তখন ভূমি প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে থাকবে, ফলে মানুষ আরও বেশি গভীরে তলিয়ে যেতে থাকবে।

17 নাকি তোমরা আসমানওয়ালা হতে নিশ্চিত হয়ে গেছ এ ব্যাপারে যে, তিনি তোমাদের উপর পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাদী? ☺

18 তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও (নবীগণকে) অবিশ্বাস করেছিল। অতঃপর (দেখ) কেমন ছিল আমার শান্তি? ☺

19 তারা কি তাদের উপর দিকে তাকিয়ে পাখীদেরকে দেখে না, যারা পাখা ছাড়িয়ে দেয় আবার তা গুটিয়েও নেয়? দয়াময় (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কেউ তাদেরকে স্থির রাখেন না। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু পরিপূর্ণরূপে দেখেন। ☺

20 আচ্ছা, দয়াময় আল্লাহ ছাড়া সে কে, যে তোমাদের সৈন্য হয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? বস্তুত কাফেরগণ নিছক ধোঁকার মধ্যে পড়ে রয়েছে। ☺

5. অর্থাৎ কাফেরগণ যে মনে করছে তাদের মনগড়া উপাস্যরা তাদের সাহায্য করবে, সেটা ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়।

21 তিনি যদি তাঁর রিয়ক বন্ধ করে দেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিয়ক দিতে পারে? এতদসত্ত্বেও তারা অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় অবিচল রয়েছে। ☺

22 আচ্ছা যে ব্যক্তি উল্টো হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলছে, সেই কি বেশি গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে, না সে, যে সোজা হয়ে সরল পথে চলছে? ☺

23 বলে দাও, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য কান, চোখ ও হৃদয় বানিয়েছেন। (কিন্তু) তোমরা শোকর আদায় কর অল্লাই। ☺

24 বলে দাও, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্র করে নিয়ে যাওয়া হবে। ☺

25 তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বল, এই প্রতিশ্রূতি কখন পূর্ণ হবে? ☺

6. কাফেরগণ বারবার আখেরাত নিয়ে ঠাট্টা করত এবং বলত, আখেরাতের আয়াব সত্য হলে তা আসতে দেরি হচ্ছে কেন? এখনই কেন আসছে না? তারই জবাবে একথা বলা হয়েছে।

26 বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে আছে। আমি কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। ☺

27 যখন তারা তা (অর্থাৎ কিয়ামতের আয়াব) আসন্ন দেখবে, তখন কাফেরদের চেহারা বিমৰ্শ হয়ে পড়বে এবং বলা হবে, এটাই সেই জিনিস, যা তোমরা চাচ্ছিলে। ☺

28 (হে রাসূল! তাদেরকে) বলে দাও, একটু বল তো, আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করুন বা আমাদের প্রতি রহমত করুন (উভয় অবস্থায়) কাফেরদেরকে যন্ত্রণাময় শান্তি হতে কে রক্ষা করবে? ☺

7. বহু কাফের বলত, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়া থেকে চলে গেলে তার দীনও খতম হয়ে যাবে। তাই তারা তাঁর ওফাতের অপেক্ষা করছিল। যেমন সুরা তুর (৫: ৩০)-এ গত হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীগণকে ধ্বংস করুন বা তাদের প্রতি রহম করুন ও তাদেরকে জয়যুক্ত করুন (যেমন আল্লাহ তাআলাৰ প্রতিশ্রূতি রয়েছে উভয় অবস্থায়ই তোমাদের পরিণতিতে তো কোন প্রভেদ হবে না। উভয় অবস্থায়ই কাফেরদেরকে অবশ্যই শান্তির সম্মুখীন হতে হবে এবং তাদেরকে তা থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

29 বলে দাও, তিনি দয়াময় (আল্লাহ)। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁরই উপর ভরসা করেছি। অচিরেই তোমরা

- জানতে পারবে কে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত। ✽
- ৩০ বলে দাও, একটু বল তো, কোন ভোরে তোমাদের পানি যদি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হয়ে যায়, তবে কে তোমাদেরকে প্রস্তুত হতে প্রবাহিত পানি এনে দেবে? ✽
৪. যখন এটা জানা আছে যে, পানিসহ সবকিছুই আল্লাহ তাআলারই এখতিয়ারাধীন, তখন তিনি ছাড়া আর কে ইবাদতের উপযুক্ত হতে পারে? এবং এমন কি যুক্তি আছে, যার ভিত্তিতে আখেরাতের জীবন ও সেখানকার পুরস্কার ও শান্তিকে অঙ্গীকার করা সম্ভব?
-
- ## ❖ আল কলম ❖
১. নূন। (হে রাসূল!) শপথ কলমের এবং তারা যা লিখছে তার। ✽
১. মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাগল বলত (নাউয়বিল্লাহ)। ২নং আয়াতে তা রদ করা হয়েছে। তার আগে এ আয়াতে এভাবে শপথ করা হয়েছে। বহু মুফাসিসের মতে এখানে 'কলম' দ্বারা তাকদীর লেখার কলম বোঝানো হয়েছে আর 'তার' সর্বনাম দ্বারা বোঝানো হয়েছে ফেরেশতাদেরকে। অর্থাৎ শপথ তাকদীর লেখার কলমের এবং ফেরেশতাগণ তাকদীরের যে সিদ্ধান্তসমূহ লেখে তার, তুমি উন্মাদ নও। বোঝানো হচ্ছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নবী হবেন এবং মক্কা মুকাররমায় প্রেরিত হবেন, তা তাকদীরে পূর্বেই লিখে রাখা হয়েছে। সুতরাং তিনি যদি দুনিয়াবাসীর কাছে আল্লাহ তাআলার বাত্তা পৌঁছিয়ে থাকেন, তা অস্বাভাবিক ও আশ্চর্যজনক কোন ব্যাপার নয়। কোন কোন মুফাসিসের বলেন, এখানে যে কলমের শপথ করা হয়েছে, তা সাধারণ কলমই আর 'যা তারা লিখছে' বলেও মানুষ সাধারণভাবে যা লেখে তাই বোঝানো হয়েছে। এ হিসেবে এর ব্যাখ্যা হল, কলম দ্বারা যারা লিখতে পারে, তাদের পক্ষেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মাজীদের মাধ্যমে মানুষের কাছে যে উচ্চ মানের বিষয়বস্তু পেশ করছেন তার মত কিছু লেখা সম্ভব নয়। অথচ তিনি একজন উম্মী, নিরক্ষর। তিনি লেখাপড়া জানেন না। একজন উম্মীর মুখে এ রকম উচ্চ মানের বাণী উচ্চারিত হওয়াটা একথার সম্মজ্জ্বল প্রমাণ যে, তাঁর কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওই আসে। সুতরাং তাকে যে উন্মাদ বলে সে নিজেই মহা উন্মাদ।
২. ন (নূন) হরফটি আল-হুরফুল মুকান্তাআত (বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ)-এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মাজীদের বহু সূরা এ জাতীয় হুরফের দ্বারা শুরু হয়েছে। সূরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে, এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।
৩. স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও। ✽
৪. নিশ্চয়ই তোমার জন্য আছে অনিঃশেষ প্রতিদান। ✽
৫. এবং নিশ্চয়ই তুমি অধিষ্ঠিত আছ মহান চরিত্রে। ✽
৬. সুতরাং অচিরেই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখতে পাবে— ✽
৭. তোমাদের মধ্যে কে বিকারগত্ত—। ✽
৮. তোমার প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন সেই ব্যক্তিকে, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং ভালোভাবে জানেন সঠিক পথপ্রাপ্তদেরকেও। ✽
৯. তারা চায় তুমি নমনীয় হলে তারাও নমনীয় হবে। ✽
৩. কাফেরদের পক্ষ থেকে কয়েক বারই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি দীনের দাওয়াতে কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করেন এবং কাফেরদের দেব-দেবীদেরকে অলীক সাব্যস্ত না করেন, তবে তারাও তাদের আচরণে নমনীয় হবে এবং তাকে আর কষ্ট দেবে না। আয়াতে তাদের সে প্রস্তাবের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

10

এবং অত্যধিক কসমকারী হীন ব্যক্তির কথায়ও চলো না, ৪ *

4. যে সকল কাফের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিকুণ্ঠাচরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখছিল এবং যে-কোনও উপায়ে তাকে দীনের প্রচার কার্য হতে বিরত রাখার চেষ্টা করছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন আখলাক-চরিত্রের দিক থেকে অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের ছিল। ১০ থেকে ১২ঃং পর্যন্ত আয়তগুলিতে তাদের চারিত্রিক দোষগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসিসের বর্ণনা অনুযায়ী তারা হল আখনাস ইবনে শারীক, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগৃহ বা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা।

11

যে নিন্দা করতে অভ্যন্ত, চুগলি করে বেড়ায়, *

12

সৎকাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, *

13

রাঢ় স্বভাব, তাছাড়া অজ্ঞাতকুলশীল। *

14

এই কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ। ৫ *

5. অর্থাৎ সে অতি সম্পদশালী এবং তার বংশে লোকজনও অনেক বেশি, কেবল এ কারণেই এই শ্রেণীর লোকের কথায় পড়া উচিত নয়। আখলাক-চরিত্র ও ভদ্রতাই মানুষের আসল জিনিস। তা যাদের মধ্যে নেই, ধনে জনে তারা যত বড়ই হোক তাদের কথা প্রক্ষেপযোগ্য নয়।

15

তার সামনে যখন আমার আয়তসমূহ পড়া হয়, তখন সে বলে, (এটা তো) অতীত লোকদের কিসসা-কাহিনী। *

16

আমি অচিরেই তার শুঁড় দাগিয়ে দেব। ৬ *

6. শুঁড় দ্বারা নাক বোঝানো হয়েছে। এরূপ বলা হয়েছে তাকে হেয় করার জন্য। আয়তের মর্ম হল, কিয়ামতের দিন এরূপ লোকের নাক দাগিয়ে দেওয়া হবে, যেহেতু নাক উঁচু করা তথা অহিমিকার কারণেই তারা সত্য গ্রহণ করছে না। সেই অহিমিকার শান্তিস্বরূপ এই লাঞ্ছনিকর শাস্তি তাদেরকে দেওয়া হবে।

17

আমি তাদেরকে (অর্থাৎ মক্কাবাসীকে) পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন পরীক্ষায় ফেলেছিলাম (এক) বাগানওয়ালাদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল, ভোর হওয়া মাত্র আমরা বাগানের ফসল কাটব। ৭ *

7. মক্কা মুকাররমার বিত্তবান কাফেরগণ মনে করত, আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর অসন্তুষ্ট থাকলে আমাদেরকে এতটা ধন-সম্পদ দিতেন না। সূরা মুমিনুন (২৩ : ৫৬)-এ আল্লাহ তাআলা তাদের এ ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি অনেক সময় অর্থ-সম্পদ দেই পরীক্ষা করার জন্য। যাকে তা দেই, সে যদি শোকর আদায়ের পরিবর্তে নাশোকরী করে, তবে দুনিয়াতেই তার উপর আঘাত এসে যায়। এরই প্রসঙ্গে এখানে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি আরববাসীর কাছে প্রসিদ্ধ ছিল। তার সারসংক্ষেপ এরূপ, এক ব্যক্তি অত্যন্ত নেককার ছিল, তার ছিল একটি বড় বাগান। লোকটির অভ্যাস ছিল, যখনই বাগানের ফসল কাটত, তা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গরীব-দুঃখীদের দান করত। তার ইন্তিকালের পর তার পুত্রগণ, যারা তাদের পিতার মত নেককার ছিল না, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, আমাদের পিতার কোন বুদ্ধি ছিল না। তাই তো ফল-ফসলের এত বড় অংশ গরীবদের মধ্যে বিলাত আর এভাবে নিজ সম্পদ নষ্ট করত। এখন আমরা যখন বাগানের ফসল তুলব, তখন এমন ব্যবস্থা করব, যাতে কোন গরীব কাছেই আসতে না পারে। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা যখন ফল পাড়ার জন্য বাগানে গেল, তারা অশৰ্য হয়ে দেখল, আল্লাহ তাআলা বাগানটির উপর এমন এক বিপর্যয় ছেড়ে দিয়েছেন যে, তাতে গোটা বাগান তচ্ছন্দ হয়ে গেছে। অধিকাংশ বর্ণনা অনুযায়ী এ ঘটনাটি ঘটেছিল 'যাবওয়ান' নামক স্থানে, যা ইয়ামানের 'সানআ' শহর থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত। আজও পর্যন্ত এলাকাটিকে 'যাবওয়ান'-ই বলা হয়। আমি সেখানে গিয়েছি। সেখানে চারদিকে বিস্তীর্ণ সবুজ-সজীবের মাঝখানে কালো পাথুরে একখণ্ড বিরাগ ভূমি পড়ে রয়েছে। প্রসিদ্ধ আছে, এটাই কুরআন বর্ণিত সেই বাগানটির স্থান, যা পরবর্তীতে আবাদ করা সন্তুষ্ট হয়নি।

18

এবং (একথা বলার সময়) তারা কোন ব্যতিক্রম রাখছিল না। ৮ *

8. بِسْتَنْوَنَ = (ব্যতিক্রম রাখা) হতে উৎপন্ন। তাদের সম্পর্কে যে বলা হয়েছে তারা কোন 'ব্যতিক্রম রাখছিল না'-এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) তাদের অভিপ্রায় ছিল সবটা ফসলই নিজেরা নিয়ে যাবে, কিছুই ব্যতিক্রম ও বাদ রাখবে না অর্থাৎ গরীবদেরকে কিছুই দেবে না। (খ) অনেক সময় এ শব্দটি দ্বারা 'ইনশাআল্লাহ বলা'-ও বোঝানো হয়। এ হিসেবে অর্থ হবে, যখন তারা বলছিল, আমরা ভোর হওয়া মাত্র ফসল কাটব, তখন তারা 'ইনশাআল্লাহ' বলেনি।

19

অতঃপর তারা যখন নিদ্রিত ছিল, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সেই বাগানে হানা দিল এক উপদ্রব, *

20 ফলে ভোরবেলা তা হয়ে গেল কাটা ক্ষেতের মত। *

21 ভোর হতেই তারা একে অন্যকে ডাক দিল। *

22 তোমরা ফসল কাটতে চাইলে ভোর বেলায়ই ক্ষেতে চল। *

23 সুতরাং তারা চুপিসারে একে অন্যকে এই বলতে বলতে রওয়ানা হল *

24 যে, আজ যেন কোন মিসকীন তোমাদের কাছে এ বাগানে ঢুকতে না পারে। *

25 এবং তারা সতেজে বের হয়ে পড়ল শক্তিমন্ত্র সাথে। ১ *

9. এর আরেক অর্থ হতে পারে, তারা গরীবদেরকে বাধা দিতে সক্ষম হবে এই বিশ্বাস নিয়ে ভোরে ভোরে রওয়ানা হল।

26 অতঃপর যখন বাগানটি দেখল, বলে উঠল, আমরা নিশ্চয়ই রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। ১০ *

10. অর্থাৎ যখন তারা বাগানের কাছে গিয়ে দেখল গাছ-বৃক্ষের নাম-নিশানা নেই, তখন প্রথম দিকে মনে করেছিল পথ ভুলে অন্য কোথাও চলে এসেছে।

27 (কিছুক্ষণ পর বলল) না, বরং আমরা তো হস্তসর্বস্ব। ১১ *

11. অর্থাৎ আমরা পথ হারাইনি; বরং আমাদের সব খোয়া গেছে। এটা আমাদেরই বাগান, কিন্তু কৃত অপরাধের কারণে আমরা এর ফল ও কল্যাণ থেকে তো বঞ্চিত হয়ে গেছি। ভবিষ্যতেও কিছু পাওয়ার আশা নেই, যেহেতু গাছপালাও সব তচ্ছচ হয়ে গেছে। আমরা এখন সর্বহারা। -অনুবাদক

28 তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভালো ছিল, সে বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, তোমরা তাসবীহ পড়ছ না কেন? ১২ *

12. ভাইদের মধ্যে একজন অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল। সে আগেই অন্য ভাইদেরকে বলেছিল, আল্লাহ তাআলার যিকির কর এবং গরীবদেরকে বাধা দিও না, কিন্তু তারা তার কথায় কান দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত সে নিজেও তাদের মত হয়ে গিয়েছিল।

29 তখন তারা বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের তাসবীহ (তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা) করছি। নিশ্চয়ই আমরা জালেম ছিলাম। *

30 তারপর তারা একে অন্যের দিকে মুখ করে পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগল। *

31 তারপর সকলে (একযোগে) বলল, হায় আফসোস! নিশ্চয়ই আমরা অবাধ্য হয়ে গিয়েছিলাম। *

32 অসম্ভব কিছু নয়, আমাদের প্রতিপালক এ বাগানের পরিবর্তে আমাদেরকে আরও উৎকৃষ্ট বাগান দান করবেন। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হচ্ছি। ১৩ *

13. এর দ্বারা এটাই প্রকাশ যে, এ ঘটনার পর তারা তাওবা করেছিল। (এর আরেক অর্থ হতে পারে, ‘আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে আশাবাদী’। তিনি চাইলে নিজ রহমতে আমাদেরকে আরও উৎকৃষ্ট বাগান দিতে পারেন। -অনুবাদক)

33 শাস্তি এমনই হয়ে থাকে। আর নিশ্চয়ই আখেরাতের শাস্তি কঠিনতর যদি তারা জানত! *

34 তবে মুত্তাকীদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে নি আমতপূর্ণ উদ্যানরাজি। *

- 35 আচ্ছা, আমি কি অনুগতদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব? *
- 36 তোমাদের কী হল? তোমরা কী রকমের সিদ্ধান্ত করছ? *
- 37 তোমাদের কাছে কি এমন কোন কিতাব আছে, যার ভেতর তোমরা পড়ছ? *
- 38 যে, সেখানে তোমরা যা পছন্দ কর তাই পাবে? ১৪ *
14. কোন কোন কাফের বলত, আল্লাহ তাআলা যদি মৃত্যুর পর আমাদেরকে ফের জীবিত করেনও, তবে তিনি সে জীবনেও আমাদেরকে জানাতের নি'আমত দান করবেন। যেমন সূরা হা-মাম-সাজদায় (৪১ : ৫০) গত হয়েছে। এসব আয়ত তাদের সেই ভিত্তিহীন ধারণা রদ করছে।
- 39 নাকি তোমরা আমার থেকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এমন কসম নিয়ে রেখেছ যে, তোমরা যা স্থির করবে তাই সেখানে পাবে? *
- 40 (হে রাসূল!) তাদেরকে জিজেস কর, তাদের মধ্যে কে এ বিষয়ের যিশ্মাদার? ১৫ *
15. অর্থাৎ তোমরা যে দাবি করছ, আধিরাতে তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত সবকিছুই পাবে এবং দুনিয়ার চেয়ে আরও বেশি আরাম-আয়শে সেখানে থাকবে, তা তোমাদের মধ্যে কে এর নিশ্চয়তা আল্লাহর থেকে নিয়ে রেখেছে? তোমাদের পক্ষে এর জামিন ও যিশ্মাদার কে? এমন কেউ থাকলে সে সামনে এসে বলুক যে আমি তাকে একপ নিশ্চয়তা দিয়েছি: প্রকৃতপক্ষে এসব তাদের মিথ্যা আশা অথবা তাদের তরল পরিহাস। -অনুবাদক
- 41 না কি (আল্লাহর প্রভৃতে) তাদের (বিশ্বাস মত) কোন শরীক আছে (যারা এই নিশ্চয়তা গ্রহণ করেছে)? তাহলে তারা তাদের সেই শরীকদেরকে উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়! *
- 42 যে দিন 'সাক' খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সিজদার জন্য ডাকা হবে, তখন তারা (সিজদা করতে) সক্ষম হবে না। ১৬ *
16. 'সাক' (قاس) অর্থ পায়ের গোছ। কোন কোন মুফাসিসির সাক বা পায়ের গোছ খোলার ব্যাখ্যা করেন যে, এটা একটা আরবী বাগধারা। কঠিন কোন সঙ্কট দেখা দিলে এ কথাটি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এর অর্থ হল, যখন কিয়ামতের কঠিন সঙ্কট সামনে এসে যাবে, তখন কাফেরদের এ রকম অবস্থা হবে। আবার অনেক মুফাসিসির বলেন, সে দিন আল্লাহ তাআলা নিজের গোছ খুলে দেবেন। তবে তাঁর গোছ মানুষের গোছার মত নয়; বরং এটা আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ গুণের নাম, যার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তাআলাই জানেন। তো আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই গুণ প্রকাশ করবেন এবং মানুষকে সিজদার জন্য ডাকা হবে কিন্তু কাফেরগণ সিজদা করতে পারবে না। কেননা সিজদা করার ক্ষমতা যখন ছিল, তখন তারা সিজদা করতে অসীকার করেছিল। সহীহ হাদীস দ্বারাও এ ব্যাখ্যার সমর্থন মেলে।
- 43 তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত। হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও নিরাপদ ছিল, তখনও তাদেরকে সিজদার জন্য ডাকা হত (তখন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা সিজদা করত না)। *
- 44 সুতরাং (হে রাসূল!) যারা এ বাণীকে প্রত্যাখ্যান করছে তাদেরকে আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমাঘায়ে (ধৰংসের দিকে) নিয়ে যাব যে, তারা জানতেও পারবে না। *
- 45 আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমার কৌশল বড় শক্ত। *
- 46 তুমি কি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা জরিমানা-ভাবে ন্যূন্ত হয়ে পড়ছে? *
- 47 না কি তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান আছে, যা তারা লিখে রাখছে। *
- 48 মোদাকথা তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সবর করতে থাক এবং মাছ-সম্পর্কিত ব্যক্তির মত হয়ে না, ১৭ যখন সে (আমাকে) ডেকেছিল বেদনার্ত অবস্থায়। *

17. ইশারা হয়েরত ইউনুস আলাইহিস সালামের প্রতি, যাঁর ঘটনা সূরা ইউনুস (১০ : ৯৮), সূরা আম্বিয়া (২১ : ৮৭) ও সূরা সাফফাত (২৭ : ১৪০)-এ গত হয়েছে।

49 তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ যদি তাকে না আগলাত, তবে সে খোলা ময়দানে নিষ্কিপ্ত হত নিকৃষ্ট অবস্থায়। ১৮ ❁

18. এর দ্বারা সেই মাঠকে বোঝানো হয়েছে, মাছ যেখানে হয়েরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে উগরে ফেলে দিয়েছিল। বোঝানো হচ্ছে যে, তিনি যখন মাছের পেট থেকে বের হন তখন ভীষণ কমজোর হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবিত থাকাটাই কঠিন ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে তাঁকে রক্ষা করেন এবং তিনি পুনরায় সুস্থ-স্বল হয়ে ওঠেন।

50 অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। ❁

51 যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা যখন উপদেশ-বাণী শোনে, তখন মনে হয় তারা যেন তাদের (তীব্র) দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আচ্ছিয়ে দেবে ১৯ এবং তারা বলে, এই ব্যক্তি তো পাগল। ❁

19. এটা তাদের চরম শক্রভাবাপন্নতার বহিঃপ্রকাশ। ইবন কাছীর (রহ.) বলেন, এ আয়ত প্রমাণ করে 'নজর লাগা'-এর বিষয়টা সত্য। এক হাদীসে আছে, কোনো জিনিস যদি নিয়তিকে টপকে যেতে পারত, তবে 'নজর' অবশ্যই পারত। (তিরমিয়ী, আহমদ) -অনুবাদক

52 অথচ এটা তো বিশ্বজগতের জন্য কেবলই উপদেশ। ❁



♦ আল হাক্কাহ ♦

1 অবশ্যন্তাবী সত্য! ❁

2 কি সেই অবশ্যন্তাবী সত্য? ❁

3 তোমার কি জানা আছে সেই অবশ্যন্তাবী সত্য কী? ১ ❁

1. এ সত্য হচ্ছে কিয়ামত। আরবী বাগধারা অনুযায়ী এটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি। কোন ঘটনার বিভীষিকা তুলে ধরার জন্য আরবীতে এ ভঙ্গিটির ব্যাপক ব্যবহার আছে। তাই কিয়ামতের ভয়াল অবস্থার চিত্রাঙ্কনের জন্য কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এটি প্রযুক্ত হয়েছে। অনুবাদের মাধ্যমে এর ঘথাযথ তাছীর ও আবেদন অন্য কোন ভাষায় প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। অন্ততপক্ষে এর ভাবটুকু যাতে অনুমান করা যায়, তাই এখানে আয়তের অনেকটা আক্ষরিক অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে।

4 আদ ও ছামুদ জাতি সেই প্রকম্পিতকারী (সত্য)কে অস্তীকার করেছিল। ❁

5 সুতরাং ছামুদ জাতি(-এর বৃত্তান্ত হল), তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল (মহানাদ-এর) ভীষণ বিপর্যয় দ্বারা। ২ ❁

2. ছামুদ জাতির পরিচিতি সূরা আরাফে (৭ : ৭৩) গত হয়েছে। এ জাতি তাদের নবী হয়েরত সালেহ আলাইহিস সালামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। পরিণামে তাদেরকে এক ভীষণ শব্দ দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়। সে শব্দের আঘাতে তাদের কলজে ফেটে গিয়েছিল এবং এভাবে গোটা জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

6 আর আদ জাতি (এর বৃত্তান্ত হল), তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এমন প্রচণ্ড ঝঞ্চাবায় দ্বারা ❁

7 যা আল্লাহ তাদের উপর প্রবাহিত রেখেছিলেন (একটানা) সাত রাত, আট দিন বিরামহীনভাবে। ৩ তখন তুমি (সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে ফাঁপা খেজুর কাণ্ডের মত। ৪ ❁

৩. আদ জাতির লোকজন বিশাল দেহবিশিষ্ট ছিল। তাই তাদের ভূপাতিত দেহকে খেজুর গাছের কাণ্ডের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৪. আদ জাতির পরিচিতও সূরা আরাফে (৭ : ৬৫) চলে গেছে। তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রলয়করী ঝড় দ্বারা, যা টানা আট দিন তাদের উপর প্রবাহিত ছিল। [ড্যাট-এর আভিধানিক অর্থ অবাধ্য। আয়তে ঝঁঝাবায়কে এ বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়েছে এ কারণে যে, 'আদ জাতি চরম সীমালঙ্ঘন করলে আল্লাহ তাআলা বাতাসকে সরাসরি হ্রকুম করেন তা যেন প্রচণ্ড বেগে তাদের উপর আঘাত হানে। ফলে বাতাস তার দায়িত্বে নিযুক্ত ফিরিশতাদের নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করে তাদের উপর আঘাত হেনেছিল। হযরত অলী (রা.) ইবনে আববাস (রা.) প্রমুখ থেকে একপ বর্ণিত আছে (রহুল মা'আনী)। অথবা রূপকার্থে এর দ্বারা প্রচণ্ডতা বোঝানো হয়েছে। -অনুবাদক]

৮ এখন কি তুমি তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাও? *

৯ ফির'আউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং (লৃত আলাইহিস সালামের) উল্টে যাওয়া জনপদও লিপ্ত হয়েছিল অপরাধে *

১০ তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলের অবাধ্যতা করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। *

১১ যখন পানি নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে গিয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে, ৫ *

৫. এর দ্বারা হযরত নৃহ আলাইহিস সালামের কওমকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যে মহা প্লাবন সৃষ্টি করা হয়েছিল তার পানি বোঝানো হয়েছে। হযরত নৃহ আলাইহিস সালামের উপর যারা ঈমান এনেছিল তারা ছাড়া বাকি সকলে সেই পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। যারা ঈমান এনেছিল আল্লাহ তাআলা তাদেরকে একটি নৌযানে চড়িয়ে হেফাজত করেছিলেন। বিস্তারিত ঘটনা দেখুন সূরা হুদ (১১ : ৩৬-৪৮)। [নিয়ন্ত্রণহারা হয়েছিল এর অর্থ, পানি ফিরিশতাদের নিয়ন্ত্রণ আগ্রহ করে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে উচ্ছ্঵সিত হয়ে উঠেছিল। অথবা এর অর্থ তা স্ফীত হয়ে উচ্চতার স্বাভাবিক সীমানা অতিক্রম করেছিল এবং সর্বোচ্চ পাহাড়েরও পনের হাত উপরে উঠে গিয়েছিল। -অনুবাদক]

১২ এই ঘটনাকে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বানানোর জন্য এবং যাতে এটা (শুনে) সংরক্ষণ করে সংরক্ষণকারী কান ৬। *

৬. সংরক্ষণ করা দ্বারা যথাযথভাবে অরণ রাখা, প্রচার করা, তাতে চিন্তা করা ও সে অনুযায়ী আমল করা বোঝানো হয়েছে। এসব কাজ কান নয়; বরং ব্যক্তি নিজে ও তার মন করে থাকে। তা সত্ত্বেও কানকে এর কর্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে রূপকার্থে, যেহেতু কানের মাধ্যমে শুনেই তা করা হয়ে থাকে। -অনুবাদক

১৩ অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুঁ, *

১৪ এবং পৃথিবী ও পর্বতসমূহকে উত্তোলিত করে একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হবে, *

১৫ সেই দিন ঘটবে অবশ্যন্ত্রী ঘটনা। *

১৬ এবং আকাশ ফেটে যাবে আর সেদিন তা সম্পূর্ণ জীর্ণ হয়ে যাবে *

১৭ এবং ফেরেশতাগণ থাকবে তার কিনারায় এবং তোমার প্রতিপালকের আরশ সে দিন আটজন ফেরেশতা তাদের উপরে বহন করে রাখবে। *

১৮ সে দিন তোমাদের হাজিরা হবে এমনভাবে যে, তোমাদের কোন গুপ্ত বিষয় গোপন থাকবে না। *

১৯ অতঃপর যাকে আমলনামা দেওয়া হবে তার ডান হাতে, সে বলবে, ৭ হে লোকজন! এই যে আমার আমলনামা, তোমরা পড়ে দেখ। *

৭. যারা সৎকর্মশীল, তাদেরকে আমলনামা দেওয়া হবে তাদের ডান হাতে আর পাপীদেরকে দেওয়া হবে তাদের বাম হাতে।

২০ আমি আগেই বিশ্বাস করেছিলাম আমাকে অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। *

- 21 সুতরাং সে থাকবে মনঃপুত জীবনে। *
- 22 সেই সমুন্নত জান্মাতে *
- 23 যার ফল থাকবে ঝুঁকে (নিকটবর্তী)। *
- 24 (বলা হবে) তোমরা বিগত দিনগুলোতে যেসব কাজ করেছিলে, তার বিনিময়ে খাও ও পান কর স্বাচ্ছন্দে। *
- 25 আর সেই ব্যক্তি, যার আমলনামা দেওয়া হবে তার বাম হাতে; সে বলবে, আহা! আমাকে যদি আমলনামা দেওয়াই না হত! *
- 26 আর আমি জানতেই না পারতাম, আমার হিসাব কী? *
- 27 আহা! মৃত্যুতেই যদি আমার সব শেষ হয়ে যেত! *
- 28 আমার অর্থ-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না! *
- 29 আমার থেকে আমার সব ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেল! *
- 30 (একপ ব্যক্তি সম্পর্কে হৃকুম দেওয়া হবে) ধর ওকে এবং ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। *
- 31 তারপর ওকে জাহানামে নিক্ষেপ কর। *
- 32 তারপর ওকে এমন শিকলে গেঁথে দাও, যার পরিমাণ হবে সত্ত্বর হাত। *
- 33 সে মহান আল্লাহর উপর ঈমান রাখত না। *
- 34 এবং গরীবকে খাদ্য দানে উৎসাহ দিত না। *
- 35 সুতরাং আজ এখানে তার নাই কোন বন্ধু *
- 36 এবং না কোন খাদ্য গিসলীন ৷ ছাড়া *
8. 'গিসলীন' বলা হয় মূলত সেই পানিকে, যা কোন ক্ষতস্থান ধোয়ার সময় তা থেকে বারে পড়ে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এটা সম্ভবত জাহানামীদের কোন খাদ্য, যা ক্ষতস্থান থেকে বারা পানি-সদৃশ হবে।
- 37 যা পাপিষ্ঠরা ছাড়া কেউ খাবে না। *
- 38 আমি কসম করছি তোমরা যা দেখছ তার *
- 39 এবং তোমরা যা দেখছ না তারও, ৷ *
9. এর দ্বারা বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিরাজিকে বোঝানো হয়েছে, যার কতক মানুষ দেখতে পায় এবং কতক দেখা যায় না, যেমন উর্ধ্বজগতের বন্ধুরাজি। কোন কোন মুফাসসির বলেন, 'তোমরা যা দেখছ' দ্বারা বোঝানো হয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আর 'যা

দেখছ না' দ্বারা হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে, যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওই নিয়ে আসতেন।

40 এটা (অর্থাৎ কুরআন) এক সম্মানিত বার্তা বাহকের বাণী ১০ *

10. এর দ্বারা উদ্দেশ্য কাফেরদেরকে রদ করা, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও বলত কবি এবং কখনও অতীন্দ্রিয়বাদী, যাদের দাবি ছিল তারা গায়ের জানে।

41 এটা কোন কবির বাণী নয়, (কিন্তু) তোমরা অল্লাই ঈমান আন *

42 এবং না কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর বাণী, (কিন্তু) তোমরা অল্লাই শিক্ষা গ্রহণ কর। *

43 এ বাণী অবর্তীর্ণ করা হচ্ছে জগত-সমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে। *

44 আর যদি সে (অর্থাৎ রাসূল কথার কথা) কোন (মিথ্যা) বাণী রচনা করে আমার প্রতি আরোপ করত *

45 তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম *

46 তারপর তার জীবন-ধর্মনি কেটে দিতাম। *

47 তখন তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। ১১ *

11. বলা হচ্ছে, কেউ যদি নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করতঃ নিজের থেকে কোনও বাণী রচনা করে এবং আল্লাহ তা'আলার ওপর তা আরোপ করে বলে, এ বাণী তিনি অবর্তীর্ণ করেছেন, তবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তাকে লাঞ্ছিত করেন। ফলে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত যদি মিথ্যা হত (নাউয়ুবিল্লাহ) এবং তিনি নিজের থেকে কোনও বাণী রচনা করে আল্লাহ তা'আলার নামে চালানোর চেষ্টা করতেন, তবে আল্লাহ তা'আলা তার সংগে সেই আচরণই করতেন, যেমনটা আয়াতে বলা হয়েছে।

48 নিশ্চয়ই এটা মুন্তাকীদের জন্য এক উপদেশবাণী। *

49 আমি ভালো করে জানি তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অবিশ্বাসীও আছে। *

50 এবং এটা (অর্থাৎ কুরআন) এরূপ কাফেরদের জন্য আক্ষেপের কারণ। ১২ *

12. অর্থাৎ আখেরাতে যখন তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে তখন আক্ষেপ করে বলবে, আহা! আমরা যদি কুরআনের উপর ঈমান আনতাম!

51 এবং এটাই নিশ্চিত সত্য বাণী। *

52 সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর। *



♦ আল মাআরিজ ♦

1 এক যাচক যাচনা করল সেই শাস্তি, *

১. জনেক কাফের ইসলামকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলেছিল, যদি এ কুরআন ও ইসলাম সত্য হয়, তবে তুমি আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ কর অথবা অন্য কোন কঠিন শাস্তি দিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করে দাও, যেমন সূরা আনফালে (৮ : ৩২) বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এই ব্যক্তির নাম ছিল নায়র ইবনে হারিছ। এখানে তার কথাই বলা হয়েছে যে, সে শাস্তি প্রার্থনা করছে, যদিও তার আসল উদ্দেশ্য শাস্তি চাওয়া নয়, বরং শাস্তিকে বিদ্রূপ করা ও তার অস্তিত্ব অঙ্গীকার করা। অথচ সে শাস্তি নিশ্চিত সত্য এবং যখন তা আসবে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

২ যা কাফেরদের জন্য অবধারিত, যা রোধ করতে পারে এমন কেউ নেই। *

৩ তা আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি আরোহণের পথসমূহের মালিক। *

২. 'আরোহণের পথসমূহ' দ্বারা এমন সব পথ বোঝানো হয়েছে, যা দিয়ে ফেরেশতাগণ উর্ধ্বজগতে আরোহণ করে। এখানে বিশেষভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, পরের আয়তে উর্ধ্বলোকে ফেরেশতাদের আরোহণ করার কথা আসছে।

৪ ফেরেশতাগণ ও কল্লুল কুদস তাঁর কাছে আরোহণ করে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। *

৩. এ আয়তের দুটি ব্যাখ্যা আছে। (এক) এতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে কিয়ামত দিবস। হিসাব-নিকাশের কঠোরতার কারণে কাফেরদের কাছে সে দিনটি পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান মনে হবে। এ ব্যাখ্যার প্রবক্তাগণ বলেন, এ দিনকেই সূরা তানয়ীল-আস-সাজ্দায় (৩২ : ৫) এক হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। পরিমাণ দু'রকম বলা হয়েছে বাস্তিভেদে। অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের কঠোরতা অনুযায়ী কারও কাছে সে দিনকে এক হাজার বছরের সমান মনে হবে এবং যাদের কষ্ট আরও বেশি হবে, তাদের কাছে মনে হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

(দুই) আয়তটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, কাফেরদের সামনে যখন বলা হত, তাদের কুফরের পরিণামে দুনিয়া বা আখেরাতে তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে, তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে দিত এবং বলত, কই, এত দিন চলে গেল কেন শাস্তি তো আসল না। বাস্ত বিকই শাস্তি আসার হলে তা এসে যাচ্ছে না কেন? তাদের এসব কথার উত্তরে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে, বাকি তা কখন হবে তা তিনিই জানেন। তিনি নিজ হেকমত অনুযায়ী এর দিনক্ষণ ঠিক করে রেখেছেন। তোমরা যে মনে করছ তা আসতে অনেক দেরি হয়ে গেছে, তা করছ তোমাদের হিসাব অনুযায়ী। প্রকৃতপক্ষে তোমরা যেই কালকে এক হাজার বা পঞ্চাশ হাজার বছর গণ্য কর আল্লাহ তাআলার কাছে তা এক দিনের সমান। সুতরাং সূরা হজ্জেও একই কথা এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা খুব তাড়াতাড়ি শাস্তি চাচ্ছে। আর এখানে সূরা মাআরিজেও যে ব্যক্তি শাস্তি চাচ্ছিল তার জবাবেই একথা বলা হয়েছে।

৫ সুতরাং সবর অবলম্বন কর উত্তমরূপে। *

৬ তারা তাকে দূরবর্তী মনে করছে। *

৭ অথচ আমি তাকে দেখছি নিকটবর্তী। *

৮ (সে শাস্তি হবে সেই দিন) যে দিন আকাশ তেলের গাদের মত হয়ে যাবে *

৯ এবং পাহাড় হয়ে যাবে রঙিন পশ্চমের মত। *

১০ এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু অন্তরঙ্গ বন্ধুকে জিজ্ঞেসও করবে না। *

১১ অথচ তাদের পরম্পরকে দৃষ্টিগোচর করে দেওয়া হবে। ৪ অপরাধী সে দিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তার পুত্রকে মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাবে। *

৪. অর্থাৎ বন্ধু-বন্ধুর, পিতামাতা, ভাইবোন, প্রিয়জন সকলেই একে অন্যকে চোখের সামনে দেখতে পাবে, চিনতেও পারবে। কিন্তু কিয়ামতের বিভিন্নিকার কারণে প্রত্যেকেই এমন ভীত-সন্ত্রাস ও আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে যে, অন্যকে কিছু জিজ্ঞেস করা ও তার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার অবকাশ হবে না। -অনুবাদক

১২ এবং তার স্ত্রী ও ভাইকে *

- 13 এবং তার সেই খান্দানকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। ♦
- 14 এবং পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে, যাতে (এসব মুক্তিপণ দিয়ে) সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। ♦
- 15 (কিন্তু) কখনই এটা সম্ভব হবে না। তা তো এক লোলিহান আগুন। ♦
- 16 যা চামড়া খসিয়ে দেবে। ♦
- 17 তা প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে ডাকবে, যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ✎ ♦
5. অর্থাৎ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, জাহানাম তাকে নিজের দিকে দেকে নেবে।
- 18 এবং (অর্থ-সম্পদ) সঞ্চয় করেছে অতঃপর তা সঘনে সংরক্ষণ করেছে। ✎ ♦
6. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা অর্থ-সম্পদে অন্যদের যে হক ধার্য করেছেন তা আদায় না করে কেবল সঞ্চয়েরই ধান্নায় থাকত।
- 19 বন্ত মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে লঘুচিত্ত রূপে ♦
- 20 যখন কোন কষ্ট তাকে স্পর্শ করে, তখন সে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে। ♦
- 21 আর যখন তার স্বাচ্ছন্দ্য আসে, তখন হয় অতি কৃপণ। ♦
- 22 তবে নামাযীগণ নয় ♦
- 23 যারা তাদের নামায আদায় করে নিয়মিত। ♦
- 24 এবং যাদের অর্থ-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে ✎ ♦
7. এর দ্বারা যাকাত ও এমন সব খাত বোঝানো হয়েছে, যাতে অর্থ ব্যয় অবশ্য কর্তব্য। আয়ত দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাকাত দেওয়াটা গরীবদের প্রতি ধনীদের অনুকূল্য নয়; বরং এটা গরীবদের হক।
- 25 যাচক ও বক্ষিতের। ✎ ♦
8. যে গরীব নিজ প্রয়োজন প্রকাশ করে তাকে 'যাচক' এবং যে অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রয়োজন প্রকাশ করে না তাকে 'বক্ষিত' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।
- 26 এবং যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে ♦
- 27 এবং যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তির ভয়ে ভীত। ♦
- 28 নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের শাস্তি এমন নয়, যা হতে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। ♦
- 29 এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে (সকলের থেকে) হেফাজত করে, ♦

- 30 তাদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাভুক্ত দাসীদের ছাড়া। কেননা এসব লোক নিন্দনীয় নয়। ❁
- 31 তবে কেউ তার বাইরে অন্য কিছু কামনা করলে, তারা হবে সীমালংঘনকারী। ৯ ❁
9. অর্থাৎ স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্য কোনভাবে ঘোন চাহিদা মেটানো জায়েয নয়। কাজেই যারা সে রকম কিছু করে তারা বৈধতার সীমা লংঘনকারী।
- 32 এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, ❁
- 33 এবং যারা তাদের সাক্ষ্য ঘথাঘথভাবে দান করে। ❁
- 34 এবং যারা তাদের নামায়ের ব্যাপারে পুরোপুরি যত্নবান থাকে। ১০ ❁
10. ২৩নং আয়াতে নিয়মিত নামায আদায করার কথা বলা হয়েছে আর এ আয়াতে বলা হয়েছে, তারা নামাযের ব্যাপারে পুরোপুরি যত্নবান থাকে, অর্থাৎ সমস্ত নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামায পড়ে। মুমিনদের এই একই গুণাবলীর কথা সূরা মুমিনুনের শুরুতেও বর্ণিত হয়েছ।
- 35 তারাই জানাতে থাকবে সম্মানজনকভাবে। ❁
- 36 (হে রাসূল!) কাফেরদের হল কি যে, তারা তোমার দিকে ছুটে আসছে? ❁
- 37 ডান দিক থেকেও এবং বাম দিক থেকেও, দলে দলে। ১১ ❁
11. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতেন, তখন কাফেরগণ দলে-দলে তাঁর কাছে জড়ো হত এবং তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। বলত, এই ব্যক্তি যদি জানাতে যায়, তবে আমরা বসে থাকব নাকি? আমরা তার আগেই সেখানে পৌঁছে যাব (কেহল মাআনী)। এ আয়াতের ইশারা সে দিকেই।
- 38 তাদের প্রত্যেকেই কি প্রত্যশা করে যে, তাকে দাখিল করা হবে নি'আমতপূর্ণ জানাতে? ❁
- 39 কখনও এরাপ হবে না। আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এমন জিনিস দ্বারা যা তারা জানে। ১২ ❁
12. অর্থাৎ তারা জানে আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে, অথচ শুক্রবিন্দু হতে মানবরূপ পর্যন্ত পৌঁছতে কতগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়। তো আল্লাহ তাআলা যখন এতগুলো ধাপ অতিক্রম করিয়ে এক বিন্দু শুক্রকে জ্যান্ত-জ্যাগ্রত মানুষ বানাতে সক্ষম, তিনি সেই মানুষের লাশকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না?
- 40 আমি শপথ করছি (নক্ষত্রাজির) উদয়স্থল ও অস্তাচলসমূহের অধিপতির, নিশ্চয়ই আমি এ বিষয়ে সক্ষম ❁
- 41 যে, তাদের স্থলবর্তী করব তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানবগোষ্ঠীকে ১৩ এবং কেউ আমাকে ব্যর্থ করতে পারবে না। ❁
13. অর্থাৎ তাদের সকলকে ধৰ্ম করে তাদের স্থানে এমন মানবগোষ্ঠীকে সৃষ্টি করবেন, যারা তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে।
- 42 সুতরাং তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা তাদের অহেতুক বাক-বিতণ্ণা ও খেলাধুলায় মন্ত থাকুক, যাবৎ না সেই দিনের সাক্ষাত লাভ করে, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। ❁
- 43 সে দিন তারা দ্রুতবেগে কবর থেকে এমনভাবে বের হবে, যেন তারা তাদের প্রতিমাদের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। ❁



♦ নৃহ ♦

1 আমি নৃহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম (এই নির্দেশ দিয়ে যে) নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের প্রতি যন্ত্রণাময় শাস্তি আসার আগে। ১ ❁

1. এ সূরায় হযরত নৃহ আল-ইহিস সালামের শুধু দাওয়াতী কার্যক্রম ও তাঁর দুআসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বিস্তারিত ঘটনা জানার জন্য দেখুন সূরা ইউনুস (১০ : ৭১), সূরা হুদ (১১ : ৩৬)।

2 (সুতরাং) সে (নিজ সম্প্রদায়কে) বলল, আমি তো তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী। ❁

3 এই বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ❁

4 আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বাকি রাখবেন। ৪ নিশ্চয়ই আল্লাহর স্থিরীকৃত কাল যখন এসে যায়, তখন আর তা বিলম্বিত হয় না যদি তোমরা জানতে! ❁

2. অর্থাৎ তোমাদের আয়ুক্ষাল যে পর্যন্ত নির্ধারিত আছে, সেই পর্যন্ত তোমাদেরকে জীবিত রাখবেন।

5 অতঃপর নৃহ (আল্লাহ তাআলাকে) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সম্প্রদায়কে রাত-দিন (সত্যের দিকে) ডেকেছি। ❁

6 কিন্তু আমার দাওয়াত কেবল তাদের পলায়নপ্রতাই বৃদ্ধি করেছে। ❁

7 আমি যখনই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখনই তারা তাদের কানে আঙ্গুল রেখেছে, নিজেদের কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢেকে ফেলেছে, (নিজেদের কথার উপর) জিদ বজায় রেখেছে এবং শুধু অহমিকাই প্রকাশ করেছে। ❁

8 অতঃপর আমি তাদেরকে জোর কঞ্চি দাওয়াত দিয়েছি। ৫ ❁

3. অর্থাৎ সর্বসমক্ষে গিয়ে উদাত্ত আহ্লান জানিয়েছি, নির্ভীক কঞ্চি সত্যের দিকে ডেকেছি, 'অতঃপর' শব্দ দ্বারা বোঝা যায় এর আগে তিনি একান্তে নিভৃতেও দাওয়াত দিয়েছেন। -অনুবাদক

9 তারপর আমি প্রকাশ্যেও তাদের সাথে কথা বলেছি এবং গোপনে-গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি। ৬ ❁

4. অর্থাৎ মজলিস ও সভা-সমিতি ছাড়া আলাদা-আলাদাভাবেও দাওয়াত দিয়েছি এবং তাতে তাদের সাথে উচ্চকর্ণেও কথা বলেছি এবং কানে নিচু আওয়াজেও। -অনুবাদক

10 আমি তাদেরকে বলেছি, নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমশীল। ❁

11 তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ❁

12 এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে উন্নতি দান করবেন এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যয়ন আর তোমাদের জন্য নদ-নদীর ব্যবস্থা করে দিবেন। ❁

13 তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর মহিমাকে বিলকুল ভয় পাও না? ﴿৫﴾

৫. প্রকৃত অর্থ, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা স্মীকার করছ না কেন? তা করলে তোমরা অবশ্যই তাকে ভয় করতে। অথবা অর্থ হবে, তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব ও মহিমার প্রতি লক্ষ রেখে আশাবাদী হচ্ছ না কেন যে, তার আনুগত্য করলে তিনি তোমাদেরকে ইঞ্জিত সম্মান দান করবেন? -অনুবাদক

14 অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ধাপে ধাপে। ﴿৬﴾

৬. ইশারা করা হয়েছে যে, শুক্রবিন্দু হতে পূর্ণাঙ্গ মানবরূপ লাভ করা পর্যন্ত মানুষকে বিভিন্ন পর্যায় অভিক্রম করতে হয়, যেমন সূরা ইজজত (২২ : ৫) ও সূরা মুমিনুন (২৩ : ১৪)-এ বিস্তারিত বলা হয়েছে। পর্যায়ক্রমিক এ সৃজন আল্লাহ তাআলার মহা শক্তির পরিচয় বহন করে। এই মহামহিম সত্তা যে তোমাদেরকে পুনরায়ও সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন এ বিষয়ে তোমরা কেন সন্দেহ করছ?

15 তোমরা কি দেখনি আল্লাহ কিভাবে সাত আকাশকে উপর-নিচ স্তর বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন? ﴿৭﴾

16 এবং তাতে চন্দ্রকে আলোরূপে এবং সূর্যকে প্রদীপরূপে স্থাপিত করেছেন? ﴿৮﴾

17 এবং তোমাদেরকে ভূমি হতে উৎকৃষ্ট পন্থায় উদ্ভৃত করেছেন। ﴿৯﴾

৭. অর্থাৎ একটি গাছের চারা যেমন মাটির ভেতর থেকে বিভিন্ন স্তর অভিক্রম করার পর পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষের রূপ লাভ করে, তেমনি আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকেও ভূমিতে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে ভূমি থেকে উদগত উদ্ভিদ যেমন আবার মরে মাটিতে মিশে যায়, ফের আল্লাহ তাআলার যখন ইচ্ছা হয় সেই মাটি থেকেই তাকে উদগত করেন, তেমনি তোমরাও মরে মাটিতে মিশে যাবে, তারপর আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা করবেন পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দিয়ে মাটির ভেতর থেকে বের করে আনবেন।

18 তারপর তিনি তোমাদেরকে পুনরায় তার ভেতরই পাঠাবেন এবং (সেখান থেকে পুনরায়) তোমাদেরকে পুরোপুরি বের করে আনবেন। ﴿১০﴾

19 আল্লাহই ভূমিকে তোমাদের জন্য বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন, ﴿১১﴾

20 যাতে তোমরা তার উন্মুক্ত পথে চলাফেরা করতে পার। ﴿১২﴾

21 নৃহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্পদায় তো আমার অবাধ্যতা করেছে এবং তারা অনুসরণ করেছে এমন লোকের অর্থাৎ তাদের নেতৃবর্গের যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি। ﴿১৩﴾

22 এবং তারা অনেক বড়-বড় ষড়যন্ত্র করেছে। ﴿১৪﴾

৮. ইশারা সেই সব ষড়যন্ত্রের দিকে, যা হযরত নৃহ আলাইহিস সালামের শক্রগণ তাঁর বিরুদ্ধে চালাচ্ছিল।

23 এবং তারা (নিজেদের লোকদেরকে) বলেছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে কিছুতেই পরিত্যাগ করো না। কিছুতেই পরিত্যাগ করো না 'ওয়াদ' ও 'সুওয়া'-কে এবং না 'ইয়াগৃছ' 'ইয়াউক' ও 'নাসর'-কে। ﴿১৫﴾

৯. 'ওয়াদ', 'সুওয়া', 'ইয়াগৃছ', 'ইয়াউক' ও 'নাসর' হল কতগুলো মূর্তির নাম। হযরত নৃহ আলাইহিস সালামের কওম এগুলোর পূজা করত।

24 এভাবে তারা বহুজনকে বিপথগামী করেছে। সুতরাং (হে আমার প্রতিপালক!) আপনিও এই জালেমদের কেবল বিপথগামিতাই বৃদ্ধি করে দিন। ﴿১৬﴾

25 তাদের গুনাহের কারণেই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল ১০, তারপর তাদেরকে দাখিল করা হয়েছে আগুনে ১১ আর আল্লাহ ছাড়া তারা অন্য কোন সাহায্যকারী পায়নি। ১২ ﴿১৭﴾

10. মা 'অব্যাটি অতিরিক্ত। কথায় জোর সৃষ্টির জন্য এটি ব্যবহৃত।' 'অব্যাটিকে শুরুতে আনার উদ্দেশ্য জোর সৃষ্টি। বোঝানো হয়েছে, তাদের নিমজ্জিত করা হয়েছে তাদের কুফর ও পাপাচারেরই কারণে। এর অন্য কোনো কারণ নেই। -অনুবাদক

11. অর্থাৎ বরষথ (মৃত্যু ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী অবস্থান, তা কবরে হোক বা পানিতে বা অন্য কোথাও)-এর আয়াবে। পানির ভেতরও আল্লাহ তাআলা আগুনের শাস্তি দিতে পারেন। বিষয়টা অদৃশ্য জগতের হওয়ায় আমরা বুঝতে পারি না। এ আয়াত কবর আয়াবের সত্যতা প্রমাণ করে।

আয়াতটির একপ ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে যে, নিমজ্জিত হওয়াই তাদের শেষ নয়। তাদের জন্য আরও বড় আয়াব রয়ে গেছে। তা হচ্ছে জাহানামের আগুন। কিয়ামতের পর তাতে তাদেরকে ঢোকানো হবে। সে শাস্তি যে অবধারিত তা বোানোর জন্য অতীত ক্রিয়ায় বলা হয়েছে তাদেরকে দাখিল করা হয়েছে আগুন। -অনুবাদক

12. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া যে মিথ্যা উপাস্যদের পূজা-অর্চনা তারা করত, এই বিপদকালে তাদেরকে সাহায্যকারী হিসেবে পায়নি, যেহেতু সাহায্য করার ক্ষমতাই তাদের নেই।

এর আরেক তরজমা হতে পারে, আল্লাহর বিপরীতে তারা কোনো সাহায্যকারী পায়নি। অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করবে এমন কাউকে পায়নি, যদিও তাদের বিশ্বাস ছিল তাদের দেব-দেবীগণ যে কোনো বিপদে তাদের পাশে দাঁড়াবে। -অনুবাদক

26 নৃহ আরও বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এই কাফেরদের মধ্য হতে কোন বাসিন্দাকেই পৃথিবীতে বাকি রাখবেন না। ♦

27 আপনি তাদেরকে বাকি রাখলে তারা আপনার বাস্তাদেরকে বিপথগামী করবে এবং তাদের যে সন্তানাদি জন্ম নেবে তারাও পাপিষ্ঠ ও ঘোর কাফেরই হবে। ১৩ ♦

13. সূরা হৃদে গত হয়েছে (১১ : ৩৬), আল্লাহ তাআলা হযরত নৃহ আলাইহিস সালামকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর সম্প্রদায়ের যারা এ পর্যন্ত ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না।

28 হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার পিতা-মাতাকেও এবং প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকেও, যে ঈমানের অবস্থায় আমার ঘরে প্রবেশ করেছে ১৪ আর সমস্ত মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকেও। আর যারা জালেম তাদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। ♦

14. ঈমানের শর্তারূপ করেছেন এ কারণে যে, তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে তাঁর স্ত্রী শেষ পর্যন্ত কাফেরই ছিল; তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, যেমন সূরা তাহরীমে বর্ণিত হয়েছে (৬৬ : ১০)।



♦ আল জিন ♦

1 (হে রাসূল!) বলে দাও, আমার কাছে ওহী এসেছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শুনেছে অতঃপর (নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে) বলেছে, আমরা এক বিশ্বাসকর কুরআন শুনেছি। ♦

2 যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। সুতরাং আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে (ইবাদতে) কখনও কাউকে শরীক করব না। ১ ♦

1. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে যেমন মানব জাতির কাছে নবী করে পাঠানো হয়েছিল, তেমনি তিনি জিন জাতিরও নবী ছিলেন। কাজেই তিনি তাদের মধ্যেও দীনের প্রচার করেছিলেন। জিনদের মধ্যে তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু হয়েছিল এভাবে যে, তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে জিনের আসমান পর্যন্ত যেতে পারত, তাতে তাদেরকে কোন বাধা দেওয়া হত না, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের নবুওয়াত লাভের পর তাদের আসমানের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। কোন জিন বা শয়তান সেখানে যেতে চাইলে উক্তাপিণ্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেওয়া শুরু হল, যেমন সূরা হিজর (১৫ : ১৭) ও সূরা সাফাফাত (৩৭ : ১০)-এ গত হয়েছে। সহীহ বুখরীর এক বর্ণনায় আছে, জিনরা যখন পরিস্থিতির এই পরিবর্তন লক্ষ করল, তখন তাদেরকে আসমানে যেতে কেন বাধা দেওয়া হচ্ছে, কী এর রহস্য, তা জানার জন্য তাদের অন্তরে কৌতুহল দেখা দিল। এ উদ্দেশ্যে তাদের একটি দল সার পৃথিবী পরিপ্রমণে বের হল। এটা সেই সময়কার কথা, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম তায়েফ থেকে মক্কা মুকাররমায় ফিরে আসছিলেন। পথে তিনি নাখলা নামক স্থানে যখন ফজরের নামায পড়ছিলেন ও তাতে কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত করেছিলেন, ঠিক সেই সময় জিনদের উল্লেখিত দলটি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছলে তাদের আগ্রহ জন্মাল এবং বিষয়টা কী তা জানার লক্ষে তারা সেখানে থেমে গেল। তারা গভীর মনোযোগের সাথে তাঁর তেলাওয়াত শুনতে লাগল। ভোরের শান্ত-মিহর পরিবেশে খোদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের মুখে পবিত্র কালামের তিলাওয়াত! স্বাভাবিকভাবেই তারা তাতে চমৎকৃত হল এবং তাদের অন্তরে তা এমনই প্রভাব বিস্তার করল যে, তারা তখনই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। তারপর তারা নিজ কওমের কাছেও ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেল। তারা তাদের কাছে গিয়ে ধা-ধা বলেছিল, আল্লাহ তাআলা এখানে তার সার সংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন, সূরা আহকামেও (৪৬ : ৩০) এ ঘটনার দিকে সংক্ষেপে ইশারা করা হয়েছে। এরপর জিনদের কয়েকটি প্রতিনিধি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং তিনি তাদেরকে দীনের দাওয়াত দেন ও ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দান করেন।

৩ এবং এই (বিশ্বাস করেছি) যে, আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা সমুচ্চ। তিনি কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং কোন সন্তানও নয়। *

৪ এবং এই যে, আমাদের মধ্যকার নির্বাধেরা আল্লাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা বলত। ৫ *

2. এর দ্বারা কুফর, শিরক ও প্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত কথাবার্তা বোঝানো হয়েছে।

৫ এবং আমরা মনে করেছিলাম মানুষ ও জিন আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্য কথা বলবে না। ৬ *

3. অর্থাৎ এ পর্যন্ত আমরা যেসব ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করতাম তার কারণ ছিল এই যে, সমস্ত মানুষ ও জিন জাতির বিশ্বাসও এ রকমই ছিল। আমাদের মনে হয়েছিল এতসব লোক মিথ্য ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস পোষণ করতে পারে না। কাজেই তাদের অনুসরণে আমরাও একই বিশ্বাস গ্রহণ করে নিয়েছিলাম।

৬ এবং মানুষের মধ্যে কিছু লোক জিনদের কিছু লোকের আশ্রয় গ্রহণ করত। এভাবে তারা জিনদেরকে আরও বেশি আত্মস্তরী করে তুলেছিল। ৭ *

4. জাহেলী যুগে মানুষ তাদের সফরকালে যখন বন-জঙ্গলে পৌঁছাত, তখন সেখানকার জিনদের আশ্রয় নিত। অর্থাৎ বনের জিনদের কাছে আবেদন করত, তারা যেন তাদেরকে নিজেদের আশ্রয়ে রেখে কষ্টদায়ক জীবজন্তু থেকে তাদেরকে রক্ষা করে। এ কারণে জিনরা মনে করত, তারা মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মানুষ তাদের আশ্রয়ের মুখাপেক্ষী। এর ফলে তাদের গোমরাহী ও অহমিকা আরও বৃদ্ধি পায়।

৭ এবং তোমরা যেমন ধারণা করতে, তেমনি মানুষও ধারণা করেছিল, আল্লাহ কাউকেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করবেন না। ৮ *

5. একথা জিনেরা তাদের অপর জিন ভাইদের লক্ষ্য করে বলেছিল। বোঝাচ্ছিল যে, তোমরা যেমন আখেরাত বিশ্বাস করতে না, তেমনি মানুষেরও তাতে বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু সেটা যে মহা ভুল তা এখন প্রমাণ হয়ে গেছে।

৮ এবং আমরা আকাশে অনুসন্ধান করতে চাইলাম, তখন দেখলাম তা কঠোর পাহারাদার ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। ৯ *

6. পূর্বে ১নং টীকায় যে কথা বলা হয়েছে, এখানে সেটাই বলা হচ্ছে যে, জিনদের আকাশের কাছে যাওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তারা যাতে সেখানে যেতে না পারে, তাই ফেরেশতাদেরকে পাহারায় বসানো হয়েছিল। এমনকি কেউ চুরি করে ফেরেশতাদের কথা শুনতে চাইলে সে সুযোগও তাদেরকে দেওয়া হত না। উল্কাপিণ্ড নিষ্কেপ করে তাড়িয়ে দেওয়া হত।

৯ এবং আমরা আগে সংবাদ শোনার জন্য আকাশের কোন কোন স্থানে গিয়ে বসে থাকতাম। কিন্তু এখন কেউ শুনতে চাইলে সে দেখতে পায় এক উল্কাপিণ্ড তার (উপর নিষ্কেপের) জন্য প্রস্তুত রয়েছে। *

১০ এবং আমাদের জানা ছিল না জগদ্বাসীর কোন অমঙ্গল করার ইচ্ছা করা হয়েছে, না তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের ইচ্ছা করেছেন। ১১ *

7. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আকাশকে সংরক্ষিত রাখার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তা দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য কী তা আমরা নিশ্চিতভাবে জানতাম না। তার উদ্দেশ্য কি জগদ্বাসীকে শাস্তি দেওয়া, যাতে তারা আগে থেকে তা আঁচ করতে না পারে, না কি এর পেছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে অর্থাৎ তিনি চান জগদ্বাসীর কোন কল্যাণ সাধন করতে, তাই জিনদেরকে বাধা দিচ্ছেন, যাতে তারা সে কল্যাণে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে। তো আগে যেহেতু নিশ্চিতভাবে আমাদের জানা ছিল না আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় এ দুটির মধ্যে কোনটি, তাই আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের মুখে কুরআন তেলাওয়াত শোনার পর আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে জগদ্বাসীকে কুরআনী হেদায়েতের দ্বারা ধন্য করতে চান এবং সেজন্যই এ ব্যবস্থা।

১১ এবং আমাদের মধ্যে কতক নেককার এবং কতক সে রকম নয়। আর আমরা বিভিন্ন পথের অনুসারী ছিলাম। ১২ *

8. অর্থাৎ জিনদের মধ্যে কতক তো স্বভাবগতভাবেই ভালো ছিল। সত্য কথা মেনে নেওয়ার যোগ্যতা ও প্রবণতা তাদের মধ্যে ছিল। আবার কতক ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। তাছাড়া জিনদের সকলের ধর্মও এক ছিল না। তাদের মধ্যেও বিভিন্ন আকীদার লোক ছিল। কাজেই আমাদের সকলের আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে পথ-নির্দেশের প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজনই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের শুভাগমন দ্বারা পূর্ণ হয়েছে।

১২ এবং আমরা এখন বুঝেছি, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারব না এবং (অন্য কোথাও) পালিয়ে গিয়ে তাকে ব্যর্থও করতে সক্ষম হব না। *

- 13** এবং আমরা যখন হেদায়েতের বাণী শুনলাম, তাতে ঈমান আনলাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে, তার কোনও ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না এবং কোনও অন্যায়েরও না। ❁
- 14** এবং আমাদের মধ্যে কতক তো মুসলিম হয়ে গেছে এবং আমাদের মধ্যে কতক (এখনও) জালেম। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা হেদায়েতের পথ খুঁজে নিয়েছে। ❁
- 15** বাকি থাকল জালেমগণ, তারা তো জাহানামের ইন্ধন। ❁
- 16** এবং (হে রাসূল! মক্কাবাসীদেরকে বল, আমার প্রতি) এই (ওহীও এসেছে) যে, তারা যদি সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তবে আমি প্রচুর পরিমাণ পানি দ্বারা তাদেরকে সিঞ্চিত করব ❁
- 17** এর মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। ✝ আর কেউ তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তিতে গেঁথে দেবেন। ❁
9. জিনদের ঘটনা শুনিয়ে মক্কাবাসীদের বলা হচ্ছে, জিনদের উল্লেখিত দলটি যেভাবে সত্য সন্ধানের প্রমাণ দিয়ে ঈমান এনেছে, তেমনি তোমাদেরও উচিত কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান নিয়ে আসা। তোমরা তা করলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পর্যাপ্ত বৃষ্টি দান করবেন। বৃষ্টির কথা বিশেষভাবে বলার কারণ, সে সময় মক্কাবাসী প্রচণ্ড খরার শিকার ছিল (ব্যাখ্যুল কুরআন)।
- 18** এবং আমার কাছে ওহী এসেছে যে, সিজদাসমূহ আল্লাহরই প্রাপ্য। ✝ সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কারও ইবাদত করো না। ❁
10. এ বাক্যটির আরেক তরঙ্গমা হতে পারে, মসজিদসমূহ আল্লাহরই।
- 19** এবং এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁর ইবাদত করার জন্য দাঁড়াল, তারা তার উপর যেন ভেঙ্গে পড়েছিল। ✝ ❁
11. এছলে 'আল্লাহর বান্দা' বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে বোঝানো হয়েছে। 'তাঁর উপর ভেঙ্গে পড়া'-এর এক ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন কাফেরগণ তাঁর কাছে এমনভাবে এসে জড়ো হত, মনে হত তারা বুঝি তাঁর উপর হামলা করবে। কোন কোন মুফসিসির ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনি ইবাদতকালে যখন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতেন, তখন তা শোনার জন্য জিনরা দলে-দলে এসে তাঁর কাছে ভীড় জমাত।
- 20** বলে দাও, আমি তো কেবল আমার প্রতিপালকের ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক স্থির করি না। ❁
- 21** বলে দাও, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করার এখতিয়ার রাখি না এবং কোন উপকার করারও না। ❁
- 22** বলে দাও, আমাকে আল্লাহ হতে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং আমিও তাঁকে ছেড়ে অন্য কোন আশ্রয়স্থল পাব না। ❁
- 23** অবশ্য (আমাকে যে জিনিসের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তা হল) আল্লাহর পক্ষ হতে বার্তা পোঁছানো ও তাঁর বাণী প্রচার। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে তার জন্য আছে জাহানামের আগুন, যার ভেতর তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। ❁
- 24** (তারা অবাধ্যতা করতে থাকবে) যাবৎ না তারা দেখতে পায় সেই জিনিস যে ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। তখন তারা বুঝতে পারবে কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কে সংখ্যায় অল্প। ✝ ❁
12. সুরা মারযাম (১৯ : ৭৩)-এ আছে, কাফেরগণ মুসলিমদেরকে বলত, "আমাদের উভয় দলের মধ্যে কার অবস্থান শ্রেষ্ঠতর এবং কার মজালিস উৎকৃষ্টতর?" অর্থাৎ শক্তি ও সংখ্যায় কার সাহায্যকারীগণ উপরে। এ আয়াতে তাদের এ জাতীয় কথারই উন্তর দেওয়া হয়েছে যে, যে দিন আল্লাহ তাআলার শাস্তি তাদের সামনে হাজির হয়ে যাবে, সে দিনই তারা বুঝতে পারবে কার সাহায্যকারীগণ দুর্বল ও সংখ্যায় অল্প এবং কার সাহায্যকারী শক্তিতে প্রবল ও সংখ্যায় অধিক।
- 25** বলে দাও, আমি জানি না, তোমাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, তা আসন্ন, না আমার প্রতিপালক তার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন। ✝ ❁
13. এর দ্বারা কিয়ামত বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে তা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

- 26 তিনিই সকল গুপ্ত বিষয় জানেন। তিনি তাঁর গুপ্ত জ্ঞান সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেন না ❁
- 27 তিনি যাকে (এ কাজের জন্য) মনোনীত করেছেন সেই রাসূল ছাড়া। ১৪ এরূপ ক্ষেত্রে তিনি সেই রাসূলের সামনে ও পেছনে কিছু প্রহরী নিযুক্ত করেন। ❁
14. আল্লাহ তাআলা ছাড়া আলিমুল গায়ের বা আদৃশ্যের জ্ঞাতা আর কেউ নেই। তবে তিনি তাঁর নবী-রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন ওহীর মাধ্যমে গায়েবের সংবাদ দান করেন। এরূপ ক্ষেত্রে ফেরেশতাগণকে সেই ওহীর পাহারাদার করে পাঠানো হয়, যাতে শয়তান তাতে কোন রকমের হস্তক্ষেপ করতে না পারে।
- 28 তারা (অর্থাৎ রাসূলগণ) তাদের প্রতিপালকের বাণী যে ঠিক পৌঁছিয়ে দিয়েছে তা জানার জন্য। আর তিনি তাদের যাবতীয় অবস্থা পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তিনি সমস্ত কিছু পুরোপুরি হিসাব করে রেখেছেন। ❁



♦ আল মুফ্যাখিল ♦

- 1 হে চাদরাবৃত্তা! ১ ❁
1. এ প্রিয়-সন্তানগটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে করা হয়েছে। হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম হেরা গুহায় ঘৰ্যন সর্বপ্রথম তাঁর কাছে ওহী নিয়ে আসেন তখন নবুওয়াতের গুরুভাবে তাঁর এত বেশি চাপ বোধ হল যে, পুরোদস্ত্র তাঁর শীত লাগছিল। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রাযি)-এর কাছে গিয়ে বলছিলেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। সুতরাং তাই করা হল। এ আয়াতে সে দিকে ইঙ্গিত করেই অত্যন্ত শ্রীতিপূর্ণ ভঙ্গিতে তাকে সম্মোধন করা হয়েছে যে, 'হে চাদরাবৃত্ত ব্যক্তি'!
- 2 রাতের কিছু অংশ ছাড়া বাকি রাত (ইবাদতের জন্য) দাঁড়িয়ে যাও, ২ ❁
2. এ আয়াতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে ছরুম করা হয়েছে। অধিকাংশের মতে প্রথম দিকে কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরই নয়; বরং সাহাবীগণের উপরও তাহাজ্জুদের নামায ফরয করে দেওয়া হয়েছিল। এবং এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিল রাতের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বোবা যায় এ নির্দেশ এক বছর পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পরবর্তীকালে এ সূরারই ২০নং আয়াত নাযিল করা হয় এবং এর মাধ্যমে তাহাজ্জুদের 'ফরযিয়াত' রাহিত করে দেওয়া হয়, যেমন সামনে আসছে।
- 3 রাতের অর্ধাংশ বা অর্ধাংশ থেকে কিছু কমাও। ৩ ❁
- 4 বা তা থেকে কিছু বাড়িয়ে নাও এবং ধীর-স্থিরভাবে স্পষ্টরাপে কুরআন তেলাওয়াত কর। ❁
- 5 আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করছি এক গুরুভার বাণী। ৫ ❁
3. ইশারা কুরআন মাজীদের প্রতি। সূরাটি যেহেতু নবুওয়াতের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিল, তাই তখন কুরআন মাজীদের অধিকাংশেরই নাযিল হওয়া বাকি ছিল।
- 6 অবশ্যই রাত্রিকালের জাগরণ এমন যা কঠিনভাবে প্রবৃত্তি দলন করে এবং যা কথা বলার পক্ষে উত্তম। ৬ ❁
4. অর্থাৎ রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে অভ্যন্ত হলে নিজ প্রবন্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়ে যায়। আর রাতের বেলা যেহেতু পরিবেশ শান্ত থাকে, চারদিকে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করে তাই তখন তেলাওয়াত ও দুআ সুন্দর ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায় এবং তাতে মনোযোগও দেওয়া যায় পূর্ণমাত্রায়। দিনের বেলা এ সুবিধা কর থাকে।
- 7 দিনের বেলা তো তোমার থাকে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। ৭ ❁
5. অর্থাৎ দিনের বেলা যেহেতু অন্যান্য কাজের ব্যস্ততা থাকে, তাই তখন এতটা একনির্ণিতার সাথে ইবাদত করা কঠিন।

৪ এবং প্রতিপালকের নামের যিকির কর এবং সকলের থেকে পৃথক হয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হয়ে থাক। ৬ *

৬. যিকির বলতে উভয়টাই বোঝায় অর্থাৎ মুখে আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ করাও এবং অন্তরে তাঁর ধ্যান করাও। সকলের থেকে পৃথক হওয়ার অর্থ দুনিয়ার সব সম্পর্ক ছিন করা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ককে প্রাধান্য দেওয়া, যাতে অন্যান্য সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার হস্তম পালনের পক্ষে বাধা না হয়; অন্য সব সম্পর্কও আল্লাহ তাআলার হস্তম মোতাবেক পরিচালিত হয় এবং এভাবে সে সব সম্পর্কও তাঁরই জন্য হয়ে যায়।

৯ তিনি উদয়চল ও অস্তাচলের মালিক। তিনি ছাড়া কোন মাঝুদ নেই। সুতরাং তাকেই কর্মবিধায়করাপে গ্রহণ কর। *

১০ আর তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) যেসব কথা বলে, তাতে ধৈর্য ধারণ কর এবং তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চল উত্তমরূপে। ৭ *

৭. মঙ্গী জীবনে সর্বদা এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরদের সকল অত্যাচার-উৎপীড়নের সামনে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তাদের সাথে কোনও রকমের যুদ্ধ-বিগ্রহ করা যাবে না; বরং উত্তমরূপে তাদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে ও সুকৌশলে তাদেরকে অগ্রাহ্য করতে হবে।

১১ যে বিলাস সামগ্রীর মালিকগণ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের ব্যাপার আমার উপর ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও। *

১২ নিশ্চয়ই আমার কাছে আছে কঠিন বেড়ি ও প্রজ্ঞালিত আগুন। *

১৩ এবং এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাময় শাস্তি। *

১৪ (এ শাস্তি হবে সেই দিন) যে দিন যখন ভূমি ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং সমস্ত পাহাড় বহমান বালুর স্তুপে পরিণত হবে। *

১৫ (হে অবিশ্বাসীগণ!) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ, যেমন আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফির'আউনের কাছে। *

১৬ কিন্তু ফির'আউন সেই রাসূলের অবাধ্যতা করেছিল। ফলে আমি তাকে ধরি কঠোর ধরায়। *

১৭ সুতরাং তোমরাও যদি অমান্য কর, তবে সেই দিন থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে, যে দিনটি শিশুকে বৃদ্ধে পরিণত করবে ৮ *

৮. এর দ্বারা কিয়ামত দিবসের বিভীষিকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কঠিন দুঃখগুরুদৰ্শায় মানুষ অকালে বৃদ্ধ হয়ে যায়। কিয়ামতের পরিস্থিতি হবে অকল্পনীয়, আতঙ্কময়। তা শিশুকে বৃদ্ধ করে দেওয়ার মতোই ভয়াবহ হবে। বলা হচ্ছে, হে অবিশ্বাসীরা! দুনিয়ায় তোমরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে চললে সেই কঠিন দিবসের দুর্গতি থেকে নিজেদেরকে কিভাবে রক্ষা করবে? তখন বাঁচতে চাইলে এখনই অবিশ্বাস ত্যাগ করে সত্যের পথে চলে এসো। -অনুবাদক

১৮ (এবং) যে দিন আকাশ ফেটে যাবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। *

১৯ এটা এক উপদেশ বাণী। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করুক। *

২০ (হে রাসূল!) তোমার প্রতিপালক জানেন, তুমি রাতের প্রায় দুই-ত্রিয়াংশে, (কখনও) অর্ধ রাতে এবং (কখনও) রাতের এক-ত্রিয়াংশে (তাহাজুদের নামাযের জন্য) জাগরণ কর এবং তোমার সঙ্গীদের মধ্যেও একটি দল (এ রকম করে)। ১০ রাত ও দিনের পরিমাণ আল্লাহই নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর যথাযথ হিসাব রাখতে পারবে না। কাজেই তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। ১১ সুতরাং কুরআনের যতটুকু (পড়া তোমাদের জন্য) সহজ হয় ততটুকুই পড়। ১২ আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অসুস্থ হয়ে পড়বে, অপর কিছু লোক এমন থাকবে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানের জন্য পৃথিবীতে দ্রমণ করবে ১৩ এবং কিছু লোক থাকবে এমন, যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ রত থাকবে। সুতরাং তোমরা তা (অর্থাৎ কুরআন) থেকে ততটুকুই পড়, যা সহজ হয় এবং নামায কায়েম কর, ১৪ যাকাত আদায় কর ও আল্লাহকে খণ দাও উত্তম খণ। ১৫ তোমরা নিজেদের জন্য উত্তম যাই অগ্রিম পাঠ্যে, আল্লাহর কাছে গিয়ে তোমরা তা আরও উৎকৃষ্ট অবস্থায় এবং মহা পুরস্কাররাপে বিদ্যমান পাবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, প্ররম দয়ালু। *

৯. এ আয়াতটি পূর্বের আয়াতসমূহের অন্ততপক্ষে এক বছর পর নাযিল হয়েছে। এর মাধ্যমে তাহাজ্ঞুদের বিধানটি সহজ করে দেওয়া হয়, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। শুরুতে রাতের অন্তত এক-ত্রিয়াংশ কাল তাহাজ্ঞুদে লিপ্ত থাকা জরুরী ছিল, কিন্তু যেহেতু ঘড়ি বা সময় নির্ধারক অন্য কিছু তখন ছিল না, তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ সতর্কতামূলকভাবে রাতের এক-ত্রিয়াংশ আপেক্ষা অনেক বেশি সময় তাহাজ্ঞুদে কাটাতেন। কখনও অর্ধরাত্রি এবং কখনও রাতের দুই-ত্রিয়াংশের কাছাকাছি।

১০. অর্থাৎ রাত ও দিনের যথাযথ পরিমাণ যেহেতু আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেন, তাই তাঁর জানা আছে তোমাদের পক্ষে রাতের এক-ত্রিয়াংশের হিসাব রাখা কঠিন। ফলে তাহাজ্ঞুদের আমল যথাযথভাবে সম্পন্ন করাও তোমাদের জন্য কষ্টকর। তা সত্ত্বেও তোমরা দীর্ঘ একটা কাল এ কষ্ট বরদাশত করেছ আর এর মাধ্যমে তোমাদের ভেতর যে গুণ সৃষ্টি করা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য ছিল, তা যথেষ্ট পরিমাণে অর্জিত হয়ে গেছে। কাজেই এখন আল্লাহ তাআলা তাহাজ্ঞুদের ফরাইয়াতকে রাহিত করে এ ইবাদতকে তোমাদের জন্য প্রচিক করে দিয়েছেন।

১১. এর দ্বারা তাহাজ্ঞুদের নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করার কথা বোঝানো হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এখন আর তাহাজ্ঞুদের নামায ফরয নয় এবং তাতে বিশেষ পরিমাণ কুরআন পাঠও আবশ্যিক নয়। এখন এ বিধানটি মুস্তাহাব পর্যায়ের আর এতে যতটুকু পরিমাণ সহজে পড়া সম্ভব হয়, তাই পড়তে পার। প্রকাশ থাকে যে, যদিও তাহাজ্ঞুদের উন্নত তরিকা হল শোওয়ার পর শেষ রাতে উঠে পড়া, কিন্তু কারও পক্ষে যদি এটা বেশি কঠিন হয়, তবে ইশার পর যে-কোনও সময় 'সালাতুল লাইল' (রাতের নামায)-এর নিয়তে নামায পড়ে নিলে তাতে তাহাজ্ঞুদের ফরাইলত লাভ হতে পারে।

১২. অর্থাৎ ব্যবসা বা আয়-উপার্জনের জন্য সফর করবে। বোঝানো উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তাআলা জানেন ভবিষ্যতে তোমাদের এমন অনেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, যখন রাতের বেলা দীর্ঘ সময় নামাযে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। সে কারণেই সে ফরয রাহিত করে দেওয়া হয়েছে।

১৩. এর দ্বারা পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায বোঝানো হয়েছে।

১৪. এর অর্থ সদকা করা ও অন্যান্য সৎকাজে অর্থ ব্যয় করা। একে রূপকার্থে 'খণ' বলা হয়েছে এ কারণে যে, খণ যেমন ফেরত দেওয়া হয়ে থাকে, তেমনি আল্লাহ তাআলাও আখেরাতে সওয়াব ও পুরক্ষাররূপে এটা ফেরত দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। উন্নত খণের অর্থ হল, খালেস নিয়তে কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা; মানুষকে দেখানো বা সুনাম কুড়ানোর নিয়ত না থাকা।



♦ আল মুদাচ্ছির ♦

১ হে বন্ধ্বাবৃত! ♡

১. আগের সূরার শুরুতে যেমন গেছে এটাও সে রকমই এক প্রিয়-সন্তানণ। পার্থক্য কেবল এই যে, সেখানে শব্দ ব্যবহাত হয়েছিল 'মুষ্যার্মিল' আর এখানে 'মুদাচ্ছির'। উভয়ের অর্থ কাছাকাছি। এর ব্যাখ্যা র জন্য পূর্বের সূরার ১২-টীকা দেখুন। সহীহ হাদীসে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বপ্রথম ওই হিসেবে সূরা 'আলাক'-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছুকাল যাবৎ ওই নাযিলের ধারা বন্ধ ছিল। তারপর সর্বপ্রথম সূরা মুদাচ্ছিরের এ আয়াতগুলিই নাযিল হয়।

২ ওঠ এবং মানুষকে সতর্ক কর। ♡

৩ এবং নিজ প্রতিপালকের তাকবীর বল (মহিমা ঘোষণা কর)। ♡

৪ এবং নিজ কাপড় পবিত্র রাখ ♡

৫ এবং অপবিত্রতা হতে দূরে থাক। ♡ ♡

২. বহু মুফাসিসের মতে এছলে 'অপবিত্রতা' দ্বারা মৃত্তি বোঝানো হয়েছে। তবে শব্দটি যেহেতু সাধারণ, তাই সব রকমের অপবিত্রতাই এর অন্তর্ভুক্ত।

6 এবং অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় অনুগ্রহ করো না, ৩ *

3. কাউকে এই নিয়তে হাদিয়া-তোহফ দেওয়া যে, সে এর বদলায় আরও বেশি দেবে, এ আয়াতের আলোকে নাজায়ে। এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই একই হকুম সূরা রূম (৩০ : ৩৯)-এও গত হয়েছে।

7 এবং প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন কর ৪ *

4. সর্বপ্রথম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে যখন তাবলীগের হকুম দেওয়া হয়, তখন এ আশক্তা পুরোপুরিই ছিল যে, কাফেরগণ তাঁকে কষ্ট দেবে। তাই আদেশ করা হয়েছে এখন কোন সশস্ত্র সংগ্রাম করা যাবে না; বরং চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। তারা অত্যাচার-উৎপীড়ন করলে তার শাস্তি তাদেরকে সেই দিন দেওয়া হবে, যে দিন কিয়ামতের জন্য শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, যার উল্লেখ পরবর্তী আয়তে করা হয়েছে।

8 অতঃপর যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, *

9 সে দিন হবে অত্যন্ত কঠিন দিন *

10 কাফেরদের জন্য তা সহজ হবে না। *

11 সেই ব্যক্তির ব্যাপার আমার উপর ছেড়ে দাও, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একক করে। ৫ *

5. বিভিন্ন তাফসীরী বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এর দ্বারা ইশ্বারা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার প্রতি। সে ছিল মক্কা মুকাররমায় এক ধনাত্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তার সম্পত্তি মক্কা মুকাররমা থেকে তায়েফে পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল [এ কারণেই আয়াতে বলা হয়েছে 'যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একক করে। অর্থাৎ ধন-সম্পদে সে একক ও অসাধারণ ছিল। আবার সে পিতা-মাতারও একমাত্র পুত্র ছিল -অনুবাদক]। সে মাঝে-মাঝে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রায়ি)-এর কাছে যেত ও তাঁর কাছ থেকে কুরআন মাজীদ শুনত। একবার তো সে স্থীকারই করেছিল যে, এটা এক অসাধারণ বাণী, যা কোন মানুষের হতে পারে না। একথা শুনে আবু জাহলের ভয় হল, পাছে সে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে। কালবিলম্ব না করে সে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার সঙ্গে সাক্ষাত করল এবং তার আত্মসম্মানবোধে আয়ত দেওয়ার চেষ্টা করল। তাকে লক্ষ্য করে বলল, লোকে তোমার সম্পর্কে বলাবলি করছে, তুমি নাকি অর্থের লোভে মুসলিমদের সাথে মেলামেশা করছ। ঠিকই এ কথায় তার আত্মসম্মানবোধে ঘা লাগল। বলে উঠল আগামীতে আমি আর কখনও আবু বকরের বা অন্য কোন মুসলিমের কাছে যাব না। আবু জাহল বলল, তুমি যতক্ষণ কুরআনের বিকেন্দ্রে কোন মন্তব্য না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকে তোমার ব্যাপারে আশ্঵স্ত হবে না। ওয়ালীদ বলল, আমি তাকে কবিতা বলতে পারব না, অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথাও না আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম)-কেও বিকারগ্রস্ত বলতে পারব না। কারণ এসব কথা ঠিক চালানো যাবে না। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, অবশ্য একে যাদু বলা যেতে পারে। কেননা যাদু দ্বারা যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়, তেমনি এ বাণী যে শোনে সে ইসলাম গ্রহণ করতঃ তার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হয়ে যায়। কোন কোন বর্ণনায় আছে, ওয়ালীদ একথা বলেছিল সেই সময়, যখন হজের আগে কুরাইশ নেতৃবর্গ পরামর্শ বসেছিল। তারা বলেছিল, হজে আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন গোত্রের মানুষ আসবে এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম) সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবে। তখন আমরা কী বলব তা এখনই স্থির করে নেওয়া উচিত। তখন ওয়ালীদ বলেছিল, আমরা তাকে না পাগল বলতে পারি, না কবি, অতীন্দ্রিয় বাদী বা যিথুক। অন্যরা জিজেস করল, তবে কী বলব? সে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, তাকে যাদুকর বললে সেটা চালানো যেতে পারে (ইবনে কাছীর)।

12 আমি তাকে দিয়েছি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ধন-সম্পদ *

13 এবং সদা হাজির বহু পুত্র। *

14 এবং তার জন্য সকল কিছুর সু-বন্দেবন্ত করে দিয়েছি। ৬ *

6. অর্থাৎ দুনিয়ায় অনেক ইজ্জত-সম্মান দিয়েছি। নেতৃত্ব ও ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করে দিয়েছি। ফলে যে-কোনও সংকটে কুরাইশের লোকজন তার কাছেই ছুটে আসে এবং তারা তাকে নিজেদের অধিনায়ক মনে করে (-অনুবাদক, তাফসীরে উচ্চমানী থেকে গৃহীত)।

15 তারপরও সে লোভ করে যেন তাকে আরও বেশি দেই। *

16 কখনও নয়। সে আমার আয়াতসমূহের শক্ত। *

- 17 অচিরেই আমি তাকে এক কঠিন চড়াইতে চড়াব। ✶ *
7. কুরআন মাজীদে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ১০০ ধার আভিধানিক অর্থ দুর্গম চড়াই। কোন কোন বর্ণনায় আছে, এটা জাহানামের একটি পাহাড়ের নাম।
- 18 (তার অবস্থা তো এই যে), সে চিন্তা-ভাবনা করল এবং (একটি কথা) ঠিক করল। ✶ *
8. অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা করে সে এ কথাই ঠিক করল যে, কুরআনকে তো কবিতা বা অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা বলা যায় না, তবে যাদু বলা যেতে পারে। সুতরাং তোমরা তাই বল।
- 19 আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, সে কিভাবে (এমন কথা) ঠিক করল! *
- 20 আবারও আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, সে কিভাবে (এমন কথা) ঠিক করল। *
- 21 তারপর সে নজর বুলাল। ✶ *
9. অর্থাৎ আশপাশের লোকদের দিকে চেয়ে দেখল তারা তার সম্পর্কে কী চিন্তা করছে ও কী সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে।
- 22 তারপর সে ভ্র-কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। *
- 23 তারপর সে পিছনে ঘূরল ও অহমিকা দেখাল। *
- 24 তারপর বলতে লাগল, এটা কিছুই নয়, কেবল (যুগ-যুগ ধরে) বর্ণিত হয়ে আসা যাদু। *
- 25 এটা কিছুই নয়, কেবল মানুষেরই কথা! *
- 26 অচিরেই আমি তাকে নিষ্কেপ করব জাহানামে। *
- 27 তুমি কি জান জাহানাম কী জিনিস? *
- 28 তা কাউকে বাকি রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না। ১০ *
10. জাহানামে প্রবেশের পর সকলকেই তার আগনে দণ্ড হতে হবে, কেউ বাকি থাকবে না। আর কোন অপরাধীকে জাহানাম তার বাইরেও ছেড়ে রাখবে না। সকলকেই ভিতরে নিয়ে দণ্ড করবে।
- 29 তা (এমন জিনিস যা) শরীরের চামড়া ঝলসে দেবে। *
- 30 তাতে উনিশ জন (কর্মী) নিযুক্ত থাকবে *
- 31 আমি জাহানামের এ কর্মী অন্য কাউকে নয়, কেবল ফেরেশতাদেরকেই বানিয়েছি। ১১ আর তাদের (এ) সংখ্যা নির্দিষ্ট করেছি, কেবল কাফেরদের পরীক্ষা স্বরূপ এবং, ১২ যাতে কিতাবীদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় ১৩ আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবী ও মুমিনগণ কোন সন্দেহে পতিত না হয়। আর যাতে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে ১৪ এবং যারা কাফের তারা বলে, এই অভিনব উষ্ণি দ্বারা আল্লাহ কী বোঝাতে চাচ্ছেন? এভাবেই আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান হেদায়াত দান করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানে না। ১৫ এটা তো মানব জাতির জন্য কেবল উপদেশবাণী। *

11. 'জাহানামে উনিশ জন কর্মী নিযুক্ত আছে' এ আয়াত যখন নাবিল হল, তখন কাফেরগণ তা নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগল। একজন তো এ পর্যন্ত বলে বসল যে, উনিশ জনের মধ্যে সতের জনের জন্য তো আমি একই যথেষ্ট, বাকি দুজনকে তোমরা সকলে মিলে বুঝে নিও (ইবনে কাহীর)। তারই জবাবে এ আয়াত (১৩: ৩১) নাবিল হয়েছে। বলা হয়েছে যে, উনিশ জনের সকলেই ফেরেশতা। অত সোজা নয় যে, তোমরা তাদের মোকাবিলা করবে।

12. অর্থাৎ জাহানামের তত্ত্বাবধান ও হেফাজতের জন্য আল্লাহ তাআলা কারণ মুখাপেক্ষী নন, বিশেষ সংখ্যার তো নয়ই, তারপরও তিনি উনিশ সংখ্যক ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তারা এটা শুনে বিশ্বাস করে, না এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে।

13. প্রকাশ এটাই যে, সে কালের ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কোন কোন কিতাবেও একথা লেখা ছিল যে, জাহানামের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ফেরেশতাদের সংখ্যা উনিশ জন (যদিও এখন আমরা তা ঠিক জানতে পারছি না)। তাই বলা হয়েছে, তারা একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে।

14. ব্যাধি দ্বারা এস্টলে মুনাফেকী বোঝানো হয়েছে।

15. আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগতে যে সব মাখলুক সৃষ্টি করেছেন তার সংখ্যাও কেউ জানে না এবং তাদেরকে যে সব শক্তি দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কেও কেউ পুরোপুরি অবগত নয়। কাজেই তার বিশেষ কোন মাখলুক সম্পর্কে নিজের সীমিত জ্ঞানের ভিত্তিতে এই অনুমান করে নেওয়া যে, তা আমাদেরই মত হবে, এটা চরম মৃচ্যু।

32 সাবধান! শপথ চাঁদের *

33 এবং রাতের, যখন তা প্রস্থান করে, *

34 এবং ভোরের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়, *

35 এটা বড়-বড় বিষয়াবলীর অন্যতম *

36 যা সমস্ত মানুষকে সতর্ক করছে। ১৬ *

16. অর্থাৎ জাহানাম একটি মহা মুসিবত এবং তার আলোচনা সেই সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষকে গাফুলতি ছেড়ে সচেতন হয়ে ওঠার আহ্বান জানায়। একথা বলার আগে আল্লাহ তাআলা চাঁদের শপথ করে নিয়েছেন। এর তাৎপর্য এই যে, চাঁদ প্রথমে পর্যায়ক্রমে বাড়তে থাকে, তারপর আবার একইভাবে কমতে থাকে। এভাবে মাসের মাঝামাঝি তা ঘোলকলায় পূর্ণ হয় এবং মাসের শেষে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যায়। মানুষের অবস্থাও ঠিক তাই। প্রথম দিকে তার শক্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে। যৌবনে পূর্ণতা লাভ করে, তারপর তার ক্রমক্ষয় ঘটে। পরিশেষে এক সময় তার বিনাশ ও মৃত্যু ঘটে। দুনিয়ার সব জিনিসেরই এই একই হাল। তারপর আল্লাহ তাআলা শপথ করেছেন সেই সময়ের, যখন রাত অপসৃত হতে শুরু করে এবং ক্রমে ভোরের আলো বিকশিত হয়ে এক সময় গোটা প্রকৃতি আলোকিত হয়ে ওঠে। ইশারা করা হয়েছে যে, এখন তো কাফেরদের সামনে গাফলতির অন্ধকার বিরাজ করছে। একদিন এমন আসবে, যখন এ অন্ধকার দূর হয়ে যাবে এবং সত্য তার পূর্ণ দুর্দিসহ প্রকাশ লাভ করবে। আর সে দ্যুতিতে পরিবেশ-পরিস্থিতি সব আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠবে। অথবা ইশারা করা হয়েছে, দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় অনেক কিছুই মানুষের চোখের আড়াল থাকে। কিয়ামতের দিন তা পরিপূর্ণরূপে তার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

37 তোমাদের প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে, যে অগ্রগামী হতে বা পিছিয়ে পড়তে চায়। ১৭ *

17. যে ব্যক্তি সৎকর্মে অগ্রগামী হতে চায়, তাকেও সতর্ক করে এবং যে তা থেকে পিছিয়ে থাকতে চায় তাকেও।

38 প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ রয়েছে। ১৮ *

18. অর্থাৎ খুণ পরিশোধের নিশ্চয়তা স্বরূপ যেমন কোন জিনিস বন্ধক রাখা হয়, যাতে খুণ পরিশোধ না করা হলে সেই জিনিস বিক্রি করে খাণ্ডাতা তার প্রাপ্তি উসুল করে নিতে পারে, তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা যে সৎকর্মের যোগ্যতা দান করেছেন, তা তাকে প্রদত্ত আল্লাহ তাআলার খুণ, যার বিনিময়ে তার সন্তোষক রাখা আছে। সে যদি হেদায়েতের পথ অবলম্বন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তবে সে বন্ধকী দশা হতে মুক্তি পাবে, অন্যথায় সে আবদ্ধ অবস্থায় থেকে জাহানামের ইন্দ্রনে পরিণত হবে।

39 দান হাত বিশিষ্টগণ ছাড়া, ১৯ *

19. এর দ্বারা সৎকর্মশীলদেরকে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে।

40 তারা থাকবে জান্মাতে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে ❁

41 অপরাধীদের সম্পর্কে, ❁

42 যে, কোন জিনিস তোমাদেরকে জাহানামে দাখিল করেছে? ❁

43 তারা বলবে, আমরা নামাধীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না ❁

44 আমরা মিসকীনদেরকে খাবার দিতাম না। ❁

45 আর যারা অহেতুক আলাপ-আলোচনায় মগ্ন হত, আমরাও তাদের সঙ্গে তাতে মগ্ন হতাম। ১০ ❁

20. এর দ্বারা কাফেরদের সেই সব সর্দারকে বোঝানো হয়েছে, যারা ইসলাম ও কুরআনকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য আসর জমাত এবং তাতে অবাস্তর সব কথা বলে সত্যের বিরোধিতা করত। তবে কুরআন মাজীদ এ স্থলে যে শব্দ ব্যবহার করেছে তা সাধারণ। সব রকম অহেতুক কথাবার্তা ও নিষ্ঠুল কাজকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত। এমন সব কিছুই আখেরাতে মুসিবতের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

46 এবং আমরা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতাম। ❁

47 পরিশেষে সেই নিশ্চিত বিষয় আমাদের সামনে এসেই গেল। ❁

48 সুতরাং সুপারিশকারীদের সুপারিশ এরূপ লোকদের কোন কাজে আসবে না। ❁

49 তাদের কী হল যে, তারা উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে? ❁

50 যেন তারা ভীত-চকিত (বন্য) গাধা, ❁

51 যা কোন সিংহের ভয়ে পলায়ন করছে। ❁

52 বরং তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে উন্মুক্ত এক গ্রন্থ দেওয়া হোক ১১ ❁

21. একদল কাফেরের কথা ছিল, কুরআন মাজীদ কেবল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরই কেন নায়িল হবে? আল্লাহ তাআলা যদি হেদায়তের জন্য কিতাব পাঠাতেই চান, তবে আমাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কিতাব দিচ্ছেন না কেন?

53 কখনও নয়, ১২ প্রকৃতপক্ষে তারা আখিরাতকে ভয় করে না। ১৩ ❁

22. অর্থাৎ এসব আগা-মাথাহীন প্রশ্ন কোন সত্য সন্ধানের প্রেরণায় করা হচ্ছে না। আসল কথা হচ্ছে, তাদের অন্তর গাফলতির পর্দা দিয়ে তাকা। তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার কোন ভয় নেই। তাই মুখ দিয়ে যা আসে তাই বলে দেয়।

23. অর্থাৎ এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেককে আলাদাভাবে কিতাব দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলার কিতাব সর্বদা কোনও না কোনও নবীর মাধ্যমেই পাঠানো হয়ে থাকে। কেননা আলাদাভাবে যদি প্রত্যেকের কাছে সরাসরি কিতাব পাঠানো হয়, তবে প্রথমত ‘গায়েরে বিশ্বাস’-এর ব্যাপারটাই শেষ হয়ে যায়, অথচ এটাই সমস্ত পরীক্ষার ভিত্তি, যে পরীক্ষাই দুনিয়ায় মানুষ পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত কেবল কিতাবই মানুষের হেদায়তের জন্য যথেষ্ট নয়। হেদায়তের জন্য কিতাবের সাথে সাথে নবীরপে একজন শিক্ষক থাকাও জরুরি। নবীই মানুষকে কিতাবের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা শিক্ষা দেন এবং তিনিই বাতলে দেন কিতাবের অনুসরণ কিভাবে করতে হবে। তা না হলে প্রত্যেকে

নিজ ইচ্ছামত ব্যাখ্যা দিয়ে কিতাবের আসল মর্মই নষ্ট করে ফেলতে পারে।

৫৪ কখনও নয়, এটা (অর্থাৎ কুরআন) এক উপদেশবাণী। *

৫৫ সুতরাং যার ইচ্ছা সে এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক। *

৫৬ কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে না। তিনিই এর উপযুক্ত যে, তাঁকে ভয় করা হবে এবং তিনিই শক্তি করার অধিকারী। *



♦ আল ফিয়ামাহ ♦

১ আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের *

২ এবং শপথ করছি তিরকারকারী নফসের । *

১. 'তিরকারকারী নফস'-এর দ্বারা মানুষের সেই অঙ্গ:করণ বোঝানো হয়েছে, যা মন্দ কাজের কারণে তাকে ভৃৎসনা করে। 'নফস' হল মানুষের অভ্যন্তরীণ এক অবস্থার নাম, যেখানে বিভিন্ন রকমের চাহিদা ও ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। কুরআন মাজিদে তিন রকমের 'নফস'-এর উল্লেখ আছে। (ক) 'নফসে আশ্মারা' অর্থাৎ মন্দ কাজে প্রতিকারী আশ্মা (দেখুন ১২ : ৫৩)। (খ) 'নফসে লাউওয়ামা' অর্থাৎ তিরকারী আশ্মা, যার উল্লেখ এ আয়াতে রয়েছে। এ আশ্মা ভালো কাজে উৎসাহ যোগায় ও মন্দ কাজের জন্য তিরকার করে। (গ) 'নফসে মুতমাইনা' 'প্রশান্ত আশ্মা' (দেখুন ৮৯ : ২৭)। এটা এমন আশ্মা, যা নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও প্রয়াসের পর ভালো কাজে অভ্যন্ত হয়ে গেছে ও তাতে প্রশান্তি লাভ করে। এরূপ আশ্মায় মন্দ কাজের আগ্রহ হয়ত সৃষ্টি হয় না, আর হলেও তা অতি দুর্বল থাকে। এখানে আল্লাহ তাআলা 'নফসে লাউওয়ামা'-এর শপথ করেছেন। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষের স্বভাবে এমন এক চেতনা নিহিত রেখেছেন, যা তাকে মন্দ কাজের দরুণ ভৃৎসনা করে। মানুষের চিন্তা করা উচিত এই যে তিরকার ও ভৃৎসনাকারী একটা জিনিস তার অস্তিত্বের মধ্যে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, এটাই প্রমাণ করে যেই মহান সন্তা তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাকে অহেতুক সৃষ্টি করেননি। নিশ্চয়ই আখেরাতে আছে এবং সেখানে মানুষকে তার ভালো-মন্দ কাজের বদলা দেওয়া হবে। তা না হলে তার অস্তিত্বের মধ্যে এই 'নফসে লাউওয়ামা' নিহিত রাখার কী প্রয়োজন ছিল?

৩ মানুষ কি মনে করে আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারব না? *

২. বলা হচ্ছে, অস্ত্রিজি একত্র করা তো খুবই মামুলি ব্যাপার। আল্লাহ তাআলার তো এই শক্তি আছে যে, তিনি মানুষের প্রতিটি আঙ্গুলের অগ্র ভাগকেও আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনই তৈরি করে দেবেন। বিশেষভাবে আঙ্গুলের অগ্র ভাগের কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, তাতে যে অজস্র সৃষ্টি-সৃষ্টি রেখা আছে, তাতে একের সাথে অন্যের মিল নেই। প্রত্যেকেরই রেখাসমূহ অন্যের থেকে আলাদা। এ কারণেই দুনিয়ার অগণ্য মানুষের মধ্যে কারও ছাপের সঙ্গে কখনও কারও ছাপ মেলে না। রেখার কী বিচিত্র বিন্যাস আঙ্গুলের এই সামান্য জায়গার ভেতর! এতদসত্ত্বেও কোটি-কোটি মানুষের রেখার এই প্রভেদ স্মরণ রেখে এগুলোকে ঠিক আগের মত পুনর্বিন্যস্ত করে মানুষকে পুনর্জীবিত করে তোলার মত সুক্ষ্মিন কাজও আল্লাহ তাআলা মুহূর্তের মধ্যে করে ফেলবেন। কতই না মহা শক্তির মালিক মহান সৃষ্টিকর্তা! সন্তব কি এ কাজ অন্য কারও দ্বারা?

৪ কেন নয়? আমি তো তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। । *

৫ বস্তুত মানুষ তার আগামী জীবনেও গুনাহে রত থাকতে চায়। । *

৩. অর্থাৎ তারা যে আখেরাতের জীবনকে অঙ্গীকার করে, এর পেছনে তাদের কোন বুদ্ধিগুরুত্বিক প্রমাণ নেই; বরং তারা তা অঙ্গীকার করে খৈচাচারী জীবন যাপনের জন্য, যাতে আগামী জীবনেও তারা নিশ্চিন্তে পাপাচারে লিপ্ত থাকতে পারে এবং আখেরাতের চিন্তা তাদের যা খুশী তাই করার পথে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।

৬ সে জিজেস করে, কিয়ামত দিবস কবে আসবে? *

- 7 যখন চোখ ঝলসে যাবে ❁
- 8 এবং চাঁদ নিষ্পত্তি হয়ে যাবে ❁
- 9 এবং চাঁদ ও সূর্যকে একত্র করা হবে ❁
- 10 সেদিন মানুষ বলবে, পালিয়ে যাওয়ার জায়গা কোথায়? ❁
- 11 না, না। কোন আশ্রয়স্থল নেই। ❁
- 12 সে দিন তো প্রত্যেককে তোমার প্রতিপালকের কাছে গিয়েই অবস্থান নিতে হবে। ❁
- 13 সে দিন সকল মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে আর কী পেছনে রেখে গিয়েছে। ৫ ❁
4. অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় কী কাজ করে এসেছে, যা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে আর কোন কাজ ছেড়ে এসেছে, যা করা উচিত ছিল, কিন্তু করেনি, তা সে দিন তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে।
- 14 বরং মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ❁
- 15 যদিও সে নানা অজুহাত পেশ করে! ৫ ❁
5. অর্থাৎ মানুষ নিজেও জানে সে কি কি গুনাহ করেছে, যদিও সে তার বৈধতা প্রমাণের জন্য নানা রকম অজুহাত দাঁড় করানোর চেষ্টা করে।
- 16 (হে রাসূল!) তুমি এ কুরআনকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য এর সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িও না। ৬ ❁
6. এটি একটি অন্তর্ভূতি বাক্য। এর প্রেক্ষাপট এই যে, শুরু দিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন ওহী নাখিল হত, তখন তিনি যাতে তা ভুলে না যান এবং ওহীর শব্দাবলী তাঁর আয়ন্ত হয়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি করে তা পড়তে থাকতেন। এ আয়াতে তাকে বলা হচ্ছে, আপনি ওহীর শব্দাবলী বারবার পড়ার কষ্ট করতে যাবেন না। কেননা এটা আমার দায়িত্ব যে, আমি কুরআনের আয়াতসমূহ আপনার অন্তরে সংরক্ষণ ও আপনাকে মুখস্থ করিয়ে দেব এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও আপনার অন্তরে স্পষ্ট করে দেব।
- 17 নিশ্চয়ই একে (তোমার অন্তরে) জমানো ও (মুখ দিয়ে) পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। ❁
- 18 সুতরাং আমি যখন এটা (জিবরাইলের মাধ্যমে) পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর ৫ ❁
7. এর দুই অর্থ হতে পারে (ক) আপনি আপনার মনোযোগ ওহীর শব্দাবলী মুখস্থ করার মধ্যে নয়; বরং কাজে-কর্মে এর অনুসরণের মধ্যে নিবন্ধ রাখুন। (খ) যেভাবে হয়রত জিবরাইল আলাইহিসসালাম পড়ছেন পরবর্তীতে আপনিও ঠিক সেভাবে পড়ুন।
- 19 তারপর তার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্বও আমারই। ৮ ❁
8. অর্থাৎ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাও আমি আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করে রাখব।
- 20 সাবধান (হে কাফেরগণ!) প্রকৃতপক্ষে তোমরা নগদ প্রাপ্তব্য বস্তু (অর্থাৎ পার্থিব জীবন)-কেই ভালোবাস। ❁
- 21 এবং আখেরাতকে উপেক্ষা করছ। ❁

22 সে দিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে। *

23 যারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে ১ *

9. জানাতে মুমিনগণ আল্লাহ তাআলার দীদার (দর্শন)-ও লাভ করবে। এটা জানাতের অন্য সব নি'আমত অপেক্ষা অনেক বড় ও অনেক বেশি সুখকর হবে।

24 এবং সেদিন অনেক চেহারা হয়ে পড়বে বিবর্ণ *

25 তারা উপলক্ষ্মি করবে যে, তাদের সঙ্গে এমন আচরণ করা হবে যা তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবে। *

26 সাবধান প্রাণ যখন কর্তৃগত হবে *

27 এবং (শুশ্রাকারীদেরকে) বলা হবে, আছে কোন ঝাঁড়-ফুঁককারী? ১০ *

10. যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে শয়্যাশী হয়ে যায়, তখন তার প্রিয়জনেরা সর্বান্তকরণে তার শুশ্রায় করে ও তার চিকিৎসার চেষ্টা চালায়। সেই চিকিৎসার একটা পদ্ধতি এও যে, যারা ঝাঁড়-ফুঁক জানে, তাদের দ্বারা ঝাঁড়-ফুঁক করানো হয়।

28 এবং মানুষ বুঝে ফেলবে যে, এটাই বিদ্যায়ক্ষণ *

29 এবং পায়ের গোছার সাথে গোছা জড়িয়ে যাবে ১১ *

11. জান কবজের সময় যে কষ্ট হয়, তাতে মুমৰ্শু ব্যক্তি অনেক সময় দু'পায়ের গোছা পরস্পর জড়িয়ে ফেলে। আয়াতের ইশারা সেই অবস্থারই দিকে।

30 সে দিন সকলের যাত্রা হবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট। *

31 তা সত্ত্বেও মানুষ বিশ্বাস করেনি ও নামায পড়েনি। ১২ *

12. এর দ্বারা বিশেষ কোন কাফেরের দিকেও ইশারা করা হতে পারে এবং সাধারণভাবে সমস্ত কাফেরের অবস্থার চিরায়নও হতে পারে। বলা হচ্ছে যে, এতো সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সামনে এসে যাওয়া সত্ত্বেও তারা স্মৃত তো আনেই না, উল্লেখ দণ্ডভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

32 বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে *

33 অতঃপর সে দণ্ডভরে তার পরিবারবর্গের কাছে চলে গেছে। *

34 ধ্বংস তোর জন্য, হ্যাঁ ধ্বংস! *

35 ফের শুনে রাখ, ধ্বংস তোর জন্য, হ্যাঁ, ধ্বংস! *

36 মানুষ কি মনে করে তাকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে? ১৩ *

13. অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে তাকে দুনিয়ায় এমন স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে যে, সে শরীয়তের কোন আইন-কানুনের আওতায় থাকবে না এবং যা খুশী তাই করতে থাকবে?

37 সে কি ছিল না এক বিন্দু বীর্য, যা (মাতৃগর্ভে) স্থানিত করা হয়? *

38 তারপর সে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে, তারপর আল্লাহ তাকে মানব রূপ দান করেছেন ও তাকে সুর্যাম করেছেন। ১৪ *

14. মানব সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ সূরা মুমিনুন (২৩ : ১৪)-এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

39 তাছাড়া তা দ্বারাই তিনি নর-নারীর ঘুগল সৃষ্টি করেছেন। *

40 তবুও কি তিনি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন? *



♦ আদ দাহ্র (আল-ইনসান) ♦

1 মানুষের উপর কখনও এমন সময় এসেছে কि, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু ছিল না? ১ *

1. অর্থাৎ অবশ্যই মানুষের এমন একটা সময় ছিল, যখন সে সম্পূর্ণ নাস্তির ভেতর ছিল, ফলে তার সম্পর্কে কোনও রকম আলোচনাও ছিল না। আল্লাহ তাআলাই নিজ দয়ায় তাকে পর্যায়ক্রমে অস্তিত্ব দান করেছেন হীন শুক্রবিন্দু হতে আর এভাবে তাকে নাস্তি ও হীনাবস্থা হতে সৃষ্টির সেরা মাখলুকে উপনীত করেছেন। এর দ্বারা মানুষকে তার সূচনাপর্বের কথা ম্রণ করিয়ে দিয়ে শোকরগোজারির আহ্বান জানানো হয়েছে। -অনুবাদক

2 আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। তারপর তাকে বানিয়েছি শ্রবণকারী ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। *

2. অর্থাৎ নর ও নারীর মিলিত উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

3 আমি তাকে পথ দেখিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে অথবা হবে অকৃতজ্ঞ। *

4 আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করেছি শিকল, গলার বেড়ি ও প্রজ্বলিত আগুন। *

5 নিশ্চয়ই পুণ্যবানেরা এমন পানপাত্র হতে (পানীয়) পান করবে, যাতে কাফূর মিশ্রিত থাকবে। *

6 সে পানীয় হবে এমন প্রস্তবণের, যা থেকে আল্লাহর (নেক) বান্দাগণ পান করবে। তারা তা (যেখা ইচ্ছা) সহজে প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে। ৩ *

3. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদেরকে এই এখতিয়ার দান করবেন যে, তারা সে প্রস্তবণকে যেখানে ইচ্ছা হয় নিয়ে যেতে পারবে। এর এক পদ্ধতি হতে পারে তারা অতি সহজেই বিভিন্ন দিকে তার শাখা-প্রশাখা বের করে নিতে পারবে। এমনও হতে পারে, তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ভূমি থেকে প্রস্তবণ উৎসারিত করতে পারবে।

7 তারা ওইসব লোক, যারা নিজ মানত পূর্ণ করে এবং অন্তরে সেই দিনের ভয় রাখে, যার অনিষ্ট চারদিকে বিস্তৃত থাকবে। *

8 তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে খাবার দান করে। *

9 (এবং তাদেরকে বলে,) আমরা তো তোমাদেরকে খাওয়াই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য। আমরা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও না। *

- 10 আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভয় করি, এমন এক দিনের যে দিন চেহারা ভীষণভাবে বিকৃত হয়ে যাবে। ♦
- 11 পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে সেই দিনের অনিষ্ট হতে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে উৎফুল্লতা ও আনন্দ দান করবেন। ♦
- 12 এবং তারা যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিল তার প্রতিদানে তাদেরকে জানাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। ♦
- 13 তারা তাতে (জানাতে) আরামদায়ক উচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, যেখানে তারা কোন রোদ-তাপ বোধ করবে না এবং অতিশয় শীতও না। ♦
- 14 অবস্থা এমন হবে যে, সে উদ্যানের ছায়া তাদের উপর নামানো থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করে দেওয়া হবে। ৪ ♦
4. অর্থাৎ সমস্ত ফলমূল তাদের হাতের নাগালে থাকবে। অতি সহজেই তারা তা নিয়ে নিতে পারবে।
- 15 এবং তাদের সামনে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে ও স্ফটিকের পেয়ালায়। ♦
- 16 স্ফটিকও রূপার, ৫ পরিবেশনকারীরা তা যথাযথ পরিমাণে ভরে দেবে। ♦
5. এটা জান্মাতের এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার রূপা সাধারণত স্বচ্ছ হয় না। তাই রূপার পাত্র কাচের পাত্রের মত স্বচ্ছ হতে পারে না। কিন্তু জান্মাতের গ্লাস রূপার হওয়া সত্ত্বেও কাচের মত স্বচ্ছ হবে।
- 17 সেখানে এমন পেয়ালায় তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে, যার (পানীয়ের) মিশ্রণ হবে আদা। ♦
- 18 সেখানকার এমন প্রস্তবণ হতে, যার নাম সালসাবিল। ♦
- 19 তাদের সামনে (সেবার জন্য) ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। ৬ তুমি যখন তাদেরকে দেখবে, তোমার মনে হবে তারা ছাড়িয়ে দেওয়া মাণি-মুক্তা। ♦
6. অর্থাৎ সে কিশোরগণ সকলে একই বয়সের থাকবে। তাদের কখনও বার্ধক্য দেখা দেবে না।
- 20 এবং তুমি যখন সে স্থান দেখবে, তখন তুমি দেখতে পাবে নি আমতপূর্ণ এক জগত ও বিশাল রাজ্য। ♦
- 21 তাদের উপর থাকবে সবুজ রংয়ের মিহি রেশমী পোশাক ও মোটা রেশমী কাপড়। তাদেরকে রূপার কাঁকন দ্বারা সজ্জিত করা হবে এবং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে অতি পবিত্র পানীয় পান করাবেন। ♦
- 22 এবং (বলবেনা), এটা তোমাদের পুরস্কার এবং তোমরা (দুনিয়ায়) যে মেহনত করেছিলে তার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করা হল। ♦
- 23 (হে রাসূল!) আমিই তোমার উপর কুরআন নায়িল করেছি অল্ল-অল্ল করে। ♦
- 24 সুতরাং তুমি নিজ প্রতিপালকের নির্দেশের উপর অবিচলিত থাক এবং তাদের মধ্যকার কোন গুনাহগার বা কাফেরের আনুগত্য করো না। ♦
- 25 এবং নিজ প্রতিপালকের নামের যিকির কর সকাল ও সন্ধ্যায়। ♦
- 26 এবং রাতের কিছু অংশেও তাঁর সম্মুখে সিজদা কর এবং রাতের দীর্ঘক্ষণ তার তাসবীহতে রত থাক। ♦

- 27 তারা তো (দুনিয়ার) নগদ জিনিসকে ভালোবাসে এবং তাদের সামনে যে কঠিন দিন আসছে তাকে উপেক্ষা করছে। *
- 28 আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গ্রহিবন্ধন দৃঢ় করেছি এবং আমি যখন ইচ্ছা করব তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করব। *
7. এর এক অর্থ হতে পারে এই যে, তিনি ইচ্ছা করলে সকলকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। যারা ইবাদত-আনুগত্যে তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, তিনি প্রথমবার যেমন সকলকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সকলের মৃত্যুর পরও যখন ইচ্ছা তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন।
- 29 বস্তুত এটা এক উপদেশবাণী। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকের পথ অবলম্বন করুক। *
- 30 আর তোমরা ইচ্ছা করবে না, যাবৎ না আল্লাহ ইচ্ছা করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *
- 31 তিনি যাকে ইচ্ছা করেন নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করে নেন আর যারা জালেম, তাদের জন্য তিনি যন্ত্রণাময় শান্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। *



♦ আল মুরসালাত ♦

- 1 শপথ একের পর এক প্রেরিত বায়ুর। *
- 2 তারপর প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলা ঝড়ে হাওয়ার। *
- 3 এবং শপথ (মেঘমালাকে) ইতস্তত বিক্ষিপ্তকারী বায়ুর। *
1. দুনিয়ায় যে বায়ু প্রবাহিত হয় তা দুরকমের। (ক) এক বায়ু তো এমন যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে এবং জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ যোগান দেয়। (খ) কোন কোন বায়ু এমন, যা ঝড়-বৃক্ষ হয়ে মানুষের দুর্যোগ-দুর্বিপাকের কারণ হয়। এমনভাবে ফেরেশতাগণ মানুষের কাছে যে বাণী নিয়ে আসে তাও একদিকে সৎ লোকদের সুসংবাদ দান করে, অন্য দিকে অসৎ লোকদের জন্য তা হয় ভীতি প্রদর্শনকারী। এজনাই প্রথম তিন আয়তে বায়ুর শপথ করা হয়েছে এবং পরের তিন আয়তে ফেরেশতাদের।
- 4 অতঃপর শপথ তাদের (অর্থাৎ সেই ফেরেশতাদের), যারা সত্য ও মিথ্যাকে পৃথক করে দেয়। *
- 5 তারপর অবতীর্ণ করে উপদেশবাণী। *
- 6 যা মানুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কারণ হয় অথবা হয় সতর্ককারী। *
2. অর্থাৎ যারা নেককার, তাদেরকে এ বাণীর মাধ্যমে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আহান জ্ঞানানো হয় আর যারা পাপাচারী তাদেরকে শান্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়, যাতে তারাও সৎ পথে ফিরে আসে। [১,৩--এর আরেক অর্থ হতে পারে 'অজুহাতত্ত্বরূপ', অর্থাৎ ওই নায়িল করা হয় আল্লাহর পক্ষ হতে অজুহাতত্ত্বরূপ, যাতে কেউ বলতে না পারে যে, আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো পথনির্দেশ আসেনি বলেই আমরা বিপথগামী হয়েছিলাম। -অনুবাদক]
- 7 যে সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অবশ্যই ঘটবে। *
3. এর দ্বারা কিয়ামত দিবসকে বোঝানো হয়েছে।
- 8 সুতরাং (তা ঘটবে সেই সময়) যখন নক্ষত্ররাজি নিভিয়ে দেওয়া হবে। *

- 9 এবং যখন আকাশ বিদ্যারণ করা হবে ✽
- 10 এবং যখন পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হবে। ✽
- 11 এবং যখন রাসূলগণকে নির্দিষ্ট সময়ে একত্র করা হবে ॥ ✽
4. আল্লাহ তাআলা আখেরাতের একটা সময় নির্দিষ্ট করেছেন, যখন সমস্ত রাসূল একত্র হয়ে নিজ-নিজ উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ দেবে।
- 12 (কেউ যদি জিজেস করে) এসব মূলতবি রাখা হয়েছে কোন দিনের জন্য? ॥ ✽
5. কাফেরগণ প্রায়ই এ প্রশ্ন করত যে, যদি আযাব ও পুরুষার দানের কোন ব্যাপার থাকেই, তবে তা এখনই কেন হয়ে যায় না? দেরি হচ্ছে কেন?
- 13 (তার জবাব হল) বিচার দিবসের জন্য! ✽
- 14 তুমি কি জান বিচার দিবস কী? ✽
- 15 সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে। ✽
- 16 আমি কি পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিনি? ✽
- 17 অতঃপর পরবর্তীদেরকেও আমি তাদের অনুগামী করে দেব। ॥ ✽
6. অর্থাৎ অতীত কালের কাফেরগণকে যেমন ধ্বংস করা হয়েছে, তেমনি আরবের এ কাফেরগণ যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করতেই থাকে, তবে তাদেরকেও ধ্বংস করা হবে।
- 18 আমি অপরাধীদের সাথে এ রকম আচরণই করে থাকি। ✽
- 19 সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে। ✽
- 20 আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি এক হীন পানি দ্বারা? ✽
- 21 অতঃপর আমি তা এক সুরক্ষিত অবস্থানস্থলে রাখি। ॥ ✽
7. এর দ্বারা মাতৃগর্ভ বোঝানো হয়েছে।
- 22 নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ✽
- 23 তারপর আমি তাতে পরিমিত রূপ দান করি। সুতরাং আমি কতই না উত্তম রূপদাতা! ॥ ✽
8. অর্থাৎ আমি মানুষকে কেবল সৃষ্টিই করিনি। তার গঠন-আকৃতি এমন পরিমিত ও সুসমঞ্জস করেছি যা আমা ভিন্ন অন্য কারও পক্ষে আদৌ সন্তুষ্ট নয়। মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গভীরভাবে লক্ষ করলে এ সত্য বুঝতে কোন কষ্ট হয় না।
- 24 সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে। ✽

- 25 আমি কি ভূমিকে বানাইনি ধারণকারী ❁
- 26 জীবিতদের এবং মৃতদেরও? ❁
- 27 এবং আমি তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উঁচু-উঁচু পাহাড় এবং আমি তোমাদেরকে সুমিষ্ট পানি দ্বারা সিঞ্চিত করার ব্যবস্থা করেছি। ৯
❖
9. অর্থাৎ তোমরা নিজেরা যাতে সুমিষ্ট পানি পান করতে পার, গবাদি পশুকে পান করাতে পার ও চাষাবাদের জন্য ভূমিতে সেচ দিতে পার, সে লক্ষ্যে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, পাহাড় থেকে ঝর্নাধারা প্রবাহিত করি, মাটির নিচ থেকে প্রস্তবণ উৎসারিত করি এবং নদী-নালা প্রবাহিত করি। -অনুবাদক
- 28 সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে। ❁
- 29 (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যা অবিশ্বাস করতে, চলো এখন সেই জিনিসের দিকে। ❁
- 30 চলো তিন শাখাবিশিষ্ট শামিয়ানার দিকে। ১০ ❁
10. এর দ্বারা জাহানামের আগুনের ধোঁয়া বোঝানো হয়েছে, তা শামিয়ানার মত উঁচু হবে এবং তিন শাখায় বিভক্ত হয়ে যাবে।
- 31 যাতে নেই (শীতল) ছায়া এবং যা আগুনের শিখা থেকে রক্ষা করতে পারবে না। ❁
- 32 তা অট্টালিকা তুল্য বড়-বড় স্ফুলিঙ্গ নিষ্কেপ করবে ❁
- 33 মনে হবে তা হলুদ বর্ণের উট। ১১ ❁
11. এখানে বলা হয়েছে যে, জাহানামের অগ্নিশিখা এত বড় হবে, যাকে বড়-বড় অট্টালিকার সাথে তুলনা করা চলে আর তা থেকে যে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হবে তা হবে হলুদ রংয়ের উটের মত।
- 34 সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে। ❁
- 35 তা এমন এক দিন, যে দিন লোকে কথা বলতে পারবে না। ❁
- 36 এবং তাদেরকে কোন অজুহাত প্রদর্শনেরও অনুমতি দেওয়া হবে না। ❁
- 37 সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে। ❁
- 38 এটা ফায়সালার দিন। আমি একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে। ❁
- 39 এখন তোমাদের ঘদি কোন কৌশল থাকে, তবে সে কৌশল আমার বিরুদ্ধে চালাও। ❁
- 40 সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে। ❁
- 41 যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তারা অবশ্যই ছায়া ও প্রস্তবণের মধ্যে থাকবে। ❁

- 42 এবং তাদের চাহিদামত ফলমূলের মধ্যে। *
- 43 (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা স্বাচ্ছন্দে খাও ও পান কর তোমরা যা-কিছু করতে তার বিনিময়ে। *
- 44 আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করি। *
- 45 সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে। *
- 46 (হে কাফেরগণ!) অল্প কিছু কাল খাও ও মজা লোট। নিশ্চয়ই তোমরা অপরাধী। *
- 47 সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে। *
- 48 যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর সামনে নত হও, তারা নত হয় না। *
- 49 সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে। *
- 50 সুতরাং এরপর আর এমন কী কথা আছে, যার উপর তারা ঈমান আনবে? *



♦ আনু নাবা ♦

1 তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? *

2 সেই মহা ঘটনা সম্পর্কে, *

3 যে সম্বন্ধে তারা বিভিন্ন রকম কথা বলে। ১ *

1. এর দ্বারা কিয়ামত ও আখেরাত বোঝানো হয়েছে। কাফেরগণ কিয়ামত সম্পর্কে নানা রকম কথা বলত। কেউ তা নিয়ে ঠাট্টা করত। কেউ তার বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করত এবং কেউ তার খুঁটিনাটি সম্পর্কে প্রশ্ন করে মুসলিমদেরকে উত্ত্যক্ত করত। প্রশ্নের উদ্দেশ্যও সত্যানুসন্ধান ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল কেবল ঠাট্টা-বিন্দুপ করা। এ আয়াতের ইঙ্গিত তাদের সেই কার্যকলাপেরই দিকে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বিশ্ব জগতে ছাড়িয়ে-ছাঢ়িয়ে থাকা তাঁর বিভিন্ন নির্দশনের উল্লেখপূর্বক বলছেন, তোমরা যখন স্থীকার কর এসব আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন, তখন তিনি যে এ জগতে ধ্বংস করে দেওয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন তা স্থীকার করতে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে কেন?

4 সাবধান! তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। *

5 আবারও সাবধান! তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। *

6 আমি কি ভূমিকে শয্যা বানাইনি? *

7 এবং পাহাড়সমূহকে (ভূমিতে প্রোথিত) কীলক? *

8 আর তোমাদেরকে (নর ও নারীর) যুগল রূপে সৃষ্টি করেছি। *

- ৯ আর তোমাদের ঘুমকে ক্লান্তি ঘুচানোর উপায় বানিয়েছি। ♦
- ১০ এবং রাতকে বানিয়েছি আবরণস্বরূপ। ♦
- ১১ এবং দিনকে জীবিকা আহরণের সময় নির্ধারণ করেছি। ♦
- ১২ এবং আমিই তোমাদের উপর সাতটি সুড়ত্তি অন্তিম (আকাশ) নির্মাণ করেছি। ♦
- ১৩ এবং আমিই এক প্রজ্ঞলিত প্রদীপ (সূর্য) সৃষ্টি করেছি। ♦
- ১৪ আমি ভরা মেঘ থেকে মুষলধারায় বারি বর্ষণ করেছি, ♦
- ১৫ তা দ্বারা শস্য ও অন্যান্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করার জন্য ♦
- ১৬ এবং নিবিড় ঘন বাগানও। ♦
- ১৭ নিশ্চয়ই বিচার দিবস হবে এক নির্ধারিত সময়ে। ♦
- ১৮ যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে অনন্তর তোমরা দলে দলে সমাগত হবে। ♦
- ১৯ এবং আকাশ উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। ফলে বহু দরজা হয়ে যাবে। ♦
- ২০ এবং পাহাড়সমূহকে সঞ্চালিত করা হবে, ফলে তা মরীচিকা সদৃশ হয়ে যাবে। ♦
- ২১ নিশ্চয়ই জাহানাম ওঁৎ পেতে রয়েছে। ♦
- ২২ তা উদ্বিতীয় ঠিকানা। ♦
- ২৩ যাতে তারা যুগ-যুগ ধরে এভাবে অবস্থান করবে ৷ ♦
2. আয়াতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে -**حَقَّ**-এর বহুবচন। **حَقٌّ** অর্থ সুনীর্ধ কাল। বোঝানো হচ্ছে, জাহানামে তাদের অবস্থান কাল ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। এ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন, এখানে যে অবাধ্যদের কথা বলা হচ্ছে, তারাও সুনীর্ধকাল অতিবাহিত হওয়ার পর জাহানাম থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা কুরআন মাজীদ বিভিন্ন স্থানে দ্ব্যুর্থীয় ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, তারা জাহানাম থেকে কোনও দিনই বের হতে পারবে না, যেমন দেখুন সূরা মায়েদা (৫ : ৩৭)।
- ২৪ যে, তাতে তারা আস্থাদন করবে না কোন শীতলতা এবং না কোন পানীয় বস্ত। ♦
- ২৫ ফুটন্ত পানি ও রক্ত-পুঁজ ছাড়া। ♦
- ২৬ এটা হবে তাদের পরিপূর্ণ প্রতিফল। ♦
- ২৭ তারা (নিজেদের কর্মের) হিসাবকে বিশ্বাস করত না। ♦

- 28 এবং তারা আমার আয়তসমূহ চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করত। *
- 29 আমি প্রতিটি জিনিস লিপিবদ্ধভাবে সংরক্ষণ করেছি। *
- 30 সুতরাং তোমরা মজা ভোগ কর! আমি তোমাদের কেবল শাস্তিই বৃদ্ধি করব। *
- 31 যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে নিশ্চয়ই তাদের জন্য আছে সাফল্য *
- 32 উদ্যানরাজি ও আঙ্গুর, *
- 33 সমবয়স্কা নব ঘোবনা তরুণী, *
- 34 ছলকানো পান-পাত্র, *
- 35 সেখানে তারা কোন অহেতুক কথা শুনবে না এবং কোন মিথ্যা কথাও না। *
- 36 তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে পুরস্কারস্বরূপ, (আল্লাহর) এমন দান, যা মানুষের কর্ম হিসাবে দেওয়া হবে। ৩ *
3. এ তরজমা করা হয়েছে হয়েরত আতা (রহ.) থেকে বর্ণিত একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী। এর মর্ম এই যে, মুন্তাকীদের এই যা-কিছু দেওয়া হবে, এটা আল্লাহ তাআলার দান, যা তারা তাদের কোন অধিকার ছাড়াই লাভ করবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এটা প্রত্যেককে দেবেন তার আমল হিসাবে। এর দ্বিতীয় তরজমা হতে পারে এ রকম, (আল্লাহর) এমন দান হবে, যা প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে, অর্থাৎ তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য তা যথেষ্ট হবে।
- 37 সেই প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এর মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক, দয়াময়! তার সামনে কিছু বলার সাধ্য তাদের হবে না। ৪ *
4. অর্থাৎ যাকে যা দেওয়া হবে তার বিপরীতে কারও কিছু বলার শক্তি হবে না।
- 38 যে দিন রুহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে, সে দিন দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে বলবে সঠিক কথা। ৫ *
5. অর্থাৎ কোন মানুষ বা ফেরেশতা কারও অনুকূলে সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া কিছু বলতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা অনুমতি দিলেই বলতে পারবে এবং তাও সেই সময়, যখন সঠিকভাবে সুপারিশ করবে অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে পদ্ধা ঠিক করে দেবেন সেই পদ্ধায় করবে।
- 39 সে দিন সত্য দিন। সুতরাং যার ইচ্ছা, সে তার প্রতিপালকের কাছে আশ্রয়স্থল বনিয়ে রাখুক। *
- 40 বস্তু আমি এক আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিলাম। সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বহস্তে সামনে পাঠানো কর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করবে আর কাফের ব্যক্তি বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম। ৬ *
6. কোন কোন বর্ণনায় আছে, যে সকল জীবজন্ম দুনিয়ায় একে অন্যের উপর জুলুম করেছিল, হাশরের ময়দানে তাদেরকেও একত্র করতঃ তাদের জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়ে দেওয়া হবে। এমনকি কোন শিং বিশিষ্ট ছাগল যদি শিংবিহীন ছাগলকে গুঁতো দিয়ে থাকে, তবে হাশরে তারও প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। যখন প্রতিশোধ গ্রহণ শেষ হয়ে যাবে, সমস্ত পশুকে মাটিতে পরিণত করা হবে। সে দিন কাফেরগণ যখন জাহানামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন আশ্রেপ করে বলবে, আহ! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম (মুসলিম, তিরিমিয়া)।



♦ আন নাফিয়াত ♦

১ শপথ তাদের (অর্থাৎ সেই ফেরেশতাদের), যারা (কাফেরদের প্রাণ) কঠোরভাবে টেনে বের করে। ১ *

১. কুরআন মাজীদে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ কেবল এতটুকু শপথ তাদের, যারা কঠোরভাবে টেনে বের করে। কিন্তু হ্যারত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রাখি.)-এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, এর দ্বারা জান কবজকারী ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে, যারা (সাধারণত কাফেরদের) রাহ দেহ থেকে কঠোরভাবে টেনে বের করে এবং কারও কারও (সাধারণত মুমিনদের) রাহ মুদুভাবে বের করে, যেন রশির বাঁধন খুলে দেয়। তারপর তারা সেই রাহ নিয়ে শূন্যমণ্ডলে সাতার কেটে চলে যায় এবং খুব দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌঁছে, রাহদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার যে হৃকুম হয় তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই হল প্রথম চার আয়তের মর্ম। এসব ফেরেশতার শপথ করে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের পরিস্থিতি ব্যক্ত করছেন যে, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন বহু হাদয় প্রকল্পিত হবে। পূর্বে বলা হয়েছে, নিজ কথা বিশ্বাস করানোর জন্য আল্লাহ তাআলার কোন শপথ করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআন মাজীদে যে বিভিন্ন বন্ধুর শপথ করা হয়েছে, তা কেবলই কথাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য। আরবী অলংকার শাস্ত্রে কথায় বলিষ্ঠতা আনয়নের জন্য শপথ করার নিয়ম আছে। সাধারণত যে বন্ধুর শপথ করা হয়, তা পরবর্তী যে দাবির উল্লেখ থাকে, তার পক্ষে সাক্ষী হয়ে থাকে। এস্তে বোঝানো হচ্ছে যে, ফেরেশতাগণ সাক্ষী, আল্লাহ তাআলা তাদের মাধ্যমে যেমন জান কবজ করান, তেমনি তাদের মাধ্যমে শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ানোর পর মৃতদেরকে পুনরায় জীবিতও করা হবে।

২ এবং যারা (মুমিনদের প্রাণের) বন্ধন খোলে কোমলভাবে। *

৩ তারপর (শূন্যে) তীব্রগতিতে সাতার কেটে যায়। *

৪ তারপর দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়। *

৫ তারপর যে আদেশ পায় তার (বাস্তবায়নের) ব্যবস্থা গ্রহণ করে। *

৬ যে দিন প্রকল্পিতকারী (শিঙ্গাধৰনি সবকিছু) কাঁপিয়ে দেবে। ২ *

২. এর দ্বারা শিঙ্গার প্রথম ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। প্রথমবার ফুঁ দেওয়া হলে সমস্ত প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে এবং বিশ্ব জগত সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।

৭ তার পেছনে আসবে পরবর্তীটি। ৩ *

৩. এর দ্বারা শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁ বোঝানো হয়েছে। প্রথম ফুঁৎকারে সকলের মৃত্যু ঘটবে আর দ্বিতীয় ফুঁৎকারে সকলে জীবিত হয়ে হাশেরের মাঠে একত্র হবে।

৮ সে দিন বহু হাদয় হবে প্রকল্পিত। *

৯ তাদের চোখ থাকবে অবনত। *

১০ তারা (কাফেরগণ) বলে, আমাদেরকে কি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে? ৪ *

৪. অর্থাৎ আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় আগের মত জীবিতাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে?

১১ আমরা যখন গলিত অস্থিতে পরিণত হব তখনও কি? *

১২ তারা বলে, তাহলে তো সেটা বড় ক্ষতির প্রত্যাবর্তন। ৫ *

৫. অর্থাৎ বাস্তবিকই যদি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হয়, তবে আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হব। কেননা আমরা দ্বিতীয় জীবনের জন্য কোন রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি।

- 13 বন্তত তা একটি মাত্র বিকট আওয়াজই হবে। ♦
- 14 অমনি তারা খোলা মাঠে আবির্ভূত হবে। ♦
- 15 (হে রাসূল!) তোমার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পোঁচেছে? ♦
- 16 যখন তার প্রতিপালক তাকে পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় ডাক দিয়ে বলেছিলেন ৬ ♦
6. 'তুওয়া উপত্যকা' দ্বারা সিনাই মর্কুমির সেই উপত্যকা বোঝানো হয়েছে, যেখানে হ্যারত মূসা আলাইহিস সালামকে নবুওয়াত দান করা হয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য সূরা তোয়াহ (২০ : ৯-৪৮) চীকাসহ দেখুন।
- 17 ফির'আউনের কাছে ঘাও, সে বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। ♦
- 18 তাকে বল, তোমার কি এ আগ্রহ আছে যে, তুমি শুধরে ঘাবে? ♦
- 19 এবং আমি তোমাকে দেখাব তোমার প্রতিপালকের পথ, ঘাতে তুমি তাকে ভয় কর? ♦
- 20 অতঃপর মূসা তাকে দেখাল মহা নির্দর্শন। ৭ ♦
7. অর্থাৎ এই মোজেয়া ও নির্দর্শন দেখালেন যে, তাঁর লাঠি নিষ্কেপ করলেন, অমনি তা বিশাল সাপ হয়ে গেল আর বগলের মধ্যে হাত রাখলেন, অমনি তা চমকাতে শুরু করল। দেখুন তোয়াহ (২০ : ১৭-২২)।
- 21 তবুও সে (তাকে) অঙ্গীকার করল ও অমান্য করল। ♦
- 22 তারপর প্রতিবিধানের চেষ্টা করতে ৮ ফিরে গেল। ♦
8. এর আরেক অর্থ হতে পারে, 'সে ফিরে গেল ছুটতে ছুটতে', অর্থাৎ বিশাল অজগর দেখে সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তাই প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাল। -অনুবাদক
- 23 তারপর সকলকে সমবেত করল এবং উচৈঃস্বরে ঘোষণা করল, ♦
- 24 বলল, আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। ♦
- 25 পরিণামে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন আখেরাত ও দুনিয়ার শাস্তিতে। ৯ ♦
9. ফির'আউনকে দুনিয়ায় তো এই শাস্তি দেওয়া হল যে, গোটা বাহিনীসহ তাকে সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হল। বিস্তারিত দেখুন সূরা শুআরা (২৬ : ৬১-৬৪) আর আখেরাতের শাস্তি হবে জাহানামে।
- 26 বন্তত যে আল্লাহর ভয় করে তার জন্য এ ঘটনার মধ্যে আবশ্যই শিক্ষা আছে। ♦
- 27 (হে মানুষ!) তোমাদেরকে সৃষ্টি করা বেশি কঢ়িন, না আকাশকে। ১০ আল্লাহ তা নির্মাণ করেছেন। ♦
10. আরবের কাফেরগণ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার বিষয়টাকে অঙ্গীকার করত কেবল এ কারণে যে, তারা মৃত ব্যক্তিদের জীবিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করত। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আসমান বা জগতের এ রকম আরও বড়-বড় বন্ত অপেক্ষা মানুষ সৃষ্টি করা অনেক সহজ। যদি তোমরা স্বীকার কর আসমানকে আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন, তবে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে কেন?

- 28 তিনি তার উচ্চতা উত্তোলন করেছেন, তারপর তা সুবিন্যস্ত করেছেন। ♦
- 29 তিনি তার রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং তার দিনের আলো প্রকাশ করেছেন। ♦
- 30 এবং তারপর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। ♦
- 31 তা থেকে তার পানি ও তৃণ বের করেছেন। ♦
- 32 এবং পর্বতসমূহকে প্রোথিত করেছেন। ♦
- 33 তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পশুদের ভোগের জন্য। ♦
- 34 অতঃপর যখন মহা বিপর্যয় সংঘটিত হবে। ♦
- 35 যে দিন মানুষ তার ঘাবতীয় কৃতকর্ম স্মরণ করবে ♦
- 36 এবং প্রত্যেক দর্শকের সামনে জাহানামকে প্রকাশ করা হবে। ♦
- 37 তখন যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করেছিল, ♦
- 38 এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছিল ♦
- 39 জাহানামই হবে তার ঠিকানা। ♦
- 40 আর যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় পোষণ করত এবং নিজেকে মন্দ চাহিদা হতে বিরত রাখত ♦
- 41 জান্মাতই হবে তার ঠিকানা। ♦
- 42 তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজেস করে যে, তা কখন সংঘটিত হবে? ♦
- 43 এ বিষয়ে আলোচনা করার সাথে তোমার কী সম্পর্ক? ১১ ♦
11. অর্থাৎ ঠিক কখন কিয়ামত হবে তা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। এ সম্পর্কে তিনি কাউকে অবহিত করেননি। তোমাকেও নয়। তা তুমি যখন জান না, তখন এ সম্পর্কে সওয়াল-জওয়াব করা ও এ নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ তোমার কোথায় যে, তুমি তাতে লিপ্ত হবে? - অনুবাদক
- 44 এর চূড়ান্ত জ্ঞান তো তোমার প্রতিপালকেরই। ♦
- 45 যে ব্যক্তি তার ভয় রাখে তুমি কেবল তার সতর্ককারী। ১২ ♦
12. অর্থাৎ আধেরাতে পোঁছার পর তার বিভীষিকা দেখে দুনিয়ার জীবন বা কবরে অবস্থানকালীন জীবনকে খুবই সংক্ষিপ্ত মনে হবে।
- 46 যে দিন তারা তা দেখতে পাবে সে দিন তাদের মনে হবে, যেন তারা (দুনিয়ায় বা কবরে) এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশি অবস্থান

13. অর্থাৎ তোমার কাজ কিয়ামতের দিন-ক্ষণ জানানো নয়; বরং কিয়ামত যে অবশ্যভাবী তা জানানো এবং তার বিভিন্নিকা সম্পর্কে সতর্ক করা। যদিও এ সতর্কীকরণ সকলের জন্যই ব্যাপক, কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হয় কেবল তারাই, যারা সে দিনকে ভয় করে। এ কারণেই বিশেষভাবে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। -অনুবাদক



♦ আবাসা ♦

1 (রাসূল) মুখ বিকৃত করল ও চেহারা ফিরিয়ে নিল। ১ ♦

1. এ আয়তসমূহ একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে নাখিল হয়েছিল। ঘটনাটি এইরূপ, একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন বড়-বড় নেতাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তিনি তাদের সাথে দাওয়াতী কথাবার্তায় মশগুল ছিলেন, ঠিক এই মুহূর্তে প্রসিদ্ধ অন্ধ সাহাবী হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রায়ি), সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি যেহেতু অন্ধ ছিলেন, তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার-কার সাথে কথায় ব্যস্ত আছেন তা দেখতে পাচ্ছিলেন না। কাজেই এসেই তিনি তাকে কিছু শিক্ষা দানের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করলেন। যেহেতু অন্যের কথা কেটে মাঝখানে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন, তাই তাঁর এ পশ্চা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পচ্ছন্দ হল না। এ অসম্ভুষ্টির ছাপ তাঁর চেহারায়ও ফুটে উঠল। তিনি তাঁর কথার কোন উত্তরও দিলেন না; বরং সেই কাফেরদের সাথেই যথারীতি আলোচনা চালিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর এ কার্যক্রম আল্লাহ তাআলার পচ্ছন্দ হল না। সুতরাং লোকগুলো চলে যাওয়ার পর পরই এ সুরা নাখিল করলেন এবং তাঁকে তাঁর এ কাজের জন্য সতর্ক করে দিলেন। সুরাটির প্রথম শব্দ হল **عَبْسٌ** (আবাস), এর অর্থ ক্রুক্ষিত করা, মুখ বিকৃত করা। এরই থেকে সুরাটির নাম হয়েছে সুরা আবাস। এতে মৌলিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যার অন্তরে সত্ত্বের অনুসন্ধিৎসা আছে, খাঁটি মনে সে নিজেকে সংশোধনও করতে চায়, তাকে কিছুতেই অগ্রহ্য করা চলে না; বরং তাঁরই এ অধিকার বেশি যে, শিক্ষা দানের জন্য তাকে সময় দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে সত্ত্ব জানার কোন আগ্রহ নেই এবং নিজেদেরকে সংশোধন করারও কোন প্রয়োজন মনে করে না, সত্ত্ব-সন্ধানীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে তাদের প্রতি মনোযোগী হওয়া ও তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়। এরূপ কাজ মোটেই সমীচীন নয়।

1. এ আয়তসমূহ একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে নাখিল হয়েছিল। ঘটনাটি এইরূপ, একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন বড়-বড় নেতাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তিনি তাদের সাথে দাওয়াতী কথাবার্তায় মশগুল ছিলেন, ঠিক এই মুহূর্তে প্রসিদ্ধ অন্ধ সাহাবী হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রায়ি), সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি যেহেতু অন্ধ ছিলেন, তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার-কার সাথে কথায় ব্যস্ত আছেন তা দেখতে পাচ্ছিলেন না। কাজেই এসেই তিনি তাকে কিছু শিক্ষা দানের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করলেন। যেহেতু অন্যের কথা কেটে মাঝখানে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন, তাই তাঁর এ পশ্চা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পচ্ছন্দ হল না। এ অসম্ভুষ্টির ছাপ তাঁর চেহারায়ও ফুটে উঠল। তিনি তাঁর কথার কোন উত্তরও দিলেন না; বরং সেই কাফেরদের সাথেই যথারীতি আলোচনা চালিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর এ কার্যক্রম আল্লাহ তাআলার পচ্ছন্দ হল না। সুতরাং লোকগুলো চলে যাওয়ার পর পরই এ সুরা নাখিল করলেন এবং তাঁকে তাঁর এ কাজের জন্য সতর্ক করে দিলেন। সুরাটির প্রথম শব্দ হল **عَبْسٌ** (আবাস), এর অর্থ ক্রুক্ষিত করা, মুখ বিকৃত করা। এরই থেকে সুরাটির নাম হয়েছে সুরা আবাস। এতে মৌলিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যার অন্তরে সত্ত্বের অনুসন্ধিৎসা আছে, খাঁটি মনে সে নিজেকে সংশোধনও করতে চায়, তাকে কিছুতেই অগ্রহ্য করা চলে না; বরং তাঁরই এ অধিকার বেশি যে, শিক্ষা দানের জন্য তাকে সময় দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে সত্ত্ব জানার কোন আগ্রহ নেই এবং নিজেদেরকে সংশোধন করারও কোন প্রয়োজন মনে করে না, সত্ত্ব-সন্ধানীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে তাদের প্রতি মনোযোগী হওয়া ও তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়। এরূপ কাজ মোটেই সমীচীন নয়।

1. এ আয়তসমূহ একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে নাখিল হয়েছিল। ঘটনাটি এইরূপ, একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন বড়-বড় নেতাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তিনি তাদের সাথে দাওয়াতী কথাবার্তায় মশগুল ছিলেন, ঠিক এই মুহূর্তে প্রসিদ্ধ অন্ধ সাহাবী হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রায়ি), সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি যেহেতু অন্ধ ছিলেন, তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার-কার সাথে কথায় ব্যস্ত আছেন তা দেখতে পাচ্ছিলেন না। কাজেই এসেই তিনি তাকে কিছু শিক্ষা দানের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করলেন। যেহেতু অন্যের কথা কেটে মাঝখানে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন, তাই তাঁর এ পশ্চা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পচ্ছন্দ হল না। এ অসম্ভুষ্টির ছাপ তাঁর চেহারায়ও ফুটে উঠল। তিনি তাঁর কথার কোন উত্তরও দিলেন না; বরং সেই কাফেরদের সাথেই যথারীতি আলোচনা চালিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর এ কার্যক্রম আল্লাহ তাআলার পচ্ছন্দ হল না। সুতরাং লোকগুলো চলে যাওয়ার পর পরই এ সুরা নাখিল করলেন এবং তাঁকে তাঁর এ কাজের জন্য সতর্ক করে দিলেন। সুরাটির প্রথম শব্দ হল **عَبْسٌ** (আবাস), এর অর্থ ক্রুক্ষিত করা, মুখ বিকৃত করা। এরই থেকে সুরাটির নাম হয়েছে সুরা আবাস। এতে মৌলিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যার অন্তরে সত্ত্বের অনুসন্ধিৎসা আছে, খাঁটি মনে সে নিজেকে সংশোধনও করতে চায়, তাকে কিছুতেই অগ্রহ্য করা চলে না; বরং তাঁরই এ অধিকার বেশি যে, শিক্ষা দানের জন্য তাকে সময় দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে সত্ত্ব জানার কোন আগ্রহ নেই এবং নিজেদেরকে সংশোধন করারও কোন প্রয়োজন মনে করে না, সত্ত্ব-সন্ধানীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে তাদের প্রতি মনোযোগী হওয়া ও তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়। এরূপ কাজ মোটেই সমীচীন নয়।

2 কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি এসে পড়েছিল। ♦

3 (হে রাসূল!) তোমার কি জানা আছে? হ্যত সে শুধরে যেত। ♦

4 অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশ দান তার উপকারে আসত! ♦

5 আর যে ব্যক্তি অগ্রাহ্য করছিল ♦

6 তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ ♦

7 অথচ সে নিজেকে না শোধরালে তোমার উপর কোন দায়িত্ব আসে না। ♦

8 পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শ্রম ব্যয় করে তোমার কাছে আসল ♦

9 এ অবস্থায় যে, সে আল্লাহকে ভয় করে, ♦

10 তার প্রতি তুমি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছ! ♦

11 কিছুতেই এরূপ উচিত নয়। এ কুরআন তো এক উপদেশবাণী। ♦

12 যার ইচ্ছা সে একে স্মরণ রাখবে। ☺ ♦

2. অর্থাৎ কুরআন মাজীদের নির্দেশনা মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী চলবে।

2. অর্থাৎ কুরআন মাজীদের নির্দেশনা মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী চলবে।

2. অর্থাৎ কুরআন মাজীদের নির্দেশনা মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী চলবে।

13 এটা লিপিবদ্ধ আছে এমন সহীফাসমূহে, যা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ☺ ♦

3. এর দ্বারা লাওহে মাহফুজ বোঝানো হয়েছে। তাতে অন্যান্য বিষয় ছাড়া কুরআন মাজীদও লিপিবদ্ধ আছে।

3. এর দ্বারা লাওহে মাহফুজ বোঝানো হয়েছে। তাতে অন্যান্য বিষয় ছাড়া কুরআন মাজীদও লিপিবদ্ধ আছে।

3. এর দ্বারা লাওহে মাহফুজ বোঝানো হয়েছে। তাতে অন্যান্য বিষয় ছাড়া কুরআন মাজীদও লিপিবদ্ধ আছে।

14 উচ্চ স্তরের, পবিত্র। ☺ ♦

4. অর্থাৎ সকল ক্রটি-বিচ্যুতি ও মলিনতা হতে পবিত্র এবং শয়তানের হাত থেকেও পবিত্র। তারা সেখানে পৌঁছতে ও তাতে কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে পারে না। -অনুবাদক

4. অর্থাৎ সকল ক্রটি-বিচ্যুতি ও মলিনতা হতে পবিত্র এবং শয়তানের হাত থেকেও পবিত্র। তারা সেখানে পৌঁছতে ও তাতে কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে পারে না। -অনুবাদক

4. অর্থাৎ সকল ক্রটি-বিচ্যুতি ও মলিনতা হতে পবিত্র এবং শয়তানের হাত থেকেও পবিত্র। তারা সেখানে পৌঁছতে ও তাতে কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে পারে না। -অনুবাদক

15 এমন লিপিকরদের হাতে লিপিবদ্ধ, ♦

16

যারা অতি মর্যাদাসম্পন্ন, পুণ্যবান। ☈

5. এর দ্বারা যেসব ফেরেশতা লাওহে মাহফুজের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদেরকে বোঝানো হয়েছে।

5. এর দ্বারা যেসব ফেরেশতা লাওহে মাহফুজের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদেরকে বোঝানো হয়েছে।

5. এর দ্বারা যেসব ফেরেশতা লাওহে মাহফুজের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদেরকে বোঝানো হয়েছে।

17

ধৰংস হোক মানুষ, সে কত অকৃতজ্ঞ! ☈

18

(একটু চিন্তা করে দেখুক) আল্লাহ তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? ☈

19

শুক্রবিন্দু হতে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে এক বিশেষ পরিমিতি দান করেছেন। ☈ ☈

6. অর্থাৎ মাত্রগভীর তাকে এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন, যা অত্যন্ত পরিমিত ও সুসমঞ্জস। এর আবেক ব্যাখ্যা হল, তার জন্য তাকদীর নির্ধারণ করেছেন।

6. অর্থাৎ মাত্রগভীর তাকে এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন, যা অত্যন্ত পরিমিত ও সুসমঞ্জস। এর আবেক ব্যাখ্যা হল, তার জন্য তাকদীর নির্ধারণ করেছেন।

6. অর্থাৎ মাত্রগভীর তাকে এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন, যা অত্যন্ত পরিমিত ও সুসমঞ্জস। এর আবেক ব্যাখ্যা হল, তার জন্য তাকদীর নির্ধারণ করেছেন।

20

অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন। ☈ ☈

7. এর এক তাফসীর হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাযি.) থেকে এ রকম বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা মাত্রগভীর হতে শিশুর বের হয়ে আসার পথ অত্যন্ত সুগম করে দিয়েছেন। ফলে এক সক্ষীর্ণ স্থান থেকে সে সহজেই বের হয়ে আসে। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় মানুষের জীবন ঘাপনের পথ সহজ করে দিয়েছেন এবং এখানে তার সব রকম প্রয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ ব্যবস্থা রেখেছেন।

7. এর এক তাফসীর হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাযি.) থেকে এ রকম বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা মাত্রগভীর হতে শিশুর বের হয়ে আসার পথ অত্যন্ত সুগম করে দিয়েছেন। ফলে এক সক্ষীর্ণ স্থান থেকে সে সহজেই বের হয়ে আসে। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় মানুষের জীবন ঘাপনের পথ সহজ করে দিয়েছেন এবং এখানে তার সব রকম প্রয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ ব্যবস্থা রেখেছেন।

7. এর এক তাফসীর হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাযি.) থেকে এ রকম বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা মাত্রগভীর হতে শিশুর বের হয়ে আসার পথ অত্যন্ত সুগম করে দিয়েছেন। ফলে এক সক্ষীর্ণ স্থান থেকে সে সহজেই বের হয়ে আসে। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় মানুষের জীবন ঘাপনের পথ সহজ করে দিয়েছেন এবং এখানে তার সব রকম প্রয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ ব্যবস্থা রেখেছেন।

21

অতঃপর তার মৃত্যু ঘটিয়ে তাকে কবরস্থ করেছেন, ☈

22

তারপর যখন ইচ্ছা করবেন, তাকে পুনরায় উপ্স্থিত করবেন। ☈

23

কখনও নয়, আল্লাহ তাকে যে বিষয়ে আদেশ করেছিলেন, এখনও পর্যন্ত সে তা পালন করেনি। ☈ ☈

8. এর দ্বারা কাফেরকেও বোঝানো হতে পারে এবং মুসলিমকেও। কাফেরকে বোঝানো হলে তার আদেশ পালন না করার বিষয়টা তো স্পষ্ট। আর যদি মুসলিমকে বোঝানো হয়, তবে তার দ্বারাও তো আল্লাহ তাআলার আদেশ মাঝে মধ্যে অমান্য হয়ে যায়। আর হক আদায় করে তাঁর আদেশ পুরোপুরি পালন কার দ্বারাই বা সন্তুষ্ট?

৪. এর দ্বারা কাফেরকেও বোঝানো হতে পারে এবং মুসলিমকেও। কাফেরকে বোঝানো হলে তার আদেশ পালন না করার বিষয়টা তো স্পষ্ট। আর যদি মুসলিমকে বোঝানো হয়, তবে তার দ্বারাও তো আল্লাহ তাআলার আদেশ মাঝে মধ্যে অমান্য হয়ে যায়। আর হক আদায় করে তাঁর আদেশ পুরোপুরি পালন কার দ্বারাই বা সম্ভব?

৪. এর দ্বারা কাফেরকেও বোঝানো হতে পারে এবং মুসলিমকেও। কাফেরকে বোঝানো হলে তার আদেশ পালন না করার বিষয়টা তো স্পষ্ট। আর যদি মুসলিমকে বোঝানো হয়, তবে তার দ্বারাও তো আল্লাহ তাআলার আদেশ মাঝে মধ্যে অমান্য হয়ে যায়। আর হক আদায় করে তাঁর আদেশ পুরোপুরি পালন কার দ্বারাই বা সম্ভব?

24 অতঃপর মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক! *

25 আমি উপর থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। *

26 তারপর ভূমিকে বিশ্বয়করভাবে বিদীর্ণ করেছি। ১ *

৯. দানা ফুঁড়ে কচি চারার কোমল অঙ্গুর যেভাবে শক্ত মাটি ভেদ করে বের হয়ে আসে, তার প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ তাআলার কুদরত উপলক্ষ্মি করা ও তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য আর কোন দলীলের দরকার পড়ে না। এই এক নির্দর্শনই যথেষ্ট।

৯. দানা ফুঁড়ে কচি চারার কোমল অঙ্গুর যেভাবে শক্ত মাটি ভেদ করে বের হয়ে আসে, তার প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ তাআলার কুদরত উপলক্ষ্মি করা ও তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য আর কোন দলীলের দরকার পড়ে না। এই এক নির্দর্শনই যথেষ্ট।

৯. দানা ফুঁড়ে কচি চারার কোমল অঙ্গুর যেভাবে শক্ত মাটি ভেদ করে বের হয়ে আসে, তার প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ তাআলার কুদরত উপলক্ষ্মি করা ও তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য আর কোন দলীলের দরকার পড়ে না। এই এক নির্দর্শনই যথেষ্ট।

27 তারপর আমি তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, *

28 আঙ্গুর, শাক-সজ্জি, *

29 যঝতুন, খেজুর, *

30 নিবিড়-ঘন বাগান, *

31 এবং ফলমূল ও ঘাস-পাতা। *

32 তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের গবাদি পশুর ভোগের জন্য। *

33 পরিশেষে যখন কান বিদীর্ণকারী আওয়াজ এসেই পড়বে। ১০ (তখন এ অকৃতজ্ঞতার পরিণাম টের পাবে।) *

10. এর দ্বারা কিয়ামত বোঝানো হয়েছে, যার সূচনা হবে শিঙ্গার ফুঁৎকার দ্বারা।

10. এর দ্বারা কিয়ামত বোঝানো হয়েছে, যার সূচনা হবে শিঙ্গার ফুঁৎকার দ্বারা।

10. এর দ্বারা কিয়ামত বোঝানো হয়েছে, যার সূচনা হবে শিঙ্গার ফুঁৎকার দ্বারা।

34 (তা ঘটবে সেই দিন), যে দিন মানুষ তার ভাই থেকেও পালাবে *

35 এবং নিজ পিতা-মাতা থেকেও ♦

36 এবং নিজ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থেকেও ♦

37 (কেননা) সে দিন তাদের প্রত্যেকের এমন দুশ্চিন্তা দেখা দেবে, যা তাকে অন্যের থেকে ব্যস্ত করে রাখবে। ১১ ♦

11. ফলে নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে নিয়ে ভাবতে পারবে না। এমন কি নবী-রাসূলগণও সেদিনের বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে থাকবে হায়, আমার কী উপায় হবে, আমার কী উপায় হবে! -অনুবাদক

11. ফলে নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে নিয়ে ভাবতে পারবে না। এমন কি নবী-রাসূলগণও সেদিনের বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে থাকবে হায়, আমার কী উপায় হবে, আমার কী উপায় হবে -অনুবাদক

11. ফলে নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে নিয়ে ভাবতে পারবে না। এমন কি নবী-রাসূলগণও সেদিনের বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে থাকবে হায়, আমার কী উপায় হবে, আমার কী উপায় হবে -অনুবাদক

38 সে দিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল। ♦

39 সহাস্য, প্রফুল্ল। ♦

40 এবং সে দিন অনেক মুখমণ্ডল হবে ধুলোমলিন, ♦

41 কালিমা সেগুলোকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। ১২ ♦

12. অর্থাৎ কুফরের কালিমায় তাদের চেহারা কালো হয়ে থাকবে এবং পাপাচারের মলিনতা সে কালোকে আরও ঘনীভূত করে তুলবে। -
অনুবাদক

12. অর্থাৎ কুফরের কালিমায় তাদের চেহারা কালো হয়ে থাকবে এবং পাপাচারের মলিনতা সে কালোকে আরও ঘনীভূত করে তুলবে। -
অনুবাদক

12. অর্থাৎ কুফরের কালিমায় তাদের চেহারা কালো হয়ে থাকবে এবং পাপাচারের মলিনতা সে কালোকে আরও ঘনীভূত করে তুলবে। -
অনুবাদক

42 এরাই তারা, যারা ছিল কাফের, পাপিষ্ঠ। ♦



♦ আত তাকবীর ♦

1 যখন সূর্যকে ভাঁজ করা হবে ১ ♦

1. এখান থেকে ১৪ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে কিয়ামত ও আখেরাতের বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। সূর্যকে ভাঁজ করার ধরনটা কি রকমের হবে তা আঞ্চাহ তাআলাই জানেন, তবে এতটুকু বিষয় তো পরিষ্কার যে, তার ফলে সূর্যের আলো শেষ হয়ে যাবে। তাই কেউ কেউ আয়াতের অর্থ করেছেন, 'যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে'। ভাঁজ করাকে আরবীতে 'তাকবীর' (تَكْبُر) বলে। তাই এ সূরার নাম সূরা তাকবীর। প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি এর থেকেই উৎপন্ন।

2 এবং যখন নক্ষত্রাজি খসে-খসে পড়বে ♦

3 এবং যখন পর্বতসমূহকে সঞ্চালিত করা হবে *

4 এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীকেও পরিত্যক্ত রূপে ছেড়ে দেওয়া হবে ✎ *

2. সে কালে আরববাসীর কাছে উটনীকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ মনে করা হত। উটনী গর্ভবতী হলে তো তার দাম আরও বেড়ে যেত। গর্ভকাল দশ মাস পূর্ণ হয়ে গেলে সে উটনী হত সর্বাপেক্ষা দামী। এ আয়াতে বলা হয়েছে, কিয়ামত যখন সংঘটিত হবে, তখন প্রত্যেকে এমন দিশাহারা হয়ে পড়বে যে, কারও অর্থ-সম্পদ সামলানোর মত ফুরসত থাকবে না। তাই এমন মূল্যবান উটনীও উপেক্ষিত হবে।

5 এবং যখন বন্য পশুসমূহ একত্র করা হবে ✎ *

3. কিয়ামতের বিভাষিকাময় আবস্থা দেখে বন্য পশুরাও ভীত সন্ত্রিষ্ট হয়ে পড়বে, তাই তারা সব জড়ো হয়ে যাবে, যেমন ঘোর দুর্যোগের সময় একাকী থাকার চেয়ে অন্যের সাথে একত্রে থাকলে কিছুটা স্বত্তি বোধ হয়।

6 এবং যখন সাগরগুলিকে উত্তাল করে তোলা হবে, ✎ *

4. এর মানে সাগরের পানি এমন ফুঁসে উঠবে যে, সবগুলো সাগর একাকার হয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে। এর আরেক অর্থ হতে পারে, সাগরসমূহের পানি শুকিয়ে যাবে এবং তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

7 এবং যখন মানুষকে জোড়া-জোড়া বানিয়ে দেওয়া হবে। ✎ *

5. অর্থাৎ একেক ধরনের লোককে একেক জায়গায় জড়ো করা হবে। সমস্ত কাফেরকে এক স্থানে, সমস্ত মুমিনকে এক স্থানে, নেককারদেরকে এক স্থানে ও বদকারদেরকে এক স্থানে। মোটকথা কর্ম অনুযায়ী সমস্ত মানুষ আলাদা-আলাদা ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে।

8 এবং যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে, জিজ্ঞেস করা হবে *

9 তাকে কী অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল? ✎ *

6. প্রাক-ইসলামী যুগের একটি বর্বরতা ছিল এ রকম যে, মানুষ নারী জাতিকে অত্যন্ত অশ্বভ মনে করত। কোন কোন গোত্রে এই নিষ্ঠৃত প্রথাও চালু ছিল যে, তাদের কারও ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাকে চরম লজ্জাজনক মনে করত আর সে লজ্জা ঢাকার জন্য তারা সন্তানটিকে জ্যান্ত কবর দিত। কিয়ামতে সেই সন্তানকে হাজির করে জিজ্ঞেস করা হবে, তাকে কি অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল? এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সেই জালেমদেরকে শাস্তি দেওয়া যারা তার প্রতি একপ পাশবিক আচরণ করেছিল।

10 এবং যখন আমলনামা খুলে দেওয়া হবে *

11 এবং যখন আকাশের ছাল খসানো হবে ✎ *

7. অর্থাৎ পশুর চামড়া ছাড়ানো হলে, যেমন তার অস্থি-মাংস সব প্রকাশ হয়ে পড়ে, তেমনি আকাশকেও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, ফলে তাতে যা-কিছু আছে সব প্রকাশ হয়ে পড়বে -অনুবাদক, তাফসীরে উচ্চমানী অবলম্বনে।

12 এবং যখন জাহানামকে প্রজ্বলিত করা হবে *

13 এবং যখন জাহানাতকে নিকটবর্তী করা হবে, *

14 তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে সে (ভালো-মন্দ) যা কিছু হাজির করেছে। *

15 আমি শপথ করছি সেই সব নক্ষত্রের, যা পিছন দিকে চলে *

16 যা চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে যায়। ✽

8. কোন কোন নক্ষত্র এমনও আছে, যাদেরকে কখনও পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যেতে দেখা যায় এবং কখনও পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। যেন তারা এক দিকে চলতে চলতে এক পর্যায়ে উল্টো দিকে ঘুরে যায়। ফের চলতে চলতে এক সময় দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। নক্ষত্রদের এ রকম পরিক্রমণ আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির এক বিশ্বায়কর নির্দেশন। তাই কুরআন মাজীদে তাদের শপথ করা হয়েছে।

17 এবং শপথ করছি রাতের, যখন তার অবসান হয় ✽

18 এবং ভোরের, যখন তা শ্বাস গ্রহণ করে। ✽

9. ভোরবেলা সাধারণত মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হয়। সেই বাতাসের বয়ে চলাকে অলংকারপূর্ণ ভাষায় 'ভোরের শ্বাস গ্রহণ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। (এর আরেক অর্থ যখন ভোর উন্মত্তিসিত হয়, তার আলো ছড়িয়ে পড়ে। -অনুবাদক)

19 নিশ্চয়ই এটা (অর্থাৎ কুরআন) এক সম্মানিত ফেরেশতার আনীত বাণী ১০ ✽

10. এর দ্বারা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে, যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী নিয়ে আসতেন।

20 যে শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাসম্পন্ন। ✽

21 যাকে সেখানে মান্য করা হয় ১১ এবং যে আমানতদার। ✽

11. অর্থাৎ উর্ধ্ব জগতে অন্যান্য ফেরেশতা তাকে মান্য করে চলে।

22 (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদের সঙ্গী (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উন্মাদ নয়। ✽

23 নিশ্চয়ই সে তাকে (অর্থাৎ জিবরাঈলকে) স্পষ্ট দিগন্তে দেখতে পেয়েছে। ১২ ✽

12. হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাধারণত কোন মানুষের আকৃতিতে আসতেন। কিন্তু একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি আকাশের এক প্রান্তে নিজের আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেভাবে দেখতে পান। আয়াতের ইশারা সেই ঘটনার দিকেই। বিষয়টা কিছুটা বিস্তারিত সূরা নাজিমেও গত হয়েছে। সেখানে ২, ৩ ও ৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

24 এবং সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয়। ১৩ ✽

13. অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়ক যা-কিছু জানতেন তা মানুষের কাছে গোপন করতেন না; বরং সকলের কাছেই তা প্রকাশ করে দিতেন। জাহেলী যুগে যারা কাহিন বা অতীন্দ্রিয়বাদী নামে পরিচিত ছিল, তারাও মানুষকে অদৃশ্য বিষয়ে জানানোর দাবি করত। তারা এটা করত দুষ্ট জিনদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে। জিনরা তাদেরকে নানা রকমের মিথ্যা কথা শুনিয়ে দিত আর তাই তারা মানুষের কাছে প্রকাশ করত। তাও আবার টাকার বিনিময়ে। ফি ছাড়া তারা কাউকে কিছু বলতে চাইত না। আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে বলছেন, তোমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'কাহিন' বলছ, অথচ কাহিনরা তো তোমাদের কাছে মিথ্যা বলার ক্ষেত্রেও এমন কাপর্ণ্য করে যে দক্ষিণ ছাড়া কিছু বলতে চায় না। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য বিষয়ে যেসব সত্য জানতে পারেন, তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করতে কোন কাপর্ণ্য করেন না এবং সেজন্য তিনি কোন বিনিময়ও গ্রহণ করেন না।

25 এবং এটা (অর্থাৎ কুরআন) কোন বিতাড়িত শয়তানের (রচিত) বাণীও নয়। ✽

26 তা সত্ত্বেও তোমরা কোন দিকে যাচ্ছ? ✽

27 এটা তো জগত্বাসীদের জন্য উপদেশ, ✽

28 তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে থাকতে চায় তার জন্য। *

29 তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। ১৪ *

14. সুতরাং তোমাদের উচিত তাঁর অভিমুখী হওয়া ও তাঁর কাছে দুআ করা যাতে তিনি তোমাদের অন্তরে সদিচ্ছা জাগ্রত করেন, সরল পথে চলার আগ্রহ দান করেন এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করেন। -অনুবাদক



♦ আল ইন্ফিতার ♦

1 যখন আকাশ ফেটে যাবে *

1. 'সে কি সামনে পাঠিয়েছে' বলে সেই সব সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে, যা দুনিয়ার জীবনে সম্পাদন করে আখেরাতের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ তাকে আখেরাতের পুঁজি বানিয়েছে। আর 'সে কি পেছনে রেখে গেছে' বলে এমন সব সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে, যা তার করে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা না করেই মারা গেছে ও সেগুলো দুনিয়ায় রেখে গেছে।

2 এবং যখন নক্ষত্রাজি ঝরে পড়বে। *

3 এবং যখন সাগরসমূহকে উদ্বেলিত করা হবে, *

4 এবং যখন কবরসমূহ উৎপাটিত করা হবে। *

5 তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে সে কি সামনে পাঠিয়েছে এবং কি পেছনে রেখে গিয়েছে। ১ *

6 হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার সেই মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে ধোঁকায় ফেলেছে *

7 যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে সুগঠিত করেছেন ও তোমাকে সুসমঞ্জস করেছেন। *

8 যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন। *

9 কখনও এমন হওয়া উচিত নয়, কিন্তু তোমরা কর্মফলকে অঙ্গীকার করছ। *

2. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার শক্তি সম্পর্কে এই ধোঁকায় থাকা উচিত নয় যে, তিনি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না (নাউযুবিল্লাহ)।

10 অর্থচ তোমাদের জন্য কিছু তত্ত্বাবধায়ক (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে *

11 সম্মানিত লিপিকরবন্দ *

12 যারা জানে তোমরা যা কর। ৩ *

3. এর দ্বারা সেই সকল ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে, যারা মানুষের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত। এর দ্বারাই মানুষের আমলনামা প্রস্তুত হয়।

- 13 নিশ্চয়ই নেককারগণ প্রভৃতি নি'আমতের মধ্যে থাকবে ❁
- 14 এবং পাপীষ্ঠগণ অবশ্যই জাহানামে থাকবে। ❁
- 15 তারা তাতে প্রবেশ করবে কর্মফল দিবসে। ❁
- 16 এবং তারা তা থেকে অন্তর্ধান করতে পারবে না। ❁
- 17 তুমি কি জান কর্মফল দিবস কী? ❁
- 18 আবারও, তুমি কি জান কর্মফল দিবস কী? ❁
- 19 তা সেই দিন, যে দিন কেউ কারও জন্য কিছু করার সামর্থ্য রাখবে না এবং সে দিন কেবল আল্লাহরই কর্তৃত চলবে। ❁
-



♦ আত মুত্তাফিফীন ♦

- 1 বহু দুর্ভোগ আছে তাদের, যারা মাপে কম দেয়, ❁
- 2 যারা মানুষের নিকট থেকে যখন মেপে নেয়, পূর্ণমাত্রায় নেয় ❁
- 3 আর যখন অন্যকে মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কমিয়ে দেয়। ✤ ❁

1. এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা অন্যের থেকে নিজের প্রাপ্য উসূল করার ব্যাপারে বড়ই তৎপর থাকে, একটুও সময় দেয় না এবং মাপেও কোন ছাড় দেয় না; পূর্ণমাত্রায় মেপে নেয়। কিন্তু অন্যের হক দেওয়ার বেলা গড়িমসি করে এবং মাপেও হেরফের করে। আয়তসমূহে তাদেরকে সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে। এ সতর্কবাণী কেবল মাপের সাথেই সম্পৃক্ত নয়; বরং যে কোনও হকই এর আওতাভুক্ত। মাপে হেরফের করাকে আরবীতে 'তাতফীফ' বলে এবং যারা এটা করে তাদেরকে বলে 'মুত্তাফিফীন'। এ জনাই এ সূবার নাম সূরা তাতফীফ বা মুত্তাফিফীন।

- 4 তারা কি চিন্তা করে না, তাদেরকে জীবিত করে ওঠানো হবে? ❁
- 5 এক মহা দিবসে ❁
- 6 যে দিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে ❁
- 7 কখনই এটা সমীচীন নয়। নিশ্চয়ই পাপিষ্ঠদের আমলনামা আছে সিজজীনে। ✤ ❁

2. 'সিজজীন'-এর শাব্দিক অর্থ কারাগার। এটা সেই স্থানের নাম, কাফেরদের মৃত্যুর পর তাদের রাহ যেখানে নিয়ে রাখা হয় এবং সেখানেই তাদের আমলনামাও সংরক্ষিত রাখা হয়।

- 8 তুমি কি জান 'সিজজীন' (-এ রক্ষিত আমলনামা) কী? ❁
- 9 তা এক লিপিবদ্ধ দফতর ❁

- 10 সে দিন অনেক দুর্ভোগ আছে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে। ♦
- 11 যারা কর্মফল দিবসকে অঙ্গীকার করে। ♦
- 12 সে দিনকে অঙ্গীকার করে প্রত্যেক এমন লোক, যে সীমালঙ্ঘনকারী গুনাহগার। ♦
- 13 তার সামনে আমার আয়ত পড়া হলে সে বলে এসব তো অতীত লোকদের কিসসা-কাহিনী। ♦
- 14 কখনও নয়! বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে। ♦
- 15 কখনও নয়! বস্তুত তারা সে দিন তাদের প্রতিপালকের দীদার (দর্শন) থেকে বঞ্চিত থাকবে। ♦
- 16 তারপর তাদেরকে জাহানামে প্রবেশ করতে হবে। ♦
- 17 তারপর বলা হবে, এটাই সেই বস্তু, যাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করতে। ♦
- 18 জেনে রেখ, পুণ্যবানদের আমলনামা থাকে ইল্লিয়ীনে। ☺ ♦
3. 'ইল্লিয়ীন'-এর শাব্দিক অর্থ অট্টালিকা। মুমিনদের কুহ যেখানে নিয়ে রাখা হয় এটা সেই স্থানের নাম। তাদের আমলনামাও এখানেই হেফাজত করা হয়।
- 19 তুমি কি জান ইল্লিয়ীন (-এ রক্ষিত আমলনামা) কী? ♦
- 20 তা এক লিপিবদ্ধ দফতর। ♦
- 21 যা দেখে (আল্লাহর) সান্ধিপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ। ☺ ♦
4. আল্লাহ তাত্ত্বালার সান্ধিপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ যে মুমিনদের আমলনামা দেখে, তার মানে তারা তাকে বিশেষ সম্মান দেখায়, তাকে সমীহের চোখে দেখে, এটা এ কারণে যে, তাতে মুমিনদের পুণ্যসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে। এ দেখার আরেক অর্থ হতে পারে, দেখাশোনা করা। অর্থাৎ সেই বিশিষ্ট ফেরেশতাগণ তা হেফাজত করে।
- 22 নিশ্চয়ই পুণ্যবানগণ থাকবে প্রভৃতি নি'আমতের মধ্যে। ♦
- 23 আরামদায়ক আসনে বসে অবলোকন করতে থাকবে। ♦
- 24 তাদের চেহারায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে। ♦
- 25 তাদেরকে পান করানো হবে বিশুদ্ধ পানীয়, যাতে মোহর করা থাকবে। ♦
- 26 তার মোহর হবে কেবল মিঙ্ক। এটাই এমন জিনিস, লুক্সজনদের উচিত এর প্রতি অগ্রগামী হয়ে লোভ প্রকাশ করা, ♦
- 27 সে পানীয়ে 'তাসনীম'-এর পানি মেশানো থাকবে। ☺ ♦

5. তাসরীম হল জান্মাতের একটি প্রস্তবণ। তার পানি যখন সেই শরাবে মেলানো হবে, তার স্বাদ অনেক বেড়ে যাবে।

- 28 তা একটি প্রস্তবণ, যা থেকে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তি বান্দাগণ পানি পান করে। ♡
- 29 নিশ্চয়ই যারা অপরাধে লিপ্ত ছিল তারা মুমিনদের নিয়ে হাসত। ♡
- 30 যখন তাদের কাছ দিয়ে যেত, তখন একে অন্যকে চোখ টিপে ইশারা করত। ♡
- 31 যখন নিজ পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যেত তখন ফিরত হর্ষেৎফুল হয়ে। ♡
- 32 এবং যখন তাদেরকে (অর্থাৎ মুমিনদেরকে) দেখত, তখন বলত, নিশ্চয়ই এরা পথন্বষ্ট। ♡
- 33 অথচ তাদেরকে মুমিনদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি। ♡
- 34 তার পরিণাম এই যে, আজ মুমিনগণ কাফেরদেরকে নিয়ে হাসবে। ♡
- 35 আরামদায়ক আসনে বসে দেখবে ♡
- 36 যে, কাফেরগণ বাস্তবিকই তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়ে গেছে। ♡



♦ আল ইন্শিকাক ♦

- 1 যখন আকাশ ফেটে যাবে ১ ♡
1. পূর্বের সূরাগুলোর মত এ সূরায়ও কিয়ামতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আরবীতে ফেটে যাওয়াকে ইনশিকাক (انشقاق) যা থেকে ক্রিয়াটি উৎপন্ন হয়েছে বলে। সে কারণেই এ সূরার নাম ইনশিকাক।
- 2 এবং তার প্রতিপালকের আদেশ শুনে তা পালন করবে এবং তা তার জন্য অপরিহার্য ♡
- 3 এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে। ৩ ♡
2. বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, কিয়ামতে পৃথিবীকে রবারের মত টেনে বর্তমান পরিমাণ থেকে অনেক বড় করে ফেলা হবে, যাতে তাতে আগের ওপরে সমস্ত মানুষের স্থান সঙ্কুলন হতে পারে।
- 4 এবং তার অভ্যন্তরে যা-কিছু আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করে সে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে ৪ ♡
3. এর দ্বারা সেই সব মৃতদের বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে কবরে দাফন করা হয়েছে। তাদেরকে কবর থেকে বের করে ফেলা হবে। অবশ্য আয়াতের শব্দাবলী সাধারণ। কাজেই এর অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, ভূগর্ভে যত খনিজদ্রব্য আছে, তাও বের করে ফেলা হবে।
- 5 এবং সে তার প্রতিপালকের আদেশ শুনে তা পালন করবে এবং তা তার জন্য অপরিহার্য। (তখন মানুষ তার পরিণাম জানতে পারবে)। ♡

৬ হে মানুষ! তুমি নিজ প্রতিপালকের কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিশ্রম করে যাবে, পরিশেষে তুমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবে। ৪ ❁

৪. মানুষের গোটা আয়ই কোনও না কোন শ্রমে ব্যয় করা হয়ে থাকে। যারা নেককার তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ পালনে শ্রম ব্যয় করে আর যারা দুনিয়াদার, তারা কেবল পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভের পেছনে চেষ্টারত থাকে। এভাবে প্রতিটি মানুষই আপন-আপন পথে পরিশ্রম করতে থাকে। পরিশেষে সকলেই আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছে যায়।

৭ অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, ❁

৮ তার থেকে তো হিসাব নেওয়া হবে সহজ হিসাব। ❁

৯ এবং সে তার পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাবে আনন্দচিত্তে। ❁

১০ কিন্তু যাকে তার আমলনামা দেওয়া হবে তার পিঠের পিছন থেকে, ৫ ❁

৫. সুরা আল-হাক্কায় (৬৯ : ২৫) বলা হয়েছে, পাপিষ্ঠদেরকে আমলনামা দেওয়া হবে তাদের বাম হাতে। এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় বাম হাতেও দেওয়া হবে পিছন দিক থেকে।

১১ সে মৃত্যুকে ডাকবে। ❁

১২ এবং সে প্রজ্ঞলিত আগুনে প্রবেশ করবে ❁

১৩ পূর্বে সে তার পরিবারবর্গের মধ্যে বেশ আনন্দে ছিল। ❁

১৪ সে মনে করেছিল, কখনই (আল্লাহর কাছে) ফিরে যাবে না। ❁

১৫ কেন নয়? নিশ্চয়ই তার প্রতিপালক তার উপর দৃষ্টি রাখছিলেন। ❁

১৬ আমি শপথ করছি সান্ধ্য-লালিমার ❁

১৭ এবং রাতের আর তা যা-কিছুকে জড়িয়ে রাখে তার ৬ ❁

৬. অর্থাৎ রাত যেসব বস্তু নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। এখানে সান্ধ্য লালিমা, রাত ও চাঁদের শপথ করা হয়েছে, এসবই আল্লাহ তাআলার হস্তক্ষেপে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হতে থাকে। এদের শপথ করে বলা হচ্ছে, মানুষও এক মনষিল থেকে অন্য মনষিলে সফর করতে থাকবে। পরিশেষে সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে।

১৮ এবং চাঁদের, যখন তা ভরাট হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে, ❁

১৯ তোমরা এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে আরোহণ করতে থাকবে। ৫ ❁

৭. মানুষ তার যাপিত জীবনে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে থাকে। শৈশব, যৌবন, পৌড়ত্ব ও বার্ধক্য। তার চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও অনবরত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এ সব রকমের ধাপ ও পরিবর্তনই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

২০ সুতরাং তাদের কী হল যে, তারা ঈমান আনে না? ❁

২১ এবং যখন তাদের সামনে কুরআন পড়া হয়, তখন সিজদা করে না? ৮ ❁

৪. এটা সিজদার আয়ত। আরবীতে এ আয়ত পড়লে বা শুনলে সিজদা করা ওয়াজির হয়ে যায়।

২২ বরং কাফেরগণ সত্য প্রত্যাখ্যান করে। ♦

২৩ তারা যা-কিছু জমা করছে আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। ♦

৯. এর এক অর্থ হল, তারা কর্মের যে পুঁজি সংগ্রহ করছে আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রাখে তাও আল্লাহ তাআলার জানা।

২৪ সুতরাং তুমি তাদেরকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তির সুসংবাদ দাও ♦

২৫ তবে ঘারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা লাভ করবে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। ♦



♦ আল বুরুজ ♦

১ শপথ বুরুজ-বিশিষ্ট আকাশের ♦

১. বুরুজ (হ্যুব) শব্দটি 'রূজ'-এর বহুবচন। এর দ্বারা হয়ত সেই বারাটি মনফিল বোঝানো হয়েছে, যা সূর্য এক বছরে প্রদক্ষিণ করে অথবা আকাশের সেই সব দৃঃগকে, যাতে অবস্থান করে ফেরেশতাগণ পাহারাদারী করে অথবা গ্রহ-নক্ষত্রকেও বোঝানো হতে পারে (-অনুবাদক তাফসীরে উচ্চমানী থেকে গৃহীত)।

২ এবং সেই দিনের, যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ♦

২. অর্থাৎ কিয়ামত দিবস।

৩ এবং যে উপস্থিত হয় তার এবং ঘার নিকট উপস্থিত হয় তার ♦

৩. কুরআন মাজীদে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'শাহিদ' ও 'মাশহুদ'। 'শাহিদ'-এর তরজমা করা হয়েছে 'যে উপস্থিত হয়' আর 'মাশহুদ'-এর 'ঘার কাছে উপস্থিত হয়'। এর বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন (ক) 'শাহিদ' হল জুমুআর দিন আর 'মাশহুদ' আরাফার দিন। তিরমিয়ী শরীফের একটি হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসটি হয়রত আবু হুরায়রা (রায়ি.) থেকে বর্ণিত। তবে ইমাম তিরমিয়ী (রহ.) হাদীসটিকে যর্যাফ (বুর্বল) বলেছেন। আচাড়া তাবারানী শরীফে হয়রত আবু মালিক আশরাফী (রায়ি.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসও এর সমর্থন করে। কিন্তু হায়ছামী (রহ.) এটিকেও যর্যাফ বলে মন্তব্য করেছেন।
(খ) শাহিদ হল মানুষ আর মাশহুদ কিয়ামত দিবস। কেননা প্রতিটি মানুষ সে দিন আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হবে। হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) এ ব্যাখ্যা হয়রত মুজাহিদ (রহ.), হয়রত দাহাক (রহ.) প্রমৃখ থেকে বর্ণনা করেছেন।
(গ) 'শাহিদ'-এর এক অর্থ সাক্ষীও করা যেতে পারে আর 'মাশহুদ' সেই, যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়। কিয়ামতের দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদের ঈমান সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন। কাজেই আয়াতের ইশারা এন্ডিকেও হতে পারে। হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) সবগুলো ব্যাখ্যা উল্লেখ করার পর বলেন, কুরআন মাজীদের শব্দের মধ্যে এসবগুলো ব্যাখ্যারই অবকাশ আছে।

৪ ধৰ্স করা হয়েছিল গর্ত-ওয়ালাদেরকে ♦

৪. প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ আয়তসমূহে বিশেষ একটি ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি এরাপ, পূর্বকালে কোন এক জাতির রাজার একজন বাদুকের ছিল। রাজা তার কাজ-কর্মে সেই যাদুকরের সাহায্য গ্রহণ করত। সেই যাদুকর যখন বৃক্ষ হয়ে গেল, তখন রাজাকে বলল, আমার কাছে কোন এক বালককে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে যাব, যাতে আমার মৃত্যুর পর সে আপনার কাজে আসে। রাজা একটি বালক নির্বাচন করল এবং তাকে যাদুকরের কাছে পাঠিয়ে দিল। বালকটি তার কাছে আসা-যাওয়া শুরু করে দিল। তার যাতায়াত পথে একটি আশ্রম ছিল। তাতে ছিল এক আবেদ, যে হয়রত ঈসা আলাইহিস সালামের ধর্মের অনুসারী ও তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। এই আবেদে ছিলেন সংসার-জীবন থেকে বিমুখ, যাদেরকে 'রাহিব' বলা হয়ে থাকে। বালকটি যাতায়াত পথে তার কাছে বসত ও তার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনত। সে সব কথা বালকটিকে বড় আকর্ষণ করত। একদিন সে যথারীতি সেই পথে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখল একটি হিংস্র পশু পথ বন্ধ করে রেখেছে। লোকজন

চলাচল করতে পারছে না। কোন কোন বর্ণনায় আছে, সেটি ছিল একটি সিংহ। বালকটি একটি পাথর তুলে নিল এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করল, হে আল্লাহ! তোমার কাছে যদি যাদুকর অপেক্ষা রাখিবের কথা বেশি পছন্দ হয়, তবে এই পাথরটি দ্বারা সিংহটির মৃত্যু ঘটাও। এই বলে যেই না সে পাথরটি ছুড়ে মারল, সঙ্গে সঙ্গে সিংহটি মারা গেল। ফলে রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে গেল। এ ঘটনায় মানুষের অন্তরে বালকটির প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস জন্মাল। তারা মনে করল তার বিশেষ কোন বিদ্যা জানা আছে, যার বলে এটা করতে পেরেছে। অতঃপর এক অন্ধ বাস্তি তাকে অনুরোধ করল যেন তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। বালকটি বলল, রোগ-বালাই আল্লাহ তাআলাই দেন এবং ভালোও তিনিই করেন। কাজেই তুমি যদি ওয়াদা কর আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনবে ও তাঁকে এক বলে বিশ্বাস করবে, তবে আমি তোমার জন্য তাঁর কাছে দুআ করব। লোকটি শৰ্ত মেনে নিল। ফলে বালকটির দুআয় আল্লাহ তাআলা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। লোকটি তার কথা মত ঈমান আনল। এসব ঘটনার খবর যখন রাজা কানে পৌঁছল, রাজা ভীষণ ক্ষিপ্ত হল। তার নির্দেশে সেই অন্ধ, রাখিব ও বালকটিকে বন্দী করা হল। রাজা তাদেরকে তাওহীদ ও ঈমান পরিত্যাগ করার জন্য চাপ দিল। কিন্তু তারা তা গ্রহ্য করল না। ফলে রাজার নির্দেশে অন্ধ ও রাখিবকে শূলে চড়ানো হল। রাজা বালকটির ব্যাপারে কর্মচারীদেরকে হস্তুম দিল, তারা যেন তাকে কোন উঁচু পাহাড়ে নিয়ে যায় এবং তার চুড়া থেকে নিচে নিক্ষেপ করে। সেমতে তারা বালকটিকে এক উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেল। বালকটি আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করল। ফলে পাহাড়ে প্রচণ্ড কম্পন শুরু হল এবং তাতে রাজার কর্মচারীদের মৃত্যু ঘটল, কিন্তু বালকটিকে আল্লাহ তাআলা রক্ষা করলেন। রাজা দ্বিতীয়বার হস্তুম দিল তাকে নৌকায় চাড়িয়ে সাগরে নিয়ে যাওয়া হোক এবং তাকে গভীর সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হোক। রাজ-কর্মচারীরা তাকে সাগরে নিয়ে গেল। বালকটি আবার আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করল। ফলে নৌকা উল্টে গেল এবং কর্মচারীরা সকলে ডুবে মরল। এবারও বালকটি নিরাপদ থাকল। রাজা যখন কোনভাবেই তাকে মারতে সক্ষম হল না, শেষে বালকটি তাকে বলল, আপনি যদি আমাকে মারতে চান তবে আমার পরামর্শ মত কাজ করুন। আপনি এক উন্মুক্ত ময়দানে জনসাধারণকে সমবেত হতে বলুন এবং তাদের সামনে আমাকে শূলে চড়ান। তারপর ধনুকে তীর যোজনা করুন ও 'এই বালকটির প্রতিপালক আল্লাহর নামে' এই বলে আমার প্রতি নিক্ষেপ করুন। রাজা তাই করল। তীর বালকটির কান ও মাথার মাঝখানে বিদ্ধ হল এবং তাতে সে শহীদ হয়ে গেল। এ দৃশ্য উপস্থিতি দর্শকদের অন্তরে প্রবল ঝাঁকুনি দিল। তখনই তাদের অনেকে আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনল। তাতে রাজা আরও বেশি ক্ষিপ্ত হল। কাজেই তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সড়কের পাশে গর্ত খুড়ে তাতে আগুন জ্বালানো হল এবং ঘোষণা করে দেওয়া হল, যারা ঈমান পরিত্যাগ করেন না তাদেরকে আগুনের এ গর্তসমূহে নিক্ষেপ করা হবে। কিন্তু মুমিনগণ তাতে একটুও পিছপা হল না। ফলে তাদের বহু সংখ্যককে সেই সব অঞ্চিকু-ফেল জ্যান্ট পুঁড়ে ফেলা হল।

মুসলিম শরীফের যে বর্ণনায় এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়নি যে, সূরা বুরকেজে যে গর্তওয়ালাদের কথা বলা হয়েছে তার ইশারা এ ঘটনারই দিকে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ.) এরই কাছাকাছি একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন এবং তাকে সূরা বুরকেজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এছলে এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। হ্যারত মাওলানা হিফজুর রহমান সীওহারুবী (রহ.) কিসাসুল কুরআন' গ্রন্থে এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিদ্রু পাঠক তা দেখে নিতে পারেন।

5 ইন্দ্রনপূর্ণ আগুন-ওয়ালাদেরকে ❁

6 যখন তারা তার পাশে বসা ছিল ❁

7 এবং মুমিনদের সাথে তারা যা করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল ❁

5. এর দ্বারা তাদের নিষ্ঠুরতার চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে যে, তারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সকল মুমিনকে একেকজন করে আগুনে পুড়ে মারছিল এবং সেই বীভৎস দৃশ্য চোখের সামনে দেখছিল, অথচ তাতে তাদের মন একটু কাঁপছিল না। মুক্তার মুশারিকরা ও মুসলিমদের সাথে এরাপ নির্মম আচরণ করছিল এবং সবযুগেই ঈমানদারদের সাথে বেদীন কিসিমের লোক এ রকম নির্দিয় আচরণই করে থাকে। - অনুবাদক

8 তারা মুমিনদেরকে শাস্তি দিচ্ছিল কেবল এ কারণে যে, তারা সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি মহা ক্ষমতার অধিকারী, প্রশংসার্হ, ❁

9 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব যার মুঠোয় এবং আল্লাহ সমস্ত কিছু দেখছেন। ❁

10 নিশ্চয়ই যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে নির্যাতন করেছে, তারপর তাওবাও করেনি, তাদের জন্য আছে জাহানামের শাস্তি এবং তাদেরকে আগুনে জ্বলার শাস্তি দেওয়া হবে। ❁

11 যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য আছে এমন উদ্যান, যার নিচে নহর প্রবাহিত। এটাই মহা সাফল্য। ❁

12 প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রতিপালকের ধরা বড়ই কঠিন। ❁

13 তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। ❁

14 তিনি অতি ক্ষমাশীল, অতি প্রেমময়। ❁

15 আরশের মালিক, সম্মানিত *

16 যা-কিছু ইচ্ছা করেন, তা করে ফেলেন। *

17 তোমার কাছে কি পৌঁছেছে সেই বাহিনীর সংবাদ *

18 ফির'আউন ও ছামুদ (-এর বাহিনী)-এর? *

19 তা সত্ত্বেও কাফেরগণ সত্য প্রত্যাখ্যানে রত। ৬ *

6. অর্থাৎ কুফরের কঠোর পরিণাম জানতে পারা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত হচ্ছে না।

20 অথচ আল্লাহ তাদেরকে তাদের পেছনে থেকে বেষ্টন করে রেখেছেন। *

21 (তাদের প্রত্যাখ্যানে কুরআনের কোন ক্ষতি হয় না) এবং এটা অতি সম্মানিত কুরআন *

22 যা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ *



♦ আত্মস্তুরিক্ত ♦

1 শপথ আকাশের ও রাতের আগমনকারীর। ১ *

1. 'রাতের আগমনকারী' এটা 'তারিক' -এর তরঙ্গম। এরই দ্বারা সূর্যের নামকরণ করা হয়েছে। পরের দুই আয়তে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এর দ্বারা উজ্জ্বল নক্ষত্র বোঝানো উদ্দেশ্য; যেহেতু তা রাতের বেলাই দৃষ্টিগোচর হয়। এর শপথ করার পর বলা হয়েছে, এমন কোন মানুষ নেই, যার উপর কোন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত নেই। নক্ষত্রের শপথ করার তাৎপর্য এই যে, আকাশের নক্ষত্র যেমন পৃথিবীর সর্বত্র থেকে পরিদৃষ্ট হয় এবং পৃথিবীর সবকিছুই তার সামনে থাকে, তেমনি আল্লাহ তাআলা নিজেও প্রতিটি মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজ লক্ষ রাখছেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও এ কাজে নিয়োজিত আছে।

2 তুমি কি জান রাতের আগমনকারী কী? *

3 উজ্জ্বল নক্ষত্র! *

4 এমন কোন জীব নেই, যার কোন তত্ত্বাবধানকারী নেই। *

5 সুতরাং মানুষ লক্ষ করুক তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। *

6 তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্থলিত পানি দ্বারা। ৩ *

2. এর দ্বারা শুক্রবিন্দু বোঝানো হয়েছে, যা দ্বারা মানুষ সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে যে বলা হয়েছে, 'মানুষের পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরাস্তির মধ্য হতে নির্গত হয়'-এর মানে মানবদেহের মধ্যবর্তী অংশই বীর্যের কেন্দ্রস্থল।

7 যা পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরাস্তির মধ্য হতে নির্গত হয়। *

8 নিশ্চয়ই তিনি তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে সক্ষম। *

9 যে দিন সমস্ত গোপনীয় বিষয়ের যাচাই-বাছাই হবে। ১ *

3. অর্থাৎ মানুষের অন্তরঙ্গ হক-নাহক বিশ্বাস, নিয়তের শুদ্ধাঙ্গাদ্বি এবং সর্বপ্রকার গুপ্ত কথা ও কাজ প্রকাশ করে দেওয়া হবে এবং ভালো ও মন্দকে পৃথক করে ফেলা হবে। -অনুবাদক

10 সে দিন মানুষের কোন শক্তি থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও নয়। *

11 শপথ বৃষ্টিপূর্ণ আকাশের *

12 এবং সেই ভূমির যা বিদীর্ণ হয়। ১ *

4. অর্থাৎ সেই ভূমির শপথ, যা বৃষ্টিপাতের পর বীজ থেকে অঙ্কুর উদগত করার জন্য ফেটে যায়। বৃষ্টিপাত ও ভূমির বিদীর্ণ হওয়ার শপথ করার দ্বারা ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, বৃষ্টির পানি সব জোয়গায় সমানভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু সব ভূমিই তা দ্বারা উপকৃত হয় না। তা দ্বারা উপকৃত হয় কেবল সেই ভূমিই যার উর্বরা শক্তি আছে, ফসল ফলানোর যোগ্যতা আছে। এমনভাবে কুরআন মাজীদও সকলের জন্যই হেদায়েতের বাণী ও পথের দিশারী, কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হয় কেবল এমন লোক, যার অন্তরে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা আছে।

13 এটা (অর্থাৎ কুরআন) এক মীমাংসাকারী বাণী। *

14 এবং এটা কোন পরিহাস নয়। *

15 নিশ্চয়ই তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) চাল চালছে *

16 এবং আমিও চাল চালছি। *

17 সুতরাং হে রাসূল! তুমি কাফেরদেরকে অবকাশ দাও। তাদেরকে কিছু কালের জন্য আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। ১ *

5. অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়ার সময় আসেনি। কাজেই এখন তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। সময় হলে আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদেরকে কঠিনভাবে ধরবেন। তখন তারা পালানোর পথ পাবে না।



♦ আল আ'লা ♦

1 তোমার সমুচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা কর। *

2 যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন ও সুগঠিত করেছেন। *

3 এবং যিনি (সবকিছুকে এক বিশেষ) পরিমিতি দিয়েছেন, তারপর পথ প্রদর্শন করেছেন। ১ *

1. আল্লাহ তাআলা বিশ্ব জগতের প্রতিটি বস্তুকে এক বিশেষ পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন। তারপর প্রত্যেককে দুনিয়ায় তার অবস্থানের জন্য যথোপযোগী পস্থান শিখিয়ে দিয়েছেন।

4 এবং যিনি (ভূমি থেকে সবুজ) তৎ উদগত করেছেন *

5 তারপর তাকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন। ☺

2. ইশারা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার কোন জিনিসের কল্প ও সৌন্দর্য স্থায়ী নয়। প্রতিটি বস্তুই প্রথমে কিছুকাল তার সৌন্দর্যের চমক দেখায়, তারপর তার সৌন্দর্যের ক্রমোবন্তি দেখা দেয় এবং এক সময় সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

6 (হে নবী!) আমি তোমাকে দিয়ে পাঠ করাব, ফলে তুমি ভুলবে না, ☺

7 আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। ☺ নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য বিষয়াবলীও জানেন এবং গুণ্ঠ বিষয়াবলীও। ☺

3. পাছে কুরআন মাজীদের কোন অংশ ভুলে যান এই চিন্তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সময়ই থাকত। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাঁকে আশ্চর্ষ করছেন যে, আমি আপনাকে ভুলতে দেব না। তবে আল্লাহ তাআলা যেসব বিধান রাখিত করতে চান, তা আপনি ভুলে যেতে পারেন, যেমন সূরা বাকারায় (২ : ১০৬) বলা হয়েছে।

8 আমি তোমার জন্য সহজ শরীয়ত (-এর অনুসরণ) সোজা করে দেব। ☺ ☺

4. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে শরীয়ত দান করেছেন তা এমনিতেই সহজ। তার অনুসরণ আদৌ কষ্টসাধ্য নয়। তারপরও এ আয়াতে আশ্চর্ষ করা হয়েছে যে, আমি তার অনুসরণ আপনার জন্য সহজ করে দেব।
[আক্ষরিক অর্থ আমি সহজ বিষয়ের জন্য তোমাকে তাত্ত্বিক দেব, দিক-নির্দেশ করব ও সাহায্য করব। সহজ বিষয়টি কী, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। কেউ বলেন, ইসলামী শরীআত, কেউ বলেন জান্নাত, কেউ বলেন, ওহী মৃখস্থকরণ। অথবা এর দ্বারা যাবতীয় কল্যাণকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সকল সংকট ও অস্তরায়ের অবসান ঘটিয়ে সর্বপ্রকার কল্যাণ অর্জন ও লক্ষ্যে উপর্যুক্ত হওয়ার পথকে তোমার জন্য সুগম করে দেব। -অনুবাদক]

9 সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়, ☺ ☺

5. 'যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়' এ কথা বলার কারণ, উপদেশ দান কেবল তখনই অবশ্য কর্তব্য, যখন শ্রেতার পক্ষ হতে গ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকে। সে সম্ভাবনা যেখানে বোধ হয় না, সেখানে নসীহত করা জরুরি নয়; বরং বেমওকা নসীহত অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। তাই এটা সকলের কাজও নয়। অবশ্য দীনের জরুরি বিষয়ের তাবলীগ এবং আল্লাহর আয়া সম্পর্কে সতর্কীকরণের ব্যাপারটা ভিন্ন। কেননা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা এবং অঙ্গজনদের অভিহাত দেখানোর পথ বন্ধ করার জন্য সকলের ক্ষেত্রেই তা জরুরি। - অনুবাদক, তাফসীরে উচ্চমানী থেকে সংক্ষেপে

10 যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। ☺

11 আর তা থেকে দূরে থাকবে কেবল সেই, যে চরম হতভাগা। ☺

12 যে প্রবেশ করবে সর্ববৃহৎ আগুনে ☺

13 তারপর সে তাতে মরবেও না এবং বাঁচবেও না। ☺ ☺

6. 'বাঁচবেও না' এর মানে জীবিত থাকার যে শান্তি ও আরাম, জাহানামে তারা তা কখনওই পাবে না। কাজেই বেঁচেও তা না বাঁচাই বটে।

14 সফলতা অর্জন করেছে সেই, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে। ☺ ☺

7. অর্থাৎ অন্তঃকরণকে কুফর ও শিরক থেকে, আমলকে রিয়া ও প্রদর্শনেছা থেকে এবং আখলাক-চরিত্রকে সকল অবগুণ থেকে পবিত্র ও পরিশুল্ক করেছে। -অনুবাদক

15 এবং নিজ প্রতিপালকের নাম নিয়েছে ও নামায পড়েছে। ☺

16 কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও ☺

- 17 অথচ আখেরাত কত বেশি উৎকৃষ্ট ও কত বেশি স্থায়ী। ♦
- 18 নিশ্চয়ই এ কথা পূর্ববর্তী (আসমানী) গ্রন্থসমূহেও লিপিবদ্ধ আছে ♦
- 19 ইবরাহীম ও মুসার গ্রন্থসমূহে। ♦
-



♦ আল গাশিয়াহ্ ♦

- 1 তোমার কাছে কি পৌঁছেছে সেই ঘটনার সংবাদ, যা সবকিছুকে আচম্ভ করবে? । ♦
1. 'যে ঘটনা সকলকে আচম্ভ করবে' এটা 'গাশিয়া'-এর তরজমা। এর মানে কিয়ামত। এ শব্দ থেকেই সুরাটির নাম হয়েছে সূরা 'গাশিয়া'।
- 2 সে দিন বহু চেহারা থাকবে অবনত ♦
- 3 বিপর্যস্ত, ক্লান্ত। ♦
- 4 তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। ♦
- 5 তাদেরকে টগবগে গরম প্রস্তরণ হতে পানি পান করানো হবে। ♦
- 6 তাদের জন্য কণ্টকিত গুল্ম ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না। ♦
- 7 যা তাদের পুষ্টি যোগাবে না এবং তাদের ক্ষুধাও মিটাবে না। ♦
- 8 সে দিন বহু চেহারা থাকবে সজীব। ♦
- 9 (দুনিয়ায়) নিজেদের কৃত শ্রমের কারণে সন্তুষ্ট ♦
- 10 তারা থাকবে আলিশান জান্মাতে। ♦
- 11 যেখানে তারা কোন নিরর্থক কথা শুনবে না। ♦
- 12 সে জান্মাতে থাকবে বহমান প্রস্তরণ। ♦
- 13 তাতে উঁচু-উঁচু আসন থাকবে। ♦
- 14 সামনে রাখা থাকবে পান-পাত্র ♦
- 15 এবং সারি-সারি নরম বালিশ ♦

16 এবং বিছানো গালিচা। ♦

17 তবে কি তারা লক্ষ করে না উটের প্রতি, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে। ☺ ♦

2. আরবের মানুষ সাধারণত উটে চড়ে মরুভূমিতে চলাফেরা করে। উট-সৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলার কুদরতের যে কারিশমা বিদ্যমান এবং অন্যান্য জীব থেকে তার যে আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সে সম্পর্কে তার ওয়াকিফহাল ছিল। তাছাড়া উটে চড়ে চলাফেরার সময় তারা আসমান-যামীন ও পাহাড়-পর্বত দেখতে পেত। তাই আল্লাহ তাআলা বলছেন, তারা যদি তাদের আশপাশের বস্তু সৃষ্টি করেছেন, নিজ প্রভুত্বে তার কোন অংশীদারের প্রয়োজন নেই, তারা আরও বুবাতে পারবে, যেই আল্লাহ বিশ্বজগতের এসব বিশ্বাসকর বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি অবশ্যই মানুষকে তাদের মৃত্যুর পর নতুন জীবন দান করতে ও তাদের কার্যাবলীর হিসাব নিতেও সক্ষম হবেন। বস্তুত বিশ্বজগতের এই মহাকারখানা আল্লাহ তাআলা এমনি-এমনিই সৃষ্টি করেননি। বরং এর পেছনে আল্লাহ তাআলার এক উদ্দেশ্য আছে, আর তা হল নেককারদেরকে তাদের নেক কাজের জন্য পুরস্কৃত করা এবং বদকারদেরকে তাদের বদ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া।

18 এবং আকাশের প্রতি, কিভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে? ♦

19 এবং পাহাড়সমূহের প্রতি, কিভাবে তাকে প্রোথিত করা হয়েছে? ♦

20 এবং ভূমির প্রতি, কিভাবে তা বিছানো হয়েছে? ♦

21 সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমি তো একজন উপদেশদাতাই। ♦ ♦

22 তোমাকে তাদের উপর জবরদস্তি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। ☺ ☺

3. কাফেরদের গোঁয়ার্তুমির কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কষ্ট পেতেন, তার জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কেবল তাবলীগ দ্বারাই আপনার দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। তাদেরকে জোর করে মুসলিম বানানো আপনার দায়িত্ব না। প্রত্যেক মুরাল্লিগ ও সত্যের প্রচারকের জন্য এর ভেতর এই মূলনীতি রয়েছে যে, তার উচিত তাবলীগের দায়িত্ব আদায়ে রত থাকা। কাউকে জোরপূর্বক মানানোর দায়িত্ব তার নয়।

23 তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফর অবলম্বন করলে ♦

24 আল্লাহ তাকে মহা শাস্তি দান করবেন। ♦

25 নিশ্চয়ই তাদের সকলকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। ♦

26 অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণ অবশ্যই আমার দায়িত্ব। ♦



♦ আল ফাজুর ♦

1 শপথ ফজুর-কালের। ♦

1. ফজুরের সময় এক নেসংগৰ্গিক পরিবর্তন দেখা দেয়। পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসই নতুনভাবে ঘাত্রা শুরু করে। তাই বিশেষভাবে এ সময়ের শপথ করা হয়েছে। কোন কোন মুফসিসেরের মতে এখানে ফজুর বলতে বিশেষভাবে যুলহিজ্জার দশ তারিখের ফজুর বোানো হয়েছে। আর যে দশ রাতের শপথ করা হয়েছে, তা হল যুলহিজ্জার প্রথম দশ রাত। এ রাতসমূহকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। এর প্রত্যেক রাতেই ইবাদত-বন্দেগী করলে অনেক বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

2 এবং দশ রাতের ১ *

2. জোড় হল যুনিজ্ঞার ১০ তারিখ আর বেজোড় আরাফার দিন, যা যুনিজ্ঞার ৯ তারিখ হয়ে থাকে। এসব দিনের শপথ করার মাঝে এর বিশেষ গুরুত্ব ও ফর্মালতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

3 এবং জোড় ও বেজোড়ের ২ *

3. অর্থাৎ যখন রাতের অবসান শুরু হয়ে যায়। এসব দিন ও রাতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, আরবের কাফেরগণও এগুলোর মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন ছিল। এটা তো জানা কথা যে, এগুলোর এ মর্যাদা আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে যায়নি। বরং আল্লাহ তাআলাই দান করেছেন। সে হিসেবে এসব দিন ও রাত আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হেকমতের প্রমাণ বহন করে আর তাঁর সেই কুদরত ও হেকমতেরই দাবি হল নেককার ও বদকারের সাথে একই রকম ব্যবহার না করা; বরং যারা নেককার তাদেরকে পুরস্কৃত করা এবং যারা বদকার তাদেরকে শাস্তি দেওয়া। সুতরাং এ সূরায় এ দুটি বিষয়ই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

4 এবং রাতের, যখন তা গত হতে শুরু করে ৩ (আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কার অবশ্যভাবী) *

5 একজন বৌধসম্পন্ন ব্যক্তির (বিশ্বাস আনয়নের) জন্য এসব শপথ যথেষ্ট নয় কি? *

6 তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক আদ (জাতি)-এর প্রতি কী আচরণ করেছেন? *

7 ইরাম সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা উঁচু উঁচু স্তনের অধিকারী ছিল ৪ *

4. 'ইরাম' আদ জাতির উত্থর্বতন পূর্বপুরুষের নাম। তাই এখানে আদ জাতির যে শাখার কথা বলা হয়েছে তাদেরকে 'আদে ইরাম' বলা হয়। তাদেরকে স্তনের অধিকারী বলার একটা কারণ এই হতে পারে যে, তারা অত্যন্ত দীর্ঘাঙ্গী ও সুস্থাম দেহের অধিকারী ছিল। এ কারণেই পরে বলা হয়েছে, তাদের মত লোক আর কোথাও সৃষ্টি করা হয়নি। কেউ কেউ এর কারণ বলেছেন যে, তারা উঁচু-উঁচু স্তন বিশিষ্ট ইমারত তৈরি করত। তাদের কাছে হ্যরত দাউদ আলাইহিস সালামকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল। বিস্তারিত ঘটনা সূরা আরাফ (৭ : ৬৫) ও সূরা হৃদে (১১ : ৫০) গত হয়েছে।

8 যাদের সমান পৃথিবীতে আর কোন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়নি? *

9 এবং (কী আচরণ করেছেন) ছামুদ (জাতি)-এর প্রতি, যারা উপত্যকায় বড়-বড় পাথর কেটে ফেলেছিল? ৫ *

5. ছামুদ জাতির কাছে নবী করে পাঠানো হয়েছিল হ্যরত সালেহ আলাইহিস সালামকে। তারা পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর কেটে সুরক্ষিত ঘর-বাড়ি তৈরি করত। বর্তমান সৌদী আরবের ওয়াদিল-কুরায় ছিল তাদের অবস্থান। দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৭৩)।

10 এবং (কী আচরণ করেছেন) পেরেকওয়ালা ৬ ফিরআউনের প্রতি? *

6. ফিরআউনকে 'পেরেকওয়ালা' বলা হয়েছে এ কারণে যে, সে মানুষকে শাস্তি দানের জন্য তাদের হাতে-পায়ে পেরেক গেঁথে দিত। [কারণ মতে এর দ্বারা সেনাদের শিবির বোঝানো হয়েছে যা বড় বড় পেরেক দ্বারা স্থাপন করা হত। সে হিসেবে এর ভাবার্থ হল বিশাল সেনাবাহিনীওয়ালা। বলদর্পী ফিরআউনের সৈন্য-সামন্ত ছিল প্রচুর। তাদের দ্বারা সে মিশ্রে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল - অনুবাদক]

11 যারা দেশে-দেশে অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল। *

12 এবং তাতে ব্যাপক অশাস্তি বিস্তার করেছিল। *

13 ফলে তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হাননেন। *

14 নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সকলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। *

- 15 কিন্তু মানুষের অবস্থা তো এই যে, যখন তার প্রতিপালক তাকে পরীক্ষা করেন এবং তাকে মর্যাদা ও অনুগ্রহ দান করেন তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন। *
- 16 এবং অপর দিকে যখন তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার জীবিকা সঙ্গীকৃতি করে দেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অমর্যাদা করেছেন। *
- 17 কখনও এরূপ সমীচীন নয়। (কেবল এতটুকুই নয়;) বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না। *
7. আল্লাহ তাআলা জীবিকা বণ্টন করেছেন নিজ হেকমত অনুযায়ী। কাজেই জীবিকায় সংকীর্ণতা দেখা দিলে তাকে নিজের জন্য লাঞ্ছনাকর মনে করা ঠিক নয় এবং জীবিকায় সমৃদ্ধি ঘটলে তাকে নিজের জন্য সম্মানের বিষয় ভাবাও উচিত নয়। দুনিয়ায় কত বদকার আছে, যারা প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক! বস্তুত উভয় অবস্থা দ্বারাই আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন।
- 18 এবং মিসকীনদেরকে খাবার খাওয়ানোর জন্য একে অন্যকে উৎসাহিত করো না। *
- 19 এবং মীরাছের সম্পদ সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে থাক *
- 20 এবং ধন-সম্পদকে সীমাত্তিরিক্ত ভালোবাস। *
- 21 কিছুতেই এরূপ সমীচীন নয়। যখন পৃথিবীকে পিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হবে। *
- 22 এবং তোমার প্রতিপালক ও সারিবদ্ধ ফেরেশতাগণ (হাশরের ময়দানে) উপস্থিত হবেন। *
- 23 সে দিন জাহানামকে সামনে আনা হবে। সে দিন মানুষ বুঝতে পারবে, কিন্তু সেই সময় বুঝে আসার দ্বারা তার কী ফায়দা? ✎ *
8. অর্থাৎ তখন যদি কেউ ঈমান আনতে চায়, তবে সে ঈমান তার কোন উপকারে আসবে না। ঈমান সেটাই গ্রহণযোগ্য, যা মৃত্যু ও কিয়ামতের আগে আনা হয়ে থাকে।
- 24 সে বলবে, হায়! আমি যদি আমার এই জীবনের জন্য কিছু অগ্রিম পাঠাতাম? *
- 25 সে দিন আল্লাহর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না। *
- 26 এবং তাঁর বাঁধার মত বাঁধতেও কেউ পারবে না। ✎ *
9. এর দ্বারা মূলত সেদিনের শাস্তি বোঝানোই উদ্দেশ্য। শাস্তিতো মূলত সেদিন আল্লাহ তাআলাই দেবেন। অন্য কারণ তা দেওয়ার সুযোগ থাকবে না, কিন্তু যদি সে সুযোগ থাকতও তবু তাদের পক্ষে যতটা কঠিন শাস্তিই দেওয়া সম্ভব হত, আল্লাহ তাআলার দেওয়া শাস্তি হবে তার চেয়েও অনেক অনেক কঠিন আল্লাহ তাআলা তা থেকে আমাদের হেফাজত করুন। -অনুবাদক
- 27 (আবশ্য নেককারদেরকে বলা হবে,) হে (আল্লাহর ইবাদতে) প্রশাস্তি লাভকারী চিন্ত! ✎ *
10. এটা -এর তরজমা। এর দ্বারা মানুষের সেই আর্থাকে বোঝানো হয়, যা আল্লাহ তাআলার ইবাদতে রত থেকে এমন হয়ে গেছে যে, সে কেবল তাতেই শাস্তি পায়। আর এভাবে সে গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে।
- 28 নিজ প্রতিপালকের দিকে ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে *
- 29 এবং আমার (নেক) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও *



♦ আল বালাদ ♦

1 আমি শপথ করছি এই নগরের *

2 যখন (হে নবী!) তুমি এই নগরের বাসিন্দা। ১ *

1. 'এই নগর' দ্বারা মক্কা মুকারমাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ নগরকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানের কারণে এর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর আবির্ভাবের জন্য এ নগরকে বাছাই করে আল্লাহ তাআলা একে মহিমাষ্ঠিত করেছেন। এ আয়াতের আরও দুটি ব্যাখ্যা আছে। বিস্তারিত জানার জন্য 'মাআরিফুল কুরআন' দেখা যেতে পারে।

3 এবং আমি শপথ করছি পিতার ও তার সন্তানের ২ *

2. 'পিতা' হচ্ছেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম, যেহেতু সমস্ত মানুষ তারই সন্তান। এভাবে এ আয়াতে সমগ্র মানব জাতির শপথ করা হয়েছে।

4 আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পরিশ্রমের ভেতর ৩ *

3. চতুর্থ আয়াতের এ কথাটি বলার জন্য আগের শপথগুলো করা হয়েছে। বোঝানো হচ্ছে যে, দুনিয়ায় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শ্রমনির্ভর করে। তাকে কোনও না কোনও পরিশ্রম করতেই হয়। যত বড় রাজা-বাদশাহ হোক বা হোক অজস্র সম্পদের মালিক, জীবন রক্ষার জন্য তাকে অবশ্যই এক রকমের না এক রকমের পরিশ্রম স্বীকার করতেই হবে। কেউ যদি দুনিয়ায় সম্পূর্ণ বিনা মেহনতে বেঁচে থাকতে চায়, তবে সেটা তার অসার কল্পনা। এটা কখনও সম্ভব নয়। হাঁ পরিপূর্ণ আরামের জীবন হল জানাতের জীবন, যা দুনিয়ায় কৃত শ্রম-সাধনার বদলতে লাভ হবে। আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় কাউকে যখন কেন কষ্ট-ক্লেশের সমুখীন হতে হয়, তখন সে যেন এই চরম সত্য চিন্তা করে। বিশেষত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামকে মক্কা মুকাররমায় যে দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হচ্ছিল, তজজ্ঞ এ আয়াতে তাদেরকে সান্তানও দান করা হয়েছে। এ কথাটি বলার জন্য প্রথমে মক্কা মুকাররমার শপথ করা হয়েছে সম্ভবত এ কারণে যে, এ নগরকে আল্লাহ তাআলা যদিও দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বেশি সম্মানিত স্থান বানিয়েছেন, কিন্তু তার এ সম্মান ও মর্যাদা আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে যায়নি। এর জন্যও এখানে প্রচুর শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে। তার এ মর্যাদা দ্বারা উপরূপ হওয়ার জন্য আজও মানুষকে মেহনত করতে হয়। তারপর বিশেষভাবে এ নগরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে সম্ভবত ইশারা করা হয়েছে যে, তিনি শ্রেষ্ঠতম নবী ও শ্রেষ্ঠতম নগরের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও যখন কষ্ট-ক্লেশ তাকেও স্বীকার করতে হয়েছে, তখন যেল আনা আরামের জীবন কে আশা করতে পারে? অতঃপর হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তার সন্তানদের শপথ করার মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা গোটা মানবেতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ, সর্বত্র এই একই চিত্র দেখতে পাবে। বুঝতে পারবে, মানুষের জীবনটাই শ্রম-নির্ভর ও ক্লেশপূর্ণ।

5 সে কি মনে করে তার উপর কারও ক্ষমতা চলবে না? *

6 সে বলে, আমি অটেল অর্থ-সম্পদ উড়িয়েছি। ৪ *

4. মক্কা মুকাররমায় কয়েকজন কাফের খুব বেশি পেশী শক্তির অধিকারী ছিল। তাদেরকে যখন আল্লাহ তাআলার শাস্তির ভয় দেখানো হত, বলত, আমাদেরকে কেউ কাবু করতে পারবে না। যেসব কাফের বিস্তবান ছিল তারা একে অন্যকে বলত, দেখ আমি প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে ফেলেছি। ব্যয় করাকে 'উড়ানো' শব্দে ব্যক্ত করে বোঝাতো যে, এই ব্যয়ে আমি কোন কিছু গ্রাহ্য করি না। তারা বিশেষভাবে গর্ব করত সেই ব্যয় নিয়ে, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা ও শক্রতার পেছনে করত।

7 সে কি মনে করে তাকে কেউ দেখছে না? ৫ *

5. অর্থাৎ যা-কিছু ব্যয় করেছে, তা তো দেখানোর জন্য করেছে। এর উপর গর্ব কিসের? আল্লাহ তাআলা কি দেখছেন না সে কী কাজে ও কী উদ্দেশ্যে ব্যয় করছে?

8 আমি কি তাকে দেইনি দুটি চোখ? *

৯ এবং একটি জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট? *

১০ আমি তাকে দুটো পথই দেখিয়েছি। ৬ *

6. আল্লাহ তাআলা মানুষকে ভালো ও মন্দ দুই পথই দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে এখতিয়ার দিয়েছেন, নিজ ইচ্ছায় চাইলে ভালো পথ অবলম্বন করতে পারে এবং চাইলে মন্দ পথেও যেতে পারে। তবে ভালো পথে চললে পুরস্কার পাবে আর মন্দ পথে চললে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

১১ ত্বরণ সে প্রবেশ করতে পারেনি এ ঘাঁটিতে। *

7. أَرْثَ الْفَقْدِ । অর্থ ঘাঁটি, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ। সাধারণত যুদ্ধকালে শক্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য একপ পথ বেছে নেওয়া হয়। এছলে ঘাঁটিতে প্রবেশ করার অর্থ সওয়াবের কাজ করা, যেমন পরের আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা নিজেই ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। এসব কাজকে 'ঘাঁটিতে প্রবেশ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এ কারণে যে, এগুলো মানুষকে আল্লাহ তাআলার আয়াব থেকে রক্ষার জন্য সহায়ক হয়।

১২ তুমি কি জান সে ঘাঁটি কী? *

১৩ (তা হচ্ছে কারও) গর্দানকে (দাসত্ব থেকে) মুক্ত করা *

১৪ অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান করা *

১৫ কোন ইয়াতীম আত্মীয়কে *

১৬ অথবা এমন কোন মিসকীনকে যে ধুলো মাটিতে গড়াগড়ি খায়। *

১৭ আর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সেই সব লোকের, যারা ঈমান এনেছে, একে অন্যকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অন্যকে দয়ার উপদেশ দিয়েছে। *

১৮ তারাই সৌভাগ্যবান লোক। ৮ *

8. 'তারাই সৌভাগ্যবান' এটা حَمْنَبْلُ الْمَقْيَمَةُ -এর তরজমা। এর আরেক তরজমা হতে পারে, 'তারাই ডান হাত বিশিষ্ট'। তখন এর দ্বারা সেই সব লোককে বোঝানো হবে, যাদেরকে তাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।

১৯ অপর দিকে যারা আমার আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করেছে, তারাই হতভাগ্য। ৯ *

9. أَصْحَبُ الْمَسْنَدَةِ -এর তরজমা। এর আরেক তরজমা হতে পারে 'তারাই বাম হাত বিশিষ্ট', অর্থাৎ যাদেরকে তাদের বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।

২০ তাদের উপর চাপানো থাকবে আবদ্ধকৃত আগুন। ১০ *

10. অর্থাৎ তার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে, যাতে জাহানামীরা বাইরে বের হতে না পারে। বন্ধস্থানে থাকার কারণে আগুনের তীব্রতাও অনেক বেশি হবে।



♦ আশ শামস ♦

১ শপথ সূর্যের ও তার বিস্তৃত রোদের। ১ *

1. (শামস) মানে সূর্য। সূরাটির প্রথমে ‘শামস’-এর শপথ করা হয়েছে। এ থেকেই সূরাটির নাম হয়েছে সূরা শামস। এ সূরায় মৌলিকভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষের ভেতর সৃষ্টিগতভাবেই পাপ ও পুণ্য উভয়ের আগ্রহ রাখা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে কোনটা পাপ ও কোনটা পুণ্য সেই জ্ঞানও তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন মানুষের কাজ হল পুণ্যের আগ্রহকে বাস্তবায়িত করা ও পাপের চাহিদাকে দমন করা। এ বিষয়টা বলার জন্য আল্লাহ তাআলা সূর্য, চন্দ, দিন ও রাতের শপথ করেছেন। সম্ভবত এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যেভাবে সূর্য ও চন্দের আলো এবং রাতের অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি মানুষকে ভালো কাজেরও ঘোগ্যতা দিয়েছেন এবং মন্দ কাজেরও, যা তার আত্মার জন্য আলো ও অন্ধকার তুল্য।

- 2 এবং চাদের, যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে। *
 - 3 এবং দিনের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে *
 - 4 এবং রাতের, যখন তা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে *
 - 5 শপথ আকাশের ও তাঁর যিনি তা নির্মাণ করেছেন, *
 - 6 এবং পৃথিবীর ও তাঁর যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন। *
 - 7 এবং মানবাত্মার ও তাঁর, যিনি তাকে পরিপাটি করেছেন, *
 - 8 অতঃপর তার জন্য যা পাপ এবং তার জন্য যা পরহেয়গারী, তার ভেতর সেই বিষয়ক জ্ঞানোন্মেষ ঘটিয়েছেন। *
 - 9 সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে। ✎ *
2. আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার অর্থ এটাই যে, অন্তরে যে ভালো-ভালো কাজের আগ্রহ ও প্রেরণা জাগে মানুষ তাকে আরো উজ্জীবিত করে সে অনুযায়ী কাজ করবে আর যেসব মন্দ চাহিদা দেখা দেয় তা দমন করে চলবে। এভাবে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা চালাতে থাকলে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং সে আত্মা আন-নাফসুল মুতমাইন্না বা প্রশান্ত চিত্তে পরিণত হয়, যার উল্লেখ সূরা ফাজরের শেষ দিকে আছে।
- 10 আর ব্যর্থকাম হবে সেই, যে তাকে (গুনাহের মধ্যে) ধসিয়ে দেবে। *
 - 11 ছামুদ জাতি অবাধ্যতাবশত (তাদের নবীকে) অস্বীকার করেছিল। *
 - 12 যখন তাদের সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর ব্যক্তি উঠে পড়ল, *
 - 13 তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বলল, খবরদার! আল্লাহর উটনী ও তার পানি পানের ব্যাপারে। *
 - 14 তথাপি তারা তাদের রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করল এবং উটনীটিকে মেরে ফেলল। ✎ পরিণামে তাদের প্রতিপালক তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করে সব একাকার করে ফেললেন। ✎ *
3. অর্থাৎ সকলেই ধ্বংস হয়ে গেল, কেউ নিষ্ঠার পেল না।
- 15 আর তিনি এর কোন মন্দ পরিণামের ভয় করেন না। ✎ *

5. কোন সৈন্যদল যখন কোন এলাকায় ধর্মসংক্রান্ত চালায়, তখন তাদের এই ভয়ও থাকে যে, কেউ এর প্রতিশোধ নিতে পারে। বলা বাহুল্য মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা যখন কোন মানবগোষ্ঠীকে ধর্ম করেন, তখন তাঁর কোন রকম প্রতিশোধের ভয় থাকে না।



♦ আল লাইল ♦

1 শপথ রাতের, যখন তা আচছন্ন করে। ✶

2 এবং দিনের, যখন তা উত্তোলিত হয়। ✶

3 এবং সেই সন্তার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। ✶

4 বস্তুত তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন রকমের ✶

1. প্রচেষ্টা দ্বারা মানুষের আমল বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ মানুষের কর্ম বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে; কিছু ভালো, কিছু মন্দ। আবার এর ফলাফলও হয় বিভিন্ন রকম, যেমন সামনে আসছে। এ কথাটি বলার জন্য যে রাত ও দিনের শপথ করা হয়েছে, এর তাঁৎপর্য হয়ত এই যে, যেভাবে রাত ও দিনের ফলাফল বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, তেমনি পাপ ও পুণ্যের ফলও বিভিন্ন রকম। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা নর ও নারীর বৈশিষ্ট্যাবলীতে যেমন পার্থক্য করেছেন, তেমনি মানুষের কর্মের বৈশিষ্ট্যও পার্থক্য আছে।

5 সুতরাং যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ) দান করেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে ✶

6 এবং সর্বোত্তম বিষয় মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে, ২ ✶

2. 'সর্বাপেক্ষা উত্তম বিষয়' হল ইসলাম এবং এর ফলে প্রাপ্তব্য জান্মাত।

7 আমি তাকে স্বত্ত্বায় গন্তব্যে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেব ৩ ✶

3. 'স্বত্ত্বায় গন্তব্য' বলে জান্মাত বোঝানো উদ্দেশ্য। কেননা প্রকৃত সুখ, শান্তি ও আরামের জায়গা সেটাই। দুনিয়ায় যে-কোন আরামের সাথে কোনও না কোনও কষ্ট থাকে। 'ব্যবস্থা করে দেওয়া' -এর অর্থ, আল্লাহ তাআলা এমন আমলের তাওফীক দেবেন, যার বদৌলতে জান্মাতে পৌঁছা যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত ৫০^০টি^০ শব্দের অর্থ যে করা হয়েছে 'ব্যবস্থা করে দেওয়া', তা করা হয়েছে আল্লামা আলুসী (রহ.)-এর ব্যাখ্যার অনুসরণে। দেখুন (রহুল মাতানী, ৩০:৫১২)।

8 পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করল এবং (আল্লাহর প্রতি) বেপরোয়াভাব দেখাল ✶

9 এবং সর্বোত্তম বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করল। ✶

10 আমি তার ঘাতনাময় স্থানে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেব। ৪ ✶

4. 'ঘাতনাময় স্থান' দ্বারা জাহানাম বোঝানো হয়েছে। কেননা প্রকৃত কষ্ট সেখানেই। সেখানে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেওয়ার অর্থ যেসব গুনাহ করলে জাহানাম অবধারিত হয়ে যায়, সেগুলো করার অবকাশ দেওয়া এবং সৎকাজের তাওফীক না দেওয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ ভয়ন্তর পরিণাম থেকে রক্ষা করুন।

11 সে যখন ধর্ম-গন্তব্যে পতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কাজে আসবে না। ✶

12 বন্তত, পথ দেখিয়ে দেওয়া আমারই দায়িত্ব ✶

13 এবং অবশ্যই, আখেরাত ও দুনিয়া আমারই কর্তৃত্বধীন। ☸ ✶

5. সুতরাং আমারই এ অধিকার আছে যে, মানুষের প্রতি বিধি-বিধান আরোপ করব, যা দুনিয়ার জীবনে মেনে চলতে তারা বাধ্য থাকবে। যারা তা মানবে আখেরাতে তাদেরকে পুরঙ্গত করব আর যারা অমান্য করবে তাদেরকে শাস্তি দান করব।

14 অতএব আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিলাম এক লেলিহান আগুন সম্পর্কে। ✶

15 তাতে প্রবেশ করবে কেবল সেই, যে নিতান্ত হতভাগ্য ✶

16 যে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ✶

17 এবং তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে ✶

18 যে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য নিজ সম্পদ (আল্লাহর পথে) দান করে ☺ ✶

6. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পথে তারা যা-কিছু ব্যয় করে, তাতে তাদের উদ্দেশ্য মানুষকে দেখানো নয়; বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করাই হয়ে থাকে। এরূপ দান-খয়রাতের ফলে মানুষের আত্মশুদ্ধি লাভ হয় ও আখলাক-চরিত্র পরিশুদ্ধ হয়। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এ আয়াতসমূহ হযবত আবু বকর সিদ্দীক (রায়ি)-এর প্রশংসায় নাখিল হয়েছে। তিনি আল্লাহ তাআলার পথে প্রাচুর অর্থ ব্যয় করতেন। অবশ্য আয়াতের শব্দাবলী সাধারণ। সুতরাং যারা আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করবে, তাদের প্রত্যেকের জন্যাই এর সুসংবাদ প্রযোজ্য।

19 অথচ তার উপর কারও অনুগ্রহ ছিল না, যার প্রতিদান দিতে হত, ✶

20 বরং সে (দান করে) কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়। ✶

21 নিশ্চয়ই সে অচিরেই খুশী হয়ে যাবে। ☺ ✶

7. এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটির মধ্যে নি'আমতের এক জগৎ লুকায়িত আছে। বলা হয়েছে যে, এরূপ ব্যক্তি জান্নাতে নিজ আমলের এমন পুরঙ্গার লাভ করবে, যা দ্বারা সে যথার্থভাবে খুশী হয়ে যাবে।



♦ আদ দুহা ♦

1 (হে রাসূল!) শপথ চড়তি দিনের আলোর, ✶

2 এবং রাতের, যখন তার অন্ধকার গভীর হয়। ✶

3 তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি নারাজও হননি। ☺ ✶

1. নবুওয়াত লাভের পর প্রথম দিকে কিছুদিন এমন কেটেছে, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন ওহী আসেনি। এ কারণে আবু লাহাবের স্ত্রী কটাক্ষ করল যে, 'তোমার রবব তোমার প্রতি নারাজ হয়ে তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন'। তাই পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরা নাখিল হয়েছিল। আরবীতে حض (দুহা) বলা হয় সেই আলোকে, যা দিন চড়ে ওঠার সময় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা প্রথম সেই আলোর শপথ করেছেন। তাই সূরাটির নাম হয়েছে সূরা দুহা। চড়তি দিন ও রাতের শপথ করার ভেতর খুব সন্তুষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাত অন্ধকার হয়ে গেলে তার মানে এ হয় না যে, দিনের আলো আর পাওয়া যাবে না। এমনিভাবে বিশেষ কোন কারণ কিছু দিনের জন্য ওহী

সুগিত থাকলে তা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যে, আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন, এটা চরম মৃচ্ছা।

৪ নিশ্চয়ই পরবর্তী সময় তোমার পক্ষে পূর্বের সময় অপেক্ষা শ্রেয়। ☺

২. এ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) আখেরাতের নি'আমতসমূহ দুনিয়া অপেক্ষা শ্রেয়। (খ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পূর্বের মুহূর্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর শান্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং শক্রদের পক্ষ থেকে তিনি যে দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছেন তা ক্রমান্বয়ে দূর হতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে গিয়ে তাঁর পরিপূর্ণ বিজয় লাভ হবে।

৫ অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে এত দেবেন যে, তুমি খুশী হয়ে যাবে। ☺

৬ তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম পাননি, অতঃপর তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন? ☺

৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত পিতা তাঁর জন্মের আগেই ইস্তিকাল করেছিলেন এবং সম্মানিত মাও তাঁর শৈশবকালেই চির বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে ইয়াতীম-অনাথ শিশুদের মত তাঁকে নিরাশ্রয় হতে হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব ও চাচা আবু তালিবের অন্তরে তার প্রতি এত বেশি মেহ-মমতা দিয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁকে নিজ সন্তান অপেক্ষাও বেশি আদরের সাথে প্রতিপালন করেছেন।

৭ এবং তোমাকে পেয়েছিলেন, পথ সম্পর্কে অনবহিত; অতঃপর তোমাকে পথ দেখিয়েছেন। ☺

৪. অর্থাৎ ওহী নাফিল হওয়ার আগে তিনি শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে শরীয়ত দান করলেন। তাছাড়া কোন কোন বর্ণনায় এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে, যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সফরে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। আল্লাহ তাআলা অস্বাভাবিকভাবে তাকে ঠিক পথে পৌঁছিয়ে দেন। হতে পারে আয়াতে এ জাতীয় ঘটনার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে।

৮ এবং তোমাকে নিঃস্ব পেয়েছিলেন, অতঃপর (তোমাকে) ঐশ্বর্যশালী বানিয়ে দিলেন। ☺

৫. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা (রায়ি)-এর সাথে ব্যবসায়ে যে অংশীদার হয়েছিলেন, তাতে তার যথেষ্ট মুনাফা অর্জিত হয়েছিল। এর ফলে তার আর্থিক দৈন্য ঘুচে গিয়েছিল।

৯ সুতরাং যে ইয়াতীম, তুমি তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করো না। ☺

১০ এবং যে সওয়াল করে, তাকে দাবড়ি দিও না ☺

৬. 'সওয়ালকরী' দ্বারা সেই ব্যক্তিকেও বোঝানো হতে পারে, যে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সেই ব্যক্তিকেও, যে সত্য জানার আগ্রহে দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। উভয়কেই দাবড়ি দিতে ও ভর্তসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কোন ওজর থাকলে নয় ভাষায় অপারগত প্রকাশ করা উচিত।

১১ এবং তোমার প্রতিপালকের যে নি'আমত (পেয়েছ), তার চর্চা করতে থাক। ☺

৭. অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের কথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রচার করলে তাতে শরীয়তে কোন দোষ নেই বরং তা প্রশংসনীয় কাজ। সুতরাং আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন, এ আয়াতে তাঁকে তা প্রচার করার হস্ত দেওয়া হয়েছে। বিশেষত ৭নং আয়াতে যে হেদায়েত ও শরীয়ত দানের নি'আমতের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার প্রচার করা তো নবী হিসেবে তাঁর দায়িত্বও বটে (-অনুবাদক তাফসীরে উচ্চমানী থেকে গৃহীত)।



♦ আল ইনশিরাহ ♦

১ (হে রাসূল!) আমি কি তোমার কল্যাণে তোমার বক্ষ খুলে দেইনি? ১ ❁

১. 'বক্ষ খোলা'-এর অর্থ মন ও মননের সম্প্রসারণ অর্থাৎ ঈমান ও হিদায়াতের আলোয় অন্তঃকরণকে আলোকিত করা, অন্তর্দৃষ্টির সামনে জগন-প্রজগতকে উন্মোচিত করা এবং সর্বপ্রকার কুণ্ঠা ও সংকীর্ণভাব অবসান ঘটিয়ে অন্তরে হিমাত ও উদারতা প্রভৃতি মহৎ গুণের বিকাশ ঘটানো। -অনুবাদক

২ এবং আমি তোমার থেকে অপসারণ করেছি সেই ভার ২ ❁

৩ যা তোমার পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল ৩ ❁

২. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন নবুওয়াতের গুরুদ্বয়িত্ব অর্পণ করা হয়, তখন প্রথম দিকে তাঁর কাছে এটি এক সুকঠিন বোৱা মনে হচ্ছিল এবং এর চাপে তিনি সর্বক্ষণ অস্তির থাকতেন, 'পিঠ ভাঙ্গ' দ্বারা সেই গুরুভারজনিত কষ্ট ও অস্তিরতা বোঝানো হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে এমনই হিমাত দান করেন যে, যত বড় কঠিন কাজই হোক না কেন তা তার কাছে সহজ মনে হতে লাগল। ফলে অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে তা সম্পাদন করতে পারতেন। এ অনুগ্রহের কথাই এ সূরায় স্মরণ করানো হয়েছে।

৪ এবং আমি তোমার কল্যাণে তোমার চৰ্চাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। ৪ ❁

৩. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক নামের অতি উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। দুনিয়ার এমন কোন অঞ্চল নেই, যেখানে তাঁর নামের ধ্বনি শোনা যায় না। প্রতিটি মসজিদে রোজ পাঁচবার আল্লাহ তাআলার নামের সঙ্গে তাঁর নামও উচ্চারিত হয়। তাছাড়া সারা দুনিয়ায় অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে এবং এ আলোচনাকে অতি উচ্চ স্তরের ইবাদত গণ্য করা হয়ে থাকে। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলাইহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম।

৫ প্রকৃতপক্ষে কঠের সাথে স্বত্ত্বিও থাকে। ৫ ❁

৬ নিশ্চয়ই কঠের সাথে স্বত্ত্বিও থাকে ৬ ❁

৪. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, রিসালাতের দায়িত্ব পালনে এ যাবৎ যে কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয়েছে, অতিরেই তার অবসান হবে এবং দায়িত্ব পালনের পথ সুগম হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে সমস্ত মানুষকে মূলনীতি হিসেবে একটি বাস্তবতার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, দুনিয়ায় কোন কষ্ট-ক্লেশ দেখা দিলে বুবাতে হবে তার পর স্বত্ত্বির সময়ও আসবে।

৭ সুতরাং তুমি যখন অবসর পাও, তখন (ইবাদতে) নিজেকে পরিশ্রান্ত কর। ৭ ❁

৫. বলাবাহল্য, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল প্রচেষ্টা ও বাস্তু দীনকে কেন্দ্র করেই ছিল। তাবলীগ, তালীম, জিহাদ, প্রশাসন ইত্যাদি সমস্ত কাজই দীনের জন্যই হত এবং এ কারণে তাঁর সব কাজ ইবাদতেরও মর্যাদা রাখত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা হচ্ছে, আপনি যখন এসব কাজ শেষে অবসর পাবেন, তখন খালেস ইবাদত, যেমন নফল নামায, মৌখিক ধ্যান ইত্যাদি এ পরিমাণ করবেন, যাতে দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এর দ্বারা বোৱা গেল, যারা দীনের খেদমতে নিয়োজিত আছে, তাদেরও কিছুটা সময় খালেস নফল ইবাদতের জন্য বরাদ্দ রাখা উচিত। এর দ্বারাই আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ হয় এবং এর দ্বারাই অন্যান্য দীনী কাজে বরকত সৃষ্টি হয়।

৮ এবং নিজ প্রতিপালকের প্রতিই মনোযোগী হও। ৮ ❁



❖ আত ত্বীন ❖

১ শপথ আঞ্জির ও যয়তুনের ১ ❁

২ এবং সিনাই মরুভূমির (পাহাড়) তুরের ২ ❁

৩ এবং এই নিরাপদ শহরের ১ ❁

১. ফিলিস্তিন ও শাম গ্রেলাকায় আঞ্জির ও যয়তুন বেশি জন্মায়। কাজেই এর দ্বারা ফিলিস্তিন অঞ্চলের দিকে ইশারা করা হয়েছে, যেখানে হয়রত টসা আলাইহিস সালামকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল এবং তাকে ইনজিল কিতাব দেওয়া হয়েছিল। আর সিনাই মরুভূমিত্থ তুর তো সেই পাহাড়, যার উপর হয়রত মুসা আলাইহিস সালামকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল। নিরাপদ শহর, বলতে মুক্তি মুকাররমাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী বানিয়ে পাঠানো হয় এবং তার প্রতি কুরআন মাজীদ নাযিল করা হয়। এই তিনটির শপথ করার তাৎপর্য এই যে, এর পর যে কথা বলা হচ্ছে, তা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন এ তিনও কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে এবং তিনও নবী আপন-আপন উম্মতকে তা জানিয়েছেন।

৪ আমি মানুষকে উৎকৃষ্ট ছাঁচে ঢেলে সৃষ্টি করেছি ❁

৫ অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হীনতম অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেই। ২ ❁

২. এর একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) যারা ঈমান আনেনি, তারা দুনিয়ায় যত সুন্দর ও সুশ্রীই হোক, আখেরাতে তারা চরম কদর্য অবস্থায় পৌঁছে যাবে, যেহেতু তারা জাহানামে নিক্ষিপ্ত হবে। এ কারণেই পরের আয়তে মুমিনদেরকে এর ব্যতিক্রম বলা হয়েছে। কেননা তারা ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে জানাত লাভ করবে।
(দুই) অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, যৌবনে যত সুন্দরই হোক না কেন, বার্ধক্যে প্রতিটি মানুষ অত্যন্ত হীন অবস্থায় পৌঁছে যায় ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে। তার সব কল্প-লাবণ্য লোপ পেয়ে যায়। শক্তি-সামর্থ্যও খতম হয়ে যায়। আর কাফেরগণ পরবর্তীতে কখনও এসব ফিরে পাবে সেই আশাও তাদের থাকে না। কেননা তারা তো আখেরাতকে বিশ্বাসই করে না। কিন্তু মুমিন-মুসলিমগণ বৃদ্ধকালে জরাজীর্ণ হয়ে পড়লেও তাদের এই বিশ্বাস থাকে যে, এ জীর্ণ দশা সম্পূর্ণ সাময়িক। কেননা মৃত্যুর পর তারা যে দ্বিতীয় জীবন লাভ করবে, তখন ইনশাআল্লাহ তারা আরও অনেক উৎকৃষ্ট নির্মাত লাভ করবে। তখন এ সাময়িক কষ্ট শেষ হয়ে যাবে। দুনিয়ার রূপ ও সৌন্দর্য অপেক্ষা আরও অনেক ভালো রূপ ও সৌন্দর্য সেখানে দেওয়া হবে। এই অনুভূতির কারণে মুমিনদের বার্ধক্যের কষ্টও অনেক হালকা হয়ে যায়।

৬ কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। তাদের জন্য আছে অনিঃশেষ প্রতিদান। ❁

৭ সুতরাং (হে মানুষ!) এরপর আর কী জিনিস আছে, যা তোমাকে কর্মফল দিবস প্রত্যাখ্যানে উদ্বৃদ্ধ করছে? ❁

৮ আল্লাহ কি শাসকবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাসক নন? ৩ ❁

৩. আবু দাউদ ও তিরমিয়ার এক হাদীস দ্বারা জানা যায়, এ আয়ত পড়ার পর আলাইহি ওয়াল্লাহু বলা মুস্তাহাব। এর অর্থ 'কেন নয়? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ সকল শাসকের শ্রেষ্ঠ শাসক'।
[এর আরেক অর্থ হতে পারে 'আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?' অর্থাৎ জ্ঞান ও শক্তিতে পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে অপরাধের শাস্তিবিধান ও পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসায় আল্লাহ তাআলাই শ্রেষ্ঠতম ন্যায়বিচারক। দুনিয়াও তিনি কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না এবং আখিরাতের মহাবিচার দিবসেও তার পক্ষ হতে কোনও রকম জুলুমের আশংকা নেই। -অনুবাদক]



♦ আল আলাক ♦

১ পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি (সব কিছু) সৃষ্টি করেছেন। ১ ❁

১. এ সুরার প্রথম পাঁচ আয়ত সর্বপ্রথম ওহীরাপে হেরা গুহায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের উপর নাযিল হয়। তিনি নবুওয়াত লাভের আগে কিছুকাল এ গুহায় ইবাদত-বন্দেরীতে রত ছিলেন। এ সময়ই একদিন হয়রত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে আসলেন এবং তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, পড়। তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। একথা তিনবার বললেন। তারপর হয়রত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এ পাঁচ আয়ত পাঠ করেন।

২ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত দ্বারা ২ ❁

২. ﴿আলাক﴾ অর্থ জমাট রক্ত, সংযুক্ত, বুলন্ত ইত্যাদি। সাধারণত মুফাসসিরগণ এর অর্থ করেছেন জমাট রক্ত। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মতে মাত্রগভীর ক্রগের যে ক্রমবিকাশ হয়, তাতে প্রথম দিকে পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিশ্বানু মিলিত হয়ে জরায়ুর গায়ে সংযুক্ত হয়ে থাকে। এ হিসেবে আলাক হল সম্মিলিতরাপে শুক্র ও ডিশ্বানুর জরায়ু-সংলগ্ন সেই অবস্থার নাম, যা আলাক-এর আভিধানিক অর্থের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। যাই হোক এ শব্দটি থেকেই সুরার নাম হয়েছে সূরা আলাক-অনুবাদক।

3 পড় এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব। ❁

4 যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, ❁

5 মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না। ☺ ❁

3. এ কথার ভেতর ইঙ্গিত রয়েছে, যদিও শিক্ষা দানের সাধারণ নিয়ম কলম দ্বারা লিখিত কোন কিছু পড়ানো, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ ছাড়াও চাইলে কাউকে শিক্ষাদান করতে পারেন। সুতরাং উম্মী হওয়া সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা লেখাপড়া জানা লোকের কল্পনায়ও আসে না।

6 বস্তুত মানুষ প্রকাশ্য অবাধ্যতা করছে ☺ ❁

4. দুনং থেকে সুরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলি হেরা গুহার উপরিউক্ত ঘটনার বহু কাল পর নাফিল হয়েছে। যে ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়াতসমূহ নাফিল হয়েছে তা হল, আবু জাহল ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোর শক্র। একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফের চতুরে নামায পড়েছিলেন। আবু জাহল দেখে বাধা দিল এবং এ কথাও বলল যে, তুমি নামায পড়লে আমি পা দিয়ে মাড়িয়ে তোমার গর্দান পিষে দেব (নাউফুবিল্লাহ)। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াতসমূহ নাফিল করেন।

7 কেননা সে নিজেকে স্বঘৎসম্পূর্ণ মনে করে ☺ ❁

5. অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও নেতৃত্বের কারণে নিজেকে এতটা বেনিয়ায ও বেপরোয়া মনে করে যে, তার ধারণা কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। পরবর্তী আয়তে আল্লাহ তাআলা বলছেন, শেষ পর্যন্ত সকলকেই আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন এসব জারিজুরি খতম হয়ে যাবে।

8 এটা নিশ্চিত যে, তোমার প্রতিপালকের কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে। ❁

9 তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে, যে বাধা দেয় ❁

10 এক বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে? ❁

11 আচ্ছা বল তো, সে (অর্থাৎ নামায আদায়কারী) যদি হেদায়েতের উপর থাকে ❁

12 অথবা তাকওয়ার আদেশ করে (তখন তাকে বাধা দেওয়া কি পথব্রহ্মতা নয়?)। ❁

13 আচ্ছা বল তো, সে (বাধাদানকারী) যদি সত্য প্রত্যাখ্যান করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, ❁

14 তবে সে কি জানে না আল্লাহ দেখছেন? ❁

15 খবরদার! সে নিবৃত্ত না হলে আমি তার মাথার অগ্রভাগের চুলগুচ্ছ ধরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব ❁

16 সেই চুলগুচ্ছ, যা মিথ্যাচারী, গুনাহগার ❁

17 সুতরাং সে ডাকুক তার জলসা-সঙ্গীদের ❁

18 আমিও ডাকব জাহানামের ফেরেশতাদের। ☺ ❁

৬. প্রথমে আবু জাহল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে বাধা দিলে তিনি তাকে ধর্মক দিয়েছিলেন। তখন আবু জাহল বলেছিল, মক্কায় আমি একা নই, আমার মজলিসেই বেশি লোক সমাগম হয় এবং সকলেই আমার সাথে আছে। তার জবাবে এ আয়াতে বলা হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সে যদি তার লোকজনকে ডাকে, তবে আমিও জাহানামের ফেরেশতাদেরকে ডাকব। কোন কোন বর্ণনায় আছে, আবু জাহল তাঁকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সামনে অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই থেমে যায়। তা না হলে ফেরেশতাগণ তার শরীর থেকে গোশত খসিয়ে ফেলত (আদ-দুররুল মানচুর)।

১৯ সাবধান! তার আনুগত্য করো না এবং সিজদা কর ও নিকটবর্তী হও। ১ ❁

৭. অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ বাক্য এটি। এর দ্বারা বোঝা যায়, সিজদা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার বিশেষ নৈকট্য অর্জিত হয়। এটি সিজদার আয়াত। এটি পাঠ করলে বা শুনলে সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়।



♦ আল কুদ্র ♦

১ নিচয়ই আমি এটা (অর্থাৎ কুরআন) শবে কদরে নাযিল করেছি। ১ ❁

১. এর এক অর্থ তো এই যে, এ রাতে সম্পূর্ণ কুরআন লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে নাযিল করা হয়। তারপর হযরত জিবরাউল আলাইহিস সালাম সেখান থেকে অল্প-অল্প করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসতে থাকেন, যা তেইশ বছরে শেষ হয়। দ্বিতীয় অর্থ হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন নাযিলের সূচনা হয় শবে কদরে। শবে কদর রম্যানের শেষ দশকের যে-কোন বেজোড় রাতে হতে পারে, অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাত।

২ তুমি কি জান শবে কদর কী? ❁

৩ শবে কদর এক হাজার মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ৩ ❁

২. অর্থাৎ এক হাজার মাস ইবাদত করলে যে সওয়াব হতে পারে এই এক রাতের ইবাদতে তার চেয়েও বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

৪ সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রাহ প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অবর্তীর্ণ হয়। ৩ ❁

৩. এ রাতে ফেরেশতাদের পৃথিবীতে নেমে আসার দুটি উদ্দেশ্য থাকে। (এক) এ রাতে যারা ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকে, ফেরেশতাগণ তাদের জন্য দুআ করে, যেন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। (দুই) দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সারা বছরে যা-কিছু ঘটবে বলে তাকদীরে ফয়সালা হয়ে আছে, আল্লাহ তাআলা এ রাতে তা ফেরেশতাদের উপর ন্যস্ত করেন, যাতে তারা যথাসময়ে তা কার্যকর করেন। 'প্রত্যেক কাজে অবর্তীর্ণ হওয়া-এর এ ব্যাখ্যাই মুফাসিরগণ করেছেন।'

৫ সে রাত (আদ্যোপাত্ত) শান্তি ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত। ৪ ❁

৪. অর্থাৎ সে রাতে ফিরিশতাগণ মুমিনদেরকে সালাম জানায় এবং সে রাতে আল্লাহ তাআলা মানব জাতির জন্য শুধু কল্যাণ ও শান্তিরই ফয়সালা করেন। -অনুবাদক



♦ আল বাইয়িনাহ ♦

১ যারা কুফরী করেছে সেই কিতাবী ও মুশরিকগণ ততক্ষণ পর্যন্ত নিবৃত্ত হওয়ার ছিল না, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসে। ১ ❁

১. এ আয়াতসমূহে নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তা এই যে, জাহেলী যুগে যারা কাফের ছিল, তাতে তারা মুশরিক ও পৌত্রলিক হোক বা কিতাবী, তারা তাদের কাছে এক সুস্পষ্ট প্রমাণ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কুফর পরিত্যাগ করার ছিল না। সুতরাং যারা মুক্তমন নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা সম্পর্কে চিন্তা করেছে তারা বাস্তবিকই কুফর থেকে তাওবা করে ঈমান এনেছে। অবশ্য যারা স্বভাবগতভাবেই জেদী মানসিকতার ছিল তারা এ নি'আমত থেকে বঞ্চিত থেকেছে।

- 2 অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে একজন রাসূল, যে পবিত্র গ্রন্থ পড়ে শোনাবে। ♦
- 3 যাতে সরল-সঠিক বিষয় লেখা থাকবে। ♦
- 4 যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা পৃথক হয়ে গিয়েছিল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই। ✎ ♦
 2. কিতাবীদের মধ্যে যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের উজ্জ্বল প্রমাণাদি দেখার পরও ঈমান আনেনি, এ আয়াতে তাদের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ উচিত তো ছিল তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনকে একটি মহা নি'আমত মনে করবে। কিন্তু উল্লেখ জিদ ও ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল এবং পৃথক পথ অবলম্বন করল, অর্থ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গিয়েছিল। [تَرْقِيَة-এর আরেক অর্থ হতে পারে বিভক্ত হয়ে গেল], অর্থাৎ তাদের কিছু সৎখ্যক কুরআন ও শেষনবীর প্রতি ঈমান আনল, কিন্তু অধিকাংশেই প্রত্যাখ্যান করল। -অনুবাদক]
- 5 তাদেরকে কেবল এই আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, আনুগত্যকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য খালেস রেখে এবং নামায কায়েম করবে ও ধাকাত দেবে আর এটাই সরল সঠিক উম্মতের দীন। ♦
- 6 নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে সেই কিতাবী ও মুশারিকগণ জাহানামের আগুনে যাবে, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধিম। ♦
- 7 আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারাই সৃষ্টির সেরা। ♦
- 8 তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের পুরস্কার হল স্থায়ীবাসের জাহান, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি খুশী থাকবেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি খুশী থাকবে। এসব তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে। ♦



♦ আল ফিল্যাল ♦

- 1 যখন পৃথিবীকে আপন কম্পনে ঝাঁকিয়ে দেওয়া হবে ♦
- 2 এবং ভূমি তার ভার বের করে দেবে ✎ ♦
 1. অর্থাৎ ভূ-গর্ভে যত মৃত ব্যক্তি সমাধিস্থ আছে তারাও বের হয়ে আসবে এবং যত খনিজ পদার্থ আছে, ভূমি তাও উগলে দেবে। এক হাদীসে আছে, কেউ অর্থ-সম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করে থাকলে বা অর্থ-সম্পদের কারণে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার পদদলিত করে থাকলে কিংবা চুরি-ডাকাতি করে থাকলে সে সেই সম্পদ দেখে বলবে, আহা! এটাই সেই সম্পদ যার জন্য আমি এসব গুনাহ করেছিলাম। অতঃপর কেউ আর সেই সোনা-রপ্তান দিকে ভ্ৰক্ষেপ করবে না।
- 3 এবং মানুষ বলবে, তার কী হল? ♦
- 4 সে দিন পৃথিবী তার যাবতীয় সংবাদ জানিয়ে দেবে। ✎ ♦
 2. অর্থাৎ ভূমিতে মানুষ যত ভালো বা মন্দ কাজ করে, সে দিন ভূমি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।
- 5 কেননা তোমার প্রতিপালক তাকে সেই আদেশই করবেন। ♦

৬ সে দিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে। ৩ ☈

৩. 'প্রত্যাবর্তন করবে'-এর এক অর্থ হতে পারে কবর থেকে বের হয়ে হাশের ময়দানের দিকে যাওয়া। সেক্ষেত্রে 'কৃতকর্ম দেখানো'-এর অর্থ হবে 'আমলনামা' দেখানো। আর প্রত্যাবর্তন করার দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়ার পর মানুষ বিভিন্ন অবস্থায় ফিরবে। যারা পুণ্যবান তারা তো ফিরবে ভালো অবস্থায়; তাদেরকে তাদের সৎকর্মের পূরকার দেখানো হবে আর যারা পাপিষ্ঠ, তারা ফিরবে মন্দ অবস্থায়; তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেখানো হবে।

৭ সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে ☈

৮ এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করে থাকলে তাও দেখতে পাবে। ৪ ☈

৪. 'অসৎকর্ম দ্বারা সেই সব পাপাচার বোঝানো হয়েছে, ব্যক্তি দুনিয়ায় যা থেকে তাওবা করেনি। কেননা খাঁটি তাওবা দ্বারা পাপাচার এমনভাবে মাফ হয়ে যায়, যেন সে পাপকর্ম করেইনি। খাঁটি তাওবার জন্য শর্ত হলো, যদি পাপের প্রতিকার করা সম্ভব হয়, তবে প্রতিকার করে ফেলা, যেমন কারণ হক নষ্ট করে থাকলে তা পরিশোধ করে ফেলা বা তার থেকে ক্ষমা করিয়ে নেওয়া, যদি ফরয ছুটে যায়, তবে তার কায়া করে নেওয়া ইত্যাদি।'



♦ আল আদিয়াত ♦

১ শপথ সেই ঘোড়াসমূহের, যারা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায় ☈

২ তারপর যারা (খুরের আঘাতে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করে। ☈

৩ তারপর প্রভাতকালে আক্রমণ চালায় ☈

৪ এবং তখন ধুলো উড়ায় ☈

৫ তারপর সেই সময়ই (শক্র সৈন্যের) কোন ভীড়ের মাঝখানে চুকে পড়ে। ১ ☈

১. এর দ্বারা জঙ্গী ঘোড়া বোঝানো হয়েছে, যাতে চড়ে সেকালে যুদ্ধ করা হত। প্রথম দিকের আয়াতসমূহে সেই ঘোড়াদের যুদ্ধকালীন বিভিন্ন অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। তো সেই অবস্থাবিশিষ্ট ঘোড়াদের শপথ করার তৎপর্য এই যে, জঙ্গী ঘোড়া মালিকের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও ভক্ত হত যে, প্রভুর আদেশ পালনের জন্য কোনও রকমের ঝুঁকি গ্রহণে ইতস্তত করে না। এমনকি তার জীবন রক্ষার জন্য নিজ প্রাণের ঝুঁকি পর্যন্ত গ্রহণ করে। এতবড় শক্তিশালী প্রাণীকে আল্লাহ তাআলা মানুষের কতই অনুগত ও ওফাদার বানিয়ে দিয়েছেন। এর দ্বারা গুনাহগার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, ঘোড়া তো নিজ প্রভুর এ রকম ভক্ত ও বিশ্বস্ত, অথচ মানুষ হয়ে সে নিজ প্রষ্ঠা ও মালিকের ওফাদারী করছে না, তাঁর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে না, উল্লেখ তার নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছে। ৬নং আয়াতে সে কথাই বলা হচ্ছে যে, মানুষ তার প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৬ মানুষ তার প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ। ☈

৭ এবং সে নিজেই এ বিষয়ে সাক্ষী ২ ☈

২. অর্থাৎ তার কার্যকলাপ সাক্ষ্য দেয় যে, সে বড় অকৃতজ্ঞ।

৮ এবং বন্তত সে ধন-সম্পদের ঘোর আসক্ত ৩ ☈

৩. এর দ্বারা অর্থ-সম্পদের এমন আসক্তি বোঝানো হয়েছে, যা দীনী দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে বাধা হয় বা গুনাহে লিপ্ত হতে উৎসাহ যোগায়।

9 তবে কি সে সেই সময় সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, যখন কবরে যা-কিছু আছে তা বাইরে উৎক্ষিপ্ত হবে *

10 এবং বুকের ভেতর যা-কিছু আছে, তা প্রকাশ করে দেওয়া হবে? ৪ *

4. অর্থাৎ মৃতদেরকে কবর থেকে বের করে ফেলা হবে এবং মানুষের মনে যেসব কথা গোপন আছে, তা প্রকাশ হয়ে যাবে।

11 নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালক সে দিন তাদের (যে অবস্থা হবে, সে) সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবহিত। *



♦ আল ক্লারিয়াহ্ ♦

1 (স্মরণ কর) সেই ঘটনা, যা (অন্তরাত্মা) কাঁপিয়ে দেবে *

2 (অন্তরাত্মা) প্রকস্পিতকারী সে ঘটনা কী? *

3 তুমি কি জান (অন্তরাত্মা) প্রকস্পিতকারী সে ঘটনা কী? ১ *

1. এর দ্বারা কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। তা যে কী ভয়ঙ্কর ঘটনা তা যথাযথভাবে উপলক্ষ্য করা তো কারও পক্ষে সন্তুষ্ট নয়। তাই পরবর্তী আয়তসমূহ তার কিছু নমুনা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে তা দ্বারা সে দিনের বিভীষিকা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান লাভ হয় -অনুবাদক।

4 যে দিন সমস্ত মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হয়ে যাবে। *

5 এবং পাহাড়সমূহ হবে ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত। *

6 তখন যার পাল্লা ভারী হবে *

7 সে তো সন্তোষজনক জীবনে থাকবে *

8 আর যার পাল্লা হালকা হবে *

9 তার ঠিকানা হবে এক গভীর গর্ত *

10 তুমি কি জান তা কী? *

11 এক উত্তপ্তি আগুন। ১ *

2. দুনিয়ার আগুনও তো উত্তপ্তি হয়ে থাকে তা সঙ্গেও জাহাঙ্গীর আগুনের বিশেষণ হিসেবে 'উত্তপ্তি' শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো হচ্ছে যে, সে আগুনের তাপ এত তীব্র, যেন সে তুলনায় দুনিয়ার আগুন উত্তপ্তি নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন -অনুবাদক।



♦ আত তাকাতুর ♦

১ (পার্থিব ভোগ সামগ্রীতে) একে অন্যের উপর আধিক্য লাভের প্রচেষ্টা তোমাদেরকে উদাসীন করে রাখে। ✶ *

১. অর্থাৎ দুনিয়ার সম্পদ বেশি-বেশি কুড়ানোর ধার্ঘায় পড়ে তোমরা আখেরাত ভুলে গেছ।

২ যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে পৌঁছ। *

৩ কিছুতেই এরূপ সমীচীন নয়। শীঘ্ৰই তোমরা জানতে পারবে। *

৪ আবারও (শোন), কিছুতেই এরূপ সমীচীন নয়। শীঘ্ৰই তোমরা জানতে পারবে। *

৫ কক্ষণও নয়। তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানের সাথে যদি এ কথা জানতে (তবে এরূপ করতে না)। *

৬ তোমরা জাহানাম অবশ্যই দেখবে। ✶ *

২. অর্থাৎ যারা জানাতে যাবে তাদেরকেও জাহানাম দেখানো হবে, যাতে তারা জানাতের প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারে। দেখুন সূরা মারয়াম (১৯ : ৭১)।

৭ তোমরা অবশ্যই তা দেখবে চাকুষ প্রত্যয়ে। *

৮ অতঃপর সে দিন তোমাদেরকে নি'আমতরাজি সম্পর্কে জিজেস করা হবে (যে, তোমরা তার কী হক আদায় করেছ?) ✶ *

৩. অর্থাৎ দুনিয়ায় যেসব নি'আমত তোমরা লাভ করেছিলে সে কারণে তোমরা আল্লাহ তাআলার কী শোকর আদায় করেছ এবং তাঁর কেমন আনুগত্য করেছ?



♦ আল আচুর ♦

১ কালের শপথ! ✶ *

১. অর্থাৎ কালের ইতিহাস সাক্ষ দেয়, যারা ঈমান ও সৎকর্ম থেকে বঞ্চিত থাকে, তারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা এ রকম বহু জাতিকে দুনিয়াতেই আসমানী আয়াবের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক মুগে আল্লাহ তাআলার নাবিলকৃত কিতাব ও তাঁর প্রেরিত নবীগণ মানুষকে সতর্ক করেছেন যে, যদি ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন না করা হয়, তবে আখেরাতের কঠিন শান্তি মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে।

২ বস্তুত মানুষ অতি ক্ষতির মধ্যে আছে। *

২. এ আয়াত শিক্ষা দিচ্ছে আখেরাতের মুক্তির জন্য কেবল নিজেকে শোধানোই যথেষ্ট নয়। বরং নিজ-নিজ প্রভাব বলয়ের ভেতর অন্যদেরকে সত্য-সঠিক বিষয়ে তাগিদ করা ও সবর অবলম্বন করতে উপদেশ দেওয়াও জরুরি। পূর্বেও কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে যে, 'সবর' কুরআন মাজীদের একটি পরিভাষা। এর অর্থ হল, যখন মানুষের মনের চাহিদা ও কামনা-বাসনা তাকে কোন ফরয কাজ আদায় থেকে বিরত রাখতে চায়, কিংবা কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে উৎসাহ যোগায়, তখন মনের সে ইচ্ছাকে দমন করা আর যখন কোন অনাকাঙ্গিত বিষয় সামনে এসে যায়, তখন আল্লাহ তাআলার ফায়সালায় খুশী থাকা ও সে সম্পর্কে কোন রকম অভিযোগ তোলা হতে নিজেকে বিরত রাখা। অবশ্য তাকদীর সম্পর্কে অভিযোগ না তুলে সেই অনাকাঙ্গিত বিষয় থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করা এবং বৈধতার সীমার ভেতর থেকে সেজন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সবরের পরিপন্থী নয়। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আলে-ইমরানের শেষ আয়াতের টাকা দেখুন।

করাচি। ১২ই রম্যানুল মোবারক ১৪২৯ হিজরী (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৮ শে মহরের ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৪ঠা জানুয়ারি ২০১১ খ্রি)।

৩ তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং একে অন্যকে সত্যের উপদেশ দেয় ও একে অন্যকে সবরের উপদেশ দেয়। ✶ *



♦ আল হুমায়াহ ♦

১ বহু দুঃখ আছে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির, যে পেছনে অন্যের বদনাম করে (এবং) মুখের উপরও নিন্দা করে। ১ ❁

১. কারো পেছনে বদনাম করাকে গীরত বলে। সূরা হজুরাত (৪৯ : ১২)-এ একে অত্যন্ত ন্যাক্তারজনক পাপ বলা হয়েছে। কাউকে তার মুখের উপর নিন্দা করলে মনে দুঃখ পায়। এটাও অনেক বড় গুনাহ।

২ যে অর্থসংগ্রহ করে ও তা বারবার গুণে দেখে। ❁

৩ সে মনে করে তার সম্পদ তাকে চিরজীবি করে রাখবে। ৩ ❁

২. বৈধ পন্থায় অর্থ-সম্পদ উপার্জন করলে কোন গুনাহ নেই। কিন্তু তাতে এত বেশি আসন্ত হয়ে পড়া যে, সর্বক্ষণ তা গুণতে থাকবে, এটা কিছুতেই পছন্দনীয় নয়। কেননা সম্পদের এমন মোহ মানুষকে গুনাহের কাজে উৎসাহিত করে। তাছাড়া সম্পদের ভালোবাসা ঘথন কারও উপর এভাবে সওয়ার হয়ে যায়, তখন সে মনে করে তার সব সমস্যার সমাধান সম্পদ দ্বারাই হয়ে যাবে। ফলে সে মৃত্যু ও আখেরাত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ গাফেল হয়ে যায় এবং দুনিয়াদারীর এমন সব পরিকল্পনা হাতে নেয়, যাতে মনে হয় সে চিরদিন বেঁচে থাকবে; তার অর্থ-সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে।

৪ কক্ষণও নয়। তাকে তো এমন স্থানে নিষ্কেপ করা হবে, যা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। ❁

৫ তুমি কি জান সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জিনিস কী? ❁

৬ তা আল্লাহর প্রজ্ঞালিত আগুন। ❁

৭ যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে ❁

৮ নিশ্চয়ই তা তাদের উপর আবদ্ধ করে রাখা হবে। ❁

৯ যখন তারা (আগুনের) লম্বা-চওড়া স্তন্ত্রসমূহের মধ্যে (পরিবেষ্টিত) থাকবে। ৩ ❁

৩. আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন। জাহানামে আগুনের শিখা হবে লম্বা-চওড়া স্তন্ত্রের মত এবং তা চারদিক থেকে জাহানামীদেরকে এমনভাবে ঘিরে রাখবে যে, তাদের বের হওয়ার কোন পথ থাকবে না।



♦ আল ফীল ♦

১ তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে কী ব্যবহার করেছেন? ১ ❁

১. ইশারা আবরাহার সেনাবাহিনীর প্রতি, যারা কাবা শরীফের উপর হামলা চালানোর জন্য হাতির উপর সওয়ার হয়ে এসেছিল। [الله 'ফীল' মানে হাতি। এরই থেকে সূরাটির নাম হয়েছে সূরা ফীল]। আবরাহা ছিল ইয়ামানের শাসক। সে ইয়ামানে এক জমকালো গির্জা নির্মাণ করে ইয়ামানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছিল, এখন থেকে কেউ আর হজ্জ করার জন্য মক্কায় যাবে না। এই গির্জাকেই বায়তুল্লাহ মনে করবে।

আরবের মানুষ যদিও মূর্তি পূজক ছিল, কিন্তু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের তালীম ও তাবলীগের কারণে কাবা শরীফের মর্যাদা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। কাজেই আবরাহার এ ঘোষণার কারণে তাদের অন্তরে প্রচণ্ড ক্ষেত্র ও ঘণ্টা সৃষ্টি হল। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটল এভাবে যে, কেউ সিয়ে রাতের বেলা সেই গীজায় মলত্যাগ করে আসল। কোন-কোন বর্ণনায় আছে, গীজাটির একাংশে আগুনও লাগিয়ে

দিয়েছিল। আবরাহা এ ঘটনা শুনে আক্রোশে উদ্ব্ধৃত হয়ে উঠল। সে এমনই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল যে, এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলন এবং তাদের নিয়ে মক্ষা মুকাররমার পথে যাত্রা করল। পথে আরবের কয়েকটি গোত্র তার সঙ্গে যুদ্ধ করল, কিন্তু আবরাহার বিশাল বাহিনীর কাছে তারা পরাস্ত হল। শেষ পর্যন্ত সে মক্ষা মুকাররমার কাছাকাছি 'মুগাম্মাস' নামক এক স্থানে পৌঁছে গেল। পর দিন ভোরে যখন বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে অগ্রসর হতে চাইল, তখন তার হাতি কিছুতেই সে দিকে যেতে চাইল না। ঠিক এ মুহুর্তেই সাগরের দিক থেকে আশ্চর্য ধরনের এক ঝাঁক পাখি উড়ে আসল এবং আবরাহার গোটা বাহিনীর উপর দিয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলল। প্রতিটি পাখি তিনটি করে কক্ষের বহন করছিল। তারা সেগুলো সৈন্যদের উপর বর্ষণ করল। সে কক্ষের এমন কাজ হল যা গোলা-বারুদ দিয়েও সম্ভব হয় না। যার উপরই সে কক্ষের পড়ত তার শরীর ভেদ করে তা মাটিতে চুকে যেত। এ আয়াব দেখে সবগুলো হাতি পালাতে শুরু করল। কিছু সৈন্য তো সেখানেই ধ্বংস হল। আর যারা পালিয়েছিল, তাদের সকলেও রাস্তায় মারা গেল। আবরাহার মৃত্যু হল সর্বাপেক্ষা দৃষ্টান্তমূলকভাবে। তার সারা দেহে এমন বিষ ছড়িয়ে পড়ল যে, তাতে শরীরের জোড়ায়-জোড়ায় পচন ধরল। এ আবস্থায়ই তাকে ইয়ামানে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে গলে-পচে একদম খতম হয়ে গেল। তার দুই মাহত মক্ষা মুকাররমায় থেকে গিয়েছিল। তারা অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনাটি ঘটেছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সমান্য আগে। হযরত আয়েশা ও তাঁর বোন হযরত আসমা (রায়ি) সেই অন্ধ লোক দুটিকে দেখেছিলেন। (বিস্তারিত জানার জন্য মাআরিফুল কুরআন দেখুন)। এ সূরার ঘটনাটি উল্লেখ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার শক্তি অনেক বড়। যারা আপনার দুশ্মনীতে কোমর বেঁধে লেগেছে শেষ পর্যন্ত তারাও হাতিওয়ালাদের মত ধ্বংস হবে।

2 তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? *

3 তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি ছেড়ে দিয়েছিলেন, *

4 যারা তাদের উপর পাকা-মাটির পাথর নিষ্কেপ করছিল। *

5 সুতরাং তিনি তাদের খেয়ে ফেলা ভুসির মত করে ফেলেন। *



♦ কুরাইশ ♦

1 যেহেতু কুরাইশের লোকেরা অভ্যন্ত *

2 অর্থাৎ তারা শীত ও গ্রীষ্মকালে (ইয়ামান ও শামে) সফর করতে অভ্যন্ত। ১ *

1. এ সূরার প্রেক্ষাপট এই যে, জাহেলী যুগে অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের আগে আরব অঞ্চলে মানুষের জ্ঞান-মালের নিরাপত্তা ছিল না। হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি ব্যাপক আকারে ধারণ করেছিল। কেউ নিরাপদে স্বাধীনভাবে সফর করতে পারত না। কেননা পথে যেমন চোর-ডাকাতের ভয় ছিল তেমনি আশঙ্কা ছিল শক্র গোত্রের লোকে তাকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু কুরাইশ গোত্র যেহেতু বাইতুল্লাহ শরীফের আশপাশে বাস করত এবং তারা এ পবিত্র ঘরের সেবা করত। তাই আরবের সমস্ত লোকই তাদেরকে সম্মান করত। তারা যখন সফর করত কেউ তাদের কোন ক্ষতি করত না। সুতরাং তারা প্রতি বছর শীতকালে শামে ও গ্রীষ্মকালে ইয়ামানে নিরাপদ বাণিজ্যিক সফর করত। তাদের আয়-রোজগার এসব সফরের উপরই নির্ভরশীল ছিল। মক্ষা মুকাররমায় কোন খেত-খামার ছিল না। তা সত্ত্বেও এসব সফরের কারণে তারা সচল জীবন যাপন করত।

আল্লাহ তাআলা এ সূরায় তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, সারা আরবে তাদের যে সম্মান এবং যে কারণে তারা শীত ও গ্রীষ্মকালে নিরাপদে বাণিজ্যিক প্রমাণ করতে পারে, এসব এই বাইতুল্লাহ শরীফেরই বরকত এবং এ ঘরের প্রতিবেশী হওয়ার কারণেই সকলে তাদেরকে বিশেষ সম্মান ও খাতির করে। সুতরাং তাদের উচিত এ ঘরের মালিক অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা ও মৃত্যুপূর্বোক্ত পরিত্যাগ করা।

কেননা এ ঘরের কারণেই তো তারা খাবার পাচ্ছে এবং এরই কারণে তারা শক্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করছে। এর মধ্যে শিক্ষা রয়েছে যে, কোন দীনী সম্পর্কের কারণে যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বিশেষ কোন সুবিধা ভোগ করে তার অন্যদের তুলনায় বেশি ইবাদত-বল্দেগীতে লিপ্ত থাকা উচিত।

3 তাই তারা যেন এই ঘরের মালিকের ইবাদত করে, *

4 যিনি তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন। *



♦ আল মাউন ♦

১ তুমি কি দেখেছ তাকে, যে কর্মফলকে অঙ্গীকার করে? ✶

২ সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়, ১ ✶

1. কয়েকজন কাফের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাদের কাছে কোন ইয়াতীম সাহায্য চাইতে আসলে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত। এ কাজটি যে-কারণে জন্যই নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক এবং অতি বড় গুনাহ। কিন্তু বিশেষভাবে কাফেরদের কথা বলে ইশারা করা হয়েছে যে, এ কাজটি মূলত কাফেরাই করতে পারে। কোন মুসলিমের থেকে এরপ আশা করা যায় না।

৩ এবং মিসকীনকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না ২ ✶

2. অর্থাৎ নিজে তো গরীব-দুঃখীর সাহায্য করেই না, অন্যকেও করতে উৎসাহ দেয় না।

৪ সুতরাং বড় দুর্ভোগ আছে সেই নামাযীদের, ✶

৫ যারা তাদের নামাযে গাফলতি করে ৩ ✶

3. নামাযে গাফলতি করার এক অর্থ তো নামায একদম না পড়া। দ্বিতীয়ত এটাও গাফলতির অন্তর্ভুক্ত যে, কেউ নামায পড়ল তো বটে, কিন্তু সহীহ তরীকায় পড়ল না।

৬ যারা মানুষকে দেখায় ৪ ✶

4. অর্থাৎ নামায পড়লেও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য পড়ে না; বরং উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে দেখানো। মূলত এ কাজটি ছিল মুনাফেকদের। যেখানে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে, সেই মক্কা মুকাররমায় যদিও কোন মুনাফেক ছিল না, কিন্তু কুরআন মাজীদ যেহেতু সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করে থাকে, আর ভবিষ্যতে এ রকম মুনাফেক সৃষ্টি হওয়ার সন্তান ছিল, যেমনটা পরবর্তীকালে মদীনা মুনাওয়ারায় হয়েছে, তাই আগেই এ গুনাহের কথা বর্ণনা করে দিয়েছে।

৭ এবং অন্যকে মামুলী বস্তু দিতেও অঙ্গীকার করে। ৫ ✶

5. 'মামুলী ডিনিস' এটা -الملعون- এর তরজমা। এ শব্দটি দ্বারাই সুরার নামকরণ করা হয়েছে। মূলত মাউন এমন সব ছোট-খাট ডিনিসকে বলে, যা এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীর কাছে চেয়ে থাকে, যেমন থালা-বাসন ইত্যাদি। পরবর্তীতে শব্দটি আরও ব্যাপক হয়ে যায়, ফলে যে-কোন সাধারণ বস্তুকেই মাউন বলা হতে থাকে। হ্যরত আলী (রাযি) সহ কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, তারা এর ব্যাখ্যা করেছেন যাকাত, যেহেতু তাও মানুষের সম্পদের মামুলী অংশ (চালিশ ভাগের এক ভাগ) হয়ে থাকে। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি) থেকে এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর কাছে গৃহস্থালীর ব্যবহার ডিনিস চাইলে তা না দেওয়া।



♦ আল কাউছার ♦

১ (হে রাসূল!) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি। ১ ✶

1. 'কাওছার'-এর শাব্দিক অর্থ প্রভৃত কল্যাণ। জানাতের একটি বিশেষ হাওজের নামও কাওছার, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তৃস্থানীন থাকবে। তাঁর উম্মত সে পানি দ্বারা পরিত্পু হবে। হাদীসে আছে, সে হাওজের পেয়ালা আকাশের তারকারাশির মত বিপুল সংখ্যক হবে। এখানে 'কাওছার'-এর অর্থ যদি করা হয় 'প্রভৃত কল্যাণ', তবে 'হাওজে কাওছার'-ও তার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২ সুতরাং তুমি নিজ প্রতিপালকের (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য নামায পড় ও কুরবানী দাও। ✶

৩ নিশ্চয়ই তোমার যে শক্র তারই শেকড় কাটা। *

২. 'শেকড় কাটা' কুরআন মাজীদের শব্দ হল বি। (আবতার) শান্তিক অর্থ, যার শেকড় কাটা। আরববাসী 'আবতার' শব্দটি এমন লোকের জন্য ব্যবহার করে যার বংশধারা চালু থাকে না, অর্থাৎ যার কোন পুত্র সন্তান থাকে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল পুত্র সন্তান ইন্তেকাল করলে আস ইবনে ওয়াইল ও অন্যান্য কাফেরগণ তাঁর প্রতি কটাক্ষ করে বলতে লাগল, তিনি আবতার, তার বংশ রক্ষা হবে না। তারই জবাবে আল্লাহ তাআলা এ সুরাটি নাখিল করেছিলেন। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তো আপনাকে কাওছার দান করেছেন। আপনার উরসজাত পুত্র রেঁচে না থাকলে ক্ষতি কি? আপনার রহস্য পুত্র তো আগপ্য। তারই আপনার নাম রাখবে এবং আপনার দীন নিয়ে এগিয়ে চলবে। 'আবতার' তো আপনার শক্রগণ। মৃত্যুর পর তাদের কোন নাম-নিশানা বাকি থাকবে না। বাস্তবে তাই হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমর হয়ে আছেন ও থাকবেন। তাঁর নাম বিশ্বের সর্বত্র ভঙ্গি-শুন্দর সাথে উচ্চারিত হয়ে থাকে। আলহামদুল্লাহ তাঁর পরিত্র জীবন-চরিত্রে চৰ্চা একটা জীবন্ত বিষয় হয়ে আছে। অপর দিকে যারা তাঁর নিন্দা করত, তাদেরকে কেউ চেনেও না আর কেউ তাদের নামোঞ্জেখ করলেও ঘৃণা ও অবঙ্গার সাথেই করে।



♦ আল কাফিরুন ♦

১ বলে দাও, হে সত্য-অঙ্গীকারকারীগণ! *

২ আমি সেই সব বন্তুর ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা কর, *

৩ এবং তোমরা তাঁর ইবাদত কর না যার ইবাদত আমি করি। *

৪ এবং আমি (ভবিষ্যতে) তার ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা কর। *

৫ এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। *

৬ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন। ১ *

১. এ সুরাটি নাখিল হওয়ার পটভূমি এই যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়াইল প্রমুখ মুক্তার কাফের নেতৃবৃন্দ একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই সময়োত্ত প্রস্তাব পেশ করল যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করুন, পরের বছর আমরা আপনার মাঝের ইবাদত করব। অন্য কিছু লোকও এ জাতীয় আরও কিছু প্রস্তাব রেখেছিল, সবগুলো প্রস্তাবের সারকথা ছিল এটাই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে-কোনভাবে কাফেরদের রীতি অনুযায়ী ইবাদত করতে রাজি হলে উভয় পক্ষের মধ্যে সময়োত্ত হতে পারে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ সুরাটি নাখিল হয় এবং এতে দ্ব্যর্থীন ভাষায় বলে দেওয়া হয় যে, কুফর ও ঈমান সম্পূর্ণ আলাদা দুটো জিনিস। তার মধ্যে এ রকম কোন মীমাংসা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, যা দ্বারা সত্য-মিথ্যার প্রভেদ ঘুচে যাবে এবং সত্য দীনের সাথে কুফর ও শিরকের মিশ্রণ ঘটে যাবে। হ্যাঁ, তোমরা যদি সত্য কবুল করতে প্রস্তুত না হও, তবে ঠিক আছে, নিজেদের প্রান্ত ধর্ম মতে কাজ করতে থাক। যার পরিণাম একদিন তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। আর আমিও আমার নিজ দীনের অনুসরণ করে যাব, যার দায়-দায়িত্ব আমার নিজের। এর দ্বারা বোঝা গেল, অমুসলিমদের সাথে এমন কোন চুক্তি জায়ে নয়, যার ফলে তাদের ধর্মীয় কোন রীতি-রেওয়াজ গ্রহণ করতে হয়। হ্যাঁ নিজ দীনের উপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত থেকে তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি হতে পারে, যেমন সুরা আনফালে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে (৮ : ৬১)।

[তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন' একথার দ্বারা কুফরের অনুমোদন দেওয়া হয়নি এবং দাওয়াত ও জিহাদকেও নিষিদ্ধ করা হয়নি; বরং তারা যে সময়োত্ত প্রস্তাব করেছিল সেটাকেই সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, তোমাদের দীন কুফর ও শিরকের আর আমার দীন তাওহীদের। এ দুয়োর মধ্যে সময়োত্ত সন্তুষ্ট নয়। বরং তোমাদের কর্তব্য ওই প্রান্ত ধর্ম ত্যাগ করে সত্ত্বের ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করা। তা করতে যদি প্রস্তুত না হও, তবে থাক তোমাদের ধর্ম নিয়ে, কিন্তু মনে রেখ সেজন্য তোমাদেরকে খেসারতও দিতে হবে। কেননা আমি তো আমার সত্য ধর্ম নিয়েই থাকব। আর এটা যেহেতু সার্বজনীন দীন, তাই আমার ও এর অনুসারীদের কর্তব্য বিশ্বব্যাপী এর প্রচার করা এবং যারা তাতে বাধা দেবে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। তাতে আল্লাহ তাঁর দীনকে জয়যুক্ত করবেন এবং বিরুদ্ধাদীদেরকে করবেন পর্যন্ত। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত ও জিহাদী কার্যক্রম চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত মুক্তা বিজয় হয় এবং যারা বিরুদ্ধাদীরণে জিদ ধরে থাকে তারা ধ্বংস হয়। প্রবর্তীকালে সাহাবায়ে কিরামও বিশ্বব্যাপী এ দীনের দাওয়াত ও জিহাদী কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

আয়াতের আরেক অর্থ হতে পারে তোমাদের কর্মফল তোমাদের ভোগ করতে হবে এবং আমার কর্মফল আমি ভোগ করব। কাজেই যদি আমার দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ না কর তবে তার অশুভ পরিণামের জন্য তোমরা প্রস্তুত থাক। তা দুনিয়ায়ও ভোগ করতে হতে পারে আর আর্থিকাতে তো অবশ্যই।

সুতরাং 'যার ধর্ম তার' বা 'ধর্ম প্রত্যেকের বাস্তিগত ব্যাপার, এ নিয়ে দাওয়াতদাতা, আলেম-উল্লামা বা রাস্তায় কর্তৃপক্ষের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই' এ জাতীয় বিভাস্তিমূলক বক্তব্য প্রসঙ্গে এ আয়াতকে টেনে আনলে নিঃসন্দেহে তা হবে আয়াতটির সম্পূর্ণ অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ। আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুন। -অনুবাদক]



♦ আন নাসুর ♦

1 যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে । ♦

1. এর দ্বারা মুক্তি মুকাররমার বিজয় বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যখন আপনার হাতে মুক্তি মুকাররমার বিজয় লাভ হবে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মত অনুযায়ী এ সূরাটি মুক্তি বিজয়ের কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এতে এক দিকে তো সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, মুক্তি মুকাররমা বিজিত হয়ে যাবে এবং তারপর আরবের মানুষ দলে-দলে ইসলাম প্রহণ করবে, আর বাস্তবে তাই হয়েছিল; অন্যদিকে চারদিকে ইসলাম বিস্তারের ফলে দুনিয়ায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য যেহেতু পূরণ হয়ে যাবে, তাই এরপর আর দুনিয়ায় তার বেশি দিন থাকার দরকার নেই, এভাবে এ সুরায় তাঁর আশু ওফাতের দিকেও ইশারা করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁকে আদেশ করা হয়েছে, তিনি যেন আল্লাহ তাআলার হামদ ও তাসৰীহতে রত হয়ে এবং তাঁর কাছে মাগফিরাত প্রার্থনা করে দুনিয়া হতে বিদায়ের প্রস্তুতি প্রহণ করেন। যখন এ সূরাটি নাযিল হল, সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই এতে প্রদত্ত সুসংবাদের কারণে খুব খুশী হলেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা এ সূরা শুনে কাঁদিতে শুরু করলেন। তিনি এর কারণ বর্ণনা করলেন যে, এ সূরা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, দুনিয়া থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় প্রহণের দিন কাছে এসে গেছে।

2 এবং তুমি মানুষকে দেখবে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করছে, ♦

3 তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। ২ নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল। ♦

2. যদিও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে পবিত্র ও মাঝুম ছিলেন এবং তাঁর অতুচ মর্যাদার দৃষ্টিতে কোন ভুল-চুক হয়ে গেলেও সূরা ফাতহ (৪৮ : ২)-এ আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন, তা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিন্যার্থে এবং উম্মতকে একথা শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যন্ত ইস্তিগফার করতে বলা হচ্ছে, তখন অন্যান্য মুসলিমদের তো অনেক বেশি গুরুত্বের সাথে ইস্তিগফারে লিপ্তি থাকা উচিত।

[কাজেই এর দ্বারা এরূপ ধারণার কোন অবকাশ নেই যে, নবওয়াতী দায়িত্ব পালনে তাঁর দ্বারা কোনো দুর্বলতা বা ক্রটি-বিচুতি হয়ে গিয়েছিল বলেই ক্ষমাপ্রার্থনার হুকুম করা হয়েছে। তা তো হওয়া সম্ভবও ছিল না আর বাস্তবে যে আদৌ হয়নি, বিদ্যায় হজের সময় লক্ষাধিক সাহবীর সাক্ষ্য দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। তারা সমস্তের বলে উঠেছিলেন, আপনি প্রচারকার্য সম্পূর্ণ করেছেন এবং আমান্তও আদায় করেছেন। তা সত্ত্বেও এরূপ ধারণা করলে তা হবে চরম গোমরাহী। -অনুবাদক]

এ সূরার তরজমা ও টাকার কাজ শেষ হলো ১৪ই রময়ানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী।

♦ আল লাহাব ♦

1 আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজে ধ্বংস হয়েই গেছে। ১ ♦

1. আবু লাহাব ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক চাচা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন, সে তাঁর শক্রু হয়ে গেল। বিভিন্নভাবে সে তাঁকে কষ্ট দিত। তিনি প্রথমবার যখন সাফা পাহাড়ে উঠে খান্দানের লোকদেরকে একত্র করেন এবং তাদেরকে ইসলাম প্রহণের আহ্বান জানান, তখন আবু লাহাব বলেছিল ।**‘তালক! ألهذا جمعتنا! তুমি ধ্বংস হও! এজন্যই তুমি আমাদেরকে ডেকেছ?’** তারই উত্তরে এ সূরাটি নাযিল হয়।

এর প্রথম আয়তে আবু লাহাবকে অভিশাপ দিয়ে বলা হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয়; বরং আবু লাহাবের দু'হাতই ধ্বংস হোক। আরবী বাগধারায় ‘হাত ধ্বংস হওয়া-এর দ্বারা ব্যক্তির ধ্বংসকেই বোঝানো হয়। তারপর বলা হয়েছে, ‘সে তো ধ্বংস হয়েই গেছে’ অর্থাৎ তার ধ্বংস হওয়াটা এমনই নিশ্চিত, যেন হয়েই গেছে। সুতরাং বদর যুদ্ধের সাত দিন পর সে আদসা (প্লেগের মত একটি রোগ)-এ আক্রান্ত হয়। আরবের লোক ছুত-ছাতে বিশ্বাসী ছিল। যার আদসা রোগ দেখা দিত, তাকে স্পর্শ করত না। কাজেই সে ওই রোগেই অস্পৃশ্য অবস্থায় মারা যায়। তার লাশে মারাত্মক দুর্গন্ধি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। লোকজন তাকে লাঠি দিয়ে ঠেলে একটা গর্তে মাটিচাপা দিয়ে রাখে (কুহল মাআনী)।

2 তার সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি ♦

3 অচিরেই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে । ♦

২. পুল (লাহাব) অর্থ লেলিহান অগ্নিশিখা। তাকে আবু লাহাব বলা হত এ কারণে যে, তার চেহারা আগুনের মত লাল ছিল। কুরআন মাজীদ এস্তে জাহানামের অগ্নিশিখা জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করে ইশারা করেছে যে, তাঁর নামের ভেতরই জাহানামে দক্ষ হওয়ার ইঙ্গিত আছে। সেই প্রসঙ্গ ধরেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরা 'লাহাব'।

৪ এবং তার স্তুতি, কাঠ বহনরত অবস্থায় ☈

৩. 'কাঠ বহনরত অবস্থায়'-এর দু' রকম ব্যাখ্যা আছে। কোন কোন মুফাসিসির বলেন, উচ্চে জামিল যদিও অভিজ্ঞাত পরিবারের নারী ছিল, কিন্তু ছিল ভৌষণ কৃপণ। এ কারণেই সে নিজেই জ্বালানি কাঠ বহন করে আনত। কেউ কেউ বলেন, সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাতায়াত পথে কাটাযুক্ত ডালপালা ফেলে রাখত। আয়তের ইশারা সে দিকেই। এ উভয় অবস্থায় কাঠ বহনের বিশেষণটি ইহ-জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। কোন কোন মুফাসিসিরের মতে এর দ্বারা তার জাহানামে প্রবেশের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সে কাঠের বোঝা বহনরত অবস্থায় জাহানামে প্রবেশ করবে। কুরআন মাজীদের শব্দাবলী সাধারণ। এর মধ্যে উভয় ব্যাখ্যারই অবকাশ আছে। আমরা যে তরজমা করেছি তারও এ দুরকম ব্যাখ্যাই করা যাব।

৪. আবু লাহাবের স্তুতির নাম ছিল উচ্চ জামিল। সেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোর শক্তি ছিল এবং এ ব্যাপারে স্থামীর পূর্ণ সহযোগী ছিল। কোন-কোন বর্ণনায় আছে, সে রাতের বেলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাতায়াত পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। এ ছাড়াও নানাভাবে তাঁকে কষ্ট দিত।

৫ গলদেশে মুঞ্জ (তৎ বিশেষ)-এর রশি লাগানো অবস্থায়। ☈

৫. প্রথমোন্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী, উচ্চে জামিল ঘখন কাঠ সংগ্রহ করে আনত তখন সে মুঞ্জের রশি দ্বারা তা বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে নিত। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটাও তার জাহানামে প্রবেশের একটা অবস্থা। জাহানামে তার গলায় মুঞ্জের রশির মত বেঁড়ি পরানো থাকবে।



♦ আল ইখলাস ♦

১ বলে দাও, কথা হল আল্লাহ সব দিক থেকে এক। ☈

১. 'আল্লাহ সব দিক থেকে এক'-এর দ্বারা এই শব্দের তরজমা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেবল 'এক' বললে এর সম্পূর্ণ মর্ম আদায় হয় না। 'সব দিক থেকে এক'-এর ব্যাখ্যা এই যে, তাঁর সন্তা এক। তাঁর কোন অংশ নেই, খণ্ড নেই। তাঁর গুণাবলীও এমন যে, তা আর কারও মধ্যে পাওয়া যায় না। এভাবে তিনি নিজ সন্তার দিক থেকেও এক, গুণাবলীর দিক থেকেও এক।

২. কোন কোন কাফের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি যে মাঝের ইবাদত করেন তিনি কেমন? তার নাম-ধার, বংশ-পরিচয় কী? তার পরিচিতি তো বর্ণনা করুন। তারই উত্তরে এ সূরা নাখিল হয়েছে।

২ আল্লাহই এমন যে, সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। ☈

৩. 'সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন' এটা الصمد-এর তরজমা। এ শব্দের মর্মও কোন এক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আরবীতে বলে তাকে, মানুষ নিজেদের বিপদ-আপদ ও সমস্যাদিত সাহায্যের জন্য ঘার শরণাপন হয় এবং সকলে ঘার মুখাপেক্ষী থাকে, কিন্তু সে নিজে কারও মুখাপেক্ষী থাকে না। সাধারণত সংক্ষিপ্তভাবে এ শব্দের তরজমা করা হয় 'বেনিয়ায়'। কিন্তু তা দ্বারা শব্দটির কেবল এই দিকই প্রকাশ পায় যে, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু সকলেই যে তার মুখাপেক্ষী সে দিকটি এর দ্বারা আদায় হয় না। তাই এখানে বিশেষ একটি শব্দ দ্বারা তরজমা না করে সম্পূর্ণ মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে।

৩ তার কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। ☈

৪. যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলত অথবা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বা হযরত উয়ায়ের আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলত, এ আয়ত দ্বারা তাদেরকে রদ করা হয়েছে।

৪ এবং তার সমকক্ষ নয় কেউ। ☈

৫. অর্থাৎ এমন কেউ নেই, যে কোন ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষতা দাবি করতে পারে। সূরাটির এ চার আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলার তাওহীদকে অত্যন্ত পূর্ণস্মরণে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াত দ্বারা বহু-ঈশ্বরবাদী তথা যারা একের বেশি মাঝে বিশ্বাস করে তাদেরকে রদ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে তাদের ধ্যান-ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলাকে এক জন্ম সত্ত্বেও অন্য কাউকে বিপদাপদ থেকে উদ্বারকারী, প্রয়োজন সমাধাকারী, মনোবাঞ্ছা পূরণকারী ইত্যাদি বলে বিশ্বাস করে। তৃতীয় আয়াতে রদ করা হয়েছে তাদেরকে, যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাআলার সন্তান-সন্ততি আছে। চতুর্থ আয়াতে সেই সব লোকের বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে, যারা মনে করে আল্লাহ তাআলার যে-কোনও গুণ একই রকমভাবে অন্য কারণ মধ্যেও থাকতে পারে। যেমন মাজুরী সম্পদায় বলত, আলোর স্রষ্টা একজন এবং অন্ধকারের অন্ধজন। এমনিভাবে মঙ্গল এক খোদা সৃষ্টি করে এবং অমঙ্গল অন্য খোদা। এভাবে এই সংক্ষিপ্ত সূরাটি সব রকমের শিরককে দ্রাস্ত সাব্যস্ত করতঃ খালেস ও বিশুদ্ধ তাওহীদকে সপ্রমাণ করেছে। এ কারণেই এ সূরাকে সূরা ইখলাস বলা হয়।

একটি সহীহ হাদীসে আছে, সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। বাহ্যত তার কারণ এই যে, কুরআন মাজীদ মৌলিকভাবে তিনটি আকীদার প্রতি বেশি জোর দিয়েছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত। সূরা ইখলাসে এ তিনটির মধ্য হতে তাওহীদকে সুষ্পষ্ট করে দিয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে এ সূরাটি তিলাওয়াতেরও অনেক ফর্মালত বর্ণিত হয়েছে।



♦ আল ফালাক ♦

১ বল, আমি ভোরের মালিকের আশ্রয় গ্রহণ করছি ♦

১. কুরআন মাজীদের এই শেষের দুই সূরাকে 'মুআউবিয়াতায়ন' বলা হয়। এ সূরা দুটি নাখিলের প্রেক্ষাপট এই যে, ইয়াহুদীরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের উপর যাদু করার চেষ্টা করেছিল। তাদের যাদুর কিছু ক্রিয়া তাঁর উপর প্রকাশণে পেয়েছিল। তখন এ সূরা দুটি নাখিল করা হয়। যাদু-টোনা থেকে হেফাজতের জন্য তাকে এ সূরা দুটিতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিছু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এ সূরা দুটি পাঠ করে দম করলে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম রাতে শোওয়ার আগে এ দুটি পড়ে নিজের হাতে দম করতেন তারপর সেই হাত দ্বারা সমস্ত শরীর মুছতেন।

২ তিনি যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে ♦

৩ এবং অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা ছেয়ে যায় ♦

২. বিশেষভাবে অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে পানাহ চাওয়া হয়েছে এ কারণে যে, যাদুকরণ তাদের কর্মকাণ্ড সাধারণত রাতের অন্ধকারেই করে থাকে।

৪ এবং সেই সব ব্যক্তির অনিষ্ট হতে, যারা (তাগা বা সুতার) গিরায় ফুঁ দেয় ৩ ♦

৩. 'ব্যক্তি' শব্দ দ্বারা পুরুষ ও নারী উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। যাদুকর পুরুষও হয়, নারীও এবং উভয় শ্রেণীর যাদুকরই সুতা বা তাগায় গিরা দিয়ে তাতে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে থাকে। এ আয়াতে তাদের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে।

৫ এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে। ♦



♦ আন নাস ♦

১ বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি সমস্ত মানুষের প্রতিপালকের ♦

১. পূর্বের সূরার ১২ং টাকা দেখুন।

২ সমস্ত মানুষের অধিপতির ♦

3

সমস্ত মানুষের মাবুদের ৩ *

২. আর্থিং আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহ তাআলার, যিনি সকলের প্রতিপালক, প্রকৃত অর্থে সকলের বাদশাহ এবং সকলের সত্যিকারের মাবুদ।

4

সেই কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে, যে পেছনে আত্মগোপন করে ৫ *

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আবাস রায়ি থেকে বর্ণিত : যে-কোনও শিশু জন্মগ্রহণ করে, কুমন্ত্রণাদাতা (শয়তান) তার অন্তরে চেপে বসে। যখন সে সচেতন হয়, তখন যদি আল্লাহ তাআলার যিকির করে, তবে সে কুমন্ত্রণাদাতা পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার যখন গাফেল হয়ে যায়, ফিরে এসে কুমন্ত্রণা দেয়। (রহল মাআনী; হাকীম, ইবনুল মুন্ফির ও যিয়া'র বরাতে)।

5

যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, *

6

সে জিনদের মধ্য হতে হোক বা মানুষের মধ্য হতে। ৬ *

৪. সুরা আনআমে (৬ : ১১২) বলা হয়েছে, শয়তান যেমন জিনদের মধ্যে হয়, তেমনি মানুষের মধ্যেও হয়। তবে জিন শয়তানদেরকে চোখে দেখা যায় না। তারা অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। আর মানুষ শয়তানদেরকে চোখে দেখা যায়। তারা এমন সব কথাবার্তা বলে, যা শুনলে অন্তরে নানা রকমের কুচিন্তা জাগ্রত হয়। তাই এ আয়াতে উভয় রকম কুমন্ত্রণাদাতা থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

এ সুরায় যদিও শয়তানের কুমন্ত্রণা দেওয়ার শক্তির কথা জানানো হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়ে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাইলে এবং তাঁর যিকির করলে শয়তান দুরে সরে যায়। সুরা নিসায়(৪ : ৭৬) বলা হয়েছে, তার কৌশল দুর্বল এবং তার এ শক্তি নেই যে, মানুষকে গুনাহ করতে বাধ্য করবে। সুরা ইবরাহীমে (১৪ : ২২) খোদ শয়তানের স্বীকারোক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'মানুষের উপর আমার কোন আধিপত্য নেই। বস্তুত শয়তান যে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে এটা মানুষের জন্য এক পরীক্ষা। যে বাস্তি তার ধোঁকায় পড়তে অঙ্গীকার করে এবং এজন্য আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চায়, শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।'

কুরআন মাজীদের সূচনা হয়েছিল সুরা ফাতিহা দ্বারা। তাতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণাবলী উল্লেখ করার পর তাঁরই কাছে সরল পথের হেদায়ত দান করার জন্য দোয়া করা হয়েছিল। এবার সমাপ্তি টানা হয়েছে সুরা 'নাস' দ্বারা। এতে শয়তানের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে। এভাবে সরল পথে চলার ক্ষেত্রে শয়তানের পক্ষ হতে যে বাধাৰ সৃষ্টি হতে পারত, তা অপসারণের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে নফস ও শয়তান উভয়ের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন আমীন।

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা নিজ ফযল ও করমে আজ ১৭ই রময়ানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রি। তারিখে কুরআন মাজীদের এ খেদমতকে সমাপ্তিতে পোঁছিয়েছেন (অনুবাদের কাজ শেষ করিয়েছেন আজ ২৯ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৫ই জানুয়ারি ২০১১ খ্রি।)

হে আল্লাহ! কোনও মুখ ও কোনও কলম আপনার শোকর আদায়ের ক্ষমতা রাখে না। কত মহান আপনি! এক মূল্যহীন বিন্দুকে আপনার মহা মর্যাদাবান কালামের খেদমত করার সৌভাগ্য দিয়েছেন!

হে আল্লাহ! আপনি যখন এ তাওফীক দিয়েছেন তখন মেহেরবাণী করে একে কবুলও করে নিন। এর উচ্চিলায় এই অকর্মণ্য তরজমাকারীর জন্য কবর থেকে হাশের পর্যন্ত প্রতিটি ধাপকে সহজ করে দিন এবং এ খেদমতকে আখেরাতের পুঁজি বানিয়ে দিন। পাঠকের অন্তরে এর মাধ্যমে কুরআন মাজীদকে বোঝার, এর উপর আমল করার এবং এর মহিমাবিহীন বার্তা ও আবেদনকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করে দিন। (হে আল্লাহ! এই একই দোয়া অধম গুনাহগার -অনুবাদকও আপনার দরবারে করছে। মেহেরবাণী করে কবুল করে নিন) আমীন।